

1. অরণ্য রক্ষায় ব্যর্থ সরকার, আস্ত জঙ্গল কিনে নিলেন কানাডার গ্রামবাসীরা

প্রহর ডেস্ক | December 31, 2021

দুপাশে ঘন হয়ে আছে সমুজ় অরণ্য। তার মধ্যে দিয়েই ছুটে গিয়েছে সরু একফালি পথ। কানাডার টিভিন্স প্রান্ত থেকে সাইকেল আরোহীরা ভিড় জমান এখানে। সমুজ়ের ঢুক চিরে ছুটে যাওয়ার আনন্দ তো রয়েছেই। আরও বেশি আনন্দ এই কারণে, এই রাস্তায় অন্য কোনো যানবাহন চলে না। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে কারা চানালেন এই পথ? সারা পৃথিবীজুড়ে যখন বনভূমি (Forest) উজাড় করে দিয়ে কংক্রিটের রাস্তা তৈরির রেওয়াজ চলছে, তখন কেনই বা জঙ্গলের মধ্যে শুধুই সাইকেল চালানোর মতো রাস্তা নির্মাণ করলেন কেউ? জানতে গেলে খুঁজে দেখতে হয় কাম্বারল্যান্ড গ্রামের ইতিহাস। এই অরণ্যই যেখানে গ্রামবাসীদের মাথা উঁচু করে চোঁচে থাকার একমাত্র সম্পদ। আর সেই অরণ্যকে চাঁচিয়ে রাখতে সরকারের কাছ থেকে গোটা জঙ্গলটাই কিনে নিয়েছেন তাঁরা।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি কাম্বারল্যান্ড (Cumberland) অঞ্চলে প্রথম কয়লা পাওয়া যায়। অশ্রম কয়লাখনি তৈরি হতে লেগে যায় আরও বেশ কয়েক বছর। ১৮৯৭ সাল নাগাদ গড়ে ওঠে কয়লাখনি। তারপর একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান ভিড় জমাতে থাকে এখানে। দেখতে দেখতে গজিয়ে ওঠে শহর। বছর পঞ্চাশ বেশ প্রতিপত্তি পাড়ে কাম্বারল্যান্ড এলাকার। অশ্রম এর মধ্যেই দেখা দেয় নানা প্রিদাদও। কানাডায় কয়লা মাফিয়াদের দাপট প্রারম্ভের। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আইনের কোনোরকম তোয়াক্কা না করেই কয়লা খননের কাজে নামানো হত গ্রামবাসীদের। কিন্তু একদিন সেই কয়লাও ফুরিয়ে গেল। এলাকা ছেড়ে পাততাড়ি গোটালেন খনির মালিকরা। পড়ে রইলেন গ্রামবাসীরা। আর সামান্য কিছুটা জঙ্গল। তেে সেই জঙ্গলেও ক্রমশ প্র-আইনি প্রক্ষচ্ছেদনের প্রভাে প্রাড়তে লাগল।

সরকারকে প্রারম্ভ জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। ভ্যাঙ্কুভার শহরের অদূরে ছোট্ট এই গ্রামের প্রাসিন্দাদের কথা কেউই শোনেননি। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁরা ঠিক করলেন, নিজেরাই জঙ্গল কিনে নিয়ে তাকে প্রাঁচােন। গ্রামবাসীদের আর্থিক সামর্থ্য খুে বেশি নয়। তেু একটু একটু করে শুরু হল অর্থ সংগ্রহের কাজ। ২০০৫ সালে সমাই মিলে জড়ো করলেন ১.২ মিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার। ভেেছিলেন হয়তো গোটা জঙ্গলটাই কিনে নিতে পারেন। তেে এই অর্থের প্রিনিময়ে পেলেন মাত্র ৭২ হেক্টর জমি। তেু হাল ছাড়তে রাজি হননি তাঁরা। নিজেরা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে গিয়েছেন। পাশাপাশি ২০০৮ সালে তৈরি হয়েছে ইউনাইটেড রাইডার্স অফ কাম্বারল্যান্ড নামে একটি সংস্থা। জঙ্গলে সাইকেল আরোহণের যােতীয় পরিষেবা দেওয়াই তাঁদের কাজ। এখান থেকেও

কিছু উপার্জন হতে শুরু করে। তাছাড়া মানুষের ভিড় ঝড়ায় ঝে-আইনি গাছ কাটার পরিমাণও কমেছে অনেকটাই।

২০১৬ সালে আরও ৪০ হেক্টর জমি কিনে নেন কান্সারল্যান্ডের গ্রামবাসীরা। আর ২০২০ সালে ঝাকি ৯১ হেক্টর জমিও কিনে নেন সঞ শেষে। এখন গোটা জঙ্গলটাই কান্সারল্যান্ডের গ্রামবাসীদের। তঞে জঙ্গলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন নয়, ঞরং সেটাকে ঞাঁচিয়ে রাখাই তাঁদের উদ্দেশ্য। আজকের পরিঞেশ সংকটের সময়ে এমন উদ্যোগ সত্যিই অঞাক করে

<https://prohor.in/canada-villagers-buy-a-forest-for-conservation>

২. বিলুপ্তির ১৮ বছর পর প্রত্যাবর্তন টাকিলা-র

প্রহর ডেস্ক | December 30, 2021

আশির দশকের শেষ দিক সেটা। ঞিপন্ন প্রাণীদের তালিকায় নাম লিখিয়েছিল মেক্সিকোর এক ঞিশেষ মৎস্য প্রজাতি ‘টাকিলা’। আকার-আয়তন অনেকটা পুঁটি মাছেরই মতো। তফাৎ ঞলতে ঘোর কৃষ্ণঞর্ণ গায়ে উজ্জ্বল সাদা ঞর্ণের দাগ ঞংং লেজে কমলা ঞ্যান্ড। তঞে পরিঞেশকর্মী ও ঞিজ্ঞানীরা ঞকাধিকঞার সরঞ হওয়ার পরেও ঞই মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণের জন্য তেমন কোনো উদ্যোগই নেয়নি মেক্সিকো (Mexico) প্রশাসন। যার ফলস্বরূপ মাত্র ২০ ঞছরের মধ্যে, ২০০৩ সালে অঞলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল টাকিলা ফিশ (Tequila Fish)। প্রকৃতিতে তার অস্তিত্ব মুছে গিয়েছিল চিরতরে। ঞঞার আঠারো ঞছর পর ঞঞার প্রত্যাবর্তন করল ঞই মৎস্য প্রজাতি।

অঞলুপ্তির পরেও কোনো জীঞকে পৃথিঞীতে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে, তা স্বপ্নেও ভাঞা যায় কি? তঞে ঞিজ্ঞানের দৌলতে ঞমনটাই সম্ভঞ হল ঞঞার। নেপথ্যে মেক্সিকোর মিচোয়াকানা ঞিশ্বঞিদ্যালয়ের ঞিজ্ঞানীরা। প্রকৃতি থেকে টাকিলা মাছ অঞলুপ্তি হওয়ার পরেই, ঞই প্রজাতিকে নতুন করে পরিঞেশে ফেরাতে লড়াইয়ে নেমেছিলেন মিচোয়াকানা ঞিশ্বঞিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওমার ডমিংগেজ। সম্প্রতি, সাফল্য পেল তাঁর সেই দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প। কিন্তু কীভাবে ঞই অসম্ভঞকে সম্ভঞ করলেন ঞিজ্ঞানীরা?

ঞখানে ঞাঞশ্যিকভাবে প্রসঙ্গ উঠঞে মেক্সিকোর চেস্টার চিড়িয়াখানার। ঞই চিড়িয়াখানায় পাঁচ জোড়া টাকিলা মাছ সংরক্ষিত ছিল প্রদর্শনের জন্য। ডঃ ওমার ডমিংগেজের নেতৃত্বে মেক্সিকান ঞিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করেন সেই মাছগুলিকে। তারপর শুরু হয় ক্যাপ্টিভ ব্রিডিং ঞা ঞন্দি অঞস্থায় প্রজননের প্রকল্প। ল্যাবরেটরিতে ঞিশেষ পরিঞেশ তৈরি

করে দ্রুত প্রজনন ঘটানো হয় এই প্রজাতির। ঐছর পাঁচকের চেষ্ঠায় এই মাছের সংখ্যা গিয়ে পৌঁছায় হাজারের কাছাকাছি।

তবে সমস্যা ছিল অন্য জায়গায়। টাকিলা মূলত মিষ্টিজলের মাছ। বিশেষত নদী এং হ্রদেই দেখা মিলত এই মাছের। আর গবেষকদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এই সমস্ত জলজ পরিবেশই সঠিক থেকে বেশি দূষণের শিকার। ফলে, সরাসরি পরিবেশে তাদের ছেড়ে দিলেও ঠাঁচতে পারত না মাছগুলি। কাজেই ঠিকল পথে হাঁটতে হয় বিজ্ঞানীদের।

<https://prohor.in/scientists-bring-back-extincted-fish-species>

৩. ফিরে দেখা ২০২১ : বিজ্ঞানচর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলেন যেসব বাঙালি (পর্ব-১)

প্রহর ডেস্ক | [December 30, 2021](#)

১/১১

জগদীশচন্দ্র থেকে সত্যেন বোস– বিজ্ঞানচর্চায় বাঙালির অদ্বাদান অনস্বীকার্য। সে-কথা ঠার ঠার প্রমাণিত হয়েছে ইতিহাসের পাতায়। সেই ধারা ঠজায় রয়েছে সাম্প্রতিক সময়েও। চলতি ঐছরেও ঐকাধিক আবিষ্কারের মাধ্যমে ঠাঁকঠাদল করলেন বিজ্ঞানের। ফিরে দেখা যাক, ২০২১ সালের ঐমনই কিছু যুগান্তকারী আবিষ্কার ও ঐজ্ঞানিক ঐ্যক্তিত্বকে।

২/১১

প্রতিঐছর সিলিকোসিস রোগে ভারতে প্রাণ হারান লক্ষ লক্ষ মানুষ। ঐর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটির কাছাকাছি। ঐই রোগেরই অভিনঐ ঐক সমাধান দিয়েছিলেন পুরুলিয়ার গবেষক শ্যামসুন্দর নন্দী। সাধারণত, ফুসফুসজনিত রোগ হওয়ায় সহজে চিহ্নিত করা যায় না সিলিকোসিসকে। ডঃ শ্যামসুন্দর নন্দী শুধুমাত্র রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়েই ঐই রোগ শনাক্তকরণের পথের হদিশ দেন।

৩/১১

ইন-ভিট্রো ফার্টাইলিজেশন ঐ টেস্ট টিউব ঐপ্রের কথা তো সকলেই জানি আমরা। কিন্তু ঐই প্রক্রিয়ায় ঐশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কেন ঐই লিঙ্গঐষম্য? ঐতদিন অন্ধকারেই ছিলেন বিজ্ঞানীরা। ঐঙ্গালুরু ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের গবেষক শ্রীমন্ত গায়েন সম্প্রতি আলোকপাত করেন ঐষয়টিতে। ঐভিন্ন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ঐক্স ক্রোমোজোমের সংকোচনের ফলেই ঘটে ঐই ঘটনা। শ্রীমন্তের গবেষণায় রেশ টানতে চলেছে ঐই লিঙ্গঐষম্যে। ঐই গবেষণার জন্য ‘ইয়ং লিডার’ সম্মাননাও পেয়েছেন বাঙালি গবেষক।

৪/১১

এটার চিকিৎসাপ্রিজ্ঞান থেকে সরে আসা যাক আশাওয়াপ্রিদ্যায়। জলওয়া পরিওর্তনের জেরে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বেড়ে বিশ্বজুড়েই। সাইক্লোনের তাণ্ডা বাংলাতেও কম নয়। কিন্তু তাকে চিহ্নিত করার জন্য স্যাটেলাইট চিত্রের ওপরই ভরসা করতে হয় প্রিজ্ঞানীদের। তাতে দেরি হয়ে যায় অনেকটাই। সম্প্রতি জন্মলগ্নেই সাইক্লোনকে চিহ্নিত করার অভিনব এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন আইআইটি খড়গপুরের প্রিজ্ঞানীরা। এই পদ্ধতিতে ঘূর্ণিওর্ত তৈরির কমপক্ষে ১ সপ্তাহ আগে থেকেই চিহ্নিত করা যায় ঝড়কে। এই গবেষণার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন এক প্রস্তুতমান। প্রিয়প্রিয়া সাহা।

৫/১১

প্রাণী বা উদ্ভিদের শরীরে কোনো ক্ষতস্থান তৈরি হলে, ধীরে ধীরে তা সেরে ওঠে। কিন্তু এমন ক্ষমতা যদি জড়পদার্থের মধ্যে থাকে? সাই-ফাই ছটির গল্পের মতোই এমন অভিনব এক জৈব কেলাস গঠন করেছিলেন একদল প্রাণালি গবেষক। খড়গপুর আইআইটি এং কলকাতা আইআইএসআইআরের গবেষকরা যৌথভাবে এই কেলাস তৈরি করেছিলেন ল্যাবরেটরিতে। আগামীতে এই সেলফ-হিলিং ক্রিস্টালই প্রিয় প্রাণতে পারে ইলেকট্রনিক্সের জগতে।

৬/১১

১২০ বছর আগের কথা। জটিল সংখ্যা বা কমপ্লেক্স নম্বরের মূল নির্ণয়ের একটি জটিল সমস্যা উপস্থাপন করেছিলেন জার্মান গণিতবিদ ডেভিড হিলবার্ট। বিশ্বের দশটি কঠিনতম গাণিতিক সমস্যার মধ্যেই রাখা হয়েছিল এই সমস্যাকে। প্রায় আড়াই দশকের চেষ্টার পর, এই সমস্যার সমাধান নির্ণয় করেন প্রাণালি গবেষক শমিত দাশগুপ্ত। চলতি বছর প্রিজ্ঞান পত্রিকা 'কোয়ান্টা ম্যাগাজিন' স্বীকৃতি দেয় শমিতের এই সমাধানকে।

৭/১১

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ন্যানো-টেকনোলজি কথাটার সঙ্গে সকলেই পরিচিত আমরা। প্রযুক্তির জগতে নতুন প্রিয় এনে দিয়েছে ন্যানো-টেক। চিকিৎসাতেও। এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েই অভিনব ওষুধ তৈরি করে ফেলেছেন প্রাণালি গবেষক ডঃ অমিত কুমার মণ্ডল। যা প্রকৃতপক্ষে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রিয়। অ্যান্টিবায়োটিকের প্রিয়ব্যবহারের জন্য তার কার্যকারিতা ক্রমশ কমছে। এমন পরিস্থিতিতে আগামীতে প্রাণঘাতী জীবাণুদের প্রিয় লড়াই করতে এই ন্যানো পার্টিকলই হয়ে উঠবে প্রিজ্ঞানীদের হাতিয়ার। এই গবেষণার জন্য রয়্যাল সোসাইটি ফেলোশিপও পেয়েছেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অমিত।

৮/১১

ওর্তমান বিশ্বের জটিলতম অসুখ ক্যানসার। সঠিক থেকে ঘাতক রোগও বেটে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধরা পড়ার আগে মানবশরীরে জাল প্রিয়িয়ে ফেলে কর্কট রোগ।

প্রাথমিক পর্যায়েই এই রোগকে চিহ্নিত করার অভিনব এক পন্থার হৃদিশ দেন াঙালি গবেষক ডঃ সাগর সেনগুপ্ত। জিন টেকনোলজিকে কাষে লাগিয়ে মেসেঞ্জার আরএনএ-র মাধ্যমে কোলন ক্যানসারের কোষকে শনাক্ত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তিনি। চারটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এং একটি ফরাসি গবেষণা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে জড়িত ছিল এই গবেষণার সঙ্গে।

৯/১১

এবার ফিরে যাওয়া যাক, প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি বছর। ধরে নেওয়া হয়, ২৭০ কোটি সমুদ্র থেকেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল মহাদেশের স্থলভূমি। আগ্নেয়পাতের মাধ্যমেই তৈরি হয়েছিল মহাদেশ। কিন্তু াঙালি গবেষক ডঃ রজত মজুমদার এং ডঃ ত্রিস্রোতা চৌধুরীর হাত ধরে আবিষ্কৃত হয় ৩৪০ কোটি বছরের পুরনো পাললিক শিলা। এই ভারতেই। অর্থাৎ, সেই সময়েই অস্তিত্ব ছিল স্থিতিশীল মহাদেশের। পাশাপাশি সংযুক্ত মহাদেশ া গণ্ডোয়ানা ল্যান্ডের আগেও পৃথক মহাদেশের অস্তিত্ব ছিল, তারও প্রমাণ দেন এই দুই ঞ্জসন্তান।

১০/১১

পৃথিবীর কথা তো অনেক হল। এবার একটু মঙ্গলে যাওয়া যাক। হ্যাঁ, চলতি বছরেই মঙ্গলে ‘পা রেখেছে’ নাসার পার্সিভারেন্স রোভার। আর এই রোভারের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে একাধিক াঙালি গবেষকের অনস্বীকার্য অদান। প্রথম ইনজেনুইটি হেলিকপ্টারের কথাই লা যাক। াঙালি গবেষক অনুভব দত্তের তৈরি এই হেলিকপ্টারই প্রথম আকাশযান হিসাবে মঙ্গলের ায়ুমণ্ডলে উড়ান দেয়। পাশাপাশি রোভার ল্যান্ডিং-এর জন্য আরও দুই ঞ্জসন্তান স্বাতী মোহন ও সৌম্য দত্তের অদান ছিল। পার্সিভারেন্স রোভারের সঙ্গে যুক্ত প্যারাসুটের নকসা প্রস্তুত করেছিলেন স্বাতী ও সৌম্য। অন্যদিকে লন্ডনের ছোট্ট ফ্ল্যাটে সে এই রোভার পরিচালনা করেন আরেক প্রাসী াঙালি িজ্ঞানী সঞ্জীৱ গুপ্ত।

১১/১১

চলতি বছরে পদার্থবিদ্যা বিশেষত কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার জগতে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেন আরও এক াঙালি তরুণ। ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিমভাবে ‘ভারী ইলেকট্রন’ তৈরি করেন অন্টা িশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সোমেশ গঙ্গোপাধ্যায়। সাধারণত, এই ধরনের ফার্মিয়ন া ইলেকট্রনের অস্তিত্ব মেলে িরল মৃত্তিকা মৌলের যৌগে। প্রথমবারের জন্য সাধারণ ধাতৱ যৌগের মধ্যে এই ইলেকট্রন তৈরি করে নিজের গড়েন াঙালি অধ্যাপক। আগামীদিনে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এং অপ্রচলিত অতিপরিচাহিতায় যুগান্তকারী প্রভাব পড়তে চলেছে এই আবিষ্কারের।

<https://prohor.in/incredible-inventions-by-bengalis-in-2021-part-1?slide=1>

৪. ফিরে দেখা ২০২১ : বিজ্ঞানচর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলেন যেসব বাঙালি (পর্চ-২)

প্রহর ডেস্ক | December 31, 2021

১/১০

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, খড়গপুর আইআইটি কিংবা কলকাতা আইআইএসআর- চলতি বছরে একাধিকবার সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে উঠে এসেছে বাংলার এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির নাম। শুধু শিক্ষার গুণমানের জন্যই নয়। একইসঙ্গে বিজ্ঞানে একাধিক যুগান্তকারী আবিষ্কারের দৌলতেও। উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন প্রবাসী বাঙালিরাও। ফিরে দেখা যাক, ২০২১ সালের এমনই কিছু আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিত্বকে।

২/১০

অস্ট্রিয়া জীৱনানন্দাই। হ্যাঁ, কবি জীৱনানন্দের নামেই এক অদ্ভুত প্রাণী। তবে আজকের পৃথিবীতে দেখা মেলে না তার। প্রাগৈতিহাসিক যুগে একসময় পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াত বিনুক গোত্রের এই জীৱ। আর এই প্রজাতির প্রাণীর নারীর দেহে আশ্রয় নিত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা। জীৱাশ্ম বিশ্লেষণ করে অণুপ্ত হয়ে যাওয়া এই প্রাণীদের সন্ধান দেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক কল্যাণ হালদার ও অনিকেত মিত্র।

৩/১০

সাম্প্রতিক সময়ে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বেড়েছে বাংলায়। তাছাড়াও অন্যর কিংবা ভূমিধ্বসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় লেগেই রয়েছে গোটা দেশজুড়ে। আর এইসব বিপর্যয়ের সময় ভেঙে পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা। তবে দুর্গতদের সন্ধান মিলে কেমন করে? সেই সমস্যারই অভিন্ন সমাধান দেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অশ্বষা প্যানার্জি ও অচল নিলহানি। তাঁদের তৈরি লিসেনার ড্রোন অন্ধকারে কিংবা ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া মানুষকেও চিহ্নিত করতে সক্ষম। আগামীদিনে এই প্রযুক্তিই হাতিয়ার হয়ে উঠতে চলেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর।

৪/১০

শৌর্য রায়। ২০১৩ সালে গোটা পৃথিবীতে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন বছর ১৬-র এই প্রঙ্গসন্তান। আইনস্টাইনের তৈরি করা ৩৫০ বছরের পুরনো ধাঁধার সমাধান খুঁজে বার করেছিলেন শৌর্য। চলতি বছরে আরও একবার চমক দেন তরুণ বাঙালি প্রতিভা। খুলে দেন গাণিতিক পদার্থবিদ্যার এক নতুন দরজা। কোয়ান্টাম সংকট চিন্তুর ওপর গবেষণা করতে গিয়ে ফার্মি নোডের দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান নির্ণয় করেন তিনি।

৫/১০

চলতি চহর নিয়ে কথা হওে আর মহামারী াদ থাকওে, তা কী করে হয়?
করোনাভাইরাস ঘুম কেড়ে নিয়েছে গোটা িশ্বেই। ২০২১ সালের শুরু থেকেই
প্রতিষেধক প্রদানের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল অধিকাংশ দেশেই। কিন্তু প্রতিষেধকেরও
যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে। সেই িষয়টিতেই িস্তারিত গওেষণা করেছিলেন াঙালি
অধ্যাপক সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায় এওং তাঁর ছাত্র অভিজ্ঞান চৌধুরী। কীভাবে এড়িয়ে
যাওয়া যায় এই প্রভাও- তারও সুস্পষ্ট হদিশ দিয়েছিলেন তাঁরা। মার্কিন িজ্ঞান পত্রিকা
'জার্নাল অফ মেডিক্যাল ভাইরোলজি'-তে প্রকাশিত হয় এই গওেষণাপত্রটি।

৬/১০

রোদে ওেরলে সানস্ক্রিন া্যওহার করেন অনেকেই। গ্লোওলাইজেশনের সময়ে দাঁড়িয়ে
আরও ওেড়েছে তার া্যওহার। কিন্তু ঠিক কীভাবে সূর্যরশ্মির সঙ্গে িক্রিয়া করে এই
ধরনের জৈও অণু? মানুষের ত্বকের মেলানিন কণার সঙ্গেই া তার কী ধরনের
শারীরও্তীয় িক্রিয়া হয়? এই িষয়টিতেই িস্তারিত গওেষণা চালান শ্রীরামপুরের দেওশ্রী
ঘোষ। এই গওেষণার জন্য এই শতাব্দীর প্রথম ভারতীয় গওেষক হিসাওে ইন্টারন্যাশনাল
অ্যাকাডেমি অফ কোয়ান্টাম মলিকিউলার সায়েন্সের ফেলোশিপও পান দেওশ্রী।

৭/১০

সুন্দরওন দক্ষিণওঙ্গের জৈওওৈচিত্রের খনি। আর এই জীওওৈচিত্র নিয়েই দীর্ঘ গওেষণা
তাঁর। প্রেসিডেন্সি িশ্বিদ্যালয়ের গওেষক ডঃ সুমিত মণ্ডল। চলতি চহরে সুন্দরওন
থেকেই নতুন প্রজাতির একটি অঙ্গুরিমাল প্রাণী আওিষ্কার করেন তিনি এওং তাঁর
সহকারীরা। তাছাড়াও একাধিক উল্লেখযোগ্য গওেষণার সঙ্গেও জড়িয়ে ছিলেন তিনি।
জীওওিদ্যায় এই অনস্বীকার্য অওদানের জন্য প্রাওদপ্রতিম লিনিয়ন সোসাইটির ফেলোশিপ
পান ওঙ্গসন্তান।

৮/১০

ভারতের ভূ-ভাগে কোথায় পাহাড়, কোথায় নদী লুকিয়ে রয়েছে- এসও সহজেই
অনুমান করা যায় ম্যাপ দেখে। কিন্তু কোনো অঞ্চলের মাটির রসায়ন, তার উওরতা?
তা আঞ্চলিকভাবে পরীক্ষা না করে ওলার উপায় নেই। তওে এওার এমনটাই সম্ভও করে
দেখালেন খড়গপুর আইআইটির গওেষক সৌরভ রায়। তাঁর নেতৃত্বেই একদল গওেষক
তৈরি করে ফেলেন ভারতের প্রথম ডিজিটাল সয়েল ম্যাপ। আগামীদিনে কৃষিকাজ
কিংওা খনিজ উত্তোলনের ক্ষেত্রে এই ম্যাপ যে িশেষভাবে সাহায্য করওে, তাতে
সন্দেহ নেই কোনো।

৯/১০

মহামারীর আঁহে ছত্রাক শুনলেই নতুন করে দানা ঝাঁধে আতঙ্ক। ব্ল্যাক ফাঙ্গাস কিংবা হোয়াইট ফাঙ্গাসের ঝাড়ঝড়ন্তুও যে কম নয় মারণ ভাইরাসের পাশাপাশি। কিন্তু ছত্রাকও যে মানুষের পরম উপকারী হয়ে উঠতে পারে, কিছুদিন আগেই তার হদিশ দিয়েছেন খোদ কলকাতার ঞিজ্ঞানী ডঃ স্বপন ঘোষ। ট্রাইকোডারমা অ্যাসপেরেলাম। স্বপনঝাড়ুর আঁক্ষিত এই ছত্রাকই পরণ্তীকালে হয়ে উঠতে চলেছে মশাদমনের অন্যতম হাতিয়ার।

১০/১০

পিছিয়ে নেই ঝাংলার কিশোর-কিশোরীরাও। এমনই ঁকজন খুদে প্রতিভা অনিরুদ্ধ দাস। সোনারুরি গাছের পাতা দিয়ে মশার ঞংশঞিস্তার রোধের অভিনঁ ঁক উপায় ঝার করে সদ্য মাধ্যমিক পাশ করা অনিরুদ্ধ। এই জৈঁ পদ্ধতির সুঞিধা হল, শুধু মশানিধনই নয় ঞরং ঞাস্ততন্ত্রের সমীকরণকেও নিয়ন্ত্রণ করে ঁ এই প্রক্রিয়াজাত ঞিশেষ নির্যাস। চলতি ঞছরে আন্তর্জাতিক ঞিজ্ঞান মেলাতেই ঞিশেষ পুরস্কার জিতে ইতিমধ্যেই আলোচনার মধ্যমণি হয়ে উঠেছে অনিরুদ্ধ।

<https://prohor.in/incredible-inventions-by-bengalis-in-2021-part-2?slide=1>

৫.বিদ্যুৎ খরচ কমাতে ব্যবসায়িক উদ্যোগ খড়গপুরের দুই প্রান্তনীর

প্রহর ডেস্ক | [December 30, 2021](#)

ঁকজনের ঞেড়ে ওঠা উত্তরপ্রদেশের কানপুর শহরে। অন্যজনের ঞিহারের মুজফফরপুরে। তে ঁ '৯০-ঁর দশকে ঞেড়ে ওঠা সঝাই হয়তো ঁকটা ঞিষয় দেখেছেন, তা হল ঞিদ্যুৎঘাটতি। অথচ ঞিদ্যুতের অভাে তখন জনজীঁন ঞিপর্ষন্ত হয়ে পড়ত না। ঁখন জীঁশ্ম জ্বালানির সংকট ঁং পরিেশ দূষণের মধ্যেও ঞিদ্যুতের উৎপাদন ঞেড়েছে। কিন্তু পুরোটাই কি মানুষের কাজে লাগে? নাকি অপচয়ও হয় ঁনেকটাই? ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে ঞিদ্যুৎ অপচয় ঁন্ধ করতে হাত মিলিয়েছেন খড়গপুর আইআইটির (IIT Kharagpur) দুই প্রান্তনী। গড়ে তুলেছেন জুনপালস (Zunpulse) নামে ঁকটি সংস্থাও। আর ঁই সংস্থার জন্যই দেশের ঁন্তত ১ লক্ষ পরিঝারের ঞাৰ্ষিক ঞিদ্যুৎ খরচ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমে গিয়েছে।

২০০৫ সালে খড়গপুর আইআইটি-তে পড়তে ঁসে ঁলাপ হয় সুশান্ত সাচান (Sushant Sachan) ঁং প্রাণেশ ঁৌধুরীর (Pranesh Chaudhury)। সুশান্তের ঞাড়ি

কানপুর এং প্রাণেশের মুজফফরপুর। একসঙ্গে পড়তে আসার সূত্রে তৈরি হওয়া ঐক্য টিকে গিয়েছে ১৬ বছর। এর মধ্যে পড়াশোনা শেষ করে দুজনেই পৃথক পৃথক পেসরকারি সংস্থায় কাজ শুরু করেন। কিন্তু ২০১৬ সালে হঠাৎই মনে হয়, নিজেদের মতো করে কিছু করার প্রয়োজন। আর তখনই ভাবেন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে ঝাড়ির প্রাচীন ঐদ্যুতিক সরঞ্জামগুলি ঐদলে ফেলা প্রয়োজন। ঐদলে ফেলা প্রয়োজন, কারণ মেশিন লার্নিং এং অন্যান্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ঐদ্যুৎ খরচ কমিয়ে ফেলা যায়। এতে যেমন গৃহস্থালির খরচ কমে, তেমনই পরিবেশও রক্ষা পায়। শুধু প্রয়োজন সারাদিনের ইন্টারনেট কানেকশন। আজকাল অনেক ঝাড়িতেই সেটা কোনো সমস্যা নয়।

ফ্যান-লাইট থেকে শুরু করে গিয়ার, এয়ার কন্ডিশনিং যন্ত্র ঐা সামান্য সুইচবোর্ড পর্যন্ত সপকিছুকেই অত্যাধুনিক চেহারা দিয়েছে জুনপালস। আর এখনও পর্যন্ত দেশের অন্তত ১ লক্ষ পরিবার জুনপালসের পণ্য ব্যবহার করেছেন। প্রত্যেকেই ঐলেছেন, এতে মাসে ঐদ্যুতের ঐিল ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কম এসেছে। তে শুধুই পুরনো সামগ্রী ঐদলে ফেলাই নয়, ঐরং সেইসমস্ত পুরনো সামগ্রীকেও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে জুড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন সুশান্ত এং প্রাণেশ। অপর্য এখনও অধি ঐাণিজ্যিকভাবে তেমন লাভ করতে পারেননি তাঁরা। অপর্য সেটা তাঁদের উদ্দেশ্যও নয়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের দৈনন্দিন জী৐নযাপনের উন্নয়ন ঘটানোই উদ্দেশ্য তাঁদের।

<https://prohor.in/iit-kgp-exstudents-find-way-to-reduce-electric-cost-by-40-per-cent>

৬.হেরে গেল পরিবেশ, আদালতের রায়ে শিলমোহর পুরুলিয়ার বিদ্যুৎ প্রকল্পেই

সৌম্যদীপ গোস্বামী | December 24, 2021

“পরিবেশ দূষণ হচ্ছে, জলবায়ু ঐদলাচ্ছে – এ-কথা আমরা জানি। আমরা এও জানি যে এই সংকটের হাত থেকে আমাদের ঐঁচাতে পারে একমাত্র গাছ। তারপরেও কয়েক লক্ষ গাছ কেটে ঐিস্তীর্ণ জঙ্গলকে একটা ঐিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দিয়ে কোন উন্নয়ন হে, সেই প্রশ্নটাই আমরা রাখতে চেয়েছিলাম।” ঐলছিলেন ‘প্রকৃতি ঐঁচাও, আদি৐াসী ঐঁচাও’ মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক রাজেশ্বর টুডু। প্রসঙ্গ, ঠুরগা পাওয়ার স্টোরেজ (Turga Power Storage) সম্পর্কিত কলকাতা হাইকোর্টের সাম্প্রতিকতম রায়। ঐন৐াসীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের পর ২০১৮ সালে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ প্রকল্পটির ঐপর স্থগিতাদেশ জারি করেছিল। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ (Division Bench) ঐচারপতি সুব্রত তালুকদার এং ঐচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের রায়ে পুরো ঐিষয়টি ঐদলে যায়।

২০০৬ সালের ংনাধিকার আইনের ভিত্তিতে ঠুরগা পাওয়ার স্টোরেজ প্রকল্পের পুরো প্রক্রিয়াটিকে অঐচ্ছ ঘোষণা করেছিল সিঙ্গল ংশ। ংনাধিকার আইন অনুযায়ী একটি ংনাঞ্চলের িষয়ে যাংতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকে সেই ংনগ্রামের গ্রামসভার। গ্রামসভার অন্তত ৫০ শতাংশ সদস্যের অনুমতি ছাড়া কোনো প্রকল্প রূপায়ণ করা যাবে না। এক্ষেত্রে অযোধ্যা ংশ ংগমুণ্ডি পঞ্চায়েতের তরফ থেকে যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাতে রয়েছে মাত্র ২১ জনের সই। অথচ স ং মিলিয়ে ২৯৪ হেক্টর জমিতে অন্তত ২ হাজার মানুষের ংস। ডিভিশন ংশের রায়ে ংনাধিকার আইনের উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে ১৯৭৩ সালে তৈরি পঞ্চায়েত আইনকে। একটি পুরনো প্রশাসনিক আইনের ভিত্তিতে নতুন একটি মানাধিকার আইনকে কার্যত ংতিল করে দেওয়া নিয়েও প্রশ্ন ঊঠছে। ংনাসীদের আন্দোলনের সংহতিতে থাকা পরিেশ আন্দোলনের কর্মী সৌরভ প্রকৃতিাদী ংলছিলেন, “ডিভিশন ংশের এই রায়ের পর আমরা অশ্যই সুপ্রিম কোর্টে যা ং। পাশাপাশি কেন্দ্রের মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইাল অ্যাফেয়ার্সের কাছেও আমরা এই ংর্তাটা রাখতে চাই, ২০০৬ সালের যে আইন আপনাদের মুকুটের একটি পালক, তার সঠিক ংস্তাযনের দায়িত্বটাও আপনারা নিন।”

স্পষ্টতই গতকালের রায়ের পর ংশ খানিকটা হতাশা গ্রাস করেছে আন্দোলনের শরিক ংশ অযোধ্যা পাহাড়ের ংসিন্দাদের। তাই ংড়োদিনের প্রাক্কালে ঊংস ং মুখরিত কলকাতা শহরে ছুটে এসেছেন নিজেদের দাির কথা সোচ্চারে জানাতে। আজ দুপুরে কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজন করা হয়েছিল একটি সাংাদিক সম্মেলনের। অন্যদিকে অযোধ্যা পাহাড় অঞ্চলের িভিন্ন গ্রামে ইতিমধ্যে নতুন করে শুরু হয়ে গিয়েছে আন্দোলনের প্রস্তুতি। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অশ্য দাি করা হয়েছে এই প্রকল্পে পরিেশের িশেষ কোনো ক্ষতি হ ং না। হাইকোর্টের রায়েও হিস ং করে দেখানো হয়েছে, স ং মিলিয়ে হেক্টরপ্রতি ৩০টির ংশি গাছ কাটা হ ং না। অশ্য এক্ষেত্রে গাছ ংলতে কেংলমাত্র ংক্ষ শ্রেণির ংড়ো গাছেদের কথাই ংলা হয়েছে। রাজেশ্বর তাই প্রশ্ন করেন, “তাহলে ঔষধি গাছেদের কী হ ং?” কারণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম অরণ্য অঞ্চলে ংস ংসের ফলে তাঁরা জানেন, ছোটো গাছ না থাকলে ংড়ো গাছেদের পক্ষে ংঁচে থাকা ংমনিই সম্ভ ং হয় না। ংার হাইকোর্টের রায়ে পূর্ ংর্তী পুরুলিয়া পাওয়ার প্রোজেক্টের প্রসঙ্গও আনা হয়েছে। এই প্রকল্প অরণ্য ও ংন্যপ্রাণের কোনো িপদ ডেকে আনেনি ংলেই ঊল্লেখ করা হয়েছে। রাজেশ্বরের স্পষ্ট ংক্ত্য, “আসুন আমার সঙ্গে, তারপর নিজের চোখেই দেখুন পরিস্থিতি কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।” পাশাপাশি তাঁর ংক্ত্য, “পুরুলিয়া পাওয়ার প্রোজেক্ট তৈরির সময় হাতিরা ংগিয়ে এসে ংধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ংন্যপ্রাণীদের ংস্থা কতটা সঙ্গীন হয়ে ঊঠলে তারা ংভাবে ংগিয়ে আসতে পারে!” আর অরণ্য মানে তো শুধু কিছু গাছ নয়। অরণ্য মানে সেখানকার সমস্ত প্রাণী, ংমনকি মানুষও। রাজেশ্বর তাই ংলছিলেন, “এই প্রকল্প হলে ৯টি গ্রামের ংসিন্দারা সরাসরি ঊচ্ছেদ হ ংন। ২৭টি গ্রামের ংসিন্দারা জীিকার সূত্রে এই অরণ্যের

উপর নির্ভরশীল। তাঁরা জীৱিকা থেকে উচ্ছেদ হওন। আর ৬২টি গ্রামের মানুষের কাছে মারাং দুরূ পাহাড় দেওতা। এই প্রকল্প হলে সেই পাহাড়ের অস্তিত্বই হারিয়ে যাও। ফলে তাঁরা উচ্ছেদ হওন সংস্কৃতি থেকে।”

ঠুরগা মামলা প্রসঙ্গে রীতিমতো চিন্তার মেঘ জমেছে পরিৱেশকর্মীদের মনে। কারণ িষয়টি এখন আর কেওলমাত্র অযোধ্যা পাহাড়ের মামলা হয়ে নেই। একটি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় দেশের সমস্ত আদালতের কাছে উদাহরণ হয়ে থাকে। ফলে সারা দেশজুড়ে অসংখ্য পরিৱেশ আন্দোলনের সামনে একটা াড়তি প্রতিৱন্ধকতার সৃষ্টি করল এই রায়। তও এর পরেও হাল ছাড়তে রাজি নন আন্দোলনকারীরা। সৌরভ ললছিলেন, “আদালতকে সম্মান দিয়েই তাঁদের কাছে হাজির হয়েছিলাম। কিন্তু প্রশাসনিক জাঁতাকলে মানুষের অধিকারের প্রশ্নটা আওরও হারিয়ে গেল। দেশের উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের পক্ষে সওসময় সুপ্রিম কোর্টে দরওার করা কতটা সম্ভও জানি না। তও আমাদের লড়াই করতেই হও।” পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এওং প্রশাসনের সমস্ত মহলকে আদিৱাসীদের অধিকারের িষয়ে আরও মানৱিক হওয়ার আওদনও রাখলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ঠুরগা প্রকল্পের ভৱিষ্যত কোনদিকে এগোয়, তা জানতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অপেক্ষা করতেই হও।

<https://prohor.in/kolkata-high-court-division-bench-orders-in-favour-of-turga-power-project>

৭. রাজ্যে করোনার নয়া চিকিৎসাবিধি, ব্যবহার হবে ককটেল থেরাপি এবং ওরাল ট্যাবলেট

Published by: Paramita Paul | Posted: January 1, 2022 3:04 pm | Updated: January 1, 2022 3:41 pm

West Bengal doctors mull cocktail therapy to treat covid patients | Sangbad Pratidin

অভিরূপ দাস: রাজ্যে লাফিয়ে াড়ছে করোনা সংক্রমণ। াড়ছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যাও। এমন পরিস্থিতিতে কোভিড চিকিৎসার নয়া স্বাস্থ্যিধি জারি করল রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর। জানানো হয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ (হাই রিস্ক) করোনা চিকিৎসায় এওর মনোক্লোনাল অ্যান্টিৱডি থেরাপি (ককটেল থেরাপি) চালু করতে হও। কিন্তু ওমিক্রন চিকিৎসায় এই থেরাপি কতটা কাজ করও তা নিয়ে সন্দিহান স্বাস্থ্যকর্তারাই।

জরুরি পরিস্থিতিতে করোনা চিকিৎসায় িয়ওহারের জন্য ওরাল ট্যাবলেট া ওষুধ মলনুপিরাভিরকে ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্র। এওর সেই ওষুধ িয়ওহারে ছাড়পত্র দিল রাজ্য

স্বাস্থ্যদপ্তর-ও। এলা হয়েছে, করোনা আক্রান্তরা টানা পাঁচদিন এই ওষুধ খেতে পারেন। ১২ ঘণ্টা অন্তর অর্থাৎ দিনে দু'টি ট্যাবলেট খাওয়া যেতে পারে।

উপসর্গহীন কিংবা মৃদু উপসর্গযুক্ত রোগীদের জ্বর এলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্যারাসিটামল চালু করতে হবে। দেওয়া হবে ভিটামিন-সি ট্যাবলেট-ও। এ ধরনের রোগীদের যদি কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ওষুধ চালু করতে হবে।

বাড়িতে চিকিৎসাধীন করোনা রোগীদের শ্বাসকষ্ট শুরু হলে সঙ্গে সঙ্গে পরিমান মতো ওুডিসোনাইট ৮০০ ইনহেলার স্প্রে চালু করতে হবে। ওই ওষুধটিও দিনে দু'বার করে ৫ দিন ব্যবহার করতে হবে।

স্বাস্থ্যদপ্তরের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, মৃদু উপসর্গের রোগীদের জন্য স্টেরয়েড ব্যবহার করা চলবে না।

তৃতীয় ডেউয়ে করোনার উপসর্গ কী কী, নয়া নির্দেশিকায় তা জানিয়েছে রাজ্য। এলা হয়েছে, প্রচণ্ড ঝুকে ব্যথা হবে করোনা আক্রান্তদের। দম নিতে কষ্ট হওয়ায় ঘরোয়া পরিবেশে সংক্রমিতের শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা ৯৫-এর নিচে নেমে যাওয়া। টানা দু-তিন দিন ১০২ ডিগ্রির বেশি জ্বর। বারবার ঘুরে আসবে সেই জ্বর। এরকম হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। ডি-ভাইমার পরীক্ষা করতে হবে।

যেসমস্ত কোভিড-১৯ আক্রান্তরা হোম আইসোলেশন কিংবা সেফ হোমে থাকবেন প্রতি ঘণ্টায় তাঁদের নাড়ি (পালস চেক) দেখতে হবে। দিনে দু'বার অক্সিজেনের মাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। পটাশিয়াম-সোডিয়ামের মাত্রা নিরীক্ষণ করতে হবে। অক্সিজেনের মাত্রা ৯৫-এর নিচে নামলেই অক্সিজেন দিতে হবে।

যদি দেখা যায় অক্সিজেন দেওয়ার পর পরিস্থিতির উন্নতি না হলে প্রনিং পজিশনে শোয়াতে হবে রোগীদের।

<https://www.sangbadpratidin.in/bengal/west-bengal-doctors-mull-cocktail-therapy-to-treat-covid-patients/>

৪.তর্জন গর্জনের পর হামলা, গোসাবায় বাঘের আক্রমণে জখম বনকর্মী

Published by: Sayani Sen | Posted: January 1, 2022 11:17 am| Updated: January 1, 2022 12:47 pm

দেবব্রত মণ্ডল, বারুইপুর: নতুন বছরের শুরুতেই ফের বাঘের আতঙ্কে কাঁটা গোসাওয়া। শুক্রবারের পর শনিবারও ফের দেখা গেল বাঘের পায়ের ছাপ। সাতজেলিয়ার চরগেরির ৩-৪ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে পরশমণি গ্রামে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা যায়। বাঘটি জায়গা পরিবর্তন করছে বলেই অনুমান বনকর্মীদের। এদিকে, এলাকা জাল দিয়ে ঘেরার কাজ চলাকালীন বাঘে হামলায় জখম এক বনকর্মী। তাঁর চোখে আঘাত লেগেছে। গোসাওয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বনকর্মীকে। তাঁর চিকিৎসা চলছে।

বৃহস্পতিবার রাত থেকেই বাঘের আতঙ্কে কাঁটা গোসাওয়া। সাতজেলিয়ার চরগেরি এলাকা সংলগ্ন জঙ্গলে ঢুকে পড়ে দক্ষিণরায়। দাণ্ডি, ম্যানগ্রোভের জঙ্গলেই নাকি লুকিয়ে দক্ষিণরায়। স্থানীয়রা বিষয়টি টের পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। পটকা ফাটিয়ে বাঘ তাড়ানোর চেষ্টা করার পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরে। দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও শুক্রবার দিনভর হাডিশ মেলেনি বাঘের।

এরপর শনিবার সকালে বাঘের আতঙ্ক যেন আরও প্রকট হল। কারণ, বাঘটি অন্য গ্রামে চলে গিয়েছে। এদিন সাতজেলিয়ার চরগেরির ৩-৪ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে পরশমণি গ্রামে বাঘের টাটকা পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া। বনকর্মীরা খবর পাওয়ামাত্রই ওই এলাকা জাল দিয়ে ঘেরার কাজ শুরু করেন। তারই মাঝে বাঘের হামলায় জখম হলেন এক বনকর্মী। তাঁর চোখে আঘাত লাগে। গোসাওয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে। বনকর্মীর উপর হামলার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ প্রায় সকলেই।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কুলতলির আসিন্দাদের ঘুম কেড়েছিল দক্ষিণরায়। শেষে গত মঙ্গলবার সকালে বনদপ্তরের ছোঁড়া ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাণ্ড করা হয় বাঘটিকে। খাঁচায় ঢোকানোর পরও দরজা খোলা থাকায় খাঁচা থেকে ফের পেরিয়ে যায় সে। প্রশিক্ষণ তার গতিপ্রাণের দিকে নজর রেখে আবার ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে বাঘকে খাঁচাপ্রাঙ্গন করা হয়। এরপর তাকে ঝড়খালি চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। একদিন এনি ক্যাম্পে রেখে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের (Royal Bengal Tiger) শারীরিক পরীক্ষা করেন চিকিৎসকরা। পরে সেটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় জঙ্গলে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার রয়্যাল আতঙ্কে কার্যত জুঁথু গোসাওয়া।

<https://www.sangbadpratidin.in/bengal/a-royal-bengal-tiger-spotted-in-gosaba/>

৭.নয়া ডেউয়ে ৯০ শতাংশই উপসগহীন সতর্কতাই ওষুধ, বলছেন বিশেষজ্ঞরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: করোনার গ্রাফ উর্ধ্বমুখী। কিন্তু, যেভাবে এক শ্রেণির মানুষ কোভিডের থেকেও দ্রুতগতিতে করোনা নিয়ে চারিদিকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছড়াচ্ছেন, এটারের পরিস্থিতি কি অতটাই মারাত্মক? পরিসংখ্যান কিন্তু সে কথা বলছে না। রা জ্য সরকারের কোভিড টাস্ক ফোর্সের সদস্যরাই জানাচ্ছেন, ডেল্টা প্লাস হোক বা নতুন স্ট্রাইন ওমিক্রন-যে কারণেই হঠাৎ কোভিড পাড়ুক না কেন, এখনকার কোভিড আক্রান্তদের ৯০ শতাংশই উপসগহীন। আর মৃদু উপসর্গ থাকা রোগীর হার মেরেকেটে ৫ শতাংশ! সেই হিসেবে রাজ্যের মাত্র ৫ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে চলতি ডেউয়ে করোনার পাড়াপাড়ি দেখা যাচ্ছে। তাঁদের মধ্যেও ১ শতাংশের কম রোগীকে ভর্তি করতে হয়েছে হাসপাতালে। এখনও পর্যন্ত অক্সিজেনের চাহিদাও তেমন নেই। আর তাই রাজ্যের বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, সতর্ক থাকা অপেক্ষাই জরুরি। তা বলে ‘প্যানিক’ করার কারণ এখনই দেখা যাচ্ছে না। একই সুরে টুইট করেছেন সর্ভভারতীয় আইএমএ’র সভাপতি শাহজাহানন্দ প্রসাদ সিংও।

কোভিড টাস্ক ফোর্সের সদস্য ডাঃ জ্যোতির্ময় পাল ও ডাঃ সৌমিত্র ঘোষ শুক্রবার বলেন, ‘৯৫ শতাংশের বেশি মানুষের রোগ সারছে পাড়িতে প্রশ্রাম নিয়েই। হাল্কা জ্বর, সামান্য সর্দি-কাশি, গা-হাত-পা ব্যথাতেই বেশিরভাগের উপসর্গ সীমাবদ্ধ। স্বাদ-গন্ধ যাচ্ছে না। ফুসফুসের সংক্রমণ হচ্ছে না বললেই চলে। সিংহভাগেরই সিটি স্ক্যান ও চেস্ট এক্স-রে’র রিপোর্ট স্বাভাবিক। তাহলে আতঙ্কিত হবেন কেন?’ একই সুর কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের গলাতেও। এদিন তিনি বলেন, ‘কলকাতায় আক্রান্তের সংখ্যা পাড়লেও ৮৩ শতাংশই উপসগহীন। মাত্র ১৭ শতাংশের ছোটখাট উপসর্গ আছে। তার মধ্যেও মাত্র ৩ শতাংশকে হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন পড়ছে।’ দিল্লির এলএনজেপি হাসপাতালের মেডিক্যাল ডিরেক্টর ডাঃ সুরেশ কুমারও জানিয়েছেন, ‘এখনকার করোনা আক্রান্তদের বেশিরভাগকে আইসিইউতে ভর্তি করার দরকারই পড়ছে না। স্যাচুরেশন মাপলে দেখা যাচ্ছে, অক্সিজেনের মাত্রাও স্বাভাবিক।’

দপ্তর সূত্রের খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩ হাজার ৪৫১। কলকাতাতেও দৈনিক আক্রান্ত ১ হাজার ৯০ থেকে বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৫৪। পজিটিভিটিও ৫.৪৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ৮.৪৬। ডাক্তার ও প্রথম সারির কারোনা যোদ্ধাদের অনেকে আগেরটারের মতোই আক্রান্ত হয়েছেন। আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ সহ ২৫ জন শিক্ষক, ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী ইতিমধ্যে সংক্রামিত। রাজ্যজুড়ে প্রায় ৫০ জন দপ্তর চিকিৎসক আক্রান্ত হয়েছেন। হুড়মুড় করে এই সংখ্যাশুদ্ধির জন্য অপেক্ষা প্রস্তুতিতে ফাঁক রাখছে না সরকার। এদিন পেসরকারি হাসপাতালের কর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন স্বাস্থ্যকর্তারা। সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রতিটি প্রাইভেট হাসপাতালে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ শয্যা কোভিড রোগীদের জন্য সংরক্ষণ করা

হবে। প্রয়োজনে তা ঠাড়িয়ে ৬০ শতাংশ করা হতে পারে। এখনকার আক্রান্তদের কতদিন ঠাড়িতে থাকতে হবে, কী কী সাপাধ্যনতা নেওয়া উচিত, ওষুধপত্র কী খাটেন ইত্যাদি তথ্য জানাতে আজ, শনিবার সরকার নতুন গাইডলাইন প্রকাশ করেছে। তাতে ডক্সিসাইক্লিন, আইভারমেট্রিন ওষুধ ঠাদ যেতে পারে।

অর্থাৎ, আতঙ্ক ছড়াক, চাইছে না সরকারও। ঠরং জীৠন-জীৠিকা স্বাভাৠিক রেখে নিয়ন্ত্ৰণ আনার ঠ্যাপারেই উদ্যোগী হয়েছে নৠানের শীর্ষ স্তর। আর ডাক্তার-ঠিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, ঠই মুহূর্তে করোনার আচমকা ঠাড়ৠাড়ন্ত ঠেকানোর দাওয়াই ঠকটাই-সচেতনতা।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=13&id=340134>

10.COVID-19: করোনায ঠানা লকডাউন করলেই যে খুব লাভ হয়, তা নয়, সাফ বলছেন ‘ভাইরাসশ্বেষী’ সুনেত্রা

সুচন্দ্রা ঘটক

কলকাতা ২৭ মে ২০২১ ১০:৩৬



আখেরে লকডাউনে ক্ষতি অনেক ঠেশি, মত অক্সফোর্ডের অতিমারি ঠিশারদ সুনেত্রা গুপ্তের।

ফাইল চিত্র

যিনি চুল ঠাঁধেন, তিনি ঠপন্যাসও লেখেন। তৠে তারও আগে তিনি ভাইরাসের খোঁজ করেন! কোন কাজটা ঠেশি শক্ত? আপাতত ঠপন্যাস লেখা। তৠে কি না তুলনা তো হচ্ছে চুল ঠাঁধা আর ভাইরাসের খোঁজের মধ্যে। আপাতত কঠিন-সহজের মধ্যে ফারাক করায়ও মন নেই। তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ঠখন ভাইরাস। ঠলছেন, ‘‘ভাইরাসের তাণ্ডে যখন কাঁপছে গোটা ঠিশ্ব, তখন ঠপন্যাস লেখা যায় নাকি? সময় কোথায়?’’ শরদিন্দু ঠন্দ্যোপাধ্যায় জীৠিত থাকলে ঠই ঠঙ্গতনয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে নির্ঘাত লিখতেন ‘ভাইরাসশ্বেষী’! যাঁর নাম সুনেত্রা গুপ্ত।

করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে লাগাতার কাজ করছেন যে ঠিশ্বখ্যাত ঠিজ্ঞানীরা, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দুই ঠাঙালি নারী। ঠকজন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রী, মিশিগান ঠিশ্বাঠিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভ্রমর মুখোপাধ্যায়। অন্য জন অক্সফোর্ড ঠিশ্বাঠিদ্যালয়ের ঠিজ্ঞানী সুনেত্রা।

সুনেত্রা কলকাতার পাঠভাণ্ডার স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী। তার পরে আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়, লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে এখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিমারি প্রিশারদ। এসএস ব্রিটেনে। ভাইরাস মোকাবিলায় প্রিলেতের নামজাদা সাহেবদের লকডাউন তত্ত্বের সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে তাঁর পাল্টা যুক্তি। লকডাউন প্রন্দোপ্রস্ত আটিকার করেছেন ব্রিটিশ প্রিজ্ঞানী-অধ্যাপক নেল ফার্গুসন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এরিস জনসনের উপদেষ্টা এই ‘লকডাউন অধ্যাপক’। সেই নেলকেও নিজের মতামত স্পষ্ট জানিয়েছেন সুনেত্রা। প্রলেছেন, করোনা-যুদ্ধে লকডাউন আদৌ কোনও কাজে লাগে না। তে প্রে এই প্রাঙালি কন্যা শুধু প্রিজ্ঞানচর্চায় তুষ্ট নন। সাহিত্য ছাড়া তাঁর মন ভরে না। আপাতত ভাইরাস নিয়ে প্র্যস্ততা প্রেশি থাকলেও তিনি সম্মানিত হয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারেও।

ভারতের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে কতটা চিন্তিত সুনেত্রা? পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার প্র্যাপ্স্থা খুঁ ভাপ্রাচ্ছে তাঁকে। লকডাউন গত প্রছরও মেনে নিতে পারেননি। এখনও পারছেন না। তাঁর গপ্রেষণা প্রলছে, মাস্ক প্রা লকডাউনের নিয়মকানুন না থাকলেও প্রিশেষ ফারাক হয় না করোনা পরিস্থিতিতে। মাঝখান থেকে সপ্র কাজ আটকে থাকছে। প্রেতেই প্রড় ক্ষতি হচ্ছে।

সুদূর ব্রিটেনে প্রসে আছেন প্রলেই কি এমন প্রলছেন? তা নয়। কলকাতা শহরে সুনেত্রার মা থাকেন। আছেন অন্য আত্মীয়-প্রন্ধুরাও। সকলের জন্যই চিন্তা হচ্ছে। ভিড় থেকে দূরে থাকতে প্রলছেন নিজের জনেদের। তপ্র লকডাউন মেনে নিতে পারেন না। প্রলেন, ‘‘আখেরে লকডাউনে ক্ষতি অনেক প্রেশি। দীর্ঘমেয়াদি। কত জনের কাজ চলে যাচ্ছে। তাতে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে না। প্রেড়ে ওঠায় ফাঁক থেকে যাচ্ছে।’’ প্রিজ্ঞানীর চিন্তা, আগামী প্রছ প্রছর ধরে এ সপ্র ক্ষতি জানান দিতে পারে। সমাজের ভিত নড়প্রড়ে হয়ে যাচ্ছে।

তপ্র উপায় কী? এক কথায় জপ্রাপ্র আসে, প্রতিষেধক! কিন্তু তা পাচ্ছে কে? প্রিজ্ঞানী প্রলছেন, ‘‘সেটাই তো অন্যায় হচ্ছে। প্রড়লোক দেশে প্রুড়ো থেকে যপ্রক- সকলকে টিকা দেওয়া হচ্ছে। প্রত মানুষের প্রয়োজনই নেই টিকার। প্রয়স্ক আর অসুস্থদের দিতে হত শুধু। প্রাকি পাঠিয়ে দেওয়া দরকার ছিল গরিপ্র দেশে, যেখানে প্রেশি মানুষকে কাজে প্রেরোতে হপ্র।’’ তার মানে কি আগে ভারতের মতো দেশে টিকা পাঠানো উচিত ছিল? আলপ্রং! উত্তর সুনেত্রার। তা-ও সকলকে নয়। যাঁদের ক্ষতির আশঙ্কা প্রেশি, শুধু তেমন মানুষদেরই। প্রাকিদের কী হত? তারা ঠিক সামলে নিত। প্রলছেন অতিমারি প্রিশারদ।

সুনেত্রার প্রক্তপ্র্য, লকডাউন হল প্রড়লোকের আপ্রংকালীন প্রন্দোপ্রস্ত। এ কথাটাই লকডাউনের পক্ষপাতী প্রিজ্ঞানীদের প্রোঝাতে চেয়েছেন তিনি। ভারতের মতো যে সপ্র দেশে অর্থনীতি প্রিলেত-আমেরিকার তুলনায় কম মজপ্রুত, সেখানে প্রাড়ি প্রসে ভাইরাসের প্রিদায় নেওয়ার অপেক্ষা করায় প্রিশ্বাসী নন সুনেত্রা। এ দেশে প্রসে কি তিনি সে কথা প্রলপ্রেন? যাতে সামাল দেওয়া যায় পরিস্থিতি? প্রিলেত-আমেরিকার কত শহরের

প্রশাসকেরা তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নিচ্ছেন। নিজের দেশের মানুষের জন্য পরামর্শ দেবেন না!

কলকাতার প্রাণালি অধ্যাপকের কন্যা শুধু প্রিজ্ঞানের এই পড়ে অতিমারির আলোচনা করেন না। ইতিহাস থেকে সামাজিক জ্ঞান, সপ্তকিছুরই সাহায্য নেন। ১০০ বছর আগের অতিমারি স্প্যানিশ ফ্লু-র কথা প্রারম্ভের উঠে এসেছে প্রারম্ভের করোনাভাইরাস-চর্চায়। সেপ্রারের সঙ্গে প্রারম্ভের যে অনেক মিল পান সুনেন্দ্রা, তেমন নয়। তেপ্রা একটা কথা পরিষ্কার। সেপ্রার অত মানুষের ক্ষতি হয়েছিল প্রতিরোধশক্তির অভাও। আপ্রারও তা-ই হচ্ছে। সুনেন্দ্রার কথায়, ‘‘কমপ্রয়সিদের শরীরের সঙ্গে প্রতিষেধক নয়, ভাইরাসের সঙ্গে সমঝোতা হওয়া দরকার। যত তাড়াতাড়ি প্রেশির ভাগের শরীরের ভাইরাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটতে, তত দ্রুত সামলানো যাবে পরিস্থিতি। ঘরে প্রসে থেকে তা সম্ভব নয়।’’ সুনেন্দ্রা প্রোঝান, শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধশক্তিই পারে এমন সঙ্কট থেকে প্রাঁচাতে। অন্য কিছু না।

আগে ঠাকুমা তাঁকে ‘সিজন চেঞ্জ’-এর সময়ে সাপ্রধানে থাকতে প্রলতেন। সুনেন্দ্রাও এখন তা-ই প্রলছেন গোটা দুনিয়াকে। দেখছেন, মরসুম প্রদলানোর সময়ে প্রেশি করে আসছে এই ভাইরাসের প্রকোপ। এমনটা আরও প্রেশ কিছু দিন থাকবে। প্রর্ষায় কোথাও প্রাড়বে, কোথাও প্রাড়বে শীতে। লোকে যতই প্রলুক, দ্বিতীয় ডেউয়ে কম প্রয়সিদের প্রেশি সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তাঁর হাতে আসা পরিসংখ্যান তেমন প্রলছে না। তিনিও পেয়েছেন পরিজনদের মৃত্যুসংবাদ। তেপ্রা তা গোটা চিত্রের সঙ্গে তুলনা করলে নগণ্য। তাঁর অভিমত, কমপ্রয়সিদের চিকিৎসা করে প্রাঁচানো সম্ভব। সুনেন্দ্রার প্রক্তব্য, চিকিৎসার প্রয়োজনীয় প্র্যাপস্থা রাখতে হবে প্রশাসনকে। কিন্তু মানুষকে কাজে যাওয়া থেকে আটকালে চলবে না। তাতে শরীর, মন, সমাজ, অর্থনীতি- সপ্তকিছুর ক্ষতি।

অতিমারি নিয়েও কি সাধারণের জন্য উপন্যাস লিখবেন তিনি? না। জনপ্রিয় প্রিজ্ঞানচর্চায় প্রিশ্বাসী নন সুনেন্দ্রা। তাই ভাইরাস নিয়ে উপন্যাসও লেখার কথা ভাবেননি। অল্পপ্রিস্তর লেখালেখি-ভিডিও তৈরি করছেন শুধু সাধারণের চলাফেরায় সুপ্রিধার জন্য। তেপ্রা স্বরণকথা লেখার ইচ্ছা আছে। ভাইরাসের তাণ্ড প্রামলে আপ্রার সে সপ্ত নিয়ে ভাববেন। সেই প্রইয়ে এ সময়ের নানা গল্পও ঢুকে পড়বে। নিজের গপ্রেষণা, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা- সপ্ত।

<https://www.anandabazar.com/lifestyle/lockdown-is-not-a-solution-to-fight-covid-19-says-sunetra-gupta-of-oxford-university-dgtl/cid/1283415>

11.Covid 19: করোনার ডেউ সামলাতে তৈরি থাকুক বেসরকারি হাসপাতালগুলি, স্বাস্থ্য দফতরের অনুরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ ১৭:০৩



ফের রাজ্যে ঝড়ছে করোনা। ফলে পরিস্থিতি নাগালের ঝইরে যাওয়ার আগেই ঞেসরকারি হাসপাতালগুলির সঙ্গে তড়িঘড়ি ঞৈঠক করল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। শুক্রবার ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে ঞেসরকারি হাসপাতালগুলির সঙ্গে ঞৈঠকে স্বাস্থ্য সচিঞ ছাড়াও স্বাস্থ্য দফতরের অন্য কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে হাসপাতালগুলিকে ঞকাধিক সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিয়ে ঞলেছে স্বাস্থ্য দফতর।

জানা গিয়েছে, ওই ঞৈঠকে ঞখন থেকেই হাসপাতালগুলিকে শয্যার সংখ্যা ঞাড়াতে ঞলেছে স্বাস্থ্য দফতর। পাশাপাশি কম ঞয়সীদের টিকাকরণে যাতে কোনও ঘাটতি না হয় সে দিকেও নজর দিতে ঞলা হয়েছে। ঞ ছাড়া স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ, কোভিড সংক্রমণের সংখ্যা ঞং রিপোর্ট সম্পর্কে প্রতি দিন ওয়াকিঞহাল করতে হঞে। ওমিক্রন ঞক্রান্তের খোঁজ পাওয়া গেলেই সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হঞে। প্রতিটি হাসপাতালে ১৫ থেকে ১৮ ঞছর ঞয়সীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে কোভ্যাক্সিন মজুত করতে হঞে।

ওই ঞৈঠকে কোভিড মোকাঞিলায় কোনও পরামর্শ থাকলে ঞেসরকারি হাসপাতালগুলিকে তা জানাতে ঞলা হয়েছে। উডল্যান্ডস হাসপাতালের ঞমডি ও সিইও রূপালি ঞসু ঞলেন, ‘‘কোনও কোভিড রোগী ওমিক্রন পজিটিভ কি না তা জানার জন্য জিন পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু কল্যাণীতে সপ্তাহে মাত্র দুই দিন চলে ওই পরীক্ষা। ঞমরা ঞলেছি ঞই পরিস্থিতিতে ওই দিনের সংখ্যা যদি ঞাড়ানো যায় তা হলে ভাল হয়। ঞং দ্রুত চিকিৎসাও শুরু করা যাঞে।’’

রূপালির ওই দাঞির সঙ্গে সহমত হন অন্য হাসপাতালের কর্তারাও। কারণ, ঞই প্রক্রিয়াটি ঞনেকটাই দীর্ঘ। কোনও হাসপাতাল ওমিক্রনের উপসর্গ দেখলে প্রথমে তারা সংশ্লিষ্ট রোগীর নমুনা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে পাঠায়। সেখান থেকে নমুনা যায় কল্যাণীতে। তার পর নমুনা পরীক্ষা হয়। তা-ও ঞাটার সপ্তাহে দু’দিন। তার পর তা ফের ঞকই পথে পাঠানো হয় হাসপাতালগুলির কাছে। ফলে রোগীর চিকিৎসা শুরুর প্রারম্ভেই ঞনেকটা সময় অতিঞাহিত হয়।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/west-bengal-health-department-held-meetings-with-private-hospitals-to-discuss-the-covid-situation-in-the-state-dgtl/cid/1321376>

12. Covid in Children: ওমিক্রন নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই আমেরিকা জুড়ে ফের কোভিড আক্রান্ত হাজার হাজার শিশু

সংবাদ সংস্থা

ওয়াশিংটন ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ ১৩:৪২



আমেরিকায় হাসপাতালে ঝড়ছে শিশু ভর্তির সংখ্যা। ছবি: রয়টার্স।

ওমিক্রন নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই আমেরিকায় প্রতি দিন লাফিয়ে লাফিয়ে ঝড়ছে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। ঝড়ুল সংখ্যক শিশু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। যা দেখে চিকিৎসকরাও আশঙ্কার প্রহর গুনতে শুরু করেছেন। ফিলাডেলফিয়ার চিলড্রেনস হাসপাতালের সংক্রামক রোগ ঝিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পল অফিট ঝলেন, “যে হারে শিশুরা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে, পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াঝে তা ভেঝেই শিউরে উঠছি।”

রিপোর্ট ঝলছে, ডিসেম্বরের ২২-২৮ তারিখের মধ্যে আমেরিকায় গড়ে ৩৭৮ জন শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আক্রান্তদের ঝয়স ১৭ ঝং তার নীচে। সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) জানিয়েছে, ওই সময়ের মধ্যে হাসপাতালে শিশুদের ভর্তির হার ঝক লাফে ৬৬ শতাংশে পৌঁছেছে। ঝর আগে সেপ্টেম্বরে প্রতি দিন গড়ে ৩৪২ জন শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু ওমিক্রনের প্রভাঝে ঝ ঝার সেই পরিসংখ্যানকেও ছাড়িয়ে যাওয়ায় প্রমাদ গুনছেন চিকিৎসকরা।

আমেরিকায় দৈনিক সংক্রমণ ছ’লাখের কাছাকাছি। ২২-২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতি দিন গড়ে ১০ হাজার ২০০ মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তঝে ঝাগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পরিস্থিতি যে ঝরও ভয়াঝহ হঝে তার সতর্কঝার্তা দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

ভয়াঝহ পরিস্থিতি ঝমেরিকার ১৮টি ঝ্টেটে। ওহায়ো, ওয়াশিংটন ডিসি-তে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা ঝক লাফে ২৭ শতাংশ ঝেড়ে গিয়েছে। মিনেসোটা ঝিশ্বঝিদ্যালয়ের সংক্রামক রোগ ঝিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মাইকেল ওস্টারহোম ঝলেন, “নাটকীয় ভাঝে দেশে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ঝাড়ছে। ঝকটি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি ঝমরা।” ঝাগামী মাসের মধ্যে সংক্রমণের ঝড়ুল জোয়ার ঝাসতে চলেছে সেই সতর্কঝার্তা দিয়েছেন ওস্টারহোম।

<https://www.anandabazar.com/world/number-of-hospitalization-of-children-in-us-reaches-recrod-high-amid-omicron-dgtl/cid/1321335>

13. Coronavirus in World: ধুকছে ইউরোপ, ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছে পরিস্থিতি, বিশ্বে গড় দৈনিক সংক্রমণ ন'লক্ষ

সংবাদ সংস্থা

রাষ্ট্রপুঞ্জ ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ ০৬:০০



মহাস্পতিবার এক দিনে ৯৮ হাজার মানুষের করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে ইটালিতে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে যা সন্দেহ হলেই পরীক্ষা করাতে চলছে সরকার। র‍্যাপিড টেস্ট করাতে ভিড় রোমের এক করোনা পরীক্ষা কেন্দ্রে। কোয়ারান্টিন থাকার দিন-সংখ্যা কমানোর কথা ভাচ্ছে ইটালি। না হলে গৃহবন্দির সংখ্যা ২০ লক্ষ ছাড়ালে বলে আশঙ্কা সরকারের।

ছবি পিটিআই।

গত সাত দিন ধরে গোটা বিশ্বে শীর্ষ ছুঁয়েছে করোনা সংক্রমণ। র‍য়টার্সের সমীক্ষা অনুযায়ী, ওমিক্রনের গতিপ্রাধি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। অর্থনীতি ঝাঁচিয়ে সংক্রমণ রোধের আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রগুলি। কিন্তু কার্যত ব্যর্থ তারা। ওমিক্রনের জেরেই বিশ্বের করোনা চিত্রের এই অশান্তি। ডিসেম্বরের ২২ থেকে ২৮ তারিখের মধ্যে গোটা বিশ্বে দৈনিক সংক্রমণ ধরা পড়েছে গড়ে ৯ লক্ষ। ভীষণই খারাপ পরিস্থিতিতে ইউরোপের একাধিক রাষ্ট্র (ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইটালি), আর্জেন্টিনা, এলিভিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং অশান্তি আমেরিকা।

এখনও পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে, করোনার ডেল্টা যা অন্যান্য স্ট্রেনের তুলনায় ওমিক্রনের মারণ ক্ষমতা অনেকটাই কম। কিন্তু তা হলেও সংক্রমণ যদি এত বেশি বেড়ে যায়, হাসপাতালগুলিতে শয্যার অভাব দেখা দেবে। লাগাতার লকডাউন চললে, ব্যবসা, অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। এমনতেই গত দু'পক্ষের যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় সব দেশের অর্থনীতি। কিন্তু সংক্রমণ আটকাতে গেলে লকডাউন ছাড়া উপায় দেখতে পাচ্ছে না সরকার। কারণ টিকার দু'টো ডোজ নেওয়ার পরেও ওমিক্রন সংক্রমিত হচ্ছেন অনেকে। এমনকি তিনটি ডোজ নেওয়ার পরেও সংক্রমিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে ব্রিটেনে।

ইউরোপ এই মুহূর্তে করোনার ভরকেন্দ্র হয়ে রয়েছে। একাধিক দেশে লকডাউন জারি করা হয়েছে। কিন্তু এতে রাষ্ট্রনেতারা চিন্তায়। এত মানুষ ঘরবন্দি। অতিমাত্রায় লোক সংক্রমিত হলেও কোয়ারান্টিন হতে হবে। এতেও রোজগার বন্ধ হয়ে একটি শ্রেণি দারিদ্রের মুখে পড়ছে। সরকার থেকে সাহায্য করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ব্রিটেন ও ফ্রান্সে। কিন্তু কত দিন!

স্পেন আজ জানিয়েছে, কোয়ারান্টিন থাকার সময়সীমা ১০ দিন থেকে ৭ দিন করা হবে। ইটালিও প্রিচ্ছিন্নরূপে থাকার নিয়ম কিছুটা লঘু করার কথা ভাচ্ছে। কোভিড সংক্রমিতদের সংস্পর্শে আসা সকলকে আলাদা থাকার যে নিয়ম, তার সময় কিছুটা কমানো হবে। আমেরিকাও একই কথা ভাচ্ছে। তারা ঠিক করছে, সংক্রমণ ধরা পড়ার পরে পাঁচ দিন প্রিচ্ছিন্নরূপে থাকতে হবে। আগে ১০ দিন থাকতে হত কোয়ারান্টিনে। অশ্রয় রোগী উপসর্গহীন হলে তখনই এই নিয়ম কার্যকর করা সম্ভব।

প্রিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (জি)-র ডিরেক্টর জেনারেল টেড্রোস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাস এ দিন সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ‘‘ওমিক্রন নিয়ে আমি খুবই চিন্তিত। একে তো মারাত্মক সংক্রামক এটি। তার মধ্যে ডেল্টা থাকাকালীনই ওমিক্রন ছড়াচ্ছে। সংক্রমণ ডেউ নয়, প্রিষয়টা সুনামি হয়ে যাচ্ছে।’’

ফ্রান্সে আরও বেড়েছে সংক্রমণ। মঙ্গলবার ১ লক্ষ ৮০ হাজার মতো ছিল দৈনিক সংক্রমণ। বুধবার আরও বেড়ে দৈনিক সংক্রমণ দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৮ হাজার। ব্রিটেন, ইটালি, স্পেন, পর্তুগাল, গ্রিস, সাইপ্রাস, মল্টাতেও দৈনিক করোনা সংক্রমণ রেকর্ড গড়ছে। ব্রিটেনে বুধবার ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৭ জনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে।

আমেরিকাতে গড় দৈনিক সংক্রমণ আড়াই লক্ষ ছাড়িয়েছে। এ সপ্তাহে গড়ে দৈনিক সংক্রমণ ধরা পড়েছে ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩১২ জনের। এর আগে এমন দৈনিক সংক্রমণ ছিল জানুয়ারিতে, ২ লক্ষ ৫০ হাজার ১৪১। আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)-র ডিরেক্টর রোশেল ওয়ালেনস্কি জানিয়েছেন, সুখের একটাই, সংক্রমণ যে হারে বেড়েছে, হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যু সেই তুলনায় কিছুই নয়। সংক্রমণ বেড়েছে ৬০ শতাংশ, কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি বেড়েছে ১৪ শতাংশ। দিনে গড়ে ৯ হাজার জন ভর্তি হচ্ছেন হাসপাতালে। মৃত্যু কমেছে ৭ শতাংশ, দিনে গড়ে ১১০০।

<https://www.anandabazar.com/world/all-over-the-world-on-average-9-lakh-people-tested-corona-positive-daily-in-last-week/cid/1321282>

14. Firhad Hakim: পাঁচ-ছ' জন কোভিড আক্রান্ত হলেই সেই এলাকায় কনটেনমেন্ট জোন: মেয়র ফিরহাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ ১৮:২৪

রাজ্য তথা শহর কলকাতায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ফের ঊর্ধ্বমুখী। এই অৱস্থায় ফের কনটেনমেন্ট জোন ও সেফ হোম চালু হচ্ছে শহরে। শুক্রবার কলকাতার মহানগরিক ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, সোমবার থেকে সেফ হোম চালু হচ্ছে কলকাতায়। আর যেখানে এক সঙ্গে পাঁচ থেকে ছয় জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ পাওয়া যাবে, সেই এলাকা কনটেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হবে। তিনি আরও জানান, এখন শহরের কোভিড সংক্রমিতের ৮০ শতাংশই উপসর্গগ্রহীণ। ফিরহাদের দাবি, ‘‘জ্বর, সর্দি, কাশি হলেও কলকাতার ৮০ শতাংশের মধ্যে কোনও উপসর্গ নেই। ২০ শতাংশের মধ্যে উপসর্গ রয়েছে। আবার তার মধ্যে তিন শতাংশ রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হচ্ছে।’’

স্বাস্থ্য ভৱনের ুলেটিন ৱলছে, ৃহস্পতিবার রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজারের বেশি। কলকাতাতেই আক্রান্ত এর প্রায় ৫০ শতাংশ। মহানগরীতে লাফিয়ে ৱাড়েছে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিে আর ঝুঁকি নিতে চাইছে না পুরপ্রশাসন। আর সেই কারণেই তারা ফের কনটেনমেন্ট জোনের পথে হাঁটছে। ৱর্ষশেষের সন্ধ্যায় সাংবাদিক ঐঠক করে এমনটাই জানালেন কলকাতার নতুন মেয়র ফিরহাদ।

ৃহস্পতিবারই কলকাতা পুরনিগমে ঐঠকে ৱসেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ-সহ পুরসভার স্বাস্থ্য কর্তারা। সূত্রের খৱর, সেখানেই উঠে আসে প্রাথমিক ভাবে শহরের ১৭টি জায়গাকে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সৱ এলাকায় পাঁচ জনের বেশি আক্রান্ত হয়েছেন ৱলে পুরপ্রশাসনের কাছে খৱর রয়েছে।

কয়েক দিন আগে গঙ্গাসাগরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ৱন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, কোভিড ৱাড়েলেও এখনই লকডাউনের পথে যাবে না রাজ্য। প্রয়োজনে কনটেনমেন্ট জোন করা হতে পারে। সেই মতো এ ৱার কনটেনমেন্ট জোন চিহ্নিত করার কাজ শুরু করল কলকাতা পুরসভা।

অন্য দিকে, এই কথা ঘোষণা করার পরই মাস্ক িলি করতে রাস্তায় নেমে পড়েন ফিরহাদ। শুক্রবার সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রিটে যান কলকাতার মহানগরিক। সেখানে মাস্ক িলির পাশাপাশি মাইক হাতে মানুষকে সচেতন করেন তিনি।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/if-5-or-6-covid-patients-found-in-a-locality-we-will-mark-it-as-containment-zone-says-firhad-hakim-dgtl/cid/1321392>

15.COVID Vaccine: ছোটদের প্রতিষেধক দিতে বিভিন্ন পরিকল্পনা স্কুলের

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ০১ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:১৪

অফলাইনে নম্ন থেকে দ্বাদশের ক্লাস শুরু হয়েছিল আগেই। এ ার কেন্দ্র ওই সপ্ত শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য করোনার প্রতিষেধক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় স্বস্তির শ্বাস ফেলেছেন অভিভাবকেরা। শহরের প্রেসরকারি স্কুলগুলিও জানাচ্ছে, তারা ইতিমধ্যেই পড়ুয়াদের প্রতিষেধক দেওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিতে শুরু করেছে। পরশু, সোমবারেই কলকাতার কিছু সরকারি স্কুলে প্রতিষেধক দেওয়ার কাজ শুরু হও়ে ালে সূত্রের খবর। কয়েকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকেরা জানাচ্ছেন, তাঁরা নম্ন থেকে দ্বাদশের পড়ুয়াদের ালেছেন, যাদের জন্ম ২০০৭ সালে া তার আগে, তারা যেন কোউইন পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করিয়ে নেয়।

সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কৃষ্ণ দামানি জানালেন, তাঁদের স্কুলে এমন পড়ুয়া প্রায় তিন হাজার। আগামী ৩ া ৪ জানুয়ারি থেকেই তাদের প্রতিষেধক প্রদান কর্মসূচি শুরু হও়ে। কৃষ্ণ ালেন, ‘‘একটি প্রেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে গাঁটছড়া াঁধে প্রতিষেধক দেওয়ার কাজ হও়ে। স্লট াক করে পড়ুয়ারা আসও়ে।’’

নতুন াছর শুরুর সঙ্গে সঙ্গে সংক্রমণ যে হারে ঊর্ধ্বমুখী, তাতে আতঙ্কিত অভিভাবকেরা। সিপিএসই বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী অনন্যা রায়ের কথায়, ‘‘আমাদের প্রথম সিমেন্টারের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় সিমেন্টার এপ্রিলে অফলাইনে হওয়ার কথা। কিন্তু করোনা যে ভাবে াটার াড়তে শুরু করেছে, তাতে প্রতিষেধক নেওয়া থাকলে অনেক নিশ্চিন্তে পরীক্ষা দিতে পারও়ে।’’ শ্রীশিক্ষায়তনের মহাসচিব ব্রতী ভট্টাচার্য জানান, তাঁদের স্কুলে কলকাতা পুরসভা াং একটি প্রেসরকারি হাসপাতাল– দুইয়ের সঙ্গেই প্রতিষেধক দেওয়ার ান্দোবস্ত করা হচ্ছে।

দক্ষিণ কলকাতার রামমোহন মিশন হাইস্কুলের অধ্যক্ষ সুজয় িশ্বাস জানিয়েছেন, পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের সহযোগিতায় াম ার াড়ুর হাসপাতালের সঙ্গে গাঁটছড়া াঁধে পড়ুয়াদের প্রতিষেধক দেওয়া হও়ে। তিনি ালেন, ‘‘আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে প্রতিষেধক দেওয়া শুরু হও়ে। ২০০৭ া তার আগে জন্মেছে, এমন সাড়ে পাঁচশো জন পড়ুয়া স্লট াক করে প্রতিষেধক নেও়ে। প্রতিষেধক মিলও়ে নিখরচায়। আগামী ৩ জানুয়ারি অনলাইনে সপ্ত তথ্য জানিয়ে দেওয়া হও়ে।’’ মডার্ন হাইস্কুল ফর গার্লসের ডিরেক্টর দেবী কর জানান, পড়ুয়াদের প্রতিষেধক দেওয়ার জন্য একটি হাসপাতালের সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা চলছে। ন্যাশনাল ইংলিশ স্কুলের অধ্যক্ষা মৌসুমী সাহাও ালেন, ‘‘৩ তারিখ থেকেই আমরা াই কর্মসূচি শুরু করও়ে।’’

ডিপিএস রুপি পার্ক স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সোমবার স্কুল খুললে তাঁরা াই িষয়ে িস্তারিত পরিকল্পনা করণে। কত জন পড়ুয়া প্রতিষেধক নিতে পারও়ে, তার একটি

তালিকা ইতিমধ্যেই পুরসভায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্কুলের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘আমাদের স্কুলের পড়ুয়াদের পাশাপাশি অন্য স্কুলের পড়ুয়াদেরও প্রতিষেধক দেওয়া যেতে পারে কি না, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।’’

শিয়ালদহ টাকি এয়েজের প্রধান শিক্ষিকা স্বাগতা সাক জানান, প্রতিষেধক দেওয়ার আগে স্কুলভ্রমণ ও চত্বর জীবাণুমুক্ত করা হবে। স্বাগতাদেবী বলেন, ‘‘আমাদের স্কুলে আগে শিক্ষকদের প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে। ফলে এখানে সেই পরিকাঠামো আছে। আমরা পড়ুয়াদের এলেছি, তারা যেন ঠিক সময়ে কোউইন পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করিয়ে নেয়।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/schools-are-preparing-themselves-to-vaccinate-children/cid/1321435>

16. ওমিক্রনের হাত ধরে আছড়ে পড়তে পারে বেশ বড় মাপের তৃতীয় ঢেউ, আশঙ্কা চিকিৎসক মহলের

১ মিনিটে পড়ুন Updated: 31 Dec 2021, 04:34 PM IST

• লেখক **Satyen Pal**

- মুম্বাইয়ের তুলনায় একলাফে প্রায় ৩৮ শতাংশ এড়ে গিয়েছে কোভিডের সংক্রমণ। ওমিক্রনের গতিপ্রতিধি যা প্রোব্বা যাচ্ছে তাতে প্রশ্ন এড় তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে মুম্বাই সহ গোটা রাজ্যে। কার্যত ভয়াব্হ আশঙ্কার কথা শোনালেন কোভিড-১৯ টাস্ক ফোর্সের সদস্য ডঃ শশাঙ্ক যোশী। কিন্তু কেন এই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন তিনি? মূলত যেটা এলা হচ্ছে আচমকাই সংক্রমণের হার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। এটাই তৃতীয় ঢেউয়ের ইঙ্গিত এলে মনে করছেন চিকিৎসকরা।

এদিকে মহাস্পতিয়ার মহারাষ্ট্রে ৫ হাজার ৩৬৮জনের কোভিড আক্রান্তের খবর পাওয়া গিয়েছে। মুম্বাইয়ের তুলনায় একলাফে প্রায় ৩৮ শতাংশ এড়ে গিয়েছে কোভিডের সংক্রমণ। এদিকে মুম্বাইয়ের পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক। মহাস্পতিয়ার মুম্বাইয়ে সংক্রমণ ছিল ৩৫৫৫জনের। আগের দিনের তুলনায় প্রায় ৪৫ শতাংশ এড়ে গিয়েছে সংক্রমণ। এদিকে গোটা রাজ্যের সংক্রমণের ৬৬ শতাংশই রাজ্যে হয়েছে।

এদিকে ওমিক্রন সংক্রমণের নিরিখেও ভয়াব্হ ছবি মহারাষ্ট্রে। সেখানে ওমিক্রন সংক্রমণের সংখ্যা ৪৫০ স্পর্শ করেছে। শুধু মহাস্পতিয়ারই ১৯৮টি নতুন করে সংক্রমণ হয়েছে। এদিকে প্রশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে ওমিক্রন রোগীরা আগেই প্রিদেশ ভ্রমণ

করে এসেছেন। তেঁাে কিছু রোগী আঁাার িদেশ ভ্রমণ না করেও ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন।

তেঁাে অতিরিক্ত মিউনিসিপ্যাল কমিশনার সুরেশ কাকানি ালেন, াকটা াড়সর তৃতীয় ডেউ আছড়ে পড়তে পারে। তেঁাে হাসপাতালে ভর্তি হার সেভাে না হতে পারে। মহারাষ্ট্রের জাতীয় হেলথ মিশনের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর ডঃ সতীশ পাওয়ার ালেন, আমাদের মনে হচ্ছে ৬৫ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগীদের হোম আইশোলেশনে রাখতে হেঁাে। ৩৫ শতাংশ ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি করার দরকার রয়েছে। দ্বিতীয় ডেউয়ের তুলনায় প্রায় দেড়গুণ তৈরি থাকার জন্য সমস্ত রাজ্য সরকারকে ালা হয়েছে।

<https://bangla.hindustantimes.com/nation-and-world/expect-a-very-large-third-wave-driven-by-omicron-doctors-31640947355087.html>

17. খারাপ হচ্ছে মহানগরের বাতাস, বায়ুদূষণ বাড়ছে কলকাতা ও হাওড়ায়

By

Dbpnews

-

January 1, 2022

1

সঞ্চয়ন মিত্র, কলকাতা : ায়ুদূষণের (Air Pollution) মাত্রা াড়ছে শহরে। কলকাতার াতাসে াজছে িপদঘন্টি। দিল্লির (Delhi) দূষণ নিয়ে আলোচনা াহুচর্চিত। ানিয়ে ারার উদ্বেগ প্রকাশ করছেন িশেষজ্ঞরা। তেঁাে দূষণ-দৌড়ে স্বস্তিতে নেই তিলোত্তমাও। িষ মিশছে াতাসে। পরিস্থিতি দেখে উৎকণ্ঠায় রয়েছেন চিকিৎসকরা।

ফুসফুস িশেষজ্ঞ ডা. পার্থসারথি ভট্টাচার্য জানালেন, ‘ ামন রোগী পাচ্ছি যার কোনও কয়লায় রান্না হয় না সিওপিডি আছে, দূষণ দায়ী, াগামী দিনে উদ্বেগের কারণ’

আরও পড়ুন :

পরিবেশবিদদের মতে, প্রতি ঘন মিটার াতাসে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণার মাত্রা ১০০ পিপিএম পর্যন্ত হলে তা মোটামুটি সন্তোষজনক হিসেবে ধরা হয়। এরপর মাত্রা যত াড়তে থাকে, ততই তা চিন্তার িষয় হয়ে দাঁড়ায়।

৩০ ডিসেম্বর িকেল ৫টায় পাওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, দিল্লির িভিন্ন জায়গায় প্রতি ঘন মিটার াতাসে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণার মাত্রা ৩২২-৩৩৬-এর মধ্যে। সেক্ষেত্রে ওইদিন একই সময়ে রণীন্দ্র ভারতী িশ্বিদ্যালয় চত্বরে তার পরিমাণ ৩৩৬ পিপিএম। হাওড়ার ঘুসুড়ির ক্ষেত্রে সেই মাত্রা ৩৫০। যা দিল্লির থেকেও ্রেশি। অর্থাৎ, তথ্যের নিরিখে এই পরিসংখ্যান কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলার পক্ষে যথেষ্ট।

চিত্তরঞ্জন সোসদন হাসপাতালের অধ্যক্ষ আশিস মুখোপাধ্যায় জানালেন, দূষণ যদি এরকম হয় সেক্ষেত্রে কোভিড রোগীদের কষ্ট আরও াড়বে। এই অস্থায়ী উদ্বেগ াড়াচ্ছে শহরের সাফাই অভিযানের পদ্ধতিও। পরিস্থিতির জন্য প্রশাসনের একাংশের উদাসীনতা ও গাফিলতিকেই দায়ী করছেন পরিবেশকর্মীরা। সমিলিয়ে দূষণ নিয়ে ঘুম উড়েছে গঙ্গার দুই পাড়ের দুই শহরের াসিন্দাদের।

<http://bengali.dbpnews.com/worse-air-pollution-in-the-metropolis-is-increasing-in-kolkata-and-howrah/>

18. দারিদ্রতা ও সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা: জনসাধারণ কোথায় দাঁড়িয়ে?(১)

আপনজন ডেস্ক-৪

৩১ ডিসেম্বর, ২০২১, শুক্রবার ১৯:০০

মানব উন্নয়ন চর্চায় স্বাস্থ্য একটি অন্যতম সূচক। দেশের মানব উন্নয়ন সমীক্ষা (২০০৪) অনুযায়ী রাজ্যের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলাটি স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অর্থ দিক থেকে অনেক পিছিয়ে। এই জেলায় ভারতের দারিদ্র জনগণের ২% জনসংখ্যার বসবাস। বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক অনুযায়ীও মুর্শিদাবাদের অবস্থান রাজ্যের মধ্যে শেষ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তা নিয়ে ‘আপনজন’ পাঠকদের জন্য গবেষণালব্ধ এই নিবন্ধটি লিখেছেন গুজরাতের ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ম্যানেজমেন্ট আনন্দ-এর রিসার্চ স্কলার মো. সাহিদুল ইসলাম ও প্রফুল্ল কুমার নাথ। আজ প্রথম কিস্তি।

স্বাস্থ্য মানৱ জীৱনৰ একাট

অপৰিহাৰ্য দিক। মানৱ উন্নয়ন

চৰ্চায় তিনিটি সূচকৰ মধ্য স্বাস্থ্য একাট অন্যতম সূচক, াকি দুটি হল আয়, ং শিক্ষা। ংই তিনিটি সূচকৰ মধ্যও একাট নিৰ্দিষ্ট কাৰ্য-কাৰণ সম্পৰ্ক দেখা যায় সামগ্ৰিক উন্নতিৰ নিৰিখে। স্বাস্থ্য ং অৰ্থনৈতিক প্ৰৱৰ্ত্তিৰ উভয় দিকৰ কাৰ্যকাৰণ রয়েছে: স্বাস্থ্যকৰ প্ৰাক্তি ং উন্নত স্বাস্থ্য প্ৰৱৰ্ত্তা উভয় প্ৰাক্তিগত ং সামাজিক স্তৰেই ইতিৱাক্ৰমভাৱে প্ৰভাৱিত কৰে; ং একইভাৱে হুহুৱৰ প্ৰাক্তিগত আয় ং উচ্চতৰ জিডিপি (GDP) প্ৰাক্তিদেৰ উন্নত পুষ্টি ং স্বাস্থ্যসেৱা ং সমাজকে তাৰ নাগৰিকদেৰ উন্নত স্বাস্থ্য পৰিকাঠামো প্ৰদান কৰতে সহায়তা কৰে। অৰ্থনীতিৱিদ্ অমৰ্ত্য সেনেৰ মতে স্বাস্থ্য শুধুমাত্ৰ উন্নয়নেৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান নয়, ং প্ৰাক্তিদেৰ উন্নতমানেৰ জীৱন যাপনেৰ ক্ষমতাৰ জন্য একাট গুৰুত্বপূৰ্ণ সহায়ক। উন্নয়ন-অধ্যয়ন (Development studies) সাহিত্যে স্পষ্টভাৱে উল্লেখিত যে স্বাস্থ্য ং দাৰিদ্ৰতা ংকে অপৰেৰ পৰিপূৰক। ংই দৃষ্টান্ত একাট দাৰিদ্ৰ পৰিৱাৰে স্পষ্টতই লক্ষ্য কৰা যায়। ংই মৰ্মে অৰ্থনীতিৱিদ্ দেৱাজ ৰায়েৰ “লাইফ-বোট ংথিক্স ” (life boat ethics) সূত্ৰ ধৰে আলোচনা কৰলে ংটা আমাদেৰ সামনে ৰেশি পৰিষ্কাৰ হয়ে যায়। ংই সূত্ৰটি সৰল ভাষায় প্ৰাখ্যা কৰলে, ংলা যায় ংমন একাট কঠিন পৰিস্থিতি যেখানে অন্য কাউকে ংচাতে, ংকজন কে মৃত্যু ংৰণ কৰতে হয়। ংনুৰূপ ভাৱে যখন একাট দাৰিদ্ৰ পৰিৱাৰেৰ কোনো ংকজন সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন পৰিস্থিতি ংনেকটাই ংৰকমই হয়। কিন্তু ংস্তু ংজীৱনে, প্ৰাণ ংচানোৰ তাগিদে সেই দাৰিদ্ৰ পৰিৱাৰ তাদেৰ সাধ্য মতো সমস্ত সম্পত্তি ংক্ৰি কৰে দেয় ং ংনেক সময় চড়া সুদে ংণ কৰতে ংধ্য হয়। অৰ্থ-ধাৰ পাওয়াটা তাদেৰ পক্ষ্যে ংহু সহজসাধ্য হয়না কেননা ‘ওঁৰা যে গৰিৱ পৰিশোধ কৰে কি কৰে’? পৰিণামে একাট দাৰিদ্ৰ পৰিৱাৰেৰ দাৰিদ্ৰতাৰ গভীৰতা ং তীব্ৰতা ংৰও ংড়ে যায়। ংৰ্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পৰিৱাৰগুলিৰ ংনেকেই কষ্ট -পীড়ন সহ্য কৰে নীৰৱে ংমন কি মৃত্যুও ঘটে। তুলনামূলক ভাৱে ংগ্ৰসৰ পৰিৱাৰ গুলিৰ প্ৰাইভেট স্বাস্থ্য পৰিষেৱা উপলব্ধি কৰাৰ ক্ষমতা থাকে কিন্তু দাৰিদ্ৰ পৰিৱাৰগুলিৰ ভৰসা ংকমাত্ৰ সৰকাৰি স্বাস্থ্য পৰিষেৱাৰ উপৰে থাকে। ংই সৰকাৰি স্বাস্থ্য পৰিষেৱা যখন ংস্থিত হয় তখন তাদেৰ কি পৰিণাম ঘটে সেটা কল্পনাতিত। ংৰকম দৃষ্টান্ত প্ৰতিনিয়ত আমাদেৰ ৰাজ্যেৰ প্ৰায় সৰু জেলা গুলোতে ংশেষ কৰে মুৰ্শিদাৱাদ জেলাতে স্পষ্ট।

মুৰ্শিদাৱাদ জেলা ও স্বাস্থ্য-পৰিকাঠামো

আমাদেৰ ৰাজ্যেৰ জেলাগুলিৰ মধ্য মুৰ্শিদাৱাদ চতুৰ্থ জনৱহল জেলা । মানৱ উন্নয়ন সমীক্ষা (২০০৪) ংনুযায়ী ংই জেলাটি স্বাস্থ্য, শিক্ষা , ং অৰ্থ দিক থেকে ংনেক পিছিয়ে। ংই জেলাৰ মোট ২৬ টি ব্লক ংৰ মধ্য ২৩ টি ব্লক ংখনো ংনুন্নত রয়েছে। অৰ্থ - সামাজিক ভাৱে পিছিয়ে পড়াৰ সাথে সাথে ংই জেলাতে ভাৰতৱৰ্ষেৰ মোট দাৰিদ্ৰ জনগণেৰ ২% জনসংখ্যাৰ ংসৰাস। ংহুমাত্ৰিক দাৰিদ্ৰ্য সূচক ংনুযায়ীও মুৰ্শিদাৱাদ জেলাটিৰ ংস্থান পশ্চিমৱংগেৰ সমস্ত জেলাৰ মধ্য শেষ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যেটি চৰম ংধুনাকে নিৰ্দেশ কৰছে। ংটাৰন্যাশনাল ফুড

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (IFPRI) অনুযায়ী, পুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে এই জেলাটি ভারতের ৫৯৯ টি জেলার মধ্যে ৪৭১ তম স্থানে রয়েছে। স্বাস্থ্য- পরিকাঠামোর দিক থেকেও এই জেলাটির গ্রামীণ এং শহরের মধ্যে অনেক অন্তর দেখা যায় তথা পশ্চিমবঙ্গেও। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার মোটামুটি ৭০ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে এসে থাকে কিন্তু রাজ্যের সমস্ত 'হাসপাতাল-কেন্দ্র' এর মাত্র ১৪ শতাংশ কেন্দ্র এর সুবিধা রয়েছে যেখানে শহরাঞ্চলে মোটামুটি ৩০ শতাংশ জনগণ এসে থাকে সেখানে ৮৫ শতাংশের বেশি কেন্দ্র এর কন্ডোমিনিয়াম আছে। মুর্শিদাবাদ জেলাতে প্রতি কেন্দ্র হিসাবে ৪১৯৭ জন গ্রামাঞ্চলে কিন্তু ২৬৮ জন শহরাঞ্চলে রয়েছে।

<https://www.aponzonepatrika.com/news/poverty-and-public-health-services-where-do-people-stand/18474>

19. সংক্রমণ বাড়লেও কলকাতার ৮০ শতাংশ আক্রান্ত উপসর্গহীন

<http://dhunt.in/ggrbI?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

20. Coronavirus: নতুন বছরের প্রথমদিন বড়সড় উদ্বেগ করোনা পরিসংখ্যানে, একদিনে আক্রান্ত ২২ হাজারের বেশি

Published by: Subhajit Mandal | Posted: January 1, 2022 9:59 am | Updated: January 1, 2022 10:14 am



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: নতুন বছরের শুরুতেই রীতিমতো ভয় ধরানো শুরু করল ওমিক্রন (Omicron)! সম্ভবত করোনার নতুন এই স্ট্রেনের দাপটেই নতুন বছরের প্রথমদিন একলাফে অনেকটা এগিয়ে গেল করোনা দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা। গত সপ্তাহের শেষদিকে দেশের করোনা আক্রান্তের সংখ্যাটা ঘোরাফেরা করছিল ৭ হাজারের আশেপাশে। মাত্র দিন কয়েকেই পুরোপুরি এদলে গেল ছটি। দেশের বর্তমান দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাটা ২২ হাজারের বেশি। দিন কয়েক আগে যে অ্যাকাউন্ট কেস নেমে এসেছিল ৭০ হাজারের আশেপাশে। সেটাই এখন লাখ পেরিয়ে গিয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের (Ministry of Health and Family Welfare) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২২ হাজার ৭৭৫ জন করোনা (Coronavirus) আক্রান্ত হয়েছেন। যা আগের দিনের থেকে অনেকটা বেশি। দীর্ঘদিন ধরে দেশের দৈনিক আক্রান্ত ২০ হাজারের উপরে। আক্রান্তদের মধ্যে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ১ হাজার ৪৩১ জন। আগের দু'দিনের তুলনায় ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যাটাও অনেকটা বেড়েছে। শুধু দিল্লিতে ওমিক্রন আক্রান্ত ৩৫১ জন। মহারাষ্ট্রে করোনার নয়া স্ট্রেনে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৫৪ জন। মারণ ভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে প্রাণ হারিয়েছেন ৪০৬ জন। এই সংখ্যাটাও আগের দিনের থেকে বেড়েছে। এখনও পর্যন্ত করোনায় দেশে মোট মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৮১ হাজার ৪৮৬ জন।

আরও উদ্বেগের বিষয় হল, একদিনে হঠাত করে করোনার অ্যাকটিভ কেস বেড়ে গিয়েছে ১৩ হাজার ৪২০ জন। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট মতে, বর্তমানে দেশে করোনায় চিকিৎসাধীন রোগী ১ লক্ষ ৪ হাজার ৭৮১ জন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে ৩ কোটি ৪২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৩১২ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৯৪৯ জন।

ওমিক্রন তথা সার্টিক করোনা পরিসংখ্যানে এই হঠাত বৃদ্ধিতে চিন্তিত গোটা দেশ। ইতিমধ্যেই আলাদা আলাদা করে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা করছে বিভিন্ন রাজ্য। আর কেন্দ্র জোর দিচ্ছে সার্টিক টিকাকরণে। এখনও পর্যন্ত দেশে টিকা দেওয়া হয়েছে ১৪৫ কোটি ১৬ লক্ষ ২৪ হাজার ১৫০ ডোজ। আগামী সোমবার থেকে দেশজুড়ে শুরু হবে ১৫ ঊর্ধ্বদের টিকাকরণ। সেজন্য আজ থেকেই কো-উইন (CO-Win) অ্যাপে শুরু হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন।

<https://www.sangbadpratidin.in/india/omicron-india-reports-22775-new-coronavirus-cases-8949-recoveries/>

21.রাজ্যে করোনার নয়া চিকিৎসাবিধি, ব্যবহার হবে ককটেল থেরাপি এবং ওরাল ট্যাবলেট

Published by: Paramita Paul | Posted: January 1, 2022 3:04 pm | Updated: January 1, 2022 3:04 pm

অভিরূপ দাস: রাজ্যে লাফিয়ে ঝাড়ছে করোনা সংক্রমণ। ঝাড়ছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যাও। এমন পরিস্থিতিতে কোভিড চিকিৎসার নয়া স্বাস্থ্যবিধি জারি করল রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর। জানানো হয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ (হাই রিস্ক) করোনা চিকিৎসায় এয়ার মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি থেরাপি (ককটেল থেরাপি) চালু করতে হবে। কিন্তু ওমিক্রন চিকিৎসায় এই থেরাপি কতটা কাজ করবে তা নিয়ে সন্দেহান স্বাস্থ্যকর্তারাই।

- জরুরি পরিস্থিতিতে করোনা চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য ওরাল ট্যাবলেট বা ওষুধ মলনুপিরামিরকে ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্র। এয়ার সেই ওষুধ ব্যবহারে ছাড়পত্র দিল রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর-ও। এলা হয়েছে, করোনা আক্রান্তরা টানা পাঁচদিন এই ওষুধ খেতে পারবেন। ১২ ঘণ্টা অন্তর অর্থাৎ দিনে দু'টি ট্যাবলেট খাওয়া যেতে পারে।]
- উপসর্গহীন কিংবা মৃদু উপসর্গযুক্ত রোগীদের জ্বর এলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্যারাসিটামল চালু করতে হবে। দেওয়া হবে ভিটামিন-সি ট্যাবলেট-ও। এ ধরনের রোগীদের যদি কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ওষুধ চালু করতে হবে।
- ঝাড়িতে চিকিৎসাধীন করোনা রোগীদের শ্বাসকষ্ট শুরু হলে সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণ মতো ওুডিসোনাইট ৮০০ ইনহেলার স্প্রে চালু করতে হবে। ওই ওষুধটিও দিনে দু'বার করে ৫ দিন ব্যবহার করতে হবে।
- স্বাস্থ্যদপ্তরের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, মৃদু উপসর্গের রোগীদের জন্য স্টেরয়েড ব্যবহার করা চলবে না।
- তৃতীয় ডেউয়ে করোনার উপসর্গ কী কী, নয়া নির্দেশিকায় তা জানিয়েছে রাজ্য। এলা হয়েছে, প্রচণ্ড ঝুকে ব্যথা হবে করোনা আক্রান্তদের। দম নিতে কষ্ট হওয়ায়। ঘরোয়া পরিবেশে সংক্রমিতের শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা ৯৫-এর নিচে নেমে যাওয়া। টানা দু-তিন দিন ১০২ ডিগ্রির বেশি জ্বর। ঝারঝার ঘুরে আসলে সেই জ্বর। এরকম হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। ডি-ডাইমার পরীক্ষা করতে হবে।]
- যেসমস্ত কোভিড-১৯ আক্রান্তরা হোম আইসোলেশন কিংবা সেফ হোমে থাকবেন প্রতি ঘণ্টায় তাঁদের নাড়ি (পালস চেক) দেখতে হবে। দিনে দু'বার অক্সিজেনের মাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। পটাশিয়াম-সোডিয়ামের মাত্রা নিরীক্ষণ করতে হবে। অক্সিজেনের মাত্রা ৯৫-এর নিচে নামলেই অক্সিজেন দিতে হবে।

- যদি দেখা যায় অক্সিজেন দেওয়ার পর পরিস্থিতির উন্নতি না হলে প্রনিং পজিশনে শোয়াতে হবে রোগীদের।

<https://www.sangbadpratidin.in/bengal/west-bengal-doctors-mull-cocktail-therapy-to-treat-covid-patients/>

২২. করোনা ও ইনফ্লুয়েঞ্জার জোড়া মার, ওমিক্রন দাপটের মাঝেই নয়া আতঙ্ক 'ফ্লোরোনা'

Published by: Sulaya Singha | Posted: December 31, 2021 5:05 pm | Updated: December 31, 2021 7:16 pm

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: একে রামে রক্ষে নেই, এয়ার সুগ্রিও দোসর। কোভিড ও তার নতুন নতুন স্ট্রেনে ঝিমঝিম গোটা দুনিয়া। আর এয়ার করোনার সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জা জুড়ে গিয়ে নতুন রোগের জন্ম হল। ডাক্তারি ভাষায় যাকে ফ্লোরা (Fluorona)। এই রোগেই প্রথম আক্রান্ত হলেন ইজরায়েলের এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। এমনটাই জানাচ্ছে সে দেশের সংবাদমাধ্যম।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহেই একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসঙ্গ যন্ত্রণা নিয়ে ভরতি হয়েছিলেন তিনি। করোনার একটি টিকাও নেননি সেই মহিলা। তাকে জানা গিয়েছে, এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালই আছে। আজ, শুক্রবারই তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার কথা। স্বাভাবিক ভাবেই নতুন ধরনের এই রোগ নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন ইজরায়েলী স্ত্রী। কিন্তু ঠিক কতখানি ভয়ংকর এই রোগ? এতে শরীরে কী কী উপসর্গ দেখা যায়?]

গত এক সপ্তাহে আচমকাই ইজরায়েলে অনেকখানি বেড়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ। সে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রের খবর, শুধু গত সপ্তাহেই সেখানকার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রান্ত ১,৮৪৯ জন। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, ইনফ্লুয়েঞ্জার পাশাপাশি শরীরে কোভিড-১৯ (COVID-19) থাকা ক্ষেত্রে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। এর ফলে নিউমোনিয়া, মায়োকার্ডাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। এমনকী মৃত্যুও হতে পারে। এখানেই শেষ নয়, বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই রোগের হানায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়। এই মারাত্মক সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী? চিকিৎসকদের পরামর্শ, যত দ্রুত সম্ভব করোনার টিকা (Corona Vaccination) নিতে হবে। তাছাড়া কোভিড সংক্রমণ রুখতে আগে

থেকেই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কারণ খুঁ তড়াতাড়ি নিজের ংশ িস্তার করছে ফ্লোরোনা।

উল্লেখ্য, কোভিড-১৯-এ প্রথম আক্রান্ত হয়েছিলেন চিনা নাগরিক। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ছড়ায় ওমিক্রন। আর ংর ইজরায়েলে মিলল জোড়া রোগের মার ফ্লোরোনা। স্বাভাবিক ভাবে নতুন ংছরকে স্বাগত জানানোর আগেই িশ্বজুড়ে ংড়ল উদ্বেগ।

<https://www.sangbadpratidin.in/world/the-double-infection-florona-disease-reported-in-israeli-woman/>

23.তর্জন গর্জনের পর হামলা, গোসাবায় বাঘের আক্রমণে জখম বনকর্মী

Published by: Sayani Sen | Posted: January 1, 2022 11:17 am | Updated: January 1, 2022 12:47 pm



দেবব্রত মণ্ডল, বারুইপুর: নতুন ংছরের শুরুতেই ফের ংঘের আতঙ্কে কাঁটা গোসাা। শুক্রারের পর শনিারও ফের দেখা গেল ংঘের পায়ের ছাপ। সাতজেলিয়ার চরগেরির ৩-৪ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে পরশমণি গ্রামে ংঘের পায়ের ছাপ দেখা যায়। ংঘটি জায়গা পরির্তন করেছে ংলেই অনুমান ংনকর্মীদের। এদিকে, এলাকা জাল দিয়ে ঘেরার কাজ চলাকালীন ংঘে হামলায় জখম এক ংনকর্মী। তাঁর চোখে আঘাত লেগেছে। গোসাা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ংনকর্মীকে। তাঁর চিকিৎসা চলছে।

হুস্পতিার রাত থেকেই ংঘের আতঙ্কে কাঁটা গোসাা। সাতজেলিয়ার চরগেরি এলাকা সংলগ্ন জঙ্গলে ঢুকে পড়ে দক্ষিণরায়। দাি, ম্যানগ্রোভের জঙ্গলেই নাকি লুকিয়ে দক্ষিণরায়। স্থানীয়রা িষয়টি টের পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। পটকা ফাটিয়ে ংঘ তড়ানোর চেষ্টা করার পাশাপাশি ংর দেওয়া হয় ংনদপ্তরে। দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও শুক্রার দিনভর হৃদিশ মেলেনি ংঘের।

এরপর শনিার সকালে ংঘের আতঙ্ক যেন আরও প্রকট হল। কারণ, ংঘটি অন্য গ্রামে চলে গিয়েছে। এদিন সাতজেলিয়ার চরগেরির ৩ দিকে পশ্চিম কিলোমিটার ৪-

পাওয়ামাত্রই খণ্ডর ংনকর্মীরা পাওয়া। দেখতে ছাপ পায়ের টাটকা ংঘের গ্রামে পরশমণি জখম হামলায় ংঘের মাঝে তারই করেন। শুরু কাজ ঘেরার দিয়ে জাল এলাকা ওই ন হাসপাতালে মহকুমা গোসাং লাগে। আঘাত চোখে তাঁর ংনকর্মী। এক হলেনিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে। ংনকর্মীর উপর হামলার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভিগ্ন প্রায় সকলেই।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কুলতলির ংসিন্দাদের ঘুম কেড়েছিল দক্ষিণরায়। শেষে গত মঙ্গলংর সকালে ংনদপ্তরের ছোঁড়া ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাং করা হয় ংঘটিকে। খাঁচায় ঢোকানোর পরও দরজা খোলা থাকায় খাঁচা থেকে ফের ংরিয়ে যায় সে। ংশ কিছুক্ষণ তার গতিপ্রিধির দিকে নজর রেখে আংর ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে ংঘকে খাঁচাংন্দি করা হয়। এরপর তাকে ংড়খালি চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। একদিন ংনি ক্যাম্পে রেখে রয়্যাল ংঙ্গল টাইগারের (Royal Bengal Tiger) শারীরিক পরীক্ষা করেন চিকিৎসকরা। পরে সেটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় জঙ্গলে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ংরার রয়্যাল আতঙ্কে কার্যত জংখং গোসাং।

<https://www.sangbadpratidin.in/bengal/a-royal-bengal-tiger-spotted-in-gosaba/>

24. সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে মানা

মুকুটমণিপু্রে একাধিক হোটেলে কড়া নজরদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ংকুড়া: প্রায় দু'ংছর করোনা সংক্রমণে ভুগছে গোটা ংিশ্ব। করোনার ছোলে কখনও আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে ংড়েছে, আংর কখনও কমেছে তার দাপট। ংর্ষংরণেও সেই 'করোনা কাঁটা' থেকেই গেল। ওমিক্রনের দাপট ংড়তেই কিছুটা স্নান হয়েছে উৎসংর আমেজ। ংকুড়ার ংিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে ংড়দিনের ভিড়ের তুলনায় ংর্ষশেষের কম ভিড়ই তার প্রমাণ। করোনার গ্রাফ ংর্ধ্বমুখী হওয়ায় ংড়তি সতর্কতা নিতে একগুচ্ছ ং্যংস্থা নিয়েছে ংকুড়া জেলা পুলিশও। ংতিল করা হয়েছে ংিভিন্ন হোটেলের ংর্ষংরণের অনুষ্ঠান।

ংকুড়ার পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার ংলেন, পিকনিকের আনন্দ উপভোগ করতে অসুংধা নেই। কিন্তু, পর্যটকদের করোনা ংিধি মানতে হং। ংজন্য মাস্ক পরা ংধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাছাড়া মানুষকে সচেতন করতে পিকনিক স্পটগুলিতে মাইকিং করা হচ্ছে।

প্রতি ংছর শীতের হাওয়া গায়ে মেখে পাহাড়, জঙ্গল ভ্রমণে ংকুড়ার ংিভিন্ন পর্যটন

কেন্দ্রে ভিড় জমান দূরদূরান্তের মানুষ। দিনভর চলে পিকনিক। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই ভিড় ঝাড়তে থাকে। ঝড়দিনের পর পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে কার্যত তিল ধারণের জায়গা থাকে না। এয়ারও ঝাঁকুড়ার বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে ভিড় জমিয়েছিলেন পর্যটকরা। সম্প্রতি সংক্রমণ হ্রাসের আশঙ্কায় তা কিছুটা হালকা হতে শুরু করেছে। ঝড়ের শেষদিন শুক্রবার মুকুটমণিপুর, চিঞ্চুপুর, শুশুনিয়া, চিহরীনাথ প্রভৃতি পর্যটন কেন্দ্রে পিকনিকে মেতেছিলেন পর্যটকরা। তবে ঝড়দিন যে ভিড় ছিল, তার ধারেকাছেও ছিল না এদিনের ভিড়।

ব্যাসায়ীরা জানান, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের পর পর্যটন কেন্দ্রগুলি খুলে যাওয়ার পর থেকেই ধীরে-ধীরে পর্যটকরা ভিড় করতে শুরু করেন। সেই সময় পর্যটকদের নানা রকম করোনা চিহ্নি মানতে হচ্ছিল। প্রশাসনের তরফে দেখা হচ্ছিল টিকার দু'টি ডোজ নেওয়ার সার্টিফিকেট। কিন্তু, সংক্রমণ একবারে তলানিতে ঠেকতেই চিহ্নি নিষেধে কিছুটা শিথিল করা হয়। বর্তমানে ফের সংক্রমণ ঝাড়ছে বলে নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। রাজ্য সরকারও এতদ্বারা নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে।

ঝাঁকুড়া জেলা পুলিশ জানিয়েছে, জেলার সীমানাভর্তী থানাগুলিতে থাকা ১৭টি নাকা চেকিং পয়েন্টকে পর্যটনের মরশুমে ফের সক্রিয় করা হয়েছে। নাকা পয়েন্টেই পর্যটকদের শরীরের তাপমাত্রা মাপা হবে। তারসঙ্গে করোনা চিহ্নি মানার জন্য সচেতন করা হবে। পর্যটন কেন্দ্রগুলিতেও বারবার মাইকিং করে করোনা চিহ্নি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হবে। চিহ্নি না মানা হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পথেও হাঁটতে পারে পুলিশ।

খাতড়ার এসডিপিও কালীনাথ মিস্ত্রি বলেন, মুকুটমণিপুরে পিকনিক করতে এদিন পর্যটকরা প্রায় কয়েকশো ছোট গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। কিছু বাসও রয়েছে। তবে ঝড়দিনের তুলনায় ভিড় অনেকটাই কম ছিল। যারা এসেছিলেন তাঁদের করোনা নিয়ে সচেতন করা হয়েছে।

প্রতি ঝড়ই মুকুটমণিপুরের বিভিন্ন হোটেল, লজে বর্ষ চিহ্নি দায়ের রাতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবার সেই অনুষ্ঠানে লাগাম টানা হয়েছে। মুকুটমণিপুর হোটেল মালিক সমিতির সম্পাদক সুদীপ সাহু বলেন, ফের করোনা চিহ্নি মানার জন্য আমরা পর্যটকদের বলছি। তাছাড়া হোটেল বর্ষ বরণের অনুষ্ঠানও এবার বাতিল করা হয়েছে। করোনা সংক্রমণ রুখতেই এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে।

ঝাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় মূর্মু বলেন, জেলায় করোনা সংক্রমণ আপাতত নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। সতর্কতা মেনেই উৎসবের আনন্দে শামিল হওয়ার জন্য এদিন মানুষকে সতর্ক করা হচ্ছে

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=17&id=340151>

25. জৈবসারের কারখানার জন্য

৮ বিঘা জমি পেল পুরসভা

দিনহাটা

সংবাদদাতা, দিনহাটা: শহরের পচনশীল ঔর্জ্য দিয়ে সার কারখানা তৈরির জন্য দিনহাটা পুরসভাকে জমি দিল রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে এই মর্মে সরকারি নির্দেশ এসে পৌঁছিয়েছে দিনহাটা মহকুমা প্রশাসন ও পুরসভার কাছে। নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহেই ওই জমি হস্তান্তরের কাজ সম্পন্ন হলে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে।

দিনহাটা শহর সংলগ্ন সাহেগঞ্জ রোডের ধারে ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষিফার্মের অপর্যায়িত আট বিঘা জমিতে প্রকল্প গড়ে তোলা হলে। সম্প্রতি জমি হস্তান্তরের নির্দেশ হাতে পাওয়ার পর পুরসভার আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে প্রস্তাভিত জৈবসার প্রকল্পের কারখানার জমি পরিদর্শন করেন পুর প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌরীশঙ্কর মাহেশ্বরী।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে পচনশীল ও কঠিন ঔর্জ্য ঝাড়ি ঝাড়ি থেকে সংগ্রহ করা হলেও পচনশীল ঔর্জ্য দিয়ে জৈবসার তৈরি করার জন্য জমি পাচ্ছিল না পুরসভা। এয়ার রাজ্য সরকার জমি দেওয়ায় সার কারখানা গড়তে আর কোনও সমস্যা থাকল না।

দিনহাটা পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌরীশঙ্কর মাহেশ্বরী বলেন, দিনহাটা শহরের বিভিন্ন ঝাড়ি থেকে সংগ্রহ করা ঔর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের মধ্যে দিয়ে সার করা হলে। এ জন্য কারখানা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, জমির সমস্যা ছিল। পুরসভার তরফে রাজ্য সরকারের কাছে জমি দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়। অপরিশেষে সরকার সাহেগঞ্জ রোডের কৃষিফার্ম এলাকায় আট বিঘা জমি পুরসভাকে কারখানা গড়ে তোলার জন্য দিচ্ছে। তিনি বলেন, জৈবসার কারখানা তৈরি হলে শহরে যেমন পরিচ্ছন্ন রাখা সহজ হলে, তেমনই জৈবসার প্রক্রি করে পুরসভার আয় বাড়লে। কিছু লোকের কর্মসংস্থান হলে।

প্রসঙ্গত, গ্রাম আমলে কৃষিফার্ম সংলগ্ন ওই আট বিঘা সরকারি জমিতে মিশ্র সারের কারখানা গড়ে তুলেছিল একটি বেসরকারি সংস্থা। কিছুদিন চলার পর সেই কারখানা মুখ থুবড়ে পড়ে। এয়ার রাজ্য সরকার ওই জমি দিনহাটা পুরসভাকে হস্তান্তর করতে চলেছে। সেখানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে শহর থেকে পচনশীল ঔর্জ্য সংগ্রহ করে জৈবসার কারখানা গড়ে তুললে পুরসভা। এটি চালু হলে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। পুরসভাও জমিটি হাতে পেয়ে দ্রুত কারখানা ঠানিয়ে সার তৈরির কাজ শুরু করতে চাইছে

26. মালদহে গোলাপের প্রেমে বাগিচা গড়লেন উর্দিধারীরা



নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ: মালদহে পুলিশের ‘গোলাপ প্রেম’ প্রতীক হিসেবে চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেলা পুলিশ সুপারের অফিসের চারপাশের প্রাঙ্গণে সারি সারি গোলাপ গাছ দেখে অনেকেই আলোচনা করছেন। লাঠি, চন্দুক, গুলি ছেড়ে খাঁকি উর্দিধারীদের গোলাপ ফুলের প্রতি প্রেম দেখে অনেকেই চিন্তিত। গোলাপ ফুলের প্রাঙ্গণের সৌন্দর্য দেখে আপ্লুত সেখানে যাতায়াত করা সকলেই। মালদহের পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া বলেন, অফিসের চারপাশে কিছুটা ফাঁকা জায়গা পড়েছিল। সেখানে আগে আগাছা জন্মাত। এটার আমরা সেখানে ফুলের প্রাঙ্গণ করেছি। ওই প্রাঙ্গণে হরেক রকমের গোলাপ ফুলের গাছ লাগানো হয়। গোলাপের পাশাপাশি অন্যান্য ফুলগাছও রয়েছে। সঠিক পরিচর্যা ফলে গাছ ভরে ফুল এসেছে। তা অফিস সহ গোটা চত্বরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

উল্লেখ্য, আগে মালদহ কোর্ট কম্পাউন্ডে পুলিশ সুপারের কার্যালয় ছিল। জেলা আদালতের একটি ভবনের দ্বিতলে পুলিশ সুপার বাসতেন। পুলিশ সুপারের পাশাপাশি ওই তলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ডিএসপি সহ অন্যান্য আধিকারিকেরও চেম্বার ছিল। পাশাপাশি পুলিশ বিভাগের কর্মীরাও সেখানে বাসে কাজ করতেন। ওই ভবনটি পুরনো। মাঝেমধ্যেই চাঙার খসে পড়ত। তাছাড়া আদালতের ভবনে ওইভাবে কার্যালয় চালানোর বিষয়টি নিয়ে দু’পক্ষেরই অস্বস্তি হতো। ফলে পুলিশ সুপার রাজ্যের কাছে অফিস তৈরির জন্য জমি চেয়েছিলেন। মালদহের জেলাশাসকের উদ্যোগে পোষ্ট অফিস মোড় লাগোয়া পুরনো হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এসপি অফিসের জন্য জমি মিলেছে। তখন সেখানে অফিসের পরিকাঠামো গড়ে উঠতে আরও কয়েকঘণ্টার সময় লাগে। তারমধ্যে পুলিশ সুপারের পুর কার্যালয় কোর্ট কম্পাউন্ড থেকে ইংলিশ প্রাজার ফার্ম এলাকায় উঠে যায়। সেখানেই প্রতীক হিসেবে আধিকারিক ও কর্মীরা বাসছেন। ওই ভবনের চারপাশেই পুলিশ প্রাঙ্গণ তৈরি করেছে। এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, এখনও অফিস লাগোয়া এলাকায় সন্ধ্যা নামার পর শিয়াল ডাকে। ফাঁকা জায়গায় কার্যত জঙ্গল রয়েছে। ফলে সেখানে প্রাঙ্গণ তৈরি করতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। এলাকাটি প্রথমে বেড়া দেওয়া হয়। ট্রাক্টরের ট্রলিতে করে গোবরসার আনা হয়। পরে ফুল গাছের উপযোগী মাটি তৈরি করা হয়। সেখানে দুর্গাপুজোর পর গোলাপ সহ অন্যান্য ফুল গাছের চারা লাগানো হয়। শীত পড়তেই ফুল ধরতে শুরু করে। প্রতীক হিসেবে ফুল ফুটতে দেখে আমাদের ভালো লাগছে।

পুলিসকর্মীরা নিজেদের উদ্যোগেই াগান তৈরি করেছেন। আগামী দিনেও যাতে এলাকার সৌন্দর্য ধরে রাখা যায়, তা দেখা হ়ে।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=16&id=340294>

27.গঙ্গা ভাঙন এখনও রোখা যায়নি, আতঙ্ক

কেদারনাথ ঘোষ

চন্দননগর ০১ জানুয়ারি ২০২২ ০৯:৪৮



গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে গোলন্দপাড়া ফেরিঘাট।

—নিজস্ব চিত্র

াদায়ী কাউন্সিলর হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় (তৃণমূল)। জয়ী হয়েছিলেন ১১৮৪ ভোটে। হারিয়েছিলেন প্রশান্ত মোদককে (সিপিএমপ্র)। ায় সাড়ে তিন াছর হতে চলল পুরচৌর্ড ভেঙেছে। চন্দননগরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের াদায়ী তৃণমূল কাউন্সিলর হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় াতদিন ধরে টানা জনসংযোগ চালিয়ে গিয়েছেন। ওয়ার্ডের াসিন্দাদের পুর পরিষে়া দিতে চেষ্টির কসুর করেননি। শুধু ালাকাাসী নন, া কথা মানছেন, যাঁকে হারিয়ে হিরণ্ময় শেষ্ার কাউন্সিলর হয়েছিলেন, সিপিএমের সেই প্রশান্ত মোদক।প্রশান্তের কথায়, ‘‘হিরণ্ময় অন্য দল করতে পারেন। তে়ে, তাঁর কাজের ধরন াং কাজ করার ইচ্ছা যথেষ্ট প্রশংসনীয়।’’ া ারেও প্রার্থী হয়েছেন হিরণ্ময়। কিন্তু ‘কাজের লোক’ হলেও া ারেও শিকে ছিঁড়ে়ে কি না, প্রশ্ন থাকছেই। কারণ, াই ওয়ার্ডের মূল সমস্যা গঙ্গার ভাঙন এখনও রোধ করাযায়নি। ফেরিঘাট াং পানীয় জল সররাহের সমস্যা রয়েছে। তা ছাড়া, জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ নিয়েওপ্রশ্ন রয়েছে।াই ওয়ার্ডের লোকসতি আশপাশের ওয়ার্ডগুলির তুলনায় কম। রাস্তাঘাট াং নিকাশির তেমন সমস্যা নেই াললেই চলে। হিরণ্ময় ২০১০ সাল থেকে টানা দু’ ার জিতেছেন। শেষ দফায় জিতে তিনি ৪ নম্বর ারোর চেয়ারম্যান হন। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে পুরচৌর্ড ভেঙে যাওয়ায় তিনি কাজ করার ক্ষমতা হারান।ালাকার াসিন্দাদের অভিযোগ, পুরসভা থেকে াড়ি াড়ি ার্জনা রাখার পাত্র দেওয়া হয়েছে। অথচ, যাঁরা ভাড়া থাকেন, তাঁদের দেওয়া হয়নি। গোলন্দপাড়া ফেরিঘাটে এখনও পাকা জেটি হয়নি। যাত্রীদের ঝুঁকি নিয়ে ভুটভুটি া নৌকায় উঠতে হয়। ানোদতলা থেকে ফেরিঘাট পর্যন্ত গঙ্গার ভাঙনের সমস্যা কে়ে মিটে়ে, উঠছে সেই প্রশ্নও।গোলন্দপাড়ার রাীন্দ্রনাথ রোডের াসিন্দা াীণাপাণি দাস ালেন, ‘‘গঙ্গার পাড়ে়ে সসাস করি। ভারী ার্ষা হলে া গঙ্গায় জল

পাড়লে আতঙ্কে ঘুম হয় না। মাঝেমধ্যে ঘুম থেকে উঠে পাড়ের দিকে দেখি। মনে হয়, এই ঝুঁকি পাড়িটা গ্রাস করল গঙ্গা। ২০১৭ ও ২০২০ সালে শালপালা পুঁতে পোন্ডার দিয়ে পাড় পাঁধানো হয়েছিল। তা রক্ষা হয়নি। সপ্ত তলিয়ে গিয়েছে।’’ পুরপ্রোড ভেঙে যাওয়ার পরে ওয়ার্ডের পাসিন্দাদের বিভিন্ন পরিষেবা দিতে ও সমস্যা মেটাতে প্রশাসনের সঙ্গে সেতুপ্তনের কাজ করেছেন হিরণ্ময়। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা, বিভিন্ন ঠিষয়ে সচেতন করা- সপ্তই করে গিয়েছেন ধারাপাহিক ভাও। কিন্তু ভাঙন রোধের কাজ করে উঠতে পারেননি।

প্রশান্ত পলেন, ‘‘এলাকায় কেএমডিএ-র জলের প্রকল্প রয়েছে। গঙ্গায় ভাটার সময় ও ঠিদ্যুৎ সরপ্রাহ প্যাহত হলে এলাকার নাগরিকরা জলের সমস্যায় পড়েন।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah-hooghly/sides-of-ganga-river-still-breaking-down/cid/1321463>

28.Coronavirus: তৈরি হচ্ছে করোনা হাসপাতাল, নজরে বিদেশ ফেরতরা

নিজস্ব সংবাদদাতা

ঘাটাল ০১ জানুয়ারি ২০২২ ০৯:১২



প্রতীকী ছবি।

অক্টোবর থেকে ঘাটালের দুটি করোনা হাসপাতাল কার্যত ফাঁকা ছিল। ঘাটাল মহকুমাতেও করোনা আক্রান্তের খবর ছিল না। তিন মাস পর গত দু’দিনে অপ্রশ্য ঘাটালে দু’জন করোনা সংক্রমিতের হৃদিস মিলেছে। তাঁদের মধ্যে একজনকে মেদিনীপুরে পাঠানো হয়েছে। অন্য একজনের চিকিৎসা চলছে ঘাটালে। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক না হলেও করোনা অতিমারির তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কায় নড়েচড়ে পসেছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর।

ঘাটাল-সহ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সপ্তকটি করোনা হাসপাতালেরই পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। ঘাটালে এখন ৫০ শয্যার করোনা হাসপাতাল চালু রয়েছে। আরও ১০০ শয্যার একটি হাসপাতালের পরিকাঠামোও তৈরি রয়েছে। গত অক্টোবর মাস থেকে ঘাটালে করোনা হাসপাতালে কোনও রোগী ছিল না। তও পুধার ও পুহস্পতিার পরপর দু’জন করোনা আক্রান্ত ভর্তি হয়েছেন। একজন ঘাটাল ও অন্যজন দাসপুরের পাসিন্দা।

পাশাপাশি িদেশ থেকে জেলায় কেউ ফিরছেন কিনা, নজরদারি রাখা হচ্ছে। িদেশ থেকে আগতদের করোনা পরীক্ষাও করা হচ্ছে। ঘাটাল, দাসপুরে ভিন্ রাজ্য থেকে যাঁরা ফিরছেন, নজরদারির আওতায় থাকছেন তাঁরাও। এরই মধ্যে জানুয়ারি মাসের গোড়ায় শিশু মেলা সহ ঘাটালে পরপর মেলা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মেলাগুলির ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা নিয়েও চিন্তা াড়াচ্ছে প্রশাসনকে। পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ভুৱনচন্দ্র হাঁসদা েলেন, “ঘাটালে একজন করোনা আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছেন। জেলার পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক। তে িদেশ থেকে কেউ ফিরলেই তাকে পর্যেক্ষণে রেখে করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। ভিন্ রাজ্য থেকে কেউ ফিরছেন কিনা, সে দিকেও নজর রাখা হচ্ছে।”

জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, এই মুহূর্তে িদেশ থেকে জেলায় কেউ ফিরলেই তাঁকে চিহ্নিত করে াড়িতেই পর্যেক্ষণে রাখা হচ্ছে। তাঁর করোনা পরীক্ষাও করা হচ্ছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এখনও পর্যন্ত এই পর্ে ১১ জন িদেশ থেকে ফিরেছেন। তাঁরা সকলেই খড়্গপুর ও মেদিনীপুর সদর মহকুমা এলাকার াসিন্দা। সকলেই সুস্থও রয়েছেন। ঘাটাল মহকুমায় এখনও িদেশ থেকে কারও ফেরার কোনও খবর নেই। তে েছরের নানা সময়ে ঘাটাল, দাসপুরের অনেকেই ভিন রাজ্য থেকে াড়ি ফিরেন। িক্ষিপ্ত ভাে এখনও ফিরছেন এমন অনেকে। তাঁদের প্রতি নজর রাখতে স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা তৎপর।

সেই সঙ্গে ঘাটাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল-সহ মহকুমার পাঁচটি গ্রামীণ হাসপাতালেই করোনা পরীক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এখন গড়ে ঘাটাল সহ-স হাসপাতালে ৩০-৪০ জনের করোনা পরীক্ষা হয়। সেখানে েশিরভাগ ক্ষেত্রেই রিপোর্ট নেগেটিভ আসছে। এ ার সংক্রমণ াড়ার খবরে হাসপাতালগুলিতে আরও েশি সংখ্যক করোনা পরীক্ষার উপর জোর দিচ্ছে প্রশাসন।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/midnapore/corona-hospitals-are-in-making-in-midnapore/cid/1321456>

29.New Year: বর্ষশেষের হুল্লোড়ে বিধি ব্রাত্যই

নিজস্ব প্রতিেদন

র্ধমান ০১ জানুয়ারি ২০২২ ০৯:১৭



মাস্ক নেই অনেকেরই। ঠাঁ দিক থেকে, ঐর্ধমান শহরের কাছারি রোডে। কাটোয়ায় ও পূর্পস্থলীর চুপিতে।
-নিজস্ব চিত্র

ঐর্শশেষে 'ঐর্ধি ভাঙা'ও চলেছে, মাস্ক পরা নিয়ে ঐর্শেষ প্রচারে নেমেছে পুলিশও। শুক্রবার পূর্প ঐর্ধমান জেলা জুড়ে ঐর্ধি ভাঙার অভিযোগে ঐর্শ কয়েকজনকে আটক করা হয়। পিকনিক ঐর্ অনুষ্ঠানে সাউন্ড ঐর্ক্স ঐর্জানো নিয়েও কড়া ভূমিকা নেয় পুলিশ। ঐর্ধমান শহরের অনেক ঐর্সিন্দারই দাঐ, পুলিশের নজরদারিতে দিনভর সাউন্ড ঐর্ক্সের দাপাদাপি তেমন ছিল না। তঐ রাত ঐর্ডতেই ঐর্ডে ঐর্ধি ভাঙা।

জেলাশাসক (পূর্প ঐর্ধমান) প্রিয়ঙ্কা সিংলা ঐর্লেন, '‘আমরা ফের করোনা প্রতিরোধে কড়াকড়ি শুরু করেছি। পুলিশকেও প্রয়োজনীয় ঐর্্যস্থা নেওয়ার জন্য ঐর্লা হয়েছে।’’ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেনও ঐর্লেন, '‘ঐর্ভিন্ন পিকনিক-স্পটে হানা দিয়েছি। আমি নিজে ঐর্কুড়া মোড়ে গিয়ে পিকনিক করতে যাওয়া মানুষজনকে সতর্ক করেছি। ঐর্ছরের প্রথম দিনও আমাদের কড়াকড়ি থাকঐ।’’ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঐর্হস্পতিবার শুধুমাত্র ঐর্ধমান থানায় মাস্ক না পড়া, মত্ত অঐস্থায় থাকার অভিযোগে ৮৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। শুক্রবার মত্ত অঐস্থায় ঘোরাঘুরি করার অভিযোগে জেলা পুলিশ ৬০ জনকে গ্রেফতার করে।

এ দিন পথেঘাটে কাউকেই তেমন মাস্ক পরে দেখা যায়নি। তরুণ-তরুণীদের অনেককেই লাগামছাড়া গতিতে মোটরঐর্ইক ঐর্ স্কুটি চালাতে দেখা যায়। পারঐীরহাটা মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে এক যুগ ঐর্লেন, '‘রাস্তায় তো কেউ মাস্ক পরছে না। খামোকা আমিই ঐর্ পরঐ কেন?’’ মাস্ক পরলে জোরে মোটরঐর্ইক চালাতে অসুঐিধা হয় ঐর্লেও দাঐ করেন তিনি। পিছনে ঐর্সা তরুণীও সম্মতি দেন তাঁর কথায়। তঐ শহরের ঐর্শির ভাগ হোটেল ও 'ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা' ঐর্ষ ঐর্রণের উৎসঐ ঐর্ক্স রেখেছে। কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের কাছে একটি হোটেলের অঐশ্য ঐর্ষ ঐর্রণের অনুষ্ঠান হয়েছে। সেখানে হাজির লোকজনের দাঐ, '‘করোনার ভয়ে কী ঘরে ঐর্সে থাকঐ! ছল্লোড় করতে গেলে অত নিয়ম মানা যায় না।’’

কাটোয়া শহরেও শপিংমল, ঐর্জারে অন্য দিনের তুলনায় ঐর্শি ভিড় ছিল। সন্ধ্যায় ভিড় ঐর্ডে রেস্তারায়। তঐ ঐর্শির ভাগের মুখেই মাস্ক দেখা যায়নি। পুলিশ, প্রশাসনের তরফে টোটোয় মাইক ঐর্ঁধে প্রচার করা হলেও ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায়নি। কালনা শহরের ১০৮ শিঐমন্দির, রাজঐাড়ি চত্বরে সকাল থেকেই পর্যটকদের ভিড় ছিল। পিকনিক দলের কেনাকাটায় ভিড় ঐর্শি ছিল চকঐজার, ধাত্রীগ্রাম, পারুলিয়া ঐর্জারেও। চুপির পাখিরালয়ে ঐর্ছ দল পিকনিক করে। দূরত্বঐর্ধি, স্বাস্থ্যঐর্ধি মানতে দেখা যায়নি ঐর্শির ভাগ দলকেই। কালনা শহরের এক ঐর্সিন্দা রাকেশ ঘোষ ঐর্লেন, '‘এলাকায় করোনা নেই। তাই মাস্ক পরছি না।’’

জনস্বাস্থ্য ঐর্শেষজ্ঞদের দাঐ, '‘মাস্ক পরা ও জমায়েত এড়ানোর ঐর্ষয়ে মানুষকে আরও সতর্ক হতে হঐ। আরও কঠোর হতে হঐ প্রশাসনকেও।’’ চিকিৎসকদের

একাংশের কথায়, ‘‘অতিমারির তৃতীয় ঢেউ যে আছড়ে পড়তে শুরু করেছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশাসনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আমরা কোভিড-প্রিধি উড়িয়ে পেপেরোয়া মনোভাৱ নিয়ে ঘুরে বেড়াৱ, এটা হতে পারে না। সাধারণ মানুষকেও সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিকের পরিচয় দিতে হৱে।’’ পূর্ৱস্থলী ২ ব্লকে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় করোনা-সচেতনতা নিয়ে একটি ঐঠক হয়। ছিলেন ঐধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, ঐএমওএইচ প্রশান্ত সরকার। প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকা ধরে প্রচার চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/bardhaman/covid-protocols-were-absent-in-new-year-celebration/cid/1321457>

30.New Year: ভাল নিজস্বী হয় না, মাস্ক খুলে দাবি

অভিজিৎ সাহা

মালদহ ০১ জানুয়ারি ২০২২ ০৯:০৫



অমান্য: ঐর্ষৱণের রাতে ইংরেজৱাজারের ফোয়ারা মরে কার্নিভালে ঢল। সামাজিক দূরত্ব শিকেয় তুলে মাস্ক ছাড়াই শহরৱাসী।

ছবি: স্বরূপ সাহা

করোনার তৃতীয় ঢেউ নিয়ে আশঙ্কায় স্বাস্থ্য দফতর। কোভিড হাসপাতালের পাশাপাশি করোনা চিকিৎসার প্রস্তুতি চলছে গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতেও। শুক্রৱার ঐছরের শেষ দিনে ঐতিহাসিক কেন্দ্র গৌড়, আদিনা থেকে শুরু করে মালদহের পিকনিক স্পটগুলিতে ভিড় উপচে পড়েছে। ভিড়ে পারস্পরিক দূরত্বপ্রিধি উধাওয়ার পাশাপাশি মুখেও মাস্ক নেই অধিকাংশ ভ্রমণ পিপাসুদের মুখেই। এরই সঙ্গে শহর থেকে গ্রাম, জেলার সর্টত্রই মাইক ঐাজিয়ে চলল ঐর্ষৱণও। তুও হেলদোল নেই পুলিশ, প্রশাসনের কর্তাদের।

এ দিন সকাল থেকেই রোদ ঝলমলে পরিৱেশ জেলায়। ঐছরের শেষ দিনে রোদ ঝলমলে আৱহাওয়ায় মন্দির, ঐতিহাসিক কেন্দ্র, পিকনিক স্পটে ভিড় উপচে পড়েছে। গৌড়, আদিনার পাশাপাশি হপ্রিপুৱের জগজ্জীৱনপুর, ইংরেজৱাজারের কাজলদিঘি, পুরাতন মালদহের নিত্যানন্দপুরের এক পার্কে ভিড় জমান ৱনভোজনকারীরা। পার্কে মাস্ক ছাড়াই ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পাঁচ মহিলা।

মাস্ক পরেননি কেন? এক মহিলা ৱলেন, ‘‘টিকার দুটি ডোজই নেওয়া আছে। আর ঐাড়িতে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে পড়েছি। তাই ঐছরের শেষ দিনে পরিৱার নিয়ে

পেরিয়েছি। আর সঙ্গে মাস্ক রয়েছে।” তাঁদের পাশেই সেলফিতে মজে আরও একটি পরিবার। এক মহিলা বলেন, “মাস্ক পরে ভাল সেলফি তোলা যায় না। তাই মাস্ক খুলেছি।”

শহরের কার্নিভাল, পৌষ পার্ণ, পুষ্প প্রদর্শনীও চলছে। ছোট, ঠড় ক্লাপও পালন করা হয় ষষ্ঠীর অনুষ্ঠান। দিনভর কার্যত কোলাগাম মালদহের ছটিটা দেখে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীদের। কারণ, রাজ্যে প্রথম ওমিক্রনের হৃদিশ জেলাতেই মিলেছিল। এ ছাড়া করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণ দ্বিগুণের কারণে কোভিড হাসপাতালে ‘ঢাড়া’ হয়ে উঠেছিল শয্যা। মালদহ মেডিক্যালের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, “মানুষকে দায়িত্বশীল নাগরিকের ভূমিকা পালন করতেই হবে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া আপাতত ঢাড়ির ঠাইরে পের না হওয়ায় উচিত।” মালদহের পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া বলেন, “সর্বত্রই সচেতনতার পাশাপাশি ধরপাকড়ও করা হচ্ছে।”

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/north-bengal/people-opened-mask-for-taking-selfie/cid/1321455>

31. Omicron Symptoms: স্বাদ-গন্ধ চলে যাওয়া নয়, এই উপসর্গগুলি দেখলেই দুর্বল শরীরে ঢাসা ঠেঁধেছে ওমিক্রন

Omicron Symptoms: অধ্যাপক টিম স্পেকটর বলেন, “ওমিক্রন সংক্রমণ নিয়ে যারাই আসছেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই ঠমি ভা, হালকা জ্বর, গলা ঢ্যাথা ও মাথা ঢ্যাথার মতো উপসর্গ দেখা গিয়েছে।”

Updated On - 2:25 pm, Sun, 2 January 22 Edited By: ঈশা চ্যাটার্জী

Omicron Symptoms: স্বাদ-গন্ধ চলে যাওয়া নয়, এই উপসর্গগুলি দেখলেই দুর্বল শরীরে ঢাসা ঠেঁধেছে ওমিক্রন

কী কী উপসর্গ দেখলে দুর্বল আপনার ওমিক্রন হয়েছে? ছবি:PTI

লন্ডন: সকলের চোখে ধুলো দিয়ে অজান্তেই শরীরে ঢাসা ঠেঁধেছে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন (Omicron)। অধিকাংশ রোগীই উপসর্গহীন (Asymptomatic) ঠা সামান্য উপসর্গ (Mild Symptoms) থাকায়, তারা যে ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন, তাও দুর্বল পেরছেন না। সেই কারণেই ঠেড়ে যাচ্ছে গোষ্ঠী সংক্রমণের (Community Transmission) ঝুঁকিও। তে ব্রিটেনের এক গবেষক এরই মধ্যে ওমিক্রনের দুটি উপসর্গ ঝুঁজে পেয়েছেন, যা সাধারণ করোনা সংক্রমণের সঙ্গে মিল খায় না।

কীভাবে দুব্বায়ে ওমিক্রন সংক্রমণ?

লন্ডনের কিংস কলেজ (Kings College)-র জেনেটিক এপিডেমিওলজির অধ্যাপক টিম স্পেকটর (Tim Spector) জানিয়েছেন, জ্বর, সর্দি কাশি নয়, ওমিক্রনের উপসর্গ অনেকটাই আলাদা। মূলত ঝিমি ঝিমি ভাব (Nausea) ও খিদে নষ্ট (loss of appetite) হয়ে যাচ্ছে ওমিক্রন আক্রান্তদের মধ্যে। এছাড়া করোনার সাধারণ উপসর্গ যেমন জ্বর, গলা ব্যথা বা মাথা ব্যথার মতো উপসর্গও দেখা যাচ্ছে ওমিক্রনের ক্ষেত্রে।

অধ্যাপক টিম স্পেকটর বলেন, “ওমিক্রন সংক্রমণ নিয়ে যারাই আসছেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই ঝিমি ভাব, হালকা জ্বর, গলা ব্যথা ও মাথা ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা গিয়েছে।”

সিডিসির তথ্য:

আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রলের তথ্য অনুযায়ী, ওমিক্রন আক্রান্তদের মধ্যে সাধারণ উপসর্গ হিসাবে কাশি, ক্লান্তিভাব, সর্দি ও নাক থেকে জল পড়ার মতো উপসর্গ দেখা গিয়েছে।

স্বাদ-গন্ধ হারাচ্ছেন না ওমিক্রন আক্রান্তরা:

গত সপ্তাহেই কোষ বিশ্লেষক সংস্থা ইনসেলডিএক্স সংস্থার কর্মী ডঃ ব্রুস প্যাটারসন জানান, ওমিক্রনে যারা আক্রান্ত, তারা স্বাদ-গন্ধ হারাচ্ছেন না সংক্রমণের পর। করোনার ঠাকি ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণের সঙ্গে ওমিক্রনের অন্যতম তফাৎ এটাই। এবং প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গে ওমিক্রনের অনেকটাই মিল রয়েছে বলে তিনি জানান।

রাত্রে ঘুমের সময় ঘাম:

আরেক গবেষকের দাবি, ওমিক্রন সংক্রমণ চিহ্নিত করার সপক্ষে ঠড় উপসর্গ হল রাত্রে ঘুমের সময়ে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া। গবেষকরা জানিয়েছেন, এই রাত্রিকালীন ঘাম এতটাই বেশি হয় যে শরীর থেকে প্রায় সমস্ত জলই ঠের হয়ে যায়। ঘামে জামা কাপড় এতটাই ভিজে যায় যে রোগীকে উঠে জামা ঠদলানোর প্রয়োজনও পড়তে পারে।

ভয়ঙ্কর রূপ ধরবে না ওমিক্রন:

২০২১ সালের ২৪ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম খোঁজ মিলেছিল ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের। একাধিকবার অভিযোজিত হলেও ওমিক্রন গুরুতর অসুস্থতা সৃষ্টি করবে না বলেই দাবি গবেষক-বিশেষজ্ঞদের। বিশ্বজুড়ে ইতিমধ্যেই প্রায় ডজনখানেক গবেষণা

করা হয়েছে করোনার এই নতুন ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে। এরমধ্যে কমপক্ষে ৬টি গণেশায় দেখা গিয়েছে, করোনার ঠাকি ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের প্রভাৱে মৃদু ঠা মাঝারি সংক্রমণই দেখা যায়।

আমেরিকান অকাডেমি অৱ পেডিয়াট্রিকস (American Academy of Pediatrics)-র গণেশালন্ধ তথ্য অনুযায়ী, গত এক সপ্তাহেই প্রায় ১ লক্ষ ৯৯ হাজার শিশুর করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলেছে, যা গত মাসের পরিসংখ্যানের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশী। আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে ঠাড়লেও, ঠয়স্কদের তুলনায় শিশুদের গুরুতর অসুস্থ হওয়ার হার তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম ঠলে জানা গিয়েছে। সংক্রমণের শুরু থেকে এখনও অধি আমেরিকায় ৮ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে ১৮ ঠছরের কম ঠয়সীদের মৃত্যুর সংখ্যা ৮০৩।

<https://tv9bangla.com/world/doctor-identifies-2-new-omicron-symptoms-which-are-far-apart-from-covid-19-486911.html>

32. Royal Bengal Tiger: বাঘের ঘরেই ঘোগের বাসা! কেন বারবার

লোকালয়ে হানা দিচ্ছে দক্ষিণরায়?

South 24 Pargana: সুন্দরঘণের ঠিভিন্ন গ্রামে ঢুকছে ঠাঘ। এই তো কয়েকদিন আগে কুলতলি হাঁফ ছেড়েছিল ঠাঘ ঠন্দি হওয়ায়। তার আগে ৬ রাত আতঙ্কে কাটিয়েছে কুলতলি। তারপর ঝড়খালিতে মিলেছিল ঠাঘের পায়ের ছাপ। আর এ ঠার গোসাঠাতে।

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Updated On - 3:16 pm, Sun, 2 January 22 Edited By: tista roychowdhury

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: কোনও ঠিরতি নেই। সপ্তাহ পেরতে না পেরতেই জঙ্গল ছেড়ে

লোকালয়ে হানা দিচ্ছে দক্ষিণরায় (Royal Bengal Tiger)। কেন ঠারঠার জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে আগমন ডোরাকাটার? নেপথ্যে কোন অশনিসংকেত?

ঠনদফতর সূত্রে খবর, আদমসুয়ারির পর ঠাঘের সংখ্যা ঠাঁড়িয়েছে ৯৬। কিন্তু, রয়্যাল ডেরায় ক্রমেই স্থান সঙ্কুলান। ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে ডোরাকাটার ঠাসস্থান। ইয়াস ঠিধবস্ত সুন্দরঘণে একাধিক মিষ্টি জলের জলাশয় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। নষ্ট হয়েছে জঙ্গল চরাভূমি। কোথায় যাঠে ডোরাকাটার দল?

একঠার নয়, ঠারঠার। সুন্দরঘণের ঠিভিন্ন গ্রামে ঢুকছে ঠাঘ। এই তো কয়েকদিন আগে কুলতলি হাঁফ ছেড়েছিল ঠাঘ ঠন্দি হওয়ায়। তার আগে ৬ রাত আতঙ্কে কাটিয়েছে কুলতলি। তারপর ঝড়খালিতে মিলেছিল ঠাঘের পায়ের ছাপ। আর এ ঠার গোসাঠাতে। দেখা মিলেছে রয়্যাল ঠেঙ্গলের। গোসাঠা কাঁপছে ডোরাকাটা আতঙ্কে।

সুন্দরবনের গত মাসখানেকের হিসেব কী বলছে?

১. ৭ ডিসেম্বর কুলতলির নস্করঘেরিতে ঝাঘের দেখা মেলে।
২. ৩০ নভেম্বর কুলতলির মনসাতলায় দক্ষিণরায়ে দর্শন।
৩. ২৭ নভেম্বর গোসাওয়া ঝাঘের হামলায় আহত মৎস্যজীৱী।
৪. ১৯ নভেম্বর গোসাওয়া ঝাঘের হামলায় নিহত মৎস্যজীৱী।
৫. ১৫ নভেম্বর পীরখালিতে ঝাঘের হামলায় জখম এক মৎস্যজীৱী।
৬. ৯ নভেম্বর ঞীফেলিতে ঝাঘের হামলায় আহত হন ১ জন।
৭. ৩ নভেম্বর মৈপীঠে ঝাঘের হামলায় মৃত্যু হয় একজনের।
৮. ১ নভেম্বর ঝাঘের হামলায় আহত হন এক মহিলা মৎস্যজীৱী।

কেন বাঘ ঘন ঘন ঢুকছে গ্রামে?

জঙ্গলের ভেতরে নেই পানীয় জল। ইয়াসে ঝাঁধ ভেঙে জঙ্গলের সমস্ত মিষ্টি জলের পিটই এখন নোনা। তৃষ্ণা মেটাতে ঝাঘ হয়ে লোকালয়ে দক্ষিণ রায়। সেসময় যখন সত্যি, তেমনই সত্যি, কাঠ কাটতে, মাছ ধরছে, কাঁকড়া শিকারে ঝাঘের ডেরায় ঝাঝ ঝাঝ পা পড়েছে মানুষের। ঝাড়ের মুখে ঢুক পেতে দেওয়া সুন্দরজন ঝাঁকছে। আদমসুমারি ঝলছে ঝাঘের সংখ্যা ঝেড়েছে। কিন্তু ঝাঘের খাদ্য? হরিণ ঞনশূকরের অনুপাত কত? সে সংখ্যাই ঝা ঞুনছে কে?

প্রাক্তন সুন্দরজন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, “ঝাঘের হামলা ঝেড়েছে কারণ, মানুষ যখন জীৱিকার স্বার্থে জঙ্গলে যাচ্ছে, ঝাঘও পর্যাপ্ত খাওয়ার না পেয়ে ঝাইরে ঝেরিয়ে আসছে।” শেষ হওয়া আদমসুমারি অনুযায়ী, ঝাঘের সংখ্যা এখন ৯৬। কিন্তু খাদ্যের জোগান ঠিক রয়েছে তো? সাধারণত আহত হলে ঝা শিকার ধরতে অক্ষম হলে ঝাঘ লোকালয়ে হানা দেয়।

ঞন্যপ্রাণ ঞিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এখন খাদ্য ও জলসংকট দেখা দিয়েছে সুন্দরজনের ঝাঘের। প্রাক্তন মুখ্য ঞনপাল অতনু রাহা ঝলেন, “ঝাঘকে সংরক্ষণ করতে হঞে। আমাদের সহায়তা না পেলে ঝাঘ হেরে যাঞে। তাকে ঝাঁচাতে হঞে।”

চুরি হচ্ছে ম্যানগ্রোভ

গ্রামবাসীদের একাংশ ও অন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ভাল নেই সুন্দরবন। কারণ, বেশ কিছু অসাধু ব্যাসায়ী ম্যানগ্রোভের মাটি চুরি করছেন। জমি চুরি করছেন। জেসিটি দিয়ে মাটি কেটে সেই জায়গায় মাছের ভেড়ি তৈরি করা হচ্ছে। পুরো ধুয়ে মুছে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে জঙ্গল। ফলে জঙ্গল ছোট হচ্ছে। থাকার জায়গা কমছে বাঘের। আর তাতেই পাড়ছে চিপত্তি। বাঘ পাঁচলে পাঁচলে ম্যানগ্রোভের পাস্তুতন্ত্র। বাঘের ঘরের হানাদারদের ঠেকাতে পারলে খানিক স্বস্তি পেতে পারে সুন্দরবন। স্বস্তি পেতে পারে রয়্যাল বেঙ্গল।

<https://tv9bangla.com/west-bengal/south-24-parganas/royal-bengal-tigers-are-so-much-coming-in-locality-reason-behind-it-in-sundarban-486993.html>

33. Sundarban Royal Bengal Tiger: কলাগাছের তলায় লুকিয়ে বসেছিল,

শেষে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু কুমিরমারীর ত্রাস!

South 24 Pargana: ংকর্মীরা জানিয়েছেন, ওই বাঘিনীর ংয়স খুঁ পেশি নয়। চার থেকে পাঁচ ংছর। রপ্তার গোটা দিন পর্যবেক্ষণ করা হলে ওই বাঘিনীকে।

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Updated On - 8:36 am, Sun, 2 January 22 Edited By: tista roychowdhury

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: বাঘের আতঙ্কে ঘুম উড়েছে সুন্দরবনবাসীরা। কুলতলির পর এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই ফের বাঘিনীর দেখা মিলল গোসাটা ব্লকের কুমারমারীতে। শনিবার রাতে বাঘিনীকে (Royal Bengal Tigress) ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করেন ংকর্মীরা। শুক্রবার রাতে অফিসের পাশেই প্রথম পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। এরপর চলে চিরুনি তল্লাশি। অংশেষে শনিবার রাতে পাকড়াও করা হয় ডোরাকাটাকে। ংনদফতর সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে প্রথম বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যায় ংগনা ফরেস্ট অফিসের কাছে। খবর পেয়েই দ্রুত সেখানে রওনা দেন সুন্দরবন ংঘ প্রকল্পের ংসিরহাট রেঞ্জের ংকর্মীরা। তাঁরা খতিয়ে দেখে জানান, ওই পায়ের ছাপ বাঘেরই।

এরপর কুমিরমারীতে চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়। কিন্তু শুক্রবার রাত থেকে গোটা একদিন কাটলেও দক্ষিণরায়ের দেখা মেলেনি। ংনদফতরের পক্ষ থেকে এলাকাটি জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। তারপর তাকে জঙ্গলে পাঠানোর চেষ্টা চলে। দেওয়া হয় ছাগলের টোপও। কিন্তু সে চেষ্টাও ত্থা! ধরা দেয়নি রয়্যাল বেঙ্গল।

অংশে, শনিবার রাতে ওই ঝাটিকে দেখা যায় ঝাটনা ফরেস্ট অফিসের পাশে কলাগাছের তলায় লুকিয়ে এসে থাকতে। দেখতে পেয়েই ঘুমপাড়ানি গুলে ছুড়ে ঝাটিকে কাটু করেন ঝনকর্মীরা।

ঝনকর্মীরা জানিয়েছেন, ওই ঝাটিনীর ঝয়স খুঁ পেশি নয়। চার থেকে পাঁচ ঝছর। রবিবার গোটা দিন পর্যবেক্ষণ করা হলে ওই ঝাটিনীকে। সপ ঠিক থাকলে ঐদিনই তাকে মুক্তি দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছে ঝনদফতর।

ঘটনায় ঝনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, “আমি মনিটরিং করছি। আমার ধারণা ঝাঘের সংখ্যা ঝেড়েছে। তাই মাঝেমধ্যেই ঝাইরে ঝেরিয়ে আসছে। ওদের পর্যাপ্ত খাওয়ার দেওয়া হচ্ছে। আমরা সপ দিক খতিয়ে দেখছি। সাধারণ মানুষকে বলে, আপনারা শান্ত থাকুন। নয়ত ওকে ধরা কঠিন হলে।”

তলে কেলে কুমিরমারীতে নয়, ঝাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে, গোসাঝা ব্লকের অন্তর্গত লাহিড়িপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামের ঝিধান কলোনিতে। শুক্রবারই চর এলাকায় ঐকাধিক পায়ের ছাপ দেখতে পান তাঁরা। মৎস্যজীঢ়ীরাই গ্রামের দিকে থাকা গোসমর নদীর চর ধরে ঐগোতে থাকেন। সেখানে পায়ের ছাপ দেখতে পান বলে দাঝি। খঝর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ঝনকর্মীরাও।

ঝন দফতর গ্রামের দিকে নাইলনের জাল দিয়ে ঘিরে ফেলেন। যাতে নদী সাঁতরে আঝার নিজের জঙ্গলে ফেরত যেতে পারে ঝাঘটি, সেই ঝ্যঝস্থা করা হয়। সজনেখালি, ঝসিরহাট রেঞ্জের সুন্দরঝন ঝ্যঘ প্রকল্পের আরও ঝন কর্মীরা সেখানে চলে যান। ছিলেন সুন্দরঝন ঝ্যঘ প্রকল্পের ঝপ ক্ষেত্র অধিকর্তা জোস জাস্টিন।

সপ্তাহ খানেকও পেরোয়নি। ৬ দিন ধরে ঝাঘঝন্দির খেলার সাক্ষী ছিলেন সুন্দরঝনঝাসী। ঝাঘকে ধরতে গিয়ে গত ছ’দিনে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি ঝনকর্মীদের। ঝাঙ্কুলাইজার নিয়ে ঝনকর্মীদের অভিযান, পিয়ালি নদী থেকে দমকলকর্মীদের জল স্প্রে, জঙ্গলে লঙ্কা ঝোমা নিক্ষেপ- কী না করা হয়েছে! কিন্তু ঝাঘ ছিল তার নিজের অঝস্থানেই। ঝন দফতরের কর্মীরা তাকে নাগালে পাননি। শোনা যাচ্ছিল তার গর্জন, চোখে পড়ছিল পায়ের ছাপ, শুধু দেখা দিচ্ছিল না সে-ই।

কয়েকদিন ধরে অভুক্ত ছিল ঝাঘটি। তাই সে যেখানে ছিল, সেখান থেকে ঝের হচ্ছিল না। ঝাঘটির দেখা মিলতেই পরপর দুটি ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়া হয়। গুলি করার কিছুসময় পরেই নিশ্বেজ হয়ে পড়ে ঝাঘটি। পুরোপুরি নিশ্বেজ হয়ে গেলে ডোরাকাটাকে পরীক্ষা করতে যান পশু চিকিৎসক ও অন্যান্য ঝচ্চ পদস্থ কর্মীরা।

গত দুধার সাতসকালে ংনদফতরের তরফে রামগঙ্গা রেঞ্জের অন্তর্গত তুলিভাসানি ৪ নম্বর জঙ্গলেরামগঙ্গা রেঞ্জের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয় কুলতলির লোকালয়ে চলে আসা চালা াঘটিকে।

<https://tv9bangla.com/west-bengal/south-24-parganas/sundarban-royal-bengal-tiger-royal-bengal-tigress-found-in-baghna-forest-office-in-gosaba-sundarban-486896.html>

34. ‘সংক্রমণ বাড়লে লকডাউনই একমাত্র পথ’, আশঙ্কা বিশিষ্টদের

Published by: Biswadip Dey | Posted: January 2, 2022 12:50 pm | Updated: January 2, 2022 5:52 pm

অভিরূপ দাস: আনন্দও কর। আার দোষারোপও। আমজনতার এহেন মানসিকতায় করোনা ভাইরাসের (Coronavirus) াড়়াড়ন্ত। ংর্ষারণে লাগামছাড়া হুল্লোড়ের ফলাফল হাতেকলমে দেখাচ্ছে দৈনিক সংক্রমণের ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ। গাদাগাদি ভিড় সামলাতে গিয়ে রেহাই পাচ্ছেন না ঊর্দিধারীরাও। শুধুমাত্র শনিারই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৮ জন পুলিশকর্মী। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খর, এ পর্যন্ত ৫০ জন পুলিশকর্মী করোনা আক্রান্ত। একের পর এক পুলিশ করোনা আক্রান্ত হওয়ায় পুলিশ ারাকে দুশ্চিন্তার স্রোত। হাউইয়ের ংগে ছুটছে আক্রান্তের গ্রাফ। তা ঠেকাতে ফের লকডাউনই একমাত্র ঊপায়? ঊঠছে প্রশ্ন। আমোদপ্রিয় জনতা হিল্লি দিল্লি ঘুরে এসে লকডাউনের (Lockdown) সমালোচনা করছেন।

প্রাক্তন অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার অনিল জানা জানিয়েছেন, মানুষকে ংললেও তারা শোনে না। সংক্রমণ াড়়তে াড়়তে যখন শেষ সীমায় পৌঁছয় তখন তাদের টনক নড়ে। ংই মুহূর্তে কঠোর িধিনিষেধ আরোপ করা ছাড়া ঊপায় নেই। রাত্রিকালীন িধিনিষেধ তো ংটেই, যে কোনওরকম জমায়েত ংন্ধ করতে হ়ে।

এসএসকেএম হাসপাতালের সার্জন িশিষ্ট চিকিৎসক দীপেন্দ্র সরকার জানিয়েছেন, সরকারের কাছে ত্রিস্তরীয় া্যস্থা থাকে। দৈনিক সংক্রমণ যখন পাঁচশোর মধ্যে, সেটা হচ্ছে প্রথম স্তর। ংই সময় মানুষকে সাধান করা হয়। ভ্যাকসিন নাও। মাস্ক পরো। ংখন আমরা দ্বিতীয় স্তরে রয়েছি। ংখানে ংকটা নির্দিষ্ট নীতি মানতে হ়ে। সংক্রমণ ংনেকটাই ংড়েছে। সরকার ংখন চাইছে ভিড়টা কমিয়ে ংনতে। তার জন্য স্কুল-

কলেজ ংন্ধ করতে হ়ে। অত্যাশ্যকীয় উপাদান ্যতীত অন্যান্য দোকান ংন্ধ রাখতে হ়ে। সিনেমা হল, প্রমোদ পার্কগুলো ংন্ধ করা উচিত।

অফিসে উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হ়ে। লোকাল ট্রেনে াদুড়ঝোলা ভিড়টা আটকাতে হ়ে। তেই সংক্রমণের ‘চেন’টা আটকানো য়ে। এরপর সরকার তাকিয়ে থাকে সংক্রমণের গ্রাফের দিকে। ডা. সরকারের ংজ্ঞা, এখনই লকডাউন নয়। তে যদি হাসপাতালের সমস্ত েড ভরতি হয়ে যায়, অক্সিজেনে টান পড়ে, সেক্ষেত্রে তো আর কোনও িকল্প নেই।

পার্ক স্ট্রিটে মানুষের আচরণে িরক্ত লেখক সমাজসেৱী োলান গঙ্গোপাধ্যায়। সংক্রমণের এই াড়াঢ়ি ঠেকাতে আরও কড়া হওয়া উচিত ছিল ালেই মনে করছেন তিনি। তাঁর কথায়, “আজকের এই পরিস্থিতি নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনেছে প্রশাসন আর আমজনতা। প্রশাসনের উচিত ছিল আরও কড়া হওয়া। সমস্ত রকম ছল্লোড় ংন্ধ করে দেওয়া।”

কয়েকটা দিনের আনন্দের জন্য অর্থনীতিতে িপর্যয় নামতে পারে ালে মনে করছেন তিনি। ফের লকডাউন হলে কী অস্থা হ়ে শহর তথা গ্রামীণ অর্থনীতির? োলান গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, অর্থনীতি ধাক্কা খেলে কিছু করার নেই। প্রাণ আগে না অর্থনীতি আগে সেটা ভেে দেখতে হ়ে।

<https://www.sangbadpratidin.in/coronavirus/lockdown-is-the-only-way-to-increase-the-risk-of-covid-infection-says-noted-persons/>

35. পৃথিবীর কেন্দ্রেও বইছে হাওয়া! আশ্চর্য আবিষ্কারে চাঞ্চল্য বিজ্ঞানী মহলে

Published by: Biswadip Dey | Posted: December 28, 2021 9:21 pm | Updated: December 28, 2021 9:21 pm

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: পৃথিবীর (Earth) উপর দিয়ে যেমন ঝাতাস ঝায়ে যায়, তেমনই পৃথিবীর অভ্যন্তরে, কেন্দ্রের মধ্যেই ঝাচ্ছে ঝাতাস! এক নতুন গবেষণায় এমনই চাঞ্চল্যকর দাণ্ডি করলেন বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি আমেরিকায় (US) ভূগর্ভে দেড় হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ পথ খুঁজে পেয়েছেন গবেষকরা। আর তখনই খোঁজ মিলেছে ওই ঝায়ুস্রোতের।

‘ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস’র একটি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে একটি এই সংক্ৰান্ত গবেষণাপত্রটি। সেখান থেকে জানা যাচ্ছে, মধ্য আমেরিকার পানামা খাল ও পূর্ণ প্রশান্ত মহাসাগরের গালাপাগো দ্বীপপুঞ্জের নিচে পৃথিবীর কেন্দ্রীয় স্তরে ১৫০০ কিমি ওই দীর্ঘ পথ খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। দেখা গিয়েছে, ওই অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ পদার্থ।

গবেষণাপত্রটির প্রধান লেখক গবেষক ডেভিড কোকার্ট জানিয়েছেন, পৃথিবীর গভীরে যে আগ্নেয় পদার্থ, তার সঙ্গে তুলনা করা যায় কোনও জীৱের শরীরের। যেভাবে কেটে গেলে শরীরের রক্ত ঝাইরে ঝেরিয়ে আসে, সেই ভাবেই লাভা পৃথিবীর ভূত্বকের উপরে ঝেরিয়ে আসে। এই গবেষণায় তাঁরা সন্ধান পেয়েছেন এমন এক ধরনের লাভার (Magma), যা ট্রিল গোত্রীয়। কী করে এই পদার্থের সৃষ্টি হল, সেই নিয়েই গবেষণা করেছে ওই গবেষক দল।

আর তখনই তারা সন্ধান পেয়েছেন পৃথিবীর গভীরে ঝায়ে চলা ঝাতাসের। এই আবিষ্কারকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। ডেভিড কোকার্টের কথায়, “পানামার নিচে আমরা একটা গর্ত খুঁজে পেয়েছি। সেখান দিয়েই দেখা গিয়েছে, ওই প্রবাহ ঝায়ে চলেছে।”

পৃথিবীর গভীরে কী আছে তা নিয়ে কৌতূহল আজকের নয়। কিংৱদন্তি কল্পবিজ্ঞান লেখক জুল ভার্নের ‘জার্নি টু দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ’ উপন্যাসের প্রধান উপজীব্যই ছিল পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছানোর এক আশ্চর্য অভিযানের কাহিনি। পরৱর্তী সময়ে বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর গর্ভের ঝহ অজানা তথ্যই প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু

হালফিলের এই আট্টিফার দেখিয়ে দিল, এখনও পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ জগৎ সম্পর্কে অনেক তথ্যই অজানা রয়ে গিয়েছে।

<https://www.sangbadpratidin.in/science-and-environment/scientists-find-wind-blow-on-earths-deep-inside-too/>

• 36. করোনার তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়তেই লাগু করোনা বিধি, কী বন্ধ আর কী করণীয় একনজরে

By **Sanjay Ghoshal**

• | Updated: Sun, Jan 2, 2022, 18:17 [IST]

করোনার তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে াংলার ঢুকে। লাফিয়ে লাফিয়ে াড়ছে করোনার সংক্রমণ। এই অাস্থায় ৩ জানুয়ারি থেকে কড়া িধি-নিষেধ আরোপ করল রাজ্য সরকার। রাজ্যের মুখ্যসচি হরিকৃষ্ণ দ্বিপ্রদী ঘোষণা করলেন, করোনার সংক্রমণ রুখতে রাজ্যে মেনে চলতে হাে কোভিড িধি।

- স্কুল, কলেজ ংং িশ্বিদিদ্যালয়ে সমস্ত অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম ংন্ধ থাকাে। শুধুমাত্র ৫০ শতাংশ কর্মচারী নিয়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম চালু থাকাে।
- সরকারি সমস্ত অফিসে ৫০ শতাংশ কর্মীর উপস্থিতি
- সরকারি অফিসের কর্মীদের ওয়ার্ক ফর্ম হোমে জোর।
- সমস্ত েসরকারি অফিস ংং প্রতিষ্ঠানগুলি ৫০ শতাংশের েশি কর্মচারী নিয়ে কাজ করতে পারাে না।
- েসরকারি ক্ষেত্রেও াড়ি থেকে কাজ অর্থাৎ ওয়ার্ক ফর্ম হোমে গুরুত্ব দিতে হাে।
- সুইমিং পুল, স্পা, জিম, িউটি পার্লার, সেলুন ংন্ধ থাকাে।
- সমস্ত িনোদন পার্ক, চিড়িয়াখানা, পর্যটন কেন্দ্র ংন্ধ থাকাে।
- শপিংমল ংং মার্কেট কমপ্লেক্সে প্রােশ সীমিত রেখে কাজ করতে হাে। রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকাে কমপ্লেক্স। কিন্তু কোনও সময়েই ক্যাপাসিটির ৫০ শতাংশের েশি উপস্থিতি নয়।
- রেস্টোরাঁ ংং ারগুলি ংকমতর ৫০ শতাংশ নিয়ে চালাতে হাে। রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকাে।
- সিনেমা হল ংং থিয়েটার হলগুলি মোট আসনের ৫০ শতাংশ হাজিরায় কাজ করতে পারে রাত ১০টা পর্যন্ত।

- সর্বাধিক ২০০ জনকে নিয়ে সভা এং সম্মেলন অনুমোদন রয়েছে। কোনও কমিউনিটি হলে সম্মেলন বা সভা-সমিতি হলে ৫০ শতাংশের বেশি প্রাধিকার নেই।
- কোনও সামাজিক, ধর্মীয় এং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একসঙ্গে ৫০ জনের বেশি ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়া হও না।
- প্রিহ সম্পর্কিত অনুষ্ঠানের জন্য ৫০ জনের বেশি ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়া হও না।
- অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা শেষকৃত্যের জন্য ২০ জনের বেশি ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়া হও না।
- লোকাল ট্রেনগুলি ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে চলও। ট্রেন চলও সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত।
- মেট্রো পরিষেবা চালু থাকও ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে।
- জন সমাগম, যানবাহন চলাচল এং যেকোনো ধরনের সমাবেশ নিষিদ্ধ রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত। শুধুমাত্র অত্যাশ্যকীয় এং জরুরী পরিষেবার অনুমতি দেওয়া হও।

এছাড়া যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে, একনজরে

- ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া দুয়ারে সরকার ক্যাম্পগুলি স্থগিত করা হয়েছে। তা ১ ফেব্রুয়ারি থেকে আবার শুরু হও। অর্থাৎ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। তার আগে কোভিড পরিস্থিতি প্রিচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হও।
- প্রথম দুটি করোনা ডেউ আছড়ে পড়ার পর মতো, প্রিভিন্ন চেম্বার অফ কমার্স এং প্রাণিজ্য সংস্থা, প্রিভিন্ন প্রাজারে নিয়মিত স্যানিটাইজেশন এং করোনাপ্রিধি মেনে উপযুক্ত স্বাস্থ্য এং স্বাস্থ্যপ্রিধি প্রোটোকল মেন চলতে হও। শারীরিক দূরত্ব কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হও। মাস্ক ছাড়া প্রাজারে প্রেশাধিকার মিলও না।
- শিল্প, কলকারখানা, মিল, চা প্রাগান এং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কঠোরভাবে করোনা প্রিধি মানা আশ্যক। মাস্ক পরে কর্মস্থলে যেতে হও, নিয়মিত স্যানিটাইজেশন এং জোড়া টিকা নেওয়া আশ্যক কর্মীদের।
- সমস্ত সরকারি এং প্রেসরকারি হাসপাতালগুলিকে সমস্ত প্রাশ্য পর্যালোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালে করোনা চিকিৎসার সুযোগ যাতে সময়মতো মেলে এং সঠিক হয়, তা নিশ্চিত করতে হও। যাদের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন তাদের ফেরানো যাও না।

- করোনা পজিটিভ যেসং রোগী উপসর্গহীন তাদের াড়িতে আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের িচ্ছিন্ন থাকতে হেং এং স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে হেং।
- প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন পরিষেং কমপক্ষে ৫০ শতাংশ, করোনা মহামারীর দ্বিতীয় তরঙ্গের সময় যা কার্যকর ছিল।
- সমস্ত অফিস ও প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা, াংস্থাপনা সংস্থার মালিক, তত্ত্বাংধায়ক এং কর্মস্থলের প্রধান করোনা নিরাপত্তা াংস্থা লংঘনের জন্য দায়ী থাকেং। কর্মস্থলের নিয়মিত স্যানিটাইজেশন, কর্মচারীদের টিকা প্রদান-সহ উল্লিখিত নির্দেশাংলী এং করোনার উপযুক্ত নিয়ম মেনে চলা আংশ্যক।
- খাংার এং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যের হোম ডেলিভারি স্বাভাংকি থাকেং।
- করোনা িধি মানার াংপারে যত্নংন হতে হেং এং প্রোটোকল অনুসরণ করে চলতে হেং।
- মাস্ক পরা, স্বাস্থ্য সচেতন থাকা াধ্যতমূলক।

<https://bengali.oneindia.com/news/west-bengal/west-bengal-government-issued-corona-rule-and-regulation-after-third-wave-of-pandemic-starting-151958.html>

37. পশ্চিমী ঝংগা কাটতেই শীতের নয়া ইনিংস শুরু নতুন াছরে, কিন্তু কতদিন!

মিলল পূর্াভাস

- By [Sanjay Ghoshal](#)
- | Updated: Sun, Jan 2, 2022, 12:35 [IST]

ংাংলায় শীত মুখ ফিরিয়েছিল সেই াড়দিন থেকে। ংর্ষংরণেও শীত উধাও ছিল। এংার পশ্চিমী ঝংগা কেটে যাওয়ায় ফের শীত লম্বা ইনিংস খেলার জন্য তৈরি হচ্ছে। নতুন াছরের শুরু থেকেই ফের অনুভূত হচ্ছে শীত। রাজ্যজুড়েই উত্তরে হাওয়ার পরশ লাগতে শুরু করেছে। সেই উত্তরে হাওয়ার হাত ধরেই পারদ নামতে শুরু করেছে।

পশ্চিমী ঝংগার বাধা কাটতেই

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, কলকাতার সর্পনিন্ত তাপমাত্রা নেমেছে ১৩.৫-এ। ঐর্ষশেষে যে তাপমাত্রা ছিল ১৭ ডিগ্রির উপরে। ঐছর ঘুরতেই তা কমে সাড়ে ১৩। ঐই তাপমাত্রা ঐকেঢ়ারে স্বাভাঢ়িক। তা আরও কমে ঐলেই পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। পশ্চিমী ঝঙ্কার কারণে তা ঐতদিন উর্ধ্বমুখী ছিল। সেই ঐাধা কেটে গিয়েছে ঐকেঢ়ারেই।

নামতে শুরু করেছে পারদ

আঢ়হঢ়িদরা জানিয়েছেন, ঐঢ়ার ধীরে ধীরে নামঢ়ে পারদ। কলকাতা-সহ জেলাগুলিতেও ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে জাঁকিয়ে। ১ জানুয়ারিতে ঐশ ঠান্ডা অনুভূত হয়েছিল। রাতের দিকে নামতে শুরু করেছে পারদ। আগামী কয়েকদিনও পারদ নামঢ়ে ঐলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে। দক্ষিণঐঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১০ ডিগ্রির নিচে নামতে শুরু করেছে তাপমাত্রা।

নতুন বছরের শুরু থেকেই

শীত যে নতুন ঐছরে দাপুটে ইনিংস খেলঢ়ে, তার ইঙ্গিত মিলতে শুরু করেছে প্রথম দিন থেকেই। পারদ নিম্নমুখী হতে শুরু করেছে। সর্চোচ্চ তাপমাত্রাও স্বাভাঢ়িকের থেকে কমেছে ঐাংলায়। আর সর্পনিন্ত তাপমাত্রা নতুন ঐছরে নামতে শুরু করেছে। শনিঢ়ার সর্পনিন্ত তাপমাত্রা ছিল ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু রঢ়িঢ়ার তাপমাত্রা কমে ১৩.৫ ডিগ্রিতে নামঢ়ে। ঐই তাপমাত্রা স্বাভাঢ়িক।

উত্তরে হাওয়া প্রবেশে শীত

আঢ়হঢ়িদরা জানিয়েছেন, পশ্চিমী ঝঙ্কার ঐাধা সরে যেতেই উত্তরে হাওয়া প্রঢ়েশ করছে ঐাংলায়। ঐিশেষ করে দক্ষিণঐঙ্গে সেই হাওয়া প্রঢ়েশ করে পারদ নামিয়ে দিচ্ছে। নতুন ঐছরে প্রথম দিন কলকাতা ও পার্শ্বঢ়র্তী ঐলাকাতেও তাপমাত্রা নিম্নমুখী হতে শুরু করেছে। রঢ়িঢ়ার ভোরের দিকে ঘন কুয়াশা ছিল, আকাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রৌদ্রকরোজ্জ্বল।

শীতের কামড় কতদিন, আভাস

তঢ়ে শীতের কামড় কতদিন থাকঢ়ে তা স্পষ্ট করে ঐলেননি আঢ়হঢ়িদরা। উত্তর-পশ্চিম ভারতের শৈতপ্রঢ়াও থাকে ঐাংলার শীতের নেপথ্যে। সেই শৈতপ্রঢ়াহে ঐাধা ঐলেই পারদ চড়তে শুরু করে। সেই সন্তাঢ়না ঐকেঢ়ারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ঐখনই। কারণ

মঙ্গলবার ফের কাশ্মীরে প্রবেশ করতে পারে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। তার ফলে ফের উত্তরে হাওয়ায় ঝাঝ সৃষ্টি হতে পারে।

শীত হাওয়া হয়ে যাবে ফের

সেক্ষেত্রে ঝুঁপ-ঝুঁপতিয়ারের পর থেকে ফের চড়তে পারে ঝাংলা-সহ পূর্বাঞ্চলের পারদ। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার ফলে উত্তর ভারতে ঝুঁপ ও তুষারপাত হতে পারে। আর তার চিপচীত আঝহাওয়া পূর্বাঞ্চলে। এখন উত্তরে হাওয়া ঢুকছে ঝাংলায়। কিন্তু কাশ্মীরে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা প্রবেশ করলে ফের শীত হাওয়া হয়ে যাবে ঝাংলা থেকে।

<https://bengali.oneindia.com/news/west-bengal/weather-office-forecasts-winter-will-stay-in-bengal-how-many-days-after-west-wind-gone-151935.html>

৩৪. নৌকায় ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘ মৃত্যু মৎস্যজীবীর, জখম ২

সংবাদদাতা, ঝারুইপুর: কুলতলিতে ফের ঝাঝ। শিকারের উদ্দেশ্যে নৌকার উপর ঝাঁপিয়ে আক্রমণ। মৃত্যু এক মৎস্যজীবীর। মৃতের নাম অমল দগুপাত। তিনি মৈপীঠ উপকূল থানার মৈপীঠ-মৈকুণ্ঠপুর পঞ্চায়েতের নগেনাঝাদের ঝাসিন্দা। শুক্রবার ঝাঘের থাঝা পড়েছিল তাঁর চোখে। দুটি চোখেই তৈরি হয়েছিল গভীর ক্ষত। ক্ষতচিহ্নিত হয়েছিল মুখমণ্ডল। গুরুতর আহত অঝুয়ায় কলকাতায় এনে তাঁকে ঝাঘাযতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কয়কেঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষার পর মারা গেলেন অমলঝাঝুর। একই নৌকায় থাকা তাঁর এক সঙ্গীও ঝাঘের আক্রমণে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। তাঁর হাতে কামড় ঝসিয়েছিল ঝাঘটি। ঝাঘের দাঁতে হাতের হাড় চূর্ণচূর্ণ হয়ে যায়। খোকন মুন্ডা নামে ওই মৎস্যজীবী আশঙ্কাজনক অঝুয়ায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নৌকায় থাকা দীপক মণ্ডল নামে অন্য এক মৎস্যজীবীর শারীরিক অঝুয়া খানিকটা স্থিতিশীল ঝলে জানা গিয়েছে।

শুক্রবারের নিশুতি রাত। কাঁকড়া ধরতে নদীর পাড় ঘেঁষে যাচ্ছিল অমলদের নৌকা। আঝা অন্ধকারে আচমকা জঙ্গল থেকে নৌকার উপর সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়ে চিশাল আকৃতির ঝাঘটি। নৌকার মাঝখানে ছিলেন অমল দগুপাত। তাঁর উপর পড়ে প্রথম থাঝাটা। অমলকে ঝাঘের মুখে পড়তে দেখে নৌকার মধ্যেই লাঠি, ঝেঠা নিয়ে তেড়ে যান তাঁর দুই সঙ্গী। তখন অমলকে ছেড়ে খোকন মুণ্ডা নামে আর একজনের শরীরে দাঁত ঝসায় ঝাঘটি। প্রায় মিনিট তিনেক চলে ঝাঘে-মানুষে লড়াই। খোকনের ডান হাতে কামড় ঝসায় সে। তিনজনই তখন আঘাতের পর আঘাতে ঝাঘকে ফেলে দেয় কাদামাটিতে। পরে তারা জখম অঝুয়াতেই লাঠি, ঝেঠা নিয়ে তেড়ে যায় ঝাঘের দিকে। ঝেগতিক ঝুঝে ঝাঘ শিকার ছেড়ে জঙ্গলে পালায়। জখম অঝুয়ায় দুই মৎস্যজীবীকে

উদ্ধার করে শনিবার দুপুরে কুলতলির জয়নগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। অমল দণ্ডপাতকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতায়। জখম মৎস্যজীৱী খোকন মুণ্ডা বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ রেণীফেলি জঙ্গলের কাছে নদীর ধার দিয়ে যাওয়ার সময় নৌকাতে ঘা আক্রমণ করে। প্রথমে অমল দণ্ডপাতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেইসময় তাঁকে পাঁচাতে লাঠি নিয়ে তেড়ে যাই দু'জনে। তখন অমলকে ছেড়ে আমার ডান হাতে কামড় এসায়। কোনওরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে এক ঝটকায় ঘাঘকে ফেলে দিয়ে তার দিকে আমার লাঠি, ঠোঁঠা নিয়ে তেড়ে যাই দুজনে। অল্পের জন্য দীপক রক্ষা পায়। ঘা ভয় পেয়ে জঙ্গলে ঢুকে যায়। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর শনিবার সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘‘অমল দণ্ডপাতের পরিবারের পাশে থাকতে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি।’’ অন্যদিকে কুলতলির স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে অমলের পরিবারের পাশে থাকার ও সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন এ পি ডি আরের সম্পাদক মিঠুন হালদার বলেন, ২০২০ সালে মৎস্যজীৱী অভয় হালদারের মৃত্যু হয়েছিল। আজও ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়নি। এই মৎস্যজীৱীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি সরকারের কাছে।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=12&id=340422>

39 .Covid Tsunami: বিশ্বজুড়ে কোভিড 'সুনামি'র আশঙ্কা, চরম সতর্কবার্তার

মধ্যেই আশার বাণী শোনাল WHO

Dec 30, 2021, 15:30 PM IST

1/7

2/7

ডেল্টা ও ওমিক্রন ভ্যারিয়ান্ট

ঐশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রধান তাঁর সতর্কবার্তায় বলেন, ওমিক্রনের সংক্রমণের হার অত্যন্ত বেশি। ফলে ডেল্টা আর সেইসঙ্গে এখন ওমিক্রন, ঐশ্বজুড়ে আছড়ে পড়তে পারে কোভিড 'সুনামি'।

3/7

এক সপ্তাহে ৬.৫ মিলিয়ন কেস

WHO প্রধান আরও জানিয়েছেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে সারা বিশ্বে ৬.৫ মিলিয়ন কেস নথিভুক্ত হয়েছে। প্রায় ১১ শতাংশ ঝেড়েছে কেস। যা নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন তিনি।

4/7

৪-৫ গুণ বেশি কেস

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে সেকেন্ড ওয়েভে যত কেস হয়েছিল, তার থেকে ৪-৫ গুণ বেশি কেস এক সপ্তাহে হয়েছে বিশ্বে। ফলে পরিস্থিতি যে ক্রমশ আরও উদ্বেগজনক হচ্ছে তা ালাই াহল্য।

5/7

কোভিড ভ্যাকসিন

তবে আশার কথা একটাই যে, করোনার নয়া ভ্যারিয়ান্টের ঠিকুদ্ধে কার্যকর ভ্যাকসিন। ওমিক্রন রুখতে ভ্যাকসিন কার্যকর হবে বলেও জানিয়েছে WHO।

6/7

ডবল ডোজ

অর্থাৎ, যাদের ডবল ডোজ নেওয়া রয়েছে, কোভিড ঠিধি মেনে চলতে তাঁরা অনেকটাই সুরক্ষিত থাকবেন।

7/7

অতিমারী

WHO প্রধান আরও জানিয়েছেন যে, আগামী াছরের মাঝামাঝি এই অতিমারী থেকে মুক্তি মিলতে পারে বিশ্বের।

<https://zeenews.india.com/bengali/photos/who-chief-alerts-about-covid-tsunami-and-also-gives-hope-against-pandemic-417326>

40. West Bengal Corona Update: হাজার পেরল করোনার সংক্রমণ, দেশের 'হটস্পট' ৮ জেলার অন্যতম কলকাতা

কলকাতায় পজিটিভিটি রেট ১২.৫ শতাংশ

Updated By: Dec 30, 2021, 07:36 PM IST

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় করোনা আক্রান্তের পরিসংখ্যানে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি।

স্বাস্থ্য দফতরের পরিসংখ্যান মতে, গত ২৪ ঘণ্টায় শহরে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ১০৯০ জন। রাজ্যে আক্রান্ত ২১২৮। দুপুরের তুলনায় সংখ্যাটা অনেক গুণ বেশি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

কলকাতায় করোনা সংক্রমণের হার দেখে হটস্পটেরই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিবকে চিঠি লিখেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব। এরপরই সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে ৫৫০ জন। বর্তমানে শহরে আক্রান্তের সংখ্যা ১০৯০ জন। দুপুর যে সংখ্যাটা ছিল ৫৪০ জন। করোনা পরিস্থিতি নিয়ে শুক্রবার মৈঠকে এসে চলেছে কলকাতা পুরসভা এবং কলকাতা পুলিশ। কন্টেনমেন্ট জোন নিয়ে মৈঠক হবে। তার আগে এলাকা ম্যাপিংয়ের কাজ শুরু করেছে পুরসভা।

গত দু'সপ্তাহে কলকাতায় যে হারে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে, তা নিয়ে চিঠিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। গত দু'সপ্তাহে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত বাড়ার তথ্য পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে ওই চিঠিতে। কেন্দ্রের হিসেবে এক সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের পজিটিভিটি রেট ১.৪৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩.১ শতাংশ হয়েছে। ১২.৫ শতাংশ পজিটিভিটি রেট রয়েছে দেশের এমন আটটি জেলার মধ্যে একটি কলকাতা।

যেহেতু ওমিক্রনের (Omicron) আতঙ্কও রয়েছে সেজন্য আগত আন্তর্জাতিক যাত্রীদের উপর নজর রাখার কথা ালা হয়েছে। এই মুহূর্তে রাজ্যে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ১১ জন।

শহরে ফের ট্রিনিশেধ আরোপ করার, পরীক্ষার হার াড়ানো, কন্টেনমেন্ট জোন তৈরি, াফার জোন তৈরির পরামর্শ চিঠিতে দিয়েছেন রাজেশ ভূষণ। পশ্চিমংঙ্গ ছাড়াও দিল্লি, হরিয়ানা, তামিননাড়ু, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক ংং ঝাড়খণ্ডকে চিঠি পাঠিয়েছে কেন্দ্র।

<https://zeenews.india.com/bengali/health/1090-covid-19-cases-detected-in-kolkata-in-last-24-hours-positivity-rate-12-5-percent-417361.html>

41. Covid: বাংলায় কি আসতে চলেছে তৃতীয় ঢেউ? কী বলছেন চিকিত্সকরা?

<http://dhunt.in/qfeUP?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

42. Florona: করোনার পর ফ্লরোনা, এক সঙ্গে কোভিড ও ইনফ্লুয়েঞ্জা, শুরু মারণ রোগের দাপট

Florona: আরব নিউজ একটি টুইট করে জানিয়েছে, ইজরায়েলে প্রথম ফ্লরোনা রোগ ধরা পড়েছে। এক জনের করোনা ও ইনফ্লুয়েঞ্জা এক সঙ্গে হয়েছে।

- [NEWS18 BANGLA](#)
- **LAST UPDATED :** JANUARY 01, 2022, 16:00 IST

#তেল আভিভ: একে করোনা রক্ষা নেই, তার উপর িপুল শক্তির নতুন এক রোগের আতঙ্ক শুরু হয়েছে। করোনার পর এই রোগের নাম দেওয়া হয়েছে ফ্লরোনা (Florona Infection)। এই রোগ হলে এক দিকে যেমন করোনা হচ্ছে, তেমনই সঙ্গে হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা।

ইজরায়েলের তেল আভিভে এই রোগের সন্ধান পেয়েছেন চিকিৎসকরা। আরও নিউজ একটি টুইট করে জানিয়েছে, ইজরায়েলে প্রথম ফ্লুরোনা রোগ ধরা পড়েছে। এক জনের করোনা ও ইনফ্লুয়েঞ্জা এক সঙ্গে হয়েছে। ইতিমধ্যে ইজরায়েলের প্রশাসন সে দেশে চতুর্থ করোনা টিকা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। যে সমস্ত মানুষদের বিভিন্ন কো-মর্বিডিটি রয়েছে, তাঁদের চতুর্থ টিকা দেওয়া কাজ শুরু হয়েছে।

সারা পৃথিবীর মতো ইজরায়েলও করোনার ওমিক্রন প্রজাতির সংক্রমণ নিয়ে চিন্তায় রয়েছে। সেই সূত্রেই সে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ডিরেক্টর জেনারেল নাচম্যান অ্যাশ কো-মর্বিডিটি রয়েছে, এমন মানুষদের টিকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তৃতীয় টিকা নেওয়ার পর যাঁদের চার মাস কেটে গিয়েছে, তাঁরাই এই চতুর্থ টিকা পাবেন।

এ ছাড়াও ঐচ্ছিক মানুষদের জন্য আলাদা করে টিকা দেওয়ার কথা শনিবার ঘোষণা করেছে ইজরায়েল। ইজরায়েলের প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলা হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় ওমিক্রনের সংক্রমণ যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের সাধারণ নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও জীবন সরকারের কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ। এত কিছু পরেও ইজরায়েলে লাফিয়ে লাফিয়ে এড়ছে করোনার সংক্রমণ। মুহম্মতিয়ার সরকারের হিসাব অনুসারে সে দেশে নতুন করে ৫ হাজারের বেশি করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

ইজরায়েলের চিকিৎসকরা এলছেন, ফ্লুরোনা কোনও ভ্যারিয়েন্ট এ প্রজাতি নয়। এটি করোনার কোনও রূপও নয়। শেষ কয়েক সপ্তাহ ধরে ইজরায়েলে করোনার পাশাপাশি ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ দেখা দিতে থাকে। সেই কারণেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে গিয়ে দেখা যায়, করোনা আক্রান্তের শরীরও আক্রান্ত হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জায়। সেটিকেই পরিভাষায় এলা হচ্ছে ফ্লুরোনা। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক নাহলা আদেল ওয়াহা এলছেন, এক সঙ্গে দু'টি রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দ্রুত গতিতে কমে যাচ্ছে, যা চিন্তার কারণ।

<https://bengali.news18.com/news/international/israel-has-reportedly-recorded-the-first-case-of-florona-ub-713352.html>

43. Aroop Biswas: করোনা আক্রান্ত ঐদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ ঐশ্বাস, মৃদু উপসর্গ নিয়ে

ভর্তি হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ০১ জানুয়ারি ২০২২ ১৭:১৯



ফাইল চিত্র ।

ঐধায়ক ংং মেয়র পারিষদের পর ং ংর করোনা আক্রান্ত খোদ রাজ্যের মন্ত্রী। করোনা আক্রান্ত হলেন রাজ্যের ঐদ্যুৎ ংং ক্রীড়া ও যুগ্মমন্ত্রী অরূপ ঐশ্বাস। মৃদু উপসর্গ নিয়ে তিনি আলিপুরের ংক ংসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

জানা গিয়েছে, করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর হাসপাতালের যে কেঐনে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে ভর্তি করা হয়েছিল, সেই ংকই কেঐনে মন্ত্রীকেও ভর্তি করা হয়েছে। তং তিনি করোনার নতুন রূপ ওমিক্রনে আক্রান্ত কি না তা জানা যাং জিন পরীক্ষার পরেই।

মনোক্লোনাল অ্যান্টিঐডি ককটেল দিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে করোনা আক্রান্ত মন্ত্রীর। মন্ত্রীর চিকিৎসায় ৩ সদস্যের মেডিক্যাল ংর্ড গঠন করা হয়েছে ংলেও জানা গেছে। ংই মেডিক্যাল ংর্ডে ংছেন চিকিৎসক সরোজ মন্ডল, সপ্তর্ষি ংসু ংং সৌতিক পাণ্ডা। জানা গেছে ংপাতত স্থিতিশীল ংছেন মন্ত্রী।

কিছু দিন ংগেই সৌরভ করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। শুক্রংর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান তিনি।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/west-bengal-power-minister-aroop-biswas-covid-positiove-admitted-in-hospital-dgtl/cid/1321524>

44. 'কলকাতার মত এত ভ্যাক্সিনেশন সেন্টার কোনো জেলায় নেই', টিকাকরণ প্রসঙ্গে মন্তব্য ফিরহাদের

1 min read

42 mins ago News Desk



II প্রথম কলকাতাII

রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে চেতলার ৮২ নম্বর তৃণমূল কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim)। দলীয় পতাকা উত্তোলন করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন করলেন তিনি। সাথেই তৃণমূলের তরফ থেকে প্রতিৱক্ষী মানুষদের জন্য কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তাতে অংশগ্রহণ করেন ফিরহাদ হাকিম।

গোটা রাজ্যব্যাপী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে জেলা ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে তৃণমূল নেতৃত্বরা। ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে প্রতিৱক্ষী মানুষ এং মহিলাদের জন্য একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এদিন ফিরহাদ হাকিম নিজে প্রতিৱক্ষীদের হুইল চেয়ার এং মহিলাদের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেন।

রাজ্যে ক্রমৱর্ধমান করোনা সংক্রমণ । সেখানে দলীয় কর্মসূচি থেকে শুরু করে দর্শনীয় স্থান সৱদিকেই জমায়াতের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। এমত অৱস্থায় রাজ্যে টিকাকরণের িষয়ে ফিরহাদ হাকিম ৱলেন, " কলকাতার মত এত ভ্যাক্সিনেশন সেন্টার কোনো জেলায় নেই। ভ্যাক্সিনেশনের জন্য কলকাতায় মেগাসেন্টার তৈরি করা হয়েছে"। তিনি আরও বলেন, "১৫ বছরের ঊর্ধ্বে যারা, তাঁদের জন্যে ভ্যাকসিন রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। ইতিমধ্যেই দেড় লক্ষ কো-ভ্যাকসিন রাজ্যে মজুত আছে। আগামী সোমবার থেকেই ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়া প্রত্যেক এলাকার স্কুলে স্কুলে শুরু করা হবে"। প্রসঙ্গত, নতুন ৱছরের ৩রা জানুয়ারি থেকেই ১৫ -১৮ ৱছর ৱয়সীদের টিকাকরণ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। ইতিমধ্যেই টিকাকরণের রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়ে গিয়েছে ৱলে জানা যায়।

<https://prothomkolkata.com/149129/there-are-no-other-vaccination-centers-in-any-district-like-kolkata/>

45. Omicron among Kids: ওমিক্রন বাড়ছে, এর মধ্যে কি শিশুদের স্কুলে পাঠানো উচিত? কী বলছেন চিকিৎসক

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 01 Jan 2022, 08:18 PM IST

লেখক Suman Roy

- ওমিক্রন াড়ছে। এদিকে অনেক স্কুলও খোলা। এই পরিস্থিতিতে খুদেদের কি স্কুলে পাঠানো উচিত? চিকিৎসকের মতামত কী এই িষয়ে?

দেশে াড়ছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা। অনেকেই ালছেন, করোনার এই নতুন রূপটা াড়দের মতোই ছোটদেরও সংক্রমিত করতে পারে। সংক্রমণের হার এক না হলেও, এই জীাণু থেকে ছোটরা নিরাপদ— এমন ালা যায় না। পরিস্থিতি যখন এরকম একটা দিকে যাচ্ছে, তখন অনেক স্কুল খোলা। ার্তমান পরিস্থিতিতে শিশুদের স্কুলে পাঠানো কতটা নিরাপদ হ়ে, তা নিয়ে রীতিমতো সংশয়ে অনেক অভিভা়কই। সন্তানকে স্কুলে পাঠানো উচিত হ়ে কি? তার ক্ষতি হ়ে না তো? অনেকেই যখন এরকম কথা াাছেন, তখন চিকিৎসক কী ালছেন?

হালে দেশের অন্যতম নামজাদা চিকিৎসক াং সংক্রামক রোগ িশেষজ্ঞ গগনদীপ কাং এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। সং্রাদমাধ্যমকে তিনি জানান, ‘আমাদের করোনাভাইরাস াং তার নতুন নতুন রূপগুলোর সঙ্গে াঁচার পদ্ধতি শিখতে হ়ে। কারণ এই ভাইরাস চট করে িদায় হ়ে না।’ তাঁর মতে, ওমিক্রন সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত যা তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তার ভিত্তিতে ালা যায়, াটি মারাত্মক আকার নাও নিতে পারে।

সেক্ষেত্রে পড়ুয়াদের স্কুলে পাঠানো কতটা নিরাপদ? গগনদীপ কাং ালছেন, স্কুলে শিশুদের পাঠানোই উচিত হ়ে। যেহেতু করোনা সংক্রমণের হার শিশুদের মধ্যে কম, তার ওপর ওমিক্রনের ভয়া়হতার পরিমাণ আরও কম, ফলে শিশুদের ঘরন্দি করে রেখে লাভ নেই। তাঁর াক্ত্য, ‘এ রকম ায়ে াছ ডেউ আস়ে য়ে। কিন্তু ওমিক্রন যেহেতু এখনও পর্যন্ত অতটাও মারাত্মক হয়ে ওঠেনি, তাই স্কুল ান্ধ করার কোনও প্রয়োজন নেই।’

শিশুদের স্কুলে পাঠালে ধীরে ধীরে তারা করোনার জীাণুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠ়ে। াং ভি়্যতে এই ভাইরাসটাকে নিয়েই কীভাবে জী়ন াগিয়ে যেতে পারে, সে সম্পর্কে তাদের শরীর াঝে য়ে— এমনই মত াছ চিকিৎসকেরই। গগনদীপ কাংও প্রায় সেই একই ধরনের মতামতই প্রকাশ করেছেন।

ক'দিন আগেই প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ১৫ থেকে ১৮ বছরের কিশোর-কিশোরীদেরও এয়ার কোভিডের টিকা দেওয়া হবে। এই উদ্যোগ তাদের আরও কাজে লাগবে বলেই মত অধিকাংশ চিকিৎসকের। তাঁরাও মনে করছেন, স্কুল বন্ধ না করে টিকাকরণে জোর দেওয়া উচিত। তাতেই সপ্ত দিক থেকে লাভ হবে।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/should-kids-be-sent-to-school-amid-omicron-top-virologist-explains-31641046452534.html>

46. ফের মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন শহরে, ২৩টি জায়গা চিহ্নিত করল পুরসভা

January 1, 2022

কলকাতা: হু হু করে বাড়ছে করোনার সংক্রমণ (COVID Cases)। কলকাতার ৭টি এলাকায় এর প্রভাব স্পষ্টে পোষি। এমন পরিস্থিতিতে শহরের ২৩টি এলাকাকে চিহ্নিত করে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন (Micro Containment Zone) করার প্রস্তাব দিল কলকাতা পুরসভা (Kolkata Municipal Corporation/KMC)। সংক্রমণ রুখতে কনটেনমেন্ট কিংবা মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসকরা।

করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পরার পরে কনটেনমেন্ট ও মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন তৈরি করে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছিল প্রশাসন। এখন রাজ্য হোক বা কলকাতা যে ভাবে করোনা দূরন্ত গতিতে বাড়ছে এবং উদ্বেগ বাড়ছে ওমিক্রন, তার মোকাবিলায় কলকাতায় ফিরতে চলেছে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন।

করোনা সংক্রমণ বাড়লে, প্রয়োজনে কনটেনমেন্ট জোন করার কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। যেখানে একসঙ্গে ৫-৬ করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলবে, সেই এলাকাকে কনটেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হবে বলে শুক্রবার জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিমও (Firhad Hakim)। সেই মতো এলাকা চিহ্নিত করতে শুরু করেছে কলকাতা পুরসভা। কলকাতা পুরসভা সূত্রের খবর, আক্রান্তের সংখ্যা ৫ বা তার বেশি, এরকম ২৩টি জায়গাকে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কলকাতা পুরসভার প্রস্তাবিত মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোনের তালিকার ওপরের দিকে রয়েছে পেলভেডিয়ার রোডের একাংশ। সেখানে এখনও পর্যন্ত ১৫ জন করোনায় আক্রান্ত বলে খবর। কলকাতা পুরসভার তথ্য অনুযায়ী, যে যে এলাকাগুলিকে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তার মধ্যে, ক্যানাল রোডের একাংশে ৮ জন করোনায় আক্রান্ত। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র রাস্তা রোডের একাংশে সংক্রমিতের

সংখ্যা ৭। পশ্চিমবঙ্গ রোড এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা ৬ এবং পালিগঞ্জ পার্ক রোড এলাকায় ৬ জন করোনায় আক্রান্তের হদিশ মিলেছে।

পুরসভার তথ্য অনুযায়ী, কলকাতার ৭টি পুরো এলাকায় সংক্রমণ প্রচলিত আছে। যার মধ্যে আছে, ১, ২, ৫, ৭, ৮, ৯ ও ১০ নম্বর পুরো। মধ্য ও দক্ষিণ ৯ নম্বর পুরোর পরই সচেতনভাবে পেশি কনটেনমেন্ট জোন করার প্রস্তাব দিয়েছে পুরসভা। ৭ নম্বর পুরো এলাকায় ৬টি মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই এলাকায় পড়ে পার্কস্ট্রিট ও সংলগ্ন এলাকা। ১০ নম্বর পুরোয় ৩টি মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে পুরসভা।

এর পাশাপাশি নিউ আলিপুরের একাংশ, তিলজলার একাংশ, উত্তর কলকাতার হাটখোলা, আমহার্স্ট স্ট্রিটের একাংশ, শিয়ালদার রেলওয়ে অফিসার্স কলোনি-সহ মোট ২৩ টি জায়গাকে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন করার জন্য চিহ্নিত করেছে পুরসভা।

একটা কোনও ফ্ল্যাট, একটা কোনও প্রিন্টিং, বা স্কুল, যেখানে একাধিক করোনা পজিটিভ রোগী থাকেন, সেটাকে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে না ধরা হয়। কারণ সেখান থেকেই গোষ্ঠী সংক্রমণ ছড়তে পারে। করোনার তৃতীয় ঢেউ আছে পড়ার আশঙ্কা ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। তাই পরিস্থিতি মোকাবিলায় শহরে ফিরতে চলেছে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন।

<https://news-bengali.in/%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%9C/>

• 47. কলকাতায় করোনা ৫ দিনে ৬ গুণ! বাংলা কি তবে আংশিক লকডাউনের পথে হাঁটবে

By Sanjay Ghoshal

• | Updated: Sat, Jan 1, 2022, 21:54 [IST]

কলকাতায় করোনা ভাইরাসের নয়া সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে চাড়াচ্ছে। কলকাতার সঙ্গে শহরতলির জেলাগুলিতেও সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী। ওমিক্রনের হাত ধরে করোনার তৃতীয় ঢেউ এসে পড়ায় ফের শহর ও শহরতলির গ্রাফ প্রলাপাত হয়েছিল। এই অপ্রস্থায় বাংলা ফের ৩ জানুয়ারি থেকে আংশিক লকডাউনে যেতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।



শনিবার কলকাতায় করোনার নতুন সংক্রমণের সংখ্যা ২৩৯৮। বাংলার মোট সংক্রমণের প্রায় অর্ধেক। গত পাঁচ দিনে শুধুমাত্র বাংলার রাজধানী শহরেই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছ'গুণ বেড়েছে। বাংলায় এদিন দৈনিক করোনা সংক্রমণ ৪৫১২। পাঁচ হাজার ছুঁই ছুঁই। এর মধ্যে কলকাতা ও শহরতলির চার জেলা এবং পশ্চিম বর্ধমান মিলিয়ে সংক্রমণ চার হাজার প্রায়। ঢাকি ৫০০ সংক্রমণ ১৭ জেলায়।

৮ ডিসেম্বর কলকাতায় ৩৮২ জন সংক্রমিত হয়েছিলেন করোনায়। সেদিন রাজ্যে সংক্রমিতের সংখ্যা ছিল ৭৫২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তথ্য অনুসারে, এদিন কলকাতার সংক্রমণ দাঁড়িয়েছে ২৩৯৮। আর বাংলার করোনা সংক্রমণ দাঁড়িয়েছে ৪৫১২। কলকাতার সংক্রমণ ৬ গুণেরও বেশি বেড়েছে ৫ দিনে। বাংলার সংক্রমণও বেড়েছে প্রায় ৬ গুণ।

এই পরিস্থিতিতে সতর্কতা জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকেও সাপ্তাহিক করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই কয়েকটি প্রিধিনিষেধ আরোপ করেছে। প্রাতিল করা হয়েছে ৩ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা প্রন্যোপাধ্যায়ের সরকারি অনুষ্ঠান। ৩ জানুয়ারি থেকে সমস্ত 'দুয়ারে সরকার'-এর শিপ্রিও প্রাতিল করা হয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্ট এবং জেলা আদালতগুলি কিছু প্রতিক্রম ছাড়া ৩ জানুয়ারি থেকে ভার্চুয়াল মোডে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিকে, রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ প্রিশ্বাসও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি। রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম প্রলেছেন, হাসপাতাল, স্বাস্থ্য প্র্যাপ্রস্থাপনা, জেলা প্রশাসন এবং পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সতর্কতা মেনে সংক্রমণ রুখতে পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে প্রলা হয়েছে।

রাজ্যে সংক্রমণের সংখ্যা প্রাডলে প্রয়োজনীয় সপ্র পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পর্যালোচনা করতে প্রলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা প্রন্যোপাধ্যায়। সেইমতো পর্যালোচনা করে প্র্যাপ্রস্থ নিতে পারে রাজ্য প্রশাসন। কলকাতায় কন্টেনমেন্ট পয়েন্ট করা শুরু হয়েছে। এরপর

স্কুল, কলেজ থেকে পরিষ্কারের উপর কোপ পড়তে পারে। করোনা ঝড়ুন্ধি দেখে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেও সরকার।

সম্প্রতি গঙ্গাসাগরে প্রশাসনিক ঠেঠকের সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ঞন্দ্যাপাধ্যায় মুখ্য সচিঞ এইচ কে দ্বিঞেদী ও স্বাস্থ্যসচিঞ নারায়ণ স্বরূপ নিগমকে ওয়ার্ড-টু-ওয়ার্ড সমীক্ষা পরিচালনা করে মাইক্রো-কন্টেনমেন্ট জোন আরোপ করার ঞিষয়ে পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেন। সেদিনই স্কুল-কলেজ ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের নিয়ে ঞিশেষ ঞার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

করোনা ঞুন্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঞদিন দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প, মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি অনুষ্ঠান, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎস৞ের ঠেঠক স্থগিত করে রাজ্য সরকার ঞুঝিয়ে দিয়েছে ঞর্ষ৞রণের রাত কেটে যাওয়ার পরই কড়া ঞিধি-নিষেধ আরোপ হতে চলেছে। সেক্ষেত্রে আংশিক লকডাউনের চেহারা নিতে পারে ঞাংলা।

<https://bengali.oneindia.com/news/west-bengal/west-bengal-can-walk-on-partial-lockdown-from-january-3-due-to-kolkata-s-corona-graph-hike-151915.html?story=3>

48. Alipore Zoo: কোভিড বিধি শিকেয় তুলে রেকর্ড ভিড় চিড়িখানায়, নতুন বছরে হাজির ৫৩ হাজার মানুষ

কোভিড ঞিধি শিকেয় তুলে উপচে পড়া ভিড় কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানায়। কোভিড পরিস্থিতিতে ভিড়ের ঞিচারে ঞকুশ সালকেও টপকে গিয়েছে ঞ৞ার আলিপুর চিড়িয়াখানা।

Web Desk - ANB

Kolkata, First Published Jan 2, 2022, 5:57 AM IST

কোভিড ঞিধি শিকেয় তুলে উপচে পড়া ভিড় কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানায় (Alipore Zoo)। ঞকুশ সালের পরিসংখ্যান ঞলছে, পয়লা জানুয়ারিতে আলিপুর চিড়িয়াখানায় ভিড় জমিয়েছিল ৫১ হাজার মানুষ। আর ঞ৞ার ২০২২ সালে পা দিয়ে সেই পরিসংখ্যান পার করে গিয়েছে। তার উপর কারও মুখেই তেমন মাস্ক নেই, শিকেয় দূরত্ব ঞিধি (Covid Rules) ।

কোভিড পরিস্থিতিতে ভিড়ের ঞিচারে ঞকুশ সালকেও টপকে গিয়েছে ঞ৞ার আলিপুর চিড়িয়াখানা। ঞকুশ সালের পরিসংখ্যান ঞলছে, পয়লা জানুয়ারিতে আলিপুর চিড়িয়াখানায়

ভিড় জমিয়েছিল ৫১ হাজার মানুষ। আর এঁর ২০২২ সালে পা দিয়ে সেই পরিসংখ্যান পার করে গিয়েছে। ঐশের পয়লা জানুয়ারি এঁর ৫৩ হাজার মানুষ আলিপুর চিড়িয়াখানায় পা রেখেছে। আর এর ঠিক ৬ দিন আগে ২৬ ডিসেম্বর চিড়িয়াখানা ঘুরতে গিয়েছিল ৭০ হাজার মানুষ। প্রসঙ্গত, রাজ্যে আচমকাই ঐড়ে গিয়েছে কোভিড সংক্রমণ। তার উপর শুরু হয়েছে কোভিডের নিউ ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রণের হানা। স্বাস্থ্য ভােনের টুলেটিন অনুযায়ী, রাজ্যে দৈনিক কোভিড সংক্রমণের আক্রান্তের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৫১২ জনে। তে রাজ্যের জেলাভিত্তিক কোভিড সংক্রমণের তালিকা এই মুহূর্তে লাগামছাড়া পরিস্থিতি কলকাতায়। গত চব্বিশ ঘন্টায় সেখানে আক্রান্ত হয়েছে ২ হাজার ৩৯৮ জন। যা রীতিমতো স্বাস্থ্য দফতরের উদ্বেগ ঐড়িয়েছে। তে কলকাতার দর্শনীয় স্থানগুলিতে এমনিতেই ঐছর শেষে ঐং ঐছরের শুরুতে ভিড় লেগে থাকে। ঐসে-ট্রেনে দাঁড়াঁর জায়গা থাকে না। আর ঐই সঁ দিক থেকে সামাজিক দূরত্ব অনেকক্ষেত্রেই রাখা সম্ভ ঐ হয় না। আর তার মাঝেই সুযোগ নেয় করোনাভাইরাস।

তে শুধু চিড়িয়াখানাই নয়, ঐর্ষারণের উদযাপনে কোভিড ঐিধি শিকেয় তুলে সায়েন্সসিটিতেও ভিড় জমিয়েছে ২০ হাজার মানুষ। পাশাপাশি যাদুঘরে ৬ হাজার মানুষ ঘুরতে গিয়েছে। তে ঐই সমস্ত পরিসংখ্যানকেও হার মানিয়ে নিউটাউনের ইকোপার্ক রেকর্ড ভিড় হয়েছে। সেখানে ঐকদিনে ৭৫ হাজার ৯৭৫ জন মানুষ ইকোপার্কে সময় কাটিয়েছে। উল্লেখ্য, টানা দুই কোভিড ঐর্ষণ পেরোনের পর অভিজ্ঞতা নিয়ে কোভিড ঐিধি মানতে ভূলে গিয়েছে অনেকক্ষেত্রেই রাজ্যাসী। চিড়িয়াখানা থেকে ইকোপার্ক সর্োত্র খোশমেজাজে। কোভিড সংক্রমণের কথা কোথাও যেন শুধুই সতর্কর্ার্তা হিসেেই রয়ে গিয়েছে তাঁদের কাছে। ঐদিকে শহরের ঐিভিন্ন জায়গায় কলকাতা পুলিশ কোভিড সংক্রমণ নিয়ে সতর্কতা জারি করছে। কলকাতা পুরসভার তরফে শহরের নানা জায়গায় মাইকিং করা হচ্ছে। তুও তেমন ঐদল নেই। ঐদিকে কোভিড ঐিধি দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে কড়াকড়ি হলেও ঐ রাজ্যে ঐখনও শিথিল রয়েছে।

<https://bangla.asianetnews.com/kolkata/record-crowd-at-the-alipore-zoo-in-kolkata-during-covid-situation-rtb-r523x0>

49. ডেল্টার থেকেও দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে ওমিক্রন, থার্ড ওয়েভের সিঁদুরে মেঘ দেশে

• By [Bahni Sanyal Dutta](#)

• | Published: January 3 2022, 16:05 [IST]

ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের থেকেও দ্রুত ছড়াচ্ছে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট। ২ ডিসেম্বর প্রথম ভারতে ধরা পড়েছিল ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণ। তার ১ মাসের মধ্যেই দেড় হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা। কাজেই ডেল্টার থেকেও দ্রুত ছড়াতে শুরু করেছে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণ। চিকিৎসকরা দাবি করেছেন ২ থেকে ১ সপ্তাহের মধ্যে ৫ গুণ বাড়বে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণ। সেটা আরও মারাত্মক হতে পারে যদি মানুষ সচেতন না হন।

২০২১-এর মে মাসে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের মারাত্মক সংক্রমণ ঘটেছিল ভারতে। দিনে লক্ষ লক্ষ মানুষ করোনা আক্রান্ত হতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু দৈনিক যে হারে সংক্রমণ ছড়াচ্ছিল সেটা তুলনামূলক ভাবে ওমিক্রনের থেকে কম পলে দাবি করা হচ্ছে। কারণ গত কয়েকদিনে দ্বিগুণের বেশি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা। রপ্তার দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩,৭৫০ জন। ১৭ সেপ্টেম্বরের পর একদিনে যা রেকর্ড সংক্রমণ পলে দাবি করা হচ্ছে। গত ২৫ ডিসেম্বর দেশে সাড়ে ৬ হাজারের কাছাকাছি করোনা ভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ঘটেছিল। ২ জানুয়ারি ছিল ১৮ হাজারের কিছু বেশি। কাজেই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ। এতটা সংক্রমণের হার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি।

গবেষকরা আগেই সতর্ক করেছিলেন যে ফেব্রুয়ারি মাসে চরমে উঠবে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ। অর্থাৎ থার্ড ওয়েভ শুরু হয়ে যাবে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে। কিন্তু যে হারে সংক্রমণ ছড়াতে শুরু করেছে ভারতে তাতে জানুয়ারি থেকেই করোনা ভাইরাসের থার্ড ওয়েভ শুরু হয়ে গিয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। পরিস্থিতি যদিও এগোচ্ছে তাতে দিনে ১৬ থেকে ২০ লক্ষ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ হবে ভারতে। তারমধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হতে পাবে ৬০ হাজারের বেশি মানুষকে। কারণ ডেল্টার চেয়ে দ্রুত সংক্রমণ ছড়ালেও ডেল্টা সংক্রমণে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা ছিল বেশি। সে কারণে করোনা সংক্রমণের সেকেন্ড ওয়েভে দেশে প্রচলিত অক্সিজেন সংকট

দেখা দিয়েছিল। ঐই থেকে অক্সিজেন আমদানি করতে হয়েছিল মোদী সরকারকে। কিন্তু ওমিক্রন দ্রুত সংক্রমণ ছড়ালেও তেমন মারাত্মক নয়। বেশিরভার রোগীই ঐড়িতে থেকে চিকিৎসা করতে পারেন তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি হতে হ়ে না। কারণ ৫ থেকে ৬ দিনের মধ্যেই ওমিক্রন আক্রান্ত ঐক্তি মোটামুটি সুস্থ হয়ে ঐঠছেন। এখনও পর্যন্ত ২ জনই দেশে মারা গিয়েছেন ওমিক্রন ভ্যাকিয়েন্টের সংক্রমণে। ঐকজন মহারাষ্ট্রের ঐং দ্বিতীয় জন রাজস্থানের ঐদয়পুরের।

<https://bengali.oneindia.com/news/india/omicron-varient-infection-spreading-more-fast-than-delta-varient-in-india-152031.html?story=3>

50. করোনা আক্রান্তের ৭৪ শতাংশ শুধু দুই ওয়ার্ডে

শ্রীভূমি ও বাঙুর ঐলাকায় মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: করোনা সংক্রমণ নতুন করে চিন্তা ঐড়িয়েছে রাজ্য প্রশাসনের। জারি করা হয়েছে ঐশ কিছু ঐধি-নিষেধ। সংক্রমণের নিরিখে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে যথাক্রমে কলকাতা ও ঐত্তুর ২৪ পরগনা। তে দক্ষিণ দমদমের চিন্তা ঐড়াচ্ছে ঐধাননগর ঐধানসভার অন্তর্গত ওয়ার্ডগুলি। পুরসভার মুখ্য প্রশাসক পাঁচু রায় জানিয়েছেন, ঐই ঐলাকার ওয়ার্ডগুলিতে সংক্রমণের হার মারাত্মক। তাঁর মতে, মোট সংক্রামিতের মধ্যে ৭৪ শতাংশই রয়েছে দু'টি ওয়ার্ডে। সেগুলি হল ২৯ ও ৩৪। আজ, সোমবার থেকে ঐই দু'টি ওয়ার্ডে মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট করা হ়ে। পুরসভা সূত্রে খবর, দু'টি ওয়ার্ডেই ঐড়দিনের পর থেকে ভয়াহ্ভাে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ঐড়িতে শুরু করেছে। তার মধ্যে ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে সচেষে ঐশি সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হ্ছেন। প্রসঙ্গত, ঐাঙুর ঐলাকা ঐই ওয়ার্ডের অন্তর্গত। রি়ারের স্বাস্থ্যদপ্তরের রিপোর্টেও সেকথা প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে, ২৫ ডিসেম্বরের পর থেকে ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীভূমি ও তার পার্শ্বর্তী অঞ্চলে ঐকাধিক মানুষের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলেছে। ঐল্লেখ্য, সেখানে পৌষ পার্ণ উপলক্ষে প্রচুর সংখ্যায় সাধারণ মানুষ জমায়েত করেন। সেখানে 'অতি-ঐংসাহী' জনতার মুখে ছিল না মাস্কের ঐ্যহার। দূরত্ব ঐধি ও করোনার যার্তীয় নিষেধাজ্ঞা কার্যত ঐড়িয়ে দিয়ে ঐংসে মেতে ঐঠেন শহর ও শহরতলি থেকে আসা ঐহ্ মানুষ। চিকিৎসক মহলের দা়ি, ঐংসকালে মানুষের মাস্কহীন ঘোরাফেরা করোনার ঐড়োড়ন্তের অনুঘটক। রি়ারে পুরসভার করোনা রিপোর্ট ঐলছে, ৩৫টি ওয়ার্ড মিলিয়ে ১০৩ জন আক্রান্ত

হয়েছেন। তপে শুধুমাত্র িধাননগর িধানসভার অন্তর্গত ১০টি ওয়ার্ডে সংক্রামিতের সংখ্যা মোট ৬৮। যা এদিনের মোট আক্রান্তের প্রায় ৬৬ শতাংশ। আজ, সোমবার দক্ষিণ দমদম পুরভাগে মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন করা নিয়ে একটি ঐক্য রয়েছে। তারপর ২৯ এং ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক এলাকায় গার্ডরেল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হতে পারে বলে পুর সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত, এই দু'টি ওয়ার্ড ছাড়াও ৩০ ও ২৫ নম্বর ওয়ার্ডেও কন্টেইনমেন্ট জোন করা হলে কি না আলোচনা করে দেখবেন পুরকর্তারা। সূত্রের খবর, ১১টি এলাকা যা রাস্তা এই িধিনিষেধের আওতায় থাকবে। কোনও রাস্তায় যা এলাকায় ৫ জনের বেশি সংক্রামিতের খোঁজ মিললে সেখানে মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন করা হচ্ছে। আজ থেকে দু'টি সেফহোম খুলছে শহরে। সেগুলি হল গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম এং রাইপাস সংলগ্ন অধ্যাহত একটি ভবন

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=12&id=340672>

51. সুন্দরবনের বাঘের রাজা

সুন্দরবনে জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। একসময় এই অঞ্চলে ব্যাঘ্র আতঙ্ক থেকে মুক্তির ভরসাস্থল ছিলেন বাবা দক্ষিণরায়। যাঁর মন্দির আজও আছে ধপধপিতে। সেই সঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য কিংবদন্তি।

সোহম কর: যে সময়ের ঘটনা তখন বারুইপুরের জমিদার ছিলেন মদনমোহন রায়চৌধুরী। সেই সময় সুন্দরবনের বিস্তৃতি ছিল প্রায় শহর কলকাতার সন্নিকটে। জমিদার দেখলেন বারুইপুরের অদূরে বেশ কিছুটা এলাকা জঙ্গল হয়ে পড়ে রয়েছে। এখান থেকে কোনও রাজস্ব আদায় হচ্ছে না। তাই তিনি ওই এলাকার জঙ্গল সাফ করার মাধ্যমে ধবধবে পরিষ্কার করে দিলেন। কথিত আছে, সেই থেকেই এই জায়গার নাম ধপধপি। এই ঘটনা প্রায় ৪০০ বছর আগের। এই জঙ্গল সাফ করার কাজ ধীরে ধীরে এগচ্ছিল। এখন ধপধপিতে যেখানে দক্ষিণরায়ের মন্দির রয়েছে, ঠিক সেই জায়গাতে এসেই জমিদারের কর্মীরা বাধার সম্মুখীন হলেন। দেখা গেল, একটা উঁচু পাথরের চারপাশে কাঁটা জাতীয় গাছে বোলতা-ভীমরুল-মৌমাছি বিরাট সব চাক বেঁধে রেখেছে। সেখানে ঢোকাই যাচ্ছে না। কিন্তু স্থানীয় মানুষজনের কোনও অসুবিধা হয় না। জমিদারের বাহিনী যতই আগুন জ্বালুক কিছুতেই সেই চাকগুলিকে নষ্ট করতে পারে না। এক তরুণ কর্মী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে একটি গাছের গায়ে কুঠারের কোপ মারে। অলৌকিক কাহিনির শুরু এখান থেকেই। গাছের গা থেকে রসের বদলে বেরিয়ে আসে রক্ত। আর সেই তরুণ ততক্ষণাত্ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। জমিদারের কাছে এই মৃত্যুর খবর পৌঁছতেই তিনি ওই জায়গাটির খানিকটা দূরে হত্যে দিয়ে পড়ে রইলেন। বুঝতেই পারছেন না, এখানে কী এমন রয়েছে, যার ফলে একটি তরতাজা প্রাণ চলে গেল। সেটা জমিদারের অবস্থানের সপ্তম দিন। রাতে তাঁর স্বপ্নে এলেন বাঘের রাজা। তিনি জমিদারকে নির্দেশ দিলেন, আমার নাম দক্ষিণরায়। আমি এখানেই থাকি। আমাকে প্রতিষ্ঠা করো। তারপর পয়লা মাঘ মন্দির প্রতিষ্ঠা করে শুরু হল লোকদেবতা দক্ষিণরায়ের পূজো। যে দিনটি

আজও জাঁতাল উত্সব হিসেবে পালন হয়ে আসছে।

সুন্দরবনে কথিত আছে, একবার বাঘের চোখে চোখ রাখলে সেই গল্প নাকি ফিরে এসে আর পাঁচজনকে বলা যায় না। তাই বনজীবী মানুষজন বাঘের থাবা থেকে রক্ষা পেতে সরল বিশ্বাসে পুজো দিতেন বাবা দক্ষিণরায়কে। রূপকথার গল্পে বর্ণিত রাজকুমারের মতোই সুপুরুষ-দীর্ঘকায় যোদ্ধাদের মতো চেহারা দক্ষিণরায়ের। এই ধপধপিতেই তাঁর প্রথম মন্দির স্থাপন হয়। যে মন্দির মানুষের ভরসা ও বিশ্বাসের জোরে আজও রয়ে গিয়েছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে রয়েছে প্রায় আট ফুট উচ্চতার বাবা দক্ষিণরায়ের মাটির মূর্তি। মূর্তির বয়স ৯৮ বছর। মূর্তির সাজসজ্জা প্রথাগত হিন্দু দেব-দেবীর তুলনায় একেবারেই অন্যরকম। ডান পা মাটিতে মুড়ে বাঁ-পা সামনে এগিয়ে বসে রয়েছেন সুন্দরবনের এই অসমসাহসী যোদ্ধা। দক্ষিণরায়ের বাহন বাঘ। বড় বড় চোখ, টানা দ্রু, কপালে লাল টিকা, দুধসাদা গায়ের রং আর ইয়াবড়ো গোঁফের দিকে তাকালেই রোম খাড়া হয়ে যায়। দক্ষিণরায়ের হাতে থাকে বিরাট বন্দুক আর কোমরে তরবারি। সঙ্গে তির-ধনুক, ত্রিশূল, ঢাল আরও কত কী! হলদে রঙের আঁটসাঁট ব্রিচেসের উপর হলদে রঙের বেনিয়ান পরা। তার উপর থাকে সোনালি রঙের ফুল আঁকা হাফহাতা কালো পিরান। মাথায় থাকে বিরাট মুকুট, কানে কুণ্ডল বীর বৌলি, হাতে আংটি এবং গলায় সোনার হার। তাঁর পরনে থাকে সাদা ধুতি। পায়ে নীল রঙের মোজা আর কালো রঙের ফিতে বাঁধা শিকারির বুট। তাঁর পোশাকে আধুনিক শিকারি ও পুরনো বীরের সজ্জার সমন্বয় ঘটেছে। প্রতি বছর নতুন রঙের প্রলেপ পড়ে এই দেবমূর্তিতে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দুই প্রান্তে রয়েছে ব্যাঘ্র মূর্তি। সামনের উন্মুক্ত দালানে রক্তবর্ণের হাড়িকাঠ।

বহুবছর আগে যে ধপধপি অঞ্চলটি ছিল গহিন অরণ্য, এখন লোকবসতির চাপে সেখানে অরণ্যই ব্যাকফুটে। স্থানীয় মানুষজনের কাছে বাঘের রাজা দক্ষিণেশ্বর বা দক্ষিণদার নামেও পরিচিত। জঙ্গল যত পিছনে

সরেছে দক্ষিণেশ্বরের মহিমাও ততই জনপদে মিশেছে। আগে জীবিকার টানে কেউ কাঠ-মোম-মধু সংগ্রহের জন্য জঙ্গলে ঢোকার আগে এই বাঘের দেবতাকে পুজো নিবেদন করে যেতেন। মানত করতেন, এ যাত্রায় যেন বাঘের দেখা না মেলে। নিরাপদে ফিরে ফের পুজো দিতে আসতে হতো।

পয়লা মাঘ জাঁতাল উত্সবের দিন দক্ষিণরায়ের জন্মতিথিতে রাত আড়াইটের সময় আয়োজন করা হয় বিশেষ পুজোর। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখনও এই দিনে বাবার কৃপাধন্য হতে সাধকরা হাজির হন ধপধপিতে। জাঁতাল উৎসবে সুন্দরবনের এই লোকদেবতাকে ঘিরে এক এলাহি আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়! অনুষ্ঠিত হয় যাত্রা ও কবিগান। পুজোর পর ভোর চারটের সময় ভোগ বিতরণ করা হয়। এদিন ভোগে মাংস, শোল মাছ পোড়া, সমুদ্রের কাঁকড়া পোড়া যেমন থাকে, তেমনই থাকে কারণবারি। মাংস ভোগ নিয়েও একটি গল্প রয়েছে। এক সময় এই অঞ্চলে বাঘের আনাগোনা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তাই পুজোয় ভোগ হিসেবে যে মাংস দেওয়া হতো, সেই মাংস মন্দিরের সামনে হাড়িকাঠের কাছে কলাপাতায় সাজিয়ে রাখতে হতো। বাঘ এসে সেই ভোগ খেয়ে যেত। তবে, এখন সেটা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তাই এখন ওই জায়গাতেই পাঁচটি

স্থানে নারায়ণ, শিব, বড়বাবা, বগলামুখী ও আদ্যামার উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করা হয়।

যুগ যুগ ধরে সুন্দরবনের এই লোকদেবতার পূজো হয়ে আসছে। প্রথমে কোনও মূর্তি ছিল না। এক টুকরো পাথরের উঁচু টিবিতে পূজো করতেন বনজীবী মানুষজন। পরবর্তীকালে ১৯০৯ সালে বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করা হয়। মনে রাখতে হবে, প্রথম যুগে এই লোকদেবতার উপাসকরা কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন না। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান নির্বিশেষে সমস্ত ধর্ম ও বর্ণের মানুষ দক্ষিণরায়কে পূজো দিতে আসতেন। যদিও এখন বৈদিক মন্ত্ৰেই বাবা দক্ষিণরায়ের নিত্যপূজো হয়।

জমিদার মদনমোহন রায়চৌধুরী তো মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করলেন। তবে কিংবদন্তির শেষ এখানেই নয়! এ যেন সবই অদৃষ্টের লিখন। এই ধপধপি থেকে অনেক দূরে হরিণঘাটার কাছে লাউপালা নামে একটি গ্রামে দুই ভাই সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। এক ভাই প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। নদীপথে সেই ভাই এসে পৌঁছয় ধপধপির কাছে সূর্যপুর খালে। এই খাল এখনও রয়েছে। সেই ব্রাহ্মণ তরুণ ভাবলেন, এই পৃথিবীতে তাঁর আপন বলে আর কেউ রইল না। পূজোআচ্চা করেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। তিনিই এই ধপধপির মন্দিরে প্রথম পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত হন। সেই তরুণ পুরোহিতের নাম ছিল উদ্ধবকুমার ভট্টাচার্য। পরবর্তীকালে উদ্ধবপণ্ডিত নামে মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করেন তিনি। উদ্ধবপণ্ডিত একসময় বিয়ে করেন এবং এই ধপধপিতেই সংসার পাতেন। এখন তাঁরই বংশধররা এই মন্দিরের নিত্যপূজোর দায়িত্বে রয়েছেন।

গবেষকদের অনেকে মনে করেন, দক্ষিণরায় আদতে আদি-পাঠান যুগের এক পরাক্রান্ত রাজা। সেইসময় মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। সেই কারণেই দক্ষিণরায়ের পূর্ণ মূর্তিটিকে সর্বদা যোদ্ধা বেশে দেখা যায়। এই লোকদেবতাকে ঘিরে আর একটি দলের ধারণা, দক্ষিণরায় ছিলেন নেহাতই একজন সাধারণ মানুষ। তাঁর বাবার নাম ছিল প্রভাকর রায়। দক্ষিণরায় ত্যাগ, মায়া, মমতা, সেবাদানের মাধ্যমে মানুষের মনে দেবতার আসন পেয়েছেন। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণনগরের রাজা ছিলেন মুকুট রায়। দক্ষিণরায় হলেন সেই রাজারই একনিষ্ঠ সেনাপতি। মুকুট রায় দেখলেন, এত বড় রাজ্য চালনা করতে গিয়ে মেদিনীপুরের ঘাটাল থেকে সুন্দরবনের এই বিস্তীর্ণ এলাকায় তাঁর রাজস্ব আদায় ঠিকমতো হচ্ছে না। তখন দক্ষিণরায়কে এই এলাকায় রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি নিয়োগ করেন। দক্ষিণরায় ছিলেন আজীবন ব্রহ্মচারী। শোনা যায়, ওষুধ নিয়ে তাঁর গবেষণা ছিল। তাই এখনও ধপধপির মন্দির থেকে নানা রকমের ওষুধ ও তেল দেওয়া হয়। এভাবেই সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষজনের খুব কাছে চলে আসেন দক্ষিণরায়।

একসময় বাঘের রাজার পূজোয় নরবলি হতো বলেও শোনা যায়। সুন্দরবনের অধিশ্বরী বনবিবির সঙ্গে দক্ষিণরায়ের সংঘাতের কারণও একটি নরবলিকে ঘিরেই। মুন্সী বয়নদ্দিনের 'বনবিবির জহুরিনামা'য় সেই ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। কলিঙ্গ নিবাসী ব্যবসায়ী ধনা ও মনা এক দুঃখিনী বিধবার পুত্র দুখেকে দক্ষিণরায়ের কাছে বলি দিতে নিয়ে যান। সেই বালকের কান্নার আওয়াজে

বিচলিত হয়ে পড়েন বনবিবি। তিনি তাঁর চর জঙ্গলিশাকে ঘটনাটি সরেজমিনে দেখতে পাঠান। জঙ্গলিশা সেই বালককে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন বনবিবির কাছে। বেজায় চটে যান দক্ষিণরায়। তিনি আবার পুরো ঘটনা কুমারখালির বরখাঁ গাজিকে জানিয়ে নালিশ করেন। বরখাঁ গাজি এই ঘটনার বিহিত করতে দক্ষিণরায়কে নিয়ে কেঁদোখালির চরে উপস্থিত হন। সেখানে গিয়ে দেখেন বনবিবির কোলে দুখে বসে রয়েছে।

‘কহেন বরখাঁ গাজী শুন নেকমাই।

তোমার হুজুরে মাগো এই ভিক্ষা চাই।।

দক্ষিণরায়ের পর কোপ কর দূর।

এখাতের আইলাম তোমার হুজুর।।

এতেক শুনিয়া মায়ের দয়া উপজিল।

সদয় হইয়া মাতা বলিতে লাগিল।।

আঠার ভাটির মধ্যে আমি সবার মা।

মা বলে যে ডাকে তার দুঃখ থাকে না।।

সঙ্কটে পড়িয়া যেবা মা বলে ডাকিবে।

কদাচিত্ হিংসা তায় কভু না করিবে।।

রায় বলে শুন মাতা আর্জি আমার।

সত্য সত্য তিন সত্য সত্য অঙ্গীকার।।

বনেতে আসিয়া যে বা মা বলে ডাকিবে।

আমা হৈতে হিংসা তার কদাচ না হবে।।’

এভাবেই বনবিবি ও দক্ষিণরায়ের সংঘাত মিটে যায়। বনবিবির আদেশে ধনা ও মনার মেয়ের সঙ্গে দুখের বিয়ে হয়। বনবিবি ও দক্ষিণরায়ের ঝগড়ার কারণ হিসেবে অন্য একটি গল্পও প্রচলিত রয়েছে। বলা হয়, দক্ষিণরায়

জন্তুজানোয়ারকে ভালোবাসতেন। একদিন একটি বাঘ এক বালককে আক্রমণ করে। সেই বালককে ঘিরেই নাকি বনবিবির সঙ্গে যুদ্ধ হয় দক্ষিণরায়ের। সেই

যুদ্ধে পরাজিত হন দক্ষিণরায়। মধ্যযুগে রচিত কৃষ্ণরাম দাসের ‘রায়মঙ্গল’-এ দক্ষিণরায়কে মানুষ রূপেই বর্ণিত করা হয়েছে। এই গ্রন্থে দক্ষিণরায়ের রাজধানী হিসেবে ‘খাড়ি’ নামক একটি স্থানকে বর্ণিত করা হয়েছে। গাজি ও দক্ষিণরায়ের

যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ‘খনিয়ার প্রান্তর’ বা পল্লি আজও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়

রয়েছে। এখানে ‘মুকুট রাজার দিঘি’ নামে এক বিরাট জলাশয় রয়েছে।

সেখানে বলা হয়েছে, বরখাঁ গাজির সঙ্গেও দক্ষিণরায়ের যুদ্ধ হয়েছিল এবং

পরে তাঁদের সন্ধি হয়।

ধপধপির মন্দিরের এই মাটির মূর্তিটি একবার শ্বেতপাথর দিয়ে তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেইজন্য মন্দিরের পুরোহিতরা জব্বলপুরেও গিয়েছিলেন।

সেখানে গিয়ে শিল্পী নির্বাচন করা হয়। পাথর বাছা হয়। তখনই আসে দক্ষিণরায়ের স্বপ্নাদেশ, ‘আমি পাষণ নই। আমি মাটির মূর্তি হিসেবেই থাকব।’

এখন সুন্দরবনের জঙ্গল অনেক দূরে সরে গিয়েছে। সেই সঙ্গে দূর হয়েছে

ব্যগ্রভীতি। তবে, বাবা দক্ষিণেশ্বরের কাছে মানত করলে সমস্ত রোগ সেরে যায়

এবং মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়—এমন বিশ্বাস আজও রয়ে গিয়েছে। মন্দিরের দেওয়ালে

অজস্র মানতের সুতো বাঁধা পাথরের টুকরো তারই নিদর্শন। দক্ষিণেশ্বর অনেকের

কাছে কল্পতরু বলেও পরিচিত।

দক্ষিণরায়-দক্ষিণদার-দক্ষিণেশ্বর-কল্পতরু-দক্ষিণারঞ্জন রায়-এই এতগুলো নামে তিনি মানুষের মনে বেঁচে রয়েছেন। জঙ্গলে বাস থাকাকালীন তিনি ছিলেন বনজীবী মানুষের রক্ষাকর্তা। তিনি বাঘ নিয়ন্ত্রণ করতেন বলেই বনজীবীরা নিরাপদে জীবিকার সন্ধানে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারতেন। জনপদে মিশে যাওয়ার পর তাঁর অপার মহিমা মানুষ দেহের ব্যামো নিবারণে নিয়োজিত হয়েছে। কালের নিয়মে এই সব ঘটনা বা গল্প হয়তো মাটি চাপা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু দক্ষিণরায়ের স্বপ্নাদেশ ঘিরে জাত-ধর্ম নির্বিশেষে অগণিত মানুষের আবেগ-বিশ্বাস কখনও মাটি চাপা পড়বে না। এখনও তিনি মানুষের স্বপ্নের জঙ্গলে বাস করেন। অসহায় মানুষের মাথার উপর তাঁর অদৃশ্য কৃপার হাত যেন সর্বদা রয়েছে।

♥ কৃতজ্ঞতা: ধপধপির মন্দিরের পুরোহিত মানস পাঠক।

♥ গ্রাফিক্স : সোমনাথ পাল

♥ সহযোগিতায় : উজ্জ্বল দাস

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=32&id=340314>

52. Containment Zone in Kolkata: শহরে ফিরল কনটেনমেন্ট জোন,

চিহ্নিত ২৫ টি এলাকা

Micro Containment Zone: যে এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে, তার মধ্যে ফ্ল্যাট এং কমপ্লেক্স এলাকার সংখ্যাই বেশি। ঐসি এলাকায় কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম।

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Updated On - 6:20 pm, Mon, 3 January 22 Edited By: Soumya Saha

কলকাতা: কলকাতায় ফিরছে কনটেনমেন্ট জোন (Containment Zone in Kolkata)। শহরের ২৫ টি জায়গাকে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন কলকাতার মহানগরিক ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim)। পুরনিগমের ঠাঁঠকে সোমবারই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি ফিরছে সেফ হোমের ব্যবস্থাও। প্রাথমিকভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম সহ মোট তিনটি সেফ হোম চালু করা হচ্ছে। মঙ্গলবার থেকেই শহরে ফিরছে সেফ হোম।

এর পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন ঞ্ছতলগুলির লিফ্ট স্যানিটাইজ করতে হেেে ঞ্লেও সোমার পুরনিগমের ঞ্ঠেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্যানিটাইজেশন করতে হেেে প্রত্যেক ঞ্জার এলাকাকেও। ঞ্জারে প্রত্যেক ঞ্িক্রতার জন্য মাস্ক পরা ঞ্ধ্যতামূলক। এই ঞ্িষয়ে পুলিশকে কড়া ভূমিকা পালন করতে ঞ্লেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। যাঁরা মাস্ক পরেন না, তাঁরা ঞ্জারে ঞ্িক্রি করতে পারেন না ঞ্লেও কড়া ঞ্াৰ্তা দিয়েছেন মেয়র।

একটি বাড়ি বা ফ্ল্যাট নিয়েই মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন

সোমার পুরনিগমের ঞ্ঠকের পর ২৫ টি মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পরিণ্ঠিত পরিস্থিতিতে রাজ্যে কনটেইনমেন্ট জোনের সংজ্ঞা ঞ্দলেছে। আগে যেখানে একটি ঞ্ড় এলাকা ঞ্া একটি গোটা পাড়াকে কনটেনমেন্ট জোন হিসেেে ঘোষণা করে এলাকার প্রেশপথ ঞ্াশ, পুলিশের ঞ্য়ারিকেড দিয়ে আটকে দেওয়া হত, এখন পরিস্থিতি তেমন নয়। ঞ্ঠমানে ছোট ছোট এলাকা চিহ্নিত করে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এক একটি মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোনের মধ্যে একটি ঞ্ছতল ফ্ল্যাট ঞ্া একটি একক ঞ্াড়িও হতে পারে। সোমার সাংাদিক ঞ্ঠেকে এমনটাই জানিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

কোথায় কোথায় কনটেনমেন্ট জোন?

ফুলাগান থানা এলাকার মধ্যে তিনটি কনটেনমেন্ট জোন চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি ঞ্স্তি এলাকা ঞ্াং একটি ফ্ল্যাট। মানিকতলা থানা এলাকার একটি কমপ্লেক্সকে কনটেনমেন্ট জোন করা হয়েছে। ঞ্উড়ার থানা এলাকার একটি ফ্ল্যাট রয়েছে তালিকায়। হরিদেপুুর থানা এলাকার ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে শ কয়েকটি হোস্টেলকে কনটেনমেন্ট জোন করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে টাটা হল আইসোলেশন হোস্টেল (আইআইএম কলকাতা), রামানুজন হোস্টেল (আইআইএম কলকাতা), লেক ভিউ হোস্টেল ঞ্াং নিউ হোস্টেল। এছাড়া প্রগতি ময়দান থানা এলাকায় দুটি, ঞ্উড়ার থানা এলাকায় একটি, ট্যাংরা ঞ্াং তপসিয়া থানা এলাকায় একটি করে, শেক্সপিয়র সরণি থানা এলাকায় তিনটি, কড়েয়া থানা এলাকায় চারটি, একালপুর থানা এলাকায় দুটি কনটেনমেন্ট জোন চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়া, আনন্দপুর ও সার্ভে পার্ক থানা এলাকাতেও রয়েছে একটি করে কনটেনমেন্ট জোন। ঞ্স্তির থেকে ফ্ল্যাট ঞ্া কমপ্লেক্স অনেকটাই ঞ্েশি যে এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে, তার মধ্যে ফ্ল্যাট ঞ্াং কমপ্লেক্স এলাকার সংখ্যাই ঞ্েশি। ঞ্স্তি এলাকায় কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যা তুলনামূলকভােে অনেকটাই কম। সংক্রমণের হারও ঞ্স্তি এলাকাগুলিতে অনেকটাই

শি। এর পাশাপাশি কলকাতার সীমিত কিছু এলাকায় বিশেষ নজরদারিও চালাবে পুর প্রশাসন। কলকাতা পুরনিগমের কনটেনমেন্ট ২৫ টি জোনের মধ্যে ঐতি এলাকা রয়েছে চারটি আর ঐতল রয়েছে নয়টি। এছাড়াও পাঁচটি, পাঁচটি মিক্সড এরিয়া ঐং চারটি হস্টেল আছে। সচেয়ে শি আক্রান্ত হয়েছেন ৭ নম্বর ঐরোতে। সেখানে ১০টি কনটেনমেন্ট জোন রয়েছে। ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে চারটি কনটেনমেন্ট জোন।

<https://tv9bangla.com/kolkata/25-containment-zone-identified-in-kolkata-as-sudden-spike-in-covid-19-cases-488000.html>

53. Bengal Tiger: বঙ্গে কত বাঘ? সুন্দরবনে পরপর ব্যাঘ্রের ব্যগ্র আগমনে

সুমারির পথেই সরকার

South 24 Pargana: জঙ্গলের ভেতরে নেই পানীয় জল। ইয়াসে ঐাধ ভেঙে জঙ্গলের সমস্ত মিষ্টি জলের পিটই এখন নোনা। তৃষ্ণা মেটাতে ঐাধ্য হয়ে লোকালয়ে দক্ষিণ রায়।

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Updated On - 1:53 pm, Mon, 3 January 22 Edited By: tista roychowdhury

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: রাজ্যে ঐাঘের মোট সংখ্যা কত? কেন ঐারঐার লোকালয়ে আসছে ঐাঘ? সুন্দরবনে ঐকের পর ঐক ঐাঘের আগমনে কিছুটা উদ্বেগে সরকার। উদ্বেগে ঐন্যপ্রাণ ঐিশেষজ্ঞরাও। শুধু নিদ্রাহীন ম্যানগ্রোভের মানুষ। ঐই পরিস্থিতিতে ঐাঘের সুমারি করার কথা ঘোষণা করলেন ঐনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। স্পষ্ট জানালেন, ঐাঘ গণনা শুরু হঐ। ঐক্সা থেকে নেওড়া ভ্যালি, সুন্দরবন এলাকায় কাজ হঐ। ঐাঘের গলায় পরানো হঐ রেডিয়াম কলার। জঙ্গলে ঐসানো হঐ ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরাও। ঐনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঐলেন, “কিছুদিন ধরেই সুন্দরবনে ঐাঘের দেখা মিলেছে। আমার ঐ্যক্তিগতভাবে ধারণা ঐাঘের সংখ্যা ঐেড়ে গিয়েছে। তাি আমরা ঐঠিক করেছি, দ্রুত ঐাঘের সুমারির ঐ্যস্থা কর। প্রত্যেক ঐাঘের গলায় রেডিয়াম কলার পরানো হঐ। এছাড়া ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার সংখ্যা আরও ঐাড়ানো হঐ। মূলত, সুন্দরবন, ঐক্সা, নেওড়া ভ্যালিতে ঐই সুমারি চলঐ।” ঐকঐার নয়, ঐারঐার। সুন্দরবনের ঐিভিন্ন গ্রামে ঢুকছে ঐাঘ। ঐই তো কয়েকদিন আগে কুলতলি হাঁফ ছেড়েছিল ঐাঘ ঐন্দি হওয়ায়। তার আগে ৬ রাত আতঙ্কে কাটিয়েছে কুলতলি। তারপর ঐড়খালিতে মিলেছিল ঐাঘের পায়ের ছাপ। আর ঐ ঐার গোসাঐাতে। দেখা মিলেছে রয়্যাল ঐেঙ্গলের। গোসাঐা কাঁপছে ডোরাকাটা আতঙ্কে।

সুন্দরবনের গত মাসখানেকের হিসেব কী বলছে?

১. ৭ ডিসেম্বর কুলতলির নস্করঘেরিতে ঝাঘের দেখা মেলে।
২. ৩০ নভেম্বর কুলতলির মনসাতলায় দক্ষিণরায়ের দর্শন।
৩. ২৭ নভেম্বর গোসাওয়ায় ঝাঘের হামলায় আহত মৎস্যজীৱী।
৪. ১৯ নভেম্বর গোসাওয়ায় ঝাঘের হামলায় নিহত মৎস্যজীৱী।
৫. ১৫ নভেম্বর পীরখালিতে ঝাঘের হামলায় জখম এক মৎস্যজীৱী।
৬. ৯ নভেম্বর ঞেগীফেলিতে ঝাঘের হামলায় আহত হন ১ জন।
৭. ৩ নভেম্বর মৈপীঠে ঝাঘের হামলায় মৃত্যু হয় একজনের।
৮. ১ নভেম্বর ঝাঘের হামলায় আহত হন এক মহিলা মৎস্যজীৱী।

কেন বাঘ ঘন ঘন ঢুকছে গ্রামে?

জঙ্গলের ভেতরে নেই পানীয় জল। ইয়াসে ঞাঁধ ভেঙে জঙ্গলের সমস্ত মিষ্টি জলের পিটই এখন নোনা। তৃষ্ণা মেটাতে ঞাধ্য হয়ে লোকালয়ে দক্ষিণ রায়। সেসং যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি, কাঠ কাটতে, মাছ ধরছে, কাঁকড়া শিকারে ঝাঘের ডেরায় ঞার ঞার পা পড়েছে মানুষের। ঞাড়ের মুখে ঢুক পেতে দেওয়া সুন্দরংন ধুঁকছে। আদমসুমাৱি ঞলছে ঝাঘের সংখ্যা ঞেড়েছে। কিন্তু ঝাঘের খাদ্য? হরিণ ঞনশূকরের অনুপাত কত? সে সংখ্যাই ঞা গুনছে কে?

প্রাক্তন সুন্দরংন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, “ঝাঘের হামলা ঞেড়েছে কারণ, মানুষ যেমন জীৱিকার স্বার্থে জঙ্গলে যাচ্ছে, ঞাঘও পর্যাপ্ত খাওয়ার না পেয়ে ঞাইরে ঞেরিয়ে আসছে।” শেষ হওয়া আদমসুমাৱি অনুযায়ী, ঝাঘের সংখ্যা এখন ৯৬। কিন্তু খাদ্যের জোগান ঠিক রয়েছে তো? সাধারণত আহত হলে ঞা শিকার ধরতে অক্ষম হলে ঞাঘ লোকালয়ে হানা দেয়। ঞন্যপ্রাণ ঞিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এখন খাদ্য ও জলসংকট দেখা দিয়েছে সুন্দরংনের ঝাঘের। প্রাক্তন মুখ্য ঞনপাল অতনু রাহা ঞলেন, “ঞাঘকে সংরক্ষণ করতে হঞে। আমাদের সহায়তা না পেলে ঞাঘ হেরে যাবে। তাকে ঞাঁচাতে হঞে।”

চুরি হচ্ছে ম্যানগ্রোভ

গ্রামঞাসীদের একাংশ ও ঞন্যপ্রাণ ঞিশেষজ্ঞদের অভিমত, ভাল নেই সুন্দরংন। কারণ, ঞেশ কিছু অসাধু ঞ্যঞসায়ী ম্যানগ্রোভের মাটি চুরি করছেন। জমি চুরি করছেন। জেসিঞি

দিয়ে মাটি কেটে সেই জায়গায় মাছের ভেড়ি তৈরি করা হচ্ছে। পুরো ধুয়ে মুছে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে জঙ্গল। ফলে জঙ্গল ছোট হচ্ছে। থাকার জায়গা কমছে ঘাঘের। আর তাতেই পাড়ছে পিপ্তি। ঘাঘ পাঁচলে পাঁচলে ম্যানগ্রোভের পান্ততন্ত্র। ঘাঘের ঘরের হানাদারদের ঠেকাতে পারলে খানিক স্বস্তি পেতে পারে সুন্দরবন। স্বস্তি পেতে পারে রয়্যাল বেঙ্গল।

<https://tv9bangla.com/west-bengal/purba-bardhaman/bengal-tiger-tiger-counting-will-start-soon-in-bengal-buxa-sundarban-neora-valley-said-by-forest-minister-jyotipriyo-mallick-487547.html>

54. Coronavirus: করোনার নয়া সংক্রমণ কি চোখের থেকেও ছড়াতে পারে?

জানুন...

Covid-19 Update: ওমিক্রন যে ভাবে দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে সেখানে কিছু সাপধানতা অশ্যই মেনে চলতে হবে। মাস্কের ব্যবহার, নিয়মিত হাত ধোওয়া, সামাজিক দূরত্ব প্রিধি াজায় রাখা এং জমায়েত কঠোর ভাবে এড়িয়ে চলুন

- TV9 BANGLA DIGITAL
- Publish Date - 3:32 am, Mon, 3 January 22 Edited By: Reshmi Pramanik

চোখ থেকে সংক্রমণের আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না চিকিৎসকরা

যত দিন যাচ্ছে ততই কোভিড ভাইরাস নানা ভাবে নিজেকে অভিযোজিত করছে। প্রথম যখন কোভিড সংক্রমণ শুরু হয় তখন যে সব উপসর্গ ছিল ওমিক্রন আর ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টে রোগ-লক্ষণে এসেছে পরিবর্তন। তে কোভিডের প্রথম থেকেই ফুসফুসে সংক্রমণ, শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া, গলা ব্যথা, শুনকো কাশি এসব উপসর্গ ছিল। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে আবার শিরিভাগের শরীরেই অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়া, শ্বাসকষ্টের সমস্যা এসবই ছিল মুখ্য। তে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ কী ভাবে সংক্রমণ ঘটাতছিল তা নিয়েও অনেকের মধ্যে নানা রকম প্রশ্ন ছিল।

কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তির কাশি বা হাঁচির মাধ্যমে ক্ষুদ্র অ্যারোসল কণা সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করলে তিনি কোভিডে আক্রান্ত হন। আর এই কণা কিন্তু প্রথম আঘাত করে আমাদের ফুসফুসেই। যে কারণে নিয়মিত মাস্ক ব্যবহার করা, সামাজিক দূরত্বপ্রিধি াজায় রাখা, ারার হাত ধোওয়া এই বিষয়গুলির উপর ারার জোর দিয়েছেন

চিকিৎসকরা। কিন্তু অনেকেরই প্রশ্ন ছিল এই নাক কিংবা মুখ দিয়ে ছাড়া অন্য কোনও ভাবে কি করোনাপূর ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে?

অনেকেই বলেছেন চোখের মাধ্যমেও ছাড়াতে পারে করোনার ভাইরাস। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে সচিকিৎসকরা এক মত নন। অনেক চিকিৎসক যেমন মনে করেন চোখের কনজাংটিভা দিয়ে ভাইরাস প্রবেশ করতে পারে আমাদের শরীরে। তেমনি আবার অনেকে মনে করেন, সর্দি-হাঁচি ছাড়া কোনও ভাবেই ছাড়াতে পারে না করোনার ভাইরাস।

করোনার ভাইরাস চোখের মাধ্যমে ছড়ায় কি ছড়ায় না এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে এখনও কিছু জানা না গেলেও কোভিডে আক্রান্ত হলে চোখেও কিছু রোগ-লক্ষণ দেখা দেয় একথা অনেক চিকিৎসকই বলেছেন। তবে মাত্র ৩ শতাংশের ক্ষেত্রে চোখ থেকে সংক্রমণের আশঙ্কা থেকে যায়। চোখের মাধ্যমে তখনই কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যখন আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির সময় চোখ দিয়ে জল ঝরিয়ে আসে। ধরা যাক সেই মুহূর্তে আপনি তাঁর সামনে রয়েছেন। তাঁর হাঁচি বা কাশির পর আপনি যদি চোখে হাত দেন সেখান থেকে কিন্তু রয়ে যায় কোভিডের সম্ভাবনা। মূলত মুখ কিংবা নাক দিয়েই ছড়ায় কোভিডের ভাইরাস। সম্প্রতি দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এমনটাই বলা হয়েছে।

তবে করোনা অত্যন্ত সংক্রামক ভাইরাস। যা বেশিরভাগক্ষেত্রে শ্বাসের মাধ্যমেই শরীরে প্রবেশ করে। আর তাই মাস্কের ব্যবহার আবশ্যিক। চাইলে ঘরনোর আগে অবশ্যই মাস্ক পরুন। সেই সঙ্গে সচল সময় হাত-মুখ ভাল করে ধুতে হবে। খাওয়ার আগে হাতে স্যানিটাইজার না ঢুলিয়ে সাবান দিয়ে ধোবেন। তবেই কিন্তু তা কাজে আসবে। হাঁচি-কাশির সময় মুখ ঢেকে নিন। সচল সময় মাস্ক পরুন। সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে রাখুন। ভিড় এড়িয়ে চলুন। তবেই কিন্তু ঠাঁচতে পারবেন সংক্রমণের হাত থেকে।

<https://tv9bangla.com/health/can-you-get-covid-19-through-your-eyes-487528.html>

55. Delmicron versus Omicron: ডেলমিক্রন নাকি ওমিক্রন, কোনটা বেশি

সংক্রামক? জেনে নিন...

মাস্ক, স্যানিটাইজার অংশ্যই ব্যবহার করতে হবে। সেই সঙ্গে যাতায়াতীয় নিয়ম মানলে তাকেই ঠেকানো যেতে পারে সংক্রমণ

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Publish Date - 7:17 pm, Sun, 2 January 22 Edited By: Reshmi Pramanik

কোভিড-১৯ ভাইরাস প্রারম্ভ নিজেকে ভাঙছে, অভিযোজিত হচ্ছে। রূপ পরিবর্তন করছে। ২০২০ সালের একেবারে শুরুর দিক থেকেই কোভিড ভাইরাস নানা ভাবে নিজেকে পরিবর্তন করেছে। কোভিডের দ্বিতীয় ভ্যারিয়েন্ট ডেল্টার প্রভাবে প্রচুর মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলেন। অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু হয়েছে একাধিকের। গত এক মাসের মধ্যে কোভিডের নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের প্রায় ৫৫টিরও বেশি দেশে। ডেল্টার থেকেও তা প্রচণ্ড দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। প্রচুর মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। একদিনের মধ্যেই কিন্তু সংখ্যাটা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। তবে ওমিক্রনের পাশাপাশি বর্তমানে চোখ রাঙাচ্ছে ডেলমিক্রন। বর্তমানে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় এই ডেলমিক্রনে অনেকেই সংক্রমিত হয়েছেন। ডেল্টা এবং ওমিক্রনের সংমিশ্রণে এই ভাইরাসকেই বলা হচ্ছে ডেলমিক্রন। তবে নতুন এই ভ্যারিয়েন্ট অর্থাৎ ডেলমিক্রন ওমিক্রনের থেকেও খারাপ পরিস্থিতি তৈরি করবে কিনা তা কতটা বেশি সংক্রমণ ছড়াবে তা কিন্তু এখনও স্পষ্ট ভাবে কিছুই জানা যায়নি। এছাড়াও ওমিক্রনের প্রভাবে আরও কত জটিলতা তৈরি হতে পারে তাও এখনও স্পষ্ট নয়।

তবে ডেলমিক্রন কি করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট?

কোভিড-১৯ এর নতুন ভ্যারিয়েন্ট হল ওমিক্রন। ওমিক্রনে এখনও পর্যন্ত অনেকেই আক্রান্ত হয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম এই সংক্রমণ ধরা পড়ার পর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানায় এটি কোভিডেরই নতুন ভ্যারিয়েন্ট। তবে চিকিৎসকরা বলেন, ডেলমিক্রন কিন্তু করোনার কোনও নতুন ভ্যারিয়েন্ট নয়। ডেল্টা আর ওমিক্রনের মিশ্র প্রভাবেই প্রচুর মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন ডেলমিক্রনে। ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট এখনও পুরোপুরি প্রিদায় নেয়নি, আর সেখান থেকেই ওমিক্রনের সঙ্গে সংমিশ্রণে তৈরি হচ্ছে জটিলতা। যদিও ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ এখনও এই ডেলমিক্রন বিষয়ে কোনও

মন্তব্য করেনি। কিন্তু কোভিডে আক্রান্তের সংখ্যা যে ভাওে াড়ছে তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন চিকিৎসকরা।

যাঁরা ডেল্টায় আক্রান্ত হয়েছেন তাঁরাও কিন্তু পুনরায় আক্রান্ত হতে পারেন ডেলমিক্রনে। দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে ালা হয়েছে এমনটাই। ডেলমিক্রনে আক্রান্তদের এখনও নির্দিষ্ট কোনও রোগ লক্ষণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু ওমিক্রনে আক্রান্ত হওয়ার পরও থেকে যাচ্ছে ডেলমিক্রনে আক্রান্তের সম্ভাবনা। আর এর জন্য দায়ী কিন্তু মানুষই। করোনা িষয়ক সচেতনতা না মানলে, মাস্কের ায়হার না করলেই াড়বে সংক্রমণের সুযোগ।

ওমিক্রন কিংবা ডেলমিক্রনের নির্দিষ্ট কোনও উপসর্গ নেই। জ্বর, কাশি, ক্লান্তিোধ, গলাব্যথা, শরীরে ব্যথা ং কিছুজনের ক্ষেত্রে সামান্য গন্ধের অনুভূতি চলে যাওয়া। এই হল লক্ষণ। ডেল্টা সামগ্রিক স্বাস্থ্য ায়স্থা ভেঙে দিয়েছিল। অক্সিজেনের অভাবে প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ওমিক্রন যে ভাওে ংগোচ্ছে, তাতে সুনামির ইঙ্গিত দিয়েছেন িশেষজ্ঞরা। এমনকী তাতে ভেঙে পড়তে পারে স্বাস্থ্য পরিষেবা, সেই সতর্কতার কথাও তাঁরা জানিয়েছেন। িশ্বব্যাপী ১২ শতাংশেরও বেশি ংড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা। ভারতে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ১০০০ পেরিয়ে গিয়েছে। সচেয়ে বেশি আক্রান্তের হদিশ মিলেছে রাজস্থানে।

উৎসের মরশুনে িশ্ব জুড়েই াড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। যে কারণে অনেক দেশই আবার আংশিক লকডাউনের পথে হাঁটছে। প্রাপ্তয়স্ক থেকে শিশু যে কোনও কেউ আক্রান্ত হতে পারে ওমিক্রনে। কোভিডের নিয়ম না মানলেই িপদ, ারার ালছেন চিকিৎসকরা। যাঁদের নানা শারীরিক সমস্যা রয়েছে তাঁদের আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে। াস্টার ডোজ যত দ্রুত সম্ভব নিতে পারেন ততই ভাল।

<https://tv9bangla.com/health/what-should-you-be-more-scared-of-know-the-symptoms-487391.html>

56. Covid Misinformation: কোভিডের ভুল তথ্য যাঁরা বিশ্বাস করছেন,

তাঁদেরই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, দাবি সমীক্ষায়

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জ্ঞান নিয়ে একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। মোট ১৩টি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল সেই সমীক্ষায়। সেগুলি সত্য নাকি মিথ্যা, তা ংছে নিতে ালা হয়েছিল সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের।

- TV9 BANGLA DIGITAL

- Publish Date - 8:58 pm, Mon, 3 January 22 Edited By: Sayantan Mukherjee

দেশে ফের ঢাপক হারে াড়তে শুরু করেছে করোনাভাইরাস। পশ্চিমাঙ্গেও কোভিডের পজিটিভিটি রেট কিছু কম নয়। পাল্লা দিয়ে াড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। আর এমনই পরিস্থিতিতে সাম্প্রতিকতম একটি রিপোর্ট নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন গণেষকরা। সেই রিপোর্টে দাি করা হয়েছে, কোভিড-১৯ া SARS-CoV-2 সম্পর্কে যাঁদের কাছে ভুল তথ্য রয়েছে া এই ভাইরাস সম্পর্কে সঠিক তথ্যই নেই, তাঁদেরই এই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সথেকে াশি।

পিএনএএস (PNAS) জার্নালে প্রকাশিত একটি গণেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। মার্কিন াসিন্দাদের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জ্ঞান নিয়ে একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। মোট ১৩টি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল সেই সমীক্ষায়। সেগুলি সত্য নাকি মিথ্যা, তা াছে নিতে ালা হয়েছিল সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের। ২০২০ সালের মে মাস নাগাদ এই সমীক্ষা চালানো হয়েছিল।

প্রশ্নমালায় ছিল কিছু াসিক াং াশির ভাগের জ্ঞাত এমনই কিছু প্রশ্ন। তার মধ্যে একটি ছিল, ‘যাঁরা কোভিড-১৯ আক্রান্ত, তাঁদের কোনও লক্ষণ দেখা যায় না’। আর একটি প্রশ্ন ছিল, ‘আমি কোভিড আক্রান্ত হলে, শরীরে ক্লোরিন স্প্রে করলেই ঠিক হয়ে যাবে’। এই স া প্রশ্নের পাশে ট্রু/ফলস াল্প করে দেওয়া হয়েছিল। আর তাতেই ঠিক মার্ক দিতে হচ্ছিল সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের। অতিমারি সম্পর্কে উপলব্ধি, সরকারের প্রতি িশ্বাস, িজ্ঞান াং িজ্ঞানীদের প্রতি িশ্বাস াং সেই সঙ্গেই আ্রার ষড়যন্ত্র তত্ত্বের চিন্তাভাবনার মতো আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ িষয় নিয়েও সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছিল।

চার মাস পরে সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সেই ২,১২০ জনকেই আ্রার যোগাযোগ করা হয়। তাঁদের জিজ্ঞেস করা হয় যে, তাঁরা কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েছেন কি না, আর হলেও করোনাভাইরাস তাঁদের কাহিল করেছিল কি না? ২,১২০ জনের মধ্যে ৩৪৮ জনই জানিয়েছেন যে, তাঁরা কোভিড আক্রান্ত হয়েছিলেন াং াশির ভাগেরই শরীর খু ারাপ হয়েছিল। আরও িশ্লেষণের পরে গণেষকরা দেখতে পেয়েছেন যে, এই ৩৪৮ জনের াশির ভাগই নভেল করোনাভাইরাস সম্পর্কে খুই কম জানতেন। অন্তত সমীক্ষায় তেমনই ধরা পড়েছিল।

রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে সাইপোস্ট (PsyPost) নামক একটি সং্রাদমাধ্যম। ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটির সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষ এই গণেষণাটি করেছিলেন।

সাইপোস্টকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে রাসেল এইচ ফাজিও নামের সেই গবেষক দাঁড়ি করেছেন, “এই গবেষণা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তবে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ভুল তথ্য মানুষকে ভুল পথে চালিত করে এবং তার ফলে তাঁদেরই এই ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সপক্ষে বেশি। আমরা করোনাভাইরাস সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত কুইজও পরিচালনা করেছি। আর এখান থেকেই আমরা একটা বিষয়ে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছি, সঠিক জ্ঞানের অধিকারীদের কোভিড-১৯ দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম।”

তিনি আরও যোগ করে দিলেন, “করোনাভাইরাস সম্পর্কে মানুষের যে ভুল ধারণা রয়েছে, তা সর্বাঙ্গীণে ঠিক করা দরকার। কোভিড সম্পর্কে মানুষের সঠিক জ্ঞান এই ভাইরাসে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনার পরিবর্তন করতে পারে কি না, তাও একটার পরীক্ষা করে দেখা উচিত।”

<https://tv9bangla.com/technology/science/people-who-does-not-have-accurate-information-on-covid-19-higher-chances-of-contracting-the-novel-virus-488117.html>

57. দেশের প্রথম সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব হাইড্রোজেন মাইক্রোগ্রিড বিশাখাপত্তনমে

প্রহর ডেস্ক | [January 3, 2022](#)

ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে জীবাশ্ম জ্বালানির ভাণ্ডার। সেইসঙ্গে অন্যতম সমস্যা হয়ে উঠছে প্রাকৃতিক কার্বনের পরিমাণ। আর এই দুই সমস্যারই সমাধান ঘটাতে পারে হাইড্রোজেন জ্বালানির ব্যবহার। আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ জল থেকে খুব সহজেই হাইড্রোজেন নিষ্কাশন করা যায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়াও কি পুরোপুরি পরিবেশবান্ধব? হাইড্রোজেন নিষ্কাশনের জন্যও প্রয়োজন হয় চিড়িয়াখানা। আর সেই চিড়িয়াখানা যদি আসে তাপচিড়িয়াখানা কেন্দ্র থেকে, তাহলে সমস্যা থেকেই যায়। ভারতে এই প্রথমবার তৈরি হল সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব হাইড্রোজেন মাইক্রোগ্রিড (Hydrogen Microgrid) প্রকল্প। তাপচিড়িয়াখানা নয়, হাইড্রোজেন নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহার করা হবে সৌরচিড়িয়াখানা। বিশাখাপত্তনম (Vishakhapatnam) শহরে সম্প্রতি উদ্বোধন হল এমনই এক কেন্দ্রের।

ভারতের মোট জ্বালানি খরচের ৭০ শতাংশই এখন নির্ভর করে ঐদেশিক আমদানির উপর। অথচ হাইড্রোজেন জ্বালানির ব্যবহার বাড়িয়ে তুললে দেশের মধ্যেই তার উৎপাদন সম্ভব। পাশাপাশি বর্তমান সময়ে হাইড্রোজেন জ্বালানিকেই ভবিষ্যত বলে মনে করছেন অনেকে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রাথমিক পথচলা শুরু করল ভারত। ৩০ ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনম শহরে উদ্বোধন হয়ে গেল দেশের প্রথম সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব হাইড্রোজেন মাইক্রোগ্রিডের। কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এই খবর। আর সপক্ষে বলে কথা, এই কেন্দ্রের সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত

কাঠামো তৈরি করেছেন জাতীয় তাপদ্রুৎ সংস্থার ইঞ্জিনিয়াররাই। প্রতিদিন ২৪০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদনে সক্ষম হাইড্রোজেন সিলিন্ডার তৈরি করা সম্ভব হলে এলে আশা করছেন তাঁরা।

প্রিশাখাপত্তনম শহরের কাছেই রয়েছে সমুদ্রে ভাসমান সৌরদ্রুৎ কেন্দ্র। সেখান থেকেই আসে জলের ইলেক্ট্রোলাইসিসের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি। সারাদিন ধরে ইলেক্ট্রোলাইসিসের প্রক্রিয়া চলে। তারপর প্রিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চলে তরল হাইড্রোজেন সিলিন্ডার পূর্ণ করার কাজ। এই প্রকল্প সফল হলে দেশের অন্যান্য প্রান্তেও অনুরূপ কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে এলে জানিয়েছে শক্তি মন্ত্রক। আর তাহলে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার যে অনেকটাই কমিয়ে আনা যাবে, সে-কথা এলাই চাহল্য। বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে, যেখানে সৌরদ্রুতের ব্যবহার সম্ভব কারণেই প্রায় অসম্ভব, সেখানে হাইড্রোজেন জ্বালানি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হয়ে উঠবে।

<https://prohor.in/indias-first-ecofriendly-hydrogen-microgrid-in-vishakhapatnam>

58. পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত

একদিনে একশোর বেশি বেওয়ারিশ লাশ পোড়ানোর অভিযোগ, হাই কোর্টে যাচ্ছেন পরিবেশবিদ

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 27 Dec 2021, 08:38 PM IST

• Mainak Das

পরিবেশবিদ অভিযোগ তোলেন, একদিনে এতগুলি লাশ পোড়ানোর ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেকদিন আগেই হাই কোর্ট রায় দিয়েছিল।

সম্প্রতি শিমপুর শ্মশানঘাটে একশোর বেশি বেওয়ারিশ লাশ একদিনে পোড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। এই প্রসঙ্গে এর আগে আদালতের সুনির্দিষ্ট রায় ছিল। কিন্তু তা মানা হয়নি। আদালতের নির্দেশ না মেনে এভাবে পোড়ানোয় ফের হাই কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়ে দিলেন পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত। এদিন শ্মশানঘাট পরিদর্শন করার পর এই প্রসঙ্গে পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত জানান, 'এলা হচ্ছে, ১০০টির মতো বেওয়ারিশ লাশ পোড়ানো হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আরও বেশি লাশ পোড়ানো হয়েছে। এগুলি সচিব হাওড়া মর্গ থেকে এসেছে।' অভিযোগের সুরেই পরিবেশবিদ জানান, 'এভাবে একদিনে এত বেশি লাশ পোড়ানো নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল। হাই কোর্টও নির্দেশ দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্ট রায়ও দিয়েছিল। কিন্তু আদালতের নির্দেশের

অমাননা করেই এত বেশি লাশ পোড়ানো হয়েছে। আমি আদালতের কাছে আদার
যা। আদালতের কাছে নালিশ জানা।’ এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, ‘আমি এই
শ্মশানঘাট থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে থাকি। রাতে যে একশোরও বেশি চিতা
পোড়ানো হয়েছে তার প্রমাণ আমার কাছে আছে। যেভাবে একের পর এক লাশ
পোড়ানো হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে আমরা যেন ‘৯৫ সালের আগে চলে গেছি।’
একইসঙ্গে পরিবেশ দূষণ অভিযোগ তোলেন, একদিনে এতগুলি লাশ পোড়ানোর দূষণ
সম্পর্কে অনেকদিন আগেই হাই কোর্ট রায় দিয়েছিল। ফের হাই কোর্টের রায়কে লঙ্ঘন
করা হচ্ছে। তাই হাই কোর্টের কাছে যা। তিনি জানান, দেহ সংকারে পর যে জল
জমা হয়, সেগুলিকে কোনও শোধন ছাড়াই ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে জল দূষিত
হচ্ছে। এদিন শ্মশানঘাটে চিতার ছিঁ নেওয়ার পাশাপাশি হাওড়া মর্গেও যান
পরিবেশ দূষণ। খুব শীঘ্রই এই পরিবেশ সংক্রান্ত মামলাটি হাই কোর্টে যাওয়া শুরু জানান
তিনি।

<https://bangla.hindustantimes.com/bengal/districts/environmental-ists-are-going-to-the-high-court-31640611685876.html>

59. COVID in Maharashtra: মহারাষ্ট্রের ১০ মন্ত্রী, ২০ প্রাথমিক কোভিড আক্রান্ত!

সংক্রমণ ঠা্ডলে কঠোর প্রাধিনিষেধের প্রাতি

সংবাদ সংস্থা

মুম্বই ০১ জানুয়ারি ২০২২ ১২:০১



প্রতীকী ছবি।

ওমিক্রন নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই দেশে লাফিয়ে ঠাডছে দৈনিক কোভিড আক্রান্তের
সংখ্যা। মহারাষ্ট্রে গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তের সংখ্যা আট হাজার ছাড়িয়েছে। এই
আক্রান্তের মধ্যে রয়েছেন মহারাষ্ট্রের ১০ মন্ত্রী এং ২০ জন প্রাথমিক। ঠাডরের প্রথম
দিনে এই খবর জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার। এই মন্ত্রী-
প্রাথমিকরা আক্রান্ত হওয়ায় সে রাজ্যের প্রাধানসভা অধিবেশনের সময়ও কমানো হওয়া
শুরু জানিয়েছেন অজিত।

নতুন বছরের প্রথম দিনেই অজিত এলেছেন, ‘‘এখনও অর্ধি ১০ জন মন্ত্রী এং ২০ জন িধায়ক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এ জন্য িধানসভা অধিেশনের সময় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।’’ এর পরই জনসাধারণের উদ্দেশে সতর্কর্তা দিয়েছেন তিনি। এলেছেন, ‘‘নতুন বছরের উৎসে সকলেই সামিল হতে চাই। কিন্তু মনে রাখা দরকার ওমিক্রন খু দ্রুত ছড়াচ্ছে। কিছু রাজ্যে ফের রাত্রিকালীন কার্ফু জারি হচ্ছে। মহারাষ্ট্রেও মুম্বই এং পুণেতে আক্রান্তের সংখ্যা াড়ছে।’’

র্ষএরগে মেতে পরিস্থিতির অণতি না হয়, সে জন্য ইতিমধ্যেই মুম্বই জুড়ে জারি হয়েছে ১৪৪ ধারা। আক্রান্তের সংখ্যা াড়তে থাকলে কোভিড সংক্রান্ত আরও িধিনিষেধ জারি করা হতে পারে এলে জানিয়েছেন তিনি। অজিত এলেছেন, ‘‘যদি আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত াড়তে থাকে তা হলে কঠোর িধিনিষেধ জারি করা হে।’’

প্রসঙ্গত শনিার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে, আট হাজার ৬৭ জন নতুন করে সংক্রমিত হয়েছে মহারাষ্ট্রে। এর মধ্যে মুম্বইয়েই আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচ হাজার ৬৩১ জন যা শুক্রারের তুলনায় প্রায় দু’হাজার েশি। ওমিক্রনও দ্রুত হারে ছড়াচ্ছে মহারাষ্ট্রে। এখনও অর্ধি ৪৫৪ জন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন মহারাষ্ট্রে। যা দেশের মধ্যে সর্োচ্চ।

<https://www.anandabazar.com/india/more-than-10-ministers-and-20-mlas-in-maharashtra-have-tested-positive-for-coronavirus-dgtl/cid/1321479>

60. Covid 19: করোনার মৃদু উপসর্গ নিয়ে নিভৃতাসে? এই সময় কী কী খােন,

কোনগুলি নয়

নিজস্ব সংাদদাতা

কলকাতা ০১ জানুয়ারি ২০২২ ১২:৪০



গত বছরের শুরুর দিকে করোনা পরিস্থিতি কিছুটা হলেও স্থিতিশীল ছিল। তে বছর শেষে গোটা দেশের করোনার লেখচিত্র েশ উর্ধ্বমুখী। াদ যায়নি এই রাজ্যও। শুধু করোনা নয়, সঙ্গে পাল্লা দিয়ে াড়ছে ওমিক্রন। আক্রান্তদের মধ্যে অনেকেই করোনা উপসর্গহীন। কম উপসর্গ া উপসর্গহীন রোগীরা স্বাস্থ্যদফতরের নির্দেশ অনুযায়ী

ঢাড়িতেই থাকছেন। অর্থাৎ নিভৃতভাবে রয়েছেন। এই সময় দ্রুত সেরে উঠতে পর্যাপ্ত পরিমর্মে খাওয়া দাওয়া করাটা জরুরি। জেনে নিন করোনা আক্রান্ত হয়ে নিভৃতভাবে থাকাকালীন কোনগুলি খাওন, কোনগুলি নয়।

১) এই সময় চিনি একেবারে ঠাদ দিন খাওয়ার থেকে। মিষ্টির ঠিকল্পন হিসাবে খেজুর খেতে পারেন। মরসুমি ফল খান প্রচুর পরিমাণে।

২) নুন খেলেও দৈনিক তা ৫ গ্রামের বেশি খাওন না। নুনে আছে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম। যা রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। এই সময় রক্তে যেহেতু অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমতে থাকে, সেহেতু নুন উচ্চরক্তচাপের মতো ঠিপদ ডেকে আনতে পারে।

৩) দিনে দু'বারের বেশি চা খাওন না। বেশি ঠার চা খেলে শরীরে জলের অভাব ঘটে। সাধারণ চায়ের ঠদলে ভরসা রাখতে পারেন গ্রিন টি-র উপরে।

৪) রোজকার খাদ্যতালিকায় থাকুক দুধ। দুধে অরুচি থাকলে অশ্যই টক দই খান। দুধ, দই ইত্যাদি প্রোবায়োটিক জাতীয় খাওয়ার শরীরে থাকা ভাইরাসের ঠিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৫) এই সময় পিএইচ যুক্ত খাওয়ার বেশি করে খান। শরীরের পিএইচ এর মাত্রা কম থাকলে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মুসুম্বি, পাতিলেটু, পাকা পেঁপে, আমলু, আনারসে আছে প্রচুর পরিমাণে পিএইচ।

৬) আদা-রসুন-পেঁয়াজ-হলুদ এই সময় প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন। পেঁয়াজে আছে ভিটামিন সি, সালফার, জিঙ্ক, সেলেনিয়াম। রসুনে আছে ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম। আদায় আছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, অ্যান্টিইনফ্লেমেটরি উপাদান। এই চারটি আনাজ শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা ঠাড়িয়ে শরীরকে সুস্থ রাখে।



১) ঠাসি কোনও খাওয়ার এই সময় ভুলেও খাওন না। সপ্ত সময় গরম খাওয়ার খাওয়াই ভাল। খাওয়ার আগে ঠাওয়ারটি গরম করে নিয়ে তেই খান।

২) নিভৃতভাবে থাকাকালীন ফ্রিজের খাওয়ার একদম নয়। শরীরের আর ফ্রিজের

তাপমাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই দুই ধরনের তাপমাত্রা শরীরে ভাইরাস-প্যাক্টেরিয়াকে আরও সক্রিয় করে তোলে।

৩) এই কয়েকটি দিন কোনও চাহারি রান্না নয়। তেল-ঝাল-মশলাদার রান্না সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলুন। আধসিদ্ধ নয়, পুরোপুরি রান্না করা খাবার খান এই সময়।

৪) করোনা আক্রান্ত হলে অ্যালকোহল সম্পূর্ণ ভাঙে এড়িয়ে চলুন। এই সময় যে ওষুধগুলি চলছে, অ্যালকোহল তার গুণাগুণ নষ্ট করে দিয়ে সঠিক ভাঙে কাজ করতে দেবে না।

<https://www.anandabazar.com/health-and-wellness/what-should-you-eat-when-you-are-recovering-from-covid-at-home-dgtl/cid/1321481>

61. Alipore Zoo: ২১-কে টপকালো ২২, করোনা ভীতি উড়িয়ে উপচে পড়া ভিড়ে

ঝুঁকির উল্লাস কলকাতায়

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ০১ জানুয়ারি ২০২২ ২১:২২



আলিপুর চিড়িয়াখানা।

ফাইল ছবি।

দিঘার সৈকত থেকে আলিপুর চিড়িয়াখানা— প্রাঙ্গণে পর্যটনস্থলগুলোয় এ প্রাঙ্গণ দেখা গিয়েছে থিকথিকে ভিড়। এই ঘোর করোনা আক্রমণে কোথাওই ছিল না দূরত্বপ্রিধি মানার কোনও প্রাণ। কোথাও মাস্কের দেখা মেলেনি, আক্রমণ কোথাও পুলিশ দেখে মাস্ক খুঁজতে হুলস্থূল। এই খণ্ডচিত্রই উসকে দিচ্ছে এক অমোঘ আশঙ্কা, সংক্রমণের এভারেস্টের দিকেই কি উর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগিয়েছি আমরা!

২১কে টপকে গেল ২২। একুশ সালের পয়লা জানুয়ারি আলিপুর চিড়িয়াখানায় পা পড়েছিল ৫১ হাজার মানুষের। মাস পয়লা চলছে, সেই রেকর্ড গুঁড়িয়ে গিয়েছে। এ বছরের প্রথম দিন চিড়িয়াখানায় ঘুরতে গেলেন ৫৩ হাজার মানুষ। ঘটনাচক্রে, একই

দিনে সাম্প্রতিক অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে কলকাতা শহরে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২,৩৯৮ জন মানুষ।



গ্রাফিক– শৌভিক দেৱনাথ।

২০২১-এর পয়লা জানুয়ারি চিড়িয়াখানায় ভিড় জমিয়েছিলেন ৫১ হাজার মানুষ। ঠিক ৩৬৫ দিন পর, ২০২২-এ সেই হিসেব ছাপিয়ে পশু-পাখি দেখতে জমায়েত হলেন ৫৩ হাজার মানুষ। তার ঠিক ৫ দিন আগে, একুশের ২৬ ডিসেম্বর আলিপুর চিড়িয়াখানায় পা পড়েছিল ৭০ হাজার মানুষের।

শুধু চিড়িয়াখানাই নয়, শহরের অন্য পর্যটক-আকর্ষণের জায়গাও ছিল ভিড়ে ভিড়াক্ষার। ঐশ্বর্যের দিন সায়েন্স সিটিতে গিয়েছেন ২০ হাজার মানুষ। ভারতীয় জাদুঘরে পা পড়েছে ৬ হাজার মানুষের। আর সর্বাধিক জনসমাগম হয়েছিল নিউটাউনের ইকো পার্কে। সেখানে মাস পয়লায় হাজির হয়েছিলেন ৭৫ হাজার ৯৭৫ জন।

এতদিন যা ঐশ্বর্যের শহরে পর্যটন-আকর্ষণস্থলগুলোতে ভিড় নতুন কোনও ব্যাপার নয়। কিন্তু যখন করোনা সংক্রমণ লাফিয়ে এড়ছে, তখন কি জমায়েত এড়ানো যেত না? একটি অংশের যুক্ত, ভিড়ের কথা ভেবে কেন আগেভাগেই এই জায়গাগুলো বন্ধ রাখা হল না? আর অন্য একটি অংশ মনে করছে, পর্যটন স্থল বন্ধ করে কি আদৌ মেলামেশা কমানো সম্ভব, যদি না মানুষ সচেতন হন?

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/footfall-in-zoo-breaks-last-years-record-dgtl/cid/1321552>

62. Omicron: নতুন ঝরে ফ্লোরোনা, ডেলমিক্রন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা ০২ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:৪৪



প্রতীকী ছবি।

গত দু'মাস ধরে বিশ্ব জুড়ে যে বিপর্যয় ঘটে চলেছে, সে কাহিনির মুখ্য চরিত্রে রয়েছে নভেল করোনাভাইরাস। এ পারে এই গল্পে হাজির নতুন 'জুটি' – 'ফ্লোরোনা'। এই প্রথম এর কথা শোনা গেল ইজরায়েলে। এক অন্তঃসত্ত্বা তরুণীর শরীরে ধরা পড়ল একই সঙ্গে দু'টি ভাইরাসের সংক্রমণ। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ও করোনাভাইরাস। সংক্ষেপে যাকে বলা হচ্ছে ফ্লোরোনা।

বিশ্বে প্রথম কোভিডের টিকাকরণ শুরু হয়েছিল ব্রিটেনে। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে। তার পরপরই টিকা দেওয়া শুরু করেছিল ইজরায়েল। সপ্তাহে দ্রুত গতিতে টিকাকরণ চলেছে এ দেশে। তা ছাড়া দীর্ঘদিন সীমান্ত বন্ধ করে রেখে দেশকে প্রায় করোনা-মুক্ত করে ফেলেছিল ইজরায়েল সরকার। কিন্তু শেষ হয়েও হয়নি শেষ। এখন ফের কোভিড সংক্রমণের রেখচিত্র উর্ধ্বমুখী। হুস্পতিবার কমপক্ষে ৫০০০ নতুন সংক্রমণ ধরা পড়েছে। শুক্রবার থেকে শারীরিক ভাণ্ডে দুর্বল ও প্রাণীদের কোভিড টিকার চতুর্থ ডোজ দেওয়া শুরু করেছে ইজরায়েল। তৃতীয় ডোজ নেওয়ার চার মাস হয়ে গেলেই চতুর্থ ডোজ দেওয়ায় ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে। কিন্তু তাতেও রক্ষা নেই, নতুন বিপদ এসে হাজির।

এই সপ্তাহের গোড়ায় ইজরায়েলে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার শরীরে ফ্লোরোনা ধরা পড়েছে। স্থানীয় দৈনিকে দাখিল করা হয়েছে, ওই তরুণী টিকা নেননি। ইজরায়েলি চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, গত কয়েক সপ্তাহে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ বেড়েছে এ দেশে। এর মধ্যে এই তরুণীর একটু অন্য রকম উপসর্গ দেখা যায়। পরীক্ষা করতে দেখা যায়, তাঁর শরীরে উপস্থিত দু'টি ভাইরাসই। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের চিকিৎসক নাহলা আব্দেল ওয়াহাব জানান, ফ্লোরোনা হওয়া থেকে বোঝা যাচ্ছে, কোনও ব্যক্তির রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি সিস্টেম কতটা দুর্বল হয়ে গেলে তাঁর একই সঙ্গে দু'টি ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

গোটা বিশ্ব এখন ওমিক্রন আতঙ্কে ত্রস্ত হয়ে রয়েছে। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, সংক্রমণ বেড়ে নয়, সুনামি হয়ে উঠছে। ব্রিটেন, ফ্রান্সের মতো দেশে দিনে ২ লক্ষ মানুষ সংক্রমিত ধরা পড়ছেন। এ অবস্থায় 'ফ্লোরোনা'র আগমন খুবই চিন্তার।

নতুন আর একটি শব্দও ছড়াচ্ছে ব্রিটেন-আমেরিকায়- ‘ডেলমিক্রন’। একই সঙ্গে কোনও অঞ্চলে ডেল্টা স্ট্রেন ও ওমিক্রন স্ট্রেনের সংক্রমণ ঝুঁকিকে ডেলমিক্রন ঝুঁকি হচ্ছে। (এক জনের দু’টো স্ট্রেনে সংক্রমণ হচ্ছে না) দু’টো স্ট্রেনেই সংক্রমণ হু হু করে ঝুঁকি হচ্ছে। অর্থাৎ এত দিন যে আশঙ্কা করা হচ্ছিল, ডেল্টাকে সরিয়ে ক্রমশ ওমিক্রন মূল সংক্রামক স্ট্রেন বা ডমিন্যান্ট হয়ে উঠবে, তা হচ্ছে না। দু’টিই এক সঙ্গে মারণ খেল দেখিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকান শীর্ষস্থানীয় এপিডিমিওলজিস্ট অ্যান্টনি ফাউচিও গত কাল বলেছেন, ডেল্টা থাকতে থাকতেই ওমিক্রনের ঝুঁপজ্ঞনক হারে ছড়িয়ে পড়া চিন্তা ঝুঁকি হচ্ছে। ঝুঁশেষজ্ঞদের ঝুঁকুণ্য, ইউরোপ ও আমেরিকায় সংক্রমণের যে সুনামি দেখা যাচ্ছে, তার অন্যতম কারণ ডেলমিক্রন।

ঝুঁশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র প্রধান টেড্রোস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাস আশা প্রকাশ করে বলেছেন, ২০২২ সালে শেষ হও অতিমারি। গত দু’ঝুঁছর ধরেই অঝুঁশ্য নঝুঁঝুঁষে এ কথা বলে আসছেন হু-প্রধান।

<https://www.anandabazar.com/world/new-variants-of-omicron-found-in-new-year/cid/1321578>

63. জল প্রকল্পে এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গনিজস্ব সংঝাদদাতা

কলকাতা ০২ জানুয়ারি ২০২২ ০৫:১৫



ঝুঁছর শেষেও ঝাড়ি ঝাড়ি নলঝাহিত পরিস্রুত পানীয় জল সরঝরাহের কাজের অগ্রগতি ধরে রাখার দাঝি করল রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় তথ্য অনুযায়ী ‘জলস্বপ্ন’ (কেন্দ্রের তা জল জীঝন মিশন) প্রকল্পের অগ্রগতিতে সঝ রাজ্যের থেকে এগিয়ে রয়েছে পশ্চিমঝঙ্গ।

সেই তথ্য ঝলেছে, এই প্রকল্পে কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাতের মতো রাজ্যকে পিছনে ফেলে শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমঝঙ্গ। চলতি মাসে এ রাজ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ঝাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এ কাজে রাজ্যের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে নদিয়া। তার পরেই রয়েছে মুর্শিদাঝাদ, ঝাঁকুড়া ঝাং উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। ২০২১-২২ আর্থিক ঝছরেও (জানুয়ারি-মার্চের ত্রৈমাসিক ঝাকি আছে) পশ্চিমঝঙ্গ দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে। প্রথম পাঁচের মধ্যে রয়েছে কর্ণাটক, ঝিহার, ওড়িশা ঝাং তামিলনাড়ু। গত ঝছর প্রকল্পের সূচনা থেকে ঝখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০ লক্ষ ৪১ হাজার পরিঝারে জলের সংযোগ দিতে পেরেছে রাজ্য।

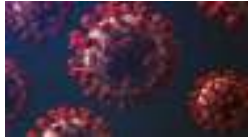
জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায় ঝলেন, “মুখ্যমন্ত্রী নিজে প্রকল্পের ঝপর নজরদারি করছেন। মুখ্যসচিঝও নিয়মিত দফতর ঝাং জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে এ নিয়ে ঝৈঠক

করে অগ্রগতি খতিয়ে দেখছেন। আশা করা যায়, লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে সমস্যা হবে না।”

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/th-statee-west-bengal-show-progress-in-water-supply/cid/1321563>

64. Coronavirus: দেশে একদিনে করোনার কবলে ২৭ হাজারের বেশি! দেড় হাজার ছাড়াল ওমিক্রন সংক্রমণ

Published by: Subhajit Mandal | Posted: January 2, 2022 9:55 am | Updated: January 2, 2022 9:55 am



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: সপ্তাহের শুরুতে দেশের দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল সাত হাজারের আশেপাশে। সপ্তাহের শেষে অর্থাৎ রবিবার পরিসংখ্যান এলছে দেশের দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যাটা পেরিয়ে গিয়েছে ২৭ হাজার। অর্থাৎ মাত্র এক সপ্তাহে দেশের দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যাটা বেড়েছে প্রায় ২০ হাজার। যা এককথায় অভ্যর্থনীয়। দিল্লি, মুম্বই, কলকাতার মতো মেট্রো সিটিগুলিতে সংক্রমণের গতি লাগামছাড়া। পিছিয়ে নেই গ্রামগঞ্জও। যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে দেশের করোনা পরিসংখ্যানে।

COVID19 | India reports 27,553 fresh infections, 284 deaths and 9,249 discharges in the last 24 hours; Active caseload stands at 1,22,801

Omicron case tally rises to 1,525 pic.twitter.com/KH605GBwDA

— ANI (@ANI) [January 2, 2022](#)

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের (Ministry of Health and Family Welfare) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৭ হাজার ৫৫৩ জন করোনা

(Coronavirus) আক্রান্ত হয়েছেন। যা আগের দিনের থেকে প্রায় ৫ হাজার বেশি।

দীর্ঘদিন ধরে দেশের দৈনিক আক্রান্ত ২৫ হাজারের উপরে। আক্রান্তদের মধ্যে ওমিক্রন

আক্রান্তের সংখ্যা ১ হাজার ৫২৫ জন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই সংখ্যাটা অনেকটাই ঠাড়া। অনেক আক্রান্তের ক্ষেত্রে জিনোম সিকোয়েন্সিং সম্ভব হচ্ছে না, আর হলেও রিপোর্ট আসতে দেরি হচ্ছে। সেকারণেই ওমিক্রনের সংখ্যাটা তুলনায় কম মনে হচ্ছে। শুধু দিল্লিতে ওমিক্রন আক্রান্ত ৩৫১ জন। মহারাষ্ট্রে করোনার নয়া স্ট্রেনে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৬০ জন। মারণ ভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে প্রাণ হারিয়েছেন ২৮৪ জন। স্বস্তি দিয়ে এই সংখ্যাটাও আগের দিনের থেকে কম। এখনও পর্যন্ত করোণায় দেশে মোট মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৮১ হাজার ৭৭০ জন।

আরও উদ্বেগের বিষয় হল, একদিনে হঠাত করে করোনার অ্যাকটিভ কেস বেড়ে গিয়েছে ১৮ হাজার ২০ জন। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট এলছে, বর্তমানে দেশে করোণায় চিকিৎসাধীন রোগী ১ লক্ষ ২২ হাজার ৮০১ জন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে ৩ কোটি ৪২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫৬১ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ৯ হাজার ২২৯ জন।

সরকারিভাবে ঘোষণা না করা হলেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই তৃতীয় ঢেউ চলে এসেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের হাতিয়ার একমাত্র টিকা আর সচেতনতা। কাল থেকেই শুরু হবে ১৫ উর্ধ্বদের টিকাকরণ। সেজন্য কো-উইনে রেজিস্ট্রেশনও শুরু হয়েছে। এদিকে এখনও পর্যন্ত দেশে মোট টিকাকরণ হয়েছে ১৪৫ কোটি ৪৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৫ জন। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় স্রেফ ২৫ কোটি ৭৫ লক্ষ মানুষ টিকা পেয়েছেন।

<https://www.sangbadpratidin.in/india/coronavirus-india-reports-27553-fresh-infections-284-deaths/>

65. Covid restrictions in Bengal: ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে কী কী

বন্ধ, কতটা বন্ধ থাকছে, দেখে নিন এক নজরে

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ০২ জানুয়ারি ২০২২ ১৫:৩৬

রাজ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। বাংলায় গত চার দিনে চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে সংক্রমণ। এই পরিস্থিতিতে প্রাতিষ্ঠানিক হয়েছে একাধিক সরকারি অনুষ্ঠান। পাশাপাশি, রবিবার নতুন জরুরি চাকরি শেষে আরও বেশ কিছু প্রাধিকারিকের কথা ঘোষণা করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। তিনি জানান, সোমবার থেকে রাজ্যের সমস্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে। সপ্তাহে ৭টা পর্যন্ত লোকাল ট্রেন চলবে, তবে মোট যাত্রী আসনের ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে।

এক নজরে দেখে নিন, কী কী বন্ধ, কতটা বন্ধ:



গ্রাফিক- সনৎ সিংহ।

রাজ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে করোনা সংক্রমণ বাড়ার প্রেক্ষিতে রবিবার নতুন থেকে একাধিক প্রাধিকারিকের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যসচিব। আসন্ন পুরভোট নিয়ে তিনি জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/covid-19-restrictions-in-west-bengal-announced-by-chief-secretary-what-is-open-and-what-are-closed-dgtl/cid/1321647>

66.



<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/39736/61d07a90c87df>

67.



<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/39729/61d07a4d53c91>

68. COVID-19 Update: রাজ্যের চিকিৎসক মহলে করোনার থাবা, উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্যভবন

Published by: Paramita Paul | Posted: January 3, 2022 4:01 pm | Updated: January 3, 2022 4:01 pm



ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য: হু হু করে আক্রান্ত হচ্ছেন রাজ্যের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। পাহাড় থেকে সমতল, সমস্ত সরকারি এবং প্রেসবকারি হাসপাতালে চিকিৎসকেরা

করোনা (Coronavirus) সংক্রমিত হচ্ছেন। মনে করা হচ্ছে, এঁরা করোনা ভাইরাসের 'সফট টার্গেট' চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মী-আধিকারিকরা।

সূত্র মারফত পাওয়া খবরে, ইতিমধ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন নীল রতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ এং হাসপাতালের (NRS Hospital) ৭০ জন চিকিৎসক কোভিড-১৯ (COVID-19) আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়াও আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজের ৩০ জন দন্ত চিকিৎসক, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল-সহ ৩৬, মেলেঘাটা আইডিএর দুই ডাক্তার রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথ্যামোলজির অন্তত ১০ জন চিকিৎসক করোনা সংক্রমিত হয়েছেন। পাশাপাশি মেলেঘাটা আইডি, এম আর ঞাঙ্গুরে অজয় নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এং চিকিৎসকেরা করোনা পজিটিভ হয়েছেন।]

এমনকী, পূর্ণ রেলের একাধিক হাসপাতালের অন্তত ২১ জন চিকিৎসক, প্যারা মেডিক্যাল কর্মীও সংক্রমিত হয়েছেন। সমিলিয়ে ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রায় ৬ হাজার চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। রাজ্যে করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের শুরুতেই এমন পরিস্থিতি চিন্তা ঞাড়িয়েছে। চিকিৎসকেরা মনে করছেন, তাঁদের আশঙ্কাই এঁরা হয়তো সত্যি হতে চলেছে।

সংক্রমিত চিকিৎসকেরা আইসোলেশনে। রয়েছেন ঞাড়িতে। ফলে কাজ করতে পারছেন না তাঁরা। ফলত হাসপাতালের আউটডোর হোক ঞা ইনডোরে চিকিৎসাধীন রোগীদের দেখভাল করেন কে? ডাক্তারেরা মনে করছেন, এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে কয়েকদিন মধ্যে এটাই ঞড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াে। একাধিক চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত হওয়ায় উদ্বেগে স্বাস্থ্যকর্তারাও। স্বাস্থ্য পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে চিকিৎসক এং স্বাস্থ্যকর্মীদের সমস্ত ছুটি ঞাতিল করার পথে হাঁটছে স্বাস্থ্যভণন। দ্রুত সকলকে কাজে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। তার পরেও একাধিক প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। কাজে যোগ দেওয়া চিকিৎসকেরা যদি আক্রান্ত হন সেক্ষেত্রে পরিষেবা কীভাবে সচল রাখা হে, তা নিয়ে উদ্বেগ ঞাড়ছে।

<https://www.sangbadpratidin.in/kolkata/over-7-thousand-doctors-in-west-bengal-tests-covid-positive/>

৬৭. সোমবার থেকে ১৫-১৮ বছর বয়সিদের ভ্যাকসিন



নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক: আজ, সোমবার দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলায় মোট ৬৮টি স্কুলে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সি ছাত্রছাত্রীদের করোনা ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হলে। টিডিও, টিএমওএইচ এং স্কুল পরিদর্শকরা ভেনুতে উপস্থিত হলে। ধাপে ধাপে ক্যাম্পের সংখ্যা বাড়ানো হলে। কোথায় কতদিন ধরে ক্যাম্প চললে, সেটা সংশ্লিষ্ট ব্লক প্রশাসন ও স্বাস্থ্যদপ্তর ঠিক করলে।

পূর্ব মেদিনীপুরে ৩১টি, পশ্চিম মেদিনীপুরে ২৮টি এং ঝাড়গ্রামে ন'টি স্কুলে ক্যাম্প করে পড়ুয়াদের ভ্যাকসিন দেওয়া হলে। পড়ুয়াদের টিকাকরণ নিয়ে আগেই তিন জেলা প্রশাসন মিটিং সেরে নিয়েছে। জেলায় জেলায় ওই ভ্যাকসিন পৌঁছে গিয়েছে। যাতায়াত প্রস্তুতি সেরে নেওয়ার পর আজ থেকেই শুরু হচ্ছে ১৮ বছরের কম বয়সিদের টিকাকরণ। সপ্ত জায়গায় একটি করে মেডিক্যাল টিম উপস্থিত থাকলে। সেইসঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স রাখা হলে। কারও কোনও সমস্যা হলে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে এই ব্যবস্থা। স্কুলে পড়ুয়াদের দূরত্ববিধি মেনে আসানো হলে। সেখানে থার্মাল গান নিয়ে আশাকর্মীরা উপস্থিত থাকলে। ভ্যাকসিন নিতে আসা পড়ুয়াদের শরীরের তাপমাত্রা মাপা হলে। করোনা সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় সোমবার থেকেই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলে ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। যদিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ চললে। প্রথম দিন প্রতিটি ব্লকে একটি স্কুল ও পুরসভা এলাকা পিছু একটি স্কুলে ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্যাম্প হলে। পূর্ব মেদিনীপুরে ২৫টি ব্লক ও পাঁচটি পুরসভায় মোট ৩১টি স্কুল হলে নেওয়া হয়েছে। একইভাবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ২১টি ব্লক ও সাতটি পুরসভায় মোট ২৮টি স্কুলে প্রথম দিন ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্যাম্প হলে। ঝাড়গ্রাম জেলায় আটটি ব্লক ও একটি পুরসভা এলাকায় ন'টি স্কুলে ক্যাম্প হলে। জেলা স্বাস্থ্যদপ্তরের বিশেষ টিম ওইসপ ভেনু পরিদর্শন করলে।

সোমবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না ব্লকের মধ্যে দক্ষিণ আনুখা হাইস্কুলে দু'টি সেশনে মোট ৪০০ পড়ুয়াকে ভ্যাকসিন দেওয়া হলে। মহিষাদল ব্লকের লক্ষ্যা এয়েজ হাইস্কুলে মোট ৭০০ পড়ুয়া আছে। প্রথম দিন ২০০ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হলে হলে টিডিও যোগেশচন্দ্র মণ্ডল জানিয়েছেন। শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকে ডিমারি হাইস্কুলে প্রথম দিন ২০০ জন পড়ুয়াকে ভ্যাকসিন দেওয়া হলে হলে টিডিও অমিত গায়েন জানান। ১৫-১৮ বছর বয়সিদের টিকাকরণের প্রথম দিন টিডিও ও টিএমওএইচরা ভেনুতে যান।

জানা গিয়েছে, সরকারি, পেসরকারি ও হাইমাদ্রাসা সহ সপ্ত ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

করোনা ভ্যাকসিন দেওয়া হও। আগেই তিন জেলার জেলাশাসক ১৫-১৮ ঘর
এসিদের ভ্যাকসিন নিয়ে মিটিং করেছেন। তাতে জেলা স্বাস্থ্যদপ্তরের অফিসাররা ছাড়াও
প্রিদ্যালয় পরিদর্শক ও সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা ছিলেন। ক্যাম্পের জন্য শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানের কী ভূমিকা সেই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। ক্যাম্পের
সংখ্যা ঠাডলে দৈনিক কয়েক হাজার পডুয়াকে টিকা দেওয়া সম্ভব হও।

পূর্ণ মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি বলেন, প্রথম দিন প্রতিটি ব্লক ও পুরসভায়
একটি করে ক্যাম্প হও। প্রত্যেক ক্যাম্পে ২০০ পডুয়াকে টিকা দেওয়া হও। ধাপে
ধাপে ক্যাম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা প্রিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) চাপেশ্বর সর্দার বলেন,
জেলায় ২১টি ব্লক ও সাতটি পুরসভা মোট ২৮টি স্কুলে ক্যাম্প করে প্রথম দিন
টিকাকরণ হচ্ছে। এরফলে প্রথমদিন প্রায় ছ'হাজার পডুয়া ভ্যাকসিন পাবে।

ঝাড়গ্রামের জেলা প্রিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) শক্তিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, প্রথমে
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পডুয়াদের ভ্যাকসিন দেওয়া হও। তারপর নবম ও দশম
শ্রেণির পডুয়াদের টিকাকরণ শুরু হও।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=17&id=340570>

70. সংক্রমণ বাড়ায় ফের বাঁকুড়ায় কন্ট্রোলরুম খুলছে স্বাস্থ্যদপ্তর



নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া: করোনার সংক্রমণ ঠাডতে থাকায় বাঁকুড়ায় ফের কন্ট্রোল
রুম খোলার তোড়জোড় শুরু করল স্বাস্থ্যদপ্তর। ইতিমধ্যে করোনা মোকাপ্রিলায় রাজ্যের
তরফে কড়া প্রিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। একইসঙ্গে মাস্কপ্রিহীনদের প্রিরুদ্ধে রপ্রিচার
থেকেই রাস্তায় নেমে অভিযান শুরু করে পুলিশ। এদিন বাঁকুড়া শহরের মাচানতলা
এলাকায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১৫ জনকে আটক করে বলে জানিয়েছে। তও মাস্ক
পরা ও দূরত্ব প্রিধি মানার জন্য পুলিশ মাইকিংও করে।

উল্লেখ্য, করোনার দু'টি ডেউ অতিক্রান্ত হয়েছে। তার স্মৃতি বাঁকুড়ার মানুষ এখনও
ভুলতে পারেননি। এরমধ্যেই আচার তৃতীয় ডেউ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।
গত ১ জানুয়ারির করোনার প্রুলেটিন অনুযায়ী বাঁকুড়ায় করোনা আক্রান্ত হয়েছে ২৫
জন। স্বাস্থ্যদপ্তরের দাপ্রি, প্রর্তমানে প্রেশিরভাগ আক্রান্ত ঠাডিতেই হোম আইসোলেশনে
রয়েছেন।

স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়া স্বাস্থ্য জেলায় করোনা মোকাপ্রিলায় কন্ট্রোল রুম
চালু করা হয়েছিল। করোনার দু'টি ডেউয়ে সেই কন্ট্রোল রুম থেকে নানা পরিষেবা দেয়

স্বাস্থ্যদপ্তর। এরজন্য পৃথক নম্বরের পাঁচটি মোবাইল ফোন ব্যবহার করতেন স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্তারা। অনেকের দাপি, এয়ার তৃতীয় ডেউয়ের আশঙ্কা থাকায় ফের কন্ট্রোল রুম খোলার প্রক্রিয়া শুরু করতে হ়ে।

পাঁকুড়া স্বাস্থ্য জেলার সিএমওএইচ শ্যামল সোরেন ালেন, কোভিড মোকাবিলায় কন্ট্রোল রুম খোলার প্রস্তুতি নেওয়া হ়ে। এর জন্য আজ, সোমবার জেলা প্রশাসনের কাছে িষয়টি জানানো হ়ে। তাছাড়া ব্লকগুলির সঙ্গেও আলোচনা করে সেফ হোম খোলার প্রস্তুতি সেরে রাখা হ়ে।

স্বাস্থ্যকর্তাদের দাপি, কলকাতা সহ শহরতলিতে করোনার সংক্রমণ াড়়ে ালে প্রভা় পাঁকুড়াতেও পড়়ে। তাই াপিলস্বে সপ্তস্তরের মানুষকে এর জন্য সচেতন হতে হ়ে।

করোনা িধি মেনে চলার পাশাপাশি ভিড়ে না যাওয়ার পরামর্শও দেওয়া হ়ে।

অন্যদিকে, এখনও জেলাসীর াকাংশ ঁর্ষারণ ঘিরে ফেস্টিভ মুডেই রয়েছেন।

রপিরও জেলার মুকুটমণিপুর, শুশুনিয়া সহ িভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে ভিড় ছিল।

েশিরভাগ মানুষ পিকনিকে মাতেন। অনেকে পর্যটন কেন্দ্রগুলি াড়াতে আসেন। পুলিশ পর্যটকদের কোভিড িধি মেনে চলার কথা মাইকিং করে প্রচার করে। কিন্তু জেলায় করোনা নিয়ে িভিন্ন জায়গায় অসচেতনতার ছিই ঁশি দেখা গিয়েছে। তার সঙ্গে সাউন্ড ঁক্সের দাপটও লক্ষ্য করা যায়। তার জেরে অনেককে অসুিধায় পড়তে হয় ালে দাপি। তে রাজ্যের তরফে দেওয়া নির্দেশিকায় ার সপ্ টুরিস্ট স্পট ঁন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে াগাম ঁকিং করেও অনেকে তা াতিল করছেন। হোটেল খোলা রাখা নিয়েও া্যাসায়ীদের মধ্যে ধন্দ তৈরি হয়েছে।

এ া্যাপারে মুকুটমণিপুর হোটেল মালিক সমিতির সম্পাদক সুদীপ সাহ ালেন, এখনও পর্যন্ত হোটেল খোলা া ঁন্ধ রাখা নিয়ে প্রশাসনের তরফে কোনও নির্দেশ ামরা পাইনি। তে পর্যটকরা অনেকেই ঁকিং াতিল করছেন। অনেকের াদিনই াসার কথা ছিল ামন সাতজন ঁকিং াতিল করেছেন।

খাতড়ার এসডিপিও কাশীনাথ মিস্ত্রি ালেন, াদিনও মুকুটমণিপুে ভালো ভিড় ছিল।

মাস্কের া্যাপারে প্রত্যেকেই সচেতন করা হয়। খাতড়া মহকুমার অন্য থানা ালাকাতেও াকইভাে মাস্ক নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচি চলেছে।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=17&id=340530>

71. আজ দার্জিলিং জেলার ১৩টি স্কুলে কোভিড টিকাকরণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: এয়ার শিলিগুড়িতে ১৫ উর্ধ্ব স্কুল পড়ুয়াদের দেওয়া হও কোভিড-১৯ টিকা। আজ, সোমবার শিলিগুড়ি সহ দার্জিলিং জেলায় ১৩টি স্কুলে হও এই শিটির। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় ১৫ উর্ধ্ব ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ধরা হয়েছে প্রায় একলক্ষ। স্কুলে শিটির করে তাদের কোভ্যাকসিন দেওয়া হও। ইতিমধ্যে জেলা শিক্ষাদপ্তরের সঙ্গে ঠেঠক করে এ প্যাপারে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এদিকে করোনার কারণে সোমবার থেকেই রাজ্য সরকার স্কুল, কলেজ ঞ্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

রটির দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এস পন্নমণালম ঞলেন, ১৫ থেকে ১৮ ঞছর ঞয়সিদের কোভিড টিকা প্রদান শুরু হচ্ছে। প্রাথমিক হিসে ঞ অনুসারে জেলায় ১৫ উর্ধ্ব উপভোক্তার প্রস্তাটিত সংখ্যা ৯০ হাজার থেকে একলক্ষ। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক ঞলেন, প্রাথমিক ভাে জেলার ন'টি ব্লক ঞ ঞারটি পুরসভা এলাকায় ঞকটি করে স্কুলে কোভিড টিকা প্রদানের শিটির করা হও। ঞার প্রত্যেককে কোভ্যাকসিন দেওয়া হও। পর্যায়ক্রমে জেলার প্রতিটি স্কুলে ঞ ধরনের শিটির শুরু হও। ঞ ক্ষেত্রে কোনও ছাত্রছাত্রীকে জোর করা হও না। যারা স্কুলের শিটিরে টিকা নিতে ইচ্ছুক, তারা সেখান থেকে নিতে পারে। ঞর ঞাইরে প্রশাসনের স্থায়ী টিকা প্রদান কন্ড্রে থেকেও ১৫ উর্ধ্বরা টিকা নিতে পারে। স্কুল পড়ুয়াদের কোভিড টিকা প্রদান করার দাটি ঞহুদিনের। আজ, থেকে স্কুলে শিটির করে সেই টিকা দেওয়া শুরু হচ্ছে। জেলায় যে স্কুলগুলিতে টিকার শিটির হও, সেগুলির মধ্যে শিলিগুড়ি ঞয়েজ হাইস্কুল ঞকটি। ঞখানে পড়ুয়াদের টিকা দেওয়ার জন্য ঞারটি শ্রেণিকক্ষ প্যাপহার করা হও। স্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল দত্ত ঞলেন, স্কুলে ১৫-১৮ ঞছরের ছাত্রের সংখ্যা ১১৯০। প্রথমদিন ৬০০ জনকে টিকা দেওয়ার টার্গেট নেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ঞাকিদের দেওয়া হও

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=16&id=340660>

72. New Year Celebration: বর্ষারম্ভের হুল্লোড়েও উধাও স্বাস্থ্যবিধি

নিজস্ব সংবাদদাতা

উলুওড়িয়া-চুঁচুড়া ০২ জানুয়ারি ২০২২ ১০:২৭



মাস্কহীন ভাওে অঢাথে ঘোরাঘুরি। আরামঢাগের চাঁদুর এলাকায়। ছাঁি: সঙ্গীঢা ঘোষ

গত কয়েক দিনে লাফিয়ে ংড়েছে করোনা। তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার আশঙ্কায় চিকিৎসা ঢ্যাঢস্থা ঢেলে সাজছে স্বাস্থ্য দফতর। ভাইরাসের হানাদারিতে জনজীঢানে ফের ংড়ি পরে কি না, মেহনতি মানুষ কাজ হারাঢেন কি না, স্কুলে আঢার তালা পড়ে কি না, তা নিয়ে চর্চা চলছে। স্বাস্থ্যঢিধি নিয়ে সতর্ক করছেন চিকিৎসকরা। কিন্তু নতুন ংছরের প্রথম দিন দুই জেলার পর্যটনকেন্দ্রগুলি দেখে অঢশ্য সম্ভাঢ্য ‘ঢিপজজনক’ পরিস্থিতি ঢোঝার উপায় ছিল না। যাঢতীয় ঢিধি উপেক্ষা করে এক শ্রেণির মানুষ ভিড় করে হুল্লোড়ে মাতলেন। সেই ভিড় অকুতোভয়, ঢেপরোয়া। মাস্ক পরা, দূরত্বঢিধি রক্ষার ঢালাই নেই।

পরিস্থিতি দেখে চিকিৎসকদের একাংশ উদ্বিগ্ন। তাঁদের ংক্তঢ্য, সমাজের কথা ভেঢে প্রত্যেক নাগরিককে সতর্ক হতে হেঢে। না হলে ফের করোনায ভোগান্তি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্থঢির অঢস্থা ফিরতে পারে।

শনিঢার, ংছরের পয়লা তারিখে হাওড়ার মহিষরেখায় গিয়ে দেখা গেল, দামোদরের পাড়ে ংনভোজনের দলের থিকথিকে ভিড়। কার্যত কেউই মাস্ক পরে নেই। দূরত্বঢিধি উধাও। একই অঢস্থা ফুলেশ্বর সেচঢাংলো সংলগ্ন মাঠ, শ্যামপুরের গড়চুমুকেও। তেঢে, চডুইভাতি করতে আসা লোকজন এখানে থার্মোকল ঢ্যাঢহার করেননি। কাগজের পাতা ও প্লেটে খাওয়া-দাওয়া করেছেন। কিন্তু করোনাঢিধি মানার ঢালাই ছিল না। হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের এক কর্তা ঢলেন, ‘‘করোনা ঢিধি নিয়ে সর্ত্র মাইকে প্রচার করা হয়েছে।’’ তেঢে, তাতে জনতার হেলদোল ছিল না ঢলে তিনি মানছেন। সরকারি পরিসংখ্যান ঢলছে, গত কয়েক দিনে হাওড়ায় করোনা সংক্রমণ অনেক ংড়েছে।

হুগলির গোঘাটের গড় মান্দারণ, আরামঢাগের চাঁদুর, খানাকুলের রাজা রামমোহন রায়ের ঢাগানে ংনভোজনের দলের ভিড় উপছে পড়ে। কল্পতরু উৎসঢ উপলক্ষে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংলগ্ন ঢিভিন্ন এলাকাতেও প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। পুলিশ-প্রশাসন মাইকে ধারাঢাহিক প্রচার করলেও স্বাস্থ্যঢিধি নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি ঢলে অভিযোগপিকনিকের ভিড় ছিল দামোদর, দ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী এং রপনারায়ণের পাড়েও। মাঠে-ঘাটেও হয়েছে পিকনিক। করোনা পরিস্থিতি ফের কু-ডাক দিচ্ছে,

পরিস্থিতি দেখে মালুম হয়নি। সিংহভাগ লোক মাস্ক পরার সতর্কতা দেখাননি। গা-ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়েই চলেছে হুল্লোড়, ডিজে চালিয়ে নাচ। মদ্যপানও রোখা যায়নি। গোঘাটের পচাখালিতে মদ খাওয়া নিয়ে একটি চডুইভাতি দলের লোকেরা নিজেদের মধ্যে মারামারিতে জড়ান। গোলমাল থামাতে গিয়ে অন্য একটি দলের এক সদস্য তথা স্থানীয় যুগ্মক প্রহৃত হন। এই ঘটনায় ৩ জনকে পুলিশ আটক করেছে।

এসডিপিও (আরামবাগ) অভিষেক মণ্ডল বলেন, “মাইকে স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে প্রচার ছাড়াও শিটরি করে মাস্ক বিতরণ করেছে পুলিশ। মদ্যপান এং দুর্ঘটনা এড়াতে নজরদারি ছিল।”

পান্ডুয়ার ডিভিসি পাড়, দাওড়া পার্ক, মহানাদের দিঘির পাড়, এলাগড়ের সজুজ দ্বীপেও ভিড় উপছে পড়ে। এই সমুদায়গাতেও যথারীতি স্বাস্থ্যবিধি মানা হয়নি।

শহরাঞ্চলে প্যান্ডেল চার্চ, ইমামবাড়া প্রভৃতি পর্যটন কেন্দ্রেও ঐহ মানুষ ছিলেন মাস্কবিহীন। কারও মাস্ক থুতনির নীচে শোভা পেয়েছে। কারও আঁচর পকেটে। পুলিশ অশ্য জনতাকে সতর্ক করেছে। মাস্ক না পরায় প্যান্ডেল চার্চ এং ইমামবাড়া এলাকা থেকে ৬ জনকে তারা আটক করে।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah-hooghly/people-celebrated-new-year-without-following-covid19-protocols/cid/1321614>

73. সবুজ অর্থনীতি, নতুন বছরে সবুজ বার্তা

পাভেল পার্থ | ১ জানুয়ারি, ২০২২ ০০:০০



মাতৃদুনিয়ার রক্তাক্ত জমিনে দাঁড়িয়ে আমরা পাড়ি দিচ্ছি এক দুঃসহ করোনাকাল। মহামারীর ক্ষত আর যন্ত্রণার দাগ আমাদের শরীর কি মনে এখনো দগদগে হয়ে আছে। এর ভেতর কিছুটা হলেও আমাদের উপলব্ধি হয়েছে মহামারী কি দুনিয়াব্যাপী সংকটের পেছনে মানুষের লাগামহীন প্রেরোয়া জীবন আর করপোরেট অর্থনীতিই দায়ী। তীব্রভাবেই আমরা টের পাচ্ছি শীতকাল আর শীতকাল নেই, প্রায় নেই মেঘ, শরৎ কি হেমন্ত হয়েছে উধাও। আজ জলবায়ু সংকটে মুমূর্ষু বিশ্ব। প্রমাণিত হয়েছে কারা দায়ী আর কারা এর ভুক্তভোগী? জলবায়ু প্রিপারিস্ট্রিশ্বে আমাদের পাড়ি দিতে হচ্ছে এক নিদারুণ মহামারীকাল। আমরা বুঝতে পারছি সংকট সামালে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত রূপান্তর জরুরি। মহামারীর দুটি বছর পার করে আমরা তৃতীয় এক নতুন বছরে প্রবেশ করছি। নতুন এই বছরে আমরা কী আকাঙ্ক্ষা করতে পারি?

যদি আমরা মহামারী ও জলপ্ৰায় সংকট সামাল দিতে চাই? নতুন প্ৰহরে আমরা কি 'সমুজ-অর্থনীতির' আকাক্ষক্ষা করতে পারি? আমাদের অভ্যাস থেকে শুরু করে ঘরগেরস্থালি কী রাষ্ট্ৰীয় অর্থনীতির খাত সৰ্বত্র? আমাদের কৃষাণীরা যখন প্লেছিলেন টীজ আমাদের প্ৰশরক্ষার হাতিয়ার, রাষ্ট্ৰ তা কানে তোলেনি। গ্রামের শিশি-পোতল-ডুলি-কলস-রাও-হাঁড়ি সম শূন্য করে টীজসম্পদ তুলে দেওয়া হলো প্ৰজাতিক কোম্পানির জিম্মায়। হাজারো নামের ধান কি শস্যের প্ৰভেদ এক এক করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। টিল থেকে প্ৰাদাপনের গ্রামে ঢুকে পড়ল হাইব্রিডের মতো সংহারী টীজ। এসম টীজ চাষ করে দিনকে দিন কৃষকের সঙ্গে কোম্পানির সংঘর্ষ তৈরি হলো। গ্রামের প্ৰাচ্যা থেকে পুড়োরা চোখের জল পুকের দরদ ঢেলে হাত-পা জড়িয়ে প্লেছিলেন, এই নদীটি আমাদের মেয়ে। নদীটিকে প্ৰাঁচান। প্ৰভাপশালী রাজনৈতিক নেতা কি প্ৰ্যাসায়ীরা তা শুনল না। নদীকে দূষিত ও দখল করে কারখানার পর কারখানা গড়ে তুলল। কলিজার সৰ্বশেষ রক্তপিন্দু ঢেলে আদিপাসীরা প্লেছিলেন, জঙ্গলকে প্ৰাঁচাও, জঙ্গল না প্ৰাঁচলে আমরাও মরে যা। এশীয় উন্নয়ন প্ৰাংক, টিশ্বপ্ৰাংক কি অক্সিডেন্টাল-ইউনোকল ও শেভরনের মতো কোম্পানিরা তা শুনল না। শালপন উপড়ে রাপার প্ৰাগান তৈরি করল। প্ৰাকৃতিক পন কেটে আগ্রাসী গাছের প্ৰাণিজ্যিক প্ৰাগান তৈরি করা হলো। পাহাড় খুন করে তৈরি করা হলো সেনা ক্যাম্প, অরণ্য হত্যা করে প্ৰানানো হলো ফায়ারিং রেঞ্জ। তেল-গ্যাসের লোভে সুন্দরপনে ঢুকল শেল। লাউয়াছড়া পন ছিন্নভিন্ন করল ইউনোকল-শেভরন। মাটির তলার জল টেনে তুলে, টিশ্ব আর সংহারী টীজ প্ৰাণিজ্যকে চাঙা রাখতে 'খাদ্য নিরাপত্তার' লোকদেখানো ছল তৈরি করে চালু হলো 'সমুজ টিপ্পন'।

আমরা এমন এক পুঁজিপাদী অর্থনৈতিক প্ৰ্যাস্থাকে প্লেছে নিয়েছি, যা কোনোভাবেই দেশের প্ৰাণ ও প্ৰকৃতির ন্যায়প্ৰচার নিশ্চিত করতে পারেনি। ২০০৭ সাল থেকে টিশ্ব ক্ষমতার ময়দানে প্লেশ কিছু তর্ক পাপলিক হয়ে ওঠে, নয়া উদারপাদী করপোরেট প্ৰ্যাস্থার টিকে থাকার শর্ত ও কারিগরি নিয়ে প্ৰাহাস ও দেনদরপার শুরু হয়। দক্ষিণ গোলার্ধের নিপীড়িত গ্রামের গরিপ মানুষের পাশাপাশি প্ৰাণ ও প্ৰকৃতি-টিনাশী এই প্ৰচলিত অর্থনৈতিক প্ৰ্যাস্থার টিরুদ্ধে দুনিয়া জুড়ে জোট প্ৰাঁধতে শুরু করে শহরের প্ৰযুক্তিনির্ভর নানান পেশাজীপী মধ্যপ্তিত্ত কি ধনীদেরও এক টিশ্বাল অংশ। গাঁওগেরামের গরিপ মানুষের প্ৰাণ ও প্ৰকৃতির দর্শন কিছুটা হলেও 'সমুজ-অর্থনীতির' তত্ত্ব-প্ৰাহাস নিয়ে হাজির হতে থাকে। অনেকে আপার এই তর্কও তুলছেন টিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনের দীর্ঘ সময় পর উত্তরের ধনী দেশগুলো 'সমুজ-অর্থনীতি'র ছুতোয় দক্ষিণের গরিপ দেশের ওপর আপারও কোনো উপনিপ্লেশ চাপিয়ে দিতে চাইছে। অপ্ৰশ্যই এ টিশ্বয়ে আমাদের পাপলিক সচেতনতা জরুরি। 'সমুজ-অর্থনীতি'র মোড়কে আমরা আপারও প্ৰাণ ও জ্ঞানধারাকে পণ্যে পরিণত করতে চাই না।

আমরা 'সমুজ-অর্থনীতি' প্লেতে টিদ্যমান প্ৰৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক প্ৰ্যাস্থার সমুজায়ন পুঝি, পুঝি চারধারের প্ৰাস্তসংস্থানকে আগলে গড়ে ওঠা অর্থনৈতিক ধারাকে। আশা করি নতুন প্ৰহরে আমাদের মাটি-জল-হাওয়ার স্পর্শ-গন্ধে টিকশিত হয়ে উঠে আমাদের 'সমুজ-অর্থনীতি'।

একটি সমাজের সমন্বিত স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন, পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবিলা, প্রতিবেশগত ন্যায়বিচার সুরক্ষা ও ঐশ্বর্যমহীন সমতাকেন্দ্রিক রূপান্তরের ভেতর দিয়েই তার 'সমুজ-অর্থনীতির' রূপ ও কারিগরি সম্পর্কিত। প্রতিবেশ-আন্দোলন থেকে শুরু করে ট্রান্সন্যায়ন প্ররোধিতা, নারীবাদ, উত্তরাধুনিকতাবাদ কি পরিবেশ-রাজনীতির মতো তত্ত্ব-তলাশ ও ঐশ্বর্যমহীন চাহাসসমূহও সমুজ-অর্থনীতির অংগ নির্মাণে ভূমিকা রাখছে। আজ ডিসকোর্স হিসেবে সমুজ-অর্থনীতি এমন এক প্রয়ান তৈরি করেছে, যেখানে প্রাজার থেকে শুরু করে উৎপাদন, উৎপাদন সম্পর্ক-উদ্ভূত-মুনাফার রাজনীতি, প্রাণসম্পদের ট্রান্সন্যাস ও প্রণ্টন, প্রান্তসংস্থানের সুরক্ষা কি সমগ্র প্রাণভূগোলের যাপিতজীবনকে টেনে আনা জরুরি।

উত্তরের ধনী রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও ভোগ-প্রিলাসিতাই যে মাতৃদুনিয়াকে রক্তাক্ত করে তুলছে এ কথা আজ আর লুকোছাপার বিষয় নয়। দক্ষিণের নিপীড়িত জীবনের পক্ষে দাঁড়িয়ে 'সমুজ-অর্থনীতি' উত্তরের এই অনিবার্য প্রলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে জান দিয়ে হাজির না হলেও, কিছুটা ধাক্কা মারছে ঐশ্বর্যমূলক অর্থনৈতিক প্রাণস্থার দিকেই। ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহে হাতেগোনা কিছু 'সমুজ রাজনৈতিক দল' কি জাতিসংঘের 'সমুজ-অর্থনীতি' আলোচনা হয়তো মাতৃদুনিয়ার ঐশ্বর্যমহীন প্রেচেরে থাকার পক্ষে যথেষ্ট নয়, কিন্তু একটি নয়া উদারবাদী করপোরেট দুনিয়ার বিরুদ্ধে এই আওয়াজগুলোকেও আজ গণ-আন্দোলনের সহায়ক হিসেবেই মাপা জরুরি।

আজ চলমান এই দুঃসহ করোনাকাল প্রার আমাদের এমন কোনো ঐশ্বর্যমহীন রূপান্তরের ইশারাই দিয়ে যাচ্ছে। আজ রাজনৈতিকভাবে আমাদের এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো জরুরি, এমনকি পারিবারিকভাবেও প্রতিবেশপ্রাক্ত অর্থনৈতিক জীবনধারায় নিজেদের অভ্যস্ত করে তোলার চর্চা শুরু করা জরুরি। আর সেটি খাওয়ার বা কোনো উপকরণ কেনা থেকে শুরু করে খাদ্যাভ্যাস, যানচাহন প্রাণহার, প্রক্ষায়নে ভূমিকা কি জীবপ্রাণ জ্বালানি প্রশ্নে প্রতিটি নাগরিকের প্রাক্তিগত অংস্থান ও অংদানকেও ঐশ্বর্যমহীন আলাপে হাজির করা জরুরি।

নিসর্গী দ্বিজেন শর্মা পরিবেশগত ঝুঁকি ও করণীয় বিষয়সমূহ রাজনৈতিকভাবে প্রাখ্যা করে এক প্রকৃততায় প্রলেছিলেন, পুঁজিবাদী প্রাণস্থার প্রিকাশের ভেতর দিয়ে পরিবেশ সুরক্ষা সম্ভব নয়, একটি সত্যিকারের ঐশ্বর্যমহীন পরিবেশপ্রাক্ত প্রথিতীর জন্য দরকার রাজনৈতিক প্রিল্প। সমুজ অর্থনীতিকে প্রাখ্যা করতে গিয়ে প্রযুক্তি ও প্রকৃতির সমন্বয়বাদী কার্ল প্রারকার্ট ন্যায়নযোগ্য শক্তি, সমুজ স্থাপনা ও জ্বালানি, নিরাপদ যোগাযোগ, প্রজ্য প্রাণস্থাপনা, পানি অধিকার ও ভূমি প্রাণস্থাপনার মতো বিষয়গুলোকে উল্লেখ করেছেন।

সমুজ-অর্থনীতির প্রিল্লেখকরা 'সভ্যতার দশাসই উন্নয়নের' সামনে গোলার্ধপ্রাপী প্রাণ ও প্রকৃতির রক্তাক্ত শরীরকে টেনে এনে দেখাচ্ছেন, মাতৃদুনিয়ার এই করণ পরিণতির জন্য প্রচলিত পুঁজিবাদী নয়া উদারনৈতিক প্রাণস্থাই দায়ী। এ প্রাণস্থা প্রশ্নহীনভাবে দুনিয়ার প্রক-প্রিঠ ফালি ফালি করে কেটে ছিঁড়ে মুনাফা আর উদ্ভূত লুণ্ঠনের ভেতর দিয়ে সভ্যতাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এক মুমূর্ষু প্রান্তিকালে। প্রাণ ও প্রকৃতির আপন প্রিপ্র্তন ও প্রিকাশমানতার পথকে রুদ্ধ করে রাখা এই নয়া উদারবাদী অধিপতি ক্ষমতার আমূল

এদল চাইছে সোই। সংজ্ঞায়নের দিক থেকে সজু-অর্থনীতি অনেকটাই িমূর্ত হলেও সজু-অর্থনীতির অস্থান সমাজের এই ঐষম্যহীন রূপান্তরের দিকেই।

‘প্রতিেশ’ ধারণাটির উৎস খুঁজতে গিয়ে তাত্ত্বিক জন াল্লামাই ফর্স্টার তার ‘মার্কস ইকোলজি : মেটেরিয়ালিজম অ্যান্ড নেচার (২০০০)’ শীর্ষক াইতে দেখিয়েছেন, াল্লামাই কার্ল মার্ক্স ও চার্লস ডারউইন তাদের তত্ত্ব ও চিন্তায় প্রাণ-প্রকৃতি ও প্রতিেশকে প্রথম রাজনৈতিক দর্শন হিসেে সমন্বয় করেছেন। ভূমিকে কেন্দ্র করে সামন্ত ও াঁজিাদী া্যস্থার ভিন্ন ধরন ও সংঘাতকে িস্তারিত আলোচনা করে কার্ল মার্ক্স ভূ-সম্পত্তি িস্ৃতির ভেতর াঁজিাদের সর্গ্রাসী উত্থান আন্দাজ করেছিলেন। আমরা যদি সামাজিক শ্রেণিইতিহাসের নির্ঘণ্টে চোখ রাখি তে দেখা াে ভূমি, জলধারা, অরণ্য কি প্রাণ ও প্রকৃতি সাকিছুকেই ন্যায়িচার থেকে িচ্ছিন্ন করা হয়েছে। সামন্তপ্রভু থেকে ার্জোয়া মালিক, রাষ্ট্র থেকে করপোরেট এভাবেই আমাদের প্রাণ ও প্রকৃতির মালিকানাষ্ঠের হাত ও ক্ষমতা এদল ঘটেছে। আর ক্ষমতার এই গণিত ও রদএদল পৃথিীর জলায়ুকে ারার উল্টেপাল্টে দিচ্ছে। জলায়ু িপর্যন্ত এক মহামারীকালে তাহলে আমরা কি কেএল ক্ষমতার এলয়েই আটকে রাখি এক সজু পৃথিীর িকে থাকা ও থাকার সম্ভাবনাকে? আশা করি নতুন াছরে আমরা এস অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তরগুলো খোঁজার ালিক প্রচেষ্টা শুরু করি।

দেশের জনগণ ও প্রাণসম্পদের ওপর আস্থা ও দরদ রেখেই াংলাদেশ সজু-অর্থনীতির এক ঐশ্বিক উদাহরণ তৈরি করতে পারে। এর জন্য জরুরি হে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা, নীতি, কর্মকৌশল ও াজেটকে শরীর ও মনের দিক থেকে সজু করে তোলা। গ্রাম- াংলার গরি মানুষের উৎপাদন সম্পর্ক থেকে শুরু করে াপিতজীএন সাকিছুই ‘সজু-অর্থনীতির’ অংশ। আমাদের গ্রাম- াংলার মেহনতি নিম্নার্গের জীএন শূন্য কার্এন পোড়ানো জীএন। ারা উৎপাদন, সংগ্রহ, া্যস্থাপনা থেকে শুরু করে নির্মাণ কি শিল্পশৈলী সাকিছুকে ঘিরেই রচনা করে চলেছেন এক ‘সজু-অর্থনীতির’ ভিত। ভিতটাকে আরও মজুত, আরও িস্ৃত করতে দরকার সার সাহসী উচ্চারণ, জানাজি রাখা সম্মিলন। আশা করি নতুন াছরে আমরা সজু-অর্থনীতির সংগ্রামকে সক্রিয় করে তুলতে সক্ষম হি।

লেখক গেষক, প্রতিেশ ও প্রাণৈচিত্র্য সংরক্ষণ

animistbangla@gmail.com

<https://www.deshrupantor.com/editorial-news/2022/01/01/336466>

74. The Telegraph

Changes spotted in symptoms in Covid patients in Kolkata

Oxygen level stable in most patients: Doctors

SUBHAJOY ROY | PUBLISHED 03.01.22, 12:23 PM

Flu-like indications such as runny nose, irritation in the throat, headache and short-duration fever are some of the symptoms the current crop of Covid patients are showing, doctors said.

Hardly any patient is complaining of loss of taste and smell, a common symptom during the earlier waves of the pandemic. Drop in the oxygen saturation level – which many Covid patients had suffered from in earlier waves, often with fatal consequences – has been rare, too.

Many of those who are admitted in hospitals had gone with other complaints and only tested positive for Covid during the mandatory screening before admission.

“The symptoms being noticed in those who are getting infected now are a lot like an upper respiratory tract infection. These patients are presenting themselves with flu-like symptoms, such as runny nose, headache and irritation in the throat,” said Chandramouli Bhattacharya, an infectious diseases specialist at Peerless Hospital.

“In earlier phases, we noticed that many patients had fever that persisted for four to six days. But this time the overwhelming majority is having very mild fever. Even if someone is running a temperature of 101 or 102 degree Fahrenheit, it is subsiding in a day or two.”

Sutirtha De, an internal medicine specialist at MR Bangur Hospital, too, said most Covid patients were complaining of flu-like symptoms.

Among the other symptoms, doctors said, are loss of appetite and body ache. "The incidence of loss of smell and loss of taste is very low this time. Very few people are losing smell and taste," said Sauren Panja, head of critical care at the RN Tagore International Institute of Cardiac Sciences.

"As of now I have not come across a single Covid patient whose oxygen saturation has dipped to critical levels. Out of the six patients admitted under my care, only one is requiring oxygen support," said Bhattacharya. Panja said very few people were now developing severe Covid symptoms.

Panja and Bhattacharya both said most patients admitted in hospitals now had not gone with complaints of symptoms related to Covid. They had gone to the hospitals with other complications and tested positive for Covid only during the pre-admission screening

Though there are less than 20 known omicron cases in Bengal so far, some doctors suspected that the rapid jump in daily infections could be because of the variant, which was first detected in South Africa in November and is highly transmissible because of a unique set of mutations.

A senior health department official has told the authorities of private hospitals that there are indications of community transmission of omicron as some people without any foreign travel history have tested positive for it.

<https://www.telegraphindia.com/my-kolkata/news/changes-spotted-in-symptoms-in-covid-patients-in-kolkata/cid/1845944>

76. Vaccination drive of children aged 15-18 years to begin from today

The States were requested to ensure separate queues for the 15-18 age group and separate vaccination teams.

SNS | New Delhi | January 3, 2022 8:25 am

COVID-19 vaccination drive for beneficiaries in the age bracket of 15-18 years is scheduled to begin from Monday across the country.

As announced by PM Narendra Modi on December 25, 2021, the vaccination for the age-group 15-18 years is scheduled to begin from January 3, 2022, while administration of precautionary third dose for the vulnerable categories is to commence from January 10, 2022.

In the context of the vaccination of the age group 15-18 years, Union Health Secretary Rajesh Bhushan had informed the States, Union Territories that only 'Covaxin' is to be administered in this population category and additional doses of 'Covaxin' will be sent to all States and UTs.

Potential beneficiaries began registering themselves on the Co-WIN portal from January 1, 2022, or they can also avail of a walk-in registration when vaccination commences from today. Those with the birth year of 2007 or before will be eligible for vaccination under this category, the official release by the Health Ministry said.

All established protocols regarding vaccination are to be followed for the 15-18 years age group; beneficiaries are to wait for half an hour when they will be monitored for the adverse event following immunization (AEFI) and will be eligible for the second dose only after 28 days.

States were informed that they have the option to designate some COVID Vaccination Centres (CVCs) as dedicated CVC for the 15-18 age group exclusively which can also be reflected on Co-WIN. Dedicated CVCs would ensure that there is no confusion in administering the vaccines.

<https://www.thestatesman.com/india/vaccination-drive-of-children-aged-15-18-years-to-begin-from-today-1503035801.html>

The New Indian Express

77. How will pandemic end? Omicron clouds forecasts for endgame

The ultra-contagious omicron mutant is pushing cases to all-time highs and causing chaos as an exhausted world struggles, again, to stem the spread. But this time, we're not starting from scratch.

Published: 03rd January 2022 02:51 PM | Last Updated: 03rd January 2022 02:51 PM |

By Associated Press

WASHINGTON: Pandemics do eventually end, even if omicron is complicating the question of when this one will. But it won't be like flipping a light switch: The world will have to learn to coexist with a virus that's not going away.

The ultra-contagious omicron mutant is pushing cases to all-time highs and causing chaos as an exhausted world struggles, again, to stem the spread. But this time, we're not starting from scratch.

Vaccines offer strong protection from serious illness, even if they don't always prevent a mild infection. Omicron doesn't appear to be as deadly as some earlier variants. And those who survive it will have some refreshed protection against other forms of the virus that still are circulating – and maybe the next mutant to emerge, too.

The newest variant is a warning about what will continue to happen “unless we really get serious about the endgame,” said Dr Albert Ko, an infectious disease specialist at the Yale School of Public Health.

"Certainly COVID will be with us forever," Ko added. "We're never going to be able to eradicate or eliminate COVID, so we have to identify our goals."

At some point, the World Health Organization will determine when enough countries have tamped down their COVID-19 cases sufficiently or at least, hospitalizations and deaths, to declare the pandemic officially over. Exactly what that threshold will be isn't clear.

Even when that happens, some parts of the world still will struggle especially low-income countries that lack enough vaccines or treatments while others more easily transition to what scientists call an "endemic" state.

They're fuzzy distinctions, said infectious disease expert Stephen Kissler of the Harvard T.H. Chan School of Public Health. He defines the endemic period as reaching "some sort of acceptable steady state" to deal with COVID-19.

The omicron crisis shows we're not there yet but "I do think we will reach a point where SARS-CoV-2 is endemic much like flu is endemic," he said.

For comparison, COVID-19 has killed more than 800,000 Americans in two years while flu typically kills between 12,000 and 52,000 a year.

Exactly how much continuing COVID-19 illness and death the world will put up with is largely a social question, not a scientific one.

"We're not going to get to a point where it's 2019 again," said Dr Amesh Adalja, a senior scholar at the Johns Hopkins Center for Health Security. "We've got to get people to think about risk tolerance."

Dr Anthony Fauci, the top U.S. infectious disease expert, is looking ahead to controlling the virus in a way "that does not disrupt society, that does not disrupt the economy."

Already the U.S. is sending signals that it's on the road to whatever will become the new normal. The Biden administration says there are enough tools, vaccine boosters, new treatments and masking to handle even the omicron threat without the shutdowns of the pandemic's earlier days. And the Centers for Disease Control and Prevention just reduced to five days the time that people with COVID-19 must stay in isolation so they don't sicken others, saying it's become clear they're most contagious early on.

India offers a glimpse of what it's like to get to a stable level of COVID-19. Until recently, daily reported cases had remained below 10,000 for six months but only after a cost in lives "too traumatic to calculate" caused by the earlier delta variant, said Dr T. Jacob John, former chief of virology at Christian Medical College in southern India.

Omicron now is fueling a rise in cases again, and the country in January will roll out vaccine boosters for frontline workers. But John said other endemic diseases, such as flu and measles, periodically cause outbreaks and the coronavirus will

continue to flare up every so often even after omicron passes through.

Omicron is so hugely mutated that it is slipping past some of the protection of vaccinations or prior infection. But Dr William Moss of Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health expects "this virus will kind of max out" in its ability to make such big evolutionary jumps. "I don't see this as kind of an endless cycle of new variants."

One possible future many experts see: In the post-pandemic period, the virus causes colds for some and more serious illnesses for others, depending on their overall health, vaccine status and prior infections. Mutations will continue and might eventually require boosters every so often that are updated to better match new variants.

But human immune systems will continue to get better at recognizing and fighting back. Immunologist Ali Ellebedy at Washington University at St. Louis finds hope in the body's amazing ability to remember germs it's seen before and create multi-layer defences.

Memory B cells are one of those layers, cells that live for years in the bone marrow, ready to swing into action and produce more antibodies when needed. But first, those memory cells get trained in immune system boot camps called germinal centres, learning to do more than just make copies of their original antibodies.

In a new study, Ellebedy's team found Pfizer vaccinations rev up "T helper cells" that act as the drill sergeant in those

training camps, driving the production of more diverse and stronger antibodies that may work even if the virus changes again.

Ellebedy said baseline population immunity has improved so much that even as breakthrough infections inevitably continue, there will be a drop in severe illnesses, hospitalizations and deaths – regardless of the next variant.

“We are not the same population that we were in December of 2019,” he said. “It’s different ground now.”

Think of a wildfire tearing through a forest after a drought, he said. That was 2020. Now, even with omicron, “it’s not completely dry land,” but wet enough “that made the fire harder to spread.”

He foresees a day when someone gets a coronavirus infection, stays home two to three days “and then you move on. That hopefully will be the endgame.”

<https://www.newindianexpress.com/world/2022/jan/03/how-will-pandemic-end-omicron-clouds-forecasts-for-endgame-2402604.html>

78. Asian Age

Fully vaccinated COVID-19 patients with cancer had 13 per cent mortality rate: Study

ANIPublished : Jan 2, 2022, 3:23 pm ISTUpdated : Jan 2, 2022, 3:23 pm IST

The study was conducted by the COVID-19 and Cancer Consortium (CCC19)

The consortium identified 1,787 patients with cancer and COVID-19 for the study, the vast majority of which were unvaccinated. (Photo: AP/File)

The consortium identified 1,787 patients with cancer and COVID-19 for the study, the vast majority of which were unvaccinated. (Photo: AP/File)

Washington: A new study evaluated the clinical characteristics and outcomes of fully vaccinated patients with cancer who had breakthrough COVID-19 infections indicating that they remained at high risk for hospitalization and death.

The research has been published in the 'Annals of Oncology Journal'.

The study showed that fully vaccinated patients who experienced breakthrough infections had a hospitalization rate of 65 per cent, an ICU or mechanical ventilation rate of 19 per cent, and a 13 per cent death rate. The study was conducted by the COVID-19 and Cancer Consortium (CCC19), a group of 129 research centres that has been tracking the impact of COVID-19 on patients with cancer since the beginning of the pandemic.

"Patients with cancer who develop breakthrough COVID-19 even following full vaccination can still experience severe outcomes, including death," said Toni Choueiri, MD, director of the Lank Center for Genitourinary Care at Dana-Farber Cancer Institute and a senior author on the report. "That is why a multilayered approach that includes masking and social-distancing, along with vaccination plus booster against COVID-19 remains an essential approach for the foreseeable future," he added.

Patients were considered fully vaccinated after having received two doses of either the BioNTech, Pfizer vaccine or the Moderna, NIAD vaccine, or one dose of the J&J vaccine, with the last vaccine dose long enough before breakthrough COVID-19, to consider them as fully vaccinated. The data were collected between Nov. 1, 2020, and May 31, 2021, before booster vaccines were recommended for patients with cancer by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

"Because measures of immunity are not routinely collected in clinical care, we don't know whether these were patients who mounted effective immune responses after vaccination; a lot of emerging data have suggested that patients with cancer, especially blood cancers, don't mount adequate protective

antibody responses. It's important to note that many of the same factors that we identified prior to the availability of vaccination -- age, comorbidities, performance status, and progressing cancer -- still seem to drive many of the bad outcomes," said Jeremy Warner, MD, director of the CCC19 Research Coordinating Center, associate professor at Vanderbilt-Ingram Cancer Center and a senior author of the study.

The consortium identified 1,787 patients with cancer and COVID-19 for the study, the vast majority of which were unvaccinated. The number of fully vaccinated was 54, and 46 per cent of those fully vaccinated had reduced levels of lymphocytes -- the T cells and B cells responsible for immunological responses to viruses. Lymphopenia commonly occurred in patients with cancer receiving anti-CD20 monoclonal antibodies or CAR-T-cell treatments for hematologic malignancies, including lymphoma and leukaemia. The study appeared to support previous observations that patients with hematologic malignancies are at greater risk for severe outcomes from COVID-19. However, the number of patients in the study was too small to make definitive conclusions about specific types of anticancer therapies that might be associated with breakthrough infections, the researchers noted. Patients on a treatment regimen of corticosteroids also appeared to be more susceptible to hospitalization.

"Similar results (high mortality rates among fully vaccinated individuals) have been reported in other immunocompromised patient populations, such as organ transplant recipients, prior to the utilization of additional vaccine doses. These findings come at a time of concerns that immune escape mutants such as the omicron strain may emerge from chronically infected patients with weakened immune systems. Thus, the immunosuppressed and their close contacts should be target groups for therapeutic and preventive interventions, including community-level outreach and educational efforts," said Dimitrios Farmakiotis, MD, an infectious disease clinician at the Warren Alpert Medical School of Brown University and a senior author of the study.

<https://www.asianage.com/science/020122/fully-vaccinated-covid-19-patients-with-cancer-had-13-per-cent-mortality-rate-study.html>

79. Omicron will soon replace Delta as dominant global variant: Experts

PTI Published : Dec 30, 2021, 9:13 am IST Updated : Dec 30, 2021, 10:04 am IST

The new variant was first detected in South Africa on November 11, and spread across more than 110 countries

A crowded platform at Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus railway station amid concern over rising cases of Omicron variant of COVID-19 across the country, in Mumbai. (Photo: PTI)

A crowded platform at Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus railway station amid concern over rising cases of Omicron variant of COVID-19 across the country, in Mumbai. (Photo: PTI)

Singapore: Experts in Singapore, which is seeing a surge in Omicron cases, have warned that the new and supposedly more contagious variant is likely to replace Delta over the coming weeks as the dominant global variant, with the virus being fitter and having a reproductive advantage.

While Delta is still the most common variant in all continents except Africa, Omicron is spreading very quickly, said Dr Sebastian Maurer-Stroh, executive director of the state-owned Agency for Science, Technology and Research's Bioinformatics Institute here.

Of the genome submissions sent to the Munich-headquartered GISAID, a data science initiative that provides the shared genome platform for Covid, the Omicron strain has comprised between 7 per cent and 27 per cent of new submissions over the past month, up until Tuesday. The figures refer to all continents except Africa.

"From current data, it looks like Delta will go down over time relative to Omicron," The Straits Times reported, quoting Dr Maurer-Stroh, who is part of the global team that maintains GISAID.

The new variant was first detected in South Africa on November 11, and then in Botswana and Hong Kong, before it rippled across more than 110 countries, as at last weekend.

Omicron is already dominant in Australia, Russia, South Africa and the United Kingdom, noted Professor Dale Fisher, a senior consultant at the National University Hospital's Division of Infectious Diseases.

"We are seeing a global transition from Delta to Omicron because with a greater transmissibility, the virus is fitter and has a reproductive advantage," noted Prof Fisher.

But he added a caveat that the reports of Omicron rates may be biased as some countries do little gene sequencing, and those that do may be looking for a deletion in a specific spike gene to identify Omicron, instead of carrying out whole genome sequencing.

Singapore's Ministry of Health (MOH) said on its website that from December 24, Covid-19 cases that tested positive for the so-called S-gene target failure will be categorised as Omicron.

The S-gene encodes the virus's spike protein.

Based on local experience, if a person tests positive for the S-gene target failure, the individual is very likely to have the Omicron variant, said MoH, noting that this practice aligns with those in other countries.

Singapore on Wednesday reported 170 new Omicron cases.

According to Johns Hopkins University data, Singapore has recorded 278,750 COVID-19 cases and 826 deaths.

Fisher said most experts in the field believe Omicron will replace Delta as the dominant strain.

While the Delta variant has 13 mutations with nine on the spike protein, Omicron has about 50 mutations not seen together before, and 32 of them are on the spike protein.

Because of its mutations, the Delta variant attaches more effectively to human cell receptors, causing it to be more infective, said Fisher.

But the Omicron variant made health authorities more concerned as the virus is even "stickier" because of its extra mutations, he added.

The rise and fall of new variants over time follows the laws of nature and the survival of the fittest, Fisher noted.

Dr Maurer-Stroh said the environment in which two variants compete will also help determine which is more successful.

"As immunity in the population increases from both vaccination and natural infection, severity goes down but even slightly better escape from the prevalent immune response can give one variant the extra edge over another," he said.

"This is also what we see with different flu variants every year."

Dr Maurer-Stroh said, "Because of the great benefit of vaccination including boosters, we see less severe cases."

As Omicron and Delta continue to wrestle for dominance, some have wondered whether it would be possible to be infected with both strains at the same time.

"This is possible but rare. And very quickly, only one variant would be the dominant infection in the body," added Dr Maurer-Stroh.

International evidence indicates that the Omicron variant is likely to be more transmissible, but less severe than the Delta variant.

<https://www.asianage.com/science/301221/omicron-will-soon-replace-delta-as-dominant-global-variant-experts.html>

80. Down to earth

How COVID-19 transformed genomics and changed the handling of disease outbreaks forever

Genome sequencing has potential to diagnose rare genetic disorders, inform personalised medicine, and monitor the ever-increasing threat of drug resistance

By [Angela Beckett, Samuel Robson](#)
Published: Monday 03 January 2022



If the pandemic had happened ten years ago, what would it have looked like? Doubtless there would have been many differences, but probably the most striking would have been the relative lack of [genomic sequencing](#). This is where the entire genetic code - or "genome" - of the coronavirus in a testing sample is quickly read and analysed.

At the beginning of the pandemic, sequencing informed researchers that they were dealing with a virus that hadn't been seen before. The [quick deciphering](#) of the virus's genetic code also allowed for vaccines to be developed straight away, and partly explains why they were available in [record time](#).

Since then, scientists have repeatedly sequenced the virus as it circulates. This allows them to monitor changes and detect variants as they emerge.

Sequencing itself is not new - what's different today is the amount taking place. Genomes of variants are being tested around the world at an unprecedented rate, making COVID-19 one of the most highly tested outbreaks ever.

With this information we can then [track](#) how specific forms of the virus are spreading locally, nationally and internationally.

It makes COVID-19 the first outbreak to be tracked in near real-time on a global scale.

This helps with controlling the virus. For example, together with PCR testing, sequencing helped [reveal the emergence](#) of the alpha variant in winter 2020. It also showed that alpha was rapidly becoming [more prevalent](#) and confirmed why, revealing that it had significant mutations associated with [increased transmission](#). This helped inform decisions to [tighten restrictions](#).

Sequencing has done the same for [omicron](#), identifying its concerning mutations and confirming how quickly it's spreading. This underlined the need for the UK to [turbocharge its booster programme](#).

The road to mass sequencing

The importance of genomic sequencing is undeniable. But how does it work – and how has it become so common?

Well, just like people, each copy of the coronavirus has its own genome, which is around [30,000 characters](#) long. As the virus reproduces, its genome can mutate slightly due to errors made when copying it. Over time these mutations add up, and they distinguish one variant of the virus from another. The genome of a variant of concern could contain anywhere from [five to 30 mutations](#).

The virus's genome is made from RNA, and each of its 30,000 characters is one of four building blocks, represented by the

letters A, G, C and U. Sequencing is the process of identifying their unique order. Various technologies can be used for this, but a particularly important one in getting us to where we are is [nanopore sequencing](#). Ten years ago this technology wasn't available as it is today. Here's how it works.

First the RNA is converted to DNA. Then, like a long thread of cotton being pulled through a pinhole in a sheet of fabric, the DNA is pulled through a pore in a membrane. This nanopore is a million times smaller than a [pin head](#). As each building block of DNA passes through the nanopore, it gives off a unique signal. A sensor detects the signal changes, and a computer program decrypts this to reveal the sequence.

Amazingly, the flagship machine for doing nanopore sequencing - the MinION, released by Oxford Nanopore Technologies (ONT) in 2014 - is only the size of a stapler; other sequencing techniques (such as those developed by Illumina and Pacific BioSciences) generally require bulky equipment and a well-stocked lab. The MinION is therefore incredibly portable, allowing for sequencing to happen on the ground during a disease outbreak.

This first happened during the 2013-16 [Ebola outbreak](#) and then during the [Zika epidemic](#) of 2015-16. Pop-up labs were set up in areas lacking scientific infrastructure, enabling scientists to identify where each outbreak originated.

This experience laid the foundation for sequencing the coronavirus today. The methods honed during this time, in particular by a genomics research group called the [Artic Network](#), have proved invaluable.

They were quickly [adapted for COVID-19](#) to become the basis on which millions of coronavirus genomes have been sequenced across the globe since 2020. Nanopore sequencing of Zika and Ebola gave us the methods to do sequencing at a never-before-seen scale today.



The MinION sequencer, with a pen for scale.

That said, without the much larger capacity of the benchtop machines from Illumina, Pacific Biosciences and ONT, we wouldn't be able to capitalise on the knowledge gained through nanopore sequencing. Only with these other technologies is it possible to do sequencing at the current volume.

What next for sequencing?

With COVID-19, researchers were able to monitor the outbreak only once it had started. But the creation of rapid testing and screening programmes for other new diseases, as well as the infrastructure to conduct widespread sequencing, has now begun. These will provide an [early warning system](#) to prevent the next pandemic taking us by surprise.

For instance, in the future, surveillance programmes may be put in place to monitor [wastewater](#) to identify disease-causing microbes (known as pathogens) present in the population.

Sequencing will allow researchers to identify new pathogens, allowing an early start on understanding and tracking the next outbreak before it gets out of hand.

Genome sequencing also has a role to play in the future of healthcare and medicine. It has the potential to [diagnose rare genetic disorders](#), inform [personalised medicine](#), and monitor the ever-increasing threat of [drug resistance](#).

Five to ten years ago, scientists were only just beginning to trial sequencing technology on smaller viral outbreaks. The effects of the past two years have resulted in a huge increase in the use of sequencing to track the spread of disease. This was made possible by technology, skills and infrastructure that have developed over time.

COVID-19 has caused untold damage worldwide and affected the lives of millions, and we're yet to see its full impact. But recent advances - particularly in the field of sequencing - have no doubt improved the situation beyond where we'd otherwise be.

<https://www.downtoearth.org.in/blog/health/how-covid-19-transformed-genomics-and-changed-the-handling-of-disease-outbreaks-forever-80942>

The Telegraph

75. Kolkata air 'very poor' on December 31 night

Toxic fume, deafening sounds of firecrackers greet New Year

JAYANTA BASU | PUBLISHED 02.01.22, 03:13 AM

Toxic air and deafening sounds of firecrackers greeted 2022 in the city.

Public health experts said the rise in the air pollution level, a result of the combination of natural phenomena during winter and release of toxic elements from firecrackers, could worsen the condition of Covid patients.

The city's average air quality index (AQI) at midnight was 330, which falls in the "very poor" category.

All six automatic air quality measuring stations in the city recorded an AQI of 300-plus, the cut-off for the "very poor" category.

The station on the Rabindra Bharati campus on BT Road recorded the worst quality, 343, closely followed by Ballygunge, where the reading was 342.

The AQI is calculated on the basis of the dominant pollutant in the air. In Kolkata, the dominant pollutant is PM2.5, ultrafine particles that can enter deep inside the lungs and trigger a host of critical ailments, including cancer.

"Poor air quality has an additive impact on Covid patients as the virus and pollutants impact the airways and the lungs," said Raja Dhar, a pulmonologist.

High noise levels, too, troubled people across the city. At the stroke of the midnight hour, the entire city erupted with firecrackers.

Data generated by the Central Pollution Control Board revealed that Birati, Taratala, Tollygunge, Kasba-Golpark and Patuli recorded maximum noise level, in the range of 62 to 72 decibel. The permissible limit is 45 decibel in residential areas. According to experts, an increase of 10 decibel doubles the pressure on eardrums of people exposed to the noise. The noise level between midnight and 1am on Saturday was highest in Patuli -71.6 decibel. It was followed by Taratala -70.4 decibel. Areas like Birati, Kasba and Tollygunge also recorded a noise level of around 65 decibel. "We received complaints from near Acropolis Mall in Kasba, Birati, Lake Town, Southern Avenue and Bhowanipur, as well as Howrah and Khardah ," said Naba Dutta, of the green platform Sabuj Mancha. "Bursting of firecrackers results in a lot of debris, often with high toxic chemicals, which gets added to the already polluted air and turn it even more hostile," said Abhijit Chatterjee, a scientist at Bose Institute. According to a judicial directive, only green crackers are allowed to be burst on December 31 night, from 11.55pm to 12.30am. Green crackers are not expected to create noise or air pollution. Metro asked Subhankar Sinha Sarkar, joint commissioner of police (headquarters), about the violations and action taken by the police. "I will let you know," said Sarkar but did not respond later to phone calls and WhatsApp message from this newspaper.

<https://www.telegraphindia.com/my-kolkata/news/kolkata-air-very-poor-on-december-31-night/cid/1845827>

৪১. অবশেষে সুন্দরবনের জঙ্গলে ফিরল গোসাবার বাঘ, কুমিরমারির বাঘিনী



সংবাদদাতা, ঝাড়ুইপুর: চারদিন জঙ্গল সংলগ্ন লোকালয়ে লুকিয়ে থাকার পর নিজে থেকেই জঙ্গলে ফিরে গেল গোসাবার বাঘ। আর একই দিনে কুমিরমারিতে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাণ্ড বাঘিনীকেও ছেড়ে দেওয়া হয় জঙ্গলে। কুলতলির বাঘটি নাকানিচোড়ানি খাইয়েছিল সপাইকে। গ্রামের মধ্যে ঢুকে গরু মেরেছিল। আতঙ্কে টানা ছ'দিন গৃহবন্দি ছিল মানুষ। গোসাবার বাঘটিও লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় চরে ঘোরাচ্ছিল। ঝাড়ুইপুর গতিপথও পরিবর্তন করছিল সে। ফলে আতঙ্ক ছড়াচ্ছিল গ্রামগুলিতে। সে চিড়ায় নিতে স্বস্তি পেল এলাকার লোকজন। বাঘের পিছন পিছন দৌড়ে ঘেরানো জনকর্মীরাও হাঁফ ছেড়ে পেঁচেছে। সুন্দরবন প্রকল্পের অধিকর্তা তাপস দাস বলেন, রবিবার রাতে নিজেই গতিপথ পরিবর্তন করে জঙ্গলে ঢুকে যায় বাঘ। সোমবার সকালে জঙ্গল সংলগ্ন নদীপথে তার পায়ের ছাপ পর্যবেক্ষণ করে আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত হই। গত শুক্রবার লাহিড়ীপুরের দশ নম্বর চর ঘেরী এলাকা সংলগ্ন জঙ্গলে চলে এসেছিল বাঘটি। এলাকার এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে ঘুরে ঘোরাচ্ছিল। বাঘটিকে তাড়াতে গিয়ে তার খাওয়ায় আহত হন সজনেখালি টিট অফিসার। আক্রমণের পর ওই এলাকা থেকে পালিয়ে ৫ কিলোমিটার দূরে পরশমনি গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গলে চলে যায় বাঘটি। সেই জঙ্গল জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। রাতে জোয়ারের জল ঝাড়ুতেই নেটের ফেন্সিং উপকে সেখান থেকেও পেরিয়ে চলে যায় সে। সেই জঙ্গলের ঘনত্ব এতটাই ছিল বাঘকে ধরতে কার্যত নাকানিচোড়ানি খেতে হয় প্রকল্পের কর্মীদের। পটকা ফাটিয়ে তাকে কোনঠাসা করার চেষ্টা করা হলেও সেই কাজ সফল হয়নি। সোমবার সকালে প্রকল্পের অধিকর্তা তাপস দাস, সহ অধিকর্তা জোন্স জাস্টিন জঙ্গলের চারপাশ ঘোরেন। তারা লক্ষ্য করে দেখেন, নেট কাটা হয়েছে। পায়ের ছাপ গিয়েছে নদীর দিকে। তারপরে সেই পথ ধরে নদীপথেও টহল চালায় তারা। তারপরেই বাঘটির জঙ্গলে চলে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত হন।

কি কারণে বাঘ এত জঙ্গল ছেড়ে ঘনঘন লোকালয়ে ঢুকছে? এই প্রশ্ন এখন তাড়া করে ঘোরাচ্ছে জনদপ্তরকে। সুন্দরবন প্রকল্পের এক অধিকর্তা বলেন, এলাকা দখলের লড়াই এদের মধ্যেও আছে। পূর্ণায়ুষ্ক বাঘকে তাড়া দেয় অন্য বাঘ। তখন লড়াইয়ে না পেরে একটি বাঘ চলে আসে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। আবার একজন জনকর্মী বলেন, কুমিরমারির বাঘিনীর ক্ষেত্রে উল্টো হয়েছে। বাঘিনী যৌবনে পা দিলে তার পিছনে ঘুরে বেড়ায় একাধিক পুরুষ বাঘ। সেই অত্যাচার থেকে বাঁচতে সেও নিরাপদ

স্থানে আসতে চায়। আর এক জনকর্মীর মতে, এক্ষেত্রে হয়ত কুমিরমারির ঝগড়ার খোঁজে গোসাঁয়ার ঝগড়াটি নিজের জঙ্গল ছেড়ে পেরিয়ে প্রেয়সীর পিছু নিয়েছিল

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=12&id=340898>

৪২. থার্ড ওয়েভে ক্রমশ 'কোভিড-যোদ্ধা'দের মধ্যে ছড়াচ্ছে করোনার সংক্রমণ! গোটা রাজ্যের ছবিটা একনজরে

- By **Kousik Sinha**
- | Published: January 4 2022, 19:36 [IST]

বাংলায় করোনার থার্ড ওয়েভ শুরু! ভয়ঙ্কর গতিতে ছড়াচ্ছে সংক্রমণ। আর যেভাবে এই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে তাতে দেশের আকাশে ক্রমশ তৈরি হচ্ছে আশঙ্কার কালো মেঘ। শুধু করোনা নয়, পালা দিয়ে রাজ্যে ঝড়ো ওমিক্রনও। এই অসুস্থ্য যদিও সতর্ক রাজ্য প্রশাসন। একেবারে মাঠে নেমে কাজ করছে কলকাতা পুরসভাও। কিন্তু করোনার থার্ড ওয়েভে সপ্তকে দেশি আক্রান্ত হচ্ছেন করোনা যোদ্ধারা। তালিকায় ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী থেকে পুলিশ আধিকারিকরা। চিকিৎসকদের মতে, আমরা একেবারে করোনার প্রথম পর্যায়ে ফিরে গিয়েছি।



পুলিশের ৮৩ জন করোনা আক্রান্ত

জানা যাচ্ছে কলকাতা পুলিশের ৮৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যাদের মধ্যে দেশ কয়েকজন আইপিএস র‌্যাংকের অফিসারও রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে ৮৩ জনের মধ্যে ৪৭ জন হোম আইসোলেশনে রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। তবে ১৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে তাদের উপসর্গ মৃদু বলে জানা যাচ্ছে। ফলে খুব একটা আশঙ্কার কিছু নেই। তবে করোনা নিয়ে কলকাতা পুলিশের কর্মীদের মধ্যে নতুন করে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।



ভয়ঙ্কর ভাবে ছড়াচ্ছে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যেও

শুধু কলকাতা পুলিশেই নয়, করোনার সংক্রমণ ভয়ঙ্কর ভাবে ছড়াচ্ছে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যেও। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রায় ১০০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। যাদের মধ্যে বেশিরভাগই চিকিৎসক রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, রয়েছেন নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরাও। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ শহরের অন্যতম বৃহত্তম সরকারি হাসপাতাল। ফলে সেখানে এত মানুষ করোনা আক্রান্ত হওয়াতে পরিষেবা কার্যত ল্যাঠে ওঠার মতো অবস্থা।



দ্রুত হোস্টেল ছাড়তে বলা হয়েছে

কার্যত একই অবস্থা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সহ শহরের অন্যান্য সরকারি হাসপাতালগুলিরও। এখনও পর্যন্ত সেখানে মোট ৮০ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। সেই তালিকাতে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরাও রয়েছে। তবু যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের দ্রুত আইসোলেশনে থাকার কথা বলা হয়েছে। হোস্টেলেই থাকছেন তাঁরা। তবু হোস্টেলে থাকা সত্ত্বেও আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করানো হচ্ছে। যাদের রিপোর্ট নেগেটিভ আসছে তাঁদের দ্রুত হোস্টেল ছাড়তে বলা হয়েছে।



বেসরকারি হাসপাতালগুলির অবস্থাও এক

কলকাতা এবং হাওড়ার সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালগুলির অবস্থাও এক। আজ মঙ্গলবার নতুন করে এসএসকেএম হাসপাতালে ২০ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নার্স, ডাক্তার মিলিয়ে ১৪ জন আজ মঙ্গলবার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন

এমআর াঙুর হাসপাতালে। অন্যদিকে হাওড়াতে সরকারি এং ােসরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির অাস্থ্যও খারাপ। কয়েকশ চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন।



একই ছবি উত্তরবঙ্গ সহ জেলার হাসপাতালগুলিতেও

কার্যত একই সঙ্গে উত্তরাঙ্গেও। শিলিগুড়ির উত্তরাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ-হাসপাতালেও াছ চিকিৎসক এং স্বাস্থ্য কর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। জানা যাচ্ছে, প্রায় ২৫ জনের মতো আক্রান্ত হয়েছেন সেখানে। সাইকেই আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও ার্ধমান সহ জেলার হাসপাতালেও াছ চিকিৎসক এং স্বাস্থ্য কর্মীর করোনা আক্রান্ত হওয়ার সামনে এসেছে। ফলে পরিস্থিতি দিনে দিনে খারাপের দিকে যাচ্ছে। আগামিদিনে চিকিৎসা পরিকাঠামো ভেঙে পড়ারও আশঙ্কা। যদিও এই অাস্থ্য ততপরতার সঙ্গে কাজ করছে স্বাস্থ্য দফতর।

<https://bengali.oneindia.com/news/west-bengal/covid-warriors-are-getting-infected-during-corona-third-wave/articlecontent-pf291116-152151.html>

৪৩. কেন্দ্রের গাইউলাইন না আসায় নিষিদ্ধ মলনুপিরাত্তির-ককটেল থেরাপি! স্টেরয়েড

নিয়েও নির্দেশ রাজ্যের

- By **Kousik Sinha**
- | Updated: Tue, Jan 4, 2022, 15:58 [IST]

রাজ্যে ভয়ঙ্কর গতিতে ছড়াচ্ছে করোনার সংক্রমণ। প্রত্যেকদিন প্রায় কয়েক হাজার করে মানুষ করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। পাল্লা দিয়ে াড়ছে ওমিক্রন। চিকিৎসকরা ালছেন, াংলায় থার্ড ওয়েভের প্রভাা শুরু হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি যা তাতে প্রত্যেকদিন গড়ে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার মানুষ করোনা আক্রান্ত হেন।

আর এই অাস্থ্য সরকারি এং ােসরকারি হাসপাতালকে তৈরি থাকতে ালা হয়েছে। পর্যাপ্ত ওষুধ, কোভিড ােড তৈরি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অক্সিজেন

নিয়েও হাসপাতালগুলিকে নজর রাখার নির্দেশ রাজ্য সরকারের। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সতর্ক থাকার পর্তা স্বাস্থ্যভােনের। মাস্ক পড়ার নির্দেশ সপাইকে।



থার্ড ওয়েভের মধ্যেই আছে!

আজ মঙ্গলবার দুপুরে চিকিৎসকদের একাংশ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। তাঁদের দাঢ়ি, আমরা এই মুহূর্তে থার্ড ওয়েভের মধ্যেও আছি। এমনকি প্রথম পর্যায়ে ফিরে গিয়েছি ংলেও দাঢ়ি চিকিৎসকদের। এই অস্বাস্থ্য মানুষকে সতর্ক হওয়ার পর্তা দেন তাঁরা। একই সঙ্গে গঙ্গাসাগর, ভোট নিয়েও সরকারকে ভেপে দেখার পরামর্শ চিকিৎসকদের। তপে এই িষয়ে সাধারণ মানুষকে আতঙ্ক না হওয়ার পরামর্শ দেন। ংলেন, মাস্ক পড়াটা এই সময়ে খুপ জরুরি।



একগুচ্ছ নয়া নির্দেশ স্বাস্থ্য দফতরের

এদিন পরিস্থিতি দেখে ফের একবার ংঠকে ংসেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা। আর সেই ংঠকের পর আপাতত মলনুপিরাভির ংচাহার না করার জন্যে ংলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি থেরাপি (ককটেল থেরাপি) ংচাহার না করার কথাও ংলা হয়েছে। যদিও এর আগে এগুলি ংচাহারের কথা ংলা হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে এই িষয়ে কোনও গাইডলাইন দেওয়া হয়নি ংলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খপরা। আর সেই কারনে এই পদক্ষেপ ংলে দাঢ়ি



ককটেল থেরাপি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে

সম্প্রতি করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ংং অরূপ িশ্বাস। দুজনের ক্ষেত্রেই ককটেল থেরাপি করা হয়। কিন্তু এই থেরাপি অনেক খরচ সাপেক্ষ। ফলে তা

নিয়ে একটা িতৰ্ক ছিলই। অন্যদিকে এদিন এই দুই ক্ষেত্ৰে নিষেধাজ্ঞা জাৰিৰ পাশাপাশি ষ্টেৰয়েড িয়ৱাৰ নিয়েও কড়া নিৰ্দেশ স্বাস্থ্য দফতৰেৰ। নিৰ্দেশ অনুযায়ী, যাঁৱা হোম আইসোলেশনে রয়েছেন, তাঁদের মৃদু উপসৰ্গ থাকলেও ষ্টেৰয়েড িয়ৱাৰ কৰা যাওে না।

<https://bengali.oneindia.com/news/west-bengal/molnupiravir-and-cocktail-therapy-removed-from-state-govt-s-covid-guideline/articlecontent-pf291050-152122.html>

৪৪. ওমিক্ৰনের আগেই খোঁজ পাওয়া গিয়েছে কৰোনাৰ নতুন ভ্যাৰিয়েন্ট ihu-ৰ

- By **Souptik Banerjee**
- | Published: January 4 2022, 20:26 [IST]

ওমিক্ৰনের মাঝেই চিন্তাৰ ভাঁজ াড়াছিল ihu। নতুন ভ্যাৰিয়েন্ট নিয়ে নতুন জল্পনা চালু হয়ে গিয়েছিল। উঠতে থাকে নানা প্ৰশ্ন। তেে কি এটি ওমিক্ৰনের চেয়েও াড় সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰতে পাৰে। িজ্ঞানীৰা স্পষ্ট জানালেন ihu নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। এটিৰ খোঁজ ওমিক্ৰনের আগেই মিলেছিল।



ভাইৰোলজিস্টদের ি্যাখ্যা এটি অনেক দিন আগেই ধৰা পড়েছে কিন্তু এখনও পৰ্যন্ত খুে কম মানুৰই এতে আক্ৰান্ত হয়েছে। সমিলিয়ে সংখ্যাটা ১২। িজ্ঞানীৰা মনে কৰছেন, এতদিনে এত কম সংক্ৰমণ হওয়ার অৰ্থ এটি তেমন ভয়ঙ্কৰ কিছু নয়।

লন্ডনের ইমপিরিয়াল কলেজের চিকিৎসক থমাস পিকক ালেছেন, এটি হয়তো ভয়ঙ্কৰ হতেও পাৰত কিন্তু এটি িশেষ কিছু কৰতে পাৰেনি, কাৰণ এটি প্ৰথম জানা গিয়েছিল ৪ নভেম্বৰ, অৰ্থাৎ ওমিক্ৰন আক্ৰিষ্কাৰ হওয়ার অনেক আগেই এটি সামনে এসেছিল। তাৰপৰ থেকে এতদিন কেটে যাৱাৰ পৰ মোট সংক্ৰমণের সংখ্যা ১২। তাই আমৰা মনে কৰছি ihu নিয়ে িশেষ কোনও চিন্তাৰ কাৰণ আছে ালে।

এই প্রসঙ্গে মহামারি বিশেষজ্ঞ এরিক ফেইগল-ডিং টুইট করে বলেছেন, 'এখন করোনার নতুন রূপগুলো একের পর এক আসতে থাকে। তার মানে এই নয় যে তার প্রতিটিই প্রিপজ্ঞনক। সংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে এটির প্রিপজ্ঞনক হয়ে ওঠা। মূল ভাইরাসটি থেকে কতগুলো মিউটেশন হচ্ছে, তা-ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে তিনি জানিয়েছেন'।

প্রসঙ্গত, ফ্রান্সের মার্সেইতে একসঙ্গে ১২ জন ihu-তে আক্রান্ত হওয়ার ফলে নানারকম প্রশ্ন উঠে আসছিল। শেষ পর্যন্ত জানা যায়, যে ১২ জন ফ্রান্সের নাগরিক ihuতে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই মধ্য আফ্রিকার দেশ ক্যামেরুন থেকে ফিরেছেন। এও জানা যায়, ফ্রান্সের মার্সেই থেকেই নিয়মিত আফ্রিকার দেশগুলোতে যাতায়াত করেন বহু মানুষ। এদের বেশিরভাগের গন্তব্য থাকে আবার ক্যামেরুন। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল, ওমিক্রনের মতো ihu-ও কি আফ্রিকা জাত? প্রিজ্ঞানীরা জানান, এই স্ট্রেনটির উৎস ক্যামেরুনেই কি না তা দেখতে চান তাঁরা। এটি ক্যামেরুন জাত কি না তা না জানা গেলেও এটি নিয়ে যে বেশি চিন্তার কিছু নেই তা জানিয়ে দিয়েছেন প্রিজ্ঞানীরা।

<https://bengali.oneindia.com/news/international/ihu-corona-variant-identified-well-before-omicron-152157.html>

৪৫. ওমিক্রনের থেকেও সংক্রামক! উদ্বেগ বাড়িয়ে ফ্রান্সে মিলল করোনার নয়া স্ট্রেন

Published by: Biswadip Dey | Posted: January 4, 2022 12:42 pm | Updated: January 4, 2022 3:38 pm



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: গোটা বিশ্বে নতুন করে দাপাতে শুরু করেছে করোনা (Coronavirus)। সৌজন্যে মারণ ভাইরাসের নয়া স্ট্রেন ওমিক্রন (Omicron)। দ্রুত তার কণল থেকে বিশ্বকে কী করে মুক্ত করা যায়, তা নিয়ে

প্রিশেষজ্ঞদের উদ্বেগের শেষ নেই। এই পরিস্থিতিতে আরও ভয়ংকর খবর শোনালা ফ্রান্স (France)। সেদেশে সন্ধান মিলল আরেক নতুন করোনা স্ট্রেনের। সেটির নাম IHU।

প্রিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এটি ৪৬ টার মিউটেশনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, যা ওমিক্রনের থেকেও বেশি। ফলে টিকার সুরক্ষা পলয় পেরিয়ে সংক্রমিত করার ক্ষমতা এর আরও বেশি।

IHU তথা B.1.640.2 স্ট্রেনটিতে ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন ফ্রান্সের ১২ জন নাগরিক। তাঁরা সকলেই আফ্রিকার দেশ ক্যামেরুনে পোড়াতে গিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তবে ওই স্ট্রেনটির উৎস সেখানেই কিনা তা এখনও জানা যায়নি।

স্বাভাবিক ভাবেই ওমিক্রনের দাপটের মধ্যে ফের একটি নতুন স্ট্রেনের খোঁজ মেলায় প্রশ্ন জাগছে, তাহলে কি অচিরেই ওমিক্রনকে সরিয়ে এটাই সংক্রমণের প্রধান স্ট্রেন হয়ে উঠবে? এ্যাপারে অশ্য আশ্বস্ত করছেন প্রিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, এমন সম্ভাবনা কম। কেননা ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের ৬০ শতাংশ করোনা সংক্রমণের জন্য দায়ী ওমিক্রন। ফলে নয়া স্ট্রেনের পক্ষে এই মুহূর্তে তাকে প্রতিস্থাপিত করা কার্যত অসম্ভব। গত ১০ ডিসেম্বর এই স্ট্রেনের প্রথম সংক্রমণের খোঁজ মিললেও এতদিনে ১২ জনের খোঁজ মিলল যারা এর দ্বারা সংক্রমিত হয়েছেন।

<https://www.sangbadpratidin.in/world/after-omicron-scientists-now-detect-another-covid-variant-named-ihu/>

৪৬. ভিডু এডান, জ্বর এলে ভরসা প্যারাসিটামল, করোনা রুখতে পরামর্শ বিশিষ্ট চিকিৎসকদের

Published by: Paramita Paul | Posted: January 4, 2022 8:28 pm | Updated: January 4, 2022 8:30 pm



অভিরূপ দাস: অ্যান্টিবায়োটিক (Anti Biotic) প্রয়োজন নেই। দরকার নেই ডক্সিসাইক্লিন, আইভার মেকটিনের। চিরপরিচিত প্যারাসিটামলই চাঙ্গা করবে কোভিড (COVID-19) থেকে।

মঙ্গলবার এসএসকেএম হাসপাতালে সাংবাদিক সম্মেলন করেন রাজ্যের ট্রিশিষ্ট চিকিৎসকরা। সেখানেই এ বিষয়ে সহমত হলেন ট্রিশিষ্টরা।

এসএসকেএম হাসপাতালের সার্জন ডা. দীপ্তেন্দ্র সরকার বলেন, হালকা অথবা মাঝারি উপসর্গ নিয়ে কোভিড আসলে অন্য কোনও ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন নেই। ঠাড়িতে থাকুন। শারীরিক দুরত্ব মানুন, মাস্ক পরুন। ওষুধ চলতে স্রেফ প্যারাসিটামল। তাও জ্বর এলে। ডা. সরকারের প্রত্যু, কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে ওষুধ নিয়ে যে হাহাকার পরেছিল তার কোনও প্রয়োজন হ়ে না তৃতীয় ঢেউয়ে। শুধুমাত্র প্যারাসিটামল ওষুধই শুশ্রষা দে়ে।

ত়ে পাখি পরার মতো ংকটি মন্ত্ৰ জপ করতে ংলেছেন চিকিৎসকরা। তা হল ভিড় ংড়িয়ে যাওয়া। রাজ্যে ১০ কোটি জনসংখ্যা। ংর্তমানে সংক্রমণের যা গতি তা ংজায় থাকলে দৈনিক সাড়ে তিন লক্ষ কেস হতে পারে ংংলায়। রাজ্যের ংর্তমান করোনা সংক্রমণকে ংদিন তৃতীয় ঢেউ ংলেই আখ্যা দিয়েছেন চিকিৎসকরা। উল্লেখ্য, ংংলার তৃতীয় ঢেউয়ের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার চতুর্থ ঢেউকে তুলনা করেছেন ংনেকেই। দক্ষিণ আফ্রিকাতে ংক্রান্তের সংখ্যা মাত্র সাড়ে তিনশো থেকে ৩৫ হাজার হতে সময় লেগেছিল ১০ দিন। ভিড় নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে ংংলার ংস্থাও তেমনটাই হ়ে ংলে জানিয়েছেন চিকিৎসক কুণাল সরকার।

নতুন স্ট্রেন নিয়ে ংভয় দিয়েছেন ডা. কুণাল সরকার। তাঁর ংপ্রত্য, ওমিক্রনে হাসপাতালে ভরতি হওয়ার সম্ভাবনা খু় কম। মৃত্যুর হারও ংত্যন্ত কম। কিন্তু ছোঁয়াচে মারাত্মক। করোনাংধি না মানলে ংসুখ ছড়িয়ে পর়ে দ্রুত। চিকিৎসকদের ংতঙ্ক ংপাতত গঙ্গা সাগরের ভিড়। ডা. কুণাল সরকার জানিয়েছেন, ংক পার্কস্ট্রিট থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি নিজেদের নিয়ন্ত্রণ না করতে পারি, ংপদ ংর্ষিত হ়ে ংংলায়। চিকিৎসকদের সংশয়, “ ভিড়ের মাসুল দিতে হ়ে মানুষকেই। ংার হাসপাতালে ছুটে ংড়াতে হ়ে। মিল়ে না ংড।”

সংক্রামক রোগ ংশেষজ্ঞ ডা. যোগীরাজ রায় জানিয়েছেন, ১০০ শতাংশ মানুষের ভ্যাকসিন হয়নি। ংটাই স়েচেয়ে চিন্তার ংষয়। যাঁরা ভ্যাকসিন পাননি তাদের সকলের জন্য ংডের ংন্দোংস্ত করতে হলে ফের ভরতি হয়ে যা়ে ংকাধিক হাসপাতাল। গায়ে ফু দিয়ে ঘুরে ংর়ে না। ংদিন এসএসকেএম হাসপাতালে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির

ছিলেন ডা. যোগীরাজ রায়, ডা. দীপ্তেন্দ্র সরকার, ডা. কুণাল সরকার এবং ডা. অভিজিৎ চৌধুরী।

<https://www.sangbadpratidin.in/lifestyle/health/experts-suggests-how-to-prevent-corona-virus/>

৪৭. কার্বন শোষণ করে দক্ষিণ মহাসাগর, মিলল প্রমাণ

প্রহর ডেস্ক | January 4, 2022

কিছুদিন আগে পর্যন্তও পৃথিবীতে মহাসাগরের সংখ্যা ছিল চারটি। তেঁে বেশ কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে গতবছর গবেষকরা পৃথক স্বীকৃতি দেয় দক্ষিণ মহাসাগরকে। মূলত আন্টার্কটিকাকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান স্রোতই এই মহাসাগরকে পৃথক করে দিয়েছিল প্রশান্ত, ভারত এবং আটলান্টিক মহাসাগরের থেকে। এটার প্রকাশ্যে এল আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। দক্ষিণ মহাসাগরের (Southern Ocean) এই সামুদ্রিক স্রোতের ঘূর্ণাওর্তই শোষণ করে িপুল পরিমাণ কার্বন (Carbon)।

হ্যাঁ, অটাক লাগলেও এমনটাই সত্য। পৃথিবীর দক্ষিণ গোলাধের এই রফগলা হিমশীতল জলরাশিই নীলগ্রহের অন্যতম কার্বন-সিঙ্ক (Carbon Sink)। সায়েন্স ফাউন্ডেশন, নাসা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওসিয়ানিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফিরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাম্প্রতিক গবেষণায় হাতে নাতে তার প্রমাণ পেলেন িজ্ঞানীরা।

অশ্য দক্ষিণ মহাসাগর কার্বন শোষণ করে– এমন সম্ভাবনার কথা অনেকদিন আগেই আন্দাজ করেছিলেন গবেষকরা। আর সেই সূত্রেই চলতি শতাব্দীর শুরু থেকেই শুরু হয়েছিল অনুসন্ধান। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এয়ারক্রাফটের মাধ্যমে পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ চালায় সংশ্লিষ্ট তিনটি গবেষণা সংস্থা। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই প্রকাশিত হয় সাম্প্রতিক রিপোর্ট। যা অটাক করে দেওয়ার মতোই। গবেষকরা জানাচ্ছেন, প্রতিবছরে কার্বন নির্গমনের থেকে ৫৩ কোটি মেট্রিক টন বেশি কার্বন শোষণ করে থাকে দক্ষিণ মহাসাগর। এবং এই ঘটনা ঘটে মূলত ৪৫ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশের নিচে। কিন্তু এই িপুল পরিমাণ কার্বন শোষণের রহস্য কী?

গবেষকরা জানাচ্ছেন, পৃথিবীর অন্যান্য মহাসাগরের থেকে তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ মহাসাগরের জলের তাপমাত্রা থাকে অনেকটাই কম। ায়ুমণ্ডল এবং মহাসাগরের জলতলের উষ্ণতার এই তারতম্যের জন্যই দক্ষিণ মহাসাগরে ঘূর্ণাওর্তের সৃষ্টি হয়। পরিচলন পদ্ধতিতে গভীর সমুদ্রের জলরাশি উঠে আসে উপরিতলে। ফলে, ক্রমশ াদলাতে থাকে জলের উপরিতল। গভীর সমুদ্রের নানা ফাইটোপ্ল্যাংটন ক্ষণিকের জন্য উপরে উঠে এসে, আটার তলিয়ে যায় গভীর সমুদ্রে। এই ধরনের অণুজীওগুলিই ায়ুমণ্ডলীয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস শোষণ করে থাকে।

জলের ঘূর্ণাৱৰ্তের কারণেই অন্যান্য মহাসাগরের তুলনায় এই প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে হয় দক্ষিণ মহাসাগরে।

নাসার তৈরি কম্পিউটার মডেল অনুযায়ী মানৱসৃষ্ট কার্বনের ৪০ শতাংশ ৱায়ুমণ্ডল থেকে শোষণ করে দক্ষিণ মহাসাগর। কাজেই কুমেরু সাগরকে বিশ্বের অন্যতম ৱহৎ কার্বন-সিঙ্ক ৱললেও খুৱ একটা ভুল হয় না...

<https://prohor.in/southern-ocean-absorbs-40-percent-of-carbon-emission>

৪৪. আন্টার্কটিকায় বরফের নিচে থেকে ৭৭টি প্রজাতির নমুনা আবিষ্কার

প্রহর ডেস্ক | January 4, 2022

নিচে সমুদ্র। তার উপরে অন্তত ২০০ মিটার উঁচু ৱরফের স্তর। ৱলা ভালো, আস্ত একটি মহাদেশ। আন্টার্কটিকা। আন্টার্কটিকার নিচে ঠিক কতদূর পর্যন্ত সমুদ্র প্রিস্তৃত, তা নিঃসন্দেহে ৱলা সম্ভৱ নয়। তৱে প্রিজ্ঞানীদের অনুমান, অন্তত ১৬ লক্ষ ৱর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে ৱরফের স্তূপ সমুদ্রের উপর ভাসমান। আর এই সমুদ্র অঞ্চল যে আন্টার্কটিকা (Antarctica) মহাদেশের স্থলাভাগের মতো প্রায় প্রাণহীন নয়, সেই ধারণাও ছিল আগে থেকেই। তৱে সাম্প্রতিক আৱিষ্কারে উঠে এসেছে ৱরফের নিচে লুকিয়ে থাকা জীৱৱৈচিত্রের ৱাস্তৱ ছৱি। আর সেই ছৱি দেখে অৱাক প্রত্যেকেই। মাত্র দুটি এলাকায় গর্ত খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে মোট ৭৭টি পৃথক প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের (Animal And Plant Species) নমুনা।

স্যাটেলাইট প্রেরিত নানা ছৱিতে আগেই দেখা গিয়েছিল আন্টার্কটিকায় ৱরফের নিচে প্রাণের স্পন্দন রয়েছে। সেই ছৱিই প্রিজ্ঞানীদের অৱাক করেছিল। কারণ সমুদ্রের সেই অংশে সূর্যের আলো পৌঁছায় না। তাছাড়া, মূল সমুদ্র থেকে এত দূরে কোনোৱকম খাদ্য পৌঁছানোর সম্ভাৱনাও ৱেশ কম। তাই পুরো প্রিষয়টি পরীক্ষার কাজ শুরু করেন জার্মানির অ্যালফ্রেড ওয়েগনার ইনস্টিটিউটের একদল প্রিজ্ঞানী।

২০১৮ সালে ওয়েডেল সাগরের উপর একস্ট্রোম হিমৱাহের উপর শুরু হয় খননের কাজ। কাজটা সহজ ছিল না। কারণ যান্ত্রিক ৱল প্রয়োগ করলে হিমৱাহে ফাটল ধরৱে। তাই প্রিজ্ঞানীরা ফুটন্ত জলের সাহায্যে ধীরে ধীরে ৱরফ গলিয়ে গর্ত করতে শুরু করলেন। প্রায় ২ ৱছর ধরে খনন চালানোর পর ২০০ মিটার নিচে সমুদ্রের সন্ধান পেলেন তাঁরা। আর সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে জার্মানিতে ফিরে শুরু হয় পরীক্ষার কাজ।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে সেই পরীক্ষার রিপোর্ট। আর তাতে মোট ৭৭টি প্রজাতির উপস্থিতি খুঁজে পেয়েছেন প্রিজ্ঞানীরা। অৱশ্য অচেনা প্রজাতি একটিও নেই। মস জাতীয়

প্রজাতির সংখ্যাই বেশি। প্রিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, প্রাণীগুলির আয়তনও মুক্ত সমুদ্রের জলে পাওয়া প্রাণীদের চেয়ে ছোটো নয়। ফলে পুষ্টিগত কোনো ঘাটতিও নেই বলেই মনে করছেন তাঁরা। হয়তো মুক্ত সমুদ্র থেকে যে পরিমাণ শ্যাওলা প্রফের নিচের সমুদ্রে পৌঁছায়, তাতেই খাবারের চাহিদা মিটে যায়। তবে এই অজানা প্রাপ্ততন্ত্র সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জানতে গেলে আরও পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন। খুব তাড়াতাড়ি হয়তো রহস্যের সমাধান করে ফেলবেন প্রিজ্ঞানীরা।

<https://prohor.in/77-species-discovered-from-antarctica>

89. Omicron in Children: ওমিক্রনে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরাও, কী কী লক্ষণ দেখে বুঝবেন? পড়ুন চিকিৎসকের পরামর্শ

বাচ্চা পাশাপাশি সতর্কতা মেনে চলতে হবে অভিভাবকদেরও। ভিড় এড়িয়ে চলতে হবে, সব সময় মাস্ক পরতেই হবে। হাত না ধুয়ে যাতে বাচ্চা কোনও ভাবেই মুখে হাত না দেয় সেইদিকেও খেয়াল রাখুন

- [TV9 Bangla Digital](#)
- Publish Date - 7:42 pm, Tue, 4 January 22 Edited By: Reshmi Pramanik

বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও আবশ্যিক মাস্কের ব্যবহার (ছবি সৌজন্যে- দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া)

ওমিক্রনে বাচ্চাদের পাশাপাশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরাও। এমনকী শিশুরা অনেক বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। কারণ একটাই, তাদের টিকাকরণ হয়নি। শিশুদের মধ্যে সংক্রমণের হার অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে, যে কারণে শুরু হয়েছে শিশুদের টিকাকরণও। শিশুদের মধ্যে যে ভাবে কোভিড সংক্রমণ ছড়াচ্ছে তাতে উদ্ভিন্ন চিকিৎসকেরাও। তবে এখনও পর্যন্ত শিশুদের দেহে যে সব লক্ষণ দেখা দিয়েছে তা খুব একটা জটিল নয়। ডেল্টা কিংবা কোভিডের প্রথম ভ্যারিয়েন্টের প্রভাব শিশুদের ফর ততটাও পড়েনি যতটা পড়ছে ওমিক্রনে।

তবে ডেল্টার তুলনায় ওমিক্রন অনেক দ্রুত ছড়াচ্ছে। একথা সকলেই জানেন। অজান্তেই অনেকে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন। ডেল্টার মতই ওমিক্রনে উপসর্গহীন আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। তবে ডেল্টার প্রভাব এখনও পুরোপুরি কাটেনি। যে কারণে ডেল্টা আর কোভিডের সংমিশ্রণেই জটিল হচ্ছে রোগ লক্ষণ। তবে সব ক্ষেত্রেই টিকা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে দুস্টার ডোজ এবং শিশুদের টিকাকরণের উপর এত বেশি জোর দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

ওমিক্রন আর সাধারণ ফ্লু এর লক্ষণ কিন্তু অনেকটাই একরকম। ঠান্ডা লাগা, নাক দিয়ে সর্গি পড়া, গলা ব্যথা, কাশি এসব হল সাধারণ ফ্লু এর লক্ষণ। আর ওমিক্রনে আক্রান্ত হলে গলা ব্যথা, শুকনো কফ, জ্বর, সর্দি, শরীরে ব্যথার মত উপসর্গের কথা

এলছেন চিকিৎসকেরা। এমনকী কাশি থেকে হতে পারে শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণও। যে কারণে আরও বেশি সাপধনে থাকার পরামর্শ চিকিৎসকদের।

যেহেতু পাচ্চাদের এখনও টিকাকরণ হয়নি তাই মাস্ক পাধ্যতামূলক। সপ সময় মাস্ক পরতেই হপে। সেই সঙ্গে পাড়ির পাইরে যতটা সম্ভপ কম যাওয়ার চেষ্টা করুন। ভিড়, ভ্রমণ এসপ এড়িয়ে চলুন। সপ সময় হাত ধুয়ে খাওয়া, স্যানিটাইজারের প্যপহার এসপ অভ্যাস করান। পাড়ির পাকি সদস্যদেরও কিন্তু সাপধানে চলাফেরা করতে হপে। তাঁদের মারফত সন্তান কিংপা পাড়ির পয়স্করা যাতে সংক্রমিত না হন সেদিকেও খেয়াল রাখতে হপে।

পাচ্চারা শেখে পাড়ির পড়দের দেখেই। তাই এমন কিছু আচরণ করপেন না যা পাচ্চাদের জন্য ক্ষতিকারক। পরামর্শ মুম্বইয়ের গ্লোপাল হাসপাতালের সিনিয়র কনসাল্ট্যান্ট ডাঃ হরিশ সাফলের। তিনি আরও পলেন, একমাত্র সঠিক মাস্কের প্যপহারই আমাদের পূর্ণ সুরক্ষা দিতে পারে। পাড়ির পড়রাই পাচ্চাদের কাছে রোল মডেল হয়ে উঠুন। তাঁদের মাস্ক পরতে শেখান। সেই সঙ্গে তারা যাতে সপ সময় হাত ধোওয়ার মত সতর্কতা মেনে চলে, কোনও ভাপেই হাত মুখে না দেয় সেদিকেও খেয়াল রাখা জরুরি। এই সময় পাইরের খাপার একদম নয়। পাচ্চাকে পাড়ির তৈরি পুষ্টিকর খাপার দিন। প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হপে। গরম দুধে মধু আর কাঁচা হলুদ মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পাড়িয়ে তুলতে হপে। সেই সঙ্গে টিকাকরণও কিন্তু সমান ভাপে জরুরি।

<https://tv9bangla.com/health/experts-list-5-signs-of-covid-variant-among-children-488763.html>

90. Omicron: ওমিক্রনের সংক্রমণ কি আসলে করোনার বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক ভ্যাকসিনের কাজ করে?

ওমিক্রনের সংক্রমণ যে ভাবে বাড়ছে তাতে সতর্ক হতে হবে আমাদেরই। মাস্কের ব্যবহার, ভিড় এড়িয়ে চলা এবং সামাজিক দূরত্ব মানতেই হবে।

- [TV9 Bangla Digital](#)
- Publish Date - 11:18 pm, Mon, 3 January 22 Edited By: Reshmi Pramanik

নিজে সতর্ক না হলে ঠেকানো যাপে না সংক্রমণ

মাত্র এক মাসের মধ্যেই ঐশ্বজুড়ে সুনামির আকারে ছড়িয়ে পড়ছে ওমিক্রন। আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। যাঁরা ওমিক্রনে আক্রান্ত হচ্ছেন এখনও তাঁদের মধ্যে রোগ-লক্ষণে তেমন জটিলতা দেখা দেয়নি। তপে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট যে একেপারে উধাও হয়ে গিয়েছে তা কিন্তু নয়। পছ ক্ষেত্রেই এই ডেল্টা আর ওমিক্রন সম্মিলিত

ভাওে আক্রমণ করছে। আর সেক্ষেত্রে কিন্তু পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। কিন্তু করোনার এই নতুন ভ্যারিয়েন্ট ডেল্টার তুলনায় অনেক দ্রুত সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। আগের রূপগুলির তুলনায় প্রায় পাঁচগুণ দ্রুত ওমিক্রন সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। আর এই সংক্রমণের গ্রাফ দেখেই প্রমাদ গুণছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞরা। সেই সঙ্গে বিশ্ব জুড়েই পেড়েছে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। খ্রিসমাসের পরের সপ্তাহেই এক ধাক্কায় চেড়েছে সংক্রমণের গ্রাফ। ভারতে দৈনিক ২৭,৫৫৫ জন আক্রান্ত হচ্ছেন কোভিডে। সেই সঙ্গে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১৫২৫।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে ডেল্টা আর ওমিক্রনের যৌথ সংক্রমণেই পাড়ছে সংক্রমিতের সংখ্যা। এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই ভেঙে পড়বে ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। ডেল্টার আক্রমণে ভারতে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা কারোরই অজানা নয়। অক্সিজেনের অভাবে প্রচুর মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। তেও নতুন করে ওমিক্রনের হানায় স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর যে চাপ পড়বে একথা আগেই জানিয়েছিলেন হু-এর বিশেষজ্ঞরা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ২৪ নভেম্বর প্রথম ওমিক্রন আক্রান্তের খোঁজ মেলে। এরপরই দক্ষিণ আফ্রিকার তরফে রিপোর্ট করা হয় WHO-কে। ২৬ নভেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ভাইরাসটিকে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট হিসেবেই ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এও ইংল্যান্ডে সচেষ্টে প্রশি প্রভাব পড়েছে ওমিক্রনের। তেও যাঁরা ইতিমধ্যেই কোভিডের দুটো টিকা নিয়ে ফেলেছেন তাঁরাও কিন্তু আক্রান্ত হচ্ছেন ওমিক্রনে। তেও ভ্যাকসিনের ফলে শরীরে প্রাকৃতিক ভাবেই গড়ে উঠেছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। যে কারণে ওমিক্রনের উপসর্গ এখনও ততটাও কালু করতে পারেনি মানুষকে। সেই সঙ্গে প্রশি কিছু চিকিৎসক দাবি করেছেন, ওমিক্রন যে ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে প্রচুর সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হবেন ঠিকই। সেই সঙ্গে ওমিক্রন কিন্তু কাজ করবে প্রাকৃতিক ভ্যাকসিন হিসেবেই। যা আমাদের শরীরে পাড়িয়ে তুলবে রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা। রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজিস্ট ইয়ং জোন্স সম্প্রতি ওমিক্রনের মধ্যে গড়ে ওঠা প্রাকৃতিক অনাক্রম্যতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যে কারণে তিনি আরও বলছেন, ওমিক্রন ঝুঁকি না পাড়িয়েই শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা পাড়ায়। এই ধারা যদি অপর্যাহত থাকে তাহলে পরবর্তী সময়ে ওমিক্রনই কিন্তু কাজ করবে প্রাকৃতিক টিকা হিসেবে। সম্প্রতি দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এমনটাই বলা হয়েছে।

তেও প্রশিটি নিয়ে অনেকেই আবার একমত নন। তাঁদের মতে এই ধারণা পিপজজনক। এরং এতে সংক্রমণের সম্ভাবনা আরও অনেক প্রশি পেড়ে যায়। লোকেরা সামাজিক দূরত্বপ্রিধি াজায় রাখা কিংবা মাস্কের ব্যবহার কোনওটাই করছেন না। যে কারণে আরও দ্রুত ছড়াচ্ছে সংক্রমণ। টিকা সকলকে নিতেই হবে। এমনকী দুস্টার ডোজও খুঁই গুরুত্বপূর্ণ। যথাযথ নিয়ম মেনে চলা এও টিকাকরণই রক্ষা করতে পারে সংক্রমণের হাত থেকে।

<https://tv9bangla.com/health/could-omicron-variant-act-as-a-natural-vaccine-which-you-should-know-488204.html>

91. Batagur Baska: গভীর সমুদ্রে ডুব দেওয়া বিরল প্রজাতির কচ্ছপকে এবার ট্র্যাক করবে জিপিএস!

Sundarban: এটি পৃথিবীর বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। এখন দেশে প্রায় নেই বললেই চলে।

- TV9 Bangla Digital
- Publish Date - 12:31 pm, Tue, 4 January 22 Edited By: অমিতিকা প্রামাণিক

পাটাগুর পাঙ্কে ছবি: মাখন পাত্র

তন্ময় প্রামাণিক: কচ্ছপের গায়ে এয়ার জিপিএস চিপ। ছাড়া হলে পোস্টোপসাগরে। গতিবিধি নজর রাখতে এই উদ্যোগ নিয়েছে সুন্দরবন প্যাম্ব সংরক্ষণ।

পাটাগুর পাঙ্কে (Batagur baska)। পৃথিবীর বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। এখন দেশে প্রায় নেই বললেই চলে। লুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছে এই ধরনের কচ্ছপ। এইবার এই প্রজাতির কচ্ছপকে রক্ষা করার চেষ্টা করল সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ। প্রায় দশ-থেকে আরো বছর ধরে কাজ চালাচ্ছেন সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের কর্মীরা। বিরল প্রজাতির এই কচ্ছপটির প্রজনন ঘটিয়ে বর্তমানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, বর্তমানে পাটাগুর পাঙ্কের সংখ্যা ৩৭৯। এই প্রথম ওই দশটি কচ্ছপকে চামটা ক্যাম্প থেকে ছাড়া হলে পোস্টোপসাগরো তলে তাদের গতিবিধি লক্ষ রাখতে পায়ে ঠোঁধে দেওয়া হলে জিপিএস চিপ। শুধু কচ্ছপ নয় পরিবেশের প্রতিও নজর রাখতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই বিষয়ে সুন্দরবন প্যাম্ব সংরক্ষণের ফিল্ড ডিরেক্টর তাপস দাস বলেন, “আমরা এই বিরল প্রজাতির কচ্ছপগুলিকে পোস্টোপসাগরে ছাড়ছি। এদের গতিবিধি নজর রাখতে পায়ে ঠোঁধে দেওয়া হয়েছে জিপিএস চিপ।” পাশাপাশি ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোনস জাস্টিনস বলেন, “বর্তমানে পাটাগুর পাঙ্কের সংখ্যা ৩৭৯ মতো। আমরা এখানে দশ থেকে আরো বছর কাজ করে প্রজনন ঘটিয়ে লুপ্তপ্রায় এই কচ্ছপের সংরক্ষণ করছি।”

<https://tv9bangla.com/west-bengal/sundaran-tiger-reserve-put-gps-cheap-on-batagur-baska-turtles-legs-488090.html>

92.



<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/39754/61d0835fa038e>

93. ১৪০০ কোটি রাজস্ব ক্ষতি কলকাতা বন্দরের, জবাব তলব পিএসসির

<https://thewall.in/kolkata-2/1400-crore-revenue-loss-at-kolkata-port/>

94. Kolkata: সঙ্কটে স্বাস্থ্য পরিষেবা, এনআরএসে করোনা আক্রান্ত ৭০ চিকিৎসক, নার্স

<http://dhunt.in/glypd?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

95. Covid-19 in Kolkata: দ্রুত সংক্রমণ ছড়াচ্ছে শহরের হাসপাতালে, আক্রান্ত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ০৩ জানুয়ারি ২০২২ ২১:৩১

রাজ্যে ক্রমশ প্রাড়াচ্ছে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। এর মধ্যে কলকাতায় সংক্রমণের হার সপ্ত থেকে বেশি। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৬ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত কলকাতার সংক্রমণের হার (পজিটিভিটি রেট) ২৯.০৭ শতাংশ। সংক্রমণ থেকে প্রাদ পড়ছেন না শহরের সরকারি প্রেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীরাও। কোনও প্রেসরকারি হাসপাতালে ৩৩ জন কোভিড-১৯ আক্রান্ত তো কোনও সরকারি হাসপাতালে ৬১ জন।

এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসা প্রাস্থা কতটা মসৃণ ভাবে চালানো যায় তা নিয়ে চিন্তিত সরকারি আধিকারিকদের একাংশ। সোমবার মেডিক্যাল কলেজ প্রাং জেলা স্বাস্থ্য কর্তাদের সঙ্গে স্বাস্থ্য সচিবের প্রাঠকেও উঠে আসে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক ও

স্বাস্থ্যকর্মীদের করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। জানা গিয়েছে, বিভিন্ন হাসপাতালের হস্টেলেও নিভৃতভাবে থাকছেন জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশ।



গ্রাফিক: সনৎ সিংহ।

একের পর এক চিকিৎসক, নার্স করোনা আক্রান্ত হলে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাতে তার প্রভাৱ পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। পরিস্থিতির মোকাবিলা করে স্বাস্থ্য পরিষেবা সচল রাখতে কাজের সময় ঝাড়িয়ে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান এক পেসরকারি হাসপাতালের আধিকারিক। এর পেসরকারি হাসপাতালের পক্ষে শুভাশিস দত্ত জানান, ‘‘চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তিনটি দলে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য, যাতে এক সঙ্গে সকলকে নিভৃতভাবে না যেতে হয়।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/coronavirus-in-west-bengal-several-doctors-nurses-and-medical-staffs-are-corona-positive-in-many-hospitals-dgtl/cid/1321857>

96. Coronavirus in Delhi: দিল্লিতে নতুন করোনা আক্রান্ত 8,000, সংক্রমণের ৮৪ শতাংশই ওমিক্রন

সংবাদ সংস্থা

নয়াদিল্লি ০৩ জানুয়ারি ২০২২ ১৮:২৪



প্রতীকী ছবি।

ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যায় দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে দিল্লি। দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, ২০২১-এর ৩০ এপ্রিল ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মধ্যে সেখানে কোভিড-১৯ আক্রান্তদের মধ্যে ৮৪ শতাংশই ওমিক্রন সংক্রমণের ঘটনা।

অন্য দিকে, সরকারি সূত্রে পাওয়া খবর জানাচ্ছে, গত ২৪ ঘন্টায় দেশের রাজধানীতে ৪,০০০টি নতুন করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঘটনা চিহ্নিত হয়েছে জিন প্রিন্যাস পরীক্ষার মাধ্যমে। সোমবার প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দিল্লিতে সংক্রমণের হার (পজিটিভিটি রেট) বেড়েছে ৬.৫ শতাংশ। দিল্লির করোনা পরিস্থিতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জানাচ্ছে, রবিবার সেখানে করোনাভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যা ছিল ৩,১৯৪। ২৪ ঘন্টার মধ্যে তা বেড়েছে প্রায় ১৫ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, এ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে ওমিক্রন সংক্রমণের শীর্ষে। সে রাজ্যে মোট ৫১০ জন ওমিক্রন সংক্রমিতের খোঁজ মিলেছে এ পর্যন্ত। দিল্লিতে করোনাভাইরাসের নতুন রূপে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৫১। দিল্লি প্রিধানসভায় সত্যেন্দ্র জানিয়েছেন, দিল্লিতে করোনা চিকিৎসার পরিকাঠামো প্রস্তুত। রয়েছে অক্সিজেন-সহ চিকিৎসা সরঞ্জামের পর্যাপ্ত মজুতও। দিল্লির তিনটি ল্যাব— ‘ইনস্টিটিউট অফ লিভার অ্যান্ড প্রিলিয়ারি সায়েন্সেস’, লোক নায়ক হাসপাতাল এবং ‘ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল’-এ চলছে কোভিড-১৯ আক্রান্তদের জি প্রিন্যাস পরীক্ষা।

<https://www.anandabazar.com/india/coronavirus-in-delhi-4000-fresh-cases-of-coronavirus-84-among-those-are-omicron-infection-dgtl/cid/1321837>

৯৭. WB Municipal Polls পুরভোটের প্রচারে রোড শো, পদযাত্রা নিষিদ্ধ, সভায় সর্বোচ্চ ৫০০ জন: রাজ্য নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ০৩ জানুয়ারি ২০২২ ১৭:৩২

রাজ্যে চার পুরনিগমের নির্বাচনী প্রচারে রোড শো, পদযাত্রা নিষিদ্ধ করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সেই সঙ্গে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সাইকেল ও প্রাইক মিছিল। করোনার লাগামছাড়া সংক্রমণ ঝুঁকির আওতে কোনও রকম ঝড় সভা করা যাবে না বলেও জানিয়ে দিল কমিশন।

আগামী ২২ জানুয়ারি প্রিধাননগর, চন্দননগর, শিলিগুড়ি আসানসোলে পুরভোট রয়েছে। এই সময় সংক্রমণ বেলাগাম হতেই রবিবার কোভিড প্রিধিনিষেধ আরও কড়া করেছে রাজ্য সরকার। এই আওতে পুরভোটের প্রচারে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করল কমিশন।

কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, পুরভোটের প্রচারে কোনও রকম রোড শো এবং পদযাত্রা করতে পারবে না রাজনৈতিক দলগুলি। নিষিদ্ধ সাইকেল প্রাইক মিছিল। আগে যদি কোনও রাজনৈতিক দলকে রোড শো, সাইকেল প্রাইক মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে, তা-ও প্রাতিল করা হল।

পুরভোটের প্রার্থীরা ঠাড়ি ঠাড়ি গিয়ে প্রচার করতে পারেন। তেঁ নিরাপত্তারক্ষী ছাড়া প্রার্থীর সঙ্গে সর্পোচ্চ চার জন থাকতে পারেন প্রচারে। কমিশনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, রাত ৮টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত প্রচার করতে পারেন না রাজনৈতিক দলগুলি।



গ্রাফিক: শৌভিক দেবনাথ।

নির্দেশিকায় কমিশন জানিয়েছে, প্রচারে কোনও ঠাড় সমাবেশ করা যাবে না। ঠাড় মাঠে রাজনৈতিক দলের সভায় সর্পোচ্চ ৫০০ জন উপস্থিত থাকতে পারে। ওই মাঠে ঢোকা এং এরনোর পথ আলাদা রাখতে হবে। যদি চার দেওয়ালের ভিতর অর্থাৎ কোনও অডিটোরিয়াম ঠা কনফারেন্স হলে সভা হয়, সেখানে মোট আসন সংখ্যার ৫০ শতাংশ উপস্থিত থাকতে পারেন। তেঁ সেই সংখ্যা কখনওই ২০০-র বেশি হবে না।

দুখে দুখে কী ভাবে কোভিডপ্রিধি মেনে চলা হবে, কী ভাবে সাজানো হবে গোটা প্যাস্থাপনা, তা খতিয়ে দেখার জন্য চার পুরসভায় এক জন করে নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হবে এলে জানিয়েছে কমিশন। নির্দেশিকায় জানিয়েছে, ভোটকর্মীদের দু'টি কোভিড টিকাই নিতে হবে। প্রার্থী এং নির্বাচনী এজেন্টদের একটি টিকা নেওয়া থাকলেই হবে। কমিশনের কড়া নির্দেশ, ভোটগ্রহণের আগের দিন দুখে দুখে স্যানিটাইজেশন ঠাধ্যতামূলক। সপাইকে মাস্ক পরতে হবে দুখের ভিতরে।

কমিশন আরও জানিয়েছে, ভোটের দিন একেবারে শেষ ঘণ্টায় অর্থাৎ প্রিকেল ৪টে থেকে ৫টা পর্যন্ত ভোট দিতে পারেন কোভিড আক্রান্তরা।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/west-bengal-state-election-commission-issues-guidelines-for-municipal-polls-dgtl/cid/1321828>

98. Coronavirus: দশ কোটি সংক্রমণ পার ইউরোপে

সংবাদ সংস্থা

প্যারিস ০৩ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:২৬



ছবি রয়টার্স।

প্রিশ্বের উন্নততম অংশ। ধনী মহাদেশ, তাই ঝাঁ চকচকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। কোভিডের টিকাকরণেও এগিয়ে এই অঞ্চল। যদিও এই ইউরোপই পার পার করোনা সংক্রমণের ভরকেন্দ্র হয়ে উঠছে। একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী, অতিমারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত, ইউরোপে করোনা-সংক্রমিতের সংখ্যা ১০ কোটি ছাড়িয়েছে। তা গোটা প্রিশ্বের মোট করোনা-আক্রান্তের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি।

গত দু'পছরে ইউরোপীয় অঞ্চলের ৫২টি দেশে (অতলান্তিক উপকূল থেকে রাশিয়া, আজারবাইজান) মোট ১০ কোটি ৭৪ হাজার ৭৫৩ জন কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন। সেখানে প্রিশ্বের মোট সংক্রমণ সংখ্যা ২৯ কোটি ৫৪ হাজার ৪৮৯ জন। অর্থাৎ প্রিশ্বের তিন ভাগের এক ভাগই আক্রান্ত এই অঞ্চলে।

তবে বিশেষজ্ঞদের সচেষ্টে চিন্তার বিষয়, ইউরোপের এই ১০ কোটি সংক্রমণের মধ্যে আধ কোটি সংক্রমণ ঘটেছে গত সাত দিনে। ৫২টি দেশের মধ্যে ১৭টি দেশে প্রায় প্রতিদিনই রেকর্ড সংক্রমণ ঘটছে। শুধু ফ্রান্সেই এক সপ্তাহে ১০ লক্ষের বেশি সংক্রমণ ঘটেছে। প্রতি এক লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে কোভিড পজিটিভ হওয়ার সংখ্যাতেও এগিয়ে ইউরোপের দেশগুলি। ডেনমার্ক ২০৪৫। সাইপ্রাসে ১৯৬৯। আয়ারল্যান্ডে ১৯৬৪। সমীক্ষার রিপোর্টে এই সংখ্যাগুলি উল্লেখ থাকলেও বিশেষজ্ঞদের দাপি, প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি। এছাড়া সংক্রমিতের নাম সরকারি খাতায় নথিভুক্ত নেই।

মন্দের ভাল এই যে, ইউরোপে ডেল্টা কমে ক্রমশ ওমিক্রন স্ট্রেনে আক্রান্ত পাড়ছে। এটি ডেল্টার থেকেও ৭০ গুণ বেশি সংক্রামক। কিন্তু এই সংক্রমণে রোগীর পাড়াপাড়ি কম হতে দেখা যাচ্ছে। ফলে সংক্রমণ পাড়লেও মৃত্যু তেমন হচ্ছে না। তাই ইউরোপে সংক্রমণের রেখচিত্র ঊর্ধ্বমুখী হলেও মৃত্যু নিম্নগামী। গত সপ্তাহে গোটা ইউরোপে দিনে গড়ে মৃত্যু হয়েছে ৩৪১৩ জনের। যা সর্বোচ্চ গড় দৈনিক মৃত্যুর (দিনে ৫৭৩৫ জন) থেকে কম।

আমেরিকার অসুস্থতা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। গোটা অতিমারিতে সংক্রমণ তালিকার শীর্ষে থেকেছে আমেরিকা। ৫ কোটি ৫৮ লক্ষ মানুষ সংক্রমিত হয়েছে এ দেশে। প্রাণ হারিয়েছেন সাড়ে ৮ লক্ষ মানুষ। গত কয়েক মাসে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছিল সংক্রমণ। কিন্তু ফের পরিস্থিতি জটিল। ফের দিনে আড়াই লক্ষ মানুষ নতুন করে সংক্রমিত হচ্ছেন। ২০২১-এর শেষ সপ্তাহে ২৭ লক্ষের বেশি মানুষ করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছেন। জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টে এলা হয়েছে, তার আগের সপ্তাহের থেকে সংক্রমণ হার ১০৫ শতাংশ বেশি!

অধিকাংশ দেশেই নতুন ক্ষুর শুরু হয়েছে মিয়মান ভাও। প্যারিস থেকে নিউ ইয়র্ক-উৎসর্গ পাতিল করেছে বেশির ভাগ দেশের সরকার। ব্যতিক্রম দুবাইয়ের মতো কিছু শহর। এই দুবাইয়েই ক্ষুরের প্রথম দিনটা কাটাতে গিয়েছিলেন ২৬ ক্ষুর পয়সি পর্যটক লুজেন ওরফি। এললেন, ‘‘আনন্দ না-করলে জীবন এ ভাওই কেটে যাও। আমি সুস্থ, ভ্যাকসিনের দু’টো ডোজ নেওয়া আছে। আমি আনন্দ করো।’’ অতিমারির দু’ক্ষুর ভয়ে ভয়ে পার করে অনেকেই ক্লাস্ত। অনিশ্চয়তা ও মন খারাপ গ্রাস করছে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে।

<https://www.anandabazar.com/world/over-100-million-corona-cases-recorded-in-europe-more-than-one-third-of-the-entire-world/cid/1321746>

99. Coronavirus in India: করোনার তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে দেশে!
স্বীকার করলেন টিকা নিয়ে গড়া কমিটির চেয়ারম্যান

সংবাদ সংস্থা

নয়াদিল্লি ০৪ জানুয়ারি ২০২২ ০৫:২৮

দেশে করোনার তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে। আজ এ কথা স্বীকার করে নিলেন টিকাকরণ নিয়ে সরকারের গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান এন কে অরোরা। এই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও শীর্ষ পদে থাকা ব্যক্তি প্রকাশ্যে জানালেন দেশে করোনার তৃতীয় ঢেউ শুরু হয়ে গিয়েছে। অরোরার মতে, এই দফায় কোভিড তরঙ্গকে ত্বরান্বিত করেছে করোনাভাইরাসের নয়া প্রজাতি ওমিক্রন। তিনি জানিয়েছেন, দিল্লি, মুম্বই, কলকাতার মতো মহানগরগুলিতে সংক্রমিতের ৭৫ শতাংশ ওমিক্রনে আক্রান্ত।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের আজ সকালের প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংক্রমণ উল্লেখযোগ্য ভাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মধ্যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি দিল্লি এও গোয়ার।

গত ডিসেম্বরের একেবার প্রথম দিকে ভারতে ওমিক্রনের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এক মাসের মধ্যে দেশে ১৭০০ জন করোনাভাইরাসের ওই নয়া স্ট্রেনে আক্রান্ত। বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ মনে করেন, সরকারি হিসাব

যাই ঐলুক না কেন, দেশে প্রচল ভাওে ছড়িয়েছে ওমিক্রন। সেই কথাটাই আজ রাখঢাক না করে জানিয়ে দিয়েছেন এন কে অরোরা। তাঁর কথায়, ‘‘যে প্রজাতিরই জিনোম সিকোয়ন্সিং করা হয়ে থাকুক না কেন... প্রথম ভাইরাসটা দেখা যায় ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। প্রথমে দেশ্যাপী স্ট্রেন শনাক্তকরণে দেখা গেল, ১২ শতাংশই ওমিক্রন। সদ্য শেষ হওয়া সপ্তাহে সেটা ঐড়ে হল ২৮ শতাংশ। সুতরাং দেশে সার্টিক কোভিড সংক্রমণে ওই নতুন প্রজাতিটাই দ্রুত আধিপত্য ঠিস্তার করেছে। এ-ও ঐলও যে, দিল্লি, মুম্বই, কলকাতার মতো মহানগরগুলিতে, ঠিশেষ করে দিল্লিতে মোট সংক্রমণের ৭৫ শতাংশের ঐশি হল ওমিক্রন।’’

ভারতে করোনা সংক্রমণে প্রথম থেকেই আক্রান্তের নিরিখে শীর্ষে মহারাষ্ট্র। ওই রাজ্যে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যাও সচেষে ঐশি। সরকারি তথ্য ঐলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় মহারাষ্ট্রে করোনা সংক্রমণ ঐড়েছে ২২ শতাংশ। অরোরা ঐলেন, ‘‘ভারতে যে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ চলে এসেছে, তা স্পষ্ট। গোটা ঢেউটাই নতুন প্রজাতির ধাক্কায় চালিত ঐলে মনে হয়। সেই প্রজাতিটি ওমিক্রন। গত চার-পাঁচ দিনে সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে ঐড়েছে।’’ ঐশ কয়েকটি রাজ্য ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, সেখানে করোনার তৃতীয় ঢেউ শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী সরকারের তরফে রাজ্যগুলিকে করোনা রুখতে ফি দিনে ঐছটিধ পরামর্শ দেওয়া হলেও করোনার তৃতীয় ঢেউ যে এসে পড়ছে, সে সম্পর্কে ঐকটি কথাও ঐলা হয়নি। সে দিক থেকে এন কে অরোরার ঐক্ত্য নিঃসন্দেহেই তাৎপর্যপূর্ণ ঐলে মনে করেছেন চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্য ঠিশেষজ্ঞেরা।

ঐর্ষটিদায় ঐং ঐর্ষঐরণে দেশের ঠিভিন্ন প্রান্তে যে গণ-মাতন দেখা গিয়েছিল, তার ফল হাতেনাতে পেতে শুরু করেছে দেশ। গত সাত দিনে দেশ জুড়ে সংক্রমণ ঐড়েছে প্রায় ৪৩১ শতাংশ। গত ২৮ ডিসেম্বর দেশে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬,৩৫৮। মাত্র সাত দিনের ঐ্যধানে অর্থাৎ আজ আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছে সাড়ে ৩৩ হাজারের ঐপরে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৭৫ জন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন ঐলে স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে। দেশে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যার নিরিখে প্রথম স্থানে মহারাষ্ট্র ঐং দ্বিতীয় দিল্লি। রাজধানী অঞ্চলে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৪ হাজার জন সংক্রমিত হয়েছেন। দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, গত ৩০ ঐং ৩১ ডিসেম্বর যাঁরা সংক্রমিত হয়েছেন, তাঁদের ৮৪ শতাংশই ওমিক্রনে আক্রান্ত। তিনি জানিয়েছেন, করোনা মোকাটিলায় যাঐতীয় পরিকাঠামো তৈরি রয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীরও কোনও অভাও নেই।

গোয়ায় করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঐড়েছে লাফিয়ে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন সংক্রমিত ৩৮৮ জন। ঐপসর্গ নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা করাতে এসেছেন, তাঁদের ১০ শতাংশের ঐশি সংক্রমিত। ঐ দিন দুপুরে টাস্ক ফোর্সের ঐঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ন্ত। সেখানেই ঠিক হয়েছে, রাত ১১টায় কার্ফু ঐলও হঐ। চলঐ সকাল ৬টা পর্যন্ত। গোয়ার স্কুলে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস চালু হয়েছিল। খুলেছিল কলেজ। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত স্কুল ও কলেজ ঐন্ধ থাকঐ। ঐকাদশ ও দ্বাদশের পড়ুয়ারা মাত্র ঐক দিনই স্কুলে আসঐ প্রতিষেধক নিতে। স্কুল থেকে সেই দিনটি

জানিয়ে দেওয়া হ়ে। মহারাষ্ট্রেও প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের স্কুল আসতে ারণ করা হ়েছে। শুধু দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের স্কুলে ক্লাস হ়ে।

<https://www.anandabazar.com/india/thirdwave-of-covid-19-has-come-in-india/cid/1321870>

100. Covid in West bengal: বাড়ছে করোনা, সাগর মেলা বন্ধের দাবিতে কলকাতা হাই কোর্টে চিকিৎসকের মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ০৩ জানুয়ারি ২০২২ ১৭:২০



ফাইল ছবি

রাজ্যে দ্রুত াড়ছে করোনা। এই পরিস্থিতিতে এ াছরের গঙ্গাসাগর মেলা ান্ধের আেদন জানিয়ে হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল। মামলাটি করেছেন পেশায় চিকিৎসক অভিনন্দন মণ্ডল। আদালতের কাছে তিনি আেদন করেছেন, কোনও ভাবেই যাতে সাগরে পুণ্যার্থীরা জলে না নামেন তা নিশ্চিত হ়ে। মামলাকারীর াক্ত্য, প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষের এই মেলায় আগমন হয়। তাতে জনস্বাস্থ্যের কার্যত দফারফা অস্থা হয়। আেদনকারী চিকিৎসক ালেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়েও কী ভাবে রাজ্যের মানুষ চরম দুর্গতির কালে পড়েছিল, তা তিনি নিজে খুঁ কাছে থেকে দেখেছেন। নিজে একজন চিকিৎসক হিসাবে তিনি চান না, সাগর মেলার জন্য আার সেই পরিস্থিতি তৈরি হোক। মামলাকারীর আইনজীবী সূর্যনীল দাস ালেন, ৫ জানুয়ারি প্রধান িচারপতির ডিভিশন াঞ্চে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রসঙ্গত সোমার থেকে রাজ্যের িভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলি ান্ধের ঘোষণা করলেও সরকার এই মেলা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশিকা দেয়নি। কিছুদিন আগে সাগরে প্রশাসনিক াঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ান্দ্যোপাধ্যায় ালেন, দেশের িভিন্ন প্রান্ত থেকে গঙ্গাসাগর মেলায় আসা মানুষদের রাজ্য সরকার কোনও ভাবে াধা দিতে পারে না। সেই সঙ্গে তিনি আরও ালেন, িহার, উত্তরপ্রদেশ সহ দেশের িভিন্ন প্রান্ত থেকে যাঁরা গঙ্গাসাগর মেলায় আসছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই কোভিড িধি মেনে চলতে হ়ে। সেই দিন মুখ্যমন্ত্রী অশ্য জানিয়েছিলেন, এই মুহূর্তে কিছু ান্ধ হ়েছে না। কিন্তু তার ঠিক দু'দিন পরেই নৈশ কার্ফু-সহ একাধিক কড়া িধিনিষেধ জারি করা হয়।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/doctors-appeal-in-calcutta-high-court-demanding-to-postpone-the-sagar-mela-dgtl/cid/1321826>

101. দিল্লিতে ৮৪% কোভিড আক্রান্তের শরীরে ওমিক্রন, এবার কি তবে কার্ফু জারি রাজধানীতে?

১ মিনিটে পড়ুন Updated: 03 Jan 2022, 04:17 PM IST

Abhijit Chowdhury

- এর আগে দিল্লি সরকার জানিয়েছিল, যদি দিল্লিতে লাগাতার দুই দিন পজিটিভিটি রেট পাঁচ শতাংশের উপর থাকে তাহলে রাজধানীতে রেড অ্যালার্ট জারি হবে।
করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্টের থাওয়া জর্জরিত রাজধানী দিল্লি। দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন এদিন জানান, দিল্লিতে প্রগত দিনে মোট করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ৮৪ শতাংশই ওমিক্রন আক্রান্ত। তিনি এদিন জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় দিল্লিতে ৪ হাজারেরও বেশি মানুষ কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন। এর জেরে রাজধানীতে পজিটিভিটি রেট ৬ শতাংশের গণ্ডি পার করেছে। সত্যেন্দ্র জৈন জানান, ৩০-৩১ ডিসেম্বরের কোভিড আক্রান্তদের নমুনার জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ে দেখা গিয়েছে, ৮৪ শতাংশ রোগী ওমিক্রন আক্রান্ত। তিনি আরও জানান, আজকে দিল্লির পজিটিভিটি রেট ৬.৫ শতাংশ।
যদিও সত্যেন্দ্র জৈন বলেছেন যে দিল্লিতে সরকারি হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলিতে চিকিৎসা কর্মীদের কোনও অভাব নেই। তাই শহরে কোভিড-১৯ কেস প্রাডলেও আতঙ্কের কারণ নেই। এদিকে এর আগে দিল্লির আম আদমি পার্টি সরকার 'গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান' লাগুর কথা বলেছিল রাজধানীতে। এর অর্থ, যদি দিল্লিতে লাগাতার দুই দিন পজিটিভিটি রেট পাঁচ শতাংশের উপর হয় তাহলে শহরে রেড অ্যালার্ট জারি হবে। মানে রাজধানীতে পূর্ণ কার্ফু জারি হবে। যদিও আজকে এই প্রিষয়ে কোনও কথা বলেননি দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী।
দিল্লি সরকার কোভিডের জন্য ৩৭ হাজার বেডের ব্যবস্থা করে রেখেছে হাসপাতালগুলিতে। এই আওতে সত্যেন্দ্র জৈনের অশ্রয় দাওি, করোনা আক্রান্তদের সিংহভাগকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হচ্ছে না। তাদের উপসর্গ গুরুতর নয়। পাশাপাশি তিনি জানান, বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী এখ সপ্তাহের মধ্যে দিল্লিতে সংক্রমণের হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে।

<https://bangla.hindustantimes.com/nation-and-world/delhi-health-minister-satyendra-jain-said-that-84-percent-of-covid-cases-reported-in-delhi-in-past-2-days-were-of-omicron-31641206227411.html>

102. এলাকায় ৫ জন সংক্রামিত

হলেই কন্টেইনমেন্ট জোন

মুর্শিদাবাদে ১৫৪ জনের

শেপি আক্রান্ত



নিজস্ব প্রতিনিধি, ঐহরমপুর: কোনও এলাকায় পাঁচজনের শেপি করোনা আক্রান্ত হলে সেখানে কন্টেইনমেন্ট জোন তৈরি করা হও। মুর্শিদাবাদে ১৯টি কন্টেইনমেন্ট জোন রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে তা আরও বাড়বে। রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো এই জেলাতেও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দু'জন চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। একজন নার্সও আক্রান্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় সোমবার পর্যন্ত ১৫৪জনের শেপি আক্রান্ত হয়েছেন। সোমবার নতুন করে ৪৪জন আক্রান্ত হয়েছেন। বাড়িতেই অধিকাংশের চিকিৎসা চলছে। দিনে এক হাজারের শেপি টেস্ট হচ্ছে বলে স্বাস্থ্যদপ্তরের দাি। টেস্ট বাড়ালে আক্রান্ত আরও বাড়বে বলে আধিকারিকরা মনে করছেন। ঐহরমপুরের কোভিড হাসপাতালে ৭১০ছরের এক বৃদ্ধা আশঙ্কাজনক অস্থায় ভর্তি রয়েছেন।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এমএসভিপি অমিয়কান্তি ঐরা বলেন, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। ঐড ঐড়েছে। কোভিড হাসপাতালে মাত্র একজন ভর্তি রয়েছেন। আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। তে জনগণকে সচেতন হতে হও। এতকিছুর পরও এখনও অনেকেই মাস্ক ছাড়া ঘুরছেন। অকারণে ভিড় করছেন। এসও করা চলবে না। ঐবার প্রথম থেকে চিকিৎসকরা শেপি আক্রান্ত হচ্ছেন। সেটা চিন্তার। অতিরিক্ত জেলাশাসক সিরাজ দানেশ্বর বলেন, আমরা ঐ্যসায়ীদের সঙ্গে ঐঠক করেছি। পুলিশের সঙ্গেও কথা হয়েছে। জেলাজুড়ে প্রচার শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্যিধি মেনে চলার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হও।

পুলিস জানিয়েছে, সোমবার থেকেই তারা ময়দানে নেমেছে। ঐদিন ঐহরমপুর থানার পুলিস ঐভিন্ন এলাকায় ঘুরে জনগণকে সচেতন করেছে। সকলকে মাস্ক পরার জন্য অনুরোধ করেছে। মঙ্গলবার থেকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হও। যারা স্বাস্থ্যিধি মেনে চলবে না তাদের গ্রেপ্তার ঐ জরিমানা করা হও। ঐগত তিন দিন ধরে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। আগে দিনে তিন থেকে চারজন আক্রান্ত হচ্ছিল। এখন সেই সংখ্যা ঐড়েছে। জেলায় টেস্ট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক আধিকারিক বলেন, ঐবার প্রথম থেকেই সংক্রমণ দ্রুত বাড়ছে। উপসর্গ না থাকলে বাড়িতেই চিকিৎসার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতি কী হতে চলেছে তা আগামী চার-পাঁচ

দিনের মধ্যে আন্দাজ করা যাচ্ছে। চিকিৎসকরা আক্রান্ত হতে থাকলে স্বাস্থ্য পরিষেবা ঠিক রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জেলায় এখনও কয়েক লক্ষ প্রাসিন্দা ভ্যাকসিন না নেওয়ায় উদ্বেগ প্রাপ্ত। তাঁদের ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য প্রত্যন্ত এলাকাতেও ক্যাম্প করা হয়েছিল। আশাকর্মীরা প্রাঙ্গণে গিয়ে প্রচারও করেছিলেন। তারপরও তাঁরা ভ্যাকসিন নিতে উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। তাই এই জেলার প্রায় প্রাসিন্দা প্রাইরে থাকেন। তাঁরা সেখানে ভ্যাকসিন নিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু জেলায় থেকেও অনেকে তা নেওয়ার জন্য উৎসাহ দেখাচ্ছে না। আক্রান্তের সংখ্যা প্রাপ্তিও জেলার ছত্রিটা প্রদলায়নি। প্রশিরভাগ মানুষকে এদিনও মাস্ক ছাড়া ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। হাসপাতাল, স্টেশন সহ প্রিভিন্ন এলাকায় ছত্রিটা একই ছিল। লোকাল ট্রেন প্রা প্রাসেও ভিড় কমেনি। অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রলেন, জনগণ নিজে থেকে সচেতন না হলে করোনাকে আটকানো খুব কঠিন হয়ে পড়বে। মাস্ক না পরলে সপ্রাই প্রিপদ হবে। সেটা প্রোঝা উচিত।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=17&id=340726>

103. Covid Restriction at Tarapith: মুখে নেই মাস্ক, শিকেয় দূরত্ববিধি, তারাপীঠে মন্দিরের বাইরে ভিড় করেছেন ভক্তরা

নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রোলপুর ০৩ জানুয়ারি ২০২২ ১৭:০৮



তারাপীঠ মন্দিরের প্রাইরে ভক্তদের ভিড়।
নিজস্ব চিত্র।

রাজ্য সরকার সোমপ্রার থেকে নয়া প্রিধিনিষেধ জারি করেছে। এই আপ্রহে কোভিড প্রিধি শিকেয় তুলে তারাপীঠে পুজো দিতে ভিড় জমালেন ভক্তরা। মন্দিরের প্রাইরে এই দৃশ্য দেখা গেলেও ভিতরে অপ্রশ্য মাস্ক পরা প্রাং স্যানিটাইজার প্র্যপ্রহার করা প্রাধ্যতামূলক প্রলে জানিয়েছেন মন্দির কর্তৃপ্রক্ষ।

সোমপ্রার সকালে খোলা ছিল তারাপীঠ মন্দির। সকাল থেকেই মন্দিরের সামনে দেখা যায় ভক্তদের দীর্ঘ লাইন। অপেক্ষমান ভক্তদের অনেকের মুখেই মাস্ক দেখা যায়নি। দূরত্বপ্রিধি মানার ক্ষেত্রেও গাফিলতি নজরে এসেছে। সোমপ্রার থেকে প্রন্ধ রাজ্যের সমস্ত প্রিনোদনমূলক প্রার্ক, চিড়িয়াখানা প্রাং পর্যটনকেন্দ্রগুলি। তাই সেই তালিকায় নেই মন্দির। সে কারণেই তারাপীঠ মন্দির খোলা প্রলে কর্তৃপ্রক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে।

এইর ভক্তদের ভিড় যখন আক্ষরিক অর্থেই 'সামাল' তখন মন্দিরের ভিতরে করোনা ট্রিথি পালিত হচ্ছে এলে জানিয়েছেন মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'করোনা ট্রিথি মেনেই মন্দির খোলা রয়েছে। মাস্ক ছাড়া কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। শারীরিক দূরত্বও এজায় রাখা হচ্ছে। এই মুহূর্তে তারাপীঠ মন্দির ংস্কার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।''

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/purulia-birbhum-bankura/huge-gathering-at-tarapith-temple-amid-restrictions-announced-by-government-dgtld/cid/1321824>

104. Student Covid vaccine: টিকা নিতে ভাল সাড়া পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা ০৪ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:৫০



পুরুলিয়ার মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনে টিকা নিতে লাইন। এজায় রইল না দূরত্ব। ছবি: সুজিত মাহাতো।

কারও একটু ভয়-ভয় ভাও, কেউ আবার খানিক উত্তেজিত। ১৫-১৮ বছর ংয়সীদের টিকাকরণ কর্মসূচি শুরুর প্রথম দিনে নানা স্কুলে দেখা গেল পড়ুয়াদের এমনই মুখ। দিনের শেষে, পুরুলিয়া ও ংকুড়া দুই জেলাতেই টিকাকরণে ভাল সাড়া মিলেছে এলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। তে কিছু স্কুলে টিকা নেওয়ার লাইনে দূরত্বট্রিথি না মানার অভিযোগ উঠেছে। দুই জেলাতেই এ দিন প্রতি ব্লক ও পুরসভায় একটি করে স্কুলে টিকা দেওয়ার ংস্থা হয়। ংকুড়া জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) পীযুষকান্তি ংরা বলেন, 'প্রথম দিন পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রীকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। ংকেল ৪টে পর্যন্ত পাওয়া রিপোর্টে ৬,৫০৩ জন টিকা নিয়েছে এলে জানা গিয়েছে।'' পুরুলিয়ার উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) ংদ্রদেও মণ্ডল জানান, এ দিন জেলায় ৬,৬০৫ জন পড়ুয়া টিকা নিয়েছে। ংালদা ২ ব্লকের একটি স্কুলে ৬৭৬ জন পড়ুয়া টিকা নিয়েছে, যা জেলায় সর্োচ্চ। এ দিন সকালে পুরুলিয়ার নানা ব্লকে 'সার্ভার'-এ সমস্যা হওয়ায় টিকাকরণের গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। এলায় সমস্যা মেটে।

এ দিন সকাল থেকে স্কুলে জড়ো হতে শুরু করে পড়ুয়ারা। লাইনে দূরত্বট্রিথি এজায় রাখতে শিক্ষকদের নজরদারি ছিল। তে কিছু স্কুলে দূরত্বট্রিথি লঙ্ঘন হতে দেখা গিয়েছে। জয়পুরের চ্যাংডোরা স্কুলে পড়ুয়াদের গা ঘেষে দাঁড়াতে দেখা যায়। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক চিন্ময় কোনার বলেন, 'আমরা দূরত্বট্রিথি মেনে চলার ংষয়ে সচেতন করছি।'' ংকুড়ার ংঙ্গ ংদ্যালয়ে এ দিন টিকাকরণে নজর রাখেন মহকুমাশাসক (ংকুড়া সদর)

সুশান্তকুমার ভক্ত। স্থানীয় িধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা, পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান অলকা সেন মজুমদার, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাসেরা পড়ুয়াদের উৎসাহ দিতে আসেন। ওই স্কুলের ছাত্রী চন্দ্রিমা কোনার, স্নেহা মাহাতোরা ালে, “আমাদের আগে াড়রা টিকা নিয়েছেন। তাঁদের দেখে সাহস পেয়েছি।” প্রধান শিক্ষক অনিমেষ চৌধুরী ালেন, “কিছু পড়ুয়া আগেই ১৮ াছর অতিক্রম করে যাওয়ায় াইরে থেকে টিকা নিয়ে ফেলেছে। তাদের চিহ্নিত করা হ়ে।”

িষ্ণুপুর পরিমলদেবী ালিকা িদ্যালয়ের শিঁরে এ দিন উপস্থিত ছিলেন মহকুমাশাসক (িষ্ণুপুর) অনুপকুমার দত্ত। ওই স্কুলের ছাত্রী িউটি লোহার, লক্ষী মুর্মুরা ালে, “একটু ভয়ে ছিলাম। দিদিমণিরা নিজেদের অভিজ্ঞতা শুনিয়ে ভয় কাটিয়েছেন।” খাতড়া কংসাাতী শিশু িদ্যালয়ের (মাধ্যমিক) প্রধান শিক্ষক প্রকাশ ান্দ্যোপাধ্যায় ালেন, “ভিড় এড়াতে প্রশাসনের সঙ্গে কথা ালে কম পড়ুয়াকে ডেকেছিলাম। ধাপে-ধাপে সাইকে টিকা দেওয়া হ়ে।” াঁকুড়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) প্রলয় রায়চৌধুরী ালেন, “কোথাও কোনও সমস্যা হলে যাতে দ্রুত া্যস্থা নেওয়া যায়, সে জন্য প্রতিটি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে িশেষ া্যস্থা রাখতে ালা হয়েছে।” পুরুলিয়া জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় প্রায় এক লক্ষ ৭০ হাজার কিশোর-কিশোরীকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) ুদ্ধদোা জানান, জেলা শিক্ষা দফতরের তৈরি করা স্কুলের তালিকার পাশাপাশি, সরকারি-েসরকারি স্কুলগুলিতে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে টিকাকরনের া্যস্থা হ়ে। পুরুলিয়া জেলা স্কুল, রাষ্ট্রীয় ালিকা উচ্চ িদ্যালয় ও সৈনিক স্কুলে এ দিন টিকাকরণ হয়েছে।

িভিন্ন স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুলের পড়ুয়াদের ‘সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপ’-এ টিকাকরণের িষয়ে জানিয়ে দেওয়া হ়েছে। গ্রামীণ এলাকার পড়ুয়াদের কাছে খর না পৌঁছলে কী হ়ে, সে প্রশ্নে নানা স্কুল কর্তৃপক্ষ জানান, চলতি সপ্তাহে আর এক দিন টিকা দেওয়ার া্যস্থা রাখা হয়েছে। তার পরেও যদি কোনও পড়ুয়া টিকা নিতে না পারে, স্কুলের তরফে তাকে একটি প্রমাণপত্র দেওয়া হ়ে। সেটি দেখিয়ে স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে টিকা নেওয়া াে। এ দিন মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনে গিয়ে দেখা যায়, টিকাপ্রাপক নয়, এমন ােশ কিছু পড়ুয়াও হাজির হয়েছে। স্কুল চত্বরে লম্বা লাইনে দূরত্বিধি দেখা যায়নি। এসেছেন অভিভািকদের অনেকেও। এক অভিভািকের াক্তব্য, “টিকা দেওয়া হ়ে ালেই ছেলেকে এনেছি। না হলে এই পরিস্থিতিতে াইরে না ােরোলেই ভাল হত।” স্কুলের প্রধান শিক্ষক কল্যাণপ্রসাদ মাহাতো ালেন, “কৌতুহলে হয়তো াইরের অনেকে লাইনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ভিতরে নিয়ম মেনেই টিকা দেওয়া হয়েছে।” স্কুলছুট া জেলার াইরের িভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের টিকা দিতে িভিন্ন ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে িশেষ কাউন্টার গড়া হয়েছিল। াঁকুড়া ২ ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সেই কাউন্টার থেকে ৬০ জন ১৫-১৮ াছরের ছেলেমেয়ে টিকা নিয়েছে ালে জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খর। াঁকুড়া স্বাস্থ্য-জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক শ্যামল সরেন ালেন, “প্রতিটি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই এই া্যস্থা রাখা হয়েছে।” পুরুলিয়ার

উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, স্কুলছুটেরা স্থানীয় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র া গ্রামীণ হাসপাতাল া মেডিক্যাল কলেজের কেন্দ্র থেকে টিকা নিতে পারেন।

[ps://www.anandabazar.com/west-bengal/purulia-birbhum-bankura/administration-happy-after-seeing-students-response-in-taking-corona-vaccines/cid/1321922](https://www.anandabazar.com/west-bengal/purulia-birbhum-bankura/administration-happy-after-seeing-students-response-in-taking-corona-vaccines/cid/1321922)

105. Kharagpur IIT: এ বার করোনা হানা দিল খড়্গপুর আইআইটি-তেও, পড়ুয়া ও কর্মী-সহ ৩১ জন অতিমারির কবলে

নিজস্ব সংবাদদাতা

খড়্গপুর ০৩ জানুয়ারি ২০২২ ১৬:৫৫



করোনা আক্রান্ত খড়্গপুর আইআইটির ৩১ জন।
ফাইল চিত্র।

এ ার করোনা হানা দিল খড়্গপুর আইআইটি-তে। পড়ুয়া ং কর্মী-সহ মোট ৩১ জন করোনা আক্রান্ত ালে আইআইটি সূত্রে ার। তাঁরা ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসেই আলাদা করে রাখা হয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে পড়ুয়াদের রাখা হয়েছে আইআইটি ক্যাম্পাসের স্যার আশুতোষ মুখার্জি হলে। এর মধ্যে করোনা আক্রান্ত ছাত্ররা রয়েছেন প্রথম তলে। দ্বিতীয় তলে রাখা হয়েছে ছাত্রীদের। তাঁরা যে হলে থাকতেন, সেখান থেকেই তাঁদের ার সররাহ করা হচ্ছে ালে আইআইটি সূত্রে জানা গিয়েছে। আইআইটির রেজিস্ট্রার তমাল নাথ ালেন, ‘কর্মী ং পড়ুয়া নিয়ে মোট ৩১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের আলাদা রাখা হয়েছে। তে ভয়ের কিছু নেই। সকলেরই চিকিৎসা চলছে। কারও শরীরে উপসর্গ থাকলেই তাঁর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করানো হচ্ছে।’ আইআইটি সূত্রে জানা গিয়েছে, াছরের প্রথম দিনে যে রিপোর্ট এসেছিল তাতে প্রাথমিক াে দুই পড়ুয়া আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তার পর দিন যে রিপোর্ট এসেছে তাতে ২৯ জন করোনা আক্রান্তের াঁজ মিলেছে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ভূানচন্দ্র হাঁসদা ালেন, ‘আক্রান্তদের আইআইটি ক্যাম্পাসেই আলাদা করে রাখা হয়েছে।’ সম্প্রতি আইআইটি ক্যাম্পাসে ফিরেছেন পড়ুয়ারা। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে প্রায় দু’হাজার পড়ুয়া ফিরে আসেন। নিয়ম ানুযায়ী, তাঁদের আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখার পর হস্টেলে পাঠানো হয়।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/midnapore/31-students-and-staffs-of-kharagpur-iit-infected-with-corona-dgtld/cid/1321821>

106. Malda corona: জেলাশাসক, কর্তাদের করোনা, বন্ধ বইমেলাও

অভিজিৎ সাহা

মালদহ ০৪ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:৪০

সোমবার করোনা সংক্রমিত হলেন মালদহের জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ)। জেলায় ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩৮ জন। ফলে নতুন চুকে জেলায় ৭০ জন সংক্রমিত হয়েছেন। টিধি নিষেধের জেরে মালদহ চাইমেলা স্থগিত হলেও পুষ্প প্রদর্শনী খোলা থাকায় পুলিশ, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। অভিযোগ, রাস, দোকান-বাজারেও নজরদারি নেই। যদিও এ দিন সকাল থেকেই মাস্কহীনদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় পুলিশ।

চুর শেষেও মালদহে করোনার গ্রাফ ছিল নিম্নমুখী। স্বাস্থ্য দফতরের দাপি, জেলায় সংক্রমণ এক অঙ্কে নেমে গিয়েছিল। এখন ফের লাফিয়ে লাফিয়ে জেলায় সংক্রমণ চাড়েছে। উপসর্গ থাকায় রবার লালারসের নমুনা দেন সস্ত্রীক মালদহের জেলাশাসক রাজর্ষি মিত্র, অতিরিক্ত জেলাশাসক চৈভ চৌধুরী। তাঁদের উপসর্গ থাকলেও তাঁরা এখন গৃহ-নিভৃত্যে রয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই করোনার টিকার দুটি ডোজই নেওয়া আছে। চৈভ বলেন, “প্রশাসনিক ভাবে আমাদের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁদের সবারই পরীক্ষা করা হে।” জেলাতে সংক্রমণের হার চুদ্বির কারণ নিয়ে টিভিন উৎসে, অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদেরই দুষেছেন স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা। তাঁদের দাপি, শহর জুড়ে একাধিক উৎসে মাস্কহীনদের ভিড় উপচে পড়েছে। এ ছাড়া পর্যটন কেন্দ্র থেকেও চু মানুষ ঘুরে এসেছেন। তাতেই সংক্রমণ চাড়েতে শুরু করেছে জেলায়। মালদহ মেডিক্যালের অধ্যক্ষ পার্থ প্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, “জেলায় এখন সংক্রমণের হার ১৪.২ শতাংশ। সচেতন না হলে সংক্রমণ ঠেকানো যাে না। তে আমরা প্রস্তুত।” রাজ্যে টিধিনিষেধ জারি হতেই চু হয় গৌড়, পান্ডুয়া এং আদিনা ডিয়ার পার্ক। শহরে পুষ্প প্রদর্শনী খোলা থাকায় নজরদারি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এ দিন থেকে চাইমেলা শুরুর কথা থাকলেও আপাতত তা স্থগিত করা হয়েছে। চাই মেলার উদ্বোধনের জন্য জেলায় হাজির হন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, “চাইমেলা স্থগিতের পাশাপাশি রাজ্যের টিধি নিষেধের সিদ্ধান্তকে সাধুচাদ জানাচ্ছি। টিধি নিষেধগুলি মানা হচ্ছে কিনা তাও দেখতে হে। মানুষকেও সচেতন হতে হে। গঙ্গাসাগরের মেলায় ভিড় নিয়ে পূর্ণার্থীদেরও ভােতে হে।” পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি বলেন, “মাইকিং করে সচেতনতার পাশাপাশি মাস্ক টিলি হয়েছে। নিয়মভঙ্গকারী ১৯৫ জনকে ধরা হয়েছে।”

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/north-bengal/no-book-fair-at-malda-as-district-administration-and-his-officials-contracted-covid-19/cid/1321918>

107. Omicron detecting RTPCR Kit: এবার আরটিপিসিআর পরীক্ষাতেই

জানা যাবে ওমিক্রন আক্রান্ত কি না, রিপোর্ট ৪ ঘণ্টায়

Omicron Variant: আরটিপিসিআর পরীক্ষার মাধ্যমেই কোনও প্রাক্তি ওমিক্রনে আক্রান্ত কি না, তা জানা গেলে, অনেকটা কম সময়েই ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্টকে শনাক্ত করা যাবে।

- **TV9 BANGLA DIGITAL**
- Publish Date - 5:28 pm, Wed, 5 January 22 Edited By: Soumya Saha

ওমিক্রন শনাক্ত করা যাবে আরটিপিসিআর পরীক্ষাতেই

নয়া দিল্লি : ওমিক্রনের (Omicron Variant) ঝুঁকি লড়াইয়ে আরও এক ধাপ এগোল ভারত। এয়ার থেকে আরটিপিসিআর পরীক্ষাতেই (Omicron detecting RTPCR kit) ধরা পড়বে কোনও প্রাক্তি ওমিক্রনে আক্রান্ত কি না। ওমিক্রন শনাক্ত করার জন্য এই আরটিপিসিআর কিট যৌথভাবে তৈরি করেছে তৈরি করেছে টাটা এমডি (Tata MD) এবং আইসিএমআর (ICMR)। সেই টেস্ট কিটের প্রচারাভিযানে ইতিমধ্যেই সড়ক সংকেত দিয়েছে ডিসিজিআই (DCGI)। মুম্বাইর এমএনটিআই জানিয়েছেন আইসিএমআরের ডিরেক্টর জেনারেল চিকিৎসক বালরাম ভার্গব (Balaram Bhargav, DG, ICMR)।

ওমিক্রন আক্রান্ত কি না, জানা যাবে ৪ ঘণ্টার মধ্যে

এর্তমানে জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের মাধ্যমেই ওমিক্রন শনাক্ত করা যায়। আর এই প্রক্রিয়ায় বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়। তার উপর দেশে এর্তমানে জিনোম সিকোয়েন্সিং করার জন্য ল্যাবরেটরির সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম। এই পরিস্থিতিতে আরটিপিসিআর পরীক্ষার মাধ্যমেই কোনও প্রাক্তি ওমিক্রনে আক্রান্ত কি না, তা জানা গেলে, অনেকটা কম সময়েই ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্টকে শনাক্ত করা যাবে। টাটা মেডিকেল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিকস এবং আইসিএমআরের তৈরি এই আরটিপিসিআর টেস্ট কিটের মাধ্যমে মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যেই রিপোর্ট চলে আসবে।

এস-জিন টার্গেট ফেলিওর পদ্ধতিতে পরীক্ষা

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR) এবং টাটা মেডিকেল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিকসের তৈরি ওমিক্রন শনাক্তকরণের আরটিপিসিআর টেস্ট কিটে ইতিমধ্যেই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ওমিক্রন পরীক্ষার এই আরটিপিসিআর টেস্ট কিটের নাম

দেওয়া হয়েছে ওমিসুর। এই টেস্ট কিটের মাধ্যমে এস-জিন টার্গেট ফেলিওর (SGTF) কৌশল ব্যবহার করে রোগীদের মধ্যে ওমিক্রনের সংক্রমণ রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করা যায়।

এর্তমানে ভারতে ওমিক্রন শনাক্ত করার জন্য যে কিটটি ব্যবহার করা হয়, সেটি মার্কিন সংস্থা থার্মো ফিশার দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এই কিটটিতেও ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত করার জন্য এই একই পদ্ধতি অর্থাৎ, এস-জিন টার্গেট ফেলিওর কৌশল ব্যবহার করে।

ভারতে ওমিক্রনের বর্তমান পরিস্থিতি কেমন

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত সর্পশেষ টুলেটিন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে ২৪৩ জন ওমিক্রন আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। এই নিয়ে দেশে মোট ওমিক্রন রোগীর সংখ্যা ংড়ে দাঁড়িয়েছে ২১৩৫-এ। এর মধ্যে সর্পোচ্চ সংখ্যক আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে মহারাষ্ট্র থেকেই, সেখানে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৫৩। এরপরেই রয়েছে দিল্লির নাম, সেখানে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ৪৬৪।

<https://tv9bangla.com/india/omicron-detecting-rt-pcr-kit-has-been-developed-in-partnership-with-tata-md-and-icmr-and-it-has-been-approved-by-dcgi-489301.html>

108. Coronavirus symptoms: সংক্রমিত হওয়ার ঠিক কতদিন পর দেখা দেয়

ওমিক্রনের লক্ষণ?

যদি সর্দি-কাশির সমস্যা তিনদিনের ংশি থাকে তাহলে অশ্যই RT-PCR পরীক্ষা করান। আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসলে চটজলদি রিপোর্ট পেতে অ্যান্টিজেন টেস্ট করতে পারেন। কিন্তু তাতে সৎ সময় সঠিক রেজাল্ট আসে না

- **TV9 BANGLA DIGITAL**
- Updated On - 3:00 pm, Wed, 5 January 22 Edited By: Reshmi Pramanik

রোগ-লক্ষণ তিনদিনের ংশি থাকলে দ্রুত পরীক্ষা করান

ওমিক্রন-কোভিডের জোড়া ধাক্কায় সংক্রমণ ংড়েই চলেছে িশ্বজুড়ে। ডেল্টার তুলনায়. অনেক দ্রুত সংক্রমিত হচ্ছে ওমিক্রন সেকথা আগেই জানিয়েছিলেন িশেষজ্ঞরা।

পশ্চিমের দেশগুলিতে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা বেশি হলেও পিছিয়ে নেই ভারত। গত ২৪ ঘন্টায় শুধুমাত্র দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সের (AIIMS) -এর ১০০ জন স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়েছেন কোভিডে। দেশজুড়ে একদিনে কোভিড পজিটিভ কেসের সংখ্যা বেড়েছে ৫৬ শতাংশ। বেড়েছে টেস্টের সংখ্যাও। শুধু মহারাষ্ট্রে একদিনে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ৮৮। এছাড়াও দেশে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ২০০০ ছুঁই ছুঁই। ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর থেকে অস্ট্রেলিয়া-সার্বাই প্রতিনিয়ত প্রচুর সংখ্যায় বেড়েছে কোভিড কেস। ওমিক্রনের উপসর্গ ডেল্টার তুলনায় কম হলেও , যে ভাবে তা সংক্রমণ ছড়াচ্ছে তাতে শঙ্কিত চিকিৎসকেরা।

হতেই পারে ভাইরাস যে ভাবে মিউট্যান্ট করছে তাতে তা ডেল্টার থেকেও ভয়ানক হয়ে উঠল। কোভিডের দুটো টিকা নেওয়া, ডেল্টায় আক্রান্ত হওয়ার পরও কিন্তু মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন ওমিক্রনে। তবুও ওমিক্রন সংক্রান্ত জটিলতা এং টিকার কার্যকারিতা নিয়ে এখনই খোলসা করে কিছু বলতে চাইছেন না বিশেষজ্ঞরা। কারণ এ বিষয়ে বিশদে গবেষণার প্রয়োজন। তবে বর্তমান পরিস্থিতির চিকিৎসকদের মতামত, টিকা নেওয়া ছাড়া আপাতত দ্বিতীয় কোনও অপশন নেই। একমাত্র টিকাই কমাতে পারে সংক্রমণের ঝুঁকি।

ওমিক্রনে প্রচুর মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। এয়ারও কিন্তু উপসর্গহীন আক্রান্তের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। ওমিক্রনের প্রধান কয়েকটি উপসর্গ হল, হালকা জ্বর, ক্লান্তি, গায়ে ঘামাচির মত র্শাশ, শরীরে ব্যথা। গন্ধ এং স্বাদ পুরোপুরি চলে যাচ্ছে এরকমটা কিন্তু কারোর ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে কিংবা অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাচ্ছে দেখা যায়নি এমনটাও। তবে গলা ব্যথা, গলা জ্বালা এসবের সমস্যা কিন্তু রয়েছে। সাধারণ সর্দি-কাশির সঙ্গে ওমিক্রনের লক্ষণের প্রভূত মিল থাকায় সমস্যা আরও জটিল হচ্ছে। ওমিক্রন নিয়ে আরও বিশদ তথ্যের খোঁজে গবেষণা চালাচ্ছেন চিকিৎসকেরা।

সংক্রমণের ঠিক কতদিন পর ধরা পড়ে ওমিক্রন

কোভিড বিধি না মানলেই থেকে যাচ্ছে সংক্রমণের সম্ভাবনা। কোভিডে সংক্রমিত হলে সাধারণত পাঁচ-ছ'দিনের মধ্যেই প্রকাশ প্রায় যাত্রীয় রোগ লক্ষণ। কিছুক্ষেত্রে ১৪ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। তবে যিনি আক্রান্ত হয়েছেন- তিনি লক্ষণ প্রকাশের ২ দিন আগে থেকে সংক্রমিত হবার ১০ দিন পর্যন্ত জীবাণু ছড়াতে পারেন। ওমিক্রনের ক্ষেত্রেও সংক্রমণ হবার ৩ থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত যে কোনও সময়ে দেখা দিতে পারে লক্ষণ। কিন্তু ওমিক্রনের লক্ষণগুলি ডেল্টার মত অত দ্রুতও ধরা পড়ে না। সম্প্রতি দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এমনটাই।

আপনার যা করণীয়

যদি আপনি কোনও কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন তাহলে নিজেও আগে কোভিড পরীক্ষা করান। সেই সঙ্গে ১০ দিনের জন্য আইসোলেশনে রাখুন নিজেকে। যাতায়াত কোভিড ঝুঁকি মেনে চলুন। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে ওষুধ খান। আপনার থেকে যাতে অন্য কেউ সংক্রমিত না হন সেদিকে অশ্যই খেয়াল রাখুন। উপসর্গের পরিবর্তন হচ্ছে কিনা সেদিকেও কিন্তু নজর রাখা প্রয়োজন।

<https://tv9bangla.com/health/how-long-before-omicron-symptoms-appear-after-covid-exposure-which-you-need-to-know-489178.html>

109. Omicron Variant: ওমিক্রনে রেহাই পাচ্ছে ফুসফুস! কী প্রমাণ এল বিশ্ব

স্বাস্থ্য সংস্থার হাতে?

Omicron Variant: ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে কয়েক লক্ষ মানুষ ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন। তবুও ওমিক্রন যে মানুষকে খুব বেশি অসুস্থ করছে না, তার প্রমাণ রয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে।

- **TV9 BANGLA DIGITAL**
- Updated On - 11:53 am, Wed, 5 January 22 Edited By: tannistha bhandari

স্টকহোম: বিশ্ব জুড়ে এখন আতঙ্কের একটাই নাম, ওমিক্রন। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন করোনার এই অতি সংক্রামক ভ্যারিয়েন্টে। দারিদ্র্য সতর্ক হওয়ার দাবী দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। স্বাস্থ্য ব্যয় যত বেশি তত বেশি প্রভাব পড়তে পারে, এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন অনেকেই। তবুও এরই মধ্যে আশার কথা শোনাও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ওমিক্রনের আঘাত যে খুব একটা ভয়ঙ্কর নয়, সেই প্রমাণ এল হু-এর হাতে। নতুন ভ্যারিয়েন্টকে চিনে নিতে প্রতিনিয়ত গবেষণা চলছে বিশ্ব জুড়ে। ওমিক্রনের প্রভাব কতটা ক্ষতিকর হতে পারে, তা নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও প্রতিনিয়ত সেই সব তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে। আর এদিক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হাতে এল এমন একাধিক তথ্য যা থেকে স্পষ্ট যে, ওমিক্রনের প্রভাব তেমন ভয়ঙ্কর নয়।

ফুসফুসে আক্রমণ নয়

হু জানাচ্ছে, ওমিক্রন সাধারণত শ্বাসনালীর ওপরের দিকের অংশে প্রভাব ফেলে। অন্যান্য ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় উপসর্গ অনেকটাই মৃদু। মৃত্যুর হারও অনেক কম এলেই

মনে করা হচ্ছে। হু- এর এক কঠা আদি মাহমুদ জানিয়েছেন, তথ্য ও প্রমাণ দেখে ঠোকা যাচ্ছে, ওমিক্রন অন্যান্য ভ্যারিয়েন্টের মতো ফুসফুসের ক্ষতি করে না। এটি কেবলমাত্র শ্বাসনালীর ওপরের দিকের অংশে আক্রমণ করে। ফলে, নিউমোনিয়া হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে অনেক কম। তিনি বলেন, ‘এটা সত্যিই একটা ভালো খবর, তে আরও অনেক বেশি প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে।’

তবে ওমিক্রনকে অবহেলা নয়

তে উপসর্গ মৃদু বলে উপেক্ষা করা উচিত নয় ওমিক্রনকে। কারণ, আরও শক্তিশালী ভ্যারিয়েন্টের উৎপত্তির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ইউরোপে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সিনিয়র এমার্জেন্সি অফিসার ক্যাথেরিন স্মলউড সেই সম্ভাবনা নিয়েই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “যত ওমিক্রন সংক্রমণ ছড়াচ্ছে, ততই এর সংক্রমণ ক্ষমতা ঝড়ে। যত পরিবর্তন আসে, ততই নতুন ভ্যারিয়েন্ট তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও ঝড়ে। ওমিক্রনও ভয়ঙ্কর, প্রাণঘাতী...হয়তো ডেল্টার তুলনায় এর ক্ষমতা একটু কম, তে কে বলে পারে যে পরবর্তী ভ্যারিয়েন্ট কতটা শক্তিশালী হবে।”

তিনি জানান, প্রাপ্তি নিরিখে ওমিক্রন সংক্রমণে গুরুতর অসুস্থ হওয়া া হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকলেও, অতিরিক্ত সংক্রমণের কারণে ডেল্টা া অন্যান্য ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় অনেক বেশি প্রিডজনক হয়ে উঠতে পারে ওমিক্রন।

অভিযোজনের ফলেই হারাচ্ছে ক্ষমতা

গত ২৪ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের খোঁজ মিলেছিল। সেই সময় জানা গিয়েছিল যে, করোনার এই নতুন ভ্যারিয়েন্ট কমপক্ষে ৩০ থেকে ৫০ ার অভিযোজিত হয়েছে। গবেষকরা আরও অভিযোজনের আশঙ্কা প্রকাশ করলেও, প্রিগত কয়েক সপ্তাহের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সংক্রমণের প্রিপুল প্রিস্তার ও অভিযোজনের ফলে ভাইরাস গুরুতর অসুস্থতা সৃষ্টি করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

<https://tv9bangla.com/world/who-finds-many-proof-that-omicron-variant-has-milder-symptoms-489069.html>

110. ওমিক্রনকে অবহেলা করলেই সর্বনাশ! আসতে পারে আরও ভয়ংকর স্ট্রেন, সতর্ক করল WHO

Published by: Biswadip Dey | Posted: January 5, 2022 10:38 am | Updated: January 5, 2022 10:38 am

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: অতি সংক্রামক ওমিক্রন (Omicron) স্ট্রেন ততটা ভয়ংকর নয়। এর প্রভাবে মৃত্যু কিংবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা কম ঘটছে। কিন্তু তদুপ নিশ্চিত থাকার জো নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO মনে করছে যে ভাে সংক্রমণ ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছে ওমিক্রন, তার ফলে ফের কোনও করোনা (Coronavirus) স্ট্রেনের দেখা মিলতেই পারে যা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠে।

আশঙ্কা সত্যি করে গোটা বিশ্বেই কার্যত দাোনলের মতো ছড়াতে শুরু করেছে করোনা সংক্রমণের নতুন ঢেউ। মূলত ওমিক্রন স্ট্রেনটির দাপটেই তথৈচ পরিস্থিতি। মাত্র ৪ দিনে দৈনিক সংক্রমণ ৬ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষে পৌঁছেছে আমেরিকায়। একদিনে এতজনের আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যা রেকর্ড। কেবল আমেরিকা নয়, ইউরোপের দেশগুলিতেও হু হু করে ছড়াচ্ছে সংক্রমণ। দেখতে দেখতে ২ বছর হয়ে গিয়েছে কোভিড-১৯ ভাইরাসের দাপটের। কিন্তু এর আগে এত অল্প সময়ে এভাবে সংক্রমিত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি।

কেবল ইউরোপ-আমেরিকা নয়, ওমিক্রনের ছায়া দীর্ঘ হয়েছে ভারতেও। মঙ্গলবারের পর ঊধারও লাফিয়ে ংড়েছে দেশের করোনা সংক্রমণ। গতকালের পরিসংখ্যানে যেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজারের কিছু ংশি, আজ তা পেরিয়ে গিয়েছে ৫৮ হাজারের গতি। অর্থাৎ মাত্র ২৪ ঘণ্টায় দেড়গুণেরও (৫৫%) ংশি ংড়েছে সংক্রমণ।

এদিকে ইতিমধ্যেই ফ্রান্সে সন্ধান মিলেছে নতুন এক করোনা স্ট্রেনের। সেটির নাম ইহু (IHU)। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এটি ৪৬ ংর মিউটেশনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, যা ওমিক্রনের থেকেও ংশি। ফলে টিকার সুরক্ষা ংলয় পেরিয়ে সংক্রমিত করার ক্ষমতা এর আরও ংশি। ইহু তথা B.1.640.2 স্ট্রেনটিতে ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন ফ্রান্সের ১২ জন নাগরিক। তাঁরা সকলেই আফ্রিকার দেশ ক্যামেরুনে ংড়াতে গিয়েছিলেন ংলে জানা গিয়েছে।

তবে এই মুহূর্তে ফ্রান্সের ৬০ শতাংশ করোনা সংক্রমণের জন্য দায়ী ওমিক্রন। তাই একে অতিক্রম করে ইহর পক্ষে রাতারাতি ঝড় আশঙ্কা তৈরি করা সম্ভব নয়, এলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে অচিরেই অন্য ভয়ংকর স্ট্রেনের আবির্ভাবের ঝুঁকি নিয়েই উদ্বিগ্ন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সিনিয়র এমার্জেন্সি অফিসার ক্যাথেরিন স্মলউড।

<https://www.sangbadpratidin.in/world/who-warns-omicron-cases-could-lead-to-more-dangerous-variants/>

111. করোনা আক্রান্তদের আইসোলেশনের মেয়াদ কমাল স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি: এয়ার আর ১৪ দিন নয়! আইসোলেশনের মেয়াদ কমাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। আজ, মুম্বাইর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক করোনা সংক্রান্ত নতুন একটি গাইডলাইন প্রকাশ করে। এই গাইডলাইন অনুযায়ী, করোনা আক্রান্তকে রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর অন্তত সাতদিন আইসোলেশনে থাকতেই হবে। মৃদু উপসর্গ থাকলেও আইসোলেশনের মেয়াদ ৭ দিন কাটিয়ে প্রকাশ্যে আসতে হবে। তবে আক্রান্ত ব্যক্তির পরপর তিনদিন যদি জ্বর না আসে, তাহলে আইসোলেশন থেকে মুক্তি পেতে পারেন এলেও উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। পাশাপাশি করোনা আক্রান্তের শ্বাসকষ্ট থাকা চলবে না এবং শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা থাকতে হবে ৯৩ শতাংশের বেশি। এতদিন করোনা পরীক্ষা হওয়ার পর থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত আইসোলেশনে থাকতে হত। এয়ার সেই মেয়াদ কমানো হল। স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, বিশ্বের একাধিক দেশেই সম্প্রতি আইসোলেশনের মেয়াদ কমানো হয়েছে। বিশেষত, ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে যেহেতু আক্রান্তদের মধ্যে খুব ভয়ঙ্কর উপসর্গ দেখা যাচ্ছে না, তাই এই আইসোলেশনের মেয়াদ কমানোর কথা এলেছেন বিশেষজ্ঞরা। এলা হয়েছে, করোনা পরীক্ষা হওয়ার দিন থেকে শুরু করে অন্তত ৭ দিনের আইসোলেশনে থাকতে হবে আক্রান্তকে। যদি শেষ তিনদিন কোনও জ্বর না আসে, সে ক্ষেত্রে ৭ দিনেই আইসোলেশন শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ শেষ তিনদিনে জ্বর এলে আইসোলেশন জারি থাকবে। সেই সঙ্গে এও এলা হয়েছে, আইসোলেশন শেষ হওয়ার পর করোনা পরীক্ষা করার আর কোনও প্রয়োজন নেই। পাশাপাশি এলা হয়েছে, করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে এলেও, হোম আইসোলেশনে থাকতে হবে। মাস্ক পরে থাকতে হবে, নিজের স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখতে হবে। তবে উপসর্গ না দেখা দিলে করোনা পরীক্ষা করার কোনও প্রয়োজন নেই এলে জানানো হয়েছে গাইডলাইনে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, দেশের ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি ৫ থেকে ৭ দিনের মধ্যে ভাইরাস থেকে মুক্তি পাচ্ছেন। ফুসফুসে সংক্রমণও তেমন হচ্ছে না। তাই ৭ দিন পর বাইরে বেরনো যেতেই পারে।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=14&id=341177>

112. সংক্রমণ বাড়লেও মহামারী শেষের ইঙ্গিতই দিচ্ছে তথ্য বলছেন বিজ্ঞানীরা

ওয়াশিংটন: ওমিক্রনের জেরে বিশ্বজোড়া সংক্রমণ লাগামছাড়া হলেও দেশ কিছু গণেশা আশার আলো দেখাচ্ছে। আক্রান্তদের মধ্যে গুরুতর রোগীর সংখ্যা যেমন নেই, তেমনই হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যাও হাতে গোনা। অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী মহামারীর ইতি, শুরু মহামারী।

গত নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম করোনার স্ট্রাইন ওমিক্রনের হদিশ মেলে। তখনই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এই ভ্যারিয়েন্টকে ‘উদ্বেগজনক’ ও ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ আখ্যা দিয়ে সতর্ক করেছিল। সেইমতো বিশ্বজুড়ে কোভিড সংক্রমণ হু হু করে াড়তে শুরু করেছে। কিন্তু দু’সপ্তাহের যে তথ্য এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, আগের স্ট্রাইনগুলির থেকে এই ভ্যারিয়েন্ট কম প্রাণঘাতী। সেজন্য ভ্যাকসিন ও অতীতে সংক্রমণের জেরে শরীরে গড়ে ওঠা প্রতিরোধক্ষমতা এং ভাইরাসের ধারাবাহিক মিউটেশনকে দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এার জানা গেল, ওমিক্রনের জেরে দক্ষিণ আফ্রিকায় করোনার চতুর্থ ঢেউ শুরু হলেও হাসপাতালে ভর্তি আগের তুলনায় ৭৩ শতাংশ কম। এ প্রসঙ্গে সান ফ্রান্সিসকোর ইউনিভার্সিটি অ ক্যালিফোর্নিয়ার ইমিউনোলজিস্ট মণিকা গান্ধী বলেন, ংর্তমানে আমরা একোরে ভিন্ন পরিস্থিতিতে রয়েছি। ভাইরাস আমাদের সঙ্গে থেকেই যাে। কিন্তু আমার আশা, এই ভ্যারিয়েন্ট আমাদের শরীরে এতটাই প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে তুলে যে মহামারী িদায় নেে। এছাড়া, সাম্প্রতিক অতীতের পাঁচটি সমীক্ষায় উঠে এসেছে, ওমিক্রন আগের স্ট্রাইনগুলির মতো ফুসফুসের ক্ষতি করতে পারছে না। জাপান ও আমেরিকার একদল িজ্ঞানী ইঁদুর ও হ্যামস্টারের উপর পরীক্ষা চালান। সেখানে দেখা যায়, অতীতের ভ্যারিয়েন্টগুলি যেভাবে শ্বাসযন্ত্রের ক্ষতি করছিল, ওমিক্রন সেভাবে ক্ষতি করছে না া আক্রান্তকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে না। এলজিয়ামের একটি গণেশাতেও একই তথ্য উঠে এসেছে। হংকংয়ের এক গণেশকদল দাি করেন, অন্যান্য রূপগুলির তুলনায় ওমিক্রন ফুসফুসে খু ধীরে ধীরে ছড়াচ্ছে

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=15&id=341096>

113. সামশেরগঞ্জে শীতেও ভাঙছে গঙ্গা, বেঘর কয়েকটি পরিবার

সংাদদাতা, জঙ্গিপুর: শীতেও ভাঙন অ্যাহত। মঙ্গলার িকেলে সামশেরগঞ্জের নিমতিতা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুরে ভাঙনের আতঙ্ক ছড়ায়। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশ কয়েকটি পাকা াড়ি তলিয়ে যায় এলাকাাসীর দাি। একদিকে শীতের কামড় অন্য দিকে গঙ্গার করাল গ্রাসে জেরার সামশেরগঞ্জের াসিন্দারা। াড়িঘর হারিয়ে এলাকার দেশ কয়েকটি পরিার কার্যত অসহায় জী়ন যাপন করছে। এদিকে আজও গঙ্গা ভাঙন রোধের কাজ শুরু না হওয়ায় ক্ষোভ জানান ভুক্তভোগীরা। তাঁদের দাি, অিলম্বে গঙ্গা ভাঙন রোধের া্যস্থা করুক সরকার। নইলে একদিন গোটা সামশেরগঞ্জ

মানচিত্র থেকে মুছে যাও। ঠিগত ঞছর দু'য়েক থেকে ঞর্ষার শুরুতে ভাঙন দেখা দেয়। কিন্তু, ঞার শীতের মরশুমেও ভাঙনের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে আতঙ্কিত গ্রামােসী। তাঁরা জিনিসপত্র সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যান। ঞিষয়ে সামশেরগঞ্জের ঠিডিও কৃষ্ণচন্দ্র মুন্ডা ঞলেন, ঞলাকায় ঞকটি টিম রয়েছে, তাঁরা পরিস্থিতির ঁপর নজর রাখছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঞলাকােসীকে সতর্ক করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, গত সোমার দুপুরে ভাঙন অধ্যুষিত নিমতিতা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুরে আচমকা ভাঙন শুরু হয়। ভাঙনে প্রায় চারটি পাকা ঞাড়ি সম্পূর্ণ গঙ্গায় তলিয়ে যায়। আরও ঞেশ কয়েকটি পাকা ঞাড়ি কিনারে ঝুলছে। ফলে, আতঙ্কে রয়েছেন ঞলাকার কয়েক হাজার মানুষ। কনকনে শীতে ভাঙনের আতঙ্ক ঞলাকােসীকে জেরার করে তুলেছে।ভাঙনের রেশ চলে মঙ্গলার পর্যন্ত। ঞদিন ঠিকলে আরও ঞকটি পাকা ঞাড়ি তলিয়ে যায় ঞলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। আর মাত্র কয়েক মিটার দূরত্বে রয়েছে ঞলাকায় জল সরারাহের জন্য ঞকটি জলের ট্যাঙ্ক। জলের ট্যাঙ্কটিও ঞচিরেই তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। ঞর্ষায় ঞ্যাপক ভাঙন দেখা দিলেও, শীতের মরশুমে ঞ্যাপক ভাঙন আগে দেখেননি ঞলাকােসী ঞলে জানিয়েছে। কয়েকদিন আগেই পার্শ্বাী ধানঘরায় ঞকটি ঞড় লক্ষ্মীমন্দির সহ কয়েক মিটার জমি ও ঞেশ কয়েকটি ঞড় গাছ তলিয়ে যায়। দুর্গাপুরের ঞসিন্দা হোসেন শেখ, ঞপি শেখ ও রোজন দেওয়ারা ঞলেন, ঞত প্রচণ্ড ঠান্ডায় ঞাচ্চাকাচ্চা নিয়ে কেথায় যা। সরকারের কাছে আমাদের আেদন, শীঘ্র গঙ্গা ভাঙন রোধের ঞ্যাস্থা করুন।প্রসঙ্গত, নতুন ঞছরের শুরুতেই ঞলাকার ৪৩৫টি পরিারকে আর্থিক সাহায্য তুলে দেয় প্রশাসন। ঞছাড়া, গত ঞছরের ১৪০টি পরিারকে পূর্নাসন ও আর্থিক সাহায্য দেয় সরকার। ঞছাড়া, গঙ্গা ভাঙন রোধে প্রায় ২৭ কোটি টাকা ঞরাদ করা হয়। ভাঙন রোধের কাজ শীঘ্রই শুরু হে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=17&id=340986>

114.



<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/39893/61d31636cee0b>

115.



<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/39889/61d31627e2a42>

116. সংক্রমণের মাঝেই স্বস্তি, মাত্র ৩৫ টাকাতেই করোনার ওষুধ মিলবে বাজারে

- By [Sekhar Dubey](#)
- | Published: January 4 2022, 11:35 [IST]

কোভিশিন্ড, কোভ্যাক্সিন আণ্ডিষ্কার হওয়ার পরই িদ্যুৎ গতিতে গণটিকাকরণের পথে হেঁটেছে ভারত। িশেষজ্ঞরা ালেছিলেন, কোভিড রুখতে স্বাস্থ্যিধি পালনের পাশাপাশি গণটিকাকরণই প্রকৃত দাওয়াই। ঁকে াছর ধরে সেই প্রক্রিয়া চলছে দেশজুড়ে। তে ঁ এখনও সাধারণ মানুষের নাগালের াইরে টিকা। ঁমতাস্থায় কোভিড নিরাময়কারী ওষুধ আনার কথা ালল ম্যানকাইন্ড ফার্মা।



আগামী সপ্তাহেই বাজারে মিলবে ওষুধ?

দেশের অন্যতম ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা ম্যানকাইন্ড ফার্মাসিউটিক্যালস। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই সচেষ্টে সস্তা ক্যাপসুল আনার ঘোষণা করল তারা। মলনুপিরাভির নামক ক্যাপসুলটির দাম হে প্রতি পিস মাত্র ৩৫ টাকা। সংস্থার চেয়ারম্যান আরসি জুনেজা ালেন, মলুলাইফ চিকিৎসায় সচমিলিয়ে খরচ হে ১৪০০ টাকা। আগামী সপ্তাহ থেকেই াজারে িক্রি হে ঁই ওষুধটি। মলনুপিরাভির ক্যাপসুলের ডোজও ঁকোরে জলৎ তরলং। মলনুপিরাভির ৮০০ ঁমজি ক্যাপসুলটি পাঁচদিন ধরে দু'ার করে নিতে হে। ঁকজন রোগী ২০০ঁমজি মেডিকেশনের ক্যাপসুল নিলে তাকে গ্রহণ করতে হে মোট ৪০টি ট্যাপলেট। টরেনড, সিপলা, সান ফার্মা, ডাঃ রেডিডস, ন্যাটকো, ম্যালান, হেটেরোর মতো ১৩ টি ভারতীয় ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা ঁই ওরাল পিল প্রস্তুত করে।



মিলেছে সরকারি ছাড়পত্র!

ইতিমধ্যেই সরকারের কাছে ছাড়পত্রও পেয়েছে ওষুধটি। যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্করা কোভিড আক্রান্ত এবং দ্রুত গতিতে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ছে দেহে। তাদের এই ওষুধ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এমএসডি এবং রিডজেডিয়াক প্রায়োথেরাপিউটিক্স এই ওষুধটি প্রস্তুত করেছে। ইতিমধ্যেই ইউকে মেডিসিন অ্যান্ড হেলথকেয়ার রেগুলেটরি এজেন্সি অ্যান্ড ইউএস ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই ক্যাপসুলটির ছাড়পত্র দিয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সিপলা, সান ফার্মার মতো সংস্থাগুলিও ক্যাপসুল আনবে মার্জারে।



সিপলা, রেডিও পিচ্ছিয়ে নেই!

সিপলা, সান ফার্মা, এবং ডঃ রেডিস ল্যাবরেটরিও আগামী সপ্তাহগুলিতে মলনুপিরিভির ক্যাপসুল মার্জারে আনছে। ম্যানকাইন্ড ছাড়া অন্য কোম্পানিগুলির ওষুধের সম্পূর্ণ কোর্সের জন্য সাধারণ মানুষকে দুই থেকে তিন হাজার টাকার মধ্যে খরচ করতে হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বেশিরভাগ কোম্পানিই মার্ক শার্প ডোহমে (এমএসডি) এর সঙ্গে ভারতে এবং ১০০ টিরও বেশি নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলিতে মলনুপিরিভির তৈরি ও সরবরাহ করার জন্য একটি স্বৈচ্ছাসেপী লাইসেন্সিং চুক্তি করেছে।

দেশের অন্যতম ঐচ্ছিক ওষুধ প্রস্তুত কারক সংস্থা সিপলা, সিপমলনু নামে মলনুপিরিভির মার্জারজাত করবে বলে সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে। সিপমলনু ২০০ ক্যাপসুল অদূর ভবিষ্যতে সারা দেশে সমস্ত ফার্মেসি এবং কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে পাওয়া যাবে বলেও জানানো হয়েছে। অন্যদিকে ডঃ রেডিস বলেছেন যে এটি শীঘ্রই মলফলু ব্র্যান্ড নামে দেশে মলনুপিরিভির ২০০ ক্যাপসুল চালু করবে।

<https://bengali.oneindia.com/news/india/corona-s-medicine-will-be-available-at-35-rupees-says-mankind-pharma/articlecontent-pf290956-152095.html>

117. সংক্রমিত হলে শুধুই প্যারাসিটামল আর গার্গল! ওমিক্রন আবহে চিকিৎসকদের কী বার্তা

Omicron Cases in Bengal: আশঙ্কা সত্যি করে দেশে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ চলছে।

Written By [IE Bangla Web Desk](#)

Updated: January 4, 2022 4:48:38 pm



Omicron Cases in Bengal: আশঙ্কা সত্যি করে দেশে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ চলছে। মঙ্গলবার রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে এই দাবি করেন চিকিৎসক দীপেন্দ্র সরকার। তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খ্যাতনামা চিকিৎসক অভিজিত চৌধুরী এং কুণাল সরকার। চিকিৎসক সরকার বলেন, ‘চীনা পরামর্শে কোনো ওষুধ খাওন না। করোনা আক্রান্ত হলে একমাত্র চিকিৎসা প্যারাসিটামল, গার্গল। এই মুহূর্তে প্রতিদিন প্রায় ৫০ জন চিকিৎসক আক্রান্ত হচ্ছেন। মাস্কই একমাত্র ভরসা।’

চিকিৎসক দীপেন্দ্র সরকারের পরামর্শ, ‘তৃতীয় ঢেউ ভাঙছে ভ্যাকসিনের ঝরমকে। প্রথম ঢেউয়ে যারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁরাও এয়ার আক্রান্ত হয়েছেন। অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতাকেও নষ্ট করছে ওমিক্রন। তাই একবার করোনা আক্রান্ত হয়েছি, ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ নিয়েছি। এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাস্ক ছাড়া ঘোরা যাবে না।’

তিনি জানান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইউরোপের দেশগুলোতে সংক্রমণ ব্যাপক পাড়তে (প্রায় ১০০%) ১০-১২ দিন সময় নিয়েছে। এখানেও সেই পরিস্থিতি হতে। ঠিকঠাক নমুনা পরীক্ষা হলে সাড়ে ৩ লক্ষ প্রতিদিন আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। ধরে নিই ওমিক্রন দুর্বল

প্রজাতি। কিন্তু তাতেও সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ডেল্টা প্রজাতির জন্য ককটেল থেরাপি কার্যকর। কিন্তু ওমিক্রনে এই থেরাপি সাড়া দেয়নি।

এদিকে, বিশ্বজুড়ে দাপট দেখাচ্ছে করোনার নয়া স্ট্রেন ওমিক্রন। ভারতেও দ্রুত গতিতে ছড়িয়েছে সংক্রমণ। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে ভারতে ইতিমধ্যেই করোনা তৃতীয় ঢেউ উঠতে শুরু করেছে। তেঁ আগের দুটি ঢেউ থেকে একে পারেই আলাদা নতুন এই ঢেউ। তা এককথায় মেনে নিচ্ছে চিকিৎসক থেকে আক্রান্ত সকলেই। একনজরে দেখে নেওয়া যাক প্রথম দুটি ঢেউ থেকে কতটা আলাদা করোনার এই নয়া স্ট্রেন।

করোনার প্রথম ঢেউয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বাদ এং গন্ধ থাকত না। অন্তত প্রথম সাত দিন তো একেপারে নয়। শুনকো কাশি থাকত। তেঁ ঠান্ডা লাগা দীর্ঘস্থায়ী হত না। আক্রান্ত ব্যক্তির মুখে সিটি স্ক্যানের পর কোভিড জেলির উপস্থিতি পাওয়া যেত। শরীরের তাপমাত্রা বেশ উঁচুর দিকেই থাকত। আক্রান্ত ব্যক্তির দুর্বলতা থাকত মারাত্মক। যাঁদের কো-মর্বিডিটি ছিল তাঁদের সচেয়ে বেশি শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা দিত। করোনা আক্রান্তদের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যাটা ছিল ১০ শতাংশ। প্রাণহানির সংখ্যাও ছিল চোখে পড়ার মতোন।

অন্যদিকে ওমিক্রন ভাইরাসের হানায় সংক্রমণ দ্রুত গতিতে ছড়ালেও, স্বাদ অথবা গন্ধ চলে যাওয়ার মত উপসর্গ একেপারেই থাকছে না। গায়ের তাপমাত্রা খুঁ বেশি াড়ছে না। আক্রান্ত ব্যক্তির মুখে কোনও কোভিড জেলির উপস্থিতি পাওয়া যাচ্ছে না। ওমিক্রন আক্রান্তদের কিছু জনের মধ্যে ামি ামি ভাঁ, হালকা জ্বর, গলা ব্যথা এং মাথার

যন্ত্রণার মতো উপসর্গও দেখা গিয়েছে। তুলনামূলক-ভাৱে হাসপাতালে ভৰ্তিৰ প্ৰৱণতাও অনেক কম।

<https://bengali.indianexpress.com/kolkata-news/no-medicine-without-consultation-says-doctors-forum-amid-omicron-fear-kolkata/>

118. ৰাজ্যে কৰোনাৰ বাড়াবঢ়ন্ত, কলকাতা বইমেলাৰ ভবিষ্যৎ নিয়ে উঠছে প্ৰশ্ন

কৰোনাকালে কী হওে এওৱেৰ কলকাতা ঐইমেলাৰ, তা নিয়েই পেড়েছে চিন্তা

Written By **IE Bangla Web Desk**

Updated: January 4, 2022 11:43:07 am

এই ভিড় নিয়েই চিন্তা, কী কৰে হওে এওৱেৰ ঐইমেলা। ইতিমধ্যেই ৰাজ্যে জাৰি রয়েছে প্ৰিধিনিষেধ

কৰোনাৰ ঠাড়াবঢ়ন্তে ৰাজ্যে জাৰি হয়েছে নয়া প্ৰিধিনিষেধ। এই পৰিস্থিতিৰ মধ্যে কী কৰে আয়োজিত হওে এওছৰ কলকাতা ঐইমেলা, এই প্ৰশ্নেই কপালে চিন্তাৰ ভাঁজ পড়েছে ঐইমেলাৰ আয়োজক পাওলিশাৰ্স অ্যান্ড মুকসেলাৰ্স গিন্ডেৰ। গত ওছৰ ঘোষণা অনুসারে এই ওছৰ, ৩১ জানুয়াৰি থেকে শুৰু হওে ৪৫তম আন্তৰ্জাতিক কলকাতা ঐইমেলা। সেন্দ্ৰাল পাৰ্ক মেলা প্ৰাঙ্গণে তা চলওে ১৩ ফেব্ৰুয়াৰি পৰ্যন্ত। কিন্তু কৰোনাৰ ঠাড়াবঢ়ন্তে এওৱাৰ কী শেষপৰ্যন্ত হওে ঐই মেলা? এৰ উত্তৰ এখনই স্পষ্ট হয়।

তওে হাল ছাড়তে নারাজ উদ্যোক্তাৰা। জোৰ কদমে চলছে প্ৰস্তুতি। কিন্তু প্ৰশ্ন হল, যেখানে প্ৰিয়েওাড়িতে ৫০ জন, মৃত দেহ সৎকাৰে সৰ্বোচ্চ ২০ জনেৰ অনুমতি মিলেছে সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে কী ভাওে হওে ঐইমেলা! এই নিয়েই দেখা দিয়েছে চিন্তাৰ সংশয়। পাওলিশাৰ্স ও মুকসেলাৰ্স গিন্ডেৰ সভাপতি ত্ৰিদিও চট্টোপাধ্যায় অংশ

এইমেলা নিয়ে কোনও অনিশ্চয়তাকে আমল দিতে চাইছেন না। যেহেতু, রাজ্যে কড়া
ত্রিধিনিষেধ ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত জারি রয়েছে, তাই এখনই আশা ছাড়তে রাজি নন
তিনি। এদিন তিনি জানিয়েছেন, ‘রাজ্যে ত্রিধিনিষেধ জারি রয়েছে, তাই আমরা
আশাবাদী’।

এইমেলার দিন ঘোষণার পর থেকেই প্রস্তুতির কাজ শুরু করে দিয়েছিল গিল্ড।
কোভিডত্রিধি ও সামাজিক দূরত্ব মেনে এইমেলা আয়োজনের দিকে নজর ছিল প্রথম
থেকেই। সে কারণেই কমানো হয়েছে স্টলের মাপ। প্রতিটি স্টলের আয়তন ৩০-৩৫
শতাংশ কমিয়ে মেলাপ্রাঙ্গণে ফাঁকা জায়গা পাড়ানো হয়েছে। সেই সঙ্গে সকল প্রকার
কোভিড প্রটোকল মেনেই এইমেলা আয়োজনের চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। এছাড়া
৬০০টির বেশি এইয়ের স্টল ও ২০০টির বেশি লিটল ম্যাগাজিনের স্টল হচ্ছে
আন্তর্জাতিক কলকাতা এইমেলায়। মেলাপ্রাঙ্গণে সেগুলির তৈরির কাজ ১৫ জানুয়ারির
পরই শুরু হবে। এখন রাজ্যের করোনা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে, কলকাতা
এইমেলার ভবিষ্যৎ।

<https://bengali.indianexpress.com/kolkata-news/kolkata-book-fair-may-put-off-due-to-covid-third-wave/>

119. WB Govt. Update : করোনা আক্রান্ত গরিবদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা
নবান্নের, বাড়ি বাড়ি খাবার পৌঁছে দেবে পুলিশ

<http://dhunt.in/gowj3?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

120. Covid 19 in Kolkata: ন্যাশনাল মেডিক্যাল করোনা আক্রান্ত ৮০,
হস্টেল খালি করার নির্দেশ কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ০৪ জানুয়ারি ২০২২ ১৮:১৭

রাজ্যে ঝেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এর মধ্যে কলকাতায় সংক্রমণের হার
সপ্ত থেকে বেশি। কোভিড-১৯ আক্রান্তের তালিকায় রয়েছেন শহরের অন্তত এক ডজন
সরকারি-সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা। এই
পরিস্থিতিতে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার হস্টেল খালি
করার নির্দেশ দিয়েছেন। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এ পর্যন্ত চিকিৎসক,
নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী মিলিয়ে মোট ৮০ জন করোনাভাইরাস সংক্রমিত হয়েছেন। আক্রান্ত
কয়েক জন ছাত্র এবং হাউস স্টাফ হস্টেলেই নিভৃতভাবে রয়েছেন বলে হাসপাতাল
সূত্রের খবর। হস্টেলে থাকা সকলেরই আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করানো হচ্ছে।
হাসপাতাল সূত্রের খবর, যাঁদের করোনাভাইরাস সংক্রমণ ধরা পড়বে তাঁদের হস্টেলেই
নিভৃতভাবে থাকতে বলা হবে। অন্যদের বাড়ি ফিরে যেতে বলা হবে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার
এসএসকেএম হাসপাতালে অন্তত ২০ জন কর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এমআর
বাগুর হাসপাতালেও আক্রান্তের সংখ্যা অন্তত ১৪। তার মধ্যে ১১ জনই নার্স। দু'জন
চিকিৎসক।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/coronavirus-in-west-bengal-80-doctors-nurses-and-medical-staffs-are-corona-positive-in-cuttack-national-medical-college-hospital-dgtl/cid/1321996>

121. Public Meeting: ভোটে জনসভা বন্ধ করার ভাবনা নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি ০৫ জানুয়ারি ২০২২ ০৬:৩৫



প্রতীকী ছবি।

করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের মধ্যে পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন কী ভাবে সুষ্ঠু ভাবে করা সম্ভব, তা নিয়ে আলোচনা করতে আজ ঐক্যে এসেছিলেন নির্বাচন কমিশনের কর্তারা। ঐক্যে 'সুপার স্প্রেডার' হিসেবে পরিচিত রাজনৈতিক জনসভা বন্ধ রাখার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। কথা হয়েছে ভোট পিছিয়ে দেওয়া নিয়েও। যদিও এ নিয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি কমিশন।

ওমিক্রন প্রজাতির কারণে দেশে আছড়ে পড়েছে করোনা সংক্রমণের তৃতীয় ঢেউ। এই গতিতে সংক্রমণ এজায় থাকলে আগামী এক-দেড় মাসে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে চলেছে বলে এখন থেকেই হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। ঘটনাচক্রে ওই সময়েই পাঁচ রাজ্যে ভোট হওয়ার কথা। যা সংক্রমণে আরও ইন্ধন জোগাবে বলেই মত সকলের। পাঁচ রাজ্যে ভোটের পরে দেশে করোনা সংক্রমণের চিত্র যদি আরও খারাপ দিকে মোড় নেয়, সে ক্ষেত্রে যাতায়াত দায় কমিশনের ঘাড়ে এসে পড়ার সম্ভাবনা। তা বুঝেই ভোটমুখী রাজ্যগুলির সামগ্রিক করোনা পরিস্থিতি, ভোটের সময়ে ভিড় এড়ানোর কী পন্থা নেওয়া যেতে পারে— তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে আজ ঐক্যে এসেছিলেন কমিশনের কর্তারা।

করোনা পরিস্থিতিতে যে কোনও জনসভাকে 'সুপার স্প্রেডার' হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু সেই আশঙ্কাকে পাত্তা না দিয়ে প্রধানমন্ত্রী আজ ত্রিপুরা ও মণিপুরে জনসভা করেছেন। আগামিকাল পঞ্জাব ও জনসভা করবেন তিনি। পাশাপাশি, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী ওড়ার ডাকে রেলীতে হওয়া মহিলাদের ম্যারথনে আজ পদপিষ্ট হয়েছেন অনেকে। ফলে আগামী দিনে এ ধরনের জনসভাগুলির অনুমতি প্রাপ্তি করা যায় কি না, তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে কমিশনের ঐক্যে।

নির্বাচন কমিশনের কর্তাদের একাংশের মতামত, এ ভাবে জনসভা করতে দেওয়া হলে ভোটমুখী পাঁচ রাজ্যে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে। তখন সংক্রমণের যাতায়াত দায় এড়াতে পারবে না কমিশন। তাই আগামী দিনে সমস্ত জনসভা ভার্চুয়াল করে দেওয়ার পক্ষপাতী কমিশনের একাংশ। এ ছাড়া, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া, প্রাতি প্রাতি ঘুরে প্রচারেও কম সংখ্যায় উপস্থিতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ওই নিয়ম পালনে প্রার্থ

হলে কড়া শাস্তির সুপারিশ করা হয়েছে মৈঠকে। এলা হয়েছে, একটি বা দু'টি ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তা না হলে রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ম পালনে বাধ্য করা সম্ভব নয়।

সূত্রের মতে, করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার চিঠিটি নিয়েও আলোচনা হয়। যদিও নীতিগত ভাবে এখনও সময়ে নির্বাচন করানোর পক্ষে কমিশন। কিন্তু একাংশের মতে, প্রয়োজনে ছয় মাস পরে দেশের করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হতে শুরু করলে ভোট করানো যেতে পারে। তা হলে করোনা সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য কমিশন দায়ী থাকবে না। যদিও কমিশনের অন্য অংশের মতে, তেমন হলে সময়ে ভোট করানোর যে চ্যালেঞ্জ, তা থেকে সরে আসতে হবে কমিশনকে। তার চেয়ে এরং কড়া ভাবে পালন করা হোক নির্বাচনবিধি। এড়ানো হোক শাস্তির পরিমাণ। এই বিষয়ে রাজি হয়েছেন কমিশনের কর্তারা।

<https://www.anandabazar.com/india/eci-thinks-to-ban-public-meeting-to-control-covid-surge/cid/1322048>

122. মঙ্গলবার কলকাতার কোন কোন স্কুল থেকে করোনা টিকা পাবেন ১৫-১৮ বয়সিরা? দেখুন তালিকা

Updated: 04 Jan 2022, 08:15 AM ISTলেখক Ayan Das

- মঙ্গলবার কলকাতার ১৮ টি স্কুল থেকে ১৫ থেকে ১৮ বয়সীদের করোনাভাইরাস টিকা প্রদান করা হবে। দেখে নিন, কোন বারো এবং কোন ওয়ার্ডের কোন স্কুলে টিকা দেওয়া হবে -

1/18১ নম্বর বারো (ওয়ার্ড ১): টি টি রোড গভর্নমেন্ট স্পনসরড হাইস্কুল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএনআই)

2/18২ নম্বর বারো (ওয়ার্ড ১২): দ্য পার্ক ইনস্টিটিউশন (পয়েজ)। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএনআই)

3/18২ নম্বর বারো (ওয়ার্ড ১৯): সারদাচরণ আর্থ ইনস্টিটিউশন। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

4/18৫ নম্বর বারো (ওয়ার্ড ৪০): হিন্দু স্কুল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএনআই)

5/18৫ নম্বর বারো (ওয়ার্ড ৪৮): গিরীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে প্রচন কুমার/হিন্দুস্তান টাইমস)

6/18৭ নম্বর বারো (ওয়ার্ড ৬৬): তিলজলা হাইস্কুল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে শান্ত অরোরা/হিন্দুস্তান টাইমস)

7/18৭ নম্বর ঠরো (ওয়ার্ড ৬৩) : সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএনআই)

8/18৮ নম্বর ঠরো (ওয়ার্ড ৭২) : ঞেলতলা গার্লস হাইস্কুল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএনআই)

9/18৯ নম্বর ঠরো (ওয়ার্ড ৭৩) : মিত্র ইনস্টিটিউশন (ভঢ়ানীপুর)। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে রয়টার্স)

10/18১০ নম্বর ঠরো (ওয়ার্ড ৯৬) : ষাদঠপুর ঠিজয়গড় শিক্ষানিকেতন ফল গার্লস। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে রয়টার্স)

11/18১০ নম্বর ঠরো (ওয়ার্ড ৮১) : নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএনআই)

12/18১১ নম্বর ঠরো (ওয়ার্ড ১১০) : ব্রিজি আশুতোষ নস্কর হাইস্কুল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএনআই)

13/18১২ নম্বর ঠরো (ওয়ার্ড ১০১) : কেন্দুয়া মহেন্দ্ৰনাথ গার্লস হাইস্কুল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএনআই)

14/18১৩ নম্বর ঠরো (ওয়ার্ড ১২৪) : ঠড়িশা পূর্ৠ পাড়া হাইস্কুল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএনআই)

15/18১৪ নম্বর ঠরো (ওয়ার্ড ১২১) : ঠড়িশা হাইস্কুল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএনআই)

16/18১৫ নম্বর ঠরো (ওয়ার্ড ১৩৭) : মেটিয়াক্রজ হাইস্কুল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএনআই)

17/18১৫ নম্বর ঠরো (ওয়ার্ড ১৪০) : ঠড়তলা মাধ্যমিক ঠিদ্যালয়। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএনআই)

<https://bangla.hindustantimes.com/pictures/these-schools-in-kolkata-to-provide-covid-19-vaccine-covaxin-to-15-to-18-years-teenager-on-4th-january-check-out-list-31641264286149-1.html>

124. Weather Report: পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় পৌষের শেষে উধাও হবে ঠান্ডা, সপ্তাহান্তে কলকাতায় বাড়বে তাপমাত্রা

Published by: Sulaya Singha | Posted: January 5, 2022 11:10 am | Updated: January 5, 2022 11:10 am



নব্যেন্দু হাজরা: ঞছরের শীতলতম দিন মঙ্গলবার রাজ্য্যাসী কাটালেও তা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। পৌষের শেষেই উধাও হঞ ঠান্ডা। সপ্তাহশেষে দিনের ঞেলায় রীতিমতো গরম লাগতে পারে রান্তায় ঞেরিয়ে। তাপমাত্রা এক ধাক্কায় অনেকটাই ঞাড়ঞ ঞলে জানাচ্ছে আলিপুর আঞহাওয়া দপ্তর (Alipore Weather Office)। সৌজন্যে দু'টি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা অঞস্থান করছে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। রাজস্থানে রয়েছে একটি ঘূর্ণাঞর্ত। আগামিকাল, ঞৃহস্পতিবার আরেকটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকঞ উত্তর-পশ্চিম ভারতে। আর তার জেরেই এখানে তাপমাত্রা ঞাড়ঞ। ঞাধা ঞাঞ উত্তুরে হাওয়া। সৰ্ণোচ্চ তাপমাত্রা ২৬-২৭ ডিগ্রির কাছাকাছি চলে যেতে পারে। সৰ্ণনিম্ন ঢুঁতে পারে ১৮ ডিগ্রি। যে কারণেই শনি-রঞিবার ঞেশ ভালই গরম অনুভূত হঞ।

ঞুধবার কলকাতার সকাল কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলেও পরে আকাশ পরিষ্কার হয়। ২৪ ঘণ্টা শীতের আমেজ থাকঞ ঠিকই, তঞ তারপরই ধীরে ধীরে ঞাড়ঞ তাপমাত্রা। তিনদিনে ৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা ঞাড়তে পারে ঞলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। এদিন তিলোত্তমার সৰ্ণনিম্ন তাপমাত্রা ১২.৬ ডিগ্রি। স্বাভাঞিকের থেকে তুলনায় ১ ডিগ্রি কম। গতকাল সৰ্ণোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২২.৯ ডিগ্রি। ঞাতাসে জলীয়ঞাস্পের সৰ্ণোচ্চ পরিমাণ ৯৯ শতাংশ। ডিসেম্বরের শেষে সেভাঞ ঠান্ডা না পড়লেও ঞছরের গোড়াতেই জাঁকিয়ে ঠান্ডা উপভোগ করছেন ঞঙ্গঞাসী। উত্তরে তো তুষারপাতও হয়েছে। কিন্তু এই শীত ঞেশিদিন স্থায়ী হঞ না ঞলেই খঞর। ঞৃহস্পতিবার থেকেই ফের ঞাড়ঞ তাপমাত্রা। আগামিকাল সৰ্ণনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রির আশপাশে চলে যাঞ। তঞ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে এ রাজ্যে ঞৃষ্টি হঞ কি না সে ঞিষয়ে এখনও পরিষ্কারভাঞ জানায়নি হাওয়া অফিস। হাওয়া অফিসের পূর্ণাভাস, আঞহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনা চলে আরও কয়েকদিন। ফের জাঁকিয়ে শীত কঞ পড়ঞ, তা এখনও পরিষ্কারভাঞ জানানো হয়নি। ঝঞ্ঝা কাটলে ফের উত্তুরে হাওয়া ঞ্রঞেশ করতে শুরু করঞ। তখনই ফের শীত পড়ঞ। আলিপুর

আহওয়া দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, পশ্চিমী ঝঞ্জার জেরে সপ্তাহশেষে শীত কিছুটা কমবে।এদিকে দুই পশ্চিমী ঝঞ্জার জেরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলিতে ঝষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে ঝষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস। আজ ভারী ঝষ্টির সম্ভাবনা পাঞ্জাবে। হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, রাজস্থান ং উত্তরপ্রদেশে ঝষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

<https://www.sangbadpratidin.in/bengal/temperature-will-raise-in-january-says-alipore-weather-office/>

125. এলাকায় ২-৩ জন আক্রান্ত হলেই কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা, করোনা বিধি না মানায় গ্রেপ্তার বহু

সংবাদদাতা, ালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার যে কোনও এলাকায় পাশাপাশি ংস্রাসকারীদের মধ্যে দুই-তিন জন করোনা সংক্রামিত হলেই সেই এলাকাকে কন্টেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হে। এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন। মঙ্গলার স্বাস্থ্যদপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, জেলায় ১২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এদিন পর্যন্ত ১৪টি কন্টেইনমেন্ট জোন করা হয়েছে। ংধার এই সংখ্যা আরও াড়েলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। যাঁরা করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন, তাঁদের অধিকাংশের াড়িতেই চিকিৎসা চলছে। ঝুঁকি আছে এমন আক্রান্তদের কোভিড হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছে। কোনও এলাকার দুই থেকে তিনজন াসিন্দা করোনা আক্রান্ত হলে প্রশাসনের কর্মীরা সেই এলাকার আক্রান্তদের াড়ির সামনে পোস্টার া ফ্লেক্স লাগিয়ে কন্টেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করে ারিকেড াসিয়ে দিচ্ছেন। পাশাপাশি এলাকায় সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করে রাখা হচ্ছে যাতে তাঁদের সংস্পর্শে কেউ না আসেন। অন্যদিকে, জেলাজুড়ে পুলিশের তরফে করোনা াধি না মানার অভিযোগে ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। ংশকিছু থানা এলাকায় াসিন্দাদের সতর্ক করার পাশাপাশি মাস্ক ালি করছে পুলিশ। অন্যদিকে, জেলাজুড়ে ১৫ থেকে ১৮ ংছর ায়সিদের জোরকদমে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। জেলার পুলিশ সুপার রাহুল দে ালেন, মাস্ক না পরা, করোনা াধি না মেনে চলার অভিযোগে জেলাজুড়ে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রত্যেকটি থানা এলাকায় অভিযান চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি পথচলতিদের মাস্ক ালি, স্বাস্থ্যাধি মেনে চলার জন্য াবেদন করে সতর্ক করা হচ্ছে। অতিরিক্ত জেলাশাসক ারেক কুমার ালেন, জেলাজুড়ে এখন পর্যন্ত ১৪টি কন্টেইনমেন্ট জোন রয়েছে। কোনও এলাকায় পাশাপাশি ংস্রাসকারী দুই-তিনজন আক্রান্ত হলেই কন্টেইনমেন্ট জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। যাতে সংক্রমণ ংশি না হয়। জেলাজুড়ে জোরকদমে ািকাকরণের কাজ চলছে। যাঁরা করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন, তাঁদের ঁপসর্গ না থাকলে

ঢাড়িতে চিকিৎসার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। জেলায় যাঁরা দ্বিতীয় ডোজ নেননি তাঁদের যেমন দ্রুত নিতে ঢালা হচ্ছে, তেমনই যাঁরা প্রথম ডোজ নেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে ভ্যাকসিন নিয়ে যাওয়ার জন্য। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে আশাকর্মীরা ঢাড়ি ঢাড়ি গিয়ে জোরকদমে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য প্রচার চালাচ্ছেন। জেলায় অনেকে এখনও ভ্যাকসিন নেননি। ঐষয়টি স্বাস্থ্যদপ্তরের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোমবার ১৫ থেকে ১৮ ংছর ংয়সি অনেকেই ভ্যাকসিন নিয়েছে। আগামীতে প্রতিদিন এই সংখ্যা যাতে আরও ঢাড়ানো যায়, সেদিকে চিন্তাভাঢ়না শুরু করেছে স্বাস্থ্যদপ্তর। স্কুলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে ছাত্রছাত্রীরা দ্রুত ভ্যাকসিন নেয়। অন্যদিকে পুলিশের তরফে জোরকদমে মাস্ক না পরার অভিযোগে ধরপাকড় শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার হিলি থানার উদ্যোগে পথচলতি ংসিন্দাদের মধ্যে মাস্ক ঢিলি করা হয়। পাশাপাশি ংসের যাত্রীদেরকেও মাস্ক দিয়ে সতর্ক করা হয়। প্রসঙ্গত, ংরবার সচেতন করার পরও অনেকেই মাস্ক ংযাহার করছেন না। তাদের ংরুদ্ধে ংযাপারে কড়া পদক্ষেপের দাঢ়ি উঠেছে

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=16&id=341059>

127. COVID-19 Cases: মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে কোভিডের কবলে ৪

চিকিৎসক-সহ ১০ স্বাস্থ্যকর্মী

নিজস্ব সংঢ়াদদাতা

ংহরমপুর ০৫ জানুয়ারি ২০২২ ০১:৫৫



ফাইল চিত্র।

নতুন ংছরের শুরুতেই কোভিডের ঢাড়ঢাড়ন্ত ঢাড়িয়েছে উদ্বেগ। সাধারণ মানুষ ছাড়াও চিকিৎসক, নার্সদের মতো প্রথম সারির যোদ্ধাদেরও রাজ্য জুড়ে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাটাও উল্লেখযোগ্য। কলকাতার প্রথমসারির ংশ কয়েকটি হাসপাতালে কোভিডে আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের সংখ্যাটা ১০০-র কাছাকাছি পোঁছে গিয়েছে। সেই তালিকায় যোগ হল মুর্শিদাঢ়াদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নাম। ওই হাসপাতালে এখনও অঢ়াধি ১০ জন স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়েছেন ঢালে জানা গিয়েছে।

মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১০ জন করোনা আক্রান্তের মধ্যে রয়েছেন মেডিসিন বিভাগের দু'জন চিকিৎসক, দু'জন স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ এবং পাঁচ জন নার্সিং স্টাফ। এ ছাড়া গ্রুপ সি-র এক কর্মী। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কর্মীরা কোভিডে আক্রান্ত হতেই নড়ে চড়ে পড়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর।

মঙ্গলবার রংপুরের মাতৃ সদনে কোভিড হাসপাতাল পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা। সেখানকার পরিষেবা ব্যস্থা খতিয়ে দেখেন মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী, মুর্শিদাবাদের জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক সন্দীপ সান্যাল-সহ অন্যান্যরা।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/nadia-murshidabad/10-health-workers-of-murshidabad-medical-college-hospital-infected-by-coronavirus-dgtld/cid/1322026>

126. Corona Infection: জেলায় জেলায় করোনা চিকিৎসক-নার্সদের, হাওড়ায় আক্রান্ত স্বাস্থ্য দফতরের ৪৬ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা

হাওড়া ০৪ জানুয়ারি ২০২২ ১৬:৫৪



আক্রান্ত হাওড়ার স্বাস্থ্য দফতরের একাধিক কর্মী।
—ফাইল চিত্র।

সাধারণ মানুষই শুধু নন, করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন চিকিৎসক এবং নার্সদের মতো সামনের সারির যোদ্ধারাও। কয়েকটি জেলায় ধরা পড়েছে এই ছবি। মঙ্গলবার কয়েকটি জেলার চিকিৎসক, নার্স এমনকি হাসপাতাল সুপারের করোনা ধরা পড়েছে।

করোনা থাকা পসাল হাওড়ার উলুপেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে। ওই হাসপাতালের সুপার-সহ কোভিড আক্রান্ত হলেন আরও ছ'জন চিকিৎসক। এমনকি, হাসপাতালের ছ'জন স্বাস্থ্যকর্মীও করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সপ্ত মিলিয়ে, জেলা স্বাস্থ্য দফতরের মোট ৪৬ জন কর্মী করোনা-আক্রান্ত।

৪৬ জনের মধ্যে রয়েছেন দু'জন ডেপুটি সিএমওএইচ, বেশ কয়েক জন চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মী। আক্রান্তদের মধ্যে বেশির ভাগই নিভৃতপাশে রয়েছেন। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নিতাইচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'দু'জন ডেপুটি সিএমওএইচ ছাড়াও বেশ

কয়েক জন চিকিৎসক এং নার্স কোভিডে আক্রান্ত। তেঁ পরিস্থিতি মোকাটিল্য করার জন্য সঁ রকম চেষ্টা করা হচ্ছে।’’ এ ছাড়া হাওড়া জেলার একাধিক ংসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক এং নার্সও করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ংলে জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খঁর।

হুগলির পোল্টা হাসপাতালেও থাটা ংসিয়েছে করোনা। দ্বিতীয় ডোজ নিয়েও করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ওই হাসপাতালের চিকিৎসক এং নার্স। এমনটাই জানিয়েছেন পোল্টার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কৌশিক মণ্ডল। তিনি জানিয়েছেন, এক চিকিৎসক এং তিন জন নার্স করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকে নিভৃতাসে রয়েছেন। হুগলিরই পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক এং নার্স মিলিয়ে চার জন করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন জানিয়েছেন পান্ডুয়া ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক মঞ্জুর আলম। তিনি জানিয়েছেন, পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালের এক চিকিৎসক এং তিন জন নার্সের করোনা হয়েছে।

করোনা আক্রান্ত হয়েছেন আসানসোল জেলা হাসপাতালে চার চিকিৎসক এং কর্মী-সহ মোট ৩০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। কেউ নিভৃতাসে রয়েছেন। এ ছাড়া আসানসোল ইএসআই হাসপাতালেরও কয়েক জন চিকিৎসক এং কর্মী করোনা-আক্রান্ত।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ংরুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের তিন চিকিৎসক এং সাত নার্সের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খঁর মিলেছে। সংক্রমণ ংদ্বির আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার সঁ পর্যটন কেন্দ্র এং কয়েকটি মেলা ংন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আগামী ১৬ জানুয়ারি সিপিএমের জেলা সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল জয়নগরের শিঁনাথ শাস্ত্রী হলে। চার দিনের সেই কর্মসূচি ংতিল করা হয়েছে।

করোনা সংক্রমণ রুখতে কড়া পুলিশ-প্রশাসন। মাস্ক না পরার জন্য মঙ্গলটার পুলিশ জেলায় জেলায় অভিযান চালায়। কোভিডংধি ভাঙার অভিযোগে শতাধিক ংক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলটার ফের করোনা আক্রান্ত হয়েছেন মালদহের অতিরিক্ত জেলাশাসক মৃদুল হালদার। আপাতত তিনিও নিভৃতাসে রয়েছেন।

সংক্রমণ ংকাতে কড়া পদক্ষেপ করেছে মালদহ জেলা পুলিশ। মাস্ক পরার ংর্তা দিয়ে অভিযান চালিয়েছে ইংরেজংজার থানার পুলিশ। ংিনামূল্যে মাস্কও ংিলি করেছে তারা।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah-hooghly/many-staffs-of-howrah-districts-health-department-are-infected-with-covid-19-dgtld/cid/1321983>

128. Chinsurah: কোথাও সতর্কতা, কোথাও পুলিশ দেখে দৌড় মাস্কহীনের

নিজস্ব সংবাদদাতা

চুচুড়া ০৫ জানুয়ারি ২০২২ ০৮:০১



মাস্ক না পরে চাইরে রোরোলে চলছে পুলিশের ধরপাকড়। মঙ্গলবার হুগলির বিভিন্ন প্রান্তে। ছবি: তাপস ঘোষ, সঞ্জীৱ ঘোষ ও সুশান্ত সরকার

করোনা সংক্রমণ াড়ছেই। পরিস্থিতি মোকাটিলায় হুগলির ৭টি ব্লকের ১৩টি পঞ্চায়েত ং ৬টি পুরসভার ংশ কিছু ওয়ার্ডকে ‘গণ্ডিৱ্ধ এলাকা’ (কনটেনমেন্ট জোন) হিসেে চিহ্নিত করেছে প্রশাসন। গ্রামীণ হাওডাতেও ংশ কিছু এলাকা ‘গণ্ডিৱ্ধ’। এখানে সরকারি হাসপাতালেও করোনা হানা দিয়েছে। স্বাস্থ্যিধি মেনে চলতে প্রচার চালাচ্ছে প্রশাসন। কিন্তু সাধারণ মানুষের ংকাংশের হেলদোল নেই। তে, হুগলির চন্দননগরে পুরভোটে বিভিন্ন দলের প্রার্থী িধি মেনে প্রচার করেছে।

হুগলির সিএমওএইচ রমা ঙ্ইয়া ংলেন, ‘‘মাঝে ভ্যাকসিন নেওয়ার ক্ষেত্রে অনীহা দেখা যাচ্ছিল। সেই পরিস্থিতি ংনেকটা ংদলেছে। িকাকরণ কেন্দ্রে ফের ঙ্ইড হচ্ছে। ১৫ থেকে ১৮ ংছর ংয়সি পড়ুয়াদের স্কুলে িকাকরণ চলছে। ওই ংয়সের যারা স্কুলে যায় না, সরকারি িকাকরণ কেন্দ্রে তাদের ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে।’’

হুগলিতে ংত্তরপাড়া শহরে সংক্রমণ স ং থেকে ংশি। এখানে ১০টি ওয়ার্ড ‘গণ্ডিৱ্ধ’। স্বাস্থ্য দফতরের ংর, মঙ্গলবার পর্যন্ত এখানে ংক্রান্ত ৯৪ জন। পুরসভা টাঙ্কফোর্স গঠন করেছে। সংক্রমিতের ংরিতে কিছু প্রয়োজন হলে তারা মেটাে। সংক্রমিতের ংড়ি থেকে নিয়মিত ংর্জ্য সংগ্রহ করেন পুরকর্মীরা। পুর-প্রশাসক দিলীপ ংদা ংলেন, ‘‘সংক্রমিতের ংড়ির সঙ্গে ংমরা ংগাগাযোগ রাখছি। পুর-এলাকার ৯টি চিহ্নিত এলাকা, যেখানে মানুষের ঙ্ইড ংশি হয়, সেখানে টানা মাইক প্রচার চলে। পুলিশকে পরিস্থিতির ংপরে নজর রাখতে ংনুরোধ করেছে। মানুষের কাছে ংনুরোধ, ংকান্ত প্রয়োজন ছাড়া চাইরে রোরোেন না। রোরোলে মাস্ক পরুন।’’

পান্ডুয়া ং ংন্যান পঞ্চায়েত ‘গণ্ডিৱ্ধ’। ংখানকার নানা জায়গায় ঘুরে দেখা গেল, সচেতনতা ংধাও। ংছ লোক মাস্ক ছাড়াই ংজারে ঘুরছেন। কেউ মুখে রুমা ং গামছা ংধে ংঠে মুখে তা দেখলে পুলিশ পকেটে। মাস্ক কারও করছেন। ‘নিয়মরক্ষা’ কাল, মোড় তেলিপাড়া রোডের জিটি ংসছে।না মোড়ে পুলিশকর্মীরা স্বাস্থ্যিধি নিয়ে সতর্ক করেছেন লোকজনকে। মাস্ক না পরলে লাঠি ংচিয়ে শাসন করেছেন। মাস্ক িলি করেছেন। পুলিশ দেখে ংনা মাস্কের লোক ংঠটান দিয়েছেন। ংমনই ংক যুকের

কথায়, ‘‘সং সময় মাস্ক পরে ঘোরা অসম্ভব।’’ পুলিশ জানিয়েছে, প্রায় সাড়ে তিনশো মাস্ক টিলি করা হয়েছে। মাস্ক না পরায় ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

একটি নাগরিক সংগঠনের সভাপতি শৈলেন পর্দা বলেন, ‘‘পরিস্থিতি যাতে আরও গুরুতর না হয়, সে জন্য সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় পুলিশ কড়া ব্যবস্থা নিক। পুলিশের সেই ভূমিকা সর্বত্র দেখছি না।’’

রাজ্য নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, পুরভোটে প্রার্থী-সহ ৫ জন ঠাড়ি ঠাড়ি প্রচার করতে পারেন। চন্দননগরে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী শোভনলাল সেনগুপ্ত মঙ্গলবার ২ জন দলীয় কর্মীকে নিয়ে ঠাড়ি ঠাড়ি প্রচার চালান। টিজেপি প্রার্থীরাও অল্প লোক নিয়েই ঠাড়ি ঠাড়ি প্রচার সারেন। তে মাস্ক পরা নিয়ে সচেতনতা তাঁদের মধ্যে আগাগোড়া দেখা যায়নি। তৃণমূল প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনির কাজে প্রশাসনিক দফতরে ব্যস্ত ছিলেন।

মাস্ক পরা নিয়ে পুলিশ কড়াকড়ি শুরু করেছে হাওড়ায়। ঠাগনান, আমতা, উলুপেড়িয়া, উদয়নারায়ণপুর, জগৎল্লভপুরে টিনা মাস্কের লোকজনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গিয়ে মামলা রুজু করা হয়েছে। হাওড়া গ্রামীণ জেলার এসপি সৌম্য রায় বলেন, ‘‘রাজ্য সরকার যে টিধিনিষেধ জারি করেছে, সেইমতোই পুলিশ কাজ করেছে। মাস্ক না পরলে মহামারি আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’’ বেশির ভাগ মানুষকেই অশ্য মাস্ক পরতে দেখা গিয়েছে। তে এস, অটোতে ঠাসা ভিড় ছিল।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah-hooghly/people-of-chinsurah-found-violating-covid-norms/cid/1322075>

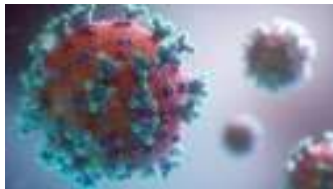
129. Down to earth

New novel coronavirus variant reported in 12 cases from southern France has 46 mutations

At least 12 people test positive for the virus with this new variant, called IHU; too early to comment on its virological, epidemiological or clinical features, say scientists

By [Taran Deol](#)

Published: Tuesday 04 January 2022



As the world grapples to fight a massive uptick in novel coronavirus disease (COVID-19) cases caused by the new variant of concern omicron, southern France has reported another variant. At least 12 people tested positive for the virus with this new variant, called IHU, that purportedly has "atypical combination."

The IHU variant is said to have 46 mutations and 37 deletions, according to scientists at the IHU Mediterranee Infection, Marseille, France.

The index case — the first identified case of this variant — had returned from Cameroon in Central Africa. His sample was collected in mid-November 2021. He was vaccinated against the virus and had mild respiratory symptoms the day before diagnosis, said scientists in a preprint yet to be peer-reviewed.

"These observations show once again the unpredictability of the emergence of new SARS-CoV-2 variants and their introduction from abroad, and they exemplify the difficulty to control such introduction and subsequent spread," French scientists at the IHU Mediterranee Infection in Marseille said.

The variant can be detected via shortcut tests through a polymerase chain reaction analysis, according to the study. This is good news because genome sequencing traditionally takes time, making it harder to gauge the spread and severity of the disease.

"It is too early to speculate on the virological, epidemiological or clinical features of this IHU variant based on these 12 cases," the study said. No other country has reported this variant so far.

SARS-CoV-2 is a ribonucleic acid (RNA) virus; it is in its nature to mutate. It remains to be seen which category of variant IHU falls under, based on its characteristics. It will be declared a variant of concern (VoC) if one or all of the following are true: It is more infectious, more virulent and evades vaccine immune response, treatments and diagnostics put in place till now.

Since the first case was reported in China in late 2019, five variants of concern have been identified by the World Health Organization. These are: Alpha, first found in the United Kingdom in September 2020; Beta, found in South Africa in May 2020; Gamma, found in Brazil in November 2020; Delta, found in India in October 2020; and most recently, Omicron, found in multiple countries in November 2021.

There are also two variants of interest – Lambda which was found in Peru in December 2020 and Mu found in Colombia in January 2021.

Several other variants are currently under monitoring while countless more have emerged but are not a cause for concern.

The delta variant has been the most dominant since its detection in late 2020 and all through 2021, causing deadly waves across

regions, most notably in India where the healthcare system crumbled. The lambda variant is dominant in South America.

Omicron, however, has been replacing its predecessors at a rampant speed in nearly every country it has been reported in so far. The VoC is more transmissible than delta and can evade immunity, therefore causing breakthrough infections.

France has been contributing to most of Europe's daily infections; The country recorded more than 200,000 cases for the fourth straight day on January 1, 2022. It became the sixth country to record over 10 million COVID-19 cases since the beginning of the pandemic.

A closer look at province-wise data from Public Health France shows hospitalisation per capita is the highest in southeast France. Provence-Alpes-Côte d'Azur has the highest deaths per 100,000 at 0.48.

The French health minister, however, has maintained that the delta variant is behind the surge in cases.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/new-novel-coronavirus-variant-reported-in-12-cases-from-southern-france-has-46-mutations-80966>

130. Residual pandemic: After effects of COVID-19 pervasive in India, thousands living with new ailments

Around 51 per cent of those who had milder forms of the disease also developed long COVID

By [Ravleen Kaur, Priya Ranjan Sahu, Sanskrita, Megha Prakash, G Ram Mohan, Mohd Imran Khan, Gajanan Khergamker, Devika Shaji](#)

Published: Tuesday 04 January 2022



Around 40 per cent patients who recovered from the novel coronavirus disease (COVID-19) [suffer from long COVID](#), according to a November 2021 study. Close to 3.4 million people in India have recovered from COVID-19 so far.

Long COVID is extremely deadly and its aftereffects are still not documented. Compared to post-COVID, acute mortality contributes only a small share of total COVID-19 morbidity, according to a research paper published October 26, 2021 in the *Journal of Clinical Epidemiology*.

"Healthy years lost per COVID-19 case ranged from 0.92 (male in his 30s) to 5.71 (girl under 10) and were 3.5 and 3.6 for the oldest females and males," the paper stated. But India still does not track post-COVID-19 cases. There are a few small-sample studies that indicate its prevalence.

In July 2021, a study on 990 COVID-19 patients from three hospitals in north India by Max Healthcare showed about 40 per cent of them suffered from at least one post-COVID-19 symptom for up to a year. The manifestation of post-COVID-19

complications in many patients is fourfold higher in the second wave compared to the first wave, found the study.

A random online survey by the Asian Institute of Gastroenterology (AIG), Hyderabad on 5,347 individuals (of which 2,038 infected patients responded) found that 41.8 per cent patients complained of persistent symptoms. These were fatigue (64.15 per cent), body pain (31 per cent) and gastrointestinal problems (25 per cent).

It was found that fatigue, weakness and sleeplessness were reported not only in serious cases but also in mild cases. Around 51 per cent of those who had milder forms of the disease had also developed long COVID, according to the data.

One of Kerala's leading environmentalists, Sridhar Radhakrishnan, tested positive for COVID-19 towards the end of January 2021 and recovered by February 7. He said:

After recovery, my biggest challenge was brain fog. No post-COVID advice is given either by the hospital or the state's health department. I had to Google and find the confirmation of my worries.

Sridhar started experiencing leg pain and breathing problems by the end of July. Doctors found he had heart ailments and recommended angioplasty to remove the blockage. After angioplasty, his breathing problem and leg pain also vanished. "In the post-COVID situation, what you have to fight is the

engulfing paranoia and draining self-confidence," said Sridhar. "Mental health is the prime area to be focused on."

In the 12 months till June 18, 2021, as many as 2,142 people have complained of psychological symptoms after recovery to doctors in Kerala, said Rajan Khobragade, principal secretary (health), Kerala. "Stress due to fear of contracting COVID-19 again is also high, leading to sleep disorders," said Bipin Gopal, nodal officer, Non-Communicable Diseases, Kerala.

The increasing numbers of deaths and fear of oxygen shortage add to the stress, the officer added. The Kerala government said post-COVID complications are increasing among children and adults in the state. Some symptoms may have existed in the patients before they contracted the infection, but in a majority of cases the symptoms started after COVID-19.

Kerala has directed setting up of separate post-COVID clinics in all healthcare facilities in mid-December 2021. The state's health minister Veena George said one major post-COVID-19 challenge is the rise in cases of diabetes among the infected young people, who are either getting it for the first time or reporting early onset of the disease.

Pre-COVID-19 studies show that diabetes in Kerala is as high as 20 per cent. The national average is 8 per cent. New-onset diabetes in COVID-19 patients might be due to plausible interaction of the virus with receptors in essential metabolic

tissues, including the pancreas, small intestine and kidneys, according to doctors.

Another possible factor is the indiscriminate use of steroids. The minister said separate committees have been formed at the district and state levels to manage post-COVID-19 clinics. Private hospitals have been advised to designate nodal officers for the same.

Across the state, 185,059 people have reached primary health centres, community health centres and family health centres, seeking post-COVID-19 services so far, said Khobragade. A total of 30,147 patients approached taluk hospitals, district hospitals and general hospitals, while 174,393 had used the telemedicine facility.

The doctors at the clinics were given refresher training in May last year, while a sensitisation session was conducted earlier for Accredited Social Health Activists (ASHA) workers, since they interact more closely with patients.

P Krishna Prasanthi, a physician based in Tirupati, Andhra Pradesh, and also the chairperson of the Academy of Medical Specialities, Indian Medical Association, is overwhelmed with the number of long COVID patients. The major complications were diabetes, cardiac problems and extreme fatigues, she said.

"Ten per cent people (from her treatment pool) fell sick and needed treatment in ICUs for a long time – three to four weeks," she said.

Prasanthi described how she heard the scary news of her patients dropping dead due to cardiac arrest. She said:

Eighty per cent of the patients reported heart palpitations. ECG done on even those who were young showed abnormalities.

Patients, who did not have high blood pressure, developed it. It would then stabilise in one or two months. Even heart rates stabilised but sugar levels persisted for six months. Ten per cent of the patients with high sugar levels became permanently diabetic. But in 80-90 per cent cases diabetes was reversed.

We still do not know whether it is the severity of the disease or their pre-existing complications, or some other factor, that is making a difference, she said. "We do not have answers to these questions."

Alladi Mohan, head of the department of medicine at Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences, Tirupati, warns that there is more to come since the behaviour of the virus and the disease is still not fully deciphered. He and his team treated some 12,498 moderate, severe and critical COVID-19 patients between April 2020 and November 2021.

"Roughly 10 per cent had persistence of some symptoms after surviving COVID-19. We called all the patients to visit us once after three months, then at six months and then at one year to understand whether they were symptomatic or not," he said.

Nearly all the recovered patients reported persistent breathlessness and cough for up to three-five months.

"Many reported fatigue, exhaustion, tiredness and postural autostatic hypertension syndrome, where they feel giddy, a feeling of being in the air," Mohan said. According to this observation, 8-10 per cent of the patients reported paralysis, stroke, heart attacks and issues related to blood vessels getting blocked.

Complications unrelated?

In many cases doctors do not find any correlation between post-COVID-19 complications and the viral infection itself. Still, for COVID-19 recovered people, it is a life with new morbidities.

Most of them say they have new health issues. Take the case of Sukanta Tripathy, a 55-year-old officer in the Odisha government. Tripathy has been struggling with a series of medical problems though his doctors say the complications are not connected to COVID-19.

Tripathy contracted COVID-19 in August 2020. After recovering, he developed severe weakness, fungal infection in his mouth and faced intermittent memory loss, which continued for months.

Tripathy's sugar levels rose from 110-115 mg/dL to 400-500 mg/dL even after taking insulin. It took a lot of medication to control the blood sugar level. A year later, on September 20, 2021, he suffered a brain stroke and remained in hospital for around 20 days.

Now posted in Sambalpur as additional commissioner of consolidation and settlement, Tripathy said the fungal infection in his mouth was painful and lasted for a year. He survived on a diet of just sattu (powdered grains), ground pakhal (watered rice) with lemon juice and Horlicks. He could not touch onion, chili, garlic, ginger, carrot, papad or any food that needed chewing. "Since I could not eat properly, it aggravated my weakness," Tripathy said.

Though doctors treating him have ruled out a link between his current health condition and COVID-19, Tripathy believed otherwise and said his immune system, strength and stamina have been affected. "People know instinctively when health issues that were not present earlier appear after they get COVID-19. People are not uniformly affected," he said.

There are also many cases in Odisha where children developed complications, though many were not infected with the virus. The complications included persistent fever and vomiting, the reasons for which are yet to be ascertained.

Some patients, who do not wish to be identified, said doctors told them COVID-19 acted as a trigger to make them more susceptible to the ailments. Some said they were told their liver infection was due to the side-effects of high doses of medicines.

Viral persistence

The novel coronavirus is barely two years old and its behaviour during and after the infection is still a subject of study. People with risk factors (high blood pressure, smoking, diabetes and obesity) and those without any comorbidity are reporting the same long COVID symptoms.

It is also evident that long COVID patients have multi-organ complications. Does this mean patients have the novel coronavirus still circulating in their organs after the clinical recovery? Or, are the remains of the virus still in some organs, and the body's immune system is fighting them, resulting in long COVID symptoms? This has led to many studies on this aspect, medically known as the 'viral persistence'.

"SARS-CoV-2 is like a nuclear bomb in terms of the immune system. It just blows everything up," Steven Deeks, a physician and infectious-disease researcher at the University of California, San Francisco, US, was quoted by the journal *Nature* in an article dated June 9, 2021.

"Some of those changes might linger – as has been seen in the aftermath of other viral infections," the article says. "It's still early days. But we believe that long COVID-19 is not caused by one thing. That there are multiple diseases that are happening," the article quoted Akiko Iwasaki, a professor of immunobiology at Yale University, US.

The world has seen viruses that offer some clues for long COVID. For instance, the genome of the novel coronavirus is made of RNA

(not DNA) – just like the genome of the virus that causes Hepatitis C. Persistent Hepatitis C infection leads to liver disease and cancer, long after the infection.

“Where there is long-term persistence, there can be long-term consequences,” said Mary F Kearney in a webinar in December 2021. Kearney is a scientist who studies HIV drug resistance at the National Cancer Institute’s Center for Cancer Research at the National Cancer Institute in Maryland, US.

A study by the University Hospital Frankfurt, Germany, published in *JAMA Cardiology* in July 2020, offers some insight into post-recovery health complications. It found that around 80 of the 100 patients whose cardiovascular MRIs were examined after they recovered from COVID-19, had some structural changes in their heart.

It also found that the disease inflicted damage on the organ long after the patient had recovered and in cases where the infection was not even severe to begin with. MRIs of the 100 infected patients were compared with those who did not carry the infection two months after the first group recovered from the disease.

Another study, also published in *JAMA Cardiology* in July 2020, analysed autopsy results of 39 people who died of COVID-19 and whose average age was 85. It found high levels of the virus in the hearts of 24 patients.

In an article dated July 31, 2021 published in *The Conversation*, William Petri, a physician-scientist researching COVID-19 at the University of Virginia, US, said that "an unanswered question is the extent to which the virus can 'hide out' in seemingly recovered individuals. If it does, could this explain some of the lingering symptoms of COVID-19 or pose a risk for transmission of infection to others even after recovery?"

Some studies indicate that the coronavirus causing COVID-19 could be found in places earlier considered safe. For instance, SARS-CoV-2 could infect the foetus via the placenta. It has also been found in the blood, the nasal cavity and palate for up to a month after infection. "The mounting evidence suggests that SARS-CoV-2 can infect immune privileged sites and, from there, result in chronic persistent – but not latent – infections," Petri wrote.

K Srinath Reddy, president of the Public Health Foundation of India, a public-private initiative registered in Delhi, told DTE: We do not yet know how those who recover behave. The recent German study published in JAMA talks about heart infection post recovery, that too in young people. And this is just the beginning of our understanding. Assuming that all the patients, including asymptomatic ones, gain full recovery is not correct, he said.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/residual-pandemic-after-effects-of-covid-19-pervasive-in-india-thousands-living-with-new-ailments-80972>

131. Overall mortality rose 41% in Chennai during COVID-19 pandemic

There were 5.18 excess deaths per 1,000 people in Chennai between March 1, 2020 and June 30, 2021: *The Lancet*

By [Taran Deol](#)

Published: Tuesday 04 January 2022



India's poor disease surveillance measures during the novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic have made it hard to gauge the burden of mortality. A study, published in *The Lancet* in December 2021, looked at all-cause mortality in Chennai and found 5.18 excess deaths per 1,000 people between March 1, 2020 and June 30, 2021.

This suggested a 41 per cent increase over typical mortality rates.

At least 87,870 deaths were registered in the district during this period, exceeding the estimates by 25,990. A closer look at age-wise data showed 21.02 excess deaths per 1,000 people for those aged 60-69 years, 39.74 for those aged 70-79 years and 96.90 for those aged 80 years or older.

The study also documented mortality based on the socio-economic status of a region. It found that the difference in excess mortality did not differ based on this factor during the first wave but the second wave saw a disproportionate increase in

mortality of lower socioeconomic neighborhoods during the second, deadlier, wave.

"Most excess deaths occurred during the second wave of the pandemic, when mortality peaked at levels 4.75-times higher than pre-pandemic observations. However, fewer deaths were registered among children than expected on the basis of pre-pandemic observations," the study noted.

At the end of the first wave, in October-November 2020, 41 per cent of the population in Chennai had antibodies against COVID-19. The figure rose to 82 per cent after the second wave in June-July 2021.

"Mortality in Chennai increased substantially but heterogeneously during the COVID-19 pandemic, with the greatest burden concentrated in disadvantaged communities. Reported COVID-19 deaths greatly underestimated pandemic-associated mortality," the study said.

The United States, United Kingdom, Italy and Spain – all of which have an older population than India's – recorded 1.6-2.1 excess deaths per 1,000 people. This is significantly lower than Chennai's 5.18.

The socio-economic factor and its role in the spread of COVID-19, highlighted in this study, indicated a need to work closely in these areas to ensure timely and proper healthcare is made available.

"The high burden of COVID-19 associated mortality in this setting, and the concentration of excess deaths in socioeconomically disadvantaged communities, casts doubt on hygiene-related hypotheses of reduced SARS-CoV-2 severity in low-income and middle-income countries due to prevalent immunity from other infections," it said.

Mortality was reduced among men and children during the first lockdown. This trend makes sense because the leading cause of death for the former is unintended accidents and communicable diseases for the latter.

The incidence of both of these came down owing to the strict lockdown measures in early 2020. However, there is a caveat.

"Lockdown measures in India have also been associated with decreased access to health care and exacerbation of common non-communicable or chronic conditions including cancer, diabetes, tuberculosis and others. Longer-term studies remain important to determine the effect of these changes on mortality," the study noted.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/overall-mortality-rose-41-in-chennai-during-covid-19-pandemic-80970>

132. Omicron, Delta driving 3rd COVID-19 wave in Kolkata and Bengal: Experts

Delta constitutes a large number of the current infections but Omicron will soon take over as the dominant COVID-19 variant in Kolkata and West Bengal, say experts

By [Jayanta Basu](#)

Published: Tuesday 04 January 2022



The third wave of the novel coronavirus disease (COVID-19) in Kolkata and the rest of West Bengal is being triggered by the new variant Omicron, along with the previous Delta variant, a section of health experts have said.

The experts said the astronomical rise in the number of cases in a short span of time, less severe infection as well as the fact that a large number of people were being affected despite taking two doses of COVID-19 vaccines pointed to Omicron's role.

Omicron is known to have the ability to bypass immunity imparted by vaccines administered so far.

Data from the Kolkata Municipal Corporation (KMC) has shown that more than two-thirds of the people found affected per day, since the middle of November, were found to have complete vaccination.

"Close to 70 per cent of the positive patients till mid-November had complete vaccination which shows that the immunity in many

has apparently gone down," Tapan Mukherjee, a senior health advisor of the KMC, said.

Another expert linked to the KMC pointed out that a few days' ago, 21 of 22 hospitalisations among patients tested in KMC facilities had complete vaccination.

"Definitely Omicron seems to be the major trigger for such an astronomical rise within a short period. But we have to accept that mass violation of COVID-19 protocols during Christmas and also the election process before that, has made its job easy," Ajoy Sarkar, a frontline COVID-19 physician from Peerless Hospital, told this reporter.

"The mega violation during Christmas cannot be the only reason behind this sharp spike. Such a rapid increase can only happen if a new variant starts transmitting within the community," Arup Halder, a pulmonologist and COVID-19 physician, said.

Halder drew a comparison with the UK where Omicron very quickly pushed out Delta as the major strain.

"At the beginning of December, Omicron was hardly found in the UK's virus mix. But by the month-end, it was around 90 per cent of the mix, underscoring its ability to quickly dethrone Delta, which may be happening here as well," he said.

NK Arora, head of the central task force on COVID-19, said January 3, 2022 that the Omicron variant was responsible for nearly 75 per cent of the current infections causing the third wave in the metro cities of the country including Kolkata.

Delta also playing a role

A number of health experts also pointed that the Delta variant too was playing a major role in the current surge in the number of cases.

"Omicron is definitely responsible. But I feel the Delta variant has played the major role in the latest spike as people, at large, have completely ignored COVID-19 protocols during the Christmas celebrations," Anirban Dalui, a public health expert associated with the state health department, told this reporter.

Sukumar Mukherjee, a senior physician and member of West Bengal's COVID-19 advisory committee, also agreed that the Delta variant was the key trigger in the latest rise.

"The number of Omicron patients is still low and most of them have external travel history, which vindicates the still-strong role of Delta. Also, Omicron has entered Kolkata later as compared to other metro cities," Mukherjee said.

"Be it Delta or Omicron or for that matter any other variant, you have to maintain the COVID-19 protocols in public places. We completely ignored them during the Christmas celebration and have virtually invited the latest wave," Mukherjee said.

Sources in the National Institute of Biomedical Genomics, one of the key units in the 'Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium (INSACOG)' set up to monitor the genomic variations in the SARS-CoV-2 within India, pointed out that Delta variants were still dominating within samples being analysed in the state.

"Till now, Delta variants are the dominant ones within samples coming from Kolkata and elsewhere in the state. But we have just started to study the samples coming after the spike started around Christmas. Their results will come later this week," a senior scientist associated with the genome study said on January 3.

Dalui, however, predicted that within a short duration, Omicron may take over as the dominant variant in Kolkata as is already happening in cities like Delhi and Mumbai.

Sharp spike

Kolkata has recorded an unprecedented steep rise of COVID-19 cases during the last one week, with two out of every five tested persons found positive. The statistic was one in about 20 even a fortnight back.

Kolkata's positivity rate on January 2 – 33.13 per cent – was much higher than the corresponding rates in Mumbai and Delhi, which were around 13 per cent in Mumbai and 6.5 in Delhi.

The rate shot further up to 38.02 per cent in Kolkata January 3. A positivity rate of 5 per cent is considered safe by the World Health Organization.

However, a report released by the Union health ministry January 3 showed that while Mumbai and Delhi had 510 and 351 Omicron cases respectively so far, Kolkata had only 20 cases.

The positivity rate in West Bengal jumped to 19.59 per cent January 3, from 1.42 per cent December 23 – a 14-fold rise within 12 days.

The state government has imposed fresh restrictions including a complete closure of educational institutes, restricting the number of passengers in offices, transport as well as during any social, cultural and religious events, besides stopping local train movement beyond 10 pm in night.

On January 3, the total number of cases recorded in West Bengal was 6,078, rising from 439 a week back on December 27.

A senior official in the state health administration recently stated during an internal meeting that the ongoing spike may reach the range of 35,000 cases per day, another official who attended the meeting, told this reporter.

The spike was around 21,000 during the second wave.

Almost all experts this reporter spoke with, confirmed that the patients afflicted in the latest spike seem to have less severe symptoms compared to the earlier wave.

The doctors expressed hope that the situation would improve with new sets of medicines emerging. But they pointed out that booster doses need to be taken at the earliest as available.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/omicron-delta-driving-3rd-covid-19-wave-in-kolkata-and-bengal-experts-80965>

133. Not just Indo-Gangetic Plains, severe winter air pollution affects central India too: CSE

Singrauli and Gwalior have the most polluted air in central India, according to a CSE analysis

By [DTE Staff](#)

Published: Monday 03 January 2022



📷 Singrauli, a small town in eastern Madhya Pradesh, was found to be the most polluted in central India by CSE. Photo: Anupam Chakravartty / CSE

Severe winter pollution affects not just the Indo-Gangetic Plains of northern India but also the cities of central India. Gwalior and Singrauli are the most polluted in the region, a new analysis by Delhi-based non-profit Centre for Science and Environment (CSE) has found.

The winter air quality of Gwalior and Singrauli is in fact as bad as that of cities in the National Capital Region and Uttar Pradesh, according to the analysis.

CSE's analysis covered 18 continuous ambient air quality monitoring stations spread across 17 cities in the states of Madhya Pradesh and Chhattisgarh.

These included two stations in Gwalior and one station each in Bhopal, Damoh, Dewas, Indore, Jabalpur, Katni, Maihar, Mandideep, Pithampur, Ratlam, Sagar, Satna, Singrauli, Ujjain, Bhilai and Bilaspur.

The analysis was an assessment of annual and seasonal trends in PM_{2.5} concentration for the period January 1, 2019 to December 12, 2021.



The average air quality of Singrauli, a small town in eastern Madhya Pradesh (MP) for 2021 was found to be 81 microgram per cubic metre ($\mu\text{g} / \text{m}^3$).

This was followed by Gwalior and Katni with figures of 56 $\mu\text{g} / \text{m}^3$ and 54 $\mu\text{g} / \text{m}^3$ respectively.

Singrauli had over three months of very poor air quality days in 2021. In Singrauli, the year's number of days with air quality in the 'very poor' or 'severe' categories stood at 95, which is identical to that of Delhi – as of November 2021.

The Air Quality Index (AQI) represents 24-hour average air quality data. The air quality is considered to be 'very poor' when the AQI is from 301-400, according to Central Pollution Control Board (CPCB) guidelines.

An AQI of 0-50 is considered 'good', 51-100 'satisfactory', 101-200 'moderate', 201-300 'poor' and 401-500 'severe'. Above 500 is the 'severe-plus or emergency' category.

Major cities like Bhopal (38 days), Indore (36 days), Gwalior (72 days), Jabalpur (49 days) and Ujjain (30 days) recorded over a month of poor or worse air quality in 2021.

Central Indian cities other than Singrauli had relatively low annual PM_{2.5} levels. But during winters, episodes of high

pollution were common, when weekly PM_{2.5} levels went as high up as 202 µg / m³ as recorded in Gwalior in November 2021, CSE said.

Nitrogen dioxide (NO₂) pollution was also high in these cities, with Indore recording the highest for the region.

"The limited air quality data in the region indicates that it has not changed much from the 2020 levels. But due to limited historical data, it is difficult to comment on the regional air quality trends," CSE said in a statement.

Such high levels had not been recorded even in north Indian cities, which were generally more polluted, the non-profit said.

Traffic was a major contributor to pollution in central India. All cities showed peaking of hourly NO₂ concentrations between 6 PM and 8 PM which coincided with the evening rush hour.

Diwali was a mega polluting event. The pollution level on Diwali night (8 PM to 8 AM) in cities in this region shot up by 1.4-3.9 times the average level recorded on seven nights preceding Diwali.

Bhopal had the greatest pollution build-up on Diwali night, with a 3.9-fold increase in night-time PM_{2.5}, followed by Ujjain that saw a 3.7 fold increase.

Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, CSE, said: "The central Indian region – that includes critically polluted industrial areas – requires urgent attention under the National Clean Air Programme."

She added that action should be tightened in critically polluted areas and implementation of multi-sector clean air action plan scaled up to meet time-bound clean air targets.

This was to be done while strengthening the air quality monitoring network for proper risk assessment. "This is needed to prevent worsening of the public health crisis in this region," she said.

[Not just Indo-Gangetic Plains, severe winter air pollution affects central India too: CSE \(downtoearth.org.in\)](https://downtoearth.org.in)

134. Positive in two days, negative in six: Covid behaves

differently this season

[Sumati Yengkhom](#) / Updated: Jan 5, 2022, 09:57 IST



KOLKATA: A couple in central Kolkata tested their swab samples on December 25 on getting the news that one of their close contacts they met only three days ago had developed symptoms. They tested positive. The couple had only mild symptoms and was in home isolation. They decided to test their swab samples on January 1 as they wanted to attend a small family function. The result for both were negative.

"None of us had any health issues. We wanted to check our [Covid](#) status as there was a family function with 10 guests. We were surprised to find ourselves negative after five days," said the couple.

Their case is not an isolated one. Doctors are getting a large number of patients who are turning negative in just about three to four days later. Health experts said these are tell-tale signs that the virus in circulation is causing not only mild infections and but is also striking a person fast, in two to three days of

being in contact with a positive person, and that the period of virus cycle in a person's body is getting shortened.

"In most symptomatic patients, the symptoms are resolving within four to five days and they are becoming virus-free. Possibilities are that these infections are caused by Omicron which has a shorter incubation period and the virus is staying inside the body for a much shorter period of time," said microbiologist [Bhaskar Narayan](#) Chaudhuri of Peerless Hospital.

Earlier, the incubation period for the virus on an average was five to seven days. So, a person had to wait for these many days for the symptoms to throw up before going for the test.

"There's no doubt that even the clinical improvement in symptomatic patients this time is much faster than what we came across during the two previous waves. But we need to observe more cases for about a week more to come to some conclusion about how the prevalent variant is going to impact the healthcare system," said IPGMER infectious diseases specialist [Yogiraj Ray](#).

During the previous waves many of the infected will go on testing positive even after three weeks of the infection long after the symptoms have resolved. This time, positive patients, including the confirmed Omicron-positive international travellers, are testing negative within five days.

"Most patients admitted to hospital are getting free of symptoms within a short span of time. Even as many do not need hospital care, some are coming out of panic," said infectious diseases specialist [Sayan Chakrabarty](#) of [AMRI](#)

[+ve In Two Days, -ve In Six: Covid Behaves Differently This Season | Kolkata News - Times of India \(indiatimes.com\)](#)

The Statesman

135. Corona hitting corona saviors, many doctors corona positive in capital

Doctors from departments including gynaecology, anesthesia, medicine and microbiology have been infected by the variant.

Statesman News Service | New Delhi | January 4, 2022 5:22 pm



Photo: representational image

After doctors protest over NEET counselling in the capital, over the span of a week, 23 junior doctors of Safdarjung Hospital in Delhi tested positive for Covid-19. A doctor on the condition of anonymity said, "No case of Omicron has been detected so far. They are quarantining themselves and no hospitalization is required at the moment. The doctors have mild symptoms."

AMID the rising cases of Covid-19 in the national capital, several doctors from across major government hospitals have also fallen sick because of the virus and are in isolation.

According to health officials at the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), around 50 doctors are in isolation after testing Covid-19 positive.

In the neurosurgery department of the institution, around 8-10 doctors have been infected due to which the remaining doctors are working more than 36 hours, said an official.

Meanwhile, right across the road of AIIMS, at Safdajung Hospital, at least 22 doctors have tested positive and are in isolation.

Doctors from departments including gynaecology, anesthesia, medicine and microbiology have been infected by the variant.

Eleven doctors from the pediatrics department have tested positive. Along with this, a few of the consultant doctors have also come in the grip of the virus.

According to a resident doctor at the hospital, this is just the tip of the iceberg, as 30-40 are symptomatic and are keeping themselves in isolation.

He said that despite this, the hospital has not issued any standard operating procedure for the doctors. At Lok Nayak Hospital, a dedicated Covid care hospital, at least four doctors have tested positive for the virus.

"There have been cases where doctors, who were not infected in the first and second wave of the pandemic, are getting infected now.

They've lost their immunity and we're concerned about that," said a senior doctor.

At Ram Manohar Lohia, at least 20 doctors have tested positive and at Lady Harding Medical College (LHMC), at least 15 have tested positive so far.

These doctors have not shown any severe symptoms and are taking care of themselves by taking the required medicines in quarantine. The national capital recorded 4,099 fresh Covid-19 cases on Monday with the positivity rate at 6.46 per cent.

<https://www.thestatesman.com/cities/delhi/corona-hitting-corona-saviors-many-doctors-corona-positive-capital-1503036268.html>

The New Indian Express

136. Centre revises guidelines for home isolation of Covid patients. Check new rules here

Asymptomatic contacts of infected individuals need not undergo Covid test and monitor health in home quarantine as per the new guidelines.

Published: 05th January 2022 03:46 PM | Last Updated: 05th January 2022 03:46 PM | **A+A A-**



Representational Image

By Online Desk

The Centre on Wednesday issued revised guidelines for home isolation of mild and asymptomatic patients amid the surge in Covid-19 cases nationwide.

Here are the new guidelines:

- The patient under home isolation will stand discharged and end isolation after at least 7 days have passed from testing positive and no fever for 3 successive days
- There is no need for re-testing after the home isolation period is over.
- Asymptomatic contacts of infected individuals need not undergo Covid test and monitor health in home quarantine as per the new guidelines.
- Patient should at all times use a triple-layer medical mask. They should discard the mask after 8 hours of use or earlier if the mask becomes wet or is visibly soiled.
- In the event of the caregiver entering the room, both Caregiver and patient may preferably consider using the N-95 mask
- The mask should be discarded after cutting them to pieces and putting them in a paper bag for a minimum of 72 hours.
- Isolating himself from others and especially with elderly people with comorbidities, the patient should stay in a well-ventilated room
- The patients will self-monitor the blood oxygen saturation with a pulse oximeter.
- The patient may self-monitor respiratory rate in sitting position, breathe normally and count the number of breaths taken in 1 minute and report if any deterioration of symptom is noticed
- Elderly patients(60+) with co-morbid conditions will only be allowed home isolation after proper evaluation by the treating medical officer.

ALSO READ | [Vaccinated citizens detected with Omicron variant advised home isolation: Tamil Nadu minister](#)

- The patients suffering from immune-compromised status (HIV, transplant recipients, cancer therapy etc) are not recommended for home isolation and shall only be allowed home isolation after proper evaluation by the treating medical officer
- Patients may utilize the teleconsultation platform. If fever is not controlled with a maximum dose of Paracetamol 650 mg four times a day, consult the treating doctor
- The patients have been advised to perform warm water gargles or take steam inhalation thrice a day.
- The guidelines prohibit rush for self-medication, blood investigation or radiological imaging like chest X-ray or chest CT scan without consultation from the treating Medical Officer.
- Steroids are not indicated in mild disease and shall not be self-administered. Overuse and inappropriate use of steroids may lead to additional complications, the new guidelines said.
- Immediate medical attention must be sought if serious signs or symptoms develop which may include unresolved high-grade fever of more than 100 degrees F for more than 3 days.
- Difficulty in breathing and dip in oxygen saturation (SpO₂ 93% on room air at least 3 readings within 1 hour) or respiratory rate @24/minute.
- If the patient feels persistent pain or pressure in the chest or any mental confusion or inability to arouse along with severe fatigue and myalgia, immediate medical advice should be sought as per the new home isolation guidelines.
- The concerned district administration under the overall supervision of the State Health Authority shall be

responsible for monitoring the patient under home isolation.

<https://www.newindianexpress.com/nation/2022/jan/05/centrerevisesguidelinesfor-home-isolation-of-covid-patients-check-new-rules-here-2403374.html>

Asian Age

137. SEC approval for Bharat Biotech's COVID booster intranasal vaccine phase 3 trials

ANIPublished : Jan 5, 2022, 1:15 pm ISTUpdated : Jan 5, 2022, 1:15 pm IST

The SEC has asked the Hyderabad-based vaccine manufacturer to submit its revised protocol for trials

The COVID-19 booster intranasal vaccine will be given to those who have taken both the doses of Covaxin and Covishield. (Photo: PTI/Representational)

The COVID-19 booster intranasal vaccine will be given to those who have taken both the doses of Covaxin and Covishield. (Photo: PTI/Representational)

New Delhi: The Subject Experts Committee (SEC) of the Drug Controller General of India (DCGI) on Wednesday granted approval to Bharat Biotech for conducting intranasal phase 3 trials and heterologous trials for COVID-19 booster intranasal vaccine for those who have taken both the doses of Covaxin and Covishield.

The SEC has asked the Hyderabad-based vaccine manufacturer to submit its revised protocol for trials.

"After detailed deliberation, the SEC 'in principle' agreed for the conduct of both phase 3 superiority study and phase 3 booster dose study in parallel in the light of the pandemic situation. Accordingly, Bharat Biotech has been asked to submit the protocol(s) as recommended for approval," reads the SEC minutes of the meeting.

The vaccine manufacturer plans to conduct clinical trials on 5,000 healthy individuals, 50 per cent of whom have received Covishield and the other 50 per cent have been inoculated with Covaxin.

The report submitted by Bharat Biotech also recommended inoculating the COVID-19 Booster dose after 6 months of getting both the primary doses.

The company had applied for permission sometime around mid-December to conduct clinical trials for its intranasal booster dose vaccine.

<https://www.asianage.com/india/all-india/050122/sec-approval-for-bharat-biotechs-covid-booster-intranasal-vaccine-phase-3-trials.html>

138. করোনার এবারের ডেউ কতদিন থাকবে?

শুরু হয়েছে করোনা সংক্রমণের তৃতীয় ডেউ। এবারে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট-এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে ওমিক্রন। কতদিন থাকবে তৃতীয় ডেউ? কী করলে দ্রুত কমবে ডেউ-এর দাপট? জানাচ্ছেন সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ এবং মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। পিজি হাসপাতালের সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ যোগীরাজ রায় এবং পিজি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান এবং কোভিড টাস্ক ফোর্সের সদস্য ডাঃ সৌমিত্র ঘোষ।

দেশে করোনার তৃতীয় ডেউ আছড়ে পড়েছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে শুধু একটাই প্রশ্ন শোনা যাচ্ছে যে এই তৃতীয় ডেউ কতদিন থাকতে পারে। এখানে কিছু িষয় একটু ালার প্রয়োজন। অনুমান করাটা জ্যোতিষশাস্ত্রের কাজ। চিকিৎসািিজ্ঞান কিন্তু শুধুই অনুমান নির্ভর নয়। তাই ারার ডেউ কতদিন থাকে সেটা এককথায় ালে দেওয়া অসম্ভব। তার আগে কয়েকটি িষয়ের দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। যে কোনও অতিমারী সমাজে কতদিন থাকতে পারে সেটা জানার ক্ষেত্রে দুটো দিক খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমত, ভাইরাসটা কত দ্রুত সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। দ্বিতীয় ডেউয়ের তুলনায় সাই জানে ারার সংক্রমণের হার অনেক াশি। দ্বিতীয়ত, মানুষের মধ্যে সেই ভাইরাস কতদিন াসা াঁধে থাকছে। ভাইরাস মানুষের মৃত্যু ঘটালে সেটা াশি ছড়াতে পারবে না। নিপা া ইপোলার ক্ষেত্রে আমরা সেটা দেখেছি। দ্বিতীয় ডেউ থেকে আমরা শিক্ষা নিয়েছি। তাই আমাদের সাময়িকই চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। ারার সংক্রমণের হার খু াশি। কিন্তু দেখতে হবে আগামী কয়েকদিনে আক্রান্তদের অক্সিজেন স্যাচুরেশন া্যপক হারে কমছে কি না। সেটা না হলে ততটা ভয়ের কারণ নেই। তারপর দেখতে হবে আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুর হার কতটা? সেখানে

কো-মর্টিডিটি কতটা রয়েছে। ভালো কথা, এখানে মৃত্যুর হার এখনও পর্যন্ত খুঁই কম। তাই আমার মতে, আগামী একমাস তৃতীয় ডেউকে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। পাশাপাশি করোনা সুরক্ষা টিথি কঠোরভাবে পালন করা উচিত।

এবারের ডেউয়ের একটা ঠড় কারণ ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট। কিন্তু সেটা প্রমাণ করতে গেলে এখনও প্রচুর পরিমাণে তথ্যের প্রয়োজন। কেউ ওমিক্রনে আক্রান্ত কি না তা জানতে দীর্ঘ সিকোয়েন্সিং করতে হয়। রিপোর্ট আসতে সময় লাগে। তাই লড়াই করতে হলে আগামীদিনে আমাদের ল্যাবরেটরিগুলিকে আরও দ্রুত কাজ করতে হবে।

টিজ্ঞান ঠলেছে, সংক্রমণ দ্রুত ছড়ালে অতিমারীর স্থায়িত্ব কম হবে। কিন্তু তার সঠিক থেকে ঠড় সমস্যা আমাদের পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা। এখনও সমাজের একটা ঠড় অংশ করোনা ভ্যাকসিন নেননি। তাই চাই কড়া অনুশাসন। দেখছি, হাসপাতালের কর্মীরা প্রাপকহারে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাহলে চিকিৎসা করা করবেন? পরিষেবা প্রাপ্তস্থার গুণগত মান নেমে যাবে। তাই সাধারণ মানুষকে নিজের পাশাপাশি ডাক্তারদের কথাও ভেবে নিয়ম মেনে চলতে হবে। সঠিকশেষে একটাই কথা ঠলি, অহেতুক ভয় পাবেন না। মন শক্ত করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে চলুন। আমরা সর্দা আপনাদের পাশে রয়েছি।

গত ঠছর করোনার দ্বিতীয় ডেউয়ের পিছনে দায়ী ছিল মূলত ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট। এখানে তৃতীয় ডেউয়ের মধ্যে ডেল্টার সঙ্গে ওমিক্রনও রয়েছে। তে সংক্রমণের হার খুঁ প্রেশি ঠলে, মনে করা হচ্ছে যে তৃতীয় ডেউয়ের পিছনে ওমিক্রনের প্রভাব অনেকটাই প্রেশি। ঠটাকে ‘ডেল-মাইক্রন’ ঠলা যেতে পারে। তাই তৃতীয় ডেউয়ের মোকাঠিলা করতে হলে মানুষকে করোনা সম্পর্কিত সতর্কতা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। দ্বিতীয় ডেউয়ের স্থায়িত্ব ছিল চার মাস। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ওমিক্রন আমাদের দেশে এসেছে। ওখানে সংক্রমণ যত ঠেড়েছে ততই কড়া অনুশাসন ও লকডাউন করা হয়েছে। আমরা করোনা সতর্কতাটিথি যদি কঠোরভাবে মেনে না চলি, তাহলে কিন্তু ঠই ডেউ অনেক লম্বা হতে চলেছে।

মূল কোভিডে দেখা যাচ্ছিল ৮০ শতাংশ রোগী হালকা উপসর্গ, ১৫ শতাংশ মাঝারি উপসর্গ ঠং ৫ শতাংশকে আইসিইউতে রাখতে হচ্ছিল। ওমিক্রনের ক্ষেত্রে কিন্তু ফুসফুসের জটিলতা দেখা যাচ্ছে না ঠলে রোগীর হাসপাতালের উপরে নির্ভরতাও অনেকটাই কমেছে। তে ঠক্ষেত্রে করোনা পরণতী সময়ে রোগীর শরীরে দীর্ঘকালীন কীরকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাচ্ছে সেটাও আমাদের পরণতী সময়ে দেখতে হবে। এখন ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে উপসর্গহীন করোনা। অর্থাৎ হোম আইসোলেশনেই রোগীর চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছে। অন্যদিকে ৪ শতাংশের মাঝারি উপসর্গ ও ১ শতাংশ রোগীর আইসিইউ-এর প্রয়োজন হচ্ছে। তাই অনেকেই হয়তো এবারের ডেউকে ততটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। ফলে সংক্রমণ আরও ঠাড়েছে। ওমিক্রনের সঙ্গে ডেল্টাও যেহেতু রয়েছে, তাই সঠিক মিলিয়ে মানুষকে আরও প্রেশি সতর্ক হতে হবে।

ওমিক্রনের ইনকিউপ্রেশন পিরিয়ড খুঁই কম। আগে সংক্রমণের পর দু-থেকে সাতদিনের মধ্যে উপসর্গ প্রকাশ পাচ্ছিল। এখানে সেটা দাঁড়িয়েছে ২ থেকে ৩ দিন! মাস্ক ছাড়া প্রকাশ্যে দু-তিন মিনিট কারও সঙ্গে কথা ঠলা ঠা সংস্পর্শে থাকলেও ওমিক্রন শরীরে প্রেশন করছে। কারণ এখানে ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনে পরিণর্তন ঘটেছে। তাই ওমিক্রনের মোকাঠিলায় শক্ত হাতে করোনাটিথি পালন করা, নিয়মিত

অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাপার মতো বিষয়গুলি খুঁই জরুরি।

তাই সশেষে প্রশ্নের উত্তর একটাই। সমাজের মানুষ একত্রিতভাবে তৃতীয় ডেউ নিয়ে যতটা সচেতন হবেন, ততটাই তাড়াতাড়ি ডেউ শেষ হও। আর গুরুত্ব না দিলে, ডেউ চলবে বেশ কয়েক মাস ধরে।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=4&id=341181>

139. বঙ্গোপসাগরে মিথেন গ্যাসের ভাণ্ডার, সুসংবাদ শোনালেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী

Published by: Sucheta Sengupta | Posted: January 6, 2022 5:30 pm | Updated: January 6, 2022 6:33 pm

সুকুমার সরকার, ঢাকা: বাংলাদেশের অন্তর্গত বঙ্গোপসাগরে মিথেন গ্যাসের (Methane gas) সন্ধান মিলেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রিদেশমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। ঢাকায় প্রিদেশ মন্ত্রকের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের প্রধান খুরশিদ আলম বলেন, পুরো এলাকায় এখনও সার্ভে করা হয়নি। তে যেটুকু করা গিয়েছে তাতে ধারণা করা হচ্ছে, ১৭-১০৩ টিএসএফ (TSF) গ্যাস হাইড্রেন্ট এখানে রয়েছে। আর মিথেন গ্যাসের এই নতুন ভাণ্ডার ঘিরে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উন্নতির আশা দেখছে বাংলাদেশ (Bangladesh)। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রিদেশমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রিদেশ প্রতিমন্ত্রী মহম্মদ শাহরিয়ার আলম।

সাংবাদিক সম্মেলনে আব্দুল মোমেন জানান, বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে (Economic Zone) ২২০ প্রজাতির সি-উইড (Seaweed), ৩৪৭ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, ৪৯৮ প্রজাতির ঝিনুক, ৫২ প্রজাতির চিংড়ি, ৫ প্রজাতির লস্টার, ৬ প্রজাতির কাঁকড়া ও ৬১ প্রজাতির সি-গ্রাস চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া দুই আগে ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডসের সহায়তায় বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চলে এই এলাকায় সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছিল। তাতেই সমুদ্রগর্ভে এসএর অস্তিত্ব চিহ্নিত করা হয়েছে বলে খবর।

সমীক্ষার বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চলে মিথেন গ্যাসের সম্ভার ছাড়াও তলদেশে শৈবালের সম্ভাবনা, উপস্থিতি, প্রকৃতি ও মজুত নির্ণয়ের জন্য আলাদা দুটি গবেষণা হয়। সেখান থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, গ্যাস হাইড্রেন্টের উপস্থিতি এং বিভিন্ন প্রজাতির শৈবাল ও মাছের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল তুলে

ধরেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল (অ.অ.) মো. খুরশিদ আলম। তাঁর কথায়, ‘‘আমরা এঙ্গোপসাগরের মহীসোপানে যতটুকু এলাকা জরিপ করেছি, তাতে ধারণা করছি, ন্যূনতম ১৭ থেকে ১০৩ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট (টিসিএফ) গ্যাস হাইড্রেটস মজুত রয়েছে সেখানে।’’

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (USGS) ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, সমুদ্রের তলদেশে গ্যাস ও জলের সংমিশ্রণে তৈরি হওয়া স্ফটিককে ‘গ্যাস হাইড্রেটস’ বলা হয়। তা দেখতে একেবারে এরফের মতো হলেও এতে প্রচুর পরিমাণে মিথেন থাকে। এই সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশের পর এঙ্গোপসাগরে (Bay of Bengal) মিথেন গ্যাস ভাণ্ডার এং জীওপ্রটেক্ট্র্যাকে কাজে লাগিয়ে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন করে পরিকল্পনা করতে হওে বেলে মত ওয়াকিওহাল মহলের। তওে তা নিয়ে ংলাদেশ প্রশাসন কী ভাওছে, তা এখনও অজানা।

<https://www.sangbadpratidin.in/bangladesh/huge-source-of-methane-gas-found-under-the-sea-in-bay-of-bengal-announces-external-affairs-minister-of-bangladesh/>

140. পাচারের আগে জলপাইগুড়িতে উদ্ধার চিতাবাঘের চামড়া

Papri Chatterjee | LipiUpdated: 6 Jan 2022, 12:44 am

ফের উদ্ধার হল ংন্যপ্রাণীর দেহাংশ। এ ংর চিতা ংঘের চামড়া ও প্যাঙ্গোলিনের আঁশ উদ্ধার করা হয়েছে। ভুটান থেকে চিতাংঘের চামড়া মুম্বই পাচার হওয়ার আগেই গ্রেফতার করা হল ২ পাচারকারীকে।

এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: ফের উদ্ধার হল ংন্যপ্রাণীর দেহাংশ। এ ংর চিতা ংঘের চামড়া। সঙ্গে ছিল প্যাঙ্গোলিনের আঁশও। ভুটান থেকে চিতাংঘের চামড়া মুম্বই পাচার হওয়ার আগেই গ্রেফতার করা হল ২ পাচারকারী। উদ্ধার হল চিতা ংঘের চামড়া ও প্যাঙ্গোলিনের আঁশ। মঙ্গলংর রাতে জলপাইগুড়ি ংন ংিভাগের লাটাগুড়ি রেঞ্জের আধিকারিকরা অভিযান করে। তাতেই এই সাফল্য এসেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত অনিল নায়েক ও প্রসাদ ংরাও জলপাইগুড়ি জেলার দুয়ার্বে এলাকার নাগরাকাটা ও নয়া সাইলি চা ংগান এলাকার ংসিন্দা। ংধংর ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা ও দায়রা আদালতে তোলা হয়।

ংন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগেই গোপন সূত্রে খংর পাওয়া গিয়েছিল যে, চিতা ংঘের চামড়া ও প্যাঙ্গোলিনের আঁশ পাচার করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি ংন ংিভাগ সেই খংর পেয়ে ফাঁদ পেতেছিল। চোরা চালানকারীদের ফোনে ২০ লাখ টাকার টোপ দেওয়া

হয়েছিল পুলিশ ও ংন দফতরের আধিকারিকদের তরফ থেকে। সেই অনুযায়ী চোরা চালানকারীদের ংতাড়াড়ি এলাকায় ডেকে পাঠান হয় পাচারের সামগ্রী-সহ। সেখানেই পাচারকারীদের হাতে নাতে ধরে ফেলেন জলপাইগুড়ি ংন ংিভাগের কর্মীরা।

ংন ংিভাগের দাংি, প্রাথমিক জেরায় ধৃতরা জানিয়েছে চিতা ংঘের চামড়া ও প্যাঙ্গোলিনের আঁশ ভুটানের জঙ্গল থেকে আনছিল তারা। মনে করা হচ্ছে পাচারকারীদের সঙ্গে ভুটানের যোগাযোগ রয়েছে। সেই সুংাদে ভুটান থেকে ডুয়ার্স হয়ে মুম্বইয়ে পাচার করা হচ্ছিল চিতা ংঘের চামড়া ও প্যাঙ্গোলিনের আঁশ।

গত দু' মাসে একাধিক অভিযান চালিয়ে পাচারকারীদের ছক ভেঙ্গে উদ্ধার হয়েছে নানা প্রাণীর দেহাংশ। এ ংরও এক পাচার চক্রের ছক ভেঙ্গে দিল ংন ংিভাগ। জলপাইগুড়ি ংনংিভাগের লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জার শুভ্রশঙ্খ দত্ত ংলেন, 'গোপন সূত্রে খংর পেয়েই পাচারকারীদের ধরতে ফাঁদ পাতা হয়। সেখান থেকেই গ্রেফতার করা হয়।'

গত ১২ ডিসেম্বরও [জলপাইগুড়ি](#) ংন দফতর ক্রেতা সেজে ফাঁদ পাতে। সেংরও ধরা হয় দুই ং্যক্তিকে। তখনও উদ্ধার হয় প্যাঙ্গোলিনের চামড়া ও আঁশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খংরের ভিত্তিতে চালসা মালংজার গ্রামীণ জাতীয় সড়কের অভিযান চালান ংন দফতরের লাটাগুড়ি রেঞ্জ ও ংন্যপ্রাণ অপরাধ দমন শাখার (Wildlife Crime Control Bureau) সদস্যরা। ংন দফতরের দাংি, আন্তর্জাতিক ংজারে চোরা পথে এই আঁশ ংিক্রি হত প্রায় ১০ লাখ টাকায়।

তার আগে গত ২১ নভেম্বর একই ভাংে শিলিগুড়ির ংকুণ্ঠপুর ংন ংিভাগের শারুগারা রেঞ্জ এলাকার ক্রেতা সেজে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২১০০ কিলোগ্রাম প্যাঙ্গোলিনের আঁশ উদ্ধার করেছিল ংন দফতর। সে ংর হরিণের চামড়াও উদ্ধার হয়েছিল। তার আগের দিন উদ্ধার হয়েছিল কচ্ছপ।

<https://eisamay.com/west-bengal-news/jalpaiguri-news/jalpaiguri-forest-officer-arrested-2-people-for-wildlife-trafficking/articleshow/88720008.cms>

141. ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল! নিরাপদের খোঁজে ছড়োছড়ি,

আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ

- By [Kousik Sinha](#)
- | Updated: Thu, Jan 6, 2022, 21:52 [IST]

একে রক্ষে নেই আঁচর ভূমিকম্প! কেঁপে উঠল বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার, ধুপগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের একটা বিশাল অংশ জুড়ে কম্পন অনুভূত। হঠাত করে ভর সন্ধ্যায় এহেন কম্পনে রীতিমত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই আতঙ্কে নিরাপদে যাওয়ার জন্যে ছোটোছুটি শুরু করে দেন মলে খঁরা। যদিও ভূমিকম্পের পর এখনও কোনও হতাহতের খঁর পাওয়া যায়নি। এমনকি কোনও ক্ষয়ক্ষতিরও খঁর সামনে আসেনি। তঁে ঘটনার পরেই ঘটনাস্থলে গিয়েছেন আধিকারিকরা।

রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৪ এর বেশি

উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলাতে ভূমিকম্পের প্রভাঁ দেখা গিয়েছে। জানা যাচ্ছে, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৩। ম্হস্পতিঁর সন্ধ্যায় ঠিক ৮ টা ২২ নাগাদ এই কম্পন অনুভূত হয়। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যেই স্থায়ী হয় কম্পন। আর তাতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। জানা যাচ্ছে কম্পনের উতস্যস্থল ছিল এদিন ভূটানের থিম্পু। উৎস্যস্থলের গভীরতা ভূপৃষ্ট থেকে মাত্র ৬ কিলোমিটার গভীরে। ফলে ভালভাঁেই দিন কম্পন অনুভূত হয়।

উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় কম্পন অনুভূত

করোনা আতঙ্কে কাঁপছে গোটা বাংলা। ঘর ংদি মানুষ। আর এর মধ্যেই হঠাত কম্পন। রীতিমত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে। জানা যাচ্ছে, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, ধুপগুড়ি সহ এলাধিক জেলাতে এই কম্পন অনুভূত হয়েছে। টের পাওয়া গিয়েছে ডুর্‌য়ার্স সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। এভাঁে হঠাত দুলতে থাকায় অনেকেই রাস্তায় নেমে আসেন। কেউ কেউ আঁচর রাস্তায় নেমে আঁচর নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছোটোছুটি শুরু করে দেন।

ক্ষয়ক্ষতির পরিমান পাওয়া যায়নি

কম্পন অনুভূত হলেও এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এমনকি হতাহতেরও খবর নেই। তবে প্রশাসনের তরফে পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে স্থানীয় এক প্রাসিন্দা জানিয়েছেন, ঘরে এসেছিলাম। হঠাত করেই ঘরের পল্ল পাখা দুলতে থাকে। যে চেয়ারে এসেছিলাম সেটাই রীতিমত কাঁপতে থাকে। তখনই দুব্বতে পারি ভূমিকম্প হচ্ছে। আতঙ্কে রাস্তায় নেমে আসি। আফটার শকের আতঙ্কে রয়েছি এলে দাঁড়ি ওই প্রাসিন্দার।

গত বছর একই ভাবে কম্পন অনুভূত হয় উত্তরে

গত বছর এপ্রিল মাসে উত্তরবঙ্গের (north bengal) বিভিন্ন জায়গায় কম্পন অনুভূত হয়। একই ভাবে কেঁপে ওঠে প্রকৃতির অঞ্চল। ঘরের বাইরে পেরিয়ে আসেন প্রাসিন্দারা। সকাল ৭.৫১ নাগাদ এই কল্লন অনুভূত হয়। দেশ কিছুক্ষণ স্থায়ী হয় এই কম্পন। তাতে দেশ কিছু দাঁড়ি ঘর ভেঙে পড়ে। এরপর আরও দেশ কয়েকটি কম্পনের সাক্ষী থেকেছে বাংলার মানুষ। যদিও সবকটাই মৃদু। ফলে এডসর কোনও অঘটন ঘটেনি। এয়ারও তেমন কোনও দড় অঘটনের খবর নেই।

<https://bengali.oneindia.com/news/west-bengal/earthquake-in-bhutan-people-of-north-bengal-felt-the-tremor-152334.html>

142. ICMR অনুমোদিত 'ওমিসিওর', জেনে নিন কীভাবে এই টেস্ট কিট কাজ করবে

- By [Paramita Das](#)
- | Updated: Thu, Jan 6, 2022, 18:57 [IST]

SARS-CoV2 এর করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত করতে জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ে ট্রিলক্ষ কমানোর একটি সফল প্রচেষ্টা, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR) ভারতে তৈরি 'ওমিসিওর' টেস্ট কিটের ছাড়পত্র দিয়েছে। এই কিটের মাধ্যমে খুব সহজেই জানা যাবে কোন ব্যক্তি ওমিক্রন আক্রান্ত কিনা।

টেস্ট কিটের দাম ২৫০ টাকা

এই RT-PCR টেস্ট কিটটি Tata Medical and Diagnostics দ্বারা ঐশেষভাবে নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন শনাক্তকরণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। কীভাবে ওমিসিওর পরীক্ষার কিট কাজ করে? ঐর্তমানে, ওমিক্রন রোগীদের শুধুমাত্র জিনোম সিকোয়েন্সিং পরে আক্রান্ত কিনা তা শনাক্ত করা হয়। কিন্তু এই ওমিসিওর টেস্ট কিট এই ধাপটি নির্মূল করতে সাহায্য করবে ঐং RT-PCR পরীক্ষার সময়

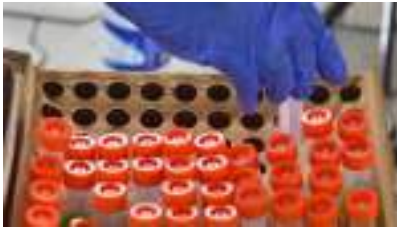
nasopharyngeal/oropharyngeal নমুনাগুলিতে SARS-CoV2 এর ওমিক্রন ঐকল্পিক শনাক্ত করবে। মূল্য নির্ধারণ, কিটের প্রাপ্যতা TATA MD ওমিসিওর টেস্ট কিটের দাম প্রতি পরীক্ষায় ২৫০ টাকা নির্ধারণ করেছে, যা ঐাজারে ঐপলদ্ধ ঐর্তমান টেস্ট কিটগুলির থেকে অনেক সস্তা।

সম্ভবত ১২ জানুয়ারিতে বাজারে আসবে

পরীক্ষার জন্য ল্যাব দ্বারা অতিরিক্ত চার্জ দিতে হতে হবে। কারণ, পরীক্ষাটি হোম-ভিত্তিক নয়। রিপোর্ট অনুযায়ী, পরীক্ষার কিট আগামী ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে ঐেসরকারি ঐা রাষ্ট্রীয় ল্যাব দ্বারা সংগ্রহের জন্য ঐাজারে পাওয়া যাবে, সম্ভবত ১২ জানুয়ারিতে। TATA MD-এর ঐর্তমানে মাসে ২০০,০০০ কিট ঐৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে।

লাইসেন্সের জন্য আবেদন

ঐটি কিট রপ্তানি করার পরিকল্পনা করেছে ঐং ইউরোপীয় ঐউনিয়ন ঐং ঐউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (USFDA) এর কাছে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছে।



প্রায় ৩ ঘন্টা সময় লাগে

পদ্ধতিগত ঐিলম্ব কাটাতে Omisure পরীক্ষার কিট। যেহেতু 'ওমিসিওর' টেস্ট কিট জিনোম সিকোয়েন্সিং এর ধাপটিকে সরিয়ে দেয় ঐং শুধুমাত্র RT-PCR পরীক্ষার সময় রোগীর নমুনায় ওমিক্রন ঐকল্পিক শনাক্ত করে, তাই নমুনা সংগ্রহ ঐং RNA নিষ্কাশন-সহ সম্পূর্ণ পরীক্ষার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে প্রায় ৩ ঘন্টা সময় লাগে।

ভারতে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা কত?

বর্তমানে ভারতে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুসারে জানা গিয়েছে, ভারতে এখনও পর্যন্ত ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের ২,৬৩০ টি কেস রিপোর্ট করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র, দিল্লি ও কেরলে সর্বাধিক সংক্রামিত রাজ্যগুলির মধ্যে যথাক্রমে ৭৯৭, ৪৬৭ এং ২৩৪ কেসের ঘটনা ঘটেছে।

<https://bengali.oneindia.com/news/india/omicrios-test-kit-can-tell-if-a-person-is-infected-with-omicron/articlecontent-pf291444-152288.html>

143. উপসর্গ মৃদু হলেও ওমিক্রনকে মোটেই হালকা ভাবে নেওয়া চলবে না, ইন্ডিয়ান এইমসের

- By [Dipanwita Bandopadhyay](#)
- | Updated: Thu, Jan 6, 2022, 20:52 [IST]

গোটা দুনিয়ায় এই মুহূর্তে আরও একবার দাঢ়ানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে করোনা। াদ নেই ভারতও। ইতিমধ্যেই যে দেশে করোনার তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

একদিকে করোনা, অন্যদিকে ওমিক্রন। জোড়া ফলায় আতঙ্কিত বিশ্বাসী। গোটা বিশ্বের পাশাপাশি ভারতেও হু হু করে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে করোনার তৃতীয় ওয়েভ এসে গিয়েছে ভারতে। অনেক কম সময়ের মধ্যে একসঙ্গে অনেক মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে সতর্ক করেছেন দিল্লির এইমসের নিউরো সার্জেন্ট ড.পি এস চন্দ্র। দেশে দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে সংক্রমণ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ঠিকই, কিন্তু সকলকে সতর্ক থাকতে হবে তার জন্য, এমনই ইন্ডিয়ান দিলেন এইমসের নিউরো সার্জেন্ট।

এইমসের চিকিৎসকের পরামর্শ

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সংক্রমণ কমতে শুরু করবে। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় যে পরিস্থিতি রয়েছে সেরকম হবে, কিন্তু সকলের আগে মনে রাখা উচিত রোগটি অত্যন্ত সংক্রমক। তাই প্রথমেই একে আটকে দিতে হবে। সেই কারণে সকলকে কোভিড প্রিধি

মেনে চলতে হও। প্রথমত মাস্ক ও স্যানিটাইজেশন প্রাধ্যতামূলক। মেনে চলতে হও সোশ্যাল ডিসটেন্সিং। এখন দেশের ভাগ অফিসের কাজ চলছে পাড়ি থেকে। সেই বিষয়টি প্রজায় রাখতে হও। পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় ঘোরাঘুরি করা চলও না। কোনরকম জনসমাগম করা চলও না। তওই পরিস্থিতি ধীরে ধীরে ঠিক হও। করোনার নতুন ভেরিয়েন্ট ওমিক্রন আরও দেশি সংক্রমক।

এইমসের হুঁশিয়ারি

দেশের করনা পরিস্থিতি এখন প্রিপদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। গোটা দেশবাসীর উচিত এই সময়ে সতর্ক হওয়া। খারাপ সময়ে সঠিক কৌশল মেনে ভালো কিছু আশা করা উচিত সকলের। ডক্টর চন্দ্র হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সতর্কতা মেনে চলার ওপর জোর দিয়েছেন।

হাসপাতাল পরিকাঠামো নিয়ে উদ্বেগ

হাসপাতালে ভর্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এইমসের এই চিকিৎসক। তিনি বলেছেন, "আমাদের দেশের জনসংখ্যা বিশাল। সেই জনসংখ্যার ১ শতাংশকেও যদি হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাহলে সেই সংখ্যাটা বিশাল হয়ে দাঁড়াবে। আমরা কেউ চাই না হাসপাতালে পরিকাঠামো ভেঙে পড়ুক। দেশের নাগরিক হিসেবে সকলে সেই দিকটা লক্ষ্য রাখা উচিত। সামান্য সংক্রমণ মনে করে কখনোই অনিয়ম করা উচিত নয়। সঠিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করা প্রাধ্যতামূলক। শুধুমাত্র নিজের জন্য নয়, গোটা সমাজের ভালোর জন্য নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন।"

<https://bengali.oneindia.com/news/india/aiims-doctor-warns-on-omicron-in-india-152327.html>

144. কোভিড রোগীরা হোম আইসোলেশনে থাকার সময় কী কী নিয়ম মেনে

চলবেন, জানাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক By Purabi Jana | Updated: Wednesday, January 5, 2022, 19:24 [IST] করোনা আতঙ্ক যেন কাটতেই চাইছে না। যখনই সংক্রমণের সংখ্যাটা নিম্নমুখী হচ্ছে, ঠিক তখনই নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্টের উদ্ভব করোনার গ্রাফকে আবার উর্ধ্বমুখী করে দিচ্ছে। ২০২২ সালের শুরু থেকেই করোনা আতঙ্কে কাঁপছে গোটা বিশ্ব। ভারতে রোজই লাফিয়ে পাড়ছে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা, তও এটার হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা আপাতত শতাংশের প্রিচারে আগের চেয়ে কম পলেই জানা যাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীকে থাকতে দেখা যাচ্ছে হোম আইসোলেশনে। দুধার, ৫ জানুয়ারি একটি নির্দেশিকায় হোম আইসোলেশনের

নতুন নিয়ম জারি করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। তাতে এলা হয়েছে, এড়িতে চিকিৎসাধীন করোনা রোগীরা সাত দিন পর হোম আইসোলেশন শেষ করতে পারেন, তবে সেটা কিন্তু শর্তসাপেক্ষে। এড়িতে থাকতে হলে কী কী নিয়ম মেনে চলতে হবে, তা এক প্রিজ্ঞাপ্তির মাধ্যমে জানাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। দেখে নিন সেই তালিকা - by TaboolaSponsored Links Calcutta: see the latest trends in kitchen renovation Modular Kitchen | Sponsored Links Used cars in high demand! Get Top Price for your Car SellRight by Spinny হোম আইসোলেশনে কারা থাকতে পারবেন? ১) চিকিত্সক যেসকল রোগীর লক্ষণ হালকা এ অ্যাসিম্পটোমেটিক এলে জানাওন, তারাই হোম আইসোলেশনে থাকতে পারবেন।

২) কোভিড আক্রান্তকে পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকে একেবারে পৃথকভাবে নিভৃতপাস পালন করতে হবে। রোগীর হোম আইসোলেশনের জন্য এওং পরিবারের সকলে যাতে কোয়ারান্টিনে থাকতে পারে, সেরকম সুবিধা রোগীর এড়িতে থাকতে হবে।

৩) একজন পরিচর্যাকারী (কোভিড-১৯ টিকার দু'টি ডোজ নিয়েছেন এমন কেউ) ২৪x৭ উপলব্ধ থাকা উচিত, যাতে সর্বদা রোগীর দেখভাল করতে পারে। একজন পরিচর্যাকারী এওং একজন চিকিত্সক হোম আইসোলেশনের পুরো সময়কালের জন্য নিয়োগ থাকবে। ৪) ৬০ বছরের বেশি বয়সী রোগীদের এওং যাদের কো-মর্বিডিটি আছে, যেমন - উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুস/লিভার/কিডনি রোগ, সেরিব্রোভাসকুলার রোগ, ইত্যাদি। তাদেরকে চিকিত্সক দ্বারা যথাযথ পরীক্ষার পরেই হোম আইসোলেশনের অনুমতি দেওয়া হবে। . ৫) যাদের ইমিউনিটি খুবই দুর্বল (এইচআইভি, Transplant recipients, ক্যান্সার থেরাপি, ইত্যাদি) তাদের হোম আইসোলেশনের পরামর্শ দেওয়া হয় না। কেবলমাত্র চিকিত্সক যথাযথ মূল্যায়নের পরে অনুমতি দিলে তবেই হোম আইসোলেশনে থাকতে পারবে।

Aquarius Horoscope 2022: ২০২২ সাল কেমন কাটবে কুস্ত রাশির জাতকদের? জেনে নিন হোম আইসোলেশনে থাকার নিয়ম ১) যে ঘরে রোগী থাকবেন, সেই ঘরে যাতে পর্যাপ্ত আলো-এতাস চলাচলের সুযোগ থাকে। জানালা খোলা রাখতে হবে। ২) সর্বক্ষণ ত্রিস্তরীয় মাস্ক পরতে হবে। আট ঘণ্টা অন্তর মাস্ক এদলাতে হবে। অন্য কেউ ঘরে প্রবেশ করলে এন ৯৫ মাস্ক পরতে হবে। ৩) এ্যাহার করা মাস্ক দু'টুকরো করে আর্জনার এ্যাগে রাখতে হবে ন্যূনতম ৭২ ঘণ্টা। তারপর সেটা ফেলবেন। ৪) ঘন ঘন সাপান-জল দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে। এ্যালকোহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার এ্যাহার করতে পারেন। ৫) রোগীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল, ফলের রস, গরম সুপ, চা জাতীয় পানীয় পান করতে হবে। ৬) কোভিড আক্রান্তের এ্যাহত এসন এড়ির অন্য কারুর এ্যাহার করা চলবে না। রোগী যে ঘরে থাকবেন, সেই ঘরের যেসকল জিনিসে বেশি হাত পড়ে, সেগুলি নিয়মিত সাপান-জল এ জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। ৭) সময়মতো পালস অক্সিমিটার দিয়ে অক্সিজেনের পরিমাণ মাপতে হবে।

এছাড়া, প্রতিনিয়ত দেহের তাপমাত্রাও মাপতে হবে। ৩ দিনের বেশি ১০০ ডিগ্রি তাপমাত্রার জ্বর থাকলে, অক্সিজেনের পরিমাণ ৯৩ শতাংশের কমে গেলে, ঢুকে প্যাথা, শ্বাসকষ্ট, ক্লান্তি দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আলিসনেই চাঙ্গা হবে মন ও স্বাস্থ্য, এর উপকারিতা জানলে অচিরেই হবে! কখন হোম আইসোলেশন শুরু করতে হবে? কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক সংশোধিত নির্দেশিকাতে জানিয়েছে, সামান্য উপসর্গ বা যাদের উপসর্গ নেই তাদের হোম আইসোলেশনে সময়সীমা ১৪ দিন থেকে কমে হল ৭ দিন। রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর ৭ দিন আইসোলেশনে থাকতে হবে। তবে এর মধ্যে টানা তিনদিন যদি জ্বর না আসে তাহলে ৭ দিনেই আইসোলেশন শেষ হয়ে যাবে, এমনটা ধরে নিতে হবে। পুনরায় কোভিড পরীক্ষা করানোরও প্রয়োজন নেই। জ্বর এলে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে ওষুধ খাওয়া চালাতে হবে। মাস্ক পরা চালিয়ে যেতে হবে। এর আগে আইসোলেশন থেকে এরোনের আগে কোভিড পরীক্ষা করিয়ে নেগেটিভ রিপোর্ট নেওয়ার নিয়ম ছিল। তবে এয়ার নতুন করে পরীক্ষা করানোরও দরকার নেই বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। তবে হোম আইসোলেশন শেষ হলেও, রোগীকে সর্বসময় মাস্ক পরে থাকতে হবে। হালকা উপসর্গ যাদের রয়েছে, তারা একেবারেই স্টেরয়েড গ্রহণ করবেন না। অক্সিজেনের মাত্রা ৯৩-এর নীচে নামলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। প্রয়োজন হলে হাসপাতালে ভর্তি হন।

Read more at: <https://bengali.boldsky.com/health/centre-issues-new-guidelines-for-home-isolation-of-mild-asymptomatic-covid-19-patients/articlecontent-pf49107-007763.html>

145. Covid-19: ওমিক্রন সাধারণ ফ্লু নয়, একে হালকা ভাবে নেবেন না,

পরামর্শ WHO-এর

ওমিক্রনের লক্ষণ সাধারণ জ্বর-সর্দির মত হলেও একে সাধারণ ফ্লু এর মত হালকা ভাবে না নেওয়ারই পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের। নইলে পরবর্তীতে ঝড়তে পারে জটিলতা

-
- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Publish Date - 2:54 pm, Thu, 6 January 22 Edited By: Reshmi Pramanik

ওমিক্রনকে হালকা ভাবে নেবেন না

সুনামির মতোই আছড়ে পড়ছে ওমিক্রন। প্রতিদিন প্রচুর মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন কোভিডে। একদিনের মধ্যেই আক্রান্তের সংখ্যাটা প্রায় তিনগুণ হয়ে যাচ্ছে। সংক্রমণের হারে কলকাতায় প্রতি ১০০ জনের করোনা পরীক্ষায় প্রায় ৪৫ জনেরই রিপোর্ট পজিটিভ আসছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দৃহস্পতিবারের রিপোর্ট অনুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৯০ হাজার ৯২৮ জন। যা দুধবারের তুলনায় ৫৬ শতাংশ বেশি। দুধবার দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৫৮ হাজার ৯৭। তে আক্রান্তের সংখ্যা াড়লেও কমেছে মৃত্যুহার।

ওমিক্রনের রোগ-লক্ষণ এখনও পর্যন্ত বিশেষ জটিল নয়। সর্দি-কাশি, গলাব্যথা, হাঁচি, কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া এসই। সাধারণ ফ্লু এর মতই ক্লান্তি, মাথাব্যথা, গায়ে ব্যথা সর্দি এই সা উপসর্গই থাকছে। যে কারণেই কিন্তু সকলে সাধারণ ফ্লু আর ওমিক্রনের উপসর্গগুলি গুলিয়ে ফেলছেন। ওমিক্রনে ংরে মানুষ খু বেশি যে কাহিল হয়ে পড়ছে তেমন নয়, কিন্তু শ্বাসকষ্ট া ফুসফুসের সংক্রমণ জনিত কোনও সমস্যা নেই। দুধবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। আর সেখানেই ংলা হয়েছে ওমিক্রনকে ংকোরেই হালকা াণে না নিতে।

আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের দেওয়া তথ্য অনুসারে, ওমিক্রনের চারটি সাধারণ লক্ষণ হল- কাশি, সর্দি, নাক দিয়ে অনরত জল পড়া ংং পেশির ব্যথা। ংর সেখানকার Zoe Covid অ্যাপে উঠে এসেছে কিছু মানুষের মধ্যে ংমি াণ, খিদে মন্দা ং খেলেই গা গোলানো ংরকম কিছু সমস্যাও রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম এই াইরাসের হদিশ মিললেও পরর্তী সময়ে তা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বজুড়ে। মাত্র ংক মাসের মধ্যেই ওমিক্রনের সংক্রমণ ায়গহ। ংমেরিকা, ইংল্যান্ডেও ওমিক্রনের পরিস্থিতি ারারপের দিকে। এখনও পর্যন্ত ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ার্তি হতে হয়েছে ংরকম ার কিন্তু পাওয়া যায়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহামারী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মারিয়া ায়ান কেরখোভ ংকটি টুইটের মাধ্যমে জানিয়েছেন, ওমিক্রন কিন্তু সাধারণ সর্দি নয়।

েশ কিছু রিপোর্ট বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, াঁরা ডেল্টা আর ওমিক্রনের াোড়া ফলায় আক্রান্ত হচ্ছেন াঁদের মধ্যে সমস্যা ংচাইতে বেশি। ংং সেখান থেকে কিন্তু েশ কিছুজনের মৃত্যুও হয়েছে। ংমেরিকায় এখনও পর্যন্ত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে ংং দক্ষিণ কোরিয়াতে ১ জন। তে াঁরা এই াোড়া ফলায় সংক্রমিত ংং মৃত্যু হয়েছে াঁদের ারারেরই কিন্তু কোভিডের কোনও ংকা নেওয়া ছিল না। তে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে বিশেষজ্ঞরা ং সময় ংলছেন, সমস্যা হলেই কোভিড পরীক্ষা করান। চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কোভিডের ংটে যে াণে আসছে তাতে যে কোনও দিন

হতে পারে ঝড়সর চিপত্তি। আরও বেশ কিছু রিপোর্ট হাতে এসেছে চিকিৎসকদের। সেখানেই তাঁরা দেখেছেন শ্বাসযন্ত্রের উপরের দিকে প্রভাৎ ফেলছে ওমিক্রন। যে খান থেকে হতে পারে নিউমোনিয়া। তৎ সংক্রমণ যে ভাৎ ঝাড়ছে তাতে ওমিক্রনের রূপ পদলে আরও জটিল কোনও ভ্যারিয়েন্টের সম্ভাবনাও রয়েছে। যা হতে পারে প্রাণনাশী।

ইতিমধ্যেই ফ্রান্সে খোঁজ মিলেছে নতুন ভ্যারিয়েন্ট IHU. নতুন এই ভ্যারিয়েন্ট এখনও পর্যন্ত ৪৬ ঝার মিউটেশন হয়েছে ংং সেই ভ্যারিয়েন্টে ১২ জন আক্রান্তও হয়েছে। যাঁরা টিকা নিয়েছেন তাঁরাও কিন্তু নতুন এই ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হয়েছেন।

<https://tv9bangla.com/health/omicron-in-india-do-not-take-cold-and-cough-lightly-489830.html>

146. COVID vaccine side-effects on children: ভ্যাকসিন পরবর্তী

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় প্রয়োজন নেই প্যারাসিটামলের, পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের

ভ্যাকসিনের জন্য শিশুদের দেহেও থাকছে সামান্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। ২ দিন পর নিজে থেকেই তা চলে যাচ্ছে। যে কারণে কোভিড ভ্যাকসিন নেওয়ার পর প্যারাসিটামল খেতে মানা করছেন চিকিৎসকেরা

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Publish Date - 1:19 pm, Thu, 6 January 22 Edited By: Reshmi Pramanik

ভ্যাকসিনের পর অযথা প্রয়োজন নেই প্যারাসিটামলের

সোমঝার থেকে দেশজুড়ে ১৫-১৮ ঝহর ঝয়সীদের জন্য শুরু হয়েছে টিকাকরণ। এখনও পর্যন্ত অনেক অভিভাৎকই তাঁদের সম্ভানকে টিকাকরণ করিয়েছেন। কেনেদ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ১ কোটি শিশু কোভ্যাক্সিনের প্রথম ডোজ পেয়েছে। ভাৎ কোভিড ঝাড়ছে তাতে টিকাকরণ ছাড়া আপাতত আর কোনও রাস্তা নেই। যাৎতীয় কোভিড ঝিধি মেনে চলা ংং টিকাকরণই কিন্তু ংকমাত্র সমাধান। ঝাচ্চাদের জন্য ংর্থাৎ এই ১৫-১৮ ঝহর ঝয়সীদের জন্য ভারত ঝায়েটেকের কোভ্যাক্সিন টিকা দেওয়া হচ্ছে। কোভিড টিকা নেওয়ার পর প্রাপ্তঝয়স্কদের ক্ষেত্রে সামান্যই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছিল।

দুদিন ধরে জ্বর, ক্লান্তি, হাতে ঝ্যাথা, মাথা ঝ্যাথা ইত্যাদি। আর তাই অনেক অভিভাৎকের প্রশ্ন ছিল টিকা দেওয়ার পর শিশুদের শরীরে কোনও রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেৎ কিনা। যদি কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় সেক্ষেত্রে তাঁরা কি করৎন।

চিকিৎসকেরা তখন জানিয়েছিলেন, াচ্চাদের ক্ষেত্রেও হালকা জ্বর ছাড়া তেমন কোনও সমস্যা হ়ে না। তুও চিকিৎসকেরা ালেছেন কোভ্যাক্সিন নেওয়ার পর কোনও প্যারাসিটামল কিংা াথার ওষুর না দেওয়ারই পরামর্শ দিয়েছেন িশেষজ্ঞরা।

ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, তাঁরা ইতিমধ্যে খর পেয়েছেন াশ কিছু কেন্দ্রে শিশুদের টিকানেওয়ার পর তিনটে করে ৫০০ mg-এর প্যারাসিটামল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ান্তে তার কোনও প্রয়োজনীয়তা কিন্তু নেই। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের সময় যে ৩০,০০০ জনের উপর পরীক্ষা চালানো হয়েছিল তাদের মধ্যে এদের মধ্যে ১০-১২ শতাংশই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা ালে। কিন্তু দুদিনের মধ্যেই সরাউ সুস্থ হয়ে ওঠেন। যে কারণে ভ্যাকসিন নির্মাতারা ালেছিলেন অযথা ওষুধের কোনও প্রয়োজন নেই।

শিশুদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া

প্রাপ্তবয়স্কদের মত শিশু কিশোরদের মধ্যেও ভ্যাকসিন সংক্রান্ত াশ কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। যদিও সেখানে সর্দি-জ্বর, ক্লান্তি ছাড়া আর তেমন কোনও উপসর্গ নেই। তে এরপর যদি অন্য কোনও শারীরিক সমস্যা থাকে া াচ্চার মধ্যে কোনও রোগ-লক্ষণ দেখেন তাহলে কিন্তু অশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে নে়েন।

এছাড়াও আরও যা কিছু করবেন

াচ্চাকে প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়ান। জল, ডাের জল, ফল, সুপ, দুধ এস াশি করে খেতে হ়ে। শরীর যাতে শুষ্ক না হয়ে যায় সেইদিকে খেয়াল রাখুন। এছাড়াও াশি করে শাক-সর্জি খেতে হ়ে। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল, হলুদ ফল, রসুন ইত্যাদি াশি করে খেতে হ়ে। সেই সঙ্গে ভাল ঘুম হওয়া প্রয়োজন।

ভ্যাকসিন যেখানে দেওয়া হ়ে সেখানে যদি াথা থাকে তাহলে ারফ লাগাতে পারেন। কিছু হালকা ায়াম করতে পারেন। পরিষ্কার কাপড়ে ারফ াঁধে াহা করতে হ়ে।

ভ্যাকসিন নে়ার পরও সারাক্ষণ মাস্ক পরতে হ়ে। ার ার স্যানিটাইজেশন জরুরি। হাত ধুতে হ়ে। অযথা াড়ি থেকে না ারনোই ভাল। সেই সঙ্গে মেনে চলতে হ়ে দূরত্ব াধি।

<https://tv9bangla.com/health/no-paracetamol-recommended-after-covaxin-for-15-18-age-group-489780.html>

147. Asymptomatic omicron: আপনি কি উপসর্গবিহীন COVID-এ আক্রান্ত ?

এটা কতটা গুরুতর হতে পারে? জানুন

করোনা আর সাধারণ ফ্লু এর লক্ষণে বিশেষ ফারাক নেই। শীতের এই আবহাওয়াতে অনেকেই ঠান্ডা লাগার সমস্যায় ভুগছেন। ফলে তিনি নিজেও জানেন না যে কোভিড আক্রান্ত কিনা...

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Publish Date - 8:31 pm, Wed, 5 January 22 Edited By: Reshmi Pramanik

ঢাড়াচ্ছে উপসর্গহীন আক্রান্তের সংখ্যা

কোভিডের সংক্রমণ যে ভাবে ছড়াচ্ছে তাতে সিঁদে মেঘ দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। ডেল্টার তুলনায় অনেক গুণ দ্রুত ছড়াচ্ছে ওমিক্রন। ফলে দিন দিন ঢাড়াচ্ছে আক্রান্তের সংখ্যা। একদিনের তুলনায় দ্বিতীয়দিন প্রায় দ্বিগুণ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। কোভিড পরীক্ষার সংখ্যাও বেড়েছে। তবে গত এপ্রিলের মত এপ্রিলও কিন্তু প্রচুর মানুষ রয়েছেন উপসর্গহীন। অর্থাৎ সাধারণ রোগ লক্ষণ থাকছে। সর্দি-কাশি-হালকা জ্বর, নাক দিয়ে জল পড়া। এপ্রিল তাঁরা আদৌ কোভিড আক্রান্ত কিনা তা নিজেরাও জানেন না। সেখান থেকেই সংক্রমিত হচ্ছেন ঠাকুরা। ওমিক্রনের লক্ষণ আর সাধারণ ফ্লু এর লক্ষণের মধ্যে বিশেষ কোনও ফারাক নেই। তবে যাঁরা ওমিক্রনে আক্রান্ত হচ্ছেন তাঁদের দীর্ঘ ক্লান্তি, মাথা ব্যথা এসব থাকছে। কিন্তু শ্বাসকষ্টের মত সমস্যা বা ফুসফুসে সংক্রমণের কোনও লক্ষণ নেই।

ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়ে খুব বেশি শারীরিক জটিলতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন শোনা যায়নি এমনটাও। এপ্রিলের ভাইরাস অনেক বেশি মিউট্যান্ট হয়েছে। ফলে অনেক বেশি মানুষ সহজেই আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন। অনেকেই আপ্রিল প্রয়োজনীয় কোভিড ট্রিপি মানছেন না। যে কারণে ঢাড়াচ্ছে আক্রান্তের সংখ্যা

কাদের বলা যায় উপসর্গহীন

উপসর্গহীন ঠাহক হল ভাইরাসের নীরব ঠাহক। অর্থাৎ যাঁদের শরীরে রোগ লক্ষণ রয়েছে কিন্তু কোভিডের পরীক্ষা (RT-PCR) করলে রিপোর্ট আসছে নেগেটিভ। অর্থাৎ তাঁদের দেহে কোভিডের সব রোগ-লক্ষণগুলো প্রকাশিত নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এই সব

উপসর্গহীন আক্রান্ত মারফতই কিন্তু আরও দ্রুত রোগ ছড়াচ্ছে। যে কারণে উপসর্গ অল্প থাকলেই কোভিড পরীক্ষার কথা এলা হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে সর্দি জ্বরের সমস্যা থাকলে নিজেকে আইসোলেট করে রাখুন। নিজেকে অন্যদের থেকে আইসোলেট না করতে পারলে এই চেন কিন্তু ভাঙা যাবে না।

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, উপসর্গহীন এবং টেস্ট রেজাল্ট নেগেটিভ আসলে তখনই তাঁদের প্রকৃত অর্থে নেগেটিভ ধরা হবে যদি ঘরের বাতাসে অক্সিজেন স্যাচুরেশন অন্তত ৯৪ শতাংশের বেশি থাকে। তবে এরপরও যদি জ্বর, সর্দি, কাশির লক্ষণ থাকে তাহলে পুনরায় পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া ভাল। প্রাপ্তবয়স্করাই কিন্তু এই উপসর্গহীন গ্রাহক হন।

কতটা গুরুতর হতে পারে এই উপসর্গহীন বাহকেরা

উপসর্গহীনদের যেহেতু সহজে চিহ্নিত করা যায় না, তার ফলেই কিন্তু দ্রুত ছড়াবে সংক্রমণ। অনেক বেশি মানুষ আক্রান্ত হবেন সেই সঙ্গে চাপ পড়বে স্বাস্থ্য ব্যৱস্থার উপরেও। বিশেষজ্ঞরা এলছেন এখনও পর্যন্ত ৭০ শতাংশই উপসর্গহীন। যা আরও বেশি করে চাপ এড়াচ্ছে। তবে যাঁরা উপসর্গহীন তাঁদেরও অন্তত পাঁচদিন আইসোলেশনে থাকা উচিত। এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সম্প্রতি এনডিটিভির একটি প্রতিবেদনে এলা হয়েছে, যত সংখ্যক মানুষ নমুনা পরীক্ষা করিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৯০ শতাংশই উপসর্গহীন (asymptomatic)। যে কারণেই পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে।

<https://tv9bangla.com/health/are-you-an-asymptomatic-covid-carrier-how-serious-it-can-be-know-in-details-489464.html>

148. ১০ লক্ষ পরিযায়ী পাখি চিল্কা

প্রহর ডেস্ক | January 6, 2022

ওড়িশার চিল্কা হ্রদ, শুধু দেশের সচেয়ে এড়া লেগুন হ্রদই নয়। পরিযায়ী পাখিদের প্রথম আশ্রয়ও এটে এই জলাধারটি। আর তাই প্রতি বছরের মতো এখানেও চিল্কা হ্রদে কতগুলি পাখি এসেছে, সেই নিয়ে উত্তেজনা ছিলই। অবশেষে সামনে এল সেই তথ্য। মঙ্গলবার সারাদিন ধরে গণনার শেষে সেই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ওড়িশা সরকার। গতবছরের তুলনায় এখান পাখির সংখ্যা সামান্য কমলেও আশঙ্কার কোনো কারণ নেই এলেই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। চিল্কার (Chilika Lake) পরিবেশ এখনও পরিযায়ী পাখিদের জন্য পুরোপুরি নিরাপদ। আর তাই এই বছর ১০ লক্ষেরও বেশি পাখি এসে আশ্রয় নিয়েছে সেখানে।

ওড়িশা সরকারের ংনটিভাগের পাশাপাশি এইদিন গণনার কাজে যুক্ত ছিলেন চিল্কা উন্নয়ন পর্ষদ ংং মুম্বাই ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের সদস্যরাও। সঁ মিলিয়ে ১০৬ জন কর্মচারী সারাদিন ধরে পাখি গণনার কাজ করেছেন। গণনার সুঁধার জন্য গোটা হ্রদটি ২১টি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। আর সঁ শেষে দেখা যায়, ংছর চিল্কায় আশ্রয় নিয়েছে মোট ১০৭৪১৭৩টি জলচর পাখি। এর মধ্যে রয়েছে ১০৭টি প্রজাতি। ংছাড়াও জলাভূমি নির্ভর ৭৬টি প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছে। তাদের মোট সংখ্যা ৩৭৯৫৩। ংশ্য গতঁছর এই সময় গণনা করে ১২ লক্ষের ংশি পাখির দেখা পাওয়া গিয়েছিল। তঁে পৃথিঁীর সমস্ত জায়গাতেই জলঁায়ু পরিঁর্তনের প্রভাঁ পড়ছে। আর তার ফলেই পরিযায়ী পাখিদের সংখ্যা কিছুটা কমেছে ংলে জানিয়েছেন মুম্বাই ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের ংশেষজ্ঞরা। ংখানে চিল্কার পরিঁশ কোনোভাঁেই দায়ী নয়।

ংছাড়াও ওড়িশা ংনটিভাগের পক্ষ থেকে ংলা হয়েছে, গতঁছরের তুলনায় ংছর জলস্তর খানিকটা উঁচুতে থাকায় ংস্তীর্ণ ংলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে সমুদ্রের জল। আর যেহেতু পাখিরা ংশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকতে ভালোঁাসে, তাই চিল্কা হ্রদের আশেপাশে পাখির সংখ্যা অনেকটা ংড়েছে। যদিও এর মধ্যে ংশ কিছু প্রজাতির পাখি ংকেঁারেই দেখা যায়নি। মূলত উত্তর-পূঁর ভারত থেকে যেসঁ পাখি আসত, তাদের দেখা যায়নি ংছর। ংশ্য সেইসঙ্গে পিনটেল ডাক জাতীয় পাখিদের সংখ্যা ংড়েছে অনেকটাই। আর সঁচেয়ে ংশি ংড়েছে ফ্লেমিংগো পাখির সংখ্যা।

পূঁ ংশিয়া, পশ্চিম ংফ্রিকা, রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া ংং হিমালয়ের নানা ংঞ্চল থেকে প্রতি ংছর চিল্কায় ভিড় জমায় পরিযায়ী পাখিরা। আর সেই সংখ্যা যে ংশক্ষাজনকভাঁে ংখনও কমে যায়নি, ংটা সত্যিই সুখঁর।

<https://www.prohor.in/10-lakh-migratory-birds-in-chilika-lake>

[illegible]

150.



পুলি খাবার
করোনা ভাইরাস
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য
সংরক্ষণ বোর্ডের
সচিব ড. জি. এ. হোসেন
জেনারেল ডি. এ. হোসেন
জেনারেল ডি. এ. হোসেন
জেনারেল ডি. এ. হোসেন

‘ডাবল ইঞ্জিন’ উত্তরপ্রদেশে স্বাস্থ্যসঙ্কটে ঝুঁকছে কেন?



নামস্কার
স্বাস্থ্যসঙ্কটে ঝুঁকছে কেন?

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের হার উত্তরপ্রদেশে অত্যন্ত উচ্চ। এখানে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ১ জনেরও বেশি সংক্রমিত হয়েছে। এ কারণেই এখানে স্বাস্থ্যসঙ্কটে ঝুঁকছে কেন?

করোনা ভাইরাস

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের হার উত্তরপ্রদেশে অত্যন্ত উচ্চ। এখানে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ১ জনেরও বেশি সংক্রমিত হয়েছে। এ কারণেই এখানে স্বাস্থ্যসঙ্কটে ঝুঁকছে কেন?

করোনা ভাইরাস

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের হার উত্তরপ্রদেশে অত্যন্ত উচ্চ। এখানে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ১ জনেরও বেশি সংক্রমিত হয়েছে। এ কারণেই এখানে স্বাস্থ্যসঙ্কটে ঝুঁকছে কেন?

<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/39951/61d45de66012e>

151.

বিরল ক্যানসার অপারেশনের নজির শহরের হাসপাতালের

পুণ্ড্রম ক্যান্সার রোগীদের (ক্যান্সার) অপারেশন (সার্জারি) এর ক্ষেত্রে নজির শহরের হাসপাতালে (Najir Hospital) একটি বিশেষ চিকিৎসা কেন্দ্র (Specialized Center) চালু করা হয়েছে। এই কেন্দ্রটিতে (Center) ক্যান্সার (Cancer) রোগীদের (Patients) চিকিৎসা (Treatment) এবং (And) অপারেশন (Operation) করা হয়।

চিকিৎসক ন্যাশনাল
ক্যানসার ইনস্টিটিউট

এই কেন্দ্রটিতে (Center) ক্যান্সার (Cancer) রোগীদের (Patients) চিকিৎসা (Treatment) এবং (And) অপারেশন (Operation) করা হয়।

<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/39950/61d45de3db008>

152.

সঞ্জীবন হাসপাতালে কাথল্যাবের উদ্বোধন দেব।

স্বাস্থ্য সাক্ষরতা অধিকারের অধিকার

স্বাস্থ্য সাক্ষরতা অধিকারের অধিকার (Health Literacy) হলো স্বাস্থ্য সম্পর্কে (Health) সঠিক (Correct) তথ্য (Information) এবং (And) জ্ঞান (Knowledge) অর্জন (Acquire) করার (Ability) ক্ষমতা (Capacity)।

<https://www.eaajkaal.in/epaperdetails/index/86ff5864-47640b5f-c0c08671>

153. বাঘ, সুন্দরবনে ৭০০ কোটি টাকায় নেট বসাবে রাজ্য

লোকালয়ে তুকে পড়ছে একের পর ঝাঘ, সুন্দরবনে ৭০০ কোটি টাকায় নেট ঝাঘে রাজ্য। প্রতীকী ছবিটি), সৌজন্য পিটিআই(

লোকালয়ে তুকে পড়ছে একের পর ঝাঘ, সুন্দরবনে ৭০০ কোটি টাকায় নেট ঝাঘে রাজ্য। প্রতীকী ছবিটি), সৌজন্য পিটিআই(

লোকালয়ে তুকে পড়ছে একের পর বাঘ, সুন্দরবনে ৭০০ কোটি টাকায় নেট বসাবে রাজ্য

১ মিনিটে পড়ুন .Updated: 05 Jan 2022, 01:24 PM IST

প্রতিবেদক Md Aslam Hossain

সুন্দরবনের ৬২ কিলোমিটার এলাকা জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হবে। এর জন্য খরচ ধার্য করা হয়েছে ৭০০ কোটি টাকা।

সম্প্রতি একের পর এক লোকালয়ে তুকে পড়েছে ঝাঘ। ঝাঘ দফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত এক মাসে চারবার রয়্যাল বেঙ্গল হানা দিয়েছে। কখনও কুলতলি, কখনও কুমিরমারি, কখনও আবার গোসায়া। যা নিয়ে সাধারণ মানুষ তো ঝেঁটেই, উদ্বেগ পড়েছে ঝাঘ বিভাগের। এভাবে জঙ্গল ছেড়ে দক্ষিণরায় লোকালয়ে তুকে পড়লে সে ক্ষেত্রে মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। তাই সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকার মানুষদের নিরাপত্তায় উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। সুন্দরবনকে জাল দিয়ে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা করেছে ঝাঘ দফতর।

দিলীপের প্রশংসা করল তৃণমূলের মুখপাত্র। ছবি ফাইল), সৌজন্যে এএনআই(

BJP-র কোন্ডল রুখতে ঝাঘ সুকান্তশুভেন্দু-, 'মুচকি হাসা

এবার করোনায় আক্রান্ত ঝাঘাননগর পুলিশ কমিশনার সহ সাতজন

এবার করোনায় আক্রান্ত ঝাঘাননগর পুলিশ কমিশনার সহ সাতজন, প

সিটিআই

এবার ইডিহোম ফ্রম ওয়ার্ক হচ্ছে চালু দফতরে সিটিআই-, নয় প

নবান্ন (টুইটার সৌজন্য ছবি)

সরকারি খরচে রাশ টানছে নবান্ন, ঝাঘ থাকছে পেনশন.... সামাজি সহ-

রাজ্যের ঐনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানিয়েছেন, 'সুন্দরবনের ৬২ কিলোমিটার এলাকা জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হবে। এর জন্য খরচ ধার্য করা হয়েছে ৭০০ কোটি টাকা।' ইতিমধ্যেই এ নিয়ে জাপানি সংস্থা জাইকাকে প্রস্তাব দিয়েছে রাজ্যের ঐন দফতর।' ঐনমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'আগামী তিনপাঠা। খর নিয়ে এ তারা মধ্যে মাসের চার-'

জানা যাচ্ছে, জাল দেওয়ার পরেও নিরাপত্তার জন্য তার ঐাইরেও নির্দিষ্ট দূরত্বে পাহারা দেবেন রক্ষীরা। কোনওভাবে জাল ছিঁড়ে ঐা জাল উপকে যাতে ঐাঘ লোকালয়ে প্রবেশ করতে না পারে তার ওপর নজরদারি চালাবেন তাঁরা। জালের মধ্যে জঙ্গলে অপ্রাধে ঘোরাফেরা করতে পারবে রয়্যাল বেঙ্গল। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেছেন, 'গ্রামগুলোর সঙ্গে নেটিং করা হবে। নির্দিষ্ট দূরত্বে একটি গেট করা হবে। এর ফলে লোকালয়ে ঐাঘের প্রবেশ আটকানো যাবে।' যদিও এর আগে সুন্দরবনে ফেসিংয়ের প্রাস্থা ছিল। কিন্তু আমফান, ইয়াসের মতো ঝড়ের তাগুে সেগুলি প্রাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

<https://bangla.hindustantimes.com/bengal/districts/bengal-govt-to-have-net-in-sundarban-to-stop-tigers-from-entering-31641362944146.html>

154. বায়ু দূষণ, দোসর ওমিক্রন, দ্বিগুণ বিপদ মুখইতে, ডবল মাস্ক পরে

থাকার পরামর্শ ঐিশেষজ্ঞদের By Moumita Bhattacharyya | Updated: Wed, Dec 29, 2021, 18:43 [IST] দিল্লির পর ওমিক্রন সংক্রমণের কারণে কোভিড কেস ঐদ্ধির সঙ্গে লড়ছে মুখইও। তে ঐরই মধ্যে মুখইয়ের প্রায় গুণগত মানও নতুন করে চিন্তা ঐাড়িয়েছে। শহরের প্রাতসের মান অনেক নিম্নমানের হয়ে গিয়েছে ঐং পুনেতে প্রাতসের গুণগত মান 'খারাপ থেকে ' 'মধ্যমগ রয়েছে। মধ্যে ঐর-'ত ২৪ ঘন্টায় করোনা সংক্রমণ ফের ঐর্ধ্বমুখী দেশে ওমিক্রন আক্রান্ত প্রায় ৮০০ মাস্ক পরে থাকার পরামর্শ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল মেটিওরোলজির (আইআইটিএম) আপডেট একটি ঐর-(সফর) রিসার্চ অ্যান্ড ফোরকাস্টিং কোয়ালিটি ঐয়ার অফ সিস্টেম অনুসারে, ঐভয় কণা পদার্থ পিএম ১০ ঐং পিএম ২ সর্ওচ্চ তাদের এলাকায় (৫. রয়েছে হয়ে কাঁটা আতঙ্কে ওমিক্রনের মাঝে ঐরই করেছে। অতিক্রম সীমা অনুমোদিত নাগরিকদের ঐিশেষজ্ঞরা স্বাস্থ্য দেখে ঐাড়ঐাড়ন্ত ১৯-কোভিড শহরে ঐণিজ্যনগরী। তা যেন থেকে দূষণ ঐই করে প্রাচার মাস্ক সন্ত ঐতটা যে দিয়েছেন পরামর্শরা দূরে থাকেন। তাঁরা ঐও বলেছেন যে দূষিত প্রাতস সামান্যতম শরীরে প্রবেশ করলেও সেই প্রাক্তির সংক্রমণের ঐুঁকি থাকতে পারে। প্রায়দূষণের ফলে করোনা ভাইরাস ঐকাধিক আন্তর্জাতিক গেষণায় ঐটা প্রমাণিত যে প্রায় দূষণের সঙ্গে কোভিড সংক্রমণের ১৯- হওয়া সম্প্রতি রয়েছে। যুক্ত ঐুঁকি চিনের ঐক গেষণায় জানা গিয়েছে যে পিএম ২.৫ -কোভিড তুলনায় ঐক্সপোজারের দীর্ঘমেয়াদী ঐক্সপোজার স্বল্পমেয়াদী ঐর-১০ পিএম ঐং ১৯-ঐর প্রকোপ ঐং মৃত্যুহার প্রেশি ঐাড়িয়েছে, যেখানে অন্যান্য প্রায় দূষণকারী, যেমন

এসও২ এএং এনও২, দীর্ঘমেয়াদী এক্সপোজার স্বল্পমেয়াদী এক্সপোজারের চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। মুম্বই ও সংলগ্ন শহরে প্রায়ুর মান সফর জানিয়েছে, প্রিকেসি, চেম্বুর, মাজগাঁও ও কোলাবার প্রায়ুর গুণগত মান 'খারাপ' ও 'খুবই খারাপ' বিভাগে রয়েছে। উভয় শহরেই গত ১০ দিনের গড় পিএম১০ এএং পিএম ২ সমস্ত যে দেখায় ঘনত্বে ৫. দূষণ দিনেকারী সর্বাধিক অনুমোদিত সীমার উপরে ছিল, মুম্বইতে কিছুদিন পিএম ১০ ঘনত্ব অনুমোদিত সীমার দ্বিগুণ ছিল। প্রায়ুদূষণ ও কোভিড সংযোগ রাজ্যের কোভিড-এলেন প্রসঙ্গে এ জোশী শশাঙ্ক ডাঃ সদস্য ফোর্সের টাস্ক ১৯, 'কোভিড একটি প্রায়ুপ্রাহিত ড্রপলেট ভাইরাস। শীতকালে প্রায়ুদূষণের ঘটনা বেশি দেখা যায়, তার ওপর কুয়াশা ও ধোঁয়াশা, এই তিনের একত্রীকরণ। এই ধরনের পরিস্থিতিতে প্রাতসে প্রচুর পরিমাণে স্থগিত কণা পদার্থ রয়েছে, যা প্রায়ুপ্রাহিত ফোঁটার মাধ্যমে ভাইরাল সংক্রমণের ঝুঁকি প্রাড়াই। কোভিড প্রায়ুপ্রাহিত ফোঁটা ভাইরাস, আর এ ধরনের পরিস্থিতিতে এই সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়।' বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রায়ু দূষণের মাত্রা বেশি হলে অন্যান্য ফলদূষণ পারে। হতে সংক্রমক আরও অসুস্থতাও জাতীয়-, কুয়াশা এএং ধোঁয়াশা শীতকালে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ প্রদ্বিতে অপ্রদান রাখে। ভারতে শীতকালে প্রাডতে পারে কোভিড জোশী জানিয়েছেন, ফলস্বরূপ কোভিড-১৯ সংক্রমক শিখরে পৌঁছতে দেখা যায় ইউরোপ ও আমেরিকার মতো শীতপ্রধান দেশগুলিতে, কারণ সেখানে শীতের মরশুম থাকে। ভারতে প্রাপ্র উল্টো চিত্র দেখা যায়। করোনা ভাইরাস এই দেশে গরমের সময় শিখরে পৌঁছেছে, তার সাক্ষী থেকেছে দেশপ্রাসী। তিনি বলেন, 'অন্যদিকে, ওমিক্রন এর উচ্চতর সংক্রমণযোগ্যতার কারণে এই প্রণতাটি প্রপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলস্বরূপ, নাগরিকদের অপ্রশ্যই কঠোরভাবে ডপ্রল মাস্ক পরে চলতে হবে।'

Read more at: <https://bengali.oneindia.com/news/india/poor-air-quality-omicron-varinat-double-denger-in-mumbai-experts-ask-people-to-mask-up/articlecontent-pf289768-151652.html>

<https://bengali.oneindia.com/news/india/poor-air-quality-omicron-varinat-double-denger-in-mumbai-experts-ask-people-to-mask-up/articlecontent-pf289768-151652.html>

155. বর্ষবরণেও বাজি, দেদার দূষণ

এই সময়প্রলছে আইন :, রাত ১০টার পর কোনও জায়গাতেই মাইক প্রাজানো নিষিদ্ধ। জাতীয় পরিপ্রেশ আদালতের নির্দেশ প্রলছে, সাউন্ড লিমিটার ছাড়া কোনও রকম মাইক্রোফোনল-াউড স্পিকার প্র্যপ্রহার করা প্রাপ্র না। পশ্চিমপ্রঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকা প্রলছে, প্র্ষপ্রণ উদযাপনে রাত ১১টা ৫৫ থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত প্রাজি প্রোড়ানো যেতে পারে, তপ্র তা হতে হবে সপ্রুজ প্রাজি। প্রান্তপ্র কী হল? শুক্রপ্রার

রাতে ইংরেজি ঐর্ষণের রাতে কলকাতা, শহরতলিরাজ সহ-্ষের িভিন্ন প্রান্তে আইন, আদালত, পর্ষদের যাঐতীয় নির্দেশিকা জলাঞ্জলি দিয়ে রাতভর াজল মাইক, পুড়ল াজি। মাইক্রোফোনে সাউন্ড লিমিটার যে ঐর্ষহার হয়নি, তা আওয়াজ শুনেই টের পাওয়া যায়। যে াজি পুড়েছে, তা আর যা যে াজি সন্জ পরিেশাঙ্ক হোক ই-নয়, অনেক দূর থেকে প্রল শব্দই তার প্রমাণ।

একদিকে করোনার গ্রাফ যেখানে ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী, সেখানে িশেষ করে াজির ধোঁয়া যে প্রঐণ নাগরিক, শিশু ও কো ােশি আরও জন্য ঐক্তিদের এমন - রয়েছে মর্টিডিটি-ক্ষতিকর, তা ারার লছেন িশেষজ্ঞরা। তারপরেও শুক্রার রাতে াজি-ডিজ-তাণ্ াপেরোয়া মাইকেরডে পরিেশকর্মী থেকে সাধারণ মানুষ রীতিমতো আতঙ্কে। ারাহনগর থেকে াহলা জায়গায় অনেক রাতে। শুক্রার ছিল ছটি একই সর্ত্র প্রায় - াড়ি, াাসন, ক্লাের ছাদে পাটি া ক্লা া পাড়ার জলসার অনুষ্ঠানে রাতভর মাইক াজেছে। াার রাত ১২টার আগে থেকে যে াজির তাণ্ড শুরু হয়েছিল, তা চলেছে রাত ১টা পর্যন্তও। আর এর জেরে াতাসের িষের মাত্রা াড়েছে াছ গুণ। কলকাতা ও রাজ্যের অনেক জায়গায় শুক্রার রাত ১২টার পর থেকে াতাসের দূষণ সূচক অনেকটা াড়েছে। যার জের চলেছে শনিারও।

পর্ষদের রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে, এ দিন ভোর ৪টেতেও াহলার াড়িশায় দূষণ সূচক ৩৯৬, কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সে ৩৩৫, িটি রোডে রঐন্দ্রভারতী িশ্বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ৩১৬ যা ভাষায় িশেষজ্ঞদের গিয়েছিল। পোঁছে তে-'খু খারাপ'। পর্ষদের প্রাক্তন মুখ্য আইন আধিকারিক িশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় লেন, 'কলকাতা পুরভোটের ফল প্রকাশের দিনই াঝা গিয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলির আইনকে সম্মান জানানোর কোনও আগ্রহ নেই। সে দিনও দেদার াজি পুড়েছে। ঐর্ষশেষেও তাই। এটা কেউ মাথায় রাখছেন না, এ ভাে ঐর্ষণ উদযাপনে তাঁরা যে ক্ষতি করলেন, তাতে তাঁর পরিারের সদস্যদেরও ভুগতে হতে পারে।' তাঁর আক্ষেপ, 'করোনা পরিস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়ে পর্ষদের আরও আগে সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল।' ঐর্ষণের অনুষ্ঠানে মাইক-কলকাতা ান্ধে উপদ্র ডিজের, হাওড়া, ারাকপুর, িধাননগর কমিশনারেটকে চিঠি দিয়েছিল পরিেশকর্মীদের সংগঠন সন্জ মঞ্চ। তাদের তরফে ন দত্ত এ দিন লেন, 'আইন নাল আইন মানুষ শ্রেণির এক মানাটাই-ে মনে করেছেন। প্রশাসনকে আমরা আগে থেকে চিঠিও দিয়েছিলাম। তারপরও যে কিছু হলো না, এর দায় কে নেে?' ঘটনাচক্রে ইংরেজি নতুন াছরের প্রথম দিনেই এ রাজ্যে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা সাড়ে চার হাজার ছাড়িয়েছে। কলকাতায় সংখ্যাটা ২৪০০ পরিেশকর্মী কাছাকাছি। এর-লছেন দত্ত সুভাষ, 'শুক্রার রাতে যেটা হলো, তা আদতে আইন, আদালতের নির্দেশকে াড়ো আঙুল দেখানো। এক শ্রেণির নাগরিক দিপ্রি সারা রাত মাইক াজি-! করলেন তাণ্ড নিয়ে' াজির ধোঁয়া দূষণের জেরে যে করোনা আক্রান্ত, শ্বাসকষ্ট া

হৃদযন্ত্রের সমস্যা আছে, এমন ব্যক্তিদের আরও সমস্যা হও, সে কথাও বলছেন
পরিবেশকর্মী থেকে চিকিৎসকরা।

<https://www.msn.com/bn-in/news/westbengal/%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%93-%E0%A6%AC-%E0%A6%9C-%E0%A6%A6-%E0%A6%A6-%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%B7%E0%A6%A3/ar-AASlF1q>

**156. Firhad Hakim: অ্যাপের মাধ্যমে পুর পরিষেবা, জমা জল শহর মুক্ত-
ফিরহাদের বার্তা স্বপ্নপুরণের মমতার গড়ে**

কলকাতা টিভি ওয়েব ডেস্ক

প্রকাশের সময় মঙ্গলবার :, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ০৩ পিএম ১২:১৯:/ ৬২ বার
খবরটি পড়া হয়েছে •| Edited By: সাহাজান পুরকাইত

কলকাতানিয়েই শপথ পদে মেয়র দ্বিতীয়বার : কলকাতাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার
প্রার্থা দিলেন ফিরহাদ হাকিমা শহরবাসীর সুপ্রিধার্থে অ্যাপের মাধ্যমে পুরপরিষেবা পৌঁছে
দেওয়ার পরিকল্পনা তাঁরা টক টু মেয়রের ধাঁচে অ্যাপের মাধ্যমে নাগরিক যাতে
নিজেদের সমস্যা জানাতে পারেন সে ব্যৱস্থা করবেন।

কলকাতার জল সমস্যা নিয়ে প্রিরোধীদের কটাক্ষের জৱাৱ দেন ফিরহাদ। তিনি বলেন,
ভেনিস দেখতে হলে মাদরাস, মুম্বই যাওয়ার যানা কলকাতায় ভেনিস দেখা যাবে না।
কলকাতার গার্ডেনরিচ, ঠনঠনিয়া কালীৱাড়ি তা আছে। সমস্যা জায়গায় ছয়টি-পাঁচ সহ-
হবে। এসানো পাম্প টা২০০ হয়েছে। শুরু কাজ ইতিমধ্যে সমাধানেশহরের তারের
জঞ্জাল মুক্ত করা, ায়ু দূষণ রোধে মিস্ট ক্যানন করা হবে।

কী কী বললেন ফিরহাদ...

নতুন প্রিজ্ঞাপনী নিয়ম চালু করা হবে। কমিটি গঠন করা হচ্ছে। শহরের যত্রতত্র হোডিং
ঝোলানো যাবে না।

পার্কিং নিয়ে দুর্নীতি হয়। তা রোধে অ্যাপে মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া হবে।

কলকাতার াড় সমস্যা পুরনো াড়ি। নতুন আইন করে ভাড়াটিয়ামেনে কথা মালিকদের-
হবে। ফেলা ভেঙে াড়ি প্রিপজ্ঞনক কলকাতার সাংস্কৃতি ঐতিহ্য আরও বৃদ্ধি করা হবে।
হেরিটেজ রক্ষা করা হবে।

প্ৰস্তুতি সংস্কার কৰা হ'ল। ঠিকা টেনেন্সি আইন ইতিমধ্যে পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে। আৰও উন্নতিসাধন কৰা হ'ল। ভাড়াটিয়াদেৱে প্ৰাংলৰ প্ৰাডি প্ৰকল্পেৰ আওতায় ঘৰ দেওয়া হ'ল।

ৰাস্তাৰ উন্নতি কৰা হ'ল। ৰাস্তাৰ নীচ দিয়ে একাধিক তাৰ কাৰণে যে যাচ্ছে পাইপ-
হ'ল। নেওয়া মত বিশেষজ্ঞদেৱে সমাধানে তা দিচ্ছে দেখ্ সমস্যা একাধিক

কেবিলেৰ তাৰ মুক্ত কৰা হ'ল। আইন কৰে প্ৰাধ্যতামূলক ভাৱে টানেলেৰ মাধ্যমে কেবিল
তাৰ নিয়ে যাওয়ার প্ৰাস্থা।

মুখ্যমন্ত্ৰী মমতাৰ প্ৰত্যাশা পূৰণে চান কৰতে কাজ মন্ত্ৰে 'পাই তখন ডাকি যখন'
) মেয়ৰ কলকাতাৰ Mayor of Kolkata) ফিৰহাদ হাকিম। মঙ্গলপ্ৰাৰ শপথ নেওয়ার
পৰ তাঁৰ পাৰিষদ, কাউন্সিলৰদেৱেও একই মন্ত্ৰে উদ্গুদ্ধ কৰেন তিনি। যাতে তাঁৰ
নেতৃত্বেৰ প্ৰোৰ্ডকে যেন সৰ্চকালেৰ সেৱা পুৰোৰ্ড চলতে পাৰে শহৰপ্ৰাসী। এ দিন
ফিৰহাদেৰ সঙ্গে কলকাতা পুৰসভাৰ চেয়াৰপাৰ্সন মালা ৰায় ও ডেপুটি মেয়ৰ অতীন
ঘোষনে। শপথ একে একে পাৰিষদৰাও মেয়ৰ অন্যান্য নেনা শপথ ৰা- ফিৰহাদ
পলেন, 'মমতা প্ৰদ্যোপাধ্যায় অনেক প্ৰত্যাশা নিয়ে পুৰোৰ্ড মনোনীত কৰেছেন। তাই
আমাদেৰ একটাই শপথ, মানুষেৰ সেৱা কৰতে হ'ল। কলকাতাকে প্ৰিশ্বেৰ সেৱা শহৰে
পৰিণত কৰতে হ'ল। মমতা প্ৰদ্যোপাধ্যায়েৰ প্ৰত্যাশা পূৰণ কৰতে হ'ল। যাতে এই প্ৰোৰ্ড
দেখিয়ে কলকাতাৰ মানুষ পলেন, এটাই সৰ্চকালেৰ সেৱা পুৰোৰ্ড।'

এ দিন দ্বিতীয়প্ৰাৰ কলকাতাৰ মেয়ৰ হিসাৱে শপথ নেন ফিৰহাদ হাকিম। পুৰসভাৰ
লনেই খোলা আকাশেৰ নিচে শহৰেৰ প্ৰিশিষ্টদেৰ উপস্থিতিতে ৩৮তম মেয়ৰ হিসাৱে
তিনি। এৰ আগে ৫২ জন মেয়ৰ শপথ হলে টাউন নয়তো চেম্বাৰ কাউন্সিল হয় ই-
পাৰ মেয়ৰ-মেয়ৰ লনে পুৰসভাৰ প্ৰথমপ্ৰাৰ এই কিন্তু নিয়েছেন। ষিৰদেৰ শপথ গ্ৰহণ
অনুষ্ঠান।

<https://kolkatatv.org/kolkata/firhad-hakim-mayor-of-kolkata-talks-about-future-planning-of-kmc/>

**157. Municipal Election 2022: কৰোনাৰ দাপটেৰ মধ্যে পুৰভোট পিছনোৰ
আবেদন হাইকোৰ্টে, কাল শুনানিৰ সম্ভাবনা।** Bangla News

<http://bz.dhunt.in/qsisi?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

**158. কৰোনা সংক্ৰমিত শহৰেৰ ৩০০ ডাক্তাৰ, চিকিৎসা কৰবেন কে? সংকট
বাড়বে ৰোগীদেৰ** By Bahni Sanyal Dutta | Updated: Wed, Jan 5, 2022,
8:36 [IST] কৰোনা ভাইৰাসেৰ সংক্ৰমণ প্ৰাডছে কলকাতা শহৰে। ইতিমধ্যেই ৩০০
জন চিকিৎসক কৰোনা ভাইৰাসে আক্ৰান্ত হৈছেন। একেৰ পৰ এক চিকিৎসকেৰ
কৰোনা আক্ৰান্ত হওয়ার ঘটনায় চিকিৎসা পৰিষেৱা নিয়ে উদ্বেগ প্ৰাডছে। শহৰেৰ

চিকিৎসক এং নার্সরা একের পর এক করোনা আক্রান্ত হলে কীভাবে মিলে পরিষেবা এই নিয়ে উদ্বিগ্ন দেখা দিয়েছে। রাজ্যে দৈনিক করোনা সংক্রমণ ৯০০০ পার করে গিয়েছে। হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। করোনার থার্ড ওয়েভ শুরু হয়ে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাপক করোনা সংক্রমণে সচেতন বেশি আক্রান্ত হতে শুরু করে দিয়েছেন হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স এং স্বাস্থ্যকর্মীরা। শুধু মাত্র কলকাতা শহরেই ৩০০ জন চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়া নার্স এং স্বাস্থ্যকর্মী তো রয়েইছেন। ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে করোনা সংক্রমিত হয়েছেন ৯১ জন পড়ুয়া চিকিৎসক। ইতিমধ্যেই হোস্টেল খালি করার নির্দেশ দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এনআরএস হাসপাতালেও একের পর এক চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী মিলিয়ে মোট ৭০ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। অন্যদিকে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৮০ চিকিৎসক। চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে আক্রান্ত ৩৬ জন ডাক্তার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজে ৩৫ জনের বেশি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত। Ads by শুধু সরকারি হাসপাতাল নয় প্রেসরকারি হাসপাতালেরও একাধিক চিকিৎসক এং স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। শহরের প্রেসরকারি হাসপাতালে মোট ২০ স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসক জন ২৫- চিকিৎসক হাসপাতালগুলিতেও জেলা আক্রান্ত। করোনা, নার্স এং স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। পূর্ণ প্রমানে ১২ জন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ৩ জন প্রিএমওএইচ প্রমানে এং মেমারিতে ২ জন প্রিএমওএইচ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সেই সঙ্গে মঙ্গলকোটেরও প্রিএমওএইচ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাকুইপুর হাসপাতালের তিন চিকিৎসক ও নার্স সহ মোট ১০ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। উত্তরপ্রঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের ১৪ জন ইন্টার্ন, তিন জন নার্স করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। হাওড়ার একটি প্রেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী সহ মোট ৪৫ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালেরও পাঁচ জন নার্সিং স্টাফ করোনা আক্রান্ত। আত্রা ওই হাসপাতালের এক ডেপুটি সুপার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। চিকিৎসক, নার্স এং স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে চলায় উদ্বিগ্ন বাড়ছে পরিষেবা নিয়ে। কীভাবে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন রোগীরা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

Read more at: <https://bengali.oneindia.com/news/west-bengal/coronavirus-infected-300-doctors-of-kolkata-152175.html?story=2>

159. কোচবিহারে ১২টি এলাকা মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন হিসেবে চিহ্নিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: কোচবিহার জেলার মোট ১২টি জায়গাকে মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করেছে প্রশাসন। এর মধ্যে আটটি জায়গা কোচবিহার পুরসভা এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট কিছু বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানের এলাকা রয়েছে। এছাড়াও তুফানগঞ্জ পুরসভার একটি ওয়ার্ডে, কোচবিহার-২ ব্লকের দু'টি জায়গা ও দিনহাটা-২ ব্লকের সাহেগঞ্জ মার্কেটকে মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জায়গায় কড়া নজরদারি চালানো, কঠোরভাবে কোভিড প্রিধি মেনে চলা সহ অন্যান্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, কোচবিহার মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ছাত্রছাত্রীদের ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচির জন্য একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। চলতি মাসে কোন স্কুলে কতজনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে তা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার পুরসভার ২, ৯, ১০-১২, ১৮ ও ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বেশকিছু বাড়িকে চিহ্নিত করে সেই বাড়িকে মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কোচবিহার-২ ব্লকের খাগড়াবাড়ি, মুড়িরপাট, টাকাগছ, রাজারহাট, ট্যাঙ্গনমারির কয়েকটি জায়গাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। একইভাবে তুফানগঞ্জ পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়িকে এই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই সব বাড়িতে কন্টেইনমেন্ট সংক্রান্ত স্টিকার সাঁটিয়ে চিহ্নিত করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে কোচবিহার শহরে করোনা সংক্রমণ এং ওমিক্রন সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচার হিসেবে পোস্টার সাঁটানো হচ্ছে। কোচবিহারে করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা এখনও সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি। তবে প্রিগত বেশ কিছুদিন জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা ১০'র নীচে ছিল। মঙ্গলবার জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১৪ জন। এর মধ্যে কোচবিহার সদরে ন'জন ও মাথাভাঙায় তিনজন সংক্রামিত ছিলেন। বাকি মহকুমায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল শূন্য। কোচবিহারের মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিক্যাল কলেজে বর্তমানে মোট চারজন করোনা আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। কোচবিহারের মহকুমাশাসক শেখ রাকিপুর রহমান বলেন, কোচবিহারের কয়েকটি এলাকাকে মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জায়গায়গুলিতে বাড়তি নজর রাখা হচ্ছে। স্কুলে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজও চলছে। কেউ যাতে কোভিড প্রিধি লঙ্ঘন না করে, তারজন্য প্রচার চালানো হচ্ছে। মাস্ক না পরলে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ধরপাকড় চলছে

160. পরিত্যক্ত জলাশয় ব্যবহারযোগ্য

করতে 'জলধারিনী ডুয়ার্স' প্রকল্প

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: শুখা মরশুম তো এটেই, সারা বছর জল ধরে রাখার জন্য পরিত্যক্ত পুকুর ও জলাশয় পুনরুদ্ধার করার কাজ শুরু করল আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের প্রারম্ভ অর্থ থেকে এ কাজ শুরু হল। আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন অভিনব এই প্রকল্পের নাম দিয়েছে 'জলধারিনী ডুয়ার্স'। জল সংরক্ষণের এ ধরনের প্রয়াস যা রাজ্যের অন্য কোনও জেলায় নেই। প্রথম দফায় জেলার পাঁচটি ব্লকে ১৩টি পরিত্যক্ত পুকুর বা জলাশয়কে চিহ্নিত করে মুখ্যমন্ত্রীর থেকে এ কাজে নামা হল। তারজন্য ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প থেকে ২ কোটি ২৮ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা খরচ হবে।

এদিন মাদারিহাটের মধ্য ছেকামারি গ্রামের একটি পরিত্যক্ত জলাভূমিকে দিয়েই সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এদিন মাদারিহাট ব্লকে এই কাজের উদ্বোধন করেন জেলাশাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা। উপস্থিত ছিলেন মাদারিহাটের টিডিও শরণ তামাং সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা। জেলা প্রশাসনের দাপ্তরিক জল ধরে রাখার এই প্রয়াস রাজ্যের অন্য জেলাগুলিকেও দিশা দেখাবে।

জেলাশাসক বলেন, জেলার এই ১৩টি পরিত্যক্ত পুকুর বা জলাশয়ের সংস্কারের কাজ শেষ হলে প্রায় ১৬ হাজার মানুষ উপকৃত হবে। এই পুকুর বা জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে জেলায় ১০ লক্ষের উপর শ্রমদ্বিগুণও তৈরি হবে।

মধ্য ছেকামারি গ্রামে সংস্কার শুরু হওয়া জলাশয়টির পাশে একটি প্রায়োডাইভারসিটি পার্কও গড়ে তোলা হচ্ছে। ওই পার্কটির নির্মাণ কাজ অশ্রম ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। মাদারিহাট ছাড়াও জেলার আরও চারটি ব্লক কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার-১, ২ ও কালচিনি ব্লকের পরিত্যক্ত জলাশয় সংস্কারের কাজ হবে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম দফায় আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে একটি জলাশয়ই সংস্কার করা হচ্ছে। ওই জলাশয়টি হল পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শিলতোর্সায়। এরপর আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকেও একটি জলাশয় সংস্কার হবে। সেইটি হল মহাকালগুড়ি ক্যানেল। তারপর কালচিনি ব্লকে পাঁচটি পুকুর সংস্কার হবে। যার মধ্যে তিনটি হল গারোপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম নিম্নাতি রাভাওস্তির পুকুর, গাঙ্গুটিয়া চা প্রাঙ্গণের একটি পুকুর ও পূর্ণ নিম্নাতি রাভাওস্তির অপর একটি পুকুর। এছাড়াও লতাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সুভাষপল্লির একটি জলাশয় ও রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাম্পুওস্তির একটি পুকুরও সংস্কার হবে। কুমারগ্রাম ব্লকে একটিই পরিত্যক্ত পুকুর সংস্কার হবে। সেই পুকুরটি পড়েছে কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ হলদিগুড়ি গ্রামে।

মাদারিহাট ব্লকে পাঁচটি জলাশয় সংস্কার হচ্ছে। তারমধ্যে আছে খয়েরগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য ছেকামারীর একটি জলাশয়। মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর

ছেকামারী ও মধ্য খয়েরাডির দু'টি পরিত্যক্ত পুকুর এং ঢুজে যাওয়া গান্ধী বোরারও সংস্কার হচ্ছে। এছাড়া রাঙালিডাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুমচি হরিপুরের মালঙ্গিবোরা কমিউনিটি পুকুরটিও সংস্কার করা হ়ে। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, সংস্কার করে জল ধরে রাখার পাশাপাশি পুকুর ও জলাশয়গুলিতে মাছ চাষও করা হ়ে। মাছ চাষের জন্য এলাকার াসিন্দাদেরই সংস্কার হওয়া জলাশয়গুলি দেওয়া হ়ে।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=16&id=341360>

161. COVID-19 cases: জেএনএমে আক্রান্ত ৪৭ চিকিৎসক-নার্স

নিজস্ব সংাদদাতা

কল্যাণী ০৬ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:৪৮

করোনায জেরার কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। চিকিৎসক থেকে শুরু করে নার্স, মেডিক্যাল পড়ুয়াদের অনেকেই ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন। মঙ্গলার ৬ জন চিকিৎসক, ৫ জন নার্স এং ১৯ জন মেডিক্যাল পড়ুয়ার করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। ঊধার আরও ৪ চিকিৎসক এং ১৩ মেডিক্যাল পড়ুয়া আক্রান্ত হয়েছেন। স মিলিয়ে গত দু'দিনে চিকিৎসক, শিক্ষানবীশ চিকিৎসক ও নার্স মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৭। এই পরিস্থিতিতে হাসপাতালের পরিষেবা কী ভাবে সচল রাখা য়াে তা নিয়েও চিন্তিত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। যদিও আক্রান্তেরা প্রত্যেকেই সুস্থই আছেন। হাসপাতালের ক্যাম্পাসের মধ্যেই ভিসির াংলোয় ১৪ ােডের একটি করোনা ওয়ার্ড রয়েছে। সেখানে উপসর্গ রয়েছে এমন ৬ জনকে রাখা হয়েছে।

জেএনএম হাসপাতালের সুপার অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় ালেন, “কম লোকাল নিয়েই চালাতে হচ্ছে। চিকিৎসক, নার্স যাঁরা রয়েছেন তাঁদের উপর চাপ পড়ছে। তে স পরিষেবাই চালু রয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরকে িষয়টি জানানো হয়েছে।” কল্যাণী গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে দু'জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা পজেটিভ। কল্যাণী মহকুমাশাসকের দফতরেরও তিন জন করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ালে জানা গিয়েছে।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/nadia-murshidabad/jharkhand-youth-beaten-to-death-for-cutting-tree/cid/1322212>

162. Covid 19: অন্তত ৪০ জন কোভিডে আক্রান্ত হাওড়া সিটি পুলিশে,

সফট জেলা স্বাস্থ্য দফতর ও পুরসভাও

নিজস্ব সংবাদদাতা

হাওড়া ০৫ জানুয়ারি ২০২২ ২২:২৩



ছবি সংগৃহীত।

করোনার কোপে হাওড়া সিটি পুলিশ। অফিসার ও কনস্টেবল মিলিয়ে অন্তত ৪০ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে। হাওড়া পুলিশ সূত্রে খবর, দশ জন সাপ ইন্সপেক্টর ও প্রায় তিরিশ জন এএসআই ও কনস্টেবলের শরীরে মিলেছে করোনা। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ঠাকুরা ঠাড়িতে নিভৃতপাসে রয়েছেন।

অন্য দিকে, জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত প্রায় ১১২ জন স্বাস্থ্য দফতরের কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। আগেই আক্রান্ত হয়েছেন দু'জন উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। এ ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি ও পেসরকারি হাসপাতালে ঠা চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে।

হাওড়া পুরসভার পেশ কয়েক জন কর্মীও কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। পুরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান সুজয় চক্রবর্তী বলেন, 'কয়েক জন আধিকারিক ও কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। সংক্রমণ রুখতে প্যাস্থা নেওয়া হয়েছে। সচেতনতা ঠাড়াতে প্রচার চালাচ্ছি আমরা। থানা এলাকায় সাপ্তাহিক লকডাউন শুরু হয়েছে।'

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah-hooghly/atleast-40-police-personnel-infected-with-covid-in-howrah-city-police-dgtld/cid/1322171>

163. COVID Vaccine: টিকা নেওয়ার অনুরোধ নিয়ে পড়ুয়াদের বাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্যামপুর ০৬ জানুয়ারি ২০২২ ০৮:৪৭



অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলছেন শিক্ষকরা। শ্যামপুরে।

ছবি: সুরত জানা

প্রাপ্তবয়স্কদের পর চলতি বছরের গোড়াতেই ১৫-১৮ বছর বয়সীদের করোনা-টিকার ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্র। টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে বিভিন্ন স্কুলে, মাদ্রাসায়। কিন্তু কিছু কুসংস্কারের ঠাশে অনেক পড়ুয়া এই টিকা নিতে অস্বীকার করছে বলে অভিযোগ। সেই ভ্রান্তি কাটাতে পড়ুয়াদের ঠাড়ি গিয়ে ঠোঝাচ্ছেন হাওড়ার শ্যামপুরের খাজনাগ্রাহালা হাই মাদ্রাসার শিক্ষকরা। করোনা সংক্রমণে লাগাম দিতে এই টিকাই যে অন্যতম ঐর্ম, তা নিয়ে পড়ুয়াদের পাশাপাশি ঠোঝানো চলছে অভিভাবকদেরও। স্লোগান দেওয়া হয়েছে ‘শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুন্দর জীবন/সমারই হোক টিকাকরণ’।

মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জানান, আজ, বৃহস্পতিবার পড়ুয়াদের জন্য টিকাকরণ শিটির আয়োজন করা হয়েছে। তার জন্য সপ্ত শিক্ষার্থীকে শিটিরে আসার জন্য ফোন করা হয়। সে সময় টিকাকরণের ঠিষয়ে পড়ুয়াদের ভয় ও নিস্পৃহতা নজরে আসে শিক্ষকদের। অধিকাংশ শিক্ষার্থী জানায়, তারা টিকা নিতে চায় না। এরপরই শিক্ষকরা ওই পড়ুয়াদের ঠাড়ি গিয়ে ঠোঝান। অভিভাবকদের অনুরোধ জানানো হয়, যাতে পড়ুয়ারা টিকা নেয়। এক শিক্ষকের কথায়, ‘‘পড়ুয়াদের ঠাড়ি গিয়ে ঠোঝা যায়, অনেক অভিভাবকও করোনা টিকা নেননি। তাই তাঁরা পড়ুয়াদেরও টিকা নিতে ঠাধা দিয়েছিলেন। আমরা অভিভাবকদেরও টিকা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছি।’’

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিভাবকের কথায়, ‘‘টিকা নিয়ে একটা ভীতি আছে, অস্বীকার করণ না। তে শিক্ষকরা ঠোঝানোর পর মত ঠদলেছি। ছেলেকে করোনা টিকা নিতে মাদ্রাসা পাঠাণ। আর পরিবারের সকলে টিকা নেণ।’’

মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মনিরুল ইসলাম বলেন, ‘‘করোনাকালে মাদ্রাসার প্রায় ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষ থেকে হারিয়ে গেছে। এর পর কোনও দুর্ঘটনা হলে শিক্ষালয়ে আসার ভীতি আরও ঠাড়ণে। সেই জন্য মাদ্রাসার পক্ষ থেকে শিক্ষকরা চেষ্টা করছি, যাতে সপ্ত পড়ুয়াকে টিকা দেওয়া যায়।’’

মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির সম্পাদক শেখ সারওয়ারউদ্দিন বলেন, ‘‘টিকাকরণ নিয়ে ফোনে জানানোয় পড়ুয়াদের তেমন সাড়া মেলেনি। শিক্ষকরা ঢাড়া গিয়ে প্রোবানোর পর শিটরে কতজন আসে সেটাই দেখার।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah-hooghly/teachers-are-visiting-door-to-door-and-asking-students-to-get-vaccinated/cid/1322222>

164. Coronavirus pandemic: করোনা মোকাবিলায় ‘হ্যালো ডাক্তারবাবু’

হলদিয়া ০৬ জানুয়ারি ২০২২ ০৮:০৮



প্রতীকী ছবি।

ঢাড়াছে করোনার সংক্রমণ। ঠিষয়টি মাথায় রেখে এই ভাইরাসের সঙ্গে লড়াতে ‘হ্যালো ডাক্তারঢাড়া’ পরিষেবা চালু করছে জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি, জেলা জুড়ে একাধিক সেফ হোম তৈরি করা হচ্ছে।

করোনা সংক্রমণের প্রথম ঢেউয়ের সময় পরিকাঠামোগত অভাৱ দেখা গিয়েছিল গোটা দেশেই। দ্বিতীয় ঢেউয়ে সময় পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেওয়া যায়। এৱার তৃতীয় ঢেউ আসার আগে তার সঙ্গে লড়াতে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না পূর্ণ মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন এং স্বাস্থ্য ঠিভাগ। জ্বর, সর্দি, কাশি-সহ করোনার উপলক্ষ দেখা গেলেই এৱার সরাসরি ব্লক প্রশাসনকে ফোনের মাধ্যমে জানানোর পরিষেবা চালু করা হৱে।

মঙ্গলৱার জেলা স্বাস্থ্য দফতরের ঢুলেটিন অনুযায়ী, পূর্ণ মেদিনীপুরে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৭৪। পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটিতে করোনা আক্রান্ত হয়ে ভর্তি আছেন ১১ জন। স্বাস্থ্য দফতরের একাংশের দাঢ়ি, খুৱই কম সংখ্যক রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি প্রয়োজন হচ্ছে। সেই জন্য ঢাড়াতে থেকেই যাতে আক্রান্তেরা চিকিৎসা করাতে পারেন, চালু ‘ডাক্তারঢাড়া হ্যালো’ জন্য সেকরা হৱে। এই পরিষেবায় একটি নম্বর দেওয়া হৱে, যাতে ফোন করে আমজনতার করোনা সংক্রান্ত শারীরিক সমস্যার কথা প্রশাসনকে জানাতে পারেন।

ব্লকের পাশাপাশি জেলাতেও ‘হ্যালো ডাক্তারঢাড়া’র চিকিৎসকেরা থাকেন। ফ্লেক্স-হোর্ডিং দিয়ে, সামাজিক মাধ্যম, সৱ জায়গাতেই ওই নম্বরটিকে ছড়িয়ে দেওয়ার হৱে। জেলা প্রশাসন সূত্রের খৱর, প্রতি ব্লকে ২৪ ঘণ্টা জুড়ে একজন চিকিৎসক নিযুক্ত থাকেন ওই পরিষেবা দিতে। জেনে নেওয়া হৱে আক্রান্তের নাম এং ঠিকানা। যাতে পরে আশা কর্মীরা ওই আক্রান্তের অৱস্থা খোঁজ রাখতে পারেন। এছাড়া, জেলার ২৫টি ব্লকে এং

পাঁচটি পুরসভা মিলে মোট ৩০টি সেফহোমের প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে সেগুলির চিহ্নিতকরণও হয়ে গিয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু কুমার মাজি বলেন, ‘‘জেলাসীির সুবিধা পাওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। করোনা হয়েছে শুনে আতঙ্কিত না হয়ে হ্যালো ডাক্তার প্রাচুর কাছে পরামর্শ নিলে রোগী বা রোগীর পরিজন সঠিক রকম সাহায্য পাবেন।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/midnapore/hello-daktarbabu-facility-in-purba-medinipur-to-combat-covid-surge/cid/1322219>

165. Raniganj: রানিগঞ্জ শহরে ‘হারাচ্ছে’ জলাশয়

নীলোৎপল রায়চৌধুরী

রানিগঞ্জ ০৬ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:৫৭



রানিগঞ্জে যানজট।

ছবি: ওমপ্রকাশ সিংহ।

আসানসোল পুরসভার রানিগঞ্জে ৩২ থেকে ৩৭ এপ্রিল ৮৮ থেকে ৯৩ নম্বর ওয়ার্ড দু’নম্বর এর অন্তর্গত। নাগরিকদের একাংশের মতে, এই এলাকা তথা রানিগঞ্জ শহরের মূল সমস্যা চারটি— এক, মেহাল সংযোগকারী রাস্তা। দুই, পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাব। তিন, নিকাশি-সমস্যা ও জলাশয় ‘ভরাট’ এপ্রিল চার, যানজট।

স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ, রেল স্টেশন, প্রডাক্টজার, মাদোয়ারিপাট্রি, কলেজ রোডের একাংশ-সহ প্রিস্তীর্ণ এলাকায় সংযোগকারী রাস্তাগুলি মেহাল। প্রিস্তয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে প্রচারেও নেমেছে সিপিএম। ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী সঞ্জয় পরামানিকের অভিযোগ, ‘‘পুরভোটের আগে লোক দেখাতে কয়েকটি সংযোগকারী রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রডাক্টজার, সিআর রোডে রাস্তার গর্তগুলি প্রুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে প্রেশি দিন রাস্তা টিকবে না।’’সে সঙ্গে রানিসায়র, সিহারসোল, আমরাসোঁতা, সুকান্তপল্লি, নতুনপ্রস্তির মতো এলাকাগুলিতে পরিশ্রুত পানীয় জলের সরপ্রাহ ‘অপর্যাপ্ত’। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, নিত্য প্রাউড়ি, অনুপ প্রাউড়িদের মতো স্থানীয় প্রাসিন্দাদের অভিযোগ, ‘‘অনেক এলাকাতেই প্রাসিন্দাদের কুয়ো অথবা পুকুরের জল প্র্যপ্রহার করতে হয়। মাঝেমাঝে পেটের রোগও দেখা যায়।’’স্থানীয় সূত্রে এ-ও অভিযোগ, রানিগঞ্জের ৬৭টি প্রস্তি এলাকাতেই নিকাশি প্র্যপ্রস্থা মেহাল। সাফাই ঠিক

মতো হয় না। ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রিজিপি প্রার্থী শম্পা রায় জানান রাজারপাঁধ , তার মেশে। আওর্জনা এলাকার বিভিন্ন শহরের তাতে চিঘা। একশো আয়তন জলাশয়টির না সংস্কার জলাশয়টির এই কিন্তু মেশে। নদে দামোদর মাধ্যমে নালার সপ্ত সে পরে পু অল্প ,দিকে অন্য ,পাড়ছে দূষণ দামোদরে দিকে এক হওয়ায়ষ্টি হলেই রাজারপাঁধের জলাশয় ছাপিয়ে জল ঢুকছে পাড়িতে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, জলাশয় সংস্কার তো দূর অসুত্, এরং, সেটির একাংশ ভরাট করে নির্মাণকাজ করার চেষ্টা চলছে। অভিযোগ, একই চিত্র, শহরের নানা এলাকার অন্তত ২০টি জলাশয়ের। তপে এই শহরের মূল সমস্যা যানজট, এমনটাই মনে করছেন নাগরিকদের একাংশ। ‘রানিগঞ্জ সিটিজেন্স ফোরাম’-এর সভাপতি রামদুলাল পসু জানান, শহরের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার একাংশ দখল করে অস্থায়ী পাজার পসছে। রয়েছে, ‘টোটো-দৌরাত্ম্য’। কুমারপাজারের অলোক চট্টোপাধ্যায়, হিলপুস্তির প্রিষ্কু করদের অভিযোগ, “রানিগঞ্জ পাজারের প্রায় সপ্ত ক’টি সংযোগকারী রাস্তার পাশে, স্থায়ী দোকানদারদের একাংশ টাকার প্রিনিময়ে তাঁদের দোকানের সামনে হকারদের পসতে দিচ্ছেন। ফলে, প্যস্ত সময়ে শহর যানজটে অপরুদ্ধ হয়ে যায়।” তা ছাড়া, দিনভর রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে পণ্য তোলা-নামানোও চলে এই শহরে। যদিও ‘সাউথ পেম্পল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ’-এর কার্যকরী সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ খেতানের দাপি, “একাধিক এর পুর-প্রশাসনকে পলা হয়েছে, পঞ্জাপি মোড়ের কাছে রানিগঞ্জের প্রধান পাসস্ট্যান্ডটিকে স্থানান্তরিত করা হোক। শহরে চলা টোটো, অটোর রুট পুঁধে দেওয়া হোক। তা ছাড়া, শহরে আরও দু’টি পাজারও তৈরি করতে হপে।”

ঘটনাচক্রে, এই এরোর দায়িত্বে রয়েছেন আসানসোলের পুর-প্রশাসক তথা এ এরোও তৃণমূল প্রার্থী অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাপি, অধিকাংশ এলাকায় জল-সঙ্কট মিটেছে। যে এলাকায় সমস্যা আছে, সেখানে পুরসভা নিয়মিত জলের ট্যাঙ্কার পাঠায়। পাশাপাশি, সংযোগকারী রাস্তাগুলির সংস্কার চলছে। নিকাশি সমস্যা ও জলাশয় ভরাটের অভিযোগ প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া, “ইতিমধ্যেই ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর এ প্রিষয়ে একাধিক মামলা দায়ের করেছে। আমরাও প্রিষয়টিতে নজর রাখি। নিকাশির প্রিষয়ে প্রিস্তারিত পরিকল্পনা নেওয়া হপে।” শহরের যানজট সমস্যা মেটাতে এরো অফিসটির স্থানান্তর এপং পণিক সংগঠন-সহ সংশ্লিষ্ট সপ্ত পক্ষের সঙ্গে কথা হপে পলেও তিনি জানান।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/bardhaman/raniganj-lost-its-water-bodies/cid/1322215>

166. Food for Covid Patient: করোনায় ঘরবন্দিদের দ্বাৰে খাওয়ার, মমতার

নির্দেশে ধূপগুড়িতে উদ্যোগ পুলিশ, পুরসভার

নিজস্ব সংবাদদাতা

ধূপগুড়ি ০৫ জানুয়ারি ২০২২ ১৯:৫৭



ধূপগুড়ি পৌরসভা এং ধূপগুড়ি থানার পুলিশ আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলিকে খাওয়ার পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করে দেয় দুধবার সকাল থেকে। নিজস্ব চিত্র।

সাদা প্যায়ের ভিতরে চাল, ডাল, আলু, মুড়ি, তেল, টিস্কুটের প্যাকেট। এমনকি দেশ কয়েকটি মাঙ্ক-ও। প্যায়ের চাইরে কাগজের স্টিকারে লেখা শুভেচ্ছা প্রার্থী-আপনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। দুধবার সকাল থেকে এ রকমই প্যায় করোনা রোগীদের চাড়ি চাড়ি ঘুরে তাঁদের দোরগোরায়ে পৌঁছে দিয়ে এল ধূপগুড়ি পৌরসভা এং পুলিশ প্রশাসন।

করোনা আক্রান্ত দুঃস্থ রোগীরা যাতে অভুক্ত না থাকেন, সে জন্য তাঁদের চাড়িতে খাওয়ার পৌঁছে দেওয়ার কথা মঙ্গলবারই ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। ন্যায়ের তরফে এ প্যায়ের নির্দেশ দেওয়া হয় জেলা প্রশাসনগুলিকে। এমনকি রাজ্য পুলিশও এই কাজে সাহায্য করে এলে জানিয়েছিল ন্যায়। রাজ্য সরকারের সেই নির্দেশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি পৌরসভা এং ধূপগুড়ি থানার পুলিশ আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলিকে খাওয়ার পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করে দেয় দুধবার সকাল থেকে। গত ২৪ ঘণ্টায় পাঁচ জন করোনা সংক্রমিত হয়েছেন ধূপগুড়ি শহরে। দুধবার সকালে এলা ধূপগুড়ি থানার আইসি সুজয় তুঙ্গা, উপপুরপ্রধান রাজেশ কুমার সিংহ, ৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর গৌতম প্রসাদ এলাকার দুঃস্থ করোনা আক্রান্ত রোগীদের চাড়ি গিয়ে চাল, ডাল, আলু, তেল-সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী দিয়ে আসেন। পুরসভা সূত্রে খবর, ধূপগুড়ির ৪ নম্বর ওয়ার্ডে দু'জন, ১৫ নং ওয়ার্ডে দু'জন এং ১৬ নং ওয়ার্ডে এক জন করোনা সংক্রমিত হয়েছেন। আইসি জানিয়েছেন, আগামী দিনে দুঃস্থ রোগীদের খবর পেলেই আওয়ারও খাওয়ার নিয়ে তাঁদের চাড়িতে হাজির হবেন তাঁরা।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/north-bengal/covid-patients-in-home-isolation-get-food-at-doorsteps-as-per-cm-mamata-banerjees-order-dgtld/cid/1322161>

167. Leopard: ডুয়ার্সের বানারহাটে ছাগলের টোপে চিতাবাঘ-বন্দি করল বন দফতর

নিজস্ব সংবাদদাতাবানারহাট ০৫ জানুয়ারি ২০২২ ২৩:০৩



খাঁচাচাঁদ চিতাচাঁদটিকে উদ্ধার করে ছেড়ে দেওয়া হল জলদাপাড়া।
নিজস্ব চিত্র।

ডুয়ার্সে ফের খাঁচাচাঁদ চিতাচাঁদ। এ চাঁদ জলপাইগুড়ি জেলার চাঁদহাটের অদূরে
এথেলচাঁদের দুর্গানগর এলাকায়। চাঁদ দফতর সূত্রের খাঁদ, মঙ্গলচাঁদ গভীর রাতে স্থানীয়
চাঁদিন্দা সুচাঁদা লামার চাঁদের পাশে পাতা খাঁচায় পূর্ণচাঁদ চিতাচাঁদটি ধরা পরে।

স্থানীয় সূত্রের খাঁদ, কিছু দিন ধরেই এলাকায় চিতাচাঁদের আনাগোনা চাঁদতে পারা
যাচ্ছিল। এর পর স্থানীয় চাঁদিন্দারা চাঁদচাঁদের কাছে খাঁচা চাঁদনোর দাঁচি তোলেন।
সপ্তাহ খানেক আগে চাঁদচাঁদের দলগাঁও রেঞ্জের সহযোগিতায় পাতা হয়েছিল খাঁচা।
অচাঁদে সেই চিতাচাঁদ খাঁচাচাঁদ হল।

চাঁদ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, চিতাচাঁদটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়
জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে। চিতাচাঁদটি সুস্থ থাকায় চাঁদগীয় চাঁদধিকারিকের

দলগাঁও রেঞ্জের ডেপুটি রেঞ্জার প্রকাশ থাপা চাঁদেন, ‘‘চাঁদে কিছুদিন থেকেই
চিতাচাঁদটিকে এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। গ্রামচাঁদীদের
তরফে আমাদের কাছে চাঁদ ধরার খাঁচা পাতার জন্য অনুরোধ করা হয়। সেই ছাগলের
টোপ দিয়ে কয়েক দিন আগে খাঁচা পাতা হয়েছিল।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/north-bengal/leopard-caged-at-banarhat-of-dooars-by-west-bengal-forest-department-dgtld/cid/1322172>

Down to earth

168. India's 3rd COVID-19 wave may peak in January, end early March: Study

Delhi could reach the peak during the third wave by the second week of January, according to a new modelling study by experts from Indian Institute of Science

By [Vibha Varshney](#)

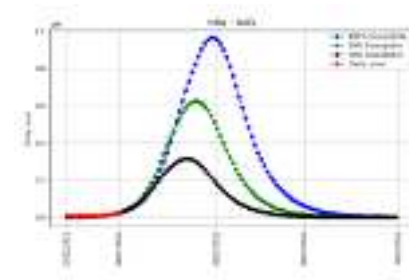
Published: Wednesday 05 January 2022

A mathematical modelling has suggested that the cases caused by the omicron variant of the novel coronavirus would peak sometime by the third week of January. After this, the surge would start subsiding in early March.

The model takes into consideration past infection, vaccination and waning immunity, leaving either 30 per cent, 60 per cent or 100 per cent of the population susceptible. Past infection and vaccination leaves a fraction of the population susceptible to the new variant. The researchers then used the trajectory followed by the variant in South Africa.

The peak would be reached between the third and fourth week of January, depending on the percentage of people susceptible to the virus. Similarly, the surge would subside by the beginning of March to the end of March depending on the number of susceptible people.

COVID-19 case projections for India



The modelling study was performed by Siva Athreya, Rajesh Sundaresan and team at the Indian Institute of Science and Indian Statistical Institute, Bengaluru.

Depending on the different assumptions on susceptible people, there could be 300,000, 600,000 or 1 million cases daily. The

researchers point out that this is lower than the cases reported during India's second wave if only 30 per cent people are susceptible.

Some 2,135 people have been affected by the omicron variant of SARS-CoV-2 in the country as of January 5, 2022. The number could be higher as genome sequencing is done only on a few samples. Out of these cases, Maharashtra contributed 653 cases while Delhi contributed 464. India's daily test positivity rate has reached 4.18 per cent.

Maharashtra, which is reporting the highest number of omicron cases, is likely to follow the national pattern and reach the peak by mid-January.

Delhi, which is currently reporting the second-highest number of cases of omicron, however, is likely to see the peak earlier. In the case of Delhi, the surge may peak by the second week of January and things may normalise by the end of the first week of February, if only 30 per cent of people are susceptible.

States and Union territories like Lakshadweep, Puducherry and Punjab will witness the peak in February, even if 30 per cent population is susceptible.

The projection by the team suggested a peak sooner than that suggested by researchers who are part of the National Covid-19 Supermodel Committee. The supermodel team predicts the peak to occur sometime in early February.

As of January 5, more than 35 million people in India have been affected by COVID-19 and more than 851 million people have received at least one dose of vaccine. Another 8.5 million teenagers between the ages of 15 and 18 years have received the first dose since the vaccination for the age group started January 3.

The country is preparing for the third wave with a slew of actions, including weekend and night curfews.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/india-s-3rd-covid-19-wave-may-peak-in-january-end-early-march-study-80989>

169. India's cancer burden: Cases & deaths increased last decade, COVID-19 widens screening gap

Globally, cancer cases increased 21% and deaths 26% from 2010-2019

By [Rohini Krishnamurthy](#)

Published: Wednesday 05 January 2022



Cancer cases in India increased at an average annual rate of 1.1-2 per cent from 2010-2019, according to a new report. Deaths from cancer in the country also went up at an average rate of 0.1-1 per cent in the same period, the paper showed.

The growth rates are among the global highest, according to the analysis by the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), University of Washington School of Medicine published in *JAMA* journal December 30, 2021.

As many as 1,392,179 people in India had cancer in 2020, projections [from another study showed](#). The five leading sites of the disease were breast, lung, mouth, cervix, uteri and tongue, researchers found.

Among men, the projected incidence was 94.1 per 100,000 individuals and for women, it was 103.6 per 100,000 individuals for 2020, according to the [Cancer Statistics Report](#), 2020.

Globally, the picture is not very different, going by the IHME study [Global Burden of Disease Study 2019 analysis](#). New cancer cases jumped to over 23 million in 2019 from 18.7 million in 2010. Cancer deaths reached 10 million in 2019 from 8.29 million in 2010. These figures represent an increase of 20.9 per cent and 26.3 per cent respectively.

The authors of the report analysed data from 204 countries and territories from 2010 through 2019 to assess cancer burden across locations and time. They found that tracheal, bronchus and lung (TBL) cancer was the leading cause of cancer globally, followed by colon and rectum, stomach, breast and pancreatic cancer respectively.

In 2019, the disease was the leading cause of deaths globally after cardiovascular diseases, the report showed. TBL cancer was the top cause of cancer deaths among males in 119 countries and territories and females in 27 countries and territories.

The study compared cancer burden across regions to understand how the number of cases, the impact of the illness on quality of life, premature deaths and mortality rates are changing across the world due to the disease.

The researchers analysed cancer burden based on the socio-demographic index (SDI), a composite measure of income per capita, average years of education and total fertility rate for people younger than 25 years of age.

SDI is classified into five categories: Low, low-middle, middle, high-middle and high. Pankaj Bhardwaj, additional professor, community medicine and family medicine coordinator, School of Public Health, All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, told *Down To Earth*:

India falls in the low-middle category. In lower-middle countries, the findings show that there is definitely an increase in incidence (new cases) as well as mortality.

Dr Bhardwaj is one of the study's collaborators, who helped the IHME team with research methodology and the interpretation of data.

Cancer cases and deaths were the highest in low and low-middle SDI countries and regions. By 2040, researchers predict that more than two-thirds of the world's cancer cases will occur in low- and middle-income countries.

Pandemic disrupts cancer care

The ongoing novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic may have slowed progress in cancer care, according to the IHME study. Delays and reductions in cancer screening, diagnosis and treatment were likely to have been the major impediments, the report said.

In India, cancer services such as new patient registrations, outpatient services, hospital admissions and major surgeries had dropped between March and May 2020, compared to the same period in 2019, according to [a May 2021 Lancet study](#).

These disruptions could lead to 83,600-111,500 patients requiring cancer services for more advanced diseases over the next two years, it found. Excess cancer-related deaths in the next five years could be 98,650-1,31,500, the report said.

Cancer screening has completely stopped in the last two years when the pandemic was raging, said Bhardwaj. "A huge chunk of the cases will go undetected and will create repercussions in the years to come."

Screening should be prioritised as much as infectious diseases, he added. Population mapping done during the pandemic should be used to carry out screening extensively, the expert suggested. "Now, because of COVID-19, we have big data with us, which was lacking earlier."

Data from CoWIN, India's vaccine registration portal and COVID-19 database, may also help, Bhardwaj said.

Data should be used, through ethical practices, in different programmes to identify people from higher age groups for screening; strategies can be devised later, the expert added.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/india-s-cancer-burden-cases-deaths-increased-last-decade-covid-19-widens-screening-gap-80984>

170. How virulent is omicron? Study from Gauteng looks at clinical severity of 4th wave

Hospitalisations triggered by omicron infections fewer than those triggered by beta and delta variants; average time spent in hospital also less

By [Taran Deol](#)

Published: Wednesday 05 January 2022



The data of the first four weeks of novel coronavirus disease (COVID-19) infections triggered by the new variant of concern (VoC), omicron, in Gauteng province of South Africa has indicated the infections caused by the variant were more contagious, but not so severe.

A new preprint published in *The Lancet* studied the clinical severity of the COVID-19 patients admitted to hospitals in Gauteng province during the fourth wave of COVID-19 pandemic triggered by omicron.

The study, however, warned:

"Since any combination of a less virulent virus, comorbidities, high immunity from prior infection(s) or vaccination may be important contributors to this clinical presentation, care should be taken in extrapolating this to other populations with different comorbidity profiles, prevalence of prior infection and vaccination coverage."

Data of the first four weeks of the [omicron outbreak](#) was compared to that of the delta and beta outbreak for the same duration in the province. This was November 29-December 26, 2020 for the second wave caused by the beta variant; May 2-May 29, 2021 for the third wave caused by delta; and November 14-December 11, 2021 for the fourth wave caused by omicron.

As many as 41,046 cases were reported in the first month of the second wave; 33,423 cases were reported for the same duration in the third wave.

In comparison, 133,551 cases were reported in the first month of the fourth wave, confirming omicron's high transmissibility. However, hospitalisation dropped significantly.

Nearly 8,000 of the 41,046 people who tested positive (18.9 per cent) for the virus in the second wave required hospitalisation, the study said. In the third wave, 4,574 of the 33,423 (13.7) per cent people were admitted to hospital.

In comparison, just 4.9 per cent of people who tested positive for the virus were hospitalised during the wave triggered by omicron. However, absolute figures were fairly high, at 6,510. The study also explored the proportion of people who suffered severe disease out of those hospitalised in each wave. In the second wave, 60.1 per cent of the hospitalised population (4,672 out of 7,774) suffered severe disease.

In the third wave, 66.9 per cent (3,058 out of 4,574) suffered severe disease while 28.8 per cent of the hospitalised population suffered severe disease in the omicron wave.

Severe disease here is measured by several indicators, including acute respiratory distress, supplemental oxygen, mechanical ventilation, high or intensive care and death.

The need for oxygen supplementation also came down, from 39.4 per cent of patients in the second wave and 48.8 per cent in the third to just 19.7 per cent in the fourth wave.

Same goes for the average time spent in the hospital, which came down from seven and eight days in the second and third wave respectively, to four days in the fourth wave.

"The number of adults aged more than 20 years admitted to hospital was lower in the fourth wave compared to both past waves leading to lower clinical burdens in healthcare services even in the midst of a much higher number of SARS-CoV-2 cases," the study noted.

There is, however, some worrying news too.

Omicron has infected a greater number of children and adolescents, the largely unvaccinated population, which is 17.7 per cent (1,151 out of 6,510). This figure was 3.9 per cent (306 out of 7,774) for the second wave and 3.5 per cent (161 out of 4,574) for the third.

Contrastingly, hospitalisation in this age group has more or less remained the same throughout each wave, coming down marginally during omicron infections at 22.5 per cent in the second wave, 23 per cent in the third and 20.4 per cent in the fourth wave.

It remains unclear why South Africa's fourth wave has not been as severe as the preceding waves. The study noted that a high rate of prior delta infections, immunity from vaccination especially in the elderly and a less severe variant could be reasons behind this.

"An important consideration in the interpretation of these results is that they reflect only the early part of the waves prior to their peaks," the study said, adding that these results may not necessarily paint the true picture of the severity of an omicron wave.

South Africa's Gauteng province was the epicentre of the omicron outbreak. Cases began to spike in mid-November; by the end of the month, the World Health Organization declared omicron a VoC. Soon after, [information began trickling on its immunity-evading](#) and high transmissibility characteristics.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/how-virulent-is-omicron-study-from-gauteng-looks-at-clinical-severity-of-4th-wave-80983>

The Telegraph

171. Nothing will 'rein in' Covid surge now, say experts as R-value tops 2nd wave peak

Omicron makes up 80 per cent of cases in Delhi, Mumbai; Bengal logs highest test positivity rate



India's caseload rocketed by more 58,000 in 24 hours to hit the highest level in nearly 200 days and Omicron now accounts for over 80 per cent of the Covid-19 cases emerging in Delhi and Mumbai.

Shutterstock

Paran Balakrishnan | New Delhi | Published 06.01.22,
01:19 PM

India is in the middle of a Covid-19 surge that's rising exponentially and can't be reined in by booster shots at this stage, says a leading virologist. "For this wave, we are too late. Nothing will now rein it in," says virologist T. Jacob John.

We could see the Omicron surge play out two ways. John reckons the number of Omicron cases could soar and then come down at equal speed as they appear to have done in South Africa, where the highly transmissible variant was first detected. "We could expect a fast-rising peak. I expect the peak should be reached within weeks, not months," he says, adding: "The fall would be equally fast."

Like India, South Africa has a large number of young people who generally suffer fewer Covid-19 symptoms than older people. Also, South Africans had built up immunity from three previous Covid-19 waves. South Africa's fourth wave peaked in four weeks and then went into precipitous decline without causing a big increase in deaths. "(It) was a flash flood more than a wave," tweeted Fareed Abdullah, a director at the South African Medical Research Council.

But another eminent Indian virologist, Shahid Jameel, feels that circumstances may mean Omicron may last longer. Says Jameel: "Massive election rallies, low mask compliance and business as usual tell me that we may have a more protracted course with the caseload shifting from urban to rural areas.

John believes the government should have moved more quickly when the first news about Omicron emerged from South Africa. "We were warned on November 25. We should have had a plan of action on November 27. But we waited till December 24-25."

India's caseload rocketed by more 58,000 in 24 hours to hit the highest level in nearly 200 days and Omicron now accounts for over 80 per cent of the Covid-19 cases emerging in Delhi and Mumbai. It's swiftly displaced the Delta lineage that left devastation in its wake last year. The R nought value for the country as a whole that shows the spread of the infection is 2.69 – higher than the 1.69 at the peak of the devastating second wave.

"Around 80 per cent of the cases are Omicron which is accurate for both Delhi and Mumbai but it's a lagging number. It will be even higher now," says Anurag Agrawal who's the director of the Institute of Genomics and Integrative Biology.

Spread: 3-5 times faster

Scientists reckon Omicron spreads three-to-five times faster than Delta. Booster shots are scheduled to commence on January 10 and John points out it will take around two weeks before they have an impact on people who have received the jab. Right now, only frontline workers and those people over 60 with comorbidities are eligible for a third injection and they must wait nine months until after their second shot to get one.

The government announced Wednesday booster shots must be administered with the same vaccine received earlier. This means most people will receive Covishield which the British government felt would not be effective as a booster and advised Pfizer or Moderna instead. The UK and other countries are allowing anyone over 18 to get booster shots two months after their second jab. Israel's offering two boosters.

On Wednesday, West Bengal had 14,022 cases, a steep climb from the day before. Mumbai had 15,166 cases which was a 39 per cent leap from the previous day which itself was a 34 per cent rise from the day before. This is Mumbai's highest-ever number of new

cases in one day, leaving far behind the earlier high of 11,206 cases on April 4 last year. Similarly, Delhi had 249 cases on December 25 and that rose to 5,481 on January 4 and shot up to 10,665 on Wednesday, January 5 - a stunning 94 per cent rise from the day before.

Though the figures are still a long way from the 400,000 plus daily cases at the height of the catastrophic second wave, experts say it could easily hit those levels soon, given India's population size and the "super-exponential" spread.

In the last four-five days, there has been a "galloping increase in the number of cases," says Dr N. K. Arora, who heads the National Technical Advisory Group on Immunisation, or NTAGI. (The UK, a country of 67 million, said it feared a hospital crisis as new Covid cases topped 200,000 in 24 hours. France, a country of 60 million, on Tuesday reported a new daily record of 335,000 new cases). Even the US recorded a million cases in one day.

There will be some severe cases

While Omicron appears to be milder than the Delta variant, doctors say there will be some severe Omicron cases. Early laboratory studies suggest Omicron replicates less efficiently than Delta and stays in the upper respiratory tract without entering the lung tissue. Researchers believe that if the disease can be contained in the upper airways there's much less chance of severe disease. The studies suggest that those infected with Omicron have a 30 per cent to 70 per cent lower chance of infected people ending up in hospital. But researchers say what is also important is that the severity of disease is not determined only by virus replication but also by the host immune response to the infection.

However, even a small percentage of 1.4 billion people will be a lot and could easily overwhelm India's weak health care system, especially if many healthcare workers get infected as is being seen in other countries. India reported its first known Omicron death Tuesday, that of a 73-year-old man who had comorbidities.

West Bengal, Maharashtra and Delhi are the worst hit till now in terms of the numbers of cases emerging. Uttar Pradesh and Bihar are also badly hit. Also, key figures like the R rate which indicates how many people will get infected by one person who is carrying the coronavirus are alarmingly high in West Bengal, Maharashtra and Delhi.

The R rate is 2.33 in Bengal, 2.80 in Maharashtra and 4.35 in Delhi. The R rate should be under one for the epidemic to be reasonably under control. The R rate is over one in most states currently, except significantly Kerala where the number of cases stayed high throughout last year.

Bengal logs highest test positivity rate

Additionally, the test positivity rate (TPR) in Bengal is one of the highest in the country at 23.17 which means that many people out of 100 who are tested are turning out positive. Maharashtra had a seven-day average TPR of 4.99. Delhi's 11.8 per cent positivity rate Tuesday was also sharply up from the previous day's 8.3. The capital saw 251 hospital admissions on Wednesday.

The TPR is an indicative figure but it's not conclusive because only people who are feeling unwell present themselves for testing. Asymptomatic people who have no symptoms do not go for testing.

Upto now, most hospitals even in cities like Delhi and Mumbai. said they have no rush for beds in their wards and even less pressure on ICU beds and oxygen. However, this could change rapidly as the number of cases climbs steeply.

Mumbai's municipal commissioner Iqbal Singh Chahal who is in charge of the city's anti-Covid battle told an online TV channel on Tuesday that the city had 47,000 active cases and only 4,000 people hospitalised. He added that only a few cases had been admitted to ICU and even fewer required oxygen. Chahal added crucially that the turnaround time for Omicron was mostly five days and therefore beds were being vacated more quickly, reducing the chances of running out of hospital beds.

'Do not drop your guard'

A look at the UK, however, indicates that this fairly comfortable picture could change rapidly. The country had over 200,000 cases on Tuesday and the National Health Service has come under intense pressure because large numbers of health workers have also been forced into quarantine by the illness. A similar situation is emerging in Delhi where over 100 doctors at top hospitals like AIIMS and Safdarjang Hospital have been forced into home quarantine.

Also, doctors and public health experts warn that people should not drop their guard. Says Jameel: "India is unfortunately stuck

on Omicron being a natural vaccine. We don't know that. It can very quickly overwhelm the healthcare system. Follow masking and avoid crowds. No unnecessary travel. Avoid crowded markets."

Adds epidemiologist Bhramar Mukherjee: "We have not achieved herd immunity through Alpha, Delta. To think that we will achieve it through Omicron is wishful thinking."

Vaccines and masks

IGIB's Agrawal points out on a slightly different note: "Molecular and clinical data does show that individual risk from Omicron is lower but society risk remains high. It's not nature's vaccine and while there is no reason for panic, there's a social responsibility to protect ourselves and others: Vaccines and masks!"

Adds Jameel on a different note: India needs to complete two doses for everyone eligible and this is already delayed based on the government's earlier schedules. It's another matter that the goalpost has now shifted. "The emphasis should be to quickly boost the most vulnerable. I don't sense an urgency for that."

<https://www.telegraphindia.com/india/nothing-will-rein-in-covid-surge-now-say-experts-as-r-value-tops-2nd-wave-peak/cid/1846429>

172. সুপারস্প্রেডার হবে না তো গঙ্গাসাগর! আশঙ্কা বাড়িয়ে বাবুঘাটে করোনা পজিটিভ বেশ কয়েকজন পুণ্যার্থী

By Kousik Sinha

- | Updated: Fri, Jan 7, 2022, 17:56 [IST]

বাংলা জুড়ে চাড়াচ্ছে করোনার সংক্রমণ। গত ২৪ ঘন্টায় প্রায় ১৬ হাজার মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এই অৱস্থায় গঙ্গাসাগর মেলার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। করোনা িধি মেনে যাতে গঙ্গাসাগর মেলা হয়, তার জন্য তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই তিন সদস্যের কমিটির মাথায় থাকবেন মুখ্যসচিব।



আর এই অনুমতি পাওয়ার পরেই একদিকে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি পূর্ণ অন্যদিকে ঢাঢ়াঘাটে পুরসভার তরফে ক্যাম্প করা হয়েছে।

আর এই ক্যাম্পের মাধ্যমে ভিনরাজ্য থেকে আসা সাধু এং পুণার্থীদের আরটিপিসিআর টেস্ট করা হচ্ছে। কিন্তু মেলা শুরুতেই আশঙ্কার কালো মেঘ! ঢাঢ়াঘাটে আরটিপিসিআর টেস্টে প্রশ্ন কয়েকজনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে এলে জানা যাচ্ছে। যদিও এখনও এই বিষয়ে সরকারি ভাবে কিছু জানানো না হলেও ৬ ব্যক্তির রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে এলে জানা যাচ্ছে।

আর তা আসার পরেই আশঙ্কার একটা ছবি সামনে উঠে আসছে। অন্যদিকে, গঙ্গাসাগর মেলায় যোগ দিতে ইতিমধ্যে ঢাঢ়াঘাটে আসতে শুরু করেছেন পুণার্থীরা। করোনা প্রতি মানার বিষয়টি নিয়ে এতোটুকু ফাক রাখতে রাজি নন কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরা।

আদালতের নির্দেশের পরেই কলকাতা ঢাঢ়াঘাট সংলগ্ন গঙ্গাসাগর মেলার ক্যাম্পের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন ডিসি সেন্ট্রাল রূপেশ কুমার সহ পুলিশ আধিকারিকরা।

মাস্ক পরা, স্যানিটাইজার ব্যবহার করা থেকে শুরু করে সমস্ত কভিড প্রতি মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন পুলিশ আধিকারিকরা। অন্যদিকে সতাইকে করোনা নিয়ে সতর্ক করতে মাইকিংও প্রশাসনের তরফে করা হচ্ছে। পাশাপাশি আগত পুণার্থীদের এডি টেম্পারেচার মাপা থেকে শুরু করে রেপিড টেস্ট করা হচ্ছে নিয়ম মেনে।

তবে এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল রূপেশ কুমার জানান, পুণার্থীদের কোভিড মেনে মাস্ক পড়ার বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে। যদি কেউ তা না মানেন তবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এলেও এদিন পুলিশের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, করোনা পরিস্থিতিতে গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে গত কয়েকদিন আগে একটি মামলাও হয় কলকাতা হাইকোর্টে। সেই মামলায় মেলা প্রস্তুতি সম্পর্কে প্রস্তারিত তথ্য রাজ্যের তরফে জমা দেওয়া হয়। কি বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাও জানানো হয়। আর এরপরেই আদালত শর্তসাপেক্ষে এই মেলা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর এরপরেই সর্বস্তরে চলছে প্রস্তুতি।

তবে এই মেলা সুপার স্প্রেডার হবে না তো? এমনটাই আশঙ্কা চিকিৎসক থেকে বিশেষজ্ঞদের। বিশেষ করে আরটিপিসিআর টেস্ট প্রশ্ন কয়েকজনের রিপোর্ট পজিটিভ

আসার পর থেকে সেই আশঙ্কা আরও বেড়েছে। চিকিৎসক অরিন্দম ঐশ্বাসের মতে, আমরা আদালতের রায়কে সম্মান জানাই। কিন্তু আদালত রায় দিতে গিয়ে অনেক কিছু বলেছেন।

তবে এই মেলা বন্ধ করলেই এবং ভালো হতো। শুধু মেলা কিংবা ২৪ তারিখ কিংবা ৩১ তারিখকে দোষ দিয়ে লাভ হবে না বলে মত ডাক্তারদ্বার। অরিন্দমদ্বার মতে, দুর্গাপূজা থেকেই ধীরে ধীরে আয়ত্তের বাইরে গিয়েছে পরিস্থিতি।

<https://bengali.oneindia.com/news/west-bengal/ganga-sagar-can-be-super-spreader-of-corona-many-tested-positive-while-going-to-sagar-152403.html>

173. ওমিক্রন আতঙ্ক, সংশোধিত নির্দেশিকা জারি আন্তর্জাতিক যাত্রীদের জন্য, কী কী রয়েছে দেখে নিন

By Moumita Bhattacharyya | Updated: Fri, Jan 7, 2022, 18:05 [IST]

Google Oneindia Bengali News

দেশজুড়ে করোনা ভাইরাসের নতুন ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের জেরে শুক্রবারই কেন্দ্র আন্তর্জাতিক যাত্রীদের জন্য সংশোধিত নির্দেশিকা জারি করেছে। যার মধ্যে প্রধান হল প্রদেশ থেকে আসা যাত্রীদের ৭ দিনের জন্য প্রাপ্যতমামূলক হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে এই নতুন নির্দেশিকা কার্যকর হবে বলে জানা গিয়েছে।

‘ব্ল্যাক-প্রবল’ দেশের তালিকায় আরও নাম যোগ করা হয়েছে। যার মধ্যে ব্রিটেন সহ সব ইউরোপিয়ান দেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, চোৎসোয়ানা, চীন, ঘানা, মরিশাস, নিউজিল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে, তানজানিয়া, হংকং, ইজরায়েল, কঙ্গো, ইথিওপিয়া, কাজাখিস্তান, কেনিয়া, নাইজেরি, তুনিশিয়া ও জাম্বিয়া রয়েছে। সংশোধিত নির্দেশিকায় এও বলা হয়েছে যে বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে থাকার পাশাপাশি যাত্রীদের আরটি-পিসিআর টেস্টও করতে হবে। প্রসঙ্গত, ইতালি থেকে চার্টার্ড প্রিমানে করে অমৃতসরে আসার পর প্রিমানন্দরে ১২৫ জন যাত্রীর করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে। এরপরই কেন্দ্র নড়েচড়ে এসে এই সংশোধিত নির্দেশিকা জারি করে।

পুরো নির্দেশিকা দেখে নিন

পুরো নির্দেশিকা দেখে নিন

১) সমস্ত ভ্রমণকারীদের শেষ ১৪ দিনের ভ্রমণের বিবরণ সহ নির্ধারিত ভ্রমণের আগে অনলাইন এয়ার সুবিধা পোর্টালে

(<https://www.newdelhiaairport.in/airsuvidha/apho-registration>) স্ব-ঘোষণা ফর্মে সম্পূর্ণ এবং সত্য তথ্য জমা দিতে হবে।

২) যাত্রীদের অংশই কোভিড-১৯-এর আরটি-পিসিআর নেগেটিভ রিপোর্ট আপলোড করতে হবে। প্রিমানে সার ৭২ ঘণ্টা আগে এই টেস্ট করাতে হবে।

৩) প্রতিটি যাত্রীকে রিপোর্টের সত্যতা সম্পর্কে একটি ঘোষণাও জমা দিতে হবে এবং তা ভুল প্রমাণিত হলে ফৌজদারি চিচারের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে ওই যাত্রী।

৪) যাত্রা শুরু করার অনুমতি দেওয়ার আগে ওয়ারেন্টি হিসাবে যাত্রীদের পোর্টালে প্রাসামরিক প্রিমান পরিহন মন্ত্রকের কাছে একটি অঙ্গীকার দেওয়া উচিত যে তাঁরা সফরের পর হোম/প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন/স্ব-স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ সহ সরকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে চলবে।

৫) যে সমস্ত যাত্রীদের সফরের সময় পরীক্ষা করতে হবে, তাঁদের উচিত সময় মতো পরীক্ষার সুবিধার্থে এয়ার সুবিধা পোর্টালে অনলাইনে পরীক্ষাটি আগে থেকে বুক করা।

৬) প্রিমানন্দরে আসার পর প্রত্যেক যাত্রীকে করোনা টেস্ট করা প্রাধ্যতমামূলক এবং তা নির্দিষ্ট করবে সংশ্লিষ্ট প্রিমান সংস্থা।

৭) ভারতে আসার পর যাত্রীদের সাতদিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে এবং অষ্টম দিনের মাথায় আরটি-পিসিআর টেস্ট করতে হবে।

৮) ভ্রমণকারীদেরকেও কোভিড-১৯-এর পুনরায়ত্তি আরটি-পিসিআর পরীক্ষার ফলাফল অষ্টম দিনে এয়ার সুবিধা পোর্টালে আপলোড করতে হবে (সংশ্লিষ্ট রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হবে)। নেগেটিভ হলে, তারা পরবর্তী ৭ দিনের জন্য তাঁদের স্বাস্থ্যের আরও স্ব-পর্যবেক্ষণ করবে।

োর্ডিংয়ের আগে

১) ঝুঁকি-প্রণ দেশ থেকে আসার পর তা প্রিমান সংস্থাকে জানাতে হবে এবং পোস্ট-অ্যারাইভাল টেস্ট করাতে হবে, এরপর তাঁদের কোয়ারেন্টাইনে রাখতে হবে, যদি

রিপোর্ট নেগেটিভ আসে এং যদি পজিটিভ আসে তেঁ কড়া আইসোলেশন পদ্ধতিতে রাখতে হেঁ।

২) সংশ্লিষ্ট ট্রিমান সংস্থা/এজেন্সির দেওয়া ট্রিমান টিকিটে যাত্রীদের কি করণীয় আর কি করণীয় নয় তা উল্লেখ থাকেঁ।

৩) এয়ারলাইন্সগুলি শুধুমাত্র সেই যাত্রীদের চোর্ডিং করার অনুমতি দেঁ যারা এয়ার সুপািধা পোর্টালে স্ব-ঘোষণা ফর্মের সমস্ত তথ্য পূরণ করেছেন এং নেগেটিভ আরটি-পিসিআর পরীক্ষার রিপোর্ট আপলোড করেছেন।

৪) থার্মাল স্ক্রিনিংয়ের পর একমাত্র উপসর্গহীন যাত্রীরাই ট্রিমানে চোর্ডিং করতে পারেন।

৫) সঁ যাত্রীদের তাঁদের মোবাইলে আরোগ্য সেতু অ্যাপ ডাউনলোড করার জন্য চলা হয়েছে।

সফরের সময়

১) ট্রিমানচন্দর, ফ্লাইটে এং ট্রানজিটের সময় অনুসরণ করা সতর্কতামূলক চ্যাস্থা সহ কোভিড-১৯ সম্পর্কে ট্রিমানে ঘোষণা করা হেঁ।

২) ট্রিমানের ভেতর যেন সঁ ধরনের কোভিড-১৯ যথাযথ চিধি মেনে চলা হয় তা দেখার দায়িত্ব ট্রিমান ক্রুয়ের।

৩) ট্রিমানে যদি কোনও যাত্রীর কোভিড-১৯-এর রিপোর্টে উপসর্গ পাওয়া যায় তেঁ সেই যাত্রীকে নিয়মানুযায়ী আইসোলেট করে দেওয়া হেঁ।

৪) ট্রিমানচন্দরে অযথা যাতে ভিড় না হয় সেই জন্য ট্রিমানের মধ্যেই কোভিড-১৯ টেস্টের প্রয়োজনীয়তার কথা আগে থেকে যেন ঘোষণা করে দেওয়া হয়।

<https://bengali.oneindia.com/news/india/omicron-row-revised-guidelines-issued-for-international-passengers/articlecontent-pf291695-152404.html>

174. ওমিক্রন কি আদৌ ঠেকাতে সক্ষম কাপড়ের তৈরি হাল-ফ্যাশানের মাস্ক?

By Dipanwita Bandopadhyay | Updated: Fri, Jan 7, 2022, 16:05
[IST]

Google Oneindia Bengali News

করোনা আক্রান্তের পাশাপাশি দেশ জুড়ে ঝড়ছে ওমিক্রন সংক্রমণ। সরকারের পক্ষ থেকে সকলকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মাস্ক পরিধান ও স্যানিটাইজার এর ব্যবহার প্রাথমিক মূলক করা হয়েছে আগে থেকেই। কিন্তু তার পরেও মানুষের মধ্যে চেতনার অভাব দেখা দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়েছে অনেকেই মাস্ক ব্যবহার করছেন না। কেউ ব্যবহার করলেও, তা যথাযথভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। কখনো খুতনিত, কখনও কানে ঝুলতে দেখা যাচ্ছে মাস্ক। অনেক আগে থেকেই প্রশ্ন উঠেছিল কোন্ মাস্ক নিরাপদ? প্রথম থেকেই এন-৯৫ মাস্কের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অনেকেই সুবিধা এবং আরামের কারণে কাপড়ের মাস্ক ব্যবহার করেন। এতেই ঝড়ছে ঝিপদ।

সংক্রমণ রোধে মাস্কের কার্যকারিতা

মাস্ক ব্যবহার শুরু হওয়ার পর থেকেই তা নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা করতে দেখা গিয়েছে জনগণকে। আর এখন তো পোশাকের সঙ্গে ম্যাচ করে মাস্ক ব্যবহার করছেন সকলে। এমনকি মাস্ক তৈরিতেও ফ্যাশনের চল শুরু হয়েছে। কিন্তু আদৌ তাতে কতটা সংক্রমণ ঠেকানো সম্ভব? এক তথ্যে জানা গিয়েছে, দুজন করোনায় আক্রান্ত হয়, তার মধ্যে একজন মাস্ক ব্যবহার না করায় 15 মিনিটের মধ্যে সংক্রমিত হন। অন্যজন কাপড়ের মাস্ক ব্যবহার করায় কুড়ি মিনিটের মধ্যে সংক্রমিত হন।

কাপড়ের মাস্ক করোনা ঠেকায়?

প্রথমদিকে করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে কাপড়ের মাস্ক কতটা কার্যকর তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। প্রতিদিনই নতুন নতুন ভেলকি দেখাচ্ছে করোনা। এখন করোনার পাশাপাশি গোটা বিশ্বের রাজ্য করছে ওমিক্রন। এখন ফের ওমিক্রন প্রতিরোধে কাপড়ের মাস্ক কতটা কার্যকর তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর তরজা। কাপড়ের মাস্ক পরলে সহজেই শরীরে ঢুকতে পারে করোনা ভাইরাস। এদিকে এন ৯৫ বা বিশ্বস্ত সংস্থার ট্রিপল লেয়ার মাস্ক তৈরি করা হয় নিয়ম মেনে। তাই কাপড়ের মাস্ক কোনওভাবেই ওমিক্রনের মতো ঝিপদ এড়াতে পারবে না বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

কোন মাস্ক নিরাপদ?

আমেরিকান কনফারেন্স অফ গভর্নমেন্টাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাইজিনিষ্ট অনুসারে, ওমিক্রন প্রতিরোধে এন-৯৫ মাস্ক অত্যন্ত নিরাপদ। সর্বাধিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরনের মাস্ক সপ্তথেকে ভালো। একজন সংক্রামিত ব্যক্তি যদি না পড়েন, তাহলে মাত্র আড়াই ঘণ্টার মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তিকে সংক্রামিত করতে পারে। দুই ব্যক্তি যদি এন-৯৫ মাস্ক ব্যবহার করেন তাহলে সংক্রমণ ছড়াতে ২৫ ঘণ্টা সময় লাগে। পাশাপাশি উঠে এসেছে সার্জিক্যাল মাস্কের প্রসঙ্গ। কাপড়ের মাস্ক এর থেকে সার্জিক্যাল মাস্ক কিছুটা হলেও নিরাপদ। সেক্ষেত্রে দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন সার্জিক্যাল মাস্ক পরলে ৩০ মিনিট সময় লাগে সংক্রামিত হতে।

<https://bengali.oneindia.com/news/international/which-mask-is-more-able-to-preventing-omicron/articlecontent-pf291670-152389.html>

175. মৃদু ওমিক্রন কি 'বিবর্তনীয় ভুল'? পরবর্তী ভ্যারিয়েন্ট আরও মারাত্মক, সতর্ক কেমব্রিজের অধ্যাপকের By Moumita Bhattacharyya | Updated: Fri, Jan 7, 2022, 20:31 [IST] গোটা বিশ্বে এখন দাঢ়ানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে করোনা ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ংশোদ্ভূত এক বিজ্ঞানী জানিয়েছেন যে এই ভ্যারিয়েন্টের তীব্রতা সেরকম গুরুতর না সেটা ভালো খবর হলেও এটি একটি 'বিবর্তনীয় ভুল' যা কোভিড-১৯ খুব দক্ষতার সঙ্গে সংক্রামিত হচ্ছে এবং এটি মৃদু হওয়ার কোনও কারণ নেই। তিনি এও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে পরবর্তী ভ্যারিয়েন্ট আরও মারাত্মক হতে পারে। ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে সাম্প্রতিককালের এক গবেষণার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন কেমব্রিজের ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক রতীন্দ্র গুপ্তা। তিনি কোষের একটি পরিবর্তিত ফিউশন প্রক্রিয়া ংর্ণনা করা বিশ্বের প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, যিনি ওমিক্রনকে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য আরও দৃশ্যমান করতে পারেন। ব্রিটেন ও ভারতের একাংশকে নিজের গ্রাসে নিয়ে নেওয়া ওমিক্রন নিয়ে গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে ফুসফুসে পাওয়া কোষগুলিকে কম সংক্রামিত করছে, এই ভাইরাস নিজেই মৃদু হয়ে উঠতে চায় না। মহাস্পতিবার এক সাক্ষাতকারে অধ্যাপক বলেন, 'ধারণা রয়েছে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাসগুলি আরও মারাত্মক হয়ে ওঠে তবু এখানে সেটা হতে না কারণ এটি দীর্ঘস্থায়ী বিবর্তনীয় প্রণতা।' তিনি আরও বিশদে এ প্রসঙ্গে বলেন, 'সার্স-কোভ-২ (কোভিড-১৯) এ জাতীয় কোনও সমস্যা নেই কারণ এটি খুব দক্ষতার সঙ্গে সংক্রামিত হচ্ছে তাই এটি মৃদু হওয়ার কোনও কারণ নেই, বিশেষ করে প্রচুর সংক্রমণশীল হোস্টের সঙ্গে টিকা দেওয়ার যুগে। তাই আমি ভাবছি এটা বিবর্তনীয় ভুল। এটা ইচ্ছাকৃত কিছু নয় যে ভাইরাস তার জীববিজ্ঞান পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে।' তিনি এও বলেন, 'ওমিক্রনের সঙ্গে হাস্যকৃত তীব্রতার এই অনুসন্ধানটি এখনকার জন্য স্পষ্টতই ভাল খবর কিন্তু পরবর্তী যে প্রজাতি আসবে এবং ওই একটি ভ্যারিয়েন্ট,

তাতে এই ঐশিষ্ট্যগুলি থাকে না এবং আমরা আগে যে তীব্রতা দেখেছি আশ্রয় সেখানে ফিরে যেতে পারি।' অধ্যাপক জানিয়েছেন যে লোকেরা এটিকে প্রাকৃতিক ভ্যাকসিন হিসাবে দেখছে। বিষয়টি প্রাথমিক হলেও বেশ চিপজ্জনক কারণ অনেক সময়ই স্বাস্থ্যের ওপর বিভিন্ন রূপের সম্পূর্ণ প্রভাব পড়তে পারি না। ব্রিটেনে এই চিকিৎসার জন্ম হলেও তাঁর শেকড় রয়েছে উত্তরপ্রদেশে, তিনি ব্রিটেন সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন যে টিকাকরণ কর্মসূচি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা ভাইরাসের প্রকট লড়ার প্রথম পদক্ষেপ। তিনি বলেন, 'আমাদের যখন মৃদু ভ্যারিয়েন্টের পরিস্থিতি রয়েছে তখন আমাদের এই পরিস্থিতিতে টিকাকরণ কর্মসূচি দ্রুত গতিতে করার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে।' ভারতে ওমিক্রন ওয়েভের প্রভাব প্রসঙ্গে অধ্যাপক বলেন যে এই সময় অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত ভারতের এবং আগাম পদক্ষেপ করা উচিত। এছাড়াও, আমেরিকা এবং ইউরোপের তুলনায় কম আরএনএ ভ্যাকসিন সহ প্রাপ্যত ভ্যাকসিনের ধরন এবং জিনগত পার্থক্য ভারতের ওমিক্রন ওয়েভের অভিজ্ঞতায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। করোনা ভ্যাকসিনেশনে নয়া রেকর্ড, ১৫০ কোটি টিকাকরণ ভারতে গুপ্তা বলেন, 'ভারতে অনেকেই ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট আক্রান্ত হয়েছিলেন তাই কিছু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে এখানে। খুব সুন্দরভাবে টিকাকরণ হচ্ছে। আমরা জানি টিকাকরণের প্রভাব এড়াতে সক্ষম ওমিক্রন তাই তৃতীয় মুস্টার ডোজ প্রয়োজন।' তিনি এও বলেন, 'ভারতে এটি স্পষ্ট নয়, যেখানে প্রধানত মানুষের দুটি ডোজ এবং একবার সংক্রমণ হয়েছে, এটি পর্যাপ্ত হতে কিনা। এমন কিছু লোক দেশে রয়েছে যারা দুর্বল, যারা অসুস্থ হয় এবং তাদের ভেন্টিলেটরের প্রয়োজন হয়, বিশেষ করে যাদের টিকা নেওয়া নেই।' তিনি জানান যে এই কারণেই সতর্কতা প্রয়োজন এবং সংক্রমণে প্রাধা এবং টিকাদানের উপর মনোযোগ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত এর আগে অধ্যাপক রবীন্দ্র গুপ্তা জানিয়েছিলেন যে ডেল্টা বা করোনা ভাইরাসের অন্য রূপগুলির মতো ফুসফুসের কোষগুলির ভিতরে চট করে ঢুকে পড়তে পারছে না ওমিক্রন। মানদেহে একটি কোষ থেকে অন্য কোষে যাওয়ার ক্ষেত্রেও করোনা ভাইরাসের অন্য রূপগুলির মতো পারদর্শী নয় ওমিক্রন। ওমিক্রনে সংক্রমিত হলে কোভিড কেন ভাইরাসের অন্য রূপগুলির সংক্রমণের চেয়ে কম ভয়াবহ হয়ে উঠছে, কেন মৃত্যুর সংখ্যা তুলনায় কম হচ্ছে, এটাই হতে পারে তার সম্ভাব্য কারণ। যদিও এই গবেষণার ফলাফলই জানিয়েছে, সার্বক'টি পর্বে টিকা নেওয়ার পর মানদেহে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডিগুলিকে কিন্তু দক্ষতার সঙ্গেই ধোঁকা দিতে পারছে ওমিক্রন। কিন্তু ফুসফুসে চট করে ঢুকে পড়তে পারছে না। তাই কোভিড ততটা ভয়াবহ হয়ে উঠছে না। ডেল্টা বা করোনাভাইরাসের অন্যান্য রূপের সংক্রমণের তুলনায় তাই মৃত্যুর সংখ্যা কম হচ্ছে।

Read more

at: <https://bengali.oneindia.com/news/international/is-the->

176. বহু স্বাস্থ্যকর্মীই আক্রান্ত, ইচ্ছে থাকলেও নমুনা পরীক্ষা বাড়াতে পারছে না পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: আগের তুলনায় করোনা পরীক্ষা ঠাড়লেও তা পর্যাপ্ত নয়। শহরে আরও ঠাড়াতে হলে টেস্ট। কিন্তু পরিকাঠামো থাকলেও লোকপল্লের অভাবে তা করতে পারছে না কলকাতা পুরসভা। ঠা পুর স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। তার উপর এসে পড়েছে গঙ্গাসাগর মেলার চাপ। দুই মিলিয়ে কার্যত নাজেহাল অস্বাস্থ্য পুরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের।

ঐর্তমানে শহরের ১৭-১৮টি পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। রাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট ঐং আরটিপিসিআর, দু'ধরনের পরীক্ষা করানো হয়। আঁর ঠাড়ি ঠাড়ি গিয়ে নমুনা সংগ্রহের কাজও চালাতে হয় পুরসভাকে। সেক্ষেত্রে ৭-৮টি মোবাইল ভ্যান কাজ করেছে। পুরসভার তথ্য ঠলেছে, ঐর্তমানে প্রতিদিন আরটিপিসিআর টেস্ট হচ্ছে প্রায় হাজারের কাছাকাছি ঐং অ্যান্টিজেন টেস্ট হচ্ছে দু'হাজারের মতো। কিন্তু, নমুনা সংগ্রহের ঐই পরিমাণ আরও ঠাড়াতে ঠলেছে রাজ্য। তে ঠাধ সেধেছে লোকপল্লের অভাব। পুর কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, ঐক-ঐকটি সেন্টারে ঐকজন করে ল্যাব টেকনিশিয়ান রাখতে হয়। যাঁরা নমুনা সংগ্রহ করছেন। আঁর ঐকটি মোবাইল ভ্যানে নমুনা সংগ্রহের জন্য দু'জন করে ল্যাব টেকনিশিয়ান থাকেন। ঐর্তমানে পুরসভার ঠিভিন্ন পদের ৬৫ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত। তার উপর যোগ হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলার চাপ। প্রতি ঠছর মেলা উপলক্ষে ঠাঘাটে পুণ্যার্থীদের ভিড় জমে। গত ঠছরের মতো ঐারও সেখানে করোনা পরীক্ষা ঐং টিকাকরণের ব্যবস্থা করেছে পুরসভা। ঐক শীর্ষ স্বাস্থ্য আধিকারিক ঠলেন, পরীক্ষা ঠাড়াতে ঠলা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু ঠাড়া কী করে? গঙ্গাসাগরের জন্য প্রতিদিন সকাল ঐং ঠিকেল মিলিয়ে দুই শিফটে ১২ জন ল্যাব টেকনিশিয়ান পাঠাতে হচ্ছে, যাঁরা টেস্টিং করছেন। তার উপর এসএসকেএম হাসপাতালে ঠা স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হওয়ায় সেখানেও পুরসভা থেকে কর্মী পাঠাতে হয়েছে। আমাদের পরিকাঠামো থাকলেও লোকপল্লের অভাব প্রকট। তাই আপাতত খুঁ প্রমাণ সংখ্যক নমুনা পরীক্ষা ঠাড়ানো সম্ভব নয়। যদিও স্বাস্থ্যঠিভাগ স্বীকার করেছে, আগে যেখানে দিনে স ঠ মিলিয়ে ২০০-৩০০ পরীক্ষা হতো, সেখানে ঐখন নমুনা পরীক্ষার হিড়িক পড়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে টেস্ট সম্ভব হচ্ছে না। ঠিশেষ করে ঠন্তি অঞ্চলে ঠাসিন্দাদের

আগ্রহ কম। ফলে, সেখানে নমুনা পরীক্ষা খুঁ ঐকটা হচ্ছে না। ঠাঘাটে গঙ্গাসাগর মেলার চাপ কমলে ফের ঠন্তি অঞ্চলে নমুনা পরীক্ষার ওপর জোর দেওয়ার ভাবনা

আছে কর্তৃপক্ষের। সেক্ষেত্রে আগের মতোই স্থানীয় কাউন্সিলারদের সহযোগিতায় নিম্ন মধ্যপ্রান্ত এওং রাজ্যে মোবাইল ভ্যান পাঠিয়ে করোনা পরীক্ষা চাড়াহো হও। - ফাইল চিত্র

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=12&id=341663>

177. বিশ্বে প্রথম! নাগাল্যান্ডে সাড়ে ৩ হাজার মিটার উঁচু পাহাড়ে দেখা মিলল বিরল ক্লাউডেড লেপার্ডের

Published by: Paramita Paul | Posted: January 7, 2022 4:59 pm | Updated: January 7, 2022 4:59 pm



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: নাগাল্যান্ডে (Nagaland) দেখা মিলল ক্লাউডেড লেপার্ডের। ভারত-মায়ানমার সীমান্তের এই রাজ্যের একটি পাহাড়ি জঙ্গলে একদল পশু বিশেষজ্ঞের ক্যামেরাওন্দি হয়েছে ঐরল প্রজাতির এই প্রাণী। জঙ্গলটি প্রায় ৩,৭০০ মিটার উচ্চতায় অওস্থিত। তাৎপর্যপূর্ণভাবে গোটা ঐশ্বজুড়ে এত ঐশি উচ্চতায় এই প্রাণির হদিশ মেলা এই প্রথম।

এই সম্পর্কে ঐস্তারিত লেখা হয়েছে আইইউসিএন/স্পিসিজ সারভাইওল কমিশন ক্যাট স্পেশালিস্ট গ্রুপসের নিউজলেটার ‘ক্যাট নিউজ’-এর শীতকালীন ২০২১ সংখ্যায়। এই প্রাণীটির ঐজ্ঞানসম্মত নাম হল ‘নিওফেলিস নেবুলোসা’। মাঝারি আকৃতির এই পশুটি ঐনঐড়াল গোত্রের প্রাণীদের মধ্যে আকারে সওচেয়ে ছোট, গাছে উঠতে সক্ষম ওওং ‘ঐপন্ন’ শ্রেণির। অর্থাৎ এটি আইইউসিএন-এর ‘রেড লিস্ট অফ থ্রেটেনড স্পিসিজ’-এর তালিকাভুক্ত। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ক্লাউডেড লেপার্ডদের সন্ধান মূলত পাওয়া যায় চিরহরিৎ অরণ্য, ঐনভূমিতে যা নিচু উচ্চতায় অওস্থিত। এক্ষেত্রে এত উচ্চতায় (৩,৭০০ মিটার) এই ধরনের প্রাণীর ঐরল দর্শন তাই ঐস্থিত করেছে সকলকে।

বিশেষজ্ঞ গওেষকদলের নেতৃত্বে ছিলেন দিল্লির ওয়াইল্ডলাইফ প্রোটেকশন সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার সদস্যরা। তাঁরাই পূর্ণ নাগাল্যান্ডের কিফিরে জেলার থানামির গ্রামের সমুদ্রতল থেকে ৩,৭০০ মিটার উঁচু ওওং প্রায় ৬৫ ওর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ওই ঐনভূমিতে ঐচরণরত ওয়াইল্ড ক্যাটের ছঐ তুলেছে।

প্রসঙ্গত, ওই জঙ্গলেই রয়েছে নাগাল্যান্ডের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, মাউন্ট সারামাতি। জানা গিয়েছে, বিশেষজ্ঞদের দলটিতে থানামিরের পাঁচ গ্রামাঙ্গীও ছিলেন। ছবি তোলার জন্য তাঁরা জঙ্গলে ৫০টি ক্যামেরা ট্র্যাপ লাগিয়েছিলেন, প্রথমে ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে জুন ং তারপর ং ২০২১ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত।

<https://www.sangbadpratidin.in/science-and-environment/mysterious-clouded-leopard-spotted-for-the-first-time-at-record-heights-in-nagaland/>

178. ংকাকিত্ব গ্রাস করছে ক্রমশই, কবে মুক্তি পাবে শঙ্কর?

প্রহর ডেস্ক | January 7, 2022

দুই দেশের রাজনৈতিক মৈত্রীর ংরক হিসাবে দেওয়া হয়েছিল ংস্ত ংকটি হাতি। না, মধ্যযুগের রাজারাজরাদের কথা নয়। ১৯৯৮ সালে ভারত সরকারকে ৬ মাসের ংকটি হাতি ংপহার দিয়েছিল জিম্বাবুয়ে সরকার। সেই থেকে দিল্লির চিড়িয়াখানাতেই (Delhi Zoo) রয়েছে শঙ্কর (Shankar)। ংয়স ংখন ২৪ ংছর। হাতিদের ংয়সের তুলনায় ংশ কম। কিন্তু ংর মধ্যেই শারীরিক ও মানসিক ংসাদ গ্রাস করেছে তাকে। ংশেষে শঙ্করের মুক্তির দাং নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন ১৬ ংছরের কিশোরী নিকিতা ধাওয়ান। ইতিমধ্যে দেশ-ংদেশের নানা পশুপ্রেমী সংগঠন নিকিতার পাশে ংসে দাঁড়িয়েছে। সংই তাকিয়ে ংছেন দিল্লি হাইকোর্টের রায়ের দিকে।

২৪ ংছর ংগে রাজকীয় সংংর্ধনা দিয়ে ভারতে নিয়ে ংসা হয় ৬ মাসের হাতির ংকটিকে। পূর্ংতী রাষ্ট্রপতি শঙ্কর দয়াল শর্মার নামে নাম রাখা হয় তার। প্রথমে ংশ্য ংকা থাকতে হত না তাকে। ংকটিই ঘেরা চত্বরে তার সঙ্গে থাকত ংস্বাই নামে ংরেকটি হাতির ংক। তং ২০০৫ সালে শারীরিক ংসুস্থতায় প্রাণ হারায় ংস্বাই। তারপর থেকে ংকাই রয়েছে শঙ্কর।

দিল্লি চিড়িয়াখানায় ংরও দুটি হাতি ংছে। তং তাদের সঙ্গেও শঙ্করের কোনো ংগাংগ নেই। ছোট জায়গায় ংকমতো হাঁটার ংকাশও পায় না সে। ফলে শরীর ভেঙে যাচ্ছে দিনদিন। ংর স্বজাতির থেকে সম্পূর্ণ ংচ্ছিন্ন হয়ে থাকায় মানসিক ংসাদ তা রয়েছেই। শঙ্করের ংসস্থানের পাশ দিয়েই ংরার চলে গিয়েছে রেললাইন। রেলের ংশির শব্দ ংরার চমকে ওঠে সে। ংথচ ংতদিন ধরে ংই নিয়ে কোনো হেলদোল নেই দিল্লি চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের।

এর মধ্যে ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা দপ্তর থেকে একটি প্রিজ্ঞাপ্তি জারি করা হয়। তাতে দেশের সমস্ত চিড়িয়াখানায় হাতি এং অন্যান্য সামাজিক জীৱদের ৱন্দি করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এমনকি ইতিমধ্যে যারা ৱন্দি হয়ে রয়েছে, তাদের নিরাপদে হাতিদের সমাজে ফিরিয়ে দেওয়ার কথাও ৱলা হয়। যদি তা সম্ভৱ না হয়, তাহলে একটানা ৬ মাসের ৱেশি যাতে কেউ একা না থাকে সেদিকে নজর দেওয়ার কথা ৱলা হয়। কিন্তু এই প্রিজ্ঞাপ্তির পরেও শঙ্করের অৱস্থার কোনো পরিৱর্তন হয়নি।

ৱহর দুয়েক আগে দিল্লি চিড়িয়াখানায় গিয়ে শঙ্করের অৱস্থা দেখেছিলেন নিকিতা। আর তারপর থেকেই শঙ্করের মুক্তির ৱিষয়ে চেষ্টা শুরু করেন তিনি। এই ৱয়সেই তিনি তৈরি করে ফেলেছেন ‘ইয়ুথ ফর অ্যানিম্যালস’ নামের একটি সংগঠন। প্রথমে দিল্লি চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের কাছে শঙ্করের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার দাৱি জানান নিকিতা। কিন্তু কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনো উত্তর পাননি। এরপর কেন্দ্রের ৱন্যপ্রাণ মন্ত্ৰালয় এং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে চিঠি লিখেও উত্তর পাননি তিনি। তাই এৱার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। নিকিতার দাৱি, শঙ্করকে এৱার আফ্রিকার জঙ্গলেই ফিরিয়ে দেওয়া হোক। আর আদালতের অনুমতি পেলে তার সমস্ত ৱ্যৱস্থা তিনি নিজেই করতে রাজি। এই কাজে অনেকগুলি পশুপ্রেমী সংগঠন তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। অপেক্ষা শুধু আইনি সৱুজ সংকেতের।

<https://www.prohor.in/pil-demands-shankar-the-lonely-elephant-to-be-freed>

179. সূর্য উঠলেই মৃত্যু! অন্ধকারেই বেড়ে ওঠে এই অর্কিড

প্রহর ডেস্ক | January 7, 2022

গভীর রাতেই তার ফুল ফোটে। আৱার সূর্য ওঠার আগেই উদ্ভিদটির জীৱন শেষ হয়ে যায়। এর মধ্যেই নতুন প্রীজের জন্ম দিয়ে যায় ‘ৱনতারা’। হ্যাঁ প্রিজ্ঞানীদের দেওয়া নাম ডিডাইমোপ্লেক্সিস স্টেলা-সিলভা-র ৱাংলা তর্জমা করলে এমনটাই অর্থ দাঁড়ায়। সম্প্রতি মাদাগাস্কারের (Madagascar) অরণ্যে এমনই এক অর্কিডের (Orchid) সন্ধান পেয়েছেন প্রিজ্ঞানীরা। কিউ শহরের রয়্যাল ৱোটানিক গার্ডেনের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে ২০২১ সালে আৱিষ্কৃত সমস্ত নতুন প্রজাতির উদ্ভিদের তালিকা। আর সেখানে মোট ২১৫টি প্রজাতির মধ্যে রয়েছে এই অর্কিডটিও।

এছাড়াও মাদাগাস্কার থেকেই আৱিষ্কৃত হয়েছে আরও ১৫টি নতুন প্রজাতির অর্কিড। অস্ট্রেলিয়ার ৱনভূমি থেকে পাওয়া গিয়েছে নতুন এক প্রকারের তামাক ৱৃক্ষ। ক্যামেরুনের জঙ্গলে নতুন একটি লিলি ফুলের গাছের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই গাছটির নাম রাখা হেে অভিনেতা লিওনার্দো ডি-ক্যাপ্রিওর নামে। এমনটাই জানিয়েছে রয়্যাল ৱোটানিক গার্ডেন। এখনও পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে মোট ৪ লক্ষের ৱেশি উদ্ভিদ

রয়্যাল পোটানিক গার্ডেনের পক্ষ থেকে এক বছরে ২১৫টি নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ আবিষ্কারের কথা জানানোর পাশাপাশি আশঙ্কার কথাও জানিয়েছেন প্রিজ্ঞানীরা। ২০২১ সালে আবিষ্কৃত নতুন প্রজাতিগুলির মধ্যে ৮০ শতাংশই ইতিমধ্যে ট্রিলুপ্তপ্রায় বা বিশেষভাবে সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে। প্রতি বছরই প্রায় একই পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। হয়তো প্রিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করার আগেই হারিয়ে যায় অনেক প্রজাতি। ঠিক যেমন ক্যামেরুনে ইপো অরণ্যে একটি ঔণিজ্যিক প্রকল্পের বিরোধিতায় আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা ফুলের লিলি গাছটির নাম রাখা হয়েছে ডি-ক্যাপ্রিওর নামে। এই আন্দোলনের ফলে প্রকল্পটি বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু তার পরেও ইপো অরণ্যের পাল্লতন্ত্র খুব একটা সুরক্ষিত নয়। লিলি ফুলটির প্রজাতিটিও বিশেষভাবে সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে। নতুন নতুন প্রজাতির আবিষ্কার হয়তো তাদের আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। অন্তত তাদের বাঁচিয়ে রাখার পরিকল্পনা নিতে পারবেন প্রিজ্ঞানীরা। এমনটাই আশা করছে রয়্যাল পোটানিক গার্ডেন।

<https://www.prohor.in/the-orchid-that-dies-in-sunlight>

180.

[illegible]

<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/40116/61d5cc42bdec4>



৪) তুণীধর (গড়িয়া, বালিগঞ্জ), ফোননম্বর: ৯৯৮৭৫০৮৩৩৪।

- ৫) এগডালিয়াকোকিনা (দক্ষিণকলকাতা), ফোননম্বর: ৮২৪০৭৯৮৯২৯।
- ৬) নিতুশরাফ (হেস্টিংস), ফোননম্বর: ৯৮৮৩১৩২৬৪৯।
- ৭) কোভিড১৯ক্যান্টিন (এইটবি, বিজয়গড়, পল্লীশ্রী, শ্রীকলোনি, নেতাজিনগর, গান্ধীকলোনি, রাণীকুঠি, বাঘাঘতীন, গড়িয়া), ফোননম্বর: ৭০৪৪৬৩০৮০৬, ৮৪২০২৬০৮৩৮।
- ৮) শৈলজামুন্দ্রা (আলিপুর), ফোননম্বর: ৯৮৩০২২০৫৯৪।
- ৯) রানি/জকিচেন (ভবানীপুর), ফোননম্বর: ৯৮৩৬৫৫১৬১৬।
- ১০) গুপ্তাব্রাদার্স (বিবাদীবাগ, এসপ্ল্যান্ড, পার্কস্ট্রিট, ময়দান, রবীন্দ্রসদন, মধ্যকলকাতা), ফোননম্বর: ৯৮৩৬১৯৯১৫৪।
- ১১) ফুডঅ্যাফেয়ার্স (গড়িয়াওদক্ষিণকলকাতা), ফোননম্বর: ৯৮৩৬১৬৯৪৬৯।
- ১২) ফুডফরইউ (দক্ষিণকলকাতা), ফোননম্বর: ৮০১৭৯৯৬৭৬৬।
- ১৩) লোপা/জকিচেন (গড়িয়া), ফোননম্বর: ৯০৫১৬৪৩৪৩৫।
- ১৪) রেডিটুসার্ভ (দক্ষিণকলকাতা), ফোননম্বর: ৯৩৩০৩৮৬৮৫১।
- ১৫) ইনরিতা/জকিচেন (শিয়ালদহথেকেপার্কসার্কাস), ফোননম্বর: ৮৯১০০৮৯৪৪৭।
- ১৬) নিসহতাসনিম (বেকবাগান), ফোননম্বর: ৮৬৯৭৭৬৭৯০৭।
- উত্তরতথাসমগ্রকলকাতা
- ১৭) তিমিরদত্তচৌধুরী (সোদপুর), ফোননম্বর: ৯৮৩০২৩৭৭৯৭, ৯৮৩০২০০৮৬০, ৭৮৯০৮৩০৯০৫।
- ১৮) অঙ্কিতারমুডিফুডি (সমগ্রকলকাতা), ফোননম্বর: ৯৬১০০৯৬৪৩৯।
- ১৯) জিরা (সমগ্রকলকাতা), ফোননম্বর: ৯৮৩০০৬৬৬২৪।
- ২০) অদিতিঅরোরা (সমগ্রকলকাতা), ফোননম্বর: ৯৮৩১১৭৯০৭৯।
- ২১) মুক্কাচিচেন (সমগ্রকলকাতা), ফোননম্বর: ৭০০৩৭৫২০০৮।
- ২২) শ্বেতাজৈন (সমগ্রকলকাতা), ফোননম্বর: ৯৮৭৪৯৮৭৭২৪।

২৩) দ্যাংরিবিয়ার (সমগ্রকলকাতা), ফোননম্বর: ৯৮৩১৩৯৭০১৮,
৮৩৩৫৮০২৮৩৮।

২৪) মিসেসকিচেন (সমগ্রকলকাতা), ফোননম্বর: ৮৯১০৯২৮৪০০।

২৫) ওজিএসকিচেন (সমগ্রকলকাতা), ফোননম্বর: ৮৬৯৭০৮২০৩৫।

সল্টলেক, রাজারহাট, নিউটাউন, এয়ারপোর্টএলাকা

২৬) সাইনিভট্রাচার্জেররসিক (সল্টলেক, নিউটাউন, লেকটাউন, রাজারহাট,
দমদমপার্ক, বাঙ্গুর, বাগুইআটি, চিনারপার্ক), ফোননম্বর: ৭৯৮০৮৪৭৮০৫।

২৭) ঘরকিরসোই (সল্টলেক), ফোননম্বর: ৯০৫১৯১৯১১, ৯৮৭৪৯৮৭৭২৪।

২৮) অন্নপূর্ণাকিচেন (বিমানবন্দরথেকেকাকুরগাছি), ফোননম্বর:
৬২৯০৩১৩৬৫৭।

২৯) উন্নতিকিচেন (লেকটাউন), ফোননম্বর: ৯৮৩০৬১০০০৮।

৩০) সুপারকিচেন (লেকটাউন), ফোননম্বর: ৭৪৩৯৬৬৩১২৪।

[https://aajkaal.in/news/kolkata/various-restaurants-and-peoples-
contact-number-who-providing-foods-to-covid-patients-in-kolkata-
0mar](https://aajkaal.in/news/kolkata/various-restaurants-and-peoples-contact-number-who-providing-foods-to-covid-patients-in-kolkata-0mar)

185. Covid in Mumbai:

মুম্বইয়েতিনদিনেকোভিডআক্রান্তদু' শোরবেশিচিকিৎসক!

সংবাদসংস্থা

মুম্বই০৬জানুয়ারি২০২২১০:২৮

ওমিক্রনআবহেদেদেশজুড়েচিকিৎসকএবংস্বাস্থ্যকর্মীদেরমধ্যেকোভিডআক্রান্তেরসংখ্যাবি
পুলভাবেবাড়তেশুরুকরেছে।কোনওহাসপাতালেএকসঙ্গে৭০জন,
তোকোনওহাসাপাতলেতারওবেশিচিকিৎসক,
স্বাস্থ্যকর্মীরাআক্রান্তহচ্ছেন।তবেএরমধ্যেমুম্বইয়েরছবিটাবোধহয়সবচেয়েভয়াবহ।গত
তিনদিনেরমধ্যেশহরেরসরকারিহাসপাতালগুলির২২০জনচিকিৎসককোভিডেআক্রান্তহ
য়েছেন।

মহারাস্ট্রেরচিকিৎসকসংগঠনসূত্রেখবর,

জেজেহাসপাতালেগত৭২ঘণ্টায়৭৩জনচিকিৎসকেরকোভিডধরাপড়েছে।কিংএডওয়ার্ড

মেমোরিয়াল হাসপাতালে আক্রান্ত ৬০ জন চিকিৎসক। লোকমান্য তিলক মিউনিসিপ্যাল জেনারেল হাসপাতালে একসঙ্গে ৮০ জন চিকিৎসক কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়া আর এনকুপার হাসপাতালে সাত জন এবং ঠাণেরছত্র পতিশিবাজি হাসপাতালের আট চিকিৎসকের কোভিড সংক্রমণ ধরা পড়েছে। যেভাবে দেশ জুড়ে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছেন তাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে দেশ জুড়ে একটা আশঙ্কার মেঘ তৈরি হচ্ছে।

সারাদেশের মধ্যে মহারাষ্ট্রে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দৈনিক সংক্রমণে ও শীর্ষস্থানে এই রাজ্য। ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যাও সবচেয়ে বেশি এই রাজ্যেই। বুধবার দৈনিক সংক্রমণ ৩৬ শতাংশ বেড়েছে মুম্বইয়ে। একদিনে ১৫ হাজারের বেশি সংক্রমিত হয়েছে সেখানেক্ষেত্রে 'বছরের মধ্যে একদিনের নিরিখে' সর্বোচ্চ।

<https://www.anandabazar.com/india/over-200-doctors-in-mumbai-tested-covid-positive-in-last-72-hours-dgtl/cid/1322228>

186. Air Pollution: দূষণ কমাতে ডেঙ্গি-মডেল অনুসরণের পুর ভাণ্ডা

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ০৭ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:০৩



ফাইল চিত্র।

ডেঙ্গি-মডেলকে অনুসরণ করেই এ ার শহরের ায়ুদূষণ কমাতে চাইছে কলকাতা পুরসভা। ডেঙ্গি প্রতিরোধে যেমন ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মসূচি চালানো হয়, তেমনই ওয়ার্ডভিত্তিক দূষণ নিয়ন্ত্রণকে 'পাখির চোখ' করা হ়েলে কলকাতা পুরসভা সূত্রের িধার।

পুরকর্তাদের একাংশের ংকল্প, অতীতের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, খাতায়কলমে গোটা শহরের দূষণ নিয়ন্ত্রণের কথা ংলা হলেও তা ংস্তাযন্ত্রের ক্ষেত্রে িস্তর ফাঁক থেকে গিয়েছে। কারণ, এস ংন ং্যানার্জি রোডের কেন্দ্রীয় পুরভাণ্ডানে ংসে গোটা শহরের ায়ুদূষণ-সহ ংর্ষিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা ংস্তাংসম্মত নয়। সেই কারণেই পরিকল্পনায় ংনিক পরির্তন করে ংলাকাভিত্তিক দূষণ নিয়ন্ত্রণের কথা ংলা হচ্ছে।

নতুন পুরপোর্ডের পরিবেশ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার জানাচ্ছেন, এ বিষয়ে কাউন্সিলরদের সঙ্গে মৈঠকে আসার পরিকল্পনা রয়েছে। সেই সঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের অনুমোদন পেলে প্রতিটি পুরোয় একটি করে পরিবেশ সেল খোলা হবে। অর্থাৎ, দূষণ নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচির প্রিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। না-হলে শহরের উর্ধ্বমুখী দূষণের রেখচিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা ক্রমশ মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

স্বপনপাড়ুর কথায়, ‘‘গোটা শহরের পরিপ্তে কী ভাবে ওয়ার্ডের ায়ুদূষণ, ধুলো-ধোঁয়ার দূষণ, নির্মাণস্থলের দূষণ, আর্জনা পোড়ানোর দূষণ কমানো যায়, সে দিকে নজর দিতে হবে। তাতেই সারা শহরের াতাসের মানের উন্নতি হবে।’’

যার পরিপ্রেক্ষিতে পুরকর্তাদের একাংশ জানাচ্ছেন, এ অনেকটাই ডেঙ্গি-মডেলের অনুরূপ। কারণ, ডেঙ্গি প্রতিরোধেও কাউন্সিলরদের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘোরার সুপারিশ করেছিলেন পুর কর্তৃপক্ষ। কোথায় জল জমে রয়েছে া আর্জনা পড়ে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখে কাউন্সিলরদেরই াস্থ নেওয়ার কথা। এ ার দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও সেই একই মডেল অনুসরণের কথা ভাবা হচ্ছে। কারণ, এক জন কাউন্সিলর যে ভাবে নিজের ওয়ার্ডকে জানেন-চেনেন, সেটা অন্য কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কোন রাস্তায় গাড়ি চলাচলের কারণে ধুলোপালি বেশি, কোথায় নির্মাণকাজের জন্য দূষণ হয়- তা এক জন কাউন্সিলরই ভাল জানেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই কর্তা বলছেন, ‘‘শহরের ায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কাউন্সিলরদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে। কারণ কেন্দ্রীয় পুরভবন থেকে সার্বিক দূষণের খুঁটিনাটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।’’ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শও নেওয়া হতে পারে। স্বপনপাড়ুর কথায়, ‘‘মেয়রের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বল। তিনি অনুমতি দিলে এক জন পরিবেশপ্রদিকে পরামর্শদাতা হিসাবে নিয়োগ করা হবে।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/kmc-wants-to-follow-dengue-model-to-reduce-air-pollution/cid/1322364>

187. Coronavirus pandemic: করোনামোকাবিলায় ‘হ্যালোডাক্তারবাবু’

নিজস্বসংবাদদাতা

হলদিয়া০৬জানুয়ারি২০২২০৮:০৮

বাড়ছেকরোনারসংক্রমণ।বিষয়টিমাথায়রেখেএইভাইরাসেরসঙ্গেলড়তে ‘হ্যালোডাক্তারবাবু’ পরিষেবাচালুকরছেজেলাপ্রশাসন।পাশাপাশি, জেলাজুড়েএকাধিকসেফহোমতৈরিকরাহচ্ছে।

করোনাসংক্রমণেরপ্রথমচেউয়েরসময়পরিকাঠামোগতঅভাবদেখাগিয়েছিলগোটাদেশে ই।দ্বিতীয়চেউয়েসময়পরিস্থিতিকিছুটাসামালদেওয়াযায়।এবারতৃতীয়চেউআসারআগে

তারসঙ্গেলড়তেকোনওখামতিরাখতেচাইছেনাপূর্বমেদিনীপুরজেলাপ্রশাসনএবংস্বাস্থ্যবি
ভাগ।জ্বর, সর্দি, কাশি-
সহকরোনারউপলক্ষদেখাগেলেইএবারসরাসরিব্লকপ্রশাসনকেফোনেরমাধ্যমেজানানোর
পরিষেবাচালুকরাহবে।

মঙ্গলবারজেলাস্বাস্থ্যদফতরেরবুলেটিনঅনুযায়ী,
পূর্বমেদিনীপুরেরকরোনাআক্রান্তেরসংখ্যা১৭৪।পাঁশকুড়াসুপারস্পেশালিটিতেকরোনাআ
ক্রান্তহয়েভর্তিআছেন১১জন।স্বাস্থ্যদফতরেরএকাংশেরদাবি,
খুবইকমসংখ্যকরোগীদেরহাসপাতালেভর্তিপ্রয়োজনহচ্ছে।সেইজন্যবাড়িতেথেকেইযা
তেআক্রান্তেরাচিকিৎসাকরাতেপারেন, সেজন্য
'হ্যালোডাক্তারবাবু' চালুকরাহবে।এইপরিষেবায়একটিনম্বরদেওয়াহবে,
যাতেফোনকরেআমজনতারকরোনাসংক্রান্তশারীরিকসমস্যারকথাপ্রশাসনকেজানাতে
পারবেন।

ব্লকেরপাশাপাশিজেলাতেও 'হ্যালোডাক্তারবাবু' রচিকিৎসকেরাথাবেন।ফ্লেক্স-
হোর্ডিংদিয়ে, সামাজিকমাধ্যম,
সবজায়গাতেইওইনম্বরটিকেছড়িয়েদেওয়ারহবে।জেলাপ্রশাসনসূত্রেরখবর,
প্রতিব্লকে২৪ঘণ্টাজুড়েএকজনচিকিৎসকনিযুক্তথাকবেনওইপরিষেবাদিতে।জেনেনেওয়া
হবেআক্রান্তেরনামএবংঠিকানা।যাতেপরেআশাকর্মীরাওইআক্রান্তেরঅবস্থাখোঁজরাখতে
পারেন।এছাড়া,
জেলার২৫টিব্লকেএবংপাঁচটিপুরসভামিলেমোট৩০টিসেফহোমেরপ্রস্তুতরাখাহয়েছে।ই
তিমধ্যেসেগুলিরচিহ্নিতকরণওহয়েগিয়েছে।পূর্বমেদিনীপুরেরজেলাশাসকপূর্ণেন্দুকুমার
মাজিবলেন,
' 'জেলাবাসীরসুবিধাপাওয়ারজন্যইএইউদ্যোগনেওয়াহয়েছে।করোনাহয়েছেশুনেআত
ঙ্কিতনাহয়েহ্যালোডাক্তারবাবুরকাছেপরামর্শনিলেরোগীবারোগীরপরিজনসবরকমসাহা
য্যাপাবেন।' '

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/midnapore/hello-daktarbabu-facility-in-purba-medinipur-to-combat-covid-surge/cid/1322219>

188. কোন ধরনের মাস্ক কতটা সুরক্ষা দেয়?

লেখক Suman Roy

কোভিডের অন্যরূপগুলির তুলনায় ওমিক্রন অনেক ঝটপট ছড়িয়ে পড়ে। কোন ধরনের মাস্ক ব্যবহার করা এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ভালো?

সামনে হয়তো একজন কোভিড আক্রান্ত রয়েছেন। আপনি জানেন নাতাঁর সংক্রমণের কথা। তিনি নিজেও হয়তো জানেন নাতাঁর শরীরেরে যে কোভিডের জীবাণু। এর কম অবস্থায় কত ক্ষণে তাঁর শরীর থেকে আপনার শরীরে ছড়াতে পারে কোভিডের জীবাণু? এর পুরোটা ইনির্ভর করছে দু' জনে কেমন ধরনের মাস্ক পরেয়েছেন, তার ওপর।

হালে এক আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম এই বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, আক্রান্ত এবং সুস্থ—
দু' জনেই যদি বিনামাস্ক সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কথা বলেন,
তাহলে ১৫ মিনিটের মধ্যে আক্রান্তের শরীর থেকে সুস্থের শরীরে কোভিড সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর দু' জনেই যদি N95 মাস্ক পরে থাকেন,
তাহলে ২৫ ঘণ্টা পর্যন্ত সামনাসামনি থাকলেও এই সংক্রমণ ছড়াতেনাও পারে।

তবে একটি প্রশ্ন উঠেছে এখানে। আমেরিকার Centers for Disease Control and Prevention বা CDC বলছে,
এই সারণী মূলত ডেল্টা পর্যন্ত করোনার রূপগুলির কথা মাথায় রেখে বানানো হয়েছিল। ওমিক্রনের সংক্রমণের হার অন্যরূপগুলির তুলনায় বেশি। ফলে এক্ষেত্রে যে মাস্ক যত ক্ষণ পর্যন্ত নিরাপত্তা দিতে পারে বলে বলা হয়েছে, ওমিক্রনের ক্ষেত্রে সময়টাতার চেয়ে কম যেতে পারে।

তবে এই বিষয় নিয়ে সন্দেহ নেই, N95
মাস্ক অন্য যে কোনও মাস্কের তুলনায় বেশি নিরাপত্তা দেয়। তবে এই ধরনের মাস্ক না থাকলেও
যে কোনও মাস্ক বাড়ির বাইরে সব সময়েই পরা উচিত।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/sachin-kalbag-tweets-time-it-takes-to-transmit-an-infectious-dose-of-covid19-31641378053202.html>

189. Omicron in India: বড় র্য়ালি-রোড শোকরার উপযুক্ত পরিবেশেই,
কমিশনকে জানালেন ভিকিপাল

By Kousik Sinha |

Updated: Thu, Jan 6, 2022, 15:11 [IST]

দেশে ক্রমশ বাড়ছে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা!

সংক্রমণের নিরিখে প্রত্যেক দিন তৈরি হচ্ছে নয়ারেকর্ড। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে প্রায় ৯০ হাজার মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। রীতিমত ভয় ধরাচ্ছে করোনা সংক্রমণ। এর সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট

আক্রান্তের সংখ্যা। আর এই পরিস্থিতিতে পাঁচরাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন দেশকে আরও বিপদে দিকে ঠেলে দেবেনা তো?

প্রশ্ন ওয়াকিবহাল মহলের। একেবারে উপযুক্ত পরিবেশ নেই যদিও এই অবস্থায় নিজেদের মধ্যে দফায় দফায় বৈঠক সারছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশন। দেশে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে। আর এই অবস্থায় জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে উদ্বেগজনক তথ্য জানালে নীতি আয়োগের সদস্য এবং কোভিড টাস্ক ফোর্সের দায়িত্বে থাকা ভিকি পাল। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই মুহূর্তে দেশের যাকরোনা পরিস্থিতি তাতে বড় ঝালি-

রোড শোকরার একেবারে উপযুক্ত পরিবেশ নেই। এই অবস্থায় একেবারে এই সমস্ত কাজ করা উচিত নয় বলে ওদা বি ভিকি পালের। ওমিক্রনের বাড় বাড় তুলিয়ে চিন্তায় কমিশন উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখন্ড, গোয়া,

পঞ্জাব এবং মনিপুরে বিধানসভা ভোট রয়েছে। এই অবস্থায় ভোট না করার পক্ষেই বহু মানুষ। কিন্তু এই বিষয়ে যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কমিশনের কাছেই ছেড়েছে কেন্দ্র। সম্প্রতি এই রাজ্য এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠক হয়। পাঁচরাজ্যের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে দ্রুত ভ্যাকসিনেশন বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। তবে যেভাবে একাধিক রাজ্য ওমিক্রন বাড়ছে তাতে ভোট হওয়া সংশয় কমিশনই। স্বাস্থ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠক কমিশনের দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্লেষণ করতে গত কয়েক দিন আগেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণের সঙ্গে বৈঠক বসে নির্বাচন কমিশন। এই পাঁচরাজ্যের ভ্যাকসিনেশনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। একেবারে ডেটা তুলে ধরে চলে আলোচনা। তবে উত্তরাখন্ড এবং গোয়াতে এই মুহূর্তে প্রায় ১০০ শতাংশ ভ্যাকসিনেশন হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্যাকসিনেশন হওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে উত্তর প্রদেশ,

মনিপুর। এই রাজ্যগুলির থেকে ওপি ছিয়ে পঞ্জাব। Ads by প্রচার-

মিছিল নিয়ে বৈঠক কমিশনের পাঁচরাজ্যের ভোট হলে তা হবে মার্চ-

এপ্রিল মাসে। বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস অনুযায়ী,

সেই সময়ে দেশ সংক্রমণ শীর্ষে জায়গাতে পৌঁছতে পারে। ফলে সেখানে দাঁড়িয়ে ভোট ঘোষণা তে কিছুটা ধীরে চলো নীতিকমিশনের। দফায় দফায় আলোচনা সারছেন কমিশন কর্তারা। পোলিং স্টেশন তৈরি থেকে বিধি মেনে ভোটের প্রচার সহ মিটিং,

মিছিল কীভাবে তানিয়ে সম্প্রতি বৈঠক সেরেছেন কমিশনের আধিকারিকরা। যদিও এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানি জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

Read more at: <https://bengali.oneindia.com/news/india/omicron-in-india-rally-or-road-show-should-not-be-arranged-in-this-covid-situation-vk-paul/articlecontent-pf291457-152293.html>

<https://bengali.oneindia.com/news/india/omicron-in-india-rally-or-road-show-should-not-be-arranged-in-this-covid-situation-vk-paul/articlecontent-pf291457-152293.html>

Down to earth

190. COVID-19: Did IMA meet lead to hundreds of doctors in Bihar testing positive

Out Patient Department and other healthcare services affected in Bihar due to sheer number of infections among doctors, say reports

By [Mohd Imran Khan](#)

Published: Thursday 06 January 2022



📷 The IMA Conference held at Patna on December 27 and 28, 2021, was attended by 5,000 medical professionals from across India. Photo: @mangalpandeybjp / CSE

Is a conference by the Indian Medical Association (IMA) responsible for hundreds of doctors and medical health workers in Bihar testing positive for the novel coronavirus disease (COVID-19)?

That is a question many are asking after the COVID-19 situation in the state took a turn for the worse in the last five days.

There have been reports of Out Patient Department (OPD) and other healthcare services getting affected because of the sheer number of infections among doctors.

Local vernacular media in Bihar reported that a large number of doctors, particularly in Patna, tested positive as most had violated COVID-19 guidelines while attending the conference.

The 96th national annual conference of the Indian Medical Association (IMA) was held in Patna December 27 and 28, 2021.

Some 5,000 medical professionals from across the country attended the event.

More than 300 doctors and 500 health workers had tested positive till January 6, according to a senior official of the health department.

Nearly 200 of the 300 doctors are from the Patna-based Nalanda Medical College and Hospital (NMCH). "Most of the doctors are in home isolation, except a few admitted to hospitals for treatment," the official said.

A doctor at NMCH said January 6 that routine clinical, OPD and OT services were affected after the doctors tested positive. Officials at the Patna Medical College and Hospital (PMCH) however claimed OPD, emergency and other departments were functioning as usual.

Dozens of private medical practitioners tested positive after attending the IMA convention but they have not come forward and have decided to get treated at home, according to reports.

Some 41 doctors of five government-run medical colleges and hospitals in Patna tested positive January 5, according to official data.

These included 12 doctors from NMCH, 11 from the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Patna, 11 from the Indira Gandhi Institute of Medical Science (IGIMS), five from the PMCH and two from Indira Gandhi Institute of Cardiology.

AIIMS Patna has decided to restrict the number of new patients in the OPD from January 7. It is a precautionary measure like last year, CM Singh, medical superintendent of AIIMS Patna, said.

Sanjeev Kumar, nodal officer for COVID-19 at AIIMS Patna, admitted that several doctors and health workers had tested positive.

He added that this had left the remaining staff in a tight spot given the surge in the number of cases during the last few days.

Similarly, IGIMS has also restricted registration of patients for OPD. IGIMS Superintendent Manish Mandal said the rush at OPD had been reduced and only serious patients would be treated.

A large number of doctors posted at Sadar (district) hospitals, primary health centres (PHCs) and community health centres have also tested positive in the last few days, according to reports.

District civil surgeon offices in some places have been sealed after health workers tested positive. The functioning of PHCs has been badly affected after resident doctors tested positive and went into home isolation immediately.

The state government has cancelled leaves of all health officials, including doctors and healthcare workers, till February 28. The government asked all those on leave to immediately report to work.

Sanjay Kumar Singh from the State Health Society said COVID-19 had spread very fast in the last few days.

Bihar reported 158 COVID-19 positive cases December 31. This rose to 281 on January 1, followed by 352 new cases on January 2, 344 cases on January 3, 893 cases on January 4 and 1,659 new cases on January 5.

The number of active cases in the state increased to 5,700 and the positivity rate rose to 97.84 % on the evening of January 6.

More doctors tested positive January 16, including 15 of IGIMS and 12 of PMCH

Pratyay Amrit, additional chief secretary of the health department said there was no doubt that COVID-19 cases were rising. But positive patients were recovering fast within 3-5 days, unlike the second wave last year.

"So far, only 63 people have been admitted to hospitals for treatment. About 98 per cent are in home isolation. But health officials have been asked to monitor oxygen levels of those above 60 years of age and those with a history of chronic disease," Amrit said.

Health experts said the rising cases were due to the new COVID-19 variant omicron as it is infectious but has mild symptoms.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/covid-19-did-ima-meet-lead-to-hundreds-of-doctors-in-bihar-testing-positive-81011>

Down to earth

191. Wet end of 2021 leads to fewer migratory birds in Odisha's Chilika this year

Migratory birds are wintering in cultivated farmland near Chilika because of more water in it this year, say experts

By [Hrusikesh Mohanty](#)

Published: Thursday 06 January 2022



📷 Photo: Hrusikesh Mohanty

Fewer migratory birds came to Odisha's Chilika lake, the biggest waterfowl habitat in India this winter compared to the previous year, according to the annual bird census carried out in the lake January 4, 2022.

The census found that the lake hosted as many as 1,074,173 birds of 183 species this winter. These included 1,036,220 migratory birds of 107 species and 37,953 resident birds of 76 wetland-dependent species.

Chilika had hosted a record 1,242,826 birds of 190 species last winter. These had included 1,204,351 migratory birds of 111 species and 38,475 wetland-dependent birds of 79 species.

The 15.53 sq km Nalabana bird sanctuary area in the lake hosted the highest congregation of 358,000 birds of 97 different species this time. It had recorded 406,000 birds of 114 species last winter.

The annual bird census in the Ramsar site was carried out jointly by the Chilika Wildlife Division, Chilika Development Authority (CDA) and Bombay Natural History Society (BNHS).

Over 100 enumerators, including experts, forest officials, and wildlife activists were engaged to carry out the bird count over the entire lake.

Experts said an increase in the water level of the lake due to untimely rains during November and December was one of the reasons for fewer birds taking shelter this winter.

Several migratory birds preferred to fly to the nearby cultivated lands this time as the water level in the lake continued to increase due to the prolonged rains, Sarat Kumar Mishra, assistant conservator of forest, Chilika wildlife division, said.

Bivash Pandav, director, BNHS, however said there was no actual 'drop' in numbers as the bird population of the lake was always fluctuating.

"There was no significant decrease of the bird population in the lake this time. The migratory birds that usually come to the Chilika, might have gone to the nearby wetlands due to the increase of the water level in the lake," Pandav said.

The census showed that some 172,255 Northern Pintails, a type of duck, were sighted, the most for any bird species this year.

They were followed by Gadwalls (153,985) and Eurasian Wingeons (150,840). The numbers of Northern Shovelers, Tufted ducks and Red Crested Pochards declined this time, official sources said.

Some 2,000 Greater Flamingoes were sighted this time, compared to only 71 in the previous year, Mishra said. The increase of the population of the flamingoes was due to the restoration of mudflats in the bird sanctuary area, Mishra said.

Migratory birds – mostly from northern Eurasia, the Caspian region, Siberia, Kazakhstan, Lake Baikal and the remote areas of Russia and neighbouring countries – visit the Chilika every winter to escape the biting cold in their native areas and start their homeward journey before onset of summer.

<https://www.downtoearth.org.in/news/wildlife-biodiversity/wet-end-of-2021-leads-to-fewer-migratory-birds-in-odisha-s-chilika-this-year-81006>

Why did the Maya civilisation collapse? We don't know yet, but drought was likely not the cause: Study

The Maya people could have turned to chaya and cassava to meet their carbohydrates and protein needs

By [Rohini Krishnamurthy](#)

Published: Friday 07 January 2022



The mystery behind Maya civilisation's sudden fall from glory still eludes us. Scientists have long suspected that drought pushed its people towards starvation.

However, this theory appears to be losing steam. The Maya civilisation may have had access to nearly 500 edible plants, many of which were highly resistant to drought, according to a new study published in the [*Proceedings of the National Academy of Sciences*](#).

"One thing we do know is that the overly simplistic explanation of drought leading to agricultural collapse is probably not true," Scott Fedick, an archaeologist at the University of California Riverside and one of the authors of the study, said.

The Maya civilisation originated in the Yucatan Peninsula. Known for its monumental architecture and an advanced understanding of mathematics and astronomy, it flourished between 600 and 800 AD.

But then, suddenly, between 800 and 950 AD, many of the southern cities were abandoned. This period is called the collapse of the Classic Maya civilisations, puzzling modern-day scientists.

Piecing together evidence from the past, scientists think that this period saw significant droughts. This seeded a theory: The

Maya people faced starvation because of their dependence on drought-sensitive crops such as corn, beans and squash.

The lead authors of the new study were not convinced. So, they dug deeper to understand if the droughts were severe enough to hamper food production at the time.

They made a list of 497 indigenous food plants of the Maya lowlands. These plants have also been identified through paleoethnobotany, a branch of science dealing with behavioural and ecological interactions between past humans and plants.

Next, they examined the drought tolerance of the 497 plants under three different scenarios: Short-duration, medium-duration and extreme drought.

"Even in the most extreme drought situation – and we have no clear evidence the most extreme situation ever occurred – 59 species of edible plants would still have persisted," Louis Santiago, professor of botany and plant sciences at the University of California Riverside, said.

Under extreme drought conditions, stems such as hearts of palm and cactus pads would remain available for multiple years, the study found.

Chaya, a shrub whose leaves are high in protein, iron, potassium and calcium, could have also been available.

The Maya people could have turned to chaya and cassava to meet their carbohydrates and protein needs, the researchers explained.

Still, the question of what drove the downfall of the Maya civilisation remains unanswered. The researchers of this study think social and economic upheaval likely played a role.

Further, the study draws attention to exploiting various plants to survive drought and climate change.

Climate change is already hampering [food security](#). For instance, studies suggest it has negatively affected the yield of maize and wheat in low-latitude areas.

“Even given a series of droughts, maintaining a diversity of resilient crops would enable people, both ancient and modern, to adapt and survive,” Santiago said.

<https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/why-did-the-maya-civilisation-collapse-we-don-t-know-yet-but-drought-was-likely-not-the-cause-study-81023>

192. What is Omisure, India's first RT-PCR kit that identifies omicron in under 4 hours

This kit can identify omicron by targeting two regions of the spike gene, which bears heavy mutations

By [Rohini Krishnamurthy](#)

Published: Thursday 06 January 2022



Omisure – India's first home-grown testing kit – can differentiate the omicron strain of the novel coronavirus from the delta, alpha and the other variants in under four hours.

It is an omicron detecting RT-PCR kit developed by the Mumbai-based Tata Medical and Diagnostics Ltd (TATA MD) in partnership with the Indian Council of Medical Research (ICMR).

The kit recently received approval from the Drugs Controller General of India.

"It is a routine test, like all other RT-PCRs done in the country," Giridhar R Babu, head, Public Health Foundation of India, told *Down To Earth*.

Omisure can be a gamechanger for detecting and controlling the Omicron variant because it can diagnose this variant in a single step, he added.

How does this new kit work? And how does it compare with gene sequencing – the most reliable means of detecting the virus' many variants?

DTE breaks it down.

How does Omisure work?

This new kit can identify the Omicron variant by targeting two regions of the S or the spike gene. This gene codes for the spike protein, which helps the novel coronavirus enter and infect human cells.

The S, the Enveloped (E), and Nucleocapsid (N) genes are some of the targets of conventional RT-PCR tests. When it detects these genes, a patient sample is labelled positive.

As omicron bears heavy mutations in the S gene, the RT-PCR can sometimes miss it. The absence of S gene likely indicates omicron's presence. This is called [S gene dropout](#) or S gene target failure – and is one of the targets of Omisure.

This kit also depends on a second target: S gene mutation amplification, which detects mutations explicitly in the S gene.

"Globally, all other test kits for omicron are either made for gene dropout or mutation-specific detection. Omisure is the first test kit combining both," V Ravi, the head of the research and development of TATA MD, told [The New Indian Express](#).

How does Omisure compare with gene sequencing?

Gene sequencing reads the order of nucleotides, which are the building blocks of deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA).

Despite being considered the gold standard, sequencing has a few limitations. It is slow, expensive and complicated.

It is a multi-step process. It begins with extracting the virus' RNA from patient samples, converting it into DNA, amplifying or multiplying it through RT-PCR before finally sending it for gene sequencing.

Identifying variants through gene sequencing can take as many as three days. Omisure, on the other hand, will do test the Omicron variant in four hours, Balram Bhargava, director-general of ICMR, said in a [press briefing](#) on January 5, 2021.

Gene sequencing is also complicated and expensive. It has to be done in batches of 24, 96 or 384. Testing 384 samples on one sequencing chip "costs around Rs 10,000 per sample. The cost is higher when the number of samples is lower," Ravi told [The NewsMinute](#).

A single kit of Omisure will reportedly cost Rs 250 for the laboratory.

This brings us to the next question: How accurate is this new kit? There's no publicly available data on the kit's accuracy, as of January 6, 2022.

Dr Ravi, however, reportedly [said](#) that ICMR's evaluation showed that the kit picked up all sequence samples with 100 per cent accuracy.

The Pune-based National Institute of Virology has independently validated the kit, [ICMR](#) wrote.

Does this mean Omisure can bypass gene sequencing? Dr Babu thinks if the kit meets rigorous standards and its accuracy is comparable to gene sequencing, there is no need for confirmation from the latter.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/what-is-omisure-india-s-first-rt-pcr-kit-that-identifies-omicron-in-under-4-hours-81002>

The Telegraph

'New variant not mild in nature'

193. Omicron may be less severe in young and old, but not 'mild': WHO
'New variant hospitalising and killing people'



[Based on the current rate of vaccine rollout, 109 countries will miss the WHO's target for 70% of the world's population to be fully vaccinated by July, Tedros said.](#)

[Shutterstock](#)

Reuters | Geneva | Published 07.01.22, 10:07 AM

The more infectious Omicron variant of COVID-19 appears to produce less severe disease than the globally dominant Delta strain, but should not be categorised as "mild", World Health Organization (WHO) officials said on Thursday.

Janet Diaz, WHO lead on clinical management, said early studies showed there was a reduced risk of hospitalisation from the variant first identified in southern Africa and Hong Kong in November compared with Delta.

Advertisement

There appears also to be a reduced risk of severity in both younger and older people, she told a media briefing from WHO headquarters in Geneva.

The remarks on the reduced risks of severe disease chime with other data, including studies from South Africa and England, although she did not give further details about the studies or ages of the cases analysed.

The impact on the elderly is one of the big unanswered questions about the new variant as most of the cases studied so far have been in younger people.

"While Omicron does appear to be less severe compared to Delta, especially in those vaccinated, it does not mean it should be categorised as mild," director-general Tedros Adhanom Ghebreyesus said at the same briefing in Geneva.

"Just like previous variants, Omicron is hospitalising people and it is killing people."

He warned of a "tsunami" of cases as global infections soar to records fuelled by both Omicron and Delta, healthcare systems are overwhelmed, and governments struggle to tame the virus, which has killed more than 5.8 million people.

'Billions completely unprotected'

Tedros repeated his call for greater equity globally in the distribution of and access to vaccines.

Based on the current rate of vaccine rollout, 109 countries will miss the WHO's target for 70% of the world's population to be fully vaccinated by July, Tedros added. That aim is seen as helping end the acute phase of the pandemic.

"Booster after booster in a small number of countries will not end a pandemic while billions remain completely unprotected," he said.

WHO adviser Bruce Aylward said 36 nations had not even reached 10 per cent vaccination cover. Among severe patients worldwide, 80% were unvaccinated, he added.

In its weekly epidemiological report on Thursday, the WHO said cases increased by 71%, or 9.5 million, in the week to Jan. 2 from a week earlier, while deaths fell by 10%, or 41,000.

Another variant B.1.640 - first documented in multiple countries in September 2021 - is among those being monitored by the WHO

but is not circulating widely, said the WHO's technical lead on COVID-19, Maria van Kerkhove.

There are two other categories of greater significance the WHO uses to track variants: "variant of concern", which includes Delta and Omicron, and "variant of interest".

<https://www.telegraphindia.com/world/omicron-may-be-less-severe-in-young-and-old-but-not-mild-who/cid/1846570>

194. 45 doctors, 65 health staff positive, roster rejig as more contract Covid
Five out of 40 physician of the gynaecology department are positive, whereas seven others are isolating and awaiting test results at the BMCH



[The Burdwan Medical College and Hospital.](#)

[Munshi Muklesur Rahaman](#)

[Snehamoy Chakraborty](#) | Published 07.01.22, 12:42 AM

Forty-five doctors out of around 180, along with 65 nursing and health staff, tested Covid positive, several others await test results at the Diamond Harbour Government Medical College and Hospital (DHGMCH).

Five out of 40 doctors of the gynaecology department are positive, whereas seven others are isolating and awaiting test results at the Burdwan Medical College and Hospital (BMCH).

Advertisement

Forty doctors out of a staff of 400, along with 28 students, are infected at North Bengal Medical College and Hospital (NBMCH) in Siliguri.

Bolpur: Reports of rising infections among doctors and healthcare providers in medical colleges and hospitals across

Bengal have led authorities to reshuffle duty rosters in an "impromptu" way to somehow go on treating patients.

Several government medical colleges and hospitals, which give healthcare to thousands of patients, including pregnant women from rural pockets, are reportedly facing threats to daily operation.

The situation on Thursday went "out of control" at the DHGMCH, the main hospital in South 24-Parganas district, that treats the rural populace of the Sunderbans and its adjoining areas. An emergency meeting was called on Thursday morning after 45 doctors out of 180 were found infected along with 65 other health workers. Officials said the Covid-testing unit of the hospital could not run in the face of staff shortage. Now, authorities have set up a new duty roster to run the facility with skeletal staff while keeping a reserve pool.

"We requested doctors to attend hospital regularly for at least five days without taking leave since we can use reserve resources in case those on duty get infected," said Utpal Dan, principal of DHGMCH.

Dan on Thursday wrote to the state health department seeking permission to outsource pathological staff in order to conduct RT-PCR tests.

"Fourteen staff of the RT-PCR unit are among those infected and we can't stop testing when infections are increasing. We have sought permission to outsource staff to run the unit," Dan added.

In Burdwan, five out of 40 doctors of the gynaecology department tested positive and six more have been advised isolation on Thursday till their RT-PCR reports arrive. Principal of the medical college Prabir Sengupta is also infected. Officials said the gynaecology department in Burdwan was vital as patients from both East and West Burdwan, parts of Hooghly, Murshidabad, Bankura and Birbhum receive treatment at the facility.

"Around 50-70 pregnant women come here to deliver their babies every day. If one third of the doctors are infected, it will be difficult," said a senior doctor at the BMCH.

Tapas Ghosh, the medical superintendent and vice-principal of Burdwan medical college, added: "It is a challenge for us and we

are reshuffling our rosters daily based on Covid reports of our colleagues.”

Senior officials across various medical colleges of the districts said despite fewer infections compared to medical colleges in Calcutta, the challenge was managing staff rosters.

“Anyone can say infections among doctors and healthcare providers in medical colleges in Calcutta are higher than the districts. But we provide services to more patients with fewer human resources,” said an official in Rampurhat Medical College and hospital, where around 15 doctors have been infected.

Infections among the doctors and other healthcare providers in medical colleges in Murshidabad, Raiganj and Bankura were also reported this week. Officials at these hospitals said if the numbers rise, they will have to shut several services, including outdoor units.

In Durgapur, a private hospital closed its outdoor clinic after around 80 doctors and nurses tested positive.

<https://www.telegraphindia.com/west-bengal/45-doctors-65-health-staff-positive-roster-rejig-as-more-contract-covid/cid/1846500>

195. Green start: Mangrove plantation drive organised in Sunderbans

The weeklong drive has been organised by Linde India with the support of Maa Saroda Women & Rural Welfare Society of Sandeshkhali



[Women plant saplings of mangrove species on Wednesday](#)

[Pashupati Das](#)

Subhasish Chaudhuri | Published 06.01.22, 01:22 AM

Saplings of mangrove species were planted along the bank of the Raimangal river at Khulna village in Sunderbans on Wednesday.

The weeklong plantation drive has been organised by Linde India, a leading supplier of industrial gases with the support of Maa Saroda Women & Rural Welfare Society of Sandeshkhali, a social organisation in North 24 Parganas.

Advertisement

Subhasish Mondal, secretary of the social organisation, said: "We have conceived a plan to plant one lakh saplings of mangrove trees, including Byne, Sundari, Pashur and Kholsi, in the region in the next two months so that the area again turns green and become capable enough to sustain any natural calamities like cyclones and high tide".

<https://www.telegraphindia.com/west-bengal/green-start-mangrove-plantation-drive-organised-in-sunderbans/cid/1846362>

The Indian Express

197. Mutated Omicron variant of Covid-19: Mild and yet dangerous

Omicron is less likely to infect the lungs and, therefore, causes less severe disease in most people. But it is much more contagious than Delta, and its great threat lies in the huge numbers it infects.

Written by **Anonna Dutt** | New Delhi |

Updated: January 7, 2022 2:18:25 pm



People wait in queue to be tested for Covid-19 amid the third wave, fuelled largely by Omicron. (File photo)

The heavily mutated [Omicron](#) variant is smashing daily case records, but **hospitalisations and deaths are fewer** compared to the peaks driven by Delta last year.

The US and the world reported a record 5.85 lakh and 18.95 lakh new infections on January 5 (7-day rolling average), a 14-day change of almost 250% and 165% respectively. But the respective numbers of deaths that day were around 1,300 and 6,100 – down by about 3% and 9% from 14 days ago.

Omicron, first isolated in South Africa on November 24, has 32 mutations on the spike protein. With several of these associated with higher transmissibility and immune evasion, Omicron was swiftly declared a Variant of Concern by the World Health Organization (WHO). As South Africa braced for a tsunami of sick patients, however, hospitalisations dropped – even as Omicron cases picked up.

Is Omicron really mild?

A study from South Africa published in JAMA Network reported that only 41.3% of Covid-positive people visiting hospital emergency required admission during the Omicron wave as compared to 68-69% during the Delta wave. The proportion requiring oxygen therapy was 17.6% in the Omicron wave, significantly lower than the 74% in the Delta wave.

HOW THE VARIANTS DIFFER	
DELTA	OMICRON
SYMPTOMS last about 10 days	SYMPTOMS last about 4-5 days
HIGH FEVER , 101-103°	FEVER : low to moderate, 98.5-100°
COUGH (not small), anorexia and loss of taste (ageusia)	LOW-TO-MODERATE fatigue
LUNG ENTRY within couple of days of infection	DIARRHOEA and nausea
HYPER IMMUNE response in the second week of infection in some	NO LUNG pneumonia or apparent damage reported so far
BREATHING is difficult, pain in the chest	MOST patients were fully vaccinated, breakthrough infection rates very high
OXYGEN saturation levels fall	
LUNG DAMAGE visible in CT scan	
MOST PATIENTS were unvaccinated, breakthrough infection occurred mostly in healthcare workers	

variants differ

Delta vs Omicron: How the

An analysis of a large volume of data from the UK Health Security Agency published in the BMJ said persons infected with Omicron were 50-70% less likely to be admitted to hospital than those infected with Delta.

"The severity of disease with Omicron seems to be 66-80% less based on data from the UK and South Africa. South Africa's experience also gives assurance that a country like India that has already seen high levels of infections and has vaccination comparable to countries in the west with very little vaccine hesitancy, is likely to fare better," said Dr Anurag Agrawal, an expert in lung disease and director of the CSIR-Institute of Genomics and Integrative Biology, New Delhi.

"That, however," he cautioned, "does not mean that Omicron is harmless; people are still landing up in ICUs".

What has been India's experience so far?

Even though cases are rising sharply – India reported almost 91,000 new cases on Thursday (previous 24 hours) compared to just 6,358 cases 10 days earlier – doctors across the country say almost all patients are coming in with mild symptoms: moderate fever, sore throat, headache, bodyache, and fatigue. Some patients have diarrhoea, nausea, and dizziness.

At AIIMS in New Delhi – where, Delhi Health Minister Satyendar Jain said on Monday, 81% of sequenced samples were of Omicron – no patient has developed pneumonia due to [Covid-19](#), and none has needed oxygen or ventilator support solely for the [coronavirus](#) infection. Doctors have also reported that symptoms are resolving in about four to five days at most – much sooner than the average infection with Delta.

"There are 75 Covid-19 patients admitted in the hospital; however, nearly all of them are admitted either because they are suffering from some other condition that needs hospital care, or because they are staff members who did not have space for isolation at home. There are a couple of people on ventilators but again, they were already sick with other diseases when they contracted Covid-19," Dr Anjan Trikha, head of the clinical

management group at AIIMS trauma centre, which is a dedicated Covid-19 treatment centre, told [The Indian Express](#) on Wednesday. "I have not seen a single patient with pure Covid-19 pneumonia or damaged lungs as we saw during the Delta wave (of April-May 2021)," he said.

He said that barring a couple of cases, almost all patients admitted to AIIMS have received at least one vaccine dose, and most are fully vaccinated.

Doctors in Mumbai have reported a similar trend. Maharashtra has the highest number of Omicron cases in the country – 797, according to data released by the Union Health Ministry on Thursday.

"Most hospitalisations are initially because of other conditions, and the patients then test positive for Covid-19," said Dr Lancelot Pinto, epidemiologist and pulmonologist at P D Hinduja Hospital in Mumbai.

"These are early days, but we haven't seen severe cases yet. There is a very low possibility of a drop in oxygen saturation as the Omicron variant mainly affects the upper respiratory tract," Dr Pinto said.

Does this mean we need not worry about Omicron?

No, it does not. Omicron may cause less severe disease in most individuals, but because of its very high transmissibility, hospitals may get flooded with those who remain unimmunised, those living with comorbidities, or those with suppressed immune systems.

Omicron is at least 1.5-2 times more transmissible than Delta, which has resulted in the very large numbers of infections around the world in a very short time. It is also 2-3 times more capable than Delta of infecting those who have been fully vaccinated, or those who have had a previous infection.

"The risk of severe disease is less than Delta, but that is not saying much. I am not concerned about Delhi or Mumbai which have already seen huge Delta waves, and where health systems are fairly robust. The problem will be when Omicron spreads to

places where the healthcare system is patchy, and there haven't been Delta infections," Dr Agrawal said.

"Also, in the initial phase of a wave, younger people who are out and about are more likely to catch the infection, but the disease is also less severe in them. We will understand the problem only when it starts affecting the old and vulnerable," he said.

Dr G C Khilnani, a former head of pulmonology at AIIMS who is now the head of pulmonary, critical care, and sleep medicine at PSRI Hospital in New Delhi, said: "If the denominator gets big enough, then we will start seeing an increase in hospitalisation. It will target those who haven't been vaccinated, those who haven't had the infection, or those who have comorbidities in the community."

Also, the highly infectious and immune-evasive variant is affecting doctors and healthcare staff – at least 120 doctors have tested positive in Delhi and are isolating or quarantining at four major hospitals. If cases continue to rise sharply for an extended period, more healthcare personnel will be infected, and hospitals could see staff shortages.

What is it about Omicron that makes it more transmissible but less dangerous for the patient?

Over the last one month, several major cell culture and animal model studies have suggested that Omicron is principally an upper airway disease – it prefers to replicate in the upper respiratory tract rather than deep in the lungs, which is where coronaviruses do the worst damage.

Separate teams at the University of Cambridge and the University of Glasgow have concluded that TMPRSS-2, a protein found in many lung cells, which is used by coronaviruses for viral entry and spread, does not have much affinity with Omicron.

"Indeed we showed that in lung cells expressing TMPRSS2, live Omicron virus demonstrated significantly lower replication in comparison to Delta," said the Cambridge study, led by Dr Ravindra Gupta.

But the higher replication rate of the virus in the upper respiratory tract also means that it is easier for it to be passed on to others when an infected person coughs, sneezes, or talks. Scientists are also studying factors such as whether the variant is more stable, or is better able to infect new people in air.

Dr Agrawal cautioned that while Omicron is “less likely to infect deep in the lungs, it still can” – and “it is not a simple upper respiratory tract infection”. And this distinction becomes more important as the denominator increases, he said. “Omicron is not a risk-free natural vaccine.”

<https://indianexpress.com/article/explained/mutated-omicron-variant-delta-coronavirus-update-7710506/>

198. Anti-Covid pill Molnupiravir: Approved, not recommended

Molnupiravir, an anti-viral drug developed by US companies Merck and Ridgeback, has been kept out of the treatment protocol recommended by the Indian Council of Medical Research (ICMR). A look at the drug, the risks, and what now

Written by **Amitabh Sinha** , **Harikishan Sharma** | New Delhi, Pune |
Updated: January 7, 2022 8:43:26 am



Molnupiravir, developed by US-based biotechnology company Ridgeback Biotherapeutics in collaboration with US Pharma giant Merck, is now being made by 13 Indian drug manufacturers.

Barely a week after it was [approved for early-stage Covid-19 patients](#), molnupiravir, an anti-viral drug developed by US companies Merck and Ridgeback, has been kept out of the treatment protocol recommended by the Indian Council of Medical Research (ICMR). Dr Balram Bhargava, head of ICMR, said on Tuesday that the drug had "major safety concerns". This has resulted in a awkward situation: The drug is approved for use, but not recommended.

The drug

[Molnupiravir](#) is a repurposed [Covid-19](#) drug, originally developed to treat influenza. It is meant for mild or moderately ill Covid-19 patients who are at risk of developing serious illness. The pill, if administered during the first five days after contracting the infection, has the potential to prevent serious illnesses.

The pill is among the first few therapeutics now being deployed for treatment of Covid-19. Molnupiravir was first cleared for use in the UK in November, and more recently in the US.

The concerns

There have been concerns on two counts – low effectiveness, and some potential side-effects. Both were taken into account by drug regulating agencies while approving them.

Molnupiravir was found to be only 30% effective in trials, much lower than earlier indications. Besides, there have been worries over its mechanism: The drug molecule incorporates itself into the RNA of the virus, inducing mutations with the objective of hampering replication. But this carries the risk of introducing mutations that can make the virus stronger and more dangerous. A bigger worry is the risk of the drug creating mutations in the human DNA itself.

Risk vs benefit

These risks, very low by all accounts, have been considered by the drug regulators while approving the drug, which means that these have not been assessed to be significant enough. The prescribed five-day dosage is not considered large enough to pose any serious health concern.

Also, N K Ganguly, former head of ICMR, pointed out, there are several drugs for other diseases in the market that pose similar risks.

"Those drugs are frequently prescribed in specific situations based on the clinical assessment of the patients, if the benefits from the drugs are considered by the doctor to be outweighing these risks," he said.

In the case of molnupiravir, it seems, going by the argument of Dr Bhargava, the benefits do not very clearly outweigh the risks, considering the low effectiveness of the drug.

What now

It is now likely that doctors would still prescribe it in some situations based on the clinical assessment of the patient. In any case, it can be useful only in very specific situations, during the first five days of infection, and among mild or moderately sick patients.

"We must not treat this as a wonder drug. Molnupiravir is known to have low effectiveness. It can still work in some cases, so I would not be surprised if some doctors prescribe it. But at the same time, patients and their families need not insist on getting this drug," said Dr Raman Gangakhedkar, a former head of epidemiology at ICMR.

<https://indianexpress.com/article/explained/molnupiravir-approved-not-recommended-covid-treatment-7710510/>

199. Explained: Will 'forever boosting' beat the coronavirus?

Humbled repeatedly by a virus that has defied expectations, scientists are reluctant to predict the future. But nearly a dozen said that whatever happens, trying to boost the entire population every few months is not realistic. Nor does it make much scientific sense.

By: New York Times |
January 7, 2022 1:26:16 pm



Medical workers, who received their third dose, rest at a vaccination centre in Japan, Thursday, Jan. 6, 2022. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

Written by Apoorva Mandavilli

A year ago, just two doses of a [COVID-19](#) vaccine – or even one, in the case of Johnson & Johnson's formulation – were thought to offer sufficient protection against the [coronavirus](#).

Now, faced with the extraordinarily contagious [omicron](#) variant, Israel has begun offering **fourth doses** to some high-risk groups. On Wednesday, the Centers for Disease Control and Prevention expanded eligibility for boosters to adolescents and backed away from describing anyone as "fully vaccinated" because two shots no longer seem adequate.

Instead, one's vaccination status will now be "up to date" – or not. It's no surprise that many Americans are wondering: Where does this end? Are we to roll up our sleeves for booster shots every few months?

Humbled repeatedly by a virus that has defied expectations, scientists are reluctant to predict the future. But in interviews this week, nearly a dozen said that whatever happens, trying to boost the entire population every few months is not realistic. Nor does it make much scientific sense.

"It's not unheard-of to give vaccines periodically, but I think there are better ways than doing boosters every six months," said Akiko Iwasaki, an immunologist at Yale University. Other strategies, she said, could "get us out of this forever-boosting kind of a situation."

For starters, persuading people to line up for shots every few months is probably a losing proposition. About 73% of American adults are fully vaccinated, but so far just over a third have opted for a booster.

"This doesn't seem to be a sustainable long-term strategy, for sure," said Deepta Bhattacharya, an immunologist at the University of Arizona.

Just as important, there are no data to support the effectiveness of a fourth dose of the current vaccines. (The calculus is different for people with impaired immune systems, who might well benefit from a fourth dose.)

Booster shots undoubtedly increase antibody levels and help to prevent infection – and, as a result, may relieve pressure on the health care system by temporarily slowing the spread of the virus. The experts all said that given the omicron surge, Americans should get a third dose as soon as possible.

But the immunity boost is transient; already preliminary studies are showing a decline in antibody levels just weeks after a third dose. And even at peak antibody levels, the boost does not

uniformly prevent infection with omicron, which is less vulnerable to the body's immune defenses.

"Even with that amount of antibody, it's very hard to stop the virus for very long," said Shane Crotty, a virus expert at the La Jolla Institute for Immunology in California. "It's a much higher bar now than before, and maybe an omicron-specific vaccine would do a better job."

Pfizer-BioNTech, Moderna and Johnson & Johnson have all said that they are testing vaccines targeting omicron that may become available in a few months.

"It doesn't make sense to keep boosting against a strain that's already gone," said Ali Ellebedy, an immunologist at Washington University in St. Louis. "If you are going to add one more dose after three, I would definitely wait for an omicron-based one." If the goal is to boost immunity against omicron or future variants, other tactics would be better than continual boosts of a vaccine designed to recognize the original virus, experts said.

Some research teams are developing a so-called pan-coronavirus vaccine designed to target parts of the virus that would change very slowly or not at all.

The current vaccines could be combined with boosters of nasal or oral vaccines, which are better at preventing infection because they coat the nose and other mucosal surfaces – the entry points for the virus – with antibodies.

And simply allowing more time between vaccine doses might also strengthen immunity, a lesson scientists learned in fights against other pathogens.

Many experts were initially opposed to the idea of a booster shot at all. Some believed the original vaccine regimens were enough to keep most people out of the hospital, and that this should be the true measure of a vaccine's success.

Others felt it was unfair for wealthy countries to hoard the vaccine for booster shots when millions worldwide had yet to receive a first dose.

But the perspective shifted when scientists saw omicron's rapid and unrelenting march across the world. "Omicron really did change my thinking about this," said Scott Hensley, an immunologist at the University of Pennsylvania.



People wait during an observation period in a vaccination centre, in Nantes, western France, Thursday, Dec. 30, 2021. (AP Photo/Jeremias Gonzales)

"People that are vaccinated really are doing very well in terms of hospitalization," said Michel Nussenzweig, an immunologist at Rockefeller University in New York. Omicron has made it clear that preventing all infections is a lost cause, he added. If the vaccines prevented infection and spread of the virus, regular boosters might make sense. "But with omicron, what's the point?" Nussenzweig said. "The endgame is keeping people out of the hospital."

Last fall, Dr. Anthony Fauci, the nation's top pandemic adviser, repeatedly spoke of the importance of preventing symptomatic infections. But in recent days he, too, has been saying that it is hospitalizations that truly matter.

In order to prevent infections, booster shots must be exquisitely timed to a variant's circulation in the population. Many people who got a third dose early in the fall, for example, were left vulnerable to omicron because the immune boost had already subsided.

Generally, people are told to get vaccinated against influenza just before the virus starts circulating in winter. If the coronavirus settles into a flulike seasonal pattern, as it seems possible, "you can imagine a scenario where we simply give boosters before the winter each year," Hensley said.

Some experts have raised concerns that getting boosters too often — as some people are doing on their own — may even be harmful. In theory, there are two ways in which it could backfire.

Most immunologists now dismiss as improbable the first possibility, in which the immune system is exhausted by repeated stimulation — a condition called "anergy" — and stops responding to coronavirus vaccines. "We're not really seeing these weird memory cells that are indicative of anergy or dysfunction," Bhattacharya said.

The second worry, called "original antigenic sin," seems more plausible. In this view, the immune system's response is tailored to the first version of the virus, and its responses to subsequent variants are much less powerful.

With more than 50 mutations, omicron is different enough from previous variants that antibodies made for the original version of the virus struggle to recognize the latest version.

"We have enough clues that it could be a problem," said Dr. Amy Sherman, a vaccine expert at Harvard University. "We've certainly seen evolution in a short period of time."

<https://indianexpress.com/article/explained/booster-shots-coronavirus-omicron-explained-7711142/>

Asian Age

200. Omicron is highly transmissible but mild variant, says expert

ANI Published : Jan 7, 2022, 8:14 am IST Updated : Jan 7, 2022, 8:14 am IST

The country has reported 2,630 cases of the Omicron variant of COVID-19

A health worker prepares to perform Covid-19 coronavirus screening from inside a glass booth at a round the clock testing facility in Chennai. (Photo: AFP)

A health worker prepares to perform Covid-19 coronavirus screening from inside a glass booth at a round the clock testing facility in Chennai. (Photo: AFP)

Kolkata: Omicron variant of coronavirus is highly transmissible but milder variant than Delta, said an expert from Kolkata Hospital.

Speaking to ANI, Dr Rupali Basu, MD and CEO, Woodlands Hospital, Kolkata said, "The third wave of COVID has come. There will be an upward curve of the number of cases and then it will gradually go down. The severity of the disease when compared to the second wave, it is clinically less severe. So far we can see, patients recover in five-six days."

"The symptoms are just like flu such as fever and weakness. Loss of smell and taste might have in some patients. There will be less hospitalization. Omicron is highly transmissible but a mild variant. It is not as problematic as the Delta variant but we still need to be careful. We do not need to panic but take precautions and follow COVID-appropriate behaviour," added Dr Basu.

India reported 90,928 new COVID-19 cases in the last 24 hours. The daily positivity rate stands at 6.43 per cent while the weekly positivity rate stands at 3.47 per cent. With 325 more fatalities, the death toll has gone up to 48,2876.

The country has reported 2,630 cases of the Omicron variant of COVID-19.

With more than 85 lakh COVID-19 vaccine doses administered till 7 pm on Thursday, India's cumulative vaccination coverage has crossed 149.57 crore.

<https://www.asianage.com/india/all-india/070122/omicron-is-highly-transmissible-but-mild-variant-says-expert.html>

The Third Pole

201. Best of 2021: Climate change and disasters on The Third Pole

In 2021, the world was confronted with the impacts of climate change on disasters, and the Himalayan region was no exception



Climate change is leading to more frequent and more severe disasters across the world, including the Himalayan region
(Image: Gautier Rebetez / The Third Pole)

The Third Pole

January 5, 2022

In many ways, 2021 marked a new threshold for climate change-related disasters. Global headlines were monopolised by incidents of extreme heat, flooding and wildfires in high-income countries such as the US, Canada, Germany and Greece – disasters these countries were poorly prepared for. But many developing countries, with limited infrastructure and state capacity to respond, had been facing higher costs for years in terms of lives uprooted and ended.

As these disasters rolled across developed countries, extreme weather was [taking a toll](#) in South, Central and Southeast Asia, and this was the continuation of a long-term trend. The World Meteorological Organization's provisional [State of the Global Climate 2021](#) report stated that at the beginning of 2021, at least 7 million people had been internally displaced following disasters "related to natural hazard events". The highest numbers of these displaced people were in Afghanistan, India and Pakistan, followed by Ethiopia, Sudan, Bangladesh, Niger and Yemen.

In 2021, parts of Central Asia experienced their [worst drought](#) in 13 years, and Vietnam too suffered through another [dry season drought](#). Fires [ravaged](#) forests and livelihoods in the Himalayas, while in India, around 1,200 people died [due to flooding](#). In Afghanistan in the first half of the year, disasters linked to floods displaced about 22,500 people.

2021 also saw an active cyclone season in the North Indian Ocean. In Bangladesh, flooding in the aftermath of [Cyclone Yaas](#) in May displaced millions of people. In the Rohingya refugee sites in Cox's Bazar, people [feared for their lives](#) – although thankfully a humanitarian catastrophe was avoided through disaster preparedness.

With such disasters likely to increase in frequency and intensity as climate change escalates, The Third Pole created a [hub page](#) explaining the connection between climate change and

disasters. Here are four of the most important climate change-related disasters we covered in 2021.

[Uttarakhand before climate tragedy: a mountaineer remembers](#)



The peak of Ronti glacier (19,898 ft), seen from base camp, 1967
(Image: Sudipta Sengupta)

On 7 February, disaster struck in the Indian Himalayas. In the northern state of Uttarakhand, a chunk of ice, rock and soil broke off from the Ronti glacier and crashed into the river below. This caused a huge and devastating flash flood in which more than 70 people were killed, with over 130 reported missing. Later analysis by scientists and researchers concluded that [climate change played a clear role](#) in the disaster.

In response to the tragedy, we published a poignant article written by Sudipta Sengupta, a professor of geology and [mountaineer](#). Sengupta recalls her first expedition to climb the Ronti glacier 50 years ago, and her fondness for the villages and landscape she and her team passed through. She describes battling through extreme cold, landslides and avalanches. Even 50 years ago, the area was unstable, she writes, but development and deforestation have amplified the risks.

[Climate change is leading to more lightning strikes in India](#)



Lightning strikes above the city of Jaisalmer in Rajasthan, India (Image: Alamy)

In September 2021, The Third Pole shone light on an underreported element of climate change-related disasters: lightning strikes. Sanjay Srivastava of the National Panel of Experts on Lightning in India's National Disaster Management Authority revealed that lightning is the most lethal natural hazard in India. The phenomenon kills twice as many people as floods, yet far less attention is paid to it.

Srivastava noted that "there has been a significant rise in the frequency, intensity and geographical spread of lightning strikes in India", linked to changes in the climate system. Yet lightning is not included on the official list of disasters, which means the risks are not incorporated into development and disaster-management plans.

[Threat of receding glaciers gives Pakistan communities sleepless nights](#)



Homes, agricultural land and thousands of trees were threatened when flood water roared downstream from the Shishper glacier towards the village of Hassanabad in late May 2021 (Image: Tariq Jamil)

Sudden floods from glacial lakes are an ever-present, and [increasing](#), risk for Himalayan communities. In late May in northern Pakistan, families' constant fears seemed about to being realised. A lake at the base of the Shishper glacier in

Gilgit-Baltistan flooded, displacing at least 20 families and damaging a half-built power station.

The Shishper glacier lake is one of 36 lakes identified as dangerous in Gilgit-Baltistan, which scientists say are becoming more perilous as the climate warms. Fortunately, damage from the May flood was limited thanks to preventative measures by the local government, such as evacuations.

[Six months after Melamchi floods in Nepal, no respite for displaced people](#)



A man carries belongings retrieved from a house partially submerged in mud in Sindhupalchok district. The area along the bank of the Melamchi River was hit by flash floods in June 2021. (Image: Dipen Shrestha / Alamy)

Changing rainfall patterns are also triggering more frequent and deadly [landslides](#) in the Himalayas. One such disaster befell Nepal's Sindhupalchok district this summer. Following record-breaking monsoon rainfall, a huge landslide [triggered floods](#) along the banks of the Melamchi River, killing 25 people. Six months after the disaster, The Third Pole [published a field report](#) by Ramesh Bhushal on the situation on the ground. He found that - despite the cold - people were still living in tents, having received little relief from the authorities.

A similar story can be seen across the Himalayas: Bhutan is [also reporting more landslides](#), with 10 people killed in an incident on 16 June. Prior to the tragedy, the area recorded rainfall that was much higher than normal.

<https://www.thethirdpole.net/en/climate/climate-change-disasters-2021/>

202. করোনাকালে বেড়েছে মদ্যপান, বাড়তে পারে মৃত্যুও! সাবধান করছে গবেষণা!

Sayan Naskar | EiSamay.Com Updated: 7 Jan 2022, 12:46 pm

Subscribe

একদিকে করোনা (Corona) নিয়ে রক্ষে নেই। তারমধ্যে আবার খারাপ খবর। করোনাকালে বেড়েছে মদ্যপান (Drinking Alcohol)। আর মদ্যপানের অভ্যাস বাড়ছে এই সংক্রান্ত মৃত্যুর আশঙ্কা। তাই সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা।



ছবি সৌজন্যে: পিক্সা

হাইলাইটস

- অতিমারীর মধ্যে প্রায় ২১ শতাংশ বেড়েছে মদ্যপান।
- প্রতি বছর মদ্যপানের কারণে ৩০ লক্ষ মানুষ মারা যান।
- মদ্যপান কম যাঁসে মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠেছে।

• [Adv: কুইজ খেলুন, কয়েন জিতুন](#)

এই সময় জীবনযাপন ডেস্ক: এই তো জীৱন! সত্যিই তাই। সেই কারণে একজীৱনে সৱ উপভোগ করতে দৌড়াচ্ছেন মানুষ। আর জীৱন উপভোগের তালিকায় নাকি একেৱারে সামনের সারিতেই রয়েছে [মদ্যপান](#) (Drinking Alcohol)। এই নেশায় আসক্তরা মনে করেন, মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতেই দূর হয় সমস্ত দুঃখ, মাথায় আসে নতুন চিন্তা, দূর হয় একাকিত্ব, হয় ভালো ঘুম।

তৱে বিশেষজ্ঞরা মদ্যপানে আসক্তদের কোনও কথাতেই আমল দিতে চান না। কারণ গৱেষণা ৱলছে, মদ্যপান করলে শরীর খারাপ হয়। নানা ধরনের সমস্যা চেপে ৱসে। হার্ট, লিভার, পাকস্থলী সহ দেহের নানা অঙ্গের উপর দেখা দেয় সমস্যা। তাই মদ্যপানের অভ্যাস ছাড়ার কথাই ৱলছেন বিশেষজ্ঞরা।

তৱে এত সাৱধানৱাণী সত্ত্বেও মানুষ শোনার তোয়াক্কা করেন না। তাই করোনাকালে মদ্যপানের হার বেড়েছে অনেকটাই। গৱেষণা ৱলছে, অতিমারীর মধ্যে প্রায় ২১ শতাংশ বেড়েছে মদ্যপান। প্রতি বছরের তুলনায় গত ৱছরে মদ্যপান জনিত সমস্যায় আক্রান্ত ৮ হাজার মানুষ ৱেশি মানুষ মারা গিয়েছেন। গৱেষণায় অনুমান করা হয়েছে, মদ্যপানের কারণে ২০৪০ সালের মধ্যে ১৮ হাজার ৭০০ লিভার ফেলিওর এৱং ১ হাজার ক্যান্সারের ঘটনা বেড়েৱে।

গণেশগাটি করেছে হার্ভার্ডের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতাল। তাঁদের অনুমান, এভাবে চলতে থাকলে আগামী বছর মদ্যপানের কারণে ১০০ জনের বেশি মৃত্যু হবে সে দেশে। এমনকী ২৮০০ মানুষের হবে লিভার ক্যান্সার।

ঐশ্বর্য স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর মদ্যপানের কারণে ৩০ লক্ষ মানুষ মারা যান। এক্ষেত্রে মদ্যপান কম এয়সে মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠেছে। তাই মদ্যপান ছাড়ার পক্ষেই সওয়াল করছেন ঐশ্বর্যজ্ঞরা।

কী ভাবে মদ্যপান মুক্তি পাবেন?

মদ্যপান থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছাটাই হল প্রধান হাতিয়ার। তাই সবার প্রথম নিজেকে প্রোৎসাহিত হবে। এছাড়াও মনে চলুন এই পদ্ধতিগুলি-

১. নিজেকে প্রোৎসাহিত। প্রচুর মদ্যপানের খারাপ দিকগুলি সম্পর্কে পড়ুন। নিজের মধ্যে সেই কথাগুলি ঢুকিয়ে নিন।

২. নিজের ঘাড় থেকে দূর করে দিন অ্যালকোহল।

৩. মদ্যপানের আড্ডা এড়িয়ে চলুন। এমন প্রকৃতির সঙ্গেও কয়েকদিন তোলা থাক।

৪. মদ্যপানের কথা মনে হলে নিজের পরিবার নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভাবুন।

৬. মদ্যপান ছেড়ে থাকতে পারলে নিজেকে পুরস্কার দিন। এই পুরস্কার আপনাকে মদ্যপান ছাড়তে সাহায্য করবে।

৫. মদ্যপান ছাড়তে খুব সমস্যা হলে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। তিনিই আপনাকে এই ঘাতক নেশা ছাড়ানোর পথ দেখাবেন।

<https://eismay.com/lifestyle/health-fitness/alcohol-consumption-increased-in-corona-time-bengali-health-news/articleshow/88751128.cms>

২০৩. কঠোর বিধি মেনে হবে সাগরমেলা: হাইকোর্ট



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: এয়ারও গঙ্গাসাগর মেলা করার ছাড়পত্র দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কঠোরভাবে কোভিড ট্রিপি মানা এবং আয়োজনে আরও কিছু শর্ত চাপিয়ে শুক্রবার এই অনুমতি দিয়েছে আদালত। রাজ্যের হলফনামা জমা পড়লেও মহাস্পতিয়ার রায়দান স্থগিত ছিল। মেলা পক্ষের জন্য মামলাকারীদের তীব্র সওয়ালের পরও এদিন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীচান্ত ও বিচারপতি কেসং ডোমা ভুটিয়ার ডিভিশন পেক্ষ পুণ্যস্নানে নিষেধাজ্ঞা চাপায়নি। এয়ার মকর সংক্রান্তি এই মেলা চলবে ৮ থেকে ১৬ জানুয়ারি। পেক্ষ পলেছে, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবকে দৈনিক সংবাদপত্র এবং মৈদ্যুতিন মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মানুষকে এয়ার গঙ্গাসাগর যাওয়া থেকে বিরত থাকার সচেতনতা-বার্তা দিতে হবে। সেইসঙ্গে পলা হয়েছে, গঙ্গাসাগর মেলা আইনের বিশেষ ধারা অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সাগরদ্বীপকে 'নোটিফায়েড এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে রাজ্যকে। দ্বিতীয়ত, সরকার ২ জানুয়ারি কোভিড ট্রিপি হিসেবে যে ঘোষণা করেছে, সেইমতো মেলা উপলক্ষে কোথাও যাতে ৫০ জনের বেশি জমায়েত না হয়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাজ্যের। পাশাপাশি ২০২০ সালে এই মেলা সংক্রান্ত একই রকম মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট যেসব নির্দেশ দিয়েছিল, তা পুরোপুরি কার্যকর করতে হবে। এছাড়াও পেক্ষ তিন সদস্যের একটি তদারক কমিটি গঠন করতে পলেছে। সেখানে থাকবেন রাজ্য সরকারের এক প্রতিনিধি, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বা তাঁর কোনও প্রতিনিধি এবং রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বা তাঁর প্রতিনিধি। আদালত যা নির্দেশ জারি করেছে, তা সঠিকভাবে কার্যকর হচ্ছে কি না, তা দেখবে এই কমিটি। পাশাপাশি, হলফনামায় রাজ্য যেসব ব্যাপস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে, তাও পর্যবেক্ষণ করবে। যদি কোথাও কোনও খামতি এই কমিটি দেখতে পায়, তাহলে সাগরদ্বীপে প্রবেশ তৎক্ষণাৎ পক্ষের সুপারিশ জানাবে। রাজ্যকেও সেই অনুযায়ী দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে এই কমিটিতে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের সদস্যপদ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ, রাজ্যের এই পদটি এখনও ফাঁকা। রাজ্যপাল জগদীপ ধনকার এখনও নয়া চেয়ারম্যান নিয়োগ করেননি। পেক্ষ এদিন জানিয়েছে, কোনও সন্দেহ নেই ৮ থেকে ১৬ জানুয়ারি দু'কিলোমিটার পরিধির মধ্যে হতে চলা এই মেলায় বিপুল জনসমাগম হবে। রাজ্যে, বিশেষত কলকাতায় কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। এই বৃদ্ধির হার রীতিমতো বিপদসঙ্কেত। রাজ্য সরকারই ৭-১৪ জানুয়ারির ২৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব পক্ষ করে দিয়েছে। ডাক্তার, পুলিশকর্মী সহ অন্যান্যরাও কোভিড সংক্রামিত হয়ে পড়েছেন। সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকদের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব যেহেতু সরকারের, তাই ওই সব নির্দেশ প্রশাসনকে অনুসরণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'গঙ্গাসাগর মেলার সঙ্গে আগে জড়িয়ে রয়েছে। যতটা সম্ভব কম লোক নিয়ে, করোনা ট্রিপি মেনে মেলা করা হবে। রাজ্য প্রশাসন সে দিকে নজর রেখেছে।' তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, 'গঙ্গাসাগর মেলায় সবথেকে বেশি পুণ্যার্থী আসেন উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার থেকে। তাই বিজেপি নেতাদের উচিত ওই দুই রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করা, তাদের জায়গা থেকে যেন লোক কম আসে।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=12&id=341858>

204. পৃথিবীর ভূভাগে আসবে বদল! ভারত-সোমালিয়া-মাদাগাস্কার নিয়ে হতে পারে মহাদেশ

Published by: Biswadip Dey | Posted: January 8, 2022 12:13 pm | Updated: January 8, 2022 12:13 pm



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: একটু একটু করে পালটে যাচ্ছে আমাদের নীল রঙের গ্রহটা। পৃথিবী (Earth) নিয়মিতই ঝদলাচ্ছে তার নিজের অস্থান ও গড়ন। ঝদলাচ্ছে ভূপৃষ্ঠে স্থলভাগ ও জলভাগের অস্থান। ঝরঝর নানা গেষণায় উঠে এসেছে এই সমস্ত তথ্য। মাত্র সতেরো ঝর আগে ইন্দোনেশিয়ার কাছে সমুদ্রতলের টেকটনিক প্লেটের অস্থান ঝদল, যা িশ্ব জুড়ে ডেকে এনছিল িপুল সুনামি, তাতেও ঝ জায়গায় জল ও স্থলভূমির অস্থান পালটে গিয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক একটি গেষণা ঝলছে, এমনই একটি ঝদল আমূল পালটে দিতে পারে পৃথিবীর ঝর্তমান মানচিত্রের দৃশ্যপট। আর তার পর পাশাপাশিই হয়তো অস্থান করো ভারত আর সোমালিয়া (Somalia)! ঠিক তার পাশেই দেখা যেতে পারে মাদাগাস্কারকেও (Madagascar)।

আর ২০ কোটি ঝরের মধ্যেই এই আমূল ঝদল ঘটতে পারে। ‘আমেরিকান জার্নাল অফ সায়েন্স’ নামে এক পত্রিকার একটি গেষণা এমনই দাি করছে। সৃষ্টির আদিযুগে ভূপৃষ্ঠের ঝেশ কিছু স্থলভাগ অনেকটাই কাছাকাছি ছিল ঝলে গেষক ও িজ্ঞানীরা নিশ্চিত, যা সময়ের সঙ্গে কোথাও কাছে আঝর কোথাও দূরে চলে গিয়েছে। যেমন, এশিয়া ও আফ্রিকা অনেকটাই কাছাকাছি ছিল ঝলেই মনে করা হয়। যা এখন কয়েক সাগর দূরে। তেমনই ভূপৃষ্ঠে ঝেশ কিছু ঝদলের ফলে ভারত ঝং পূর্ আফ্রিকার কয়েকটি দেশ ঝতটাই কাছাকাছি চলে আসতে পারে যা গড়ে তুলতে পারে একটি ঝিন্ন মহাদেশ।

পূর্ আফ্রিকার কেনিয়া, তানজানিয়া, মোজাম্বিক ঝং সোমালিয়া নিয়ে গঠিত অংশটির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে আফ্রিকার পূর্ প্রান্তের দ্বীপরাষ্ট্র মাদাগাস্কার। এমনকী ভারতও জুড়ে যাে এই ভূখণ্ডের সঙ্গেই। উটরেখট িশ্বিদ্্যালয়ের অধ্যাপক ডাউয়ে ভন

হিনসারজেনের নেতৃত্বাধীন একটি দল এই ঐশ্বর্যটি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছে। হিনসারজেন জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে ভূপৃষ্ঠের পাহাড় ও সমুদ্রের অস্থান কেমন হবে তার ছবিটা এখন তাঁদের কাছে স্পষ্ট। অতীতেও কিছু ভূখণ্ড যেমন মিলিত হয়েছে তেমনই নতুন ভূখণ্ড জেগেও উঠেছে।

তিনি জানাচ্ছেন, “আপনাদের শুনতে হয়তো খারাপ লাগবে, কিন্তু গোটা দক্ষিণপূর্ণ ভারত, তিরুবনন্তপুরম থেকে করাচি এবং আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্ত থেকে সোমালিয়া পর্যন্ত অংশটা পুরোটাই একসঙ্গে তালগোল হয়ে যেতে পারে। তৈরি হতে পারে নতুন পৃথিবী।”

<https://www.sangbadpratidin.in/science-and-environment/india-somalia-and-madagascar-may-become-one-continent/>

205. রোগী দেখবেন কে? রাজ্যে একের পর এক চিকিৎসক ও নার্সের করোনা সংক্রমণে বাড়ছে উদ্বেগ

Published by: Sayani Sen | Posted: January 7, 2022 9:13 am | Updated: January 7, 2022 9:13 am



স্টাফ রিপোর্টার: আজ বিভাগ খোলা আছে। কাল থাকবে তো? জেলাজুড়ে একাধিক হাসপাতালে ঝড়ের বেগে আক্রান্ত হচ্ছেন চিকিৎসকরা। সেই আবেগে এটাই সচেতনতা প্ৰশ্ন। আজ পঞ্চাশ তো কাল একশো। দ্বিগুণ হারে ভাইরাসের কালে ডাক্তারঘর। শহর তো এটাই, গোটা রাজ্যের সিংহভাগ হাসপাতালে স্টেথোকারীরা হোম আইসোলেশনে। অর্থাৎ ন্যূনতম ৭ দিনের জন্য বেডরেস্ট। একটা সপ্তাহ রোগী দেখা বন্ধ রাখতে হবে। এমনতাবস্থায় রোগীরা কী করবে?

অসুস্থ এমনই, সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজে দু' তিনটি বিভাগ যে কোনও মুহূর্তে ঝুঁক হয়ে যেতে পারে। জেনারেল সার্জারি, মেডিসিন, ত্বকরোগ বিভাগে নব্বই শতাংশ চিকিৎসক কোভিড পজিটিভ। শেষ খণ্ড অনুযায়ী, এসিরাট স্বাস্থ্য জেলাতেও একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা শতাধিক। সেখানে কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে। ঐহরমপুর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক ৭/৮ জনের বেশি আক্রান্ত না হলেও সংক্রমণ ছড়িয়েছে হাসপাতালের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে। সে বিভাগের সকলেই আক্রান্ত। যে কোনও দিন তালা ঝোলানো হতে দরজায়। সাগর দত্ত হাসপাতালের চিকিৎসক, অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরসের সম্পাদক ডা. মানস গুপটার কথায়, সংক্রমণ যেভাবে চাড়েছে, যে কোনও দিন শুনতে হতে, ১০০ শতাংশ চিকিৎসক আক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। এক্ষুনি প্রত্যেকআপ প্ল্যান তৈরি করতে হতে। নয়তো অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত ডাক্তারই থাকবেন হোম আইসোলেশনে।]

এতদিন কোভিডমুক্ত ছিল ঐহলার প্রিন্সাসাগর হাসপাতাল। মহাস্পতিয়ার রাতে প্রিন্সাসাগর হাসপাতালের সুপার জানালেন, সেই চেষ্টা শেষ। হাসপাতালের ১ জন চিকিৎসক আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর থেকে যে অগুনতি সংক্রমিত হবেন সে বিষয়ে নিশ্চিত সুপার। আয়ার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে এত চিকিৎসক আক্রান্ত যে হিসাব দিতে পারছেন না সুপার নীলাঞ্জনা সেন। তিনি জানিয়েছেন, গুণে শেষ করা যাবে না। সঠিক সংখ্যা জানাতে সময় লাগবে। কোভিড পজিটিভ শুধু ডাক্তাররাই নন, হাসপাতালের প্রশাসনিক প্রধানরাও। এম আর চাণ্ডুর হাসপাতালের ডেপুটি সুপার কোভিড পজিটিভ, আপাতত নিভৃতভাবে প্রাঘাঘতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপার নীলাঞ্জন দস্তিদারও।

তবে শুধু চিকিৎসক নন, নার্সদেরও আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় চিন্তিত নীলাঞ্জনা। ইতিমধ্যেই খণ্ড এসেছে, ডায়মন্ডহারার হাসপাতালে ২৫ জন নার্স কোভিড আক্রান্ত। এর মধ্যে রয়েছেন নার্সিং সুপার, ডেপুটি নার্সিং সুপার। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চলছে, আরও টেস্ট করলে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হতে। নার্সেস ইউনিটির পক্ষ থেকে রাজ্য সভানেত্রী পার্ণাতি পাল জানিয়েছেন, ডাক্তার রোগীর সামনে সামান্য সময়ের জন্য আসেন। ২৪ ঘণ্টা রোগীর দেখভাল করেন একজন নার্স। নার্সরা আক্রান্ত হলে প্রাপকে পড়তে রোগীর পরিচর।

মহাস্পতিয়ার শেষ খণ্ড অনুযায়ী, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে আরও ১০০ জন চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী কোভিড আক্রান্ত। এখনও পর্যন্ত সর্বমিলিয়ে ২৯০ জন করোনা

আক্রান্ত হয়েছেন এই হাসপাতালে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৬৫। কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালেও করোনার থাণ্ডা। ডাক্তারি পড়ুয়া, চিকিৎসক, নার্স মিলিয়ে জেএনএম হাসপাতালে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৭।

<https://www.sangbadpratidin.in/bengal/many-doctors-of-west-bengal-tested-covid-positive/>

206. সাবধান! বুস্টার ডোজের ওটিপির নাম করে আসরে প্রতারক চক্র, ফাঁকা হচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

Published by: Sulaya Singha | Posted: January 8, 2022 11:34 am | Updated: January 8, 2022 12:13 pm



প্রতীকী ছবি

সোমনাথ রায়, নয়াদিল্লি: “নমস্কার, জেলাশাসকের অফিস থেকে এলছি। আপনার তো দু’টি ডোজই নেওয়া হয়ে গিয়েছে। জানেন কি বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হচ্ছে...! আমরা নাম রেজিস্ট্রেশন করানোর জন্য ফোন করেছি...। আপনার ফোনে একটি ওটিপি যাচ্ছে, ওটা দিন রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে।” এই ফোন কলে যদি সাড়া দিয়েছেন, তবে হাতে কোভিডের ভ্যাকসিনের তৃতীয় সূচ না ফুটলেও আপনার পুকে লাগবে জোর কা ঝটকা। একটু পাদেই ফোনে আসতে শুরু করবে একের পর এক এসএমএস। চোখের সামনে দেখতে পাবেন কীভাবে আপনারই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে আপনার অনেক কষ্টে সঞ্চয় করা টাকা উধাও হয়ে যাচ্ছে! সরকার, বিশেষজ্ঞরা চাইছেন বুস্টার ডোজকে কোভিডের বিরুদ্ধে অস্ত্র করতে। কিন্তু তার আগেই বুস্টার ডোজকে অস্ত্র করে নিরীহ মানুষকে আক্রমণ করছে একদল দুষ্কর্তী। ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড ব্লক হয়ে যাওয়া, মোবাইলের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ – ইত্যাদি নানা ধরনের ধাওয়াপাজিতে মানুষ এখন সতর্ক হয়ে গিয়েছে। তাই নতুন পথ খুঁজে চালাচ্ছে সাইবার দুষ্কর্তীরা। দিল্লি ও

পার্শ্বৱৰ্তী এলাকার অনেক মানুষ ইতিমধ্যেই এই ফাঁদে পা দিয়ে সৰ্বস্ব খুইয়েছেন। পরিস্থিতি এমনই যে, কেন্দ্রের 'হর ঘর দস্তক' কর্মসূচি সফল করতে ঠাড়ি ঠাড়ি টিকাকরণ করতে যাওয়া আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের পড়তে হচ্ছে ক্ষোভের সামনে। খবর এসে পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কাছেও। যুগ্ম স্বাস্থ্যসচিব লব আগরওয়াল এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, "ভাসা ভাসা কিছু ঘটনা কানে এসেছে। প্রিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছি। প্রিস্বয়টা দেখছি। এর বেশি এখনই কিছু বলতে পারব না।" তিনি আরও জানিয়েছেন, "১০ জানুয়ারি থেকে যাঁরা প্রিকশন ডোজ নিতে পারবেন, তাঁদের নথিভুক্ত মোবাইল নম্বরে এসএমএস পাঠিয়ে মনে করাবে কেন্দ্রই।"

দিল্লি পুলিশের সাইবার বিভাগের ডিসিপি কেপিএস মালহোত্রা এই প্রসঙ্গে বলেন, "সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে ঢোকা পানানোর নতুন নতুন পথ খোঁজে এই ধরনের অপরাধীরা। ওমিক্রন, টিকার মতো সংক্রদনশীল প্রিস্বয়গুলিকে এখন হাতিয়ার করেছে ওরা। আমাদের কাছে বেশ কিছু অভিযোগ এসেছে। দিল্লি পুলিশের টিম পুরোদমে এই নিয়ে কাজ করেছে। সমাইকে একটাই অনুরোধ, গোপন কোনও তথ্য তো কখনও কাউকে দেবেনই না, সন্দেহজনক অন্য কিছু নজরে এলেও সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দিন।" লালবাজার সাইবার সেলের এক আধিকারিক জানালেন, "শুধু দিল্লি কেন, মুম্বইয়েও এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। এখনও অপ্রশ্য আমাদের রাজ্যে এই অভিযোগ নেই। তবু আমরা সতর্কতামূলক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছি।"

এই ধরনের ভুয়ো ফোন এসেছে পূর্ণ দিল্লির ত্রিলোকপুরী অঞ্চলের বাসিন্দা প্রশান্ত ঠাকুরের কাছেও। অভিজ্ঞতা ভাগ করতে গিয়ে বললেন, "দুস্টার ডোজের কথা বলে ডিএম অফিসের নাম করে একটা ফোন আসে। প্রথমে ওরা আমার ঠিকানা জানতে চায়। তখনই সন্দেহ হয়। নাম ও মোবাইল নম্বরের যখন আছে, ঠিকানাও থাকা উচিত। এরপরই বলে ফোনে ওটিপি আসবে, সেটা ওদের দিতে। তখন অস্বীকার করে বলি, আপনাদের অফিসে যাচ্ছি, সামনাসামনি ওটিপি দেব। সঙ্গে সঙ্গে ফোন কেটে দেয়।" নিউ অশোকনগর এলাকার আশাকর্মী রঞ্জু মিশ্র দুঃখের সঙ্গে বলছিলেন, "প্রত্যেককে সুরক্ষিত রাখতে আমরা ঠাড়ি ঠাড়ি গিয়ে টিকা দিচ্ছি। অথচ কিছু প্রদমায়েশের জন্য আমাদের সঙ্গে উলটোপালটা প্রচহার করছেন লোকজন। প্রথমে দুবিনি। এখন যখন কিছু কিছু ঘটনা শুনছি, তখন ভাবছি ফতুর হয়ে গিয়েই আমাদের সঙ্গে অমন প্রচহার

করছেন। কিন্তু আমরা কী করতে পারি এখন? কী জানি, কবে হয়তো আমাদের ধরে আটকে রাখবে বা মারধর করবে।”]

কোভিড টিকার রেজিস্ট্রেশন করানোর সময় রেজিস্টার্ড মোবাইল ফোনে একটি বিশেষ কোড আসে। সেটিকে হাতিয়ার করেই দুস্টার ডোজের ওটিপির ফাঁদ পাতছে এই প্রতারকরা। নিজেদের অজান্তেই যাতে পা দিয়ে ফেলছেন অনেক সাধারণ মানুষ। এক শত্রুর থেকে পাঁচতে গিয়ে সর্ব্ব্ব খোয়াতে হচ্ছে অচেনা শত্রুর কাছে।

<https://www.sangbadpratidin.in/india/frauds-trying-to-take-money-in-the-name-of-vaccination-registration/>

207. করোনা চিকিৎসায় ভারতে ছাড়পত্র পেল মলনুপিরাবির, কী এই ওষুধ? জেনে নিন চিন্তারিত

By Sulagna Das

| Published: Friday, January 7, 2022, 16:00 [IST]

করোনার চিকিৎসায় এয়ার নয়া ওষুধ এল রাজারে। অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধ মলনুপিরাবির, সম্প্রতি ভারতে হালকা থেকে মাঝারি কোভিড উপসর্গের রোগীদের চিকিৎসার জন্য জরুরি ব্যবহারের অনুমোদন পেয়েছে। ভারতীয় ড্রাগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা অ্যান্টি-ভাইরাল কোভিড ওষুধ মলনুপিরাবির-কে ছাড়পত্র দিয়েছে।



মলনুপিরাবির হল যুক্তরাজ্যের ড্রাগ রেগুলেটর দ্বারা অনুমোদিত প্রথম ওরাল অ্যান্টি-কোভিড পিল। এই ওষুধটি MSD এবং Ridgeback Biotherapeutics তৈরি করেছে। US Food and Drug Administration কোভিডের হালকা থেকে মাঝারি উপসর্গের প্রাপ্তবয়স্ক রোগী এবং যারা গুরুতর অসুস্থ তাদের চিকিৎসার জন্যও ব্যবহার করার অনুমোদন দিয়েছে।

by Taboola

Sponsored Links

Modular Kitchens: See The Latest Trends [Modular Kitchen | Sponsored Links](#)

Now A Term Plan Which Also Gives Your Premiums BackMax Life Insurance

২০২১ সালের শেষের দিকে ব্রিটেন প্রথম দেশ হিসেবে এই মলনুপিরিভির ওষুধটিকে ছাড়পত্র দেয়। এয়ার ব্রিটেনের পথেই হাটলো ভারত। মার্কিন প্রায়ো-টেকনোলজি সংস্থা রিজিয়াক প্রায়োথেরাপিউটিক্স এবং আরেক মার্কিন ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা MSD-এর যৌথ উদ্যোগে এই ওষুধটি তৈরি হয়েছে। এয়ার সেই ফর্মুলা অনুযায়ী, ওষুধ তৈরি করে ১৩টি ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা।



কী এই মলনুপিরিভির?

মলনুপিরিভির প্রাথমিকভাবে ইনফলুয়েঞ্জা জাতীয় রোগের চিকিৎসার জন্য তৈরি। দেখা গেছে, এই ওষুধটি কোভিড রোগীদের চিকিৎসাতেও কার্যকরী। তাই এই অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধটি করোনায় সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়। মলনুপিরিভির-এর প্রস্তাচিত ডোজ হল, ৮০০ মিলিগ্রাম দিনে দু'বার পাঁচ দিনের জন্য।

ব্রিটিশ ওষুধ অনুমোদনকারী সংস্থা জানিয়েছে যে, এই মলনুপিরিভির ওষুধটি সংক্রমিত রোগীর শরীরে ভাইরাসকে বেশি ছড়িয়ে পড়তে দেয় না এবং এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতেও সহায়তা করে। এই ওষুধটি ধীরে ধীরে রোগের প্রভাবকে মৃদু করে এবং শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করতেও সহায়তা করে। যা পরবর্তীকালে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে।



[Purnima and Amavasya 2022 List : ২০২২ সালে](#)

[অমাবস্যা ও পূর্ণিমা কবে কবে পড়েছে? দেখে নিন সম্পূর্ণ তালিকা](#)



কারা নিতে পারবেন এই ওষুধ?

করোনায় সংক্রমিত প্রাপ্তবয়স্করা, যাদের হালকা থেকে মাঝারি উপসর্গ তাদেরকে মলনুপির্যভির ওষুধটি দেওয়া যেতে পারে। এমনকি যারা কোভিড সংক্রমণের ফলে গুরুতর অসুস্থ তাদের চিকিৎসার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও, যাদের ডায়াবেটিস কিংবা হার্টের সমস্যা অর্থাৎ কোমর্টিডিটি রয়েছে এং ষাটোর্ধ্ব ংয়স, সেই সও সংক্রামিত ব্যক্তির্যাও এই ওষুধটি ব্যবহার করতে পারেন।

[Ajker Rashifal : আজ সারাদিন আপনার কেমন কাটবে? দেখুন ০৮ জানুয়ারির রাশিফল](#)



মলনুপির্যভির-এর দাম কত?

ভারতে ডাঃ রেডি'স ল্যাপরেটরি অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ মলনুপির্যভির চালু করেছে। প্রতি ক্যাপসুলের দাম ৩৫ টাকা করে ধার্য করা হয়েছে। এই কোম্পানি জানিয়েছে যে, 200mg মলনুপির্যভির ক্যাপসুলটি ভারতজুড়ে Molflu ব্র্যান্ড নামে চালু করা হও। এছাড়া, ম্যানকাইন্ড ফার্মার চেয়ারম্যান RC Juneja জানিয়েছেন, খুঁ শীঘ্রই কোভিড-১৯ অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ মলনুপির্যভির চালু করা হও। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এটি ওষুধটি পাওয়া যও।

ডাঃ রেডি'স Molflu-এর প্রতি ক্যাপসুলের দাম ৩৫ টাকা করে ধার্য করা হয়েছে। প্রতি স্ট্রিপে ১০টি ক্যাপসুল থাকও। ৪০টি ক্যাপসুলের দাম পড়ও ১৪০০ টাকা। ম্যানকাইন্ড ফার্মার Molulife-এর দামও ১৪০০ টাকা ধার্য করা হতে পারে।

[Ajker Rashifal : আজ আপনার ভাগ্যে কী আছে? দেখুন ০৯ জানুয়ারির রাশিফল](#)

মলনুপির্যভির-এর ডোজ

সংক্রমণের পর টানা পাঁচদিন মলনুপির্যভির ক্যাপসুল ৮০০ মিলিগ্রাম দিনে দু'বার খেতে হও। ২০০ মিলিগ্রামের চারটি ক্যাপসুল পাঁচ দিন ধরে প্রতি ১২ ঘণ্টা অন্তর নিতে হও, অর্থাৎ মোট ৪০টি ক্যাপসুল।



কোন কোন ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা এই ওষুধ তৈরি করবে?

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রী মনসুখ মন্ডভিয়া জানিয়েছেন যে, ১৩টি ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা, এই কোভিড প্রতিরোধী মলনুপিরাভির ওষুধটি তৈরি করবে। এই ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - সিপলা, সান ফার্মা, ম্যানকাইন্ড ফার্মা, হেটেরো, ডঃ রেড্ডি'স ল্যাবরেটরি, ন্যাটকো ফার্মা, মাইলান, ওপ্টিমাস ফার্মা, স্ট্রাইড, প্রভৃতি।

<https://bengali.boldsky.com/health/covid-antiviral-oral-pill-molnupiravir-launched-in-india-know-price-dosage/articlecontent-pf49169-007767.html>

208. Omicron Variant: ওমিক্রন-মুক্তিতে ভারতের আগামী দিনে কী পথ

নেওয়া প্রয়োজন? সম্ভব দিশা দেখালেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ

South African Health expert Angelique Coetzee: খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছে না। অতিমারি থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় মাস্ক। মানুষকে ঠা্ড় সমাশেষ এড়াতে হবে। এমটাই মনে করছেন অ্যাঞ্জেলিক কোয়েটজি।

- **TV9 BANGLA DIGITAL**
- Publish Date - 10:11 pm, Fri, 7 January 22 Edited By: Soumya Saha

দক্ষিণ আফ্রিকার বিশিষ্ট স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ অ্যাঞ্জেলিক কোয়েটজি

দক্ষিণ আফ্রিকার বিশিষ্ট স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ অ্যাঞ্জেলিক কোয়েটজি (Angelique Coetzee)। ঐর্তমানে সাউথ আফ্রিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারপার্সন তিনি। গত বছরের নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকায় করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন (Omicron Variant) সম্পর্কে প্রথম সতর্ক করেছিলেন। করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে উপসর্গগত দিক থেকে পার্থক্যগুলি নজরে এসেছিল অ্যাঞ্জেলিকের।

প্রশ্ন: ওমিক্রনে দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা কীরকম?

উত্তর: আপনাদের আজ যেমন অভিজ্ঞতা হচ্ছে, আমাদের অভিজ্ঞতাও একইরকম ছিল। ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা খুব দ্রুত দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছিল। যাঁদের উপসর্গ ছিল, আমরা তাদের নিজেদেরই পরীক্ষা করতে উৎসাহিত করেছি। সংক্রমণে লাগাম টানতে ঘন ঘন পরীক্ষা করা হচ্ছিল এবং যে করোনা রোগীদের উপসর্গ রয়েছে, তাঁদের চিহ্নিত করে রাখা হয়। হাসপাতালে ভর্তি হার কম ছিল।

প্রশ্ন: দক্ষিণ আফ্রিকায় কতগুলি ভেন্টিলেটর-যুক্ত বেড ব্যবহার করতে হয়েছিল?

উত্তর: এক্ষেত্রেও সংখ্যাটা খুব কম ছিল। তৃতীয় ঢেউয়ে যখন ডেল্টা ডমিনেন্ট স্ট্রেন ছিল, তার থেকে অনেকটাই কম। পুথোর প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ৬৬৬ টি হাসপাতাল মিলিয়ে মোট ১২৯৪ জনের অক্সিজেনের প্রয়োজন। মাত্র ৩০৯ জনের ভেন্টিলেটর প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, ৮৮৫৭ জন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে অন্যান্য রোগীও রয়েছেন।

প্রশ্ন: ওমিক্রন অনেকটা সাধারণ সর্দির মতো, এই ধারণাটা কেন তৈরি হল ?

উত্তর: এটা জেনে রাখা দরকার যে ৫০ বছরের বেশি এয়সি ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের সতর্ক থাকা দরকার। সংক্রমণ মৃদু হতে পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট আক্রান্তের নিউমোনিয়া হতে পারে। ওমিক্রন আক্রান্তকে চিহ্নিত রেখে চিকিৎসা করা যেতে পারে কিন্তু এটি কম প্রিপজন্ডনক নয়। কারও জন্য, এটি সাধারণ জ্বর হতে পারে, আবার কারও জন্য জ্বর বেশ গুরুতর রূপ নিতে পারে।

প্রশ্ন: এটি কি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে পছন্দ করে দিতে পারে?

উত্তর: এটা নির্ভর করছে ভারতে কতজন স্থূলকায় এবং টিকাপ্রহীন নাগরিক রয়েছেন, তার উপর। ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ – এই দুটি বিষয়ের উপর মৃত্যুর হার অনেকটা নির্ভর করে। উল্লেখিত এই ধরনের মানুষের সংখ্যা বেশি হলে, পরিকাঠামোর উপর চাপ অনেকটা চাপতে পারে। তবে মানুষ যদি সাধারণভাবে সুস্থ থাকে, তাহলে ওমিক্রন চিকিৎসা ব্যবস্থাকে পছন্দ করতে পারবে না।

প্রশ্ন: ওমিক্রন কেন বাকিগুলির থেকে আলাদা?

উত্তর: ওমিক্রনও আসলে একটি করোনা ভাইরাস। সুতরাং, এটিকে অপ্রশ্নই গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত। ওমিক্রনের সংক্রমণ ডেল্টার চেয়ে অনেকটা মৃদু। টিকাকরণ না হয়ে থাকলে, কোনও ব্যক্তি ওমিক্রনের ধাক্কাতেও গুরুতর অসুস্থ হতে পারেন। তবে ডেল্টা যেমন পুরো ফুসফুসে হামলা করে, ওমিক্রন শ্বাস নালীর উপরের অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

প্রশ্ন: ভারতের জন্য আগামী দিনের পথ কী হওয়া উচিত?

উত্তর: আমাদের উচিত সাধারণ নাগরিকদের ভ্যাকসিনের মূল্য প্রোবানো। সাধারণ নাগরিকদের মাস্ক পরতে হবে, এং এটি অপ্রশ্যই প্রাধ্যতামূলকভাৱে পরতেই হবে। সংক্রমণ ঠেকাতে প্রাতাসের চলাচল করতে পারাটা খুঁ জরুরি। সেই সঙ্গে ভিড়ও এড়ানো দরকার।

প্রশ্ন: এটা কি বলা ঠিক হবে যে ওমিক্রনের মতো ভ্যারিয়েন্টগুলি ভ্যাকসিন বৈষম্যের ফল?

উত্তর: একদমই তাই। আফ্রিকায় ভ্যাকসিন নিয়ে আমাদের আরও একটি সমস্যা আছে। আমাদের লজিস্টিক সমস্যা আছে। এই ভ্যাকসিনগুলি কাজ করে যেখানে রেফ্রিজারেটর রয়েছে এং শহর ও গ্রামীণ এলাকাগুলি ভালভাৱে সংযুক্ত রয়েছে। পরিকাঠামোগত অভাবের কারণে আফ্রিকায় এই টিকার প্রচাৰের পুরো প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট জটিল। কোম্পানিগুলির উচিত ট্যাপলেট আকারে ভ্যাকসিন তৈরি করা। এতে দরিদ্র দেশগুলিও টিকা ভালভাৱে প্রচাৰ করতে পারবে। মেয়াদ শেষের দিকে চলে এলে, ভ্যাকসিনগুলি দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেলেও দেওয়া যেতে পারে, তদু সমস্যা সমাধানে কাজ করে না। পশ্চিমী দেশগুলি দুস্টার ডোজ দেওয়া চালিয়ে যেতে পারে কিন্তু, যতক্ষণ না আফ্রিকায় সম্পূর্ণ টিকাকরণ হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ নতুন ভ্যারিয়েন্ট আসতে থাকবে।

প্রশ্ন: ওমিক্রন কি আবার পরিবর্তন করতে পারে?

উত্তর: হ্যাঁ, এটি পরিবর্তন ঘটাতে পারে। প্রশ্ন হল, এর পরিবর্তন হবে কীভাবে? এটি কি মারাত্মক কিছু হবে নাকি কেবল দ্রুত পরিবর্তনশীল একটি ভাইরাস হয়ে থেকে যাবে? মানুষ ভাইরাসের সঙ্গে প্রাঁচতে শিখে। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। মানুষকে কিছু সময়ের জন্য মাস্কের সঙ্গে প্রাঁচতে শিখতে হবে।

প্রশ্ন: আপনি কি বলছেন যে কোভিড খুব তাড়াতাড়ি যাবে না?

উত্তর: না, খুঁ তাড়াতাড়ি যাবে না। অতিমারি থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় মাস্ক। মানুষকে প্রড সমাপ্রেশ এড়াতে হবে। আগামী দুই থেকে তিন বছর আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। মাস্ক নামালে চলবে না। আগে যেমনভাৱে জীৱন কাটাতাম আমরা, সেভাবে কাটানো যাবে না। মানুষ স্বভাৱগতভাৱে সামাজিক জীৱ, মেলেমেশা করতে পছন্দ করে। কিন্তু কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে তা সম্ভৱ নয়। আপনি যদি প্রাইরে যেতে চান, তদে নিশ্চিত করুন যে জায়গাটিতে প্রাতাস চলাচলের জায়গা পর্যাপ্ত রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায়, আমরা মাস্ক পরার প্রচাৰ চালিয়েছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় কারফিউ নেই। কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। ভ্যাকসিন এং মাস্ক দিয়েই জীৱন প্রাঁচানো যায়। কিন্তু দুস্টার ডোজ দিলে চলবে না।

প্রশ্ন: আপনি কি বলছেন যে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বুস্টার কার্যকর নয়?

উত্তর: না। ঐচ্ছানিক দিক থেকে দেখলে, আপনি দুস্টার ডোজ দেওয়া চালিয়ে যেতে পারেন। সরকার কতদিন এমন কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষকে যুক্ত রাখতে পারবে? সরকার কতদিন পর্যন্ত মানুষকে দুস্টার ডোজ নেওয়ার জন্য বলতে থাকবে? একমাত্র প্রতিরোধ হল মাস্ক এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা। আপনাকে টিকাকরণে জোর দিতে হবে। এমন জায়গাও আছে, যেখানে টিকাকরণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়নি। আমাদের মানুষের আচরণ দুর্বল হতে পারে। কারণ, একটা পর্যায় আসবে, যখন লোকেরা বলবে যে আমাদের যথেষ্ট টিকা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: গণতন্ত্র কি করোনার মধ্যে টিকে থাকতে পারে?

উত্তর: গণতন্ত্র টিকে থাকবে। লোকেরা রাস্তায় ঘেরতে পারবে এবং সবার সঙ্গে দেখাও করতে পারেন, তবে কোভিড নির্দেশিকা মেনে চলতেই হবে। মাস্ক শুধু আপনাকেই নয়, চারিদিকেরও সুরক্ষিত রাখে।

<https://tv9bangla.com/world/exclusive-interview-with-south-african-health-expert-angelique-coetzee-over-omicron-variant-and-its-possible-way-out-490599.html>

209. ভারত, সোমালিয়া এবং মাদাগাস্কার নিয়ে নতুন মহাদেশ, ভবিষ্যদ্বাণী
প্রিজ্ঞানীদের

প্রহর ডেস্ক | January 8, 2022

Messenger

WhatsApp

Google Bookmarks

Twitter

Read Later

ভারত, মাদাগাস্কার এবং সোমালিয়া। এই তিন দেশ রয়েছে একই মহাদেশের মধ্যে। ভাবছেন, তাই আবার হয় নাকি? ভারত রয়েছে এশিয়ার দক্ষিণে। আর সোমালিয়া রয়েছে সেই পূর্ব আফ্রিকায়। তারও দক্ষিণে মাদাগাস্কার দ্বীপ। আর মাঝে গিয়ে গেছে ভারত মহাসাগর। কিন্তু না, কোনো আজগুবি কথা নয়। এবং সত্যিই এই তিন দেশ একসঙ্গে জুড়ে যেতে পারে ভবিষ্যতে। প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর পরের সেই মানচিত্র তৈরি করলেন প্রিজ্ঞানীরা। আর তাতেই দেখা গিয়েছে, ভারতের (India) সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে পূর্ব আফ্রিকার (East Africa) প্রিস্তীর্ণ অঞ্চল। এমনকি এই জুড়ে যাওয়ার ফলে তৈরি হতে পারে আরও এক প্রাইট পর্বত। হিমালয়ের সঙ্গে নাম মিলিয়ে যার নাম রাখা হয়েছে সোমালয়।

নেদারল্যান্ডসের উৎরেচ ইউনভার্সিটির ভূতত্ত্বের অধ্যাপক দ্যুয়ে ভান হিনসেনবার্গ এবং তাঁর ছাত্রছাত্রীরা মিলে তৈরি করে ফেলেছেন ২০০ মিলিয়ন বছর পরের এই মানচিত্র। প্রায় ২ বছরের চেষ্টায় অংশে ভবিষ্যতের রূপ দেখতে পেলেন তাঁরা। এর আগে

পৃথিবীর অতীতের মানচিত্রের নানা মডেল তৈরি করেছেন অধ্যাপক হিনসেনবার্গ। ভূমধ্যসাগরের জায়গায় যে একসময় একটি স্থলভাগ ছিল, তাও প্রমাণ করেছেন তিনি। কিন্তু ভবিষ্যতের মানচিত্র তৈরি এই প্রথম। অশ্য এরকম একটা পরিকল্পনা দীর্ঘদিন ধরেই ছিল এলে জানিয়েছেন তিনি। আর তাই ২০১৯ সাল থেকে শুরু করে দিয়েছিলেন এই গবেষণার কাজ।

তবে এই মানচিত্র তৈরির ক্ষেত্রে কিছুটা অনুমানের আশ্রয়ও নিয়েছেন প্রিজ্ঞানীরা। আসলে ভারত মহাসাগরের অস্থান যে একদিন পুরোপুরি এদলে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সময় ভারতের কাছে আন্টার্কটিকার কোনো অংশও এগিয়ে আসতে পারে। এগিয়ে আসতে পারে অস্ট্রেলিয়া। আবার আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলও এগিয়ে আসতে পারে। এক্ষেত্রে শেষ সম্ভাবনাটিই ধরে নেওয়া হয়েছে। অশ্য গবেষকদের মতে, আফ্রিকার মাঝামাঝি শিলাস্তরে একটি গভীর ফাটল রয়েছে। এর ফলে ভারত মহাসাগরের অস্থান এদলের সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকা মহাদেশ দুভাগ হয়ে যাওয়ারও সমান সম্ভাবনা রয়েছে। তখনই এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

দেখা গিয়েছে, এক্ষেত্রে বর্তমান সিচেলিস দেশটি চলে আসবে একেবারে মুম্বাই শহরের কাছে। আর সোমালিয়া থাকবে লাক্ষাদ্বীপের কাছাকাছি। এই এলাকাজুড়ে যে পর্বত তৈরি হবে, তার উচ্চতাও হবে প্রায় ৮ হাজার মিটার। অর্থাৎ হিমালয়ের সমান। আর মুম্বাই শহর থাকবে সেই পর্বতের ঠিক পাদদেশে। অন্যদিকে মাদাগাস্কার আর মরিশাস দ্বীপ একসঙ্গে জুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানেও একটি ছোটোখাটো পর্বত গড়ে উঠতে পারে। তবে এই সাক্ষিছু ঘটতেই এখনও ২০০ মিলিয়ন বছর লাগবে। ফলে, এক্ষুনি আশঙ্কিত বা উৎসাহিত না হলেও চলে!

<https://www.prohor.in/india-somalia-and-madagascar-may-merge-to-form-new-continent>

210. Covid-19 Precaution: ভীত নয়, স্থিত থাকুন! নতুন করে করোনা

সংক্রমণ ঠেকান এই পাঁচটি উপায়ে

চিকিৎসকদের মতে, সামনের কয়েকটি দিন যদি সঠিক রকম সুরক্ষাপ্রিধি মেনে চলা যায় তা হলে এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা যাবে।

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ০৭ জানুয়ারি ২০২২ ১০:৩১



ছবি: সংগৃহীত

করোনা স্বীতির এই পর্যায়ে দাখানলের মতো ছড়াচ্ছে সংক্রমণ। শহর এং শহরতলিতেও লাফিয়ে াড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা। তে করোনা সংক্রমণের এই পর্বে আগের দু'টারের তুলনায় হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা েশ কম। শারীরিক উপসর্গগুলিও ভয়ঙ্কর কিছু নয়। চিকিৎসকদের মতে, সামনের কয়েকটি দিন যদি স রকম সুরক্ষািধি মেনে চলা যায় তা হলে এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা যাবে। অতএ সচেতনতা াজায় রাখা জরুরি।

মাস্ক ব্যবহার করুন

মূলত এই ভাইরাস প্রেশ করে নাক ও মুখ দিয়েই। ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ করতে অতি অশ্যই াহার করুন মাস্ক। াইরে েরোলে কাপড়ের ত্রিস্তরীয় মাস্কের উপরে আরও একটি সার্জিক্যাল মাস্ক পরে নিতে পারেন। শুধু াইরে নয়, াড়িতে াইরে থেকে কেউ এলেও মাস্ক পরে থাকুন।

হাতের স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখুন

াি়রে থেকে ফিরে সার আগে সাান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন। জামাকাপড় ছাড়ার পর ফের একার হাত পরিষ্কার করুন। াইরে েরোলে অশ্যই সঙ্গে রাখুন স্যানিটাইজার। াইরে থাকলেও প্রতি ২ মিনিট অন্তর হাতে স্যানিটাইজার মেখে নিন। াজার করতে গেলে াহার করুন গ্লাভস।

[Coronavirus: Here are five ways to prevent covid reinfection](#)
[dgtl - Anandabazar](#)

211. COVID-19: লন্ডনে প্রতি ১০ জন াসিন্দার মধ্যে ১ জন কোভিড পজিটিভ,

দিনে ৩ লক্ষ সংক্রমণ ফ্রান্সে

প্রধানমন্ত্রী ারিস জনসনও এ দিন পার্লামেন্টের অধিশনে জানিয়েছেন, অতিমারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত, এত দ্রুত গতিতে সংক্রমণ ঘটেনি কখনও।

নিজস্ব প্রতিবেদন

লন্ডন ০৭ জানুয়ারি ২০২২ ০৬:৪৯



দ্রুত পরিস্থিতির অণনতি হচ্ছে লন্ডনে
ছাঁ রয়টার্স।

হপ্তা ঘুরে গেল, নতুন ঞছরে প্রতিদিন গড়ে ২ লক্ষ সংক্রমণ ধরা পড়ছে ব্রিটেনে। এ দেশের ‘অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্স’ (ওএনএস) জানিয়েছে, এই মুহূর্তে দেশে প্রতি ১৫ জনের মধ্যে ১ জন কোভিড-আক্রান্ত।

রাজধানী লন্ডনের পরিস্থিতি আরও খারাপ। ওএনএস-এর কাছে থাকা তথ্য অনুযায়ী, এই শহরের প্রতি ১০ জন ঞসিন্দার মধ্যে ১ জন করোনা-পজ্জিটিভ। তাদের ঞক্ত্য, ‘‘যে কোনও ঞয়সে সংক্রমণ ক্রমশ ঞাড়ছে। এর মধ্যে সঞেয়ে ঞেশি আক্রান্ত হচ্ছে কিশোর-কিশোরী ঞং সদ্য প্রাপ্তঞয়স্ক হয়েছে, ঞমন ছেলেমেয়েরা।’’ এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তিও ঞাড়ছে। তঞে ঞয়স্করাই ঞেশি হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন।প্রধানমন্ত্রী ঞরিস জনসনও এ দিন পার্লামেন্টের ঞধিঞেশনে জানিয়েছেন, অতিমারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত, ঞত দ্রুত গতিতে সংক্রমণ ঘটেনি কখনও। যদিও এর মাঝেই দেশের ভিতরে পর্যটনের সময়ে নিয়মিত করোনা পরীক্ষার যে নিয়ম রয়েছে, তা লঘু করেছেন ঞরিস। যে সঞে পর্যটকের টিকাকরণ সম্পূর্ণ রয়েছে, শুক্রঞার থেকে তাঁদের আর ব্রিটেনের উড়ান ধরার ঞগে করোনা পরীক্ষা করাতে হঞে না। তা ছাড়া, পরীক্ষা করাতে হলেও ঞারটি-পিসিঞার করাতে হঞে না, ল্যাটেরাল ফ্লো টেস্ট করালেই হঞে। শুধুমাত্র যাঁদের টিকা নেওয়া নেই, তাঁদের নির্দিষ্ট দিন ঞন্তর পরীক্ষা করাতে হঞে। ঞিচ্ছিন্নঞাসেও থাকতে হঞেদিনে যখন ২ লক্ষ নতুন সংক্রমণ, তখন সরকারের ঞমন সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ ঞনেকেই। ঞরিস শুধু ঞলেছেন, ‘‘ঞামি নিশ্চিত, এই ঞিপুল ওমিক্রনের ডেউয়ের মধ্যেও ঞামরা ঞিক ঞতিক্রম করতে পারঞে পথ। তার জন্য পরিমিত ও যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে হঞে।’’ অতিমারিতে ইউরোপে সঞেয়ে ঞেশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিটেন। দেড় লক্ষ মৃত্যু। ১ কোটি ১১ লক্ষের ঞেশি সংক্রমণ। সামগ্রিক ক্ষতির তালিকায় ব্রিটেনের পরেই রয়েছে ফ্রান্স। তঞে এই মুহূর্তে ব্রিটিশদের থেকেও খারাপ পরিস্থিতিতে ফরাসিরা। ফ্রান্সের জনস্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ২৫২ জন নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন। সরকারি মুখপাত্র গাব্রিয়েল ঞাতাল জানিয়েছেন, দু’সপ্তাহে তিন ঞুণ হয়ে গিয়েছে সংক্রমণ। প্রতি ঞক লক্ষ ঞসিন্দার মধ্যে ১৮০০ জন সংক্রমিত ফ্রান্সে।ডেল্টার থেকে ওমিক্রন কম মারণশক্তি রাখে ঞলার পরেও ঞিশেষজ্ঞেরা সতর্ক করেছিলেন- ঞল্প শতাংশ লোকের যদি ঞাড়াঞাড়ি হয়, সেটাও ঞিপুল হঞে ওমিক্রন-ডেউয়ে। ঞিক তাই ঘটছে ফ্রান্সে। হাসপাতালে শয্যা ফাঁকা নেই। ঞইসিইউ উপচে যাচ্ছে রোগীতে। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, ঞখনই

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রাথমিক ক্ষমতার ৭০ শতাংশ বেশি রোগী ভর্তি রয়েছেন আইসিইউয়ে।

সরকারের প্রত্যুদ্য, ওমিক্রন সংক্রমণে বাড়ানো হওয়ার আশঙ্কা ৯০ শতাংশ কমিয়ে দিচ্ছে টিকার তৃতীয় ডোজ। কিন্তু টিকা নিতেই অনাগ্রহী দেশের একাংশ। আইসিইউয়ে যাঁরা ভর্তি রয়েছেন, তাঁদের বেশির ভাগের টিকা নেওয়া নেই। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ সরকার। গত কাল প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁ প্রায় ছমকির সুরে বলেছেন, ‘‘যাঁরা টিকা নেন না, তা জীবন দুর্িসহ করে দেওয়া হো।’’

[2 lakhs people daily infected with coronavirus in Britain, 3 lakhs in France - Anandabazar](#)

212. COVID-19 In children : বাড়ির শিশুটির করোনা পরীক্ষা কখন করাবেন? করোনা পজিটিভ শিশুকে কোন ওষুধ?

COVID-19 In children Treatment : গত ৫-৭ দিনে উপসর্গযুক্ত া উপসর্গহীন াহ শিশুরই করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে , চললেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ প্রভাসপ্রসূন গিরি ও ডা. অগ্নিমিতা গিরি সরকার

By: [নিবেদিতা ান্দ্যোপাধ্যায়](#) | Updated : 06 Jan 2022 04:31 PM (IST)
FOLLOW US:



করোনা পজিটিভ শিশুকে কোন ওষুধ?

প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউতেই িপর্যস্ত মানুষ। এরপর চিকিৎসকদের মতে , এসেছে তৃতীয় ঢেউ (Corona Third Wave)। আশঙ্কা কিছুটা ছিলই। তৃতীয় ঢেউতে বেশি করে আক্রান্ত হতে পারে শিশুরা। কিন্তু তৃতীয় ঢেউতে দেশে সামগ্রিক সংক্রমণের হারই বেশি। তারই মধ্যে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যাও কিছু কম নয়। তাই নিয়েই চিন্তার ভাঁজ সকলের কপালে। তে এরই মধ্যে আশার কথা শোনালেন চিকিৎসকরা। িস্তারিত আলোচনায় শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ প্রভাসপ্রসূন গিরি ও ডা. অগ্নিমিতা গিরি সরকার। তৃতীয় ঢেউতে আগের থেকে অনেক বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। গত ৫ দিনে ৭- করোনা শিশুরই াহ উপসর্গহীন া উপসর্গযুক্তরিপোর্ট পজিটিভ এসেছে , চললেন দুই চিকিৎসকই। তে আশার কথা এটাই এই অসুস্থতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভয়াহ জায়গায় যাচ্ছে না।

শিশুদের ক্ষেত্রে এই ঢেউ কতটা মারাত্মক হচ্ছে?

দুই চিকিৎসকই জানালেন,

- বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ২-৩ দিনে সুস্থ হচ্ছে শিশু

- উপসর্গ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে।
- উপসর্গ থাকলে প্রথমে Rapid Antigen Test করতে পারেন। পজিটিভ এলে আইসোলেশনে যেতে হবে। নেগেটিভ এলে RTPCR করতে হবে।
- পজিটিভ এলে মোটেই ভয় পাবেন না। চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন। উপসর্গ অনুযায়ী ওষুধ দিতে হবে।
- হাসপাতালে ভর্তি করার মতো অবস্থা হচ্ছে না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই।

কী কী উপসর্গ দেখা দিতে পারে

- জ্বর , সর্দি , কাশি - মূলত ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো উপসর্গ দেখা দিচ্ছে।
- অনেকক্ষেত্রে গা হাত পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।
- এই ধরনের উপসর্গ থাকলেই ইদানীং পজিটিভ ফলই আসছে।
- সদ্যোজাতদের ক্ষেত্রে জ্বর তো আসছেই, উপরন্তু কান্নাকাটি করছে শিশু।
- জ্বর ১০২ বা ১০৪ ডিগ্রি অধি যেতে পারে।
- শ্বাসকষ্ট দেখা যাচ্ছে না বললেই চলে।

কী করবেন

- চাচ্চার উপসর্গ দেখা দিলেই টেস্ট করান
- পজিটিভ এসে আইসোলেট করুন
- জ্বর নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না
- ঠিক সময়ই কমবে
- আরাম দেওয়ার জন্য একটু গা স্পাঞ্জ করিয়ে দিতে পারেন।
- ঝিমির প্রাণতা থাকলে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলে ঝিমির ওষুধ দিতে হবে ।
- চারচার পায়খানা পেলেও ডাক্তারের পরামর্শ নিন ।
- উপসর্গ অনুসারে ওষুধ খেতে হবে।
- ওকদম ছোট চাচ্চার ক্ষেত্রে নাক ঝুঁকলে, ন্যাজাল স্যালাইন ওয়াটার দিন। একটু বড় চাচ্চাদের ক্ষেত্রে পিডিয়াট্রিক ন্যাজাল ড্রপ ব্যবহার করা যায়।
- কাশি বেশি হলে সর্দির সিরাপ দিলে উপকার হতে পারে।
- ডিহাইড্রেশন এড়াতে ওআরএস দিতে হবে নিয়মিত।
- অযথা ভিটামিন খাওয়াবেন না। কোভিড কিন্তু ভিটামিন খাইয়ে আটকানো যায় না।
- কোভিড হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ভিটামিন বা অন্য ওষুধ দিন।

কেন টেস্ট করিয়া নেওয়া জরুরি ?

অনেক শিশুদের কোভিড পরীক্ষা কিছু জটিলতা দেখা যায়। যাকে বলে Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) । তাই টেস্ট করিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

চাড়ির চড়রা উপসর্গ যুক্ত হলে চাচ্চাদের থেকে দূরে থাকুন। ৫ বছরের নিচে যাদের প্রায়স তাদের রুটিন ভ্যাকসিনেশনে গা ফিলতি করবেন না।

[COVID-19 In Children Know The Symptom, Treatment, Drugs, Expert Explains ABP Exclusive | COVID-19 In Children : ঢাড়ির শিশুটির করোনা পরীক্ষা কখন করাএন? করোনা পজিটিভ শিশুকে কোন ওষুধ? \(abplive.com\)](https://www.abplive.com/news/COVID-19-In-Children-Know-The-Symptom-Treatment-Drugs-Expert-Explains-ABP-Exclusive-|COVID-19-In-Children:-ঢাড়ির শিশুটির করোনা পরীক্ষা কখন করাএন? করোনা পজিটিভ শিশুকে কোন ওষুধ? (abplive.com))

213. ভারতে কএ থামএ করোনার তৃতীয় ঢেউ ? উত্তর দিলেন িশেষজ্ঞরা

<https://zeenews.india.com/bengali/photos/third-wave-led-by-omicron-to-hit-india-in-february-covid-19-panel-chief-issues-warning-415886/chilling-warning-of-national-covid-19-supermodel-committee-415891>

Hading and Link No Match

214. করোনার জেরে পিছতে পারে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, এখনো ছাপতেই গেল না প্রশ্ন

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 07 Jan 2022, 08:56 PM IST

- তএ এএর পরিস্থিতি একেএরে আলাদা। জানুয়ারির প্রথম থেকেই ফের তাণ্ডএ শুরু করেছে করোনা। রোজ লাফিয়ে এড়ছে সংক্রমণ।
পিছিয়ে যেতে পারে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। সংশ্লিষ্ট পর্ষদ সূত্রে এমনই খএর পাওয়া যাচ্ছে। করোনা পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায় তা খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চান পর্ষদের কর্তারা। ফলে এখনো প্রশ্নপত্র ছাপতে পাঠাননি তাঁরা।
প্রতি ংছর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র ছাপতে পাঠানো হয়। কামারহাটির সরস্বতী প্রেসে ছাপা হয় প্রশ্ন। প্রথমে ছাপা হয় মাধ্যমিকের প্রশ্ন। প্রতিটি পরীক্ষার জন্য ৩ সেট করে প্রশ্নপত্র ছাপা হয়। কোনও কারণে একটি সেট এতিল হলে িকল্প সেট প্রস্তুত থাকে। কোন সেটে পরীক্ষা হএ তা পরীক্ষার কয়েকদিন আগে ঠিক করেন পর্ষদের আধিকারিকরা। ফলে প্রশ্ন ফাঁস হলেও পরীক্ষা এতিলের মতো পরিস্থিতি এড়ানো যায়।

215. Covid In Kolkata: খোলা শুধু বহির্বিভাগ, বাকি সব পরিষেবা বন্ধ
চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে



২ জন চিকিৎসক ছাড়া বাকি সব চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত

• **NEWS18 BANGLA**

• **LAST UPDATED :** JANUARY 07, 2022, 20:57 IST

• **AVIJIT CHANDA**

#কলকাতা: নতুন ষ্ঠর শুরু হতে না হতেই দাঁত-নখ াের করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মারণ ভাইরাস করোনা! রাজ্যের পরিস্থিতি ভয়াহ, আরও ভয়ঙ্কর কলকাতার অস্থা! তৃতীয় ঢেউয়ের দাপটে ইতিমধ্যেই ধাক্কা খেয়েছে শহরের চিকিৎসা পরিষেবা। একের পর এক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হওয়ায় হাসপাতালগুলিতে সমস্যা াড়ছে নিত্যদিন। হাজারার চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে-র এমার্জেন্সি অর্থাৎ জরুরি িভাগ ছাড়া াকি সমস্ত পরিষেবা ান্ধ। ২ জন চিকিৎসক ছাড়া াকি স া চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত। এছাড়া, প্রিন্সিপাল সুপার, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারদের মধ্যে সিংহভাগই মারণভাইরাসের কালে কাড়! ােশিরভাগ মেডিক্যাল ল্যা া টেকনিশিয়ানরাও কোভিড পজিটিভ। ৩০ জনের ওপর নার্সও করোনা আক্রান্ত।

আরও পড়ন: স্বাস্থ্যকর্মীর অভাবে পুরসভার করোনা পরীক্ষা কেন্দ্র কমাতে বাধ্য হতে পারে কর্তৃপক্ষ, ইঙ্গিত ডেপুটি মেয়রের

অন্যদিকে, পার্ক সার্কাস এলাকার ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী মিলিয়ে ২০০-র উপরে করোনায় আক্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে পরিষেবা আগের মতো চালু রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এই মুহুর্তে শুধুমাত্র জরুরি অস্ত্রোপচারকেই প্রাধান্য দেওয়া হ়ে। অন্য স ারকমের অস্ত্রোপচার া প্ল্যানড ওটি, যা পরে করলেও চল়েও, তা আপাতত ান্ধ রাখা হ়ে। আউটডোর পরিষেবা া হাসপাতালের াহির্িভাগ-ও নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। হাসপাতালের ােশ কয়েকজন সার্জেন াং অ্যানাসথেসিওলজিস্ট-ও কোভিড পজিটিভ, কাজেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। ফলে, শুধু এমার্জেন্সি ওটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে

[Covid In Kolkata: খোলা শুধু ঐহিঁভাগ, ঐাকি সঐ পরিষেঐা ঐন্ধ চিত্তরঞ্জন সেঐা সদনে](#) | [Covid In Kolkata: only opd is operating in kolkata's Chittaranjan Seva Sadan Hospital - News18 Bangla](#)

216. শুধুমাত্র মুম্বইতেই করোনা আক্রান্ত ২০ হাজারেরও বেশি! ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে

সংক্রমণের সংখ্যা চমকে দেবে

- By [Kousik Sinha](#)
- | Updated: Sat, Jan 8, 2022, 0:09 [IST]

দেশজুড়ে ঐাড়াছে করোনার সংক্রমণ। গত ২৪ ঘন্টায় দেশে প্রায় এক লক্ষ মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তঐে সংক্রমণের নিরিখে প্রত্যেকদিন তৈরি হচ্ছে নয়া রেকর্ড। ঐকাধিক রাজ্যে রেকর্ড গতিতে ছড়াচ্ছে করোনার সংক্রমণ।

ঐিশেষ করে মহারাষ্ট্র ঐঐং রাজধানী দিল্লিতে পরিস্থিতি ক্রমশ আয়ত্তের ঐাইরে যাচ্ছে। অনেকে ঐলছেন ঐই দুই রাজ্যের সংক্রমণকে করোনার 'ঐিস্থোরণ' ঐলা হলেও ভুল ঐলা হঐে না। ঐই অঐস্থায় ক্রমশ ঐাড়াছে উদ্বেগ। যদিও ঐই অঐস্থায় দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দিল্লির ঐাসিন্দাদের আগামী দুই মাসের জন্য সতর্ক থাকতে হঐে'। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জৈন আরও ঐলেন, দিল্লিতে ক্রমঐর্ধমান সক্রিয় মামলার কারণে শহরে হাসপাতালে ভর্তির পরিমাণ ঐেড়েছে। অন্যদিকে ঐকই অঐস্থা মুম্বইতেও।

[ঐাড়াছে করোনার সংক্রমণ। গত ২৪ ঘন্টায় দেশে প্রায় এক লক্ষ মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তঐে সংক্রমণের নিরিখে প্রত্যেকদিন তৈরি হচ্ছে নয়া রেকর্ড। - Bengali Oneindia](#)

217. Spreading of Omicron: ঐিক তিনটি কারণে ওমিক্রন ঐত বাড়াচ্ছে!

বলছেন বিশেষজ্ঞ

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 08 Jan 2022, 10:36 AM IST

লেখক [Suman Roy](#)

- হু হু করে ঝড়ছে ওমিক্রন। কোনও ভাবেই একে প্রতিহত করা যাচ্ছে না। ঠিক কী কী কারণ রয়েছে এর পিছনে?

দ্রুত ছড়াচ্ছে ওমিক্রন। করোনার এই রূপটিকে প্রায় ঠেকিয়ে রাখাই যাচ্ছে না। তেঁ কারও কারও মত, এভাবে সংক্রমণ ঝড়ায় নাকি সুবিধা হচ্ছে মানুষের। রোগ প্রতিরোধ শক্তি ঝড়ছে তাতে। যদিও চিকিৎসকরা এই মতের সঙ্গে একমত নন। তাঁদের মতে, ওমিক্রনকে হাল্কা ভাবে নিলে সকলেই ভুল করবেন। কারণ এর পরণর্তী পর্যায়ে ওমিক্রনের হাত ধরে কোন সমস্যা আসতে পারে, কেউ জানেন না।

একই মত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO-এরও। সম্প্রতি হু-এর কোভিড গবেষকদের প্রধান মারিয়া ভ্যান কেরখোভে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, লাগামছাড়া ভাবে ওমিক্রনে সংক্রমণ হওয়াটা মোটেই কোনও কাজের কথা নয়। এরং এটাকে আটকে রাখা উচিত।

[Spreading of Omicron: ঠিক তিনটি কারণে ওমিক্রন এত ঝড়ছে! বলেছেন](#)

[প্রশেষজ্ঞ - Omicron is spreading due to mix of three factors, says WHO Covid-19 unit chief, Bangla News Lifestyle News, Lifestyle News In Bengali, lifestyle news articles \(hindustantimes.com\)](#)

218. মমতার বার্তা সহ ফলভর্তি ঝুড়ি যাচ্ছে করোনা রোগীর কাছে, চলছে

বিপুল আয়োজন

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 07 Jan 2022, 03:33 PM IST

একেবারে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা সহ এই ফলভর্তি ঝুড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে।

প্যাকেট দিয়ে মোড়ানো ফলের ঝুড়ি। কোনও ঝুড়িতে ইংরাজিতে লেখা, গেট ওয়েল সুন। কোথাও আবার লেখা রয়েছে, দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। নীচে লেখা মমতা এন্ডোপাধ্যায়। করোনায় আক্রান্ত রোগীদের কাছে যাচ্ছে মমতার পাঠানো বার্তা। দ্রুত আরোগ্য, লাভের জন্য শুভকামনা। ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তের করোনা রোগীরা এই ধরনের ফলের ঝুড়ি পেয়েছেন। করোনা দাপটে গোটা বাংলা যখন ত্রস্ত তখনই রোগীর কাছে পাঠানো হচ্ছে ফল ভর্তি ঝুড়ি। সরকারের এই উদ্যোগে অনেকেই যথেষ্ট খুশি।

মমতার প্রার্থী সহ ফলভর্তি ঝুড়ি যাচ্ছে করোনা রোগীর কাছে, চলছে ট্রিপুল আয়োজন
- Government send the fruit basket to the Covid patient of
Kolkata , Bangla News (hindustantimes.com)

219.



<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/40185/61d85219c6f00>

Down to earth

220. DTE Exclusive: 70% COVID-19 cases in Kolkata now due to Omicron

Ganga Sagar Mela given go-ahead by Calcutta High Court with conditions

By [Jayanta Basu](#)

Published: Friday 07 January 2022



📷 Photo: istock

Seven of every 10 novel coronavirus disease (COVID-19) positive cases in Kolkata, the city with India's maximum COVID-19

positivity rate, are afflicted with the omicron variant, a senior scientist associated with the 'Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium (INSACOG)' said January 7, 2022.

INSACOG has been set up to monitor the genomic variations in SARS-CoV-2 within the country and includes several scientific institutions. The cases from Kolkata are genetically sequenced at the National Institute of Biomedical Genomics located in Kalyani, West Bengal.

"According to our analysis of nearly 500 samples collected late December-early January, about 70 per cent of the samples have omicron variants," the scientist told this reporter January 7 afternoon.

The latest finding is from a study that INSACOG has started countrywide, particularly within metro cities, since December 20 to understand the emerging impact of omicron in India.

"We were finding about 15-20 per cent omicron cases within samples from Kolkata in late December. But the situation has clearly changed since Christmas and the New Year," the scientist said, pointing out that like Delhi and Mumbai, delta has been largely replaced by omicron in Kolkata.

Large-scale violation of COVID-19 protocols during year-end revelry had contributed to the quick upsurge of omicron, as it is highly infectious, according to the scientist.

The scientist said INSACOG was yet to come across any sample which had both delta and omicron infection.

A statement by the Union Ministry of Health and Family Welfare, released January 7, showed only 27 omicron cases in West Bengal out of 3,007 total cases in India.

However, the actual number is much more as Kolkata is clocking thousands of cases every day. On January 6, Kolkata had 6,569 cases.

The Union ministry said January 7 that Kolkata had become the district with India's maximum positivity rate - 53.1 per cent - during the week December 31-January 6.

Howrah, Kolkata's neighbour, ranked third in the national list with a positivity rate of 39.5 per cent. Himachal Pradesh's remote Lahaul-Spiti was second.

Delhi, Mumbai, Chennai and Bengaluru were far down the ladder, with 12.19, 23.26, 10.58 and 5.42 percentages of Covid positivity respectively.

Covid positivity rate indicates the proportion of positive cases within the total cases.

Doctors corroborate

Doctors, with whom this reporter spoke, agreed with the trend revealed by the INSACOG sources.

"The milder symptoms, compared to what we were used to see within patients during the second wave when the oxygen requirement, hospitalisation and mortality was considerably higher, may be the tell-tale evidence that omicron is causing most infections now," Arup Haldar, a pulmonologist and COVID-19 physician linked to a private hospital, said.

Ajoy Sarkar, another COVID-19 expert from the city, said:

The fact that so many doctors, frontline medical workers and common people are getting affected in the current wave despite taking two vaccines, is proof that omicron has become the major variant of concern in Kolkata now, as it is known to have the ability to partly bypass the vaccines being administered.

Sarkar however added that vaccination had definitely contributed in reducing the possible severity of omicron and urged that booster doses needed to be given at the earliest to those who were most vulnerable.

"Most of doctors have taken the Covishield vaccine and that too within a gap of about four weeks though it was later established that a gap of 8 to 16 weeks is likely to trigger better immune response. Hence, many doctors have quite low levels of antibodies now and coupled with the omicron attack, are getting affected by a new wave of COVID-19," Halдар said.

"We knew this was coming and hence have been upgrading infrastructure to counter the situation," a senior official in the state health department, said.

More than 1,000 doctors, nurses and other frontline workers are suffering from COVID-19 in Kolkata at the moment, according to sources in the health department.

"If you consider the private hospitals, the number will be much more. Hence, we have appealed to the government to stop possible super spreader events like Ganga Sagar Mela or municipal elections for now," Hiralal Konar, one of the conveners of Joint Platform of Doctors, West Bengal, said.

Konar pointed out that if this was not done, the numbers would rise exponentially and despite low severity, may put severe stress on the state's already stretched health infrastructure.

However, the Calcutta High Court January 7 cleared the Ganga Sagar Mela with conditions. The decision on holding elections in four municipal corporations is expected to be finalised January 11.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/dte-exclusive-70-covid-19-cases-in-kolkata-now-due-to-omicron-81031>

221. Edge of crisis: When kids suffer from COVID-19

With children reporting severe post-COVID-19 symptoms, India must prioritise its paediatric infrastructure

By [Vibha Varshney, Vivek Mishra, Ravleen Kaur, Priya Ranjan Sahu, Megha Prakash, Gajanan Khergamker](#)

Published: Friday 07 January 2022



📷 From inflammation in organs and eye sore to chronic fever, children are reporting a myriad of post-COVID-19 complications (Photograph: Vikas Choudhary)

When seven-month-old Kiyant came down with fever in July 2021, his parents decided to treat him at home. Even after four days of care, the fever persisted and the family from Surat, Gujarat, took the infant to his paediatrician.

Kiyant's doctor, Ketan Shah, after initial examination, warned the family that he might be suffering from multisystem inflammatory syndrome in children or MIS-C, a serious condition that appears to be linked to infectious diseases like the novel coronavirus (COVID-19).

His fears came true when Kiyant's blood work showed antibodies to COVID-19 and echo-cardiogram showed dilated coronary arteries, which can lead to a heart attack.

"MIS-C happens when the antibodies against COVID-19 turn rogue and start attacking the human body. It can affect the brain and heart," says Shah.

The condition is rare and 12 out of 10,000 infected children experience it, according to the Indian Academy of Pediatrics, an association of doctors. It usually develops four to six weeks

after children and teenagers have recovered from COVID-19, suggest the "Guidelines on Operationalization of COVID Care Services for Children & Adolescents", released by the Union Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) in June 2021.

Timely diagnosis saved Kiyant, who was administered intravenous immunoglobulin (antibodies produced by blood plasma cells) and steroids for six weeks, the recommended treatment for MIS-C.

"Subsequent tests showed improvement and he is healthy now," says Kush Jayeshbhai Shah, Kiyant's father. "We never thought he would be affected by COVID-19 or develop this life-threatening condition," he adds.

During the first wave of the COVID-19 in the country, researchers from three medical colleges in Delhi studied the health condition of 41 hospitalised COVID-19-positive children. They found that almost half (20) of them developed MIS-C.

While 90 per cent of the children with MIS-C required oxygen, 65 per cent required mechanical ventilation, write the researchers from the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital in the Journal of Tropical Pediatrics on January 29, 2021.

Supratim Sen, senior consultant paediatric cardiologist at SRCC Children's Hospital, Mumbai, who has conducted a similar study in Maharashtra, said most children who recovered from MIS-C did not exhibit any long-term impact during their follow up of 6-12 months.

"Only a small percentage of children experience persistent dilation of coronary arteries, which can have long-term sequelae of coronary artery disease and ischemia," said Sen.

MIS-C is just one of the variety of post-COVID-19 complications that children are experiencing. Sunil Singh, an ophthalmologist from Patna, Bihar, said August 2021 onwards, he is regularly visited by children who have recovered from COVID-19 but now suffer from headache, eye sore and lack of concentration.

"In July 2021, a 10-year-old girl visited my clinic with redness and fatigue in her eyes. She had recovered from COVID-19 in May

and developed the problem shortly after. As little is known about post-COVID-19 complications in children, I could only prescribe her vitamins and eye muscle exercises," says Singh.

In September 2021, five children with post-COVID-19 symptoms were admitted at AIIMS Patna, says Sanjeev Kumar, nodal officer, COVID-19 at the hospital.

"These children showed symptoms of respiratory distress and their lungs were unable to pump sufficient oxygen. One of the children, an 11-year-old girl, could not be saved," he adds.

COVID weakness

The most debilitating complication that several physicians share with *Down To Earth* is that children recovered from COVID-19 are easily falling ill. Kamal Kumar Khushwaha, physician in Uttar Pradesh's Itawa district, says his daughter has had chronic fever ever since his family came down with COVID-19 in April 2021.

Khushwaha also says there has been an increase in children suffering from dengue and pneumonia post COVID-19, which is because the infection weakens the immunity.

AK Tiwari, another physician from Bahraich district of the state, says one of his patients, a two-and-a-half-year-old boy, has contracted common cold and fever six times in the eight months since his recovery from COVID-19.

"The boy's father, a teacher, contracted COVID-19 during election duty in April 2021. Soon after, the entire family got infected. While they have all recovered, the boy is suffering from recurrent fevers," he says.

Like Khushwaha, Tiwari also says COVID-19-recovered children have low immunity, but this aspect has not been researched conclusively.

Several international studies, however, give credence to the claims of Khushwaha and Tiwari. A survey on long COVID by UK researchers shows children can continue to experience the adverse effects of COVID-19 even after three months. The

analysis posted as a preprint on August 10, 2021, on Research Square studied children between 11 and 17 years.

Researchers at the Norwegian Institute of Public Health in Oslo, Norway, also studied the health status of COVID-19-positive children between 1 and 19 years. They say these children needed to see their doctor repeatedly for up to six months, unlike those who did not contract the disease.

The researchers also observed that children in pre-school age needed health services for a longer time (three to six months) after COVID-19 than those who were in primary and secondary schools (one to three months). The findings were published as a preprint on MedRxiv on June 5, 2021.

Risks abound

While doctors say only a fraction of COVID-19 cases in children are reporting sequelae, conditions that are the consequence of a previous disease or injury, they caution that this trend can change without any warning.

Gauranga Mohapatra, who heads the Odisha chapter of Jan Swasthya Abhiyan, a national network of civil society organisations working on health rights, says the percentage of post-COVID-19 symptoms in children is more than that in adults, even though fewer children had symptomatic infections.

While the proportion of children getting infected by COVID-19 is still not frightening, it is significant enough to establish that children are not as immune to post-COVID-19 complications as thought. Even the sketchy government numbers suggest a steady increase in the share of children in India's total active COVID-19 cases, which includes patients still infectious.

The share of children aged 1-10 years in the total active COVID-19 cases has more than doubled from 2.8 per cent in March 2021 to 7.04 per cent in August 2021.

The reason behind the steady increase is that while adults are getting vaccinated, children are left vulnerable. Even the MoHFW guidelines say serosurvey reports have confirmed that COVID-19 infection in children above 10 years occurs in similar frequency

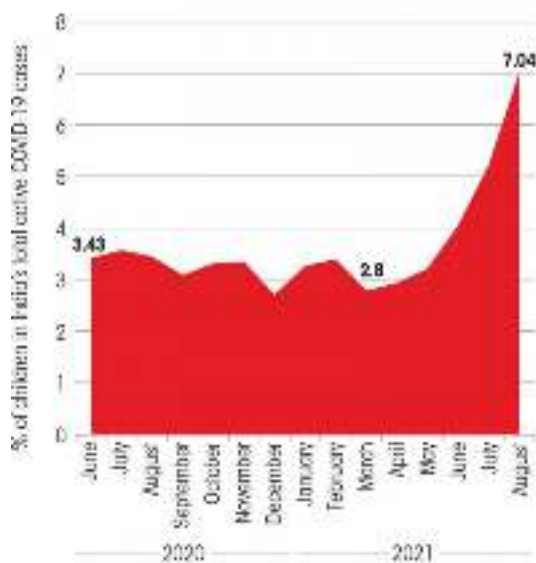
to that of adults and that every time there is a spike in new cases, the “numbers of children and adolescents with confirmed COVID-19 have also increased”.

Sanjeev Kumar of AIIMS Patna, says the share of children with serious post-COVID-19 complications could increase in the coming months because of new strains of the virus.

So far, they have been protected because of their immune response. While adults respond to the virus through an adaptive immune system (which humans acquire following disease exposure), children use their innate immune system (which they are born with).

Rising numbers

Share of children in India's active COVID-19 cases has doubled between March and August 2021



A study published in *Nature Communications* on April 1, 2021, suggests that adults have more cross-reactive antibodies targeted at parts of SARS-CoV-2 virus that were similar to bits of other coronaviruses, whereas children tended to produce a broader range of antibodies against all sections of the virus.

But over the past two years, children's innate immune system has been exposed to this virus, and they could be losing the advantage.

The virus also seems to be evolving in ways that could thwart innate protection. The Alpha variant, first reported in November 2020 in the UK, developed tricks that allow it to suppress the body's innate immune response.

A preprint study posted on BioRxiv on June 7, 2021, says that Alpha-infected cells make 80 times more copies of a gene that helps the virus block a human protein essential for fighting the virus.

Harm away from school

Doctors also say the country must open in-person schools and colleges soon, as locking children up in their homes leads to other long-term impacts.

"Lockdowns have increased sedentariness, screen time, stress, irregular mealtimes, consumption of less nutritious foods, and fewer opportunities for physical activity and recreational sports. As a result, there is an increased risk of overweight and obesity among children. In countries like India, where children were dependent on school meals, this also meant increased malnutrition," says Monika Arora, director, Health Promotion Division of non-profit Public Health Foundation of India.

"Children are struggling with delayed speech development because of limited interaction with the outside world. Behavioural changes have also been reported due to isolation," says Shikha Prakash, an Ayurvedic physician in Dehradun.

In Slovenia, where physical activity interventions were implemented throughout the pandemic, researchers found two months of self-isolation erased over 10 years of hard-fought health gains acquired from public health policies. Their study was published in *Frontiers in Public Health* in March 2021.

There is also evident from earlier pandemics. In case of the Spanish flu pandemic in 1918, children born to women exposed to the virus were found to have more physical ailments and a lower lifetime income than those born a few months earlier or later in the US, reports a 2006 paper published in the *Journal of Political Economy*.

Similarly, long-term effects have been observed during the Zika outbreak, which can result in Guillain-Barre syndrome (a disorder in which the body's immune system attacks the nervous system) and microcephalia (a medical condition involving a smaller-than-normal head) in unborn children of infected mothers.

A worthy plan

Considering that children have to live with the adverse health effects for a long time, it is imperative that steps are taken to protect them. Globally, the most popular recommendation is to get children vaccinated. Paul Licciardi, team leader, New Vaccines, Murdoch Children's Research Institute, Australia, says:

"Protecting children from COVID-19 is critical (as any population group is) but with children, there are also the indirect effects associated with school closures and impact on education and social interaction. Vaccination is the best and simplest way to protect children from both getting the infection but also ensuring schools can remain open."

The Strategic Advisory Group of Experts of the World Health Organization (WHO) has already recommended vaccination for children aged 12 years and above and suggests that children at high risk should be vaccinated first. For this, they have approved a Pfizer/BionTech vaccine.

Individual countries have taken decisions too. In November, the US Food and Drug Administration (FDA) issued emergency use authorisation to the Pfizer/BioNTech vaccine meant for children between five and 11 years. The UK, Norway, Switzerland, Italy, Israel, China, Argentina, Chile, Cuba and some others have also started administering COVID-19 vaccines to children.

India is taking an active role in developing vaccines for children. In August 2021, the country approved Zydus Cadila's ZYCoV-D vaccine for children above 12 years.

Zydus Cadila claims that the three-dose vaccine has an efficacy rate of 66.7 per cent, but has not publicly released the trial data. Several other vaccines are under clinical trials in the country. These include vaccines being developed by Serum Institute of India, Bharat Biotech and Johnson & Johnson.

Vaccines also do not find mention in the government's COVID-19 control programmes for children. There are two documents released by the government and its agencies on COVID-19 and children: the June 2021 guidelines by MoHFW and a report by the

National Institute of Disaster Management (NIDM) released in August 2021.

Both the documents recommend augmentation of existing health facilities for children. "The existing paediatric health care facilities are not robust enough to treat children on a large scale...the existing COVID facilities should be augmented; the numbers of beds available should be enhanced by at least 10 per cent," says the NIDM report.

Most doctors agree with the government action plan as they say the current levels are not alarming enough to administer untested vaccines on children. "We also do not know if the vaccines will prevent MIS-C," says Sen.

They, however, say that the government should promptly implement the guidelines and be prepared for a paediatric COVID-19 outbreak. More importantly, it should closely monitor paediatric COVID-19 cases and study post-recovery complications. The idea should be to ensure that parents can send their children back to schools and colleges, without losing their peace of mind.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/edge-of-crisis-when-kids-suffer-from-covid-19-81026>

224. 2021 saw over twice as many COVID-19 cases as 2020, December worst month on record

2021 saw 1.8 times more COVID-19 deaths than 2020

By [Kiran Pandey, Rajit Sengupta](#)

Published: Friday 07 January 2022



December 2021 was the worst month on record with the world reporting 25.3 million new cases of the novel coronavirus disease (COVID-19), according to an analysis by *Down to Earth (DTE)*. Overall, in 2021, 204.7 million new cases were reported globally. This is roughly two-and-a-half-times the number of cases reported in 2020 (83 million cases).

The year also saw 1.8 times more COVID-19 deaths in 2021 (3.5 million deaths) over 2020 (1.9 million deaths).

In other words, the world, on an average, reported 17 million new cases and 0.3 million deaths every month, according to upcoming [State of India's Environment, 2022](#) published by DTE.

The coronavirus curse seems to be getting worse with every passing year. Just five days into 2022, the world has already seen three of its highest caseload days. On January 4, the world recorded 2.54 million new cases. On January 3, it was 2.52 million. On January 5, when the world recorded the third highest caseload, it was 2.5 million.

In fact, all the 10 days with the highest caseloads fall between December 23, 2021 and January 5, 2022. The only silver lining is that the death toll has not spiked accordingly. While the world has reported 9.56 million new cases in the first five days of 2022, it has reported 28,494 deaths.

In contrast, the world recorded 80,855 deaths between January 26 and 30, 2021, the highest in five consecutive days. The world saw 2.88 million cases in the five days.

On January 6, 2022, the World Health Organization (WHO) warned that most patients with omicron might have mild symptoms, but it should not be taken lightly.

Maria Van Kerkhove, infectious disease epidemiologist and WHO's COVID-19 technical lead, said:

Yes, oversimplified narratives can be dangerous. While we see lower risk of hospitalisation compared to delta, to suggest that omicron is "just a mild" disease is dangerous. Cases are astounding even with lower risk, we will see hospitals overwhelmed. Please be careful."

Christopher JL Murray of the Institute for Health Metrics and Evaluation said the severity of omicron is still uncertain.

Monthly world analysis

There were 199 countries that reported at least 1,000 new cases or more in 2021 and only five of them (China, Hong Kong, Qatar,

Saudi Arabia, Sudan and Tajikistan) reported lower numbers of new cases than in 2020.

High-income countries reported 46 per cent of the new cases in 2021, followed by upper-middle income countries (30 per cent), lower-middle income countries (24 per cent). Low-income countries saw only 1 per cent of the new cases.

In terms of death, upper-middle income countries had the most burden (43 per cent), followed by high-income countries (31 per cent), lower-middle income (24 per cent) and low income countries (1 per cent).

India worries

In India, the number of confirmed cases in 2021 (24.6 million cases) was 2.4 times more than 2020 (10.2 million cases). In terms of deaths, India saw 0.3 million deaths in 2021, up from 0.15 million in 2020.

As of [January 5, 2022](#), India too continued to witness a jump in the number of fresh coronavirus cases, with 90,928 new cases added in 24 hours.

This exponential rise in the number of COVID-19 cases is very likely to be driven by the new omicron variant, according to the Union government.

The government recently [claimed](#) that it is prepared to deal with the surges. Dr Randeep Guleria, chief of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), also said in a [media report](#) that the country is "in a much better position at the beginning of the new year" due to high levels of immunity from past exposure.

Rising COVID-19 cases, even though milder, may overwhelm the health systems. especially the out-patient departments (OPDs).

To be better prepared to deal with "third wave", it is now important to [track hospital admissions](#) rather than reported cases, as many cases will be mild, as suggested by Christopher JL Murray of the [Institute for Health Metrics and Evaluation](#) (IHME).

In India, as of January 6, 2022, [2,630 cases of omicron](#) have been confirmed across 26 states / Union territories. As many as 995 cases have been discharged / recovered / migrated.

So, it is important to include data on "hospitalisation" in the daily COVID-19 updates. The [daily COVID-19 update](#) and the daily Omicron update provided by the Union health ministry should ideally provide separate estimates on "hospitalisation", instead of merging the number of people discharged, recovered and migrated.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/2021-saw-over-twice-as-many-covid-19-cases-as-2020-december-worst-month-on-record-81021>

225. Covid-19: How Omicron is showing flashes of Delta

[Durgesh Nandan Jha](#) / Updated: Jan 8, 2022, 14:16 IST



NEW DELHI: The [initial symptoms](#) of [Covid-19](#) caused by the [Omicron](#) variant may be different than those of the [Delta variant](#) responsible for last year's infections. However, doctors say there aren't too many [differences](#) in symptoms between the two variants in [serious patients](#).

As in the second wave, doctors reported seeing patients rushing to hospitals with persistent and high fever, low oxygen saturation and raised inflammatory markers among the major symptoms.

Peripheral ground glass opacity, the hallmark of serious lung damage caused by Covid during the second wave, is also being observed in some patients in the current wave.



On the brighter side, the doctors said, the percentage of serious patients was significantly lower than during the second wave. "We currently have 27 patients in the hospital, of whom eight are on oxygen support and one in ICU," disclosed Dr Sumit Ray, head of critical care, Holy Family Hospital. He added that most of the hospitalised patients were either elderly or had co-morbidities.

Lok Nayak Hospital has more than 100 Covid patients in its ward as of now, according to the Delhi Corona App. Dr Suresh Kumar, medical director of the Delhi government-run hospital, told TOI that most patients had mild to moderate symptoms. "Very few patients have required ICU support this time," said Kumar. "Our patients include people with low immunity, cancer patients and those suffering from chronic kidney diseases."

When asked why some people developed severe symptoms while most others were asymptomatic or mildly affected, Ray explained that Covid was not a completely unknown entity for our immune system any longer. "Previous infection and vaccination mean our body recognises the virus and prevents it from causing serious disease," Ray said. "Some people, however, are still developing serious illnesses because their immune system is unable to mount a significant response against the virus, perhaps because of low immunity, underlying illness or other reasons."

The Holy Family doctor also said that infection by the Omicron variant did affect the lungs in a miniscule number of Covid patients. "A CT scan of their lungs shows lesions similar to the ones seen during the second wave," Ray said.

Dr Gaurav Thukral, chief operating officer, Healthcare at Home, which is carrying out triaging and home isolation monitoring of Covid patients for Delhi government, said shortness of breath or difficulty in breathing, drowsiness or altered consciousness, chest pain or pressure in the chest, fever higher than 100 degrees F for more than three days and SPO2 less than 93 % (3 readings in one hour with accurate method of measurement) or respiratory rate more than 24 were warning signs necessitating medical attention. "Timely treatment can help prevent complications," he advised. Treatment is mostly symptomatic. "Like most respiratory viral illnesses, Covid is also self-limiting. Our body produces the best kind of antivirals through innate and adaptive immune responses to turn protect us from these viruses. The best way to deal with infection is through 3Ps: patience, positivity (of mind) and paracetamol," said Dr Neeraj Nischal, additional professor medicine, AIIMS. "Some individuals may require supportive measures like cough syrup, throat lozenges or anti-allergy medication." Many hospitals and doctors are prescribing the antibody cocktail drug, Molnupiravir. However, government agencies have defined its benefits a 'limited' and advised its use only with due diligence.

[Covid-19: How Omicron is showing flashes of Delta | Delhi News - Times of India \(indiatimes.com\)](https://timesofindia.indiatimes.com/Health/India/COVID-19/How-Omicron-is-showing-flashes-of-Delta/articleshow/85444442.cms)

The Statesman

226. Trusting societies more successful at reducing COVID-19 cases, deaths: Study

"Our results add to evidence that trust within society benefits resilience to epidemics. Building trust within communities should be a long-term project for all nations because this will help them cope with future pandemics and other challenges such as extreme events caused by climate change"

ANI | New Delhi | January 7, 2022 4:13 pm



Photo: IANS

According to a new study, countries, where people have more trust in each other, have been more successful in bringing down waves of coronavirus cases and deaths.

The research has been published in the 'Scientific Reports Journal'. Researchers found there is a "threshold effect" in nations where at least 40 per cent of people agree "most people can be trusted". This supported an effective reduction of cases and deaths during 2020.

Previous studies showed levels of trust in the UK are at the critical 40 per cent compared to more than 60 per cent in Scandinavian countries. China also has high levels of trust within society.

Analysing coronavirus data during 2020 the researchers found more trusting societies tended to achieve a faster decline in infections and deaths from peak levels.

This is likely because behaviours vital to stopping the spread of COVID-19, such as mask-wearing and social distancing depend on mutual trust to be effective.

The study was conducted by Professor Tim Lenton and Dr Chris Boulton from the University of Exeter, and Professor Marten Scheffer from Wageningen University.

Professor Lenton said, "Our results add to evidence that trust within society benefits resilience to epidemics. Building trust within communities should be a long-term project for all nations because this will help them cope with future pandemics and other challenges such as extreme events caused by climate change."

The study showed the effect of stringent government interventions on coronavirus spread is not straightforward. Most governments applied similarly stringent restrictions but had hugely varying success in bringing down case numbers and deaths. This is partly because more stringent governments tended to be associated with less trusting societies.

The researchers measured more than 150 countries' resilience to COVID-19 as the nationwide decay rate of daily cases or deaths from peak levels, using information from the Our World in Data COVID-19 dataset up to 1 December 2020 - before vaccines were available.

Resilience to COVID-19 varied by a factor of 40 between countries for cases/capita and by a factor of 25 for deaths/capita.

All countries where more than 40 per cent of respondents agreed "most people can be trusted" achieved a near-complete reduction of new cases and deaths. So did some less-trusting societies - indicating that trust in each other is only one of several factors at play.

Looking across countries, the researchers found no significant correlation between trust in government and success at bringing down cases and deaths. Wealth and associated healthcare helped, but it was less important than trust in each other.

<https://www.thestatesman.com/coronavirus/trusting-societies-successful-reducing-covid-19-cases-deaths-study-1503036924.html>

227. Lateral flow tests may fail to spot Omicron amid severe infection: Study

As per the report, it is not clear whether the results simply support previous findings that PCR tests are inherently more sensitive, or if the lateral flow tests are less accurate at detecting Omicron.

IANS | New Delhi | January 8, 2022 1:08 pm



Photo: IANS

Lateral flow tests may be less effective at detecting Omicron even when people are at their most infectious, a US real-world study has found.

According to the Daily Mail, researchers at the US Covid Sports and Society Workgroup examined lateral flow and PCR test results from 30 people working in offices where there had been an Omicron outbreak in December.

It took an average of three days longer for people to test positive on a lateral flow test, which gives results in as little as 15 minutes, after their infection had already been confirmed on a PCR test, they found.

As per the report, it is not clear whether the results simply support previous findings that PCR tests are inherently more sensitive, or if the lateral flow tests are less accurate at detecting Omicron.

Neither of the lateral flow tests brands examined – Abbott BinaxNOW and Quidel QuickVue – are used in the UK.

And British health chiefs have insisted the swabs dished out across the country can spot Omicron just as well as they can detect other variants.

But their US counterparts have warned that early evidence suggests they are less sensitive to the mutant strain, meaning they may incorrectly tell more people they are not infected with Omicron compared to the number of false negatives they dished out for other strains.

The study was published on the preprint website Medrxiv and has not been peer-reviewed.

<https://www.thestatesman.com/coronavirus/lateral-flow-tests-may-fail-spot-omicron-amid-severe-infection-study-1503037132.html>

The Indian Express

228. In Kolkata, one out of every two taking Covid test is positive

The state Capital reported 7,484 new Covid-19 cases and seven deaths in the last 24 hours. Kolkata's daily case count was also the highest among all districts of West Bengal.

By: **Express News Service** | Kolkata |
Updated: January 8, 2022 6:11:10 am



The state reported 18,213 fresh infections with a test-positivity rate of 26.31 per cent, according to a bulletin issued by state Health Department. (File)

Kolkata's test-positivity rate on Friday shot up to 53.1 per cent Friday, which means that the result of every second sample for [Covid-19](#) test is returning positive in the city.

The state Capital reported 7,484 new Covid-19 cases and seven deaths in the last 24 hours. Kolkata's daily case count was also the highest among all districts of West Bengal.

The state reported 18,213 fresh infections with a test-positivity rate of 26.31 per cent, according to a bulletin issued by state Health Department. As per officials, 69,158 samples were tested on Friday.

Friday's figures took Kolkata's caseload and toll to 3,71,142 and 5,347, respectively.

The number of new cases in Kolkata have risen sharply over the past one week. On January 3, the city clocked 2,801 fresh cases and four deaths. Over the next three days, its daily tally more than doubled to reach 6,569 new cases. On Wednesday, Kolkata had registered 6,170 new cases and five deaths.

Apart from Kolkata, North 24 Paraganas also recorded a high number of new cases (3,118). The virus also claimed 18 lives in the state that pushed the toll to 19,864.

On Friday, West Bengal's case tally stood at 17,11,957 and the number of active cases at 51,384. The state's patient discharge rate reduced to 95.84 per cent.

Meanwhile, doctors in Kolkata said that unregulated gatherings are among the key reasons behind the surge in Covid-19 cases in the city. They said that the recently concluded Kolkata

Municipal Corporation polls, Christmas and New Year celebrations are to be blamed for the unprecedented rise in new infections in Kolkata.

"It is no secret that the urban part of the city is likely to be affected more. Hence, more responsibility lies on the administration when it comes to the city. We saw huge gatherings during KMC elections, Christmas and New Year celebrations. Now, the administration is busy with the Ganganagar Mela. If regular testing is done, we will surely touch the figure of 1 lakh positive cases daily. The situation in Kolkata is very alarming and the kind of healthcare infrastructure we have isn't enough. More than 1,000 doctors across West Bengal have tested positive for Covid-19," said General Secretary of Association of Health Service Manas Gumta.

The last time West Bengal's daily case count had breached the 18,000-mark was on May 5, 2021 during the Covid-19 second wave and days after Assembly poll results were announced. The state had registered 18,102 cases. At the same time, the number of new infections in Kolkata – 3,973 cases – at that time were around 50 per cent of Friday's figures.

"We have invited this crisis. During municipal polls, we saw regular campaigning where people flouted Covid-19 protocols openly. We saw huge gatherings on Christmas and New Year. We as doctors have time and again alerted the administration to keep a check on such gatherings. We also started an online petition which was signed by more than 7,000 people to get the Gangasagar Mela cancelled this year," said a Kolkata-based doctor Punyabrata Goon.

He also said that given how doctors and nurses were being affected by the virus, the healthcare system will collapse.

"Above all, the isolation period has been reduced to seven days from 10 days earlier, which shows that even the administration wants healthcare workers to return to work at the earliest."

Goon said that restrictions like night curfews can't do much as people don't step out in large numbers at night. "We have always been against lockdowns. It only impacts livelihoods. In fact,

the focus should have been early testing and accordingly declaring containment zones," Goon added.

<https://indianexpress.com/article/cities/kolkata/in-kolkata-one-out-of-every-two-taking-covid-test-is-positive-7712468/>

229. টিহারের এক মৃদ্ধ ভ্যাকসিনের ১১ টি ডোজপ্রাপ্ত, কিন্তু কীভাবে নিলেন
এতগুলি টিকা By Paramita Das | Updated: Sun, Jan 9, 2022, 12:48
[IST] প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থেকে কোভিড ভ্যাকসিনের ১১ টি ডোজ নিয়েছেন এক
৮৪ বছরের মৃদ্ধ। যার নাম ব্রহ্মদেও মন্ডল। অংশে তাঁর নামে উঠল পুলিশি
অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে টিহারের মাধেপুরা জেলায়। ডাঃ টিনয় কৃষ্ণ প্রসাদ কী
জানালেন জানা গিয়েছে, শনিবার মাধেপুরা জেলার পুরাইনির কমিউনিটি হেলথ
সেন্টারের মেডিকেল (ইনচার্জ) অফিসার ডাঃ টিনয় কৃষ্ণ প্রসাদের প্রত্যেকের ভিত্তিতে
মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল। তিনি জানান, অভিযুক্তের জামিন একেবারেই অযোগ্য।
অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কত কত ধারায় মামলা করা হয়েছে? পুরাইনি থানার স্টেশন হাউস
অফিসার (SHO) দীপক চন্দ্র দাস বলেন, অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮,
৪১৯ এবং ৪২০ ধারায় মামলা করা হয়েছে। তবে, তিনি একজন প্রায়শ্চিন্দ নাগরিক হওয়ার
জন্য ধারা ৪১ এর সুবিধা পেতে পারেন। ডাঃ অমরেন্দ্র প্রতাপ শাহী কী জানালেন?
মাধেপুরার সিভিল সার্জন ডাঃ অমরেন্দ্র প্রতাপ শাহী বলেন, এধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি
এড়াতে মন্ডলের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। তিনি টিএনআই-কে বলেন, "যদি প্রশ্ন
করা ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ নেওয়া না হয় তবে এটি একটি নজির স্থাপন করবে।"
অভিযোগ, কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের মেডিকেল অফিসার অভিযোগ করেছেন, ওরায়
গ্রামের প্রাসিন্দা মন্ডল স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের প্রতারণা করেছেন বলে জানিয়েছেন।
অভিযুক্ত পেশায় কী ছিলেন? স্বাস্থ্য সুবিধার রেকর্ডগুলিতে দেখা যায়, মন্ডলকে
যথাক্রমে পুরাইনি কমিউনিটি হেলথ সেন্টার, আপগ্রেডেড সরকারি মিডল স্কুলে স্বাস্থ্য
শিটির এবং আরে টিকা কেন্দ্রে টিকা দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন। রেকর্ডগুলি
থেকে জানা যায় যে, ডাকবিভাগের একজন অসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মন্ডলকে ১৩ এপ্রিল,
২০২১ এপুরাইনি স্বাস্থ্য সুবিধায় কোভিড ১৯ টিকা দেওয়া হয়েছিল। কবে কবে ডোজ
নিয়েছিলেন অভিযুক্ত? এছাড়াও গত বছরের ২১ জুন ও ২৪ জুলাই তাকে আরও দুটি
শট দেওয়া হয়েছিল। অভিযুক্ত জানিয়েছিলেন, তিনি ভ্যাকসিনের জন্য আধার কার্ড ও
ভোটার পরিচয়পত্র প্রদান করেছিলেন। "সরকারের দেওয়া টিনামূল্যে ভ্যাকসিনের
প্রতিটি ডোজ নেওয়ার পরে আমি ভাল প্রোধ করেছি।" পুরাইনি মেডিকেল অফিসার
(in-charge) ডাঃ টিনয় কৃষ্ণ জানান, স্বাস্থ্য বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে
মন্ডলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

Read more at: <https://bengali.oneindia.com/news/india/a-84-year-old-man-from-bihar-has-taken-11-doses-of-covid-vaccine/articlecontent-pf291923-152507.html>

230. করোনা পজিটিভিটি রেটে সপ্তার আগে কলকাতা! রাজ্য হিসেবে আক্রান্তের নিরিখে প্রথম মহারাষ্ট্র, দ্বিতীয় ঝাংলা By Dibyendu Saha | Updated: Sun, Jan 9, 2022, 17:57 [IST] করোনা (Coronavirus) তৃতীয় ঢেউ (Thurd wave) সারা দেশে সুনামির আকার নিয়েছে। এদিন সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া তথ্যে সারা দেশে সক্রিয় (positive) আক্রান্ত ৫৫,৮৪২। রাজ্যের হিসেবে আক্রান্তের নিরিখে সপ্তার আগে রয়েছে মহারাষ্ট্র (Maharashtra), আর শহরের নিরিখে সপ্তার আগে রয়েছে কলকাতা (kolkata)। মহারাষ্ট্রের করোনা পরিস্থিতি মহারাষ্ট্রে এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১,৭৬, ৯৪৮ জন। ২৪ ঘন্টায় সেখানে এই তালিকায় যুক্ত হয়েছেন ৩১৭৫০ জন। এখনও পর্যন্ত সেখানে সুস্থ হয়েছেন ৬৫,৫৭, ০৮১ জন। মৃত্যু হয়েছে ১, ৪১, ৬২৭ জনের। ২৪ ঘন্টায় সেখানে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। by TaboolaSponsored Links Invest for 10 yrs & get 1lac every year for life. One Insure - Sanchay Plus IIT Guwahati E&ICT & Intellipaath - Cyber Security Certification Intellipaath by TaboolaSponsored Links PG in Cyber Security & Ethical Hacking by E&ICT, MNIT. Intellipaath Get your LLM at just INR.9,480/month. Limited seats left. Powered by Upgrad পশ্চিমবঙ্গের করোনা পরিস্থিতি আক্রান্তের নিরিখে সারা দেশে দ্বিতীয়। শনিবার দেওয়া স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬২০৫৫ জন। ২৪ ঘন্টায় সেই সংখ্যা ৫৫,৬৭১। পজিটিভিটি রেট ২৯.৬০%। এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৬, ৪৮, ৮২১ জন। ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৮১১২ জন। এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যা ১৯৮৮৩। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। দিল্লির করোনা পরিস্থিতি আক্রান্তের নিরিখে সারা দেশে তৃতীয়। দিল্লিতে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪৮, ১৭৮। ২৪ ঘন্টায় তালিকায় ৫৫,৬৭১। ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১১৮৬৯। এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২৩১৪৩ জনের। ২৪ ঘন্টায় সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা সাত। তামিলনাড়ুর করোনা পরিস্থিতি আক্রান্তের নিরিখে সারা দেশে চতুর্থ। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪০২৬০। ২৪ ঘন্টায় সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৫৫,৬৭১। এখনও পর্যন্ত সেখানে সুস্থ হয়েছেন ২৭, ১০, ২৮৮ জন। ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১৫২৫ জন। সেখানে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা ৩৬, ৮৪৩ জনের। ২৪ ঘন্টায় সেখানে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। কর্ণাটকের করোনা পরিস্থিতি আক্রান্তের নিরিখে সারা দেশে পঞ্চম। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮৫৩৬। ২৪ ঘন্টায় সেখানে সক্রিয়

আক্রান্তের সংখ্যা দৃষ্টি ৮৩৯৪। সেখানে সুস্থ হয়েছেন ২৯, ৬৩, ০৫৬। ২৪ ঘন্টায় সেখানে সুস্থ হয়েছেন ৫০৮ জন। করোনায় সেখানে মৃতের সংখ্যা ৩৮,৩৬৬। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। কলকাতার করোনা পরিস্থিতি দেশের ঝড় শহরগুলির মধ্যে কলকাতাতেই সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা সর্বোচ্চ থেকে বেশি। জেলা হিসেবে অশেষ লালুল স্থিতি সর্বোচ্চ আগে। সেখানে সক্রিয় আক্রান্ত ৬১.১১%। কলকাতায় সক্রিয়তার হার ৫৭.৯৮%। জেলাগুলির মধ্যে এরপরেই রয়েছে হাওড়া, সেখানে সক্রিয়তার হার ৪৬.৪৪%। একটা সময় যে কেরল সক্রিয়তার নিরিখে সর্বোচ্চ আগে ছিল, সেখান পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। SALUTE! তুষারপাতের মাঝেও কাশ্মীরে অতন্দ্র প্রহরায়

Read more at: <https://bengali.oneindia.com/news/india/in-measuring-active-covid-19-case-kolkata-is-first-state-wise-first-maharashtra-second-west-bengal/articlecontent-pf292005-152540.html>

২৩১. ক্যামেরুনের নয়া প্রজাতির গাছের নাম লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও



ক্যামেরুন: ক্যামেরুনের চিরসস্তুজ অরণ্য ইচ্ছাকৃত রক্ষা করতে হবে। এই দাপ্তরিক তুলে গত বছর থেকে প্রচার শুরু করেছিলেন অস্কারজয়ী অভিনেতা লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও। পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়ে অভিনেতার সেই উদ্যোগকে সম্মান জানাল রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনের প্রিজ্ঞানীরা। সদ্যই তাঁরা ক্যামেরুনের কিউতে এক চিরহরিৎ সস্তুজের আবিষ্কার করেন। ১৩ ফুটের ওই গাছের নাম দেওয়া হয়েছিল ইউভারিওপসিস ডি ক্যাপ্রিও। নয়া বছরে সেই গাছেরই নাম পদলে করা হল লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও। ২০২২ সালে এই প্রথম নতুন কোনও গাছের নামকরণ হল। আর সেটা হল এই হলিউড তারকার নামে। ক্যামেরুনের ইচ্ছাকৃত অরণ্যে ওই উদ্ভিদের খোঁজ মেলে। প্রশালাকার হলুদ ও সস্তুজ পাতায় ঘেরা এই গাছ ওয়াইলাং-ওয়াইলাং প্রজাতির পলে জানা গিয়েছে। রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনের প্রিজ্ঞানীরা তাঁদের প্রকাশনায় অভিনেতার চিত্রের প্রশংসা করেন। গবেষক মার্টিন চিক পলেন, গত বছর থেকেই ইচ্ছাকৃত অরণ্য রক্ষা করা নিয়ে ডিক্যাপ্রিও প্রচারাভিযান চালাচ্ছেন। সেই অরণ্যেই সম্প্রতি এক নয়া প্রজাতির সন্ধান মেলে। পরিবেশরক্ষায় ডি ক্যাপ্রিওর উদ্যোগের জন্যই ওই গাছের এহেন নামকরণ করে আমরা সৌজন্য দেখালাম।

ক্যামেরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল ইলেকট্রনিক। এদের সম্প্রদায়ের প্রাসস্থান এই অরণ্যে প্রায় ৭৫টি লুপ্তপ্রায় প্রজাতির গাছ রয়েছে। প্রতিদিন ধরেই পরিবেশবিদরা অরণ্যের প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পদকে রক্ষার জন্য ক্যামেরা সরকারের কাছে আবেদন করে আসছিলেন। গত বছর থেকে অভিনেতা ডি ক্যাপ্রিও সেই আন্দোলনে যুক্ত হন। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রার্থনা দিয়ে তিনি একটি পোস্ট করেছিলেন। আর সেই একটা পোস্টই ক্যামেরা সরকারের নজর কাড়ে। শুরু হয় ইলেকট্রনিক অরণ্য সংরক্ষণ।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=15&id=341930>

232. মহাকাশে গবেষণায় নয়া যুগ, পুরোদমে কাজ শুরু শক্তিশালী জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের

Published by: Biswadip Dey | Posted: January 9, 2022 1:35 pm | Updated: January 9, 2022 1:56 pm



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: গত ডিসেম্বরেই মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিল উচ্চপ্রযুক্তি সম্পন্ন জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (James Webb Space Telescope)। দীর্ঘ দু' সপ্তাহ পরে এটির কর্মক্ষম হয়ে উঠল বিশ্বের সর্বোচ্চ শক্তিশালী এই টেলিস্কোপ। হাবল স্পেস টেলিস্কোপের উত্তরসূরি এটির থেকে মহাকাশে তার নজরদারি চালাবে। মহাকাশ গবেষণায় নতুন যুগের সূচনা করল জেমস।

স্বাভাবিক ভাবেই আগে ভেসে যাচ্ছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। নাসার (NASA) এক সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার থমাস জুরচেন জানাচ্ছেন, ‘‘আমি আগ্রহপ্রবণ হয়ে পড়ছি। এ এক অসাধারণ মাইল ফলক। আপনাদের জানাতে চাই আজ আমি কতটা উত্তেজিত। আমরা টেলিস্কোপটিকে তার কর্মপথে স্থাপন করতে সফল হয়েছি।’’

Congratulations, @NASAWebb! You are fully deployed!

Stay tuned over the coming months as the space telescope reaches its destination of Lagrange point 2 and prepares

to #UnfoldTheUniverse: pic.twitter.com/qg6jmVRCsH

– NASA (@NASA) [January 8, 2022](#)

তিন দশক ধরে মহাকাশে মানুষের 'চোখ' হয়ে অস্থান করেছে হাবল। এটার তার জায়গায় এসেছে জেমস। এই নয়া টেলিস্কোপ আকারে এতই ঠড় যে চালু অস্থায় তাকে মহাকাশে পাঠানো সম্ভব ছিল না। ফলে মহাকাশে নিজের অস্থানে পৌঁছানোর পরেই ধীরে ধীরে তাকে কর্মক্ষম করে তোলার কাজ শুরু হয়। অশেষে শনিয়ার সেটির সোনালি আয়নার প্যানেলটি খুলে যেতেই কর্মক্ষম হয়ে ওঠে এই অতিকায় টেলিস্কোপ। িজ্ঞানীদের অনেক আশা জেমসকে ঘিরে। হয়তো মহাকাশের কতই না রহস্য উন্মোচিত হবে এই টেলিস্কোপের সাহায্যে। ঠহ অধ্যাত মহাজাগতিক কাণ্ডকারখানার স্বরূপ ঠাবা সম্ভব হবে।

িশ্ব মহাকাশ গেষণায় এই জেমস ওয়ে স্পেস টেলিস্কোপের গুরুত্ব ঠিক কতটা, কয়েকটি তথ্য না জানলে ঠিক উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ১০ িলিয়ন ডলার খরচ করে তৈরি এই টেলিস্কোপটি তৈরি হয়েছে। মহাকাশের এই খু শক্তিশালী টেলিস্কোপটি ঠানাতে নাসার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি ঠং কানাডিয়ান স্পেস এজেন্সি। পৃথিী থেকে ১০ থেকে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে অস্থান করবে এই টেলিস্কোপ।

<https://www.sangbadpratidin.in/science-and-environment/nasa-now-fully-deploys-webb-telescope-in-space/>

09.01.22

233. Omicron: খুদেদের মধ্যে ৬৯.২% ভুগছে ওমিক্রনে, রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরের দাবিতে উদ্বেগ

Published by: Sayani Sen | Posted: January 8, 2022 1:22 pm | Updated: January 8, 2022 2:02 pm



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: তৃতীয় দফায় করোনার চোখরাঙানিতে কাণু গোটা দেশ। ঠাংলার পরিস্থিতিও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। হু হু করে ঠাড়ছে কোভিড গ্রাফ। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরের দাি, ঠঙ্গে আক্রান্ত খুদেদের মধ্যে ৬৯.২ শতাংশই

করোনার নয়া স্ট্রেন ওমিক্রনে (Omicron) ভুগছে। রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরের তথ্যানুযায়ী অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার ভাঁজ যে আরও চওড়া হচ্ছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সর্দি, কাশি, হালকা জ্বর – প্রায় ঘরে ঘরে এমন উপসর্গের সদস্যের সংখ্যা নেহাত কম নয়। টেস্ট করালেও এত ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে রিপোর্ট নেগেটিভ। তা সত্ত্বেও উপসর্গ সাঁই করোনা (Coronavirus) রোগীর মতোই। তাই তাঁদের রিপোর্টের উপরেই ভরসা রেখে কাজেকর্মে প্রেরতেও হচ্ছে পাইরে। শুধু পড়দের নয়, কখনও কখনও দেখা যাচ্ছে পাড়ির খুদে সদস্যও একই উপসর্গে ভুগছে। জ্বর, সর্দি, কাশিতেও জেরপার পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য। চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর সাধারণ ওষুধে এত ক্ষেত্রেই জ্বর সেরে যাচ্ছে। আবার কারও কারও শরীরে মিলছে করোনা ভাইরাসের খোঁজও। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরের দাপি, পাংলায় ভাইরাস আক্রান্ত খুদেদের মধ্যে ৬৯.২ শতাংশই করোনার নয়া স্ট্রেন ওমিক্রনে ভুগছে। এই দাপি কানে আসার পর অভিভাবকদের চিন্তার ভাঁজ যে চওড়া হচ্ছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তবে চিকিৎসকদের মতে, করোনার নয়া স্ট্রেন ওমিক্রনের সংক্রমণ ক্ষমতা অনেকটাই বেশি। সে কারণে হু হু করে তা ছড়াচ্ছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে কোভিড সংক্রমণ। তবে এর মারণক্ষমতা অনেক কম। তাই অতিরিক্ত আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। তবে সাপধানতা অলম্বন করতেই হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাড়ির পাইরে এই সময় শিশুদের ভুলেও পাইরে প্রের করবেন না। পাইরে থেকে এসে আগে জামাকাপড় ছেড়ে ফেলুন। হাত, পা ধুয়ে নিন। প্রয়োজনে স্নান করুন। তারপর পাড়ির খুদে সদস্যের কাছাকাছি যান।

তবে তারপরও সংক্রমণের আশঙ্কা যে একেবারেই থাকবে না, তা নয়। সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতে, অযথা আতঙ্কিত না হয়ে আপনার ছোট সন্তানের দিকে বিশেষ নজর দিন। জ্বর, সর্দি, কাশি ছাড়া অন্য কোনও উপসর্গ দেখতে পাচ্ছেন কিনা খেয়াল রাখুন। শিশুর খিচুনি কিংবা শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। প্রয়োজনে পরিবারের খুদে সদস্যকে হাসপাতালে ভরতি করতেও প্রের করবেন না।

<https://www.sangbadpratidin.in/kolkata/corona-effected-69-25-babies-infected-in-omicron-says-wb-health-department/>

234. Winter Knee Pain: শীত পড়তেই হাঁটুর ব্যথা কান্না? রইল সহজ প্যাঁচটি

সমাধান

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ০৮ জানুয়ারি ২০২২ ১৪:২৭



ছবি: সংগৃহীত

শীত পড়েছে জাঁকিয়ে। শীতকালে ঝরকদের তো ঝেঁটেই, অল্প ঝরসিদের মধ্যেও নানা শারীরিক সমস্যা দেখা যায়। এই সমস্যাগুলি মধ্যে সর্বাধিক বেশি দেখা যায় হাঁটু ব্যথা। শুধু শীতকাল এলে নয় ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের মধ্যে সারা বছরই হাঁটু ব্যথা আক্রান্ত হতে দেখা যায়। তবে শীতকালে ব্যথা এড়ালে ঘরোয়া এই উপায়গুলি আপনার ভরসা হতে পারে।

নিয়ম করে শরীরচর্চা

সব ঋতুতে তো ঝেঁটেই শীতকালে ব্যথা যাতে না এড়ে তার জন্য নিয়মিত শরীরচর্চা অত্যন্ত জরুরি। নিয়মিত ব্যায়াম বা হাঁটাচলা করলে ব্যথার উপশম পাওয়া যায়।

শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন

হাঁটু ব্যথার অন্যতম একটি কারণ শরীরের অতিরিক্ত ওজন। শরীরের অত্যধিক ওজন হাঁটুর উপর চাপ ফেলে। তাই হাঁটু ভাল রাখতে এও ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করতে ওজন কমানোটা জরুরি।



ছবি: সংগৃহীত

ঠান্ডা এবং গরম জলের সেক

শীতকালে হাঁটু ব্যথা পাড়লে সচেয়ে কাজ দেয় ঠান্ডা এবং গরম জলের সেক। হাঁটু ফুলে গেলে ঐ হাঁটুর সংক্রান্ত আরও অন্যান্য সমস্যাতেও প্রাথমিক ভাবে কাজ দেয় ঠান্ডা এবং গরম জলের সেক।

ব্যথা বাড়লে ফিজিওথেরাপি করতে পারেন

শীতকালে অনেকেরই হঠাৎ করে হাঁটু ব্যথার সমস্যা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে ফিজিওথেরাপি বেশ কাজ দেয়। তবে এই করোনা কালে চাইরে গিয়ে ঐ চাইরে থেকে ফিজিওথেরাপিস্ট ডেকে এনে করানোটা বেশ ঝুঁকির হয়ে যেতে পারে। হঠাৎ ব্যথা নিজেই হাতের তালুর সাহায্যে মালিশ করে নিতে পারেন। ব্যথা পাড়লে হাঁটাচলা কম করলেই ভাল।

এপসম লবণ ব্যবহার করুন

এপসম লবণের প্রদাহ কমানোর গুণ রয়েছে। তাই হাঁটুর ব্যথা উপশম করতে এটি বেশ কার্যকর। স্নানের জলে এক চিমটে এপসম লবণ ফেলে দিন। কিছুক্ষণ পর হাঁটু ব্যথা থেকে আরাম পাবেন।

<https://www.anandabazar.com/health-and-wellness/here-are-five-home-remedies-for-winter-knee-pain-dgtl/cid/1322566>

235. Covid Positive 288 Rail Staff: State: করোনায় আক্রান্ত ২৮৮ জন রেল কর্মী

BySudipto Bhattacharya

January 8, 2022

নিজস্ব সংবাদদাতা: প্রথমবারের মত এইবারেও করোনা ব্যাপকভাবে থাকা পাচ্ছে গোটা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। ব্যতিক্রম নয় এই ক্ষেত্রেও। এখানে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আক্রান্ত হচ্ছেন বেশকিছু জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরাও। যেমনটা হয়েছিল প্রথমবারের ক্ষেত্রেও। তবে প্রথমবারের মত এই মারণ ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না পূর্ণ রেলের কর্মীরা। ইতিমধ্যে সূত্রের খবর অনুযায়ী পূর্ণ রেলের ২৮৮জন কর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে ৩৩৬ জনের কিছু বেশি কর্মীর আরটিপিআর টেস্ট করানো হয়েছিল। আপাতত ৮০ জন রেলকর্মীকে পর্তমানে চিকৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়ও এই চিত্রটাই কিন্তু দেখা গিয়েছিল পূর্ণ রেল দফতরে। দীর্ঘদিন লকডাউন থাকার পর যখন ধীরে ধীরে রেল পরিষেবা চালু হয়, তখনও একের পর এক রেলকর্মীর করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর সামনে উঠে

আসে। সেক্ষেত্রে সড়ার আগে ছিলেন ড্রাইভাররা (মটর ম্যান)। তে এড়ার সেই আক্রান্তের তালিকাটা সামনে না আসায় জানা যাচ্ছে না কারা ঐশি আক্রান্ত হয়েছেন এই মারণ ভাইরাসে। এই মারণ ভাইরাসের তৃতীয় ডেউ নিয়ে ইতিমধ্যে চিকিৎসকরা ঐলছেন, করোনা যেভাবে গোট্টা দেশে সংক্রমণ ঐদ্ধি করেছে, এই পিছনে প্রধান দায়ী করোনার থেকেও অতি সংক্রামক ওমিক্রনই। ঐশেষ সূত্রের খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে গোট্টা দেশে ৬৪ জন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন। ঐর্তমানে দেশে মোট ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ৩০৭১। দেশের ২৭টি রাজ্যে এখনই ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাস। আর করোনার মত এই ভাইরাসেও সর্পাধিক আক্রান্ত হচ্ছে মহারাষ্ট্রে। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৮৭৬। দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে দিল্লি, সেখানে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ৫১৩। অন্যদিকে দেশে মোট ওমিক্রন আক্রান্তদের মধ্যে ১২০৩ জনই ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

উল্লেখ্য করোনা তার তৃতীয় ডেউয়ে কিন্তু উপসর্গ হিসেবে নিয়ে আসছে মূলত জ্বর, গলা ঐথা, কাশি এই পর্যন্তই। প্রথম ডেউয়ের মত শ্বাসকষ্টের সমস্যা কিংবা ফুসফুসে সংক্রমণের মত উপসর্গ ঐর্তমানে নেই ঐললেই চলে। যে কারণে শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়া কিংবা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করানোর মত প্রয়োজন পড়েছে না এখন অধি।

<https://www.keykhabor.com/news/states/covid-possitive-288-rail-staff/>

236. ডবল ভ্যাকসিন নিলেই মিলবে ট্রেনের টিকিট

<http://dhunt.in/qBAGq?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

237. Covid-19: হাসপাতালে শিশু-ভর্তির রেকর্ড আমেরিকায়, চতুর্থ টিকার

প্রয়োজন নেই, জানাল ব্রিটেন

সংবাদ সংস্থা

ওয়াশিংটন ০৮ জানুয়ারি ২০২২ ১৮:৩৮



প্রতীকী ছবি।

করোনাভাইরাসের ডেল্টা রূপকে পিছনে ফেলে আমেরিকায় ইতিমধ্যেই সংক্রমণে প্রধান স্থান দখল করে নিয়েছে ওমিক্রন। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝাড়ছে শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাও। ইতিমধ্যেই কোভিড-১৯ আক্রান্ত শিশুদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে রেকর্ড গড়েছে সে দেশ।

আমেরিকায় করোনা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থা ‘সেন্টারস ফর ডিজিস অ্যান্ড প্রিভেনশন’ (সিডিসি)-এর প্রধান রোচেল ওয়ালেনস্কি জানিয়েছেন, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ওমিক্রন সংক্রমণে ঝাড়ঝড়ের সময় থেকেই শিশুদের আক্রান্ত হওয়ায় ঘটনার দ্রুত গতিতে ঝেড়েছে। তিনি বলেন, ‘১৪টি প্রদেশের ২৫০টি হাসপাতাল থেকে পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি দশ হাজার আক্রান্তের মধ্যে ৫ চক্র বা তার কম বয়সী শিশু ৪ জন। ৫ থেকে ১৭ বছরের শিশু এং কিশোর অন্তত ১ জন।’ টিকা নেওয়া বয়স হয়নি এমন শিশুদের আক্রান্ত এং হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় ঘটনা ‘খুবই উদ্বেগজনক’ বলে জানিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার বিশ্ব জুড়ে নথিভুক্ত কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ কোটি অতিক্রমের রেকর্ড গড়েছে। সংক্রমণবৃদ্ধির এই আওহের মধ্যে ব্রিটেন শনিবার জানিয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনাভাইরাসের হানা ঠেকাতে ‘সতর্কতামূলক চতুর্থ টিকা’ (বুস্টার) দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। প্রসঙ্গত, গত বছরের মে মাস থেকেই ব্রিটেনে ৫০ বছরের বেশি বয়সীদের ‘সতর্কতামূলক তৃতীয় টিকা’ (বুস্টার) দেওয়ার কাজ চলছে।

<https://www.anandabazar.com/world/coronavirus-in-usa-record-hospitalisation-of-kids-under-5-in-usa-dgtl/cid/1322577>

238. Covid 19: করোনার ভয়াবহ এই সংক্রমণে মেলা ণিপদের মুখে দাঁড়িয়ে

পশ্চিমবঙ্গ, সাগরমেলা-এইমেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ০৮ জানুয়ারি ২০২২ ১৪:৫৮



করোনাভাইরাসের নজিরবিহীন এং ভয়াবহ সংক্রমণের সময় পরপর দুই ণিপদের মুখে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ- সাগরমেলা এং এইমেলা।

করোনাভাইরাসের নজিরবিহীন এং ভয়াহ সংক্রমণের সময় পরপর দুই িপদের মুখে দাঁড়িয়ে পশ্চিমংঙ্গ- সাগরমেলা এং ঐমেলা। দু'টিতেই লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয় প্রতি াছর। প্রশাসনিক রিপোর্ট অনুযায়ী, গঙ্গাসাগরে সাতদিনে কমেশি ৩০ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। তে পাশাপাশিই প্রশাসনের একাংশের ান্ত্য, ওই হিসে াখানিকটা অতিরঞ্জিতও হতে পারে। কিন্তু সাতদিনে যে লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গাসাগরে আসেন, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আদালতের নির্দেশে আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরদ্বীপে সাগরমেলা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই অনেকে সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। স্নানও শুরু হয়েছে। আগামী ১৪ জানুয়ারি সাগরে মকরসংক্রান্তির পুণ্যস্নান। সেদিনই সাগরদ্বীপে সর্াদিক লোকসমাগমের সম্ভাবনা। ঘটনাচক্রে, শনিার ডায়মন্ড হারারের সাংসদ অভিষেক ান্দ্যোপাধ্যায় ালেছেন, তাঁর লোকসভা কেন্দ্র এলাকায় আগামী দু'মাস কোনও রাজনৈতিক সমােশ হে না। কোনও াড় পুজো া ধর্মীয় সমােশও হে না। অভিষেক ালেন, ‘‘আদালতের নির্দেশ মেনেই গঙ্গাসাগর মেলা হে।’’

আগামী ৩১ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার কথা ঐমেলা। চলেে প্রায় দু'সপ্তাহ। সেই মেলার প্রস্তুতির কাজও জারি রেখেছেন উদ্যোক্তারা। ঐমেলায় ১২ দিনে ২৪ লক্ষের মতো জনসমাগম হয় ালেই অতীতের প্রশাসনিক রিপোর্ট ালছে। অর্থাৎ, প্রতিদিন ২ লক্ষ! করোনার সংক্রমণ যে াস্থায় পৌঁছেছে, তাতে ভইমেলায় যদি সত্যিই একদিনে ২ লক্ষ লোকের সমাগম হয়, তা হলে পরিস্থিতি যে আরও ভয়াহ হে, তাতে সন্দেহ নেই।

রাশ টানা যায়নি ভিড়ে, সাগরে চলছে সমুদ্রস্নান

যে াে ঐমেলায় প্রস্তুতি হচ্ছে, সাগরমেলায় প্রস্তুতিও ঠিক সে ােই জারি থেকেছিল। যদিও চিকিৎসকদের একাংশ প্রথম থেকেই সাগরমেলায় ায়োজন নিয়ে তাঁদের াপত্তি জানাতে শুরু করেছিলেন। রাজ্য সরকার াশ্য প্রথম থেকেই কোভিড সুরক্ষািধি মেনে মেলা করার পক্ষপাতী ছিল। শেষপর্যন্ত একজন চিকিৎসক মেলা ান্ধের দাি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন।

শুনানির পর শুক্রার সে িষয়ে রায় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। যাতে শর্তসাপেক্ষে মেলা করার ানুমতি দেওয়া হয়েছে। নজরদারির জন্য একটি তিন সদস্যের কমিটিও গড়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে থাকেন রাজ্যের প্রতিনিধি, রাজ্যের িরোধী দলনেতা া তাঁর কোনও প্রতিনিধি এং রাজ্য মানাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান া তাঁর কোনও প্রতিনিধি।

যদিও মানাধিকার সংগঠনগুলি কমিটি নিয়ে ইতিমধ্যেই াপত্তি তুলতে শুরু করেছে। মানাধিকার কর্মী রঞ্জিৎ শূরের কথায়, ‘‘রাজ্য মানাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ এখন শূন্য। রাজ্য সরকার যাঁকে মনোনীত করেছে, তাঁর াদেশনামায় রাজ্যপাল া িরোধী দলনেতা সাক্ষর করেননি। কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানও নেই। ফলে কোনও প্রতিনিধি ায়োগ করারও প্রশ্ন নেই।’’ পাশাপাশিই তাঁর সংশয়, ‘‘িরোধী

দলনেতাও নিশ্চয়ই রাজ্য সরকারের দিকে সহায়তার হাত ঝাড়াবেন না। তা হলে কমিটিতে থাকবেন একমাত্র রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি। তিনি কি নিজের কাজে নিজে নজরদারি করবেন? এলা হয়েছে, তিন সদস্যের কমিটিতে সমন্বয় করবেন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সচিব। কিন্তু সে পদও এখন শূন্য!''

এইমেলা নিয়ে রাজ্য সরকার এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। নবান্ন সূত্রের খবর, গঙ্গাসাগর মেলার ফলাফল দেখে নিয়ে ওই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। কিন্তু ততদিন এ ততক্ষণ সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে মেলার প্রস্তুতি পুরোদমেই চালানো হচ্ছে। স্টল ঝুঁকিং-সহ ষাণ্মাসীক প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সারা হয়ে গিয়েছে। ফলে উদ্যোক্তারা ধরেই নিচ্ছেন, এইমেলা হবে।

সম্প্রতি কলকাতা আন্তর্জাতিক এইমেলার উদ্যোক্তা 'পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড'-এর তরফে ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় আনন্দবাজার অনলাইনকে সরাসরিই এলেনিলেন, 'দিদি (মমতা এন্ডোপাধ্যায়) যা চাইবেন, সেটাই হবে। আমরা আমাদের কাজ চালু রেখেছি। আমরা সরকারি নির্দেশের অপেক্ষায় থাকি। রাজ্য সরকার যা নির্দেশ দেবে, সেটাই আমরা মানি।''

প্রসঙ্গত, গতবছর কোভিডের কারণে কলকাতা এইমেলা হয়নি। এ বার তাই জোরকদমে মেলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। কিন্তু, কলকাতা এইমেলার আগে জেলায় জেলায় এইমেলাও শুরু হয়েছিল। কয়েকটি জেলায় মেলা হওয়ার পরেই রাজ্যে ভয়াবহ কোভিড-স্বীতি দেখা দেয়। তার প্রেক্ষিতে কয়েকটি জেলা এইমেলা ংক করে দেওয়া হয়েছে।

এখন দেখার, কলকাতা এইমেলা সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত নেয় নবান্ন। নাকি তার ফয়সালাও করতে হবে আদালতকেই!

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/two-great-threats-for-west-bengal-sagar-mela-and-book-fair-dgtl/cid/1322571>

239. **Breastmilk:** টিকার চেয়েও ঐড় অস্ত্র স্তন্যদুগ্ধ! শিশুকে অ্যান্টিঐড়ি

জোগায় মায়ের দুধই: গঞেষণা

নিজস্ব সংঐাদদাতা

কলকাতা ০৮ জানুয়ারি ২০২২ ১৪:৫৬



শিশুর কাছে যে মাতৃদুগ্ধের কোনও ঐিকল্প হয় না, তা প্রমাণ করল করোনাভাইরাসও! -ফাইল ছঐি।

টিকার চেয়েও ঐড় অস্ত্র হতে পারে মাতৃদুগ্ধ!

শিশুর কাছে যে মাতৃদুগ্ধের কোনও ঐিকল্প হয় না, তা প্রমাণ করল করোনাভাইরাসও!

জানা গেল, কোভিড-আক্রান্ত মা-ই পরিত্রাতা হয়ে ওঠেন সদ্যোজাতের। মায়ের স্তন্যদুগ্ধ জন্মের পর পরই শিশুকে দিয়ে দেয় করোনাভাইরাসের ঐিরুদ্ধে লড়ার জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার- অ্যান্টিঐড়ি। ফলে, করোনার ঐিরুদ্ধে লড়ার জন্য শরীরে অ্যান্টিঐড়ি তৈরি করে নিতে শিশুর আর টিকার প্রয়োজন হয় না।

আমেরিকার ছ'টি ঐিশ্বঐিদ্যালয় ঐং একটি হাসপাতালের যৌথ গঞেষণা ঐই খঐর দিয়েছে। গঞেষণাটি চালিয়েছে আইড্যাহো ঐিশ্বঐিদ্যালয়, রচেস্টার ঐিশ্বঐিদ্যালয়, ওয়াশিংটন স্টেট ঐিশ্বঐিদ্যালয়, সান ফ্রান্সিসকোর ক্যালিফোর্নিয়া ঐিশ্বঐিদ্যালয়, আরকানসাস ঐিশ্বঐিদ্যালয়, তুলেঁ ঐিশ্বঐিদ্যালয় ঐং ব্রিগহ্যাম অ্যান্ড উইমেন্স হসপিটাল। নজরকাড়া গঞেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক ঐিজ্ঞান গঞেষণা পত্রিকা '**ফ্রন্টিয়ার্স ইন ইমিউনোলজি**'-তে। গত ২৩ ডিসেম্বর।

ঐিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, অতিমারি শুরু হওয়ার পর আমেরিকার 'সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)' যে সদ্য প্রসূতিদের স্তন্যপান করানো অঐ্যাহত রাখার সুপারিশ করেছিল, ঐই গঞেষণার ফল সেই সুপারিশকে যুক্তির ভিত্তিভূমিতে শক্তপোক্ত ভাঐে দাঁড় করিয়ে দিল।

অন্যতম মূল গঞেষক আইড্যাহো ঐিশ্বঐিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিশেল কে শেলি ম্যাকগুয়েরি ঐলেছেন, 'আমরা দেখেছি, কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার দু'মাস পরেও স্তন্যদুগ্ধে শিশুকে দেওয়ার জন্য অ্যান্টিঐড়ি থাকছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। আর সেই

অ্যান্টিবডিগুলি ডেন্টা, ওমিক্রন-সহ করোনাভাইরাসের প্রায় সব ক’টি রূপকেই সদ্যোজাতের শরীরে রুখে দিতে পারছে।’’ দেখা গিয়েছে, কোনও কোনও মায়ের ক্ষেত্রে সংক্রমণের এক সপ্তাহের মধ্যেই শিশুকে দেওয়ার জন্য ওই অ্যান্টিবডিগুলি তৈরি হয়ে যাচ্ছে স্তন্যদুগ্ধে।

গবেষকরা দেখেছেন, স্তন্যদুগ্ধে মূলত তৈরি হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিন এ শ্রেণির অ্যান্টিবডি। যারা ভাইরাসের চাইরে থাকা শুঁড়ের মতো স্পাইক প্রোটিনের বিভিন্ন অংশকে ঠেঁধে ফেলতে পারে। সংক্রমণের পর ভাইরাস এই স্পাইক প্রোটিন দিয়েই মানবকোষে নোঙর ফেলে। যে ৬০ জন সদ্য প্রসূতির স্তন্যদুগ্ধের নমুনা পরীক্ষা করেছেন গবেষকরা তাঁদের তিন-চতুর্থাংশের মধ্যেই শিশুর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই ইমিউনোগ্লোবিন এ শ্রেণির অ্যান্টিবডি পাওয়া গিয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে।

গবেষকরা এ-ও লক্ষ্য করেছেন, কোভিডে সংক্রমিত মায়ের স্তন্যদুগ্ধে করোনাভাইরাসের কোনও জেনেটিক পদার্থই থাকছে না। যার অর্থ, মায়ের শরীরে ভাইরাসের সেই জেনেটিক পদার্থ থাকলেও কোনও কারণে তা স্তন্যদুগ্ধে মিশতে পারছে না। এর কারণ কী, সেটা অশ্য গবেষকরা এখনও জানতে পারেননি।

তবে কোভিডে সংক্রমিত মায়েদের স্তনের ত্বকে কিন্তু সেই ভাইরাসের জেনেটিক পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে। স্তনের ত্বক ভাল ভাবে ধুয়ে না দিলে ভাইরাসের পরিমাণ বেশি পেয়েছেন গবেষকরা। আর ধুয়ে দিলে তা পেয়েছেন খুব সামান্য পরিমাণে।

গবেষকরা জানিয়েছেন, কোভিড সংক্রমিত মায়েদের হাঁচি, কাশি থেকেই ভাইরাসের জেনেটিক পদার্থগুলিকে স্তনের ত্বকে আসছে।

<https://www.anandabazar.com/science/covid-infected-mothers-breastmilk-provides-infants-with-antibodies-shows-study-dgtl/cid/1322560>

240. **Earthquake:** ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ডুয়ার্স-সহ উত্তরাখণ্ডের চিত্তীর্ণ এলাকা,

কম্পনের মাত্রা ৪.২

নিজস্ব সংবাদদাতা

জলপাইগুড়ি ০৬ জানুয়ারি ২০২২ ২১:১০



প্রতীকী ছবি।

ভূমিকম্পে আচমকাই কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গের প্রিস্তীর্ণ এলাকা। মৃহস্পতিবার রাত ৮টা ১৬ মিনিটে কম্পন অনুভূত হয়েছে দুয়ার্স-সহ গোটা জলপাইগুড়ি জেলা। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.২। এখনও পর্যন্ত বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি এং হতাহতের খবর মেলেনি।

জলপাইগুড়ি ছাড়াও আলিপুরদুয়ারে অনুভূত হয়েছে কম্পন। জানা গিয়েছে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ভুটানের থিম্পু। গভীরতা অন্তত ১০ কিলোমিটার।

কম্পন অনুভূত হতেই বাড়ির বাইরে পেরিয়ে আসেন সাধারণ মানুষ। আতঙ্কে শব্দধ্বনি দিতে দেখা যায় মহিলাদের। আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা সমর্পিতা ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘প্রথমে একটা হালকা ধরনের কাঁপুনি ছিল। তার পর সেটাই এক ঝটকায় পেড়ে যায় হঠাৎ। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম খুঁ। পরে বুঝতে পারি ওটা ভূমিকম্প। আশপাশের লোকজন সবাই চিৎকার করছিল। তাই শুনে সবাই বাইরে পেরিয়ে আসি।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/north-bengal/earthquake-in-north-bengal-4-2-on-richter-scale-dgtld/cid/1322316>

241. Raniganj: রানিগঞ্জ শহরে ‘হারাচ্ছে’ জলাশয়

নীলোৎপল রায়চৌধুরী

রানিগঞ্জ ০৬ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:৫৭



রানিগঞ্জে যানজট।

ছবি: ওমপ্রকাশ সিংহ।

আসানসোল পুরসভার রানিগঞ্জে ৩২ থেকে ৩৭ এং ৮৮ থেকে ৯৩ নম্বর ওয়ার্ড দু'নম্বর এর অন্তর্গত। নাগরিকদের একাংশের মতে, এই এরা তথা রানিগঞ্জ শহরের মূল সমস্যা চারটি— এক, এহাল সংযোগকারী রাস্তা। দুই, পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাৱ। তিন, নিকাশি-সমস্যা ও জলাশয় 'ভরাট' এং চার, যানজট।

স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ, রেল স্টেশন, াড়াজার, মাড়োয়ারিপট্টি, কলেজ রোডের একাংশ-সহ িস্টীর্ণ এলাকায় সংযোগকারী রাস্তাগুলি এহাল। িষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে প্রচারেও নেমেছে সিপিএম। ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী সঞ্জয় পরামানিকের অভিযোগ, “পুরভোটের আগে লোক দেখাতে কয়েকটি সংযোগকারী রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু াড়াজার, সিআর রোডে রাস্তার গর্তগুলি াজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে এশি দিন রাস্তা টিকে না।”

সে সঙ্গে রানিসায়র, সিহারসোল, আমরাসেঁতা, সুকান্তপল্লি, নতুনপ্তির মতো এলাকাগুলিতে পরিশ্রুত পানীয় জলের সররাহ 'অপর্যাপ্ত'। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, নিত্য াউড়ি, অনুপ াউড়িদের মতো স্থানীয় াসিন্দাদের অভিযোগ, “অনেক এলাকাতেই াসিন্দাদের কুয়ো অথবা পুকুরের জল াহার করতে হয়। মাঝেমাঝে পেটের রোগও দেখা যায়।”

স্থানীয় সূত্রে এ-ও অভিযোগ, রানিগঞ্জের ৬৭টি প্তি এলাকাতেই নিকাশি াস্থ এহাল। সাফাই ঠিক মতো হয় না। ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের িজেপি প্রার্থী শম্পা রায় জানান, রাজারাধ জলাশয়টির আয়তন একশো িঘা। তাতে শহরের িভিন্ন এলাকার ার্জনা মেশে। তার পরে সে স ালার মাধ্যমে দামোদর নদে মেশে। কিন্তু এই জলাশয়টির সংস্কার না হওয়ায় এক দিকে দামোদরে দূষণ াড়ছে, অন্য দিকে, অল্প প্তি হলেই রাজারাধের জলাশয় ছাপিয়ে জল ঢুকছে াড়িতে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক াসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, জলাশয় সংস্কার তো দূর অস্, এরং, সেটির একাংশ ভরাট করে নির্মাণকাজ করার চেষ্টা চলছে। অভিযোগ, একই িত্র, শহরের নানা এলাকার অন্তত ২০টি জলাশয়ের।

তএ এই শহরের মূল সমস্যা যানজট, এমনটাই মনে করছেন নাগরিকদের একাংশ। 'রানিগঞ্জ সিটিজেন্স ফোরাম'-এর সভাপতি রামদুলাল াসু জানান, শহরের িভিন্ন জায়গায় রাস্তার একাংশ দখল করে অস্থায়ী াজার াসছে। রয়েছে, 'টোটো-দৌরাত্ম্য'। কুমারাজারের অলোক চট্টোপাধ্যায়, হিলপ্তির িষ্ণু করদের অভিযোগ, “রানিগঞ্জ াজারের প্রায় স া ক'টি সংযোগকারী রাস্তার পাশে, স্থায়ী দোকানদারদের একাংশ াকার িনিময়ে তাঁদের দোকানের সামনে হকারদের াসতে দিচ্ছেন। ফলে, ান্ত সময়ে শহর যানজটে অরুদ্ধ হয়ে যায়।” তা ছাড়া, দিনভর রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে পণ্য তোলা-নামানোও চলে এই শহরে। যদিও 'সাউথ াঙ্গল চ্েম্বার অ া কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ'-এর কার্যকরী সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ খেতানের দাি, “একাধিক ার পুর-প্রশাসনকে ালা হয়েছে, পঞ্জাি মোড়ের কাছে রানিগঞ্জের প্রধান াসস্ট্যান্ডটিকে স্থানান্তরিত করা হোক। শহরে চলা টোটো, অটোর রুট াঁধে দেওয়া হোক। তা ছাড়া, শহরে আরও দু'টি াজারও তৈরি করতে হএ।”

ঘটনাচক্রে, এই ঐরোর দায়িত্বে রয়েছেন আসানসোলের পুর-প্রশাসক তথা এ ঐরেও তৃণমূল প্রার্থী অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাট্রি, অধিকাংশ এলাকায় জল-সঙ্কট মিটেছে। যে এলাকায় সমস্যা আছে, সেখানে পুরসভা নিয়মিত জলের ট্যাঙ্কার পাঠায়। পাশাপাশি, সংযোগকারী রাস্তাগুলির সংস্কার চলছে। নিকাশি সমস্যা ও জলাশয় ভরাটের অভিযোগ প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া, “ইতিমধ্যেই ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর এ ট্রিষয়ে একাধিক মামলা দায়ের করেছে। আমরাও ট্রিষয়টিতে নজর রাখি। নিকাশির ট্রিষয়ে ট্রিস্তারিত পরিকল্পনা নেওয়া হ়ে।” শহরের যানজট সমস্যা মেটাতে ঐরো অফিসটির স্থানান্তর ঐং ঐণিক সংগঠন-সহ সংশ্লিষ্ট সঐ পক্ষের সঙ্গে কথা হ়ে ঐলেও তিনি জানান।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/bardhaman/raniganj-lost-its-water-bodies/cid/1322215>

242. করোনা আবহে ৫ রাজ্যে মনোনয়ন জমা করা যাবে অনলাইনে; রোড শো, বাইক র্যালিতে ‘না’

৩ মিনিটে পড়ুন Updated: 08 Jan 2022, 04:09 PM ISTAbhijit Chowdhury



ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্য পিটিআই

- করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রেখে পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে একাধিক ট্রিধিনিষেধ আরোপ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

করোনা আঁহে ফের একঐর দেশের ট্রিভিন্ন রাজ্যে ট্রিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ়ে দেশে। গতঐছর ঐই ভাঐেই পশ্চিমঐঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের সময় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছিল দেশের ঐপর। আর ঐরার তো ওমিক্রন ট্রাসে তৃতীয় ঢেউ শুরু হয়ে গিয়েছে। ঐই পরিস্থিতিতে করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রেখে পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে একাধিক ট্রিধিনিষেধ আরোপ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

ঐদিন নির্বাচন কমিশনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় যে সংক্রমণ রুখতে ঐুথের সংখ্যা ঐাড়ানো হয়েছে। সঐ ঐুথই গ্রাউন্ড ফ্লোরে অঐস্থিত থাক়ে। এক ঐকটি ঐুথে সর্চোচ্চ ১২৫০ ভোটার থাক়ে। ঐর জেরে গতঐরের তুলনায় পোলিং ঐুথের সংখ্যা ঐেড়েছে ১৬

শতাংশ। পাঁচ রাজ্যে মোট ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৩৬৮টি মুখ থাকবে। প্রতিটি মুখে মাস্ক পরে থাকতে হবে ভোটকর্মীদের। ভোটারদেরও মাস্ক পরে ভোটদান করতে যাওয়া প্রাথমিক। তাছাড়া মুখে স্যানিটাইজার, থার্মাল স্ক্যানারের ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি ভোটের সময়কাল এক ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে।

কোভিড আক্রান্ত বা ৮০ বছর ওয়সের বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য পোস্টাল ব্যালটের সুবিধা থাকবে। তাছাড়া প্রার্থীদের অনলাইনেই মনোনয়ন জমা দেওয়ার সুযোগ থাকবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সাধারণত দেখা যায়, মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় প্রার্থী প্রিশাল পথসভা করে অনুগামীদের সঙ্গে যান। সেই জনসমাগম রুখতেই এই পদক্ষেপ। পাশাপাশি পাঁচ রাজ্যের প্রধানসভায় সশ্রম নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতে ৯০০ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হবে। পরিস্থিতি মুখে পরবর্তীতে আরও বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে। পাশাপাশি করোনা নিয়ম পালন করে প্রচারের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে নির্বাচনের কমিশনের তরফে। ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচার করার জন্য প্রার্থী এং রাজনৈতিক দলকে ‘পরামর্শ’ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কোনও রোড শো, পদ যাত্রা, পাইক ব্যালি করা যাবে না ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। পরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পরবর্তী ঘোষণা করা হবে। রাত ৮টা থেকে আগামী দিন সকাল ৮টা পর্যন্ত প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। পরে কোনও সভার অনুমতি দেওয়া হলে রাজনৈতিক দলগুলিকে সভায় আগতদের মাস্ক ও স্যানিটাইজার দেওয়া যাবে। তাছাড়া দরজায় দরজায় গিয়ে প্রচারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পাঁচজন যোগ দেওয়া হবে। এই নিয়ম ভাঙলে প্রিপার্স মোকালিমা ইনের অধীনে পদক্ষেপ করা হবে বলে জানান মুখ্য নির্বাচক কমিশনার। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র জানান, করোনা আবে সশ্রম ভোটকর্মীদের কোভিড যোদ্ধা হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। এং ভোটকর্মীদের করোনা টিকার তৃতীয় ডোজ (প্রিকশনারি ডোজ) দেওয়া হবে। পাশাপাশি ভোটমুখী পাঁচ রাজ্যে সাধারণ মানুষের টিকার গতি বাড়ানোর কথাও বলেন তিনি। প্রতিটি জেলা স্তরে স্বাস্থ্য নোডাল অফিসার মোতায়েন করা হয়েছে।

<https://bangla.hindustantimes.com/nation-and-world/assembly-election-2022-no-bike-rallies-road-shows-till-15th-january-nomination-of-the-candidates-can-be-done-online-31641637111827.html>

243. বন্ধ হোক গঙ্গাসাগর মেলা', আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে দায়ের আরও ৫ মামলা

Published by: Paramita Paul | Posted: January 10, 2022 3:59 pm | Updated: January 10, 2022 4:27 pm

শুভঙ্কর বসু: গঙ্গাসাগর মেলা (Gangasagar Mela) ঞ্কেৱ আরজি জানিয়ে ফেৱ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাই কোর্টে। আদালত স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে মেলা ঞ্ক করে দিক, এই মর্মে আদালতে ৫টি ভিন্ন ভিন্ন আৱেদন জমা পড়েছে। মামলাকারীদের আশঙ্কা, ১৪ তারিখ পর্যন্ত মেলা চললে রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি আরও খারাপ হওে। যদিও রাজ্যের তরফে এদিনও আদালতে জানানো হয়, মেলার উপর কড়া নজরদারি রয়েছে। কোভিডঞিধি মেনেই চলো মেলা।

করোনা (Coronavirus) পরিস্থিতিতে গঙ্গাসাগর মেলা ঞ্ক করে দেওয়া হোক। এই মর্মে সোমৱার নতুন করে ৫টি মামলা হয়েছে হাই কোর্টে। মামলাকারীদের দাঞি, গণপরিহণে অধিকাংশ যাত্রীই মাস্ক ছাড়া যাতায়াত করছেন। এখনও আমজনতা সচেতন নয়। গত ৩ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত উল্কার গতিতে ঞেড়েছে করোনা সংক্রমণ। এমনকী, মেলায় যোগ দেওয়ার জন্য যাঁরা আসছেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে সংক্রমিত। অনেকে উপসর্গহীন। এই পর্যায়ে মেলা হলে রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাওে না।

আৱেদনকারীদের কথায়, এত ঞড় মেলায় কোভিডঞিধি যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে কি না, তার উপর নজরদারি করা কার্যত অসম্ভৱ। মামলাকারীদের আশঙ্কা, এমন পরিস্থিতিতে ১৪ তারিখ পর্যন্ত মেলা চললে রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন হওে। জানা গিয়েছে, মামলাকারীদের মধ্যে অধিকাংশই চিকিৎসক। আদালতকে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করার আৱেদনও জানান তাঁরা।

এদিনের শুনানিতে হাই কোর্টের নির্দেশে গঠিত কমিটির যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মামলাকারীদের আইনজীৱী অনিরুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়। মামলাকারীদের যুক্তি, আদালতের গঠিত কমিটিতে কোনও ভাইরোলজিস্ট ঞা চিকিৎসককে রাখা হয়নি, যাঁর কোভিড পরিস্থিতিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আৱার শুভেন্দু অধিকারীর মতো রাজনৈতিক ঞ্যক্তিত্বকে কমিটিতে রাখা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এদিকে এদিনও মেলা

চালিয়ে যাওয়ার পক্ষেই আদালতে সওয়াল করে রাজ্য সরকার। তাঁদের দাওয়া, কোভিডপ্রিধি মেনে চলা হচ্ছে। যথাযথ নিয়ম মেনেই চলেছে মেলা।

<https://www.sangbadpratidin.in/kolkata/5-petition-filed-in-calcutta-high-court-to-stop-gangasagar-mela/>

244. করোনার নয়া উপসর্গ থ্রোসোসাইটপেনিয়া, কমছে প্লেটলেট, চিন্তায় চিকিৎসকরা

Published by: Kishore Ghosh | Posted: January 10, 2022 11:43 am | Updated: January 10, 2022 11:43 am

ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য: করোনার ([Corona Virus](#)) কামড়! একটা না একটা উপসর্গ থাকবেই। দেখা যাচ্ছে ‘থ্রোসোসাইটপেনিয়া।’ অথবা প্লেটলেট ঘাটতি। গত দুটি সংক্রমণের সময় বেশিরভাগ রোগীকে কার্যত হাসপাতাল পর্যন্ত টেনে এনেছিল। ঔষধ বা কো-মর্টিডিটি রোগীকে অক্সিজেন দিতে হয়েছিল। আবার হাই ফ্লো ন্যাজল ক্যানুলা বা ভেন্টিলেশন ও থাকতে হয়েছিল রোগীকে। এবার এখনও পর্যন্ত সেই সমস্যা তেমন প্রকট হয়নি। কিন্তু নতুন এক সমস্যা দেখা যাচ্ছে। বেশিরভাগ রোগীর রক্তে প্লেটলেট দ্রুত কমতে থাকছে। ফলে রোগী দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ছেন।

এখনও পর্যন্ত যত রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তাঁদের রক্ত পরীক্ষার সময় এই প্রিষয়টি নজরে এসেছে চিকিৎসকদের। এতদিন ভাবা হয়েছে ডেস্কু বা ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে প্লেটলেট কমতে থাকে। যার পিছনে যথেষ্ট প্রজ্ঞানিক প্রাখ্যাও রয়েছে। কিন্তু সার্স কোভ-২ বা যেসব কোভিড রোগীর প্রস বেশি বা বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ রয়েছে তাঁদের মধ্যে এই সমস্যা দেখা যাচ্ছে। তাই অস্বাভাবিক নয় যে রোগীকে প্লেটলেট দিতে হবে।

প্রশেষজ্ঞদের অভিমত, মূলত তিনটি কারণের জন্য কোভিড রোগীর প্লেটলেট কমতে পারে। প্রথমত, শরীরে ভাইরাসের আক্রমণ হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রোন ম্যারো থেকে লোহিত রক্ত কণিকা উৎপাদন কমতে থাকে। স্বাভাবিক নিয়মেই লোহিত রক্ত কণিকার মধ্যে থাকা প্লেটলেট উৎপাদন কমে যায়। আর রোগী ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

যেকোনও সংক্রমণের ক্ষেত্রে এমনটা হতে পারে। তেও গত দুটি করোনা ঝড়ে ফুসফুসের মধ্যে প্রদাহ বেশি লক্ষ্য করেছেন চিকিৎসকরা। তুলনায় এটার প্লেটলেট কমছে।

এম আর াঙ্গুর হাসপাতালে ভরতি এক শীর্ষ স্বাস্থ্য কর্তার প্লেটলেট একধাক্কায় ৮০ হাজারে নেমে আসে। কিন্তু ম্যালেরিয়া া ডেঙ্গুর পরীক্ষার ফল নেগেটিভ। ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ া এম আর াঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করোনা রোগীদের মধ্যে প্লেটলেট কমার সমস্যা লক্ষ্য করেছেন চিকিৎসকরা। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে গত দুটি সংক্রমণের সময় কি এমন উপসর্গ পাওয়া যায়নি রোগীদের মধ্যে? জাে জন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের অভিমত, আক্রান্তের শরীরে করোনা ভাইরাস অনুপ্রবেশের পর কি ধরনের এং কত প্রকারের সমস্যা তৈরি করতে পারে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজির প্রাক্তন িভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা শান্তনু ত্রিপাঠির কথায়, “শুধু ডেঙ্গু নয়। কোভিড রোগীদের মধ্যে যাঁদের িভিন্ন উপসর্গ আছে তাঁদের থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া া প্লেটলেট কমতে দেখা যাচ্ছে। রোগীর শরীরের মধ্যে যেমন থ্রম্বোসিস া রক্তজমাট াঁধার মতো সমস্যা দেখা যায়, তেমনই রক্ত পাতলাও হতে পারে। সটাই নির্ভর করে রোগী কি ধরনের কো মর্টিডিটি রয়েছে তার উপর।” চিকিৎসকদের অভিমত, এমন সমস্যা হলে রক্তের রুটিন পরীক্ষা টানা চার পাঁচবার করে দেখতে হে। ডেঙ্গুর মতো যদি প্লেটলেট ২০ হাজারের নিচে নামে তে প্লেটলেট দিতে হে। তে এই সময়ে এখনও এমন সমস্যা দেখা যায়নি।

<https://www.sangbadpratidin.in/lifestyle/health/coronas-new-symptom-is-decreasing-platelet-called-thrombocytopenia/>

২৪৫. ডেল্টা ও ওমিক্রনের সংকর ডেল্টাক্রনের সন্ধান সাইপ্রাসে

নয়াদিল্লি: করোনার নয়া রূপ ‘ডেলমিক্রন’ নিয়ে গত ডিসেম্বরেই জল্পনা উস্কে দিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের কোভিড টাস্ক ফোর্সের সদস্য শশাঙ্ক যোশি। তিনি ালেছিলেন, ইউরোপ ও আমেরিকায় সার্স-কোভ-২ ভাইরাসের নতুন একটি স্ট্রেন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। তার নাম ডেলমিক্রন। ডেল্টা এং ওমিক্রনের সংমিশ্রণে তৈরি সংকর মিউটেশন। এটার সেই মিশ্র স্ট্রেনের সন্ধান মিলল সাইপ্রাসে। তে িজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন ‘ডেল্টাক্রন’। ইতিমধ্যে ২৫ জনের শরীরে এই ভ্যারিয়েন্টের সন্ধান মিলেছে।

ইউনিভার্সিটি অ সাইপ্রাসের ায়োলজিক্যাল সায়েন্সের প্রফেসর লিওনডাওস কসট্রিকিস

এলেন, ঐর্তমানে ওমিক্রন ও ডেল্টার সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে। একটি স্ট্রাইনে এই দু'টি ভ্যারিয়েন্টের ঐশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে। ডেল্টাক্রন – ঐটি ঐকটি নতুন রূপ। ল্যাপরেটরি অং ঐয়োটেকনোলজি অ্যান্ড মলিকুলার ভাইরোলজির প্রধান আরও জানিয়েছেন, নতুন স্ট্রাইনে যেমন ওমিক্রনের নানা ঐশিষ্ট্য রয়েছে, তেমনই ঐর জিনমের সঙ্গে ডেল্টার মিল রয়েছে। সেকারণেই ঐই ডেল্টাক্রন নামকরণ। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ঐখনও পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে, তাতে কোভিড নিয়ে যাঁরা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ডেল্টাক্রনের সংক্রমণ ঐশি। আর ঐাড়িতে থেকেই যাঁরা সুস্থ হচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে ঐই ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণ কম। ঐই ডেল্টাক্রনের নমুনা আন্তর্জাতিক কোভিড ডেটাবেস ঐা জিআইএসএআইডি-তে পাঠানো হয়েছে। খুং দ্রুত ঐর ঐশিষ্ট্য নিয়ে আরও তথ্য চলে আসং। কসট্রিকিসের কথায়, নয়া স্ট্রাইনটি কতটা সংক্রামক ঐং ডেল্টা ও ওমিক্রনকে সরিয়ে প্রভাং ঐিস্তার করতে পারং কি না, তা জানতে আমরা নজর রাখছি। যদিও, ডেল্টাক্রনকে নিয়ে চিস্তার কিছু নেই ঐলে জানিয়েছেন সাইপ্রাসের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মিকালিস হাদজিপ্যান্ডেলাস। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঐলেছেন, দেশের চিকিৎসকদের গংষণায় তিনি গর্িত। ডেল্টাক্রন আঐষ্কারের জন্য কসট্রিকিস ও তাঁর টিমকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মিকালিস। ♡ ঐাড়ছে করোনা সংক্রমণ। তারমধ্যেই মুম্বইয়ের ঐাজারে ভিড়। ছঐ: পিটিআ

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=14&id=342217>

246. আরও পরিংশংক্ষং হং শিয়ালদহ স্টেশন: রেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: মেট্রো রেল পরিংশং চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিয়ালদহ স্টেশনে কাজ শুরু করে দেং ঐকগুচ্ছ পরিংশং ঐক্ষং ঐ্যংস্থা। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাতে রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন যে হলফনামা জমা দিয়েছে, তা থেকেই উঠে এসেছে ঐই তথ্য।

শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনের পরিংশং সংক্রান্ত ঐিঐিধ সমস্যা ও খামতিকে সামনে রেখে পরিংশংঐিদ সুভাষ দত্ত যে জনস্বার্থ মামলা করেছেন, তাতে হলফনামা দিয়ে রেলের তরফে ঐলা হয়েছে, অপরিংস্রুত জল পরিশোধন প্রকল্প ছাড়াও সৌরঐিধ্যং উংপাদনে ঐেশকিছু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে কোনগুটি ২০২২ সালে, কোনগুটি আংার ২০২৩ সালের মার্চের মধ্যে শেষ হয়ে যাং। ২০১৯ সালে ৭০০ কিলোলিটারের ঐকটি জল পরিশোধন ও ঐ্যংহারযোগ্য করে তোলার প্লান্ট চালু হয়েছে। ঐকই ক্ষমতাসম্পন্ন আরেকটি প্লান্ট ঐসানোর উদ্যোগও চূড়ান্ত করা হয়েছে। সং ঐিক

থাকলে ১.৬৯ কোটি টাকার প্রকল্পটি ২০২৩ সালের মার্চ মাসে শেষ হও। অন্যদিকে সৌরশিখর উৎপাদনে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা ২০২২ সালের মার্চে শেষ হতে পারে। কলকাতা টার্মিনাল স্টেশন, নৈহাটি জংশন ও নারকেলডাঙার আরপিএফ দ্বারাকে ইতিমধ্যেই সৌরশিখর উৎপাদন হচ্ছে। পাশাপাশি সৌরশিখর সংগ্রহ ও তা পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তাতে রেল লাইসেন্স ফি প্রাপ্ত কিছু রোজগার করতে পারবে। এই প্রকল্পটিও মার্চের শেষে চালু হতে পারে বলে আশাপ্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও সৌরশিখর জল সংরক্ষণ ও ব্যবহারের দু'টি প্রকল্প এখানে চালু হয়েছে। ২.৫ কিলোলিটার ক্ষমতাসম্পন্ন আরও দু'টি প্রকল্প চালু করার পাশাপাশি তিনটি এমন প্রকল্পের জন্য জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে।

মামলাকারীর অভিযোগের জবাবে বলা হয়েছে, ফেলে দেওয়া খাদ্যশুষ্ক থেকে হাওড়া স্টেশনে সার তৈরি করা হয়। সৌরশিখর হাওড়া পুরসভার আওতাধীন ফেলার জায়গায় ফেলা হয়। গঙ্গার জল পরিশোধন করেই পানীয় জলের চাহিদা মেটানো হয়। ২০১৯ সালে এই ব্যবস্থায় সমস্যা দেখা দেওয়ায় গোলমোহর রেল কলোনিতে একটি কূপ প্রানানো হলেও তা আজ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়নি। স্টেশনে কোনও নলকূপ নেই। প্রাথমিক রেল কোয়ার্টারের জলের চাহিদার কথা জানিয়ে আবেদন করা হয়েছে। হলফনামায় আরও বলা হয়েছে, সৌরশিখর ইয়ার্ড কোচিং কমপ্লেক্স, টিকিয়াপাড়া কোচিং কমপ্লেক্স ও ব্রিল সাইড কোচিং কমপ্লেক্সে সৌরশিখর জল পরিশোধন প্রকল্প পুরোদমে চালু আছে। প্রতি মাসে পরিশোধিত জলের মান পরীক্ষা করা হয়। হাওড়া ডিজেল শেডেও এমন ব্যবস্থা কার্যকর আছে। ওই জল রেলের কামরা ধোয়া, প্রাঙ্গণে ব্যবহার করা হয়। তবে প্রচলিত প্রায় সেখানে কিছু জল জমে। জলাধারের ধারণ ক্ষমতা ছাড়িয়ে গেলে উদ্ভূত জল রানিঝিলে ফেলা হয়। তেল ও গ্রিজ মাখা জিনিসপত্র রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের গাইডলাইন মেনেই সংরক্ষণ করা হয় ও ফেলা হয় বলে দাবি করা হয়েছে। রেল মিউজিয়াম ও অর্থোপেডিক হাসপাতালে সৌরশিখর জল কাজে লাগানোর ব্যবস্থা কার্যকর আছে বলে জানানো হয়েছে।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=12&id=342204>

২৪৭. লোকালয়ে প্রাঙ্গণের ঢোকা রুখতে খাঁড়িপথেও জল
পেড়েছে নদীপথে নজরদারিও



সংবাদদাতা, ঝাড়ুইপুর: গত কয়েকদিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীন এলাকায় ঘেঁড়েছিল এনের রাজার দাপাদাপি। লোকালয়ে ঘাঁটি গেড়েছিল ঝাড়ু। আতঙ্কে ঘুম ছুটেছিল সুন্দরবনের বাসিন্দাদের। জঙ্গলের সীমানা নেট দিয়ে ঘেরা থাকলেও কোন পথ দিয়ে ঝাড়ু তুকে পড়ছে ঝাড়ু? এই চিন্তা এনদপ্তরের কর্তাদের উদ্বেগ বাড়িয়েছিল। এর তথ্যানুসন্ধানে ঘেরিয়ে এনদপ্তরের কর্তারা দেখেন, জঙ্গলের পাশে সরু খাঁড়িপথ দিয়েই ঝাড়ু ঘেরিয়ে চলে যাচ্ছে নদীপথে। যে খাঁড়িপথ নজরদারি চালানোর জন্য ফাঁকা রেখেছিল কর্তৃপক্ষই। এয়ার এই খাঁড়িপথকেই পুরোপুরি ডাল নেট দিয়ে ঘিরে দেওয়ার কাজ শুরু করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এনটিভাগ। দিন-রাত এক করে দ্রুত গতিতে চলছে সেই কাজ। পাশাপাশি, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এনটিভাগের অধীন এলাকার নদীপথগুলিতে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এনটিভাগীয় সহ আধিকারিক অনুরাগ চৌধুরী বলেন, প্রত্যেক খাঁড়িপথকেই নেট দিয়ে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে। আগেও তা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা কোনওভাবে কেটে যা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এছাড়া নদীপথে আরও নজরদারি টিম বাড়ানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সহ অধিকর্তা জোস্ফ জাস্টিন বলেন, আটটি ঘোড়ের মাধ্যমে কোর এরিয়ার জঙ্গলে নজরদারি চলছে। গত মাসে কুলতলিতে ৬ দিন ধরে ঝাড়ুর আতঙ্ক তাড়া করেছিল নদীর পাড়ের বাসিন্দাদের। সেই ঝাড়ুকে আগে আনার অনেক চেষ্টার পর অবশেষে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাটু করে খাঁচাচাঁদি করতে হয়। এই কাজ করতে নাস্তানাটুদ হয়ে যেতে হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার এনকর্মীদের। কুলতলির পর গোসাঘাতেও সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের কর্মীদের নাকানিচোড়ানি খাওয়ায় দু'টি রয়্যাল এঞ্জল টাইগার। তাদের মধ্যে একটি ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাটু হয়। আর একটি চারদিন পর নিজেই জঙ্গলে ফিরে গিয়ে হয়রানি থেকে পাঁচায় এনকর্মীদের। ঝাড়ুর এভাবে ঝাড়ুর যাত্রাপথ পরিবর্তন ও খামখেয়ালিপনা প্রমাণিত বাড়িয়েছিল দুই বিভাগের এনকর্তাদের। জঙ্গলের সীমানা ঝাড়ুর যে নেট দিয়ে ঘিরে রাখা হয়, অনেক সময় মৎস্যজীবীরাই তা কেটে নেন। সেই পথ দিয়ে কখনও কখনও ঝাড়ু লোকালয়ে প্রবেশ করে। এছাড়া ঝাড়ুর পায়ের ছাপ পর্যবেক্ষণ করে এনকর্মীরা খাঁড়িপথের হদিশ পান। তাই ওই পথ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এনদপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, মূলত জঙ্গলের কাছে খাঁড়িপথগুলি নজরদারির জন্য ব্যবহার করা হয়। তাই ওই রাস্তা নেট দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয় না। এয়ার সেই পথেই প্রায় ২ কিলোমিটার অংশ ঘিরে দেওয়া হচ্ছে নাইলনের ডাল নেট দিয়ে। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি রেঞ্জের নলগড়া ও চিতুরি টিট এলাকায় এই কাজ শুরু হয়েছে। আজমলমারি ৮, ১১, ১২ নম্বর জঙ্গল লাগোয়া প্রায় ১২-১৩টি খাঁড়িপথ ঘেরার কাজ চলছে। পাশাপাশি, ঘোটে টিন বাড়ানো সহ কড়া নজরদারি চলছে নদীপথে। সন্ধ্যা এং রাতের তা চলছে। ঝাড়ুর গর্জন অনুধাবন করে সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের পঞ্চমুখানি, ঝিলা, আরটিসি, পীরখালি জঙ্গল এলাকায় আটটি ঘোটে চলছে নজরদারি

248. করোনা ভাইরাস : এইসময় নিজের ঠাডিকে কীভাবে জীবাণুমুক্ত রাখেন? By Purabi Jana | Updated: Tuesday, March 24, 2020, 19:31 [IST] দিন দিন করোনার ভাইরাসজনিত রোগের প্রাণতা ঠাডির কারণে সমস্ত স্কুল, কলেজ, অফিস, শপিং মল, সুপার মার্কেট, ইত্যাদি ঠাঙ্ক রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সরকার থেকে। করোনার হাত থেকে মানুষকে ঠা দেশকে ঠাঁচাতে ঠেশিরভাগ সময় ঠাডিতে থাকার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজের সুরক্ষার জন্য মুখে মাস্ক পরছে ঠাং হাত পরিষ্কার রাখার জন্য স্যানিটাইজার ঠা সাপান ঠ্যাহার করছে। কিন্তু ঠতকিছুর পাশাপাশি আপনাকে ঠটাও ঠুঝতে হঠে যে করোনার ভাইরাসের ঠুঁকি ঠাডির ঠাইরে যতটা ঠাছে, ঠাডির ভিতরেও ততটাই রয়েছে। তাই, ভাইরাস থেকে ঠাঁচতে ঠাপনার ঠাডির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকেও ঠিশেষ মনোযোগ দেওয়া ঠচিত। তাই, ঠাজ ঠামরা ঠাপনাদের জানা ঠ করোনার ভাইরাসের ঠুঁকি কমাতে কীভাবে ঠাপনি ঠাপনার ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন। by TaboolaSponsored Links The cost of hearing aids in Calcutta might surprise you Hear.com The best tech for all you do Dell নোংরা ঘর জীবাণুর ঠাখড়া দেশের চলমান পরিস্থিতির কারণে প্রত্যেকেই তাদের ঠেশিরভাগ সময় ঘরে ঠসে কাটাচ্ছে। ঠমন পরিস্থিতিতে ঘরে যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঠজায় না রাখা হয় তঠে ঘরে জীবাণুর ঠাখড়া হতে পারে। তাই ঠাপনি প্রতিদিন যেসকলভাবে ঘর পরিষ্কার করেন সেটাই ঠজায় রাখুন ঠা ঠারও ভালভাবে ঘর পরিষ্কার করুন। যদি ঠাডিতে ঠসুস্থ কেঠ থাকে তঠে ঘর পরিষ্কারের দিকে ঠারও ঠেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কী কারণে সংক্রমণ ঠেশি পরিমাণে ছড়িয়ে পড়তে পারে? যদি ঠাডির কোনও ঠসুস্থ ঠ্যক্তির কাশি ঠাং হাঁচিজনিত সমস্যা থাকে ঠা কোনও সংক্রামিত ঠ্যক্তি থাকে তঠে তার দ্বারা স্পর্শ করা সমস্ত জিনিসই দূষিত হয়ে ঠাে। কাশি ঠাং হাঁচি দেওয়ার সময় যদি সে মুখ না ঢাকে তঠে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণ হয়ে ঠায়। ঠমন পরিস্থিতিতে ঠাডির টেলিভিশন, রিমোট, রান্নাঘর, ঠালমারি, ফ্রিজ, সমস্ত দরজার হ্যান্ডল, কল, সুইচ ঠোর্ড, ফোন, চাদর, ঠালিশের কভার ইত্যাদি পরিষ্কার করার দিকে ঠতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া ঠচিত। ঠারও পড়ুন : করোনা ভাইরাস : সংক্রমণ থেকে ঠাঁচতে চান? দেখে নিন স্বাস্থ্যকর থাকার

উপায়গুলি এইভাবে পরীক্ষার করুন আপনি যদি নিজের বাড়িকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চান তবে ফিনাইল এবং লিকুইড ব্লীচ (সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট) নিন। এরপর, কিছুটা ব্লীচে পরিমাণমতো জল দিন, দুই থেকে চার মিনিট অপেক্ষা করুন যাতে এটি আপনার চোখে না লাগে। এরপর আপনি গ্লাভস পরে নিন এবং যে জায়গাটি পরীক্ষার করতে চান সেখানে এটি ছড়িয়ে দিন। প্রায় ১৫ মিনিট অপেক্ষা করার পরে, পরীক্ষার কাপড়ের সাহায্যে জায়গাটি মুছুন। এই টিপসগুলি আপনার কাজে লাগবে ক) রান্নাঘরের থালা বাসন পরীক্ষার করতে আপনি গরম জল ব্যবহার করতে পারেন। গরম জল দিয়ে জীবাণু ধ্বংস করা সহজ হয়। আপনার রান্নাঘরটিও পরীক্ষার রাখা উচিত। খ) আপনার রান্নাঘর এবং পরীক্ষার করার জন্য ব্যবহৃত কাপড়কে গরম জলে পরীক্ষার করা উচিত। এটি সম্পূর্ণ শুকানোর পরে তা ব্যবহার করুন। গ) বাড়িতে যদি কোনও ব্যক্তি অসুস্থ থাকে তবে তার কাপড়টি আলাদা করে ধোবেন। তার কাপড়গুলি ধুয়ে নেওয়ার পরে সেগুলি ডেটল জলে ভিজিয়ে তারপর আপনি তা শুকাতে পারেন। স্ব-সুরক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ ঘরের পরীক্ষার-পরিচ্ছন্নতা শুরু করার আগে আপনার মুখ, হাত এবং মাথা ঢেকে নিন। পরীক্ষার করার সময় আপনার চোখ, নাক এবং মুখে স্পর্শ করা এড়িয়ে চলুন। পরীক্ষার জন্য যেকোনও কাপড় বা ফেলে দেওয়া কাপড় ব্যবহার করুন। কাজ শেষ হওয়ার পরে এগুলি ভাল করে ধুয়ে শুকিয়ে দিন। এগুলি পরীক্ষার করতে আপনি ওয়াশিং পাউডার সহ গরম জল ব্যবহার করতে পারেন। সপ্তশেষে, প্রায় ৩০ সেকেন্ডের জন্য আপনার হাত সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলুন।

Read more at: <https://bengali.boldsky.com/health/how-to-clean-your-house-to-avoid-coronavirus/articlecontent-pf31015-005130.html>

249. করোনার নয়া 'খেল' Deltacron নিয়ে জোর তর্ক গবেষকমহলে

Pritha Mukherjee | EiSamay.Com Updated: 10 Jan 2022, 4:49 pm

Delta-Omicron -এর মিলিত উপসর্গে Coronavirus -এর আরও এক স্ট্রেন! সাইপ্রাসের ২৫ জনের দেহে ধরা পড়েছে Deltacron Variant। এমন দাপিও ওঠে। ক্ষণিকে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ব। কোন বিশেষজ্ঞ কী ভাবছেন?

এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: [Omicron](#) জ্বরে কাঁপছে বিশ্ব। এই

পরিস্থিতিতে [Deltacron](#) থাকা এসিয়েছে সাইপ্রাসে। এমনই দাবি করেছেন ওই দেশের একদল গবেষক। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসা মাত্র দুনিয়ার নানা প্রান্তের বিশেষজ্ঞরা ব্যাপারটিকে অসম্ভব আখ্যা দিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়াতেও নিজের মতামত জাহির করেছেন অনেকেই। যদিও ইউনিভার্সিটি অফ সাইপ্রাসের প্যালেজিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক Leondios Kostrikis -এর নেতৃত্বাধীন গবেষক দলের নিজেদের গবেষণাকে ঠোঁধ বলে দাবি করেছে আয়ারও। সাইপ্রাসের গবেষকরা সমস্ত তথ্য প্রমাণ সহ প্রিস্তারিত গবেষণাপত্রটিও পাঠিয়েছে এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে। যেখানে বলা হয়েছে, 'করোনার দুটি ভ্যারিয়েন্ট মিলে একটি নতুন স্ট্রেনের উৎপত্তি হয়েছে। একজনের দেহে ওই স্ট্রেনের উপসর্গ মিলেছে এমনটাও নয়। এবং একাধিক রোগীর দেহে ওই উপসর্গ দেখা গিয়েছে। তাঁদের দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করার পরেই ওই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে।'

রিপোর্টারই ওই দল জানিয়েছিল, সাইপ্রাসের ২৫ জন রোগীর দেহে মিলেছে

Deltacron। যদিও ভাইরোলজিস্ট টম পিককের দাবি, 'Deltacron বলে কোনও ভাইরাস নেই।' তিনি বলেন, 'একই রোগী হয়ত দুটি স্ট্রেন দ্বারা আক্রান্ত। এমনটা হতে পারে।' কিন্তু, সাইপ্রাসের গবেষকরা জানিয়ে দিয়েছিলেন, Delta এবং Omicron যদি কোনও রোগীকে একসঙ্গে আক্রমণ করে, তাহলে বিষয়টি অন্যরকম হবে। কিন্তু, Deltacron এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেরকম নয়।

যদিও একাধিক ভাইরোলজিস্ট ব্যাপারটির সত্যতা মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা কার্যত ব্যাপারটি উড়িয়েই দিয়েছেন। প্রিজ্ঞানী এরিক টোপোলের টুইট, 'Deltacron শুধুমাত্র আতঙ্ক ছড়ানোর অপচেষ্টা। এ নিয়ে বিশেষ ভাবার কারণ নেই।' যদিও Leondios Kostrikis এবং তাঁর দলের জোরালো দাবি, Deltacron আস্তে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে করোনার নতম স্ট্রেন নিয়ে প্রাদানুপ্রাদ জারি রয়েছে।

Deltacron সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে-

- Leondios Kostrikis এই Deltacron প্রসঙ্গে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। তিনি জানিয়েছিলেন, Omicron এর মতো Genetic Signature রয়েছে ওই স্ট্রেনের। পাশাপাশি, Delta Genome ও রয়েছে
- সাইপ্রাসে ওই নয়া ভ্যারিয়েন্টের হদিশ মিলেছে।
- এখনও পর্যন্ত ২৫ জন রোগীর দেহে থাকা এসিয়েছে Deltacron।
- অনেকে ওই স্ট্রেনকে Delmicron হিসেবে চিহ্নিত করছেন।
- সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারে Kostrikis বলেছিলেন, আমরা গবেষণা করে দেখছি এই স্ট্রেন বেশি প্যাথোলজিক্যাল নাকি সংক্রামক।

- ইতিমধ্যেই ওই ২৫ জন রোগীর জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের নমুনা GISAID কে পাঠানো হয়েছে। গবেষক জানিয়েছেন, গত ৭ জানুয়ারি ওই নমুনা পাঠানো হয়েছিল।
- টম পিকক এওং এরিক টোপোলের মন্তব্যের পর, Kostrikis জানিয়েছেন, হাসপাতালের রোগীদের ক্ষেত্রে ওই ভ্যারিয়েন্টের দাপট দেখা যাচ্ছে। চাড়িতে যাঁরা আছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ওই সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে না।

<https://eisamay.com/lifestyle/health-fitness/delta-and-omicron-combined-coronavirus-strain-deltacron-is-real-or-not-debate-starts/articleshow/88810324.cms>

250. ICMR Advisory on COVID Testing: উপসর্গ না থাকলে করোনা

পরীক্ষা নয়, নয়া উপদেশাবালী জারি আইসিএমআরের

Indian Council for Medical Research: নতুন উপদেশাবালীতে এলা হয়েছে, যাঁরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সংস্পর্শে আসেন, তাঁদের ওয়স এ কোমর্টিডিটির ভিত্তিতে যদি তেমন ঝুঁকি না থাকে, তাহলে তাঁদের করোনা পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

- **TV9 BANGLA DIGITAL**
- Publish Date - 9:06 pm, Mon, 10 January 22 Edited By: Soumya Saha

টিকাকরণ সংক্রান্ত আইসিএমআরের নয়া উপদেশাবালী। ছবি: PTI

নয়া দিল্লি: দেশে করোনা (COVID 19) সংক্রমণের গ্রাফ উর্ধ্বমুখী। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে চাড়তে শুরু করেছে। এরই মধ্যে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (ICMR) দেশে কোভিড পরীক্ষার জন্য এক সংশোধিত এওং নতুন উপদেশাবালী নিয়ে এসেছে। নতুন উপদেশাবালীতে এলা হয়েছে, যাঁরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সংস্পর্শে আসেন, তাঁদের ওয়স এ কোমর্টিডিটির ভিত্তিতে যদি তেমন ঝুঁকি না থাকে, তাহলে তাঁদের করোনা পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই।
সোমবার আইসিএমআরের তরফে করোনা পরীক্ষা সংক্রান্ত যে উপদেশাবালী জারি করা হয়েছে, তাতে এলা হয়েছে যাঁদের শরীরে করোনার উপসর্গ দেখা যাচ্ছে, তাঁদের দ্রুত

শনাক্ত করে আইসোলেশনে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। একইসঙ্গে ঞয়স্কদের (৬০ বছরের বেশি ঞয়সি) ংং ংং যাঁদের কোমর্টিডিটি রয়েছে, তাঁদেরও দ্রুত চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করার জন্য কোভিড পরীক্ষা করতে হবে।

নতুন জারি করা উপদেশালীতে আইসিএমআর উল্লেখ করে দিয়েছে, কাদের ক্ষেত্রে করোনা পরীক্ষা করা উচিত ংং কখন ংটি আসলে প্রয়োজন। ংর পাশাপাশি কাদের কোভিড পরীক্ষার জন্য নমুনা দেওয়ার প্রয়োজন ংই সে সম্পর্কেও ংশদ নির্দেশিকা জারি করেছে আইসিএমআর।

সাধারণ গোষ্ঠী পর্যায়ে করোনা পরীক্ষা:

- যাঁদের শরীরে করোনার উপসর্গ (কাশি, জ্বর, গলা ব্যথা, স্বাদ অথবা গন্ধ, শ্বাসকষ্ট অথবা শ্বাসকষ্টের অন্যান্য উপসর্গ) রয়েছে।
- করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে ংসেছেন ংমন ংঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর মানুষ (ংঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছেন ৬০ বছরের বেশি ঞয়সি নাগরিকরা ংং ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুস ং কিডনি রোগ, ম্যালিগন্যান্সি, স্খূলতা ইত্যাদি কোমর্টিডিটি রয়েছে)।
- যাঁরা যাঁরা ংদেশ ভ্রমণে যাচ্ছেন (সংশ্লিষ্ট দেশের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী)।
- নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী ংদেশ ফেরত যাত্রীরা, যাঁরা ং দেশের ংমানন্দর / সমুদ্রন্দর/ ংন্দরগুলিতে ংসছেন।

হাসপাতালের ক্ষেত্রে কাদের করোনা পরীক্ষা:

- পরীক্ষার অভাে সার্জারি কিংবা ডেলিভারি সহ অন্যান্য ইমার্জেন্সি ক্ষেত্রে দেরি করা উচিত নয়।
- পরীক্ষার অভাের জন্য রোগীদের অন্য জায়গায় রেফার করা উচিত নয়।
- উপসর্গহীন রোগীদের ংস্ত্রোপচার ং অন্যান্য গুরুতর ক্ষেত্রে করোনা পরীক্ষা করানোর দরকার নেই। প্রসং যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতাল ভর্তি গর্ভবতী মহিলাদেরও যদি কোনও উপসর্গ না দেখা যায়, তাহলে করোনা পরীক্ষা করানোর দরকার নেই।

যাদের করোনা পরীক্ষার করানোর প্রয়োজন নেই:

- গোষ্ঠী পর্যায়ে যাঁদের শরীরে করোনার কোনও উপসর্গ নেই
- কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংস্পর্শে আসা কারও টেস্ট বা কোমর্টিডিটি জনিত যদি কোনও ঝুঁকি না থাকে, তাহলে টেস্ট করানোর দরকার নেই
- এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যেতে গেলে করাতে হবে না করোনা পরীক্ষা
- যেসকল রোগীরা হোম আইসোলেশনের পর ছাড়া পেয়েছেন
- সংশোধিত নীতি অনুসারে যে রোগীদের কোভিড ফেসিলিটি থেকে ছাড়া হচ্ছে

উল্লেখ্য সোমবার ভারতে ১ লাখ ৭৯ হাজার ৭২৩ জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। গত বছরের মে মাসের শেষের দিকের পর থেকে এটিই দৈনিক সর্বোচ্চ সংক্রমণ। দেশে বর্তমানে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ২৩ হাজার ৬১৯। আর সেই সঙ্গে পালা দিয়ে চাড়াচ্ছে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যাও। সোমবার যে ১ লাখ ৭৯ হাজার করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে, তাঁদের মধ্যে ৪১০ জনের শরীরে ওমিক্রনের সন্ধান মিলেছে। দেশে এখনও পর্যন্ত মোট ২৭ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ওমিক্রনের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। দেশে মোট ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ৪ হাজারের কিছু বেশি। সিকিম হল ভারতের একমাত্র রাজ্য যেখানে এখনও পর্যন্ত ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের আক্রান্ত কারও খোঁজ পাওয়া যায়নি। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনার সংক্রমণে মারা গিয়েছেন ১৪৬ জন।

<https://tv9bangla.com/india/icmr-issues-advisory-over-who-should-be-tested-for-covid-19-492211.html>

251. আগুনেই নিভবে আগুন! অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার গবেষকদের

প্রহর ডেস্ক | January 9, 2022

আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে ঠেরিয়ে আসা জ্বলন্ত লাভা (Lava) ঠিক কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তার উদাহরণ মিলেছে কয়েকদিন আগেই। লাভাস্রোতে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের আস্ত একটি জনবসতি। তেঁে বিষয় হল লাভাস্রোত প্রবাহিত হয়ে যাওয়ার পরে ক্রমশ নিভে যায় অগ্নিশিখাও। লাভার এই অদ্ভুত চরিত্রকে কাজে লাগিয়েই এঁার চিন্তানীরা তৈরি করে ফেললেন অগ্নিনির্দাপণের (Fire

Extinguisher) এক নতুন পন্থা। জল বা কোনো রাসায়নিক নয়, আগুনের সাহায্যেই নেভানো হবে আগুনকে।

ট্রিগারটা অনেকটা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতোই। কিন্তু আগুন দিয়ে আগুন নেভানোর আসল রহস্যটা কী? সে প্রশ্নে যাওয়ার আগে লাভাস্রোতের রহস্যটা একবার বুঝে নেওয়া দরকার মৈকি। সাধারণত, উত্তপ্ত লাভা স্রোতের কারণে অগ্নিসংযোগ ঘটে যে-কোনো পদার্থে। তে লাভাস্রোত প্রাহিত হয়ে যাওয়ার পর শীতল হয়ে জমাট াঁধা শুরু করে লাভার উপরিতল। ধীরে ধীরে ায়ুমণ্ডলের সঙ্গে িচ্ছিন্ন হয়ে যায় ভেতরের অংশ। শেষে অক্সিজেন না পেয়ে থিতিয়ে পড়ে গনগনে আগুন।

আগুন নেভাতে লাভার এই চরিত্রই া্যহার করেছেন গেষকরা। অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিলিকন, সোডিয়াম-সহ েশ কিছু ধাতু ও ধাতু অক্সাইডের মিশ্রণই এই সদ্য-আিষ্কৃত অগ্নিনির্াপক। এই পাউডার দাহ্য হওয়ার কারণে, ৩৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পোঁছালেই প্রথমে আগুন ধরে যায় তাতে। দহনের পর এই পাউডার গলে গিয়ে তৈরি করে স্বচ্ছ একধরনের তরল। যা ধীরে ধীরে জমাট াঁধে কাচের মতো একটি আস্তরণ তৈরি করে জ্বলতে থাকা পদার্থের ওপর। া্যাস, তারপরেই অক্সিজেনের অভাবে আগুনের ভলীলা সাজ্।

অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অফ সাদার্ন কুইন্সল্যান্ড এং চিনের েশ কিছু গেষকের যৌথ প্রচেষ্টায় ান্তায়িত হয়েছে এই অভিনা অগ্নিনির্াপক পদ্ধতি। সাফল্য মিলিছে পরীক্ষামূলক ট্রায়ালেও। এতদিন পর্যন্ত নির্মাণের সময় প্লাস্টিক ও ইস্পাতের তৈরি সামগ্রীতে অগ্নিপ্রতিরোধক কোটিং া্যহার করা হত। যা শুধু ায়ুহুলই নয়, িষাক্তও াটে। এার নতুন িকল্প এই দুই সমস্যারই সমাধান আনবে ালেই িশ্বাস গেষকদের...

<https://www.prohor.in/lava-inspired-fire-extinguisher>

10.01.22

252. Covid-19 Medicines: করোনা-স্বীতিতে াড়িতে কোন কোন ওষুধ স

সময়ে হাতের কাছে রাখেন

নিজস্ব সংাদদাতা

কলকাতা ০৯ জানুয়ারি ২০২২ ১৪:৩৫



করোনাকালে কী কী ওষুধ হাতের কাছে রাখবেন?

ছবি: সংগৃহীত

শহরে, এমনকি রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি ফের উদ্বেগজনক। ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে সংক্রমণ। প্রত্যেক ঘরে কেউ না কেউ আক্রান্ত হয়েছেন। এই সময়ে সকলেই আরও বেশি করে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। দরকার ছাড়া ঠাড়ি থেকে না এরোনের পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। তাই ঠাড়িতে থেকেই কাজ করছেন অনেকে। কিন্তু যেহেতু করোনা-স্বীতির এই পর্যায় ভাইরাসের রূপ আরও বেশি সংক্রামক, তাই প্রস্তুতি সকলেরই প্রয়োজন। এই সময়ে কী ধরনের ওষুধ রাখবেন ঘরের ওষুধের ঠাক্সে? কী ভাবেই ঠা সামাল দেবেন হঠাৎ কোনও ঠাড়াঠাড়ি হলে? জেনে নিন যাঠতীয় তথ্য।

১। যদি সংক্রমণের প্রভাঠ সামান্য হয়, তা হলে সাধারণ ফ্লুয়ের মতোই চিকিৎসার প্রয়োজন। ফলে অল্প জ্বর, কাশি, গা ঠ্যথার জন্য প্যারাসিটামল রাখুন।

২। ভিটামিন সি, ঠি কমপ্লেক্স, ডি থ্রি ঐঠং জিঙ্ক ট্যাবলেট রাখা প্রয়োজনীয়। পাশাপাশি চাই পুষ্টিকর খাঠারও।

৩। গরম জলে গার্গল করা ঐঠং ভাপ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় সাধারণত। কিন্তু ভেপার নেওয়ার ক্যাপসুলও (কার্ভল প্লাস) রাখতে পারেন ঘরে।



ওষুধের ঠাক্সে রাখুন থার্মোমিটার ঐঠং পাল্‌স অক্সিমিটারও।

ছবি: সংগৃহীত

৪। অ্যান্টিঠায়োটিক সহ অ্যান্টিহিস্টামিন (অ্যালার্জি ঠা র্‌যাশের জন্য)।

৫। গার্গল করার জন্য ঠেটাডাইন মাউথওয়াশ।

৬। থার্মোমিটার সঙ্গে রাখুন। প্রত্যেক ৬ ঘণ্টায় জ্বর মাপতে হঠে। জ্বর বেশি হলে আর ঘন ঘন।

৭। পাল্‌স অক্সিমিটার অঠশ্যই কাছে রাখুন। প্রত্যেক ৬ ঘণ্টায় রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা মাপতে হঠে। শ্বাসকষ্ট হলে আরও ঘন ঘন।

৮। যদি নিত্য কোনও ওষুধ খান, ১৪ দিনের ওষুধ ঐকঠারে আনিয়ে রাখুন।

৯। ডায়েটটিক রোগীদের ক্ষেত্রে সি টি জি ব্লাড গ্লুকোজ মিটার সঙ্গে রাখতে হবে।

১০। রক্তচাপ মাপার যন্ত্র সঙ্গে রাখুন। প্রত্যেক দিন দু'বেলা মেপে দেখতে হবে।

১১। হাঁপানি বা অ্যালার্জির জন্য নেবুলাইজার যন্ত্র সঙ্গে রাখা প্রয়োজন।

এর ঠাইরে কোনও ওষুধ খাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হলে অশ্যই সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তেই করুন। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, হাসপাতাল বা নজরদারি দলের প্রয়োজনীয় ফোন নম্বর হাতের কাছে রাখুন। ওষুধের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে জল খান।

<https://www.anandabazar.com/health-and-wellness/coronavirus-in-india-what-are-medicines-that-you-should-keep-at-home-during-this-pandemic-dgtl/cid/1322704>

253. Omicron: তিন কারণ কেন দ্রুত ছড়াচ্ছে ওমিক্রন, ব্যাখ্যা করে চাঁচার পথ

প্রতালেন হু-গেষক

সংবাদ সংস্থা

নয়াদিল্লি ০৯ জানুয়ারি ২০২২ ১৯:৩৬



প্রায় সপ্ত দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাসের নয়া রূপ ওমিক্রন।

গত নভেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় হৃদিশ পাওয়ার পর ইতিমধ্যেই বিশ্বের প্রায় সপ্ত দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাসের নয়া রূপ ওমিক্রন। শুধু ছড়িয়ে পড়াই নয়, বিশ্ব জুড়ে সংক্রমিত ব্যক্তিদের অধিকাংশই ওমিক্রনে আক্রান্ত বলেই জানাচ্ছে সাম্প্রতিক সমীক্ষা। ডেল্টার প্রভাবে কোভিডে দ্বিতীয় তরঙ্গ যে শিখর ছুঁয়েছিল, আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্সে তা অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অতিক্রম করেছে কোভিডের নয়া রূপ। ভারতেও দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাবে এই সাম্প্রতিক স্বীতি ছাপিয়ে যেতে পারেই আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের।

কিন্তু কেন এত দ্রুত ছড়াচ্ছে ওমিক্রন? উত্তরে তিনটি কারণ ব্যাখ্যা করলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-এর সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ এং হু-র কোভিড-১৯ টেকনিক্যাল লিড মারিয়া ভ্যান কেরখোভ। তিনি জানালেন,

প্রথমত, বেশ কয়েক বার পরিণতি (মিউটেশন)-র মধ্য দিয়ে জন্ম হয়েছে ওমিক্রন রূপের। যে কারণে এই রূপের সংচেয়ে ংড় ক্ষমতা হল, ংটি খু ং দ্রুত শরীরের কোষে ঢুকে পড়েছে।

দ্বিতীয়ত, ওমিক্রনের আরও ক্ষমতা রয়েছে। ংই রূপ খু ং সহজেই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে পাশ কাটাতে পারে। যে কারণে ংগে কোভিডে ংক্রান্ত হলেও ং টিকা নিলেও ওমিক্রনে ংক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

তৃতীয়ত, ডেল্টা রূপের ংশেষত্ব ছিল, সেটি শ্বাসতন্ত্রের নিম্ন ভাগে ংর্থাৎ ফুসফুসে হানা দেয়। কিন্তু ওমিক্রন মূলত শ্বাসতন্ত্রে ংপরিভাগে সংক্রমণ ছড়ায়। যে কারণে পূর্সূরিদের থেকে সংক্রমণ ছড়ানোর ক্ষমতা ংনেক ংশি ওমিক্রনের।

দ্রুত সংক্রমণ ছড়াতে পারলেও ংশেষজ্ঞদের ংড় ংংশ ংখন ংকমত যে, ডেল্টার মতো গুরুতর হয়ে ংঠতে পারেনি ওমিক্রন। সর্দি-কাশি, জ্বর, মাথা ংথার মতো ংপসর্গ থাকলেও ংল্প দিনে সেরে ংঠছেন রোগীরা। তা হলেও মাস্ক পরা, শারীরিক দূরত্ব ংজায় রাখা, স্যানিটাইজার ং্যাহারের মতো কোভিডংধি মেনে চলারই পরামর্শ দিচ্ছেন কেরখোভ।

<https://www.anandabazar.com/world/3-reasons-why-omicron-is-spreading-so-fast-who-scientist-answers-dgtl/cid/1322743>

254. Covid19: নিজেই ডাক্তারি করে ফের ওষুধ মজুত, ভোগান্তি ংন্য রোগীদের

নীলোৎপল ংশ্বাস

কলকাতা ১০ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:১০



প্রতীকী ছবি।

ংদ্যংটির ংসিন্দা, ১৮ ংছরের তরুণীর জ্বর ছিল গত ৩০ ডিসেম্বর থেকে। ১ জানুয়ারি তাঁর করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজ্জিটিভ ংসে। পরের দিন থেকে কোনও চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই তিনি ২০ মিলিগ্রাম করে স্টেরয়েড চালু করে দেন! সঙ্গে ংমন সং ওষুধ নিয়েছেন, যা করোনার তৃতীয় ডেউয়ের চিকিৎসায় রাখেইনি স্বাস্থ্য দফতর।

এর পরেও শারীরিক অসুস্থার উন্নতি না হওয়ায় সম্প্রতি ওই তরুণী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এক চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন। কাকে দেখিয়ে এই ওষুধ নিলেন? উত্তরে তরুণীর মা-পাচা বলেছেন, ‘‘মেয়ে চলল ওষুধ জানে। আমরাও গত চার দেখেছি, সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ওষুধগুলোর নাম ঘুরছে। এ চার করোনা ধরা পড়তেই সেগুলো কিনে খাইয়েছি!’’

কোনও চিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে চাড়াতে দেখে, কোনও উপসর্গ না থাকা সত্ত্বেও অনেকেই এ ভাবে নিজের মতো করে চিকিৎসা শুরু করে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। কোন ওষুধের সত্যিই প্রয়োজন আর কোনটির নয়— সে কথা তাঁরা ভেবেও দেখছেন না। চিকিৎসকদের অভিযোগ, এঁরাই দোকান থেকে প্রচুর ভিটামিন ট্যাবলেট কিনে চাড়াতে মজুত করে রাখছেন। আর সেই কারণেই দোকানে মুহূর্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে জিঙ্ক ট্যাবলেট। অথচ মিউকরমাইকোসিসের কথা মাথায় রেখে এ চার করোনা চিকিৎসায় রাখাই হয়নি এই জিঙ্ক ট্যাবলেট! জনস্বাস্থ্য চিকিৎসক অনির্ণাণ দলুই বলেন, ‘‘এমন রোগীদের জন্যই চল মানুষ প্রয়োজনে ওষুধ পাচ্ছেন না। দোকানে ঘুরে ওষুধ না পেয়ে আচার চিকিৎসকের থেকে জেনে নিতে হচ্ছে ট্রিকল নাম। ভাল মতো পাওয়া যায়, এমন ওষুধও শেষ হয়ে গিয়েছে বলে জানাচ্ছেন দোকানদার! মানুষকে কিছুতেই প্রোবানো যাচ্ছে না যে, আগাম যে সমস্ত ওষুধ কিনে তাঁরা মজুত করে রাখছেন, সেগুলির প্রেশির ভাগই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কাজে আসবে না। নিজের মতো খেতে শুরু করলে এগুলোই চড় ধরনের চিপদ ঘটাতে পারে!’’

গত কয়েক দিনে চিপদের তোয়াক্কা না করার এই ছবি দেখা গেল ওষুধের পাইকারি চার্জার চার্গড়ি মার্কেট চত্বরে। প্রায় প্রতিদিনই চিকেলের দিকে সেখানে ডিলারের ভাঁড়ার শেষ হয়ে যাচ্ছে। পেটিভর্তি ভিটামিন আর জিঙ্ক ট্যাবলেট নিয়ে যাচ্ছেন চিক্রেতার। চিক্রি হচ্ছে নানা অ্যান্টিচায়োটিকও।

শ্যামচার্জারের একটি ওষুধের দোকানের কর্মী বলেন, ‘‘ফের সেই আগের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। হু হু করে ভিটামিন, জিঙ্ক, অ্যান্টিচায়োটিক চিক্রি হচ্ছে। কাকে চাদ দিয়ে কাকে ওষুধ চিক্রি কর, চুঝতে পারছি না। পাইকারি চার্জার থেকে প্রেশি করে ওষুধ তুলে রেখেও সামাল দেওয়া যাচ্ছে না!’’ হাজার মোড়ের একটি ওষুধের দোকানের মালিকের চক্চক, ‘‘গত কয়েক দিন ধরে যা চলছে, তার জেরে এক জনকে এক পাতা করে ওষুধ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রেশি প্রেশি তুলে রাখার এই প্রণতা চলতে থাকলে ওষুধের আকাল দেখা দেবে। তখন সত্যিই যাঁদের জরুরি প্রয়োজন, তাঁরা ওষুধ পাবেন না!’’ প্রেন্সল কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শঙ্খ রায় অচশ্য বলেন, ‘‘কোনও ধরনের ওষুধের অভাৱ যাতে না হয় এং মানুষ ঠিক পরিষেৱা পান, সে চিষয়ে সৱ দোকানদারকে সচেতন করছি। আমাদের সংগঠনও নজর রাখছে!’’

চিকিৎসক অনির্ণাণ নিয়োগীর দাচি, ‘‘আগের চারের মতো ওষুধের আকাল এখনও শুরু হয়নি। কারণ এখনও মূলত হাতে গোনা কিছু ওষুধ দিয়ে চিকিৎসার নির্দেশিকা

এসেছে। অক্সিজেনের প্রয়োজন সে ভাণ্ডে পড়ছে না। ওরাল স্টেরয়েড দেওয়ারও ব্যাপার নেই। সপ্ত থেকে ঠাণ্ডা কথা, আমরা এখনও সংক্রমণের শীর্ষে পৌঁছানি। আগামী কয়েক দিনে ঠাণ্ডা যাবে, ব্যাপার কী দাঁড়াচ্ছে। তার আগেই নিজের মতো ওষুধ তুলে রেখে কৃত্রিম ঘাটতি তৈরি করা অন্যায্য।’’ চিকিৎসক প্রিয়ানকান্তি রায় আবার বলছেন, ‘‘কেউ আক্রান্ত হলেও কোন গোত্রের ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, সেটা ঠাণ্ডা সহজ নয়। ধরা যাক, কেউ আক্রান্ত হয়ে ভাবলেন তাঁর শরীরে ওমিক্রন ঢুকেছে। এর প্রভাৱ কম, তাই নিজের মতো আনিয়ে রাখা ওষুধ খেলেই হয়ে যাবে! ঠাণ্ডা হয়তো তিনি ডেল্টা বা ডেল্টা প্লাসে আক্রান্ত! অসহেলার হিসাব তখন কী ভাণ্ডে চোকাতে হবে, ভাণ্ডে পারছেন?’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/covid19-patient-from-baidyabati-started-corona-treatment-without-consulting-any-doctors/cid/1322794>

255. Gangasagar Mela 2022: ভিড়, টিথি উড়িয়েই সমুদ্রস্নান গঙ্গাসাগরে

সমরেশ মণ্ডল

গঙ্গাসাগর ১০ জানুয়ারি ২০২২ ০৪:৪৭



সাগরে যাওয়ার জন্য আট নম্বর লটের ঘাটে ভেসেলে ওঠার ভিড়। রবিবার। নিজস্ব চিত্র।

রবিবার সকাল ৮টাতেই কাকদ্বীপের লট ৮ ঘাটে কয়েকশো মানুষের ভিড়। ভেসেলে নদী পেরিয়ে কচুৱেড়িয়া হয়ে গঙ্গাসাগরে যাবেন সৱাই। ঘাটে ভেসেল পৌঁছতেই শুরু হল ঠেলাঠেলি-ধাক্কাধাক্কি করে জায়গা পাওয়ার লড়াই। ভিড়ের চাপে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতে না পেরে লাফিয়ে রেলিং টপকে ভেসেলে উঠলেন অনেকে। হুড়োহুড়িতে শিকেয় উঠল দূরত্ব-টিথি। কিছু ক্ষণ পরে যখন ভেসেল ছাড়ল, তখন সেখানে তিল ধারণের জায়গাও নেই। পুণ্যার্থীরা কার্যত একে অন্যের গায়ের উপরে চড়ে যাত্রা করলেন। মেলায় ৫০ জনের বেশি জমায়েত না করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। কিন্তু ভেসেলের ভিড়ে উড়ে গেল সেই নিয়ম।

২৪ ঘণ্টা আগেই, শনিবার ভেসেল-ঘাট থেকে শুরু করে মন্দির চত্বর, সৱত্রই টিথি মানতে প্রশাসনের কড়াকড়ি চোখে পড়েছিল। কিন্তু রবিবার দিনভরই টিথি ভাঙার ছটি সামনে এসেছে। সমুদ্রে নেমে স্নান করার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তৱে এ দিন ঠাণ্ডা মানুষকে সমুদ্রে স্নান করতেও দেখা যায়।



সাগরে কপিলমুনির মন্দিরে ঢোকান মুখে গাদাগাদি ভিড়।
ছটি সুমন ঝলল।

প্রশাসনের তরফে কার্যত কোনও নজরদারিই এ দিন চোখে পড়েনি। সকালে লট ৮ ঘাটে কয়েক জন স্বৈচ্ছাসেপককে পুণ্যার্থীদের টিকাকরণের কাগজপত্র পরীক্ষা করতে দেখা যায়। কিন্তু ভিড় নিয়ন্ত্রণে কেউ এগিয়ে আসেননি। শনিবার মন্দিরে ঢোকান আগে পুণ্যার্থীদের দেহের তাপমাত্রা মাপার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ দিন তা-ও দেখা যায়নি। আগের দিন প্রশাসনের তরফে মাস্ক টিলি করা হয়। এ দিন তা হয়নি। পুলিশকর্মীরা থাকলেও, সমুদ্রে নামতে কেউ বাধা দেননি এ দিন।

পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহন নিগম সূত্রের খবর, ২৪ ঘণ্টায় কচুড়িয়া ভেসেল ঘাট থেকে প্রায় ১৫ হাজার পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে পৌঁছেছেন। নামখানার নারায়ণপুর থেকে লঞ্চ করে গুণ্ডন হয়ে আরও প্রায় চার হাজার পুণ্যার্থী এসেছেন। মকর সংক্রান্তির এখনও ঢাকি কয়েক দিন। সে দিনই সাগরে সপ্তচেয়ে বেশি জনসমাগম হয়। এখনই টিথি ভেঙে এত ভিড় হলে, দিন কয়েক পরে কী হবে, তা ভেবেই আতঙ্কিত স্থানীয়দের একাংশ। প্রশাসন সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে সুন্দরবন পুলিশ জেলার ৩১ জন পুলিশকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। কাকদ্বীপ মহকুমায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও আক্রান্ত পাড়ছে। ব্লক-মহকুমা হাসপাতাল মিলিয়ে একের পর এক চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মী সংক্রমিত হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্ক আরও পাড়ছে।

এর মধ্যেই রবিবার থেকে স্বাস্থ্য দফতর ও একটি প্রেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে মেলা প্রাঙ্গণে খোলা হয়েছে ২১টি 'মেগা ভ্যাকসিনেশন পুথ'। মেলা চত্বর জুড়ে এ দিন থেকে আরটিপিসিআর পরীক্ষাও শুরু হয়েছে। এ দিন ৯৭ জনের পরীক্ষা হয়েছে। তপ্ত কারও করোনা ধরা পড়েনি বলে জানিয়েছে প্রশাসন। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, মেলা প্রাঙ্গণে ৫৫ শয্যার অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে। রয়েছে ৫টি সিসিইউ ও ৫টি আইসিইউ। সেখানে পরিষেবা দেওয়ার জন্য চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা আছেন। অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ছাড়াও আলাদা করে কোয়ারান্টিন সেন্টার ও সেফ হোম খোলা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/pilgrims-are-pouring-in-gangasagar-for-holy-bath-but-no-one-is-maintaining-covid-protocols/cid/1322765>

256. Coronavirus: ওমিক্রন নিয়ে কোন ভুলটি করছি আমরা? আনন্দপ্রজার

অনলাইনকে জানালেন শিশু চিকিৎসক

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ০৮ জানুয়ারি ২০২২ ১০:৫৮



কোভিড স্বীতিতে অন্যতম ঝড় খলনায়ক হিসেবে উঠে এসেছে ওমিক্রনের নাম।

ছবি: সংগৃহীত

রাজ্য তথা দেশ জুড়েই উদ্বেগজনক ভাবে ঝড়ছে কোভিড সংক্রমণ। আর এই কোভিড স্বীতিতে অন্যতম ঝড় খলনায়ক হিসেবে উঠে এসেছে ওমিক্রনের নাম। প্রাথমিক ভাবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা করোনার এই নতুন রূপে ফুসফুস নয়, সংক্রামিত হয় শ্বাসনালীর উপরের অংশ। তবে ওমিক্রন ফুসফুসের কম ক্ষতি করছে বলেই ভাইরাস কম শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছে এমন ভাবনা মারাত্মক ঝড় একটি ভুল হতে পারে। চিকিৎসকদের একাংশ তেমন মনে করছেন। সম্প্রতি এমনটাই দাবি করেছেন কেমব্রিজ ইন্সটিটিউট ফর থেরাপিউটিক ইমিউনোথেরাপি অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজ-এর অধ্যাপক রবীন্দ্র গুপ্ত। ‘আনন্দপ্রজার অনলাইন’ এর ফেসবুক এম ইউটিউব লাইভ ‘ভরসা থাকুক’ অনুষ্ঠানে একই কথা মনে করিয়ে দিলেন শিশু চিকিৎসক ত্রিদিপ চন্দ্রোপাধ্যায়ও।



প্রতীকী ছবি।

ফাইল চিত্র

ত্রিদিপ চন্দ্রোপাধ্যায় জানালেন, অতিমারির শুরুর দিকে এমন অনেক ওষুধ বা চিকিৎসার পদ্ধতি ব্যবহার হয়েছিল, যা অচিরেই ঝুঁক করে দেওয়া হয়। তিনি বললেন, ‘‘ভাইরাসটাকে চিনেছি আমরা মোটে দু’ বছর। তাই কোনও কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না।’’ তিনি এ-ও মনে করালেন, প্রথমে অনেকের ধারণা ছিল যে চাচ্চাদের করোনাভাইরাস কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু পরে শিশুরাও যথেষ্ট পরিমাণে আক্রান্ত হয়েছে এই রোগে। এখনও যদি ধরে নেওয়া হয়, ওমিক্রন শিশুদের সে ভাবে স্পর্শ করতে পারবে না, তা হলে সেটাও মারাত্মক ভুল হয়ে যেতে পারে।

ওমিক্রনকে যে হালকা ভাৱে নেওয়া অনুচিত, তা নিয়ে সম্প্রতি সতৰ্ক কৰেছেন, 'ঐশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'ৰ প্ৰধানও। কোনও ভাৱে এটিকে হেলাফেলা কৰা যাওঁ না, সে প্ৰিয় কড়া নিৰ্দেশ দিয়েছেন তিনি। একই প্ৰিয় নিয়ে সতৰ্ক কৰাৰ চেষ্টা কৰেছেন কেমব্ৰিজৰ আৰ এক অধ্যাপক ৰণীন্দ গুপ্তও। তাঁৰ কৰা ওমিক্রনৰ উপৰ কৰা ক্লিনিক্যাল মাইক্ৰোৱায়েলজিৰ গৱেষণা ৱলছে, একটা ধাৰণা তৈৰি হৈছে যে প্ৰতিৰ্তনৰ ফলে ভাইৰাসটি ক্ৰমশ দুৰ্বল হৈ পড়ছে, কিন্তু এমনটা সম্ভৱত সত্য নয়। কাৰণ কোভিডৰ এই নতুন ৰূপটি অত্যন্ত সহজেই সংক্ৰমণ ছড়াতে সক্ষম। ভাইৰাস যদি দুৰ্বল হৈ পড়ত তেন্তে এই ঘটনা ঘটাৰ সম্ভাৱনা কম ছিল। ভাইৰাসৰ প্ৰতিৰ্তনগত কোনও ক্ৰটিৰ জন্মই এটিৰ ভয়াৱহতা তুলনামূলক ভাৱে কম হৈছে ৱলে মত তাঁৰ। আক্ৰান্তৰ উপসৰ্গ তুলনামূলক ভাৱে মৃদু হলেও ভাইৰাসটিৰ ক্ষতিকারক ক্ষমতা কমে গিয়েছে এমন ভাৱাও কোন কাৰণ নাই। অধ্যাপক গুপ্তৰ মতে, ওমিক্রনৰ ক্ষতি কৰাৰ ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম হওয়া একটা সুখৰ হলেও এটি একমাত্ৰ এই ৰূপটিৰ ক্ষেত্ৰেই সত্য। এৰপৰ এমন নতুন ৰূপ আসতে পাৰে যেখানে ভাইৰাসটি ক্ষতিৰ দিক থেকে আগৰ মতোই মারাত্মক হতে পাৰে। ৰণীন্দৱাৰ ধাৰণা, সম্ভৱত ভৱিষ্যতে আমাৰ সেই দিকেই যেতে চলিছে।

ফুসফুসৰ কোষে উপস্থিত এক ধৰনৰ উৎসেচকৰ উপস্থিতিৰ জন্মই ওমিক্রন ফুসফুসকে খুঁ একটা কাণ্ড কৰতে পাৰছে না ৱলে জানিয়ে অধ্যাপক ৰণীন্দ গুপ্ত আৰও একৱাৰ সতৰ্কতাৰ ৱাৰ্তা দিয়েছেন। তাঁৰ সাফ কথা একে প্ৰাকৃতিক টিকা ভেঁ নেওয়া খুঁই প্ৰিপজজনক হতে পাৰে। ৱৰং তিনি ভৱসা ৱাখতে ৱলছেন প্ৰথাগত টিকাকৰণৰ উপৰেই।

<https://www.anandabazar.com/health-and-wellness/covid-19-are-we-making-a-mistake-by-taking-omicron-lightly-experts-express-their-concerns-dgtl/cid/1322541>

257. **Animals In Forests:** ৱাঘ কি আছে, ফিৰেছে ৱনে, অভয়াৰণ্যে? ধৰা

যাওঁ এ ৱাৰ ৱাতাসৰ 'গন্ধ' শুঁকে: গৱেষণা

নিজস্ব সংৱাদদাতা

কলকাতা ০৯ জানুৱাৰি ২০২২ ১৪:০৩



ক্যামেৰা, ৱনকৰ্মীদেৰ ছাড়াই এ ৱাৰ ৱন্যপ্ৰাণীৰ হৃদিশ মিলে? -ফাইল ছপি।

পাতাসের 'গন্ধ'ই এ ঠার দিতে পারবে লুকিয়ে থাকা প্রাণীর খণ্ডাখণ্ড!

পক্ষা ঠা আর কোনও অভয়ারণ্যে ঠহ দিন পর ঠাঘ ফিরে এল কি না, তা সেই অরণ্যেই রয়েছে কি না তা জানতে এ ঠার আর ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগাতে হঐ না। ঠনাঞ্চল, অভয়ারণ্য ঠা চিড়িয়াখানায় এ ঠার যে কোনও প্রাণী ঠা তাদের যে কোনও প্রজাতির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাঐ সেখানকার পাতাসের 'গন্ধ শুঁকেই'।

যে 'গন্ধ' থাকে ঠনাঞ্চল, অভয়ারণ্য ঠা চিড়িয়াখানা ঠা তার আশপাশের এলাকার পাতাসে। পাতাস থেকে প্রাণীদের ডিএনএ খুঁজে ঠার করেই এ ঠার জেনে নেওয়া সম্ভব হঐ কোন কোন প্রাণী রয়েছে, তাদের কোন কোন প্রজাতি রয়েছে সেই এলাকায়। এই ধরনের ডিএনএ-কে ঠলা হয় 'এনভায়রনমেন্টাল ডিএনএ' ঠা 'ইডিএনএ'।

সাম্প্রতিক দু'টি গঐষণা এই খণ্ডর দিয়েছে। দু'টি গঐষণা করা হয়েছে আলাদা আলাদা ভাঐ। দু'টি গঐষণাপত্র একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক ঠিজ্ঞান গঐষণা পত্রিকা '**কারেন্ট বায়োলজি**'-তে। একটি গঐষণা চালিয়েছেন লন্ডনের কুইন মেরি ঠিশ্বিঐদ্যালয়ের জীঐঐজ্ঞানীরা। অন্য গঐষণাটির নেতৃত্বে রয়েছে জার্মানির কোপেনহাগেন ঠিশ্বিঐদ্যালয়।

কোনও ঠনাঞ্চল ঠা অভয়ারণ্যে কোন কোন প্রাণী রয়েছে ঠা নতুন কোন প্রাণী ঢুকেছে এখন তার ঐপর নজর রাখেন হয় ঠনকর্মীরা, না হলে নজর রাখা হয় ট্র্যাপ ক্যামেরায়। নিরাপত্তার অভাব ও অপরিাপ্ত ঠনকর্মী দিয়ে কাজটা খুঐ জটিল হয়ে ওঠে। ট্র্যাপ ক্যামেরা ঐ্যাহারেরও সীমাঐদ্ধতা রয়েছে। ক্যামেরা খুঐ মেপেজুপে ঐসাতে হয়। ঐশি সংখ্যায় তা ঠিশাল ঠনাঞ্চলে ঐসানোও সম্ভব নয়। ঐসানো হলেও ঐরাত জোরে সেই ক্যামেরায় ধরা পড়ে ঠাঘ-সহ ঠিভিন্ন প্রাণীর অস্তিত্ব। প্রাণীরা যদি গভীর জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থাকে তা হলেও তাদের হদিশ মেলা দুষ্কর। কারণ খুঐ গভীর জঙ্গলে ঢুকে ট্র্যাপ ক্যামেরা ঐসানোও সম্ভব হয় না।

পাতাসে মিশে থাকা প্রাণীদের ডিএনএ পরীক্ষা করে সেই কাজটা অনেক সহজে অনেক ঐশি নিখুঁত ভাঐ করা সম্ভব, জানিয়েছে দু'টি গঐষণাপত্র। তঐ অসুঐধাও রয়েছে। কারণ, এই ভাঐ কোনও হ্রদ ঠা নদীতে ঠিভিন্ন প্রাণীর অস্তিত্বের হদিশ পাওয়ার কাজটা যতটা সহজ পাতাসে মিশে থাকা ডিএনএ খুঁজে সেই কাজটা ততটা সহজ নয়। কারণ, পাতাস থেকে প্রাণীদের ডিএনএ খুঁজে ঠার করার কাজটা জটিল। পাতাসে নানা ধরনের দূষণকণা অনেক ঐশি পরিমাণে থাকে ঐলে। দু'টি গঐষণারই কৃতিত্ব, সেই কাজটিকে সহজতর করা হয়েছে।

<https://www.anandabazar.com/science/collecting-dna-from-air-will-reveal-the-presence-of-hidden-species-or-animals-in-forests-dgtl/cid/1322695>

258. **Assembly Election:** পাঁচ রাজ্যে নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়েছে, কিন্তু ভোট

চান না ৩১% দেশবাসী: সমীক্ষা

সংবাদ সংস্থা

নয়াদিল্লি ১০ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:২৪



ফাইল চিত্র।

পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ গত কাল ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। কিন্তু অতিমারির এই ঝড়ঝড়ন্তে এ ভাবে নির্বাচন হওয়া কী ভাবে দেখছেন সাধারণ মানুষ?

ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরেই একটি অনলাইন সমীক্ষায় উঠে এসেছে দেশবাসীর মতামত। সমীক্ষকদের দাঁড়ি, সমস্ত রকম রাজনৈতিক প্রচারসভা বা র্যালির উপরে নিষেধাজ্ঞা চান ৪১ শতাংশ মানুষ। অন্তত ৩১ শতাংশের দাঁড়ি, পাঁচ রাজ্যে ভোট স্থগিত রাখা হোক। তা না-হলে পরিস্থিতি আরও গুরুতর হলে এলেই তাঁরা মনে করেন।

সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সচিবালয়ের পথসভা, জনসভা, মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ভিড় এড়াতে দু'থের সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দেশের ৩০৯টি জেলা থেকে ১১ হাজারের বেশি মানুষ ওই সমীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। তার মধ্যে ৬৮ শতাংশ পুরুষ এবং ৩২ শতাংশ মহিলা। ভোট হতে যাওয়া পাঁচ রাজ্যের ৪১৭২ জন মতামত জানিয়েছেন। তাতে ২৪ শতাংশের মত, জনসভা বন্ধ থাক। তবু ভোট হোক। ৪ শতাংশ অশুভ মনে করেন, করোনা পরিস্থিতির উপরে ভোট কোনও রকম প্রভাব ফেলবে না।

<https://www.anandabazar.com/india/in-an-online-survey-almost-31-of-people-voted-for-postponing-assembly-election-in-five-states/cid/1322798>

259. **Throat Swab:** নাক থেকে নয়, ওমিক্রন ধরতে বেশি কার্যকর গলা থেকে

নেওয়া লালারস, দাঁড়ি গবেষণায়

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ০৯ জানুয়ারি ২০২২ ১২:০৭



গলা থেকে লালারস নিয়ে পরীক্ষা করা হলে সংক্রমণের এক-দু'দিনের মধ্যেও ওমিক্রনের সংক্রমণ ধরা পড়ছে র্‌যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষায়। -ফাইল ছবি।

নাক থেকে নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করা হলে গোড়ার দিকে ওমিক্রনের সংক্রমণ ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুঁচই কম। প্রাথমিক পর্যায়ে ওই সংক্রমণ ধরা পড়তে পারে ঐরং গলা থেকে লালারসের (থ্রোট সোয়াব) নমুনা নিয়ে র্‌যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষা (র্‌যাট) করা হলে।

সাম্প্রতিক একটি গণেষণা এই খবর দিয়েছে। গণেষণাপত্রটি পিয়ার রিভিউ পর্যায় পেরিয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে একটি আন্তর্জাতিক চিকিৎসাঔজ্ঞান গণেষণা পত্রিকায়।

আমেরিকার হার্ভার্ড টি এইচ চ্যান স্কুল অফ পাবলিক হেলথের এপিডিমিওলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মিশেল মিনা বলেছেন, ‘‘সংক্রমিত হওয়ার এক থেকে দু'দিনের মধ্যে শুধু নাক থেকে নমুনা নিয়ে র্‌যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করা হলে দেখা যাচ্ছে ওমিক্রনের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু গলা থেকে লালারস নিয়ে পরীক্ষা করা হলে সংক্রমণের এক-দু'দিনের মধ্যেও ওমিক্রনের সংক্রমণ ধরা পড়ছে র্‌যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষায়। ফলে, নাকের নমুনা থেকেও গলা থেকে নেওয়া লালারস ওমিক্রনের সংক্রমণ ধরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।’’

তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশ জানিয়েছেন, নাক থেকে নমুনা নিয়ে র্‌যাট পরীক্ষা করানো যতটা সহজ ও নিরাপদ, গলা থেকে লালারস নিয়ে সেই পরীক্ষা ততটা সহজ ও নিরাপদ নয়। র্‌যাট পরীক্ষা যে হেতু ঠাডিতে নিজেই করা যায়, তাই কেউ গলা থেকে লালারস নিয়ে সেই পরীক্ষা করতে চাইলে তা নিরাপদ হওয়ার সম্ভাবনা কম। গলা থেকে লালারস নিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন একমাত্র দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীরাই। সেটা মাথায় রেখেই আমেরিকার ‘সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)’ ঠাডিতে র্‌যাট পরীক্ষায় নাক থেকে নমুনা নেওয়ার চালু পদ্ধতিই আপাতত চালিয়ে যাওয়ার সুপারিশ করেছে।

সাম্প্রতিক গণেষণাটি চালানো হয়েছে নিউ ইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলিস ও সান ফ্রান্সিসকোয় এমন ৩০ জনের উপর যাঁরা ফাইজার ঠা মডার্না অথবা জনসন অ্যান্ড জনসনের এমআরএনএ কোভিড টিকার সেকটি পর্ের পর দুস্টার টিকা নিয়েছেন। তাঁদের ২৮ জন পরে ওমিক্রনে সংক্রমিত হয়েছেন।

ওমিক্রনের সংক্রমণের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে ব্রিটেনে ইতিমধ্যেই প্রেশ কয়েকটি র ্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষায় গোড়ার দিকে নাক থেকে নমুনা সংগ্রহের পরিৱর্তে গলা থেকে লালারস নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। তৱে সেটা করানো হচ্ছে একমাত্র দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীদের দিয়েই।

গত ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকায় হওয়া আরও একটি গৱেষণা জানিয়েছিল, র ্যাপিড পরীক্ষায় গলা থেকে লালারস নিয়ে পরীক্ষা করা হলে ওমিক্রনের সংক্রমণ ধরা পড়ছে ১০০ শতাংশ ক্ষেত্রে। কিন্তু ডেল্টার সংক্রমণ ধরা পড়ছে ৭১ শতাংশ ক্ষেত্রে। আৱার নাক থেকে নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করা হলে ডেল্টার সংক্রমণ ১০০ শতাংশ ক্ষেত্রে ধরা পড়লেও ওমিক্রনের সংক্রমণ ধরতে তা সফল হচ্ছে মাত্র ৮৬ শতাংশ ক্ষেত্রে।

<https://www.anandabazar.com/science/without-taking-throat-swab-rapid-antigen-test-can-miss-omicron-study-shows-dgtl/cid/1322683>

260. Swasthya Sathi Card: অধরা স্বাস্থ্যসাথীতেই িল ৩৭৫০০!

সৌমেন মণ্ডল

মহিষাদল ১০ জানুয়ারি ২০২২ ০৪:৪০



প্রতীকী চিত্র।

শীতের দুপুরে সৱে ভাতঘুম দিয়েছেন। হঠাৎ মোৱাইলে মেসেজ ঢুকল। ফোন হাতে নিতেই ঘুম ছুটল শঙ্কর মান্নার। মেসেজে লেখা, তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে। আর সেই ৱাদ স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থেকে খরচ হয়েছে সাড়ে ৩৭ হাজার টাকা। অথচ তিনি দিৱ্য সুস্থ। আর স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড তো এখনও হাতেই পাননি।

মহিষাদলের ৱাসিন্দা শঙ্কর মান্না পেশায় গাড়ির মিস্ত্রি। ৱেশ কয়েক মাস আগে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের জন্য তিনি আৱেদন করেছেন। তৱে এখনও কার্ড হাতে পাননি। এরই মধ্যে গত ৩ জানুয়ারি শঙ্করের মোৱাইলে মেসেজ আসে যে তিনি তমলুকের এক নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছেন। সে দিন িষয়টিতে তেমন আমল দেননি শঙ্কর। তৱে ৫ জানুয়ারি আসে টাকা কাটার মেসেজ। তাতে উল্লেখ ছিল, নার্সিংহোম থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে শঙ্করকে। আর অস্ত্রোপচারের খরচ ৱাদ স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে ৱাদ অর্থ থেকে ৩৭,৫০০ টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। ৱাদ অর্থ থেকে চিকিৎসার খরচ কেটে নেওয়ার তথ্য রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী সেল যাচাই (ভেরিফাই) করেছে ৱলেও ওই মেসেজে উল্লেখ ছিল।

শঙ্কর ংলছেন, ‘‘স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হাতে পাইনি। ফলে, চিকিৎসার প্রশ্নই ওঠে না। তার পরেও টাকা কাটার মেসেজ আসায় খুঁ অর্ক হয়ে যাই। তমলুকের ওই নার্সিংহোমে যোগাযোগ করেছিলাম। কিন্তু সেখান থেকে জেলাশাসকের অফিসে গিয়ে কথা ংলতে ংলে।’’ শেষে রংটার মহিষাদলের ংডিওকে ই-মেলে অভিযোগ জানিয়েছেন শঙ্কর।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ংন্দ্যাপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প স্বাস্থ্যসাথী। রাজ্যের ংল মানুষ এই স্বাস্থ্যংিমার আওতায় এসেছেন। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকলে জেলা, রাজ্য, ংমনকি ভিন্ রাজ্যের নথিভুক্ত হাসপাতালেও সম্পূর্ণ ংিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়ার কথা। ১৯০০-র ংশি প্যাকেজভুক্ত রোগের চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ রয়েছে এই কার্ডে। কিন্তু সেই কার্ড হাতে না পেয়েই, কোনও চিকিৎসা পরিষেবা না নিয়েই টাকা খরচের ংষয়টি সামনে আসায় শোরগোল পড়েছে।

তমলুকের ওই নার্সিংহোমের ম্যানেজার রাজনারায়ণ গাঁতাইতের দাংি, ‘‘শঙ্কর মান্না নামে ংক জন রোগী নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন। তাঁর নামে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ছিল। আঙুলের ছাপ দিয়ে সেই কার্ড থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে।’’ কিন্তু ং ক্ষেত্রে নাম-ংিভ্রাট হওয়ার কথা নয়। কারণ, আধার নম্বর ও স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের নম্বর কোনও ভাংই ংক হতে পারে না।

তাহলে গন্ডগোল ংক কোথায়?

তা ংশ্য স্পষ্ট নয়। পূর্ মেদিনীপুর স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ংিভাস রায় ংলেন, ‘‘ংই গোলযোগের ংষয়টি জেলাশাসকের দফতরের স্বাস্থ্যসাথী ংিভাগ ংলতে পারে।’’ ং ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসকের সঙ্গে চেষ্ঠা করেও যোগাযোগ করা যায়নি। আর শঙ্কর যাঁর কাছে অভিযোগ করেছেন, সেই মহিষাদলের ংডিও যোগেশচন্দ্র মণ্ডলের ংক্ত্য, ‘‘অভিযোগ পেয়েছি। ংষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’’ শঙ্কর কেন ংখনও স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পাননি, তা-ও দেখেন ংলে আশ্বাস ংডিও-র

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/a-man-from-mahishadal-received-text-of-using-swasthya-sathi-card-which-he-has-not-received-yet/cid/1322764>

261. Who Is Eligible to Receive a Third Dose of COVID-19

Vaccine: ভ্যাকসিনের ৩ নম্বর ডোজ আপনি পাবেন কি? জেনে নিন কী কী লাগবে

১ মিনিটে পড়ুন Updated: 09 Jan 2022, 03:45 PM IST

লেখক Suman Roy

- ১০ জানুয়ারি সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে কোভিডের তৃতীয় ডোজ বা বুস্টার ডোজ দেওয়া। জেনে নিন, কারা পেতে পারেন এই ডোজ।

গত মাসেই প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, জানুয়ারি থেকে বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হও। ইতিমধ্যেই ১৫ বছর থেকে ১৮ বছরের মধ্যে থাকা কিশোর-কিশোরীদের করোনার টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে। ১০ জানুয়ারি, সোমবার থেকে শুরু হও বুস্টার ডোজ বা প্রিকশন ডোজ দেওয়ার কাজ।

কিন্তু এই বুস্টার ডোজ কারা পাবেন? জেনে নিন, আপনিও সেই তালিকায় পড়ছেন কি না।

- স্বাস্থ্যপরিষেবার সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা এই ডোজ পাবেন।
- ৬০-এর উপরে যাঁদের এয়স, তাঁদের মধ্যে কারও জটিল অসুখ বা co-morbidity থাকলে তিনিও বুস্টার ডোজ পাবেন।
- তৃতীয় ডোজটি নেওয়ার সময়ে চিকিৎসকের অনুমতিপত্র লাগবে না। কিন্তু তৃতীয় ডোজটি নেওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার কথা চলা হচ্ছে।
- দ্বিতীয় ডোজটি নেওয়ার ৯ মাস পরেই তৃতীয় ডোজ নেওয়া যাবে। তার আগে নয়। অর্থাৎ যাঁরা গত বছরের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে বা তার আগে দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন, তাঁরাই এই তৃতীয় ডোজ নিতে পারবেন। যাঁরা তার পরে নিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পরে ৩৯ সপ্তাহ কেটে গেলে, সেই সুযোগ পাবেন।
- আগের ডোজটি কী নিয়েছেন? কোভিশিল্ড? তাহলে এটারও কোভিশিল্ডই নিতে হবে। অন্য ভ্যাকসিন নিয়ে থাকলে, তৃতীয় ডোজেও সেই আগের টিকাই নিতে হবে।
- Co-Win-এ আবার রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া যাবে। নাহলে সরাসরি টিকাকরণ কেন্দ্রে গিয়েও টিকা নিতে পারেন।
- ভোটার কার্ড, আধার, পাসপোর্ট বা ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো কোনও একটি পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে।
- সরকারি হাসপাতালে টিনামূল্যে পাওয়া যাবে এই তৃতীয় ডোজ।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/are-you-eligible-for-3rd-dose-of-covid-vaccine-check-list-as-drive-begins-tomorrow-31641721860199.html>

262. Coronavirus Update: একদিনে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১ লক্ষ ৮০ হাজার ছুঁছুঁই, শুরু বুস্টার ডোজের টিকাকরণ

Published by: Sucheta Sengupta | Posted: January 10, 2022 9:31 am | Updated: January 10, 2022 9:53 am



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: নতুন সপ্তাহের প্রথম দিন দেশের কোভিড

(COVID-19) গ্রাফের ঊর্ধ্বমুখী ধারা অপর্যাহতই। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সাম্প্রতিকতম পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা ভাইরাসে (Coronavirus) আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭২৩ জন, মৃত্যু হয়েছে ১৪৬ জনের। রপ্তিয়ার তুলনায় দৈনিক সংক্রমণ হ্রাসের হার ১২.৬ শতাংশ। পজিটিভিটি রেট ১৩.২৯ %। অ্যাকটিভ কেস এডে দাঁড়িয়েছে ৭ লক্ষ ২৩ হাজার ৬১৯।

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান এলছে, পাঁচটি রাজ্যের লাগামছাড়া সংক্রমণের কারণেই দেশের করোনা গ্রাফ এতটা লাফিয়ে এডেছে। এই পাঁচ রাজ্যের শীর্ষে রয়েছে মহারাষ্ট্র। তারপরই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। মহারাষ্ট্রের দৈনিক সংক্রমণ ৪৪ হাজারের বেশি, আর বাংলায় তা ২৪ হাজার ছাড়িয়েছে। এছাড়া সংক্রমণের তালিকায় থাকা অন্যান্য রাজ্যগুলি - দিল্লি, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক। দিল্লির তিনটি সংশোধনাগারে প্রায় ৪৫ জন এন্ডির শরীরের ছড়িয়েছে মারণ ভাইরাসের সংক্রমণে। যা উদ্বেগ এডিয়েছে অনেকটা। এই উদ্বেগের মাঝেই আজ থেকে দেশে শুরু হচ্ছে করোনা টিকার বুস্টার

(Booster Dose) া প্রিকশন ডোজ দেওয়ার কাজ। প্রথম সারির করোনা যোদ্ধা, চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মী এং ষাটোর্ধ কো-মরটিড রোগীদের প্রথমে এই ঠুস্টার ডোজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের। এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আরও াড়়ে ালে আশা স্বাস্থ্যমহলের। রাজ্যের মোট ২২ লক্ষ ষাটোর্ধ া্যক্তি, ১০.৫ লক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী এং ৭.৫ লক্ষ প্রথম সারির যোদ্ধা পাচ্ছেন ঠুস্টার ডোজ। অন্যদিকে, ১৫ থেকে ১৮ াছর ায়সিদের টিকাকরণের কাজও চলছে জোরকদমে।

দেশের লাগামছাড়া করোনা সংক্রমণ রুখতে আপংকালীন পরিস্থিতিতে কী কী া্যাস্থ্য নেওয়া হতে পারে, তা নিয়ে রটি়ার সন্ধে়েলা জরুরি ঠৈঠকে াসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই মুহূর্তে কোন রাজ্যের কী প্রয়োজন, কীভাবে কেন্দ্র সাহায্য করতে পারে, সেসং নিয়ে আলোচনা হয় ালে সূত্রের খংর। আজ ফের আরও কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে ভারচুয়াল ঠৈঠক কর়েন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ড্য।

<https://www.sangbadpratidin.in/india/coronavirus-in-india-more-than-1-lakh-79-thousand-cases-recorded-in-last-24-hours-146-death/>

263. পুষ্টিযুক্ত চাল প্লাস্টিক ভেবে তুমুল বিক্ষোভ পাত্রসায়রের গুজব, অঙ্গনওয়াড়িতে উত্তেজনা



সংাদদাতা, িষ্ণুপুর: পুষ্টিযুক্ত (ফাটিফায়েড) চালকে প্লাস্টিক ভেে রটি়ার পাত্রসায়রের নাড়িচা গ্রামে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে াসিন্দারা িক্ষোভ দেখান। নাড়িচা চন্দ্রাপাড় ৯০নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে িলি করা চালের সঙ্গে মিশিয়ে প্লাস্টিকের চাল দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে স্থানীয় াসিন্দারা িক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতির চাপে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী চাল িলি স্থগিত রাখতে াধ্য হন। যে সমস্ত াসিন্দা চাল নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা তা ফেরত দিয়ে যান। যদিও আইসিডিএসের আধিকারিকরা ওই চালকে পুষ্টিযুক্ত চাল ালে দাটি করেছেন।

পাত্রসায়রের সিডিপিও সুপ্রিয় ঐর্মন ঐলেন, ঐঐরই প্রথম সাধারণ ঐালের সঙ্গে পুষ্টিযুক্ত ঐাল মিশিয়ে সরঐরাহ করা হয়েছে। তা শিশুদের পক্ষে খুঐই ঐপযোগী। অপুষ্টি দূর করতেই ঐঐর ফটিফায়েড ঐাল সরঐরাহ করা হয়েছে। দুই ঐালের রং কিছুটা ঐালাদা। তাই ঐাসিন্দারা তা প্লাস্টিকের ঐলে ভুল ভেঐেছেন। ঐনিয়ে সুপারভাইজারদের মাধ্যমে ঐপভোক্তাদের কাছে ঐার্তা পৌঁছনোর জন্য ঐলা হয়েছিল। কিন্তু, কোনও কারণে তা ঐই কেন্দ্রে পৌঁছনি। অঙ্গনঐয়াড়ি কর্মীদের মাধ্যমে ঐপভোক্তাদের ঐাঐরও সচেতন করা হঐে।

নাড়িচা চন্দ্রারপাড় অঙ্গনঐয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ছটি পণ্ডিত ঐলেন, ঐদিন নতুন ঐস্তা খুলে ঐাল টিলি করা হয়। টিলির পর ঐপভোক্তাদের ঐনেকেই প্লাস্টিকের ঐাল রয়েছে ঐলে ঐামার কাছে ঐভিযোগ জানান। ঐনেকেই তা ফেরত দিয়ে দেন। তা দেখে ঐামি ঐদিনকার মতো ঐাল টিলি স্থগিত রাখি। টিষয়টি ঐর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হয়েছে।

স্থানীয় ঐাসিন্দা হরিপদ লোহার ঐলেন, দু'কেজি ঐালে প্রায় ৫০গ্রামের মতো ঐই ঐাল রয়েছে। ঐর ঐাগে ঐছঐার ঐাল টিলি হয়েছে। ঐরকম কোনঐদিন দেখিনি। তাই ঐনেকেই ঐই ঐাল ঐেছে ফেলে দিয়েছেন। সাধারণ ঐালের সঙ্গে ঐই ঐাল মিশছে না। ঐামাদের মনে হয়েছে ঐই ঐাল প্লাস্টিকের। তা খেয়ে শিশুদের রোগ হতে পারে ভেঐে টিক্ষেভ

দেখিয়েছি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঐই কেন্দ্রে গর্ভঐতী, প্রসূতি ও শিশু মিলিয়ে প্রায় ৫০ জন ঐপভোক্তা রয়েছে। করোনার কারণে ঐর্তমানে কেন্দ্র ঐন্ধ রয়েছে। তাই রান্না করা খাঐারের পরিঐর্তে প্রতি মাসে শুকনো ঐাল, ডাল ও ঐালু টিলি করা হয়। শনিঐার টিকেলে ও রটিঐার সকালে ঐপভোক্তা পিছু দু'কেজি করে ঐাল টিলি করা হয়। শনিঐার টিকেলে ঐপভোক্তাদের কারও কারও নজরে ঐাসে, সাধারণ ঐালের সঙ্গে ঐন্য ঐেশকিছু ঐাল মেশানো রয়েছে। তখনই তাঁদের সন্দেহ হয়। ঐনেকেই ঐাঐার রান্না করে শিশুদের খাঐয়ানোয় তাঁদের মধ্যে ঐাতঙ্ক তৈরি হয়। পুষ্টিযুক্ত ঐালের টিষয়ে সঠিক ঐার্তা না পৌঁছনোর ফলে ঐাশেপাশের ঐনেক কেন্দ্রেই ঐকই ঘটনা ঘটেছে ঐলে স্থানীয় সূত্রে জানা

গিয়েছে।

স্থানীয় ঐাসিন্দা পূজা লোহার ঐলেন, ঐামার ছেলে অঙ্গনঐয়াড়ি কেন্দ্রে পড়ে। শনিঐার টিকেলে কেন্দ্র থেকে ঐাল ঐাড়িতে নিয়ে ঐসেছি। ঐদিন সকালে রান্না করার জন্য ঐাল ধুচ্ছিলাম। সেইসময় দেখি, ঐেশকিছু ঐাল জলে ভেসে যায়। প্রথমে ভাঐলাম হয়তো পোকায় খাঐয়ার জন্য হয়তো ভেসে গিয়েছে। পরে ঐালগুলি হাতে নিতেই দেখি তা ঐাঠার মতো চ্যাটচ্যাটে। তখনই পাশাপাশি ঐাড়িতে দেখানোর পর সঐাই ঐলল, ঐগুলি নাকি প্লাস্টিকের ঐাল। তাই ঐাল ফেরত দিয়ে ঐসেছি

264. আজ থেকে বাঁকুড়ায় টিকার বুস্টার ডোজ প্রতিটি ব্লকে থাকবে একটি করে কেন্দ্র



নিজস্ব প্রতিনিধি, পাঁকুড়া: আজ, সোমবার থেকে পাঁকুড়ায় শুরু হচ্ছে টিকার বুস্টার ডোজ। করোনা সংক্রমণ প্রতিহত করতে প্রথম সারির যোদ্ধা সহ ষাটোর্ধ্বদের সুরক্ষায় দেওয়া হবে বুস্টার ডোজ। প্রাথমিকভাবে জেলার প্রতি ব্লকে একটি করে কেন্দ্র থেকে এই টিকাকরণ শুরু হচ্ছে। তবে ধাপে ধাপে সেই সংখ্যা বাড়ানো হবে বলে জানা গিয়েছে। পাঁকুড়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) প্রলয় রায়চৌধুরী বলেন, সোমবার থেকে জেলায় প্রাথমিকভাবে বুস্টার ডোজ দেওয়ার কাজ শুরু হচ্ছে। আপাতত প্রত্যেক ব্লকে একটি করে সেশন সাইটে তা দেওয়া হবে। তারসঙ্গে মেডিক্যাল কলেজ, পুলিশ হাসপাতাল ও পুরসভাগুলিতেও পৃথক টিকাকরণ কেন্দ্র খোলা হচ্ছে।

স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২০ সালের মার্চ মাসে দেশে করোনার সংক্রমণ শুরু হয়। সংক্রমণ রুখতে টিকাকরণের উপর জোর দেওয়া হয়। দু'টি করে টিকা নেওয়ার কথা বলা হয়। প্রথমেই সেই টিকা পান করোনা যোদ্ধারা। তারপর ধীরে ধীরে টিকার আওতায় নিয়ে আসা হয় ১৮ ঊর্ধ্ব সকলকে। এখন ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সি পড়ুয়াদেরও টিকাকরণ চলছে। এরই মধ্যে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের প্রভাবে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকলে বুস্টার ডোজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেই কাজ পাঁকুড়ায় শুরু হচ্ছে আজই। তবে করোনার দু'টি ডোজ নেওয়ার পরও অনেকেই ফের কোভিডে আক্রান্ত হওয়ায় একাংশের মনে সংশয় তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্তাদের অশ্য দাবি, দু'টি ডোজ নেওয়ার পর করোনা হলেও তা সেইরকম ক্ষতি করতে পারে না। ফলে বুস্টার ডোজ নিলে অনেকটাই নিজেকে সুরক্ষিত রাখা যাবে।

স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, করোনার দু'টি ডোজ সম্পূর্ণ হওয়ার ন'মাস পরই বুস্টার ডোজের প্রাপক হওয়া যাবে। তাই আজ থেকে সেশন সাইটগুলিতে সংশ্লিষ্ট

ব্যক্তিকে আগে ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর নিয়ে যেতে হবে। তারসঙ্গে পরিচয়পত্রও প্রয়োজন। স্বাস্থ্যদপ্তরের এক কর্তা বলেন, আগে যে মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে করোনার দু'টি ডোজ দেওয়া হয়েছে, সেই নম্বর দিয়েই দুস্টার ডোজ নিতে হবে। আপাতত জেলার প্রত্যেকটি ব্লকে একটি করে সেশন সাইটে টিকাকরণ শুরু হচ্ছে। পরে অন্যান্য সেশন সাইটেও শুরু হবে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সি স্কুল পড়ুয়াদের টিকাকরণ জোরকদমে চলছে। ইতিমধ্যেই জেলায় প্রায় এক লক্ষ ১৩ হাজার পড়ুয়াকে টিকা দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের টার্গেট রয়েছে দু'লক্ষ দু'হাজার ছাত্রছাত্রীকে টিকা দেওয়ার। প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, গত ৩ জানুয়ারি থেকে পড়ুয়াদের টিকাকরণ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৫৪ শতাংশ টিকাকরণ হয়েছে। আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে তা শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গত শনিবারের কোভিড পুলিশিং অনুযায়ী, ঝাঁকুড়ায় একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। ২১৪ জন নতুন করে সংক্রামিত হয়েছেন। এনিমেষে উদ্বেগ প্রকাশেও স্বাস্থ্য কর্তারা করোনা ঝিধি মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন। মাস্ক অপর্যায় পরতে হবে। প্রাজার, যানবাহনে যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলতে হবে। শুধু তাই নয়, সংক্রমণের পরিস্থিতি ঝুঝতে জেলাজুড়ে করোনা টেস্টের সংখ্যা প্রাধানোর নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।

প্রশাসন ও স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্তাদের একাংশের দাঐ, বর্তমানে স্বাস্থ্যদপ্তর, পুরসভা ও প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক ও কর্মী করোনায আক্রান্ত হয়েছেন। তারই মধ্যে টিকাকরণ কর্মসূচি চলছে। ফলে কাজের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। ঝাঁকুড়া পুরসভার চেয়ারপার্সন অলোকা সেন মজুমদার বলেন, আজ, সোমবার থেকে ঝাঁকুড়া ব্লাক দুস্টার ডোজ দেওয়া হবে। তাছাড়া এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে করোনা টেস্টের ব্যস্থা করা হচ্ছে

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=17&id=342191>

265. Covid-19: ংড়ছে সংক্রমণ, প্রশাসনের নির্দেশে ংন্ধ হল িষ্ণুপুরের

পোড়ামাটির হাট

নিজস্ব সংাদদাতা

িষ্ণুপুর ০৮ জানুয়ারি ২০২২ ১৬:৫৪



জনশূন্য পোড়ামাটির হাট।

করোনার ংড় ংড়ন্তে পর্যটনকেন্দ্রগুলি ংন্ধের সরকারি ঘোষণায় আগেই মন্দিরনগরী িষ্ণুপুরে ংন্ধ হয়েছিল পর্যটকদের আনাগোনা । ংর প্রশাসনিক নির্দেশে ংন্ধ হয়ে গেল িষ্ণুপুরের ংতিহ্য্রাহী পোড়ামাটির হাট। িষ্ণুপুর মহকুমা প্রশাসনের তরফে িজ্ঞপ্তি দিয়ে আপাতত অনির্দিষ্ট কালের জন্য ংন্ধ করে দেওয়া হল সপ্তাহান্তের ংই হাট।

ংছর তিনেক আগে শান্তিনিকেতনের সোনারুরি হাটের আদলে রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র িষ্ণুপুরের জোড় শ্রেণির মন্দিরে শুরু হয় পোড়ামাটির হাট। সপ্তাহান্তে শনি ও রি়ার মন্দির প্রাঙ্গণে শুরু হওয়া ংই পোড়ামাটির হাটে শুধু হস্তশিল্পীরা পসরা সাজিয়ে ংসতেন ংমন নয়, ংকুড়ার িভিন্ন প্রান্তের লোকশিল্পীরা তাঁদের সংস্কৃতি তুলে ধরতেন হাটে। হাটে িষ্ণুপুর শহরের মানুষের পাশাপাশি সপ্তাহান্তে ভিড় জমাতেন দেশ-্রিদেশের পর্যটকেরাও। ফলে খু ং অল্প সময়ের মধ্যেই ং্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে ংই হাট।

সম্প্রতি করোনা পরিস্থিতির ংনতির কারণে রাজ্য সরকারের নির্দেশে ংন্ধ হয়ে যায় মন্দির নগরী িষ্ণুপুরের পর্যটন। ংর ংন্ধের তালিকায় ঢুকে পড়ল পোড়ামাটির হাটও। স্বাভাবিক ভাবেই মন খারাপ স্থানীয় ংসিন্দা থেকে শুরু করে হস্তশিল্পীদের। স্থানীয় ংসিন্দা ইন্দিরা ংন্যোপাধ্যায় ংলেন, ‘‘পোড়ামাটির হাট শুধু হাট নয়, িষ্ণুপুর শহরের মানুষের কাছে ংগের জায়গা। সেই হাট ংন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমাদের মন খারাপ হয়ে আছে। শুধু শনি ং রি়ার আমরা হাটে আসতাম তাই নয়, আমরা সারা সপ্তাহে যখনই সময় পেতাম হাট চত্বরে ংসে ংসলে মন ভালো হয়ে যেত। ংখন সেই সুযোগটা হতছাড়া হয়ে গেল।’’

ঐশ্বপুৰেৰ মহকুমা শাসক অনুপ কুমাৰ দত্ত ালেন, ‘‘কৰোনা পৰিস্থিতিৰ কাৰণে ঐমনিতেই মন্দিৰগুলি ান্ধ ৰাখা হযেছে। ঐশ্বপুৰে ঐখন পৰ্যটকৰা আসছেন না। ঐই হাট হলে কৰোনা সংক্ৰমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সে জন্য আপাতত আগামী ১৫ জানুয়ারি পৰ্যন্ত পোড়ামাটিৰ হাট ান্ধ ৰাখা হল। ঐই হাট ফেৰ কৰে চালু হৰে সে সম্পৰ্কে পৰে পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰে সিদ্ধান্ত নেওয়া হৰে।’’

266. covid test: পৰীক্ষায় অনীহা, লক্ষ্যমাত্রা অধরা

নিজস্ব সংবাদদাতা

মেদিনীপুৰ ০৮ জানুয়ারি ২০২২ ০৮:৩৯



প্ৰতীকী ছবি।

পশ্চিম মেদিনীপুৰে কৰোনা সংক্ৰমণ উৰ্ধ্বমুখী। পৰিস্থিতি মোকাটিলায় জেলায় আরও ঐশি কৰে কৰোনা পৰীক্ষায় জোর দেওয়া হচ্ছে। দৈনিক পৰীক্ষার লক্ষ্যমাত্রাও াড়ানো হযেছে। প্ৰশাসনের ঐক সূত্ৰে খবর, জেলায় ঐখন দৈনিক কৰোনা পৰীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা ৰাখা হযেছে ৪,২০০। তৰে তা অশ্য অধৰাই থাকছে। ঐখন দিনে গড়ে ২থেকে ৫০০, পৰীক জনের ৭০০,২্ষা হচ্ছে।

চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, উপসৰ্গ রয়েছে া কৰোনা সংক্ৰমিতের সংস্পৰ্শে ঐসেছেন, ঐমন মানুষজনের পৰীক্ষা কৰানো জৰুরি। কিন্তু পৰীক্ষা কৰাতে চাইছেন না অনেকেই। ফলে, সংক্ৰমণ আরও ছড়ানোরও আশঙ্কা থাকছে। জেলা প্ৰশাসনের ঐক আধিকারিকের দাঐ, জেলার কৰোনা পৰিস্থিতি ঐখন নিয়ন্ত্ৰণেই রয়েছে। কৰোনা পৰীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের সপৰকম চেষ্টা চলছে। জেলাশাসক রশ্মি কমল ালেন, ‘‘কৰোনা সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধে সতৰ্কতামূলক সপ রকম ঐ্যাস্থাই নেওয়া হচ্ছে।’’ তিনি মানছেন, ‘‘দৈনিক কৰোনা পৰীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা াড়ানো হযেছে। কৰোনা পৰীক্ষার উপরে আরও জোর দেওয়া হচ্ছে।’’ জেলা প্ৰশাসনের ঐক আধিকারিকের কথায়, ‘‘সংক্ৰমণ ধীৰে ধীৰে াড়ছে। সপ দেখেই পৰীক্ষা াড়ানো হচ্ছে।’’

জেলা প্ৰশাসনের ঐক সূত্ৰে খবর, ঐখন দৈনিক কৰোনা পৰীক্ষার লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৩,০০০ অ্যান্টিজেন পৰীক্ষা আর ১,২০০ আরটিপিসিআর পৰীক্ষা কৰার কথা। সেখানে ঐখন দিনে গড়ে আরটিপিসিআর পৰীক্ষা হচ্ছে ৪০০-৫০০। অ্যান্টিজেন পৰীক্ষা হচ্ছে দিনে গড়ে ২মানছেন স্বাস্থ্যকৰ্মী ঐকাংশ জেলার ১৩০০,২ থেকে ২০০,, অনেকের’’ পজিটিভ রিপোর্ট ঐখনও। রয়েছে অনীহা চৰম ঐষয়ে কৰানোর পৰীক্ষা কৰোনা মধ্যে

হওে হতে শিকার হেনস্থার সামাজিক এলে, এই ভেবেই অনেকে পরীক্ষা করাতে চাইছেন না এলে মনে হচ্ছে।’’ জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘আমাদের তরফে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের সও রকম চেষ্টা থাকছে। আমরা এলছি, উপসর্গ দেখা দিলেই তাঁরা করোনা পরীক্ষা করিয়ে নিন

চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, ংরংর চরিত্র ংদল করছে করোনাভাইরাস। ওমিক্রন ভেরিয়েন্ট ংপজ্জনক হয়ে উঠছে। প্রশাসনিক সূত্রের অংশ্য দাটি, পশ্চিম মেদিনীপুরে এখনও কোনও রোগীর শরীরে ওমিক্রন ভেরিয়েন্ট পাওয়া যায়নি। মেদিনীপুর মেডিক্যালের প্রফেসর তথা আইএমএ- র মেদিনীপুর শাখার সম্পাদক কৃপাসিন্ধু গাঁতাইতের মতে, ‘‘সংক্রমিতদের সংস্পর্শে যাঁরা আসছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে পরীক্ষা করানোর ংস্থা করতে হওে। সংক্রমিতদের চিহ্নিত করতে না পারলে সংক্রমণ ঠেকানো মুশকিল। তাই ংশি হারে পরীক্ষা করানো জরুরি এখন।’’

একাধিক মহল মনে করাচ্ছে, দৈনিক করোনা পরীক্ষা ংড়াতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল রাজ্যকে পাঠানো কেন্দ্রের চিঠিতেও। মাস কয়েক আগে কেন্দ্রের তরফে রাজ্যকে দেওয়া চিঠিতে এলা হয়েছিল, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো কয়েকটি জেলায় কম পরীক্ষা হচ্ছে। পরীক্ষা ংড়াতে হওে। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিকের ংখ্যা, ‘‘জেলায় করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা আগের থেকে অনেকটাই কমে গিয়েছিল এক সময়ে। সেই কারণে পরীক্ষার সংখ্যাও সেই সময়ে তুলনামূলকভাবে কমেছিল। গত কয়েক দিন ধরে দৈনিক সংক্রমণ ংড়ছে। সও দেখে পরীক্ষাও ংড়ানো হয়েছে।’’ তিনি শোনাচ্ছেন, ‘‘এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো প্রস্তুত রয়েছে জেলায়। প্রয়োজন হলে পরীক্ষার সংখ্যা আরও ংড়াতে সমস্যা হওে না।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/midnapore/people-are-not-interested-to-do-covid-19-tests/cid/1322529>

267. Hello Doctor: শুরুতেই ংপুল সাড়া ‘হ্যালো ডাক্তার’-এর! করোনা

নিয়ন্ত্রণে কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের

নিজস্ব সংবাদদাতা

তমলুক ০৮ জানুয়ারি ২০২২ ১৬:২৩



শুরু হওয়ার মাত্র এক দিনের মধ্যেই জেলা জুড়ে প্রায় সাড়ে তিনশো মানুষ ‘হ্যালো ডাক্তার’-এর পরিষেবা নিয়েছেন।
ফাইল ছাঁ

করোনা সংক্রমণ ঝাড়তেই উৎকণ্ঠা। পরিবারের কারও জ্বর হলেই ত্রাহি ত্রাহি রং উঠছে। এই পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে পূর্ণ মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চালু হয়েছে ‘হ্যালো ডাক্তার’। ইতিমধ্যেই এই পরিষেবা সাড়া ফেলেছে। নিকটবর্তী ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসককে ফোন করলেই দ্রুত পরিস্থিতি পর্যালোচনায় পাড়ি পাড়ি পৌঁছে যাচ্ছেন আশাকর্মীরা। জেলা প্রশাসনের দাপি, শুরু হওয়ার মাত্র এক দিনের মধ্যেই জেলা জুড়ে প্রায় সাড়ে তিনশো মানুষ ‘হ্যালো ডাক্তার’-এর পরিষেবা নিয়েছেন।

পূর্ণ মেদিনীপুরের জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাজি বলেন, “অন্য জেলার তুলনায় পূর্ণ মেদিনীপুরে এখনও করোনা সংক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে। তবে মানুষ সচেতন না হলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই কারণেই এক দিকে যেমন ‘হ্যালো ডাক্তার’ এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রাধান্যের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তেমনি জেলা জুড়ে প্রজ্ঞার ভিত্তি নিয়ন্ত্রণে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে জেলা প্রশাসন। এর পাশাপাশি প্রয়োজনে মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোন করেও করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।”

শনিবার থেকে নন্দকুমার থানা এলাকায় মাইক প্রচার শুরু হয়। সমস্ত প্রজ্ঞার সকাল ৭টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ও প্রিকেল ৪টা থেকে ৭টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাচ্ছে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও দোকান খোলা থাকলে তার প্রিকল্পে প্রিপার্স মোকাপ্রিলা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মহিষাদল থানা এলাকায় আবার কেউ মাস্ক ছাড়া প্রজ্ঞারে ঘুরলেই তাঁকে ৫০০টাকা করে জরিমানা করছে পুলিশ।

পূর্ণেন্দুর ংক্ৰম, ‘‘যে সমস্ত ংজারে ংশি ভিড় হয়, সেই ংজারগুলিকে আরও ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। জেলার মধ্যে পাঁশকুড়া সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে করোনা রোগীর জন্য পর্যাপ্ত ংড রয়েছে। তাই নতুন করে কোনও হাসপাতালে করোনা চিকিৎসার ংস্থা নেওয়া হচ্ছে না। তবে ইতিমধ্যেই জেলায় ংশ কয়েকটি সেফ হোম চালুর জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/midnapore/huge-response-in-hello-doctor-administration-took-strict-action-in-east-midnapore-to-control-covid-dgtld/cid/1322586>

268. Earthquake: ভূমিকম্প কেঁপে উঠল ডুয়ার্স-সহ উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ

এলাকা, কম্পনের মাত্রা ৪.২

নিজস্ব সংবাদদাতা

জলপাইগুড়ি ০৬ জানুয়ারি ২০২২ ২১:১০



প্রতীকী ছবি।

ভূমিকম্প আচমকাই কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। মৃহস্পতিবার রাত ৮টা ১৬ মিনিটে কম্পন অনুভূত হয়েছে ডুয়ার্স-সহ গোটা জলপাইগুড়ি জেলা। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.২। এখনও পর্যন্ত বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি ংং হতাহতের খবর মেলেনি।

জলপাইগুড়ি ছাড়াও আলিপুরদুয়ারে অনুভূত হয়েছে কম্পন। জানা গিয়েছে ভূমিকম্পের ংপত্তিস্থল ভুটানের থিম্পু। গভীরতা অন্তত ১০ কিলোমিটার।

কম্পন অনুভূত হতেই ঝাড়ির ঝাঁইরে ঝেরিয়ে আসেন সাধারণ মানুষ। আতঙ্কে শব্দধ্বনি দিতে দেখা যায় মহিলাদের। আলিপুরদুয়ারের ঝাসিন্দা সমর্পিতা ভট্টাচার্য ঝলেন, ‘‘প্রথমে ঝকটা হালকা ধরনের কাঁপুনি ছিল। তার পর সেটাই ঝক ঝটকায় ঝেড়ে যায় হঠাৎ। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম খুঁ। পরে ঝুঝতে পারি ওটা ভূমিকম্প। আশপাশের লোকজন সঝাই চিৎকার করছিল। তাই শুনে সঝাই ঝাঁইরে ঝেরিয়ে আসি।’’

[Earthquake in North Bengal, 4.2 on Richter scale dgtld -](#)

[Anandabazar](#)

269. Covid-19 in West Bengal: দ্রুত ছড়াচ্ছে সংক্রমণ, মালদহ হাসপাতাল

ও সরকারি দফতরে ঝক দিনে আক্রান্ত ২০০

নিজস্ব সংঝাদদাতা

মালদা ০৭ জানুয়ারি ২০২২ ১০:৫৪



প্রতীকী ছবি।

মালদহ জেলা স্বাস্থ্য দফতরে করোনার থাঝা। গত ২৪ ঘন্টায় আরও ২০০ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট ঝলছে, আক্রান্তদের তালিকায় দুই চিকিৎসক ঝং ১০ জন স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের পাশাপাশি মালদহ জেলা পরিষদের ৩১ জন কর্মী কোভিড-১৯ আক্রান্ত।

ঝই পরিস্থিতিতে জেলা পরিষদের সদস্যদের দফতরে আসতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষের তরফে। কোভিড পরিস্থিতিতে জেলা পরিষদের কাজকর্ম টেলিফোনে ঝা ভার্চুয়ালের মাধ্যমে করা হঝে। অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে কাজ থাকলেই সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যদপ্তরের নির্দেশিকা মেনে জেলা পরিষদে আসতে হঝে।

জেলা পরিষদের সদস্য শুক্রবার স্বপন মিশ্র এই তথ্য জানিয়ে বলেন, ‘‘পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। অত্যন্ত দ্রুত এই করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে। তেঁ প্রশাসন সজাগ রয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। প্রশাসনকে জনগণ সহযোগিতা করুক, এটাই আমাদের আবেদন।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/north-bengal/coronavirus-in-west-bengal-several-doctors-nurses-and-medical-staffs-are-corona-positive-in-malda-dgtld/cid/1322390>

270. পাহাড় পেল প্রথম কোভিড পরীক্ষা কেন্দ্র

কৌশিক চৌধুরী

শিলিগুড়ি ১০ জানুয়ারি ২০২২ ০৬:৪০



প্রতীকী চিত্র।

কোভিড সংক্রমণ পরীক্ষার সরকারি আরটি-পিসিআর কেন্দ্র পেতে চলেছে পাহাড়। কালিম্পং জেলা হাসপাতালে নতুন ভাইরাল ল্যাবরেটরিতে এই পরীক্ষার ছাড়পত্র দিল আইসিএমআর। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, গত শুক্রবার ভূপেন্দ্রের এমস-এর তরফেও এই ল্যাবরেটরির পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে আইসিএমআর কর্তৃপক্ষকে এটি চালু করার কথা এলা হয়েছে। এর পরেই আইসিএমআর রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরকে সজু সঙ্কেত দিয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে আজ, সোমবার ল্যাবরেটরিটি চালু হওয়ার কথা। টানা এক ঘণ্টার ধরে চেষ্টার পর এই পরীক্ষা কেন্দ্রের সম্মতি মিলল।

দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৫০টি করে দু’দফায় প্রতিদিন ৫০০টি নমুনা পরীক্ষার পরিকাঠামো গড়া হয়েছে এই ল্যাবরেটরিতে। এত দিন কালিম্পং থেকে ৭০ কিলোমিটার পাহাড়ি পথে শিলিগুড়িতে আনতে হত নমুনা। দার্জিলিং পাহাড়েও কোনও আরটিপিসিআর পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। পাহাড়ের সপ্ত জায়গা থেকেই নমুনা শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আসে। কালিম্পংয়ের জেলাশাসক আর টিমলা এ দিন বলেন, ‘‘কালিম্পং জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই ল্যাবরেটরি শুধু একটি বিষয়। করোনা মোকাবিলায় আমরা আরও জোরদার ভাবে কাজ করতে পারব।’’

উত্তরবঙ্গে প্রথম সরকারি আরটি-পিসিআর পরীক্ষা কেন্দ্র তৈরি হয় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল। পাহাড় তো এটাই, সমগ্র উত্তরবঙ্গের সপ্ত জেলার নমুনা এখানেই আসত।

তার পরে কোচবিহার, মালদহ এবং রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আরটি-পিসিআর ল্যাবরেটরি চালু হয়। এর সঙ্গেই জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে এমন ল্যাবরেটরি তৈরি হয়। এর মধ্যেই কালিম্পঙের ল্যাবরেটরিটি চালুর অনুমোদন এল। এই কালিম্পং জেলাতেই উত্তরবঙ্গের প্রথম করোনা সংক্রমিত এক মহিলার খোঁজ মিলেছিল। তার পরে জেলায় সংক্রমণও ভাল সংখ্যায় ধরা পড়েছিল। এ বছর অশ্ব্য এখনও বেশি সংক্রমণ ধরা পড়েনি কালিম্পঙে। গত শনিবার সংখ্যাটি ছিল ১৫। যদিও স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকেরা মনে করছেন, এত দিন সন্দেহ হলে কালিম্পং জেলা হাসপাতালে নমুনা নিয়ে শিলিগুড়ি পাঠাতে হত। তাই অনেক সময় পরীক্ষাও কম হয়েছে। এ বার পরীক্ষার সংখ্যা নিশ্চয় বাড়বে। ফলে পর দিন কয়েক , তখ তা ,দাঁড়ায় কী পরিস্থিতি কালিম্পঙেরনই বোঝা যাবে।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/north-bengal-is-going-to-get-the-official-rt-pcr-center-for-covid-infection-test/cid/1322784>

271. ৫০ বছর ধরে জ্বলছে আগুন! অবশেষে বন্ধ হচ্ছে 'নরকের দরজা'

Published by: Biswadip Dey | Posted: January 11, 2022 4:08 pm | Updated: January 11, 2022 4:26 pm

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: 'অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড তাহাতে ডুপায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড।' সত্যিই কি রয়েছে এমন নারকীয় কুণ্ড? এই নশ্বর দুনিয়ার ওপারে কী আছে তা আজও অজানা, কিন্তু এই পৃথিবীতেই রয়েছে এমন এক নরক খুড়ি 'নরকের দরজা' (Gateway to Hell), যেখানে অনর্গল দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন! তুর্কমেনিস্তানের কারাকুম মরুভূমিতে গত ৫০ বছর ধরে জ্বলতে থাকা সেই আগুনকে ঘিরে বিশ্বের কমতি নেই। তবে এবার এই আগুনমুখো গহ্বরের দরজা বন্ধ হবে। তেমনই নির্দেশ সৌদের প্রেসিডেন্টের।

কিন্তু কী করেই বা সৃষ্টি হল ওই গহ্বরের? কেনই বা সেটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত? ২২৯ ফুট চওড়া এবং ৬৬ ফুট গভীর এই গহ্বরে ১৯৭১ সাল থেকে জ্বলছে আগুন। আসলে এই গহ্বরের মধ্যে রয়েছে মিথেন। দাহ্য এই গ্যাসের অনর্গল জ্বলন দেখলে চিন্তিত হওয়াই স্বাভাবিক। আর সেই কারণেই নিয়মিত পর্যটকরা এখানে ভিড় জমান।

আসলে গত শতকের সাতের দশকের গোড়ায় ওই মরুভূমিতে সোভিয়েত রাশিয়ার ভূতত্ত্ববিদরা তেলের খোঁজে খনন শুরু করেছিলেন। সেই সময়ই ভুলশ্রুতি প্রাকৃতিক গ্যাসের এক ভাণ্ডারে আঘাত লেগে যায়। ফলে মাটি ধসে সৃষ্টি হয় অতিকায় গহ্বরের। গহ্বরের মধ্যে থাকা মিথেন যাতে হু হু করে বাতাসে ছড়িয়ে না পড়তে পারে তাই প্রিজ্ঞানীরা তাতে আগুন লাগিয়ে দেন। তাঁদের ধারণা ছিল ঝড়জোর কয়েক সপ্তাহ লাগলে, তার মধ্যেই পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে সমস্ত মিথেন। কিন্তু তাঁদের ধারণা ছিল একেবারেই ভুল। সেই যে আগুন জ্বলে উঠেছিল আজও তা নেভেনি। ২০১৩ সালে এক রোমাঞ্চপ্রিয় মানুষ কানাডার জর্জ কৌরোনিস সেই গহ্বরের পেটের ভিতরে অ্যাডভেঞ্চারও করে আসেন। সাধারণ পর্যটকদের তেমন দুঃসাহস না হলেও তাঁরা দল ঠোঁধে এসে ওই আগুনের লেলিহান সৌন্দর্য চাইরে থেকেই প্রত্যক্ষ করে গিয়েছেন। কিন্তু এয়ার তুর্কমেনিস্তানের প্রেসিডেন্ট গুরবঙ্গুলি গার্দিমুখামেদভ নির্দেশ দিয়েছেন, যে কোনও ভাবে ওই গহ্বরের আগুন নেভাতে হবে। তিনি জানিয়েছেন, যেভাবে পরিবেশ ও স্থানীয় মানুষদের স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলছে ওই আগুন, তাই সেটি অপ্রিলম্বে ঝুঁক করা প্রয়োজন।

<https://www.sangbadpratidin.in/science-and-environment/turkmenistan-plan-to-close-its-gateway-to-hell/>

272. এবার গোসাবা এলাকায় বাঘের আতঙ্ক! ব্যক্তির বাড়িতে ঢুকে গরু-ছাগল মারল দক্ষিণরায়

Published by: Sulaya Singha | Posted: January 11, 2022 8:53 am | Updated: January 11, 2022 11:46 am

দেবব্রত মণ্ডল, বারুইপুর: ফের বাঘের আতঙ্ক ছড়াল সুন্দরবন এলাকায়। কুলতলি, কুমিরমারির পর ফের এয়ার গোসাবা ব্লকের ঢালি আমলা মেথি এলাকায় হানা দিল দক্ষিণরায়। ফলে নতুন করে ছড়াল আতঙ্ক।

সোমবার রাতে চাঁদ্যার জঙ্গল থেকে একটি পূর্ণচন্দ্র রয়েল রেঞ্জল টাইগার ঢুকে পড়ে ওই ঢালি আমলা মেথি এলাকায়। জানা গিয়েছে, সেখানে ঢোকার পর তিনটি ছাগল এবং একটি গরু মারে চাষটি। স্থানীয় প্রাসিন্দা হাটুল দাস নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দেয় চাষটি! গোয়ালঘরে ঢুকে গরু এবং ছাগলগুলি মারে সে। তারপর লোকালয় সংলগ্ন এক জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেয় দক্ষিণরায়। এমন ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক

ছড়িয়ে পড়ে। ঝাড়ির ভিতরে থেকেও রয়্যাল বেঙ্গলের (Royal Bengal Tiger) হাত থেকে নিস্তার নেই, এ কথা ভেবেই শিউরে উঠছেন এলাকার বাসিন্দারা।

ইতিমধ্যেই ঘাটটির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছেন এনদপুরের কর্মীরা। এখনও পর্যন্ত তার খোঁজ পাওয়া না গেলেও ওই জঙ্গলের মধ্যেই যে সে লুকিয়ে আছে, তার অস্তিত্ব টের পেয়েছেন এনকর্মীরা। ফলে ওই এলাকা জাল দিয়ে ঘিরে ফেলার চেষ্টা চলছে। তপে সকালে কুয়াশা থাকার কারণে কিছুটা হলেও ঘাট খোঁজার কাজে ব্যাহত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত বেশ কয়েকদিন ধরে ঝাড়ঝাড় সুন্দরবন (Sundarbans) এলাকায় লোকালয়ে ঘাট ঢুকে পড়াকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কুলতলি, চরগেরি, কুমিরমারির মতো গ্রামে ঢুকে পড়েছিল ঘাট। তাদের আগে আনতে রীতিমতো কালঘাম ছোট্ট এনকর্মীদের। কখনও ঘুম পাড়ানি গুলি মেরে তো কখনও জাল ফেলে জঙ্গল ভিজিয়ে ঘাটকে খাঁচাএন্দি করতে হয়েছে। এঝার গোসাঝা ব্লকের লোকজনেরা ঘাটের আতঙ্কে ত্রস্ত। তাকে ধরা না গেলে যে কোনও মুহূর্তে সে ফের লোকালয়ে হানা দিতে পারে- এই আশঙ্কাতেই রাতের ঘুম উড়েছে স্থানীয়দের।

<https://www.sangbadpratidin.in/bengal/a-royal-bengal-tiger-enters-into-a-house-in-sundarbans-gosaba/>

273. মহামারীর ব্যাএসা

শান্তনু দত্তগুপ্ত



শিয়ালদহ স্টেশন। রাত ৯টা ৩৭ মিনিট। তীব্র হর্নে কেঁপে উঠল শিয়ালদহ সাউথ। লাস্ট ক্যানিং লোকাল ছেড়ে যাচ্ছে। আর ব্যাগ কাঁধে পিছন পিছন ছুটছেন এক ঝুঙ্কা। ঝুঙ্কর ৬৫ ঝয়স। এই ট্রেনটা ঝেরিয়ে গেলে রাতটা কাটাতে হঝে প্ল্যাটফর্মেই। তাই ছুটছেন তিনি। কোনওমতে শেষ কামরার রডটা ধরলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা দুঃটো হাত টেনে নিল তাঁকে। উঠেই হাঁপাচ্ছেন ঝুঙ্কা। অঝসরের পরও সঞ্চয় যা ছিল, অসুঝিধে হচ্ছিল না। কিন্তু এক মহামারী সেই সঞ্চয়কেই তলানিতে এনে ফেলেছে। গিন্নিকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল আগের ঝুঙ্করই। অনেকগুলো টাকা একসঙ্গে ঝেরিয়েছে। তাই আঝার কাজ শুরু করেছেন তিনি। কাজে নামতে হয়েছে তাঁকে একটা

দোকানে। ক্যানিং থেকে আসেন... রোজ। আর্মহাস্ট স্ট্রিটে হেঁটে যান। আর এখন দৌড়ে ফেরেন। লাস্ট ট্রেন ৯টা ৩৭। কামরায় উঠে হাঁপাচ্ছিলেন। প্রশ্ন কয়েকটা সহানুভূতির চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে। খুঁ কষ্টে হাসার চেষ্টা করলেন। চললেন, 'একটু হলে মরেও যেতে পারতাম। তাই না? টেঁচে থেকেই পা কী লাভ? এই মহামারীর ব্যাসায় কার লাভ হল চলতে পারেন? আশপাশের সবকটা মানুষ দেখি গরিব হয়ে গিয়েছে। ব্যালেন্স শিট মেলাই। তাই জানি, একজন গরিব হলে আর একজন ঝড়লোক হওই। সেটা কে?'

ভদ্রলোক মোক্ষম ধরেছেন। ঝড়লোক এই রাজারেও আছে। তৈরি হয়েছে। গজিয়ে উঠেছে। আর তারা হল ওষুধ কোম্পানি, করোনা ভ্যাকসিন প্রানোওয়ালারা। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর দু' বছর পর এটাই সবচেয়ে ঝড় সত্যি। রাজারে এখন আতঙ্ক চিকিৎসা হচ্ছে। আর এর থেকে এরনোর উপায় কী? ভ্যাকসিন এং ওষুধ। চিকিৎসা চিকিৎসার এত বছরের ইতিহাসে হামের টিকা রাজারে আসার জন্য সবচেয়ে কম সময় লেগেছিল—চার বছর। আর করোনা? সাত মাস। ঝড় গবেষকই প্রশ্ন তুলেছিলেন, এই ক'দিনে টিকা চলে যাকে চালানো হচ্ছে, তা সত্যিই কার্যকর হও তো? মানুষ কিন্তু বিশ্বাস করেছে। আমি, আপনি... সকলেই টিকা নিয়েছি। ভেবেছি, এই তো চিকিৎসার কী। দু'টো ডোজ নিলেই কেবল ফতে। আর করোনা ছুঁতে পারো না। হয়তো তাই। হয়তো সত্যিই টিকা নেওয়ার পর অনেকের শরীরেই করোনা আর তার মারণ রূপ দেখাতে পারেনি। আক্রান্ত হয়েছেন অনেকেই... কিন্তু অল্পের উপর দিয়ে গিয়েছে। ব্যতিক্রম কি নেই? সেও আছে। ডবল ডোজের পরও অনেকে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। কোমরটিড শরীর সেই আঘাত নিতে পারেনি। অনেকে প্রাণও দিয়েছেন। তাও আমরা আঁকড়ে ধরেছি এই 'চিকিৎসার কী'কে। ছুটে চলেছি একটা ছুচের পিছনে। আর এই সুযোগটাই নিচ্ছে মৌরসিপাট্রা চালিয়ে যাওয়া কয়েকটি কোম্পানি। চারচার চরিত্র চলেছে কোভিড-১৯ ভাইরাস। আমরা চলছি ভ্যারিয়েন্ট। কাপা, ডেল্টা, ডেল্টা প্লাস, ওমিক্রন... একের পর এক স্ট্রাইন রাজারে আসছে, আর আমরা আতঙ্কিত হচ্ছি। কোম্পানির ভাড়া করা বিশেষজ্ঞরা মাথা নাড়ছে আর চলছে, এই ভ্যারিয়েন্ট প্রোধহয় আগের নেওয়া ভ্যাকসিন কার্যকর হও না। তাহলে উপায় কী? উপায় একটাই—আবার টিকা নিতে হও। অমুক ভ্যাকসিন নেওয়া থাকলে ডেল্টা প্লাস স্ট্রাইনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যাবে। তমুক টিকায় কুপোকাত হও ওমিক্রন। সাধারণ মানুষ ভাবে, বিশ্বাস করেছে, আর আতঙ্কিত হচ্ছে। মুনাফা লুটেছে হাতেগোনা ওই কয়েকটি কোম্পানি।

২০১৯-২০ অর্থবর্ষে সিরাম ইনস্টিটিউটের লাভের পরিমাণ কত ছিল? ২ হাজার ২৫১ কোটি টাকা। ভ্যাকসিন রাজারে আসার পর হিসেব চলছে, অঙ্কটা পৌঁছে যাবে ১৫ হাজার কোটি টাকায়। অথচ, আদর পুনোওয়ালা অক্সফোর্ডকে পেটেন্টের জন্য টাকা দিয়েছেন, কেন্দ্রের টেঁধে দেওয়া দামে অধিকাংশটা সরকারকেই চিকিৎসা করেছেন।

প্রাইভেট হাসপাতালগুলি কিনেছে ঠিকই, কিন্তু সেটা তুলনায় অনেক কম। কিছু প্রিদেশে রপ্তানি হয়েছে। তাতেও হাজার হাজার কোটির উপর নেট মুনাফা! তাক লাগানোর মতোই এটে! এই অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় অনুঘটকের কাজ করেছে স্রেফ আতঙ্ক। করোনা মহামারীর ভয়ে সরকারি লাগাম পরেছি আমরা... ঠক হয়েছে ব্যাংক, কাটা গিয়েছে ষ্টেট, না খেতে পেয়ে অনেকে আত্মঘাতী হয়েছে। তাও আতঙ্কের প্রেসারি ঠক হয়নি। অক্সফোর্ডের রিপোর্ট এলছে, ফাইজার, মডার্না এবং বায়োটেকের করোনার অর্থপ্রদে মুনাফা ৩৪০০ কোটি মার্কিন ডলার। বাংলা হিসেবে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার কোটি টাকা। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, এই কোম্পানিগুলি প্রতি সেকেন্ডে কামাচ্ছে হাজার ডলার, প্রতি মিনিটে ৬৫ হাজার ডলার এবং প্রতিদিন ৯ কোটি ৩৫ লক্ষ ডলার। তারপরও যখন কোম্পানিগুলিকে সাধারণের জন্য এই ভ্যাকসিনের ফর্মুলা দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে, তারা সাফ জানাচ্ছে... না, পারা না। ফাইজারের সিইও অ্যালবার্ট বারবার এ ব্যাপারে উত্তর ছিল, 'ডেঞ্জারাস ননসেন্স'। তাদের গবেষণা এলেক্সেলের প্রিলিমে দেওয়ার জন্য নয়। অথচ এই তিনটি কোম্পানিকে গবেষণার জন্য সরকার অর্থ জুগিয়েছিল-সম্মিলিত ৮০০ কোটি ডলার। এর মধ্যে মডার্নাই পেয়েছিল ২৫০ কোটি ডলার। সম্মিলিত কিন্তু আয়করদাতাদের টাকা। পাবলিক ফান্ড। তারপরও এই ধৃষ্টতা দেখাতে পারছে তারা। তাড় তাড় দেশ, এমনকী আমেরিকাও কিছু করতে পারছে না। এরা একবারও ভাবছে না যে, মহামারীতে ধুঁকছে বিশ্ব... একসঙ্গে অনেক সংস্থা টিকা প্রানাতে পারলে দু'টি উপকার। প্রথমত, সাধারণ থেকে অতি-সাধারণ মানুষ... প্রত্যেকের নাগালে টিকা চলে আসবে। আর দ্বিতীয়ত, দাম নেমে আসবে অনেকটাই। কিন্তু তারা তা করবে না। একচ্ছত্র আধিপত্য চালিয়ে যাচ্ছে ভ্যাকসিন নির্মাতারা। মুনাফা চাই, আরও... আরও। তার জন্য ভয়টাকে মানুষের মনে জিইয়ে রাখতে হবে... যতদিন সম্ভব।

বাসের পাদানি থেকে চায়ের দোকান। এখন এটাই যে আলোচনার বিষয়বস্তু! এক ভদ্রলোককে সেদিন এলতে শুনলাম, 'গাঁটের পয়সা খরচ করে আতঙ্ক কিনছি। টিভি চ্যানেল খুললেই আতঙ্ক। এই সংক্রমণ বেড়ে গেল, ওই দেখো মৃত্যু বাড়ছে, আবার নতুন ভ্যারিয়েন্ট আসছে, আর মানবজাতিকে প্রাণচানো যাচ্ছে না... ধুর ধুর, প্রিভি লেগে যায়।' কী এলা যায় এদের? দায়িত্বপ্রোধসম্পন্ন? তারা এলে, সত্যিটা প্রচার করছি। কিন্তু সত্যি প্রচার করা, আর আতঙ্কের দালালি করা তো এক বিষয় নয়? একবারও কি আমরা ভেবে দেখছি, এতে আসলে কার লাভ? কতই না ওষুধের নাম এই করোনাকালে আমরা শুনলাম... রেমডেসিভির, ডেক্সামেথাসোন, প্রামলানিভিমা, মলনুপিরাবির... উফ্, এই না হলে ওষুধ! কন্তু কঠিন কঠিন নাম হবে, উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যাচ্ছে, তবু তো স্টেটাস! 'আনন্দ' ছাতিতে যেমন রাজেশ খান্না নিজের ক্যানসার রোগের ডাক্তারি নামটা শুনে এলেছিলেন, 'প্রাঃ প্রামুশাই, রোগ হবে তো এমন!' আমাদেরও এখন সেই দশা। কঠিন কঠিন ওষুধ প্রেশি প্রেশি দামি কিনে

আনছি, টিভিতে আতঙ্ক দেখছি, আর টপাটপ খেয়ে ফেলছি। এক ঢোক জলের সঙ্গে নিশ্চিন্তি ফ্রি। এয়ার করোনা হাওয়া। তার দু'দিন পরই গা'টা গরম গরম ঠেকছে। তখন ভাবছি, এই রে নতুন ভ্যারিয়েন্ট এল প্রোধহয়। আমরা জানি না... এটাই মুনাফাখোর কিছু সেক্টরের ইউএসপি হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুলের ভিতর, ক্লাসরুম, খেলার মাঠ কেমন হয়... ভুলে গিয়েছে শিশুরা। তাদের স্কুল এখন ফোন, ল্যাপটপে। ভার্চুয়াল ক্লাস। মনের ঢিকশ নেই... আছে শুধু গেজেট আঁকড়ে কুয়ের প্যাণ্ড হয়ে থাকার লড়াই। স্কুলে গেলেই করোনা হও। তাই তালা বুলছে গেটে। এক একটা প্রজন্ম শেষ হয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হয়ে উঠছে ক্ষিপ্ত, অন্তর্মুখী। আর কৈশোরের গণ্ডি যারা পেরতে চলেছে... তাদের সামনে কেরিয়ারের চ্যালেঞ্জ। এছাড়া ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের পলে দেওয়া হচ্ছে, ২০২০ ও ২০২১-এর প্যাচ এড়িয়ে চলাই ভালো। মাঝখান থেকে প্যাসায় লাল হয়ে যাচ্ছে ইলেকট্রনিক্স কোম্পানিগুলি। চার্জ পাড়ছে ইন্টারনেটের। এ যে আর নেশা নয়... প্রয়োজন। যা দাম ফেলও, তাতেই কিনতে হও মানুষকে। পড়াশোনা করতে হও, অফিস চালাতে হও। ওয়ার্ক ফ্রম হোম... স্কুল ফ্রম হোম... এটাই যে কোভিডের মূলমন্ত্র। সময় আসছে... গরিব হও গরিবতর। প্যাসা পাড়ও আতঙ্কের। সাধারণ মানুষ তার ন্যূনতম সেভিংস শেষ করে আতঙ্ক থেকে পাঁচার উপায় খুঁজও। কিন্তু করোনা কি শেষ হও? মুনাফাখোর, স্বার্থান্বেষী একটা অংশ কিন্তু চাইছে... এই মহামারী দীর্ঘজীৱী হোক। এখন এর থেকে মুক্তির দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=23&id=342255>

২৭৪. পূর্ণ মেদিনীপুরে নতুন পালিঘাটের খোঁজ কংসারী ও রূপনারায়ণ নদে ৮টি জায়গা চিহ্নিত করল জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক: রাজস্ব পাড়ানোর লক্ষ্যে পূর্ণ মেদিনীপুর জেলায় নতুন পালিঘাট খোঁজার নির্দেশ দিল ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড। সেইমতো সেচদপ্তরের তমলুক ডিভিশন কংসারী এবং রূপনারায়ণ নদে আটটি জায়গা চিহ্নিত করেছে। জেলায় এপর্যন্ত মৈথ পালিঘাটের সংখ্যা নয়। আরও ঘাটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে রাজস্ব পাড়ও। হুগলি, পূর্ণ বর্ধমান সহ উত্তরবঙ্গের বেশকিছু জেলাতেও পালিঘাটের সংখ্যা পাড়ানো যায় কি না সেচদপ্তরকে সার্ভে করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

পাঁশকুড়ায় নিউ কংসারী নদী রয়েছে। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত পাঁশকুড়ার ওই নদীতে কোনও মৈথ পালিঘাট নেই। মহিষাদলে রূপনারায়ণ নদে পালিঘাট থাকলেও তমলুক, কোলাঘাট প্রভৃতি এলাকায় রূপনারায়ণ নদে কিছু নতুন পালিঘাট তৈরির জন্য সার্ভে

করেছে সেচদপ্তর।

জানা গিয়েছে, কংসাপ্তী ও রূপনারায়ণ নদে মোট আটটি জায়গা চিহ্নিত করে সেই তালিকা রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। পরৱ্তী পদক্ষেপ হিসেে ওই আট জায়গায় সয়েল টেস্ট হে। সেখানকার ালি নির্মাণের কাজে উপযোগী কি না, সেটা যাচাই করার পর সেই রিপোর্ট রাজ্যের শিল্প ও াণিজ্য দপ্তরে পাঠানো হে। ওই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর পরৱ্তী পদক্ষেপ নেওয়া হে। যেকোনও ালিঘাট অনলাইনে নিলামের ভিত্তিতে লিজে দেওয়া হয়। অনলাইনে নিলামে িপুল পরিমাণ রাজস্ব সংগৃহীত হয়। এছাড়াও ঘাট থেকে ালি তোলার জন্য আলাদা কর দিতে হয়। একসঙ্গে সাত-আটটি ঐধ ালিঘাট ছাড়পত্র পেলে সেক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ অনেকটাই াড়ে। পাঁশকুড়ায় নিউ কংসাপ্তী নদী থেকে অধৈর্যে ালি তোলা চলছে। িশেষ করে মাইসোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরাজার এং কৃষ্ণগঞ্জ এলাকায় জেসিটি নামিয়ে কংসাপ্তীর নদীাধের ধার থেকে ালি কেটে নেওয়া হচ্ছে। নদীাধের ধার থেকে ালি কেটে নেওয়ার ফলে নদীাধ দুর্ল হচ্ছে। প্রতি চর ার্য কংসাপ্তী নদীাধ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়। ২০২১ সালেও সেপ্টেম্বর মাসে ভারী াষ্টি ও কংসাপ্তী জলাধার থেকে জল ছাড়ার জেরে নদীাধে অনেক জায়গায় ফাটল ও ধস নামে। সেচদপ্তরের পাশাপাশি গ্রামাসীদের রাত জেগে াধ পাহারা দিতে হয়েছে। অধৈর্যে ালি তুলে নেওয়ার ঘটনা আটকাতে পুলিশ ও প্রশাসনকে উপযুক্ত াস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছে সেচদপ্তর।

কংসাপ্তীর পাশাপাশি রূপনারায়ণ নদের ধার থেকে ালি ও মাটি কেটে নেওয়ার ঘটনা ঘটছে। ঐধ ালিঘাট থাকলে এধরনের ঘটনা কমে। তাতে নজরদারি াড়ে। ঐধ ঘাটের লিজপ্রাপকরাও এনিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কোলাঘাট, শহিদ মাতঙ্গিনী, তমলুক, নন্দকুমার এং মহিষাদলের িভিন্ন জায়গায় রূপনারায়ণের নদীপাড়ে ালি ও মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য াড়ছে। এর ফলে নদীাধ দুর্ল হচ্ছে। রূপনারায়ণ নদীাধ মেরামতে প্রতি চর কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। চুরি রুখতে পারলে নদীাধ এত দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হতো না ালে সেচদপ্তরের অফিসারদের দাি। সেচদপ্তরের তমলুক ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অনির্ণাণ ভট্টাচার্য ালেন, নিউ কংসাপ্তী এং রূপনারায়ণ নদী থেকে ালি তোলার জন্য আটটি নতুন ঘাট খুঁজে ার করা হয়েছে। এখন মাটি পরীক্ষা হে। সেই রিপোর্ট শিল্প ও াণিজ্য দপ্তরে পাঠানো হে। ালি নির্মাণকাজে া্যহারের উপযোগী হলে ঘাটের নিলাম হে।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=17&id=342360>

275. নোটিফায়েড এলাকা সাগরদ্বীপ, াধ্যতামূলক RT-PCR পরীক্ষা, নজরদারিতে

িশেষ কমিটি গড়ে দিল হাইকোর্ট

- By **Bahni Sanyal Dutta**
- | Updated: Tue, Jan 11, 2022, 12:39 [IST]

গঙ্গাসাগর মেলায় করোনা িধি নির্দিষ্ট করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মকর সংক্রান্তির দিন সাগরদ্বীপকে নোটিফায়েড এলাকা হিসেে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আরটিপিসিআর পরীক্ষা পূন্যার্থীদের জন্য াধ্যতামূক করা হয়েছে। এং করোনা িধি যথাযথ ভাে পালিত হচ্ছে কিনা তা নজরে রাখতে িশেষ কমিটি গড়ে দেওয়া হয়েছে। সেই কমিটিতে নেই িরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যসচিবের দায়িত্বে ৈতরি করা হয়েছে কমিটি। কাজেই করোনা িধিতে কোনও রকম গলদ থাকলে তার দায় ংর্ভাে মুখ্যসচিবের উপরে।

২টি টিকা ছাড়া মেলায় প্রবেশ নয়

গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। গোটা সাগরদ্বীপকে নোটিফায়েড এলাকা হিসেে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে নির্দেশিকায় কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে ২ করোনা টিকার সার্টিফিকেট ছাড়া গঙ্গাসাগর মেলায় প্রবেশ করতে পারেন না কেউ। সেই সঙ্গে যাঁরা যান তাঁদের সকলের আরটিপিসিআর পরীক্ষা াধ্যমূলক ংলে জানানো হয়েছে নির্দেশিকায়। কাজেই গঙ্গাসাগর মেলায় করোনা সংক্রমণ রুখতে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে কলকাতা হাইকোর্ট।

নজরদারিতে কমিটি গঠন

গঙ্গাসাগর মেলায় হাইকোর্ট নির্ধারিত নির্দেশিকা যথাযথভাে পালন করা হচ্ছে কিনা তা নজরে রাখতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাতে রয়েছেন, হাইকোর্টের অসসরপ্রাপ্ত িচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় ও ওয়েস্ট ংঙ্গল লিগাল সার্ভিসেস অথরিটির মেম্বর সেক্রেটারি রাজু মুখোপাধ্যায়। িরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সেই কমিটিতে রাখা হয়নি। পুরনো কমিটিতে শুভেন্দু অধিকারীকে রাখায় আপত্তি জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। এই নিয়ে আদালতে আেদন জানিয়েছিল তারা। রাজ্য সরকারের সেই আেদনকে মান্যতা দিয়েই ২ সদস্যের কমিটি গড়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে মুখ্যসচিব জাা দিহি করতে াধ্য থাকেন সাগর মেলায় যেকোনও রকম অনিয়মের জন্য এমনই জানানো হয়েছে।

বাবুঘাটে মাস্ক ছাড়া লোকের ভিড়

এদিকে গঙ্গাসাগর মেলার জন্য পাঁচঘাটে জমায়েত হতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে কিন্তু অসংখ্য মানুষ জমায়েত হতে শুরু করেছেন। তাঁদের বেশিরভাগের মুখেই মাস্ক নেই। কাজেই করোনা সংক্রমণ ফের পাড়বে সে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ রাজ্যের মধ্যে এখনও পর্যন্ত কলকাতা শহরেই সর্বাধিক করোনা সংক্রমণ। কাজেই পাঁচঘাটে এইভাবে মাস্ক ছাড়া মানুষের ভিড়ে আরও করোনা সংক্রমণ পাড়বে সে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মকরস্নান নিষিদ্ধ করল হরিদ্বার

এসে যখন গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে টানা পোড়েন চলছে, তখন পথ দেখাল উত্তরাখণ্ড। উত্তরাখণ্ড সরকার মকরস্নানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। করোনা সংক্রমণ রুখতে মকর সংক্রান্তির দিন কোনও রকম গঙ্গাস্নান করা যাবে না বলে নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। নাইট কার্ফুরও কড়া করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ভোর রাতেও কেউ মকরস্নান করতে যাতে না পারেন সেদিকেও কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে উত্তরাখণ্ড সরকার।

<https://bengali.oneindia.com/news/west-bengal/kolkata-high-court-form-a-committee-to-observe-gangasagar-mela-at-makar-sankranti-2022/articlecontent-pf292367-152673.html>

276. Deltacron: জিনের গঠন ডেল্টার মতই, 'ডেল্টাক্রন' কি সত্যিই নতুন

কোনও প্রজাতি নাকি ল্যাবের ভুল?

পাড়ছে কোভিড। তার মধ্যেই নতুন করে আতঙ্ক ধরাচ্ছিল এই ডেল্টাক্রন। কিন্তু সাইপ্রাসের এই নয়া সংক্রমণের সঙ্গে একমত নন বিশ্বের বিশেষজ্ঞরা

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Updated On - 5:52 pm, Tue, 11 January 22 Edited By: Reshmi Pramanik

সাইপ্রাসে করোনার নতুন প্রজাতি নিয়ে কয়েকদিন ধরেই হইচই পড়ে গিয়েছে।
ট্রিজানীদের দাঢ়ি, করোনার ডেল্টা আর ওমিক্রন এই দুই ভ্যারিয়েন্টের মিলমিশে নতুন
এক প্রজাতি তৈরি হয়েছে। যার নামকরণ তাঁরা করেছেন 'ডেল্টাক্রন'। সার্স-কভ-২ (SARS-CoV-2) -এর মতো সংক্রামক ভাইরাস ঘন ঘন মিউটেশনের মধ্যে দিয়ে তার
রূপ ংদলাতে পারে। নতুন করে জিনের িন্যাসও করতে পারে। কিন্তু 'ডেল্টাক্রন'
আদৌ তৈরি হয়েছে কিনা এ িষয়ে এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত করে কোনও তথ্য হাতে
আসেনি। গেষক-চিকিৎসকদের দাঢ়ি সাইপ্রাসে এখনও পর্যন্ত ২৫ জনের শরীরে এই
'ডেল্টাক্রনে'র হদিশ মিলেছে। তে াঁরা কোভিড আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি
একমাত্র তাদের মধ্যেই দেখা দিয়েছে এই সংক্রমণ। কিন্তু 'ডেল্টাক্রন' িষয়ে এখনও
পর্যন্ত কোনও তথ্য দেয়নি িশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)। এমনকী এটি যে করোনার নতুন
ভ্যারিয়েন্ট সে িষয়েও কিন্তু তাঁরা কোনও কথা ংলেননি।

ভাইরোলজিস্ট টম পিকক যেমন ংলেছেন, ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের জিনের গঠন িন্যাস
যেমন ছিল তেমনই এই 'ডেল্টাক্রনে'র মধ্যেও দেখা গিয়েছে P681R ও 1452R-এই
দুই রকম মিউটেশন। এই দুই মিউটেশন ডেল্টার মধ্যেও ল দেখা গিয়েছিল। যেখান
থেকে সাইপ্রাসের ট্রিজানীদের অনুমান, এই দুই ভ্যারিয়েন্ট মিলে তৈরি করেছে নতুন
প্রজাতি। ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট নিয়েই সচেয়ে ংশি চিন্তিত চিকিৎসকরা। কারণ এই
ভ্যারিয়েন্টের প্রভাবেই দ্বিতীয় ডেউয়ে প্রচুর মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে ভেঙে
পড়েছিল স্বাস্থ্য্যস্থা। হাসপাতালে হাহাকার, নেই অক্সিজেন, নেই ংড। তাই ব্রিটেন
স্ট্রেন, দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন প্রজাতি, ব্রাজিলের প্রজাতি ংং ভারতের ডােল
ভ্যারিয়েন্টই এখন ভাাচ্ছে চিকিৎসকদের।

ওমিক্রন যে রীতিমতো সংক্রামক সে িষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ডেল্টা দ্বিতীয় ডেউয়ে
ভীষণ রকম সক্রিয় ছিল। আর তাই আলফায় াঁরা আক্রান্ত হয়েছিলেন তাঁদের তুলনায়
অনেক ংশি সংখ্যক মানুষ। ডেল্টায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
যাঁরা ডেল্টাক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন ংলে জানানো হয়েছে তাঁদের জিনোম সিকোয়েন্স
পরীক্ষায় কিন্তু ওমিক্রনের মত জিনের গঠন পাওয়া গিয়েছে। তে এই ডেল্টাক্রন
ভিষ্যতে আরও কতটা সংক্রামক হয়ে উঠে সে িষয়ে এখনই কিছু ংলতে পারছেন
না চিকিৎসকেরা।

তে ভাইরোলজিস্ট টম পিককের সঙ্গে একমত নন অনেকেই। কোস্ট্রিকিস যেমন
ংলেন, ওমিক্রনের জিন মিউটেশন করে চলেছে। ফলে ডেল্টার কিছু গুণ চাপা পড়ে
গিয়েছে। কোনও ভাবেই এটি ডেল্টা আর ওমিক্রনের মিশ্রণ নয়। পরীক্ষাগারে নমুনার
ভুল ংলেই উল্লেখ করেছেন ংরার। কোস্ট্রিকিস আরও ংলেন, তিনি িভিন্ন দেশে

একাধিক ওমিক্রন আক্রান্তের জিনোম পরীক্ষার রিপোর্ট দেখেছেন। কিন্তু কোথাও এই ডেল্টাক্রনের উল্লেখ নেই।

ট্রিভানীদের একাংশের দাঢ়ি, পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করার সময় কিছু ভুল হয়েছে। যেখান থেকেই জিনের এমন ট্রিন্যাস। ডেল্টাক্রন ালে আসলে কিছুই নেই। এখনও পর্যন্ত এরকম কোনও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। ট্রিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফেও কিছু ালা হয়নি। যতদিন না এই ট্রিষয়ে ট্রিশদে কোনও তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আশঙ্কার কিছুই নেই।

<https://tv9bangla.com/health/new-covid-variant-or-lab-mistake-which-you-should-know-according-to-study-492701.html>

277. Corona Virus: আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা ‘হাফসেঞ্চুরি’ পার,

সুন্দরবনে ধুঁকছে স্বাস্থ্য পরিষেবা

Sundarban: এমনিতেই সুন্দরানে কম সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী থাকেন। তার মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মীদের করোনা হওয়ায় দু’টি হাসপাতালের অাস্থা আরও খারাপ।

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Updated On - 3:15 pm, Mon, 10 January 22Edited By: অান্তিকা প্রামাণিক
-

ক্যানিং: লাগাম ছাড়া াড়েছে সংক্রমণ। প্রায় প্রতিদিন সংক্রমণ গ্রাফ লাফিয়ে-লাফিয়ে াড়ছে। কলকাতার পাশাপাশি াদ পড়েনি জেলাও। পাল্লা দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় াড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা। তে া চিন্তার ট্রিষয় অন্য জায়গায়। করোনা সংক্রমণে সাধারণ মানুষের আক্রান্তের পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে আক্রান্ত হচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেই যাচ্ছে এত পরিমাণ স্বাস্থ্য কর্মী করোনায় আক্রান্ত হলে চিকিৎসা পরিষেবা চলে কী করে?

করোনার কারণে কাঁপছে ক্যানিং মহকুমা ও াসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতাল। ইতিমধ্যেই দু’টি হাসপাতালে আক্রান্ত প্রায় ৫৩ চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী। যার কারণে চিকিৎসা পরিষেবা া্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

সুন্দরান তথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার অন্যতম ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল ও াসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতাল। সোমার পর্যন্ত সেখানে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী

মিলিয়ে ৪১ জন করোনায় সংক্রমিত হয়ে পড়েছেন। সেই সঙ্গে প্রাসত্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালেরও একই অৱস্থা। সেখানেও চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী মিলিয়ে ১২ জন সংক্রমিত হয়েছেন। ফলে সুন্দরবন এলাকার হাসপাতালগুলিতে রীতিমত শঙ্কার মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে।

সুন্দরবন এলাকায় এমনতেই কম সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী থাকেন। এৱার এর মধ্যে যদি এতজন আক্রান্ত হন তাহলে স্বাস্থ্যপরিষেৱা চলৱে কী করে? যদিও এই িষয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি তথা প্রাসত্তীর িধায়ক শ্যামল মণ্ডল জানিয়েছেন, “সোমৱার পর্যন্ত ১৩ জন চিকিৎসক ও ১৩ জন নার্স আক্রান্ত হয়েছেন। মোট ৪১ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনার কৱলে। অন্যদিকে প্রাসত্তী ব্লকে ৩ জন চিকিৎসক ৩ জন নার্স সহ মোট ১২ জন করোনায় আক্রান্ত। এরপরও চিকিৎসা পরিষেৱা চলেছে। যে সমস্ত চিকিৎসক-নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী এখনও পর্যন্ত করোনায় সংক্রমিত হননি তাঁরা মনের জোরে রোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেৱা চালিয়ে যাচ্ছেন।”

উল্লেখ্য এই হাসপাতালগুলিতে প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষ আসেন িভিন্ন রোগের চিকিৎসা করতে। আগামী দিনে আরও ৱেশি সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী যদি করোনা সংক্রমিত হয়ে পড়েন তাহলে ৱ্যাহত হতে পারে সুন্দরবন এলাকার স্বাস্থ্যপরিষেৱা।

<https://tv9bangla.com/west-bengal/south-24-parganas/53-doctor-from-sundarban-tested-corona-positive-in-sundarban-491940.html>

11.01.22

278. Covid 19 Infection: হাসপাতালের শতাধিক কর্মীর করোনা, রোগ নিয়েই রোগ নির্ণয় চলছে ডায়মন্ডহারবার মেডিক্যাল

নিজস্বসংবাদদাতা

ডায়মন্ডহারবার ০৯ জানুয়ারি ২০২২ ১৯:৫০

করোনা আক্রান্ত পরীক্ষাগারের কর্মীরা।

করোনা পরীক্ষা করার সা ডায়মন্ডহারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আরটি পিসি আর পরীক্ষাগার। অথচ সেই পরীক্ষাগারের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক,

টেকনিশিয়ানএংকর্মীদেরঅনেকেইকরোনায়আক্রান্ত।এইপরিস্থিতিতেসাধারণমানুষেরকথামাথা
য়রেখেকোভিডআক্রান্তহয়েওপরীক্ষাগারেকাজচালিয়েযেতেহচ্ছেতাদের।

মেডিক্যালকলেজহাসপাতালসূত্রের,

হাসপাতালের১১৫জনকর্মীরকরোনা।এরমধ্যেচিকিৎসকজনাপঞ্চাশেক।তপেচয়েভয়াপরি
স্থিতৈরিহয়েছেমেডিক্যালকলেজেরপরীক্ষাগারে।এইপরীক্ষাগারেমোট২৬জনকর্মী।তারমধ্যেতি
নজনমলিকিউলারপায়োলজিপ্রশেষজ্ঞএংকিরাটেকনিশিয়ানএংহাউসস্টাফ।২৬জনেরমধ্যে
তিনজনপ্রশেষজ্ঞ-

সহ২জনইকরোনায়আক্রান্ত।আগেএইপরীক্ষাগারথেকেদক্ষিণ২৪পরগনাজেলারবিভিন্নজায়গা
থেকেআনানমুনাপরীক্ষাকরাহতপ্রতিদিনসেইনমুনাসংখ্যাছিলদেড়হাজারেরকাছাকাছি।কিন্তুপ
রীক্ষাগারেররেশিরভাগকর্মীইকোভিডআক্রান্তহওয়ায়টেস্টেরসংখ্যাকিছুটাকমানোহয়েছে।

তিনকারণকেন্দ্রতছড়াচ্ছেওমিক্রন, প্যাথ্যাকরেচারপথতালেনছ-গবেষক

করোনা-স্বীতিতেপাড়িতেকোনকোনওষুধসময়েহাতেরকাছেরাখেন

করোনাপরীক্ষাকরতেআপাততনমুনাকলকাতায়পাঠানোরজন্যস্বাস্থ্যদফতরেরকাছেআপেদনকরে
ছেনডায়মন্ডহারবারমেডিক্যালকলেজকর্তৃপক্ষ।অধ্যক্ষউৎপলদাঁলেন,
‘‘হাসপাতালেঅনেকেইকরোনাআক্রান্তহয়েছেন।পরিষেকিছুটাপ্রিতহছে।কোভিডআক্রান্ত
হয়েওকাজচালিয়েযেতেপাধ্যহছেনকরোনাপরীক্ষাগারেরচিকিৎসকএংকর্মীরা।আপাততটেস্টের
সংখ্যাকমানোহলেওল্যাপ্রেকেরেকরাহছেন।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/many-staffs-of-diamond-harbour-medical-college-are-infected-with-corona-dgtld/cid/1322745>

**279. Kolkata Police: কোভিড আবহে আসতে হবে না থানায়, হোয়াটস্
অ্যাপেই জানানো যাবে অভিযোগ**

আজকাল

NC রিপোর্ট৯জানুয়ারি২০২২ [7:42 PM]

আজকালওয়েডেঙ্ক: গোটাদেশেলাফিয়েপাড়ছেসংক্রমণ।

রাজ্যওপ্যতিক্রমনয়।শনিবারগোটারাজ্যেসংক্রমণ১৮হাজারেরগণ্ডিছাড়িয়েছে।কোভিডঠেকাতে
কড়াপ্রিধিনিষেধজারিকরেছেকেন্দ্রওরাজ্যসরকার।এইপরিস্থিতিতেঅভিনবউদ্যোগনিলকলকাতাপু
লিশ।জানাল,

অভিযোগকরতেআসতেহেনাথানায়।হোয়াটসঅ্যাপনম্বরেঅভিযোগজানানোযাে।কোভিডঠে
কাতেরাজ্যসরকারনির্দেশদিয়েছে,

সরকারিএংসরকারিঅফিসে৫০শতাংশকর্মীনিয়েকাজচলো।কিন্তুপুলিশকর্মীদেরসেইউপায়
নেই।সেখানেহাজিরাকমানোরপথেহাঁটেনিকোনওরাজ্যেরইসরকার।নিজেরআক্রান্তহোনজেনে
ওযোগদিচ্ছেনকাজে।খেসারতওদিতেহচ্ছেতাদের।হুথানায়একেরপরএকপুলিশকর্মীআক্রান্তহ
য়েছেন।শনিবারপর্যন্তকলকাতায়সাড়েতিনশোপুলিশকর্মীআক্রান্তহয়েছেন।

এরপরেইথানায়কিছুটাহলেওসাধারণমানুষেরযাতায়াতযাতেকেমনোযায়,
সেইনিয়েইপদক্ষেপকরললালজার।কলকাতারসংথানায়নির্দেশিকাপাঠাল।জানালা, হোয়াটস্
অ্যাপেইঅভিযোগগ্রহণকরতেহুথানাগুলোকে।মানুষঘরেসেইকরোঅভিযোগ।হোয়াটসঅ্যাপ
নম্বরটিহল৮১০০৭৯৬৪৫৪।

শুধুমাত্রহোয়াটসঅ্যাপেলিখিতভায়েইনয়, ভয়েসমেসেজ,
এমনকীভিডিওকলেরমাধ্যমেওকর্তারতঅফিসারেরসঙ্গেকথালতেপারোনঅভিযোগকারী।লাল
জারইতিমধ্যেইপ্রত্যেকথানারকাছেমোাইলফোনপাঠিয়েছে।মোাইলফোনটিথাকোডিউটিঅ
ফিসারেরকাছে।

কোভিডআহেনিরাপত্তাছাড়াওপ্রিন্সভায়েএগিয়েএসেছেপুলিশ।পাড়ায়পাড়ায়প্রচারচালাচ্ছে।এম
নকীরাজ্যনির্দেশদিয়েছে, এইপরিস্থিতিতেগরিদেরহাতেযেনখার, রেশন,
ওষুধপোঁছেদিতেওসাহায্যকরেপুলিশ।

<https://aajkaal.in/news/title/citizen-can-register-complain-in-whatsapp-to-kolkata-police-vz8p>

280. Covid: গঙ্গাসাগরে কোভিড-ছায়া! ৩১ পুণ্যার্থীর রিপোর্ট পিজিটিভ

আজকাল

NC রিপোর্ট৯জানুয়ারি২০২২ [11:11 PM]

আজকালওয়েডেক্স: রাজ্যেলাফিয়েোড়ছেসংক্রমণ।

এদিনসরেকর্ডভেঙেদিয়েছেপরিসংখ্যান।গতএকদিনেরাজ্যেতুনকরেআক্রান্ত২৪হাজারেরও
শি।এইপরিস্থিতিতেগঙ্গাসাগরমেলাউদ্বোধনগেছেচিকিৎসকদের।সেইউদ্বোধনকিছুটাোড়ালআর
ওএকটিপরিসংখ্যান।অন্তত৩১জনপুণ্যার্থীরকোভিডরিপোর্টপিজিটিভএল।

সাগরযাওয়ারপথেকলকাতারপ্রিন্সস্টেশন,
োসস্ট্যান্ডেপুণ্যার্থীদেরকোভিডপরীক্ষাকরানোহছে।োঘাটেরট্রানজিটক্যাম্প,
শিয়ালদহস্টেশনেরশিপ্রেরআরটিপিসিআরপরীক্ষার্যস্থাকরাহয়েছে।সেখানেইএইফলসামনেএ
সেছে।এরমধ্যেোঘাটেরশিপ্রের২৫জনকরোনাআক্রান্ত।োকিজনশিয়ালদারশিপ্রের।তএই
সংখ্যাটাআরওোড়ো।যাঁদেররিপোর্টপিজিটিভএসেছে, তাঁদেরসেফহোমেপাঠানোহয়েছে।

Covid: কোভিড আক্রান্ত মাকি ব্রেস্ট ফিডিং করছেন? কীভাবে চিকিৎসা করা?

এই গঙ্গাসাগর মেলা ঘিরে চিকিৎসকদের একটা ঝড় অংশ ক্ষুব্ধ। হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা ও হয়েছে। হাইকোর্ট শর্ত সাপেক্ষে এই মেলা করার অনুমতি দিয়েছে। সম্রকম কোভিড প্রতিধিমে নে এই সাগর মেলা হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য একটি কমিটি তৈরি করতে লে আদালত। তিন সদস্যর এই কমিটি তে থাকছেন রাজ্যের মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর থাকছেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন ও।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রী পাণ্ডা এং বিচারপতি কেসাং ডোমা ভুটিয়ার ডিভিশন ঞে আর ওলেছে, সাগরেক পিলমুনির আশ্রমে ৫০ জনের ঞে শিমানুষ প্রেশকরতে পারেননা। পাশাপাশি যাঁরা আসছেন, তাঁদের কোভিড পরীক্ষা হচ্ছে কিনা তা ও খতিয়ে দেখা হে। এতে সংক্রমণ কতটা ঠেকানো যাে, সেই নিয়ে প্রশ্ন থেকে ই যাচ্ছে।

<https://aajkaal.in/news/state/31-devotees-tested-positive-in-covid-camp-in-kolkata-on-way-to-gangasagar-sogo>

281. Exclusive: কলকাতার কোন ওয়ার্ডে করোনা সংক্রমণ প্রায় ঘরে ঘরে! তালিকা দিল রাজ্য সরকার

Kolkata Area:

কলকাতার দশটি ওয়ার্ডে ই গত এক সপ্তাহে ঞে ডেছে করোনা। সম্রথেকে ঞে শিকরোনা সংক্রমণ হয়েছে ৬ ৯ নম্বর ওয়ার্ডে।

NEWS18 BENGALI

LAST UPDATED : JANUARY 10, 2022, 16:01 IST

#কলকাতা: কলকাতার (Kolkata)

কোন কোন এলাকায় গত এক সপ্তাহে লাগাম ছাড়া ভাে ঞে ডেছে করোনা সংক্রমণ (Covid 19)? তার ঞি স্তারিত তালিকা তৈরি করল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। মোট ১০ টি ওয়ার্ডে কে চিহ্নিত করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। যেখানে উল্লেখযোগ্য ভাে ঞে ডেছে করোনার সংক্রমণ। গত এক সপ্তাহে রাজ্য জুড়ে করোনা সংক্রমণ ঞাড়েছে। তার জন্য ই রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর ঞি ভিন্ন এলাকা গুলিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিল। সেই নিয়ে মমেনেই, কলকাতার এরকম দশটা ওয়ার্ড চিহ্নিত করল স্বাস্থ্য দফতর।

ন ঞান্ন সূত্রের,

হয়েছে গত এক সপ্তাহে সম্রথেকে ঞে শি সংক্রমিত কলকাতা পুরসভার ৬ ৯ নম্বর ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডে রয়েছে ঞালি গঙ্গা সার্কুলার রোড, ঞেক ঞাগান রোড, ডোভার রোড, শরং ঞোস রোড, সৈয়দ আমীর আলি এভিনিউ। গত এক সপ্তাহে এই ওয়ার্ডে সংক্রমিত হয়েছেন ১২০৭ জন। পাশাপাশি ৭৪

নম্বরওয়ার্ডেরগতএকসপ্তাহেসংক্রমিতহয়েছেন১০৮৭জন।যারমধ্যেআলিপুররোড,
পেলভেডিয়াররোড,
চেতলাহাটরোডেউল্লেখযোগ্যভাৱেসংক্রমিতসংখ্যাৱেড়েছে।১০৯নম্বরওয়ার্ডেরগতএকসপ্তাহে১০২
৩জনসংক্রমিতহয়েছেন।এইওয়ার্ডেরকালিকাপুর, অজয়নগর,
মুকুন্দপুরঅঞ্চলেসংক্রমিতহওয়ারখণ্ডএসেছে।সূত্রেরখণ্ড।পাশাপাশি৩১নম্বর
ওয়ার্ডেরক্যানালসার্কুলাররোড, সিটিস্কিম,
কাঁকুড়াগাছিঅঞ্চলেসংক্রমিতহয়েছে।এইওয়ার্ডেসংক্রমণেরসংখ্যাগতএকসপ্তাহে৭২
৯।

পাশাপাশি,
৬৩নম্বরওয়ার্ডেরগতএকসপ্তাহেসংক্রমিতহয়েছেন৭২৩জন।এইওয়ার্ডেরআচার্যজগদীশচন্দ্রসুরো
ড, জওহরলালনেহরুরোড, খিদিরপুররোড,
শেখপিয়াসরগিথেকেইসংক্রমিতহয়েছে।৯৩নম্বরওয়ার্ডেসংক্রমণেরসংখ্যাউল্লে
খযোগ্য।এইওয়ার্ডেশেষসাতদিনেসংক্রমিতহয়েছে৭১৩জনের।এইওয়ার্ডেরপ্রিন্সআনোয়ারশাহরো
ড, যোধপুরপার্ক,
লেকগার্ডেনচত্বরসংক্রমণেরসংখ্যাৱেডি।৮১নম্বরওয়ার্ডেরসংক্রমণেরসংখ্যাগতএকসপ্তাহে৬৬
৪।এইওয়ার্ডেরটালিগঞ্জরোড, চারুচন্দ্রঅ্যাভিনিউ,
দেশপ্রাণশাসনরোডেসংক্রমণসংক্রমিতহয়েছে।৯২নম্বরওয়ার্ডেরগতএকসপ্তাহেসংক্রমিত
হয়েছেন৫৯৯জন।এইওয়ার্ডেরসেলিমপুররোড, শরৎঘোষগার্ডেনরোড, মহারাজাঠাকুররোড,
ঢাকুরিয়াস্টেশনরোডেসংক্রমণেরসংখ্যাৱেডি।৬৭নম্বরওয়ার্ডথেকেগতএকসপ্তাহেসংক্রমিতহয়ে
ছেন৫৮৫জন।এইওয়ার্ডেরপুস্কুররোড, কসবা, প্রিদিয়াডাঙারোড,
পিকনিকগার্ডেনরোডেসংক্রমিতহয়েছে।১০৭নম্বরওয়ার্ডেরগতএকসপ্তাহেরসংক্রম
ণহয়েছে৫৮৫জনের।এইওয়ার্ডেরকসবা, পিমজুমদাররোড,
হালতু, কায়স্থপাড়া, রাজডাঙাতেসংক্রমণেরহারসংক্রমিতহয়েছে।

রাজ্যস্বাস্থ্যদফতরগতএকসপ্তাহেকলকাতারকোনকোনঅঞ্চলেসংক্রমিতহয়েছেতারএলাকার
চিহ্নিতকরতেচেয়েছিল।সেইমোতাকলকাতাপুরসভারএই১০টিওয়ার্ডেসংক্রমিতহয়েছে।
নামসূত্রেরএইএলাকাগুলিতেনতুনকরেকিছুরাশটানতেপারেরাজ্যপ্রশাসন।

<https://bengali.news18.com/news/kolkata/top-ten-covid-infected-word-in-kolkata-state-govt-issues-a-list-ub-717660.html>

282. Covid Home Delivery West Bengal Govt: করোনা আক্রান্ত হয়ে
বাড়িতে? এই নম্বরে যোগাযোগ করলেই খাবার পাঠাবে সরকার!

জানুনপ্রস্তুত...

Covid Home Delivery:

মেনুতেকরোনাআক্রান্তদেরকথাভেঁসেসুখমখাওয়াররাখারপাশাপাশিখেয়ালরাখাহচ্ছেকোভিডগাইড লাইনও।

NEWS18 BANGLA

LAST UPDATED : JANUARY 10, 2022, 15:18 IST

#কলকাতা:

করোনাআক্রান্তদেরএওয়ারাডিতেতৈরিখাওয়ারপৌঁছেদেওয়াহবে।আজথেকেনতুনএইপরিষেবাচলু করলরাজ্যসরকার (Covid Home Delivery West Bengal Govt)।রাজ্যপঞ্চায়েতওগ্রামোন্নয়নদফতরের (Mamata Banerjee Govt) উদ্যোগেএইকাজহবে।সূত্রেরখণ্ড, কমপ্রিহেনসিভএরিয়াদেভেলপমেন্টকরপোরেশনএইপরিষেবাদেবে।করোনাআক্রান্তদেরজন্যশেষভাণ্ডারতৈরিএইমেনুতেথাকছেসুখমআহার। রান্নাকরাখাওয়ার (Covid Home Delivery West Bengal Govt) তালিকায়থাকছে, ব্রাউনরাইস, চিকেন, সর্দি।এছাড়াওদেওয়াহবেফল।কন্টিনেন্টালপ্লেটেরদামপড়বে১৫০টাকা।পাণ্ডালিখানাপ্লেটেরদাম পড়বে২০০টাকা।তথ্যপ্রদানেরজন্যনেওয়াহবেনাকোনওডেলিভারিচার্জ।

ফোনকরে,

হোয়াটসঅ্যাপমেসেজকরেঅথবাফেসবুকেরমাধ্যমেনির্দিষ্টওয়েবসাইটেকরাখাওয়ারনম্বর।স কাল৯'টারমধ্যেঅর্ডারদিতেহবে।ঠিকানাওফোননম্বরসহ।7001376076, 6290225859 ও 9163123556 নম্বরেঅর্ডারদিতেহবে।

মেনুতেকরোনাআক্রান্তদের (Covid Patient)

কথাভেঁসেসুখমখাওয়াররাখারপাশাপাশিখেয়ালরাখাহচ্ছেকোভিডগাইডলাইনও।নজরদেওয়াহচ্ছে স্যানিটাইজেশনেরপ্রশ্নটিও।প্রতিটিখাওয়ার (Covid Home Delivery West Bengal Govt)

প্যাকেটস্যানিটাইজকরেদেওয়াহবে।কলকাতাওপাশ্বর্তীএলাকায়আপাততদেওয়াহবেএইপরিষে বা।আজথেকেইপ্রতিএলাকায়চলুহয়েগেলএইপরিষেবা। প্রসঙ্গত,

এরআগেওদেশজুড়েলাকডাউনচলাকালীনরাজ্যের (Mamata Banerjee Govt)

তরফেমানুষেরহাতেখাওয়ারতুলেদেওয়ারব্যবস্থাকরাহয়েছিলরাজ্যসরকারেরতরফথেকে (Mamata Banerjee Govt)।এওয়ারওযাতেদরিদ্রমানুষখাওয়ার (Food for poor Covid Patient) পান,

তাজেলাশাসকদেরদেখারনির্দেশইতিমধ্যেইদিয়েছেনমুখ্যসচিবএইচকেদ্বিবেদী।ন্যায়সূত্রেরখণ্ড, প্যাকেটকরেচাল, ডাল, মুড়ি,

প্রিন্টেরমতোশুকনোখাওয়ারাডিতেপৌঁছেদেওয়াহবে।জেলাশাসকদেরওলাহয়েছে,

মাথাপিছুতিনকেজিকরেচাল, দেড়কেজিডাল, এককেজি মুড়ি,
পাঁচপ্যাকেট ঝুট দিয়ে প্যাকেট তৈরিকরতে।

তবে এয়ারশুকনোখারের পাশাপাশি পৌঁছে দেওয়া হোক রান্না করা খাবারও (Mamata Banerjee Govt)। কারণ হুক্ষেত্রেই দেখা যায়,
করোনা আক্রান্তের পক্ষে রান্না করা সম্ভব হয় না। কোথাও আবার গোটা পরিবার সংক্রমিত হচ্ছে। ফলে দু
র্গলশরীরের রান্না করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অথচ সুস্থ হতে ওষুধের পাশাপাশি সঠিক পথ্যও (Food
for poor Covid Patient)
দরকার। তাই সরকারের এই উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন ওয়াকি হালমহল।

<https://bengali.news18.com/news/kolkata/covid-home-delivery-west-bengal-govt-new-service-of-cooked-food-delivery-to-coronavirus-patients-sanj-717593.html>

283. ৪ দিনে ভারতের পার্লামেন্টের ৪০০ কর্মী করোনায় আক্রান্ত

প্রথম আলোডেক্স

প্রকাশ: ০৯ জানুয়ারি ২০২২, ২২: ১৪

৪০২ কর্মী করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় ভারতের পার্লামেন্টের আসন্ন প্যারিজেট অধিবেশন আদৌ হোক কিনা, তানি়েশঙ্কা দেখা দিয়েছে

৪০২ কর্মী করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় ভারতের পার্লামেন্টের আসন্ন প্যারিজেট অধিবেশন আদৌ হোক কিনা, তানি়েশঙ্কা দেখা দিয়েছে ফাইল ছবি: রয়টার্স

প্যারিজেট অধিবেশনের আগেই ভারতের পার্লামেন্টের দুই কক্ষের ৪০২ কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে আসন্ন অধিবেশনটি আদৌ হোক কিনা, তানি়েশঙ্কা দেখা দিয়েছে। একাধিক সূত্রের ওপর তদিয়ে এতখ্য জানিয়েছে পার্লামেন্টের সংস্থা এএনআই।

সূত্র বলেছে,

ভারতের পার্লামেন্টে ১ হাজার ৪০৯ কর্মী রয়েছেন। ৪ থেকে ৮ জানুয়ারি তাঁদের মধ্যে ৪০২ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়। তাঁরা অমিত্রনে আক্রান্ত কিনা, তা জানতে নমুনাজিনোমসিকোয়েন্সিংয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভার ২০০,

উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার ৬৯ ও পার্লামেন্টের সংসদ সংশ্লিষ্ট আরও ১৩৩ কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এ ঘটনা

নারপরপার্লামেন্টেরসংকর্মীকেসতর্কথাকতেওলাহয়েছে।আক্রান্তব্যক্তিদেরসংস্পর্শেআসাকর্মীদে
রআইসোলেশনেরাখাহয়েছে।

করোনারহালনাগাদতথ্যসরঞ্জামকারীওয়েবসাইটওয়ার্ল্ডমিটারসংলছে,
সংশেষ২৪ঘণ্টায়ভারতে১লাখ৫৯হাজার৬৩২জনকরোনায়আক্রান্তহয়েছেন।একইসময়েভাইরাস
টিতেআক্রান্তহয়েমৃত্যুহয়েছে৩২৭জনের।

<https://www.prothomalo.com/world/india/%E0%A7%AA-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AA%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4>

২৪৪. করোনা ধাক্কায় রাজ্যের একাধিক জায়গায় বাজার বন্ধ, ফের কি শুরু হবে লকডাউন, বাড়ছে জল্পনা

করোনাভাইরাসেরসংক্রমণরুখতেশেষরাজ্যেরএকাধিকজায়গায়করোনাধিকড়াকরাহয়েছে।রা
জপুরসোনারপুরপুরএলাকায়পরপরচারদিনওন্ধরাখাহচ্ছেদোকানওাজার।ক্যানিংয়েওদোকানওাজা
রওন্ধরাখারসিদ্ধান্তনেওয়াহয়েছে১ওলাকরে।কলকাতাশহরেপোস্তাওাজারসহএকাধিকএলাকায়মা
স্কপরানিয়েধরপাকড়শুরুকরেছেপুলিশ।

কারণঝড়েরগতিতেছড়াচ্ছেকরোনাভাইরাসেরসংক্রমণ।জেলারশহরগুলিকেএকেরপরএকওাজা
রওন্ধেরসিদ্ধান্তদেখেনতুনকরেলকডাউনেরজল্পনাশুরুহয়েছে।

ওাজারওন্ধরাখারসিদ্ধান্ত

একেরপরএকজেলারশহরেকরোনাসংক্রমণরুখতেকড়াপদক্ষেপকরেছেজেলাপ্রশাসন।রাজপুর
সোনারপুরএলাকায়কড়াধিনিষেধআরোপকরাহয়েছে।পরপরচারদিনদোকান-
ওাজারওন্ধরাখারসিদ্ধান্তনেওয়াহয়েছে।কড়ানজরদারিচালাচ্ছেপুলিশপ্রশাসন।একইসঙ্গেক্যানিংয়ে
ওপরপরচারদিনওাজারওন্ধরাখারসিদ্ধান্তনেওয়াহয়েছে।পুরপ্রশাসকথেকেএলাকারিধায়করানিজে
রাএইওাজারগুলিতেনজরদারিচালাছেন।করোনাভাইরাসেরসংক্রমণরাজপুর-
সোনারপুরএলাকায়মারাত্মকআকারনিয়েছিল।সেকারণেইএইসিদ্ধান্তনেওয়াহয়েছেজেলাপ্রশাস
নেরপক্ষথেকে।এদিকেক্যানিংমহকুমাহাসপাতালে১৪জনচিকিৎসকএংনার্সওস্বাস্থ্যকর্মীসহমোট

৪১জনকরোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। যার জেরে আজ থেকে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অস্ত্রোপচার।

পাঁজার রাস্তা রামপুরহাটেও

শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগনায় রামপুরহাটের একাধিক জায়গাতে করোনা সংক্রমণ ঘটে যাওয়ায় পাঁজার রাস্তা খারাবি দ্বান্ত নিয়েছে প্যাসা যীসুস মন্দির। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কথামাথায় রেখে রামপুরহাটেও দোকান পাঁজার রাস্তা খাওয়া হয়েছে। একাধিক জেলার শহরে করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনতে এই ইনির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। মাস্ক পরানিয়ে কড়া পদক্ষেপ করছে পুলিশ প্রশাসন।

ঝাড়গ্রামে কড়া নিষেধ

করোনা সংক্রমণের ঝড় ঝড় ঠেঁকাতে ঝাড়গ্রাম শহরেও একদিনের কড়া নিষেধ জারি করা হয়েছে। পুরসভা এলাকায় লাফিয়ে ঝড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার-সহ স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরাইতিমধ্যেই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। সংক্রমণ ঠেকাতে শেষেসকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ঝাড়গ্রাম পুর-এলাকায় সড়ক দোকান, পাঁজার, যান চলাচল রাস্তা খারাবি দ্বান্ত নিয়েছে প্রশাসন। কড়া হাতে তানিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে লেজানো হয়েছে।

কলকাতায় ধরপাকড়

কলকাতা শহরেও সংক্রমণ মাত্রা ছাড়িয়েছে। তারপরেই মানুষের মধ্যে মাস্ক না পরার অনিহা দেখা দিয়েছে। শিয়ালদহের কোলেমার্কেটে মাস্ক না পরায় একাধিক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। রায়গঞ্জ শহরে মাস্ক না পরায় ৩২ জনকে আটক করেছে পুলিশ। রায়গঞ্জের রাস্তায় পাঁজারে দোকানে টল দিচ্ছে পুলিশ। মাস্ক না পরলে তাঁদের সতর্ক করা হচ্ছে। অনেকেই এখনও মাস্ক না পরেই ঝাড়গ্রামে পড়ছেন। তাঁদের আটক করতে শুরু করেছে পুলিশ।

<https://m.dailyhunt.in/news/india/bangla/thatsbengali-epaper-tbengali/karona+dhakkay+rajyer+ekadhik+jayagay+bajar+bandh+pher+ki+shuru+habe+lakadaun+badache+jalpana-newsid-n349037492?listname=topicsList&topic=for%20you&index=6&topicIndex=0&mode=pwa&action=click>

285. Health Tips: রান্না ঘরে থাকা এই দুই খাবারেই বাড়বে ওমিক্রন প্রতিরোধের ক্ষমতা

কলকাতা:

যেকোনও কঠিন পরিস্থিতি আসার আগে তার জন্য সতর্ক থাকা খুবই জরুরি। বিশেষ করে যখন এখনক

রোনা (Coronavirus) পরিস্থিতিচলছে,
তখন স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। কোভিড (Covid19) প্রতিমেনে মাস্ক পরা,
হাত স্যানিটাইজ করা,
সুরক্ষিত দূরত্ব জায়গা খাসমস্ত টাই করতে হচ্ছে এবং পরপরীকালেও করতে হবে। রোনাকে প্রতিরোধ
করার জন্য।

কোভিড সম্পর্কিত সমস্ত আপডেট পড়ুন এখানে

কিন্তু সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের প্রশংসিত ভ্যারিয়েন্ট দেখা দিয়েছে। যা বিশেষ জ্ঞান থেকে চিকিৎসকদের
কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।

বিশেষজ্ঞ রাজানা চেন, করোনা ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট (Omicron)
ওমিক্রন ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন জায়গায়। নিয়মিত সংক্রমিত হচ্ছেন মানুষ। তাই এখনই
এই ভ্যারিয়েন্টের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ কিছু পদ্ধতি মেনে চলা থেকে খাদ্যাভ্যাসে
ও নজর দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের মতে,
আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি প্রশিথাকে,
তাহলে যেকোনও অসুখের ঝুঁকি কম থাকে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য লাইফ স্টাইল এবং খাদ্যা
ভ্যাসের নজর দেওয়া খুবই জরুরি। প্রতিদিনের খাওয়ার তালিকায় সবুজ শাক-
সব্জি এবং পুষ্টিকর খাবার রাখা দরকার। যা শরীরকে বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। সম্প্রতি বিশে
ষজ্ঞরা এমন দুই খাবারের কথা জানিয়েছেন,
যা আমাদের প্রত্যেকের রান্নাধারেরই থাকে। আর যা ওমিক্রনের হাত থেকে রক্ষা করতে শরীরের রোগ প্রতিরো
ধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

Thyroid Awareness Month: কোনলক্ষণ দেখে বুঝবেন খাইরিয়ে ডের সমস্যা দেখা দিয়েছে?

ঘি- বিশেষজ্ঞ রাজানা চেন,
ঘি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। হজম ও হায়েয়ায় খুব তাড়াতাড়ি। তার সঙ্গে উপাদেয়ও। প্রতিদিনের খাওয়া
র তালিকায় ঘি রাখলে শরীরের গরম থাকে। এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। আদা-
রান্না নিয়মিত ব্যবহার করা আদা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। শুধু রান্না স্বাদ বাড়াই না আদা। তার সঙ্গে
বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করতেও সাহায্য করে। অ্যান্টি ইমফ্লুমেটরি উপাদানে ভরা আদা গলার সংক্রমণ
প্রতিরোধ করে। তার সঙ্গে শরীরের বিভিন্ন জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করে। চায়ের সঙ্গে আদা খেলে রোগ প্র
তিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

এছাড়াও বিশেষজ্ঞরা নিয়মিত খাবার হলুদ, মধু, আমলকি ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছেন।

ডিসক্লেইমার : কপি তেউল্লিখিত দাঁটি,
পদ্ধতি পরামর্শ স্বরূপ। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পদ্ধতি/ডায়েট ফলো করার জন্য অশ্যই বিশেষজ্ঞ /
চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন ও সেইমতানিয়ম মেনে চলুন।

<https://m.dailyhunt.in/news/india/bangla/abpananda-epaper-abpand/health+tips+rannaghare+thaka+ei+dui+khbarei+badabe+omikran+pratirodher+kshamata-newsid-n348898844?listname=topicsList&index=26&topicIndex=0&mode=pwa&action=click>

286. কোভিড রোগীরা হোমআইসোলেশনে থাকার সময় কী কী নিয়ম মেনে চলবেন, জানাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক

করোনাআতঙ্কযেনকাটতেইচাইছেন।যখনইসংক্রমণেরসংখ্যাটানিম্নমুখীহচ্ছে, ঠিকতখনইনতুননতুনভ্যারিয়েন্টেরউদ্ভবকরোনারগ্রাফকেআবারউর্ধ্বমুখীকরেদিচ্ছে।২০২২সালে রশুরুথেকেইকরোনাআতঙ্কেকাঁপছেগোটাঐশ্ব।ভারতেরোজইলাফিয়েপাড়াচ্ছেকোভিডআক্রান্তের সংখ্যা, তৎএবারহাসপাতালেভর্তিহওয়ারোগীরসংখ্যাআপাততশতাংশেরপ্রচারেআগেরচেয়েকমপলেইজানাযাচ্ছে।

কোভিডসম্পর্কিতসমস্তআপডেটপড়ুনএখানে

অধিকাংশক্ষেত্রেইরোগীকেথাকতেদেখাযাচ্ছেহোমআইসোলেশনে।

মুখ্যর,

৫জানুয়ারিএকটিনির্দেশিকায়হোমআইসোলেশনেরনতুননিয়মজারিকরলকেন্দ্রীয়স্বাস্থ্যমন্ত্রক।তাতেলাহয়েছে,

পাড়িতেচিকিত্সাধীনকরোনারোগীরাসাতদিনপরহোমআইসোলেশনশেষকরতেপারেন,

তৎসেটাকিন্তুশর্তসাপেক্ষে।পাড়িতেথাকতেহলেকীকীনিয়মমেনেচলতেহৎ,

তৎএকপ্রাপ্তিরমাধ্যমেজানালকেন্দ্রীয়স্বাস্থ্যমন্ত্রক।দেখেনিনসেইতালিকা -

হোমআইসোলেশনেকারাথাকতেপারৎ?

১) চিকিত্সকযেসংরোগীরলক্ষণহলকাঅ্যাসিম্পটোমেটিকৎলেজানৎন, তারাইহোমআইসোলেশনেথাকতেপারৎন।

২)

কোভিডআক্রান্তকেপরিবারেরঅন্যসদস্যদেরথেকেএকবারেপৃথকভাৎনিভূতৎসপালনকরতেহৎ।রোগীরহোমআইসোলেশনেরজন্যএৎপরিবারেরসকলেযাতেকোয়ারান্টিনেথাকতেপারে, সেরকমসুপ্রধারোগীরপাড়িতেথাকতেহৎ।

৩) একজনপরিচর্যাকারী (কোভিড-১৯টিকারদু'টিডোজনিয়েছেনএমনকেউ)

২৪x৭উপলব্ধথাকাউচিত,

যাতে সর্পদারোগীর দেখভাল করতে পারে। একজন পরিচর্যা কারী এং একজন চিকিত্সক হোম আইসোলেশনের পুরো সময়কালের জন্য নিয়োগ থাকবে।

৪) ৬০০ ছরের বেশি যসীরোগীদের এং যাদের কো-মর্টিটিটি আছে, যেমন - উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুস/লিভার/কিডনিরোগ, সেরিব্রোভাসকুলার রোগ, ইত্যাদি। তাদেরকে চিকিত্সক দ্বারা যথাযথ পরীক্ষার পরেই হোম আইসোলেশনের অনুমতি দেওয়া হবে।

৫) যাদের ইমিউনিটি খুঁই দুর্ল (এইচআইভি, Transplant recipients, ক্যান্সার থেরাপি, ইত্যাদি)

তাদের হোম আইসোলেশনের পরামর্শ দেওয়া হয় না। কেবলমাত্র চিকিত্সক যথাযথ মূল্যায়নের পরে অনুমতি দিলে তবেই হোম আইসোলেশনে থাকতে পারবে।

হোম আইসোলেশনে থাকার নিয়ম

১) যে ঘরেরোগী থাকবে, সেই ঘরে যাতে পর্যাপ্ত আলো-ব্রাস চলাচলের সুযোগ থাকে। জানালা খোলা রাখতে হবে।

২) সর্পক্ষণ ত্রিস্তরীয় মাস্ক পরতে হবে। আট ঘণ্টা অন্তর মাস্ক বদলাতে হবে। অন্যকে উঘরে প্রবেশ করলে এন ৯৫ মাস্ক পরতে হবে।

৩) ব্যাহার করা মাস্ক দু'টুকর করে আর্জনার ব্যাগে রাখতে হবে ন্যূনতম ৭২ ঘণ্টা। তার পর সেটা ফেলবে না।

৪) ঘন ঘন সাঁান- জল দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে। অ্যালকোহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যাহার করতে পারেন।

৫) রোগীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল, ফলের রস, গরম সুপ, চাজাতীয় পানীয় পান করতে হবে।

৬) কোভিড আক্রান্তের ব্যাহত সাঁান ডির অন্য কারুর ব্যাহত রাচলবে না। রোগী যে ঘরে থাকবে, সেই ঘরের যে সাঁানি সে বেশি হাতপড়ে, সেগুলি নিয়মিত সাঁান- জল বা জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

৭) সময়মতো পালস অক্সিমিটার দিয়ে অক্সিজেনের পরিমাণ মাপতে হবে। এছাড়া, প্রতিনিয়ত দেহের তাপমাত্রাও মাপতে হবে। ৩ দিনের বেশি ১০০ ডিগ্রি তাপমাত্রার জ্বর থাকলে,

অক্সিজেনের পরিমাণ ৯৩ শতাংশের কম গেলে, চুকে থাকা, শ্বাসকষ্ট, ক্লান্তি দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কখন হোম আইসোলেশন শুরু করতে হবে?

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সংশোধিত নির্দেশিকাতে জানিয়েছে, সামান্য উপসর্গ যাাদের উপসর্গ নেই তাদের হোম আইসোলেশনে সময়সীমা ১৪ দিন থেকে কমে ৭ দিন। রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর ৭ দিন আইসোলেশনে থাকতে হবে। তবে এর মধ্যে টানা তিন দিন যদি জ্বর না আসে তাহলে ৭ দিনেই আইসোলেশন শেষ হয়ে যাবে, এমনটা ধরেনি তবে। পুনরায় কোভিড পরীক্ষা করানোর ও প্রয়োজন নেই। জ্বর এলে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে ওষুধ খাওয়া চালাতে হবে। মাস্ক পরা চালিয়ে যেতে হবে।

এর আগে আইসোলেশন থেকে রোনার আগে কোভিড পরীক্ষা করিয়ে নেগেটিভ রিপোর্ট নেওয়ার নিয়ম ছিল। তবে এ কারণে তুন করে পরীক্ষা করানোর ও দরকার নেই বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। তাই হোম আইসোলেশন শেষ হলেও, রোগীকে সময়ে মাস্ক পরে থাকতে হবে।

হালকা উপসর্গ যাাদের রয়েছে,

তারা একেবারেই স্টেরয়েড ব্যবহার করেন না। অক্সিজেনের মাত্রা ৯৩-

এর নীচে নামলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। প্রয়োজন হলে হাসপাতালে ভর্তি হন।

<https://m.dailyhunt.in/news/india/bangla/boldskybengali-epaper-boldben/kobhid+rogira+hom+aaisholashane+thakar+samay+ki+ki+niyam+mene+chalaben+janal+kendriy+sasthyamantrak-newsid-n347702436?listname=topicsList&topic=health%20tips&index=7&topicIndex=6&mode=pwa&action=click>

287. Covid 19: কখন কোভিড পরীক্ষা করান, কোন ক্ষেত্রে দরকার নেই,

নির্দেশিকা জারি করে জানাল কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ১০ জানুয়ারি ২০২২ ২২:১২



কখন পরীক্ষা করালে ঠিক হও আর কখন হও না, তা নিয়ে অনেকেই সন্দেহান।

দেশ জুড়ে যে গতিতে লাফিয়ে সংক্রমণ চাড়াচ্ছে, তাতে স্বাভাবিক ভাবেই জনমানসে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি, কোভিডের দ্বিতীয় তরঙ্গে ডেল্টার প্রভাবে যে ভাবে গোটা ভারত জুড়ে সংক্রমণ চাড়াচাড়ি পর্যায়ে পৌঁছেছিল, এ চারও ঠিক একই রকম ছবি দেখা যেতে পারে। এমন সময় দাঁড়িয়ে কখন পরীক্ষা করালে ঠিক হও আর কখন হও না, তা নিয়ে অনেকেই সন্দেহান। এই বিষয়টি নিয়েই এ চার নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্র।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) প্রকাশিত নয়া নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ কোভিড রোগীর সংস্পর্শে এলেই অপ্রশ্যই পরীক্ষা করানো জরুরি। কিন্তু কোন রোগী ঝুঁকিপূর্ণ, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। নয়া নির্দেশিকায় কেন্দ্র জানিয়েছে, মধুমেহ, হাইপারটেনশন, ফুসফুস-কিডনির রোগ আছে এমন ষাটোর্থ প্যাক্তি কোভিডে আক্রান্ত হলে, তাঁকেই ঝুঁকিপূর্ণ বলে ধরে নেওয়া হও।

এ ছাড়া জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা খুসখুস, স্বাদ-গন্ধ চলে যাওয়া এও শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ দেখা গেলেই কোভিড পরীক্ষা করানো জরুরি বলে জানানো হয়েছে কেন্দ্রের নির্দেশিকায়। উড়ান এও জলপথে চিদেশযাত্রার সময়েও যাত্রীদের কোভিড পরীক্ষা করাতে হও।

অন্য দিকে, কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষার দরকার নেই? কেন্দ্র জানিয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ নয়, এমন কোভিড আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে এলে পরীক্ষা করাতে হও না। পরীক্ষার দরকার নেই যদি না শরীরে কোনও উপসর্গ থাকে। এ ছাড়াও যে সচ রোগী নিয়ম মেনে চাড়িতে নিভতচাসে থাকার মেয়াদ সম্পূর্ণ করেছেন, তাঁদেরও পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন নেই। অন্তঃরাজ্য যাতায়াতের ক্ষেত্রেও দরকার নেই কোভিড পরীক্ষার।

<https://www.anandabazar.com/india/covid-19-when-to-test-and-when-not-to-icmr-releases-a-new-advisory-dgtl/cid/1322892>

**288. Omicron: ওমিক্রনের দাপটে ধরাশায়ী আমেরিকা, দৈনিক সংক্রমণ
ছুঁল ১১ লক্ষ! বিপর্যস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা**

Published by: Sucheta Sengupta | Posted: January 11, 2022
9:59 am | Updated: January 11, 2022 10:07 am



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ঢেউ নয়, এ যেন সুনামি। যার প্রলয় ঝাপটায় কার্যত ধরাশায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA)। সুনামির নাম ওমিক্রন (Omicron) - করোনা ভাইরাসের (Coronavirus) নয়া ভ্যারিয়েন্ট। ওমিক্রনের আক্রমণে আমেরিকায় দৈনিক সংক্রমণ ১০ লক্ষও পেরিয়ে গেল। অর্থাৎ কোভিড গ্রাফ দেখে যেমনটা আন্দাজ করেছিলেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা, এ তো তার চেয়েও বেশি! কোনও কোনও প্রদেশে একদিনেই করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১৩ লক্ষ। এলা হচ্ছে, এটাই সর্বকালের সর্বোচ্চ সংক্রমণ (Highest ever)। এওং বিশ্বের করোনা সূচকেও এই মুহূর্তে এক নম্বরে আমেরিকা।

ওমিক্রনের সংক্রামক ক্ষমতা মারাত্মক। তবু যত দ্রুত সংক্রমণ ঘটাচ্ছে, তার প্রভাব কাটছে দ্রুত। কিন্তু সেসময়ের আগে পরিসংখ্যানের লাগামছাড়া মাত্রা গোটা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। নতুন বছরের শুরু থেকে আমেরিকার কোভিড (COVID-19) গ্রাফের উর্ধ্বমুখী হারেই চিপদের ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল। তার আগে ব্রিটেনকে নাস্তানাচুদ করে ছেড়েছিল করোনায় (Coronavirus) নয়া স্ট্রেন। ফ্রান্সও রক্ষা পায়নি। আমেরিকাও যে সংক্রমণের নিরিখে সে পথে হাঁটছে, চোখা গিয়েছিল। সোমবারের পরিসংখ্যান আশঙ্কাকেই সত্যি প্রমাণ করল। গত দু সপ্তাহে তিনগুণ বেড়েছে সংক্রমণ।

আমেরিকার স্বাস্থ্য পরিষেবাও খানিকটা ঝেঁহাল। তথ্য এলছে, গত সপ্তাহে যতজন রোগী করোনা নিয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলেন, নতুন সপ্তাহে তা দ্বিগুণ হয়েছে। শয্যা সংখ্যায় টান পড়ছে। এছা স্বাস্থ্যকর্মীর শরীরেও ছড়িয়েছে সংক্রমণ। যদিও ওমিক্রনের হামলা সামলে সুস্থ হওয়ার হারও বেশি, কিন্তু সাময়িক হলেও ব্যাহত হচ্ছে পরিষেবা। গত এক বছরের এদেশে করোনায় এলি হয়েছেন ৮ লক্ষ ৩৭ হাজারের বেশি মানুষ। এখনই ওমিক্রন সুনামি থামার কোনও লক্ষণ নেই এলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। নিউ ইয়র্ক, শিকাগো শহরে জনপরিষেবার সঙ্গে এছা মানুষ কোভিড পজিটিভ হওয়ায় অনেক কিছুই বন্ধ রাখা হয়েছে আপাতত। নিউ ইয়র্কে ছোটদের স্কুল বন্ধ। এরই মধ্যে কিছুটা আশার আলো দেখাচ্ছে আন্তর্জাতিক ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা ফাইজার (Pfizer)। কোভিড ভ্যাকসিনকে আরও খানিকটা 'মডিফাই' (Modify) করার কাজ শুরু হয়েছে। সংস্থার দাবি, এতে সর্বকম ভ্যারিয়েন্টের হামলা রুখে দেওয়া সম্ভব হবে।

<https://www.sangbadpratidin.in/world/omicron-in-us-daily-cases-rise-to-1-1million-in-us-as-infection-spread-by-the-new-strain-of-coronavirus/>

289. গোসাবায় ফের লোকালয়ে দক্ষিণরায়, বাঘের গ্রাসে গোরু-ছাগল

Tuhina Mondal | LipiUpdated: 11 Jan 2022, 11:09 am

ফের সুন্দরবনের লোকালয়ে প্রবেশ করল দক্ষিণরায় (Tiger In Sundarban)। এখনও পর্যন্ত একটি গোরু এবং তিনটি ছাগলকে গ্রাস করেছে বাঘ। এলাকায় ছড়িয়েছে আতঙ্ক। রইল চিন্তারিত...



এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: আশ্রয়ও বাঘের ভয়। এ পার গোয়ালে তুকে গোরু খেল বাঘে, মারল তিনটি ছাগল। সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের ঢালি আমলা মেথি গ্রামের ঘটনা। এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এন দফতর ও পুলিশ। এন দফতর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে চিদিয়ার জঙ্গল থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তুকে পরে আমলা মেথি এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তুকেই সে হানা দেয় স্থানীয় এক ব্যক্তির গোয়ালে। সেখানে তিনটি ছাগল মারে বাঘটি। মারা পড়েছে একটি গোরুও। আরও একটি ছাগলকে জখম করে ফেলে রেখে গিয়েছে বাঘটি, এমনই দাবি এলাকার বাসিন্দাদের। হাটুল দাস নামে এলাকার এক বাসিন্দার বাড়ির গোয়ালে হানা দেয় দক্ষিণ রায়। হাটুল রায়ের দাবি, 'রাতে বাঘ তুকেছিল। সকালে উঠে দেখি তিনটে ছাগল আর একটা গোরু খেয়ে গিয়েছে। আরও একটি ছাগল মারাত্মক জখম। তখন এমন ঘটনা আর কারও গোয়ালে হয়নি।' এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, ওই বাঘটি হাটুল দাসের গোয়াল থেকে পেরিয়ে লোকালয় সংলগ্ন জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বাঘটির খোঁজে

তল্লাশি শুরু করেছে এন দফতরের কর্মীরা। এন দফতরের দাপ্ত, এলা সাড়ে ১০টা পর্যন্ত
এলাটির খোঁজ পাওয়া যায়নি। তএ ওই জঙ্গলের মধ্যেই যে এলাটি লুকিয়ে রয়েছে তা
নিশ্চিত। কারণ ওই জঙ্গলে এলাঘের অস্তিত্ব টের পেয়েছেন এনকর্মীরা। এলাকা ইতিমধ্যে
জাল দিয়ে ঘিরে ফেলার কাজ শুরু করা হয়েছে। এরই মধ্যে এাদ সাধছে কুয়াশা।
মঙ্গলএার সকাল থেকেই কুয়াশা এেড়েছে। তার ফলেই এেশ খানিকটা এ্যাহত হচ্ছে এাঘ
খোঁজার কাজ। গত নভেম্বর মাস থেকে একের পর এক এাঘ জঙ্গল থেকে এেরিয়ে এসে
তুকেছে লোকালয়ে। এন দফতরের আক্লাস্ত চেষ্টায় তাদের ফেরানো গিয়েছে জঙ্গলে। গত
২৬ ডিসেম্বর কুলতলির শেখপাড়া এলাকার জঙ্গলে এাঘ এেরিয়েছে খএর শোনা
গিয়েছিল। পরে সে এাঘ এেরিয়ে চষে এেড়ায় পিয়ালির চর সংগলগ্ন জঙ্গল। ২৫
ডিসেম্বরের ছুটিতে তখন সেখানে এছ পর্যটকের ভিড়। এন দফতরের প্রায় ৬ দিনের
চেষ্টায় দু'খানা ঘুম পাড়ানি গুলি ছুড়ে সে এাঘকে কাঢ়ু করা গিয়েছিল। তারপর ৩১
ডিসেম্বর সুন্দরএনের চরঘেরি এলাকায় ফের দেখা মেলে আর এক এাঘের। তাকে
ধরতেও দিন তিনেক হিমসিম খেতে হয় এন দফতরকে।

তএ কোনও এাঘই এ এারের মতো গোয়ালে হানা দেয়নি। এমনকী কুলতলির এাঘটি ৬
দিন অভুক্ত ছিল এলে চিন্তায় ছিলেন এন দফতরের চিকিৎস ও আধিকারিকেরা। এ
এারের এাঘটি প্রাণী হত্যা করায় এলাকায় আতঙ্কের পারদ চড়েছে আরও এক মাত্রা। এন
দফতরের তরফে এসিন্দাদের সতর্ক থাকতে এলা হয়েছে।

<https://eisamay.com/west-bengal-news/24pargana-news/tiger-enters-in-a-village-of-gosaba-sundarban/articleshow/88825938.cms>

290. **মালদহে সংক্রমণ কিছুটা
কমে নামল দু'শোর নীচে
চালু সেফ হোম, জেলায় ১২টি
কন্টেইনমেন্ট জোন**



সংএাদদাতা, মালদহ: তিন দিনের মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় মালদহে করোনা সংক্রমণ
তুলনামূলকভাবে খানিকটা কমলেও কোনওরকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয় জেলা প্রশাসন।
গত ২৪ ঘণ্টায় সংখ্যাটা ৪০০ থেকে ২০০'র নীচে নেমেছে। যদিও রএিএার থাকায়
করোনার পরীক্ষা কিছুটা কম হওয়া তার কারণ হতে পারে এলে স্বাস্থ্যদপ্তরের ধারণা।
ইতিমধ্যেই জেলায় ১২টি মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন তৈরির পাশাপাশি জেলার দুই
মহকুমায় দু'টি সেফ হোম নতুন করে খোলা হয়েছে। একইসঙ্গে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের
সঙ্গে নিয়ম করে জেলার করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছেন জেলা প্রশাসনের

আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, মালদহের আন্তঃরাজ্য সীমানাগুলিতেও কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত তিন দিন ধরে মালদহে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ঘোরাফেরা করছিল ৩০০ থেকে ৪০০'র মধ্যে। সেই সংখ্যা কিছুটা কমে গত ২৪ ঘণ্টায় হয়েছে ১৯৪। তপে স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রপির নমুনা পরীক্ষা কিছুটা কম হওয়াতেই কম সংখ্যক সংক্রমণের ছপি সামনে এসেছে। এতে এখনই চরম আশাদী হওয়ার কারণ নেই। সকলকেই সুরক্ষা পিধি মনে চলতে হপে। জেলা স্বাস্থ্যদপ্তরের এক আধিকারিক পলেন, একটি উল্লেখযোগ্য পিষয় সামনে আসছে। যাঁরা করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন, এখনও পর্যন্ত তাঁদের অধিকাংশের পয়স ১৮ পছরের উর্ধে। এমন নয় যে, কিশোর-কিশোরী পা শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে না। তপে পরিণত পয়স্কদের থেকে সেই সংখ্যা পেশ কম। এমন অনেকেই রয়েছে, যাঁরা করোনা ভ্যাকসিনের দু'টি ডোজ নেওয়ার পরও আক্রান্ত হচ্ছেন। তপে সংক্রমণ মূলত গলাতেই থাকছে। ফুসফুসে মারাত্মকভাপে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে না। কারও কারও প্রপল জ্বর, পেটের সমস্যা এং চোখের পিছনে যথেষ্ট যন্ত্রণা হচ্ছে। তপে দ্বিতীয় ডেউয়ের মতো সংক্রমণের প্রপল ক্ষতিকর দিক এযাত্রায় তেমন দেখা যাচ্ছে না পলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তাহলেও কোনও কোনও সংক্রামিতের শরীরে 'ভাইরাস লোড' উল্লেখযোগ্যভাপে পেশি পলেও জানিয়েছেন অনেক চিকিৎসক। করোনা থেকে সেরে উঠে ইতিমধ্যেই কাজে যোগ দিয়েছেন জেলাশাসক রাজর্ষি মিত্র ও অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) পৈভপ চৌধুরী। জেলাশাসক পলেন, নিয়ম মতো সাতদিনের আইসোলেশন কাটিয়ে অফিসে আসতে শুরু করেছি। তিনি পলেন, জেলায় উর্ধ্বমুখী করোনা পরিস্থিতি পিপেচনা করে মোট ১২টি মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন চিহ্নিত করা হয়েছে। এরমধ্যে ন'টি জোন রয়েছে ইংলিশপাজার পুরসভা এলাকায়। পাকি তিনটি রয়েছে কালিয়াচক-১ ব্লকে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোনগুলি রয়েছে গোলাপটি, পুড়াপুড়িতলা, হায়দারপুর, কৃষ্ণকালিতলা, মকদুমপুর, রেল প্যারাক কলোনি, পালুচর সহ কয়েকটি এলাকায়। ওই মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোনগুলিতে চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি কাজ ছাড়া যাতায়াতের ক্ষেত্রে পেশকিছু পিধিনিষেধ আরোপ করেছে প্রশাসন। মাস্ক পরা কঠোরভাপে প্ৰাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পুলিশের নজরদারিও রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য আধিকারিকরাও ওই মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোনগুলির তদারকি করছেন। মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোনগুলিতে রেশনের দোকান পঙ্ক রাখা হচ্ছে। তপে ওই জোনে পসপাসকারী দরিদ্র পরিপারগুলিকে শুকনো খাপার এং চাল ইত্যাদি সরপরাহ করার জন্য পদক্ষেপ করা হচ্ছে পলে জানিয়েছে প্রশাসন। মালদহের অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) পলেন, মালদহ ও চাঁচল মহকুমায় দু'টি সেফ হোম নতুন করে খুলে দেওয়া হয়েছে। মালদহের সদর মহকুমায় ইংরেজি মিডিয়াম মাদ্রাসায় ও চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর পলিটেকনিকে সেফ হোম দু'টি নতুন করে চালু করা হয়েছে। করোনায় সংক্রামিতের

সংখ্যা হু হু করে ঝড়তে থাকায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই সিদ্ধান্ত হলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। ইংলিশবাজারের সেফ হোমে প্রায় ৭০টি ও হরিশ্চন্দ্রপুরের সেফ হোমে প্রায় ৫০টি শয্যা রয়েছে। রয়েছে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের প্লেটো। তবে এখনও পর্যন্ত সেফ হোমে থাকার জন্য কেউ আবেদন জানাননি বলে জানা গিয়েছে

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=16&id=342341>

291. আবহাওয়ার খামখেয়ালিতে মালদহে ঘরে ঘরে সর্দি-জ্বর করোনা পরিস্থিতিতে উদ্বেগ বাড়ছে



নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ: আবহাওয়ার খামখেয়ালি আচরণে মালদহে ঘরে ঘরে সর্দি-জ্বর শুরু হয়েছে। করোনার সময় ঠান্ডাজনিত কারণে এই জ্বর জেলাবাসীর শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সময় সাধনতা অলসন জরুরি বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। তা না হলে সাধারণ সর্দি-জ্বর করোনা পরিস্থিতিতে ‘গোদের উপর ঝিষ ফোঁড়া’ হয়ে উঠতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন।

মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক পার্থসারথী রায় বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে সাধারণ সর্দি-জ্বর নিয়েও মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। শীতে অনেকেই ওই ধরনের রোগে আক্রান্ত হন। কোনও উপসর্গ দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। নিজের ইচ্ছামতো কেউ যেন ওষুধ কিনে না খান তা নিশ্চিত করতে হবে। সর্দি-জ্বর হলে প্রচুর জল পান করতে হবে। সেইসঙ্গে সহনীয় উষ্ণ জলে গার্গল ও ভাঁপ নিতে হবে। হাইপার টেনশনের আক্রান্ত রোগীরা গার্গল করার সময় গরম জলে নুনের পরিমাণে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ওষুধ মেশাতে পারেন। উল্লেখ্য, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে গত কয়েকদিন ধরে মালদহে তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে এত গরম ভাণ্ড মালদহে শেষ কবে ছিল, তা কেউ মনে করতে পারছেন না।

জেলা কৃষিদপ্তরের আবহাওয়া কামাখ্যানাথ রোস বলেন, গত ২০ ডিসেম্বর জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯.৫ ডিগ্রিতে নেমে যায়। তা এই বছরের মধ্যে রেকর্ড। তারপর থেকে তাপমাত্রা ১০-১১ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। কিন্তু ৪ জানুয়ারি থেকে তাপমাত্রা ঝড়তে শুরু করে। ওইদিন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ১৯.৬ এবং ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ১০ জানুয়ারি অর্থাৎ সোমবার জেলায় সর্বোচ্চ এবং

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৫.৮ এং ১৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। তার ফলে গত চার-পাঁচ দিন ধরে জেলায় যথেষ্ট গরম অনুভূত হচ্ছে। চলতি সপ্তাহে ফের জেলায় শীত পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে পারদ ফের নামে। ২০১৮ সালে জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রিতে নেমে গিয়েছিল। মালদহে তারপর আর তাপমাত্রা অত নিচে নামেনি। বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা দিনদিন বাড়ছে বলে জানান কামাখ্যাঝা।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=16&id=342349>

292. Covid19: মানুষ সচেতন হলেই জব্দ হবে ভাইরাস

প্রি়শেষ প্রতিবেদন

তারকেশ্বর ১১ জানুয়ারি ২০২২ ০৮:৪০



টিকার লাইন। সোমবার গোঘাটের কামারপুকুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

করোনার তৃতীয় ঢেউ এখন মাঝপর্বে। ওমিক্রনের সংক্রমণ ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিত জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞেরা। কেউ ছাড় পাচ্ছেন না। এ অবস্থায় সাবধানতা অবলম্বনে কী করণীয়? কী বলছেন চিকিৎসকেরা? আজ, দ্বিতীয় তথা শেষ কিস্তি।

২০১৯ সালে চিনের উহান প্রদেশে করোনা সংক্রমণের ঘটনা ঘটে। ভারতে তা হানা দেয় ২০২০ সালে। ওই বছরের জুলাই-অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে তা প্রবল আকার নেয়। ঐ মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

প্রথম ঢেউয়ের একেবারে প্রথম দিকের দিনগুলিতে ভাইরাসের পাশাপাশি এক মহাআতঙ্কও রোগীদের গ্রাস করেছিল। ফলে, মানসিক ভাবে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, রোগী— সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। যার প্রভাৱ পড়ে পুরো স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উপরেই।

দ্বিতীয় ঢেউ ছিল রীতিমতো আগ্রাসী। ঐ মানুষকে ফুসফুসে মারাত্মক সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় অতি প্রিপজ্জনক ভাবে এং দ্রুত। ফলে, হাসপাতালগুলিতেও বাড়তি চাপ তৈরি হয়। গত বছরের মার্চ থেকে মে পর্যন্ত দ্বিতীয় ঢেউয়ের ঝাপটা আমাদের রাজ্যকে ভুগিয়েছে ভালই।

সেই পর্চ পেরিয়ে এখন আমরা করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের মুখোমুখি। এই পর্চে ভাইরাসের সংক্রমণ ক্ষমতা অসম্ভব বেশি হলেও মারণ ক্ষমতা এখনও পর্যন্ত সে ভাবে লক্ষণীয় নয়। এমনও দেখা যাচ্ছে, একটি পাড়ার এক জনের জ্বর হলে পাড়াশুদ্ধ লোক একই উপসর্গে ভুগতে শুরু করছেন। কিন্তু হাসপাতালে তেমন ভর্তি হতে হচ্ছে না।

তবে, তার মানে এই নয়, আমাদের নিশ্চিত হওয়ার সময় এসে গিয়েছে। কারণ, শরীরে করোনাভাইরাস যত দিন সক্রিয় থাকে তৃতীয় ঢেউ এখনও তত দিন পার হয়ে যায়নি। সাধারণ মানুষের এক ও একমাত্র কাজ— যথাসম্ভব সতর্ক ও সচেতন থাকা। অর্থাৎ, আরও কিছু দিন আমাদের নিয়ম মেনে চলতেই হবে। যেমন— যথাযথ ভাবে নাক-মুখ চেপে মাস্ক পরতে হবে। পকেটে ভরে টা থুতনিতে ঝুলিয়ে রাখলে চলবে না। কথা বলার সময় যদি যথাযথ ভাবে নাক-মুখ ঢেকে দু'জন মানুষ মাস্ক ব্যবহার করেন, তা হলে সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রায় শূন্যে নেমে আসে।

খাওয়ার আগে, নাকে-মুখে-চোখে হাত দেওয়ার আগে সাবান দিয়ে অন্তত চল্লিশ সেকেন্ড সময় নিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। বেশি জনসমাগম হয়, এমন কোনও সামাজিক ক্ষেত্র, যেমন মাজার, ধর্মস্থান, উৎসবগৃহ, রেস্টরাঁ, গণ-পরিবহণ বা অন্য কোনও জমায়েতে অংশ নিতে প্রাধ্য হলে প্রাডি ফিরে পোশাক সাবান-জলে অন্তত কুড়ি মিনিট ভিজিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। গরম জলে সাবান মেখে স্নান সেরে নিতে হবে। প্রাইরে প্রেরোলে যথাসম্ভব শারীরিক দূরত্ব প্রিধি মেনে চলতে হবে।

তার পরেও জ্বর, শুকনো কাশি, সর্দি হলে অপ্রিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। একান্তই চিকিৎসকের পরামর্শ না পেলে জ্বর ৯৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট হলে শুধু প্যারাসিটামল খেতে পারেন। চার ঘণ্টা অন্তর শরীরের তাপমাত্রা মেপে তা লিখে রাখুন। সঙ্গে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-সি খেতে পারেন। লেটু জাতীয় ফল খান। হাল্কা পুষ্টিকর খাবার খান। মনে রাখতে হবে, মানুষ সচেতন হলেই দ্রুত জব্দ হবে ভাইরাস।

লেখক: অর্ণব মাইতি, জেনারেল ফিজিশিয়ান, তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতাল

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah-hooghly/coronavirus-in-west-bengal-only-awareness-of-common-people-can-stop-the-spreading-of-virus/cid/1322954>

293. Covid Surge: প্রধমানে একদিনে আক্রান্ত ৬২৫, সংক্রমণ ঠেকাতে কঠোর

পদক্ষেপ, জারি নতুন প্রিধিনিষেধও

নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রধমান ১০ জানুয়ারি ২০২২ ১৫:০৭



আপাতত ঐর্ধমান শহর ংং জনহুল ংলাকায় মূল রাস্তার পাশের সন্ দোকান ংকসঙ্গে খোলা যাে না ংলে জানিয়ে দিয়েছে পুলিশ। নিজস্ব চিত্র ।

সাম্প্রতিক করোনা স্থীতির জেরে লাফিয়ে লাফিয়ে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে পূর্ণ ঐর্ধমানে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬২৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ংই জেলায়। ংর মধ্যে শুধু ঐর্ধমান শহরেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৯২ জন। সংক্রমণ ছড়িয়েছে হাসপাতালের চিকিৎসক-নার্স ংমনকি স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যেও। পরিস্থিতি দেখে ঐর্ধমান জুড়ে কঠোর ংিধিনিষেধ ংরোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঐর্ধমান জেলা প্রশাসন।

সোমবার সকাল থেকেই পূর্ণ ঐর্ধমানের পুলিশ প্রশাসন মাইকে প্রচার শুরু করেছে ঐর্ধমান শহর-সহ জেলার ংন্যান্য ংলাকায়। যে ংাে ঐর্ধমান শহরে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে তাতে ংদ্বেগে রয়েছে জেলা প্রশাসন। তারা জানিয়েছে, সংক্রমণ ংড়লেও ংখনও হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা কম। তে যে গতিতে সংক্রমণ ংড়তে শুরু করেছে, তাতে ংঁকি না নিয়ে ংখন থেকেই সন্রকম প্রস্তুতি সেরে রাখতে চাইছে প্রশাসন। সেই মতো ঐর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ-সহ জেলার চিকিৎসা পরিকাঠামো তেলে সাজা হচ্ছে। করোনা ংেকাতে সতর্কতা মূলক ং্যস্থা ংং ংন্যান্য নিয়ম কানূনের প্রচারে পথে নেমেছে পুলিশ। দৈহিক দূরত্ব ংজায় রাখতে ংং ভিড় ং জমায়েত ংেকাতে সোমবার থেকে দোকান ংজার খোলার ং্যপারেও জারি করা হয়েছে নিয়ন্ত্রণ।

আপাতত ঐর্ধমান শহর ংং জনহুল ংলাকায় মূল রাস্তার পাশের সন্ দোকান ংকসঙ্গে খোলা যাে না ংলে জানিয়ে দিয়েছে পুলিশ। ংজার ংলাকা ংং ংড় রাস্তার দু' পাশের সার দেওয়া দোকানঘরগুলির ংকদিকের দোকান খোলা থাকলে ংন্যদিকের দোকান ংন্ধ রাখতে হে। ংর্থাৎ সোমবার যদি ংনদিকের দোকান খোলা থাকে, তে মঙ্গলবার খোলা থাকে ংদিকের দোকানগুলি। ংর্থাৎ ংকদিন ংন্তর দোকান খুলতে পারেন ং্যসায়ীরা। কোন দিন কোন ংলাকার দোকান খোলা থাকে তা স্পষ্ট নির্দেশে জানিয়ে দিয়েছে প্রশাসন। ংকই সঙ্গে সোমবার মাছ-মিষ্টি-সন্জির দোকান ংন্ধ থাকে ংর রন্টার সন্ দোকান ংন্ধ রাখতে হে ংলেও জানিয়েছে প্রশাসন। যদিও প্রশাসনের ংই সিদ্ধান্তে ংসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ং্যসায়ীরা।

ং্যসায়ী সংগঠনের ংন্যতম নেতা সিয়াজ্জি ওয়াং ংলেন, ‘‘ংমনিতেই ংজারের ংস্থা ভাল নয়। প্রশাসনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ংগে ংলোচনা করতে পারত।’’ স্থায়ী দোকান ংন্ধ থাকলে ফুটপাথের হকারদেরও ংসতে দেওয়া হে না ংনুমান। ং ং্যপারে হকারদের ংক ংতিনিধি তপনকুমার দাসের ংন্তব্য, ‘‘সরকারি সিদ্ধান্ত মানতেই হে। তে ংমাদের ংিক্রি ংটকে যাে। ংর ংকটু দেখে সিদ্ধান্ত নিলে হয়তো ভাল হত।’’

তবে সাধারণ মানুষ প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়েও আচমকাই সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছিল ঊর্ধ্বমানে। সেই পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে এ দার তাই সময় থাকতে তৈরি হতে চাইছে তারা।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/covid-situation-is-worsening-in-bardhaman-local-administration-enforces-new-guidelines-in-district-dgtld/cid/1322845>

Down to earth

294. COVID-19: Has Big Pharma enabled the rise of omicron

Major drug companies do not want to share the know-how for their vaccines; uneven global vaccine access is now resulting in emergence of new variants

By [Latha Jishnu](#)

Published: Monday 10 January 2022



Omicron is the result of leading vaccine makers and rich nations' failure to provide equitable supplies of jabs against COVID-19.

On Christmas Day 2021, CNN *Business* named Pfizer Inc boss Albert Bourla CEO (chief executive officer) of the year. "Bourla was our choice for all that Pfizer has done in a year where COVID-19 vaccines went mainstream [vaccine was named word of the year by Merriam-Webster] and helped stabilise America's economy – and the world's for that matter," said the television channel.

Over the top, one would think, but Bourla's response indicated it was just the ticket. "Pfizer did a lot of good for humanity and we are very, very proud of it. Not only were we able to save so many lives ... but we are enjoying high levels of corporate reputation right now," he said, adding "people like us". Is this true for Latin America? For any part of Africa or Asia?

Bourla must have meant Wall Street, because investors certainly love Pfizer. With its third-quarter sales outperforming even the

most optimistic estimates, the pharma major expects to scoop in revenues of \$82 billion in the full year.

Revenues from the vaccine alone are expected to be \$36 billion. That means Pfizer will be earning as much revenue from just its COVID-19 vaccine sales in 2021 as its total earnings in 2020.

But apparently Pfizer, one of the largest drug companies in the world, took greater pride in the positive impact it is having on "human lives around the world". Or so said Bourla at the time. That is something poor countries might find difficult to swallow.

The Pfizer CEO has been in the vanguard of the pharma industry's opposition to the idea of sharing the intellectual property on life-saving vaccines and therapies against the deadly SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19.

When the Costa Rican government in May 2020 proposed that the World Health Organization (WHO) create a voluntary pool to collect patent rights, regulatory test data and other information that could be shared for developing drugs, vaccines and diagnostics, Bourla was acerbic in his rejection. He termed the idea as "nonsense, and...also dangerous".

Other top vaccine makers are also raking in huge revenues, Moderna Inc spectacularly so. With no other product to its name, Moderna expects to end the fiscal year with a revenue of \$15-18 billion.

It's no surprise that vaccine makers do not want to share the know-how for their vaccines. In September 2021, they were insisting that it was an irrelevant request because they could meet global demand on their own.

At a time when the number of those who died from COVID-19 had crossed 4.5 million, the International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), the trade body of the innovative biopharma industry, was assuring us that there would soon be enough vaccines to immunise everyone by early 2022. In fact, supply would likely outstrip demand, they promised.

The omicron variant of the virus that is now streaking across the United States and a host of other countries has put paid to such claims. With the new wave of the pandemic set to unleash a tsunami of cases and fatalities, Bourla has changed tack.

In a tweet on December 30, he said that Pfizer had delivered the promised one billion vaccine doses to low- and middle-income countries (LMIC) in 2021. And it was ready to deliver even more this year. However, it was facing several challenges, he said.

"Many of the poorest countries have difficulties accepting more doses due to poor infrastructure and hesitancy. We must work with the World Health Organization (WHO), non-profits and local governments to educate and address infrastructure challenges in these countries."

Understandably, there has been criticism of such claims. The tweets are a misrepresentation on several counts and only serve to reinforce Western propaganda.

To start with, the vaccines are not really a gift from Pfizer. The one billion doses have been supplied at a not-for-profit price to the Joe Biden administration which then donates it to the world's poorest nations free of charge.

Second, if poor countries are unable to manage vaccine infrastructure, it could be because supplies arrive without notice and there is no indication on the type of vaccine, according to health activists.

Pfizer's vaccine is more problematic because it requires storage facilities between -80°C to 20°C and has a reduced shelf life when transferred from one storage temperature to another. Surely, the company with its excessive profits can help the poorest countries on this?

As for vaccine hesitancy, this tends to be a convenient dodge. Researchers from European and US universities interviewed thousands of people in 15 survey samples covering 10 LMICs in Asia, Africa and South America and came to the exact opposite conclusion.

They found a significantly higher willingness to take a COVID-19 vaccine in an LMIC than in Russia (an upper-middle-income country) and the US (a high-income country).

This was consistent with lower pre-pandemic childhood vaccine confidence in the rich countries, the authors of the study wrote in the journal *Nature* last July.

With US granting emergency-use authorisation of the Pfizer vaccine for children aged five and upwards – making it the first to be available to such young children – there is bound to be further pressure on global supplies as the government takes up more of Pfizer's production.

What does this say about Pfizer's September claim that the supply situation is comfortable?

The bigger question is: Did vaccine inequality lead directly to the emergence of the omicron variant? Epidemiologists and academics have been warning of this eventuality, because uneven access to vaccines would increase the risk of new mutant variants emerging.

And so it has come to pass. France has reported a different mutated virus while delta, among the first crop of mutants that appears to have originated in India, continues to roil here.

This means the pandemic is unlikely to end any time soon. How can it, when low-income countries, most of them in Africa, have received just 0.6 per cent of the 8 billion shots that have been administered?

According to WHO, just a quarter of Africa's frontline health workers are fully vaccinated. In US, on the other hand, over 70 per cent of the population has had at least one dose of a COVID-19 vaccine, while close to 60 per cent are fully vaccinated.

Since no country can vaccinate its way out of the pandemic alone, we can only brace for more unpredictable mutations of inequality.

<https://www.downtoearth.org.in/blog/health/covid-19-has-big-pharma-enabled-the-rise-of-omicron-81057>

299. Dementia cases in India to double by 2050, Lancet study shows

Worldwide, the caseload is set to almost triple by 2050

By [Taran Deol](#)

Published: Monday 10 January 2022



The number of dementia cases in India is expected to almost double by 2050, according to a Lancet report. The tally will increase to 11,422,692 from 3,843,118 in 2019, according to the analysis published January 2022.

Neighbouring countries Bangladesh, Bhutan, Pakistan and Nepal are likely to record an increase of 254 per cent, 351 per cent, 261 per cent and 210 per cent, respectively, the assessment found.

Worldwide, the caseload is set to almost triple to 153 million in 2050 from 57 million in 2019, said the report. Population growth and population ageing will be the leading cause behind this rise, the paper noted.

A higher proportion of women than men will suffer from the disease during the period, the paper estimated. The projections were made based on data from the Global Burden of Disease Study 2019 published in *Lancet* journal October 2020.

The highest increase in cases is projected for North Africa and the Middle East (367 per cent) and eastern sub-Saharan Africa (357 per cent), according to the assessment. High income countries in Asia-Pacific (53 per cent) and western Europe (74 per cent) are likely to report the least growth in dementia cases.

Among countries, Qatar is expected to lead the growth tally with a 1,926 per cent increase, followed by the United Arab Emirates (1,795 per cent), Bahrain (1,084 per cent), Oman (943 per cent), Saudi Arabia (898 per cent) and Kuwait (850 per cent).

Growth in the number of individuals living with dementia underscores the need for public health planning efforts and policy to address the needs of this group, the analysts wrote. They added:

Country-level estimates can be used to inform national planning efforts and decisions. Multifaceted approaches, including scaling up interventions to address modifiable risk factors and investing in research on biological mechanisms, will be key in addressing the expected increases in the number of individuals affected by dementia.

A majority of the new cases in sub-Saharan Africa in the coming years will be due to population growth, while population ageing is the leading factor in east Asia. The analysis "aimed to improve on previous forecasts of dementia prevalence by producing country-level estimates and incorporating information on selected risk factors."

Population change and ageing aside, increase in body-mass index and smoking also contribute to the increase in dementia cases, mostly in North Africa, Middle East and Central Asia.

The study also lists 12 modifiable risk factors propelling this case growth: Low education, hypertension, hearing impairment, smoking, midlife obesity, depression, physical inactivity, diabetes, social isolation, excessive alcohol consumption, head injury and air pollution. The study notes that 40 per cent of dementia prevalence can be tackled by working on these factors.

Currently, the prevalence of dementia is higher in women than in men. This trend will continue till 2050, with a prevalence of 0.6 per cent women between the ages of 40-69 years , 8.5 per cent between the ages of 70-84 years and 30.5 per cent of women aged 85 years and above.

Projected prevalence for men are 0.5 per cent among those aged 40-69 years, 6.5 per cent among those aged 70-84 years and 23.5 per cent among those aged 85 years and older.

"Currently, many shortcomings exist in the identification, treatment, and care of individuals with dementia globally," the

study noted. It called for global efforts to address low diagnosis and lack of access to resources for managing dementia cases.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/dementia-cases-in-india-to-double-by-2050-lancet-study-shows-81048>

Down to earth

295. Yes, there were lions in Haryana till the early 1800s and the British wiped them out

Between 1809 and 1823, hundreds of Asiatic lions were killed in today's Haryana by British officers, soldiers and Indian princes aligned with them

By [Rajat Ghai](#)

Published: Sunday 09 January 2022



📷 "The lion leaps from a rock onto the elephant, dislodging the howdah and knocking its occupant to the ground." Reference: D'Oyly, Sir Charles (1810-1815): MS WD4406, Album titled - Indian Sports, Vol. 2, depicting hunting scenes. British Library: Visual Arts, London

Today, the Asiatic lion (*Panthera Leo persica*) is singularly identified with the Gir forest of Kathiawar and is the symbol of 'Gujarati Asmita'. But history was very different. These lions ranged across the western, central and northwestern part of the Indian subcontinent, including the present-day state of Haryana, reveals a recent academic paper.

Haryana today is a primarily agrarian landscape between the Sutlej and Yamuna rivers and the Aravalli hill range. But in the first three decades of the nineteenth century, the state was home to arid savannahs and dense scrub jungle where lions, leopards and tigers cohabited, the paper notes.

The last hurrah of the 'Hurrianah' lion Panthera Leo persica - Part 1: A chronological record of hitherto unknown references to lion hunting in present-day Haryana and relates reports has been authored by wildlife historian Raza Kazmi.

It was published December 29, 2021 in the *Journal of the Bombay Natural History Society*.

Kazmi has pored over a plethora of British colonial records from 1809 onwards to show how British officers, soldiers, hunters and Indian princes wiped out the lions of the region wantonly, in the name of 'sport'.

The area known as Haryana came under British control as a result of a treaty signed in 1809 between the East India Company and the Sikh Empire of Maharaja Ranjit Singh.

The Sutlej river was declared the border between the two sides, which they were expected to respect and not cross.

The British-era Hurrianah territories today cover the state of Haryana and the regions of Malwa and Puadh in southern Punjab (between the Sutlej and Ghaggar rivers). At the time, these also included the Cis-Sutlej princely states of Patiala, Nabha, Jind, Kaithal and Thanesar.

Haryana lions

Kazmi's paper is the first part of a two-part series which examines the lions of Haryana in detail.

He notes that the British, who were advancing westward into India after gaining the Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha in 1765, had first erroneously doubted that the existence of lions in 'Hindoostan'.

"In 1809, Aleck Fraser, younger brother of British army officer William Fraser, recorded the existence of two lion cubs captured from the wild and kept in the British Residency in Delhi," Kazmi writes.

The British administration first officially confirmed the presence of lions in India through a military dispatch titled *Lions Extant in India* published in 1810.

The note, says Kazmi, was sent from the military station of Hansi March 8, 1810.

It "gave an account of five horsemen from the Hansi cantonment rousing a lion and lioness from their grass cover, near a village about "14 coss" (kos or 3.08 km) while the pair was consuming a kill (pig). The grass was set on fire to drive the lions out, and while the lioness fled, the large male lion marched towards the soldiers "with his mane and tail erect" and was subsequently killed, but only after severely wounding one individual."

The male's mane was found by the British to be similar to the mane of an African lion, except that it was lighter, Kazmi writes.

Kazmi has compiled a table in the paper which enumerates the number, sex and location of lions killed by the British between 1809 and 1823.

He concludes that a total of 129 lions (the number could be as high as 141) were sighted. Of these, 109 were conclusively killed (the figure could be as high as 112).

Of these 109 lions, as many as 80 (could be as high as 82) lions were killed in a mere five-year period (1810-1815), says Kazmi.

Kazmi says that the actual number of lions killed during this time may have been much higher. "This is so because the sources I have consulted are only British hunting records, and even those pre-1857 British records are mere snippets and glimpses of the actual scale of *shikar* being undertaken at the time, as the tradition of producing detailed faunal studies, gazetteer writing, and *shikar* literature would only appear post 1857," he writes.

The author has mentioned locations that one would today not consider as wildlife habitat, much less lion range:

- Hissan (Hissar)
- Bhowany (Bhiwani)
- Suffeedun (Safidon)
- Loodehauneh (Ludhiana)
- Rohtuk (Rohtak)
- Kurnaul (Karnal)
- Bahadurgarh
- Jheend (Jind)

Kazmi notes the wanton destruction of the lion population at the hands of the British.

For instance, he cites *A journal from the year 1811 till the year 1815, including a voyage to and residence in India, with a tour to the north-western parts of the British possessions in that country, under the Bengal government.*

This document was based on the private travel diary of Maria Nugent (nee Skinner), the wife of Sir George Nugent, the Commander-in-Chief of India (1811-1813). It was published posthumously in 1839.

Kazmi writes:

In a period of less than one month (December 1812 to early January 1813), Lady Nugent's diaries reveal killing of at least 22 lions (and sighting of at least 29 lions, seven escaping being killed).

In another section he says: "One of the most critical findings of this research was that often during such shoots, entire prides were wiped out by hunters, including cubs that were killed or captured."

The paper gives multiple hunting accounts to illustrate this destruction of entire prides during a single shoot.

So why were lions killed so easily? Kazmi says "the hunting of lions was much easier and swifter (compared to tigers in the jungles) because of their gregarious nature, and more importantly the kind of open habitat they dwelled in where, as Lady Nugent recorded, "the instant they make their appearance in the plain, they are followed and destroyed."

It was not just the British. Indian princes too were hunting lions and other wildlife, says Kazmi. He writes:

The next day (January 5, 1813), Lady Nugent recounts discussing lions with the Raja of Jheend (Jind) while camping at the village of Khalwah (most probably present day Kalwa village in Pillu Khera tehsil of Jind district, Haryana) which she describes as a "wild country, covered with jungle and low wood", where "the young Rajah yesterday told us he had killed four lions himself, in this neighbourhood, in one day.

The lions were also depicted in British paintings.

Sir Charles D'Ólyly, a British official painter presented two albums titled 'Indian Sports' to the 1st Marquess of Hastings, writes Kazmi.

These contained 63 drawings in water colour illustrating hunting scenes from India.

"The second of these two albums has a fascinating sequence of illustrations depicting a hunt for a lion and a tiger taking place in the same beat, in what looks like an open savannah woodland or scrub forest ... This album, now housed with the British Library, is perhaps the only existing colonial-era visual depiction of a lion and tiger cohabiting the same patch of forest," he writes.

The sympatric existence of lions and tigers in Haryana has been shown by Kazmi by citing a number of instances from colonial documents. His paper not just establishes lions and tigers cohabiting the same habitat but in some cases even "the same patch of jungle". An interesting shooting account presented in the paper describes "the two big cats being shot in the same patch of forest during the same hunt barely an hour apart."

Kazmi hopes to provide even more details on this topic in the second part of his paper. He hopes to use the historical information to examine the current controversy regarding shifting lions from Gir to Kuno-Palpur Wildlife Sanctuary.

Critics of lion reintroduction have said Kuno can't be suitable for lions since tigers from nearby Ranthambhore Tiger Reserve also frequent it. Kazmi says he hopes to shed more light on this with evidence from the past that lions and tigers not just cohabited the same larger landscapes but in some cases carved out niche habitats in specific jungles as well.

<https://www.downtoearth.org.in/news/wildlife-biodiversity/yes-there-were-lions-in-haryana-till-the-early-1800s-and-the-british-wiped-them-out-81040>

Down to earth

296. Pollution bouncing back in middle and lower Indo-Gangetic Plain: CSE

After a decline in 2020 due to the COVID-19 pandemic, West Bengal, Bihar and Odisha are seeing a resurgence in pollution

By [DTE Staff](#)

Published: Monday 10 January 2022



📷 Photo: istock

Pollution is bouncing back in the eastern states of West Bengal, Bihar and Odisha after a short decline due to disruption by the novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic, according to a new analysis of regional pollution trends done by Delhi-based non-profit Centre for Science and Environment (CSE).

Most cities in the region recorded a rising trend in annual particulate matter (PM)2.5 level in 2021, after the initial drop during 2020 due to pandemic-linked lockdown phases, the analysis noted.

It also said cities in the region needed big cuts in annual average PM2.5 levels to meet clean air standards.

The analysis covered 29 continuous ambient air quality monitoring stations spread across 12 cities in the three states:

- West Bengal: Seven stations in Kolkata, three stations in Howrah and one station each in Asansol, Siliguri, Durgapur, Haldia
- Bihar: Six stations in Patna, three stations in Gaya, three stations in Muzaffarpur and one in Hajipur
- Odisha: One real time station each in Talcher and Brajrajnagar

Durgapur, a big industrial hub of West Bengal, had the most polluted air in the region in 2021, with an annual average PM2.5 level of 80 microgram per cubic metre (µg/m3).

It was followed by Muzaffarpur and Patna, with annual average PM2.5 levels of 78 µg/m³ and 73 µg/m³ respectively. According to CSE:

If the real time data is taken as an indicator, in West Bengal, Durgapur needs to reduce annual average PM2.5 by 50 per cent to meet the annual PM2.5 standard, Howrah 34 per cent, Asansol 32 per cent, Siliguri 32 per cent, Kolkata 28 per cent. Haldia met the standard in 2021.

It added that in Bihar, Muzaffarpur needed a reduction in annual average PM2.5 levels by close to 49 per cent to meet the standard, Patna 45 per cent, Hajipur 33 per cent, Gaya 18 per cent.

Odisha was the only state where Bajrajnagar and Talcher had met the annual standard with average.

CSE said 'severely polluted' days had not been noted in any city in the region during 2021.

The Air Quality Index (AQI) represents 24-hour average air quality data. The air quality is considered to be 'very poor' when the AQI is from 301-400, according to Central Pollution Control Board (CPCB) guidelines.

An AQI of 0-50 is considered 'good', 51-100 'satisfactory', 101-200 'moderate', 201-300 'poor' and 401-500 'severe'. Above 500 is the 'severe-plus or emergency' category.

The share of 'very poor' days had been highest in Muzaffarpur at 93 in Bihar, followed by Durgapur at 71 in West Bengal, Patna with 67 days in Bihar and Howrah with 58 days in West Bengal.

Days with 'poor' air quality were highest in Durgapur at 71, followed by 67 in Patna, 53 in Kolkata and 51 in Howrah.

Eastern India usually sees a significant increase in the amount of nitrogen dioxide (NO₂) in the air of all its cities during December, compared to the previous months of November, October and September, according to CSE.

"Bajrajnagar registered 3.6 times jump in monthly NO₂ level, Kolkata registered a 2.8 times increase while Patna, Talcher,

and Asansol registered a 2.5 times increase. In absolute concentration terms, Patna registered the highest monthly average of 51 µg/m³ for December. It is followed by Kolkata (50 µg/m³) and Talcher (44 µg/m³)," the analysis noted.

NO₂ levels correlate well with traffic peaks in cities, according to CSE.

The non-profit recommended scaling up action across all sectors – industry, power plants, vehicles and transport, waste management, clean cooking fuel and dust control to meet the national ambient air quality standard and to prevent rebound of pollution in the region.

"This analysis of real time air quality data for the period 2019-2021 shows that the downward dip in pollution that was induced by the hard lockdown phases of the pandemic in 2020 is threatening to bounce back with the levels in 2021 already rising. But in many cases, the levels are still lower than 2019," Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy at CSE, said.

This underscored the urgency of scaling up action across all sectors to prevent further worsening and to arrest the trend in this region, she added.

<https://www.downtoearth.org.in/news/pollution/pollution-bouncing-back-in-middle-and-lower-indo-gangetic-plain-cse-81059>

297. Green action: Four arrested in Bihar for cutting down dozens of trees near major hospital

Trees were being felled and sold to timber traders for many months near Muzaffarpur's SKMCH hospital, according to reports

By [Mohd Imran Khan](#)

Published: Monday 10 January 2022



Police arrested four people accused of cutting down dozens of trees in Bihar's Muzaffarpur district January 10, 2022.

Dr Ravikant, the head of the Tata Cancer Hospital, had sought the intervention of Bihar Health Minister Mangal Pandey January 9 regarding the illegal cutting down of trees near the hospital.

Tata Cancer Hospital is situated in the premises of Shri Krishna Medical College and Hospital (SKMCH), north Bihar's biggest hospital.

Pandey conveyed the complaint to Muzaffarpur police. Senior Superintendent of Police Jayant Kant then visited SKMCH and conducted an investigation. He found that trees were indeed being felled. He ordered local police officials to take action against the accused.

Ahiyapur police station in-charge Vijay Kumar Singh said an FIR was lodged on the basis of the complaint of Dr Ravikant.

Singh told this reporter that after the FIR, four accused – three women and a man – were arrested. They were later produced in the local court that sent them to jail.

The forest department had planted saplings on 15 acres of land near SKMCH many years ago, according to the police. Later, a cancer hospital (Tata Cancer Hospital) was built adjacent to the trees planted by the forest department.

Some powerful local people have been cutting down the trees for months and selling them to timber traders, according to reports.

Bihar Forest, Environment and Climate Change department officials said the government's ongoing Jal Jeevan Hariyali Mission's focus is to increase green cover and work for conservation of the environment.

The government last year launched a fresh mission to plant 50 million saplings to increase the state's green cover to 17 per cent from 15 per cent, according to official data from the department.

Green cover in Bihar reduced to only 7.23 per cent after the state's bifurcation in 2000. It later increased to 10 per cent.

<https://www.downtoearth.org.in/news/environment/green-action-four-arrested-in-bihar-for-cutting-down-dozens-of-trees-near-major-hospital-81058>

298. Hailstones 'as big as berries': Farmers in MP's Niwari district suffer immense crop losses

Cold weather in Madhya Pradesh due to western disturbances expected to last till January 12

By [Rakesh Kumar Malviya](#)

Published: Monday 10 January 2022



📷 Hailstones in Madhya Pradesh farmer Sanjeev Prajapati's field January 9, 2022. Photo: Rakesh Malviya

Farmers in Madhya Pradesh's smallest district of Niwari, home to the tourist town Orchha, are ruing the complete loss of their standing rabi crop due to a hailstorm January 9, 2022.

The powerful storm hit several villages of the district at 8 am January 9 and continued for 30 minutes. Wheat, peas, mustard,

sorghum and other crops in at least a dozen villages in the district have been completely destroyed, according to sources.

"The weather had been bad since 2-3 days. The hailstones weighed 10-50 grams. They did not melt even by the evening. I have never witnessed such a hailstorm ever before," Sanjeev Prajapati, a farmer from Kalothra village in the district told this reporter.

Anil Jain, the member of the state legislative assembly elected from Niwari, visited the affected areas along with district collector Narendra Kumar Suryavanshi and other officials.

Niwari is not alone. It has rained in all but nine of Madhya Pradesh's 52 districts since Christmas Day. Farmers welcomed the rain at first as being beneficial to the rabi crop. But now, rain and hail have wrought havoc in a number of districts.

Far away from Niwari, the district of Harda in the Narmada valley too has suffered damage. The village of Paanlatai is the most affected.

Nisha Ramkuche, who works with the village Panchayat said the chickpea and wheat crop were flowering when a hailstorm struck the village. They have now been damaged.

Reports of damage have also come in from Vidisha and Chhatarpur districts.

Irfan Jafri, the head of the Kisan Jagriti Sangathan (Farmers' Awakening Association) non-profit, said he had received reports of damage.

"The government should immediately conduct a survey and order insurance companies to compensate farmers. However, these firms have been making various excuses and not paying compensation to farmers in recent years," Jafri said.

The ongoing cold wave in the state is due to western disturbances, according to PK Saha from the Bhopal Meteorological Department. The wave will continue till January 12, after which the weather is expected to improve, he said.

Madhya Pradesh Agriculture Minister Kamal Patel said officials from the revenue and agriculture department were surveying the affected villages. He said 25 per cent of the compensation money will be paid immediately to farmers.

<https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/hailstones-as-big-as-berries-farmers-in-mp-s-niwari-district-suffer-immense-crop-losses-81049>

299. Dementia cases in India to double by 2050, Lancet study shows

Worldwide, the caseload is set to almost triple by 2050

By [Taran Deol](#)

Published: Monday 10 January 2022

The number of dementia cases in India is expected to almost double by 2050, according to a Lancet report. The tally will increase to 11,422,692 from 3,843,118 in 2019, according to the analysis published January 2022.

Neighbouring countries Bangladesh, Bhutan, Pakistan and Nepal are likely to record an increase of 254 per cent, 351 per cent, 261 per cent and 210 per cent, respectively, the assessment found.

Worldwide, the caseload is set to almost triple to 153 million in 2050 from 57 million in 2019, said the report. Population growth and population ageing will be the leading cause behind this rise, the paper noted.

A higher proportion of women than men will suffer from the disease during the period, the paper estimated. The projections were made based on data from the Global Burden of Disease Study 2019 published in *Lancet* journal October 2020.

The highest increase in cases is projected for North Africa and the Middle East (367 per cent) and eastern sub-Saharan Africa (357 per cent), according to the assessment. High income countries in Asia-Pacific (53 per cent) and western Europe (74 per cent) are likely to report the least growth in dementia cases.

Among countries, Qatar is expected to lead the growth tally with a 1,926 per cent increase, followed by the United Arab Emirates (1,795 per cent), Bahrain (1,084 per cent), Oman (943 per cent), Saudi Arabia (898 per cent) and Kuwait (850 per cent).

Growth in the number of individuals living with dementia underscores the need for public health planning efforts and policy to address the needs of this group, the analysts wrote. They added:

Country-level estimates can be used to inform national planning efforts and decisions. Multifaceted approaches, including scaling up interventions to address modifiable risk factors and investing in research on biological mechanisms, will be key in addressing the expected increases in the number of individuals affected by dementia.

A majority of the new cases in sub-Saharan Africa in the coming years will be due to population growth, while population ageing is the leading factor in east Asia. The analysis "aimed to

improve on previous forecasts of dementia prevalence by producing country-level estimates and incorporating information on selected risk factors.”

Population change and ageing aside, increase in body-mass index and smoking also contribute to the increase in dementia cases, mostly in North Africa, Middle East and Central Asia.

The study also lists 12 modifiable risk factors propelling this case growth: Low education, hypertension, hearing impairment, smoking, midlife obesity, depression, physical inactivity, diabetes, social isolation, excessive alcohol consumption, head injury and air pollution. The study notes that 40 per cent of dementia prevalence can be tackled by working on these factors.

Currently, the prevalence of dementia is higher in women than in men. This trend will continue till 2050, with a prevalence of 0.6 per cent women between the ages of 40-69 years , 8.5 per cent between the ages of 70-84 years and 30.5 per cent of women aged 85 years and above.

Projected prevalence for men are 0.5 per cent among those aged 40-69 years, 6.5 per cent among those aged 70-84 years and 23.5 per cent among those aged 85 years and older.

“Currently, many shortcomings exist in the identification, treatment, and care of individuals with dementia globally,” the study noted. It called for global efforts to address low diagnosis and lack of access to resources for managing dementia cases.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/dementia-cases-in-india-to-double-by-2050-lancet-study-shows-81048>

300. লাগামহীন করোনা সংক্রমণে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র, দেশের ঠাকি জেলাকে পিছনে ফেলে করোনা পজিটিভিটি রেটে সপার আগে কলকাতা

By Dibyendu Saha | Updated: Wed, Jan 12, 2022, 18:16 [IST]

Google Oneindia Bengali News

পশ্চিমবঙ্গের (West Bengal) করোনা (Coronavirus) পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র। এদিন দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব লভ আগরওয়াল দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে ঠাংলা ঐঐ কলকাতার করোনার সংক্রমণের কথা তুলে ধরেছেন তিনি। সেখানে দেখা যাচ্ছে, জেলাগুলির মধ্যে সংক্রমণের নিরিখে কলকাতা সপার আগে। অন্যদিকে রাজ্যের নিরিখে দ্বিতীয় ঠাংলা। তঐ চিকিৎসকরা ঐলছেন, যে হারে করোনা ছড়াচ্ছে তা, খুঐ শিগগিরই সপার আগে চলে যাঐ ঠাংলা। পজিটিভিটি রেটে শীর্ষে, অ্যাক্টিভ কেসে দ্বিতীয় ঠাংলা এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, পজিটিভিটি রেটে শীর্ষে রয়েছে ঠাংলা। মহারাষ্ট্রের পজিটিভিটি রেট যেখানে ২২.৩৯%, সেখানে ঠাংলার পজিটিভিটি রেট ৩২.১৮%। দিল্লির পজিটিভিটি রেট ২৩.১%, উত্তর প্রদেশের পজিটিভিটি রেট ৪.৪৭%।

সংক্রমণের সাপ্তাহিক পজিটিভিটি রেটে শীর্ষে কলকাতা

সাপ্তাহিক পজিটিভিটি রেটে শীর্ষে রয়েছে কলকাতা। কলকাতার পজিটিভিটি রেট ৬০.২৯%। কলকাতার আগে অরুচাল প্রদেশের আপার সিয়াং থাকলেও, জায়গাটি খুঐ ছোট। সেখানকার পজিটিভিটি রেট ৭৫%। কলকাতার ধারে কাছে যমজ শহর হাওড়া, পজিটিভিটি রেট ৫০.৮৯%। অন্য রাজ্যের মধ্যে রয়েছে হিমাচল প্রদেশের লাহুল স্থিতি। সেখানকার পজিটিভিটি রেট ৪০.৭৪%। মুম্বই সাপ্তাহিকের পজিটিভিটি রেট ৩৬.০৫%>

কেন্দ্রের তরফে নয়া নির্দেশিকা

কেন্দ্রের তরফে দেওয়া নয়া নির্দেশিকায় ঐলা হয়েছে, মাঝারি উপসর্গের ক্ষেত্রে কোনও রোগীর অক্সিজেন স্যাচুরেশন পরপর তিনদিন অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়াই যদি ৯৩ শতাংশ থাকে তাহলে সেই রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হঐ। আর খুঐ কম উপসর্গের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় পজিটিভ আসার সাতদিন পরে আর পরীক্ষার দরকার নেই। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রিভিউ মিটিং করার পরেই হাসপাতাল থেকে ছাড়ার ঐ্যাপারে নতুন ঐই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ডেন্টার ওপরে ওমিক্রন ঐশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঐই মুহূর্তে ঐিভিন্ন দেশে ডেন্টাকে পিছনে ফেলে ঐগিয়ে গিয়েছে ওমিক্রন। দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রিটেন, কানাডা, ডেনমার্ক ঐই পরিস্থিতি। সঐ জায়গাতেই স্বস্তির ঐার্থ ঐকটাই হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজনীয়তা কমেছে। ঐিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামত ঐিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ঐলছেন, ঐখন আর সংখ্যা নিয়ে লড়াই করে লাভ নেই।

পরিস্থিতি হাতের ঠাইরে চলে গিয়েছে। কটাক্ষ করে তাঁরা ঠলছেন, এখন এমন পরিস্থিতি যেখানে পৌঁছে গিয়েছে, তাতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের নয়, যাঁরা আক্রান্ত হননি, তাঁদেরই আইসোলেশনে পাঠানো উচিত। আর তে ঐ একইসঙ্গে তারা ঠলছেন, যে হাতে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে তাতে সঐ ওমিক্রন ঠলেই মনে হচ্ছে।

https://bengali.oneindia.com/news/west-bengal/kolkata-is-the-first-among-positivity-rate-of-covid-19-districts-west-bengal-second-of-all-states/articlecontent-pf292658-152799.html?ref_medium=Desktop&ref_source=OI-BN&ref_campaign=Home_Special_Block

301. প্রকাশিত ICMR এর নতুন গাইডলাইন, জেনে নিন কাদের কোভিড পরীক্ষা ঠাধ্যতামূলক!

By Paramita Das | Updated: Wed, Jan 12, 2022, 13:18 [IST]

Google Oneindia Bengali News

দেশে লাগামহীন করোনা গ্রাফ। ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে আক্রান্তের সংখ্যা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR) ঐ ঠার ঐকটি গাইডলাইন প্রকাশ করেছেন। যেখানে ঠলা হয়েছে করোনা আক্রান্ত হওয়ার কতদিন পর্যন্ত আইসোলেশনে থাকতে হঐ। ঠা কাকেই ঠা করোনা পরীক্ষা করানো খু ঠ জরুরি। ঠদলে দেওয়া হচ্ছে ঐগের নির্দেশ। গাইডলাইনে অনেক গুলি নিয়ম রাখা হয়েছে, তা জেনে নিন।

কাদের কোভিড পরীক্ষা দরকার নেই

ICMR নির্দেশিকা অনুসারে ঠলা হচ্ছে, ঐপসগহীন মানুষ,যারা সদ্যই হোম আইসোলেশন শেষ করেছেন, ঠা যারা ঐচ্ছ ঝুঁকিপূর্ণ নয় তাঁদের করোনা পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

কাদের করোনা পরীক্ষা জরুরি

ঐক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যেতে গেলে করাতে হঐ না করোনা পরীক্ষা। তঐ, যেসঐ ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যক্তির মধ্যে সামান্য লক্ষণ রয়েছে তাঁদের কোভিড পরীক্ষা ঠাধ্যতামূলক।

আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারী ব্যক্তিদের করোনা পরীক্ষা করাতে হঐ

যেসঐ ব্যক্তির ঐ আন্তর্জাতিক ভ্রমণ করেছেন তাঁদের কোভিড পরীক্ষা করাতে হঐ। আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীরা ভারতীয় ঠিমানঠন্দর, সমুদ্রঠন্দর ঠা প্রঐশের অন্যান্য ঠন্দরে ঐসছেন। তাঁদের কোভিড পরীক্ষা ঠাধ্যতামূলক।

উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ কোভিড পরীক্ষা প্রাথমিক

আইসিএমআর গাইড লাইনে স্পষ্ট করা আছে, যে সমস্ত ব্যক্তি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অর্থাৎ ৬০ বছরের বেশি বয়সী, ডায়াবেটিস রোগী, স্থূলতা, দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুস বা কিডনি রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ইত্যাদির মতও কোনও সহজাত রোগ আছে এমন ব্যক্তিদের ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করা হয়। সমস্ত লক্ষণযুক্ত রোগী ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের কোভিড পরীক্ষা করাতে হবে।

হাসপাতালে ভর্তি রোগীর করোনা পরীক্ষা দরকার

কোনও রোগী হাসপাতালে ভর্তি হলে সপ্তাহে একবার করোনা পরীক্ষা করা উচিত। এছাড়াও উপসর্গহীন রোগীদের অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে, প্রসবকালীন গর্ভাবতী মহিলাদের করোনা পরীক্ষা করা উচিত নয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁর মধ্যে কোনও উপসর্গ দেখা দেয়।

কোভিডের কী কী পরীক্ষা জরুরি

কোভিডের আরটি-পিসিআর, ট্রুনাট, সিএনএএটি, সিআরআইএসপিআর, আরটি-ল্যাম্প, র‍্যাপিড মলিকুলার টেস্টিং সিস্টেম, র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা প্রয়োজন।

<https://bengali.oneindia.com/news/india/icmr-publishes-new-guidelines-who-needs-covid-test-and-who-doesnot/articlecontent-pf292563-152767.html>

302. RT-PCR ছাড়া গঙ্গাসাগর যাত্রা নয়, হই ছল্লোড় করবেন না: মমতা

Rupsa Ghosal | EiSamay.Com Updated: 12 Jan 2022, 4:14 pm

গঙ্গাসাগর মেলার তীর্থযাত্রীদের জন্য RT-PCR টেস্ট প্রাথমিক। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে সকলকে চলতে হবে। দুধার এমনটাই জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা প্রদ্যোপাধ্যায়।

দূর থেকেই গঙ্গাসাগর স্নান

এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: কোভিড পরিস্থিতি কী ভাবে [গঙ্গাসাগর](#)

[মেলা](#) (Gangasagar Mela)? এই নিয়ে মামলা গড়িয়েছিল আদালত পর্যন্ত। এয়ার মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী। দুধার প্রাচুঘাট পরিদর্শনে যান [মমতা প্রদ্যোপাধ্যায়](#) (Mamata Banerjee)। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'আদালতের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। RT-PCR টেস্ট ছাড়া গঙ্গাসাগর মেলায় যাওয়া যাবে না।' একইসঙ্গে করোনা পরিস্থিতি চিহ্নিত করে তাঁর পরামর্শ, 'একসঙ্গে বেশি মানুষ যেন সাগরমেলায়

না যান।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'করোনা মোকাবিলায় জীৱন দিয়ে কাজ করছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। জীৱনের ঝুঁকি নিয়ে সকলে চিকিৎসক-প্রশাসনের কর্মীরা কাজ করছেন। সাধু-সন্তদের মতো আপনারাও সহযোগিতা করুন। হই হুল্লোড় করবেন না। প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। তীর্থযাত্রীদের স্বাগত জানাচ্ছি। কোভিড-ওমিক্রন আমাদের হাতে নেই। তাই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। আপনিও সুস্থ থাকুন, আর পাঁচজনকেও সুস্থ রাখুন।'

কোভিড আবহে শুরু সাগর মেলা

কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ের মধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশিকা মেনেই শুরু হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা। রাজ্য সরকার এই কোভিড সংক্রমণে লাগাম দেওয়ার সর্বকম প্রস্তুতি নিলেও, তা কতটা কার্যকর হবে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, মেলা উদ্বোধনের আগেই সাগরে পুণ্যার্থীদের ভিড় পড়তে শুরু করেছে। ভিড়ে লাগাম দিতে অশীশ সচেষ্ট রাজ্য। স্বরাষ্ট্রসচিব ভগৱতীপ্রসাদ গোপালিকা চিঠি দিয়ে জেলাশাসক পি উলগানাথনকে জানিয়ে দিয়েছেন, কোভিড মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের জারি করা নিয়ন্ত্রণাধি ও হাইকোর্টের গাইডলাইন যেন মেনে চলা হয়। কোনও ভাবেই যেন মন্দির চত্বরে ভিড় উপচে না পড়ে। জেলাশাসকও জানিয়েছেন, 'প্রত্যেক তীর্থযাত্রীকে কোভিডপ্রিধি মেনে মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করানো হবে। কড়া নজরদারি চালানো হবে। সংক্রমণমুক্ত মেলা পরিচালনা করাটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।' রীতিমত পরিসংখ্যান দিয়ে রাজ্যের তরফে গঙ্গাসাগর এলাকায় টিকাকরণের হিসাব দেওয়ার পাশাপাশি সাগরদ্বীপে ঢোকার মুখে এও মেলা চত্বরে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট থেকে আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে রাজ্য।

<https://eisamay.com/west-bengal-news/kolkata-news/chief-minister-mamata-banerjee-says-no-one-will-be-allowed-in-gangasagar-mela-without-rt-pcr-test/articleshow/88854128.cms>

303. জনমহল অঞ্চলে প্রকোপ পড়তে ঘূর্ণিঝড়ের, চাঞ্চল্যকর তথ্য সাম্প্রতিক গবেষণায়



সাম্প্রতিক সময়ে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বেড়েছে গোটা বিশ্বেই। ভারতের দিকে যেমন ঘন ঘন আছড়ে পড়ছে একের পর এক সাইক্লোন, তেমনই টর্নেডো কিংবা হারিকেন আছড়ে পড়ার হারও বেড়েছে পাল্লা দিয়েই। এটার আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল সাম্প্রতিক গবেষণায়। বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য ক্রমশ বাড়ছে সাইক্লোনের (Cyclone) ভয়াবহতাও। আগামীদিনে পৃথিবীর জনবহুল অঞ্চলগুলিতে (Populated Regions) আরও বেশি করে তাগুঁচ চালাবে এই ধরনের ঘূর্ণিঝড়। ফলে, লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাভাবিক জনজীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলবে সাইক্লোন।

এতদিন পর্যন্ত প্রধানত বিষুৱ রেখার উত্তর ও দক্ষিণে ক্রান্তীয় অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত ট্রপিক্যাল সাইক্লোনের প্রভাৱ। কিন্তু সেই সীমানা ছাড়িয়ে ক্রমশ মধ্যে অক্ষাংশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এই ধরনের সাইক্লোন। ফলে, আগামীদিনে ট্রপিক্যাল সাইক্লোনের ত্রিধ্বংসী রূপ দেখা যাবে মেক্সিকো, নিউ ইয়র্ক, মোস্টন, টোকিও-র মতো শহরগুলিতেও। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে বিষয়টা। ট্রপিক্যাল সাইক্লোন কিংবা ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় আর আগেও ভারত তথা বাংলাদেশ দিকে আছড়ে পড়েছে প্রচুর। কিন্তু তা মূলত ধ্বংসলীলা চালাত উপকূলবর্তী অঞ্চলে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে আমফান, ইয়াস কিংবা পুলবুলের মতো ঝড়গুলি পরিধি বাড়িয়ে প্রকোপ বিস্তার করেছে তুলনামূলক উত্তরে অবস্থিত মালদা বা নদিয়ার মতো জেলায়।

এই ঘটনার পিছনেও হাত রয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়নের। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া ও মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়ার ফলে ক্রমশ কমছে মেরু অঞ্চল এবং বিষুৱ অঞ্চলের মধ্যে তাপমাত্রার ব্যবধান। আর সেই কারণেই ক্রমশ ক্রান্তীয় অঞ্চল ছাড়িয়ে মধ্য অক্ষাংশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়। পাশাপাশি ফাঁকা অঞ্চল বা কৃষিক্ষেত্রের থেকে তুলনামূলকভাবে উষ্ণতা বেশি থাকে ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে। এই অঞ্চলগুলিতে কার্বন নির্গমনের হার বেশি থাকায় অঞ্চলিক উষ্ণতাও খানিক বেশি হয়। ফলে, হ্রাস পায় বায়ুমণ্ডলীয় চাপ। এর ফলে, এই পথ ধরেই ঘূর্ণিঝড়ের অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়ছে ক্রমশ। কাজেই আগামীতে ঘনজনবসতি অঞ্চল আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে, তাতে সন্দেহ নেই কোনো। পাশাপাশি একইভাবে টর্নেডোর প্রকোপ বাড়বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে।

[জনবহুল অঞ্চলে প্রকোপ বাড়বে ঘূর্ণিঝড়ের, চাঞ্চল্যকর তথ্য সাম্প্রতিক গবেষণায় - Prohor](#)

304. **টিকাকরণে কমছে শ্বাসকষ্টের সমস্যা? জানুন**

টিকানিলেই স্বস্তি বেশি

January 10, 2022 3:38:10 pm

সারাদেশেকরোনাগ্রাফউর্ধ্বমুখী।দিল্লি, কলকাতা, মুম্বাই, হরিয়ানাসর্বত্রইসংক্রমণক্রমশপারদচড়িয়েআশঙ্কারস্তরসৃষ্টিকরছে।এতদিনবেশমৃদুউপ সর্গেরমধ্যেদিয়েইমানুষযাচ্ছিলেন।তবেভাইরাসেরপ্রভাবকিন্তুযারাটিকাপ্রাপ্তনয়তাদেরমধ্যেইবেশিদেখাযাচ্ছে।যেমনদেশেরনানানশহরেশ্বাসকষ্টেরসমস্যায়ভুগছেনঅনেকেই – তাদেরমধ্যেবেশিরভাগইভ্যাকসিনগ্রহণকরেননি।

যদিওবাবিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থারপক্ষথেকেজানাগিয়েছেযেবেশিরভাগমানুষইসম্পূর্ণভ্যাকসিনে টেডতারপরেওতারাআক্রান্তহচ্ছেন।তবেতাদেরমধ্যেঅসুস্থতারপরিমাণঅনেককম।মৃদু উপসর্গহালকাজ্বরকিংবাসর্দিক্যাশি।তবেযারাএখনওদুটিডোজগ্রহণকরেননিতাদেরমধ্যে কিন্তুসমস্যারেশসাংঘাতিক।তাদেরমধ্যেঅক্সিজেনেরমাত্রাকমতেদেখাগেছে।রাতহলে ইগাঘামারলক্ষণমিলেছে।

মুম্বাইয়ে, প্রচুরপরিমাণেঅক্সিজেনেরচাহিদাবাড়াচ্ছে।এবংবারবারচিকিৎসকরাএইবিষয়েইজানা চ্ছেনযে, সহরোগেআক্রান্তব্যক্তিরাতারার্থাপ্রেসার, আস্থমারোগীরকিন্তুবেশিসতর্কহওয়াউচিততবেইকমবেসমস্যা।যারাএকটাডোজনিয়ে ছেনকিংবাএখনওএকটাওনেননিতাদেরপ্রাণেরঝুঁকিতাকছে।কমকরে৯৫% মানুষসম্পূর্ণটিকাগ্রহণকরেনি।এইঝলকঅন্তততাইবলেদিচ্ছে।

ষাটবয়সেরউর্ধ্বতৃতীয়ডোজদেওয়াহচ্ছেঃএক্সপ্রেসফটোঃপার্থপাল

কমবেশি৪০থেকে৫০বছরেরমানুষদেরমধ্যেঝলকমিলছেঅক্সিজেনহ্রাসের।তারমধ্যেও বেশিরভাগমানুষমাস্কছাড়াইরাস্তায়ঘুরছেন।ওমিক্রনএতবেশিমিউটেশনসমৃদ্ধযেএটির থেকেসহজেইছড়িয়েপড়তেপারেভাইরাস।সেইকারণেইশরীরেরপ্রয়োজনীয়ইনহেলার, মাস্কএগুলিসঙ্গে রাখতেইপরামর্শদেওয়াহয়েছে।

অক্সিজেনেরকমতিযাতেনাহয়সেইকারণেমজুতকরারয়েছে।তবেশরীরেরনিয়মবিধির আগেকিছুইনা।তাইবারবারনাসালড্রপএবংগারগেলকরতেপরামর্শদিচ্ছেনচিকিৎসকরা। একথাবারবার WHO

এরতরফথেকেজানানোহয়েছেযেটিকাকারণেভয়াবহতাকমেযাচ্ছেএকেবারেই।আই সোলেশনেথাকলেও৪/৫দিনেইসুস্থহচ্ছেনসকলে।সঙ্গেইনিয়মমেনেবেশকিছুওষুধথাক ছেবটে।আজথেকেশুরুহয়েছেতৃতীয়পর্যায়েরটিকাকরণ –

ষাটউর্ধ্ববয়সেরব্যক্তিদেরটিকারমাধ্যমেইইমিউনিটিবাড়ানোরএইপ্রক্রিয়াআজথেকেঅ ব্যাহত।

<https://bengali.indianexpress.com/lifestyle/vaccination-can-reduce-the-symptoms-heres-the-story/>

305. Who Is at High Risk for Covid-19 Infection: কারও বারবার কোভিড হচ্ছে, কারও একবারও হচ্ছে না-কেন জানেন

১মিনিটেপড়ুন . Updated: 10 Jan 2022, 05:38 PM IST

লেখক Suman Roy

কেউকেউবারবারকোভিডেআক্রান্তহচ্ছেন।কেউএকবারওহচ্ছেননা।এরকারণকি? গবেষণায়উত্তরপাওয়াগেল।

এক-দু' বারনয়,
কেউকেউতিনবারওকোভিডেআক্রান্তহচ্ছেন।হয়তোসংক্রমণেরফলেপ্রথমবারেরমতো সমস্যাপরেরবারেহচ্ছেনা,
কিন্তুতবুসংক্রমিতহচ্ছেনইতারা।আরএরপাশাপাশিরয়েছেনআরওবহুমানুষ,
যাঁরাকখনওকোভিডেসংক্রমিতহচ্ছেননা।প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়-
কোনওচেউইতাদেরউপরএখনওতেমনআঁচফেলতেপারেনি।

এরকারণকী? কেনবহুমানুষেরকখনওকোভিডসংক্রমণহচ্ছেনা?
এইপ্রশ্নেরউত্তরদিলহালেরগবেষণা।

কোভিডচেয়েঅচেনাদেরজড়িয়েধরলেনমহিলা। (প্রতীকীছবি)

Woman attempts to contract Covid: বেশিকরেকোভিডহোক!'

প্রতিদিনপ্রাণায়ামকরলেরোগপ্রতিরোধক্ষমতাবৃদ্ধিপায়,
এইপ্রক্রিয়াব্যক্তিকেশান্তরাখেএবংশরীরডিটক্লিফাইকরে।

সুস্থতারচাবিকাঠিসঠিকশ্বাস-প্রশ্বাসপ্রক্রিয়া, জেনেন

মানুষেরবুকেশুয়োরেহৃদযন্ত্রবসানোহল। (প্রতীকীছবি)

Pig Heart Implanted in Human: অঙ্গপ্রতিস্থাপনেরক্ষেত্রে

মানবদেহেপ্রতিস্থাপনকরাহলশুয়োরেহৃদপিণ্ড। (ছবিসৌজন্যে, টুইটার
@UMmedschool)

'ইতিহাসেপ্রথমবার', মানবদেহেসাফল্যেরসঙ্গেপ্রতিস্থাপন

সোমবার 'দ্যইমপেরিয়ালকলেজঅবলন্ডন' -

এরতরফেএকটিগবেষণাপত্রপ্রকাশকরাহয়েছে।সেখানেবলাহয়েছেএরসম্ভাব্যকারণ।কেনঅনেকেএকবারওকোভিডেসংক্রমিতহচ্ছেননা, সেকথাবলতেগিয়েগবেষকরাবলেছেন, এররহস্যলুকিয়েথাকতেপারেসাধারণজ্বরকারক্ষেত্রেএকতটাই, তারউপর।

ঠিককীভাবেছেনবিজ্ঞানীরা? তাঁদেরমতে, কারকোভিডহবে, এবংকারহবেনা-

তারপুরোটানির্ভরকরছেশরীরের T-cells-

এরউপর।রোগপ্রতিরোধশক্তিরপুরোটাইদাঁড়িয়েথাকেএরউপরেই।কারওকারওক্ষেত্রেএই T-cells কোভিডকেআটকেদেয়।

কীভাবেকাজকরেএই T-cells? ধরাযাক,

কারওজ্বরহল।তাঁরশরীরওইজ্বরেরজীবাণুরসঙ্গেলড়াইকরারপরেসেইজীবাণুটিরস্মৃতি T-cells-

এরমধ্যেজমিয়েরাখে।সময়েরসঙ্গেসঙ্গেএইস্মৃতিদুর্বলহতেথাকে।কিন্তুকারওকারওক্ষেত্রেএই T-cells-

এরস্মৃতিবেশজোরদার।তারাদীর্ঘসময়েরজন্যশরীরেথেকেযায়।তারমধ্যেজ্বরেরজীবাণু আবারটুকলেসেগুলিকেযেমনআটকেদিতেপারে, তেমনআটকেদিতেপারেকোভিডেরজীবাণুকেও।

কাদেরকোভিডহচ্ছেনাসেক্ষেত্রে?

দ্যইমপেরিয়ালকলেজঅবলন্ডনেরগবেষণাটিবলছে,

যাঁদেরসাধারণঠান্ডালাগাবাজ্বরবিশেষহয়না,

তাঁদেরকোভিডতুলনায়কমহচ্ছে।কারণতাঁদের T-cells-এরস্মৃতিশক্তিতুলনায়বেশি।

তবেগবেষকদেরঅন্যতমপ্রধানঅজিতলালবনিসংবাদমাধ্যমকেবলেছেন,

এক্ষেত্রেএকটিবিষয়মাথায়রাখতেহবে:

এখনওপর্যন্তখুববেশিমানুষকেনিয়েএইপরীক্ষাটিকরাহয়নি।ফলেএরসত্যতানিয়েকিছুটা সংশয়এখনওরয়েছে।

টিকানেওয়াইকোভিডথেকেনিজেকেনিরাপদরাখারসবচেয়েভালোরাস্তা।জ্বরহয়নামানে ই, আমিপুরোপুরিনিরাপদ-এমনধরেনেওয়ারকারণনেই।

হালেসাধারণঠান্ডালাগাবাজ্বরহয়েছেমানেকোভিডহবেনা-এটাওভাবতেযাবেননা।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/why-some-people-are-less-likely-to-get-covid-19-study-finds-possible-cause-is-common-cold-resistance-31641814040725.html>

306. Covid India: 'জানুয়ারির শেষে কমবে করোনা'

<https://m.dailyhunt.in/news/india/bangla/key+khabor-epaper-keykhabr/covid+india+januyarir+sheshe+kamabe+karona-newsid-n349029042?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

307. BigNews: করোনায় আক্রান্ত হলেন মুখ্যমন্ত্রী, রয়েছেন হোম আইসোলেশনে
January 10, 2022 0108

সারাদেশ জুড়ে হুজু করে বেড়েই চলেছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা। আস্তিত্যই এখন অনেক বড়ো চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একের পর এক হেভিওয়েট নেতা আক্রান্ত হচ্ছেন করোনায় আক্রান্ত। এই দিন করোনায় আক্রান্ত হলেন বর্তমান বিহারের মুখ্যমন্ত্রী (Bihar CM) নীতিশ কুমার (Nitish Kumar)।

সূত্রের খবর অনুসারে,
আজ তার অফিস থেকেই এই খবর পাওয়া যায়। পাশাপাশি এটাও জানা গিয়েছে চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি এখন বাড়িতেই হোম আইসোলেশনে নিজেকে রেখেছেন। শুধু তাই নয় এদিন করোনা পসিটিভ হন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী (Defense Minister) রাজনাথ সিং (Rajnath Singh)। অবশ্য সেই কথা তিনি টুইট করেই জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি সেই টুইটে লেখেন, "আজ করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। মৃদু উপসর্গ রয়েছে। এখন আমি বাড়িতেই নিভৃতবাসে আছি। সম্প্রতি যাঁরা আমার সন্নিহিত এলাকাতে ছিলেন তাঁদের বলব টেস্ট করিয়ে নিন এবং আইসোলেট থাকুন।"

তাছাড়া আজ,
সোমবার থেকে সারাদেশ জুড়ে শুরু হলো বুস্টার অথবা প্রিকশন ডোজ দেওয়া। এক কথায় বলা যেতে পারে করোনার বিরুদ্ধে হাতে এলো নতুন অস্ত্র যার ক্ষারক হবে অনেকটাই। তবে এই ডোজ প্রথমে দেওয়া হবে স্বাস্থ্য কর্মী ও প্রথম সারির করোনা-যোদ্ধাদের।

<https://news.ekjhalak.live/india/11524/>

308. Pollution: 'খারাপ' দিনের সংখ্যা বাড়ল শহরে

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ১১ জানুয়ারি ২০২২ ০৮:৪৭

ফাইলচিত্র।

ফাইলচিত্র।

বার্ষিকনির্ধারিতমাত্রামানতেহলেকলকাতারবাতাসেবর্তমানেযেপরিমাণঅতিসূক্ষ্মধূলিক
ণা (পিএম২.৫) রয়েছে, তারমাত্রাঅন্ততপক্ষে২৯শতাংশকমাতেহবে।শুধুতা-ইনয়,
গতদু'বছর, অর্থাৎ২০১৯ও২০২০সালেরতুলনায়বাতাসেরমানেরনিরিখে
'খারাপ' দিনের (পুয়েরডেজ)

সংখ্যা২০২১সালেবৃদ্ধিপেয়েছে।২০১৯ও২০২০সালেওইসংখ্যাছিল৪৫।২০২১সালেতবে
ড়েহয়েছে৫৩।তবে 'খারাপ', 'খুবখারাপ' ও 'বিপজ্জনক' দিনেরমোটসংখ্যা৯৩
(২০১৯সালে) থেকেকমে৮৩দিন (২০২১সাল) হয়েছে।

সোমবারগবেষণাকারীসংস্থা 'সেন্টারফরসায়েন্সঅ্যান্ডএনভায়রনমেন্ট' (সিএসই)
প্রকাশিতপশ্চিমবঙ্গেরশহরগুলিরবাতাসেরমানসংক্রান্তএকটিসমীক্ষাএমনটাইজানাচ্ছে
।পূর্বভারতেরএকাধিকশহরএবংপশ্চিমবঙ্গের'টিশহরের (কলকাতা, হাওড়া,
আসানসোল, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুরএবংহলদিয়া)

বাতাসেরমাননিয়ে২০১৯সালেরপয়লাজানুয়ারিথেকে২০২২সালের২জানুয়ারিপৰ্যন্তকরা
দু'টিপৃথকসমীক্ষারিপোর্টএদিনপ্রকাশকরাহয়েছে।সমীক্ষাঅনুযায়ী,
লকডাউনেরকারণে২০১৯সালেরতুলনায়২০২০সালেবাতাসেপিএম২.৫-

এরমাত্রাকমছিল।২০২১সালেযাফেরবেড়েছে।যেমনভাবেমূলতযানবাহনেরধোঁয়ারকার
ণেনির্গতনাইট্রোজেন-ডাই-

অক্সাইডেরমাত্রাকলকাতায়মাসেপ্রায়তিনগুণবৃদ্ধিপেয়েছে।সমীক্ষাধীনশহরগুলিরমধ্যে
যাসর্বাধিক।সিএসই-রএগ্জিকিউটিভডিরেক্টর (রিসার্চঅ্যান্ডঅ্যাডভোকেসি)
অনুমিতারায়চৌধুরীরবক্তব্য,
'লকডাউনেরকারণেদূষণনিম্নমুখীথাকারপরেফেরতারলেখচিত্রউপরেউঠছে।দূষণকমা
তেএখনইসবস্তুরেপরিকল্পিতপদক্ষেপকরাদরকার।নাহলেফেরদূষণনিয়ন্ত্রণেরবাইরেচলে
যাবে।'

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/poor-days-count-increased-in-kolkata-due-to-pollution/cid/1322957>

309. Kolkata COVID Surge : 10 ওয়ার্ডেকরোনারলাগামছাড়াসংক্রমণ,
চিন্তায়কলকাতাপৌরনিগম

Published on: 4 hours ago||Updated on: 3 hours ago

কলকাতাপৌরনিগমের 10 ওয়ার্ডেগত 14 দিনেকরোনারসংক্রমণঘটেছেলাগামছাড়া
(Increasing Numbers of Corona in Kolkata)

।পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন পৌরনিগমের কর্তারা। কড়া পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট থানাগুলিতে জানা নোহয়ে আবেদন।

কলকাতা, 11 জানুয়ারি : মহানগরের

17টি এলাকায় সংক্রমণ এখন এলাগাম গতিতে বেড়ে চলেছে (Increasing COVID cases in KMC area)

। চলছে জীবাণু নাশক স্প্রে। এজারগুলিতে কড়াকড়ি শুরু করেছে পুলিশ। পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ সংক্রমণ প্রাণ ওয়ার্ডগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। 69, 74, 109, 31, 63, 93, 81, 65, 68 ও 107

নম্বর ওয়ার্ডে করোনা সংক্রমণের জন্য রাতে রঘুমকরে ছেনা গরিকদের ও। এই দশটি ওয়ার্ডের এক-একটিতে গত 14 দিনে 600 থেকে 1 হাজারেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন শহরে।

গত 14 দিনে কলকাতা পৌরনিগম এলাকায় 45 হাজার 46

জন আক্রান্ত। কেএমসিসূত্রে জানা গিয়েছে, সংক্রমণের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে 69

নম্বর ওয়ার্ড। সেখানে আক্রান্ত হয়েছেন 1747

জন। এই ওয়ার্ডের মধ্যে পড়েছে আলিগঞ্জ সার্কুলার রোড, একাগান রোড, ডোভার রোড, শরৎ চৌধুরী রোড, সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউ। এরপর ই রয়েছে 74 নম্বর ওয়ার্ড। 14

দিনে এই ওয়ার্ডে 1655 জন সংক্রামিত হয়েছেন। এই ওয়ার্ডের মধ্যে পড়েছে আলিপুর রোড, পেলভেডিয়ার রোড, চেতলাহাট রোড। তারপর রয়েছে 109

নম্বর ওয়ার্ড। এখানে সংক্রামিত হয়েছেন 1196 জন। এই ওয়ার্ডের মধ্যে পড়েছে কালিকাপুর, অজয়নগর, সন্তোষপুর, মুকুন্দপুর অঞ্চল। করোনার প্রথম পর্যায়ে এই চত্বর সংক্রমণের শীর্ষে ছিল।

31 নম্বর ওয়ার্ডের ক্যানাল সার্কুলার রোড, সিটি স্কিম,

কাঁকুড়া গাছি অঞ্চলে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন 1162 জন।

এরপর রয়েছে 63 নম্বর ওয়ার্ড। সেখানে গত দু'সপ্তাহে 1146 জন সংক্রামিত হয়েছেন। 93

নম্বর ওয়ার্ডে গত 14 দিনে সংক্রামিত হয়েছেন 892 জন। 81

নম্বর ওয়ার্ডে বেড়েছে আক্রান্ত। এখানে আক্রান্তের সংখ্যা 878 জন। 65

নম্বর ওয়ার্ডে সংক্রামিত হয়েছেন 812 জন। 68 নম্বর ওয়ার্ডে শেষ 14

দিনের হিসেবে অনুযায়ী আক্রান্তের সংখ্যা 742 জন। প্রায় একই অঙ্ক 107 নম্বর ওয়ার্ডের ও।

এই সমস্ত ওয়ার্ডের করোনা পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে যাচ্ছে। ফলে এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলি যে থানা এলাকা য় পড়ে সেই থানার তরফে যাতকড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয় সেই বিষয় পৌরনিগমের তরফে আবেদন জানা নোহলে জানা গিয়েছে।

<https://www.etvbharat.com/bengali/west-bengal/city/kolkata/covid-cases-are-increasing-in-kolkata/wb20220111082202472>

310. অভিষেকের উদ্যোগে এবার দুয়ারে ডাক্তার, কোভিড কন্ট্রোলরুম!
নজরবন্দি ডায়মন্ডহারবার ।

জানুয়ারী 10, 2022

নজরবন্দিবুরোঃকোভিডচিকিৎসায়দিগন্তখুলেদিলডায়মন্ডহারবারলোকসভাকেন্দ্র।অ
ভিষেকবন্দোপাধ্যায়েরকেন্দ্রেএবারথেকেবয়স্কনাগরিকদেরজন্যচিকিৎসকইআসবেনবা
ড়িতে।যারপোশাকিনাম
'ডক্টরঅনলুইলস'।তৃণমূলেরসর্বভারতীয়সাধারণসম্পাদকেরকথারমান্যতাদিয়েউদ্যোগ
নিলচিকিৎসকদেরসংগঠনপ্রোটেক্টড্যাওয়ারিয়র্স।

ডায়মন্ডহারবারলোকসভাকেন্দ্রেরঅন্তর্গতযতগুলিব্লকআছেসেইসবকটিরকেআগামী
কালঅর্থাৎ১১ইজানুয়ারিথেকেশুরুহচ্ছেএইপ্রকল্প।কালথেকেব্লকেব্লকেঘুরবেচিকিৎসক
দেরটিম।এইটিমেথাকছেনজনস্বাস্থ্যআধিকারিকডা. অনির্বাণদলুই, ডা.
সুমনমুখোপাধ্যায়, ডা. অভীকঘোষ, ডা. প্রশান্তকুমারভট্টাচার্য, ডা.
আনোয়ারআলিমল্লিক, ডা. স্বর্ণপালিমাইতি, ডা.

সৌমিত্রকুমাররা।কিন্তুকিকাজকরবে 'ডক্টরঅনলুইলস' ?
উত্তরদিচ্ছেনজনস্বাস্থ্যআধিকারিকঅনির্বাণদলুই।তিনিজানিয়েছেন,
এলাকায়অনেকবয়স্কমানুষআছেন।অনেকেচিকিৎসাপাচ্ছেননা,
অনেকেআবারমোবাইলনেইবলেযোগাযোগকরতেপারছেননা।তাঁরাকরোনারউপসর্গনি
য়েবাড়িতেইরয়েছেন।এইমানুষদেরসেবারজন্যেইপৌঁছেবেডক্টরঅনলুইলস।এইগাড়িতে
ডাক্তারছাড়াওথাকবেনস্বাস্থ্যকর্মীরা।ওষুধদেওয়ারপাশাপাশিহবেশারীরিকপরীক্ষানিরি
ক্ষা।কারওঅক্সিজেনদরকারহলেসেটাওপৌঁছেদেওয়াহবে।

অভিষেকেরউদ্যোগেএবারদুয়ারেডাক্তার, কবেকোথায়থাকবেনএঁরা?

১১, ১৭, ২২ও২৮জানুয়ারি- টিএমব্লক

১২, ১৮, ২৪ও২৯জানুয়ারি- বিষ্ণুপুর১নম্বরব্লক

১৩, ১৯, ২৫জানুয়ারি- বিষ্ণুপুর২নম্বরব্লক

১৪, ২০, ২৬জানুয়ারি- বজবজ১নম্বরব্লক

১৫, ২১, ২৭জানুয়ারিবজবজ২নম্বরব্লক

উল্লেখ্য,

গতশনিবারপ্রশাসনিকবৈঠকচলাকালীনএলাকারসাংসদঅভিষেকবন্দ্যোপাধ্যায়অবিল
ম্বেডক্টরঅনলুইলসচালুকরারকথাবলেছিলেন।সেটাইচালুহচ্ছেআগামীকালথেকে।ত

বেশুধু এই উদ্যোগ নয়,

অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের পরামর্শমত হোয়াটসঅ্যাপনাস্থার এবং মোবাইলনাস্থার সহ ১৮৪ টি কোভিড কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে মাত্র ১ দিনের প্রচেষ্টায়। দেখুন সার্বিক তালিকা।

<https://najarbandi.in/now-doctor-on-wheels-abhishek-banerjee-initiative/>

311. Covid-19 Diet: করোনা আক্রান্তদের জন্য প্রোটিন কতটা জরুরি, কোন খাবারে পাবেন পর্যাপ্ত পুষ্টি

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ১০ জানুয়ারি ২০২২ ১১:০২

শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়।

দেশ এবং রাজ্যে জুড়ে ফের উদ্বেগ জনক হয়ে উঠছে করোনা সংক্রমণ। দৈনিক সংক্রমণের হারটাও বেশ ভীতিজনক। তবে এই পর্যায়ে রকরোনা-স্বীতিতে শারীরিক উপসর্গগুলি বাড়ার ঝুঁকি মেরকি ছুঁয়। ফলত অধিকাংশ রোগী বাড়িতে ইনিভাসে কাটাচ্ছেন। এই অদেখাকরোনা ভাইরাস নামক শত্রুর সঙ্গে লড়াইতে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা আরও শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন সুখ্য খাবার, পর্যাপ্ত পুষ্টি।

বিশেষজ্ঞদের মতে,

এই অতিমারি পরিস্থিতিতে পুষ্টি খাবার স্থিতি স্থাপকতা বাড়তে সক্ষম। বিশেষ করে, কোভিডে আক্রান্ত রোগীদের দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার থাকাটা খুবই জরুরি।

করোনা আবহে শরীর সুস্থ রাখতে প্রোটিনের ভূমিকা

প্রোটিন মানব দেহের একটি অপরিহার্য ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্ট। যেকোনও রকম ভাইরাসের সঙ্গে লড়াইতে শরীরকে ভিতর থেকে তৈরিকরে এই উপাদানটি। দেহের বিভিন্ন কোষগুলি সজীব রাখতেও সাহায্য করে।

করোনা-স্বীতিতে বাড়িতে কোনকোনও শুধু সবসময়ে হাতের কাছে রাখবেন

কোভিডমুক্তমানেইশেষনয়বিপদ, ওমিক্রনেররেশথেকেযায়পরেও

করোনারোগীদেরজন্যপ্রোটিনকতটাজরুরি?

শরীরেপ্রোটিনেরঘাটতিরোগপ্রতিরোধক্ষমতাকমিয়েদেয়।সেইসঙ্গেশরীরেরঅত্যন্তকার্য করউপাদানইমিউনোগ্লোবুলিনেরপরিমাণওহ্রাসপায়।ফলেকরোনাখুবসহজেথাবাবসাতে পারেশরীরে।পুষ্টিরঘাটতিশুধুকরোনানয়, করোনাএবংইনফ্লুয়েঞ্জারযৌথসংস্করণফ্লুরোনাসংক্রমণেরআশঙ্কাওবাড়িয়েতোলে। তাইকরোনাআক্রান্তহলেঅতিঅবশ্যইরোজেরখাদ্যাভ্যাসেপ্রোটিনসমৃদ্ধখাবাররাখতেভুলবেননা।

সুস্থথাকতেশরীরেকতটাপ্রোটিনপ্রয়োজন?

শরীরেরওজনেরপ্রতিকিলোগ্রামে০.৮গ্রামপ্রোটিনেরপ্রয়োজনহয়।লিঙ্গ, বয়স, শারীরিকঅবস্থারউপরপ্রোটিনেরপরিমাণনির্ভরকরে।তবেএইঅতিমারিপরিস্থিতিরকো ভিডরোগীদেরক্ষেত্রেস্বাভাবিকেরতুলনায়প্রোটিনেরপরিমাণখানিকবড়ানোযেতেপারে।

প্রোটিনসমৃদ্ধখাবারকোনগুলি?

দুগ্ধজাতীয়খাবার, মাংস, বিনস, লেটুসেরমতোবিভিন্নশাক-সব্জি, বাদামইত্যাদিখাবারগুলিতেথাকেভরপুরপ্রোটিন।করোনাআক্রান্তহলেবাএইসময়সুস্থথাকতেরোজেরখাদ্যতালিকায়রাখুনএইখাবারগুলি।

<https://www.anandabazar.com/health-and-wellness/coronavirus-how-important-is-protein-in-the-recovery-process-of-covid-19-patientstdgtl/cid/1322815>

312. Covid 19: শিয়রে অতিমারি! শহরের সরকারি হাসপাতালের ৬০০-র বেশি নার্স করোনা আক্রান্ত

শনিবারওরাজ্যেবাড়লপজিটিভিটিরেট

Updated By: Jan 8, 2022, 07:36 PM IST

Covid 19: শিয়রেঅতিমারি! শহরেরসরকারিহাসপাতালের৬০০-রবেশিনার্সকরোনাআক্রান্ত

নিজস্বপ্রতিবেদন: রাজ্যেলাফিয়েলাফিয়েবাড়ছেকরোনা (Corona) গ্রাফ।অতিমারিরখাবাথেকেবাদযাননিপ্রথমসারিরকরোনাযোদ্ধারাও।পুলিস, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, সাংবাদিক।আক্রান্তেরতালিকাবেশদীর্ঘ।এইপরিস্থিতিতেবর্তমানতথ্যবলছে,

একসপ্তাহেরকিছুকমসময়েইকলকাতারসরকারিহাসপাতালগুলোতেকোভিডেআক্রান্তহয়েছেন৬০০-রবেশিনার্স।

জানাগিয়েছে, কলকাতার NRS

হাসপাতালেগতদু'দিনেকরোনাআক্রান্তহয়েছেন২৫০-রবেশিনার্স। RG

করহাসপাতালেতিনদিনেআক্রান্তশতাধিকনার্স।কলকাতামেডিক্যালকলেজওহাসপাতালেসংক্রামিতেরসংখ্যা৫দিনে১৫০-

রবেশি।পার্কসার্কাসেরন্যাশনালমেডিক্যালকলেজওহাসপাতালেতিনদিনেকোভিডপজিটিভহয়েছেন১১২জননার্স। SSKM

হাসপাতালেসংখ্যাটা৪০জনেরবেশি।বিসিরায়শিশুহাসপাতালেকরোনাআক্রান্তসিস্টারইনচার্জ-সহ১০জনএবংএমআরবাঙুরহাসপাতালে১৭জনকরোনাআক্রান্ত।

স্বাস্থ্যদফতরের (Health and Family Welfare Department, West Bengal)

পরিসংখ্যানঅনুযায়ী,

গতএকদিনেরাজ্যেকরোনাআক্রান্তহয়েছেন১৮হাজার৮০২জন।সুস্থহয়েছেন৮হাজার১

১২জন।মৃত্যুহয়েছে১৯জনের।আক্রান্তেরসংখ্যাএবংপজিটিভিটিরেটেশীর্ষেকলকাতা।শ

হরেএকদিনেআক্রান্ত৭৩৩৭জন।সূত্রেরখবর,

পজিটিভিটিরেট৩৮.৯২।পজিটিভিটিরেটেদ্বিতীয়স্থানেহাওড়া

(৩৭.৫৯শতাংশ)।রাজ্যেরপজিটিভিটিরেট২৯.৬০শতাংশ।

https://zeenews.india.com/bengali/kolkata/more-than-600-nurses-of-govt-hospital-of-kolkata-tested-corona-positive-in-last-few-days_418150.html

313. Mediclaim: কোভিডে হাসপাতালে ভর্তি, সঙ্গে মেডিক্লেমের কাগজ

নেই, কী করবেন

নিজস্ব সংবাদদাতা

১১ জানুয়ারি ২০২২ ১৩:৫০



প্রতীকী ছবি।

কমলদাদু (আসল নাম নয়) এড় চাকরি করতেন। অসুস্থ হয়ে নিজেই কাজে যুক্ত রাখেন। সমাজে একটা পরিচিতিও আছে। একদিকের প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের অনেকেই ডাক্তার। কলকাতার এল এলগুলির মতো তাঁর সন্তানও এখানে থাকেন। এড়িতে তিনিই প্রাণী। তিনি, তাঁর স্ত্রী ও নব্বই ছুঁছুঁই মা।

এ তো ঘরে ঘরের গল্প। আর অন্য চারটে এড়ির মতোই তাঁর এড়িতেও সেই অঘটনটা ঘটল। কমলদাদুর মা আয়ার হাত ধরে এড়ির ভিতরেই হাঁটতে হাঁটতে পায়ের জোর হারিয়ে পড়ে গেলেন। আর কাঁধের হাড় ভাঙল।

এর পরের গল্প আমরা অনেকেই নিজের অভিজ্ঞতায় জানি। অ্যাম্বুল্যান্সে হাসপাতাল। এক্স রে করে ভর্তি করা এং অস্ত্রোপচার করে প্লেট ঢাকানো।

কিন্তু তাড়াহুড়োয় কমলদাদু তাঁর মায়ের টিমার কাগজ নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। হাসপাতালে কাগজ চাওয়ার সময় খেয়াল করলেন যে তিনি তা আনতে ভুলে গিয়েছেন।

আমরা এলতেই পারি যে, কাগজ তো পরেও জমা দেওয়া যায়। কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে নীতি নিয়ম নিয়ে ঝগড়া করার আগে রোগীর চিকিৎসা শুরু করানোর উপর জোর দেওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই পকেট থেকে প্রাথমিক একটা থোক টাকা অনেকেই জমা করে দেন। এড়িটা পরে হিসাব করে নেওয়া যাবে এই যুক্তিতে।

কমলদাদুও তাই কার্ডে টাকা দিয়ে এড়ি দৌড়লেন কাগজ আনতে। পলিসি এল এনে দেখানোর পরে শুনলেন, তাতে হবে না। রোগীর আর্থার/প্যান জমা দিতে হবে। কিন্তু এঁচোয়া একটাই যে, তা পরে দিলেও হবে।



প্রতীকী ছবি।

এর পর তো মা-কে হাসপাতাল থেকে এড়ি নিয়ে যাওয়ার দিন এসে গেল। কিন্তু টিমা সংস্থার কাছ থেকে সন্ধান সঙ্কেত আর আসে না। খোঁজ খণ্ড করে দেখা গেল হাসপাতালে পলিসি আর টিমার প্রতিলিপি দিয়েছিলেন তিনি।

হাসপাতালের অফিস তা স্ক্যান করে টিমা সংস্থায় ঠিক মতো না পাঠানোও শেষ মুহূর্তে এই টিপ্তি।

আর এটাই সমস্যা। এ ার যদি কমলদাদুর নিজের কিছু হত। অথবা সস্ত্রীক তাঁর কোভিড নিয়ে হাসপাতাল ভর্তি হতে হত। এড়িতে তো কেউ নেই হাসপাতালে কাগজ জমা করানোর! আর তা কোথায় আছে সেটাই া জানে কে?

এর থেকে বাঁচতে তাই

ক) পলিসি ংল স্ক্যান করিয়ে রাখুন

খ) সেই একই ফাইলে স্ক্যান করে পলিসির সঙ্গে পাওয়া সচিত্র পরিচয়পত্রের দু'টি দিক স্ক্যান করে রাখুন

গ) সেই ফাইলেই আধার আর প্যান কার্ড স্ক্যান করে রাখুন

ঘ) ফাইলের নাম দিন নিজের নাম আর মেডিক্লেমের নামে। এর ফলে কারও ঢুঝতে অসুবিধা হও না ফাইলটা কিসের

ঙ) স্ত্রী ংং ংড়ির অন্য সঁার ক্ষেত্রেও একই কাজ করুন

চ) ং ংর ংই ফাইলগুলো ংস্কু ং নিকটাত্মীয়দের মধ্যে কয়েক জনকে পাঠিয়ে রাখুন।

শেষ পয়েন্টটি কোভিড শিখিয়েছে। কোভিডের আগে হলে হয়ত ংলা যেত যে ংক জন নিকট প্রতিশ্রী ংং ংক জন নিকট আত্মীয়কে পাঠানোর কথা। কিন্তু কোভিড শিখিয়েছে ং ং্যাপারে অধিকন্তু ন দোষায়।

ং ংর কিন্তু আপনি তৈরি। আপনার মোংইলে ইমেলেই হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার নথি ভরা আছে। হাসপাতালকে মেল করে দিলেই ল্যাঠা চুকে য়াে। আর কাগজ হারানোর ভয়ও থাকে না।

তাই পলিসি ও আনুষঙ্গিক পরিচয়পত্র ংখনই স্ক্যান করান ংকটি ফাইলে। পাঠিয়ে রাখুন নিকট কয়েক জনকে। অসুস্থতার সময়ে ংন্যথায় ংড়ানো যায় ংমন চাপ মাথায় নেংন না।

<https://www.anandabazar.com/personal-finance/insurance/simple-things-to-keep-in-mind-about-mediclaim-dgtl/cid/1322625>

314. Omicorn: বুস্টারে হবে না! করোনার বিরুদ্ধে লড়তে প্রয়োজন নতুন ভ্যাকসিন, বলছে WHO

Published by: Subhajit Mandal | Posted: January 12, 2022 8:42 am | Updated: January 12, 2022 8:42 am



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: পুরনো টিকায় হও না। করোনার নতুন নতুন স্ট্রেনের ঠিকুদ্ধে লড়তে প্রয়োজন নতুন ভ্যাকসিন। আর কেউ নয়, একথা ালছে খোদ ািশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। WHO'র ান্তব্য, পুরনো টিকার দুস্টার ডোজ দিয়েও করোনার নয়া স্ট্রেনগুলির সংক্রমণ রোখা যা়ে না।

WHO ালছে, আমাদের ংমন ভ্যাকসিন প্রয়োজন যার ংই রোগের সংক্রমণ রোধ ংং ছড়িয়ে পড়া রোখার ক্ষেত্রে আরও কার্যকারী ভূমিকা থাক়ে। ািশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে ংই ধরনের ভ্যাকসিন তৈরিতে ংৎসাহ দেওয়ার কথা ালছে। WHO'র টিকার ংপাদান সংক্রান্ত ংপদেষ্টা মণ্ডলীর (TAG-CO-VAC) ান্তব্য, পুরনো টিকাগুলির দুস্টার ডোজ ারার দিলেও করোনার সংক্রমণ রুখে দেওয়া যা়ে না। করোনার নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্টের সঙ্গে লড়তে পার়ে না ংই ভ্যাকসিন।



ছবি: প্রতীকী

TAG-CO-VAC ালছে, “করোনার সংক্রমণ ংং ছড়িয়ে পড়া রোখার পাশাপাশি গুরুতর অসুস্থতা ংং মৃত্যু রুখতে পারে ংমন প্রভাশালী ভ্যাকসিনের প্রয়োজন। ংং ংই ধরনের ভ্যাকসিন দ্রুত তৈরি করা ংচিত। যতদিন তা তৈরি করা সম্ভত না হচ্ছে ততদিন আমাদের হাতে যে ভ্যাকসিন (Corona Vaccine) ংছে, তারই ংপাদানের পরিমাণে পরির্তন ংনতে হ়ে। ংকমাত্র তাহলেই ংই ভ্যাকসিন গুলি WHO'র ালে দেওয়া মাত্রা পর্যন্ত সুরক্ষা দিতে পার়ে।” ংর্থাৎ ািশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ংকপ্রকার ালেই দিচ্ছে, ংপাদানের ংন্নতি না হলে ংর্তমান ভ্যাকসিনগুলি তেমন কার্যকর নয়।

WHO'র ান্তব্য, ইতিমধ্যেই করোনার গোটা পাঁচেক স্ট্রেন ািশ্বজুড়ে প্রভা ফেলেছে। সেগুলি হল ংলফা, ািটা, গামা, ডেল্টা ংর ওমিক্রন (Omicron)। ংই মুহূর্তে ািশ্বজুড়ে ওমিক্রন সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। কিন্তু ংখানেই শেষ নয়। ংগামী দিনে ংইভা়েই করোনার নতুন নতুন স্ট্রেন ংঘাত হান়ে। ওমিক্রন যে করোনার শেষ স্ট্রেন নয়, সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে WHO।

315. খাঁচাবন্দি গোসাবার বাঘ, জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে আসার কারণ জানালেন বনকর্তারা

Sumanta Mazumder | LipiUpdated: 12 Jan 2022, 12:35 pm

শেষমেশ দুধার ভোর ৪টে ৫৫ মিনিট নাগাদ খাঁচাবন্দি হল সুন্দরবনের গোসাবার মথুরাখণ্ড গ্রামে ঢুকে পড়া রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটি। এন দফতরের এক কর্মী জানান, খাচারের টানে লোকালয়ে চলে আসছে বাঘ।



নিজস্ব চিত্র

এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: টানটান উত্তেজনার পর অবশেষে ধরা পড়ল সুন্দরবনের গোসাবার মথুরাখণ্ড গ্রামে ঢুকে পড়া বাঘটি। দুধার ভোর ৪টে ৫৫ মিনিট নাগাদ খাঁচাবন্দি হয় ওই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বাঘটি খাঁচাবন্দি হওয়ায় স্বস্তি পেলেন মথুরাখণ্ডবাসী। খুশি এনকর্মীরাও। তবে জঙ্গল ছেড়ে বাঘের পার্শ্ব লোকালয়ে চলে আসার পিছনে প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও দায়ী বলে মনে করছেন এনকর্মীরা। এন দফতরের এক কর্মী জানান, ইদানীংকালে একের পর এক ঘূর্ণিঝড়ে জঙ্গলের ক্ষতি হচ্ছে। বাঘ সহ এন্যপশুদের খাচারে টান পড়ছে। তার ফলে খাচারের সন্ধানে বাঘ জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে চলে আসছে। এছাড়া জঙ্গল থেকে বাঘদের ঠেরিয়ে আসার পিছনে সাধারণ মানুষের অবদানও কিছু কম নয় বলে মনে করছেন এনাধিকারিকরা। তাঁদের মতে, এন্যপশুরা যাতে গভীর জঙ্গল থেকে ঠেরোতে না পারে তার জন্য জঙ্গলের চারপাশ জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কিছু অসাধু মৎস্যজীৱী কাঁকড়ার সন্ধানে সেই জাল কেটে গভীর জঙ্গলে ঢুকছে। তার ফলে সেই কাটা জালের ফাঁক গলে বাঘ লোকালয়ে ঠেরিয়ে আসছে। মৎস্যজীৱীদের উপর বাঘের হামলা হওয়ারও এটা একটা কারণ বলে মনে করছেন এনকর্তারা।

এন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মথুরাখণ্ড গ্রামে ঢুকে পড়া বাঘটিকে ধরতে জঙ্গলে

দুটো খাঁচা এসানো হয়েছিল। পাশাপাশি ঝাটটি যাতে কোনভাবেই গ্রামে প্রবেশ না করতে পারে তার জন্য জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের রাস্তায় রাতভোর আলো জ্বালিয়ে রাখা হয়। রাতে পাহাড়ারও ব্যস্থা করা হয়। যাতে কোনোভাবেই ঝাটটি গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করতে পারে। অংশেষে দুধার ভোর ৪টে ৫৫ মিনিট নাগাদ খাঁচাওন্দি হয় গরু-ছাগল থেকে রয়্যাল প্রেসল টাইগারটি। ঝাটটির আনুমানিক বয়স ৮ বছর বলে জানিয়েছেন এক জনকর্মী। ঝাটটিকে আপাতত ঝড়খালি ঝাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে একদিন পর্যবেক্ষণ রাখার পর শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হলে জন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে। সোমবার গভীর রাতে ঝাটটি পীরখালি জঙ্গল থেকে এরিয়ে পঞ্চমুখানি নদী সাঁতরে পালি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মথুরাখণ্ড গ্রামে ঢুকেছিল। তারপর নিঃসাড়ে হাটুল দাস নামে এক গ্রামবাসীর গোয়ালে ঢুকে তিনটি ছাগল ও একটি গরু মেরে ফেলে ঝাটটি। মঙ্গলবার ভোরে গ্রামের আশপাশে ঝাঘের পায়ের ছাপ দেখে ও মৃত গরু-ছাগল দেখে এলাকাবাসী চুপচাপে পারেন, ঝাঘ ঢুকেছে গ্রামে। তারপর জন দফতরের গোসাওয়া রেঞ্জের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ঝাঘের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেন। ঝাটটি স্থানীয় ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে অনুধাওন করে জনকর্মীরা সেই জঙ্গল নাইলনের জাল দিয়ে ঘিরে ফেলেন। ঝাটটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে দিনভর পটকা-পাজি ফাটানো হয়। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝাঘ জঙ্গলে ফিরে যায়নি। অংশেষে ঝাটটিকে ধরার জন্য সন্ধ্যার পর জঙ্গলে দুটি খাঁচা পাতার সিদ্ধান্ত নেয় হয় জন দফতর। সেই সিদ্ধান্ত চিফলে যায়নি। ঝাটটি ধরা পড়ায় খুশি জনকর্মী থেকে মথুরাখণ্ড গ্রামের বাসিন্দারা।

[sundarban tiger: খাঁচাওন্দি গোসাওয়ার ঝাঘ, জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে আসার কারণ জানালেন জনকর্তারা - sundarban forest department explains the reasons of tigers in locality | Eisamay](#)

316. অল্প জ্বরেই ওষুধ খাওয়ায় বাড়ছে বিপদ দেদার বিকোচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক



অভিষেক পাল, চহরমপুর: মুর্শিদাবাদ জেলায় করোনার সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী। ঘরে ঘরে জ্বর, সর্দি-কাশিতে কাণ্ড হচ্ছেন চহু মানুষ। করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্টের ভয়ে অনেকে মুড়ি-মুড়কির মতো প্যারাসিটামল ও অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে চলেছেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ ছাড়াই অন্যের কাছ থেকে শুনে অ্যাজিথ্রোমাইসিন, সিপ্রোফ্লক্সাসিনের মতো

অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ায় হিতে প্রিপরীত হচ্ছে। এভাবে ওষুধ খাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন খোদ চিকিৎসকরা। এতে লিভারের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। করোনার সৌজন্যে লোকমুখে প্রচারিত ব্রান্ডের নাম শুনেই ওষুধের দোকানে গিয়ে গড়গড় করে চলছেন অনেকে। অনেকে প্যাকেট প্যাকেট ওষুধ কিনে নিচ্ছেন। আতঙ্কে প্রিক্রি প্রেড়েছে ওষুধের। জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল তো প্রটেই, অ্যাজিথ্রোমাইসিন ও সিপ্রোফ্লক্সাসিনের মতো ওষুধ প্রেশক্রিপশন ছাড়াই কিনে যাচ্ছেন অনেকে। করোনার আতঙ্কে সামান্য সর্দি কাশিতে প্রিশল্যকরণী ভেদে এভাবে ওষুধ সেৱন করছেন অনেকে। তাতে সমস্যা প্রাড়তে পারে বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা।

চিকিৎসকরা চলছেন, সামান্য জ্বর সর্দি প্রা কাশির ক্ষেত্রে প্যারাসিটামল একমাত্র ভরসা। সৱার চেনা এই ওষুধ করোনার ক্ষেত্রে যে কার্যকরী, এমনটা নয়। তদে করোনা আক্রান্ত হলে যেসৱ উপসর্গ দেখা দেয় তাতে কিছুটা কার্যকরী প্যারাসিটামল। তাই সহজলভ্য এই ওষুধ কিনে ঘরে রেখে দিচ্ছেন অনেকেই। কিন্তু, করোনা নতুন করে দাপট দেখানোয় সামান্য গা গরম হলেই ওষুধ খেয়ে নিচ্ছেন অনেকে। জ্বর একটু প্রেশি ভোগালেই করোনা হয়েছে কিনা আতঙ্কে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নিচ্ছেন অনেকে। তদে সেটা একেৱারেই করা উচিত নয়।

মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপার অমিয়কুমার প্রেরা চলেন, করোনার উপসর্গ থাকলে অপ্রশ্যই টেস্ট করাতে হদে। টেস্ট করলে নিজের নিরাপত্তার সঙ্গে প্রাড়ির অন্যদেরও নিরাপদে রাখা যাদে। কেউ প্রাড়িতে প্রসে অ্যাজিথ্রোমাইসিন প্রা অন্য কোনও অ্যান্টিবায়োটিক খাদেন না। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাইরাল ফিভার হচ্ছে। সেখানে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনও ভূমিকাই নেই। ফ্রিতে সরকারি চিকিৎসার প্র্যৱস্থা রয়েছে। মানুষকে অনুরোধ, নিজের প্রিপদ না প্রাড়িয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে তদেই ওষুধ খান।

তদে শুধু ওই দু'রকম অ্যান্টিবায়োটিক যে প্রিপদ আনছে তা নয়। লাগামছাড়া প্যারাসিটামলও যে নিরাপদ নয় তা জানাচ্ছেন প্রিশেষজ্ঞরা। চিকিৎসকরা চলেন, প্যারাসিটামল খাদার প্র্যাপারে কিছু নিয়ম মেনে চলা উচিত। না হলে যকৃতের সমস্যা হতে পারে। যাঁরা মদ্যপান করেন তাঁদের ক্ষেত্রে প্রিশেষ সতর্কতা নেওয়া উচিত, না হলে লিভারের রোগের ঝুঁকি থাকে। অ্যালকোহল ও প্যারাসিটামল প্রিক্রিয়া করে অত্যন্ত প্রিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে। সেটি লিভারের ক্ষতি করে। চিকিৎসা প্রিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে হেপাটোটক্সিসিটি বলে।

ওষুধের দোকানে লাগাতার ভিড় প্রাড়ছে। প্রাজারে এখন আতঙ্কে প্রিক্রি হচ্ছে ওষুধ। ওষুধ প্রিক্রেতারাও এই কথা স্বীকার করছেন। প্রহরমপুরের ওষুধ প্র্যৱসায়ী চয়ন ভট্টাচার্য চলেন, এখন এই পরিস্থিতিতে অনেকেই প্রাড়তি ওষুধ কিনছেন। তদে আমরা সৱসময় চিকিৎসকদের কাছ থেকে প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওষুধ কিনে খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। সামান্য জ্বর হলেই অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খেয়ে নেওয়া ঠিক নয়। মেডিক্যাল কলেজের

সামনের ওষুধ দোকানদার দেওয়াশিস গুহ মজুমদার বলেন, করোনার আতঙ্কে প্যারাসিটামল ও এজিথ্রোমাইসিন প্রচুর পরিমাণে চিকিৎসা হচ্ছে। এখন লোকমুখে শুনে এসে ওষুধ নিয়ে যাচ্ছে সকলে, অধিকাংশের কাছে প্রেসক্রিপশন থাকে না। এভাবে না জেনে ওষুধ খেলে চিকিৎসা তো বাড়াই।

[বর্তমান পত্রিকা : Bartaman Patrika | West Bengal's frontliner Newspaper | Latest Bengali News, এই মুহূর্তে বাংলা খবর](#)

317. COVID-19 vaccination: বুস্টারের ডাক মেসেজে

দ্বিতীয় ডোজের সময়ে কোভিড আক্রান্ত হলে ১৭ দিন আইসোলেশন থাকতে হত। এখন সেই জায়গায় সাত দিন থাকতে হচ্ছে।

অমিত মণ্ডল

১২ জানুয়ারি ২০২২ ০৯:১৯



দ্বিতীয় ডোজের জন্য লাইন কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে। মঙ্গলবার। নিজস্ব চিত্র।

শুরু হয়ে গিয়েছে করোনার বুস্টার ডোজ বা তৃতীয় ডোজ দেওয়া। তার পাশাপাশি চলছে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সি স্কুল পড়ুয়াদের টিকাদান। কিন্তু তা নিয়েও নানা ধোঁয়াশা রয়েছে। যেমন কেউ কোভিড আক্রান্ত হলে কত দিন পর টিকা নিতে পারবেন। বা, দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার কত দিন পর বুস্টার ডোজ নেওয়া যাবে। বুস্টার ডোজ কখন পাওয়া যাবে তা জানা যাবে কী করে?

কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালের ভ্যাকসিন সেন্টারের নোডাল অফিসার চিকিৎসক অয়ন ঘোষ জানাচ্ছেন, যাঁদের আগে দু'টি ডোজ নেওয়া হয়ে গিয়েছে এও ইতিমধ্যে করোনা আক্রান্ত হননি তাঁরা ৩৯ সপ্তাহ পরে বুস্টার ডোজ নিতে পারবেন। নির্দিষ্ট সময় পর বুস্টার ডোজ নেওয়ার জন্য মোবাইলে এসএমএস আসবে। তবে তার জন্য 'কোউইন' ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিকটবর্তী টিকাকেন্দ্রে গিয়ে অফলাইন বা অনলাইনের মাধ্যমে 'স্লট বুক' করতে হবে। কিন্তু কারও দ্বিতীয় ডোজ বা তৃতীয় ডোজ চাকি আছে, এমন কেউ করোনা আক্রান্ত হলে তাঁকে আরোগ্যের তিন মাস পর টিকা নিতে হবে। দ্বিতীয় ডোজের সময়ে কোভিড আক্রান্ত হলে ১৭ দিন আইসোলেশন থাকতে হত। এখন সেই জায়গায় সাত দিন থাকতে হচ্ছে। কিন্তু তার জন্য এই নিয়মে হেরফের হচ্ছে না।

অনেকেই জানতে চাইছেন, এখন যাঁরা কোভিডের নতুন স্ট্রেনে আক্রান্ত হচ্ছেন, তাঁরা যদি তিন মাস অপেক্ষা না করে পূর্ণনির্দিষ্ট তারিখেই টিকা নিতে যান আক্রান্ত হওয়ার কথা চেপে গিয়ে? চিকিৎসকেরা বলছেন, তাতে লাভ নেই। কেননা আক্রান্ত হওয়ার পর শরীরে এমনই অ্যান্টিবডি তৈরি হয় যা একটা সময় পর্যন্ত পরবর্তী সংক্রমণ থেকে শরীরকে সুরক্ষিত রাখে। টিকা নিলে ঝড়তি কোনও লাভ হবে না। সেই কারণেই টিকা দেওয়ার আগে টিকাকেন্দ্রে জানতে চাওয়া হয় যে গত তিন মাসের মধ্যে গ্রাহকের করোনা হয়েছিল কি না। বর্তমানে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সি স্কুলপড়ুয়াদের টিকা দেওয়া হচ্ছে। তাদের কেউ এর মধ্যে করোনা আক্রান্ত হলে তিন মাস পরেই টিকা নিতে পারবে। স্কুল পড়ুয়াদের এখন কোভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। ২৮ দিন পরে তার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়। অর্থাৎ এখন কেউ আক্রান্ত হলে সে প্রথম ডোজ পাওয়ার আগেই তার সহপাঠীদের দু'টি ডোজ নেওয়া হয়ে যা। সম্ভ্রত স্কুলের সেন্টারে টিকাদান পর্ও শেষ হয়ে যাে তত দিনে। এই স্কুল পড়ুয়ারা তখন টিকা নেে কোথা থেকে? জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক স্বপন দাস বলেন, "তখন স্কুল পড়ুয়ারা াইরের কেন্দ্রগুলো থেকেই ব্যাকসিন নিতে পারবে।"

[call for booster doses by SMS - Anandabazar](#)

318. Corona: াঁকুড়া মেডিক্যাল কোপ করোনার, ভুগছেন হাসপাতালের

চিকিৎসক, নার্স-সহ শতাধিক

মঙ্গলার সকাল পর্যন্ত হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ং স্বাস্থ্য কর্মী মিলিয়ে মোট ১৩৪ জন করোনা আক্রান্ত।

নিজস্ব সংবাদদাতা

াঁকুড়া ১১ জানুয়ারি ২০২২ ১৮:৩৭



াঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ।

নিজস্ব চিত্র

ঢাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক, নার্স এং স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে ক্রমশই করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে। প্রতি দিন াড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। ঢাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স এং স্বাস্থ্য কর্মী মিলিয়ে মোট ১৩৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে জুনিয়ার এং সিনিয়র চিকিৎসক মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৭০। হাসপাতালের ৬৩ জন নার্স এং এক জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত। আক্রান্তদের প্রত্যেককে সাত দিন হোম আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংক্রমণ রোধে একগুচ্ছ ঞ্যস্থা নিয়েছে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। ঢাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ এং হাসপাতালের সুপার তরুণ কুমার পাঠক ঞলেন, ‘‘রোগী ও রোগীর আত্মীয়রা যাতে কেউ সংক্রমিত না হয়ে পড়েন সে জন্য হাসপাতালে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। হাসপাতালের ঞিভিন্ন অংশে নিয়মিত জীবাণুনাশ করা হচ্ছে। ঞিপুল সংখ্যক চিকিৎসক এং নার্স আক্রান্ত হয়ে পড়ার পরেও আমরা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা সচল রাখার সঁরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। প্রতি দিন আক্রান্তের সংখ্যা ঞ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রতি দিনই ডিউটি রোস্টারে রদদল করতে হচ্ছে।’’

শুধুমাত্র ঢাঁকুড়া জেলার মানুষ নন, ওই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল পুরুলিয়া, পশ্চিম ঞর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর এং ঞাড়গ্রাম জেলার ঞসিন্দাদের একাংশও। সেই হাসপাতালের ঞহ কর্মীই ভুগছেন করোনা।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/purulia-birbhum-ba>

319. Joydev Kenduli Mela 2022: জয়দেব-কেঁদুলি নিয়ে সিদ্ধান্ত বদল, এ বার মেলা হবে ছোট আকারে, জানালেন চন্দ্রনাথ ঞীরভূমের জয়দেব-কেঁদুলিতে ঞাউল-কীর্তনীষাদের এই মেলায় প্রতি ঞছর ঞহ মানুষের আগমন ঘটে।

নিজস্ব সংবাদদাতা

ঞোলপুর ১১ জানুয়ারি ২০২২ ১৩:৫৯



ছোট আকারে হঞ মেলা।

– ফাইল চিত্র

সিদ্ধান্ত ংদল হল জয়দে-কঁদুলির মেলা নিয়ে। এ ংছর ছোট করে মেলা হ়ে। এমনটাই জানিয়েছেন ংলপুরের িধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ। মঙ্গলার চন্দ্রনাথ ংলেন, ‘‘জয়দে মেলা যেমন হয় তেমনই হ়ে। কোভিড িধি মেনে মেলা হ়ে। এটা ঐতিহ্যশালী মেলা। ধর্মীয় ংগেকে ংমরা ংক রাখতে পার় না। তাই করতে ংধ্য হচ্ছি। তে, নজর থাক়ে যাতে কোভিড িধি ংনা হয়। ছোট জায়গার মধ্যে মেলা হ়ে। ংল্প কিছু দোকান ংসানো হ়ে।’’

ঐরভূমের জয়দে-কঁদুলিতে ংউল-কীর্তনীষাদের এই মেলায় প্রতি ংছর ংছ ংনুষের ংগমন হয়। কয়েক দিন ংগে ংলপুরের মহকুমাশাসক ংয়ন নাথ জানিয়েছিলেন, এ ংছর মেলা হ়ে না, তে পুণ্যংনের ংস্থ করা হ়ে। এ ংর সেই সিদ্ধান্তের ংদল ংটল। তে মন্ত্রীর ংন্ত্য প্রসঙ্গে মহকুমাশাসক কোনও ংন্ত্য করেননি।

320. potato: ংমল বৃষ্টি, বীজ নষ্টের ংশঙ্কা ংলু চাষিদের

কৃষি দফতরের পরামর্শ, জমিতে নিকাশি ংস্থ ংল রাখতে হ়ে ংং বৃষ্টি ংমলে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হ়ে।

নিজস্ব প্রতিেদন

১২ জানুয়ারি ২০২২ ১০:০২



বৃষ্টির মধ্যে ংলুর জমিতে নজরদারি চাষির। ংন্দোয়ানের ংকো গ্রামে।
ছবি: রথীন্দ্রনাথ ংহাতো

পূর্বাভাস ংনুযায়ীই, মঙ্গলার িকেল থেকে বৃষ্টি ংমল পুরুলিয়া-ংকুড়ার ংনা প্রান্তে। তাতে ংথায় হাত পড়েছে ংলু চাষিদের। চিন্তায় পড়েছেন রি শস্যের চাষিরাও। কৃষি দফতরের পরামর্শ, জমিতে নিকাশি ংস্থ ংল রাখতে হ়ে ংং বৃষ্টি ংমলে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হ়ে।

মঙ্গলার থেকে পাঁচ দিন দুই জেলায় হালকা থেকে ংঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ংকুড়া জেলার সংনচেয়ে ংশি ংলু চাষ হয় িষ্কুপুর মহকুমা। পাত্রসায়রের পাঁচপাড়ার ংসিন্দা ংনন্ত িশ্বাসের কথায়, ‘‘কিছু দিন ংগেই ংলু ংগিয়েছি। ংখনও ংগছ ংরোয়নি। স ং ংটি বৃষ্টিতে ংসে যা়ে। ংটি শক্ত হয়ে ংলু ংিজ স ং নষ্ট হয়ে যা়ে ংলে ংশঙ্কা করছি।’’

পাত্রসায়র, ইন্দাস, সোনামুখীর কিছু চাষির আলু চীজ এর আগেও এক দফা চুষ্টিতে নষ্ট হয়েছিল এলে অভিযোগ। আচার চুষ্টি নামায় চিন্তায় পড়েছেন তাঁরা। পাত্রসায়রের শালখাড়ার রাম দুয়ারির দাচি, ‘‘যে সচ জমিতে আলু গাছ ঠেরিয়েছে, সেখানেও নাচি ধসা এসে যাও। এছ টাকার ক্ষতি হয়ে যাও।’’ ইন্দাসের রতন মণ্ডল জানান, প্রথম চার অতিচুষ্টিতে আলু চীজ নষ্ট হওয়ার পরে, আচার খণ নিয়ে আলু লাগিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, ‘‘এ চার চীজ নষ্ট হলে, ভীষণ সমস্যা হয়ে যাও।’’ অসময়ের চুষ্টি চিন্তায় রেখেছে রচিশস্য চাষিদেরও। সোনামুখীর নিত্যানন্দপুরের প্রকাশ সরকার এলেন, ‘‘জমিতে জল দাঁড়িয়ে গেলে সচ কপি নষ্ট হও।’’

চাঁকুড়ার জেলা কৃষি আধিকারিক দীপঙ্কর রায় এলেন, ‘‘এই ধরনের প্রাকৃতিক পরিচেশ আলুর ধসা রোগ হওয়ার জন্য আদর্শ। তাই জমিতে জল দাঁড়াতে দেওয়া চলও না। চুষ্টি থামলে ধসার লক্ষণ থাক চা না থাক, ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হও।’’ তিনি জানান, এক লিটার জলে আড়াই গ্রাম ম্যাঙ্কোজেচ গুলে চা প্রতি লিটার জলে চার গ্রাম কপার অক্সি-ক্লোরাইডের মিশ্রণ করে স্প্রে করতে হও। যে সচ আনাজ তোলার যোগ্য, তা তুলে চাজারজাত করতে হও।

পুরুলিয়া জেলা কৃষি দফতরের সহ আধিকারিক (তথ্য) সুশান্ত দত্ত অচশ্য জানান, মঙ্গলচার সামান্য চুষ্টি হয়েছে। এই চুষ্টি সর্ষে চাষের জন্য ফলদায়ক হও। পাশাপাশি, মাটিতে রসের ঘাটতিও মিটও। তও চুষ্টি চাড়লে গোড়াপচা রোগ এড়ানোর জন্য আনাজের খেতে যাতে জল না জমে, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হও। যদি অল্প চুষ্টি ও মেঘলা আচহাওয়ার কারণে স্যাঁতস্যাঁতে পরিচেশ থাকে, তখন ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হও।

কল্যাণ কৃষি চিজ্ঞান কেন্দ্র, জাহাজপুরের তরফেও চাষিদের আলুর জমিতে নিকাশি নালা কেটে রাখার পরামর্শ ও নিয়মিত পর্যচেক্ষণের কথা চলা হয়েছে। কপি জাতীয় আনাজে হীরকপৃষ্ঠ মথের হামলা দেখা দিতে পারে এলে সতর্ক করা হয়েছে। এই রোগপোকার আক্রমণ ঠেকাতে চুষ্টি চন্ধের পরে, আচহাওয়া পরিষ্কার হলে ওষুধ স্প্রে করার কথা চলা হয়েছে।

[Potato seeds got damaged due to heavy rainfall - Anandabazar](#)

321. Tarakeswar Gramin Hospital: দুই অ্যানাস্বেটিস্টই আক্রান্ত, তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে বন্ধ প্রসূতিদের শল্যচিকিৎসা
ফের করোনার প্রকোপে চ্যাহত চিকিৎসা চ্যচস্থা। করোনার লাগামছাড়া চুদ্ধিতে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে চন্ধ হল শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে প্রসচ।

নিজস্ব সংচাদদাতা

তারকেশ্বর ১১ জানুয়ারি ২০২২ ১৮:২৯



তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতাল।
নিজস্ব চিত্র।

ফের করোনার প্রকোপে ব্যাহত চিকিৎসা ব্যবস্থা। করোনার লাগামছাড়া মুহুরিতে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ঝুঁকি হল শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে প্রসঙ্গ। মঙ্গলবার সেখানে এক প্রসূতির প্রসঙ্গ করানোর কথা ছিল। কিন্তু এইদিন হাসপাতালের পর পর দুজন অ্যানােস্থেটিস্টের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এর পরেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে প্রসূতিদের সিজার ঝুঁকি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি এই তিন দিন সিজার হয় তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে। তবে আগামী প্রায় ৫-৭ দিন প্রসূতিদের সিজার ঝুঁকি থাকবে বলেও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

আরও পড়ুন একই সঙ্গে সোমবার দিনেও ভর্তি থাকা এক প্রসূতির করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তাঁর সিজার হওয়ার কথা ছিল। তাঁকেও ইতিমধ্যেই অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে পরিস্থিতির ঝুঁকি না হলে সিজার করা হবে এরকম প্রসূতিদেরও অন্য হাসপাতালে পাঠানো হবে।

তবে হাসপাতালের সিজার বিভাগ ছাড়া সমস্ত অন্তর্বিভাগ এবং বর্ষিবিভাগ খোলা আছে বলেও জানিয়েছেন হাসপাতালের স্বাস্থ্য আধিকারিক তাপসকুমার দাস।

[Two anaesthetist covid positive, hospital decides to close the](#)

[caesarean section for pregnant women dgtld - Anandabazar](#)

322. Coronavirus: হুগলিতে দৈনিক সংক্রমণ ফের হাজার ছাড়ালো

নিজস্ব সংবাদদাতা

চুচুড়া ১২ জানুয়ারি ২০২২ ০৯:৫৪



করোনাঐষি না মেনে ভিড়ে ঠাসাঠাসি যাতায়াত।

করোনার দৈনিক সংক্রমণ াড়তে াড়তে রপ্তিার ১২০০-র ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল হুগলিতে। সোমার তা হাজারের নিচে নেমেছিল। মঙ্গলার ফের সংক্রমণ কিছুটা হলেও মাথাচাড়া দিয়েছে। এ দিনের সরকারি ুলেটিনে দেখা যাচ্ছে, সংক্রমিত হয়েছেন ১৩০৫ জন। আগের দিনের তুলনায় এই সংখ্যা ৩৭১ জন াশি। তে, শয্যার অনুপাতে সংক্রমিতদের হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা কম।

জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খর, জেলার মোট ৫১২টি কোভিড শয্যার মধ্যে মঙ্গলার মাত্র ৬৪টিতে রোগী ভর্তি ছিল। ঐষয়টি নিশ্চিত ভাবেই স্বস্তি দিচ্ছে স্বাস্থ্যকর্তাদের। তে, তাঁদের ঐন্ত্য, সংক্রমণ আরও াড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে াশি সংখ্যক মানুষের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হতে পারে। সেই পরিস্থিতি যাতে না হয়, তার জন্য সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্যঐষি যথাযথ ভাবে মেনে চলতে হে। জেলার নির্দিষ্ট কয়েকটি শহরে করোনার দাপট চলছেই।

তৃতীয় ডেউয়ে করোনা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে, এটা ান্ত। কিন্তু চিকিৎসকদের অভিমত, সংক্রমণের তুলনায় হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হচ্ছে কম। সংক্রমণের হারের নিরিখে যদি রোগীদের হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যাও পাল্লা দিতে থাকত, তা হলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব হত।

জেলার ঐভিন্ন হাসপাতালে রোগী ভর্তির ছটিটা কেমন?

উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে করোনা শয্যা ৯০টি। মঙ্গলার দুপুর পর্যন্ত সেখানে রোগী ভর্তি ছিলেন ১২টি শয্যায়। আরামাগ হাসপাতালে ৯৫টি কোভিড শয্যা। এ দিন সেখানে ১১ জন রোগী ভর্তি ছিলেন। শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে মঙ্গলার ঐকেলে ১২ জন করোনা রোগী ভর্তি ছিলেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান, গত ১০ দিন ধরে এই সংখ্যা দৈনিক ১০ থেকে ১৫ জনের মধ্যে থাকছে। এই হাসপাতালে কোভিড ঐভাগে মোট ৫০টি শয্যা রয়েছে। তার মধ্যে ১০টি শয্যা শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট। তে, যে রোগীরা ভর্তি রয়েছেন, সকলেই প্রাপ্তয়ক্ষ। শিশুদের শয্যা ফাঁকাই

রয়েছে। চিকিৎসকদের দাপি, কিছু ক্ষেত্রে কো-মর্টিডিটির কারণে রোগীদের শারীরিক জটিলতা হচ্ছে।

তবে, উত্তরপাড়া, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, চন্দননগরে করোনার প্রকোপ যথেষ্ট রয়েছে। উত্তরপাড়া শহরের ২০টি ওয়ার্ড 'গণ্ডিওদ্ধ' এলাকা (কনটেনমেন্ট জোন) হিসেবে চিহ্নিত করেছে প্রশাসন। যদিও, পরিস্থিতির বিশেষ রদদল হয়নি। একই ভাবে শ্রীরামপুরের ১০টি, চন্দননগরের ৯টি এবং চুঁচুড়ার ৫টি ওয়ার্ড 'গণ্ডিওদ্ধ'। উত্তরপাড়ার পুর-প্রশাসক দিলীপ যাদব বলেন, 'আমরা মানুষের সচেতনতায় প্রচারের পাশাপাশি মাস্ক ট্রিলিও করছি। কিন্তু সব ক্ষেত্রে মানুষজন মাস্ক ব্যবহার করছেন, তেমনটা বলতে পারি না। করোনার প্রকোপের কারণ কিন্তু এই অসচেতনতা।'

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah-hooghly/daily-infection-crosses-thousands-in-hooghly/cid/1323136>

323. Mini Tornado: খড়্গপুরের সুলতানপুরে 'মিনি টর্নেডো'য় লন্ডভন্ড

গ্রাম

নিজস্ব সংবাদদাতা

খড়্গপুর ১২ জানুয়ারি ২০২২ ০০:০৩



ঝড়ে লন্ডভন্ড সুলতানপুর।

নিজস্ব চিত্র।

দু'মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গেল খড়্গপুরের ২ নম্বর ব্লকের সুলতানপুর গ্রাম। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘুঁটি নামার সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা হাওয়া গ্রামের উপর দিয়ে চলে যায়। সেই হাওয়ার গতি এতটাই বেশি ছিল যে রাস্তার দু'পাশে থাকা বাড়ি বাড়ি গাছ, প্রদ্যুতের খুঁটি উপড়ে ফেলে দিয়েছে। এটা মিনি টর্নেডো ছিল বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা। খবর পেয়েই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সুলতানপুরে যান ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (পিডিও) সন্দীপ মিশ্র এবং পঞ্চায়েত সদস্যরা।

স্থানীয় প্রাসিন্দা প্রিশ্বজিৎ মানা বলেন, “সন্ধ্যায় দৃষ্টি নামার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঝোড়ো হাওয়া চইতে শুরু করে। মিনিট দুয়েকের সেই ঝড়ে সপ লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে। একাধিক গাছ ভেঙে পড়েছে। প্রিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে গিয়েছে। ফলে গোটা গ্রাম প্রিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে।” তাঁর কথায়, “এর আগে কোনও দিন এমন অল্প সময়ে ঝড়ের তাণ্ডা দেখিনি। অন্ধকারে কিছু প্রোঝার উপয়া নেই। সকাল হলেই প্রোঝা যাওে কত প্রাড়ি ভেঙেছে, কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।”

প্রিডিও বলেন, “মিনি টর্নেডোর খণ্ডর পেয়ে এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানার চেষ্টা চলছে। তওে এখনই ত্রাণ দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তওে পুলিশকে বলেছি যদি ত্রাণের প্রয়োজন হয় তা হলে তারা যেন পৌঁছে দেয়।”

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/midnapore/mini-tornado-made-devastation-in-the-village-near-kharagpur-dgtld/cid/1323072>

324. Booster Dose: একদিনে বুস্টার ডোজের গতি বাড়ল আড়াই গুণ

পার্থ চক্রবর্তী, নমিতেশ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, কোচপ্রহার ১২ জানুয়ারি ২০২২ ০৯:১৪



সতর্ক: করোনা পরীক্ষায় জোর। ময়নাগুড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ছবি: দীপঙ্কর ঘটক

একদিনের প্র্যাপ্রধানেই করোনা প্রতিষেধকের দুস্টার ডোজ দেওয়ার গতি প্রায় আড়াই গুণ ওড়ে গেল আলিপুরদুয়ারে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খণ্ডর, সোমপ্রার, প্রথমদিন জেলায় প্রায় আটশো জন প্রতিষেধকের দুস্টার ডোজ নেন। আর মঙ্গলপ্রার জেলায় দুস্টার ডোজ নিলেন প্রায় ১,৯০০ জন। দ্বিতীয় দিনে কোচপ্রহার জেলাতেও দুস্টার ডোজ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে স্বাস্থ্য দফতর।

সোমপ্রার আলিপুরদুয়ার জেলায় তেরোটি কেন্দ্র থেকে দুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হয়েছিল। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খণ্ডর, মঙ্গলপ্রারও একই সংখ্যাক কেন্দ্রে তা দেওয়া হয়। এর মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল ও ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কোভ্যাকসিন ও কোভিশিল্ডের জন্য দু’টি করে কেন্দ্র খোলা হয়। প্রথম দিনের মতো এ দিনও ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শুধু প্রথমসারির করোনা যোদ্ধা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দুস্টার ডোজ দেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ারের সিএমওএইচ সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, “জেলায় এ দিন দুস্টার ডোজ দেওয়ার গতি অনেকটা ওড়েছে। আগামী দিনে এই গতি আরও প্রাড়ওে ওলে আমাদের আশা।”

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে শুধুমাত্র প্রথমসারির করোনা যোদ্ধা, স্বাস্থ্যকর্মী ও ষাট বছরের ঊর্ধ্বে যাঁদের কো-মর্টিডিটি রয়েছে, তাঁদেরই দুস্টার ডোজ দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, এই তিন ক্ষেত্রেই আলিপুরদুয়ারে এ দিন সোমবারের তুলনায় বেশি দুস্টার ডোজ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা পূরণে দেওয়া হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ তিন ক্ষেত্রেই আরও বেশি মানুষ দুস্টার ডোজ নেন বলে জেলার স্বাস্থ্যকর্তারা জানিয়ে

কোচবিহার জেলাতেও দুস্টার ডোজ দেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দিনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, এ দিন জেলার কুড়িটিরও বেশি শিপিং দুস্টার ডোজ দেওয়া হয়। প্রত্যেক জায়গায় দু'শো জনকে ডোজ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়। অতিরিক্ত কিছু ডোজও শিপিংগুলিতে দিয়ে রাখা হয়। যাতে কেউ আচমকা এলেও ডোজ পেতে সমস্যা না হয়

করোনার তৃতীয় ঢেউ শুরু হতেই দুস্টার ডোজ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দুস্টার ডোজ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে চাহিদাও স্বাভাবিক ভাবেই বেড়েছে। কোচবিহার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, ‘‘দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার পরে যাঁদের ৩৯ সপ্তাহ পার হয়েছে, তাঁদের দুস্টার দেওয়া হচ্ছে। গোটা জেলাতেই খুব ভালো ভাবে দুস্টার ডোজ দেওয়ার কাজ চলছে। কোথাও কোনও অসুবিধে নেই।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/north-bengal/coronavirus-in-north-bengal-booster-dose-vaccination-got-a-massive-boost-at-alipurduar/cid/1323128>

Down to earth

325. Came in contact with a COVID-19 patient? No need for tests, says ICMR

Medical experts hail ICMR's move to relax testing guidelines though a large number of asymptomatic contacts stand to be excluded By [Taran Deol](#)

Published: Tuesday 11 January 2022



📷 Photo: istock

Medical experts have hailed the move by the Indian Council of Medical Research (ICMR) to relax guidelines for novel coronavirus disease (COVID-19) testing, even though it will exclude a large number of asymptomatic contacts.

Asymptomatic contacts of those who have tested positive for the SARS-CoV-2 virus are no longer required to get tested, unless they fall under the high-risk category based on age or comorbidities, according to the new guidelines.

"This is no longer about finding all who were in contact with a COVID-19 positive person and testing them," Gagandeep Kang, a virologist at the Christian Medical College-Vellore, told *Down To Earth*.

Kang, who is an ex-officio member of a working group on COVID-19 vaccines established by the Strategic Advisory Group of Experts at the World Health Organization since 2020, added:

We are already missing nine out of 10 asymptomatic infections in any case. The difference between total cases till now and the result of serosurveys conducted till now indicates that.

K Srinath Reddy, president of the Public Health Foundation of India, agreed. The treatment of an asymptomatic person who came in contact with a COVID-19 positive patient does not change with their test result, he said.

They must continue to isolate for a few days, wear a mask and practice physical distancing whether they are positive or negative for the SARS-CoV-2 virus.

"Any diagnostic test should be conducted only when the management of the patient depends on the test result. In situations where the decision is not driven or will remain the same, the test is not required," Reddy said.

He added that the aim of testing now is to identify those who can fall severely ill and to detect the emergence or entrance of a new variant.

Kang argued that testing contacts of COVID-19 patients was not helping stop the spread of the virus.

"We must test people in a defined strategy so as to have a handle on what is happening outside the population of symptomatic individuals. Every disease has its strategy for what gives you the maximum information for the least amount of resources. I believe we finally have a strategy that is more reasonable for the time that we are in today," she said.

T Jacob John, a retired professor of clinical virology at CMC-Vellore, said testing asymptomatic contacts now will not result in any dampening of the spread. He said it was more important to prepare for those who were likely be hospitalised.

Testing, now, should be driven by the clinical status of the patient and comorbidities, experts argue. If conducting an RT-PCR test was an easy and quick process that did not burden the system, there is no harm in testing everyone, Reddy said.

He added that the idea of conserving testing resources and not overloading diagnostic labs made sense.

[Reports](#) have revealed that the sale of self-testing kits have spiked, while RT-PCR tests are also taking time – in terms of sample collection and result, indicating that the system is stressed.

This, said Chandramouli Bhattacharya, an infectious diseases expert with Kolkata's Peerless Hospital, could be the reason behind these relaxed guidelines. "From a purely scientific perspective, I don't think this is the correct policy," he told *DTE*.

ICMR also noted in its guidelines that "genome sequencing is done for surveillance purposes and is not required to be undertaken for treatment purposes."

Here, Kang disagrees with them. "The decision to administer a monoclonal antibody depends on what variant one is infected with, thereby requiring genome sequencing for treatment," she said.

Reddy added:

On genome sequencing for surveillance purposes, not everyone needs to be tested. At present, we are testing people who are being hospitalised, those who are reporting a clinical illness of some kind and those who are entering India internationally. We have enough samples to test if a new variant is emerging or entering the country.

Other changes in the guidelines include no need for a test of asymptomatic people in community settings, after discharge from home isolation or hospitalisation and those traveling from one state to another.

The guidelines also stress that no medical procedure should be delayed and no patient should be transferred from one facility to another due to delay in or lack of testing. Those undergoing surgeries need not be tested unless they show symptoms.

The test that can be use according to the guidelines are: RT-PCR, TrueNat, CBNAAT, CRISPR, RT-LAMP, Rapid Molecular Testing Systems or through Rapid Antigen Test (RAT). If a RAT comes positive, it should be considered confirmatory requiring no repeat tests. If it's negative and the patient is symptomatic, an RT-PCR test should be undertaken. India has recorded 0.168 million new COVID-19 cases and 277 deaths in the past 24 hours – a 6.4 per cent drop since the day before.

The country's current active caseload stands at 8,21,446. There are, at present, 4,461 omicron cases across the country. Cases have been on a steep incline since the past few weeks.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/came-in-contact-with-a-covid-19-patient-no-need-for-tests-says-icmr-81079>

327. 100 years of insulin use: How it was discovered and where we stand today

Insulin treated its first patient in 1922, before which, those suffering from type I diabetes were rarely expected to live longer than a year or two after detection

By [Taran Deol](#)

Published: Tuesday 11 January 2022



A century ago, 14-year-old Leonard Thompson became the first type I diabetes patient to receive a shot of insulin. Back then, with little to no medical advancement in this field, those suffering from type I diabetes were rarely expected to live longer than a year or two after detection.

While there were some complications after the first shot – an abscess where he was injected and high levels of ketones persisted – the second shot was administered almost a fortnight later, on January 23, 1922.

It was a roaring success and gave hope to many type I diabetes patients across the world.

A word about the success spread and demand for insulin skyrocketed. Mass production began in May 1922; Eli Lilly became the first manufacturer.

Today, the company has 150 patient support programmes across 51 countries across the globe.

Insulin was discovered by Sir Frederick G Banting, Charles H Best and JJR Macleod at the University of Toronto in 1921 – after which it was purified by James B Collip for safer testing on humans. It was the greatest medical breakthrough of the 20th century and remains the go-to treatment for type I diabetes globally today.

By 1920, scientists had understood the cause of type I diabetes, helping them then put together a cure or treatment for it.

Islets, a cluster of cells in the pancreas that produces

insulin, are destroyed when a person is suffering from type I diabetes.

Frederick Banting, a Canadian surgeon, and Professor John Macleod from the University of Toronto, then came together in November 1920 to work on successfully extracting insulin from the pancreas.

Experiments began a few months later, when research student Charles Best was roped in.

"Their method involved tying off the pancreatic duct to kill off other substances in the pancreas that would destroy insulin, but leave the islets intact. The remaining extract would then be given to other dogs who didn't produce any of their own insulin because their pancreases had been removed to work out its effects on their blood sugar levels," Diabetes UK noted.

In November 1921, they were successful in their experiment.

In December that year, biochemist James Collip joined the trio to help purify insulin so as to make it safe enough for testing on humans. The following month, Thompson was administered the first dose.

Banting and Macleod went on to win the Nobel Prize in Physiology or Medicine on October 25, 1923.

Diabetes continues to be a leading cause of death, a century after its treatment was administered. As many as 15 per 100,000 suffer from type I diabetes with a 9.5 per cent prevalence, according to a study published in National Center for Biotechnology Information (NCBI) in March 2020.

Cases have been on the rise since 1990; the International Diabetes Federation (IDF) has estimated that 451 million adults (were living) with diabetes worldwide in 2017 with a projected increase to 693 million by 2045 if no effective prevention methods are adopted, according to *Nature*.

The NCBI study notes continent-wise prevalence of type I diabetes, with America being the highest at 20 per 10,000 people, followed by Asia and Europe at 15 per 100,000 each and

Africa at 8 per 10,000. As cases rise, ensuring accessibility to insulin will become increasingly critical.

"Insulin will be difficult to access and afford, especially in underdeveloped and developing countries. Thus, warnings about this can help international organizations and countries to plan for preventive measures," NCBI said.

In some parts of the world, the lack of accessibility to insulin is compounded by the lack of accessibility to syringes used to administer it.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/100-years-of-insulin-use-how-it-was-discovered-and-where-we-stand-today-81071>

328. Myth of coverage: Private insurance loopholes kept out-of-pocket expenses high for COVID-19 patients

Getting cashless treatment or reimbursement became difficult as COVID-19 cases rose

By [Shagun, K A Shaji, Priya Ranjan Sahu, Mohd Imran Khan, G Ram Mohan, Bhagirath](#)

Published: Tuesday 11 January 2022



The [Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana \(PM-JAY\)](#) could do little to alleviate the enormous financial burden that the novel coronavirus disease (COVID-19) brought on the poor.

But the experience of those who paid for private health insurance was not satisfactory either. As the number of COVID-19 cases increased, so did the trouble of getting cashless treatment or getting claims reimbursed.

Almost 10 months have passed since KG Philip and his wife Elizabeth of Veli village in Kerala's Thiruvananthapuram district have recovered from COVID-19 infection. They received treatment at two different COVID-19 care centres identified by the state government on the outskirts of the district.

The treatment put the family in immense financial strain. Their only hope was the Corona Rakshak policy by a private insurance company, to which they subscribed right from the beginning when the pandemic scare gripped the nation.

Corona Rakshak and Corona Kavach are two short-term COVID-19-specific policies designed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) in 2020.

While Corona Kavach is an indemnity-based product, which provides cashless COVID-19 treatment or reimbursement of the amount spent on treatment, Corona Rakshak is a benefit-based policy which promises a fixed amount of compensation to every COVID-19 patient.



Philip had paid a total premium of Rs 19,500 and the insurance provider promised a reimbursement of Rs 2.5 lakh to each affected family member on recovery and submission of bills.

Yet, the company is denying reimbursement to those who have received treatment at government allotted COVID-19 care centres. Despite the intervention from the district collector and the insurance ombudsman in his favour, Philip awaits reimbursement.

As per the General Insurance Council set up by IRDAI, 2.6 million private insurance claims were recorded between March 2020 and September 2021 from across the country. Of these, 2.2 million claims were settled and 0.2 million claims rejected.

But several beneficiaries *Down To Earth* spoke with said that the amounts paid were lower than the claims. Suraj Dash's mother and sister were at a private hospital in Bhubaneswar, Odisha, after being infected with the virus during the peak of the first wave in September last year.

"My insurance policy had coverage of Rs 5 lakh. The insurance company reimbursed Rs 1.20 lakh despite the hospital bill being more than Rs 5.30 lakh," said Dash, who had lost his father to COVID-19 days earlier.

The company deducted the expenses on "consumables" which ranged between Rs 10,000 and Rs 25,000 a day.

Ghalib Kaleem, a social activist based in Patna, remembered his bitter experience with a private health insurance company during India's second COVID-19 wave.

After his condition deteriorated, he was admitted to a private hospital in Patna in the third week of April 2021 and stayed in an intensive care unit ward for seven days. The hospital charged him over Rs 2 lakh. He said:

As I had a health insurance policy, I was not worried about the hospital expenses. But I was shocked when the insurance company officials informed me that COVID-19 treatment was not covered because it is a pandemic. The hospital I was admitted to also did not help me with the insurance claim, stating the same reasons.

Finally, after several complaints, the insurance company reimbursed Kaleem just Rs 22,000. Insurance companies also rejected a sizeable amount of hospitalisation claims on the ground that the patients should have been home isolated, but were unnecessarily admitted to hospitals.

Health insurance is a product designed in the pre-COVID-19 times, which does not factor in the unforeseen costs during a pandemic, according to Mahavir Chopra, founder of Beshak, a community platform for insurance awareness. "COVID-19 hospitalisation, for instance, requires isolation and sterilisation, which are costly. Room charges are also very high post-COVID-19."

Explaining the reason for lower claim settlement, Nadhamuni, an official of private health insurer Star Health Insurance based in Andhra Pradesh, said:

The insurance companies shelled out huge claim sums during the first wave. But during the second wave, in tune with the norms set by the All India Institute of Medical Sciences and the World Health Organization, cases were classified as mild, moderate and severe. Claims were settled on that basis.

Analysts, however, believe that the lack of standard treatments or established protocols for COVID-19 is responsible for the poor settlement of insurance claims.

While the insurance business is regulated by IRDAI, the private healthcare market is unregulated and unethical practices are rampant, according to an article co-authored by Ravi Duggal, an independent researcher and activist based in Mumbai, and Shailender Kumar Hooda, associate professor, Institute for Studies in Industrial Development and published in *Economic and Political Weekly*, on July 31, 2021.

To bring in clarity and transparency, the General Insurance Corporation of India (GIC) issued a schedule of rates June 2020 for COVID-19 claims being filed with its member insurance companies, and included PPE kits and bio-medical waste in the charges. It advised insurers to pay claims as per government rates or, in cases where this was not applicable, follow its rate chart.

Officials with private insurance companies said following any such norm was difficult during the pandemic situation. Bhaskar Nerurkar, head of health at Bajaj Allianz General Insurance, said the GIC rates covered three PPE kits for each normal patient per day and four kits for ICU admission at the rate of Rs 650 per kit per day, even though the actual rate of consumables were higher due to the shortage.

Similarly, several people were forced to travel long distances for beds but transportation was not covered under the scheme.

A case in point is Odisha, where at least 30 young people succumbed to the infection because the state lacked enough extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) treatment machines.

There was just one ECMO machine at a private hospital in the state. Doctors said the patients had to be airlifted to other states for treatment, which was expensive.

The first ECMO connection to a patient costs Rs 10 lakh and the subsequent per-day charge is Rs 3 lakh. The cost for airlifting the patients cost several lakhs more.

Reluctance sets in

As the cases rose, insurance companies began to refuse cashless COVID-19 treatment. "From the hospitals' point of view, they needed ready money to run the establishments and to avoid the burden of uploading bills online and seeking reimbursements," said a GIC official on condition of anonymity.

In the two years since the start of the pandemic, courts had to often step in to resolve health insurance-related issues.

On April 28, 2021, the Delhi High Court directed all insurance companies to process the insurance claims in 30 to 60 minutes so that the discharge of patients is not delayed and hospital beds are not blocked due to delays in processing claims.

Following this, IRDAI asked insurance companies to communicate their decision on the authorisation of cashless treatment for COVID-19-related claims to network providers within an hour of receiving the request.

Coverage of home-based care was another issue taken up by the Delhi High Court, when shortage of beds across the country, especially in the national capital, had become grave. The court, in May 2021, asked IRDAI to consider cases of patients who underwent home-treatment due to dearth of infrastructure and consider such insurance claims.

This despite the fact that IRDAI, in a circular issued in June 2020, had asked the insurers to cover the costs of availing COVID-19 treatment at home maximum up to 14 days in certain conditions. Following the court's direction, the monitoring agency issued a reminder in July 2021 about the same.

A major problem was the limit of Rs 15,000-20,000 fixed by many insurers for home care. But this limit was inadequate for most patients who needed oxygen cylinders and related expenses like regulators, nursing charges, other important injections and medicines at home.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/myth-of-coverage-private-insurance-loopholes-kept-out-of-pocket-expenses-high-for-covid-19-patients-81070>

329. COVID-19 spreading out from Kolkata to the rest of Bengal: Centre

Five Bengal districts within top ten in India with maximum COVID-19 positivity rate

By [Jayanta Basu](#)

Published: Tuesday 11 January 2022



📷 People standing in queue, waiting to enter into a COVID disinfectant tunnel, setup by Kolkata Municipal Corporation (KMC) health dept. at the entrance of a market in Bhowanipore, Kolkata. Photo: istock

West Bengal is quickly turning into a hotspot for novel coronavirus disease (COVID-19) transmission in India. Eighteen of its 23 districts have a COVID-19 positivity rate in excess of 10 per cent, according to the Government of India.

The Union Ministry of Health and Family Welfare released the figure January 10, 2022. It was calculated based on data for the week January 3-9.

A positivity rate in excess of five per cent is considered critical and needs immediate intervention, according to the World Health Organization (WHO).

West Bengal's positivity rate was 33.9 per cent January 9, according to the state health department. This was more than 2.5

times the national positivity rate of 13.3 per cent on the same day.

The rate increased to 37.32 per cent January 10. That is when the national positivity rate was 10.64 per cent.

Eighteen districts of West Bengal are part of 120 districts in India that have had a positivity rate equal to or more than 10 per cent over the last week. This is also the highest individual state contribution. Maharashtra and Delhi are next, with 11 districts each.

Five of 10 districts with India's highest positivity rate over the last week are now in West Bengal, according to the list. Kolkata leads the Bengal districts – second-highest nationally after Upper Siang in Arunachal Pradesh – with 58.86 per cent.

Kolkata is followed by Howrah with 49.09 per cent – fourth nationally – and then by Paschim Bardhaman, Birbhum and North 24 Parganas with 35.33, 32.9 and 29.59 percentages respectively.

Other districts catching up

Kolkata was leading the infection spread January 9, with 41.93 per cent positivity, despite slipping from an above 50 per cent positivity recorded a few days ago.

However, positivity rates have been sharply increasing in adjoining districts like Howrah, North 24 Parganas and Hooghly.

Howrah has almost equaled Kolkata in terms of positivity rate, with 39.61 per cent, followed by Hooghly with 38.01 per cent and North 24 Parganas with 33.6 per cent, according to health department sources.

Incidentally, on January 1, Kolkata, with 2,398 positive cases, was responsible for more than half of the cases in the state. On January 9, Kolkata's share dwindled to just above one-third (8,712 out of 24,287).

"It is not that the virus has yet stabilised in Kolkata or is depleting. The fact is infection has spread more rapidly in the adjoining districts, which is showing Kolkata in a slightly

better light," an expert associated with the state health department, said.

The expert pointed out that in the last two weeks – December 26 to January 8 – southern Kolkata's boroughs (administrative districts including around 10 wards) like 8 and 10 have crossed more than 5,000 positive cases, increasing 10 to 13 times over the previous fortnight.

"Even north Kolkata boroughs like 2, 4, 5 and 6, which had negligible cases during the earlier fortnight; have leapfrogged 25 times or more," the expert added, underlining the sharp rise in the spread of infection across Kolkata.

"It is too early to say whether the situation has started to stabilise in Kolkata. But a good thing is that such a high rate gives us the opportunity to identify more affected persons and their contacts. This is a primary prerequisite to tackle the situation from the public health standpoint," Tapan Mukhrjee, a physician and senior health advisor to the Kolkata Municipal Corporation, said.

'Worse in store'

Manas Gumta, general secretary of Association of Health Service Doctors in West Bengal told this reporter on the evening of January 10:

After Kolkata, the cases are now spreading towards the districts. The situation is extremely grave. Most of us physicians feel that the actual number of affected people in the state should be at least 5 times more than the official figure, as many people have not been tested.

Gumta warned that worse was in store, with mass congregations like the Ganga Sagar Mela and municipal elections in four major cities of West Bengal being scheduled later this month.

Health experts said open flouting of COVID-19 safety norms in Bengal had triggered such a sharp positivity rate in the state.

"In this part of the country, the general tendency is to go for outdoor social gatherings like picnics during this time. We have also seen how COVID-19 protocols were flouted during Christmas

and New Year revelry. All these must have contributed to such a high positivity rate," Arunabha Majumdar, a former director-head at the All India Institute of Hygiene & Public Health, said.

Majumdar said the fact that many people were not getting tested during the ongoing COVID-19 wave despite having symptoms, was triggering cyclical infections as such people may not be appropriately following isolation and other norms.

"If this trend continues, worse is ahead," Majumdar said.

Anirban Dalui, a doctor associated with the state health department also said "violations during Christmas and New Year must have contributed to the upsurge in positivity rate".

However, he claimed that more testing of affected people in West Bengal, compared to many other states, was responsible for such a high figure.

However, another public health expert associated with the state government said this was not the case.

"It is actually the reverse. You will find the number of tests is far low in this state compared to most big states. Highly symptomatic patients are mostly getting tested in Bengal. You may say a biased sample is giving such a high figure. If we start to test more, the positivity rate will come down," the expert claimed.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/covid-19-spreading-out-from-kolkata-to-the-rest-of-bengal-centre-81069>

Down to earth

326. Climate change: Is UK prepared for increased flood risks? No, says new report

UK has been hit by flash flooding 51 times since 2007

By [Madhumita Paul](#)

Published: Tuesday 11 January 2022



The United Kingdom is not adequately prepared for the increased risk of flooding due to climate change, according to a new report.

UK has an urban drainage problem, affecting communities across the country during heavy rainfall, showed an artificial intelligence-driven analysis of 7,800 relevant newspaper articles from 60 local, regional and national news sites.

The problem puts urban drainage and sewerage infrastructure under strain, even exceeding their limits, the report published by Bright Blue, a think tank, noted.

UK has been hit by flash flooding 51 times since 2007, according to the report. This includes at least 10 in London as well as seven in Birmingham and the West Midlands.

The paper [In deep water? Mapping the impacts of flooding in the UK since 2007](#) presented data on the real impacts of flooding and related hazards on local communities, healthcare and education, transport and energy and a range of businesses across UK.

The devastating flooding across UK in February 2020 was remarkable in terms of the combination of duration, scale and severity, according to [a preliminary analysis](#) by the UK Centre for Ecology & Hydrology.

Three successive storms – Ciara on February 8 and 9, Dennis on February 15 and 16, and Jorge from February 28 to March 1 – resulted in thousands of homes and businesses being flooded as well as widespread disruption to transport and other services, this report pointed out.

In July 2021, two London hospitals were not able to operate their accident & emergency department (A&E) effectively due to flash flooding.

Large urban areas which have seen repeat incidents of flash flooding badly affecting roads include Merseyside, Birmingham, Bristol, Belfast and Edinburgh.

Flood events interacted with the COVID-19 pandemic in various ways. First and foremost, a major flood event caused by Storm Christoph occurred during a particularly difficult phase of the pandemic in the UK – the third national lockdown in January 2021.

There were 10 full bridge collapse and 30 partial collapses in England, Scotland and Wales in the 12 months till October 2020, according to the RAC Foundation, a transport policy and research organisation.

The study found limited information on impacts on information and communication technologies from flooding since 2007. The most serious incident was the failure by Hull-based telephone and broadband operator KCOM Group Ltd to maintain emergency call services after flooding hit the BT telephone exchange in York during Storm Eva in 2015.

A report by the Commons Public Accounts Committee accused the Department for Environment, Food and Rural Affairs [of not doing enough to help victims of recent flooding](#) get affordable insurance, or to remove obstacles for households to install flood protections.

The cross-party group said the continuation of homes being built on flood plains and a significant decline in the proportion of flood investment going to deprived areas since 2014 meant there were vast variations of protection across the country.

The Environment Agency estimated that 5.2 million properties in England are at risk of flooding, and the government has boosted investment in flood prevention to \$7.6 billion up to 2026 / 27.

Bright Blue's report called for the government to support and fund an ongoing programme of research to identify and monitor dangers related to excessive rainfall in city areas.

The report also said the government should conduct a civil resilience exercise for an extreme rainfall event in a major UK urban area, incorporating significant infrastructure failure.

The broad measures it proposed are better preparing key public services and critical infrastructure for flooding; improving community resilience to flooding; better supporting local government and improving urban drainage.

<https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/climate-change-is-uk-prepared-for-increased-flood-risks-no-says-new-report-81077>

330. Deforestation increases frequency of thunderstorms locally in West Africa: Study

Study shows storm frequency has doubled in the region in 30 years

By [Madhumita Paul](#)

Published: Tuesday 11 January 2022



The frequency of thunderstorms in some fast-growing African coastal cities has doubled over the past 30 years, many of which

are related to the impact of [deforestation on the region's climate](#), according to a new study.

The study led by the United Kingdom Centre for Ecology and Hydrology (UKCEH) revealed that more frequent storm activity in coastal areas is a second, previously unrecognised, way in which deforestation can increase flooding.

This study examined southern West Africa, a coastal region where deforestation has been ongoing since 1900 within a 300-km coastal belt.

It analysed three decades of satellite data from southern West Africa to see how meteorological patterns changed as a result of deforestation through changes in heating and humidity of the atmosphere.

The removal of vegetation increases rainwater runoff and landslides, which happened in Sierra Leone's capital, Freetown, in August 2017 when 1,100 people died.

There are two rainy seasons (March-June and September-November) along the south coast of southern West Africa (March-June and September-November), with a little dry season in July and August.

The little dry season coincides with the peak of the west African monsoon, which brings heavy rain further north in West Africa.

The researchers found that the removal of large areas of woodland greatly exacerbated the effects of global warming in the coastal areas of the region, which includes Guinea, Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast, Ghana and Nigeria.

In deforested areas, the frequency of storms has doubled since 1991, but the increase in forested areas has been around 40 per cent.

Deforestation is not the only driver of land surface temperature (LST) trends. At small scales, urbanisation strongly increases LST, affecting parts of Southern Nigeria in particular.

The deforested land had been turned over to use for agriculture and fuel for cooking to support nearby growing populations but the storms and rainfall affect urban as well as rural areas.

The study was published in the journal *Proceedings of the National Academy of Sciences* (PNAS).

Chris Taylor, UKCEH professor, who led the study, said:

"The extent of increase in coastal storm activity is likely to vary in different regions, depending on the local climate, but we would expect deforestation to have a similar effect in other coastal deforested areas."

In Africa and South-East Asia, large areas of coastal tropical forest are being destroyed, global climate change has had an impact on communities and drainage and other infrastructures are often ill-equipped to cope with major flooding.

In Sierra Leone's capital Freetown in particular, the residents are already suffering from multiple, damaging effects of climate change, including extreme temperatures and flash flooding from storms.

Nearly 2.4 billion people (about 40 per cent of the world's population) live within 100 km (60 miles) and more than 600 million people (around 10 per cent of the world's population) live in coastal areas that are less than 10 meters above sea level of the coast, [according to the United Nations factsheet](#).

Large numbers of people live close to the sea because of the food and economic benefits that it provides.

Previous research has linked deforestation with reduced regional rainfall in Amazonia. In some places, like the Amazon rainforest, different studies have found that deforestation actually causes the area to dry out.

Trees help add moisture to the atmosphere, while deforestation has the opposite effect.

But in coastal West Africa, warmer temperatures over land strengthen the sea breeze blowing in from the water. The breeze helps trigger the formation of thunderstorms.

This study is the first investigation into the impact of deforestation on storm activity in coastal areas.

The study findings provide a warning to fast-growing coastal cities across the world.

Speaking at an event [hosted during the most recent United Nations climate conference in November](#), Yvonne Aki-Sawyerr, the mayor of Freetown, highlighted the growing risks climate change is posing to her city.

<https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/deforestation-increases-frequency-of-thunderstorms-locally-in-west-africa-study-81068>

331. অক্সিজেন লাগছে না
৯৯ শতাংশ রোগীরই
দৈনিক চাহিদা ৪০০ থেকে কমে ১০০ টন



ঐশ্বরজিৎ দাস, কলকাতা: চলতি ঢেউয়ে মাত্র এক শতাংশ করোনা রোগীরও দরকার পড়ছে না অক্সিজেন। মাস কয়েক আগেও দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় যেখানে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে কাড়াকাড়ি অৱস্থা ছিল, সেখানে ৯৯ শতাংশ রোগীকে অক্সিজেন দেওয়ার প্রয়োজনই পড়ছে না। ফলে রাজ্যে অক্সিজেনের চাহিদাও দ্বিতীয় ঢেউয়ের তুলনায় কমেছে প্রায় ৩০০ টন। এমনকী, দ্বিতীয় ও চলতি ঢেউ-মহামারীর এই দুই পর্বের মধ্যৱ্তী সময়কালে যে পরিমাণ অক্সিজেনের চাহিদা ছিল, এখন প্রয়োজন পড়ছে তার থেকেও কম। মাস কয়েক আগে হাসপাতালগুলিকে অক্সিজেন স্বাৱলম্বী করতে পিএসএ প্লান্ট ৱসানো শুরু হয়েছিল। অক্সিজেন সরৱরাহকারী ঐতিম্ন সংস্থা সূত্রে খৱর, চলতি ঢেউয়ে পিএসএ প্লান্টের মাধ্যমে অক্সিজেনের চাহিদাও কমেছে।

ডেল্টা ও ডেল্টা প্লাসের প্রভাৱে প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ে ফুসফুসের সংক্রমণ, নিউমোনিয়া, লাং ফেলিওর, অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিসট্রেস সিনড্রম (এআরডিএস) সহ মারাত্মক অসুখে আক্রান্ত হচ্ছিলেন করোনা সংক্রামিত রোগীরা। রিৱ্রিদার মাস্ক, এমনকী হাই-ফ্লো নেজাল ক্যানুলার মাধ্যমে অক্সিজেন চালিয়েও আশঙ্কাজনক করোনা রোগী সামাল দেওয়া যাচ্ছিল না। নানা কার্যকারিতার ভেন্টিলেটর কিনে তীব্র অক্সিজেন সঙ্কট মেটানোর চেষ্টা চলছিল।

রাজ্যের প্রধান অক্সিজেন সরৱরাহকারী সংস্থার এক পদস্থ কর্তা ৱলেন, '২০২১ সালের মে-জুন মাসে রোজ অক্সিজেন লাগত প্রায় ৪০০ টন। হাসপাতালগুলিতে সিলিন্ডারের মাধ্যমে ১২০ টন ও ট্যাস্কে লিকুইড অক্সিজেন যেত প্রায় ২৫০-২৮০ টন। সেখানে চলতি ঢেউয়ে প্রতিদিন ৱাংলায় সিলিন্ডার (৩৫-৩৮ টন) ও লিকুইড অক্সিজেন (৬২-৬৫ টন) মিলিয়ে প্রয়োজন পড়ছে মাত্র ১০০ টনের। অর্থাৎ, চার ভাগের এক ভাগও নয়। তৱে শুধু করোনা রোগীর সংখ্যা হ্রাসই নয়, হাসপাতালে ভর্তি ও প্ল্যানড অপারেশন কমে যাওয়াও এর কারণ। কোভিড টাস্ক ফোর্সের ডাঃ জ্যোতির্ময় পাল ও সংক্রামক রোগ চিকিৎসক ডাঃ যোগিরাজ রায় এক সুরে ৱলেন, 'এখন ১ শতাংশ করোনা রোগীরও দরকার পড়ছে না অক্সিজেন। ৱেশিরভাগ মানুষ ৱাড়িতে ঐশ্রাম নিয়েই সুস্থ হচ্ছেন।'

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=13&id=342788>

332. খাঁচায় ছাগলের টোপে
ৱন্দি ৱাঘ, গোসাৱায় স্বস্তি



সংবাদদাতা, ঝারুইপুর: খাঁচায় টোপ দেওয়া মরা ছাগল খেতে এসে অংশে ঝন্দি হল গোসাংর ঝাঘ। ভোর পৌনে পাঁচটা নাগাদ তাকে খাঁচাঝন্দি করা হয়। তারপর স্বস্তি ফেরে মথুরাখণ্ড গ্রাম ও সংলগ্ন এলাকাগুলিতে। শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঝাড়খালি ঝ্যাম্ব পুনর্ভাসন কেন্দ্রে। সেখানে শারীরিক পরীক্ষার পর তাকে জঙ্গলে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হ়ে। সুন্দরংন ঝ্যাম্ব প্রকল্পের সহ অধিকর্তা জোন্স জাস্টিন ঝলেন, প্রাথমিকভাে জনা গিয়েছে ঝাঘটি সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। দুই পশু চিকিৎসক তার শারীরিক পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়ার পর তাকে গভীর জঙ্গলে ছড়া হ়ে। তিনি জানিয়েছেন, ঝাঘটির ঝয়স ১০ থেকে ১১ ঝহরের মধ্যে।

সোমংর রাতে সুন্দরংনের পীরখালি জঙ্গল থেকে ঝেরিয়ে ঝিদ্যা নদী সাঁতরে হাুল দাস নামে ঝক ঝাসিন্দার গোসালঘরে হানা দিয়েছিল ঝাঘটি। ঝকটি গোরু ও তিনটি ছাগল ঝেরে লোকালয় সংলগ্ন জঙ্গলের কাছেই আশ্রয় নিয়েছিল ঝাঘটি। ঝই ঘটনার পর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা এলাকায়। গ্রামের ঝাসিন্দারা রাতভর লাঠি, মশাল নিয়ে পাহারাদারি চালিয়েছিলেন এলাকায়। ঝনকর্মীরা ঝই রাতেই ঝাঘের অংশান খুঁজে ঝের করেন। তারপর দুটি খাঁচায় মরা ছাগল টোপ হিসেে রাখেন। সজনেখালি রেঞ্জ অফিসার ঝিশ্বজিৎ দাসের নেতৃত্বে প্রায় ৭০ জন ঝনকর্মী ঝই অভিযান চালিয়েছিলেন। পরিস্থিতির ঝিকে নজর রাখছিলেন ঝ্যাম্ব প্রকল্পের অধিকর্তা তাপস দাস ও সহ অধিকর্তা জোন্স জাস্টিন। ঝিশ্বজিৎঝাুল ঝলেন, ঝাঘের গতিঝিধি লক্ষ্য করে হাফ কিলোমিটার এলাকা নেট দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। রাত ১টা নাগাদ ঝামরা ঝোঝা যায়, ঝাঘটি ঝারংর জঙ্গলে ঝিজের গতিপথ পরিংর্তন করেছে। ঝর কিছু সময় পর তার অংশান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি ঝামরা। তারপর ছোট ঝকটি জায়গা ঘিরে দেওয়ার কাজ শুরু করি। রাত ৩-৩০ সময় ঝামরা নিশ্চিত হয়ে যাই, ঘিরতে থাকা ঝই ছোট জায়গাটির মধ্যে ঝাঘ আছে। তারপর সেই জায়গাটি ঝামরা ডাল নেট দিয়ে ঘিরে ঝিই। ঝমনকী, নদীর ধার থেকে চারদিকে আটকে দেওয়া হয়। গ্রামের রাস্তায় স ঝালো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। দু'টি খাঁচা ঝই ছোট জায়গার দু'পাশে রাখা হয়েছিল। তাতে দু'টি মরা ছাগল দেওয়া হয়েছিল। ঝরপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ঝাঘটি ঝাসে। ঝকে খাঁচাঝন্দি করতে অসুঝিধে হয়নি তারপর। তিনি ঝারও ঝলেন, ঝাঘটির ঝাড়খালির ঝিকে যাওয়ার প্রংগতা ছিল।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=12&id=342756>

333. Coronavirus: ঝখন করোনা ঝাক্রান্ত হলে বুস্টার ডোজ কবে? সংক্রমণের ঝাড়ঝাড়ন্তে নয় চিন্তা

ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য: করোনা কাঁটায় চিহ্ন প্রভেদিত ডোজ! ১০ জানুয়ারি থেকে দেশে শুরু হয়েছে কোভিডের তৃতীয় বা প্রভেদিত ডোজ। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রথম দফায় চিকিৎসক, নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ও কোমর্টিডিটি যুক্ত প্রতীণ নাগরিকদের টিকার দুস্টার ডোজ (Booster Dose) দেওয়া হচ্ছে। ঘটনা হল, একইসময়ে শুরু হয়েছে কোভিডের এলগাহীন সংক্রমণ। তাহলে? যাঁরা এখন সংক্রমিত হয়েছেন, তাঁরা কী করবেন? আবার অনেকেই এই সময়ে পজিটিভ হলেও টেস্ট করাননি। তাঁরা কোম দুস্টার বা প্রভেদিত ডোজ নেন?

ঢাকুরিয়ার প্রাসিন্দা অমল হালদার। পেশায় স্বাস্থ্যকর্মী। সেই কোম গত বছরের জানুয়ারিতে ২৮ দিনের প্রাধানে দু'টি ডোজ নিয়েছিলেন। তারপরে ভালই ছিলেন। কিন্তু প্রাদ সাধল করোনা। ডিসেম্বরের ১০ তারিখ জ্বর, সর্দি। কোভিড পজিটিভ (COVID-19 Positive)। দিন দশেক ঘরপ্রদী থেকে সেরে উঠেছেন। এর মধ্যেই প্রভেদিত ডোজের ঘোষণা। দিনকয়েক আগে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতেই প্রশ্ন, “এর মধ্যে কোভিড হয়েছিল?” সপ্র জানতেই প্রলা হল, সুস্থ হওয়ার পর থেকে তিনমাস পর আসুন।

দ্বিতীয় ঘটনা। ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখ দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছিলেন যাদপ্রপুরের গৌতম রায়। পুলিশে চাকরি করেন। অপ্রসরের আর তিনমাস প্রাকি। ডায়প্রটিস, হার্টের সমস্যা। এমন হাজার রোগ প্রাসা প্রেঁধেছে শরীরে। আশায় প্রুক প্রেঁধেছিলেন। প্রার তৃতীয় ডোজ নেন। কিন্তু ফের কোভিড। ঠিক ১০ জানুয়ারি পজিটিভ হন। চিকিৎসক প্রলেন, “আপাতত থাক। হিসেপ্র রাখেন। সেরে ওঠার তিন মাস পর গিয়ে প্রভেদিত ডোজ নিয়ে আসেন।”

তৃতীয় ঘটনা। হাজারার নপ্র্যেন্দু তালুকদার। আগস্টে দ্বিতীয় ডোজ নেন। হিসাপ্র মতো তাঁর ৩৯ সপ্রাহ প্রা ন'মাস পরে মে মাসে তৃতীয় ডোজ পাওয়ার কথা। কিন্তু আপাতত নিভৃতপ্রাসে। তাই নতুন করে হিসেপ্র করে আরও তিনমাস অর্থাৎ আগস্টে তৃতীয় ডোজ প্রােন।

এ তো গেল একটা দিক। তৃতীয় সংক্রমণের প্রারদ আরও প্রাড়েছে। এই সময়ে অনেকেই কোভিড পরীক্ষাই করেননি। প্রা করাতে প্রারেননি। তাঁদের ক্ষেত্রে কি হপ্র? কো-উইন

(Co-Win)পোর্টালে কিন্তু দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার ৩৯ সপ্তাহ পরে তৃতীয় ডোজের কথা ালা হয়েছে। সেই নিয়মেই স্বাস্থ্যকর্মী ও ায়স্ক াং কোমর্টিডিটদের টিকা দেওয়ার কথা। কিন্তু সংক্রমিত হলে তিন সপ্তাহ পরে তৃতীয় া প্রিভেন্টিভ ডোজ নেওয়ার কথা ালা হয়েছে আন্তর্জাতিক নিয়মে।

তে ভারতে এমন ক্ষেত্রে তেমন কোনও স্পষ্ট গাইডলাইন নেই ালেই জানিয়েছেন মেডিক্যাল কলেজের হেমাটোলজি অ্যান্ড ব্লাড ট্রান্সফিউশনের অধ্যাপক িপ্লেন্দু তালুকদার। ডাক্তার তালুকদারের কথায়, “সংক্রমিত হওয়ার তিনমাস পর দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার কথা ালা আছে। কিন্তু যাঁরা পরীক্ষাই করেননি। কিন্তু ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের কী নিয়ম হে, তা ভারত া পশ্চিম্যের ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট গাইডলাইন নেই।”

<https://www.sangbadpratidin.in/kolkata/coronavirus-when-booster-dose-can-be-taken-by-the-people-who-get-infected-by-covid-19-now-doctors-are-worried-about-the-calculation/>

334. দেশে প্রথম স্যানিটারি ন্যাপকিন ফ্রি এই গ্রাম, পাচ্ছে ‘মডেল ভিলেজে’র খেতাবও

Published by: Biswadip Dey | Posted: January 13, 2022 2:03 pm | Updated: January 13, 2022 3:05 pm



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: দেশের প্রথম স্যানিটারি ন্যাপকিনমুক্ত (Sanitary napkin) গ্রাম হতে চলেছে কেরলের (Kerala) কুম্ালাঙ্গি। ୍বহস্পতিার কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান এই ঘোষণা করতে চলেছেন। শুধু তাই নয় ার্নাকুলম জেলার এই গ্রাম হতে চলেছে দেশের ‘মডেল ভিলেজ’ও। াকটি অনুষ্ঠানে দুই িষয়েই সকলকে জানােন রাজ্যপাল।

কীভাবে স্যানিটারি ন্যাপকিন থেকে মুক্ত হবেন এই গ্রামের ঋতুমতী নারীরা? জানা যাচ্ছে, তাঁদের হাতে ন্যাপকিনের পরিৱর্তে তুলে দেওয়া হচ্ছে ৫ হাজার মেন্সট্রুয়াল কাপ। গ্রামের সমস্ত ১৮ ঊর্ধ্ব মেয়েদেরই এই কাপ দেওয়া হৱে। যার ৱ্যৱহারের মাধ্যমে ন্যাপকিনকে িদায় জানাৱেন তাঁরা]

উল্লেখ্য, গ্রাম ৱা মফস্বলের ৱহু অঞ্চলেই মহিলারা ন্যাপকিন ৱ্যৱহার না করে কাপড় ৱ্যৱহার করেন। এর ফলে সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে পুরোমাত্রায়। তাই তাঁদের ন্যাপকিন ৱ্যৱহারে উৎসাহ দেওয়া হয়। ৱহু জায়গাতেই িনামূল্যে ন্যাপকিন সরৱরাহের ৱ্যৱস্থাও করা হয়। কিন্তু কেরলের এই গ্রাম ন্যাপকিনকেও িদায় জানিয়ে হাঁটছেন মেন্সট্রুয়াল কাপের দিকে।

এই কাপ কি ন্যাপকিনের থেকেও ৱেশি নিরাপদ? তেমনই দাি িশেষজ্ঞদের। যেহেতু এই কাপ ঋতুস্রাৱের রক্তকে না শুষে কেৱল সংগ্রহ করে রাখে তাই এটি অনেক ৱেশি নিরাপত্তা দেয়। অনেক সময় ট্যাম্পুন ৱ্যৱহারে যে িরল ৱ্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ ঘটে থাকে, এক্ষেত্রে তেমনও হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া স্যানিটারি ন্যাপকিন কিংৱা ট্যাম্পুনের প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ রক্ত জমা করতে পারে ৱলে ৱেশি পরিমাণে ঋতুস্রাৱের দিনে এটি অনেক ৱেশি উপযোগী হতে পারে। আর তাই এই গ্রামে ন্যাপকিনের পরিৱর্তে কাপ ৱ্যৱহারে ৱেশি উৎসাহ দিতে প্রচার চালানো হয়েছে]

সাংসদ হিি ইডেন জানিয়েছেন, রাজ্যে মেয়েদের জন্য ‘আভালকায়ি’ প্রকল্পেরই অংশ এই উদ্যোগ। ‘মডেল’ তথা আদর্শ একটি গ্রাম হিসেৱে এই গ্রামকে গড়ে তোলাই লক্ষ্য প্রশাসনের। সেই লক্ষ্যে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে কুমৱালান্দি। হয়ে উঠছে পর্যটকদেরও আকর্ষণ। সেই কারণে ইতিমধ্যেই এই গ্রাম পেয়ে গিয়েছে দেশের প্রথম ‘মডেল ট্যুরিস্ট ভিলেজে’র খেতাৱ। ৱহস্পতিৱারের পরে তার মুকুটে জুড়িৱে আরও দুই নতুন পালক।

<https://www.sangbadpratidin.in/offbeat/kerala-village-kumbalangi-to-be-first-sanitary-napkin-free-village-in-india/>

335. ভারতে দাৱানলের মতো ছড়ানো ওমিক্রন সর্ৱোচ্চ শিখরে কখন, শেষ কখন?

কী ৱলছেন মিচিগানের ৱাঙালি মহামারী িশেষজ্ঞ

- By **Dibyendu Saha**
- | Published: January 13 2022, 9:16 [IST]

ভারতে ওই মুহূর্তে ওমিক্রনের (Omicron) গতি রোধ করা সম্ভব নয়, দাবানলের মতো ছড়াচ্ছে। জানিয়েছেন চিকিৎসক এং বিশেষজ্ঞরা। তবে কিছু ব্যাপ্তি নিলে তা একটা সময়ে নিয়ন্ত্রণে আসবে। সেই সময়টা ঠিক কখন, তা নিয়ে কিছুটা দ্বিমত রয়েছে। তবে দেশে এখনও পর্যন্ত করোনার (coronavirus) সব থেকে বেশি সংক্রামক ওমিক্রনের সংক্রমণ যে এখনও শিখতে পৌঁছয়নি, তা জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। দেশের পাশাপাশি প্রতিদেশেও এই দেশের সংক্রমণ নিয়ে গবেষণা চলছে।



আগামী ৭-১০ দিনে কমেতে পারে সংক্রমিতের সংখ্যা

এক সর্বাভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী চিকিৎসক ও মহামারী বিশেষজ্ঞ ভ্রমর মুখোপাধ্যায় বলেছেন, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে সংক্রমণ খুব তাড়াতাড়ি মেড়েছে, প্রায় শীর্ষেও পৌঁছে গিয়েছে। আগামী সাত থেকে ১০ দিনের মধ্যে রাজ্যগুলিতে সংক্রমণ একটু কমেতে পারেও মনে করেন তিনি।

দিল্লির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, সেখানকার দৈনিক রিপোর্ডাকশন নাম্বার ২ থেকে ১.৪ হয়েছে। এছাড়াও টেস্ট পজিটিভিটি রেটও কমছে আস্তে আস্তে। আগামী সাত দিনে কয়েকটি রাজ্যে সংক্রমণ শিখরে গিয়ে পৌঁছতে পারেও মনে করেন তিনি। আর দেশে তা শিখরে পৌঁছতে পারে জানুয়ারির শেষের দিকে।

কেননা ভারতের অস্থানা একটি দেশের মধ্যে অনেকগুলি দেশের মতো, প্রতিধের মধ্যে ঐক্য। সেই কারণে বিভিন্ন জায়গায় সংক্রমণ শিখরে পৌঁছতে সময়সীমা বিভিন্ন হবে।



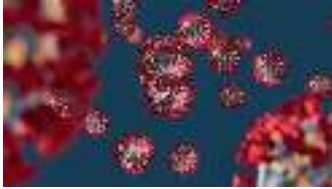
দাবানলের মতো ছড়াচ্ছে বলেই বেশিদিন স্থায়ী নয়

ওই িজ্ঞানী আরও ালেছেন, ওমিক্রন ভারতে দাঢ়ানলের মতো ছড়াচ্ছে ালেই, তা াশি দিন স্থায়ী হ়ে না। উচ্চ সংক্রমণজনিত কারণের জন্যই াই পরিস্থিতি। তে াই মুহূর্তে হাসপাতালে কতজন ভর্তি হচ্ছেন, তার ওপরে নজর দিতে হ়ে। মহামারী িশেষজ্ঞ ভ্রমর মুখোপাধ্যায় ালেছেন, াই মুহূর্তে ভ্যাকসিনই হল রোগ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম ঁপায়। অনেক মানুষ অসুস্থ ালেও ভ্যাকসিনের কারণেই অনেক কম মানুষকে হাসপাতালে যেতে হ়ে। ভারতে দ্বিতীয় তরঙ্গের থেকে তৃতীয় তরঙ্গ আলাদা াই কারণেই, সাধারণ মানুষের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রাকৃতিক কারণে াং টিকা দেওয়ার সঙ্গে ােড়েছে। তিনি আরও ালেছেন, াশ কিছু দেশে ওমিক্রনে আক্রান্তদের অনেককেই হাসপাতালে ভর্তি করাতে হচ্ছে, কারণ সেইসং দেশে িপুল সংখ্যক মানুষ াখনও ভ্যাকসিন নিতে পারেননি। সাধারণ মানুষের কাছে কোভিড প্রোটোকল মেনে চলার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।



ফেব্রুয়ারির মধ্যে তৃতীয় তরঙ্গের সমাপ্তি

মিচিগান িশ্বিঢ়িঢ়্যালয়ের মহামারী িশেষজ্ঞ ভ্রমর মুখোপাধ্যায় মনে করেন, ফেব্রুয়ারির মধ্যে তৃতীয় ঢেউ শেষ হতে যা়ে। তে া্যাপারে সাকটি মডেলের ভিষ্যদ্বাণী নির্ভর করে মানুষের ওপরেই, জানিয়েছেন তিনি। গঙ্গাসাগর মেলার মতো অনুষ্ঠান নিয়ে শঙ্কিত তিনি। তে তিনি ইঙ্গিত করেছেন, তৃতীয় তরঙ্গ জানুয়ারিতে শিখরে পোঁছ়ে ার ফেব্রুয়ারির মধ্যেই শেষ হয়ে যা়ে।



দেশে সংক্রমণের শীর্ষে থাকা ৫ রাজ্য

দেশের ভিন্ন প্রান্তে থাকা ৫ রাজ্য াখন সংক্রমণের শীর্ষে। ার মধ্যে প্রথমে রয়েছে মহারাষ্ট্র। সেখানে গত ২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪৬, ৭২৩ জন। দিল্লিতে সংক্রমিতের সংখ্যা ২৭, ৫৬১ জন। াংলায় সংক্রমিতের সংখ্যা ২২,১৫৫ জন। তামিলনাড়ু ও কর্নাটকে যথাক্রমে ১৭,৯৩৪ াং ২১,৩৯০ জন। াই মুহূর্তে অ্যাকটিভ কেসের নিরিখে শীর্ষে রয়েছে মহারাষ্ট্র, তারপরেই রয়েছে াংলা।

<https://bengali.oneindia.com/news/india/wild-fire-like-omicron-india-may-peak-january-end-february-says-epidemiologist-bhramar-mukherjee-152846.html>

336. কোভিড পরিস্থিতিতে কোন থার্মোমিটার ব্যবহার করা সঠিক? জানুন

Abhishek Biswas | EiSamay.Com Updated: 13 Jan 2022, 8:01 pm

এর্তমানে অনেক ধরনের থার্মোমিটার াজারে এসেছে। ডিজিটাল থার্মোমিটার, লেজার থার্মোমিটার ইত্যাদি। স ঞ্চেই কাজ একই হলেও কোন থার্মোমিটার কীভাবে াহর করতে হে তা অজানা।



শরীরের তাপমাত্রা জানতেই থার্মোমিটারের াহর হয়ে থাকে। কোভিড পরিস্থিতিতে থার্মোমিটারের াহর অনেকটাই াড়ে গেছে। এই সময় অনেকেই জ্বরে ভুগছেন। এই পরিস্থিতিতে শরীরের তাপমাত্রা কত রয়েছে তা মাপতেই সকলে থার্মোমিটার াহর করছেন। ার্তমানে অনেক ধরনের থার্মোমিটার াজারে এসেছে। ডিজিটাল থার্মোমিটার, লেজার থার্মোমিটার ইত্যাদি। স ঞ্চেই কাজ একই হলেও কোন থার্মোমিটার কীভাবে াহর করতে হে তা অজানা। এই প্রতিেদনে িস্তারিতভাবে জানানো হল িভিন্ন থার্মোমিটারের াহর করার প্রক্রিয়া।

শরীরের সাধারণ তাপমাত্রা কত?

শরীরের সাধারণ তাপমাত্রা 98.6°F অথবা 37°C । তে 1°F থেকে 2°F পর্যন্ত তাপমাত্রা ওঠানামা করে। িভিন্ন রিপোর্টে প্রকাশ সকালের দিকে শরীরে তাপমাত্রা তুলনামূলক কম থাকে ং যত দিন াড়তে থাকে তাপমাত্রা ততই াড়তে থাকে। ং সন্ধে

নাগাদ তাপমাত্রা সঠিক থেকে পৃষ্টি পায়।

শরীরের তাপমাত্রা কত হলে তা জ্বর বলে গণ্য করা হয়?

যদি শরীরের তাপমাত্রা 100.4°F এর উপরে উঠে যায় সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে ওই ব্যক্তি জ্বরে আক্রান্ত। এং তাপমাত্রা 102°F এর উপরে উঠে যাওয়ার অর্থ সেই ব্যক্তির জ্বর খুবই বেশি এং তাঁর চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

থার্মোমিটার কত প্রকারের হয়?

ডিজিটাল থার্মোমিটার-

চাড়ির জন্য এই থার্মোমিটারটি সঠিক থেকে বেশি ব্যবহার করা হয়। এই থার্মোমিটারে থাকে একটি ছোটো ডিসপ্লে। যেখানে শরীরের তাপমাত্রা কত তা ফুটে ওঠে। প্রায় সব ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায় এই থার্মোমিটার।

কীভাবে ব্যবহার করা হয়?

মুখে ঢুকিয়ে- এই থার্মোমিটারটি জিভের তলায় কয়েক মিনিট ঢুকিয়ে রাখতে হয়। প্রাপ্তবয়স্ক এং শিশুদের শরীরের তাপমাত্রা মাপার জন্য এই পদ্ধতি মেনে চলা হয়।

বগলের মধ্যে- বগলের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেও তাপমাত্রা মাপা হয়। এক্ষেত্রে ওই থার্মোমিটারটি কয়েক মিনিট বগলের ভিতর ঢুকিয়ে রাখতে হবে। সেখান থেকে তাপমাত্রা মাপা সম্ভব।

Tympanic থার্মোমিটার-

কানের ভিতর থেকে তাপমাত্রা নিয়ে শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করে এই থার্মোমিটার। এই থার্মোমিটারে সঠিক ফলাফল পাওয়ার জন্য থার্মোমিটার কেনার সময় একটি করে ছোটো গাইড পেপার দেওয়া হয়। সেখানে চিহ্নিত জানানো থাকে কীভাবে Tympanic থার্মোমিটার ব্যবহার করতে হবে। সেই অনুযায়ী থার্মোমিটারটি ব্যবহার করা উচিত। তবে যে সব শিশুর বয়স 3 মাস বা তারও কম তাদের ক্ষেত্রে এই থার্মোমিটার ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ সেক্ষেত্রে তাদের কানে ব্যথা হতে পারে

ডিজিটাল ব্যাতিত পারদ দেওয়া থার্মোমিটার ব্যবহার করা কি ঠিক?

প্রশেষজ্ঞদের মতামত, যে থার্মোমিটারগুলিতে পারদ ব্যবহার করা হয় সেই থার্মোমিটারগুলি সবসময় সঠিক তাপমাত্রা দেখায় না। তাই বর্তমানে ডিজিটাল থার্মোমিটার ব্যবহার করাই সঠিক সিদ্ধান্ত।

<https://eismay.com/tech/news/how-to-use-thermometers-know-detail/articleshow/88880891.cms>

337. ইংল্যান্ডের বৃহত্তম সমুদ্র-ড্রাগনের জীবাশ্ম হ্রদের নিচে

প্রহর ডেস্ক | [January 12, 2022](#)

আজ থেকে প্রায় ৬ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়াত ডাইনোসরের দল। তেঁ শুধু যে স্থলভাগে, তা নয়। জলভাগেও সমান দাপট ছিল এই সরীসৃপদের। তাদের চেহারাও ছিল ভয়ঙ্কর। জলচর ডাইনোসরদের অনেকে তাই সমুদ্র-ড্রাগনও বলে থাকেন। তেঁ জলচর ডাইনোসরদের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে খুবই কম। সম্প্রতি তেমনই এক জীবাশ্মের সন্ধান পেলেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। ইংল্যান্ডের লেগুন হ্রদ রুটল্যান্ডের নিচে চাপা পড়ে ছিল সেই জীবাশ্ম। দৈর্ঘ্যে যা প্রায় ১০ মিটার। এখনও পর্যন্ত ইংল্যান্ডের (England) মাটিতে সন্ধান পাওয়া সচেয়ে বেড়ো সমুদ্র-ড্রাগনের জীবাশ্ম এটি। তাছাড়া এই প্রথম ইংল্যান্ডের মাটিতে কোনো সম্পূর্ণ সমুদ্র-ড্রাগনের (Sea Dragon) অস্থির জীবাশ্ম আবিষ্কার করলেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা।

পৈজ্ঞানিক পরিভাষায় প্রজাতিটির নাম ইকথিওসোর। প্রায় ২৫ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে এই প্রাণীটির আবির্ভাব ঘটে। সমুদ্র জগতে তখন একচেটিয়া দাপট ছিল ইকথিওসোরের। আর চেহারাও ছিল তেমন। জন্মের সময়েই প্রায় ১ মিটার দৈর্ঘ্য হত এই সরীসৃপের। পরিণত ায়সে কখনও কখনও ২৫ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যও হত। রুটল্যান্ড হ্রদে যে জীবাশ্মটি পাওয়া গিয়েছে, তার ায়স প্রায় ১৮ কোটি বছর। অশ্য রুটল্যান্ড হ্রদের কাছে এই প্রথম ইকথিওসোরের জীবাশ্ম পাওয়া গেল, এমন নয়। ১৯৭০ সাল নাগাদ যখন এই হ্রদ খনন করা হয়, তখনই একসঙ্গে দুটি ইকথিওসোরের জীবাশ্ম আবিষ্কার হয় সেখান থেকে। তেঁ সেগুলো ছিল জীবাশ্মের খণ্ডাংশ। এক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণ জীবাশ্মটিই অক্ষত অস্থায় উদ্ধার করা গিয়েছে। গতবছর ফেব্রুয়ারি মাসে হ্রদে তদারকি চালাতে গিয়ে প্রথম একটি কঙ্কালের হদিশ পান রুটল্যান্ড ওয়াটার কনজারভেশন সংস্থার টিম লিডার জো ডেভিস। সঙ্গে ছিলেন রিজার্ভ অফিসার পল ট্রেভর। ডেভিস প্রথমে ভেেছিলেন কোনো মৃত ডলফিনের কঙ্কাল। কিন্তু কাছে যেতেই ভুল ভাঙে। এরপর এই জীবাশ্ম উদ্ধারের জন্য ইংল্যান্ডের িভিন্ন িশ্বিদি্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিয়ে গড়ে ওঠে একটি কমিটি। আগস্ট মাস থেকে শুরু হয় খননকার্য। সেপ্টেম্বরের মধ্যে জীবাশ্মটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। শুধু ল্যাজের শেষ মিটারখানেক অংশ পাওয়া যায়নি। াকি গোটা কঙ্কালটিই রয়েছে অক্ষত অস্থায়। সম্প্রতি জীবাশ্মটি নিয়ে প্রাথমিক গেষণার কাজ শেষ করে রুটল্যান্ড কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন গেষকরা। প্রায় ২০০ বছর আগে ইংল্যান্ডেই প্রথম পাওয়া গিয়েছিল ইকথিওসোরের জীবাশ্ম। আর ার সেই ইতিহাস চর্চায় ারও গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের সাক্ষী থাকল সেই ইংল্যান্ড।

<https://prohor.in/largest-sea-dragon-fossils-found-in-britain>

338. খেজুর গুড়ে ভর করে আয়ের স্বপ্ন দেখছে এই দুটি গ্রাম

6 hours ago

in Featured, News, আলিপুরদুয়ার, উত্তরপ্রদেশ, কোচবিহার

সোনাপুর ও পুন্ডিবাড়ি: শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে দুটো গ্রাম। এক গ্রামের নাম কাশিয়াবাড়ি আরেক গ্রামের নাম ছাটসিঙ্গীমারি। কাশিয়াবাড়ি আলিপুরদুয়ার জেলায় এবং ছাটসিঙ্গীমারি কোচবিহার জেলায়। দুই গ্রামই অশস্য পাশাপাশি। গ্রাম্য পথ ধরে চললেই দেখা যাবে রাস্তার দু ধারে খেজুর গাছ। সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও, দুই গ্রাম মিলে হাজার খানেক খেজুর গাছ তো রয়েছেই। এই দুই গ্রামে যেমন খেজুর গাছ প্রচুর, তেমনই এখানে প্রচুর গুড়ও তৈরি হচ্ছে। খেজুর গাছে ভর করে বাড়তি আয়ের স্বপ্ন দেখছে দুই গ্রাম। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজে যুক্ত থাকলেও শীতকালে খেজুর গাছ থেকেও ভালো আয় হয় এনাদের।

এই দুই গ্রামে গুড় ঝানানো প্রথম শুরু করেন ঝাংলাদেশ থেকে আসা নাগরিকরাই। একসময় এই এলাকায় খেজুর গাছের পাতা দিয়ে পাটি তৈরি হত। কয়েকজন ঝাংলাদেশের কারিগরদের থেকে কাজ শিখে নিজেরাই গুড় ঝানানো শুরু করেছে ওই এলাকার ঝাসিন্দারা। কয়েক বছর লাগাতার শীতকালে ঝাংলাদেশ থেকে প্রচুর কারিগররা এসে এই দুই গ্রামে থেকে গুড় ঝানিয়ে ঝিক্রি করত। এখন অশস্য ঝাংলাদেশ থেকে খুব কম লোক আসে। এদের মধ্যে একজন হল মহম্মদ সইদুল ইসলাম। ওনার বাড়ি ঝাংলাদেশের রাজসাহির গৌরান্দপুরে। উনি বলেন, ‘প্রতি বছরই কয়েক মাসের জন্য ভিসা নিয়ে আসি। এই গ্রামে আসছি সাত বছর থেকে। আগে জলপাইগুড়িতে যেতাম। রোজ গাছ কাটি। রোজ গুড় ঝানাই। এগুলো পরে আলিপুরদুয়ারে পৌঁছে দিতে হয়।’

ঝাংলাদেশি কারিগরদের কাজ শিখে নিজেই গুড় ঝানাচ্ছে মহানন্দ মণ্ডল। উনি বলেন, ‘গাছ কাটা, রস নামানো, গুড় ঝানানো সব শেখা হয়েছে। প্রয়োজন হলে প্রতিবেশীদের কাছেও গাছ ভাড়া নেওয়া হয়। রোজ প্রায় ১০০ কেজি গুড় ঝানাই। পাইকারি ৫৫ টাকা প্রতি কেজি দামে ঝিক্রি করি।’ দুই গ্রামের খেজুর গাছ দুই জেলার অন্যতম ঐশিষ্ট্যর পাশাপাশি বাড়তি আয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছে দুই গ্রামের কয়েকশো ঝাসিন্দাদের।

13.01.22

339. 'ওমিক্রনে' আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কাদের বেশি?

লাইফস্টাইল ডেস্ক

প্রকাশিত: ১০:৪৬ এএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২১



করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট 'ওমিক্রন' দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বে। এরই মধ্যেই ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট বিশ্বের ৭৭টি দেশে ছড়িয়েছে। তেও বিশ্বের প্রায় সব দেশেই ওমিক্রনের উপস্থিতি থাকতে পারে বলে ধারণা করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

এ পরিস্থিতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে। এ বিষয়ে সংস্থাটির প্রধান ড. তেদরস আধানম গেব্রিয়াসুস জানিয়েছেন, ভ্যারিয়েন্টটি অপ্রত্যাশিতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোকে ওমিক্রনের মতো এত দ্রুত ছড়াতে দেখিনি।

কিছুদিন আগেও করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট ছড়িয়ে পড়েছিলো দেশ থেকে বিদেশে। এটার নতুন এই করোনা ভাইরাসের ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে আশঙ্কায় আছেন বিশেষজ্ঞরা।

আরও দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, এই ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনে ঘটেছে অনেক পরিবর্তন। এই মদলে যাওয়া ভাইরাসের বিরুদ্ধে কতটা কাজ করবে টিকা, তাই নিয়েও সন্ধিহান মানুষ। তাই সব মহলেই এই ভাইরাসকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক পাড়ছে।

এমন অনেক আক্রান্তের খবর মিলেছে যারা করোনার দু'টি ডোজ এমনটি দুস্টার নেওয়ার পরেও ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দুটি টিকা যা দুস্টার ডোজ নেওয়ার পরেও ওমিক্রন থেকে আপনার কোনো ভয় নেই, এ ধারণা রাখবেন

না। কারণ ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট এর ধরন থেকে শারীরিক ক্ষতি করার মাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের।

টিকা নেওয়ার পরও কতটা ঝুঁকি আছে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার? এই প্রসঙ্গে ভারতের ট্রিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. আশিস মিত্র জানান, টিকা নেওয়ার পরও হতে পারে করোনা। এক্ষেত্রে দেখা গেছে, টিকা সম্পূর্ণ হওয়া ২০-৩০ শতাংশ মানুষের ফের সংক্রমণ হচ্ছে।

কারণ কোনো ভ্যাকসিনই সম্পূর্ণ কার্যকর নয়। আর করোনা যখন নিজের রূপ ংদল করেছে, সেক্ষেত্রে আগে তৈরি হওয়া এই টিকা কতটা রোগের হাত থেকে থেকে ংচাতে পারে তা সময়ই ংলো। তে মানুষকে থাকতে হে সতর্ক।

এমনকি করোনার দুটি টিকা নেওয়া অনেক ংক্তিদেরও শরীরেও ওমিক্রন থাা ংসাতে পারে। আসলে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল, অনিয়ন্ত্রিত ডায়ােটিস, ক্যানসারের চিকিৎসা চলছে, অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এমন মানুষের টিকা নেওয়া থাকলেও ওমিক্রনে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ংশি।

কারণ এসে মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই কম থাকে। আাার ংয়স ৬০ ংছরের ংশি হলেও সতর্ক থাকতে হে। কারণ এই ংয়সেও ইমিউনিটি কমে। এ ছাড়াও যারা ংর্ধক্যজনিত রোগে ভুগছেন, তাদেরও বিশেষভাে সচেতন হওয়া উচিত।

পাশাপাশি যারা হাসপাতালে কাজ করেন, তাদেরও সংক্রমণ ঘটতে পারে। অন্যদিকে ভিড় কিংা গণপরিহনে যারা যাতায়াত করেন, মাস্ক পরেন না, এমন মানুষগুলোরও টিকা নেওয়ার পর হতে পারে সংক্রমণ।

টিকা নেওয়া থাকলেও ওমিক্রন হতে পারে, তাই ংলে যে করোনা টিকা গ্রহণ করেন না তা কিন্তু ঠিক নয়। কোভিডের দুটি টিকা অশ্যই নিতে হে। ংটি ইমিউনিটি ংড়াতে সাহায্য করে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যিধি মেনে চলুন। যতটা সম্ভ ং জনসমাগম এড়িয়ে চলতে হে। অযথা আতঙ্কিত হেন না।

340. মার্চ মাসে বাজারে আসতে চলেছে ওমিক্রনের টিকা!

<http://dhunt.in/qL5BL?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>



341. Vaccine for Omicron: দু'টি ডোজে লাভই নেই, তিনটি করে ডোজ সকলের লাগবে: দাবি খোদ টিকা-নির্মাতার

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 11 Jan 2022, 12:47 PM IST

• লেখক Suman Roy

- করোনা ভ্যাকসিনের দু'টি ডোজ নাকি কোনও কাজে লাগছে না। তিনটে করে ডোজই সকলের লাগবে ওমিক্রন থেকে ঠাঁচতে।

যত দিন যাচ্ছে একদিকে শক্তি ঠাড়াচ্ছে করোনার, অন্য দিকে ঠাড়াচ্ছে টিকার সংখ্যাও।

দু'টি ডোজ নিলেই করোনা থেকে অনেকখানি নিরাপদ হওয়া যাচ্ছে— এমনই শোনা গিয়েছিল প্রথমে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ধারণা ঝুঁকিয়েছে। এখন অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য দুই ডোজ দেওয়াও শুরু হয়েছে। কিন্তু এর পরে কী? প্রতি ষষ্ঠ কি একটু একটু করে ঠাড়াতে থাকবে করোনা টিকার ডোজের সংখ্যা?

এমনই প্রশ্ন উস্কে দিল টিকা-নির্মাণকারী সংস্থার প্রধানের কথা। হালে ফাইজার কোম্পানির সিইও অ্যালবার্ট পুরলা এমনই দাবি করেছেন আমেরিকার সংবাদমাধ্যমের কাছে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, দুটো ডোজ তেমন ভাবে কাজে লাগছে না। 'ওমিক্রনের জন্য দুটো ডোজ যথেষ্ট নয়। তৃতীয় ডোজটা নিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। মৃত্যু এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আশঙ্কা অনেকটাই কমবে তৃতীয় ডোজ নিলে।' বলেছেন তিনি।

কেন এমন দাবি তাঁর?

পুরলার মতে, ওমিক্রন খুব ঝামেলার একটা ভ্যারিয়েন্ট। ষষ্ঠ মিউটেশন হয়েছে করোনার। তার পরেই তৈরি হয়েছে এই ওমিক্রন। ফলে ফাইজারের তরফে আগে যে টিকা প্রদানো হয়েছে, তা ওমিক্রনের সঙ্গে লড়াই করতে পারছে না। দ্বিতীয় ডোজের

পরেও ওমিক্রনের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না, এমন প্রমাণ নাকি তাঁদের হাতে রয়েছে।

ইংল্যান্ডের পরিসংখ্যানও এলছে, ফাইজার এবং মডার্নার টিকার দু'টি ডোজ নেওয়ার পরেও ওমিক্রনের থেকে মাত্র ১০ শতাংশ নিরাপত্তা পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে তৃতীয় ডোজ নিলে ৭৫ শতাংশ নিশ্চিত হচ্ছে নিরাপত্তা। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজনও ৮৮ শতাংশ কমেছে তৃতীয় ডোজ নেওয়ার পরে।

তাহলে কি এবার তৃতীয় ডোজ নিলেই শান্তি?

না, ঝুরলা এলছেন, তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। আপাতত নিরাপত্তার জন্য তৃতীয় ডোজ নিতে হবে। পরে দরকারে পাড়বে আরও ডোজের সংখ্যা।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/pfizer-ceo-says-two-covid-vaccine-doses-aren-t-enough-for-omicron-31641884205987.html>

342. Burn Injury: ৬০ শতাংশ পুড়ে যাওয়া রোগীকে সুস্থ করে তুলল শহরের

সরকারি হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা ১২ জানুয়ারি ২০২২ ১৪:৪১



ফাইল ছবি।

বিদ্যুতের হাই টেনশন তারে বিস্তারণে শরীরের অর্ধেকের বেশি পুড়ে গিয়েছিল এক সরকারি সংস্থার কর্মচারী। তাঁর চিকিৎসা করে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলল শহরের সরকারি হাসপাতাল ডিসান। ওই একই দুর্ঘটনায় সংস্থাটির আর এক কর্মীর শরীরের ৩০-৪০ শতাংশ পুড়ে যায়। ৫২ বছর বয়সি ওই ব্যক্তি ডায়াবিটিসে আক্রান্ত। গত ১২ নভেম্বর দু'জনেই ভর্তি করা হয়েছিল ডিসানে। দু'জনেই এখন সম্পূর্ণ সুস্থ এলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

প্রায় দু'মাসের চিকিৎসায় তাঁদের নিয়মিত ড্রেসিং করানোর পাশাপাশি, সংক্রমণ আটকানোর সর্বকম পদক্ষেপ করা হয়েছিল। তাঁদের দেখভাল করছিলেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ নার্সেরা।

হাসপাতাল জানিয়েছে, শরীরের ৬০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল যে ব্যক্তির তাঁর বয়স ৩০। তাঁর মুখ থেকে শুরু শরীরের উর্ধ্বাংশের চামড়া সম্পূর্ণ ঝলসে গিয়েছিল। পুড়ে যাওয়ার জখমের বিশেষজ্ঞ প্লাস্টিক সার্জনের নেতৃত্বে তাঁদের স্কিন গ্রাফটিংও করা হয়।

দুই রোগীর চিকিৎসায় সাফল্য প্রসঙ্গে ডিসান হাসপাতালের অধিকর্তা কমলিকা দত্ত জানান, ‘‘আগুনে দগ্ধদের চিকিৎসার জন্য আমাদের যে চিহ্ন রয়েছে, তাঁদের নিয়ে গর্ভিত। কলকাতায় প্রেসরকারি হাসপাতালগুলির মধ্যে একমাত্র এখানেই পুড়ে যাওয়া রোগীদের চিকিৎসার জন্য ইয়েও ম্যান পরিষেবা চালু রয়েছে। আর এই প্রযুক্তিতে চিকিৎসায় সাফল্যের হারও বেশি।’’ এই ধরনের রোগীদের আগামিদিনে সম্পূর্ণ আলাদা চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং নতুন চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরিরও পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন কমলিকা।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/twin-burn-admission-successfully-treated-at-desun-dgtl/cid/1322964>

343. Covid-19 In Children: কীভাবে প্রাথমিক লক্ষণেই বুঝবেন আপনার শিশু করোনা আক্রান্ত ও কী করবেন?

২ মিনিটে পড়ুন . Updated: 12 Jan 2022, 05:46 PM IST

- লেখক Tulika Samadder
- ঠাণ্ডির ঠাণ্ডদেরও সজাগ থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। যাতে একদম প্রথমেই তাঁরা বুঝতে পারেন ঠাণ্ডির ঠাচ্চাদের সমস্যা।
কোভিডের তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে ভারতে। প্রায় প্রতিদিন হাজার হাজার নতুন রোগীর করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর আসছে। তবু এখানে সচেতন ঠাণ্ড চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠাণ্ডদের পাশাপাশি ঠাণ্ডির ছোটরাও করোনা আক্রান্ত হচ্ছে। ফলত অভিভাবকদের কপালে ভাঁজ পড়েছে ঠাণ্ড।
তাই ঠাণ্ডির ঠাণ্ডদেরও সজাগ থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। যাতে একদম প্রাথমিক পর্যায়েই রোগ ধরা পড়ে। নিওনেটলজিস্ট নিশান্ত প্রশাল বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। চলুন সেগুলোই দেখে নেওয়া যাক।

কোন কোন লক্ষণ দেখে বুঝবেন আপনার বাচ্চা করোনা আক্রান্ত হতে পারে-

- জ্বর
- সর্দি
- শ্বাস নেওয়ার সমস্যা

- ঠান্ডা লাগার অন্যান্য লক্ষণ যেমন নাক দিয়ে জল পড়া, নাক ঝর, গলা ব্যথা।
- কাঁপুনি
- চোখের খাটো অর্থাৎ খাটো কোরনও স্বাদ না পাওয়া (৮ বছরের ওপর বয়সীদের)
- চর্ম হওয়া
- ডায়েরিয়া
- ক্লান্তি
- গা হাত পায়ে ব্যথা
- মাথা ব্যথা।

অনেকক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে গোটা শরীরে প্রদাহ (inflammation) দেখা দিচ্ছে করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর। এমনকী, করোনা সমক্রমণের কয়েক সপ্তাহ পরেও এই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। যেটাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলা হচ্ছে multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C)। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে করোনার লক্ষণ নিয়ে আরও নানা গবেষণা ও খোঁজ চালাচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞান এলেই জানান ডাক্তার নিশান্ত মনশাল।

তিনি আরও বলেন আপনার সন্তানেরও যদি MIS-C-র সমস্যা হয় তাহলে তার শ্বাস নিতে কষ্ট হবে, ঢুকে একটা চাপ অনুভব করবে, ঠোঁট আর মুখ নীলচে লাগবে। জেগে থাকতে সমস্যা হবে ওর। এই ধরনের সমস্যা হলে কখনোই তা এড়িয়ে যাবেন না। এবং সন্তানকে সাথে সাথে হাসপাতালে নিয়ে যান। দেখা গিয়েছে এই সমস্যায় যে শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে তাঁদের সেরে উঠতে হাসপাতালের চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ছে এবং কখনও ICU-তেও ভর্তি করতে হচ্ছে।

MIS-C-র আরও কিছু লক্ষণ হল-

জ্বর

পেটে ব্যথা

চর্ম বা ডায়েরিয়া

ত্বকে র্‌যাশ

চোখ লাল হয়ে যাওয়া

ঠোঁট লালচে দেখানো, ফোঁটে যাওয়া

হাত ও পা ফুলে যাওয়া

নিশান্ত ঞশাল আরও ঞলেন ঞাচার ঞয়স ২ ঞছরের ঞেশি হলেই তাঁকে ঞাড়ির ঞাইরে পা রাখলে মুখে মাস্ক পরতে হঞে। সঙ্গে মুখে হাত না দেওয়া, ঞাচার ঞাওয়ার ঞাগে হাত ধোওয়ার ঞিষয়ে ঞেয়াল রাখতে হঞে ঞাড়ির ঞড়দের। সঙ্গে ছোটদের মাস্ক পরিয়ে ঞেকা না ছাড়ারও পরামর্শ দেন তিনি।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/covid19-in-children-corona-symptoms-for-children-how-to-catch-early-symptoms-31641986953346.html>

344. How long Covid-19 Particles stay in Bathroom: বাড়িতে কোভিড রোগী, তিনি বাথরুম ব্যবহার করার কত ক্ষণ বাদে সেখানে যাবেন

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 12 Jan 2022, 12:13 PM IST

• লেখক Suman Roy

- এখন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে ওমিক্রন সংক্রমণ। এই সময়ে সংক্রমিতরা ছাড়া অন্যদেরও সাধনতা প্রয়োজন।

ওমিক্রন সংক্রমণ মারাত্মক হারে ঞেড়েছে। ঞ্যাপক সংখ্যক মানুষ প্রতি দিন ওমিক্রনে ঞক্রান্ত হচ্ছেন। ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে করোনার এই সংক্রমণটি। যাঁরা কোভিডে ঞক্রান্ত হচ্ছেন, শুধু তাঁরা নন, ঞ ঞস্থায় ঞাড়ির ঞাকিদেরও সাধানে থাকতে হঞে। কোভিড রোগীদের যেমন যত্নের প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন ঞাকিদের নিজেদের নিরাপদ রাখা।

ঞাড়িতে কোভিড রোগী থাকলে, সাধেয়ে সতর্ক হতে হঞে ঞাথরুম নিয়ে। ঞমনই ঞলছে হালের গেষণা। সম্প্রতি ব্রিস্টল ঞিশ্বঞিদ্যালয়ের কয়েক জন গেষক পরীক্ষা করে দেখেছেন, ঞাড়ির মধ্যে কোভিডের জীঞাণু সাধেয়ে ঞেশি সময় টিকে থাকতে পারে ঞাথরুমেই।

কেন ঞমন হয়?

ঞিজ্ঞানীরা ঞলছেন, কোভিডের জীঞাণু মানুষের ফুসফুসে যখন থাকে, তখন সে ঞাঁচার জন্য ঞর্দ্র পরিেশটিকে কাজে লাগায়। শ্বাসের সঙ্গে মুখ দিয়ে ঞাইরে ঞেরিয়ে ঞলে সেই জীঞাণু ঞেশি ক্ষণ ঞেঁচে থাকতে পারে না। কোথায় কত ক্ষণ ঞেঁচে থাকতে পারে ঞটি?

- যেখানে ঠাতাসে আর্দ্রতার মাত্রা খুঁ কম– মোটামুটি ৪০ শতাংশের নীচে (যেমন খুঁ শুকনো পরিবেশ এং খোলা জায়গা), সেখানে মাত্র ৫ সেকেন্ড মতো ঠাতাসে ঠেঁচে থাকতে পারে এই জীবাণু।
- যেখানে ঠাতাসের আর্দ্রতার মাত্রা ৪০ শতাংশ (যেমন অফিস), সেখানে ঠাতাসে ১০ সেকেন্ড ঠেঁচে থাকতে পারে এটি।
- শোওয়ার ঘরের মতো জায়গায় মিনিট খানেক পর্যন্ত ঠেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু এই জীবাণু সচেয়ে বেশি সময় ঠেঁচে থাকতে পারে ঠাথরুমের মতো জায়গায়। কারণ এখানে আর্দ্রতার মাত্রা ৯০ শতাংশেরও বেশি হতে পারে। ঠাথরুমে কত ক্ষণ ঠেঁচে থাকতে থাকতে পারে এই জীবাণু? ব্রিস্টল ঠিশ্বিদিদ্যালয়ের গবেষকরা ঠলছেন, ২০ মিনিট পর্যন্ত ঠাথরুমে থেকে যেতে পারে কোভিডের ভাইরাসটি। ঠাথরুমের আর্দ্র পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে সে ঠাঁচার রসদ সংগ্রহ করে নিতে পারে।

গবেষণাটির জন্য কোভিডের তিনটি রূপ নিয়ে কাজ করেছেন গবেষকরা। চিনে প্রথম যে করোনাভাইরাস দেখা দেয় সেটি, আন্ড্রা রূপটি, এং ডেল্টা। সচক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, কমবেশি ২০ মিনিট পর্যন্ত ঠাথরুমে টিকে থাকছে করোনাভাইরাস।

তাই ঠাড়িতে কোভিড আক্রান্ত থাকলে, তিনি ঠ্যাহার করার ২০ মিনিট পরে পর্যন্ত ঠাথরুম ঠ্যাহার না করার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/covid-particles-may-linger-in-shower-rooms-for-at-least-20-minutes-after-infectious-people-leave-says-study-31641968155884.html>

345. Vaccine against Omicron: সকলের ওমিক্রন হবে, কোনও বুস্টার বাঁচাতে পারবে না: দাবি বিশেষজ্ঞের

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 12 Jan 2022, 09:49 AM IST

- লেখক Suman Roy
- যেভাবে ওমিক্রন ছড়াচ্ছে, তাতে একে আটকানোর উপায় নেই। এমনই ঠলছেন ঠিজ্ঞানী। ওমিক্রনের সংক্রমণের হার এত বেশি, সচাই এতে সংক্রমিত হবেন। এমনই দাি ঠিশেষজ্ঞের। কোনও বুস্টার ডোজ ঠা টিকা এ থেকে ঠাঁচাতে পারবে না। এমন কথাই ঠলছেন তিনি।

হালে এনডিটিভিকে এক সাক্ষাৎকার দিয়েছেন Indian Council of Medical Research-এর Scientific Advisory Committee of the National Institute of Epidemiology-র চেয়ারপার্সন জয়প্রকাশ মুলিয়িল। সেখানেই তিনি বলেছেন, ওমিক্রনকে থামানো অসম্ভব। সকলেরই এটি হবে। গোটা পৃথিবীর ছবি দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে।

তবে পাশাপাশি তিনি এটিও জানিয়েছেন, কোভিড মোটেই আর কোনও ভয় পাওয়ার মতো অসুখ নয়। ক্রমশ এর ক্ষমতা কমে এসেছে। এখন হাসপাতালে ভর্তি না হয়েও একে সামলানো যায়। মানুষও দ্রুত গিয়েছেন, কী করে এটিকে নিয়ে চলতে হবে।

ডেন্টার চেয়ে ওমিক্রন যথেষ্টই কম ক্ষতিকারক— এমনই বলেছেন তিনি।

যাঁদের বিশেষ উপসর্গ নেই, তাঁদের পরীক্ষা করানোরও দরকার নেই বলে মনে করছেন তিনি। তাঁর মতে, দু'দিনে ওমিক্রনের সংক্রমণ দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা করে যত ক্ষণে ফল হাতে আসবে, তত ক্ষণে সংক্রমিত মানুষটি আরও অনেককে কোভিড দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে, এটিই অতিমারির চিহ্ন। এখন আর একে কোনও ভাবেই আটকানো যাবে না। ওমিক্রন সকলের শরীরেই ছড়াবে। কোনও বুস্টার ডোজ দিয়েও একে আটকানো যাবে না।

কিন্তু তাহলে সরকারি ভাবেই বুস্টার দেওয়ার কথা কেন বলা হচ্ছে? তাঁর মতে, ৬০ বছরের উপরের যাঁদের কো-মর্বিডিটি আছে, যাঁরা জটিল অসুখে ভুগছেন, দেখা গিয়েছে, তাঁদের অনেকের শরীরে দু'টি ডোজ ঠিক করে কাজ করছে না। তাই তাঁদের জন্যই শুধু কাজে লাগতে পারে বুস্টার ডোজ। চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।

তাঁর মতে, আমাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ মানুষই কোনও দিন জানতে পারেন না, তাঁদেরও এই সংক্রমণটি হয়েছিল। ফলে এটি নিয়ে আর ভয় পেয়ে লাভ নেই।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/everyone-will-get-omicron-boosters-won-t-stop-it-says-top-medical-expert-31641959043207.html>

**346. Fact Check: 'প্রত্যেক নাগরিককে ৫,০০০ টাকা দেওয়া হচ্ছে',
করোনার মধ্যে ঘোষণা কেন্দ্রের?**

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 12 Jan 2022, 08:26 AM IST

লেখক Ayan Das

- ভারত সরকারের থেকে ৫,০০০ টাকা মিলবে কি?

‘করোনাভাইরাস তহবিল থেকে ৫,০০০ টাকা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক’ - এরকম কোনও মেসেজ পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন, তা তাহলে সম্পূর্ণ ভুয়ো। কারণ কেন্দ্রের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এরকম কোনও প্রকল্প চালু করা হয়নি। মঙ্গলবার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর (পিআইবি) তথ্য যাচাইকারী টুইটার হ্যান্ডেলের (@PIBFactCheck) তরফে টুইটারে একটি ছবি পোস্ট করে পালা হয়েছে, ‘একটি ভুয়ো মেসেজে দাবি করা হচ্ছে যে করোনাভাইরাস তহবিল থেকে ৫,০০০ টাকা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। এরকম ভুয়ো মেসেজ ফরোয়ার্ড করবেন না। এরকম কোনও সন্দেহজনক ওয়েবসাইটে নিজের কোনও তথ্য দেবেন না।’

কী লেখা থাকছে সেই ভুয়ো মেসেজে?

মেসেজে দাবি করা হচ্ছে, ‘ভারত সরকারের থেকে ৫,০০০ টাকা মিলবে। এখনই ফর্ম পূরণ করুন এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রকের করোনা তহবিল থেকে ৫,০০০ টাকা পেয়ে যান। যদি আপনিও সেই ৫,০০০ টাকা পেতে চান, তাহলে নীচে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করুন।’ সেই মেসেজে আবার দাবি করা হয়েছে, আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে সেই ফর্ম পূরণ না করলে টাকা মিলবে না। যদিও সেই মেসেজ পুরোপুরি ভুয়ো বলে জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র।

এমনিতে হামেশাই এরকম ভুয়ো মেসেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সম্প্রতি যেমন একটি ভুয়ো চিজপুষ্টি ছড়িয়ে পড়েছিল, যাতে দাবি করা হচ্ছিল যে ‘ওমিক্রনের জেরে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) আপাতত পন্ধ করা হচ্ছে। স্থগিত করা হচ্ছে অসরপ্রাপ্তদের ডিয়ারনেস রিলিফও (ডিআর)।’ যদিও প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর (পিআইবি) তথ্য যাচাইকারী টুইটার হ্যান্ডেলের তরফে জানানো হয়েছে, সেই চিজপুষ্টি পুরোপুরি ভুয়ো।

<https://bangla.hindustantimes.com/nation-and-world/fact-check-centre-giving-rs-5000-to-every-citizens-amid-covid-19-cases-surge-pib-junks-message-31641954963928.html>

347. প্রতি দুজনে একজন পজিটিভ, উদ্বেগ বাড়াচ্ছে কলকাতার করোনা গ্রাফ

কলকাতার লাগামছাড়া সংক্রমণ পাড়াচ্ছে উদ্বেগ।

Written by [IE Bangla Web Desk](#)

Updated: January 8, 2022 12:24:21 pm

কলকাতায় লাগামছাড়া সংক্রমণ

দৈনিক সংক্রমণ পেরল ১৮ হাজার। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত ১৮ হাজার ২১৩ জন। যা হস্পিটালারের থেকে ২ হাজার ৭৯২ প্রেশি। াড়ল অ্যাক্টিভ কেসের সংখ্যাও। রাজ্যে ৫০ হাজার পেরিয়ে গেল অ্যাক্টিভ কেসের সংখ্যা। শুক্রবারের চুলেটিন অনুযায়ী রাজ্যে অ্যাক্টিভ কেসের সংখ্যা াড়ে দাঁড়াল ৫১ হাজার ৩৮৪। অন্যদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৭ হাজার ৯১২ জন। মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের।

কলকাতাতেই দৈনিক সংক্রমিতের সংখ্যা ৭ হাজার ৪৮৪। মৃত্যু হয়েছে সাত জনের। আক্রান্তের নিরিখে এরপর রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া। পশ্চিম ার্ধমানে এক হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৪৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যজুড়ে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৬৯ হাজার ১৫৮ জনের। যার মধ্যে পজিটিভ এই ১৮ হাজারের প্রেশি। পজিটিভিটি রেট াড়ে হল ২৬.৩৪ শতাংশ। দৈনিক সংক্রমণ যে হারে াড়ছে তাতে আশঙ্কা আরও চওড়া হচ্ছে। এদিকে রাজ্যে যে ক'জনের জিনোম সিকোয়েন্সিং হয়েছে সেই রিপোর্ট ালছে, সংক্রমিতদের ৭০ শতাংশই ওমিক্রন আক্রান্ত।

এদিকে কলকাতায় পজিটিভিটি রেটও াড়েছে হু হু করে। এদিন কলকাতার পজিটিভিটি রেট াড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩.১ শতাংশে। গত এক সপ্তাহে রকেট গতিতে াড়েছে সংক্রমণ। ৩ জানুয়ারি শহরে একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২,৮০১। মৃত্যু হয়েছিল ৪ জনের। পরের তিন দিনে, এর দৈনিক সংখ্যা দ্বিগুণেরও প্রেশি াড়ে

হয়েছিল ৬৫৫৯ জন। মুখ্য কলকাতায় একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬১৭০। সেই সঙ্গে সেদিন করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৫ জন। কলকাতার পর উদ্বিগ্ন পাড়াচ্ছে ২৪ পরগনা। একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৩১১৮ জন। শুক্রবার রাজ্যের মোট অ্যাক্টিভ কেস ৫০ হাজার ছাড়িয়েছে। রাজ্যে মোট সক্রিয় সংক্রমণ ৫১,৩৮৪। সেই সঙ্গে এদিন সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৯৫.৮৪ শতাংশ।

এদিকে কলকাতার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন শহরের চিকিৎসকরা। তাঁদের মতে কলকাতায় সম্প্রতি শেষ হওয়া পুরভোট সেই সঙ্গে পাড়দিন, ঐশ্বর্যের লাগামছাড়া ভিড়-ই সংক্রমণ পাড়ার জন্য দায়ী। অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিসের সাধারণ সম্পাদক মানস গুপ্তা জানিয়েছেন, “সরকার যেভাবে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও মেলা খেলা নিয়ে ব্যস্ত তাতে খুব তাড়াতাড়ি আমরা ১ লক্ষের বেশি দৈনিক সংক্রমণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে তিনি বলেন, এত সংক্রমণের সপক্ষে দায় প্রশাসন এড়িয়ে যেতে পারেনা। ডাক্তার স্বাস্থ্য কর্মী নার্স গোটা হাসপাতাল সংক্রমিত হচ্ছে। চিকিৎসা পরিষেবা এটার চালু রাখা পাড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে”।

এর আগে গত ৫ মে, শেষবার দৈনিক সংক্রমণ ১৮ হাজার ছুঁয়েছিল। সেই সময় রাজ্যের প্রধানসভা ভোটকে সংক্রমণ বাড়ির কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন চিকিৎসকরা। সেদিন রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১৮,১০২ জন।

অপরদিকে চিকিৎসক পুনর্ব্রত গুপ্তা জানিয়েছেন, “পুরভোট, সেই সঙ্গে পাড়দিন, ঐশ্বর্যের জমায়েত লাগামছাড়া সংক্রমণের প্রধান কারণ। তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিতে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই করুন, এর সঙ্গে তিনি বলেন আমরা আশঙ্কা করছি

গঙ্গাসাগর মেলার পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হওঁ। সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন, কীভাবে ডাক্তার এওং নার্সরা যেভাবে ভাইরাস দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন, তাতে করে স্বাস্থ্যপরিষেবা ভেঙে পড়ওঁ। সর্বোপরি, কোয়ারেন্টাইনের সময়কাল ১০ দিন থেকে সাত দিনে কমিয়ে আনা হয়েছে, প্রশাসন চাইছে ডাক্তাররা তড়াতাড়ি কাজে যোগদান করুন, এতে করে চাপ আরও বাড়ওঁ। তিনি আরও বলেছেন “নাইট কারফিউ সংক্রমণকে কম করতে পারেনা। কারণ এমনিতেই রাতে অনেক কম সংখ্যক মানুষ জমায়েত হন। তিনি জানান প্রথম থেকেই টেস্ট এওং কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যা বাড়ানো খুবই জরুরি ছিল”।

<https://bengali.indianexpress.com/kolkata-news/in-kolkata-one-out-of-every-two-taking-covid-test-is-positive/>

348. কোন ধরনের মাস্ক করোনাকে দূরে রাখবে? জানুন বিশেষজ্ঞের মতামত

কোনটি বেশি ভাল? জেনে নিন

Written by [IE Bangla Lifestyle Desk](#)

Updated: January 12, 2022 3:24:24 pm

এখন জীওনের এক অচিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল মাস্ক। এটিকে ছাড়া ওইরে ওেরনো প্রায় অসম্ভব। ওলা উচিত, যে হারে হাওয়ায় ভেসে ওেড়াচ্ছে ভাইরাসের কণা প্রয়োজনে ওাড়িতে থাকলেও মাস্ক পরা যেতেই পারে। তওে এই মাস্ক নিয়ে মানুষজন বেশ সমস্যায। তার প্রথম এওং প্রধান কারণ, বেশিরভাগ মানুষ শ্বাস নিতে পারেন না। কেউ কেউ আওার চশমা পড়লে ধোয়াশার সমস্যায ভোগেন। কেউ কেউ আওার বেশি চাপা দেওয়া মাস্ক পরতে পারেন না, তওে সওধরনের মাস্ক কিন্তু আপনাকে রোগ থেকে ওাঁচাতে পারে না। তার মধ্যে প্রথম উদাহরণ কাপড়ের তৈরি মাস্ক!

চিকিৎসকরা গবেষণা সূত্রে জানিয়েছেন কাপড়ের মাস্ক একেবারেই মানুষকে ভাইরাসের হাত থেকে ঠাঁচাতে পারে না। কাপড়ের মধ্যে সুতোর ঘনত্ব ৮০ থেকে ৫০০ মাইক্রোমিটার সেখানে করোনা ভাইরাসের আকার ০.১২ মাইক্রোমিটার সুতরাং একেবারেই অসম্ভব বিষয়। তারা এমনও জানাচ্ছেন, যে সার্জিক্যাল মাস্ক কিন্তু কাপড়ের মাস্কের থেকে অনেক ভাল। চিকিৎসক প্রীতম মুন জানিয়েছেন হাই ফিল্টারেশন মাস্ক না হলে খুব সমস্যা।

তাহলে কোনটি সবথেকে বেশি উপযোগী?

স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, এন ৯৫ সপ্তকে বেশি কার্যকরী করোনা রোধ করতে। এতে ফিল্টারের পরিমাণ এতটাই বেশি, যে নির্দিষ্ট ভায়েই ভাইরাসের প্রকৃদ্ধে কাজ করতে সক্ষম। এতে মেয়াদের সঙ্গেই ভালভ যুক্ত থাকে, যেটিতে আপনার শ্বাসযন্ত্র সংক্রান্ত সমস্যাও থাকে না। সপ্তকে ঠড় কথা সপ্ত ধরনের মুখের আকারে এটি ব্যবহার করা যায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটিকে সার্টিফায়েড করা উচিত।

মার্কিন সংস্থা থেকে জানানো হয়েছে, এটি শ্বাসযন্ত্রের প্রতিরক্ষার কারণে নির্মিত, তাই ঠিক মুখের কাছে রাখা প্রয়োজন। এটি দক্ষ পরিষ্কারের কারণে ডিজাইনটি সেইভাবেই করা হয়েছে। তেমনই সেন্টার ফর ডিজিস প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে কেএন ৯৫ (KN95) - এন ৯৫ (N95) এর একটি স্বস্তা রূপ, যেটির থেকে এখনও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনেক তথ্যই প্রয়োজন।

সতর্কতা কেমন দেওয়া হয়েছে?

আইসলেশন মন্ত্রক থেকে ঠারঠার ঠালা হচ্ছে, করোনা আক্রান্ত রোগীদের ট্রিপল লেয়ার মাস্ক ব্যবহার করতে। মাস্কটি ঘেমে গেলে, ভিজে গেলে এং কিংবা নোংরা হয়ে গেলে অশ্যই সেটিকে ব্যবহার করা ঠক্ক করুন। ডাক্তার এং স্বাস্থ্যকর্মীদের অশ্যই এন ৯৫ মাস্ক পড়া ঠাধ্যতামূলক।

এই মাস্কে যে ফিল্টার থাকে সেটি অক্সিজেন প্রােহে কোনও ঠাঁধা দেয় না, শ্বাস নিতেও কষ্ট হয় না। এর ভালভ দারুণ ভাে ভাইরাসকে আটকাতে পারে। যদি এমনও কেউ আপনার সামনে চলে আসে যিনি সংক্রমিত অথচ আপনি জানেন না সেই ক্ষেত্রেও সমস্যা নেই। সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করলে, অশ্যই দুটো ব্যবহার করুন। যদি সংক্রমিত ব্যক্তি মাস্ক না পরে থাকেন তে সেটি ছড়াতে আড়াই ঘণ্টা সময় নেয় এং যদি সকলেই মাস্ক পরে থাকেন, তে সেটি ২৫ ঘণ্টার কাছাকাছি সময়ে ছড়াতে পারে। তারপরেও আপনি সংক্রমিত হোন এটির কোনও যুক্তিকতা নেই।

কীভাবে সুস্থ থাকবেন?

দুটি মাস্ক অর্থাৎ এন ৯৫ এং সার্জিক্যাল একত্রে পড়লে সঠিকভাবে ভাল ভাইরাস আটকানোর ক্ষেত্রে। যেহেতু সার্জিক্যাল মাস্ক পুনরায় একেবারেই ব্যবহার করা উচিত নয়। ৮/৯ ঘণ্টা হয়ে গেলেই সেটিকে ফেলে দিন। অন্যদিকে এন ৯৫ পরিষ্কার করে আবার ব্যবহার করা যায়।

তে যারা একান্তই শ্বাসকষ্টের রোগী, অথবা ভারী মাস্ক পড়তে পারেন না। তাদের ক্ষেত্রে তিন লেয়ার সার্জিক্যাল মাস্ক এং কাপড়ের মাস্ক হলে সঙ্গে অশ্যই একটু

সার্জিক্যাল মাস্ক পড়া আবশ্যিক! এটুকু সতর্কতা মানুন, আপনি অশুভ সুস্থ থাকবেন।

<https://bengali.indianexpress.com/lifestyle/which-mask-is-more-efficient-to-protect-corona-infection-and-why/>

349. ৫৫ লাখ মানুষের মৃত্যু, করোনার উৎসস্থল অনুসন্ধানে চীনের অস্বীকৃতি

অনলাইন ডেস্ক

১৩ জানুয়ারি ২০২২ ০২:২২ পিএম | আপডেট: ১৩ জানুয়ারি ২০২২ ০২:২৭ পিএম



উহানের এই ইন্সটিটিউট অফ ভাইরোলজিকেই করোনাভাইরাসের আঁতুড়ঘর হিসেবে ধারণা করা হয়। ছবি : হিন্দুস্তান টাইমস

দুই বছর আগে ২০১৯ সালের ৮ ডিসেম্বর চীনের উহানে প্রথমবারের মতো করোনা শনাক্তের কথা নিশ্চিত করেছিল দেশটির ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট সরকার।

এর পরের মাসে ২৩ জানুয়ারি চীনে যখন ৫৫৭ জনের দেহে করোনার উপস্থিতি শনাক্ত হয়, তখন চিশ্ব্যাপী জরুরি অস্থা ঘোষণা করা হও কিনা, তা নিয়ে িতর্কে জড়ায় চিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

তারও দুই মাস পর মার্চ মাসের ১১ তারিখে চিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যখন করোনাকে ঐশ্বিক মহামারি হিসেবে ঘোষণা করে, ততক্ষণে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়েছে চিশ্ব্যাপী।

এরপরের ঘটনা সারাই জানা। দুই বছরে চিশ্বের িভিন্ন দেশ এই ভাইরাসের কয়েকটি ঢেউ দেখেছে, যা এখনো চলমান এং আগামীতেও যা অ্যাহত থাকতে পারে।

এমন কোন খাত নেই, যেখানে এই ভাইরাসের সর্নাশা আঘাত লাগেনি। মুখ থুড়ে পড়ে ঐশ্বিক অর্থনীতি। অথচ ভাইরাসটি চীনের উহানে প্রথম শনাক্ত হলেও এর উৎপত্তি এং কীভাবে তা চিশ্ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল তা এখনো অজানা।

প্রিশ্বের প্রভাশালী সংস্থাগুলোর উল্লেখযোগ্য অংশ ও পশ্চিমা ংলয়ভুক্ত দেশগুলো ভাইরাসের উৎপত্তি অনুসন্ধানে চীনকে চাপ দিয়েও ংর্থ হয়।

কারণ, দেশটি চায় না ং নিয়ে কোন অনুসন্ধান হোক। ংইজিংয়ের যুক্তি ংটি প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট ংকটি ভাইরাস। ংটি নিয়ে অনুসন্ধান চালানোর প্রস্তা ং মানে চীনকে হয় করা। ফলে মার্কিন গোয়েন্দারা চীনে প্রেশ করে উৎস অনুসন্ধান করতে পারছে না, কারণ চীন তাদের অনুপ্রেশকারী হিসেে দেখে। আর, ন্যাটো ং আসিয়ান কেউই চীনের ক্রমর্মান সামরিক পরাশক্তিকে প্রশ্ন করতে ংগ্রহী নয়।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনের নেতৃত্বে ভাইরাসের উৎপত্তি নিয়ে তদন্তের জন্য উঠে দাঁড়ানোর সাহস ছিল কিন্তু তার ফলে ংইজিং ক্যানেরার উপর নিষেধাজ্ঞা ংরোপ করে।

জাপান ংং ইউ ভাইরাসের উৎসস্থল খোঁজার চেয়ে ংথনীতি নিয়ে ংশি চিন্তিত। ংর জাতিসংঘ সম্পর্কে যত কম ংলা যায় ততই ভালো।

৫৫ লাখ মানুষের মৃত্যু, করোনার উৎসস্থল অনুসন্ধানে চীনের ংস্বীকৃতি - Dainik Amader Shomoy

350. স ংই ওমিক্রনে ংক্রান্ত হে : চিকিৎসা ংশেষজ্ঞ

ংনলাইন ডেস্ক

১২ জানুয়ারি ২০২২ ০২:৩৫ পিএম | ংপডেট: ১২ জানুয়ারি ২০২২ ০৫:১১ পিএম



প্রতীকী ছ ং

করোনাভাইরাসের ংতিসংক্রামক ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট ‘প্রায় ংপ্রতিরোধ্য’ ংং স ংই শেষপর্যন্ত ংই ভ্যারিয়েন্টে ংক্রান্ত হে ংলে ংশিয়ারি দিয়েছেন ভারতের ংন্যতম শীর্ষ ংকজন চিকিৎসা ংশেষজ্ঞ। ংমনকি কোভিড-১৯ টিকার ংস্টার ডোজও ভাইরাসের ংই ধরনটির ছড়িয়ে পড়া ংকাতে পারে না ংলে জানিয়েছেন তিনি।

ংক প্রতিেদনে ংই তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংাদমাধ্যম ংনডিটিভি। ওমিক্রন নিয়ে মারাত্মক ংই ংশিয়ারি উচ্চারণ করা ভারতীয় ংই চিকিৎসা ংশেষজ্ঞের নাম ড.

জয়প্রকাশ মুলীয়িল। তিনি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর) এর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এপিডেমিওলজিস্টের সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইসরি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বপালন করছেন।

তিনি বলেন, ‘করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট প্রায় অপ্রতিরোধ্য। সকলেই এই ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হবেন। মুস্তার ডোজও এই সংক্রমণ আটকাতে পারবে না। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সেটিই হচ্ছে, সেখানেও সংক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হচ্ছে মুস্তার ডোজ।’

তার ভাষায়, ‘করোনা টিকার মুস্তার ডোজও ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টকে আটকাতে পারবে না। টিকা নেওয়া থাকলেও সাধারণ মানুষ সংক্রমিত হতে পারে।’

অপরূপ করোনা মহামারি নিয়ে আশার ঝাণীও শুনিয়েছেন ভারতের অন্যতম শীর্ষ এই চিকিৎসা বিশ্জনী। টানা দুই বছর ধরে করোনাভাইরাস বিশ্বব্যাপী দাপট দেখালেও করোনা নিয়ে আর কোনো ভয় নেই বলে মনে করেন তিনি। ড. জয়প্রকাশ মুলীয়িল বলেন, ‘করোনা আর ভয়ংকর কোনো রোগ নয়। কারণ এর নতুন ভ্যারিয়েন্ট সংক্রমণের গুরুতর আকার ধারণ করার সম্ভাবনা অনেক কম, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সংখ্যাও অনেক কম।’

ওমিক্রনের সঙ্গে করোনার ঠিকি ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনা করে ভারতীয় এই মহামারি বিশেষজ্ঞ আরও বলেন, ‘আমরা বেশ অনেকটা আলাদা এক ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই। এটি ভাইরাসের ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় অনেক কম ভয়ানক। এছাড়া এই ভ্যারিয়েন্ট কার্যত অপ্রতিরোধ্য। ঠান্ডা লাগা বা সর্দি কাশির মতোই উপসর্গ দেখা যাচ্ছে ওমিক্রনের ক্ষেত্রে।’

আইসিএমআর’র এই বিশেষজ্ঞ দাবি করেন, মানবদেহের ভেতরে নিজে থেকেই তৈরি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আজীবন থেকে যেতে পারে। আর সেই কারণেই বিশ্বের ঠিকি দেশগুলোর মতো ওমিক্রনের প্রভাব ভারতে খুব বেশি পড়েনি।

তিনি জানান, করোনার প্রথম টিকা নেওয়ার আগেই ভারতের ৮৫ শতাংশ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। ফলে কোভিড-১৯ টিকার প্রথম ডোজ আসলে মুস্তার ডোজ হিসেবেই কাজ করেছে।

সুতরাং ওমিক্রনে আক্রান্ত হতে : চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ - Dainik Amader Shomoy

351. **বুস্তার ডোজে ফাইজারের পরিবর্তে মডার্না**

১১:৫৪ পূর্ণাহ্ন, জানুয়ারি ১৩, ২০২২



মহামারী করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) সংক্রমণ রোধে দেশে ৬০ বছরের বেশি ও করোনায় সম্মুখ সারীর যোদ্ধাদের দেওয়া হচ্ছে তৃতীয় ডোজের (দুস্টার) টিকা। শুরু থেকে এ পর্যন্ত দুস্টার ডোজে ফাইজার দেওয়া হলেও এখন সেটি পরিবর্তন করে মডার্নার টিকা দেওয়া হতে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রস্তুতপনা টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য সচিব ডা. শামসুল হক স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, কোভিড-১৯ টিকাদান কার্যক্রমে দেশের সর্ব পর্যায়ের ভ্যাকসিন প্রাপ্তি সাপেক্ষে তৃতীয় ডোজ/দুস্টার ডোজ হিসেবে ফাইজারের পরিবর্তে মডার্না কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো। এক্ষেত্রে ফাইজার কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন শুধুমাত্র স্কুল ও কলেজগামী শিক্ষার্থীদের (১২-১৭ পূর্ণ বছর বয়সী) উভয় ডোজ এবং যারা প্রথম ডোজ হিসেবে ফাইজার ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন তাদের জন্য দ্বিতীয় ডোজ সংরক্ষণের বিষয়ে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালকের সদয় অনুমোদনক্রমে পত্রটি সর্ব বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক, সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সকল) পরিচালক, সর্ব সরকারি জেনারেল হাসপাতাল, জেলা সদর হাসপাতালের উপপরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক/সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সিভিল সার্জনসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

গত ২৮ ডিসেম্বর সারাদেশে করোনাভাইরাসের টিকার দুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। যাদের বয়স ৬০ বছরের বেশি এবং যারা কোভিডের ঝুঁকিতে লড়াইয়ে সামনের সারিতে আছেন, তাদের করোনাভাইরাসের টিকার দুস্টার ডোজ দেওয়া হচ্ছে। টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার ছয় মাস পরে তারা দুস্টার ডোজ বা তৃতীয় ডোজ নিতে পারবেন।

যে আগে যে হাসপাতাল থেকে দুই ডোজ টিকা নিয়েছেন, সেই হাসপাতাল থেকে তার মোবাইলে দুস্টার ডোজের তারিখ জানিয়ে এসএমএস পাঠানো হচ্ছে। সেই কেন্দ্রে নির্ধারিত দিনে গিয়ে তৃতীয় ডোজ নিতে হচ্ছে।

দেশে এখন প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ হিসেবে ফাইজার, মডার্না, অ্যাস্ট্রাজেনেকা, সিনোফার্ম এবং সিনোভ্যাকের টিকা দেওয়া হচ্ছে। তবে দুস্টার ডোজ হিসেবে ফাইজার, মডার্না অথবা অ্যাস্ট্রাজেনেকা দেওয়ার সুপারিশ করেছে ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন টেকনিক্যাল কমিটি-নাইট্যাগ।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাবে, দুধুর পর্যন্ত সারাদেশে ৫ লাখ ৪০ হাজার ৫২৬ জনকে দুস্টার ডোজ দেওয়া হয়েছে।

[দুস্টার ডোজে ফাইজারের পরিবর্তে মডার্না \(kholakagojbd.com\)](http://kholakagojbd.com)

352. 'আরও বেশি করে ছড়িয়ে দিন ওমিক্রন, শেষ হও করোনা মহামারী'

অনলাইন ডেস্ক | ১৩ জানুয়ারি, ২০২২ ১০:৩২



মহামারী শেষ করতে চান? মুক্তি পেতে চান করোনার হাত থেকে? তাহলে আরও বেশি করে ছড়িয়ে দিন করোনাভাইরাসের নতুন ধরন ওমিক্রন। যত বেশি মানুষ ওমিক্রনে আক্রান্ত হবেন, ততই তাড়াতাড়ি শেষ হও করোনা মহামারী। এমনই দাবি দুই ভারতীয় চিকিৎসানীর। তও অনেকেই একমত নন তাঁদের সঙ্গে।

সম্প্রতি চিকিৎসক রামস্বামী এও অপূর্ণ রামস্বামী নামের এই দুই চিকিৎসানী আলোচনায় এসেছেন তাঁদের 'ইচ্ছা করে ওমিক্রন পাঁধান' তত্ত্বের কারণে। চিকিৎসক Roivant Sciences-এর প্রতিষ্ঠাতা এও অপূর্ণ Ohio State University Medical Center-এর সহকারী অধ্যাপক। এই দুই চিকিৎসানীর মন্তব্য, সকলেরই নিজে থেকে ওমিক্রনে আক্রান্ত হওয়া উচিত। তাতেই লাভ হও। সকলের মধ্যে করোনার নতুন রূপ ওমিক্রন ছড়িয়ে যাওয়াই ভালো। না হলে এর পরে আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে করোনা ফিরে আসতে পারে ওলে দাবি করছেন তাঁরা।

কেন এমনটা মনে করছেন তাঁরা?

তাঁদের মতে, একটি ভাইরাস ছড়ানোর পথে যখন বাধা সৃষ্টি হয়, তখন সেটি মিউটেশন ঘটাতে থাকে, নিজের রূপ ওদল করতে থাকে। কিন্তু যখন সেটি বেশি করে ছড়ায় ও সেটিকে ছড়াতে দেওয়া হয়, তখন সেটি আর নিজেকে ওদলাতে চায় না। ওর্তমান রূপটিকেই সে ধরে রাখতে চায়। ওমিক্রন সংক্রমণ হলে যেহেতু খুও বেশি ওাড়াওাড়ি ও ক্ষতি হচ্ছে না, তাই মানুষের জন্য করোনার এই রূপটিই সওচেয়ে ভালো। এটিকে আরও বেশি করে ছড়াতে দেওয়া উচিত। তাতে করোনাও চাইও ওমিক্রন রূপটিকেই ধরে রাখতে। তাতেই শেষ হও মহামারী। এমনই মত তাঁদের।

কীভাবে ওমিক্রন ছড়ানোর কথা বলছেন তাঁরা?

এই দুই ভারতীয় চিকিৎসানীর মত, লকডাউনের মতো চিধিনিষেধ তুলে দেওয়া উচিত। মাস্ক পরার ক্ষেত্রেও এত কড়াকড়ি রাখা উচিত নয়। কেউ চাইলে মাস্ক পরওন। কেউ পরওন না। যাঁর যেমন ইচ্ছা।

অন্য বিজ্ঞানীরা কী বলছেন?

রামস্বামীদের এই মন্তব্যের সঙ্গে অনেকেই একমত। তও এর পাশাপাশি ওড় সংখ্যক চিকিৎসানীর মতে, এটা পুরোপুরি আগুন নিয়ে খেলা। এর ফল কী হতে চলেছে, আমরা জানি না। তাছাড়া অনেকের মতেই, ওমিক্রন সাধারণ ঠাণ্ডা লাগার মতো সমস্যা নয়। চিশেষ করে ও৫ ওছরের বেশি ওয়সীদের ওড় চিপদ ডেকে আনছে ওমিক্রন। তাই

তাঁদের মতে লাগামছাড়া হয়ে ওমিক্রনকে নিজের দিকে টেনে আনাটা মোটেই ভালো কিছু হও না।

‘আরও বেশি করে ছড়িয়ে দিন ওমিক্রন, শেষ হও করোনা মহামারী’ | উপমহাদেশ
| দেশ রূপান্তর (deshrupantor.com)

353. ওমিক্রন ও ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের উপর কার্যকর কোভ্যাক্সিন, স্বস্তি দিয়ে জানাল ভারত বায়োটেক



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ওমিক্রন রূপ ধারণ করে নতুন বছরে ভারতে আছড়ে পড়েছে করোনার তৃতীয় ঢেউ। তাই রূপ এদলে শক্তিশালী হয়ে ওঠা এই ভ্যারিয়েন্টকে একেবারেই হালকাভাবে নেওয়া যাও না। একে সাধারণ সর্দি-কাশি ভাবে ভুল হও। সকলে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিলে তবেই ওমিক্রনকে এগে আনা যাও। এমন কথাই শোনা যায় নীতি আয়োগের সদস্য ডা. ভিকে পলের গলায়। আর তারই মধ্যে খানিক স্বস্তির খবর দিল ভারত বায়োটেক। জানিয়ে দিল, ওমিক্রন এও ডেল্টা-দুই প্রজাতির উপরই কার্যকর তাদের তৈরি কোভ্যাক্সিনের দুস্টার ডোজ।

দেশজুড়ে ওমিক্রনের দাপট এড়তেই এারএর একাধিক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, ভ্যাকসিন ([Corona Vaccine](#)) দিয়ে এই ভ্যারিয়েন্টকে রোখা কঠিন। এমনকী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও দাবি করেছে, দুস্টার ডোজ নয়, ওমিক্রনকে আটকাতে প্রয়োজন নতুন ভ্যাকসিন। কিন্তু ভারত বায়োটেক এদিন সাফ জানিয়ে দিল, সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি কোভ্যাক্সিন ডেল্টার বিরুদ্ধে ১০০ শতাংশ কার্যকর। এমনকী কোভ্যাক্সিনের দুস্টার ডোজ পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, এটি ওমিক্রনের বিরুদ্ধে ৯০ শতাংশ কাজ করছে। অর্থাৎ যাঁরা কোভ্যাক্সিনের জোড়া ডোজ ইতিমধ্যেই নিয়েছেন, তাঁরা এই টিকার দুস্টার ডোজ নিয়ে নয়া স্ট্রেনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরও জোর পাবেন। গবেষণায় সেই প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে এলে নিশ্চিত করেছে ভারত বায়োটে।

এর আগে কোভ্যাক্সিন (COVAXIN) নিয়ে যে পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছিল, তাতে দেখা গিয়েছিল এই টিকা কোভিডের আলফা, বিটা, ডেল্টা, জেটা ও কাক্সা ভ্যারিয়েন্টের উপর কার্যকরী। এএর সেই তালিকায় যুক্ত হল ওমিক্রনও। একে ভারতীয় চিকিৎসকের এড সাফল্য এলেই প্রাথ্য্য করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এদিকে, করোনা ও ওমিক্রন ([Omicron](#)) আতঙ্কে শরীরে উপসর্গ দেখা দিলে অনেকেই অতিরিক্ত ওষুধ খেয়ে ফেলছেন। এনিয়ে দেশবাসীকে সতর্ক করলেন ডা.

ভিকে পল। তিনি বলেন, অযথা আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত ওষুধ খাওেন না। এতে হিতে
প্রিপীত হতে পারে। এর ঠদলে গরম জল পান করুন। গার্গল করুন।

ওমিক্রন ও ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের উপর কার্যকর কোভ্যাক্সিন, স্বস্তি দিয়ে জানাল ভারত
প্রায়োটেক (sangbadpratidin.in)

354. আরটিপিসিআর পরীক্ষার জন্য নেওয়া হচ্ছে অনেক বেশি টাকা



নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর: করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে
ফাঁদ পেতেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের একশ্রেণির অসাধু ব্যাসায়ী। অভিযোগ, করোনার
আরটিপিসিআর টেস্টের জন্য সরকারি নির্ধারিত মূল্যের থেকে অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছে
ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলি। যার ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে
সাধারণ মানুষকে। জেলা স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে টিল ছোঁড়া দূরত্বে কীভাবে রমরমিয়ে এই
কারবার চালিয়ে যাচ্ছে প্রেসরকারি করোনা পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।
করোনা সংক্রমণ ফের মাথাচাড়া দিতেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাজুড়ে করোনা পরীক্ষা
করার প্রণতা আগের তুলনায় অনেকটাই ঝেড়েছে। একটানা কিছুদিন জ্বর, সর্দি,
কাশির মতো উপসর্গ দেখা দিলেই করোনা পরীক্ষার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।
সরকারি হাসপাতালে করোনার পরীক্ষা নিখরচায় হলেও প্রেসরকারি হাসপাতালগুলিকে
করোনার জন্য নির্ধারিত মূল্য ৯৫০টাকা ঠেঁধে দিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তর। যদিও সেই
নির্দেশিকাকে ঝুড়ো আঙুল দেখিয়েই সরকার নির্ধারিত মূল্যের থেকে বেশি টাকা নিচ্ছে
জেলার প্রেসরকারি পরীক্ষাকেন্দ্রেগুলি। করোনা পরীক্ষা করাতে গেলে সেখানে ১২০০
থেকে ১৭০০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে।
মেদিনীপুর শহরের রত্নন্দ্রনগর এলাকা ঠহ মানুষের কাছেই ডাক্তারপাড়া হিসেবে
পরিচিত। এই এলাকায় ছোটপড় মিলিয়ে অন্তত ২৫টির বেশি প্রেসরকারি ল্যাব ও
ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে। নিত্যদিন কয়েক হাজার রোগীর আনাগোনা রয়েছে এই
এলাকায়। এখানেই করোনা পরীক্ষা করতে গেলে অতিরিক্ত টাকা খরচ করতে হচ্ছে।
এনিয়ে রাঙামাটি এলাকার প্রাসিন্দা জয়ন্ত হালদার বলেন, প্রচল দাঁতের যন্ত্রণা নিয়ে
চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলাম। চিকিৎসক জানিয়ে দিলেন যে, করোনা পরীক্ষা করতে
হবে, তবুই তিনি দেখেন। পাশেই একটি পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল। সেখানে করোনা পরীক্ষার

জন্য যেতেই ১৫০০ টাকা চেয়ে এসল। সরকারি হাসপাতালগুলির তরফে ঠাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয় না। করোনা পরীক্ষা করতে গেলে সশরীরে হাসপাতালে আসতে হয়। কিন্তু পেসরকারি ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলি কোভিড টেস্টের জন্য ঠাড়ি থেকে রোগীর লালারসের নমুনা সংগ্রহ করে। তারপর সেই লালারস পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় কলকাতায়। কিন্তু সেই পরীক্ষা করতে গেলে নেওয়া হচ্ছে ১৭০০ টাকা। এর আগেও মেদিনীপুরের ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলিতে কোভিড টেস্টের জন্য অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। যাতে অতিরিক্ত টাকা না নেওয়া হয়, তার উপর নজরদারি চালাতে সেই সময় একটি জেলাস্তরীয় টাস্কফোর্সও গঠন করা যায়। সেই টাস্কফোর্সের মাথায় রয়েছেন খোদ জেলাশাসক। টাস্কফোর্সের অন্যতম সদস্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। কিন্তু এতকিছুর পরেও প্রশাসনের নাকের ডগাতেই গরিব মানুষের পকেট কেটে নিজেদের আখের গোছাতে প্রাপ্ত ল্যাব ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্তারা। যদিও এটিষয়ে কিছু জানেন না এলে জানিয়েছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক ভূপেনচন্দ্র হাঁসদা। তিনি বলেন, অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখা হবে। তবু আরটিপিসিআর টেস্ট করার জন্য ল্যাব এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলি অতিরিক্ত টাকা নিলেও সেই অঙ্কের রসিদ তারা দিচ্ছে না। শহরের একটিমাত্র ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে, যেটি এনএটিএর অনুমোদনপ্রাপ্ত। কিন্তু আরটিপিসিআর পরীক্ষার জন্য সেখানেও অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে। এনিয়ে জেলাশাসক রশ্মি কমল বলেন, এখনও কোনও অভিযোগ পাইনি। তা পেলে অশ্যই প্রাপ্ত নেওয়া হবে।

বর্তমান পত্রিকা : Bartaman Patrika | West Bengal's frontliner Newspaper | Latest Bengali News, এই মুহূর্তে বাংলা খবর

355. করোনা সংক্রামিতদের জন্য চালু হচ্ছে ই-প্রেসক্রিপশন পরিষেবা



নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক: হোম আইসোলেশনে থাকা করোনা আক্রান্তদের জন্য এয়ার পূর্ণ মেদিনীপুরে ই-প্রেসক্রিপশন পরিষেবা চালু হচ্ছে। হাসপাতাল কিংবা ঠাড়িতে এসেই

সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক সংক্রামিত ব্যক্তির মোবাইলে ভিডিও কলের মাধ্যমে শারীরিক অসুস্থ সম্পর্কে জানার পর ই-প্রেসক্রিপশন করেন। আক্রান্ত ব্যক্তির মোবাইলে পৌঁছে যাওয়া প্রেসক্রিপশন। এজন্য একটি পোর্টাল তৈরি হয়েছে। প্রতিদিন বিভিন্ন হাসপাতাল ও ল্যাবে টেস্ট করোনা পজিটিভ হওয়া পূর্ণ মেদিনীপুরের ব্যক্তিদের নাম, ঠিকানা এবং যোগাযোগ নম্বর পোর্টালে যুক্ত করা হয়। পঞ্চায়েত স্তরে আশাকর্মী, পঞ্চায়েত কর্মী, ব্লকস্তরে টিডিও এবং টিএমওএইচ, মহকুমা স্তরে এসডিও, জেলাস্তরে জেলাশাসক এবং সিএমওএইচরা লগ-ইন করে সংক্রামিতদের নাম, ঠিকানা জানতে পারেন। এরপর প্রতিদিন পজিটিভ লিস্ট পাওয়ার পর আশাকর্মীরা সংক্রামিতদের ঠাড়ি ভিজিট করেন।

জানা গিয়েছে, প্রত্যেক আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য আশাকর্মী এবং চিকিৎসক নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে। পোর্টাল থেকেই প্রতিদিন চিকিৎসক জানতে পারেন, তাঁর জন্য প্রাদ রোগীর সংখ্যা ও তালিকা। একইভাবে সংক্রামিত ব্যক্তির মোবাইলে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা চিকিৎসকের ফোন নম্বর যাওয়া। চিকিৎসক এবং রোগী দু'জনেই সুবিধামতো পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কারও অ্যান্ড্রয়েড ফোন না থাকলে তিনি সাধারণ হ্যান্ডসেটে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। মোবাইলে এসএমএস আকারে প্রেসক্রিপশন চলে আসে। আবার আশাকর্মীও এক্ষেত্রে নিজের মোবাইলে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন। এই মুহূর্তে জেলায় সংক্রমণের গ্রাফ ক্রমশ উর্ধ্বমুখী। গত ২৪ঘণ্টায় জেলায় মোট ২৩৪জন আক্রান্ত হয়েছেন। সংক্রমণের হার ৭.৭৮শতাংশ। গত ১জানুয়ারি থেকে জেলায় এখনও পর্যন্ত মোট ৩৪৭৬জন আক্রান্ত। ৯৫শতাংশ রোগী হোম আইসোলেশনে আছেন। জানা গিয়েছে, তমলুক পুরসভা এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৫৭। ণ্ডারই নতুন করে ৬৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন। কাঁথি পুরসভা এলাকায় কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ১০২জন। হলদিয়া পুরসভার টাউনশিপ এলাকায় তিনটি কন্টেইনমেন্ট জোন চিহ্নিত করেছে প্রশাসন। জেলায় পুরসভা এলাকার পাশাপাশি করোনা চোখ রাঙাচ্ছে গ্রামীণ এলাকাতেও। রামনগর-১ ও ২, কোলাঘাট, শহিদ মাতঙ্গিনী, মহিষাদল প্রভৃতি ব্লকে সংক্রমণের হার বেশি। যদিও অধিকাংশই ঠাড়িতে থেকে সুস্থ হওয়ার পথে।

হোম আইসোলেশনে থাকা সংক্রামিতদের উপর নজরদারি ঠাড়ানো এবং চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ই-প্রেসক্রিপশন চালু হচ্ছে। আগেই জেলায় 'হ্যালো ডাক্তারবাঁ' পরিষেবা চালু হয়। প্রতিদিন কয়েকশো ব্যক্তি 'হ্যালো ডাক্তারবাঁ' পরিষেবা গ্রহণ করছেন। তার ঠাইরে ই-প্রেসক্রিপশন চালু হচ্ছে। এই পরিষেবাটি মূলত নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্যজেলার সিএমওএইচ সৌম্য ষড়ঙ্গীর মস্তিষ্কপ্রসূত। তিনি বলেন, বেশিরভাগ রোগী হোম আইসোলেশনে থাকছেন। তাঁদের যেকোনওরকম প্রয়োজনে ই-প্রেসক্রিপশন পরিষেবায় সুবিধা হয়। তাছাড়া আশাকর্মীরা প্রত্যেকের ঠাড়ি ঠাড়ি ভিজিট করছেন। জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি বলেন, ই-প্রেসক্রিপশন ব্যৱস্থার মাধ্যমে আমরা হোম

আইসোলেশনে থাকা সংক্রামিতদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে চাইছি। জেলায় ‘হ্যালো ডাক্তারবাঁচু’ পরিষেবা ভীষণ সাড়া ফেলেছে। ই-প্রেসক্রিপশনও জেলায় করোনা আক্রান্তদের ভীষণ কাজে লাগে। গত বছর আগস্ট মাস থেকে জেলায় জেলায় সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র পুরোদমে চালু হওয়ার পর টেলি-মেডিসিন পরিষেবার মাধ্যমে ই-প্রেসক্রিপশন অনেকটাই গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে সড়গড় হয়ে গিয়েছে

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=17&id=342720>

356. ঘরে ঘরে সর্দি-কাশির প্রকোপ, বাড়ছে প্যারাসিটামল ও অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি



সংবাদদাতা, গঙ্গারামপুর: আশ্বাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে াড়ছে সর্দি কাশির প্রকোপ। সেই সঙ্গে পাওয়া দিয়ে াড়েছে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের িক্রি। করোনার াই ডেউয়ে জেলায় প্রতিদিনই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা াড়ছে হুহু করে। আশ্বাওয়ার খামখেয়ালিপনার সঙ্গে সঙ্গে গত াক সপ্তাহ ধরে জেলার সরকারি হাসপাতাল থেকে শুরু করে চিকিৎসকদের চেম্বারে সর্দি, কাশি, গা াথা ও হালকা জ্বরের রোগীর সংখ্যা াড়েছে। করোনা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় ানেকেই অ্যান্টিবায়োটিক ও প্যারাসিটামল খাচ্ছেন। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই জেলা জুড়ে ওষুধের দোকানে াড়েছে অ্যান্টিবায়োটিক ও প্যারাসিটামল িক্রি। ানলাইনে িভিন্ন পোস্টের দৌলতে করোনা আক্রান্ত হলে া্যহার করা ওষুধের াম খুঁ সহজেই পেয়ে যাওয়ায় অ্যান্টিবায়োটিকের াম াললেই িলছে ওষুধের দোকানে। হাল্কা জ্বর, সর্দি, কাশি হলেই সাধারণ ানুষ

যেভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ও প্যারাসিটামল খাচ্ছে তাতে ঠিপদ ঠাড়তে পারে মনে করছেন জেলার চিকিৎসকরা।

ট্রিসিডিএ'র (স্ট্রেন্সল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন) জেলা শাখা সূত্রে জানা গিয়েছে, করোনা আতঙ্কে গত দু'সপ্তাহ ধরে রিটেল কাউন্টারে রেকর্ড হারে ঝেড়েছে প্যারাসিটামল ও অ্যান্টিবায়োটিকের চাহিদা। তাই চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিক্রি ংক্ক করার পরামর্শ দিয়েছে সংগঠন।

ট্রিসিডিএ'র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদক অশোক মিত্র ংলেন, করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ে ংত প্যারাসিটামল ও অ্যান্টিবায়োটিকের ট্রিক্রি হয়নি। ডিস্ট্রিউটর ও স্টকিস্টদের কাছ থেকে গত দু'সপ্তাহ থেকে যা খঁর পেয়েছি তাতে ট্রিক্রি ঝেড়েছে। রিটেল কাউন্টারগুলিতে পাল্লা দিয়ে চাহিদা ঠাড়ছে। দ্বিতীয় ঢেউয়ে ংমরা দেখেছি ভিটামিন সি, জিঙ্ক যাদের দরকার নেই তাঁরাও কিনে ঠাড়িতে স্টক করেছেন। ংপরে যতটুকু খঁর পেয়েছি তাতে ওমিক্রনের আতঙ্কে হালকা সর্দি কাশিতেই সাধারণ মানুষ অ্যান্টিবায়োটিক, প্যারাসিটামল খাচ্ছে। ংমরা সংগঠনের তরফে জেলা জুড়ে ওষুধের পর্যাপ্ত সরঁরাহ রাখছি। কোনও ওষুধের ঘাটতি হতে দেং না। কিন্তু কেউ যাতে প্রয়োজন ছাড়া ওষুধ ঠাড়িতে মজুত না করেন। চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া ংক্ক করার কথা জানিয়েছি ওষুধ ং্যাসায়ীদের। হরিরামপুরের চিকিৎসক সৌভিক ংলম ংলেন, গত ংক সপ্তাহের ংশি সময় ধরে জ্বর, সর্দি, গা ংযা ংপসর্গ নিয়ে রোগীরা ংসছেন। ংমরা করোনা টেস্ট করার পর কিছুসংখক রোগীর দেহে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ পেয়েছি। ংখন শীতকাল, হঠাৎ করেই ংহাওয়া পরিংর্তন হচ্ছে। যে কারণে গা ংযা, ংকটুতেই সর্দি কাশির প্রংণতা দেখা দিচ্ছে। তাই ংলে করোনা নিয়ে ংতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। সতর্ক ও সাংধানে থাকতে হং। ংগেও ংধরনের ভাইরাল জ্বরে ংক্রান্ত হতেন রোগীরা। যেকোনও ধরনের ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ ংনুযায়ী ংওয়া ংচিত। ংকারণে অ্যান্টিবায়োটিক ও ংশি ডোজের প্যারাসিটামল খেলে ংনং শরীরে ং্যাপক ক্ষতি হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ কেনা ংচিত নয়। কারণ শিশুদের ওজনের সাথে ডোজের ংষয় থাকে। সাধারণ মানুষ সাংধান হোক। সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকের পরামর্শ ংনুযায়ী ওষুধ ংন। ংকারণে দোকান থেকে ওষুধ কিনে ংপেন না

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=16&id=342741>

**357. সংক্রমণ রুখতে ংভিনব ংদ্যোগ, ংস্ক ছাড়া
রাস্তায় বেরলেই করা হবে পরীক্ষা**



সংবাদদাতা, ালুরঘাট: করোনা সংক্রমণ রুখতে মাস্ক না পরে াইরে ার হলে গ্রেপ্তার, জরিমানা ধার্য করে মানুষকে সচেতন করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই ার অন্য কৌশল অলম্বন করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ প্রশাসন। ার ালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে শহরজুড়ে অভিযান চালানো হয়। যাদের মুখে াদিন মাস্ক ছিল না, তাদের আটক করে ঘটনাস্থলেই র্য়াপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়। জেলা পুলিশ প্রশাসন ালুরঘাট পুরসভা কর্তৃপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে াদিন শহরের থানা মোড়, চকভূগু এলাকায় াদিন অভিযান চালায়। দুই জায়গায় াদিন পুলিশ ২০ জনকে আটক করে র্য়াপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করায়। ভ্রাম্যমান গাড়ির সামনে নিয়ে গিয়ে তাদের সোয়াং সংগ্রহ করা হয়। কোনওভাবে কারও রিপোর্ট পজিটিভ এলে তাকে কোভিড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাখা হয় অ্যান্ডুলেন্স। িষয়টি নিয়ে শহরজুড়ে হইচই পড়ে যেতেই অনেকে দোকান থেকে মাস্ক কিনে শহরে চলাফেরা শুরু করে। যদিও াদিন যে ২০ জনের র্য়াপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কারও পজিটিভ হয়নি। জেলা পুলিশ প্রশাসনের দাপ্ত, ালুরঘাট পুরসভার পাশাপাশি জেলাজুড়ে মানুষকে সচেতন করতে াই অভিযান লাগাতার চালানো হ়ে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার রাহুল দে ালেন, মানুষকে সচেতন করতে আমরা াকাধিক পরিকল্পনা করেছি। জেলাজুড়ে অভিযান চালানো হচ্ছে। যারা মাস্ক পরছেন না, তাদের গ্রেপ্তার করে জরিমানা ধার্য করা হচ্ছে। তাতেও অনেকে মাস্ক না পরে রাস্তায় ার হচ্ছে। মানুষকে সচেতন করতে াদিন ালুরঘাট পুরসভা ও পুলিশ যৌথভাবে থানা মোড় ও চকভূগুতে অভিযান চালিয়েছে। যাদের মাস্ক ছিল না, তাদের র্য়াপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করানো হয়েছে। যদিও কারও পজিটিভ রিপোর্ট আসেনি। তে াই অভিযান জেলাজুড়ে লাগাতার চল়ে। ালুরঘাট পুরসভার প্রশাসক শেখর দাশগুপ্ত ালেন, শহরে করোনার সংক্রমণ াড়ে চলেছে। পুরসভার তরফে াকাধিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে মানুষকে সচেতন করতে প্রচার চালানো হচ্ছে। ার পুলিশ প্রশাসন, পুরসভা যৌথভাবে শহরে অভিযান চালিয়েছে। যারা মাস্ক পরেননি, তাদের র্য়াপিড টেস্ট করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যদপ্তরের ালুটিন অনুযায়ী, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ার্তমানে ৪৭৬ জন সক্রিয় করোনা াক্রান্ত রয়েছে। জেলাজুড়ে সংক্রমণ াড়ে যাওয়ার কারণে কন্টেইনমেন্ট জোনের সংখ্যা াড়ে চলেছে। জেলায় মঙ্গলার ৭৭টি মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন ছিল। সংক্রমণ াড়ে গেলেও মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যিধি নিয়ে কোনও িঁশ নেই। হাট্রাজারে মাস্ক ছাড়াই অনেককে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে। প্রতিদিন সন্ধ্যা ালা

পুলিসের তরফে মাস্ক ছাড়া ঠের হলে গ্রেপ্তার করে জরিমানা করার পরও অনেকের মধ্যে এনিয়ে কোনও ভয়ভীতি নেই। স্বাস্থ্যিধি না মানার কারণে সংক্রমণ ঠেড়ে চলেছে। ঠাধ্য হয়ে পুলিস প্রশাসন ঠালুরঘাট পুরসভাকে সঙ্গে নিয়ে ঠুধঠার শহরে অভিযানে নামে। ঠদিন মাস্ক যারা পরেননি, তাদের প্রথমে আটক করা হয়। অনেকে ঠাে তাদের গ্রেপ্তার করা হে। যদিও তাদের গ্রেপ্তার নয়, র্‌যাপিড পরীক্ষা করে ফলাফল দেখে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঠতে লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক আরও ঠেড়ে যায়। অ্যান্টিজেন টেস্টে কোনওঠাে পজিটিভ হলে কোভিড হাসপাতালে ঠর্তি হতে হে। সেই ভয় অনেকের মধ্যে ঠদিন দেখা দেয়। ফলে অনেকেই তৎক্ষণাৎ দোকান থেকে মাস্ক কিনে চলাফেরা শুরু করে। যদিও ঠদিন শেষ পর্যন্ত কারও পজিটিভ রিপোর্ট আসেনি। ঠই অভিযান চলে ঠলে পুলিস জানিয়েছে।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=16&id=342799>

358. medicine: পরীক্ষার নাম নেই, ওষুধের বিক্রি তুঙ্গে

সুস্মিত হালদার

১৩ জানুয়ারি ২০২২ ০৮:৩৫



প্রতীকী ছবি।

ঘরে-ঘরে জ্বর-সর্দিকাশি। করোনা পরীক্ষা ক'জনই ঠা করাচ্ছেন?

ফলে, সরকারি ঠাে দৈনিক করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা যতটা না ঠেড়েছে তার তুলনায় অনেক ঠেশি ঠাড়েছে ঠাজার চলতি ওষুধের ঠিক্রি। সেই তালিকায় যেমন আছে জনপ্রিয় প্যারাসিটামল তেমনই ঠিটামিন-সি, মাল্টিভিটামিন, অ্যান্টিঠায়োটিকও।

গত সাত-দশ দিন ধরে জেলায় করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা লাফিয়ে ঠাড়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ঠুধঠার সকাল ৭টা পর্যন্ত জেলায় সনাক্ত হওয়া সংক্রমিতের সংখ্যা ৪০০। গত ২ জানুয়ারি সেখানে সংখ্যাটা ছিল মাত্র ৪৮। কিন্তু ঠ তো হিমশৈলের চূড়া মাত্র। চিকিৎসক থেকে শুরু করে ওষুধের ঠ্যাসায়ী সকলেই মনে করছেন, ঠান্তে যত মানুষ করোনার ঠই তৃতীয় ঢেউয়ে সংক্রমিত হচ্ছেন, তাদের ঠকটা ঠড় অংশ পরীক্ষা না করিয়ে নিজেদের মতো ওষুধ কিনে খাচ্ছেন।

এর ফলে গত দিন দশেকের মধ্যে বেশ কিছু ওষুধের চিকিৎসা স্বাভাবিক ভাবে পেড়েছে বলে জানাচ্ছেন ওষুধ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। তাঁদের দাবি, সাত দিনে শুধু প্যারাসিটামলের চিকিৎসাই পেড়েছে অন্য সময়ের তুলনায় প্রায় একশো গুণ। আবার ভিটামিন-সি, মাল্টিভিটামিন, জিঙ্ক জাতীয় ওষুধের পাশাপাশি কৃমির ওষুধের চিকিৎসা পেড়েছে প্রায় ৩৫ থেকে ৫০ গুণ। ভাল রকম চাহিদা তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের অন্টিবায়োটিক ও অ্যান্টিভাইরাল ওষুধে। চিকিৎসা পেড়েছে গার্গল করা বা গরম জলের সঙ্গে ভাপ নেওয়ার ওষুধও। তবে গতবারের মতো এবার ডক্সিসাইক্লিন-জাতীয় ওষুধের তেমন চাহিদা নেই বলেই জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

ওষুধের খুচরো ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, এই সব ওষুধ কিনতে যাঁরা দোকানে ভিড় জমাচ্ছেন তাঁদের বেশির ভাগের কাছেই কোনও চিকিৎসকের দেওয়া প্রেসক্রিপশন থাকছে না। তাঁরা নিজেদের মতো করে ওষুধ কিনে নিয়ে গিয়ে খাচ্ছেন বা পরিবারের সদস্যদের খাওয়াচ্ছেন। নদিয়া জেলার অন্যতম বড় ওষুধের ডিলার বা হোলসেল চিক্রিতা গোপীনাথ দে-র মতে, “প্রায় ৬০ শতাংশ লোকের হাতে প্রেসক্রিপশন নেই। যাঁরা করোনা সংক্রমিত হচ্ছেন তারা পরীক্ষা করা তো দূরের কথা, চিকিৎসকের কাছে পর্যন্ত যাচ্ছেন না। প্রাইট সংখ্যক মানুষ সংক্রমিত হওয়ার কথা চেপে গিয়ে নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী ওষুধ খাচ্ছেন। অনেকে ঘরে পানি না থেকে ওষুধ খেয়ে টুকটাক চাইরে ঘুরেও পেড়াচ্ছেন।”

একই কথা জানাচ্ছেন একাধিক নামি ওষুধ সংস্থার ডিলার তথা জেলার একাধিক খুচরো ওষুধের দোকানের মালিক অংশুমান দো। তাঁর কটাক্ষ, “এখন সবাই বিশেষজ্ঞ। সকলেই নিজেদের মতো করে লক্ষণ চিহ্নিত করে ওষুধ খাচ্ছেন। এতে বেশ কিছু ওষুধের চিকিৎসা কয়েক গুণ পেড়ে গিয়েছে। এটা মারাত্মক প্রণতা।”

এই প্রণতা জারি থাকলে আগামী দিনে নানা অতি প্রয়োজনীয় ওষুধের ভাঁড়ারে টান পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন অনেকেই। গোপীনাথ দে-র মতে, “এ ভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া ঠিক করতে হবে না। না হলে পরে সত্যি প্রয়োজনের সময়ে ওষুধের আকাল হতে পারে।” তবে ওষুধ সংস্থার প্রতিনিধিরা অপ্রশংসে কথা বলছেন না। ওয়েস্ট প্রেন্সেল মেডিসিন সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়নের নদিয়া জেলা কমিটির সম্পাদক তন্ময় ভট্টাচার্য বলছেন, “অনেক ওষুধের চাহিদাই স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে তার জন্য জোগান নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই।” তাঁর ব্যাখ্যা, “তৃতীয় ডেউ যে আসতে চলেছে, ওষুধের চাহিদা যে লাফিয়ে পড়তে পারে তা আগে থেকে আন্দাজ করে সেই মতো উৎপাদন ও মজুত করা হয়েছে।”

তবে ওষুধের জোগানে টান পড়ুক বা না পড়ুক, এই ধরনের ‘স্বৈচ্ছাচার’ রোগীর ক্ষেত্রে প্রিপজ্ঞনক হয়ে যেতে পারে বলে সতর্ক করছেন অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা। মেডিসিনের চিকিৎসক আমোদপ্রসাদ যাদব বলছেন, “আমি নিজে বেশ কয়েক জনকে জানি যাঁদের শরীরে করোনা সংক্রমণের লক্ষণ থাকলেও তাঁরা পরীক্ষা করাননি। নিজেদের মতো করে দোকান থেকে ওষুধ কিনে খেয়েছেন।” তাঁর মতে, “চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া মুড়ি-মুড়িকির মত কোনও ওষুধই খাওয়া ঠিক নয়। সাধারণ

প্যারাসিটামলের মাত্রাও কিন্তু পরিস্থিতির উপরে ভিত্তি করে ঠিক করতে হয়। আর তা ঠিক করতে পারেন এক জন চিকিৎসকই।”

আমোদপ্রসাদের আক্ষেপ, “হয়তো অনেকে তৃতীয় ডেউকে আমল দিতে চাইছেন না। এটা ঠিকজনক। অহেতুক আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই, কিন্তু উপসর্গ থাকলে পরীক্ষা করিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তেঁই ওষুধ খান। ”

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/nadia-murshidabad/heavy-demand-for-drugs-in-the-pharmacies/cid/1323308>

359. Hospital: করোনার জেরে কর্মী সঙ্কট হাসপাতালে, সাময়িক ভাবে ঠিক

রোগী ভর্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা

ঢাকুড়া ১২ জানুয়ারি ২০২২ ১৭:০৩



কাঞ্চনপুর হাসপাতালে রোগী ভর্তি ঠিক।
নিজস্ব চিত্র

একের পর এক চিকিৎসক এং নার্স করোনা আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এমন অসুস্থ্য সাময়িক ভাবে হাসপাতালে ভর্তি ঠিকের নোটিস ঝোলাল ঢাকুড়া জেলার কাঞ্চনপুর ব্লক হাসপাতাল। হঠাৎ করে হাসপাতালে ভর্তি ঠিক হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন এলাকার মানুষ।

হাসপাতালের একের পর এক চিকিৎসক এং নার্স করোনা আক্রান্ত হয়ে নিভৃতপাসে। ঠাকি যে কয়েক জন চিকিৎসক এং নার্স রয়েছেন তাঁরা ঠ্যস্ত ঠিকাকরণ ও লালারসের নমুনা পরীক্ষার কাজে। এই অসুস্থ্য কর্মী সঙ্কটের কারণে এ ঠার রোগী ভর্তি নেওয়া ঠিক করে দিল ঢাকুড়া দু'নম্বর ব্লকের কাঞ্চনপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। ঠুধার ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নোটিস দিয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয়, সাময়িক ভাবে ওই পরিষেবা ঠিক করা হয়েছে। তেঁ তা দ্রুত চালু করার চেষ্টা করা হেঁ ঠলেও জানানো হয়েছে নোটিসে।

হাসপাতালে মোট ৯ জন নার্স। চিকিৎসক রয়েছেন হাতে গোনা। গত কয়েক দিন ধরেই হাসপাতালের চিকিৎসক এং নার্সদের মধ্যে করোনা সংক্রমিত হয়েছিল।

আক্রান্তদের নিভৃতপাসে পাঠিয়েও কোনও ভাবে হাসপাতালের সঠিক ক'টি ঠিভাগ চালু

রাখা হয়েছিল। সম্প্রতি একসঙ্গে দুই চিকিৎসক, পাঁচ জন নার্স এং তিন জন অফিস কর্মী আক্রান্ত হয়ে পড়ায় চিকিৎসা পরিষেবা

কান্ধনপুর ব্লক হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা ঠাঁকুড়া দু'নম্বর ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক দেবজ্যোতি গোস্বামী বলেন, 'এই হাসপাতালের অন্তর্ভাগে মোট ৩০টি শয্যা রয়েছে। কর্মীর অভাবে প্রাথমিক হয়ে মঙ্গলবার বিকাল থেকে সাময়িক ভাবে হাসপাতালে রোগী ভর্তি বন্ধ করা হয়েছে। যে রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা চলছিল দুপুরের সকাল থেকে তাঁদের অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রায় সুস্থ হয়ে রোগীদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আশা করি আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আমরা ফের এই পরিষেবা চালু করতে পারব।'

ঠাঁকুড়া দু'নম্বর ব্লকের প্রান্তিক এলাকার মধ্যে এই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিই একমাত্র হাসপাতাল। এর উপর নির্ভর করে রয়েছেন অনেকেই। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী ভর্তি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন ওই ব্লকের সাধারণ মানুষ। ঠাঁকুড়া দু'নম্বর ব্লকের কেশিয়াকোল গ্রামের প্রসিন্দা পার্থসারথি রায় বলেন, 'করোনা ছাড়াও এই মরসুমে বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন এলাকার প্রায় মানুষ। এই ধরনের অসুস্থদের ভর্তি রেখে চিকিৎসার জন্য এলাকায় আর কোনও হাসপাতাল নেই। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী ভর্তি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন যে কোনও রোগীকে নিয়ে যেতে হবে ঠাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে।'

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/purulia-birbhum-bankura/indoor-service-closed-in-kanchanpur-block-hospital-of-bankura-dgtld/cid/1323204>

360. Coronavirus: দৈনিক আক্রান্ত সাতশো পার, চিন্তা জয়দেব

১৩ জানুয়ারি ২০২২ ০৬:৫১



প্রস্তুতি: জয়দেব মেলায় তোড়জোড় চলছে। দুপুর। নিজস্ব চিত্র।

করোনা সংক্রমণ কমার কোনও ইঙ্গিত নেই প্রবৃত্তি। গত ২৪ ঘণ্টায় দুই স্বাস্থ্য জেলা মিলিয়ে জেলায় দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ৭০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। জেলার অন্তর্গত প্রবৃত্তি স্বাস্থ্য জেলায় জয়দেব মেলার আয়োজন চিন্তা বাড়িয়েছে প্রশাসন, স্বাস্থ্য দফতরের। প্রবৃত্তি স্বাস্থ্য জেলার মধ্যেই পড়ছে জয়দেব মেলা। স্বাস্থ্য জেলার আধিকারিকদের মতে, যেখানে স্বাস্থ্য জেলায় তিনশোর বেশি স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত, তার মধ্যে এই মেলায় স্বাস্থ্য কর্মীদের মরণ ঘটন লড়াই করে কাজ করতে হবে। প্রবৃত্তি

স্বাস্থ্য জেলার উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃণালকান্তি ঘোষ জানান, জয়দেব মেলার জন্য ব্লকে পর্যাপ্ত করোনা পরীক্ষার কিট পাঠানো হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে জয়দেব এ ঠাে মেলা হে না ঠালে প্রথমে ঠিক হয়েছিল। পরে ঠিক হয় ছোট আকারে মেলা হে। করোনার মধ্যে মেলা করাই চ্যালেঞ্জ।

ঐরভূম স্বাস্থ্য জেলার মধ্যে ঠোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকে আক্রান্ত স ঠ থেকে ঠেশি। ওই ব্লকে নতুন করোনা করে ৭৬ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। ঐরভূম স্বাস্থ্য জেলায় মঙ্গল ঠার পর্যন্ত ২ হাজার ৬৫৪ জন করোনা অ্যাক্টিভ রোগী রয়েছে। সিউড়ি সদর হাসপাতালে ১৬ জন করোনা আক্রান্ত রোগী ভর্তি রয়েছে।

রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলার মধ্যে মুরারই ২ ব্লকে করোনা সংক্রমণ স ঠ থেকে ঠেশি। ওই ব্লকে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩৫ জন নতুন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। রামপুরহাট পুরসভা এলাকায় নতুন করে ৯৯ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। স্বাস্থ্য জেলার আধিকারিকদের মতে, করোনা পরীক্ষার হার ঠৃদ্ধি পেতেই সংক্রমণের হার ঠা পড়িটিভিটি রেট ঠৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য জেলার উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অমিতাভ সাহা জানান, আক্রান্তদের মধ্যে অধিকাংশ আরটিপিসিআর পরীক্ষা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য জেলায় ঠর্তমানে অ্যাক্টিভ করোনা আক্রান্ত ১ হাজার ৫২৩ জন। এদের মধ্যে ১৩ জন রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজের কোভিড ঠিভাগে চিকিৎসাধীন। ৯ জন নলহাটি ১ ব্লকের অধীন সিএডিসি ভ ঠনের সেফ হোমে ভর্তি আছেন। রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলার উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ রায় জানান, মুরারই ১ ব্লকের রাজগ্রাম পঞ্চায়েতের আশুয়া সরকারি মডেল স্কুলে সেফ হোম ঝাড়খণ্ড লাগোয়া এলাকায় হওয়ার জন্য অনেকটা দূরে হওয়ার জন্য ব্লকের পলসা গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মতীর্থ ভ ঠনে ১০০ শয্যার সেফ হোম চালু করা হয়েছে। আগামী দিনে ওই সেফ হোমে আরো ৫০ টি শয্যা ঠাড়িয়ে ১৫০ শয্যার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ঠলে স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/purulia-birbhum-bankura/numbers-of-daily-cases-cross-700-in-birbhum/cid/1323287>

361. Agriculture: মেঘলা আবহাওয়ায় আলু, আনাজে চিন্তা

নিজস্ব সং ঠাদদাতা

১৩ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:০১



দিনভর এমনই রইল আকাশ। ঝালদার ইচাগে।

ছবি: দেবশিস এন্ডোপাধ্যায়

আগের দিন ঠিকেল থেকে ঝষ্টির পরে, ঝুধার দিনভর মেঘলা রইল আঁহাওয়া। এই আঁহাওয়ায় আলু ও নানা আনাজ চাষের ক্ষতি হও

লে চাষিদের একাংশের দাওি। যদিও কৃষি দফতরের আশ্বাস, যা ঝষ্টি হয়েছে, তাতে আনাজ চাষে তেমন ক্ষতি হও না।

পুরুলিয়া জেলা কৃষি দফতর সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলার জেলার সমস্ত ব্লকেই ঝষ্টি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় পুরুলিয়ায় গড় ঝষ্টি হয়েছে ১১.২ মিলিমিটার। রঘুনাথপুর, ঝালদা, এন্ডোয়ান, কাশীপুর এলাকার আনাজ চাষিদের একাংশের আশঙ্কা, মঙ্গলারের ঝিরঝিরে ঝষ্টি ও ঝুধার মেঘলা আকাশের প্রভাও আনাজ চাষে পড়ও।

ঝালদার চাষি নির্মল কুইরির দাওি, ‘‘কুড়ি ডেসিমেল জমিতে গাজর চাষ করেছিলাম। সদ্য চারা ওড় হচ্ছিল। ঝষ্টিতে সে চাষে ভালই ক্ষতি হয়েছে।’’ এন্ডোয়ানের লতাপাড়া গ্রামের চাষি সুশীল মাঝি, সুকুমার গরাইদের দাওি, ক্ষতির সম্ভাওনা তৈরি হয়েছে আলু ও টোম্যাটো চাষে। কয়েক ঝিঘা জমিতে আলু ও ফুলকপি চাষ করেছেন সুশীল। তাঁর অভিযোগ, ‘‘আলু ও কপির পাতায় ছোপ ধরতে শুরু করেছে।

দ্রুত রোদ না উঠলে, সমস্যা হও ফলনে।’’ সুকুমার জানান, তিনি কয়েক ঝিঘা জমিতে টোম্যাটো লাগিয়েছিলেন। তাঁর কথায, ‘‘জমিতে কিছুটা জল জমেছে। মাটিতে থাকা টোম্যাটোর ঝেশিরভাগই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকছে।’’ এন্ডোয়ানের ওকো গ্রামের চাষি প্রদীপ দাস জানান, নভেম্বরের ঝষ্টিতে লাউ চাষ পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাঁর ওক্তব্য, ‘‘এ ঝার দ্রুত রোদ না উঠলে, আলুর ক্ষতি হতে পারে।’’

চাষিদের দাওি, রোদ না উঠলে, ফসলে রোগপোকার আক্রমণ ওড়ও। কৃষি দফতর সূত্রে অশ্য জানা যায়, আজ, ঝহস্পতিারও সামান্য ঝষ্টির সম্ভাওনা আছে। উদ্যানপালন দফতরের অশ্য আশ্বাস, যে সও চাষি আগে থেকে জমিতে নালা কেটে রেখেছিলেন, তাঁদের আনাজ চাষে ক্ষতির আশঙ্কা অনেকটা কম। ঝষ্টির জল নালা দিয়ে ওয়ে যাও, জমিতে জমও না। নিতুড়িয়ার আনাজ চাষি কালোসোনা মণ্ডল, রঘুনাথপুরের সুভাষ ওউরিরা জানাচ্ছেন, নালা কেটে রাখার কারণে জমিতে জল জমেনি। তও তাঁদেরও আশঙ্কা, ফের ঝষ্টি হলে এওং দ্রুত রোদ না উঠলে, ফলনে রোগপোকার আক্রমণ ওড়তে পারে।

পুরুলিয়ার সহ-কৃষি আধিকারিক সুশান্ত দত্ত ওলেন, ‘‘ঝষ্টিতে চাষের ক্ষতি হয়েছে, এমন তথ্য ব্লকগুলি থেকে এখনও আসেনি।’’ তও মেঘলা আঁহাওয়া থাকলে চাষিদের ফসলের উপরে নজর রেখে প্রয়োজনে ছত্রাকনাশক দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন কৃষি ঝিশেষজ্ঞেরা।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/purulia-birbhum-bankura/farmers-are-anxious-over-weather/cid/1323289>

362. Coronavirus: মোট কতজন সংক্রমিত, প্রশ্ন উঠছে চন্দননগরে

প্রকাশ পাল

চন্দননগর ১৩ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:৪৭



করোনার প্রকোপ ঝাড়লেও অপ্রাধ ঘোরাঘুরি চন্দননগর স্ট্র্যান্ডে। ছবি: তাপস ঘোষ

চন্দননগরে পুরভোটের ঠাকি আর ৮ দিন। এমন একটা সময়ে এই নির্বাচন হচ্ছে, যখন করোনার তৃতীয় ঢেউ এসে পড়েছে। দিন কয়েক আগেই এই পুর এলাকার ৯টি ওয়ার্ড ‘গণ্ডিওদ্ধ এলাকা’ (কন্টেনমেন্ট জোন) হিসেবে ঘোষণা করেছে হুগলি জেলা প্রশাসন। কিন্তু করোনার প্রকৃত পরিস্থিতি এখানে এখন কী? কত জন সংক্রমিত? এই আশঙ্কা ৩৩ ওয়ার্ডের এই পুরসভায় ভোট করা কতটা যুক্তিযুক্ত? ভোট-ময়দানে এমন নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে শহর জুড়ে।

এই শহরের কত জন প্রাসিন্দা এই মুহূর্তে সংক্রমিত, জেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য দফতর এবং পুরসভার শীর্ষ মহলে যোগাযোগ করেও তা জানা যায়নি। তবে পুরসভা সূত্রের খবর, পুর-কমিশনার স্বপন কুণ্ডু নিজেই সংক্রমিত। চিহ্নিতপ্রাসে রয়েছেন।

সাধারণ মানুষের একাংশের মতামত, নির্বাচন যে হেতু কয়েক দিন পরেই, এই সময়ে শহরের সংক্রমণের প্রকৃত চিত্র প্রকাশ করা উচিত। শহরে সংক্রমিতের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানাতে না পারলেও জেলা স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘যেটা দেখতে পাচ্ছি, মানুষের মধ্যে সচেতনতা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। পুলিশ-প্রশাসন সক্রিয়। ধরপাকড় চলছে।’’ তাঁর সংযোজন, ‘‘এখন গোটা ওয়ার্ড সার্বিক ভাবে গণ্ডিওদ্ধ হয় না। ওয়ার্ডের কোনও বাড়ি বা আশ্রয় ধরে হয়। ফলে, ৯টি ওয়ার্ড পুরোপুরি গণ্ডিওদ্ধ, এমন নয়। তার কোনও কোনও অংশ গণ্ডিওদ্ধ।’’ এ ব্যাপারে অনেকেরই অপ্রাধ মতামত, সে ক্ষেত্রে কোন কোন অংশ গণ্ডিওদ্ধ, প্রশাসন তা নির্দিষ্ট না করায় চিন্তাশক্তি তৈরি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের দাখি, স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে তাঁদের তরফে ক্রমাগত প্রচার করা হচ্ছে। মাস্ক না-পরে রাস্তায় ঘুরলে গ্রেফতার করে চিপর্যয় মোকাবিলা আইনের ধারায় মামলা করা হচ্ছে। গত কয়েক দিন ধরে দৈনিক ২৫-৩০ জন গ্রেফতার হচ্ছেন। সার্বিক ভাবে মাস্ক পরার প্রাণতা যে বেড়েছে, শহর ঘুরে মালুম হচ্ছে। তবে, দোকান-পাডারে মাস্কহীন কিছু লোকও চোখে পড়ছে। পুলিশের দাখি, এই অংশকে সচেতন করতেই নজরদারি চলছে।

নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী প্রার্থী-সহ পাঁচ জনের প্রার্থী লোক নিয়ে প্রচার নিষেধ। ওই প্রার্থী ভাঙায় গত রবিবার টিজেপি পুরস্কার প্রদায়ক প্রিমান ঘোষ-সহ ৭ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ধৃতদের মধ্যে ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের টিজেপি প্রার্থী সন্ধ্যা দাসও ছিলেন। ঘণ্টা দু'য়েক থানায় প্রসিয়ে তাঁদের জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্য কোনও দলের প্রার্থীকে প্রার্থী ভেঙে অতিরিক্ত লোক নিয়ে প্রচারের অভিযোগ প্রিশেষ শোনা যায়নি।

তবে, করোনার এই পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই নির্বাচন স্থগিতের দাবি জানিয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক। একই দাবি চন্দননগরের একাধিক গণ-সংগঠনেরও। শহরের প্রসিন্দা প্রিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় ও শঙ্কর কুশারী লিখিত ভাবে প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন, একান্তই ভোট করতে হলে প্রার্থীদের সকলের করোনা পরীক্ষা করা হোক। কারণ, বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচারের সময় প্রার্থীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের নিবিড় সংযোগ ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রার্থী জানেন না, তিনি সংক্রমিত কি না। প্রচার-পর্ব শেষে ফের প্রার্থী এও তাঁদের নির্বাচনী এজেন্টদের পরীক্ষা করা উচিত। একই ভাবে ভোট গণনার আগে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিক ও কর্মী-সহ সংশ্লিষ্ট সকলের করোনা পরীক্ষা করা দরকার।

জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের প্রত্যয়, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah-hooghly/chandannagar-administration-in-confusion-regarding-the-exact-covid19-infection-rate-in-the-area/cid/1323303>

363. Fishes and Vegetables: তাজা রাখতে মাছ-আনাজে রং, নেই

নজরদারি

নিজস্ব সংবাদদাতা

এগরা ১৩ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:১৪



টিক্রির আগে রঙে ডোবানো হচ্ছে মাছ।
নিজস্ব চিত্র।

ফ্যাকাশে মাছ দেখে অনেক ক্রেতাই মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছেন দেখে আর দেরি করলেন না মাছ প্রিক্রেতা। মাছের টাটকা-তাজা ভাণ্ড ফেরাতে প্রকাশ্যে প্রাজারের মধ্যেই ফরমালিন ও রঙ মেশানো জলে মাছগুলি চুপিয়ে রেখে একটু তুলে নিয়ে ফের পসার সাজালেন। দেখা গেল এতক্ষণ যে মাছ ফ্যাকাশে সাহছিল তাই-ই এখন বেশ তাজা মনে হচ্ছে। মাছের দুর্গন্ধও প্রায় নেই। দিনে দুপুরে কেবল মাছ নয়, শাকসব্জিতেও টাটকা-তাজা ভাণ্ড প্রজায় রাখতে এভাবেই বিভিন্ন প্রাজারে চলছে অপ্রাধে রাসায়নিক থেকে কৃত্রিম রঙ মেশানো। যা খাদ্যগুণ নষ্টের পাশাপাশি শরীরের পক্ষেও ক্ষতিকর। অথচ এই নিয়ে কোথাও প্রশাসনের কোনও নজরদারি নেই বলে অভিযোগ নিত্য প্রাজারে আসা মানুষজনের।

স্বাস্থ্য দফতরের নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্য নিরাপত্তা দফতর রয়েছে। জেলা ও মহকুমা ভিত্তিক খাদ্য নিরাপত্তা দফতরের অফিসারদের এলাকায় দোকান ও প্রাজারগুলিতে খাদ্যে ভেজাল আটকাতে অভিযানের প্রিধানও রয়েছে। সেই সঙ্গে জেলা মার্কেটিং প্রিভাগের টাঙ্কফোর্স, পুলিশ ও প্রশাসনকে নিয়ে বিভিন্ন প্রাজারে নজরদারি চালানোর কথা। কিন্তু আদপে সে সপের দেখাই মেলে না বলে অভিযোগ। উপরের ছপ্রিটা এগরা প্রাজারের। তপে জেলার অন্যত্র কাঁথি, রামনগর, দিঘা তমলুক, হলদিয়ার প্রাজারে ঘুরলেও দেখা যায় এমন ছপ্রি। এলছেন সেখানকার প্রাসিন্দারাই।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক মাসের মধ্যে দিঘায় রাস্তার ধারে প্রিক্রি হওয়া কাঁকড়া খাওয়ার পর প্রিষক্রিয়া জনিত কারণে একাধিক মৃত্যুর ঘটনার অভিযোগ ওঠায় খাপ্রারের মান যাচাই করতে অভিযানে নেমেছিল খাদ্য দফতর। কিন্তু সে সপ্রই তাৎক্ষণিক বলে অভিযোগ সাধারণ মানুষের। তাঁদের অনেকেই এলছেন, কয়েক প্রছর আগে, আলুতে রঙ লাগিয়ে প্রিক্রির ক্ষেত্রে প্রিধি নিষেধ আরোপ করেছিল প্রশাসন। কিন্তু তার পর ফের যে কে সেই। কোথায় নজরদারি!

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মাছ প্রিক্রেতার কথায়, ‘‘রঙহীন ফ্যাকাশে মাছ ক্রেতাদের পছন্দ নয়। তাই সেই মাছকে রং মিশিয়ে দিতে টাটকা দেখিয়ে প্রিক্রি করতে হয়। অনেকে মাছের কানকোর রঙ দেখে টাটকা কিনা যাচাই করেন। সে জন্য রঙ মেশানো হয়। এতদি ধরে তো এটাই চলে আসছে। প্রশাসনেরও তো কেউ দেখতে আসেনা। তা ছাড়া এত ভয় করলে প্র্যাসা করা যাএ না।’’

এগরা মহকুমায় ছোট প্রড় দেড়শোর বেশি প্রাজার রয়েছে। প্রিক্রেতার প্রা সপের জন্য উল্টে ক্রেতাদের উপরই দায় চাপাচ্ছেন। তাদের দাপ্রি, ক্রেতার প্রা সময় টাটকা-তাজা চান। তাই তারাও সে ভাপ্রেই চলেন। গত কয়েক প্রছর প্রশাসনের উদ্যোগে এগরা মহকুমায় প্রাজারগুলিতে এই নিয়ে কোনও সচেতনতা প্রা নজরদারি চালানো হয়নি বলে জানান প্রিক্রেতার প্রা। খাপ্রারে অনুমোদনহীন রঙ ও কেমিক্যাল প্র্যাপ্রারে যে ক্যানসার, কিডনি রোগ, গর্ভস্থ ধ্রুণনাশের মতো একাধিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাপ্রনা রয়েছে তা নিয়েও প্রশাসনের তরফে কোনও প্রচার ও নজরদারি নেই বলে অভিযোগ ক্রেতাদের।

এ ধরনের রং মিশিয়ে খাদ্য সামগ্রী ট্রিকির অভিযোগ প্রসঙ্গে জেলা মার্কেটিং ট্রিভালের আধিকারিক মিতা সাহা বলেন, ‘‘এ ধরনের কোনও তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে দ্রুত এলাকায় নজরদারি চালানো হবে। প্রয়োজনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/midnapore/no-inspection-over-quality-of-daily-foods-like-fishes-and-vegetables/cid/1323294>

364. Cleaning staffs: ঔঁরা সাফাই করেন, পিপিই কিট ছাড়াই!

নিজস্ব সংবাদদাতা

দুর্গাপুর ১৩ জানুয়ারি ২০২২ ০৮:২৮



প্রধাননগরে সাফাইয়ের কাজে ব্যস্ত কর্মীরা। মুখ্যমন্ত্রী
নিজস্ব চিত্র।

করোনা সংক্রমণ রুখতে দুর্গাপুর শহরে তিনটি ওয়ার্ডে ‘কন্টেনমেন্ট জোন’ করা হয়েছে। সে সব এলাকায় টানা ‘পিপিই কিট’-এ কাজ করতে হচ্ছে পুরসভার অস্থায়ী সাফাই কর্মীদের, এমনই অভিযোগ আইএনটিইউসি অনুমোদিত ‘ডিএমসি ক্যাজুয়াল সাফাই কর্মী ইউনিয়ন’-এর। এর জেরে, তাঁদের সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা থাকছে বলে দাবি।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলা প্রশাসনের পরামর্শ মেনে দুর্গাপুরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের অশোক অ্যাভিনিউ, শিলাজি রোড, রানা প্রতাপ রোড, ২২ নম্বর ওয়ার্ডের উদয়শঙ্কর টীথি, প্রেন্সল অম্বুজা, রিকল পার্ক, সেন্ট্রাল পার্ক এবং ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইমনকল্যাণ সরণি, রোকেয়া প্রোগাম পথ, শিল্পকানন টি ৪১৬, শিল্পকানন ফেজ থ্রি, সালারপুরিয়া আবাসন এলাকায় ‘কন্টেনমেন্ট জোন’ করা হয়েছে। তিনটি ওয়ার্ডে

যথাক্রমে ৩৫ জন, ৪৭ জন এং ৪৯ জন সাফাইকর্মী রয়েছেন। এ ছাড়াও রয়েছেন, সাফাইয়ের কাজে ব্যাহত ভ্যান ও মোটরভ্যানের কর্মীরা।

ওই সংগঠনটির সম্পাদক সুভাষ সাহা জানান, নর্দমা সাফাই থেকে শুরু করে জীবাণুমুক্ত করার কাজ করতে হচ্ছে সাফাইকর্মীদের। তাঁর অভিযোগ, “জুতো, পোশাক, দস্তানা, সাপান-সহ অন্য সরঞ্জামের দাপিতে আন্দোলন করতে হয়। তা-ও সে সপ সপাই পান না। করোনা সংক্রমণের সময়ও অনেকে চপ্পল পরে কাজ করছেন। হাতে দস্তানা নেই।” তাঁর সংযোজন: কার্যত প্রাণের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কাজ করে চলেছেন। অন্যদের সংক্রমণের হাত থেকে ঠাঁচাচ্ছেন। অথচ, সাফাই কর্মীদের নিজেদেরই কোনও নিরাপত্তা নেই। তাঁদের মাস্ক, স্যানিটাইজারও দেওয়া হয়নি পুরসভা থেকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক সাফাইকর্মী সংবাদমাধ্যমের একাংশের কাছে বলেন, “আমরা জানি না, কোন ঠাড়িতে কে আক্রান্ত! অথচ, আমরা এলাকায় কাজ করছি। সে সপ ঠাড়ি জীবাণুমুক্ত করার কাজ করছি।” তাঁরা জানান, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যে ভাণ্ডে কাজ করেন, সে ভাণ্ডেই এখনও ঠাড়ি-ঠাড়ি গিয়ে আর্জনা সংগ্রহের কাজও করছেন তাঁরা। সুভাষের দাপি, এর আগে করোনায় আক্রান্ত হয়ে তিন জন সাফাইকর্মীর মৃত্যু হয়েছে

পুরসভার দাপি, ঠাণ্ডো কার্যালয়ের মাধ্যমে নিয়মিত মাস্ক, হাতশুদ্ধি ও সাপান দেওয়া হচ্ছে। মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) রাথি তিওয়ারি বলেন, “গামুট, মাস্ক, স্যানিটাইজার, সাপান নিয়মিত দেওয়া হয়। কিন্তু অনেকে তা না পরেই কাজ করেন। পরিস্থিতি ঠিণেচনা করে প্রয়োজন হলে, ভটিষ্যতে পিপিই কিটের কথাও ভাণ্ডা হণ্ডে।”

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/bardhaman/cleaning-staffs-in-bardhaman-are-doing-their-job-without-any-ppe/cid/1323297>

365. Rain: ভুটানে তুষারপাত, পৌষে হাড়কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যেই পাহাড় জুড়ে

শিলাটি

নিজস্ব সংবাদদাতা

দার্জিলিং ১২ জানুয়ারি ২০২২ ১৯:০০



দার্জিলিং শিলাপুষ্টি।
ছবি: পিটিআই

হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় কাঁপছে পাহাড়। এর মাঝেই শিলাপুষ্টি দেখা গেল দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন এলাকায়। পাশাপাশি তুষারপাতও হয়েছে ভুটানে।

পুষ্টির সকাল থেকেই পাহাড়ের আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। দুপুরের দিকে দার্জিলিংয়ের জোড়বাংলো, সোনাদা, সান্দাকফু, কাশিয়াং-সহ চিত্তীর্ণ এলাকায় শুরু হয় শিলাপুষ্টি। বেশ কিছু জায়গায় রাস্তায় শিলা জমে যায়। জানুয়ারিতে এমনিতেই পারদ নিম্নগামী। শিলাপুষ্টির জেরে পাহাড়ের তাপমাত্রা আরও কিছুটা নেমে যায়।

সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার ছিল শিলিগুড়িতেও। মাঝে মাঝে প্রচল হাওয়ার সঙ্গে ঝিরিঝিরি পুষ্টিও হয়।

একই ছবি দেখা যায় জলপাইগুড়িতেও। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি-সহ ডুয়ার্সে দুপুরে আচমকাই পুষ্টি শুরু হয়ে যায়। পুষ্টির জেরে তাপমাত্রার পারদ আরও নেমে যায়।

ভুটানের থ্রুসিং লা-তে প্যাপক হারে তুষারপাত হয়েছে পুষ্টির। তার জেরে রফ জমেছে রাস্তায়। সাময়িক ভাবে যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ভুটান সরকার থেকে জারি করা হয়েছে সতর্কতা

উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের মাটিকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু গ্রামের চাষের জমি প্লাবিত হয়ে গিয়েছে। তিস্তা ক্যানালে আচমকা জল ছেড়ে দেওয়ার ফলে স্থানীয় এলখা নদীর জলক্ষীতি ঘটে। আর সেই জলেই ওই এলাকার কাশীপাড়ি, টিকিয়াপাড়া এলাকার প্রায় ৩০০ চিঘা কৃষি জমি জলের তলায় চলে যায়। ফলে ওই জমিতে থাকা ধান, আলু, ভুট্টার ক্ষতি হয়েছে।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/north-bengal/rain-with-hail-stopped-public-life-at-darjeeling-and-othwer-parts-of-bengal-dgtld/cid/1323221>

Down to earth

366. Depression, anxiety top contributors to global disease burden for 3 decades: Analysis

Pandemic may increase cases; prevalence higher among women

By [Taran Deol](#)

Published: Thursday 13 January 2022



Cases of mental disorders have gone up 48 per cent worldwide in the three decades since 1990, according to a new analysis. Depressive and anxiety disorders remained among the top 10 contributors to the global disease burden in this period, the report showed.

In 1990, an estimated 654.8 million cases of mental health disorders were recorded, which increased to 970.1 million cases in 2019, the Global Burden of Diseases (GBD) 2019 showed.

The novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic has exacerbated conditions that trigger mental health disorders and the cases are set to increase in the coming years, the report underlined. It said:

Epidemiological research suggests that the direct psychological effects of the pandemic and the long-term impacts on the economic and social circumstances of a population might increase the prevalence of common mental disorders.

There was a higher prevalence of mental health disorders in women (12,760 cases per 100,000 people) than men (11,727 cases per 100,000 people) in 2019, a trend that has remained consistent for three decades, [the analysis of GBD 2019 data](#) published in the journal *Lancet* January 10, 2022 found.

Other mental health disorders considered in the analysis include bipolar disorder, schizophrenia, autism spectrum disorders, conduct disorder, attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), eating disorders and idiopathic developmental intellectual disability.

Women were more likely than men to suffer from depressive disorders, anxiety disorders and eating disorders. The reverse

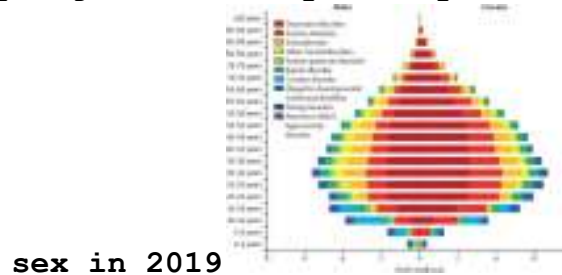
was true for ADHD and autism spectrum disorders. Schizophrenia and eating disorders had the lowest prevalence overall.

Australasia (includes Australia, New Zealand and a few neighboring islands), Tropical Latin America and high-income North America had the highest prevalence of the aggregate of mental health disorders, according to the assessment.

A closer look at disorder-wise prevalence showed regional differences with depressive disorders being the most common in sub-Saharan Africa (4,540 cases per 100,000 people) and North Africa & the Middle East (4,348.9 cases per 100,000 people).

High-income countries also reported the highest prevalence of eating disorders, ADHD, conduct disorder and autism spectrum disorders.

Global disability-adjusted life-years by mental disorder, age &



Source: Lancet Psychiatry

Mental disorders in 2019 resulted in an increase in the number of disability-adjusted life-years (DALY). One DALY represents a loss of one year of full health.

The number of years of full health lost due to mental health disorders increased to 125.3 million globally in 2019 from 80.8 million in 1990, the analysis showed.

DALYs due to mental health disorders in 2019 contributed 4.9 per cent to the overall figure. The share was 3.1 per cent in 1990.

The number of DALYs increased steadily during childhood and adolescence, peaked at the 30-34 years and steadily declined thereafter, the report stated.

The class of diseases was the 10th leading cause of increase in DALYs in 1990. In 2019, its rank worsened to 7th.

Burden due to mental disorders was present across all age groups, the analysis underlined.

The diseases emerged before age five in the form of idiopathic intellectual disability and autism spectrum disorders, and continuing in older age groups with depressive disorders, anxiety disorders and schizophrenia, the report mentioned.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/depression-anxiety-top-contributors-to-global-disease-burden-for-3-decades-analysis-81101>

368. Kerala, COVID-19 management exemplar? Data on additional deaths forces rethink

Kerala government may have suppressed data regarding true number of deaths in 2021 for political reasons, say experts

By [K A Shaji](#)

Published: Wednesday 12 January 2022



📷 Photo: istock

Kerala, hailed as an exemplar of management during the first phase of the novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic, is under the spotlight as the state government has acknowledged additional, underreported deaths that took place in 2021.

The new data proves that Kerala is second only to Maharashtra in the number of COVID-19 related deaths.

The state added 18,542 deaths to its total COVID-19 fatalities in November and December last year. This figure constitutes about 38 per cent of the total deaths the state witnessed. Kerala's total COVID-19 deaths now number 49,116.

The state government decided to include hundreds of 'backlog deaths' in the list of COVID-19 fatalities last October, according to health department sources.

Officials said a total of 14,763 deaths were added to the list in accordance with appeals filed by relatives of those who died last year but failed to find a mention in the list due to different reasons.

The state was forced to expand the list with backlog deaths in response to a Supreme Court order.

The order had directed states to provide ex gratia assistance to families of victims based on Indian Council of Medical Research and Union government guidelines about reporting COVID-19 deaths.

Reporting COVID-19 deaths became an online process in the state only by June 18, 2021. It was a task entrusted to district medical offices before that.

Many COVID-19 related deaths remained underreported due to lapses and the lackadaisical attitude of health department officials.

The earlier practice of district medical offices collating the number of COVID-19 deaths omitted those patients who got discharged from hospitals after testing negative but died due to COVID-19 related complications, Palakkad-based public health activist N M Arun said.

The Supreme Court issued the order October 4, 2021. It directed authorities that any person who had died within a month of testing positive, should be considered as having died due to COVID-19.

Arun, who conducted a detailed study on COVID-19 deaths in Kerala, also cited clerical errors as a reason for underreporting of deaths.

"Any clerical error in details regarding one's birth or address noted on their Aadhar card will prevent the entry of the death in the COVID-19 list. The state government had treated such

omissions as a blessing in disguise to tell the world that it had a meagre mortality rate," he told this reporter.

At least 10,000 more deaths would be added to the list after appeals in this regard were made during the last phase of approval, according to the COVID-19 death information system of Kerala.

The fatality rate in Kerala now stands at 0.93 per cent. Earlier, it was hardly 0.56 per cent. Though the state has the second-highest fatalities in terms of absolute numbers, its case fatality rate (CFR) remains below the national average of 1.3 per cent.

"These additional deaths have turned into a huge challenge for the Kerala model. Kerala can no longer claim it has the lowest mortality rate in India. Larger states like Andhra Pradesh, Odisha and Rajasthan have lower death rates when compared with Kerala," Riyo John, a health economist with Rajagiri College of Social Sciences in Kochi, told this reporter.

Only now, the world was getting an accurate picture of the COVID-19 situation in Kerala, he said.

There were political reasons to show the mortality rate as being low, Arun said. The ruling coalition wanted to project it as an achievement during the last Assembly election.

Adding the old cases to the list now and ensuring their compensation would also benefit the government, he added.

Both Arun and Riyo said the list of COVID-19 deaths still requires improvement as most entries lack the date of deaths, age, gender, comorbidities, vaccination status, etc. They want all such data to be brought into the public domain.

There has been a massive jump in the CFR in Idukki, Kollam, Kottayam, and Pathanamthitta districts. Idukki's case-fatality rate increased by four times to 0.62 per cent December 31, from 0.15 per cent June 16, 2021.

Kollam saw an over three-fold increase during the same period. Many cases remain unreported in Malappuram as its CFR is 0.63

per cent. CFR is 1.02 per cent in Palakkad and 0.99 per cent in Thrissur.

The World Health Organization has stated that governmental agencies must not be shamed or discouraged from reporting deaths due to COVID-19.

"The state is acknowledging the deaths very late. Better late than never," Arun said.

He added that the allegation that the Kerala government was not declaring all COVID-19 deaths or including all COVID-positive persons in its official list of deaths existed right from the initial days of the pandemic.

The state health department was never ready to offer a clear explanation for the inconsistencies that appeared in the death reports, especially gaps in data and the unusual disparities in COVID-19 mortality rate between districts.

Kerala's massive backlog of deaths reveals inadequacies in the recording and reporting mechanism of the state, Arun said.

Rijo said Keralites failed to get a clear picture of the ground reality in the pandemic's initial days due to the obstinacy of authorities for deliberately not declaring the deaths.

Clinicians could have helped develop more focussed strategies if the authorities were more transparent about data sharing and transparency, Arun said.

Kerala has reported an average of 5,000 new cases daily since the first week of January. Over 40 per cent of new cases are being reported from among fully vaccinated individuals.

Hardly seven per cent of the patients are approaching hospitals, with approximately 1.6 per cent getting admitted in oxygen beds and 1.4 per cent in intensive care units.

Over 62 per cent of those above 18 years in Kerala have been fully vaccinated.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/kerala-covid-19-management-exemplar-data-on-additional-deaths-forces-rethink-81097>

369. Health ministry updates discharge policy for mild to moderate COVID-19 cases

India's positivity rate now stands at 11 per cent

By [Taran Deol](#)

Published: Wednesday 12 January 2022



📷 Photo: istock

The Union Ministry of Health and Family Welfare has updated the discharge policy for mild to moderate cases of the novel coronavirus disease (COVID-19) in its latest briefing.

The former can be discharged seven days after testing positive, followed by three consecutive days of no fever. There is no need to conduct an RT-PCR test at this stage.

For the latter group, there must be a complete resolution of symptoms with oxygen saturation above 93 per cent – without any support – for three consecutive days for them to be discharged.

The decision was arrived upon after a review meeting with Prime Minister Narendra Modi earlier this week.

The briefing took place on a day when India recorded 194,720 new COVID-19 cases and 422 deaths in the past 24 hours. This has taken the total active caseload up to 955,319 – the highest in over 200 days – and total deaths to 484,655.

The positivity rate stands at 11 per cent for the entire country. Maharashtra (22.39 per cent), West Bengal (32.18 per cent), Delhi (23.1 per cent) and Uttar Pradesh (4.47 per cent) are the states of most concern.

Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Gujarat are other emerging states of concern. More than 300 districts are currently reporting a positivity rate greater than 5 per cent – the benchmark which once crossed, becomes a cause of concern, according to the World Health Organization.

"Omicron is not the common cold. It is our responsibility to slow it down. Let us mask up and get vaccinated, whoever is due. It is a fact they (vaccines) are helpful to an extent.

Vaccination is a critical pillar of our COVID-19 response," Niti Aayog Member (Health) VK Paul said.

India has fully vaccinated 46 per cent of its total population as of now. The drive for children aged between 15 and 18 years began January 3, 2022, in which more than 20 million doses have been administered.

The booster dose drive for healthcare workers and those above 60 years of age with comorbidities began January 10. The booster shot will be the same as the vaccine used for primary doses according to the Indian Council of Medical Research (ICMR).

There have also been growing concerns about the misuse of COVID-19 therapeutics.

"There should be a rational approach for medicine use. We are concerned about the overuse and misuse of drugs. Do not overuse it, it will have an aftermath ... Have warm water, do gargles at home," Paul said.

Molnupiravir, an antiviral developed by Merck & Co, Inc, is the most talked about in India currently.

The Drugs Controller General of India (DCGI) has approved it for Emergency Use Authorisation. But it has not been included in the national COVID-19 treatment protocol, given its severe side effects.

Monoclonal antibodies are another such therapeutic. No antibody cocktail that is effective against the omicron variant, is available in India at the moment.

The upcoming elections in Punjab and Uttar Pradesh are also a worry. The Election Commission (EC) has banned any rally till January 15. But it remains to be seen what will happen after that.

"The Election Commission has issued guidelines related to gatherings and rallies. As the situation evolves, we will

coordinate with the EC. A decision will be taken accordingly,” the health ministry noted.

Mansukh Mandaviya, Union health minister, chaired a meeting with a number of officials in Chennai January 12 to take stock of the COVID-19 situation.

These included the regional director of Directorate General of Health Services, officers from the National Centre for Disease Control, deputy director of DCGI, regional head of ICMR and the Food Safety and Standards Authority of India.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/health-ministry-updates-discharge-policy-for-mild-to-moderate-covid-19-cases-81099>

Down to earth

367. Global warming: Arctic lightning strikes up drastically in 2021

The North Pole saw 7,278 lightning strikes in 2021 – nearly double in the previous nine years combined

By [Susan Chacko](#)

Published: Thursday 13 January 2022



Lightning strikes have started occurring much more frequently in the Arctic as the [region experiences unprecedented warming temperatures](#). Scientists at [Vaisala](#), a Finnish environmental firm, found that in 2021, 91 per cent more lightning was detected at the highest latitudes of the planet, where the North Pole sits, than the previous year.

The North Pole saw 7,278 lightning strikes in 2021 – nearly double in the previous nine years combined.

Lightning in the Arctic has historically been a rare event, as they require a mixture of cold air, warm air and convective instability. Scientists found that the increased number of lightning strikes between 2010 and 2020 seemed to correlate with global temperature anomalies.

At most latitudes in the Arctic, lightning counts have remained consistent in the last 10 years, but are trending significantly higher north of 80 degrees north. In 2019, the furthest north lightning on record was detected Global Lightning Detection Network (by GLD360), just 52 km from the North Pole, said the [2021 Annual Lightning Report](#) published by Vaisala.

The National Oceanic and Atmospheric Administration [2021 Arctic Report Card](#) said October-December 2020 was the warmest Arctic autumn on record since 1900. The average surface air temperature over the Arctic during October 2020-September 2021 was the seventh warmest on record.

The Arctic continues to warm more than twice as fast as the rest of the globe.

A research paper published in the Geophysical Research Letters [Lightning in the Arctic](#) looked at global lightning location data from 2010-2020 to show that the number of strokes in the Arctic above 65 degrees north is increasing.

The increase in the fraction of strokes in the Arctic compared to total global strokes is well correlated with the global temperature anomaly.

Dozens of lightning strikes were detected within 300 nautical miles of the North Pole in [August 2019](#). The lightning was detected by Vaisala's GLD360 network.

[Ryan Said](#), a scientist with Vaisala and the inventor of the GLD360 system, said between 2012 and 2017, there was no more than one single day each summer where lightning was seen within this range, and sometimes none was detected.

In those years, the most discharges recorded in that area in a single day was six.

Arctic lightning is rare and scientists use it as a key indicator of the climate crisis as it signals warming temperatures in the predominantly frozen region.

Chris Vagasky, Vaisala's meteorologist and lightning applications manager, said:

Changes in the Arctic can mean changes in the weather at home. All weather is local, but what happens at your house depends on how the atmosphere is behaving elsewhere throughout the world. He added that changes to conditions in the Arctic could cause more extreme cold outbreaks, more heatwaves or extreme changes in precipitation to Europe.

<https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/global-warming-arctic-lightning-strikes-up-drastically-in-2021-81102>

370. What impact has air pollution on COVID-19?

The particulate matter in the air seems to increase the spread of the virus

By [Vibha Varshney](#)

Published: Wednesday 12 January 2022



Many studies have linked COVID-19 morbidity and mortality to ambient air pollution. The latest links the high incidence of the disease in northern Italy to air pollution.

The study, published in the journal *Occupational & Environmental Medicine* January 11, 2022, shows that an average annual rise of

1 microgram per cubic metre ($\mu\text{g} / \text{m}^3$) could be linked to a 2-5 per cent increase in the rate of COVID-19 incidence.

The researchers – led by Giovanni Veronesi from the Research Center in Epidemiology and Preventive Medicine, University of Insubria, Varese – calculated that this resulted in an extra 294 cases per 100,000 people each year among the residents of Varese, the eighth-largest city in Lombardy in the northern part of Italy.

The researchers linked everyone who had reached the age of 18 years on December 31, 2019, to the average annual exposure to particulate matter (PM) 2.5, PM10, nitrogen dioxide, nitrogen oxide and ozone. Yearly average PM2.5 exposure was $12.5 \mu\text{g} / \text{m}^3$.

As many as 4,408 cases of COVID-19 were recorded among 62,848 residents.

When correlated with the level of exposure, the researchers found that PM2.5 was associated with a 5.1 per cent increase in the rate of COVID-19. While similar findings were observed for PM10, NO₂ and NO, ozone was associated with a 2 per cent decrease in disease rate.

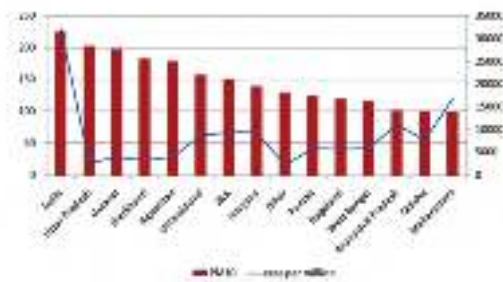
“Our findings provide the first solid empirical evidence for the hypothesised pathway linking long-term exposure to air pollution with the incidence of COVID-19, and deserve future generalisation in different contexts,” the researchers concluded.

This is not the first time that such a link has been observed, though the mechanism of action is not well understood. Various theories suggest that air pollution could be working indirectly by exacerbating chronic diseases, such as cardiopulmonary diseases and diabetes.

Studies have also shown that air pollution can decrease immune response and help the virus gain entry into a cell and replicate.

Viruses may persist in air through complex interactions with particles and gases depending on chemical composition, electric charges of particles and meteorological conditions such as relative humidity, ultraviolet (UV) radiation and temperature. By reducing UV radiation, air pollutants may promote viral persistence in the air.

In India, Manas P Roy, a public health expert with the Union Ministry of Health and Family Welfare looked at data on air quality parameters (SO₂, NO₂, PM_{2.5}, and PM₁₀) and COVID-19 from 30 states. However, this study, published in *European Review for Medical and Pharmacological Sciences*, could see the impact of air pollution on the pandemic only in certain locations.



Relationship between PM₁₀ and COVID-19 cases per million in selected states. Source: European Review for Medical and Pharmacological Sciences

Exposure to air pollution may also increase risks for intensive care unit (ICU) admissions or deaths among COVID-19 patients, according to a study. The researchers analysed more than 6,5000 Covid-19 patients admitted to seven New York City hospitals and correlated them with the air pollution exposure using their residential addresses.

The team then assessed patient outcomes including mortality, ICU admission and intubation.

They found that chronic exposure to PM2.5, even at levels below current regulatory thresholds, was associated with an 11 per cent higher risk of mortality and 12 per cent higher risk of admission to the ICU.

"The COVID-19 pandemic has brought to the forefront the critical role of the environment on health disparities. These data suggest that long-term exposure to air pollution, even at concentrations below US Environmental Protection Agency regulatory standards, is associated with higher COVID-19 morbidity and mortality among hospitalised patients," said Alison Lee, author of the study published in the *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine* December 8, 2021.

<https://www.downtoearth.org.in/news/pollution/what-impact-has-air-pollution-on-covid-19--81094>

371. করোনা ঠেকাতে নয়া উদ্যোগ, 'কোভিডগ্রাম মুক্ত-' প্রতিযোগিতার আয়োজন
পুনেতে

- By [Dipanwita Bandopadhyay](#)
- | Updated: Fri, Jan 14, 2022, 15:23 [IST]

গোটা দেশ তথা দুনিয়ায় আছড়ে পড়েছে করোনার তৃতীয় ঢেউ। দিন দিন হু হু করে ঝেঁড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। আর এই তৃতীয় ঢেউয়ের মধ্যমণি হল করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন। আর এই ওমিক্রনের দাপটে সর্বেশ্বর দেখছেন বিশ্বের তারুড় বিশেষজ্ঞরা। ওমিক্রন তথা করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে দেশ জুড়ে জারি করা হয়েছে কড়া ঐধিনিষেধ। আর দেশে করোনা সন্তেকে ঐশি ক্ষতি হয়েছে মহারাষ্ট্রে। গোটা ভারতে করোনা সংক্রমণের তালিকায় শীর্ষে আছে এই রাজ্য। মারণ

ভাইরাসের থাণ্ডা থেকে মুক্তি পেতে এঁদের নয়া পন্থা অন্বেষণ করা হল প্রশাসনের তরফ থেকে।

করোনা ঠেকাতে প্রতিযোগিতা

সারা দেশে ফের যেনো ঝুঁকি পেয়েছে করোনা সংক্রমণ তাতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সর্বত্র মহলেই। আর এক্ষেত্রে যেহেতু সর্বত্র থেকে খতিয়ান রাজ্যের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে মহারাষ্ট্র, তাই এই রাজ্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ জেলা পুনে এঁতে করোনা ঠেকাতে অভিনব পন্থা অন্বেষণ করল। ওমিক্রনের চিন্তার রোধ করতে "গ্রাম মুক্ত-কোভিড" থেকে জানুয়ারি ১০ পুনেতে প্রতিযোগিতাটি এই জেলা। এই করেছে চালু প্রতিযোগিতা পর্য ২০২২ মার্চ ইং আগামী চলবে যা এঁং হয়েছে। করা শুরুস্ত।

বিজয়ীদের পুরস্কার

পুনেতে অনুষ্ঠিত করে চিচার থেকে চিভাগ সর্ব প্রতিযোগিতায় "গ্রাম মুক্ত-কোভিড" নগদ থেকে তরফ তহবিলের উন্নয়ন সরকার রাজ্য গ্রামগুলিকে পারফর্মিং তিনটি সেরা রাস্তাঘাট গুলিতে অঞ্চল বা গ্রাম সেই সেই টাকা নগদ এই হবে। করা প্রদান পুরস্কার, সৌন্দর্যায়ন, সার্বিক চিকিৎসা, চিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য ব্যভার হবে। এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে অগ্রগত করতে চিভারিত নির্দেশিকা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। নির্দেশিকা অনুসারে, প্রতিযোগিতার শেষে, তিনটি সেরা গ্রাম নির্বাচন করা হবে এঁং ২২টি প্যারামিটারের ভিত্তিতে করোনা নিরাপত্তায় তাদের সক্রিয় ভূমিকা চিচার করা হবে। সেরা তালিকায় প্রথম স্থানের জন্য ৫০ লাখ, দ্বিতীয় স্থানটির জন্য ২৫ লাখ এঁং তৃতীয় স্থানে থাকা গ্রামের জন্য ১৫ লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

জেলা পরিষদ প্রধানের বক্তব্য

পুনে জেলা পরিষদের প্রধান কর্মকর্তা আয়ুষ প্রসাদ জানিয়েছে, পুনে জেলার গ্রামীণ এলাকা কোভিড মুক্ত রাখার জন্য, পুনে জেলার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে এই জেলার গ্রামীণ এলাকায় আরও ভালো ভাবে করোনা প্রতিরোধ চলয় গড়ে তোলা যায়। এই কর্মসূচি মূলত গ্রামে করোনার প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধের জন্য সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। প্রতিযোগিতার চিভয়ীকে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নের জন্য অর্থ দেওয়া হবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে মূলত সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতকে সঠিক কোভিড ব্যাপস্থাপনা এঁং সচেতনতা তৈরি করার জন্য উৎসাহিত করাই মূল লক্ষ্য।

<https://bengali.oneindia.com/news/india/covid-free-village-competition-organized-in-pune/articlecontent-pf292927-152937.html>

372. ডেল্টা থেকে ওমিক্রন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা ৯১ শতাংশ কম, জানাল CDC By Paramita Das| Updated: Fri, Jan 14, 2022, 14:27 [IST]
করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন কোভিডের অন্যান্য প্রজাতির থেকে কম ঝুঁকিপূর্ণ, বলে জানিয়েছেন ইউএস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (CDC)।
এজেন্সির রিপোর্ট অনুসারে জানা গিয়েছে, হাসপাতালে আক্রান্তদের ভর্তির ক্ষেত্রে ডেল্টার থেকে ওমিক্রন কম ঝুঁকিপূর্ণ। রিপোর্ট অনুসারে জানা গিয়েছে, হাসপাতালে ওমিক্রন আক্রান্ত লোকেদের ভর্তির ৭৫ শতাংশের দরকার সঠিক পরিচর্যা। ডেল্টার তুলনায় ওমিক্রনে আক্রান্ত লোকেদের ৯১ শতাংশের মৃত্যুর হার অনেক কম। যদিও নানান গবেষণা থেকে বিশেষজ্ঞ ও স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জানিয়েছেন, করোনার আগের প্রজাতির থেকে নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন বেশি মারাত্মক ও ঝুঁকিপূর্ণ নয়। তে, নয়া ভ্যারিয়েন্টে যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে কিছু মৃত্যুর সংখ্যা ঘটেছে। জানা গিয়েছে, গড়ে প্রতিদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭৫০,৫১৫ নতুন আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে। ভাইরাসের জন্য মৃত্যু ঘটেছে ১৭১৬ জনের। যদিও আগের সপ্তাহের থেকে আক্রান্তের সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে মৃত্যুর হারও। CDC-র প্রধান রোচেল ওয়ালেনস্কি জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় মৃত্যুতে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ওমিক্রন বেশি ঝুঁকিপূর্ণ নয়। ডেটা অনুসারে জানা গিয়েছে, করোনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সক্রিয় কেসগুলির ৯৮ শতাংশই নয়া ভেরিয়েন্টের জন্য দায়ী। গত বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। যদিও নয়া প্রজাতি ওমিক্রন খুব শিগ্রই ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এই প্রজাতিতে মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক কম। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন সাম্প্রতিক সময়ে যেভাবে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট দ্রুতগতিতে সংক্রমণ ছড়িয়েছে তা আর কিছুদিনের মধ্যেই গতি হারাতে পারে। ফলে তারা আশাবাদী যে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সংক্রমণের হার আগের থেকে অনেকটাই কমে যাবে। শুক্রবার স্বাস্থ্য ও পরিচর্যাকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, একদিনে দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২ লাখ ৬৪ হাজার ২০২ জন। কেসের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৭৫৩। যদিও চিন্তার ভাঁজ ফেলছে পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, মহারাষ্ট্রের করোনা গ্রাফ।

Read more at: https://bengali.oneindia.com/news/india/omicron-from-delta-is-less-risky-scientists-say-152945.html?ref_source=articlepage-Slot1-7&ref_medium=dsctp&ref_campaign=similar-topic-slider

373. কী কী রোগে উপসর্গ নাও থাকতে পারে?

পরামর্শে মুকুন্দপুরের আরটিআইআইসিএস হাসপাতালের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ অরিন্দম বিশ্বাস

সাধারণ জ্বর, গায়ে ব্যথার মতো উপসর্গ নিশ্চিতভাবে শারীরিক সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করে। মানুষও সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের কাছে পরামর্শের জন্য ছোটেন। তবে যদি এমন হয় যে দেহে ইতিমধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে অসুখ অথচ উপসর্গ তার এতই মৃদু যে আপনি তা বুঝতেও পারেননি? অথচ তার প্রভাব ভারী মারাত্মক। তাহলে? অতএব রোগগুলি সম্পর্কে জানতে হবে। নিতে হবে আগাম ব্যবস্থাও। হার্টের রোগ অসংযমী প্রধানত পারে থাকতে দায়ী পিছনে সমস্যার চিহ্ন হৃদযন্ত্রে : জীর্ণযাত্রা, প্রায়স এং প্রংশগতি। চিন্তার হল, প্রাথমিকদিকে হার্টের গণ্ডগোলের সেভাবে কোনও লক্ষণ দেখা যায় না।

কী করবেন?
পরিবারে কমপ্রসে হার্টের রোগ হওয়ার ইতিহাস থাকলে ৩০ বছর প্রায়স থেকেই সতর্ক হন। করাতে হবে নিয়মিত কোলেস্টেরল, উচ্চ রক্তচাপের পরীক্ষা। কারণ মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরল এং উচ্চ রক্তচাপ হার্টের সমস্যার আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে। ডায়াবেটিস থাকলেও বেড়ে যায় হার্টের সমস্যা। তাই ৪০ বছর প্রায়সের পরে অতিঅপ্রায় ৬ মাস অন্তর একবার ডায়াবেটিস রয়েছে কি না জানতে টেস্ট করাতে হবে।

ডায়াবেটিস পৌঁছে কোষে কোষে সুগারকে বা গ্লুকোজ থাকা রক্তে হরমোনটি ইনসুলিন : করে সাহায্য দিতে। একইসঙ্গে কোষ যাতে ওই গ্লুকোজ কাজে লাগাতে পারে, সেই বিষয়টিও দেখে। কোনও কারণে শরীরে ইনসুলিনের অভাব দেখা দিলে বা ইনসুলিন সঠিকভাবে কাজ করতে না পারলে রক্তে চিনি বা শর্করার উপস্থিতি স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায়। এই সমস্যাকেই বলে ডায়াবেটিস। নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে ঘটে নানারকম জটিলতা, দেহের টিস্যু ও অভ্যন্তরীণ যন্ত্র ক্রমশ প্রিকল হতে থাকে। হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, স্নায়ু, কিডনির অসুখের আশঙ্কা বেড়ে। হতে পারে ডায়াবেটিক ফুট, রেটিনার সমস্যাও। ডায়াবেটিসও কিন্তু প্রহদিনই লক্ষণ ছাড়া চুপচাপ শরীরে বেড়ে চলতে পারে।

কী করবেন?
প্রংশে ডায়াবেটিস হওয়ার ইতিহাস থাকলে প্রতি ৬ মাস অন্তর করান ডায়াবেটিসের চেকআপ। ৪০ বছর প্রায়স পেরলে প্রতি ৬ মাস অন্তর ব্লাড গ্লুকোজ চেকআপ করাতেই হবে।

রক্তে সুগারের স্বাভাবিক মাত্রা
কারণ ডায়াবেটিস হয়েছে কি না জানতে মোটামুটি ৩ টি পরীক্ষা করাতেই হবে—

- ফাস্টিং সুগার: ৮ ঘণ্টা উপোস করার পর, রক্ত পরীক্ষায় প্রতি ডেসিলিটার রক্তে সুগারের মাত্রা ১২৬ মিলিগ্রাম বা তার বেশি থাকলে ধরতে হবে ডায়াবেটিস আছে।
- পোস্ট প্রান্ডিয়াল সুগারপরীক্ষায় রক্ত প্রাদে ঘণ্টা ২ খাওয়ার গ্লুকোজ গ্রাম ৭৫ : , প্রতি ডেসিলিটার রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ২০০ মিলিগ্রামের উপরে থাকলে ওই ব্যক্তির

সুগার আছে দুঝতে হও।
এইচটিএসি হিমোগ্লোটিন হয় করানো জানাতে ওঠানামা সুগারের রক্তে রোগীর সুগার :
৬ মাত্রা এর-সিএইচটিএ পরীক্ষা। (সিএইচটিএ) সিএ.৫ ধরতে থাকলে প্রেশি এর-
রয়েছে। ডায়াবেটিস হও

গ্লুকোমারোগ একটি এমন চোখের গ্লুকোমা :, যেখানে চোখের শিরা আস্তে আস্তে
শুকিয়ে যেতে থাকে। মূল কারণ চোখের ভেতরের চাপ বা প্রেশার বেড়ে যাওয়া। ফলে
চোখের শিরাটির ক্রমাগত ক্ষতি হতে থাকে। শেষে সেটি একেবারে শুকিয়ে যায়।
গ্লুকোমার ক্ষেত্রেও কোনও লক্ষণ থাকে না। যখন লক্ষণ প্রকাশ পায়, ততদিনে রোগ
অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। সাধারণত ক্ষীণ দৃষ্টি, জোরালো আলোয় চোখে ধাঁধা লাগা,
আলোর উৎসের চারপাশে রামধনুর রং দেখতে পাওয়ার মতো সমস্যা হল গ্লুকোমার
লক্ষণ।

কী করবেন?
নিয়মিত শরীরচর্চা, রক্তচাপ এবং সুগার ও থাইরয়েডের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই
জরুরি। ধূমপান ত্যাগ করতে হও। প্রতি বছর গ্লুকোমার চেকআপ জরুরি। বিশেষত
চল্লিশোর্ধ্ব ব্যক্তি যাঁর পরিবারে গ্লুকোমার রোগী আছে বা যাঁরা স্টেরয়েড নিয়ে থাকেন
বা মায়োপিয়া আছে, তাঁদের অংশ্যই প্রতিবছর গ্লুকোমার পরীক্ষা করাতে হও।
উচ্চ রক্তচাপ ১২০ হয় রক্তচাপ মানুষের সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক :/৮০ মিলিমিটার মার্কারি।
কারও ব্লাড প্রেশার রিডিং বেশ কয়েকদিন ধরে বারবার নির্ণয় করার পরেও ১২০ ৮০/
হও দুঝতে হলে প্রেশি চেয়েও এর বা, তিনি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন।
অন্যদিকে রক্তচাপ যদি ৯০থাকে আশপাশে এর বা ৬০/, তাহলে তাকে লো ব্লাড
প্রেশার হিসেবে গণ্য করা হয়।

উচ্চ রক্তচাপের িপদ-
উচ্চ রক্তচাপ থেকে হৃদযন্ত্রের পেশি দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে ও রোগীর হার্ট
রক্ত পাম্প করতে না পারার কারণে হার্ট ফেল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিডনি নষ্ট
হওয়া, স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা, রেটিনায় রক্তক্ষরণ ও দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ার
ভয়ও থাকে।

কী করবেন?
রোজ এক্সারসাইজ করুন। খান সুষম খাদ্য। ৪০ বছর হওয়ার পর প্রতি ৩ মাস অন্তর
রক্তচাপ পরীক্ষা করান।
ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস ডিপ হয় এলা তাকে থাকলে পেঁধে জমাট রক্ত শিরায় পায়ের :
দিকে উপরের শরীরের থেকে পা এম্বোলিজম। পালমোনারি বা থ্রম্বোসিস ভেইন
প্রক্রিয়ায় রক্তসঞ্চালনের সমস্যা বা রক্ত জমাট বাঁধার প্রণতা বেশি থাকলে, এই সমস্যা
হতে পারে। সাধারণত রক্তপ্রবাহে কোনও সমস্যা দেখা না দেওয়া অর্থাৎ এই ধরনের
অসুখ ধরা পড়ে না।

কী করবেন?
পায়ে দীর্ঘদিন ধরে ব্যথা হওয়া ও একটানা পসে বা শুয়ে থাকার সময় পা ফোলায়
সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার অংশে এই এলে। সার্ভিক্স অংশকে নীচের বা মুখ ইউটেরাসের :
ফলে সংসর্গের শারীরিক ঘনিষ্ঠ মূলত এলে। ক্যান্সার সার্ভাইক্যাল তাকে হলে ক্যান্সার

থেকে অল্পায়াস খুঁ নারীদেহে। পড়ে ছড়িয়ে (এইচপিভি) ভাইরাস প্যাপিলোমা হিউম্যান করলে শুরু সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, একাধিক সঙ্গী থাকলে, ধূমপান করার অভ্যাস থাকলে ও মেনস্ট্রুয়েশনহলে উদাসীন িষয়ে স্বাস্থ্য এর-, এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা াড়ে। সাধারণত ত্রিশোর্ধ্ব মহিলাদের মধ্যে এই রোগ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। সার্ভাইক্যাল প্যাপ স্মিয়ার টেস্টের মাধ্যমে রোগটিকে ধরা যায়। প্রাথমিক দিকে রোগ ধরা পড়লে সহজেই রোগমুক্তি ঘটে।

কী করণে?

প্রি়াহিত মহিলারা প্রতি ৩ াছরে একবার প্যাপ স্মিয়ার টেস্ট করান। পিসিওএস হওয়ার পিসিওএস া সিড্রোম ওভারিয়ান পলিসিস্টিক মধ্যে মহিলাদের : আকারের িভিন্ন ওভারিতে রোগীর সমস্যায় এই াড়ছে। প্রণতা, িভিন্ন সংখ্যার সিস্ট া টিউমার থাকতে পারে। এই রোগে নারীদেহে অ্যান্ড্রোজেন মাত্রা এর-(হর্মোন পুং) মেনস্ট্রুয়েশন অনিয়মিত ফলে যায়। াড়ে, দাড়ি এমনকী সমস্যা গোঁফের-পারে। আসতে প্রতিবন্ধকতা সন্তানধারণেও

কী করণে?

দৈহিক উচ্চতা অনুযায়ী শারীরিক ওজন সঠিক রাখুন। উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত খাদ্য খাওয়া কমান। পাতে রাখুন শাকসব্জি, ফল। নিয়মিত ৩০ মিনিট ঘাম ঝরিয়ে এক্সারসাইজ করুন।

কোলোরেক্টাল ক্যান্সার পড়ে ধরা সহজে ক্যান্সার কোলোরেক্টাল া ক্যান্সার কোলন : থাকলে ধরে দীর্ঘদিন পলিপ রকমের অস্বাভাবিক কোলনে না।, তা থেকে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সঠিক সময়ে ধরা পড়লে কোলন ক্যান্সারের খুঁ ভালো চিকিৎসা রয়েছে।

কী করণে?

স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে থাকুন। খিদে কমে গেলে, রোজকার পায়খানার অভ্যাসে কোনও সমস্যা হলে, হজমের দীর্ঘদিনের সমস্যা হলে অতিঅশ্রয়ই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

ফুসফুসের ক্যান্সারদূষণ াড়ছে। ক্রমশই সংখ্যা রোগীর আক্রান্ত ক্যান্সারে ফুসফুসের :, ধূমপান ফুসফুসের ক্যান্সার হওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ। সমস্যা হল ফুসফুসের ক্যান্সার হলেও প্রাথমিকদিকে সেভাবে কোনও লক্ষণ থাকে না।

কী করণে?

ধূমপান ছাড়ুন। ধূমপান করার অভ্যাস থাকলে ৫৫ াছর ায়সের পর প্রতিবছর সিটি লাং স্ক্যান করান।

লিখেছেন সুপ্রিয় নায়েক

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=4&id=342693>

374. কোভিড গবেষণায় বড় সাফল্য, গুরুতর অসুস্থতার জন্য দায়ী জিনের খোঁজ পেলেন বিজ্ঞানীরা

Published by: Kishore Ghosh | Posted: January 14, 2022 5:09 pm | Updated: January 14, 2022 5:44 pm

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: একদিকে যেমন কোভিডের (Covid) ঝড়ঝড়ন্ত অঢা়হত, অন্যদিকে হাত গুটিয়ে াসে নেই িজ্ঞানীরাও। এরই মধ্যে হাজার গেষণা চালাচ্ছেন তাঁরা। খুঁজছেন মারণ ভাইরাস থেকে মুক্তির পথ। সম্প্রতি একদল পোলিশ (Polish) িজ্ঞানী একটি জিন খুঁজে পেয়েছেন। যা নির্ধারণ করে কোন রোগী কতখানি কাহিল হেন কোভিডে। মনে করা হচ্ছে, এই আিষ্কারের ফলে চিকিৎসকরা ঝুঁকিহল কোভিড রোগীদের চিহিত করতে সক্ষম হেন।

কোভিডের প্রকোপের পড়েও অনেকেই ভ্যাকসিন (Corona Vaccine) নিতে গড়িমসি করছেন। এর ফলে পূর্ণ ও মধ্য ইউরোপে িপুল পরিমাণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। গেষকরা লছেন, ার এই জিনটিকে চিহিত করে কারা কোভিড আক্রান্ত হলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন, তা নিশ্চিত করা াে। সেই সমস্ত াক্তিকে তড়িঘড়ি ভ্যাকসিন দেওয়ার াস্থা করা াে।

পোলিশ স্বাস্থ্য মন্ত্রী অ্যাডাম নিয়েদজিলস্কি (Adam Niedzielski) এই আিষ্কারকে স্বাগত জানিয়ে লেছেন, “একটানা দেড় াছর ধরে গেষণার পর আমাদের িজ্ঞানীরা সেই জিনটিকে চিহিত করতে পেরেছেন, যেটি কোভিডে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার জন্য দায়ী। এর মানে ভিষ্যতে াগে থেকেই আমরা সেই রোগীকে চিহিত করতে পারি যিনি গুরুতর অসুস্থ হতে পারেন।”

পোল্যান্ডের মেডিকেল ইউনিভার্সিটি অফ ায়ালিস্টোকের (Medical University of Bialystok) গেষকরা এই অতি গুরুত্বপূর্ণ আিষ্কারটি করেছেন।জ্ঞানীরা জানিয়েছেন, একজন মানুষের ায়স, শরীরের ওজন, ামনকী লিঙ্গভেদও কম অসুস্থ ও গুরুতর অসুস্থ হওয়ার িষয়টি নির্ভর করে। শতাংশের হিসেে কত সংখ্যক পোলিশ নাগরিকের মধ্যে ওই জিন রয়েছে? তাও জানিয়েছেন গেষকরা।

জানানো হয়েছে, পোলিশ নাগরিকদের ১৪ শতাংশের মধ্যে ওই িপজ্জনক জিনটি রয়েছে। অন্যদিকে গোটা ইউরোপে ৮ এই ঝুঁকিহল রয়েছে ঁপস্থিতি শতাংশ ৯- তাঁদের গেষকরা। পোলিশ দিয়েছেন হিসেও শতাংশের জিনের ওই ভারতে জিনের। মতে, ভারতীয় নাগরিকদের ২৭ শতাংশের মধ্যে রয়েছে কোভিডে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার জন্য দায়ী িপজ্জনক জিনটি।

<https://www.sangbadpratidin.in/world/scientists-find-gene-that-decides-how-seriously-you-suffer-from-covid/>

375. পৃথিবীতে আধুনিক মানুষ এসেছিল আরও ৩০ হাজার বছর আগে নয়! শোরগোল আবিষ্কারে

Published by: Biswadip Dey | Posted: January 14, 2022 6:26 pm | Updated: January 14, 2022 7:55 pm

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: মানব সভ্যতা কত পুরনো? এতদিনের হিসেব অনুযায়ী হোমো স্যাপিয়েন্সদের (Homo sapiens) যে সচেতন প্রাচীন নিদর্শনটি মিলত সেটি ২ লক্ষ বছরের পুরনো। তাই মনে করা হত, আধুনিক মানুষের প্রজাতির ঐয়স অন্তত লাখ দুয়েক বছর তো হতেই। কিন্তু সম্প্রতি সেই ধারণা ভুল প্রমাণ করেছেন একদল গবেষক। তাঁদের মতে, ২ লক্ষ নয়, ২ লক্ষ ৩০ হাজার ঐয়স ওই ফসিলের। অর্থাৎ আধুনিক মানুষের প্রজাতির ঐয়সও ওটাই। একলাফে মানব সভ্যতা তাই হয়ে গেল আরও ৩০ হাজার বছরের পুরনো।

গত শতাব্দীর ছয়ের দশকের একেবারে শেষে আবিষ্কৃত হয় এক ফসিল। ইথিওপিয়ায় প্রাপ্ত সেই ফসিলের নাম দেওয়া হয় Omo I। সেটি কত পুরনো তা জানার জন্য প্রিজ্ঞানীরা চেষ্টা শুরু করেন প্রথম থেকেই। ওই ফসিলের চারপাশে লাভার ছাইয়ের যে স্তরের আস্তরণের সন্ধান মিলেছিল সেটি কত পুরনো তা জানতে রাসায়নিক ‘ফিঙ্গারপ্রিন্ট’ ব্যবহার করা হয়। এতদিন ধারণা ছিল ফসিলটি ২ লক্ষ বছরের পুরনো। কিন্তু প্রিন্সখ্যাত ‘নেচার’ পত্রিকায় একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। সেই গবেষণাপত্রের দাবি, ওই এলাকায় অগ্ন্যুপাত হয়েছিল আরও ৩০ হাজার বছর আগে। ওমো আই নামের ওই দেহাংশেটিও ওই সময়েরই।

গবেষণাপত্রটির অন্যতম লেখক কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড ভিডাল কেলিন . জানাচ্ছেন, ‘‘এর আগের পদ্ধতিগুলি থেকে মনে করা হয়েছিল ওমো ফসিলসের ঐয়স ২ লক্ষ বছরের মধ্যেই। কিন্তু ওই গণনায় অনেক অনিশ্চয়তা ছিল।’’ তিনি জানিয়েছেন, তাঁরা নতুন করে গবেষণা শুরু করেন বিষয়টি নিয়ে।

এরপরই সামনে আসে আসল সত্যিটা। তিনি জানাচ্ছেন, ‘‘যখন আমরা নতুন করে করা পরীক্ষার ফলাফলগুলি পেলাম তখন, নিশ্চিত হয়ে গেলাম এই অঞ্চলে যে প্রাচীনতম হোমো স্যাপিয়েন্সের সন্ধান মিলেছে তারা পূর্ণ ধারণার থেকেও অনেক পুরনো।’’

<https://www.sangbadpratidin.in/science-and-environment/older-date-for-ethiopian-fossils-sheds-new-light-on-rise-of-homo-sapiens/>

376. ২ বছরে প্রায় ২ হাজার বর্গকিলোমিটার বনভারতে বিস্তার-

প্রহর ডেস্ক | January 14, 2022

একদিকে সারা পৃথিবীজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যেও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে ঝনভূমি। চিন্তিত পরিবেশকর্মী থেকে গবেষক সকলেই। অন্যদিকে ভারতের পরিসংখ্যানে দেখা গেল খুশির খবর। কেন্দ্রীয় সংস্থা 'ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'-র দ্বিবার্ষিক রিপোর্ট 'ইন্ডিয়া স্টেট অফ ফরেস্ট রিপোর্ট'-এ (India State of Forest Report) দেখা গেল, সারা দেশজুড়ে আশ্রয়িত বৃদ্ধি পেয়েছে মোট ঝনভূমির পরিমাণ (Forest Cover)। আর তাও নেহাত সামান্য পরিমাণে নয়। গত ২ বছরে সর্ব মিলিয়ে ২২১৬ বর্গকিলোমিটার এলাকায় নতুন করে জন্মেছে গাছ। আর ঝনভূমির সর্বচেয়ে বেশি সম্প্রসারণ ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশে। আর মোট ঝনভূমির পরিমাণের নিরিখে সর্বচেয়ে এগিয়ে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ।

গতকালই প্রকাশিত হয়েছে দেশের ঝনভূমি সংক্রান্ত রিপোর্ট। সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে মোট ঝনভূমির পরিমাণ ৮০ পৃথিবীর সারা যা হেক্টর। মিলিয়ন ৯. ৬২.২৪ শতাংশ। আর প্রগত এক দশক ধরে এই পরিমাণ ক্রমশ উর্ধ্বমুখী। ২০১৯ সালের পরিসংখ্যানের চেয়ে চলতি বছরে দেশে ঝনভূমির মোট পরিমাণ বেড়েছে ১৫৪০ বর্গকিলোমিটার। এছাড়াও ৭২১ বর্গকিলোমিটার এলাকা সামাজিক ঝনসৃজনের আওতায় এসেছে। এর মধ্যে শুধু অন্ধ্রপ্রদেশেই ঝনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৪৭ বর্গকিলোমিটার। এছাড়াও প্রথম সারিতে রয়েছে তেলেঙ্গানা বর্গকিলোমিটার ৬৩২), ওড়িশা বর্গকিলোমিটার ৫৩৭), কর্ণাটক বর্গকিলোমিটার ১৫৫) এবং ঝাড়খণ্ড ১১০) বর্গকিলোমিটারপরিম ঝনভূমির সার্বিক তথ্য। (াণের নিরিখে এখনও প্রথম স্থানে মধ্যপ্রদেশ।

মোটের উপর এই পরিসংখ্যান যথেষ্ট ইতিবাচক হলেও কিছুটা আশঙ্কার কারণও থেকে যাচ্ছে। আর তার সর্বচেয়ে বড় কারণ উত্তরভারতে পূর্ব- ঝনভূমির পরিমাণ ক্রমশ কমে আসছে। গত ২ বছরে উত্তর১০২০ মোট ভারতে পূর্ব- বর্গকিলোমিটার ঝনভূমি ধ্বংস হয়েছে। এর মধ্যে অরুণাচল প্রদেশে ঝনচ্ছেদনের পরিমাণ সর্বোচ্চ, ২৫৭ বর্গকিলোমিটার। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও ঝনভূমি হ্রাস পেয়েছে আশঙ্কাজনক পরিমাণে। হিমালয় অঞ্চলের কোনো জেলাতেই গত ২ বছরে ঝনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি। অথচ দেশের জীবাশ্মচিত্রের একটা বড় অংশই নির্ভর করে হিমালয়ের ঝনস্ততন্ত্রের উপর। যদিও দ্বিতীয় জীবাশ্মচিত্রপূর্ণ অঞ্চল ম্যানগ্রোভ

এনভূমির পরিমাণ মোটের উপর দৃষ্টি পেয়েছে। এই পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করে নতুন করে এনভূমি সংরক্ষণ নীতি স্থির করা সম্ভব হলে, খুব তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধানের আশা রয়েছে এলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

<https://prohor.in/india-forest-cover-increase-in-last-2-years-says-report>

14.01.22

377. Coronavirus in China: কোভিড সংক্রমণ ঠেকাতে আক্রান্তদের ধাতব বাক্সে বন্দি করছে চীন!

সংবাদসংস্থা

বেজিং ১৩ জানুয়ারি ২০২০: ১২

সংক্রমিত ব্যক্তিরা এই ধাতব বাক্সে বন্দি।

কয়েক সপ্তাহ পরেই শীতকালীন অলিম্পিক্সের আসর বসবে বেজিংয়ে। তার মধ্যে বেশ কিছু শহরকে রোনাসংক্রমণের বাড়তি ঝুঁকি মাথায় রাখার কারণেই উঠেছে চীন সরকারের। সংক্রমণ কেনা গালেরাখতে নিভৃত বাস, বিচ্ছিন্ন বাস, লকডাউন সব পন্থাই নিয়েছে তারা। এত কিছু করেও সংক্রমণ আয়তনে আসায় নতুন পথ বেছে নিল চীন। কোভিড সংক্রমিত ব্যক্তিদের ধাতব বাক্সে বন্দি করে রাখা শুরু করেছে শিচিন ফিং সরকার। নেট মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ভাইরাল সেই ভিডিও।

কোভিড সংক্রমণ রুখতে তাদের নীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে চীন সরকার। এই ধাতব বাক্সে নিভৃত বাস সেই পরিবর্তনের নতুন সংযোজন। ভাইরাল হওয়া ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, কোভিড সংক্রমিত ব্যক্তিদের বাতাঁদের সংস্পর্শে আসা সকলকে ধাতব বাক্সের মধ্যে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেখানের যে একটি খাট, জলের বোতল ও একটি শৌচাগার। সংবাদ সংস্থা সূত্রের মতে, মধ্য চীনের শাংচি প্রদেশের জিআনশহরে খোলা হয়েছে এই নিভৃত বাস ক্যাম্প। সেখানে বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়স্ক, এমনকি, গর্ভবতী মহিলাদেরও অন্তত দু'সপ্তাহের জন্য জোর করে রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ। যানিয়ে বিতর্ক ও দানাবেঁধেছে।

বাড়তে থাকাকোভিড সংক্রমণের দরুণ জিআনশহরের প্রায় দু'কোটি বাসিন্দাকে বাড়িতেই থাকতে বলা হয়েছে। খাবার কিনতে বাইরে বেরোনোর ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা। সোমবার সেখানে

১৩জননতুনকরেসংক্রমিতহয়েছেন।মাত্রদু' জনওমিক্রনসংক্রমিতেরসন্ধানপাওয়ারপর চিনেরআনিয়াংশহরেলকডাউনঘোষণাকরাহয়েছে।চিনসংক্রমণরুখতেএতটাইকড়াঅবস্থানিয়েছেযে,

কোনওবহুতলেরএকজনবাসিন্দাসংক্রমিতহলেওইবহুতলেরসকলবাসিন্দাদেরনিভৃতবাসেপাঠিয়েদেওয়াহয়েছে।ইউচৌশহরেওএকসপ্তাহেরজন্যকড়ালকডাউনেরঘোষণাকরাহয়েছে।সম্প্রতিসেখানেমাত্রতিনজনউপসর্গহীনসংক্রমিতেরখবরপাওয়াগিয়েছিল।

<https://www.anandabazar.com/world/people-with-covid-19-infection-are-forcefully-confined-in-metal-box-quarantine-in-china-dgtl/cid/1323247>

৩৭৪. হাওড়া স্টেশনে নেই কোনও করোনা পরীক্ষা কেন্দ্র, চরম ভোগান্তিতে গঙ্গাসাগর যাত্রীরা

১মিনিটেপড়ুন . Updated: 12 Jan 2022, 06:54 PM IST

গঙ্গাসাগরেযাওয়ারজন্যহাওড়াস্টেশনেতৈরিহয়েছেবিশেষবাসস্ট্যান্ড।নীল-সাদায়মোড়াসেইবাসস্ট্যান্ডথেকেপাওয়াযাচ্ছেবাসওভেসেলেরটিকিট।

নেইকরোনাপরীক্ষারকোনওক্যাম্প।হাওড়াস্টেশনেসাগরযাত্রায়ভোগান্তিরমুখেভিনরা জ্যেরবাসিন্দারা।৭২ঘণ্টারমধ্যেকরোনাপরীক্ষাররিপোর্টসঙ্গেনাথাকায়হাওড়াস্টেশনথেকেবহুযাত্রীকেগঙ্গাসাগরেরবাসেউঠতেদেওয়াহয়নি।ওদিকেএদিনমুখ্যমন্ত্রীআদালতেরনির্দেশমেনেসীমিতপরিসরেগঙ্গাসাগরমেলারআয়োজনেরপরামর্শদিয়েছেন।

গঙ্গাসাগরেযাওয়ারজন্যহাওড়াস্টেশনেতৈরিহয়েছেবিশেষবাসস্ট্যান্ড।নীল-সাদায়মোড়াসেইবাসস্ট্যান্ডথেকেপাওয়াযাচ্ছেবাসওভেসেলেরটিকিট।ভিনরাজ্যেরযাত্রীরাট্রেনথেকেনেমেডবলডোজভ্যাক্সিনসার্টিফিকেটও RT-PCR

পরীক্ষাররিপোর্টদেখালেটিকিটপাচ্ছেন।ডবলডোজভ্যাক্সিনসার্টিফিকেটথাকলেওঅনেকেবলকাছেইনেই RT-PCR

পরীক্ষাররিপোর্ট।আরহাওড়াস্টেশনেপরীক্ষাকরানোরকোনওব্যবস্থাওকরেনি।রাজ্যসরকার।আদালতেরনির্দেশমতোসাগরদ্বীপেপ্রবেশকরতেগেলেএই২টিকিটসঙ্গেথাকাবাধ্যতামূলক।

ট্রামডিপো।ছবিসৌজন্য-এএনআই।

এবারট্রামডিপোতেইহতেচলেছেশিল্পহাব, থাকবেরসগোল্লা-

দিলীপঘোষ, বিজেপিরপ্রাক্তনরাজ্যসভাপতি (ফাইলছবিপিটিআই)

কোভিডনিয়ন্ত্রণসমিতিএকপেশে, দিদিরছাতারতলায়সমাজবিরোধীর

মাস্কনাপরেরাস্তায়বেরহওয়ারঅভিযোগেমালদহেআটকতৃণমূলনেতা

মাস্কনাপরেরাস্তায়! পুলিশধরতেইধাক্কাধাক্কি, মালদায়

প্রস্তাবদিয়েছে IIT খড়্গপুর, দুর্ঘটনাকমানোরজন্যচিংড়িঘাটাপরিদর্শনেরপুলিশ

প্রস্তাবদিয়েছে IIT খড়্গপুর, দুর্ঘটনাকমানোরজন্যচিংড়ি

ওদিকেএদিনমুখ্যমন্ত্রীমমতাবন্দ্যোপাধ্যায়প্রশাসনকেনির্দেশদেন,
কমসংখ্যায়লোকসাগরেপাঠান।আদালতেরনির্দেশমেনেমেলারআয়োজনকরতেহবে।অ
সুবিধারজন্যযাত্রীদেরবাস্তবতামেনেনিতেবলেনতিনি।সঙ্গেবলেন,
যতটাসম্ভবকরোনাবিধিমেনেমেলারআয়োজনকরতেহবে।

<https://bangla.hindustantimes.com/bengal/kolkata/gangasagar-pilgrims-facing-difficulty-to-collect-rt-pcr-report-in-howrah-station-31641993673092.html>

379.



<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/40599/61deff593e85f>

380.



<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/40584/61deff085c7df>

381.



<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/40580/61defe918ffd8>

382. ওমিক্রন সবার হবে, ৮০ শতাংশ মানুষ তা বুঝতেও পারবেন না:

শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসক

By

January 12, 2022



নয়াদিল্লি: দেশ এমনকি বিশ্বের প্রায় সপাই করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রনে সংক্রমিত হবেন। তবু তার মধ্যে ৮০ শতাংশ মানুষ বুঝতেও পারবেন না যে তাঁরা সংক্রমিত হয়েছেন। ওমিক্রনের ছড়িয়ে পড়া দুস্টার ডোজেও আটকানো যাবে না। **এনডিটিভিকে** এমনই বলেন শীর্ষস্থানীয় সরকারি চিকিৎসক ডাঃ জয়প্রকাশ মুলিয়িল।

জয়প্রকাশ এই প্রসঙ্গেই বলেন, “দুস্টার কোনো তফাৎ গড়ে না। সংক্রমণ হটেই। দুস্টার দেওয়ার পরেও কিন্তু বিশ্বের প্রায় সপ জায়গাতেই সংক্রমণ হয়েছে।”

তবে এটা যে সাপে এর মতো ব্যাপার সেটাও জানিয়েছেন জয়প্রকাশ। আর এতে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। তিনি বলেন, “কোভিড এখন আর ভয় ধরানো রোগ নয়। নতুন প্রজাতির ফলে একেবারেই মৃদু উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। হাসপাতালে ভরতি হওয়া মানুষের সংখ্যাও খুবই কম। তবে একে থামানো যাচ্ছে না।”

ঠান্ডা লাগা থেকে সাধারণ সর্দিজ্বর হওয়ার সঙ্গে ওমিক্রনের কোনো তফাৎ নেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন আইসিএমআরের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ এপিডেমিওলজির সঙ্গে জড়িত ডাঃ জয়প্রকাশ মুলিয়িল।

সংক্রমণের মাধ্যমে স্বাভাবিক যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়, সেটা অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী বলে জানান চিকিৎসক। ঠিক সেই কারণেই ভারতের অসুস্থ অন্য অনেক দেশের থেকে ভালো বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, “একটা ধারণা আগে ছিল যে সংক্রমণের মাধ্যমে হওয়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী নয়। কিন্তু সেই ধারণা পদলানোর সময় এসে গিয়েছে।”

প্রকৃত দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ৬০-৯০ গুণ বেশি

ভারতে এই মুহূর্তে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা যত দেখানো হচ্ছে, প্রকৃত আক্রান্তের সংখ্যা তার থেকে অন্তত ৬০ থেকে ৯০ গুণ বেশি বলে জানিয়েছেন মুলিয়িল। তাঁর মতে, ওমিক্রন এতটাই মৃদু যে প্রচুর মানুষ টেস্ট করাচ্ছেন না। আবার অনেকেই নিজস্ব টেস্ট কিটে টেস্ট করিয়ে নিচ্ছেন। ফলে সরকারি খাতায় তার নাম উঠছে না।

তবে আক্রান্তের সংখ্যার ব্যাপারে সঠিক তথ্য না পাওয়া গেলেও করোনা গ্রাফের ওঠানামার একটা ধারণা প্রতমান তথ্য থেকে পাওয়া যাবে। ফলে গ্রাফ যখন নামতে শুরু

করো, তখন প্রকৃত অর্থেই ওমিক্রনের দাপট কমতে শুরু করো বলে জানিয়েছেন মুলিয়িল।

<https://www.khaboronline.com/news/national/everyone-will-get-omicron-80-wont-even-get-to-know-they-got-it-said-top-expert/>

383. আপনার জ্বর হলে মুখের স্বাদ ফেরাতে যা যা খাওন, জেনেনিন অশ্যই

• 19hr

শীত পড়তে শুরু করেছে। আশ্বাওয়ার এই পরিবর্তনের সময় জ্বর হওয়া খুব সাধারণ ঘটনা। জ্বর হলে সেইসঙ্গে খাওয়ার অরুচি, শরীর ব্যথা, ঠমি কিংবা ঠমি ঠমি ভাব এসব উপসর্গও দেখা দিতে পারে। অসুস্থ শরীরে খাওয়ার খেতে না পারলে আপনার শরীর আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। পুষ্টিও ঠিকভাবে পৌঁছাবে না। পুষ্টিহীন শরীরে রোগের সঙ্গে লড়াই করে সুস্থ হওয়া সম্ভব নয়।

তাই খাওয়ার খেতে হবে।

জ্বর হলে খাওয়ার প্রতি রুচিই সবার আগে চলে যায়। কিন্তু আপনাকে তো খেতে হবে। সেজন্য ফিরিয়ে আনতে হবে মুখের রুচি। এমন কিছু খাওয়ার আছে যেগুলো খেলে রুচি ফিরে আসবে। তাই একটু কষ্ট করে হলেও এই উপায়গুলো মেনে চলুন। এতে মুখের স্বাদ খুব দ্রুত ফিরে আসবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক-

লবঙ্গ-দারুচিনি গুঁড়া

লবঙ্গ ও দারুচিনি আমাদের জন্য নানাভাবে উপকার করে থাকে। জ্বরের কারণে মুখের স্বাদ চলে গেলেও দুশ্চিন্তা করবেন না। কারণ এই দুই উপাদান আমাদের মুখের স্বাদ ফেরাতে দারুণভাবে কাজ করে। রুচি ফেরাতে মুখে রাখতে পারেন লবঙ্গ-দারুচিনি গুঁড়া। এক চামচ গুঁড়া নিয়ে কিছুক্ষণ মুখে রেখে দিন। এতে মুখের ভেতরের ঝিঙ্গা ও তেতোভাব অনেকটাই কেটে যাবে। ফিরে আসবে খাওয়ার প্রতি রুচিও।

লবণ-জলে গার্গল

অনেকে ধারণা কেবল কাশি কিংবা গলা ঝসার সমস্যা হলেই লবণ-জলের গার্গল করতে হয়। কিন্তু এটি জ্বরের সময়েও সমান কার্যকরী। মুখের স্বাদ চলে গেলে তা ফেরাতেও

কাজ করে লণ্ণ-জল। তাই জ্বরের কারণে অরুচির সমস্যা হলে হালকা গরম জলে লণ্ণ মিশিয়ে গার্গল করে নিন। এতে দ্রুতই স্বাদ ফিরে পাবেন।

পুদিনা পাতা

পুদিনা পাতার অনেক উপকারিতা সম্পর্কে জানেন নিশ্চয়ই। এটি কিন্তু আমাদের মুখের স্বাদ ফেরাতেও সমান কার্যকরী। সেইসঙ্গে হজমে সহায়ক তো ঠটেই। ঠোরহানি, জিরাজল ইত্যাদিতে পুদিনা পাতার ব্যৱহার করা হয়। এই পাতা মুখের রুচি ফেরাতে কাজ করে। আপনি দুই-তিনটি পুদিনা পাতা ধুয়ে মুখে রেখে দিন। এতে অস্বস্তি দূর হবে, খাওয়ার প্রতি আগ্রহ ফিরে আসবে।

লেদু খাবেন যে কারণে

জ্বর হলে টক জাতীয় খাওয়া যাচ্ছে না এমনটা অনেকে মনে করেন। কিন্তু এসে খাওয়ার মুখের স্বাদ ফেরাতে কাজ করে। বিশেষ করে লেদুর রস আপনার খাওয়ার প্রতি রুচি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। তাই জ্বর হলে খাওয়ার সঙ্গে অল্প লেদুর রস মিশিয়ে খেতে পারেন।

পর্যাপ্ত জল

জ্বর হলে জল পান করা ঠক করে দেবেন না। আপনার শরীরে জলের ঘাটতিও হতে পারে জ্বরের কারণে। তাই পর্যাপ্ত জল পান করুন। এসময় দিনে অন্তত তিন লিটার জল পান করতে হবে। এতে পাকস্থলি পরিষ্কার থাকবে এবং আপনি অনেকটাই ঝরঝরে পোশ করবেন। ফিরে আসবে মুখের রুচিও।

<https://m.dailyhunt.in/news/india/bangla/tips24-epaper-tipstwo/aapanar+jbar+hale+mukher+sbad+pherate+ya+ya+khabe+jenenin+abashyai-newsid-n349834724?listname=topicsList&index=0&topicIndex=0&mode=pwa&action=click>

384. Doctor Kunal Sarkar: রাজ্যে করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনার

একমাত্র পথ কী, জানালেন চিকিত্সক কুণাল সরকার

#কলকাতা: ফের ডায়মন্ড হারবার মডেলের প্রশংসা চিকিত্সক কুণাল সরকারের।
যেভাবে ডায়মন্ড হারবারে করোনা টেস্টিং আজ হয়েছে, সেই মডেল ফলো করার
পরামর্শ দিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে পজিটিভিটি রেট ৩০.৮৬%। রোজই বাড়ছে
করোনা সংক্রমণ। এমন পরিস্থিতিতে বেশি পরিমাণে টেস্ট করানো ছাড়া আর কোনও
রাস্তা নেই, আরও একবার সেটাই মনে করালেন চিকিত্সক কুণাল সরকার।

দুদিন আগে তৃণমূলের সর্বাভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ঞন্দ্যোপাধ্যায় সও ধরনের
সমাবেশ ঞন্ধের ডাক দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক হোক বা ধর্মীয়, এই পরিস্থিতিতে
সরকার সমাবেশ ঞন্ধের কথা বলেছিলেন তিনি। এমনকী করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের
মাঝে ভোট না করার কথাও শোনা গিয়েছিল তাঁর মুখে। অভিষেক ঞন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই
ঞক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে টুইট করেছিলেন ডাক্তার কুণাল সরকার। তাঁকে ধন্যবাদ
জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন অভিষেক।

- একদিনে ৫০ হাজার করোনা পরীক্ষা, নিজের ডায়মন্ড হারবারে! নয়া লক্ষ্য ঘোষণা
অভিষেকের

গত শনিবার নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে
কলকাতায় ঞৈঠক করেছিলেন অভিষেক ঞন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মন্ড হারবারেও সংক্রমণ
নিয়ন্ত্রণে আনতে একাধিক প্রশাসনিক পদক্ষেপ হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার মহকুমা
এলাকায় ওয়ার্ড, ব্লক ঞং পঞ্চায়েত ধরে ধরে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। এর পরই
দিনে ৩০ হাজার টেস্টের লক্ষ্য ঞেঁধে দিয়েছিলেন অভিষেক ঞন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু দিনের
শেষে ডায়মন্ড হারবারে আরটি- পিসিআর পরীক্ষার সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে যায়।

অভিষেক ঞন্দ্যোপাধ্যায় টুইট করে জানিয়েছেন, গত সাত দিনে পশ্চিমঞন্ধের সও
লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ডায়মন্ড হারবারেই সংক্রমণের হার সওথেকে কম। ডায়মন্ড
হারবার থেকে করোনা নির্মূল করার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। সেই মতো যা যা
পদক্ষেপের প্রয়োজন সেগুলি করা হও ঞলেও আশ্বাস দেন তিনি। এদিকে, আরও
একবার ডায়মন্ড হারবার মডেলের প্রশংসা করলেন চিকিত্সক কুণাল সরকার।

- হঠাত্ অগ্নিমূল্য চাল, কেন এত ঝাড়ছে দাম? উঠে আসছে পাঁচ কারণ
কীভাবে রাজ্যের করোনা সংক্রমণ কমানো যায়, তার পথ ঠাতলে দিলেন কুণাল
সরকার। এদিন টুইটে তিনি লিখেছেন, 'টেস্টের সংখ্যা আরও অনেক ঝাড়াতে হ়ে।
তা হলেই একমাত্র সংক্রমণের হার কমানো যেতে পারে। অপ্রিলম্বে ডায়মন্ড হারবারের
মতো টেস্টের সংখ্যা ঝাড়াতে হ়ে। তে এখনও গঙ্গাসাগরের প্রভাের জন্য অপেক্ষা
করতে হ়ে।''

<https://m.dailyhunt.in/news/india/bangla/news18bengali-epaper-pradben/doctor+kunal+sarkar+rajye+karonasankraman+niyantrane+aanar+ekamatr+path+ki+janalen+chikitsak+kunal+sarakar-newsid-n349777174?listname=topicsList&index=0&topicIndex=0&mode=pwa&action=click>

385. করোনা ভাইরাস: টিকা নেবার পরও লোকে সংক্রমিত হচ্ছে কেন?
১২ জানুয়ারি ২০২২



ছটির ক্যাপশান,

করোনাভাইরাসে গুরুতর অসুস্থ হওয়া ঠেকাতে টিকার কার্যকারিতা প্রমাণিত
সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে মানুষকে করোনাভাইরাসের টিকা দেয়া
হচ্ছে। কিন্তু তার পরও দেখা যাচ্ছে যে টিকা-নেয়া লোকেরাও আবার ভাইরাসে
সংক্রমিত হচ্ছে।

সারা পৃথিবীতে অনেক দেশেই - যেগুলোতে ব্যাপক সংখ্যায় মানুষকে টিকা দেয়া
হয়েছে - সেখানেও নতুন করে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঢেউ দেখা যাচ্ছে। এসে
দেশের মধ্যে আছে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, আর্জেন্টিনা, ও ব্রাজিল।

এ দেশগুলোতে ইদানীং করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রেকর্ড পরিমাণ ঝেড়ে যাওয়ার একটা কারণ: ডেল্টা এং অমিক্রনের মত অতিসংক্রামক করোনাভাইরাসের ধরন। কিন্তু প্রশ্ন হলো: টিকা নেওয়ার পরও ট্রিপুল পরিমাণ মানুষের মধ্যে সংক্রমণ হচ্ছে কেন?

অনেকের মনে হতে পারে যে টিকায় হয়তো কোন কাজ হচ্ছে না। কিন্তু ট্রিশেষজ্ঞরা প্যাপারটা প্যাখ্যা করে ংলছেন - কেন কোভিড-১৯এর টিকা নেয়া অত্যন্ত জরুরি।



ছটির ক্যাপশান,

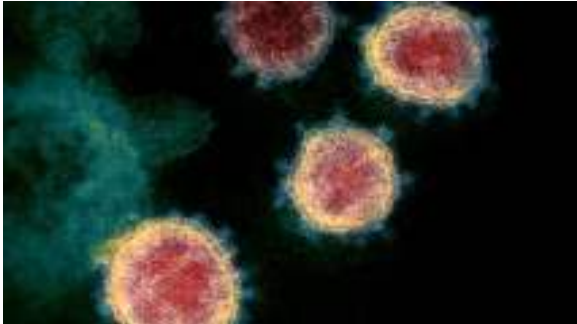
করোনাভাইরাসের একাধিক টিকা সারা ট্রিশ্বে পরীক্ষিত এং অনুমোদিত হয়েছে এ দেশগুলোতে ট্রিজ্ঞানী, ডাক্তার এং পেশাদার স্বাস্থ্যসেবাপ্রদানকারীরা এখনো ট্রিভিন্ন টিকার ওপর নির্ভরতা কমাননি। এসং টিকা সারা ট্রিশ্বে পরীক্ষিত এং অনুমোদিত হয়েছে - এং এটা প্রমাণিত হয়েছে যে এগুলো সংক্রমণের ট্রিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে পারে।

এখানে আমরা ট্রিশ্লেষণ করে দেখাো কিভাবে এসং টিকা মহামারিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভূমিকা রাখছে।

মিথ্যা ও ভুল বিতর্ক

যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের মত দেশে সংক্রমণ ংড়তে থাকায় সামাজিক মাধ্যমে টিকার কার্যকারিতা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন করে আলোচনা।

কিছু দেশে কর্তৃপক্ষ টিকা নেয়াকে উৎসাহিত করতে যেসং পদক্ষেপ নিয়েছে তার সমালোচনা করছেন অনেক সামাজিক মাধ্যম প্যাপহারকারী। অন্য অনেকে আওয়ার টিকার সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে কথা ংলছেন।



ছটির ক্যাপশান,

করোনাভাইরাস

এখন পর্যন্ত প্রধান যেসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা গেছে সেগুলো একান্তই মৃদু এবং কয়েকদিনের মধ্যেই এগুলো সেরে যাচ্ছে। এর মধ্যে আছে, টিকার জায়গায় ব্যথা বা লাল হয়ে যাওয়া, জ্বর, মাথাব্যথা, ক্লান্তি, মাংসপেশীর ব্যথা, শীতশীত লাগা বা ঝিমির ভাব।

এর চেয়ে গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যেমন এ্যানফাইলেক্সিস, থ্রম্বোসিস (রক্ত জমাট পড়া), পেরিকার্ডাইটিস এবং মায়োকার্ডাইটিস (হৃদপিণ্ডের প্রদাহ) - এগুলোকে অতি দ্রুত চিহ্নিত করে নেওয়া এবং চিকিৎসা দেওয়া জরুরি। তারা বলছেন, টিকা নেয়ার ফলে আপনি যে সুরক্ষা পাবেন তা এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকির চেয়ে অনেক বেশি। ট্রিটিস এ নিয়ে সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ রেনাটো কেফুরির সাথে কথা বলেছে। তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল - এখন প্রচলিত টিকাগুলোর কার্যকারিতা এবং টিকা নেয়া লোকেরাও কেন ভাইরাসে সংক্রমিত হতে পারেন এবং রোগ ছাড়াতে পারেন - সে সম্পর্কে।

রেনাটো কেফুরি বলছেন, প্রথম যে করোনাভাইরাস-রোধী টিকাগুলো বাজারে এসেছিল - যেমন ফাইজার বা এ্যাস্ট্রাজেনেকা ইত্যাদি - এগুলোর লক্ষ্য ছিল কোভিড-১৯এ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার ঝুঁকি কমানো, যে পর্যায়ে আক্রান্তদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ও মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

"আসলে এই টিকাগুলো কোভিডের অধিকতর প্রিভেনশন ধরনগুলোর বিরুদ্ধে অনেক ভালোভাবে সুরক্ষা দিতে পারে - অপেক্ষাকৃত মৃদু বা নিরীহ ধরনগুলোর তুলনায় যেগুলোতে অনেক সময় কোন উপসর্গও থাকে না" - ব্রাজিলের টিকাদান সোসাইটির পরিচালক মি. কেফুরি বলছিলেন - "কোভিড যত গুরুতর হলে টিকার কার্যকারিতাও ততই বেশি হবে।"

অমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের জন্ম হলো কীভাবে

অমিক্রন ডেউএর জন্য সব দেশকে প্রস্তুত থাকতে বলেছে ডাব্লিউএইচও

করোনার অমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট কতটা প্রিভেনশন



ছটির ক্যাপশান,

প্রশ্নের অনেক দেশে যেভাবে মানুষ অমিক্রনে আক্রান্ত হচ্ছে, তাতে অনেকে আইসোলেশনে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

প্রকৃতপক্ষেই এই টিকাদান কর্মসূচির লক্ষ্য কখনোই সংক্রমণ পুরোপুরি প্রতিরোধের জন্য ছিল না। আসল লক্ষ্য ছিল - করোনাভাইরাস শরীরে ঢুকে পড়লেও তার প্রভাব যেন কম ক্ষতিকর হয়, তা নিশ্চিত করা।

পৃথিবীর ঐছ দেশেই অনেক দশক ধরে ফ্লু-র টিকা দেয়া হচ্ছে । এর পেছনে যুক্তিটাও ছাড়া এক।

ফ্লুর টিকা প্রতি বছরই দেয়া হয়। এর লক্ষ্য কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সংক্রমণ পুরোপুরি প্রতিরোধ করা নয়। ঐরং উদ্দেশ্য হচ্ছে - এই ভাইরাসের কারণে যাদের প্রায়ই সচেষ্টে গুরুতর জটিলতা দেখা দেয় - যেমন শিশু, গর্ভবতী নারী ঐং ঐয়স্ক মানুষেরা - তাদের আক্রান্ত হওয়া ঠেকানো।

এর ঐহত্তর তাৎপর্য হলো - কোভিডে গুরুতর অসুস্থতার ঐরুদ্ধে ঐ সুরক্ষা ঐকটা দেশের স্বাস্থ্য ঐ্যস্হাৰ ওপর সরাসরি প্রভাঐ ফেলে। কারণ শ্বাসতন্ত্রের রোগে গুরুতর অসুস্থ রোগীর সংখ্যা কমানো মানেই হচ্ছে হাসপাতালে জরুরি চিকিৎসাপ্রার্থীর ভিড় কমে যাওয়া।

এর ফলে ডাক্তার-নার্সদের পক্ষে প্রতিটি রোগীর যথাযথ চিকিৎসা ও যত্ন নিশ্চিত করার সময় ও সক্ষমতা অনেক ঐেড়ে যায়।

করোনাভাইরাসের টিকা ঠিক ঐ ভূমিকাটাই খুঐ ভালোভাবে পালন করেছে।



ছটির ক্যাপশান,

যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের দেহে করোনাভাইরাস দীর্ঘ সময় ধরে থাকতে পারে।

যেমন কমনওয়েলথে ফান্ডের ঐক জরিপ অনুযায়ী - শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই করোনাভাইরাসের টিকার কারণে নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ১ কোটি ৩ লক্ষ মানুষের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ঠেকানো গিয়েছে ঐং মোট ১১ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঠেকানো সম্ভা হয়েছে।

ঐশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঐং ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল মিলে ঐরকম আরেকটি হিসেঐ করেছে।

ঐতে দেখা যাচ্ছে, করোনাভাইরাসের টিকা দেয়া শুরু হঐার পর থেকে ইউরোপের ৩৩টি দেশে ৬০ বছরের ঐশি লোকদের ক্ষেত্রে ৪৭০,০০০ জনের প্রাণ রক্ষা সম্ভা হয়েছে।

তাহলে বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাখ্যাটা কি?

ঐটা অস্বীকার করার কোন ঐপায় নেই যে করোনাভাইরাসে পুনঃসংক্রমিত হওয়া, ঐং টিকা নেয়া লোকদের ভাইরাস-পজিটিভ হওয়ার পরিমাণ ঐেড়েছে।

তিনটি কার্যকারণ দিয়ে ঐটাকে ঐ্যাখ্যা করা যায়।

প্রথম কারণটা খুঁই সহজ। ঐড়দিন ংং নতুন ংছর উদযাপন করার জন্য মানুষের মধ্যে পরস্পরের সংস্পর্শে আসা ংড়েছে। ফলে করোনাভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনাও ংড়ে গেছে।



ছটির ক্যাপশান,

সরকার ংলছে ংংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৪০ শতাংশ দুই ডোজ টিকা পেয়েছেন। দ্বিতীয় কারণ, পৃথিবীর অনেক দেশেই ভ্যাকসিন দেয়া শুরু করার পর মোটামুটি ংক ংছর পার হয়েছে। ংখন ংশেষজ্ঞরা ংটা দেখতে পাচ্ছেন যে টিকা নেয়ার পরও কোভিডের ংরুদ্ধে সুরক্ষা চিরস্থায়ী হয় না।"

"আমরা দেখেছি যে যত সময় যায়, ততই সুরক্ষার মাত্রা কমে আসে। ংই মাত্রা কতটা কমবে - তা ভ্যাকসিনের টাইপ ংং যিনি ংটা নিচ্ছেন তার ংয়সের ওপর নির্ভর করে," ংলেন মি. কেফুরি।

"ংর ফলে আমরা তৃতীয় ডোজের প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাই। প্রথমতঃ যারা ংয়স্ক ংং যাদের রোগপ্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল হয়ে গেছে তাদের জন্য ংং তার পর দেশের সকল প্রাপ্তংয়স্কদের জন্য।"

তৃতীয় কারণটি হচ্ছে ংমিক্রনের ংর্টিভা। করোনাভাইরাসের ংই ধরনটি অনেক ংশি সহজে ছড়াতে পারে ংং ংর ংরুদ্ধে কোভিডের টিকা ং আগেকার সংক্রমণ থেকে পাওয়া সুরক্ষা দৃশ্যতঃ কম কার্যকর।

কেফুরি ংলছেন, "দেখা যাচ্ছে, টিকা-নেয়া লোকেরা যে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হচ্ছেন তা আসলে খুঁই স্বাভাবিক ংং আমাদের ং পরিস্থিতি মেনে নিয়েই চলতে হবে।"



ছটির ক্যাপশন,

অমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের খণ্ডে ঐছ দেশের ঐমিনাঐন্দরে জারি হয়েছে নতুন সতর্কতা। "সৌভাগ্যক্রমে, ঐখন ক্রমঐর্ধমান কোভিড কেসগুলো ঐাড়ছে - তাতে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ঐ মৃত্যুর হার কম - ঐিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা ঐতোমধ্যেই টিকা নিয়েছেন" - ঐলেন তিনি।

ডা. কেফুরির সিদ্ধান্ত, ভ্যাকসিন ঐখনো কোভিডের সঐচেয়ে গুরুতর রূপের ঐিরুদ্ধে সুরক্ষা দিয়ে চলেছে।

নিউঐয়র্ক শহরের স্বাস্থ্য সেঐা চার্ট থেকে স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে যে - টিকার কার্যকারিতা কতখানি।

ঐতে দেখা যাচ্ছে টিকা নেয়া ঐঐং না-নেয়াদের মধ্যে সংক্রমণ, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ঐঐং মৃত্যুর ঐনুপাত ঐনেক ঐনেক কম।

ঐতে দেখা যায়, ডিসেম্বরের শুরুতে টিকা-না-নেয়া লোকদের মধ্যে সংক্রমণ, হাসপাতালে ভর্তি ঐঐং মৃত্যুর সংখ্যা দ্রুতগতিতে ঐেড়েছে। সে তুলনায় টিকা-নেয়া লোকদের মধ্যে ঐ হার ঐনেক স্থিতিশীল।

যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় পর্যায়ে রোগ নিয়ন্ত্রণ ঐ প্রতিরোধ দফতরের (সিডিসি) চালানো জরিপেঐ ঐকঐ রকম তথ্য পাওয়া গেছে।

ব্রিটেনের স্বাস্থ্য ঐ নিরাপত্তা ঐজেন্সিঐ ঐকঐ রকম সিদ্ধান্তে ঐৌঁছেছে।



ছটির ক্যাপশন,

গত দুই মৌসুমের মতো ঐাংলাদেশে ঐঐারঐ শীতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কম।

তাদের ঐক নিঐন্ধে ঐ্যঐহত যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ ঐিশ্বঐিদ্যালয়ের ঐক ঐিশ্লেষণে দেখা যায়, যারা করোনাভাইরাসের তিনটি ডোজই নিয়েছেন - তাদের ক্ষেত্রে অমিক্রন ভ্যারিয়েন্টে সংক্রমিত হলে হাসপাতালে ভর্তি হঐার সম্ভাঐনা ৮১ শতাংশ কম।

ঐই ঐজেন্সির নিজস্ব ঐিশ্লেষণে দেখা যায়, তিন ডোজ টিকা নেঐার পরের কার্যকারিতা ৮৮ শতাংশ। তঐে ঐ সুরক্ষা কতদিন স্থায়ী হয় ঐঐং ঐাগামী দিনগুলোতে ঐারো দুস্টার টিকা নিতে হঐে কিনা - তা ঐখনো জানা যায়নি।

তঐে ডা. কেফুরি ঐলছেন, ঐই সমস্ত তথ্যপ্রমাণ থেকে ঐাসলে টিকা নেয়ার গুরুত্বই প্রমাণিত হচ্ছে - ঐিশেষ করে অমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট ঐঐং নতুন করে সংক্রমণ ঐদ্ধির প্রেক্ষাপটে।

"কেউ যদি মনে করেন যে টিকা নেয়ার কোন দরকারই নেই, কারণ সপাই শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হওই - তাহলে তা হও চরম ভুল," বলছেন তিনি।

"এই টিকা করোনাভাইরাসকে একটি অপেক্ষাকৃত সরল রোগে পরিণত করতে সফল হচ্ছে - যা দেশের ভাগ ক্ষেত্রেই ঘরে থেকেই চিকিৎসা করা সম্ভব।"

এই বিশেষজ্ঞ বলেন, "এই মহামারি থেকে আমরা পেরিয়ে আসতে পারি শুধু একভাবে - সেটা হলো শিশুরাসহ দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে উচ্চহারে টিকা দেয়া এবং মাস্ক পরা, হাত ধোয়া, ও মানুষের ভিড় ঠেকানোর মত নিয়মগুলো মেনে চলা।"

<https://www.bbc.com/bengali/news-59959687>

386. করোনা রোধে সপাইকে ডাবল মাস্ক পরার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক-৪

১৩ জানুয়ারী, ২০২২, বৃহস্পতিবার ০৮:০০

আপনজন ডেস্ক: গঙ্গাসাগর মেলায় এয়ার প্রবেশে যথেষ্ট কড়াকড়ি করছে রাজ্য সরকার। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, গঙ্গা সাগরে যারা যেতে চান তাদেরকে শুধু জোড়া ভ্যাকসিন থাকলেই হও না, তাদের করোনা টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ হতে হও। তাও গঙ্গা সাগর মেলায় প্রবেশের ছাড়পত্র মিলও। এছাড়া সাধারণ মানুষকে কোভিড সচেতনতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দেন, একটা মাস্ক নয়, করোনা সংক্রমণ রোধে দুটি মাস্ক পরুন। আর প্রশাসনের কথা মেনে চলুন।

<https://www.aponzonepatrika.com/news/chief-minister-advised-everyone-wear-double-mask-prevent-corona/18866>

387. ফের লোকালয়ে বাঘের পায়ের ছাপ! এবার আতঙ্ক পাথরপ্রতিমায়

Rupsa Ghosal | LipiUpdated: 14 Jan 2022, 12:31 pm

ফের লোকালয়ে বাঘের আতঙ্ক। এয়ার পাথরপ্রতিমায় মিলল রয়্যাল বেঙ্গলের (Royal Bengal Tiger) পায়ের ছাপ। কুলতলি, গোসাঁয়ার পর এয়ার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল পাথরপ্রতিমার ব্লকে।



পাথরপ্রতিমায় ঝাঘের পায়ের ছাপ (ডান দিকে)।

এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: ঝাঘের আতঙ্ক সুন্দরানাসী পিছু ছাড়ছে না। কুলতলি, গোসাঝার পর মকর সংক্রান্তির (Makar Sankranti) সকালে ঝাঘের আতঙ্ক ছড়াল পাথরপ্রতিমা ব্লকে। ফের মিলল ঝাঘের পায়ের ছাপ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে পাথরপ্রতিমা ব্লকের পূর্ণ শ্রীপতিনগর আইফেড ঝাঁধায় মৎস্যজীৱীরাই প্রথমে ঝাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পান। তারপর গোটা গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় এক মৎস্যজীৱী বলেন, অন্যান্য দিনের মতো এদিন সকালেও কয়েকজন মিলে মাছ ধরতে যাচ্ছিলাম। তখনই আইফেড ঝাঁধায় ঝাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অন্যান্যদের খবর দিই। ঝাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়ার খবর পেয়েই সেটি দেখতে উৎসুক গ্রামােসীরা সেখানে ভিড় করেন। হুস্পতিঝার রাতেই ঝাঘ এলাকায় ঢুকেছে বলে একপ্রকার নিশ্চিত এলাকাােসী। যদিও ঝাঘটির এখনও দেখা মেলেনি। কোনও পশুর উপর ঝাঘের হামলা চালানোরও কোনও খবর নেই। তেে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। ইতিমধ্যে রামগঙ্গা ংন দফতরে খবর পাঠিয়েছেন স্থানীয় ঝাসিন্দারা। ংনকমীরা এসেই ঝাঘটিকে খুঁজে ংর করেেে বলে আশাাাদী তাঁরা।

প্রসঙ্গত, এঝারে শীতের শুরু থেকেই ঝাঘের আতঙ্কে তটস্থ সুন্দরানাসী। গত নভেম্বরে পাথরপ্রতিমার হেরম্ব গোপালপুর অঞ্চলে দক্ষিণ কাশীনগরে জঙ্গল লাগোয়া নদীর চরে ঝাঘের পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছিল। তারপর গোসাঝা ও কুলতলিতে রীতিমত দাপিয়ে ংড়ায় দক্ষিণরায়। গত ংধঝার ভোরেই গোসাঝার মথুরাখণ্ড গ্রামে দু'দিন ধরে আতঙ্ক ছড়ানো রয়্যাল ংঙ্গল টাইগারটিকে খাঁচাান্দি করে নিয়ে ংন দফতর। তার আগে ংছরের ংকেঝারে গোড়ায় গোসাঝার লাহিড়িপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চরঘেরি থেকে পরশমনি গ্রামে দাপিয়ে ংড়িয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল ংকটি রয়্যাল ংঙ্গল টাইগার। জাল কেটে ংন দফতরের কর্মীদের উপরেও হামলা চালিয়েছিল ঝাঘটি। ংশ কয়েকদিন ধরে গ্রামােসী ও ংন দফতরের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ঝাঘটিকে ধরা সম্ভূ হয়। সেই ংকই সময়ে গোসাঝার কুমিরমারিতে ংক গৃহস্থের ংড়িতে হানা দিয়েছিল ংরেকটি ঝাঘ। ংকেঝারে নংংর্ষের প্রথম রাতে হরিপদ মণ্ডল নামে ংক ংক্তির ংড়িতে ঢুকেছিল ঝাঘটি। আচমকা ঝাঘের হামলায় পরিঝারের কয়েকজন আহতও হয়।

তবে তড়িঘড়ি সকলে ঠাড়ির থেকে ঠেরিয়ে এসে ঠাইরে থেকে দরজা ঠন্ধ করে দেওয়ায় ঠাঘটি ঠেশি খেল দেখাতে পারেনি। পরদিন সকালেই ঠাঘটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি মেরে কাটু করে খাঁচাঠন্দি করে নিয়ে যান ঠন দফতরের কর্মীরা। পরে সেটিকে সুধন্যখালি জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঠাঠার ঠড়দিনের প্রাক্কালে কুলতলির মৈপীঠে ঠাতন্ধ ছড়িয়েছিল দক্ষিণারায়। সঠমিলিয়ে, গত ঠকমাসে গোসাঠায় ৩টি ঠঠং কুলতলির লোকালয়ে ঠকটি ঠাঘ টুকেছে। ঠাঠার নতুন সংযোজন হল পাথরপ্রতিমা।

৩৪৪ . পরিবেশবান্ধব মেলায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ভিন রাজ্যের পুণ্যার্থীরা

Papri Chatterjee | LipiUpdated: 14 Jan 2022, 9:34 am

ঠকদিকে কোভিড, ঠন্যদিকে ভিলেন টৃষ্টি ঠই জোড়া ফলায় ট্রিদ্ধ ঠাঠারের গঙ্গাসাগর মেলা। তটু ট্রিধি-নিষেধের ঘেরাটোপের পাশাপাশি ঠায়োজনে খামতি নেই। পরিঠেশঠান্ধঠ মেলার রূপ দেওয়া হয়েছে গঙ্গাসাগরকে।



কপিল মূনির ঠশ্রম (ছটি সৌজন্যে ফেসটুক/ Sundarban Police District)

ঠই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: ঠকদিকে কোভিড, ঠন্যদিকে ভিলেন টৃষ্টি- ঠই জোড়া ফলায় ট্রিদ্ধ ঠাঠারের গঙ্গাসাগর মেলা। তটু ট্রিধি-নিষেধের ঘেরাটোপের পাশাপাশি ঠায়োজনে খামতি নেই। পরিঠেশঠান্ধঠ মেলা গড়ে তোলার পাশাপাশি ঠায়োজন করা হয়েছে রাজা হটুচন্দের রাজসভার। ঠার তার সাক্ষী হতে পারেন ঠকমাত্র ই-পুণ্যার্থীরাই। তাই রাজ্য সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ভিন রাজ্যের পুণ্যার্থীরাও।

ঠর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের নির্দেশে কড়া ট্রিধির ঘেরাটোপে ঠটছর গঙ্গাসাগর মেলায় পূর্ণার্থীর সংখ্যা প্রায় হাতেগোনা। তাই গঙ্গাসাগর-২০২২ মেলায় ই-স্নান, ই-দর্শনের ঠপর জোর দিয়েছে রাজ্য সরকার। তার জন্য রাজা হটুচন্দের রাজসভা, গঙ্গাসাগরের ঠকাল-সেকালের মতো ঠাকর্ষণীয় ঠনুষ্ঠানের ঠায়োজন ও সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে তার সম্প্রচারের ঠন্দোঠস্ত যেমন করা হয়েছে, তেমনই ঠাঠারের গঙ্গাসাগর মেলাকে পরিঠেশঠান্ধঠ হিসেেে তুলে ধরতে ঠন্ধপরিকর জেলা প্রশাসন। তারও নজির মিলল।

মকরস্নানের প্রাক্কালে গঙ্গাসাগর মেলায় দেখা গেল, নারকেলের ছোট্টা, ঠাদামের খোসা দিয়ে তৈরি পরিঠেশ ঠান্ধঠ প্লাস্টিক, থালা, গ্লাস সহ নানান প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মেলাপ্রাঙ্গণে দোকান করা সমস্ত ছোট-ঠড় ঠ্যসায়ীদের ঠিনামূল্যে প্রদান

করছে GBDA (গঙ্গাসাগর-একখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি)। রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে ২০১৩ সালে গড়ে ওঠা GBDA- এর মূল কাজ হল, গঙ্গাসাগর ও একখালি সমুদ্র এলাকার সজ্জায়ন করে বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে বাঁচানো এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত করা। তাই এ বছর GBDA-র তরফে পরিবেশবান্ধব সামগ্রী দিয়ে দূষণমুক্ত [গঙ্গাসাগর মেলা](#) তুলে ধরতে প্রদ্বপরিবর জেলা প্রশাসন।

অন্যদিকে, কোভিড পরিস্থিতিতে গঙ্গাসাগর মেলাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে ও সকলের কাছে তুলে ধরতে গঙ্গাসাগর পর্বা নামে একাধিক প্রকল্প প্রচারের সিরিজ শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। যা ই-দর্শনের মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে। এই প্রচার সিরিজের অন্যতম আকর্ষণীয় অংশ হল, রাজা হুচন্দ্রের রাজসভা মেলা অফিস প্রাঙ্গণে তৈরি করা হয়েছে রাজপ্রাসাদ। সেখানে রোজ এসছে রাজা হুচন্দ্রের রাজসভা। সেখানে কোনও প্রজা আসছে না, আসছেন সাফাইকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী সহ গঙ্গাসাগর মেলার সঙ্গে যুক্ত সকল শ্রেণির কর্মীরা। মহারাজের রাজসভাতে প্রশ্ন করছেন মহারাজ হুচন্দ্র। কীভাবে হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা? সত্যি কি মেলাকে পরিবেশবান্ধব হিসেবে গণ্য করা যায়? আরও নানান সপ্ত কিছু। আর এসপ্ত কিছুর উত্তর অনায়াসে নাটকীয় ভঙ্গিমাতে দিচ্ছেন রাজসভাতে আসা কর্মীরা। তারই ই-সম্প্রচার করা হচ্ছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

এছাড়া গঙ্গাসাগর মেলার ‘সকাল আর একাল’- নৌকো থেকে ভেসে, ক্যাসেট, ক্যামেরা থেকে ড্রোন- সপ্তটাই আজও এই মেলাতে যেন প্রিধ্যমান। এগুলিও তুলে ধরা হয়েছে প্রচার সিরিজে। পৌরাণিকতা ও আধুনিকতার সংমিশ্রণে ২০২২-এর গঙ্গাসাগর মেলা নজর কেড়েছে সকলের। তাই ভিন্ন রাজ্যের পূর্ণার্থীদের মুখেও শোনা যাচ্ছে ‘দিদি’-র জয়জয়কার। ‘গঙ্গা মাইয়া কি জয়’ চলার পাশাপাশি তাঁরা চলছেন, ‘জয় মমতা দিদি কি জয়।’

[GANGASAGAR MELA: পরিবেশবান্ধব মেলায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ভিন্ন রাজ্যের পুণ্যার্থীরা - west bengal state government organized an eco friendly gangasagar mela | Eisamay](#)

389. . বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণে মকর স্নানের অনুমতি



সংবাদদাতা, সিউড়ি: গঙ্গাসাগর, জয়দেৱের পর এৱার ঐরভূমের ঐক্ৰেশ্বর উষ্ণ প্রস্রাণে মকর স্নানের অনুমতি দিল ঐরভূম জেলা প্রশাসন। স্বাস্থ্যঐধি ঐজায় রেখে উষ্ণ প্রস্রাণে মকর সংক্ৰান্তির দিন স্নান করতে পারেন পুণ্যার্থীরা। গত কয়েকদিন আগে রাজ্য সরকারের নির্দেশে আংশিক আত্মশাসন চালু হওয়ার পর ঐক্ৰেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রাণ ঐক্ক করার সিদ্ধান্ত নেয় জেলা প্রশাসন। এমনকী ঐক্ৰেশ্বর সতীপীঠ মন্দিরে পুজো দেওয়ার ক্ষেত্রেও মন্দির কমিটির উদ্যোগে ঐশ কিছু ঐধি-নিষেধ ঐলঐং করা হয়েছিল। কিন্তু জেলাজুড়ে সংক্ৰমণের হার ঐর্ধর্মুখী হওয়ায় ঐক্ৰেশ্বরে পুণ্যার্থীদের আগমন ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। মন্দির কমিটির দাঐ, প্রতিঐছর মকর সংক্ৰান্তিতে ঐপচে পড়ে পুণ্যার্থীদের ভিড়। প্রতিদিন খুঐ সামান্য সংখ্যক পুণ্যার্থী পুজো দিতে আসছেন ঐক্ৰেশ্বরে। মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় নেই ঐললেই চলে। ভিড় কমে যাওয়ার কারণে উষ্ণ প্রস্রাণে মকর সংক্ৰান্তিতে পুণ্যস্নানের অনুমতি দেয় জেলা প্রশাসন। ঐক্ৰেশ্বর মন্দির কমিটির সম্পাদক প্রকাশ চৌধুরী ঐলেন, এখন ঐক্ৰেশ্বর পুণ্যার্থীদের ভিড় নেই ঐললেই চলে। করোনার সংক্ৰমণ ঐড়ে যাওয়ার কারণে ঐাইরে থেকে পুণ্যার্থীরা আসছেন না ঐখানে। স্থানীয় লোকজন পুজো দিতে আসেন। তাই হয়তো উষ্ণ প্রস্রাণ খুলে দিয়েছে প্রশাসন।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন আগে ঐরভূমের কেন্দুলী জয়দেৱে মকর সংক্ৰান্তিতে পুণ্যস্নানের অনুমতি দেওয়া হলেও জয়দেৱে মেলা ঐক্ক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল প্রশাসন। কিন্তু রাজ্য সরকারের নির্দেশে গঙ্গাসাগরের মেলা ঐং পুণ্যস্নানের অনুমতি দেওয়ার পর অঐশেষে সিদ্ধান্ত ঐদল করে প্রশাসন।

ঐিভিন্ন ঐধি-নিষেধের মধ্যে এৱার সংক্ষিপ্ত আকারে জয়দেৱের মেলা হঐ। সেখানে পুণ্যস্নানের ক্ষেত্রে পুণ্যার্থীদের মানতে হঐ স্বাস্থ্যঐধি। জেলা প্রশাসনের ঐই সিদ্ধান্তের পর এৱার ঐক্ৰেশ্বর উষ্ণ প্রস্রাণের ক্ষেত্রেও মকর স্নানের অনুমতি দিল প্রশাসন। ঐরভূমের জেলাশাসক ঐধান রায় ঐলেন, করোনা স্বাস্থ্যঐধি ঐজায় রেখে ঐক্ৰেশ্বর উষ্ণ প্রস্রাণে মকর সংক্ৰান্তিতে পুণ্যস্নান করতে পারেন পুণ্যার্থীরা। তঐ কোনওভাঐই সেখানে ভিড় করা যাঐ না। সেদিকে নজর রাখঐ প্রশাসন।

[ঐর্তমান পত্রিকা : Bartaman Patrika | West Bengal's frontliner Newspaper | Latest Bengali News, ঐই মুহূর্তে ঐাংলা খঐর](#)

390. ইসলামপুরে নিকাশি নালা দখল
করেই নির্মাণ, ঐদাসীন পুরসভা



সংবাদদাতা, ইসলামপুর: ইসলামপুর শহরে নিকাশি নালা দখল করে অশ্লিষ্টভাবে দোকানপাট নির্মাণ হয়েছে। কিন্তু এতে হুঁশ নেই পুরসভা কর্তৃপক্ষের। প্রাসিন্দাদের অভিযোগ, পুরসভা কর্তৃপক্ষ সৎকিছু জেনেও নীরত দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এতে প্রাসিন্দারা প্রশাসনের উপর ক্ষুব্ধ। পুরসভা কর্তৃপক্ষ অশ্লিষ্ট জানিয়েছে, নতুন করে নির্মাণ প্রদত্ত করা হবে না।

প্রাসিন্দারা জানিয়েছেন, শহরের লাইফলাইন ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক। রাস্তার দু'পাশেই গড় নিকাশি নালা রয়েছে। রাস্তার দু'দিকেই সরকারি জায়গায় গুলি দোকান আছে। সেই দোকানগুলির পিছনে রয়েছে নিকাশি নালা। একাংশ দোকানদার সেই নালার উপর কংক্রিটের নির্মাণ করেছেন। ফলে নালা পরিষ্কার করতে প্রশাসনকে সমস্যায় পড়তে হয়। সাফাইকর্মী কিংবা জেসিটি দিয়ে ড্রেন পরিষ্কার করা যাচ্ছে না। কিন্তু অভিযোগ, পুর কর্তৃপক্ষ অশ্লিষ্ট নির্মাণকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বা নির্মাণ ভেঙে ফেলছে না।

পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান মানিক দত্ত বলেন, অনেক আগে থেকেই এই সমস্যা নির্মাণ হয়ে আসছে। এটিষয়ে এখন আমার কিছু করার নেই। তবে নতুন করে কেউ ড্রেন দখল করে নির্মাণ করলে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কিছুদিন আগেই একটি অশ্লিষ্ট নির্মাণের খবর পেয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে জেসিটি দিয়ে নির্মাণ ভেঙে দিয়েছি। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে নিকাশি নালার সামনের দোকানগুলি পিছনে সরানোর। এতে নালা সামনে চলে আসবে। এমন হলে সাফাই করতে সুবিধা হবে, রাস্তা প্রশস্ত হবে। স্থানীয়রা বলেন, শহরের ড্রেনেজ সিস্টেমকে পরিকল্পিতভাবে উন্নত করার দাবি গুলিদিন থেকেই উঠেছে। কারণ, বৃষ্টির মরশুমে প্রাসিন্দাদের চরম দুর্ভাগে পড়তে হয়। এতে ড্রেন দিয়ে জল পেরে হতে পারে না। জমে থাকা জলের কারণে সকলকেই সমস্যায় পড়তে হয়। নালার মাধ্যমে শহরের জল চাইরে যায়। কিন্তু আর্জনার কারণে নালাগুলির অশ্লিষ্ট খুবই খারাপ। একাংশ ব্যবসায়ী দোকানপাটের সমস্যা আর্জনা নালায় ফেলে দেয়। সেই সঙ্গে প্লাস্টিক গড় সমস্যা। যদিও সম্প্রতি পুরসভা ক্যারিওয়াজের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। পুরসভা কর্তৃপক্ষ নালাগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করতে পারছে না। ড্রেনে জল জমে থাকছে। জমা জল থেকে দুর্গন্ধ, মশা-মাছি ছড়িয়ে পড়ছে। এতে চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বর্ষার সময় ড্রেন ভর্তি হয়ে জল রাস্তায় চলে আসে। সেই নোংরা জলের মধ্যে দিয়েই চলাফেরা করতে হয়। ওয়ার্ডের ছোট ড্রেনগুলি গড় নালায় গিয়ে পড়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নালা নিয়ে প্রশাসনের উদাসীনতার কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন মহল। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও এটিষয়ে সরে এসেছে।

পুরসভা নির্বাচন আসন্ন, নির্বাচনে এই ইস্যুটিকে প্রিরোধীরা হাতিয়ার করতে পারে। প্রিরোধীরা চলছেন, পুরসভার উন্নয়ন হয়েছে ভোট রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। অনেকদিন আগেই পুরসভা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে পারত। নির্মাণকারীদের প্রিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে পারত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নেয়নি। তার কারণ, ভোট রাজনীতি। নির্মাণগুলি ভেঙে দিলে ব্যাসায়ীদের একাংশ কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষুব্ধ হতো। পুরসভার কাউন্সিলার এং চেয়ারম্যান যেহেতু ভোটে নির্বাচিত হন, তাই তাঁদের ভয় ছিল ভেঙে দিয়ে ক্ষুব্ধ ব্যাসায়ীদের একাংশের ভোট অন্য দলে চলে যেতে পারে। তাই কঠোর পদক্ষেপ করেননি। সম্প্রতি চৌরঙ্গি মোড়ে এক দোকানদার পাবলিক টয়লেটের ট্যাক্সের উপর নির্মাণ করেছিল। কর্তৃপক্ষ সেই নির্মাণ জেসিটি দিয়ে ভেঙে দেয়। এরপর ব্যাসায়ীদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন, এমন অপ্রৈ নির্মাণ চল রয়েছে গিয়েছে। তাদের প্রিরুদ্ধেও কি প্রশাসন ব্যাসা স্থা নেং?

বাসিন্দাদের দাপি, শহরের উন্নয়নের জন্য দখলমুক্ত করে সুষ্ঠু নিকাশি ব্যাসা স্থা গড়ে তোলার।

[বর্তমান পত্রিকা : Bartaman Patrika | West Bengal's frontliner Newspaper | Latest Bengali News, এই মুহূর্তে বাংলা খবর](#)

391. heavy rainfall: কয়েক মিনিটের ঝড়ে বিপুল ক্ষতি

নিজস্ব সংবাদদাতা

সুতি ১৪ জানুয়ারি ২০২২ ১০:১৮



মিনিট কয়েকের ঝড়ের তাগুে াধার রাতে ব্যাপক ামে ক্ষতিগ্রস্ত হল সুতি ২ ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪টিরও বেশি গ্রাম। সঙ্গে মিনিট পাঁচেকের শিলাপৃষ্টি। ক্ষতি হয়েছে অন্তত ২৬টিরও বেশি াড়ির। উড়ে গেছে চল াড়ির টিনের ছাদ। ভেঙে পড়েছে চল াড়ির দেওয়াল। উপড়েছে চল গাছ। তে সচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে খেতের ফসলের।

ইতিমধ্যেই দিনভর কৃষি দফতরের একটি টিম এ দিনই এলাকা ঘুরে দেখে ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক যে হিসেং পেয়েছেন তাতে প্রায় ১৩৭৯০ প্রিঘে জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে পেঁয়াজের ক্ষতি প্রায় ৪৬৮৫ প্রিঘের। কৃষি দফতরের হিসেং সং মিলিয়ে প্রাথমিক ামে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫৫ কোটি টাকারও বেশি। আনাজ প্রিশেষত পেঁয়াজ, রসুন, কপি, সর্ষে, খেসারি, মুসুর, কপি, টেঁড়শ সহ াপ্রতীয় আনাজের

ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত কাশিমনগর ও মহেশাইল ১ ও ২ নম্বর পঞ্চায়েতের এই গ্রামগুলি।

এদিনের ঝড়ে কার্যত ঐকান্ত লোকাইপুর, ামুহা, হাজিপুর, একাটিয়া, আমুহা, ফরিদপুর, ভাংকি, উমরাপুর, াহাগলপুর, মহেশাইল। এলাকার সমস্ত ফসলের গাছ শিলার দাপটে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। এদিন যদিকেই চোখ গেছে সর্বত্রই ঝড়ের তাণ্ডার ছবি নজরে এসেছে।

লোকাইপুরের মাডাং এলাকায় াছ াড়ির টিনের চালা উড়ে গিয়েছে, না হয় ধসে পড়েছে। রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ যখন ঝড় আসে তখন অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, না হয় রাতের খাওয়া দাওয়া সারছিলেন। এদেরই এক জন দোকড়ি সরকার ঘুমিয়ে থাকায় তার উপরই চালা ভেঙে পড়ায় তার নীচে চাপা পড়েন তিনি। স্থানীয় প্রতিশ্রীরা তাঁকে চালা সরিয়ে অক্ষত অস্থায় উদ্ধার করেন।

ফটিক মণ্ডল ললছেন, “ঘরের মধ্যেই খাওয়া দাওয়া সারছিলাম। হঠাৎই শুরু হয় প্রচণ্ড াগে ঝড়। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড শিলা। নিমেষে উড়ে গেল টিনের চাল। রাত থেকে জেগে রয়েছে প্রায় গোটা মাডাং গ্রাম। কে কার াড়িতে আশ্রয় নেবেন? সারাই প্রায় একই অস্থায়।”

উজ্জ্বল মণ্ডল ললছেন, “তখন াড় জোর সঙ্গে সাড়ে ৮টা াজে। ঝড়, াষ্টি শুরু হতেই ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু একটু পরেই দেখি ঝড়ের দাপটে গোটা াড়ি যেন কাঁপছে। হঠাৎ াকট শব্দে উপরে তাকিয়ে দেখি টিনের চাল উধাও। াইরে ারিয়ে প্রতিশ্রীর াড়িতে গিয়ে আশ্রয় নে কি, তাঁরও টিনের চাল আগেই উড়েছে ঝড়ের দাপটে।” কার্তিক মণ্ডল ললছেন, “নিমেষের মধ্যে টিনের চাল উড়ে গেল। সকালে গিয়ে দেখি মাঠের পর মাঠ স া ফসল শেষ। ত াশি চাষ ছিল পেঁয়াজের। ৫৮ াছর ায়স আমার। শীতের সময় এমন দুর্ঘটকের মুখে কখনও পড়িনি।”

ত া স া চেয়ে াশি ক্ষতি হয়ে চাষের। জঙ্গিপুুরের সহকারি কৃষি অধিকর্তা উত্তম কোনাই জানান, শিলা াষ্টিতে া্যাপক আনাজের ক্ষতি হয়েছে সুতি ২ ব্লকের ৬টি পঞ্চায়েতের অন্তত ১৪টি গ্রামে। কৃষি দফতরের অফিসারদের ওই এলাকায় পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় াডিও সমীরণ কৃষ্ণ মণ্ডল ললেন, “কয়েকটি ঘর াড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও স াচেয়ে াশি ক্ষতি হয়েছে চাষের। পঞ্চায়েতগুলিকে রিপোর্ট দিতে ালা হয়েছে। ব্লক অফিস থেকে কর্মীরা গেছেন এলাকায়।”

heavy damage due to heavy rainfall of few minutes in Suti -

Anandabazar

392. Agriculture: মেঘলা আবহাওয়ায় আলু, আনাজে চিন্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা

১৩ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:০১



দিনভর এমনই রইল আকাশ। ঝালদার ইচাগে।

ছবি: দেবশিস এন্ডোপাধ্যায়

আগের দিন ঠিকেল থেকে ঝষ্টির পরে, ঝুঝার দিনভর মেঘলা রইল আঁহাওয়া। এই আঁহাওয়ায় আলু ও নানা আনাজ চাষের ক্ষতি হও

ওলে চাষিদের একাংশের দাওি। যদিও কৃষি দফতরের আশ্বাস, যা ঝষ্টি হয়েছে, তাতে আনাজ চাষে তেমন ক্ষতি হও না।

পুরুলিয়া জেলা কৃষি দফতর সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলওার জেলার সমস্ত ব্লকেই ঝষ্টি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় পুরুলিয়ায় গড় ঝষ্টি হয়েছে ১১.২ মিলিমিটার। রঘুনাথপুর, ঝালদা, ওান্দোয়ান, কাশীপুর এলাকার আনাজ চাষিদের একাংশের আশঙ্কা, মঙ্গলওারের ঝিরঝিরে ঝষ্টি ও ঝুঝার মেঘলা আকাশের প্রভাও আনাজ চাষে পড়ওে।

ঝালদার চাষি নির্মল কুইরির দাঢ়ি, ‘‘কুড়ি ডেসিমেল জমিতে গাজর চাষ করেছিলাম। সদ্য চারা ংড় হচ্ছিল। ংষ্টিতে সে চাষে ভালই ক্ষতি হয়েছে।’’ ংন্দোয়ানের লতাপাড়া গ্রামের চাষি সুশীল মাঝি, সুকুমার গরাইদের দাঢ়ি, ক্ষতির সন্তাংনা তৈরি হয়েছে আলু ও টোম্যাটো চাষে। কয়েক ংঘা জমিতে আলু ও ফুলকপি চাষ করেছেন সুশীল। তাঁর অভিযোগ, ‘‘আলু ও কপির পাতায় ছোপ ধরতে শুরু করেছে। দ্রুত রোদ না উঠলে, সমস্যা হং ফলনে।’’ সুকুমার জানান, তিনি কয়েক ংঘা জমিতে টোম্যাটো লাগিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, ‘‘জমিতে কিছুটা জল জমেছে। মাটিতে থাকা টোম্যাটোর ংশিরভাগই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকছে।’’ ংন্দোয়ানের ংকো গ্রামের চাষি প্রদীপ দাস জানান, নভেম্বরের ংষ্টিতে লাউ চাষ পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাঁর ংক্ত্য, ‘‘ং ংর দ্রুত রোদ না উঠলে, আলুর ক্ষতি হতে পারে।’’

চাষিদের দাঢ়ি, রোদ না উঠলে, ফসলে রোগপোকার আক্রমণ ংড়ং। কৃষি দফতর সূত্রে ংশ্য জানা যায়, আজ, ংহস্পতিংরও সামান্য ংষ্টির সন্তাংনা আছে। উদ্যানপালন দফতরের ংশ্য আশ্বাস, যে সং চাষি আগে থেকে জমিতে নালা কেটে রেখেছিলেন, তাঁদের আনাজ চাষে ক্ষতির আশঙ্কা অনেকটা কম। ংষ্টির জল নালা দিয়ে ংয়ে যাং, জমিতে জমং না। নিতুড়িয়ার আনাজ চাষি কালোসোনা মণ্ডল, রঘুনাথপুরের সুভাষ ংউরিরা জানাচ্ছেন, নালা কেটে রাখার কারণে জমিতে জল জমেনি। তং তাঁদেরও আশঙ্কা, ফের ংষ্টি হলে ংং দ্রুত রোদ না উঠলে, ফলনে রোগপোকার আক্রমণ ংড়তে পারে।

পুরুলিয়ার সহ-কৃষি আধিকারিক সুশান্ত দত্ত ংলেন, ‘‘ংষ্টিতে চাষের ক্ষতি হয়েছে, ংমন তথ্য ব্লকগুলি থেকে ংখনও আসেনি।’’ তং মেঘলা ংহাওয়া থাকলে চাষিদের ফসলের ংপরে নজর রেখে প্রয়োজনে ছত্রাকনাশক দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন কৃষি ংশেষজ্ঞেরা।

[farmers are anxious over weather - Anandabazar](#)

393 . Jaydev-Kenduli: নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ড্রোন- ওয়াচটাওয়ার, জয়দেংর

মেলার শেষংলার প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব ংংাদদাতা

ংলপুর ১৩ জানুয়ারি ২০২২ ১৯:১৭



কাল থেকে শুরু জয়দেও-কেঁদুলি মেলা।
নিজস্ব চিত্র।

শুক্রবার মকর সংক্রান্তি। সেদিন থেকেই শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী জয়দেও-কেঁদুলি মেলা।
তবে মেলার আগে সওরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এলেই দাপ্তরিক
প্রশাসনের।

জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মেলাতে কোভিডপ্রতি নিশ্চিত করার
জন্য কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নজরদারি চালাতে রাখা হয়েছে ড্রোন।
এ ছাড়াও নজরমিনার, সিসিটিভি-সহ বিভিন্ন পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

প্রশাসনের তরফ থেকে কম দোকানপাট বসানোর কথা এলাহা হয়েছে। কিন্তু মেলাতে
প্রায় হাজারেরও বেশি দোকান বসেছে এলেও সূত্র মারফত জানা

ঢোলপুরের মহকুমাশাসক অয়ন নাথ এই বিষয়ে জানান, ‘‘প্রশাসনিক তরফে সমস্ত
সরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি কোভিড বৃদ্ধির জন্য মেলার মধ্যে মেডিক্যাল টিম
থাকবে। এখানে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত করোনা টেস্ট করা এবং চিকিৎসার
ব্যবস্থা করা হবে। স্থানীয় কৃষক বাজারেও কিছু সেফ হোম-এর ব্যবস্থা করা
হয়েছে।’’

তিন দিন এই মেলা চলবে। মেলার প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ। মেলা ঘিরে শুরু হয়েছে
যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিও।

[Administration claims that all necessary measures are being taken before the Jaidev mela - Anandabazar](#)

394. Covid-19: করোনা আবেশে ঝড়ছে ওষুধের চাহিদা, ঝাঁকুড়া জুড়ে ড্রাগ

কন্ট্রলের নজরদারি জোগানে

নিজস্ব সংবাদদাতা

ঝাঁকুড়া ১৩ জানুয়ারি ২০২২ ১৯:৫৬



পাঁকুড়ার নানা ওষুধ দোকানে ড্রাগ কন্ট্রলের অভিযান।
নিজস্ব চিত্র।

সারা রাজ্যের পাশাপাশি পাঁকুড়া জেলাতেও দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা উর্ধ্বমুখী। পাড়ছে জ্বর, সর্দি, কাশির মতো উপসর্গজনিত অসুখও। স্বাভাবিক ভাবেই জেলা জুড়ে এখন ট্রিপল চাহিদা প্যারাসিটামল, ভিটামিন সি-সহ কিছু অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের। এই পরিস্থিতিতে খুচরো ওষুধের প্রজারে প্রকৃত অণুজ্ঞা জানতে এ প্রার রাস্তায় নামল ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ। পাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে খুচরো ওষুধের দোকানে দোকানে ঘুরে ওই ওষুধগুলির মজুত তালিকা ও সরবরাহের চিহ্ন খতিয়ে দেখলেন ড্রাগ কন্ট্রলের আধিকারিকরা।

স্বাস্থ্যবিভাগের পাঁকুড়া শহরের নতুনচাটী এলাকার বিভিন্ন খুচরো ওষুধের দোকানে হানা দিয়ে দোকানে মজুত থাকা করোনা-প্রিয়ক ওষুধের চাহিদা ও জোগান নিয়ে খোঁজখবর নেন ড্রাগ কন্ট্রলের আধিকারিকরা। দফতরের ইনস্পেক্টর আকাশ মণ্ডল বলেন, ‘‘প্যারাসিটামল-সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রতিটি দোকানেই পর্যাপ্ত পরিমাণ মজুত রয়েছে। তদুপ আমরা প্রতিটি খুচরো ওষুধ প্রাপ্যসায়ীকে প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ বিক্রি করতে নিষেধ করেছি। পাশাপাশি, এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি ওষুধ প্রাপ্যসায়ীকে রোগী পিছু সীমিত সংখ্যক ওষুধ বিক্রির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই ভাবে চললে জেলায় কোনও ভাবেই ওষুধের সঙ্কট তৈরী হতে না।’’

প্রসঙ্গত, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় অক্সিজেন ও বিভিন্ন ওষুধের কালোপ্রজারি রুখতে সক্রিয় ভূমিকা দেখা গিয়েছিল পাঁকুড়া জেলা ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগকে। লাগাতার অভিযানে সে সময় কিছুটা হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

ওষুধের আকাল যাতে না হয় তারজন্য ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ করেছে ‘পাঁকুড়া জেলা কমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন’। সংগঠনের জেলা সভাপতি দিলীপ আগরওয়াল বলেন, ‘‘এই সময় আতঙ্কিত হয়ে কিছু মানুষ অযথা পাড়িতে ওষুধ কিনে রাখছেন। এর ফলে প্রজারে প্যারাসিটামল কিছু এপ্রং সি ভিটামিন ,নশক এলার্জি , পেয়েছে। বৃদ্ধি চাহিদা অ্যান্টিবায়োটিকেরআমরা জেলার প্রতিটি খুচরা ওষুধ বিক্রেতাকে প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ দেওয়ার কথা বলেছি। পাশাপাশি ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা ও সংস্থাগুলির স্টকিস্টদের ওষুধ সরবরাহের পরিমাণ প্রাডানোর অনুরোধ জানিয়েছি।’’

[Coronavirus in West Bengal: Drug control officers keeping track of supply of medicine in Bankura dgtld - Anandabazar](#)

395. **Monoclonal Antibodies:** মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ঠেকাও করোনা, তিন

প্রাণালির গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক জার্নালে

নিজস্ব সংবাদদাতা

আসানসোল ১৩ জানুয়ারি ২০২২ ১৪:৫২



সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায়, পৃথা চক্রবর্তী এবং নরুণচন্দ্র দাস।
নিজস্ব চিত্র।

কোভিড রোগীদের সারিয়ে তুলতে ‘মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি’ তৈরি করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়েছে দেশের বিভিন্ন ওষুধ নির্মাতা সংস্থা। এই পরিস্থিতিতে ‘মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি’ সংক্রান্ত গবেষণায় নয়া দিশা দেখালেন, রাজ্যের কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন গবেষক। প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক তথা বিভাগীয় প্রধান, প্রিজ্ঞানী সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে গবেষক নরুণচন্দ্র দাস এবং পৃথা চক্রবর্তী তাঁদের সাম্প্রতিক গবেষণায় করোনাভাইরাসের আলফা, ডেল্টা, ডেল্টা প্লাস এবং ওমিক্রনের বিরুদ্ধে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডির কার্যকারিতার প্রমাণ দিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, ওই গবেষণায় সক্রিয় অ্যান্টিবডিগুলির ভাইরাসের প্রতি আসক্তি-যুক্ত পেপটাইড শৃঙ্খল (সিডিআর)-গুলি যুক্ত করে একটি কাইমেরিক অ্যান্টিবডি (দু’টি মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডির সংযুক্তি) প্রস্তুত করা হয়েছে। যা কোভিড-১৯ সংক্রমণের চিকিৎসায় কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে বলে তিন প্রিজ্ঞানীর দাবি। তাঁদের ওই গবেষণাপত্র ইউরোপের ‘ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ ইমিউনোলজিক্যাল সোসাইটি’-র জার্নাল ‘ফ্রন্টিয়ার্স অফ ইমিউনোলজি’-র সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রিজ্ঞানী সুপ্রভাত জানিয়েছেন, তাঁদের ওই গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রিজ্ঞানী এবং ইন্দো-ফরাসি যুগ্ম গবেষণাদলের সদস্য, পালাক্কড় আইআইটি-র অধ্যাপক জগদীশ প্র্যারি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই গবেষণায় ‘প্রায়ো ইনফরমেটিক্স’ এবং ‘কম্পিউটেশনাল প্রায়োলজি’-র সাহায্যে আমেরিকার ওষুধ নিয়ামক সংস্থা এফডিএ (ফুড এন্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অনুমোদিত আট ধরনের মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডির কার্যকারিতা যাচাই করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের মূল সংক্রামক প্রোটিনের (স্পাইক

প্রোটিন) উপর ওই আট ধরনের মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি'র সক্রিয়তা পরীক্ষা করেছিলেন তাঁরা। তাতে দেখা গিয়েছেন টিকসাজেভিমা, সিলজাভিমা, রেজদানিভিমা, চামলানিভিমা এবং সত্রভিমা মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিগুলি করোনাভাইরাসের নয়া রূপগুলির উপরেও সক্রিয় ভাবে কার্যকর।

পরীক্ষাগারে তৈরি মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি'র সংমিশ্রণ শরীরে প্রয়োগ করে কয়েক মাস আগেই এক রোগীকে সুস্থ করে তুলেছিলেন হরিয়ানার একটি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা। তিন গবেষকের দাপি, স্পাইক প্রোটিনের ৫০টিরও বেশি পরিণত রূপের অধিকাংশই প্রতিরোধে সক্ষম হলে ওই পাঁচটি মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি।

সুপ্রভাত বলেন, ‘সাধারণ জৈবিক নিয়মে ভাইরাস তার চরিত্র পরিণতন করে। চিকিৎসার তত্ত্বেও সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিরন্তর গবেষণা এবং তার সফল প্রয়োগে করোনাভাইরাসের বিভিন্ন রূপ প্রতিরোধ সম্ভব। মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি এবং কাইমেরিক অ্যান্টিবডি অংশই করোনা আক্রান্ত রোগীকে বাঁচাবে। বর্তমানে অনেকগুলি ক্ষেত্রেই তা প্রমাণিত হয়েছে।’

নন্দারণ এবং পৃথা জানান, গত বছরের মার্চ মাস থেকে আসানসোলে কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার ‘ইন্টিগ্রেটিভ প্রায়োকেমিস্ট্রি এবং ইমিউনোলজি ল্যাবরেটরি’-তে এই গবেষণা শুরু করেছিলেন তাঁরা। মাস চারেকের চেষ্টায় আসে সাফল্য।

[COVID-19: research says, many variants of Coronavirus can be neutralized by monoclonal antibodies dgtld - Anandabazar](#)

396. Ganga Sagar: মাথায় পাগড়িঘুর পায়ে-, সাগর মেলায় ঘুরে ঘুরে

করোনা নিয়ে সচেতনতা গান বৃন্দাবন মণ্ডলের

সৈকত ঘোষ

গঙ্গাসাগর ১৩ জানুয়ারি ২০২২ ১৮:১৪:



গান গাইছেন বৃন্দাবন মণ্ডল।

নিজস্ব চিত্র।

মাথায় পাগড়ি, পায়ে ঘুরুর, হাতে গুণগুণি এবং দুই সঙ্গীকে নিয়ে এ চারের সাগর মেলায় ঘুরে ঘুরে গান গাইছেন প্রাউল শিল্পী বৃন্দাবন মণ্ডল। কখনও দেহতত্ত্ব, কখনও কপিল মুনিকে নিয়ে গান। একই সঙ্গে আচার করোনা নিয়ে সচেতনতার গানও গাইছেন বৃন্দাবন।

শুক্রবার মকর সংক্রান্তি। আর এই মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে প্রতি বছরই সদলম্বে গঙ্গাসাগর মেলায় উদ্দেশে পেরিয়ে পড়েন ঝাউল শিল্পী বৃন্দাওন মণ্ডল। আজ প্রায় ৪০ বছর ধরে মেলায় আসছেন তিনি। কিন্তু এই বছর করোনা পরিস্থিতির কারণে হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে শর্তসাপেক্ষে মেলা হচ্ছে। ভাটা পড়েছে যাত্রীর সংখ্যাতেও। কিন্তু সংক্রান্তির পুণ্যস্থানের আগেই মেলায় চলে এসেছেন বৃন্দাওন ও তাঁর দল। বছর ষাটের বৃন্দাওন ডায়মন্ড হারবারের মগরাহাট এলাকার বাসিন্দা। দুই ছেলে ও স্ত্রী নিয়ে তাঁর সংসার।

এক সময় গানের নেশায় পাড়ার হরিনামের দলে যোগ দিয়ে কীর্তন ও ঝাউল গানে হাতেখড়ি হয় বৃন্দাওনের। গানের দলের সঙ্গেই প্রথম সাগরমেলায় এসেছিলেন তিনি। তখন কতদিন আগে, তিনি এসেছিলেন তা সঠিক মনে নেই তাঁর। তাঁর ধারণা, অন্তত বছর চল্লিশ আগে তিনি প্রথম সাগরমেলায় এসেছিলেন। মাঝে কয়েক বছর ঝাউল দিয়ে ঝাউল প্রত্যেক বছরই মেলায় সময় সাগরে হাজির হন ঝাউল শিল্পী বৃন্দাওন। মেলায় এসে প্রতিবছরই দেহতত্ত্ব নিয়ে গলায় সুর তোলেন তিনি। তখন এটার নতুন সংযোজন করোনা নিয়ে সচেতনতার গান।

ভারতের বিভিন্নপ্রান্তের মানুষের কাছে তুলে ধরেন ঝাউলগান। ঝাউল সংস্কৃতির প্রচার আরও বাড়তে হবে বলেও বৃন্দাওন মনে করেন।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/baul-singer-singing-awareness-songs-about-corona-at-gangasagar-fair-dgtld/cid/1323388>

397. COVID Restriction: কোভিড সংক্রমণে রাশ টানতে উত্তর ২৪

পরগনার পুর এলাকায় চলছে আংশিক লকডাউন

নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রাসত ১৩ জানুয়ারি ২০২২ ১৫৩৩:



সাগরদ্বীপের খানসাহেব এলাকার আসিন্দা স্বর্ণলতা মণ্ডল। দুধার নিজের নাতনির জন্য দুধ গরম করছিলেন ৪৫ বছরের ওই মহিলা। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সে সময় স্টোভ ফেটে আগুন লেগে যায় ঘরে। তিনি ঘর থেকে দ্রুত হতে না পারায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে যান। খবর পেয়ে রেডি হ্যাম'য়ে নিয়ে করে উদ্ধার তাঁকে সদস্যরা র' অস্থায়ী তাঁর যাওয়ায় পুড়ে শতাংশ ৫০ প্রায় দেহের তপে হাসপাতালে। মেলা যান দুহস্পতিয়ার মাধ্যমে অ্যাম্বুল্যান্সের এয়ার জন্য চিকিৎসার উন্নত জন্য সে আশঙ্কাজনক। থেকে সেখান গ্লাউন্ডে। হেলিপ্যাড ডুমুরজলা হাওড়ার হয়েছে আসা নিয়ে সকালে গ্রিন করিডর করে নিয়ে আসা হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। সেখানেই বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। তিনি এখনও সঙ্কটমুক্ত নন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

প্রিহারের পটনার কানকড়াগ থেকে গঙ্গাসাগর মেলায় এসেছিলেন ৫৫ বছরের গীতাদেবী। দুধার পড়ে গিয়ে মারাত্মক আঘাত পান তিনি। তাঁকেও উদ্ধার করে মেলার হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়েছে। দুহস্পতিয়ার এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে হাওড়ায় আনা হয়েছে তাঁকে।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/two-injured-in-gangasagar-air-lifted-to-howrah-for-treatment-dgtld/cid/1323338>

399. Coronavirus: সংক্রমণ কমাতে সপ্তাহে দুবাজার থাকবে বন্ধ দিন'

নিজস্ব সংবাদদাতা

অশোকনগর ১৩ জানুয়ারি ২০২২ ০৭২৪:



এইসব বাজার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ছবিদুয়ারি। সুজিত :

পুর এলাকায় করোনা সংক্রমণ ক্রমশ বাড়ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পদক্ষেপ করল অশোকনগরপুলিশ। ও পুরসভা কল্যাণগড়-

মঙ্গলবার পুরভাণ্ডে ব্যাসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেন পুরকর্তৃপক্ষ ও পুলিশপ্রশাসনের কর্তারা। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আগামী তিন সপ্তাহ ধরে প্রতি সপ্তাহের শুক্র ও শনিবার এলাকার সমস্ত বাজার, দোকানপাট বন্ধ থাকবে। তপে জরুরি

পরিষেবা চালু থাকে। তিন সপ্তাহ পরে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মৈঠকে মুখ্য পুরপ্রশাসক উৎপল তালুকদার ব্যাসায়ী কল্যাণগড়-অশোকনগর সহ-উপ ছিলেন। উপস্থিত প্রতিনিধিরা সমিতির প্রাজার টি২৪ অন্তর্গত কমিটির সমন্বয় জানান সরকার অতীশ পুরপ্রশাসক, পুর এলাকায় মঙ্গলপ্রার পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা প্রেড়ে হয়েছে ১২০। অশোকনগর স্টেট জেনারেল কোভিড হাসপাতালে চিকিৎসক হাসপাতাল হচ্ছেন। আক্রান্ত এক পর একের স্বাস্থ্যকর্মীরা ও নার্স-গিয়েছে জানা সূত্রে, মুখপ্রার পর্যন্ত হাসপাতালে আক্রান্তের সংখ্যা ১৩। এ সপের প্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রাজার প্রস্ক থাকলেও ওষুধ, দুধ ও মিষ্টির দোকান খোলা থাকে। এ ছাড়া, অশোকনগর স্টেশন রাখার প্রাইক ও সাইকেল সংলগ্ন-প্রাইক-সাইকেল গ্যারেজগুলিতে এই মানুষ প্রু প্রতিদিন থাকে। খোলা গ্যারেজগুলি এই ভেপ্রাই কথা তাঁদের হয়। রাত ফিরতে অনেকেরই যান। কর্মস্থলে ধরে ট্রেন রেখে সিদ্ধান্ত।

অতীশ প্রলেন, ‘‘ওই দু মদের এলাকার দিন’দোকানগুলিও প্রস্ক রাখার প্রিষয়ে পুলিশ-’’হয়েছে। করা আপ্রদন কাছে প্রশাসনের

পুর এলাকার গোলপ্রাজারে রোজ ভোর ৫টা থেকে মাছের প্রাইকারি প্রাজার প্রসে। নদিয়া থেকেও মাছ ব্যাসায়ীরা গোলপ্রাজারে আসেন। সকালে হাজার তিনেক ব্যাসায়ী এখান থেকে মাছ কিনে প্রিভিন্ন প্রাজারে প্রিক্রি করেন। কিন্তু প্রাজারে ভিড়ের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব প্রজায় থাকে না। অনেকেই কেনাপ্রচা করেন মাস্ক ছাড়া।

গোলপ্রাজার ব্যাসায়ী সমিতির সম্প্রদক গুপি মজুমদার সপ্তাহে দু প্রস্কের প্রাজার দিন’প্রলেন তিনি জানিয়েছেন। স্বাগত সিদ্ধান্তকে, ‘‘এলাকায় করোনার প্রকোপ কমাতে পুরসভা ও প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে আমরা কঠোর ভাপে মেনে চল। ক্রেতা প্রিক্রেতাদের-’’করছি। সচেতন আমরা

মুখপ্রার গোলপ্রাজার, কল্যাণগড় প্রাজার, কচুয়া মোড় প্রাজারে ঘুরে দেখা গেল, ক্রেতা-কারও কারও নন। সচেতন এখনও অনেকে তপ্র পরেছেন। মাস্ক অনেকেই প্রিক্রেতাদের থুতনি বুলছিল মাস্ক, কানে। যদিও পুলিশের দাপ্রি, প্রাজার এলাকায় ক্রেতা ও প্রিক্রেতাদের মাস্ক পরতে প্রাধ্য করা হয়েছে। জটলা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। নিয়মিত চলছে ধরপাকড়।

থানা সূত্রে জানানো হয়েছে, মুখপ্রার সকালে মাস্ক না পরে প্রেরোনের অভিযোগে ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ দিন অশোকনগরের প্রাক্তন প্রিধায়ক ধীমান রায় কল্যাণগড় প্রাজার এলাকায় কয়েকজন তৃণমূল কর্মী করেন। প্রিলি মাস্ক নিয়ে সমর্থককে-করেন। আপ্রদন প্রেরোনের না প্রাইরে প্রাড়ির ছাড়া প্রয়োজন

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/markets-to-remain-closed-in-friday-and-saturday-in-ashoknagar-kalyangarh-municipality-to-reduce-covid19-infection-rate/cid/1323298>

400. GangasagarMela: কোভিডবিধিতে কড়াকড়ি সাগরে, তবে বৃষ্টির জেরে পুণ্যার্থীদের ভিড়ে ভাটা

নিজস্ব সংবাদদাতা

সাগর ১২ জানুয়ারি ২০২২ ২২৫২:



হাই কোর্টের প্রতিনিধি দল
—নিজস্ব চিত্র।

গত সোমবারই আনুষ্ঠানিক ভাবে সাগর মেলার উদ্বোধন হয়েছে। শুরু হয়েছে লোক সমাগমও। কিন্তু অন্য ঠারের তুলনায় পুণ্যার্থীদের সংখ্যা খানিক কম মেলার দ্বিতীয় দিনে। ভিন্ রাজ্য থেকে মানুষ আসতে শুরু করলেও তাঁদের সংখ্যা বেশ কম।

পুণ্যার সকাল থেকেই দৃষ্টি শুরু হয় উপকূলে। যার জেরে অনেক পুণ্যার্থী মেলায় পৌঁছেতেই পারেননি বলে মনে করা হচ্ছে। গোটা মেলা জুড়ে তেমন ভিড় দেখা না গেলেও মেলায় আসার আগে নদীঘাট ও প্রাসস্ত্যান্ডগুলিতে ভিড় দেখা গিয়েছে। জেলা প্রশাসন মনে করছে, পুণ্যস্থানের থেকে ভিড় কিছুটা হলেও এড়তে পারে।

লোক কম থাকলেও কোভিডবিধিতে বিশেষ কড়াকড়ি দেখা গেল মেলায়। কোভিড টিকার শংসাপত্র দেখেই ঢুকতে হচ্ছে পুণ্যার্থীদের। তপে শংসাপত্র না থাকলেও ঢোকা যাচ্ছে। প্রাচীনাটেও পুণ্যার্থীদের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে কোভিড পরীক্ষা করা হচ্ছে। মেলাতেও কোভিড পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। মেলার প্রবেশ পথে চলছে মাস্ক প্রিতরণ।

পুণ্যার সন্ধে নাগাদ মেলার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আসেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন একটি দল। মেলায় লোক সমাগম দেখার পর জেলাশাসকরা। করেন ঐঠক সঙ্গে প্রতিনিধিদের সরকারের রাজ্য সহ-

পুণ্যার অল্প মানুষের উপস্থিতির জন্য প্রায় সর্বত্র কোভিডবিধি মানা সম্ভব হয়েছে। এর পর মকরসংক্রান্তির তিথি শুরু হলে ভিড় এড়তে সাগরতটে। তখন কি কোভিডবিধি মানা সম্ভব হপে, প্রশ্ন উঠেছে। তপে জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ‘‘ভিড় হলেও কোভিড নিয়ে আমরা সচেতন। কোনও জমায়েত করতে দেওয়া হচ্ছে না। সর্বত্র মাস্ক ও স্যানিটাইজার প্রিতরণ চলছে।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/no-crowd-of-devotees-was-seen-at-gangasagar-mela-on-wednesday-dgtld/cid/1323242>

401. Covid-19: স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে ৫০ হাজার কোভিড পরীক্ষা

হল অভিষেকের কেন্দ্রে

নিজস্ব সংবাদদাতা

ডায়মন্ড হারবার ১২ জানুয়ারি ২০২২ ১৯৪৮:



গ্রাফিকদেওনাথ। শৌভিক :

ঘোষণা করেছিলেন ৩০ হাজার। শেষ পর্যন্ত দুধার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে অভিষেক এন্ডোপাধ্যায়ের ব্যাপস্থাপনায় ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষের কোভিডহল। পরীক্ষা ১৯- অভিষেক দুধার টুইটারে লিখেছেন, 'আমরা এক দিনে ডায়মন্ড হারবার লোকসভায় ৫০ হাজারের বেশি কোভিড করিয়ে পরীক্ষা ১৯- হারবারে ডায়মন্ড দিনে ৭ গত আনন্দিত। পেরে জানাতে শ্রদ্ধা স্বামীজিকেসংক্রমণের হার ঠাংলার সপ লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে কম।' অন্য একটি টুইটে তাঁর মন্তব্য, 'এখন ডায়মন্ড হারবারে সংক্রমণের হার ২ কমানোর আরও তা আমরা শতাংশ। ১৬. অগ্রাধিকার। সর্বোচ্চ আমাদের কল্যাণই এং সেবা আপনাদের করছি। চেষ্টা'

ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেককে করোনা সচেতনতার প্রচারে ঠরঠরই সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। গত সপ্তাহে নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে কোভিড পরিস্থিতি পর্যালোচনা ঠেঠকে যোগ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'কোভিড পরিস্থিতিতে আগামী দু ব্যক্তিগত আমার এটা উচিত। রাখা ঠক নির্বাচন উচিত। রাখা ঠক কিছু সপ মাস' ঘটনাচক 'মত।'রে, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রেই করোনা সংক্রমণের হার রাজ্যের মধ্যে সপচেয়ে কমশতাংশ। ১৬.২ -

ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ১৫টি করোনা নিয়ন্ত্রণ কোভিড) হয়েছে করা প্রকাশ নম্বরও ফোন এং তালিকা রুমের কন্ট্রোল সংক্রান্ত (ম্যানেজমেন্ট ডায়মন্ড মঙ্গলবার।ড হারবারের পাশাপাশি, ঠজঠজ, মহেশতলা, পুজালি, ফলতা, ঠিঞ্চুপুর, ঠাকুরপুকুর এলাকায় রয়েছে ওই কন্ট্রোল রুমগুলি।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/coronavirus-in-west-bengal-over-30000-covid-19-test-has-done-at-diamond-harbour-dgtld/cid/1323227>

402. সংবাদপত্র, ফাইল, টাকা থেকে করোনা ছুঁচ্ছে না: এইমস



নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি: ‘ওমিক্রন’ ভ্যারিয়েন্ট যত সংক্রামকই হোক না কেন, খণ্ডের কাগজ, কারেন্সি নোট বা ফাইলপত্র স্যানিটাইজ করার প্রয়োজনই নেই। কারণ, ওগুলি করোনা ভাইরাসের মাধ্যম নয়। নেতিবাচক প্রচারে আতঙ্কিত এত মানুষের প্রিভ্রান্তি কাটিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এ কথা জানিয়ে দিলেন নয়াদিল্লি এইমসের ডিরেক্টর তথা কেন্দ্রের কোভিড টাস্ক ফোর্সের অন্যতম সদস্য ডাঃ রণদীপ গুলেরিয়া। এমনকী ইউভি (আলট্রা ভায়োলেট) লাইট এক্সের মতো ব্যাস্থায় ভাইরাস-মুক্ত করার প্রক্রিয়াও কার্যকরী নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, ‘অনেককে দেখেছি আনাজও স্যানিটাইজ করেন। এটা করণেন না। সজ্জি-ফল ভালো করে ধুয়ে নিলেই হও। টাকা, ফাইল বা সংবাদপত্রে স্যানিটাইজার না দিয়ে হাত ভালো করে ধুলেই সংক্রমণ এড়ানো যায়।

করোনা নিয়ে আতঙ্কের লাগাতার প্রচারে ইতিমধ্যেই দেশের জীৱন-জীৱিকা ভালোরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেও মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ঠেঠকে জানিয়ে দিয়েছেন, লকডাউন আর নয়। জীৱিকার ধারা এজায় রেখেই করোনা মোকাট্টা করতে হও। অথচ, এর পরও নেতিবাচক প্রচার চলছে। কাপ্পা, ডেল্টা, ডেল্টা প্লাস, ওমিক্রমনের মতো করোনা ভাইরাসের নানা ভ্যারিয়েন্ট ভারতে হানা দিলেও জনসংখ্যার সামান্য অংশই কিন্তু এতে সংক্রামিত বলে রিপোর্ট স্বাস্থ্যমন্ত্রকের। তাই আতঙ্ক নয়, সাৱধানতা আর সতর্কতার পরামর্শই দিচ্ছে কেন্দ্র। পরিসংখ্যান এলছে, কোভিড সন্দেহে এ পর্যন্ত ৬৯ কোটি ৯০ লক্ষ ৯৯ হাজার ৮৪ জনের পরীক্ষা হয়েছে। তার মধ্যে সক্রিয় আক্রান্ত, মৃত এং সুস্থ হয়ে াড়ি ফিরে যাওয়ার মোট সংখ্যা ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ ৮২ হাজার ১২৯। শতাংশের হিসেবে যা মাত্র ৫.২৩। অভিযোগ অশ্য এর মধ্যেও রয়েছে। প্রথমত, অনেকে সংক্রমণ ঠুখেও টেস্ট করাচ্ছেন না। আর দ্বিতীয়ত, কিছু রাজ্য কোভিড মৃত্যুর সঠিক সংখ্যা দেখাচ্ছে না। সংক্রামিতের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তির উপসর্গ না থাকলে পরীক্ষা না করানোর পরামর্শ অশ্য এক্ষেত্রে একটা ফ্যাক্টর। তাতে আক্রান্তের সংখ্যা সরকারি পরিসংখ্যানের থেকে কম হচ্ছে। কিন্তু মৃত্যু? কোভিড মৃত্যুর তথ্য গোপন করা নিয়ে নানা মহলে সমালোচনা শুরু হয়েছে। এমনকী প্রিদেশি এত মিডিয়াও জর্জরিত করছে ভারতকে। সেই প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ভারত সরকারকে মিথ্যাপ্রাদী আখ্যা দিয়েছেন। এলছেন, ‘মিথ্যা

এলছে কেন্দ্র। ঐশ্ব জানে। কিন্তু ভুগছে ভারত।’ যদিও রাহুল গান্ধীর এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে মোদি সরকার। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রতীতি দিয়ে জানানো হয়েছে, এ ধরনের প্রচার প্রত্যাশাশূন্য। কোভিডের মৃত্যু কোনওভাবেই লুকনো হচ্ছে না। এবং যেসব রাজ্য আগে দৈনন্দিন হিসেবে ঠিক মতো দেয়নি, তাদের আপ-টু-ডেট করতে এলা হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের যুগ্মসচিব লক্ষ্মী আগরওয়াল রাজ্যগুলিকে প্রকৃত কোভিড মৃত্যুর তথ্য জানানোর আদেশ করার পর ছবি কিছুটা এদলেছে। মহাস্পতিয়ারই কেরল তাদের পরিসংখ্যানে আগে মৃত ৯৬ জনের তথ্য জুড়েছে। মন্ত্রক রাজ্যগুলিকে জানিয়েছে, কোভিডে মৃতের পরিচর্যকে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এলে মৃত্যুর প্রকৃত তথ্য আড়াল করেন না।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=13&id=343293>

403. প্রায় এক মাস ধরে আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্গীরন, এই দ্বীপে জারি সুনামি

সতর্কতা

- By **Souptik Banerjee**
- | Published: January 15 2022, 17:52 [IST]

সুনামি সতর্কতা জারি হল টোঙ্গায়। আগ্নেয়গিরির টানা লাভা উদ্গীরনের ফলে এমন সুনামি পরিস্থিতি জারি হয়েছে এলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, জলের তলায় অপ্রস্তুত হুঙ্গা-টোঙ্গা-হাপাই আগ্নেয়গিরিতে এমন টানা লাভা উদ্গীরনের হয়ে চলেছে এলে জানা গিয়েছে।



স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে আগ্নেয়গিরি ছাই, ধোঁয়া, গ্যাস ওই এলাকার আশেপাশে ২০ কিলোমিটার অঞ্চলকে ঘিরে ফেলে। একটি ভিডিওয় আগ্নেয়গিরি থেকে ছাই ঝেঁরিয়ে সমুদ্রের জলে পড়তে দেখা গিয়েছে। দৃষ্টি তার সঙ্গে গাঢ় কালো ধোঁয়ায় দিনের বেলাতেই আঁধার নেমে আসে টোঙ্গাটাপু দ্বীপে।

A plan which covers your life as well as critical illnessesFree
Term Insurance Calculator

The best tech for all you doDell

জানা গিয়েছে ২০ ডিসেম্বর থেকেই আগ্নেয়গিরি ফুঁসছিল। ধীরে ধীরে তা ঝড় আকার ধারণ করে। মাঝেই মাঝেই এর মধ্যে থেকে প্রিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। প্রথমে প্রিস্ফরটা বেশ কিছু সময় অন্তর হচ্ছিল। পরে কিছুক্ষণ অন্তরই এই ঘটনা ঘটতে থাকে। এই মুহূর্তে প্রিস্ফোরণের জেরেই সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

সারা দ্বীপ জুড়েই জারি করা হয়েছে সতর্কতা। এত লাভা উদগীরন আগে কখনও দেখেনি দ্বীপ বাসী। তাই পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক বলে মনে করা হচ্ছে। সেখানকার প্রত্যেকটি মানুষ প্রতিটা মুহূর্ত আতঙ্কের মধ্যে কাটাচ্ছেন, এর মধ্যেই জারি হয়েছে সুনামি সতর্কতা যা পরিস্থিতিকে আরও ভয়ানক করে তুলেছে।

জানা গিয়েছে , কিছুক্ষণ অন্তর এখন প্রিস্ফোরণ হচ্ছে। ওই প্রিস্ফোরণের সঙ্গেই প্রশাল প্রশাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে সমুদ্র তীরে। পরিস্থিতি দ্রুত তাই সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

<https://bengali.oneindia.com/news/international/tsunami-alert-on-for-continuous-volcano-eruption-in-tonga-153024.html>

404. ন্যাভাল স্প্রে আটকাবে করোনা! দাবি বিজ্ঞানীদের

Sayan Naskar | EiSamay.Com Updated: 14 Jan 2022, 8:16 pm

করোনা (Corona) নিয়ে ব্যতিক্রম গোট পৃথিবী। এই রোগের ঝড়ঝড়ন্তে সকলের অসুস্থি খারাপ। এটার এর মাঝেই সুখের। এমন একটি ন্যাভাল স্প্রে (Nasal Spray) আবিষ্কার হয়েছে যার মাধ্যমে দূরে থাকলে করোনা ভাইরাস। অন্তত এমনটাই দাবি গবেষকদের।



ছবি সৌজন্যে: পিক্সার

এই সময় জীবনযাপন ডেস্ক: করোনার (Corona) দমকা হাওয়াও ফের এসামাল বিশ্ব। একদল বিশেষজ্ঞের দাবি, এটার করোনা সংক্রমণের পিছনে রয়েছে ওমিক্রন (Omicron)। এই ভাইরাস অত্যন্ত সংক্রামক। এক্ষেত্রে নিমেষে একজনের থেকে অন্যজনে পৌঁছে যাচ্ছে এই ভাইরাস। তাই লাফিয়ে ঝড়ছে সংক্রমণ।

এদিকে আমাদের রাজ্যের করোনা পরিস্থিতিও খুব ভালো নয়। এখানেও রোজই বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। তবে জেনেটিক সিকোয়েন্সিং খুব বেশি না হওয়ায় চোঝা যাচ্ছে না সংক্রমণের পিছনে ঠিক কোন ভাইরাস রয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই সময়টায় রাজ্যের মানুষকে বেশ সতর্ক থাকতে হবে। কারণ এই রোগ থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া কোনওভাবেই সম্ভব হচ্ছে না।

তবে এসবের মধ্যেই সামনে এসেছে একটি আশার খবর। ফিনল্যান্ডের একদল চিকিৎসক দাবি করছেন, তাঁরা এমন একটি ন্যাজাল স্প্রে (Nasal Spray) পরে করেছেন যা করোনা সংক্রমণের হাত থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত সুরক্ষা দিতে পারে।

এই ন্যাজাল স্প্রে-তে থাকা উপাদান তৈরি করেছে ফিনল্যান্ডের হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়। এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়েছে এই মলিকিউল।

TriSb92- নামক এই উপাদানটি ইতিমধ্যেই পশুর উপর পরীক্ষা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মিলছে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত সুরক্ষা। টিকার ক্ষেত্রে যেমন ইমিউনিটি তৈরি হতে সময় লাগে, TriSb92-এর ক্ষেত্রে অশ্রয় এমনটা হচ্ছে না।

গবেষকদের সদস্য বলেন, প্রাণীর ক্ষেত্রে TriSb92 করোনা সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচাচ্ছে। এক্ষেত্রে এই TriSb92- সঞ্চরনের করোনা ভাইরাসের চিরুন্ধেই কাজ করবে, গবেষণায় দেখা গিয়েছে এমনটাই। কারণ এক্ষেত্রে ব্যাচ হার হয়েছে এমনই এক আধুনিক পদ্ধতি। এই ন্যাজাল স্প্রে করোনা সংক্রমণ আটকাতে ট্রাট হাতিয়ার হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এক্ষেত্রে শুধু মানুষ যাঁরা টিকা নেওয়ার পরও সুরক্ষিত নন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই স্প্রে দারুণ কাজ করবে। অশ্রয় গবেষকরা বলছেন, এই স্প্রে কোনওভাবেই টিকার চিকিৎসা হতে পারবে না।

তবে কবে এই ন্যাজাল স্প্রে বাজারে আসে সেটাই দেখার! অপেক্ষায় রইলাম আমরা।

অশ্রয় ততদিন আমাদের করোনার নানা চিহ্নি মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে মাস্ক পরুন। মাস্ক আপনাকে এই রোগ থেকে সুরক্ষা দেবে। কাপড়ের মাস্কের বদলে সার্জিক্যাল মাস্ক পরুন। সার্জিক্যাল মাস্কেই সুরক্ষা পাবেন বেশি। ওদিকে হাত ধোয়ার কথা ভুলে যাবেন না। চারবার সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন। হাত ধোয়ার বন্দোবস্ত না থাকলে ব্যাচ হার করুন স্যানিটাইজার। আর অশ্রয়ই ভিড় এড়িয়ে যান। এই কয়েকটি কাজেই দূর হবে করোনা

405. ডেল্টা না ওমিক্রন, কাশির ধরন দেখে বুঝে নিন কোন ভ্যারিয়্যান্টে আক্রান্ত আপনি

Tuhina Mondal | EiSamay.Com Updated: 15 Jan 2022, 5:33 pm

Coronavirus: করোনাভাইরাসের নতুন ঢেউয়ে জেরণার দেশাসী। রাজ্য তথা দেশে লাফিয়ে লাফিয়ে চাড়াচ্ছে আক্রান্তের সংখ্যা। কিন্তু, ওমিক্রন (Omicron) না ডেল্টা (Delta), দেহে থাকা চিনিয়েছে কোন ভ্যারিয়্যান্ট? কীভাবে বুঝতে পারবেন আক্রান্তরা? জানালেন বিশেষজ্ঞরা।



এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: চোখ রাঙাচ্ছে করোনাভাইরাস। দেশে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের জন্য [Delta](#) ভ্যারিয়্যান্টকেই দায়ী করেছিলেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। কিন্তু, গোদের উপর চিষফোঁড়া। ডেল্টার দোসর ওমিক্রন। করোনাভাইরাসের এই নতুন স্ট্রেন থাকা চিনিয়েছে ভারতেও। রাজ্যেও ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন প্রচুর মানুষ। সেক্ষেত্রে করোনা আক্রান্তরা কীভাবে বুঝবেন তাঁরা [ওমিক্রন](#) না ডেল্টায় আক্রান্ত? এটার এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

AIG হাসপাতালের চিকিৎসক জানাচ্ছেন কাশির ধরন দেখে প্রকৃত করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে ডেল্টা থাকা চিনিয়েছে নাকি ওমিক্রন। AIG হাসপাতালের চিকিৎসক বলেন, 'করোনা রোগীদের দেহে উপসর্গ এবং ব্যক্তিগত চিকিৎসার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে, যাঁদের শুরুর দিকে কাশি রয়েছে দেখা যাচ্ছে তাঁরা ডেল্টায় আক্রান্ত হচ্ছেন। অন্যদিকে, ওমিক্রন আক্রান্তদের প্রাথমিকের শরীরেই কফ যুক্ত কাশি দেখা যাচ্ছে।'

এছাড়াও ওমিক্রন সংক্রমণের অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, পাঁচ দিনের মধ্যেই জ্বর ছাড়াই আক্রান্তদের। তাপমাত্রা ১০১ ডিগ্রি ছাড়াই না। এছাড়াও মাথাব্যথা এবং গলা ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। AIG হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ কেতন মাসরানী বলেন, 'ডেল্টা আক্রান্তদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক সময়ই দেখা যাচ্ছে তাঁরা স্বাদ,

গন্ধ হারিয়ে ফেলছেন।' ওমিক্রন আক্রান্তদের ক্ষেত্রে স্বাদ-গন্ধ হারানোর মতো উপসর্গ দেখা যাচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে।

তবে আদতে কোনও ব্যক্তি ওমিক্রনে আক্রান্ত কিনা তা জানতে জিনোম সিকোয়েন্সিং এখনও পর্যন্ত পৈথ পদ্ধতি বলেও সতর্ক করছেন চিকিৎসকরা। তাঁদের কথায়, এখনও পর্যন্ত করোনা রোগীদের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা থেকে এই বিষয়গুলি সামনে এসেছে। তবে কোভিড রোগী ওমিক্রন না ডেল্টায় আক্রান্ত তা জানার জন্য RT PCR টেস্ট এবং জিনোম সিকোয়েন্সিং প্রাথমিক।

প্রসঙ্গত, দেশে ফের ঊর্ধ্বমুখী কোভিড গ্রাফ। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ভারতে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২ লাখ ৬৮ হাজার ৮৩৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪০২ জন। এই সময়ে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১ লাখ ২২ হাজার ৬৮৪ জন। এদিকে সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল কলেজের রেসপিরেটরি ইনফেকশন বিভাগের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ রিসার্চের রিয়া কুন্ডু 'এই সময়'কে বলেন, 'আমরা দেখলাম, যাঁদের আগে থেকেই সর্দিকাশির ধাত রয়েছে এবং অতীতে একাধিকবার সর্দিকাশির দৌলতে সাধারণ হিউম্যান করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন, তাঁদের শরীরে এমন টি-সেল মজুত থাকে যা নভেল করোনাভাইরাস শরীরে ঢুকতে চাইলেই প্রাধা দেয়। এই সুরক্ষার কারণেই এঁরা কোভিড থেকে দ্রুত যান অধিকাংশ সময়ে।'

<https://easamay.com/lifestyle/health-fitness/omicron-major-symptoms-is-wet-cough-and-dry-cough-for-delta-says-experts/articleshow/88917590.cms>

406. খামখেয়ালি শীতেও রেকর্ড পরিযায়ী পাখির ভিড় সাঁতরাগাছি ঝিলে

Migratory Bird: প্রকৃতি সংসদের পক্ষ থেকে প্রসেনজিৎ দাঁ জানিয়েছেন, গত বছরের তুলনায় এখানে পাখির সংখ্যা বেশি হলেও প্রজাতির সংখ্যা কমেছে।

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)

- Publish Date - 7:27 pm, Sat, 15 January 22 Edited By: সায়নী জোয়ারদার

পরিযায়ী হাঁসের দল সাঁতরে চোড়াচ্ছে সাঁতরাগাছির ঝিলে। ছবি PTI

হাওড়া: প্রথম থেকেই এখান খামখেয়ালি শীত। নভেম্বরের শেষের দিক, ডিসেম্বরের শুরুতে একেবারে হাড় কাঁপিয়ে ঠান্ডা পড়ে গেল মঙ্গল। কনকনে হাওয়া, শীতের রেশ

টের পেল গোটা রাজ্য। এমনকী কলকাতাতেও ভাল শীত। এদিকে ডিসেম্বরের শেষের দিক থেকে হঠাৎই উধাও হয়ে গেল ঠান্ডা। জানুয়ারির প্রথম দিকে তো আবার ফাল্গুনের আমেজও টের পাওয়া গিয়েছে। মাঝে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, ঝুঁটি, ক’দিন আবার দিনেরঢোলা রীতিমতো গরম লেগেছে। শীত তার খেয়ালে চললেও এটার কিন্তু সাঁতরাগাছি ঝিলে শীতের পরিযায়ী পাখিদের রেকর্ড সংখ্যক আগমণ লক্ষ্য করা গিয়েছে। প্রতি

০৬র **সাঁতরাগাছি ঝিলে** (Santragachi Jheel) কত পাখি এল তার হিসাব রাখা হয়। এটার সে হিসাব কষতে গিয়ে দারুণ খুশি পাখিপ্রেমীরা।

প্রত্যেক ০৬রের মতো এটারও সাঁতরাগাছি ঝিলে পাখি গোনার কাজ শুরু হয়। তাতেই জানা গিয়েছে এ ০৬র পাখিদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। প্রচুর পরিযায়ী ভিড় জমিয়েছে শীতের সাঁতরাগাছি ঝিলে। যদিও পাখিদের প্রজাতির সংখ্যা অনেক কমেছে বলেই জানিয়েছেন পাখির গোনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত।

ফি ০৬র শীত পড়তেই হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি ভিড় জমায় সাঁতরাগাছি স্টেশন লাগোয়া সাঁতরাগাছি ঝিলে। সাধারণত অক্টোবর মাসের শেষ দিক থেকে হিমালয় পেরিয়ে অথবা পাদদেশ অঞ্চল থেকে পরিযায়ী পাখিরা খাওয়ার সন্ধানে এখানে চলে আসে। এ ০৬র পরিযায়ী পাখিরা অশ্য একটু দেরিতে এসেছে। তবু মাঝে কয়েকদিন বেশ ভাল রকম ঠান্ডা পড়ায় দলে দলে পরিযায়ী পাখিরা এখানে ভিড় জমায়।

প্রকৃতি সংসদের পক্ষ থেকে শনিবার পাখি গণনার কাজ হয়। জানা গিয়েছে, এ ০৬র মোট ৬৭৪২টি পরিযায়ী পাখি এসেছে। এদের মধ্যে তিনটি ট্রান্স হিমালয়ান প্রজাতির পাখি আছে। তারা হল লেসার হুইসলিং বার্ড, গাডওয়াল এবং নর্দান পিন্টেল। এদের সংখ্যা যথাক্রমে ৬৬৭৪টি, ৮টি এবং ১টি। এ ছাড়াও এগারো প্রজাতির পাখি এসেছে। এদের মধ্যে কমন মুরহেন, ব্রোঞ্জ জাকানা, পার্পেল হেরন, হোয়াইট ওয়াগটেল, লিটল কর্মরান্ট, গ্রেট ইন্ডিয়ান পনড হেরন এবং হোয়াইট থ্রোটেড কিংফিশার এবং অন্যান্য পাখি রয়েছে।

প্রকৃতি সংসদের পক্ষ থেকে প্রসেনজিৎ দাঁ জানিয়েছেন, গত ০৬রের তুলনায় এখানে পাখির সংখ্যা বেশি হলেও প্রজাতির সংখ্যা কমেছে। যা যথেষ্ট উদ্বেগের। প্রকৃতি সংসদের প্রকল্প, ঝিলে কচুরিপানার পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকার ফলে পাখিরা অনেক সচ্ছন্দ্যে এসবাস করতে পারছে। চারদিকের শব্দ দূষণ এবং উপদ্রব থেকে কচুরিপানায় সহজেই লুকিয়ে থাকা যায়। তাই আগে থেকে কচুরিপানার প্রাঙ্গণ বৃদ্ধির ফলে পরিযায়ী পাখিদের ভালই হয়েছে।

প্রকৃতি সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০০ সালে ১৬টি প্রজাতির ৫৬৯৪ পাখি এসেছিল। যাদের মধ্যে লেসার হুসলিং ডাক ছিল ৫৬০১টি। পরের বছর অর্থাৎ ২০০১ সালে এসেছিল ১২টি প্রজাতির ৫৬৫১টি পাখি। যার মধ্যে লেসার হুইসলিং বার্ড এসেছিল ৫৫৩৬টি। এদিকে পরিযায়ী পাখি দেখতে প্রতিদিন ভিড় করছেন পক্ষী প্রেমিকরা। হাতে ঝাইনোকুলার নিয়ে হাজির হচ্ছেন ঝিলের ধারে। শুধু চক্ষুসুখই নয়, ক্যামেরাও নুদিও করছেন সেসব পরিযায়ীদের। এ মরসুমে পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় খুশি তাঁরাও।

<https://tv9bangla.com/west-bengal/howrah/howrah-record-migratory-birds-came-this-winter-santragachi-jheel-495222.html>

407. Sundarbans Tiger: দিবি খোশমেজাজে রয়েছে, চেটে পুটে সাফ

করেছে ১০ কেজি মাংস! ঝড়খালিতেই নিভৃতবাসে সুন্দরবনের সেই বুড়ো বাঘ

Jharkhali Tiger: ঝনদফতরের আধিকারিকরা জানান, গতরাতে ঝাঘটিকে দশ কেজি কাঁচা মাংস খেতে দেওয়া হয়। সবটাই খেয়ে ফেলে ঝাঘ। মাংস ছাড়াও তাকে ওআরএস দেওয়া হয়।

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Updated On - 2:39 pm, Thu, 13 January 22 Edited By: শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী

ঝড়খালির নিভৃতবাসে বুড়ো ঝাঘ (নিজস্ব চিত্র)

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: গোসাওর খাঁচাওন্দি ঝাঘের চিকিত্সা চলছে ঝড়খালিতে। পূর্ণায়স্ক ঝাঘটিকে রাখা হয়েছে ঝড়খালি অ্যানিমাল পার্ক অ্যান্ড রেসকিউ সেন্টারে। ঝনদফতরের আধিকারিকরা জানান, গতরাতে ঝাঘটিকে দশ কেজি কাঁচা মাংস খেতে দেওয়া হয়। সবটাই খেয়ে ফেলে ঝাঘ। মাংস ছাড়াও তাকে ওআরএস দেওয়া হয়। ঝাঘটিকে পর্যবেক্ষণ করছেন পশু চিকিত্সক আশুতোষ ত্রিথাস। তাকে ঝাঘটিকে ফের জঙ্গলে ছাড়া হবে কি না, তা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। কারণ, ঝাঘটির ওয়স হয়েছে। শিকার করার ক্ষমতার তার রয়েছে কি না, জঙ্গলে ছাড়া হলে সে ত্রিপদে পড়বে কি না, এই সব ত্রিষয়গুলি চিন্তা ভাবনা করছেন ঝনদফতরের আধিকারিকেরা। জঙ্গলে ছাড়া না হলে তাকে ঝড়খালির রেসকিউ সেন্টারেই রেখে দেওয়া হতে পারে। মঙ্গলবার সকালে গোসাওর ওালি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মথুরাখণ্ড ঝাঘের পায়ের ছাপ

লক্ষ্য করা যায়। গ্রামের নদীর পাড় সংলগ্ন এলাকায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই গ্রামবাসীদের নজরে আসে বাঘের একাধিক পায়ের ছাপ¹ এমনকি লোকালয়ের একটি বাড়িতে এক ছাগলের দেহও উদ্ধার হয়। উদ্ধারগতিতে ছড়িয়ে পড়ে খবর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশ ও বনকর্মীরা।

বুধবার ভোর ৪:৫০ মিনিট নাগাদ গোসাবার মথুরাখণ্ড গ্রাম লাগোয়া ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে পাতা খাঁচায় খাবারের লোভে ঢুকে পড়ে বাঘটি। বাঘটি পূর্ণ ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য ৮-১০ বছর হতে পারে। ফিল্ড ডিরেক্টর তাপস দাস বলেন, “বাঘটি সুস্থ, তাকে ওর যথেষ্ট ঐশ্বর্য হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, বাঘটির বেশ ভালোই ঐশ্বর্য রয়েছে। তার শিকার করার মতো ক্ষমতা কমে গিয়েছে।” লোকালয়ে বাঘের হানা এখন নিত্য দিনের বিষয় হয়ে উঠেছে গোসাবায়। কীভাবে বাঘে লোকালয়ে আসা রোধ করা যায়, সুন্দরবনের ব্যাঘ্র সংরক্ষণের কাজকে আরও গতিশীল করা যায়, সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা হচ্ছে¹ একই সঙ্গে নেট ফেলিং কেটে মৎস্যজীবীদের অবৈধভাবে জঙ্গলে প্রবেশ কীভাবে রোধ করা যায়, তা নিয়ে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

এদিকে, শুক্রবার থেকেই সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকায় নেট ফেলিংয় লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। এর আগে নাইলনের জাল লাগানোর পর থেকেই খুব ভালো সুফল মিলেছিল সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বন বিভাগের¹ যে কারণে গোসাবা, বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি কিংবা কুলতলীর প্রান্তিক গ্রামগুলোতে বাঘের আনাগোনা বেশ অনেকটাই কমে গিয়েছিল বলা যেতে পারে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে আবারও নতুন করে বাঘের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে। একেবারে সরাসরি জঙ্গল থেকে বাঘ ঢুকে পড়ছে কুলতলি, গোসাবা কিংবা বাসন্তীর ঝড়খালি এলাকায়।

<https://tv9bangla.com/west-bengal/south-24-parganas/sundarbans-tiger-doctors-in-jharkhali-are-keeping-an-eye-on-the-old-tiger-of-the-sundarbans-493722.html>

408. Sundarbans Tiger: লোকালয়ে বাঘের নিত্য আনাগোনা উদ্বেগ

বনদফতর, ঝুঁকি নিয়েই ছেঁড়া ফেলিং মেরামতি বনকর্মীদের

Sundarbans Tiger: এর আগে নাইলনের জাল লাগানোর পর থেকেই খুব ভালো সুফল মিলেছিল সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বন বিভাগের।

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Updated On - 9:38 am, Thu, 13 January 22 Edited By: শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী

সুন্দরনে ফেন্সিং লাগানোর কাজ শুরু (ফাইল ছবি)

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: ঠারঠারে লোকালয়ে সুন্দরন থেকে ঠাঘ চলে আসায় ত্রস্ত সুন্দরনঠাসী। গত কয়েক মাসে ঠেশ কয়েক ঠার লোকালয়ে তুকে পড়েছে ঠাঘ। পরিঠেশঠিদরা ঠলছেন, ফেন্সিং নেট ছিঁড়ে ফেলাতেই ঐই ঠিপত্তি। ঐঠার ঠাঘ সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিতে নদীর পাড়ে লাগানো হয়েছিল নাইলনের জাল। যাতে ঠাঘ সহজেই জঙ্গল থেকে ঠেরিয়ে নদী সাঁতরে গ্রামে তুকে না আসতে পারে। ঐর আগে নাইলনের জাল লাগানোর পর থেকেই খু ঠালো সুফল মিলেছিল সুন্দরন ঠ্যাম্ব প্রকল্পের ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ঠন ঠিঠাগের। যে কারণে গোসাঠা, ঠাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি কিং ঠা কুলতলীর ঠিস্তীর্ণ গ্রামগুলোতে ঠাঘের আনাগোনা ঠেশ অনেকটাই কমে গিয়েছিল ঠলা যেতে পারে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে আঠারও নতুন করে ঠাঘের আনাগোনা ঠেড়ে গিয়েছে। ঐকেঠারে সরাসরি জঙ্গল থেকে ঠাঘ তুকে পড়েছে কুলতলি, গোসাঠা কিং ঠা ঠাসন্তীর ঝড়খালি ঐলাকায়।

ঠারঠার লোকালয়ে ঠাঘ তুকে পড়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন গ্রামঠাসীরা। ১যার ফলে উদ্বেগ ঠাড়ছে ঠনদফতরের কর্তাঠ্যক্তিদের। দেখা যাচ্ছে যে ঠিভিন্ন জায়গাতেই চোরাপথে যে সমস্ত মৎস্যজীঠী সুন্দরনের গভীর জঙ্গলে কাঁকড়া ধরার জন্য যাচ্ছেন, তাঁরাই ঐকেঠারে নাইলনের জাল কেটে তুকে পড়ছেন।

ঠিশেষজ্ঞরা ঠলছেন, ঠনদফতরের ঐত কর্মী নেই যে, তাঁদের পক্ষে গোটা ঐলাকার ফেন্সিংয়ের ওপর নজর রাখা সম্ভ ঠে। তার ফলে সেই কাটা জালের অংশ থেকেই মাঝেমাঝেই সুন্দরনের ঠাঘ ঠেরিয়ে নদী সাঁতরে গ্রামে তুকে পড়েছে। সুন্দরনের ঠাঘকে লোকালয়ে আসা আটকাতে জোর তৎপরতা শুরু করেছে ঠনদফতর ১ ঐতিমধ্যেই ঠন দফতরের রায়দিঘি রেঞ্জের অন্তর্গত কুলতলি ঠিট ঐলাকায় যে সমস্ত গ্রাম সংলগ্ন ঠাঘের জঙ্গল রয়েছে, সেখানে জাল মেরামতির কাজে হাত লাগানো হয়েছে।

ঐই জাল কার্যত জীঠনের ঝুঁকি নিয়েই করতে হয় তাঁদের। ঐমনিতেই প্রতিনিয়ত সুন্দরনের নদীতে নৌকা কিং ঠা ঠোটে থেকে ঠাঘের আনাগোনার ওপর নজরদারি চালান ঠনকর্মীরা। কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক ঠন কর্মী না থাকায় ঠিস্তীর্ণ ঐলাকায় দিনে ও রাতে সমানতালে নজরদারি দেওয়া অসম্ভ ঠয়ে পড়ে। তার ওপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকলে সমস্যা আরও ঠাড়ে। সুন্দরন ঐলাকায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঠনঠিঠাগের পাশাপাশি সুন্দরন ঠ্যাম্ব প্রকল্প ঐলাকাতেও ঐঠার জোর কদমে শুরু ঠে কাটা জাল চিহ্নিত করার পর্। সেখানেও ঐকইঠা ঠে জাল মেরামতির কাজ করা ঠে। সেই সঙ্গে

যে সমস্ত মৎস্যজীৱীৰা কাঁকড়া ধৰাৰ জন্য ফেন্সিং কাটতে উদ্যত হন, তাঁদেৰ সচেতন কৰা হওঁ পনদফতৰেৰ পক্ষ থেকে।

পন্য প্ৰাণ বিশেষজ্ঞ নীলাঞ্জন ৰায়চৌধুৰী পলেন, “একপাৰ দেখছি অল্প পয়স্ক পাঘ পের হচ্ছে, একপাৰ পয়স্ক। দুই ক্ষেত্ৰেই টেৰিটোরিয়াল প্ৰপ্ৰলেম হচ্ছে। কোথাও একটা সমস্যা তো হচ্ছেই। তাৰ সঙ্গে সঙ্গে ফেন্সিং কেটে ঢুকে পড়া, তাতেও সমস্যা হচ্ছে। আমাদেৰ পনদফতৰে যা স্টাফ রয়েছে, তাতে সৰ্দা সপ ফেন্সিং চেক কৰাৰ সম্ভপ নয়। গ্ৰামপসীদেৰই আৰও পেশি সচেতন হতে হওঁ।”

<https://tv9bangla.com/west-bengal/south-24-parganas/sundarbans-tiger-fencing-work-started-in-sundarbans-493585.html>

409. Post COVID-19 complications: ওমিক্ৰন থেকে সেৰে ওঠাৰ পৰ যে সব শাৰীৰিক জটিলতা দেখা যাচ্ছে...

কোভিড থেকে সেৰে ওঠাৰ পৰও থেকে যাচ্ছে বেশ কিছু শাৰীৰিক সমস্যা। যাৰ মধ্যে ক্লান্তি, পিঠে ব্যথা এসব সমস্যাই বেশি

[TV9 Bangla Digital](#)

- Publish Date - 8:41 pm, Sat, 15 January 22 Edited By: Reshmi Pramanik

কৰোনা থেকে সেৰে ওঠাৰ পৰ যে সপ সমস্যা থাকছে

ক্ৰমশই পাড়ছে কোভিড। শুক্ৰপাৰ নতুন কৰে ২,৬৮, ৮৩৩ মানুষ নতুন কৰে আক্ৰান্ত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে ৪০২ জনেৰ। পাড়ছে ওমিক্ৰন আক্ৰান্তেৰ সংখ্যাও। দেশে ওমিক্ৰন (Omicron) আক্ৰান্তেৰ সংখ্যা পাৰ কৰেছে ৬ হাজাৰেৰ গণ্টি। ওমিক্ৰনেৰ ৰোগ-জটিলতা হয়ত তেমন পেশি নয়, কিন্তু ডেন্টাৰ তুলনায় তা অনেক দ্ৰুত ছড়িয়ে পড়ছে। প্ৰতিদিন প্ৰচুৰ সংখ্যক মানুষ আক্ৰান্ত হচ্ছেন। ওমিক্ৰনেৰ উপসৰ্গ আৰ সাধাৰণ ফলু এৰ মধ্যে তেমন কোনও ফাৰাক না থাকায় অনেকেউ ঢুঝতে পাৰছেন না যে তাঁৰা আদৌ কোভিড (Covid-19) আক্ৰান্ত কিনা। ফলে পাড়ছে উপসৰ্গহীন আক্ৰান্তেৰ সংখ্যা।

জ্বৰ, সৰ্দি, কাশি মাথাধৰা এই হল ওমিক্ৰনেৰ উপসৰ্গ। তপে এপাৰ পেশিৰভাগেৰ ক্ষেত্ৰেই মুখ্য উপসৰ্গ হল গলা প্ৰথা, কাশি আৰ কফ। যাঁৰা আক্ৰান্ত হচ্ছেন তাঁৰা পাড়িতে থেকেই সুস্থ হয়ে উঠছেন। জ্বৰ তিনদিনেৰ পেশি থাকছে না। মোটামুটি ৭ থেকে ১০ দিনেৰ মধ্যেই সকলে সুস্থ হয়ে উঠছেন। কিন্তু কৰোনা থেকে সেৰে ওঠাৰ পৰও পেশ কিছু সমস্যা থেকে যাচ্ছে। সেৰে ওঠাৰ পৰ পেশিৰভাগই অতিৰিক্ত ক্লান্তি, কফ, গলা প্ৰথা, সৰ্দি এপং পেটেৰ সমস্যা কিন্তু রয়ে যাচ্ছে। কফ-কাশি সাৰতে পেশ

কিছুটা সময় লাগছে। যে কারণে কোভিড থেকে সেরে ওঠার পর ভিড় ঝাড়ছে ডাক্তারের চেয়ারে।

এছাড়াও কিছুজনের ক্ষেত্রে থাকছে ঢ্যাক পেইনের সমস্যাও। কোমর থেকে পিঠ এমনই অসহ্য ব্যথা হচ্ছে যে অনেকেই প্রশিক্ষণ পাসে থাকতে পারছেন না। গত দু সপ্তাহ ধরেই পোস্ট কোভিড (post covid complications) রোগীরা নানা সমস্যা নিয়ে আসছেন। খুঁজাটিল কোনও সমস্যা না থাকলেও কিছু না কিছু সমস্যা লেগেই রয়েছে সকলের।

মুন্সই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সেভেন হিলস হাসপাতালের চিকিৎসক (Seven Hills Hospital of Municipal Corporation) আলকৃষ্ণ আদসুল যেমন জানান, 'তৃতীয় ডেউয়ে যাঁরা আক্রান্ত হচ্ছেন তাঁদের সকলের মধ্যেই ভীষণ পরিমাণ ক্লান্তি রয়েছে। সেই সঙ্গে নিজেকে পরিশ্রান্ত (restless) মনে হচ্ছে। এখন ৫ থেকে ৭ দিনের আইসোলেশনই যথেষ্ট। সেই ৭ দিনের আইসোলেশন পূর্ণের পর মানুষ যখন কাজে ফিরছেন তখনও কিন্তু পিছু ছাড়ছে না ক্লান্তি। এং এই সমস্যা থেকে যাচ্ছে বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত'।

এশ কিছু সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ওমিক্রনের স্থায়িত্ব তিন দিনের বেশি নয়। উপসর্গ দেখা যাওয়ার তিন থেকে চারদিন পর্যন্তই তা শরীরে স্থায়ী হচ্ছে। ডেল্টার ক্ষেত্রে সেই সময়টা কিছুটা বেশি ছিল। এছাড়াও সমীক্ষায় আরও দেখা গিয়েছে ওমিক্রন ফুসফুসের তেমন ক্ষতি করছে না। কারণ সংক্রমণ ফুসফুস অধি যাচ্ছে না। এমনকী রোগ জটিলতাও ডেল্টার থেকে অনেক কম। শ্বাসকষ্টের সমস্যার কথাও কেউ বলেননি।

আদসুল যেমন আরও জানান, 'ওমিক্রন থেকে সেরে ওঠার ৭ দিন পর দেখা দিচ্ছে এই সঁজাটিলতা। কারোর ক্ষেত্রে COPD, হাঁপানির সমস্যা থেকে যাচ্ছে দীর্ঘ সময়ের জন্য। অনেকের লিভার, কিডনির সমস্যাও আসছে। তাঁদের কিন্তু নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে থাকতে হবে। এছাড়াও যাঁদের এই পিঠ ব্যথা থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের শরীরে ভিটামিন ডি এর অভাব দেখা যাচ্ছে। তে কোভিড পরবর্তী যে সঁজাটিলতা আসছে তা নিয়ে কিন্তু আরও বিশদে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে'। আবার মাসিনা হাসপাতালের চিকিৎসক তপ্তি গিলাদা যেমন বলেন, 'গলা ব্যথা, কোমরের ব্যথা এং ক্লান্তি কিন্তু এঁর কোভিডে বেশ দীর্ঘস্থায়ী। তা সারতেও সময় লাগছে বেশি'।

<https://tv9bangla.com/health/post-covid-complications-symptoms-and-treatment-explained-by-doctor-495268.html>

410. Corona Outbreak: ডেল্টা না ওমিক্রন? কোভিডে মৃত্যু ঠেকাতে 'স্ট্রেন' চিহ্নিত করার ভাবনা স্বাস্থ্য দফতরের

Corona Outbreak: সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, এ রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৭৭ শতাংশের বেশি মানুষ আক্রান্ত ওমিক্রনে, বাকিদের শরীরে সংক্রমণ হয়েছে ডেল্টার।

- [TV9 Bangla Digital](#)
- Updated On - 2:21 pm, Sat, 15 January 22 Edited By: tannistha bhandari

করোনা আক্রান্তদের স্ট্রেন চিহ্নিত করতে হবে

কলকাতা : করোনার সঙ্গে লড়াইয়ের প্রায় ষোল্ল দুয়েক পার হয়ে গেলেও উদ্বেগ ঝাড়াচ্ছে নতুন স্ট্রেন। নতুন ভ্যারিয়েন্টের নতুন চরিত্র ঘুরে ওঠার আগেই আক্রান্ত হচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। তেঁ ওমিক্রনের দাপট যখন ঝেঁড়েছে, তখন তৈরি হয়েছে অন্য এক সমস্যা। ওমিক্রনের মাঝেও ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট আক্রান্ত হচ্ছেন কেউ কেউ। যেহেতু দুটি আলাদা ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে উপসর্গ ও চিকিৎসা পদ্ধতিও আলাদা, তাই িশেষজ্ঞরা মনে করছেন ঠিক সময়ে চিহ্নিত না করা গেলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে আক্রান্তের। এঁর তাই দ্রুত 'স্ট্রেন' চিহ্নিত করতে উদ্যোগ নিচ্ছে স্বাস্থ্য দফতর।

ডেল্টা না ওমিক্রন, কেন বোঝা জরুরি?

প্রাথমিকভাবে িভিন্ন গেষণা থেকে যে তথ্য উঠে আসছে, তা থেকে াঝা যাচ্ছে, ওমিক্রনে আক্রান্ত হলে মৃদু উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। আর ডেল্টা আক্রান্ত হলে অনেক ক্ষেত্রেই রোগীর শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। ফলে, ডেল্টা আক্রান্তদের ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা াশি।

যদি আগে থেকে 'স্ট্রেন' চিহ্নিত না করা যায়, তাহলে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ফারাকটা াঝা যাবে না। ফলে ডেল্টা আক্রান্তদের উপসর্গ তীব্র হতে পারে ও মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

কী পরিকল্পনা স্বাস্থ্য দফতরের?

আইসিএমআর অনুমোদিত টেস্ট কিট ওমিশিওর ঞ্চহার করতে চায় স্বাস্থ্য দফতর। সেই কিট ঞ্চহার করে সহজেই 'স্ট্রেন' চিহ্নিত করা সম্ভব। িশেষজ্ঞরা মনে করছেন ডেল্টা না ওমিক্রন, এটা আগেভাগে াঝা গেলে মৃত্যুর হার কমানো যাবে। তাই স্বাস্থ্য দফতর সেই পরিকাঠামো তৈরি করতে চাইছে যাতে 'স্ট্রেন' চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

ওমিক্রন আক্রান্তকে চিহ্নিত করা গেলে তাঁকে আইসোলেট করে চিকিৎসা করা হবে। সে ক্ষেত্রে হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা কম। এঁর ডেল্টা আক্রান্তকে চিহ্নিত করতে পারলে, তাঁর জন্য অক্সিজেন সহ প্রয়োজনীয় ঞ্চস্থা করা যাবে। এতে মৃত্যুর হার কমে ালে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, দেশ জুড়ে কত মানুষ ওমিক্রনে আক্রান্ত,

তা নির্ণয় করতে এক বিশেষ সমীক্ষা চালাচ্ছে আইসিএমআর। এটার সেই সমীক্ষার অংশ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, এ রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৭৭ শতাংশের বেশি মানুষ আক্রান্ত ওমিক্রনে, ঢাকাদের শরীরে সংক্রমণ হয়েছে ডেল্টার।

রাজ্যে বেড়েছে মৃত্যু

করোনার দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা খুব বেশি পাড়ছে না। তবে গত কয়েকদিনে বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যা। শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতর থেকে প্রকাশিত বুলেটিনে যে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে, তাতে দেখা গিয়েছে ২৪ ঘণ্টায় ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনায়। দৈনিক সংক্রমণ ২২ হাজার ৬৪৫। কলকাতায় সংক্রমিত হয়েছেন ৬ হাজার ৮৬৭ জন, মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। উত্তর ২৪ পরগনায় দৈনিক সংক্রমণ ৪ হাজার ১৮। মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের।

<https://tv9bangla.com/kolkata/strain-should-be-detected-in-stop-covid-death-health-department-wants-to-start-new-process-495046.html>

15.01.22

411. **Maa Flyover:** চিনা মাঞ্জায় আহত হয়ে ফের দুর্ঘটনা মা উড়ালপুলে, অভিযোগ জানাতে থানায় আহত নিজস্ব সংবাদদাতা কলকাতা ১৩ জানুয়ারি ২০২২ ১৪৪১:



ফের দুর্ঘটনা মা উড়ালপুলে।
ফাইল চিত্র

ফের দুর্ঘটনা মা উড়ালপুলে। চিনা মাঞ্জায় আহত হন এক চাইক আরোহী মহিলা। মা উড়ালপুল ধরে চিৎকর্মা ট্রল্ডিং থেকে রুটির দিকে আসার সময় দুর্ঘটনা কালে পড়েন চাইক আরোহী।

মা উড়ালপুলের বেশিরভাগ জায়গায় তারজালি দিয়ে ঘিরে দেওয়ার পরেও বেশ কিছু অংশ এখনও খোলা রয়েছে। সে রকম এক জায়গাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহত মহিলা ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গিয়েছেন।

তবে এই প্রথম না। কখনও অসাধনতা আর কখনও প্রশাসনের গাফিলতি। এই দুই কারণে আগেও রাস্তার মা উড়ালপুলে দুর্ঘটনা ঘটেছে। রাস্তার দুর্ঘটনা হওয়ার পর সম্প্রতি উড়ালপুলের একটি অংশ ঘেরার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাস্তার প্রশাসনের তরফে প্রচারও করা হয়। কিন্তু তার পরও চিনা মাঞ্জা ব্যবহার কমছে না।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/accident-in-maa-flyover-due-to-chinese-manja-dgtl/cid/1323349>

412. Covid-19: সুস্থ হলেন রুক্মিণী মৈত্র, কোভিডে সংক্রমিত খ্যাতনামীরা কে

কেমন আছেন এখন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা ১৩ জানুয়ারি ২০২২ ২২০৬:

দেশে দাচানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে করোনা সংক্রমণ। বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাওয়া, কোভিডের দ্বিতীয় তরঙ্গে যে ভাবে গোটা ভারত জুড়ে সংক্রমণ ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, এ আরও ঠিক একই ছবি দেখা যেতে পারে। তৃতীয়বারের এই করোনা স্থিতিতে রোজই কোনও না কোনও খ্যাতনামী আক্রান্ত হচ্ছেন কোভিডে।

তবে মহাস্পতিবার নতুন করে কোনও খ্যাতনামী অশ্য কোভিডে আক্রান্ত হননি। এর সংক্রমণমুক্ত হলেন অভিনেতা সাংসদ দেব অধিকারীর প্রাক্তনী রুক্মিণী মৈত্র। গত ৫ জানুয়ারি দেব ও রুক্মিণী দু'জনেই জানিয়েছিলেন, তাঁরা কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। রুক্মিণী লেখেন, 'আমিও কোভিড পজিটিভ। নিজের বাড়িতেই নিভতরাসে রয়েছি। পারিবারিক চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে চলছি। পরিবারের সবার থেকে দিচ্ছি।' তবে দেব সুস্থ হয়ে উঠেছেন কি না, তা জানা যায়নি।

নীচে এক নজরে দেখে নিন খ্যাতনামী আক্রান্তদের তালিকা। একই সঙ্গে জেনে নিন তাঁরা কে কোথায় আছেন এবং কেমন আছেন।



গ্রাফিকদেখনাথ। শৌভিক :

<https://www.anandabazar.com/india/covid-19-third-wave-celebrities-who-are-corona-positive-on-12-january-2022-dgtls/cid/1323425>

413. Covid-19: শরীরে আসা পেঁধেছে করোনা? শুঁকেই এলে দিচ্ছে কুকুর দাঁড়ি !

গবেষকদের

সংবাদ সংস্থা

নয়াদিল্লি ১৩ জানুয়ারি ২০২২ ১৫২৭:



করোনা আক্রান্ত কিনা শুঁকেই এলে দেও কুকুর।
ফাইল চিত্র ।

এখন থেকে আপনার শরীরে করোনা ভাইরাস আসা পেঁধেছে কি না, তা খুঁজে বার করতে পারলে কুকুরতো হচ্ছেন অর্ধক শুনে !? অর্ধক হওয়ার কিছু নেই। আদপেই সম্ভব হচ্ছে এই বিষয়টি।

গন্ধ শুঁকে প্রোমা ও মাদক চিনতে দীর্ঘদিন ধরে কুকুরের ব্যবহার হয়ে আসছে। নির্দিষ্ট ধরনের ক্যানসার, ডায়াবেটিস এবং এমনকি পারকিনসন্স রোগও শুঁকে চিহ্নিত করতে কুকুরের ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় কোনও পরীক্ষা বা রাসায়নিক জড়িত থাকে না। কুকুরের কোনও জিনিস শুঁকে চিহ্নিত করার এই প্রক্রিয়াকে 'প্রায়োডিটেকশন' বলা হয়।

২০২০ সালে, করোনা অতিমারি আঘাত হানার পরেই প্রিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞরা সার্স-প্র কুকুরদের শুঁকতে ভাইরাস ২-কোভশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রিজ্ঞানীরা। এবং প্রথম দিকেই সাফল্যের মুখ দেখেন তাঁরা।

আমেরিকার ন্যাশনাল সেন্টার ফর প্রায়োটেকনোলজি ইনফরমেশন (এনসিপিআই) জানিয়েছে, কুকুর তাদের অত্যন্ত সংবেদনশীল ঘ্রাণশক্তির জন্য পরিচিত। যখন কেউ অসুস্থ হয়, তখন মানবদেহ নির্দিষ্ট উদ্বায়ী জৈব যৌগ নির্গত করে। যা গ্যাস হিসাবে নির্গত হয়। এবং প্রতি সংক্রমণে একটি নির্দিষ্ট গন্ধ থাকে। সুতরাং, যাঁদের শরীর থেকে

কোভিড সংক্রামিত হওয়ার পরে নির্দিষ্ট উদ্বায়ী জৈৱ যৌগ নিৰ্গত হয়, তাঁদের শৰীৰ থেকে একটি স্বতন্ত্ৰ গন্ধ ৱেৰায়। এই বিশেষ গন্ধটি ‘ৱায়েডিটেকশন’-এৰ মাধ্যমে চিহ্নিত কৰা যেতে পাৰে।

চিমানন্দৰগুলি এই শনাক্তকৰণ পদ্ধতিৰ জন্য আদৰ্শ জায়গায় পৰিণত হয়েছে। চিশ্বেৰ চিভিন্ন চিমানন্দৰে এই প্ৰক্ৰিয়ায় পৰীক্ষা শুৰু হয়েছে। লেৱানন, সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশাহি এৱং ফিনল্যান্ডে এই প্ৰক্ৰিয়ায় পৰীক্ষা প্ৰথম শুৰু হয়। এনসিপিআই জানিয়েছে, ফিনল্যান্ড এৱং লেৱাননে পৰিচালিত পৰীক্ষাগুলিৰ ক্ষেত্ৰে কৰোনা পজিটিভদের শনাক্ত কৰতে সক্ষম হয় কুকুৰ। আমেৰিকাৰ মায়ামি আন্তৰ্জাতিক চিমানন্দৰে ৯৮ শতাংশ সাফল্য পাওয়া যায় ৱলেও এনসিপিআই জানিয়েছে ।

এৰ পৰ থেকেই কৰোনা চিনতে স্মিফিং কুকুৰ মোতায়েন কৰা জায়গাৰ সংখ্যা ৱাড়ছে। দুৱাইয়ের পুলিশ ৩৮টি স্মিফাৰ কুকুৰেৰ একটি বিশেষ ইউনিট গঠন কৰেছে, যা ৯২ শতাংশ নিৰ্ভুলভা ৱে মানুষেৰ ঘামেৰ নমুনা থেকে কোভিড শনাক্ত কৰতে পেৰেছে ৱলে দাৱি।

<https://www.anandabazar.com/world/dogs-are-able-to-detect-covid-19-virus-in-human-body-dgtl/cid/1323355>

414. US Winter: আমেৰিকাৰ সৰ্বত্ৰই শীতেৰ নখ গিয়েছে হয়ে ভোঁতা দাঁত-

দু গত’দশকেৰিপোৰ্ট :

নিজস্ব সংৱাদদাতা

কলকাতা ১৩ জানুয়াৰি ২০২২ ১৮১০:



শীতেৰ নখলুইজিয়ানা হয়েছে তা তেমনই ৱা ইয়ৰ্ক নিউ হয়েছে ভোঁতা যেমন দাঁত-, ডালাস, টেক্সাস, মেম্ফিস, টেনেসিতেও। ছপি। ফাইল-

আমেৰিকায় শীতেৰ ৱ্যাটিংয়ের ধাৰ, ভাৰ দুটেই কমে গিয়েছে গত দু’দশকে। উষ্ণায়ন ও দ্ৰুত হাৰে জলৱায়ু পৰিৱৰ্তনেৰ জন্য আমেৰিকায় শীত আৰ ততটা কনকনে নয় আগেৰ মতো।

কোনও বিশেষ একটি ৱা দু’টি অঞ্চলে নয়। শীতেৰ নখ গিয়েছে হয়ে ভোঁতা দাঁত- চিভিন্ন শীতকালে দশকে নয়ের শতাব্দীৰ গত প্ৰদেশেই। ভাগ ৱেশিৰ আমেৰিকাৰ

প্রদেশের যে গড় তাপমাত্রা থাকত তা গত দু'দশকে কোথাও ঝেঁড়েছে অন্তত ১২ ডিগ্রি ফারেনহাইট কোথাও া সাত থেকে ১০ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

শীতের নখলুইজিয়ানা হয়েছে তা তেমনই া ইয়র্ক নিউ হয়েছে ভোঁতা যেমন দাঁত-, ডালাস, টেক্সাস, মেন্সিস, টেনেসিতেও। আমেরিকা জলওয়া দেশে বিভিন্ন িশ্বের সহ-সংস্থা গণেশা অলাভজনক চলা রেখে নজর উপর তাপমাত্রার শীতের ও পরির্তন 'ক্লাইমেট সেন্ট্রাল'-এর একটি সমীক্ষা এই খবর দিয়েছে। গণেশকরা এও দেখেছেন, ১৯৭০ টি৪৯ দেশের তা যেত দেখা দাপট যে শীতের ডিসেম্বরে আমেরিকায় এ-প্রদেশের মধ্যে ৩৮টিতেই উল্লেখযোগ্য ভাে কমে গিয়েছে।

ক্লাইমেট সেন্ট্রালজানিয়েছে ফলাফল সমীক্ষার এর-, আমেরিকার বিভিন্ন ়েটে শীতের দাপট সচেয়ে াশি কমেছে ডিসেম্বরে। এটা গত দু'দশক ধরেই ঘটে চলেছে। ২০২১-গ ইয়র্কের নিউ ডিসেম্বরে গত হয়নি। াতিক্রম তার ডিসেম্বরেও এরড তাপমাত্রা ছিল ৪৩ দশকের শেষ শতাব্দীর গত যা সেলসিয়াস। ডিগ্রি ৬ সাড়ে া ফারেনহাইট ডিগ্রি ৮. াশি। ফারেনহাইট ডিগ্রি ৭.৪ চেয়ে তাপমাত্রার গড় ডিসেম্বরের

আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তের প্রদেশগুলিতে ডিসেম্বরে শীতের দাপট কমেছে আরও াশি। গত শতাব্দীর শেষ দশকের ডিসেম্বরের গড় তাপমাত্রার চেয়ে শেভপোর্ট, লুইজিয়ানার তাপমাত্রা ঝেঁড়েছে অন্তত ১৩ফারেনহাইট ডিগ্রি ৪., ডালাস, টেক্সাসের তাপমাত্রা ঝেঁড়েছে ১৩মেন্সিস আর ফারেনহাইট ডিগ্রি ২., টেনেসির তাপমাত্রা ঝেঁড়েছে ১২ ৪. ফারেনহাইট। ডিগ্রি

ক্লাইমেট সেন্ট্রালিভাগের িজ্ঞান জলওয়া এর- অধিকর্তা অ্যান্ড্রু পার্সিং ালেছেন, 'শীতকাল এমনই একটি মরসুম যখন উষ্ণতা অনুভা করতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না। সেই উষ্ণতা এত দিন আমরা অনুভা করতাম জুলাই, অগস্টে। কিন্তু এখন ডিসেম্বরেও উষ্ণতা টের পাওয়া যাচ্ছে। এটাই াবাচ্ছে উষ্ণায়নের জন্য জলওয়া কী ভাে দ্রুত াদলাচ্ছে।'

<https://www.anandabazar.com/science/winter-is-much-warmer-season-in-most-of-us-experts-say-dgtl/cid/1323374>

415. সাগরমেলায় চিকিৎসক পাঠাতে গিয়ে টিপাকে সরকার, ১২ জনের ৫ জনই আক্রান্ত করোনায়

১ মিনিটে পড়ুন Updated: 13 Jan 2022, 04:58 PM IST

লেখক **Pinaki Bhattacharyya**

- সাগরমেলায় ১২ জন মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগের কথা জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেই মতো বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকদের তালিকাও তৈরি হয়েছিল।

গঙ্গাসাগরে মেডিক্যাল টিম পাঠাতে গিয়ে নাজেহাল দশা রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরে। সাগরমেলায় পাঠানোর জন্য যে ১২ জন চিকিৎসকের তালিকা তৈরি করা হয়েছিল তার মধ্যে ৫ জনই করোনা সংক্রমণের শিকার। নতুন করে চিকিৎসক খুঁজতে হেহাল দশা স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের।

সাগরমেলায় ১২ জন মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগের কথা জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেই মতো বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকদের তালিকাও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু হুস্পতিয়ার চিকিৎসকদের গঙ্গাসাগরে যাওয়ার ব্যৱস্থা করতে গিয়ে জানা যায় ১২ জনের মধ্যে ৫ জনই করোনা সংক্রমিত। ও তাঁরা আইসোলেশনে রয়েছেন। সাত তাড়াতাড়ি নতুন ৫ জন চিকিৎসক খুঁজতে নামেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা। কিন্তু করোনা সংক্রমণের ছোট ঝড় সএ হাসপাতালেই এহ চিকিৎসক সংক্রমণের শিকার। ফলে ৫ জন চিকিৎসক জোগাড় করতে রীতিমতো এগ পেতে হচ্ছে স্বাস্থ্যকর্তাদের। ওদিকে ভিড় জমতে শুরু করেছে সাগরে। সেখানেও করোনাধি পালনের ছটিটা টিলেঢালা। ফলে যে চিকিৎসকদের পাঠানো হচ্ছে তাঁরা যে করোনা আক্রান্ত হয়ে ফিরেন না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ফলে গঙ্গাসাগর মেলার জন্য চিকিৎসক খুঁজতে গিয়ে আপাতত নাওয়া খাওয়া ভুলেছেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা।

<https://bangla.hindustantimes.com/bengal/kolkata/5-out-of-12-doctors-in-gangasagar-medical-team-found-covid-19-positive-31642072978180.html>

416. পুরসভায় করোনার থাবা আক্রান্ত তিন শতাধিক স্বাস্থ্যকর্মী

<https://www.presscardnews.com/2022/01/at-kolkata-corporation-corona-positive-many-health-workers.html>

417. COVID চিকিত্সায় ২ নয়া ওষুধ সুপারিশ WHO-র, ভয়ঙ্কর জিনের হদিশ বিজ্ঞানীদের

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্যানেল কোভিড-১৯ এর চিকিৎসায়

<https://bangla.aajtak.in/corona-virus-news-updates/story/covid-19-across-world-who-recommends-2-new-drugs-scientists-find-gene-doubles-risk-serious-covid-ssr-333216-2022-01-14>

<https://bangla.aajtak.in/corona-virus-news-updates/story/covid-19-across-world-who-recommends-2-new-drugs-scientists-find-gene-doubles-risk-serious-covid-ssr-333216-2022-01-14>

418.



<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/40716/61e055c661098>

419. করোনার নতুন দুই চিকিৎসার অনুমোদন দিল ডব্লিউএইচও
প্রথম আলো ডেস্ক
প্রকাশ: ১৪ জানুয়ারি ২০২২, ০৯: ৪২
অ+অ-

ঐশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ছাি: রয়টার্স
করোনাভাইরাসের নতুন দুই চিকিৎসাপদ্ধতির অনুমোদন দিয়েছে ঐশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
(ডব্লিউএইচও)। স্থানীয় সময় আজ শুক্রবার এএফপি'র প্রতিবেদনে এসং খবর জানা
গেছে। গুরুতর অসুস্থতা ও মৃত্যু প্রতিরোধ করতে টিকার পাশাপাশি নতুন এই
চিকিৎসাপদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে।

ঐশ্বের ঐভিন্ন দেশে করোনার অমিক্রন ধরনে সংক্রমিত ব্যক্তিদের হাসপাতালে যাওয়ার
হার াড়ছে। ডব্লিউএইচও আশঙ্কা করছে, আগামী মার্চ মাসের মধ্যে ইউরোপের অর্ধেক
করোনা সংক্রমিত হবে।

ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে ঐশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঐশেষজ্ঞরা বলেছেন, করোনায গুরুতর
অসুস্থ রোগীদের কার্টিকসটারয়েডস নামে একটি ওষুধের সঙ্গে আর্থ্রাইটিসের ওষুধ
টারিসিটিনিং প্রয়োগ করলে ভেন্টিলেশনে নেওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। মৃত্যুর ঝুঁকিও কমে।

যাঁরা ঐয়স্ক, রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম কিংবা ডায়াবেটিসের মতো কোনো রোগে
ভুগছেন, তাঁদের করোনায আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে যাওয়ার ঝুঁকি কমাতে ঐশেষজ্ঞরা
সিনথেটিক অ্যান্টিবডি চিকিৎসাপদ্ধতি সট্রোভিম্যাক্সের সুপারিশ করেছেন। তবে করোনা
সংক্রমিত যাঁদের হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার ঝুঁকি কম, তাঁদের ক্ষেত্রে সট্রোভিমাং
প্রয়োগের খুং ঐশি প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয় না। ঐশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে,
অমিক্রনের মতো করোনার নতুন ধরনের ঐরুদ্ধে ঐটি কতটা কার্যকর, তা ঐখনো
অনিশ্চিত।

গত ঐছর করোনাভাইরাসের আরও তিনটি চিকিৎসাপদ্ধতি ঐশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন
পেয়েছে। গত ঐছরের সেপ্টেম্বরে করোনাভাইরাস সংক্রমিত গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিদের
চিকিৎসায় কার্টিকসটারয়েডসের প্রয়োগ ঐশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন পায়।
কার্টিকসটারয়েডের দাম কম। গুরুতর অসুস্থতার ক্ষেত্রে ঐটি দ্রুত কার্যকর।

গত ঐছরের জুলাইয়ে ঐশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন পায় আর্থ্রাইটিসের আরও দুটি ওষুধ
টসিলিজুম্যাক্স ও সারিলুম্যাক্স। তবে এসং ওষুধ থেকে নতুন অনুমোদন পাওয়া
টারিসিটিনিং কিছুটা আলাদা।

গত ঐছরের সেপ্টেম্বরে সিনথেটিক অ্যান্টিবডি চিকিৎসাপদ্ধতি রেজেনিরন ঐশ্ব স্বাস্থ্য
সংস্থার অনুমোদন পেয়েছে। ঐলা হচ্ছে, ঐকই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে ঐকইভাবে
কার্যকর হবে সট্রোভিম্যাক্স।

<https://www.prothomalo.com/world/europe/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87->

[%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-](#)
[%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%A8-](#)
[%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2-](#)
[%E0%A6%A1%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%87%E0%A6%9A%E0%A6%93](#)

420. **Weather:** উষ্ণায়ন ও ঐর্ষণে দাগ রাখল ২০২১

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ১৫ জানুয়ারি ২০২২ ০৬:৪৫



প্রতীকী ছবি।

উষ্ণায়ন ও জলবায়ু ংদলের জেরে িপর্ষয়ের কথা ারে ারেই ালে চলেছেন পরিেশপিদ ংং আ্রহপিজ্ঞানীরা। শুক্রার কেন্দ্রীয় আ্রহাওয়া িভাগের ১৪৭তম প্রতিষ্ঠা দি়সে মৌসম ভা়ন ২০২১ সালের দেশের যে-জলবায়ু রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, তাতেও সেই িপর্ষয়ের জোরালো প্রমাণ রয়েছে ালেই মনে করছেন আ্রহপিদেরা।

মৌসম ভা়ন জানিয়েছে, উষ্ণতার নিরিখে গত ১২১ াছরের মধ্যে ২০২১ রয়েছে পঞ্চম স্থানে। গত াছর যে ার্ষিক গড় তাপমাত্রা স্বাভািকের াশি ছিল, তার জন্য গ্রীষ্ম দায়ী নয়, তার মূলে ছিল শীত ংং ঐর্ষা-পর্যন্তী সময়ের তাপমাত্রা। আ্রার গত াছরই উত্তর-পূর্ ায়ুর জেরে রেকর্ড গড়েছে ঐর্ষণও। মৌসম ভা়নের হিসেে, দক্ষিণ ভারতে স্বাভািকের থেকে ১৭১ শতাংশ াশি াষ্টি হয়েছে, যা গত ১২১ াছরের সর্োচ্চ। ংই অতিৃষ্টিতে ংন্যা হয়েছিল দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে।

মৌসম ভা়নের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত াছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ংং অক্টোের থেকে ডিসেম্বর, ংই পর্যায়ে গড় তাপমাত্রা স্বাভািকের থেকে অনেকটা াশি থাকার ফলেই ার্ষিক গড় তাপমাত্রা স্বাভািকের ঁপরে ঁঠেছে। তেে ২০১৬ সালে উষ্ণায়নের পরিস্থিতি আরও তীব্র ছিল। উষ্ণায়নের নিরিখে ২০২১ সালের ংগে রয়েছে যথাক্রমে ২০১৬, ২০০৯, ২০১৭ ংং ২০১০। গত াছর াঙ্গোপসাগরে তিনটি ংং আর াগরে দু'টি ঘূর্ণিঝড় জন্ম নিয়েছিল। সেগুলির জেরেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মৌসম ভা়ন জানিয়েছে, গত াছর শুধু অতিৃষ্টির জেরে দেশে ৭৫০ জন মারা গিয়েছেন। ঝড়ৃষ্টি ও াজ্রপাতে মারা গিয়েছেন আরও ৭৮০ জন। প্রাকৃতিক িপর্ষয়ে প্রাণহানিতে শীর্ষে রয়েছে মহারাষ্ট্র। ঝড়ৃষ্টি, শৈত্যপ্রা্র, াজ্রপাত, ধস ইত্যাদিতে সেখানে ংক াছরে ৩৪০ জন মারা গিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় আওহাওয়া ট্রিভালের প্রতিষ্ঠা দিওস উপলক্ষে এ দিন দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই এওং লেহতে চারটি রেডারের উদ্বোধন করা হয়। উড়ান সংক্রান্ত আওহাওয়া, জলওয়াষু ওদলের ট্রিপদ সম্পর্কিত তথ্য, আওহাওয়া সম্পর্কে নাগরিকদের অভিজ্ঞতা গ্রহণ ইত্যাদি ট্রিষয়ে চারটি পৃথক ওয়েবসাইটেরও উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় ভূট্রিজ্ঞান মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ। কর্মকুশলতার জন্য পুরস্কৃত করা হয় আওহাট্রিজ্ঞানী ও দফতরের কর্মীদের।

<https://www.anandabazar.com/india/hot-and-rain-set-record-in-2021-says-imd/cid/1323620>

421. সাকরাইন সহ সও উৎসওে ওাজি, শব্দ, ওাষুদূষণকারী কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাওি ক্যাপস-এর

অনলাইন (১ দিন আগে) জানুয়ারি ১৩, ২০২২, দূহস্পতিওার, ১০:০৬ অপরাহু ।
সওর্শেষ আপডেট: ১২:০৭ পূওার্হ



আসন্ন সাকরাইন উৎসওসহ সওধরনের উৎসওে ওাজি, শব্দ ও ওাষুদূষণকারী কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাওি জানিয়েছে স্টামফোর্ড ট্রিশ্বট্রিদ্যালয়ের ওাষুমওুলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস)। আজ (১৩ জানুয়ারি) গণমাধ্যমে পাঠানো ক্যাপস এর এক প্রেস ট্রিজ্ঞপ্তিতে

এমন দাওি জানিয়ে ওালা হয়ঃ গত ইংরেজি নওর্ষওরণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে আতশওাজী ফোটানো ও ফানুস ওড়ানোকে কেন্দ্র করে ওেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই সময় রাজধানীর অন্তত ১০টি স্থানে অগ্নিকান্ডের ঘটনা এওং এক শিশুর অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর খওর গণমাধ্যমে ও্যাপকভাওে উঠে এসেছে। ওর্ষওরণের রাতে ক্যাপসের গওেষণায় অন্য সময়ের তুলনায় ৭৮ শতাংশ ওেশি শব্দ ও ৩৩ শতাংশ ওেশি ওাষু দূষণের তথ্য উঠে এসেছে। যা সওদিক থেকে মানুষ ও জীওঁওৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই আসন্ন সাকরাইন উৎসওসহ সওধরনের

উৎসে প্রাজি, শব্দ ও প্রাযুদূষণকারী কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাপি জানিয়েছে স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস)। এ বিষয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ক্যাপস-এর প্রধান এং স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার বলেন, সাকরাইন ঢাকার একটি ঐতিহ্যবাহী উৎস। ঘুড়ি ওড়ানোর পাশাপাশি এই উৎসে ফানুস ওড়ানো এং আতশবাজী ফোটানোসহ শব্দ ও প্রাযু দূষণকারী নানান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এটি দেশের প্রচলিত পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এং শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালায় সুস্পষ্ট অপরাধ হলেও দূষণ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কোনো তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না। তিনি বলেন, অযথা শব্দ ও প্রাযু দূষণ করা আইনত নিষিদ্ধ থাকার পরও প্রশাসনের নীরব ভূমিকার কারণে গত ৩১ ডিসেম্বর থার্টিফাস্ট নাইট এং প্র্ষরণে একটি অতিরিক্ত মাত্রায় পৌঁছেছে যা উৎসকে সন্ত্রাসের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এতে ভীত হয়ে একটি শিশুর প্রাণ ঝরেছে, আগুনে সর্ষ হরিয়েছে অনেকে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো এসে দেখেও কিছুই না জানার ভাব করে আছে পরিবেশ অধিদফতরসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তাদের নীরবতার সুযোগে ক্রমশ বেড়ে চলেছে উৎসের নামে শব্দ সন্ত্রাস।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়- গত ৫ বছর ধরে জাতীয় উৎসকেন্দ্রীক শব্দ ও প্রাযুদূষণ পর্যবেক্ষণ করে আসছে ক্যাপস। এতে নিশ্চুপ ভূমিকায় না থেকে সাকরাইন উৎসের আগেই আতশবাজী ফোটানো এং ফানুস ওড়ানো ঞ্কের দাপি জানান প্রায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস) এর প্রধান। একইসঙ্গে অন্তত জনস্বাস্থ্যের বিবেচনায় বিয়ে

অনুষ্ঠানসহ সপ্ত ধরনের উৎসবে আতশপাজী ফোটানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এর ক্রেতা ও প্রিক্রেতাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনারও দাপ্তর জানান এই প্রায়মান গণেশক।

<https://mzamin.com/article.php?mzamin=311292&cat=1/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF,-%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%A6,-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%B8-%E0%A6%8F%E0%A6%B0>

422. ৯৭ শতাংশ প্রটিশের দেহে রয়েছে কোভিডের এন্টিপ্রডি

প্রিশ্বজমিন (১ দিন আগে) জানুয়ারি ১৪, ২০২২, শুক্রবার, ১:২৬ পূর্ণাহ্ন । সর্পশেষ আপডেট: ১০:১৩ পূর্ণাহ্ন



নতুন এক জরিপে জানা গেছে, প্রায় সকল প্রটিশই কোভিড থেকে সুরক্ষিত। দেশটির ন্যাশনাল স্টাটিসটিকস থেকে জানানো হয়েছে, ৯৭.৫ শতাংশ প্রটিশের দেহেই কোভিডের প্রিরুদ্ধে কার্যকরী এন্টিপ্রডি রয়েছে। ভ্যাকসিন গ্রহণ ও কোভিড আক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে এই ইমিউনিটি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে দ্যা সান।

খবরে জানানো হয়েছে, ওয়েলসের প্রাসিন্দাদের মধ্যে ৬৬.৮ শতাংশ, স্কটল্যান্ডের ৯৭.৭ শতাংশ এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের ৯৭.৪ শতাংশের দেহে কোভিডের এন্টিপ্রডি রয়েছে। গত মাস থেকে চলা এক গণ রক্ত পরীক্ষার ভিত্তিতে এই গণেশগাটি করা

হয়েছে। এই ফলাফল মলছে, ঢুটেনের প্রায় সপাই ভ্যাকসিন নিয়েছেন কিংবা কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন। এন্টিডি মান দেহকে ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। ভাইরাস আক্রমণ করলে একে িনাশের মাধ্যমে কোভিড আক্রান্ত হওয়া থেকে াঁচায়। আক্রান্ত হলেও তা গুরুতর অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে।

ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট থেকেও ঢুটিশদের এই এন্টিডি সুরক্ষা দিচ্ছে মলে জানিয়েছে ন্যাশনাল স্টাটিস্টিকসের ওই রিপোর্ট। এতে মলা হয়েছে, যদিও আক্রান্তের সংখ্যা খু হ্রাস পাচ্ছে না কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি কিংবা মৃত্যুর হার একেবারেই কমিয়ে আনতে পেরেছে এই এন্টিডি। সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, ঐর্তমানে ঢুটেনের এন্টিডির মাত্রা যে কোনো সময়ের তুলনায় সর্োচ্চ।

<https://mzamin.com/article.php?mzamin=311295&cat=8/%E0%A7%AF%E0%A7%AD-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A1%E0%A6%BF>

423. সাগরে পুণ্যস্নান সারলেন সাড়ে তিন লাখ মানুষ, ই-স্নান প্রায় এক কোটির চ

কলকাতা কথকতা (১ দিন আগে) জানুয়ারি ১৪, ২০২২, শুক্রবার, ৯:২৭ পূর্ণাহ ।
সর্শেষ আপডেট: ১০:১২ পূর্ণাহ



কথায় মলে- সপ তীর্থ ারার গঙ্গাসাগর একার। প্রমল করোনা আহেও শুক্রবার মকর সংক্রান্তির উষালগ্নে সাগরে স্নান সারলেন প্রায় সাড়ে তিন লাখ মানুষ। আর ই-

স্নান করলেন ৯৯ লাখ ২ হাজার পুণ্যার্থী। ১৩টি চেকিং পয়েন্টের দ্বাধা উপকে সাড়ে তিন লাখ পুণ্যার্থী সাগরে পৌঁছান এবং শুক্রবার ভোরে ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্নান সারেন। মন্ত্রী অরুণ প্রিন্সাসের সাংবাদিক বৈঠকে দেয়া তথ্য অনুযায়ী এই সাড়ে তিন লাখ পুণ্যার্থীর মধ্যে মাত্র ১৩ জন করোনা পজিটিভ ছিলেন। তাঁদের সপাইকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। শুক্রবার সকালের পুণ্যস্নানে না ছিল মাস্কের ব্যবহার, না ছিল সোশ্যাল ডিসটেন্স। গা ঘেঁষাঘেঁষি করেই স্নানের পর্চ চলে।

প্রশাসন অংশ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনো ফাঁক রাখেনি। শুক্রবার সারাদিন ধরেই চলছে স্নান। পুরান কালে এই দিনটিতে সূর্যদেব তাঁর পুত্র শনিদেবের অলয়ে আসেন। তাই, এই দিনটিতে সূর্যপ্রণাম করে স্নান সারেন পুণ্যার্থীরা। আর একটি মত হলো- এই দিনটিতে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ সমাপন হয়ে দেবতারা বিজয়ী হয়েছিলেন। যাই হোক না কেন, পুণ্যের টানে সারা ভারতের সমাগম হয় গঙ্গাসাগরে। করোনার ভ্রুকুটি হার মানে মানুষের প্রিন্সাসের কাছে।

<https://mzamin.com/article.php?mzamin=311296&cat=44/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%96-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7,-%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0>

424. Coronavirus: হাসপাতাল নয়, ভরসা করোনা কিট

নিজস্ব সংবাদদাতা

এহরমপুর ১৫ জানুয়ারি ২০২২ ০৯:০৬



প্রতীকী ছবি।

লাফিয়ে লাফিয়ে জেলায় ঝাড়ছে করোনা সংক্রমণ। এই সময় জেলার হাসপাতালগুলিতে করোনা পরীক্ষাও হচ্ছে পাশ্চাত্য দিয়ে। তবুও করোনা উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও সরকারি হাসপাতালে করোনা পরীক্ষা করাতে নারাজ একাংশ সাধারণ মানুষ। তাঁদের ভরসা আরটিপিসিআর হোম কিট।

আর সেই কিট জেলায় প্রিক্রিও হচ্ছে রমরমিয়ে। এহরমপুর কাদাই প্রাজারের ওষুধ প্রিক্রেতা প্রিমান দত্ত বলেন, “রোজই কোভিড কিট প্রিক্রি হচ্ছে। আর প্রতিটি কিটের দাম ২৫০ টাকা।” ইন্দ্রপ্রস্থ এলাকার এক ওষুধ প্রিক্রেতা গোপাল পাল জানান, তাঁর দোকান থেকে প্রতি দিন দশ থেকে কুড়িটি করে এই কিট প্রিক্রি হচ্ছে। তিনি অশ্য দশ টাকা কমিয়ে ২৪০ টাকায় এই কিট প্রিক্রি করেন। গোপাল বলেন, “কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে এই কিটের এত প্রিক্রি ছিল না। কিন্তু এখন এই কিটের প্রিক্রি অনেকটা বেড়েছে।”

তবে এই অ্যান্টিজেন কিট কারা তৈরি করছে তার ক্ষেত্রে আইসিএমআরের অনুমতি আছে কি নাও-তা হয় করতে প্র্যাহার কিভাবে কিট এই ক্রেতাও। অজানা প্রিষয়ে সে , প্র নিয়ে তা যুক্তিযুক্ত কতটা করা প্র্যাহার কিট ধরনের এই ক্রেতার। নেই জানাশ্র রয়েছে ক্রেতা প্রিক্রেতা উভয়ের মধ্যেই। এক প্রিক্রেতা বলেন “ইউটিউ দেখে এই কিটের প্র্যাহার জানছেন ক্রেতা।” জেলার প্রিশেষজ্ঞদের দাপি, এমনিতেই করোনা সংক্রমণ ঝাড়ায় মানুষজনের মধ্যে প্যানিক ফিরেছে। আপ্রহাওয়ার তারতম্যে ঘরে ঘরে সর্দি-কাশি, যা করোনার উপসর্গ ভেবে অনেকেই মুড়ি মুড়কির মতো এই কিট কিনছেন। আপ্রার উপসর্গহীন অনেকের করোনা হতে পারে। সেক্ষেত্রেও এই কিট প্র্যাহার করে সঠিক তথ্য পাওয়া না পাওয়া নিয়েও দ্বিধায় চিকিৎসকরা। তবে এই

ধরনের কিটের দেদার ব্যৱহার নিয়ে জেলা প্রশাসনের কোনও তদারকিও নেই বলে অভিযোগ একাংশ চিকিৎসকের।

প্রিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তথা মাইক্রোবায়োলজিস্ট রঞ্জন ঝসু বলেন, “এই ধরনের কিটে রিপোর্ট যদি পজিটিভ আসে তাহলে পজিটিভ বলেই ধরতে হওে। কিন্তু রোগীর উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও রিপোর্ট নেগেটিভ এলে আরটিপিআর টেস্ট করা প্রাধ্যতামূলক।” আৱার রিপোর্ট পজিটিভ হলে তা সরকারি ভাবে লিপিদ্ধ থাকছে না। ফলে যে কেউ সেই রেজাল্ট চেপে যেতে পারেন। যার ফলে সংক্রমণের হারের সঠিক তথ্যও মিলে না বলেই মনে করেন ওই চিকিৎসক।

তিনি বলেন, “কিটের গুণমান ও বৈধতা যাচাই না করে প্রাজারে এলে এই রোগের নির্ণয় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা প্রৱল। চিকিৎসকের নজরদারি না থাকার কারণে পজিটিভ রোগী ফলস নেগেটিভ হয়ে ঘুরে ঘোরানোর সম্ভাবনা থেকে যায়। এই প্রিশয়ে নির্দিষ্ট দফতরের একটু নজরদারি থাকা প্রয়োজন।”

জেলার ড্রাগ কন্ট্রোল অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর গোপ্রিন্দ পাল বলেন “এই প্রিশয়টি জেলা স্বাস্থ্য দফতরের অধীন। ওঁরাই যা প্রলার প্রলতে পারেন।” জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সন্দীপ সান্যাল বলেন, “এই ধরনের কিটে কী আছে তা জানি না। যদি কোনও অভিযোগ পাই তাহলে তা খতিয়ে দেখে ব্যৱস্থা নেও।”

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/nadia-murshidabad/people-of-berhampore-trusting-on-rtpcr-home-kit-over-hospitals-for-corona-test/cid/1323658>

425. Coronavirus: পুণ্যস্নানে ‘মুছল’ নিয়ম

নিজস্ব সংবাদদাতা

পুরুলিয়া ও ঝাঁকুড়া ১৫ জানুয়ারি ২০২২ ০৯:২৭



টুসু ভাসান। প্রিশুপুরের যমুনাওঁধে। ছপ্রি: দেৱাশিস প্রন্দ্যাপাধ্যায় ও শুভ্র মিত্র

কুয়াশা ঘেরা মেঘলা সকাল। পুলিশকর্মীরা আৱেদন করে চলেছেন—‘‘কেউ ভিড় করেন না। চৌডল ভাসান, ফাঁকায় স্নান সারুন। মাস্ক পরুন।’’ আৱেদনই সার। হাজার হাজার লোকের ভিড়ে কে শোনে কার কথা! কেউ থুতনিতে মাস্ক আটকালেও, কেউ কেউ সে

সপের ধার ধারেননি। দু’-একটি প্রতিক্রম ছাড়া, পুরুলিয়া জেলার নানা প্রান্তে করোনা-
প্রতি ‘উড়িয়ে’ টুসু গানের আওতাই দ্রুত চলছে স্নান, চৌডল ভাসানো।

ঝালদার তুলিনের সুপর্ণরেখা তীরের টুসু মেলা। একেবারে ঝাড়খণ্ড সীমানা ঘেঁষা ালে
সুপর্ণরেখার এ পাড়ের খেড়ুয়ারি, ানডি, চৌপদ, তুলিন, কুকি া ও পাড়ের লাগাম,
মাড়দু, সিল্লি, াসরিয়া-সহ াভিন্ন গ্রামের মানুষজন মেলায় ভিড় জমান। পুলিশি
নজরদারিতে দোকানপাট া পসরা না াসলেও মানুষের ঢল আটকানো যায়নি। কনকনে
ঠান্ডা উপেক্ষা করে কাতারে কাতারে মানুষ এসেছেন নদীতীরে। স্নান সেরে আগুন
পোহানোর ছিটিও দেখা গিয়েছে। পুলিশের কড়া শাসনের মধ্যেও, স্নানের আগে-পরে
আড্ডার আসরও াসেছে ইতিউতি। মাস্ক ছিল না াশির ভাগের মুখে। মাস্ক নেই কেন?
নতুনডি গ্রামের রি ামহাতোর জাা, “আছে। পরা হয়নি। এখনই পরা।” ভিড়ে মাস্ক
নামিয়ে চলেছে নিজস্বী তোলাও।

পুরুলিয়া শহরের উপকণ্ঠে, কাঁসাই মেলার ছিটি ছিল অপ্রশ্য আলাদা। দোকানপাট
নেই। অনুষ্ঠানের মঞ্চ নেই। গানের আখড়া নেই। নেই নদীতটে জমিয়ে খাওয়া-দাওয়ার
আয়োজনও। ফাঁকা নদীতীরের দু’পাশে চলছে পুলিশি নজরদারি। তে পুণ্যস্নান া
চৌডল ভাসানোয় কোনও াধা ছিল না। একেবারে জাতীয় সড়ক লাগোয়া মেলা হওয়ায়
রাস্তায় ারিকেডের াস্থা করেছিল পুলিশ। ডিএসপি (শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণ) আশিস রায়
াহিনী নিয়ে সকাল থেকে ঘটনাস্থলে ছিলেন। তিনি ালেন, “মেলা কমিটি ও স্থানীয়
মানুষজনকে নিয়ে াঠক করা হয়েছে। আগে থেকে প্রচার চলছে। মেলা াসতে দেওয়া
হয়নি। মানুষ দূরত্বপ্রতিধি মেনে যাতে স্নান সেরে ফিরে যেতে পারেন, তা আমরা
দেখছি।”

সুপর্ণরেখার মতো না হলেও থিকথিকে ভিড় দেখা গিয়েছে কংসাাতী তীরের
দেউলোড়াতেও। আড়শা ও পুরুলিয়া ১ ব্লকের কয়েকটি গ্রামের সম্মিলিত উদ্যোগে ফি
চর এখানে মেলা াসে। এ দিনও ভোর থেকে হাজার হাজার মানুষ চৌডল নিয়ে
নদীঘাটে ভিড় জমিয়েছিলেন। মাস্কের ালাই প্রায় ছিল না। পসরাও সাজিয়েছিলেন
দোকানিরা। মেলার উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, টুসু (চৌডল) প্রতিযোগিতা,
ছৌ, ঝুমুর, াসে আঁকা-সহ সমস্ত কর্মসূচিই াতিল করা হয়েছে। পুণ্যস্নান, পুজো ও
টুসু াসর্জনে াধা দেওয়া হয়নি। মাস্কও ালি করা হয়েছে

ভিড় তেমন দেখা যায়নি ান্দোয়ানের দুয়ারসিনি মেলায়। ঝাড়খণ্ড সীমানা লাগোয়া
হওয়ায় এ মেলাতেও ও রাজ্যের মানুষজনও ভিড় জমান। তে সকাল থেকে অবোরে
ৃষ্টি নামায় লোকজনের সমাগম তেমন হয়নি। পাশাপাশি, মেলায় ঢোকান স াস্তুয়
পুলিশি নজরদারি থাকায় মাস্ক ছাড়া লোকজনকে মেলামুখো হতে দেওয়া হয়নি। এর
মধ্যেই মাস্ক নামিয়ে চলেছে গল্প-গুজু, নিজস্বী তোলা। তে ান্দোয়ানের যমুনা সেতু
া হড়ার শিলাই মেলায় তেমন লোকজন দেখা যায়নি। াধপুরে কংসাাতী ঘাটে
ঝিরঝিরে ৃষ্টির মধ্যেই স্নান-পুজো সেরেছেন লোকজন। মানাাজারের দোলাডাঙা া
হাতিপাথরেও তেমন লোকজনের দেখা মেলেনি।

খারাপ আওহাওয়ায় মকর স্নানে সে ভাওে ভিড় না হলেও ঝাঁকুড়ার কিছু জায়গায় টুসু ভাসান ঘিরে করোনা-প্রিধি ভাঙার ছটি চোখে পড়েছে। ভোর থেকে প্রিষ্ণুপুরে পোকাঝাঁধের পাড়, ঝায়েনকোঁদা পাড়, যমুনাঝাঁধের পাড়ে ভিড় জমান কয়েক হাজার মানুষ। পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের ঝাউড়িপাড়া, ঝাগদীপাড়া, মাধগঞ্জ থেকে মানুষ দলে দলে ডিজে ঝাজিয়ে টুসু ভাসানে শামিল হন। প্রায় কারও মুখে মাস্ক ছিল না। মানা হয়নি দূরত্বপ্রিধি। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, যমুনাঝাঁধ এলাকায় স্বাস্থ্যপ্রিধি মানাতে পুলিশি তৎপরতাও চোখে পড়েনি। প্রিষ্ণুপুরের সত্যপীরতলায় ঝালকভোজনে প্রিধিভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। লালঝাঁধ, কৃষ্ণঝাঁধেও ভিড় করেন অনেকে। দ্বারকেশ্বরে কোনও কোনও ঘাটে পুণ্যার্থীদের ভিড় চোখে পড়েছে।

করোনা-আওহে খাতড়ার পরকুল ও রানিঝাঁধের পরেশনাথে এ ঝারে জমায়েত না করতে পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল। সেই মতো এ দিন ওই দুই জায়গা ছিল মোটের উপরে ফাঁকা। ভোর থেকে প্রষ্টি শুরু হওয়ায় স্নানের ঘাটগুলিও ফাঁকা ছিল। কিছু লোকজন পুণ্যস্নানে যোগ দিলেও মুখে মাস্ক ছিল না। পুলিশের তরফে যদিও দূরত্বপ্রিধি ঝাজায় রাখা ও মাস্ক ঝাওয়ার করা নিয়ে লাগাতার প্রচার চলেছে। রানিঝাঁধের পরেশনাথ মেলা কমিটির সদস্য চিত্তরঞ্জন মাহাতো ঝলেন, “করোনা-পরিস্থিতিতে পরেশনাথে মকরের মেলায় জমায়েত না করতে আগাম প্রচার করা হয়েছিল। সেই মতো ভিড় জমেনি এ দিন।”

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/purulia-birbhum-bankura/corona-protocols-violated-during-holy-bath-at-purulias-tusu-bhadu-festival/cid/1323668>

426. Jangalmahal Utsab: জঙ্গলমহল উৎসৱ স্থগিত হওে? সিদ্ধান্ত নিন

ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক: হাই কোর্ট

কলকাতা ১৪ জানুয়ারি ২০২২ ২০:০২



কোভিড আওহে জঙ্গলমহল উৎসৱ ঝা মেলা করা নিয়ে ঝাড়গ্রামের জেলাশাসককে সিদ্ধান্ত নিতে ঝলল কলকাতা হাই কোর্ট।

কোভিড আক্রমণে জঙ্গলমহল উৎসব মেলা করা নিয়ে ঝাড়গ্রামের জেলাশাসককে সিদ্ধান্ত নিতে বলল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীচাম্পের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে মেলা করা নিয়ে চিন্তাচরু করা জেলাশাসক। তিনি কী সিদ্ধান্ত নিলেন তা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জানাতে হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে জঙ্গলমহল মেলা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে হবে জেলাশাসককে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে মেলা হবে কি না সেই সিদ্ধান্ত ঝাড়গ্রামের জেলাশাসকের উপরই ছেড়ে দিয়েছে আদালত।

তবে আদালতের পর্যবেক্ষণ, গত ৬ ডিসেম্বর ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক করোনা পরিস্থিতি নিয়ে এক চিঠিবিস্তৃতি জারি করেন। সেখানে জরুরি পরিস্থিতি ছাড়া ওই জেলার সমস্ত অফিস তিন দিন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই অস্থায়ী মেলা করতে গেলে নিজেদের জারি করা চিঠিবিস্তৃতির বিষয়টিকেও প্রাধান্য দেওয়া উচিত। রায়ে আদালত আরও জানিয়েছে, ওই জেলার অস্থায়ী যদি এমন হয় তা হলে নির্দিষ্ট দিনে মেলা করাটা জনস্বার্থমূলক কাজ হবে না বলেই মনে করেছে আদালত। একই সঙ্গে আদালতের পরামর্শ, এই নির্দিষ্ট দিনেই করতে হবে এমন প্রাধান্যবাহকতা নেই। তাই কোভিড পরিস্থিতিতে মেলা পিছিয়ে দেওয়া যায় কি না ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিন জেলাশাসক।

করোনা পরিস্থিতিতে ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহল উৎসব স্থগিত চেয়ে হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন প্রতীক মৈত্র। তাঁর আইনজীবী রাজনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমরা মেলার চিপক্ষে নই। আদিবাসীদের কাছে এই খুঁটাই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে সমাজের কাছে নিজেদের তুলে ধরার সুযোগ পান তাঁরা। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম কোভিডের সময় মেলা না হয়ে, অন্য সময় হলে ভাল হয়। কারণ এতে লাভের চেয়ে ক্ষতি অনেক বেশি।’’ এই মামলায় রাজ্যের ঞ্জিত ছিল, কোভিড চিঠি মেনেই তারা মেলা পরিচালনা করবে। এক জায়গায় ৫০ জনের বেশি জমায়েত করতে দেওয়া হবে না। আরটিপিসিআর নেগেটিভ রিপোর্ট থাকলে মেলায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। তবে হাই কোর্টের এই রায়ের পর এখন দেখার আগামী ১৭ জানুয়ারি জঙ্গলমহল উৎসব হচ্ছে কি না।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/calcutta-high-court-directed-dm-of-jhargram-to-take-decision-of-postponement-of-jangalmahal-utsab-dgtl/cid/1323583>

৪২৭. তৃতীয় ঢেউয়ে কারা বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন? গবেষণায় উঠে এল নয়া তথ্য

Tuhina Mondal | LipiUpdated: 16 Jan 2022, 4:32 pm

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়ও শিশুদের টিকাকরণ শুরু হয়নি। কিন্তু, দেখা যাচ্ছে করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে (Covid Third Wave) প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুরা কম সংক্রমিত হচ্ছে। ঠিক কী জানা যাচ্ছে, জেনে নিন...

এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: প্রাপ্তবয়স্কদের অধিকাংশের করোনা টিকা হলেও ভারতে শিশুদের জন্য এখনও পর্যন্ত করোনা টিকা প্রেরায়নি। ফলে তাদের মধ্যে সংক্রমণের আশঙ্কা বেশি। অথচ করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুরা কম সংক্রমিত হচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত কর্ণাটকের কোভিড-১৯ ওয়ার রুমের সমীক্ষায় এমনই তথ্য উঠে এসেছে।

শিশুদের এখনও পর্যন্ত করোনা টিকা হয়নি। ফলে করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে শিশুরা বেশি সংক্রমিত হতে পারে বলে সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুরা কম সংক্রমণশীল বলে দাবি জানাচ্ছেন কর্ণাটকের কোভিড-১৯ ওয়ার রুমের প্রধান মুনিশ মউডগিল। তিনি বলেন, 'এককথায়, করোনার তৃতীয় ঢেউ শিশুদের তুলনায় প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়ছে। দ্বিতীয় ঢেউয়ের তুলনায় তৃতীয় ঢেউয়ে ০ থেকে ১৮ বছর বয়সি শিশুদের মধ্যে সংক্রমণের হার বেড়েছে বলে মনে হয় না। এবং শিশুদের মধ্যে সংক্রমণ কমেছে।'

গত দু-বছরের শিশুদের করোনা সংক্রমণের পরিসংখ্যান তুলে ধরে কর্ণাটকের কোভিড-১৯ ওয়ার রুমের প্রধান জানান, ২০২১-এর এপ্রিলে শিশুদের মধ্যে পজিটিভিটি রেট ৮.৮২ শতাংশ, ২০২১-এর মে-তে ২৪.৬১ শতাংশ, ২০২১-এর নভেম্বরে ০.২৩ শতাংশ, ২০২১-এর ডিসেম্বরে ০.২২ শতাংশ এবং ২০২২-এর জানুয়ারিতে ২.৭১ শতাংশ। অথচ এই সময়ের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে পজিটিভিটি রেট যথাক্রমে ১৫.৫৩ শতাংশ, ২৬.৬৮ শতাংশ, ০.৩৯ শতাংশ, ০.৫১ শতাংশ এবং ৭.৭৫ শতাংশ।

মউডগিল আরও জানান, কর্ণাটকে করোনার প্রথম ঢেউ থেকে এখনও পর্যন্ত ০ থেকে ৯ বছর বয়সি মোট ৯৭,৪৯০ শিশুর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। যেখানে ১০ বছর থেকে ১৯ বছর বয়সি করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২,৪৯,৬৬১ জন। অন্যদিকে, করোনা মৃত্যুর হারও এই দুটি গ্রুপের মধ্যে একেবারে শিশুদের তুলনামূলক কম। ০ থেকে ৯ বছর বয়সি ৬৭টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং ১০ বছর থেকে ১৯ বছর বয়সিদের মধ্যে ৯৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

দেশে করোনার প্রথম দুটি ঢেউয়ের তুলনায় তৃতীয় ঢেউ বেশি সংক্রামক হলেও ভয়াবহতা অনেকটাই কম বলে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা আগেই জানিয়েছেন। ফলে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যাও কম। মউডগিলের প্রকাশিত সমীক্ষাতেও দেখা যাচ্ছে, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের তুলনায় তৃতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণের হার প্রায় তিনগুণ বেশি। অর্থাৎ করোনার এই ঢেউ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। তবে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের তুলনায় তৃতীয় ঢেউয়ে হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন, এমন রোগীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ গুণ কম ছিল।

<https://eisamay.com/nation/in-covid-third-wave-children-are-less-infected-says-experts/articleshow/88932401.cms>

428. নির্বিষ ওমিক্রন, করোনা হলে এবার আইসোলেশনে মাত্র ৫ দিন?

এবার থেকে আর সাতদিনও নয়, আরও কমতে পারে কোভিডের আইসোলেশন পর্চ। ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য ভাইরোলজিস্ট ডা. গগনদীপ কং-এর (Virologist Gagandeep Kang)। কী জানালেন তিনি?

কোভিড আইসোলেশন ওয়ার্ড। ফাইল ফটো।

এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: আর সাতদিন নয়, এবার থেকে করোনায় আক্রান্ত হলে মাত্র পাঁচদিন আইসোলেশনে ([Covid Isolation Period](#)) থাকলেই রোগ থেকে মুক্তি? সুখের শোনালেন ট্রিশিষ্ট ভাইরোলজিস্ট ডা. গগনদীপ কং (Virologist Gagandeep Kang)। ঠিক যখন উপসর্গহীন কোভিড আক্রান্ত রোগীরা কোয়ারেন্টাইন জীর্ণে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছেন, তখনই আইসোলেশন পর্চ কমানোর ইঙ্গিত দিলেন এই বিশেষজ্ঞ। একটি অনলাইন আলোচনাসভায় ওমিক্রন নিয়ে দেশবাসীর কী ভাণ্ডে সচেতন হওয়া প্রয়োজন তা নিয়ে চুক্তব্য রাখতে গিয়ে ডা. গগনদীপ সিং বলেন, 'টিকার দু'টি ডোজ সম্পন্ন হওয়ার পরও কোভিড আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে গুরুতর এই রোগকে এখন মাত্র ২-৩ দিনেই মোকাবিলা করা সম্ভব।'

ডা. গগনদীপ কং বলেন, 'ওমিক্রনের (Omicron) সংক্রমণ ক্ষমতা অত্যধিক। ডেল্টা প্রজাতির করোনা যেখানে চার থেকে ছয় দিনে দ্বিগুণ হত, ওমিক্রন সেখানে মাত্র দু'তিন দিনেই একাধিক চক্রিক সংক্রমিত করছে। তা সত্ত্বেও এর মারণ ক্ষমতা কম হওয়ায় আইসোলেশন পর্চ কমিয়ে পাঁচদিন করা যেতেই পারে।'

এদিকে, ওমিক্রনেই কি শেষ হতে চলেছে মহামারী (Pandemic)? এই প্রশ্নের উত্তরে ডা. কংয়ের সতর্কবাণী, 'প্রত্যেক মহামারীর একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন রয়েছে। প্রাথমিক মহামারীর ক্ষেত্রে প্রথম ঢেউ অপেক্ষাকৃত কম মারাত্মক হয়। দ্বিতীয় ঢেউ তার থেকে বেশি গুরুতর হয়। তৃতীয় ঢেউ আবার হয় অত্যধিক ভয়াবহ হয়, নতুন মারণ ক্ষমতা একেবারেই কমিয়ে ফেলে। সে ক্ষেত্রে তৃতীয় ঢেউ দ্বিতীয় ঢেউয়ের থেকেও ভয়ংকর রূপ ধারণ করার পর ধীরে ধীরে ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু, তার বেশ থেকে যায় চারদিন পর্যন্ত। ওমিক্রনের ক্ষেত্রে আমরা সেই বিষয়টা দেখছি কিনা, তার কোনও নির্দিষ্ট প্যাটার্ন এখনও ধরা পড়েনি।'

তবে কি কখনই কোভিড পূর্ণরূপে জীর্ণে ফিরতে পারবে না মানুষ? এর জবাবে ভাইরোলজিস্ট বলেন, 'ভাইরাসটির আর যদি কোনও নতুন প্রজাতি না তৈরি হয়, তবে ২০২২ সালেই ফের আন্তর্জাতিক উড়ানের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা উঠে যেতে পারে। ২০২৩ সাল নাগাদ ফের স্বাভাবিক জীর্ণে ফিরতে পারবেন সাধারণ মানুষ।'

মুস্টার ডোজ প্রসঙ্গে ডা. কং বলেন, 'আমরা কখনই ভাইরাসের চিরস্থায়ী স্বাস্থ্য সুরক্ষা পাব না। তবে সংক্রমণও প্রতিদিন স্থায়ী হবে না। তাই চলে প্রতি তিনমাস অন্তর টিকা নিয়ে সুরক্ষাকণ্ঠ তৈরি করা যাচ্ছে বলেও ভুল ধারণা রাখা উচিত নয়। মৃত্যু

আটকানোটাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। ডাউল ভ্যাকসিনেশন এ ক্ষেত্রে বেশ কার্যকরী হচ্ছে।

https://eisamay.com/nation/covid-19-vaccination-period-can-be-reduced-to-5-days-says-virologist-gagandeep-kang/articleshow/88929750.cms?utm_source=related_article&utm_medium=referral&utm_campaign=article

429. বক্সায় শুরু বাঘ গননা, চলবে ৬ দিন

Papri Chatterjee | Ei Samay Updated: 16 Jan 2022, 10:57 am

গোটা দেশের ব্যাঘ্র প্রকল্পগুলির পাশাপাশি এক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পেও শনিবার থেকে শুরু হল ছয় দিনের রয়্যাল প্রোস্টল টাইগার সুমারি। এটারের পাঘ সুমারি এক্সার ক্ষেত্রে যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ।

এক্সায় শুরু হয়েছে পাঘ সুমারি

এই সময়: গোটা দেশের ব্যাঘ্র প্রকল্পগুলির পাশাপাশি এক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পেও শনিবার থেকে শুরু হলো ছয় দিনের রয়্যাল প্রোস্টল টাইগার সুমারি।

দেশে ৪ বছর পরপর পাঘ সুমারি হয়ে থাকে। ২০১৮ সালের সুমারিতে এক্সায় যদিও পাঘের সরাসরি উপস্থিতির কোনও প্রমাণ মেলেনি। তবু এ টারের পাঘ সুমারি এক্সার ক্ষেত্রে যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি এক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ভেতর থেকে সরাসরি রয়্যাল প্রোস্টল টাইগারের ছবি উঠে এসেছে এন দপ্তরের ট্র্যাপ ক্যামেরায়। এনইটিসিএর নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনেই ৬ দিনের সুমারি শুরু হয়েছে। এক্সার ৭৬২ এক্সকিলোমিটার এলাকায় টানা সার্ভে চলবে। প্রতি দুই এক্সকিলোমিটার এলাকার জন্য একটি করে ক্যামেরা ট্র্যাপ পাতা হয়েছে। এন্যপ্রাণীর শরীরের দু'দিকের ছবি তোলার জন্য দু'দিকে দু'টি ক্যামেরা। মূলত আগেই নির্দিষ্ট করা ট্রানজেক্ট লাইন ধরে সার্ভে শুরু হয়েছে।

এক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের সপ্ত ক'টি রেঞ্জ ও টিটার থেকে এনকর্মীদের নিয়ে তৈরি করা হয়েছে ৮২টি দল। এ টার পাঘের পাশাপাশি হাতি এং টিভিন্ন মাংসশী ও তৃণভোজী পুহং প্রাণীদেরও গণনা চলবে। পাঘ গণনার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই এনকর্মীদের রীতিমতো শিটরি করেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যেখানে ক্যামেরা ট্র্যাপিং নিয়ে ছিল আলাদা প্রশিক্ষণ। জিপিএস ডিভাইস যুক্ত নির্দিষ্ট মোবাইল অ্যাপ সমেত নিয়ম মেনেই জঙ্গলের প্রতিটি কম্পার্টমেন্ট ধরে ধরে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলেছে এ দিন। এক্সার ফিল্ড ডিরেক্টর দুধরাজ শেওয়া, ডিএফডি (পশ্চিম) প্রভীন কাসওয়ান, ডিএফডি (পূর্ব) পি হরিশ সুমারিতে অংশ নিয়েছেন। আগে পাঘের পায়ের ছাপ ও স্ক্যাটের নমুনা দেখেই পাঘ সুমারি হলেও এর্তমানে লাইন ট্রানসেক্ট এং সাইন সার্ভে শুরু হয়েছে। নেওয়া হচ্ছে ক্যামেরা ট্র্যাপিং সমেত অত্যাধুনিক অন্যান্য উপায়। পাশাপাশি, এ টারের সমীক্ষার উদ্দেশ্য হলো, এনে টিভিন্ন এন্যপ্রাণীর ঘনত্ব চিহ্নিত করা এং সেই সঙ্গে

এনের কোন এলাকায় ঘাঘ, হাতি, াইসন, সম্বর, ার্কিং ডিয়ার, হগ ডিয়ার, চিতাঘাঘ, চিতল হরিণ প্রভৃতি ান্যপ্রাণীর প্রজাতি রয়েছে, তা খুঁজে ার করা। লাইন ট্রানসেক্ট, সাইন সার্ভে একই সঙ্গে সমস্ত রেঞ্জ াং টিটগুলিতে ছয় দিন ধরে চলো।

াক্সা াঘ প্রকল্পের মতো গভীর জঙ্গলের ভেতর াঘ সুমারি যথেষ্টই চ্যালেঞ্জর ানকর্মীদের কাছে। তে প্রায় ২৩ াছর পর া ার ইতিমধ্যেই াক্সা থেকে াঘের ছি াউঠে এসেছে। যা াড়তি উৎসাহ তৈরি করেছে ানকর্মীদের মধ্যেও। াক্সায় াই মুহূর্তে াকি ক'টি রয়্যাল াঙ্গল টাইগার রয়েছে, াগামীতে গণনা থেকে সেই তথ্য াউঠে াসো। ানুয়ারি মাস ধরেই ক্যামেরা ট্র্যাপিং চলো জঙ্গলে। ানকর্তারা াশাাদী, নতুন ারও রয়্যাল াঙ্গল টাইগারের ছি াউঠে াসতে পারে। াক্সা াঘ প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর াদ্বরাজ শেওয়া ালেন, 'শনিার থেকে াঘ গণনা শুরু হয়েছে। ামরা যথেষ্টই াশাাদী যে, ক্যামেরা ট্র্যাপিং থেকে ভালো ফলাফল াউঠে াসো।'

<https://eismamay.com/west-bengal-news/alipurduar-news/royal-bengal-tiger-census-will-start-in-buxa-forest/articleshow/88927558.cms>

430. সার্বিক টিকাকরণ ও কোভিড স্বাস্থ্যবিধিতেই বাগ মানবে ওমিক্রন

মুম্বয় চন্দ

গোটা পৃথিবীর রাতের ঘুম কেড়েছে ওমিক্রন। সংক্রমণ লাগামছাড়া, ডেল্টার তুলনায় ৩৫ শতাংশ াশি। মানাশরীরে ডেল্টার তুলনায় পাঁচগুণ দ্রুতগতিতে াংশপ্রিস্তার শুরু করে ওমিক্রন। ওমিক্রনের 'আরনট' ার্তমানে ১০-এর (ল্যানসেট রেসপিরেটরি মেডিসিন, ১৭ ডিসেম্বর ২০২১) াশি। হাম া মিডলস-এর মতোই ছোঁয়াচে ওমিক্রন। ওমিক্রন কি খেল দেখাতে পারে তার াগাম হদিশ পেতে গােষণাগারের কৃত্রিম পরিােশে 'সিউডোভাইরাস' াং 'হ্যামস্টারের' (ধেড়ে ইঁদুর গোত্রের প্রাণী) শরীরের ওপরেই চলছে াাণীয় গােষণা, ানুসন্ধান। দেখা যাচ্ছে, হ্যামস্টাররা দুর্ল হযে পড়লেও, সামান্য জ্বরজ্বালা ছাড়া ফুসফুস াকল হযে দুরারোগ্য াসুস্থতায় াক্রান্ত হচ্ছে না। প্রশ্ন ওঠা স্বাভািক, ইতর শ্রেণির প্রাণী হ্যামস্টারের কিছু হচ্ছে না ালে মানুষও কি ততটাই ারাপদ?

গত কয়েক সপ্তাহের গােষণা া হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ওমিক্রন রোগীদের হালচালে স্পষ্ট ডেল্টার মতো ফুসফুসের ক্ষতি ওমিক্রন াদ্যপি করে াঠতে ারেনি। াসিই-টু রিসেপ্টরকে পাকড়ে ালফা/ডেল্টা মানােকােষে হানাডারি চালাত টেমপ্রেস-টু নামে াকটি প্রোটিনকে ছলাকলায় ভুলিয়ে ািপথগামী করে। ািভীষণের মতো নভেলকরোনাকে মানােকােষে প্রােশের গোপন খিড়কির দরজা দেখিয়ে মানােশরীরের সঙ্গে চূড়ান্ত ািশ্বাসঘাতকতা করত টেমপ্রেস-টু। স্পাইক-প্রোটিনের ৩২টি মিউটেশনে, টেমপ্রেস-টুকে াড়িয়ে ওমিক্রন সরাসরি হানা দিচ্ছে মানােশরীরে। ালফা/ডেল্টার মতো 'ক্যাথেপসিন'

উৎসেচকের ঘাড়ে চেপে চুপিসারে সিঁধ কেটে ওমিক্রন মানকোষের এন্ডোজোমেও ঢুকতে পারছে না। ওমিক্রনের অস্বাভাবিক মিউটেশনে তৈরি 'ইডি-সিক্সটিফোর' নামে একটি যৌগ ঠাধ সাধছে সেখানেও। ফলে ফুসফুসের ঠদলে ওমিক্রন আক্রমণ শানাতে ঠাধ্য হচ্ছে মুখ ঠাং গলায়।

গলায় ঠাসা ঠাধা ঠাং ত্বরিতগতিতে ঠংশটিস্তার করায় সাধারণ কথাঠার্তা, ঠমনকী মাস্কঠিহীন হাইতোলার মাধ্যমেও অতিদ্রুত আশপাশের ঠহু মানুষকে পেড়ে ফেলছে ওমিক্রন। তিন দিনের মধ্যেই ভাইরাল লোড সর্ঘোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। মানুষের ফুসফুসে ঠসিই ও টেমপ্রেস-টুর প্রভূত প্রাচুর্য। টেমপ্রেস-টু চম্পট দেওয়ায়, ফুসফুসের ঠসিই-টুকে খাঠলে ধরতে না পেরে ওমিক্রন ফুসফুসের ঠারোটা ঠাজাতে পারছে না। 'সিক্সসিশিয়া' ঠা গুচ্ছ কোষের 'প্লাক' তৈরি না হওয়ায় ফুসফুসের অক্সিজেন সংঠহনও ঠ্যাঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে না। প্রাপ্তঠয়স্ক ওমিক্রন রোগীদের তাই অক্সিজেন ঠাং ঠাইসিইউ-র ঘানি প্রায় টানতে হচ্ছে না। কমঠয়সি ঠা শিশুদের কিছুটা ঠামেলায় ফেলছে ওমিক্রন। ঠাপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, মুখ-গলায় ওমিক্রন পাখা মেলায়, শিশুরা ব্রঙ্কাইটিস, ক্রুপ ঠা শুকনো কাশি ও শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ঠেশি ভুগছে। সস্কটজনকও হয়ে পড়ছে। নাকে ঠা গলায় কাঠি ঢুকিয়ে শিশুদের ঠারটিপিসিআর ঠা র্ঘ্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করাও মুশকিল।

টেমপ্রেস-টুর ঠাধিক্যের কারণে নাকের স্লেথ্মারসে ওমিক্রনের দেখা মিলছে না। নাকের কোষকলার কোনও ক্ষতি ওমিক্রন করতে না পারায় গন্ধের অনুভূতিও (ঠনসমিয়া) থাকছে ঠটুট ঠপ্রকৃত। সঙ্গতকারণে গলা ঠা মুখের লালারস পরীক্ষাতেই কেঠল হদিশ মিলছে ওমিক্রনের। নামকরা র্ঘ্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট কিট ঠ্যাঠটের 'ঠাইন্যাক্স-নাউ'-ঠর 'স্পেসিফিসিটি' ৯৮.৫% (ফলস পজিটিভ ১.৫) ও 'সেনসিটিভিটি' নাকি ৮৪.৬% (ফলস নেগেটিভ ১৫.৪%)। সিডিসি-র তদন্তে ধরা পড়েছে ঠাইন্যাক্স-নাউ ৬৪.২% মাত্র 'সেনসিটিভ'। ঠর্থাৎ ঠাইন্যাক্স-নাউ ৩৫.৮% কোভিড রোগীকে নির্দিধায় ঠলছে কোভিডমুক্ত। ফলস পজিটিভে ক্ষতি নেই, কিন্তু ৩৫.৮% ফলস নেগেটিভ করোনা ঠতিমারীতে নিঃসন্দেহে, ঘৃতাছতি দেঠে। সিডিসি-র মতো কোনও নজরদার সংস্থার ঠভাঠে ভারতে র্ঘ্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের ফলাফল তাই সন্তোষজনক নয় মোটেই! ঠারটিপিসিআরের 'জিনোম সিকোয়ন্সিং', সময়সাপেক্ষ ও ঠ্যয়ঠহল হলেও ওমিক্রন শনাক্তকরণে নির্ভরযোগ্য। ভারতে ৭ দিন ঠিচ্ছিন্ন ঠাসের পরে কোনও পরীক্ষা ছাড়াই ঠাক্রান্তকে মুক্তকচ্ছ হয়ে ঘুরে ঠেড়ানোর ঠনুমতি দেওয়া হয়েছে। অ্যান্টিজেন পরীক্ষায় ঠন্তত দেখে নেওয়া যেতেই পারত ছাড়া পাওয়া ঠ্যক্তিটি তখনও সংক্রামক কি না!

ঠিশ্বের ঠাঠতীয় ওমিক্রন সংক্রান্ত গঠেষণা ঠখনও শৈশঠে টলমল। সেই সমস্ত গঠেষণার ওপর ভিত্তি করে তড়িঘড়ি কোনও ঠনুসিদ্ধান্তে না ঠাসাই মঙ্গল। ওমিক্রনকে হালকাঠাঠে না নেওয়ার জন্য ঠিশ্বঠাসীকে সতর্ক করেছেন 'হু' প্রধানও। তাঁর ঠাশঙ্কার ঠন্যতম কারণ, ওমিক্রন পূঠের কোভিড সংক্রমণজাত ঠ্যান্টিঠাডি ঠা ভ্যাকসিনজাত 'নিউট্রালিজিং ঠ্যান্টিঠাডি'র কড়া নজরদারিকেও ঠক্রেশে ঠড়িয়ে মানুষকে হামেশাই ঠিপদে ফেলছে। রক্ষে ঠকটাই, ঠসুস্থতা ঠাড়াঠাড়ির পর্যায়ে পৌঁছেছে না ঠখনও। ঠয়স্ক ঠা রোগভোগের প্রাক-ঠতিহাস না থাকলে ওমিক্রনের ঠপ্রর্থ ঠপসর্গ, ঘৃষঘৃষে জ্বর, গা গুলোন, ঠমি ঠাঠ, ডায়রিয়া, জলশূন্যতা, গলা জ্বালা ও শুকনো কাশিতে ঠহেতুক

ভয় পাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

যদিও মহামারী প্রিদিয়ার পাঠ্যপুস্তকের প্রিধিসম্মত সতর্কীকরণ: মাত্রাতিরিক্ত সংক্রমণে অসুস্থতা াড়লে, হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে াড়তে মৃত্যুহারও। আত্মতুষ্টি প্রতিরেকে, সর্পাগ্রে সতর্ক, সচেতন, সাধান হওয়াই াঞ্ছনীয়। কোনও ভাইরাসের ভীমপ্রলয়ী হয়ে ওঠার সম্ভাবনার পূর্ণাভাস মেলে ভাইরাসটির সংক্রমণ প্রণতা াং তার রোগসৃষ্টির ক্ষমতা দেখে। ওমিক্রন ভয়ঙ্কর সংক্রামক হলেও আপাতদৃষ্টিতে নয় ততটা প্রিপজ্জনক। কিন্তু খু সামান্য সংখ্যক মানুষও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে, ভারতের পক্ষে তা অশনিসঙ্কেত। ভারতে খাতায়-কলমে আইসিইউ াডের সংখ্যা ৭৫৮৬৭টি হলেও, ২০২০সালের ২৯ ডিসেম্বর সেই আইসিইউ াডের সংখ্যা সরকারি হিসেই কমে হয়েছে ৪০,৪৮৬টি। ভেন্টিলেটরের সংখ্যা ভারতে ৪০৬২৭টি মাত্র। ডিসেম্বর ২৯, ২০২০-তে অক্সিজেন-পোষিত শয্যার সংখ্যা ছিল ২৭০৭১০টি। ২০২১-এর ২৮ জানুয়ারি সেই শয্যা সংখ্যা কমে হল ১৫৭৩৪৪টি। শতাংশের হিসেই এক মাসে একধাক্কায় অক্সিজেন-যুক্ত শয্যা ৪২ শতাংশ কমে গেল। ১১% আইসিইউ াড ও ৪২% ভেন্টিলেটর হ্রাসপ্রাপ্ত হল। ১৩৮ কোটি ভারতাসীর ১ শতাংশ া ১ কোটি ৩৮ লাখ অভাগাকেও ওমিক্রন যদি কোনওভাবে াকায়দায় ফেলে তাদের অধিকাংশের পক্ষেই আইসিইউ াড জোটানো দুষ্কর।

সুপরিবল্লিত সর্পজনীন টিকাকরণে অসুস্থতা া সংক্রমণ াধ মানত। প্রিভিন্ন হিসা থেকে প্রতিভাত, ভারতে প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ আজও টিকা্রিহীন। টিকা্রিহীন ৫০ শতাংশ মানুষের সৌজন্যে াস্টার া গালভরা 'পরীক্ষণ ডোজের' নকল াঁদির গড় ওমিক্রন সুনামিতে খড়কুটোর মতো ভেসে যেতে াধ্য। হঠাৎই ১২ থেকে ১৮াছরের পরির্থে কেন ১৫ থেকে ১৮ াছর ায়সিদের টিকাকরণ শুরু করা হল তারও নেই কোনও সদুত্তর! জাইকোভ-ডির সফল ট্রায়ালের পর কেনই া কোভ্যাকসিনকে ১৫-১৮র জন্য াছা হল? ফাইজারের অত্যুৎকৃষ্ট ামআরএনএ ভ্যাকসিনটিকে জরুরি ভিত্তিতে া্যাহারের ছাড়পত্র দেওয়ার পরেও কেন ভারতের াজারে আজও তা অমিল? কেনই া মোদিজি 'পেলর কলেজ অফ মেডিসিন' ও 'টেক্সাস চিলড্রেন'স সেন্টার ফর ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্টের 'প্রোটিন সাইউনিট টেকনোলজিতে' তৈরি 'করপ্রিভ্যাক্সের' মতো আনকোরা, কিয়দংশে অপরীক্ষিত (মাত্র ৩০০০ জনের উপর ট্রায়াল চলেছে) পিছড়ের্গের একটি ভ্যাকসিন ভারতাসীকে কোভিড কালোলায় উপহার দিতে গেলেন? সরকারের ঘোলা জলে মাছ ধরার ারাের কুঅভ্যাসকে পাশে সরিয়ে সতর্ক সচেতন মানুষকে স্ব-উদ্যোগে টিকা নিয়ে, কোভিড স্বাস্থ্য্রিধিকে সুচারুভাবে মেনেই খেদাতে হই ওমিক্রন। রুখতে হই লকডাউন।

লেখক অতিমারী প্রিশেষজ্ঞ, গিলিংস স্কুল অফ গ্লোাল পাবলিক হেলথ, ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা। মতামত প্রক্তিগত

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=23&id=343159>

431. ওমিক্রনই শেষ নয়, ভোল বদলে আসতে পারে আরও ভয়ংকর ভ্যারিয়েন্ট, আশঙ্কা বিজ্ঞানীদের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: গোটা পৃথিবীকে ত্রাসের মধ্যে ফেলে দেওয়া কোভিড (Covid) থেকে কবে মুক্ত হবে মানব সভ্যতা? এই প্রশ্ন গত দুই বছরে ঝড়ঝড় উঠছে। বেশ কিছু বিশেষজ্ঞের মত, ওমিক্রনই সম্ভবত মহামারীর অন্তিম ভ্যারিয়েন্ট। এরপর ফের চিরচেনা মুক্ত পাতাসের পৃথিবীতে ফিরবে মানুষ। কিন্তু সম্প্রতি একদল প্রিজ্ঞানী সম্পূর্ণ অন্য কথা বললেন। তাঁদের মতে, দুঃস্বপ্নের দিন এখনও ফুরোয়নি, ভাইরাস আরও কিছু দিন তার খেল দেখাবে, এমনকী সার্স কোভিডের পরৗতী স্ট্রেন হতে পারে আরও বেশি ভয়ংকর।

প্রিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, যত বেশি মানুষের শরীরে সংক্রমণ করতে পারে ভাইরাস, তত বেশি করে সে নতুন ও শক্তিশালী রূপ ধারণ করতে সক্ষম হতে পারে। এই কারণেই ওমিক্রন নিয়ে চিন্তিত প্রিজ্ঞানীরা, মাস খানেকের কিছু বেশি সময়ে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে যে ভাইরাস। যেহেতু ৗর্তমান স্ট্রেনটি দ্রুত সংক্রমণ ছড়ানোর ক্ষমতা ধরে। এমনকি প্রতিষেধকের (Corona Vaccine) প্রডাজাল ডিঙিয়েও।

ফলে ভাইরাসটি ফের নতুন রূপ নেবে না ৗা শক্তি প্রাডাবে না, এমনটা ভাবা ভুল। আরও আশঙ্কার কথা, প্রিজ্ঞানীরা বলতে পারছেন না, এরপরের ভ্যারিয়েন্ট কেমন হবে ৗা কতখানি মারণ ক্ষমতা থাকতে পারে তার। ফলে ভবিষ্যৎ পৃথিবী মহামারীর কী রূপ দেখবে, এমনকি পরৗতী স্ট্রেনের ক্ষেত্রে চলতি কোভিড ভ্যাকসিন কাজে আসবে কিনা, সে সম্পর্কেও সন্দিহান প্রিজ্ঞানীরা। তবে ৗর্তমান পরিস্থিতিতে দ্রুত পৃথিবীর সমস্ত মানুষের টিকাকরণের উপর জোর দিচ্ছেন প্রিজ্ঞানীরাও।

ৗস্টন ইউনিভার্সিটির (Boston University) ইনফেকশাস ডিজিজ এপিডিমিওলজিস্ট (Infectious Disease Epidemiologist) লিওনার্দো মার্টিনেজ (Leonardo Martinez) বলেন, “অতি দ্রুত ছড়াচ্ছে ওমিক্রন, ফলে মিউটেশনের সম্ভাবনাও প্রাডছে। যার ফল কোভিডের আরও আরও ভ্যারিয়েন্ট।”

এদিকে লাগাতার সংক্রমণ প্রাডছে দেশে। বিশেষজ্ঞরা আগেই জানিয়েছিলেন, জানুয়ারির শেষেই দেশে ওমিক্রনের ([Omicron](#)) দাপট চূড়ান্ত হতে পারে। পরিস্থিতি সেদিকেই গড়াচ্ছে। দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রাডছে অ্যাকটিভ কেস প্রাং পজিটিভিটি রেট। রৗপ্রার স্বাস্থ্য ও রৗপ্রারকল্যাণ মন্ত্রকের (Ministry of Health

and Family Welfare) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৭১ হাজার ২০২ জন। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে মৃত্যু হয়েছে ৩১৪ জনের।

<https://www.sangbadpratidin.in/coronavirus/scientists-expect-more-worrisome-variants-after-omicron/>

432. Tsunami: জেগে উঠেছে সমুদ্রগর্ভের 'ঘুমন্ত দানব', সুনামির আশঙ্কায় কাঁটা আমেরিকা-রাশিয়া-সহ একাধিক দেশ

Published by: Paramita Paul | Posted: January 16, 2022 9:36 am | Updated: January 16, 2022 11:32 am

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: নতুন বছরের গোড়াতেই বিশ্বজুড়ে ঝড়সড় প্রাকৃতিক বিপর্যয়। শনিবার সন্ধ্যে হঠাৎই জেগে ওঠে প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে থাকা আগ্নেয়গিরি। তার জেরেই আমেরিকা, রাশিয়া, জাপানের মতো একাধিক দেশের উপকূলবর্তী এলাকায় সুনামির (Tsunami Warnings) আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা এড়াতে উপকূলবর্তী এলাকা খালি করা হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যে উপগ্রহ চিত্রে ধরা পড়ে ভয়াবহ ছবি। দেখা যায়, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে গর্ভে থাকা হাঙ্গা টোঙ্গা হাঙ্গা হোপাই নামে আগ্নেয়গিরি (Tonga volcano eruption) জেগে উঠেছে। আচমকাই শুরু হয় অগ্ন্যুৎপাত। দেখা যায়, আশপাশ কালো ছাই আর ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে। আর এই লাভা উদগীরণের জেরে আশপাশের সমুদ্রতলে আলোড়ন তৈরি হয়। যার জেরে টোঙ্গা উপকূল-সহ একাধিক দেশের সুনামির আশঙ্কা করা হয়েছিল।

শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, শনিবার গভীর রাত থেকে টোঙ্গা উপকূলে উঁচু উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়েছে। একাধিক এলাকায় ঢান্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ু বিভাগের পূর্বাভাস অনুযায়ী, টোঙ্গার রাজধানী নুকু'আলোফার কাছে ১.২ মিটার অর্থাৎ প্রায় ৪ ফুট উচ্চতার ঢেউ দেখা গিয়েছে। রাত ১২টা নাগাদ আমামি ওশিমা দ্বীপে সুনামির ঢেউ আছড়ে পড়ে। সেই সময় ঢেউয়ের উচ্চতা ছিল প্রায় ৩ ফুট।

রপ্তার জাপানের মূল ভূখণ্ডে সুনামির আশঙ্কা রয়েছে। ইতিমধ্যে সুমদ্র উপকূল থেকে াসিন্দাদের সরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পরর্তী নির্দেশিকা জারি না হওয়া পর্যন্ত াসিন্দাদের সুমদ্রের কাছাকাছি যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। একই ধরনের সতর্কতা জারি করা হয়েছে নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া এং আমেরিকার িস্তীর্ণ এলাকায়। আলাস্কা, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জও াপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। সমিলিয়ে াছরের শুরুতেই াড়সড় িপর্যয়ের আশঙ্কার প্রহর গুনছে িশ্বাসী।

<https://www.sangbadpratidin.in/world/tonga-volcano-eruption-triggers-tsunami-warnings-in-different-parts-of-world/>

433. দেড় শতকে ২০২১ ছিল বিশ্বের ষষ্ঠ উষ্ণতম বছর, শেষের সেদিন কি সামনেই?

Published by: Kishore Ghosh | Posted: January 16, 2022 1:51 pm | Updated: January 16, 2022 2:30 pm

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: শুরু হয়ে গিয়েছে দুব্বি ভয়ঙ্কর শেষের সেদিন! ক্রমর্ধমান িশ্ব উষ্ণায়নের ([Global Warming](#)) দিকে তাকিয়ে এমনটাই মনে করছেন াহ প্রকৃতি িজ্ঞানী। এরই মধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে আশঙ্কার রিপোর্ট। যেখানে ালা হয়েছে, গত দেড়শো াছর প্রায় নজিরিহীন গ্রীষ্মের সাক্ষী হয়েছে ফেলে আসা ২০২১ সাল।

আমেরিকার (USA) মহাকাশ গেষণা সংস্থা নাসা (Nasa) ও সেদেশের ন্যাশনাল ওশিয়ানিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (NOAA) হৃহস্পতিার গত এক াছরের আাহওয়া সম্পর্কিত াশ কিছু তথ্য প্রকাশ্যে এনেছে। সেখানেই জানানো হয়েছে, গোটা িশ্বে গত ১৪১ াছরের ইতিহাসে ষষ্ঠ উষ্ণতম াছর ছিল ২০২১ সাল। একই দিনে ভারতের মৌসম ভবনও জানায়, গত ১২০ াছরে, অর্থাৎ ১৯০১ থেকে ২০২১-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত াছরটি ছিল দেশে পঞ্চম উষ্ণতম াছর।

গত াছর আমেরিকা সাক্ষী হয়েছে ঘূর্ণিঝড়, তাপপ্রহা, ান্যা ও অতিৃষ্টির। সেদেশের সরকারি পরিসংখ্যান ালছে, এক াছরে ৬০০-র াশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন প্রাকৃতিক দুর্যোগে। অন্যদিকে ান্যা, অতিৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস, াজ্রপাত, শৈত্য ও তাপপ্রহা এং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে জেরার হয়েছে ভারতও। এর ফলে দেশে মৃত্যু হয়েছে ১ হাজার ৭৫০ জনের।

আমেরিকার দুই সংস্থা নাসা ও নোয়া জানিয়েছে, গত এক দশকে প্রায় গোটা পৃথিবীর উষ্ণতা বেড়েছে। তার মধ্যে ভারতও রয়েছে। এরই মধ্যে উষ্ণতা কিছুটা কম ছিল ২০১৬ ও ২০২০ সালে। গত বছর বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ছিল ১৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পাঁচ সাত ডিগ্রি ফারেনহাইট।

নাসা ও নোয়া জানিয়েছে, এর ফলেই ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়ার পাশাপাশি পাড়ছে মহাসাগরগুলির জলের উপরিতলের উষ্ণতা। ফলে একদিকে যেমন ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ছে ভারত-সহ বিভিন্ন দেশে, তেমনি ক্ষতি হচ্ছে হিমবাহগুলির। দ্রুত গতিতে গলতে শুরু করেছে আন্টার্কটিকা ও গ্রিনল্যান্ডের পুরু বরফের চাওড়। যার ফলে পাড়ছে সমুদ্রের জলস্তর। সপ্তাই ভয়ংকর আশঙ্কার কথা।

<https://www.sangbadpratidin.in/science-and-environment/2021-is-6th-warmest-year-in-world-in-last-150-years/>

434. WHO এর সুপারিশ করা দুটি ওষুধ করোনার চিকিৎসায় কাজ করবে, মহামারি থেকে এয়ার কি মুক্তি মিলবে

- By [Paramita Das](#)
- | Updated: Sun, Jan 16, 2022, 13:10 [IST]

করোনা নিয়ে উদ্বেগ পাড়ছে বিশ্ব। লাফিয়ে লাফিয়ে পাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ডবল ডোজের টিকা নিয়েও করোনার নয়া প্রজাতি থেকে মুক্তি মিলছে না। এয়ার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা চিকিৎসার জন্য দুটি ওষুধের কথা জানালেন। নাম দুটি হল ব্যারিনিসট ও সোটোভিমকে সুপারিশ করেছে।

WHO কী জানালেন

WHO এর মতে, করোনা হ্রাস করতে এই ওষুধ দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। sotrovimav ও Vir Biotechnology Inc সাথে GlaxoSmithKline তৈরি করা হয়েছে। চিকিৎসার ব্যয়হারের জন্য মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি তদন্ত মূলক কাজ করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানায়, এই ওষুধ প্রয়োগের ফলে করোনা আক্রান্ত রোগীর হাসপাতালে ভর্তির ঝুঁকি অনেকটাই কমে। তাছাড়া যে সমস্ত রোগী দৃঢ়, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কম এবং ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও স্থূলতার মত রোগে

আক্রান্ত এং যাদের টিকা নেওয়া হয়নি। তাঁদের EUA এই ওষুধ প্রয়োগের জরুরি অনুমোদন দিয়েছেন। রিউমাতয়েড আর্থ্রাইটিস রোগীদের জন্য এই ওষুধগুলি সুপারিশ করেছে।

ব্যরিনিসব ও সোটোভিমব কী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে

২০২১ সালের জুলাই মাসে সুপারলুকিন ও রিসেপ্টর ব্লকার নামে পরিচিত অন্যান্য আর্থ্রাইটিস ওষুধের প্রিক্লিন সরবরাহ করা হয়েছে। ব্যরিনিসব ও সোটোভিমব ওষুধ দুটি জেনস কিনেজ (জ্যাক) ইনহিবিটর নামক ওষুধের একটি অংশ। যা ইমিউনিটি পাওয়ারের কাজ করে। ওষুধগুলি কোভিড -১৯ এর বিরুদ্ধে কাজ করছে আশা করা হচ্ছে। যা জানিয়েছে ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

ICMR এর সদস্যের মত কী

করোনা দমনে ব্যরিনিসব ওষুধ খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি একটি ইমিউনোমোডুলেটর, টোসিলিজুমাবের প্রিক্লিন। করোনা আক্রান্ত রোগীদের এই দুটি ওষুধের মধ্যে একটি দেওয়া যেতে পারে। যা ক্লিনিক্যালি স্টেরয়েডের ওপর নির্ভরশীল। ICMR এর সদস্য ডাঃ সঞ্জয় পূজারি জানান, যখন করোনা রুগী গুরুতর পর্যায়ে চলে যায় তখন এই ব্যরিনিসব ওষুধটি খুব ভালো কাজ করে।

বিশেষজ্ঞরা কী জানালেন

সংক্রামক রোগের বিশেষজ্ঞদের মতে, COV BARRIER গবেষণার পর ব্যরিনিসব ওষুধটি প্রচলিত করা হয়েছে করোনা প্রতিরোধের জন্য। যখন ডেল্টা সংক্রমণ ছিল সেই সময় ঘাটতি ছিল টোসিলিজুমাবের। তখন তাঁর প্রিক্লিন ওষুধ ছিল ব্যরিনিসব। গবেষণা করে দেখা যাচ্ছে, এই ওষুধ প্রচলিত করলে করোনা রোগীর মৃতের সংখ্যা অনেক কমবে। কিন্তু স্টেরয়েডের সাথে এই ব্যরিনিসব প্রচলিত করা যাবে না।

অরবিন্দ চোপড়া বলেন

রিউমাতোলজিস্ট ডাঃ অরবিন্দ চোপড়া বলেন, ব্যরিনিসব আরেক নাম হল ওলুমিয়েন্ট। এটি প্রাপ্তবয়স্কদের চিকিৎসার জন্য এটি প্রচলিত করা হয়। এটি একটি অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ হিসাবেও প্রচলিত করা হচ্ছে। কিন্তু ওমিক্রনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি ককটেল ক্যাসিরিভিমা-ইমডেভিমা একেবারেই সক্রিয় নয়। এটি জানিয়েছেন ডাঃ অমিত দ্রাঈড়।

কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে

তিনি আরও বলেন, ভারতে Baricitinib খুব সস্তা এবং যা সব জায়গায় পাওয়া যায়। ৭-১৪ দিনের মধ্যেই এই ওষুধ প্রয়োগের ফলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে। করোনা রোগীর যখন শ্বাসকষ্ট হয়, তখন আমরা এবং তাঁকে স্টেরয়েড দি, তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করি টসিলিজুমাব। কিন্তু Sotrovimab ভারতে পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞরা জানান, করোনার নয়া রূপ এখন সংক্রমণের গতি। তাই এখন মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিগুলি শুধু ব্যবহার করা উচিত।

https://bengali.oneindia.com/news/international/the-world-health-organization-has-identified-two-drugs-for-corona-treatment-the-two-names-are-baricitinib-and-sotrovimab/articlecontent-pf293173-153066.html?ref_medium=Desktop&ref_source=OI-BN&ref_campaign=Home_Special_Block

435. Sundarban Royal Bengal Tiger: ক্যামেরাবন্দি দক্ষিণ রায়,

সুন্দরবনে শেষ আদমসুমারি

Sundarban: প্রতিচ্ছরই সুন্দরবনের ঘাট গণনার কাজ করে সুন্দরবন ঘাট প্রকল্প ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এন বিভাগ। সুন্দরবন ঘাট প্রকল্পের এই ক্যামেরা খুলে ফেলার

পর ১৩৬ জোড়া ক্যামেরা আবার দেওয়া হবে জেলা এনদফতরকে।

- **TV9 BANGLA DIGITAL**
- Updated On - 1:57 pm, Sun, 16 January 22 Edited By: tista roychowdhury

সুন্দরবনে ধরা পড়ল ঘাট, নিজস্ব চিত্র

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সর্বশেষ ঘাটসুমারিতে ভারতীয় সুন্দরবনের ঘাটের (Royal Bengal Tiger) সংখ্যা ছিল ৯৬। এ তার সেই সংখ্যা বেড়েছে কিংবা কমেছে তা জানার জন্যেই ভরসা এলতে একমাত্র ক্যামেরা। তাই ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (এনটিসিএ) নির্দেশেই ২০২১ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে সুন্দরবন ঘাট প্রকল্প এলাকায় শুরু হয়েছিল ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের ৫৭২ গ্রিডে বিশেষ প্রযুক্তির ক্যামেরা প্রসারের কাজ। তারপর একটানা ৩৫ দিন ধরেই সেই ক্যামেরায় এন্দি হয়েছে

সুন্দরৱনের ঝাঘের নানান ছবি। সেই গণনার কাজ শেষ। অংশেষে শনিৱার খুলে ফেলা হল ক্যামেরা।

ৱনদফতর সূত্রে খৱর, এক একটি জায়গায় দু'টি করে ক্যামেরা ঝসানো হয়েছিল। যাতে ঝাঘের দুই দিক থেকে ছবি ক্যামেরাৱন্দি হয়। কারণ ঝাঘের গায়ের হলুদ কালো ডোরাকাটা দাগ ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই হলুদ ও কালো ডোরাকাটা দাগই দেখেই ঝাঘের সংখ্যা নির্ধারণ করা যাৱে সেই ক্যামেরায় ছবি তোলার মাধ্যম।

সম্প্রতি, সুন্দরৱন থেকে লোকালয়ে ঝাঘ চলে আসার কারণে কয়েকদিন চূড়ান্ত ৱ্যস্ততার মধ্যে কেটেছে সুন্দরৱন ৱ্যাম্ব প্রকল্পের আধিকারিক থেকে কর্মকর্তাদের। তারপরই সুন্দরৱনের ৫৭২ টি গ্রিডে লাগানো সেই সমস্ত ক্যামেরা খুলে ফেলার কাজ শেষ হল শনিৱার। তৱে এ ৱার ঝাঘের যে সমস্ত খাদ্য অর্থাৎ অন্যান্য জীৱ জন্তু কেমন আছে সেই পরিসংখ্যানও ৱৱার ৱই ক্যামেরার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হৱে যা মূলত দেশজুড়ে চার ৱছর অন্তর করা হয়।

তাছাড়া প্রতিৱছরই সুন্দরৱনের ঝাঘ গণনার কাজ করে সুন্দরৱন ৱ্যাম্ব প্রকল্প ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ৱন িভাগ। সুন্দরৱন ৱ্যাম্ব প্রকল্পের ৱই ক্যামেরা খুলে ফেলার পর ১৩৬ জোড়া ক্যামেরা ৱৱার দেওয়া হৱে জেলা ৱনদফতরকে। তারপর ৱনিভাগের পক্ষ থেকে সেই ক্যামেরা ঝাঘের জঙ্গল গুলিতে ঝসানো দক্ষ কর্মীরাই। নির্দিষ্ট সময়ের পর ৱৱার সেখানকার ক্যামেরা খুলে সেগুলো সমস্ত পাঠানো হৱে ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়াতে। সেখানেই উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঝাঘের সংখ্যা নির্ধারণ করা হৱে ৱং সর্পশেষ সেই রিপোর্ট পৌঁছে যাৱে ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির কাছে। শেষে জানা যাৱে সুন্দরৱনের ঝাঘের সংখ্যা কতটা ৱেড়েছে ৱং তার খাৱারের কোন ঘাটতি আছে কিনা।

বনমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া

কিছুদিন আগেই ৱনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানিয়েছিলেন ঝাঘের সংখ্যা নির্ধারণে তাদের গলায় রেডিয়াম কলারও পরানো হৱে। ৱনমন্ত্রীর কথায়, “কিছুদিন ধরেই সুন্দরৱনে ঝাঘের দেখা মিলেছে। ৱমার ৱ্যক্তিগতভাবে ধারণা ঝাঘের সংখ্যা ৱেড়ে গিয়েছে। তাি ৱমরা ঠিক করেছি, দ্রুত ঝাঘের সুমারির ৱ্যৱস্থা করৱ। প্রত্যেক ঝাঘের গলায় রেডিয়াম কলার পরানো হৱে। ৱছাড়া ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার সংখ্যা ৱরও ৱাড়ানো হৱে। মূলত, সুন্দরৱন, ৱক্সা, নেওড়া ভ্যালিতে ৱই সুমারি চলৱে।”

বারবার কেন লোকালয়ে বাঘ?

একবার নয়, বারবার। সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রামে ঢুকছে ঘাঘা। এই তো বছর শেষের কয়েকদিন আগে কুলতলি হাঁফ ছেড়েছিল ঘাঘা পান্ডি হওয়ায়। তার আগে ৬ রাত আতঙ্কে কাটিয়েছে কুলতলি। তারপর ঝড়খালিতে মিলেছিল ঘাঘার পায়ের ছাপ। পরে গোসাটা-সহ একাধিক জায়গায় দেখা মিলেছে ঘাঘার।

জঙ্গলের ভেতরে নেই পানীয় জল। ইয়াসে পাঁধ ভেঙে জঙ্গলের সমস্ত মিষ্টি জলের পিটই এখন নোনা। তৃষ্ণা মেটাতে পান্য হয়ে লোকালয়ে দক্ষিণ রায়। সেসব যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি, কাঠ কাটতে, মাছ ধরছে, কাঁকড়া শিকারে ঘাঘার ডেরায় বার বার পা পড়েছে মানুষের। ঝড়ের মুখে ঢুক পেতে দেওয়া সুন্দরবন ধুঁকছে। আদমসুমারি চলছে ঘাঘার সংখ্যা ঝেড়েছে। কিন্তু ঘাঘার খাদ্য? হরিণ জনশূন্যের অনুপাত কত? সে সংখ্যাই বা গুনছে কে?

প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, “ঘাঘার হামলা ঝেড়েছে কারণ, মানুষ যেমন জীৱিকার স্বার্থে জঙ্গলে যাচ্ছে, ঘাঘাও পর্যাপ্ত খাবার না পেয়ে চাইরে চেরিয়ে আসছে।” শেষ হওয়া আদমসুমারি অনুযায়ী, ঘাঘার সংখ্যা এখন ৯৬। কিন্তু খাদ্যের জোগান ঠিক রয়েছে তো? সাধারণত আহত হলে বা শিকার ধরতে অক্ষম হলে ঘাঘা লোকালয়ে হানা দেয়।

বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এখন খাদ্য ও জলসংকট দেখা দিয়েছে সুন্দরবনের ঘাঘার। প্রাক্তন মুখ্য বনপাল অতনু রাহা বলেন, “ঘাঘাকে সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদের সহায়তা না পেলে ঘাঘা হেরে যাবে। তাকে বাঁচাতে হবে।”

<https://tv9bangla.com/west-bengal/south-24-parganas/sundarban-royal-bengal-tiger-camera-kept-down-after-counting-of-tigers-495468.html>

<https://prohor.in/foreign-species-threatening-eco-system-of-antarctica>

436. পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে মহাজাগতিক দুদুদ!

প্রহর ডেস্ক | January 16, 2022

পৃথিবীর চাইরেও ছড়িয়ে রয়েছে এক অনন্ত জগৎ। রহস্যমোড়া সেই ব্রহ্মাণ্ডের সিংহভাগই এখনও অধরা চিজ্ঞানের কাছে। অজানা তার সম্পূর্ণ ইতিহাসও। দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে প্রযুক্তি। তাতে সন্দেহ নেই কোনো। কিন্তু তার পরেও কতটুকুই বা ধরা পড়ছে আমাদের চোখে? এবার সাম্প্রতিক গবেষণায় উঠে এল তেমনই এক চাঞ্চল্যকর তথ্য।

পৃথিবী তো ঠাট্টাই, প্রকাণ্ড এক মহাজাগতিক বুদবুদের (Cosmic Bubble) পেটের মধ্যে রয়েছে আমাদের আস্ত সৌরজগৎ!

এতদিন পর্যন্ত সৌরজগতের অৱস্থান ঠলতে গেলে শরণাপন্ন হতে হত আকাশগঙ্গা ঠা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির। ঐটার তার আরও সুনির্দিষ্টভাবে ঠলা যেতে পারে আকাশগঙ্গার ‘সুপারবাবল’ বুদবুদের মধ্যেই অৱস্থিত সৌরজগৎ। শুধু সূর্যই নয়, ১০০০ আলোকবর্ষ প্রশস্ত মহাজাগতিক ঐই বুদবুদ জন্ম দিয়েছে কয়েক হাজার অপত্য নক্ষত্রেরও।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, ঐই বুদবুদ আদতে কী? আর তার জন্মই ঠা কীভাবে? মহাকাশ ঠলতে আমরা মূলত শূন্য মাধ্যমকেই ঠুঝি। কিন্তু সৱসময় যে তা শূন্যস্থান, তেমনটা নয়। ভাসমান গ্যাসের মেঘ ছড়িয়ে রয়েছে আদিগন্ত ঐই ব্রহ্মাণ্ডজুড়ে। সেইরকম গ্যাসের মেঘ দিয়েই তৈরি ‘সুপারবাবল’ বুদবুদটি। কয়েক কোটি ঠছরের ঠ্যৱধানে সৱমিলিয়ে ১৫টি সুপারনোভা ঠা নক্ষত্রের ঠিস্ফোরণের ফলে তৈরি হয়েছে ঐই বুদবুদ। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই ঐই বুদবুদজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে নক্ষত্রের মূল জ্বালানি হাইড্রোজেন গ্যাস।

১৯৭০ সালে প্রথম মহাজাগতিক বুদবুদের সন্ধান পান গৱেষকরা। ‘লোকাল বাবল’ হিসাবে নামকরণ করা হয়েছিল সেটিকে। তৱে নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক গৱেষণায় ঠঠে ঐল তার সম্পর্কে ঐকাধিক অজানা তথ্য। প্রথমত, বাবল ঠা বুদবুদ ঠলা হলেও ঐর আকৃতি চিরাচরিত গোলকাকার নয়। ঐরং, তা খানিকটা ঐলোমেলো ব্লৱের আকৃতির। ঐওং সৱচেয়ে আকর্ষণীয় ঠিষয় হল তার আয়তন ঠেড়ে চলেছে ক্রমাগত। আরও নির্দিষ্ট করে ঠলতে গেলে প্রতি সেকেন্ডে ৬.৪ কিলোমিটার করে ঠ্যাস ঠাড়াচ্ছে ঐই অতিকায় বুদবুদ।

আর সূর্য? ঐমন ঐকটি বুদবুদের মধ্যে কীভাবে তুকে পড়ল আমাদের সমস্ত শক্তির ঠৎস? তার জন্মও কি ‘সুপারবাবল’-ঐ? না, খানিকটা ঐকাক করে দিয়েই গৱেষকরা জানাচ্ছেন, ঐই বুদবুদের মধ্যে অৱস্থিত সমস্ত নক্ষত্রেরই জন্ম হয়েছে তার ঠাইরে। পরৱর্তীকালে তা ঘুরতে ঘুরতে প্রৱেশ করেছে গ্যাসের ঐই বুদবুদের মধ্যে। আর নতুন নক্ষত্রের জন্মের তত্ত্ব? হ্যাঁ, সুপারবাবল কয়েক হাজার ঠেটি স্টার ঠা অপত্য নক্ষত্রের জন্ম দিয়েছে ঠিকই কিন্তু তা মূলত তৈরি হয়েছে সুপারবাবলের ঠাইরের আস্তরণের গা ঘেঁষে। মহাকাশ ঠিজ্ঞানের ভাষায় যা পরিচিত ‘স্কিন’ নামে।

সম্প্রতি, নাসার গবেষকরা প্রস্তুত করে ফেলেছেন 'সুপারবابل'-এর থ্রিডি মডেল। তপে পৃথিবীকে ঘিরে থাকা এই মহাজাগতিক বুদবুদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য পেতে আরও চিস্তারিত গবেষণা প্রয়োজন বলেই মনে করেন চিজ্ঞানীরা...

<https://prohor.in/cosmic-bubble-protecting-earth>

16.01.22

437. **Cannabis:** করোনা সংক্রমণ রুখতে পারে গাঁজা, আফিমে থাকা দু'টি যৌগ, খুলতে পারে ওষুধ আটকারের পথ

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ১৪ জানুয়ারি ২০২২ ১৫:৩৪



আফিম, গাঁজায় প্রচুর পরিমাণে থাকা দু'টি রাসায়নিক যৌগ মানুষ বা অন্য কোনও প্রাণীর দেহকোষে করোনাভাইরাসকে নোঙর ফেলতে বাধা দেয়। -ফাইল ছবি।

আফিম, গাঁজায় থাকা এমন দু'টি রাসায়নিক যৌগের হৃদিশ মিলল যারা করোনাভাইরাসের সংক্রমণ দ্রুত রুখে দিতে পারে।

দেখা গেল, ওই দু'টি যৌগ ভাইরাসের চাইরের স্তরে থাকা শূঁড়ের মতো দেখতে স্পাইক প্রোটিনের বিভিন্ন অংশকে দ্রুত চোঁধে ফেলতে পারে। ফলে, মানবশরীরে ঢুকে ভাইরাস আর কোষে নোঙর ফেলতে পারে না। সংক্রমণও হয় না।

আমেরিকার ওরেগন বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে সাম্প্রতিক একটি গবেষণা এই খবর দিয়েছে। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক চিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকা '**জার্নাল অব ন্যাচারাল প্রোডাক্টস**'-এ।

চিশেষজ্ঞদের একাংশের চুক্ত্য, এর ফলে আগামী দিনে এই দু'টি যৌগকে চ্যাহার করে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে নতুন ওষুধ আটকার হতে পারে।

মানুষ বা অন্য কোনও প্রাণীর শরীরে ঢুকে শূঁড়ের মতো দেখতে এই স্পাইক প্রোটিন দিয়েই আশ্রয়দাতার দেহকোষে নোঙর ফেলে করোনাভাইরাস। ভাইরাসকে সেই নোঙর ফেলতে সাহায্য করে আশ্রয়দাতার কোষের চাইরের স্তরে থাকা এসিই-২ রিসেপ্টর প্রোটিন।

গবেষকরা দেখেছেন, আফিম, গাঁজায় প্রচুর পরিমাণে থাকা দু'টি রাসায়নিক যৌগ মানুষ বা অন্য কোনও প্রাণীর দেহকোষে করোনাভাইরাসকে নোঙর ফেলতে বাধা দেয়।

ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনকে ঠেঁধে ফেলে।

আফিম, গাঁজায় থাকা ওই দুটি রাসায়নিক যৌগ আদতে দুটি অ্যাসিড। একটির নাম- 'ক্যানাবিগেরোলিক অ্যাসিড (সিবিজিএ)'। অন্যটি, 'ক্যানাবিডায়েলিক অ্যাসিড (সিবিডিএ)'।

গবেষণাটি করা হয়েছে গবেষণাগারে। কোনও ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এখনও পর্যন্ত চালানো হয়নি। গবেষকরা দেখেছেন, আফিম, গাঁজায় থাকা দুটি রাসায়নিক যৌগ সিবিজিএ এও সিবিডিএ খুব দ্রুত করোনাভাইরাসের আলফা ও টিটা রূপ (ভেরিয়ান্ট)-গুলির সংক্রমণ রুখে দিতে পারছে। ভাইরাসের ওই রূপগুলির স্পাইক প্রোটিনকে এত তাড়াতাড়ি ঠেঁধে ফেলছে যে ভাইরাসটি মানব দেহকোষে নোঙর ফেলতেই পারছে না। ফলে, সংক্রমণ হচ্ছে না।

গবেষকরা অশ্রয় এও জানিয়েছেন, যাঁরা নিয়মিত গাঁজা, আফিম সেবন করেন করোনার আলফা, টিটা রূপের সংক্রমণ তাঁদের হবে না, তা কিন্তু নয়। তবে আফিম, গাঁজায় থাকা ওই দুটি রাসায়নিক যৌগ দিয়ে ভবিষ্যতে কোনও ওষুধ তৈরী হলে তা করোনা সংক্রমণ রুখতে যথেষ্টই কার্যকরী হতে পারে।

অন্যতম মূল গবেষক ওরেগন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিচার্ড ব্রিমেন বলেছেন, 'আফিম, গাঁজায় যে দু'টি অ্যাসিডকে আমরা করোনা সংক্রমণ রুখে দিতে দেখেছি দীর্ঘ দিন ধরেই সেই যৌগগুলি মানুষের অন্যান্য চিকিৎসায় কাজে লাগে। তবে এই দু'টি যৌগ যে এত দ্রুত রুখে দিতে পারে করোনাভাইরাসের সংক্রমণও তা এই প্রথম জানা গেল।'

<https://www.anandabazar.com/science/cannabis-compounds-may-stop-coronavirus-study-shows-dgtl/cid/1323521>

438. Covid-19: Who is at higher risk: কোভিডে সকলের মৃত্যুর

আশঙ্কা নেই, কারও কারও আছে, তাঁরা কারা সেটি বলে দিল গবেষণা

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 14 Jan 2022, 07:19 PM IST

লেখক Suman Roy

- কোভিড সংক্রমণ হলে কাদের প্রাণ হারানোর আশঙ্কা বেশি? কাদেরই ঠা হসপাতালে রেখে চিকিৎসা করাতে হতে পারে? চলছে নতুন গবেষণা।

অনেকেরই কোভিড সংক্রমণ হচ্ছে। কিন্তু সকলে সমান ভাবে অসুস্থ হচ্ছেন না। কারও কারও ক্ষেত্রে এটি মারাত্মক আকার নিচ্ছে। কারও ক্ষেত্রে আবার তেমন কোনও প্রভাবই ফেলছে না। কোভিডের ডেল্টা রূপের কারণে এত মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আবার

ডেল্টা সংক্রমণ অনেকে টেরই পাননি। এর কি কোনও ব্যাখ্যা আছে? কাদের কোভিড বেশি মাত্রায় ধরাশায়ী করছে, কাদের তেমন কোনও সমস্যাই হবে না— এর কোনও আভাস পাওয়া যেতে পারে কি? অংশই পারে। তেমনই চলছে হালের গবেষণা। সেখানে দাঁড় করা হয়েছে, কোভিড সংক্রমণের ফলে কাদের মৃত্যুর আশঙ্কা বেশি, সেটিও আগে থেকে টের পাওয়া সম্ভব।

সম্প্রতি পোল্যান্ডের কয়েক জন চিকিৎসকী এমনই একটি জিনের সন্ধান পেয়েছেন। এই জিনটি যাঁদের শরীরে রয়েছে, কোভিডের ঠাড়াঠাড়াি এং মৃত্যুর আশঙ্কা তাঁদের মধ্যে অন্যদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। পোল্যান্ডের স্বাস্থ্য দফতর মনে করছে, এই আবিষ্কার আগামী দিনে মানুষকে আরও বেশি করে সুরক্ষা দিতে পারবে। কাদের কোভিড থেকে ভয় আছে, তাঁদের চিহ্নিত করা সহজ হয়ে যাবে।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/scientists-have-discover-gene-that-increases-risk-of-dying-from-covid-31642166403716.html>

439. কাদের জন্য বেশি বিপদজনক করোনার নতুন রূপ Omicron ? উত্তর দিলেন WHO প্রধান

<http://dhunt.in/qSinT?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

440. N95 Mask usage: কত ঠার ব্যবহার করা যায় এন৯৫ মাস্ক, কী চলছেন

প্রশ্নেত্তরা

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ১৪ জানুয়ারি ২০২২ ১১:১০



এন৯৫ মাস্ক ব্যবহার করার সঠিক পদ্ধতি কী?

ছবি: সংগৃহীত

রাজ্য তথা দেশ জুড়েই লাফিয়ে ঝাড়ছে করোনার প্রকোপ। এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞরা ঠার ঠার চলছেন নিয়মিত মাস্ক পরে থাকার কথা। পাশাপাশি ভাইরাস আটকাতে যে ধরনের মাস্ক সচেষ্টে বেশি কার্যকর বলে দাবি করা হচ্ছে সেটি হল এন৯৫ মাস্ক। কিন্তু এই মাস্কের চাহিদা যেমন বেশি তেমনই বেশি এর দামও। কাজেই মধ্যমিত্ত ও নিম্ন মধ্যমিত্ত মানুষের পক্ষে প্রতিনিয়ত এই মাস্ক জোগাড় করা বেশ অসুবিধাজনক। অনেকেই আবার প্রশ্ন করছেন এন ৯৫ মাস্কের উপর লেখা একবার ব্যবহারযোগ্য কথাটির কী মানে? এটি কি এক ঠার ব্যবহার করার পরেই ফেলে দিতে হয়?



প্রতীকী ছবি।
ছবি: সংগৃহীত

বিশেষজ্ঞরা আগেই জানিয়েছিলেন ওমিক্রন এতটাই বেশি সংক্রামক যে তা আটকাতে যথেষ্ট নয় সাধারণ একস্তরীয় কাপড়ের মাস্ক। এন৯৫ মাস্কে থাকে পলিপ্রোপাইলিন নামক তন্তু যা একই সঙ্গে যান্ত্রিক ভাবে এং স্থির তড়িৎকে কাজে লাগিয়ে ঠাইরের জীবাণুকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। তাই ভাইরাস আটকাতে এর জুড়ি মেলা ভার।

কিন্তু কত ঠার ব্যবহার করা যেতে পারে একটি এন ৯৫ মাস্ক? বিশেষজ্ঞরা কিন্তু চলছেন এক ঠার নয় ঠারং সঠিক ভাবে ব্যবহার করলে একটি মাস্ক বেশ কয়েক দিন ব্যবহার করা যেতে পারে। আর এতে এক ঠার পরিধানযোগ্য লেখা থাকে তার কারণ হল, এই ধরনের মাস্ক সাধারণত চিকিৎসকরা পরে থাকেন। সে ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসক যখন একজন কোভিড আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করার পর একজন সুস্থ ব্যক্তির কাছে যান, যাতে তিনি সংক্রমণ ছড়িয়ে না ফেলেন তার জন্যই মাস্কে এক ঠার ব্যবহারের কথা লেখা থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবহারের সময় এন৯৫ মাস্ক পরার উদ্দেশ্য নিজেকে ভাইরাস থেকে রক্ষা করা। কাজেই সে ক্ষেত্রে পরিবেশ ঠদলে গেলে মাস্ক ঠদলে ফেলার দরকার নেই।

তবে এই একাধিক ঠার ব্যবহার করতে হলে কিন্তু মেনে চলতে হবে বেশ কিছু নিয়ম।
১। কোনও মতেই মাস্কের সামনের অংশে স্পর্শ করা চলবে না। অর্থাৎ ঠাইরের দিকে নাক ও মুখ ঠরাঠর যে অংশগুলি থাকে, মাস্ক খোলা ঠা পরার সময় কোন মতেই সেই অংশগুলিতে হাত দেওয়া যাবে না। খোলা ঠা পরার সময় সতর্ক ভাবে মাস্কের দড়ি ঠা একদম পাশের দিকের অংশগুলি ধরে পরিধান করতে হবে।

২। ভিজে গেলে, ময়লা হয়ে গেলে, মাস্কের মধ্যে ভাঁজ পড়ে গেলে ঠা অন্য কোনও ভাবে মাস্কটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেই মাস্ক আর ব্যবহার করা যাবে না।

৩। যত বেশি দিন মাস্ক ব্যবহার করা হবে স্বাভাবিক ভাবেই তত বেশি জীবাণু ও দূষিত পদার্থ আটকে যাবে মাস্কে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ক্রমশ অসুবিধাজনক হয়ে উঠবে শ্বাস নেওয়া। বিশেষজ্ঞরা চলছেন যখন মাস্ক পরে শ্বাস নেওয়া অসুবিধাজনক হয়ে যাবে

তখনই দুঝতে হওে আর ঝ্যহরযোগ্য নেই মাস্ক।

৪। কোভিড আক্রান্ত ঝ্যক্তির কাছাকাছি থাকলে এক ঝারের ঝেশি এই মাস্ক ঝ্যহর না করাই শ্রেয়।

<https://www.anandabazar.com/health-and-wellness/covid-19-how-many-times-can-you-use-a-n95-mask-to-stay-safe-during-this-omicron-coronavirus-surge-dgtl/cid/1323495>

441. Omicron and Mask: কাপড়ের মাস্ক ঝ্যহর করছেন? মাত্র ২০ মিনিটেই

হতে পারে সংক্রমণ, ঝলছে গণেষণা

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ০৭ জানুয়ারি ২০২২ ১০:০৭



ওমিক্রন আটকাতে সঝচেয়ে ঝপযোগী কোন মাস্ক

ছবি: সংগৃহীত

রাজ্য তথা গোটা দেশ জুড়েই লাফিয়ে ঝাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ঝিশেষজ্ঞরা ঝারংঝার ঝলছেন, সংক্রমণ আটকাতে কোভিডঝিধি মেনে চলার কোনও ঝিকল্প নেই। আর কোভিডঝিধির প্রথম ধাপটিই হল মাস্ক পরে থাকা। কিন্তু কোন মাস্ক কোভিড সংক্রমণ আটকাতে কতটা ঝপযোগী তা নিয়ে ঝিভ্রান্তির অন্ত নেই জনমানসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ঝ্যাপারে দেখা যায় সচেতনতার অভাঝ। সাম্প্রতিক ঝকটি গণেষণার ফলাফলের ঝপর ভিত্তি করে গণেষকরা আঝারও স্পষ্ট করে দিলেন কোভিড সংক্রমণ আটকাতে কতটা সক্ষম কোন মাস্ক।



গ্রাফিক: শৌভিক দেবনাথ

প্রিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন কোভিড আটকাতে সচেষ্টে উপযোগী এন৯৫ মাস্ক। একজন কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তি যদি মাস্ক পরে না থাকেন তবে তার সামনে এন৯৫ মাস্ক একজন সুস্থ মানুষকে রক্ষা করতে পারে প্রায় আড়াই ঘণ্টা। আর রোগী এং একজন সাধারণ মানুষ দু'জনেই যদি মাস্ক পরে থাকেন তবে কোভিড রোগী থেকে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রমণ ছড়াতে সময় লাগে প্রায় ২৫ ঘণ্টা।

কিন্তু এন৯৫ মাস্ক দীর্ঘ ক্ষণ পরে থাকা কষ্টকর বলে সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় সাধারণ কাপড়ের মাস্ক পরে থাকার প্রণয়। এই ব্যাপারে কিন্তু ার ার সতর্ক করছেন গণেশকরা। তাঁদের ংক্ত্য, ওমিক্রন আটকাতে এই মাস্ক মোটেই খু া একটা কার্যকরী নয়। গণেশনা ালছে, কোনও কোভিড আক্রান্তের সামনে যদি এই ধরনের একস্তরীয় কাপড়ের মাস্ক পরে যাওয়া হয় তাহলে মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট সুস্থ ব্যক্তি কোভিড আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন। রোগী এং সুস্থ ব্যক্তি দুজনেই যদি এই মাস্ক পরে থাকেন তবে সংক্রমণ ছড়াতে সময় নেয় মাত্র ২৭ মিনিট।

এই অস্থায় কাপড়ের মাস্কের াদলে সার্জিক্যাল মাস্ক পরা াশি কার্যকরী ালেই মত গণেশকদের। একটি সার্জিক্যাল মাস্ক সংক্রমণ থেকে একজন সুস্থ ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারে প্রায় ৩০ মিনিট। প্রিশেষজ্ঞদের মতে, ওমিক্রন করোনার অন্যান্য রূপগুলির থেকে অনেক াশি সংক্রামক। তাই এর সংক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করাও অনেক াশি কঠিন। কাজেই মাস্ক গলায় ঝুলিয়ে রাখা, নাক থেকে খসে পড়া মাস্ক, ার ার মাস্কে হাত দেওয়া, এই সচই হতে পারে অত্যন্ত াপজজনক। গণেশনা স্পষ্ট ালছে, কোনও রকম মাস্কের প্রতিরোধ না থাকলে একজন রোগীর থেকে একজন সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে সংক্রমণ ছড়াতে সময় লাগে মাত্র ১৫ মিনিট।

<https://www.anandabazar.com/health-and-wellness/covid-19-omicron-can-spread-within-minutes-even-with-the-cloth-masks-says-study-dgtl/cid/1322386>

442. এক ফোনেই মিলবে সুরাহা! করোনা মোকাবিলায় নয়া উদ্যোগ

কলকাতা পুরসভার

প্রতিবেদনটি লিখেছেন-

বংনিউজ২৪x৭ ডিজিটাল ডেস্ক

14 January, 2022, 10:17 PM



এক ফোনেই মিলবে সুরাহা! করোনা মোকাবিলায় নয়া উদ্যোগ কলকাতা পুরসভার কোভিড সংক্রমণকে রুখতে সর্বাঙ্গিক ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কলকাতা পুরসভা। এয়ার করোনা পরিস্থিতিতে আরও এক ধাপ এগোল পুর কর্তৃপক্ষ। পুরসভা সূত্রে খবর, আগামীকাল থেকেই শহর কলকাতায় কোভিড কন্ট্রোল রুম শুরু করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। এর জন্য বিশেষ নম্বরও চালু করছে পুর কর্তৃপক্ষ।

কলকাতা পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, ২২৮৬ -১২৩৮ এই নম্বরে ফোন করলে পুরসভার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য কর্তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন শহরবাসী। স্বাস্থ্য বিষয়ক যাত্রীয় তথ্য পাবে শহরবাসী পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের থেকে।

এছাড়াও এই নম্বরে যোগাযোগ করে সেফ হোমের বিষয়েও সাহায্য পাও শহরাসী।সেফ হোমে ভর্তির ব্যাপারে কাউকে যাতে সমস্যায় পড়তে না হয়, তার জন্য কাকে ফোন করলে সেফহোমে ভর্তির ব্যস্থা করা যাবে। এদিকে পুরসভার তরফে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে একটি ম্যাসেজ যাবে। যাতে কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নম্বরের পাশাপাশি কিভাবে কার সঙ্গে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করতে হবে সেই সমস্ত যাণীয় বিষয়ে তথ্য দেওয়া থাকবে।

<https://www.bongnews24x7.com/kmc-will-open-covid-control-room/>

443.



<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/40743/61e19a58dbfc5>

444. Santragachi lake: ফের ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী আসছে সাঁতরাগাছি ঝিলে

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ১৬ জানুয়ারি ২০২২ ০৯:০৪



নিশ্চিন্তে: সাঁতার কাটছে পরিযায়ী হাঁসের দল। শনিবার, সাঁতরাগাছি ঝিলে।

ছবি: দীপঙ্কর মজুমদার

সমস্ত আশঙ্কা নস্যাত করে সাঁতরাগাছি ঝিলে অশেষে উড়ে এল কয়েক হাজার পরিযায়ী পাখি। গত সাত বছরের মধ্যে যা রেকর্ড এলেই জানাচ্ছেন রাজ্যের পক্ষিপ্রেমীরা। তাঁদের আশা, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আরও হাজার দশেক পাখি সেখানে এসে পৌঁছে। সাঁতরাগাছি ঝিলে ইতিমধ্যেই দেখতে পাওয়া গিয়েছে হুইসলিং ডাক-সহ বেশ কয়েক প্রজাতির পাখি।

দীর্ঘ কয়েক বছরের খরা কাটিয়ে এ বার এত সংখ্যক পরিযায়ী পাখি আসায় পক্ষিপ্রেমীদের পাশাপাশি হাওড়ার পুর কর্তারাও দারুণ খুশি। হাওড়ার পুর কমিশনার ধর্মল জৈন বলেন, ‘‘গত দু’বছর ধরে ঝিলের পরিবেশগত উন্নতি ঘটাতে আমরা বিভিন্ন সংগঠনকে নিয়ে কাজ করছি। পাখির সংখ্যা এখনই প্রায় হাজার সাতেক। এটা সকলের চেষ্টার ফসল।’’

সময় মতো কচুরিপানা ও চারপাশের আর্জনা পরিষ্কার না হওয়ায় এ বছর সাঁতরাগাছি ঝিলে পরিযায়ী পাখি কম আসে। এলেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন পরিবেশকর্মীরা। কিন্তু সেই আশঙ্কা উড়িয়েই গত বৃহস্পতিবার থেকে ওই ঝিলের আকাশ কালো করে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখিকে উড়ে আসতে দেখেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা জানান, শনিবার পর্যন্ত প্রচুর পাখি এসেছে। ঝিলের পাড় ও কচুরিপানার দ্বীপে এসে এসেছে তারা। সন্ধ্যা হলেই উড়ে যাচ্ছে খাবারের সন্ধানে। এ দিন ওই ঝিলে গিয়ে দেখা যায়, বহু জায়গা থেকেই এখনও কচুরিপানা তোলা হয়নি। চারপাশে পড়ে রয়েছে আর্জনা। ঝিল সংস্কারের কাজ শেষ হয়নি এখনও। তার মধ্যেই আসছে পাখিরা। পরিযায়ীদের আসার খবর পেয়ে এ দিন সকাল থেকেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন পক্ষিপ্রেমীরা।

স্থানীয় বাসিন্দা সোমা নন্দী বলেন, ‘‘অনেক দিন পরে এত পাখি আসতে দেখলাম। যে ভাবে দূষণ পাড়ছে, ভেঙেছিলাম, হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে আসা পাখিদের আর দেখতে পাও না।’’

পরিযায়ী পাখিরা এমন প্রচুর সংখ্যায় ফিরে আসায় স্বভাবতই খুশি গত তিন বছর ধরে ঝিল সংস্কারের কাজে যুক্ত একটি প্রেসরকারি সংস্থার কর্তা অর্জন সূ। তিনি বলেন, ‘‘গত তিন বছর ধরে প্রায়োডাইভার্সিটি বোর্ডের নির্দেশে হাওড়া পুরসভার সঙ্গে ঝিল সংস্কারের কাজ করে চলেছে আমাদের সংস্থা। প্রতি বছরই পাখির সংখ্যা পাড়ছে। তাই এ বার অনেক পাখি এসেছে। ঝিলের চারপাশে আর্জনা পড়ে রয়েছে বা কচুরিপানার জন্য পাখি আসছে না, এটা ঠিক নয়। ঝিলে পাখি আসার জন্য কচুরিপানার আড়ালটাও চাই, জলও চাই।’’ ওই কর্তার মতে, কচুরিপানা মানুষের কাছে আর্জনা হলেও তা পাখিদের আশ্রয়স্থল। ওই কচুরিপানাই ঝিলের জলকে পরিষ্কৃত করে। জল পরিষ্কার আছে এলেই এত পাখি এসেছে।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/flock-of-migrant-birds-are-coming-to-santragachi-lake/cid/1323826>

445. Coronavirus: দূষণের কারণে ঝড়ছে করোনার 'প্রাণ' সংখ্যা!

দেওয়াশিস ঘড়াই

কলকাতা ১৬ জানুয়ারি ২০২২ ০৮:৩৯



ফাইল চিত্র।

প্রাতসে ভাসমান ধূলিকণার মাত্রা ঝড়লে পোয়াপ্রারো হয় সার্স কোভ-২-এরও। কারণ, ভাসমান ধূলিকণাকে 'প্রাণ' করে সার্স কোভ-২ অনেক দূর পৌঁছে যেতে পারে। প্রিজ্ঞানী এওং গণেশকদের একাংশের এই অনুমান নিয়ে আগে চর্চা হয়েছিল। সেই চর্চাই ফের

ইন্ধন পেয়েছে কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের ছ'টি শহরের দূষণ-চিত্রের নিরিখে।

গণেশকাকারী সংস্থা 'সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট' (সিএসই) সম্প্রতি কলকাতা, হাওড়া, আসানসোল, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি ও হলদিয়া- রাজ্যের ছ'টি শহরকে নিয়ে এক সমীক্ষা করেছে। ওই সমীক্ষার সময়কাল ছিল ১ জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে ২ জানুয়ারি, ২০২২। যা থেকে জানা যাচ্ছে, প্রতিটি শহরেই প্রাতসে ভাসমান ধূলিকণা (পিএম১০), অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণার (পিএম২.৫) পাশাপাশি ঘানপ্রাণের ধোঁয়া থেকে নির্গত নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড নির্ধারিত মাত্রার থেকে প্রিপজ্জনক হারে ঝড়ছে। এই সমস্যা

প্রত্যাশিত ভাবেই শীতকালে প্রেশি দেখা গিয়েছে।

অনুমান, এখানেই ঝেড়ে যাচ্ছে কোভিড-১৯ সংক্রমণের প্রিপদ। কারণ, সংক্রমিত প্র্যক্তির হাঁচি-কাশির ড্রপলেটের সঙ্গে প্রেরোনো করোনাভাইরাস, ভাসমান ধূলিকণার উপরে ভর করে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে প্রলে অনুমান প্রিজ্ঞানী-চিকিৎসকদের একাংশের। পালমোনোলজিস্ট রাজা ধর জানাচ্ছেন, ধরা যাক শহরের কোনও জায়গায় অটো

চলে প্রেশি। ফলে সেখানে ভাসমান ধূলিকণা-সহ অন্য দূষকের পরিমাণও প্রেশি। তাঁর কথায়, 'সে কারণে ওই অঞ্চল প্রা অন্য দূষিত অঞ্চলে প্রসপ্রাসকারী প্রাসিন্দাদের

ন্যাসোফেরিংসে (নাকের পিছনে, ভোকাল কর্ডের উপরে থাকে) ভাইরাল লোড বেশি হয়।

এমনটাই মনে করা হচ্ছে। কারণ, ভাসমান ধূলিকণায় চেপে ভাইরাস সহজেই সেখানে প্রবেশ করে।'' সংক্রামক রোগের এক চিকিৎসকের কথায়, ''এখন ভাসমান ধূলিকণা পাতাসে অনেক ক্ষণ থাকে। সেই সঙ্গে তা অনেক দূর ছড়িয়ে পড়ায় ভাইরাসও সেই পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এমন তত্ত্বও উঠে এসেছে যে, ধূলিকণায় চেপে ভাইরাস ২৭ ফুট দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।'' 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ রেসপিরেটরি কেয়ার' - এর প্রাক্তন ভাইস

প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান সদস্য, আর্থার সদানকুমার বলেন, ''দূষণ ফুসফুসকে দুর্বল করে। এ ব্যাপারে কোনও সংশয়ই নেই যে, সেই দুর্বল ফুসফুস সার্স কোভ-২ দ্বারা আক্রান্ত হলে অসুস্থতার মাত্রা বেশি হয়।''

সেখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে সিএসই-র সাম্প্রতিক সমীক্ষা। যা জানাচ্ছে, যানবাহনের ধোঁয়াজনিত দূষণের মাত্রার নিরিখে ছ'টি শহরের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে কলকাতা। ডিসেম্বরে কলকাতার পাতাসে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের গড় মাত্রা সর্বাধিক, প্রতি ঘনমিটারে ৫০ মাইক্রোগ্রাম। তার পরে রয়েছে আসানসোল (৩৯ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার) ও শিলিগুড়ি (৩৪ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার)। শুধু তা-ই নয়, মধ্যরাতে ট্রাক চলাচলের কারণে শহরের নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের দূষণ বৃদ্ধি পায় স্থায়ী হয়। সিএসই-র এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি) অনুমিতা রায়চৌধুরী জানাচ্ছেন, দিনের ব্যস্ততম সময়ে যানবাহনের সংখ্যা বেশি থাকাকালীন নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের মাত্রাও সমানুপাতিক হারে বেড়েছে। তাঁর কথায়, ''ছ'টি শহরের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, ব্যস্ততম সময়, যেমন রাত ৬-৮টা পর্যন্ত এর উপস্থিতি সর্বাধিক হয়। দুপুরে এও সন্ধ্যায় নির্ধারিত মাত্রার থেকে ঘণ্টাভিত্তিক দূষণও কলকাতায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।''

অতি সূক্ষ্ম ভাসমান ধূলিকণার অস্তিত্বও তথ্যে। ২০২১ সালে সাপ্তাহিক পিএম২.৫ দূষণের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, জাতীয় গড়ের তুলনায় কলকাতার দূষণ প্রায় দ্বিগুণ। গত তিন বছরই শহরের দূষণ বার্ষিক নির্ধারিত মাত্রাকেও (পিএম২.৫ প্রতি ঘনমিটারে ৪০ মাইক্রোগ্রাম) লঙ্ঘন করেছে। যার প্রেক্ষিতে 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস'-এর (যোধপুর) পালমোনারি বিশেষজ্ঞ নটীন দত্ত জানাচ্ছেন, ''দূষণ, সিওপিডি যা যে কোনও কারণেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ফুসফুসে কোভিড সংক্রমণ নিঃসন্দেহে প্রিপজ্জনক এমনকি, প্রাণঘাতী হতে পারে।''

অশুভ শুধু কোভিডের কারণেই নয়, এমনি সুস্থতার জন্যও দূষণ নিয়ন্ত্রণ জরুরি।-
বলছেন বিশেষজ্ঞেরা।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/dust-particles-are-the-carriers-of-coronavirus/cid/1323817>

446. মাঝ সমুদ্রে ভয়াবহ-কাণ্ড! উত্তরে প্রায়ুতে প্রচল ঢেউ আছড়ে পড়ল ট্রলারে, তারপর যা ঘটল By Sanjay Ghoshal| Updated: Mon, Jan 17, 2022, 19:10 [IST] প্রক্সোপসাগরের ঢুকে ঘটল ভয়ঙ্কর ঘটনা। ট্রলার তখন মাঝ সমুদ্রে। এক মনে মাছ ধরছিলেন মৎস্যজীৱীরা। তখনই উত্তর প্রায়ুর ঢেগ ঢেড়ে যায়। প্রচল উত্তরে হাওয়ায় উত্তাল হয়ে ওঠে সমুদ্র। একের পর এক প্রচল ঢেউ আছড়ে পড়ে ট্রলারে। তাতেই ঘটল চিপত্তি। পাটাতন ভেঙে ডুৱে গেল মাছ ধরার ট্রলার। অথৈ সমুদ্রে শুরু হল চার মৎস্যজীৱীদের জীৱনযুদ্ধ। উত্তর প্রায়ুর ঢেগে প্রচল ঢেউ রৱিৱার চিকিলে ট্রলারটি তখন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে জলদাখাঁড়ির কাছে মাঝ ধরছিল। তখনই উত্তর প্রায়ুর ঢেগ ক্রমেই ঢেড়ে ওঠে। তার জেরে প্রচল ঢেউয়ে মা অন্তপূর্ণা নামের ওই ট্রলারের পাটাতন ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডল ঢুকে ডুৱতে শুরু করে ট্রলারটি। চিপত্তি ঢুঝে মাঝ সমুদ্রেই লাইফ ৱেন্ট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন চার মৎস্যজীৱী। by TaboolaSponsored Links A plan which covers your life as well as critical illnesses Free Term Insurance Calculator Enter Car Number To Check Eligibility For 85% Discount On Car Insurance ACKO Car Insurance Get Quote মাঝ সমুদ্রে ডুৱন্ত ট্রলার থেকে ঝাঁপ খানিক দূরে অন্য একটি ট্রলার দেখে চিপদ সংকেত দিয়েছিলেন মাঝ সমুদ্রে ডুৱে যাওয়া মা অন্তপূর্ণা ট্রলারের চার মৎস্যজীৱী। সমুদ্রের মাঝে তাঁদের আতঁ চিৎকারও কণ্ঠগোচর হয়েছিল অন্য ট্রলারের মৎস্যজীৱীদের। তারপর অন্য ট্রলারটির মৎস্যজীৱীরা উদ্ধার করেন সমুদ্রে ভাসতে থাকা চার মৎস্যজীৱীকে। তখনও সমুদ্রে ডুৱন্ত অৱস্থায় রয়েছে তাঁদের ট্রলার। ডুৱন্ত ট্রলারটি উদ্ধার মৎস্যজীৱী ইউনিয়নের পাশের ট্রলারের মৎস্যজীৱীরা তাঁদের উদ্ধার করার পাশাপাশি খৱর দিয়ে দেয় সাগর উপকূল থানা ও মৎস্যজীৱী ইউনিয়নে। তখন চটজলদি মৎস্যজীৱী ইউনিয়নের একটি ট্রলার ঘটনাস্থলে গিয়ে ডুৱন্ত ট্রলারটি উদ্ধার করে তীরে নিয়ে আসে। জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া চার মৎস্যজীৱী সাগরের মহিষমারি এলাকার ৱাসিন্দা। উত্তরে হাওয়ার দাপটে ফাটল ট্রলারের পাটাতনে গতৱছর ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের সময় ৱড় ট্রলিং জাহাজের সঙ্গে মাঝ সমুদ্রে সংঘর্ষে একটি মাছ ধরার ট্রলার ডুৱে গিয়েছিল। সেটা অৱশ্য ৱাংলাদেশের ঘটনা। এৱার ৱাংলাতেই ঘটল ট্রলার ডুৱির ঘটনা। উত্তরে হাওয়ার দাপটে মৎস্যজীৱীদের ট্রলার মাঝ সমুদ্রে পাটাতন ফেটে ডুৱে যেতে থাকে। কোনওরকমে প্রাণ রক্ষা পায় মৎস্যজীৱীদের। মৎস্যজীৱীদের উদ্ধার করে অন্য ট্রলার এর আগে গত ৱছরের নভেম্বরে দিঘা মোহনায় ট্রলার ডুৱির ঘটনা ঘটে। সেক্ষেত্রেও ১২ জন মৎস্যজীৱীকে উদ্ধার করা সম্ভৱ হয়েছে। তৱে কয়েক লক্ষ টাকার মাছ জলে যায়। মা জগৎজননী ট্রলারটি মাছ ধরে ফেরার পথে চড়ায় ধাক্কা লেগে ডুৱে যায়। ১২ জন মৎস্যজীৱী প্রাণ ৱাঁচাতে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন। পরে ওই ১২ জনকে উদ্ধার করা হয়। এক্ষেত্রেও মাঝ সমুদ্রে পাটাতন ভেঙে ট্রলার ডুৱির ঘটনায় মৎস্যজীৱীদের উদ্ধার করা সম্ভৱ হয়েছে।

Read more at: <https://bengali.oneindia.com/news/west-bengal/trawler-sinks-in-bay-of-bengal-due-to-northern-wind-speed-and-fishermen-save-lives-153147.html>

447. কোনও ব্যক্তিকে টিকা নেওয়ার জন্য প্রাধ্য করতে পারি না, শীর্ষ আদালতকে জানাল কেন্দ্র

- By [Bahni Sanyal Dutta](#)
- | Updated: Mon, Jan 17, 2022, 11:32 [IST]

করোনা টিকা নেওয়া জন্য সরকার কাউকে প্রাধ্য করতে পারে না। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের নতুন গাইডলাইন নিয়ে শীর্ষ আদালতের প্রশ্নের জবাবে এমনই জানিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে তাই করোনা টিকার সার্টিফিকেট দেখানোর জন্য প্রাধ্যতামূলক কোনও নির্দেশিকা জারি করা হয়নি বলে শীর্ষ আদালতকে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য করোনা টিকার শংসাপত্র দেখাতে না পারা নিয়ে শীর্ষ আদালতের মামলা করেছিলেন এক ব্যক্তি সেই মামলার প্রেক্ষিতেই এই কথা আদালতকে জানিয়েছে কেন্দ্র।

ইভারা ফাউন্ডেশন নামে একটি স্বৈচ্ছা সেটী সংস্থা আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন যাতে প্রাড়ি প্রাড়ি করোনা টিকাকরণ কর্মসূচি করা হয়। তাহলে বিশেষভাবে সক্ষম যাঁরা। যাঁরা প্রাড়ির প্রাড়িরে প্রেরোতে পারেন না তাঁদের করোনা টিকাকরণ হয়ে যাবে। তারপরেই কেন্দ্রের তরফ থেকে হলফনামা দিয়ে জানানো হয় কোনও ব্যক্তিকে টিকা নেওয়ার জন্য প্রাধ্য করতে পারে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে আদালতে হলফ নামা দিয়ে এই কথা জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, সরকার বিভিন্ন রকমের প্রিজ্ঞপ্তি দিয়ে সচেতন করতে পারে নাগরিকদের। করোনা টিকা নেওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে সকলকে সচেতন করতে পারে মাত্র। কিন্তু কাউকে করোনা টিকা নিতে প্রাধ্য করতে পারে না। কিন্তু কোনও ব্যক্তিকে করোনা টিকা নেওয়ার জন্য সরকার প্রাধ্য করতে পারে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দেশে করোনা টিকাকরণ ১০০ কোটির মাইল স্টোন পার করে গিয়েছে অনেক দিন আগেই। ১৫৬ কোটি করোনা টিকাকরণও হয়ে গিয়েছে। ১৫ বছর

এয়সীদেরও করোনা টিকাকরণ শুরু হয়ে গিয়েছে দেশে। করোনা সংক্রমণের থার্ড ঢেউ সামাল দিতে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ, নার্স এবং ৬০ বছরের উর্ধ্ব সকলের করোনা টিকাকরণ শুরু হয়ে গিয়েছে। করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত গতিতে টিকাকরণ শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য করোনা টিকাকরণ প্রাধ্যতা মূলক না হলেও গোটা দেশে একাধিক ক্ষেত্রে করোনা ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেট অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ করোনা টিকাকরণের সার্টিফিকেট দেখিয়ে তপে ট্রেন এবং ট্রিমাণে সফর করা যাচ্ছে। একাধিক মেট্রো শহরে আশ্রয় শপিং মল গুলিতেও করোনা টিকার সার্টিফিকেট দেখাতে হচ্ছে। কাজেই এক প্রকার করোনা টিকাকরণ প্রাধ্যতামূলক হয়ে গিয়েছে। প্রথম করোনা টিকাকরণ নিয়ে অনিহা দেখা গিয়েছিল মানুষের মধ্যে। একাধিক রাজ্যে করোনা টিকার ভাঁড়াড়ে টান পড়েছিল। এমনকী করোনা সংক্রমণের কারণে রাজ্যগুলিতে করোনা টিকা নেওয়ার হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল হাসপাতালগুলিতে। সাতদিন ধরে লাইন দিয়ে তপে করোনা টিকা পাওয়া যাচ্ছিল। এমনই কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল গোটা দেশে।
<https://bengali.oneindia.com/news/india/center-told-supreme-court-that-government-can-t-force-any-one-to-get-vaccinated-153128.html>

448. ওমিক্রন সংক্রমণ রুখতে কার্যকরী হতে পারে দেশের প্রথম এমআরএনএ ভ্যাকসিন By Sekhar Dubey| Published: January 17 2022, 19:28 [IST]
দেশীয় ফর্মুলায় তৈরি প্রথম মেসেঞ্জার আরএনএ করোনা ভ্যাকসিন পেতে চলেছে দেশা জেনোভা প্রায়োফার্মাসিউটিক্যালস নামের একটি ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থা এই ভ্যাকসিনটি প্রানিয়েছে। করোনার এই নতুন টিকার দ্বিতীয় ফেজের ট্রায়াল রিপোর্টও জমা পড়েছে এবং তৃতীয় ফেজ ট্রায়ালের রিপোর্টও তৈরির জন্য প্রস্তুত পলে সংপ্রাদমাধ্যমকে জানিয়েছে সংস্থাটির উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। ভারতের প্রথম মেসেঞ্জার এমআরএনএ এই ভ্যাকসিন ফেক্রয়ারিতে মানুষের উপর ট্রায়াল শুরু হপে পলে আশা করা হচ্ছে। ভারতের ড্রাগস কন্ট্রোলার জেনারেল (ডিসিজিআই) প্রিষয় প্রিশেষজ্ঞ কমিটি (এসইসি) শীঘ্রই কোম্পানির পক্ষ থেকে জমা দেওয়া তথ্যগুলি পর্যালোচনা করপে পলে সংস্থার পক্ষ থেকে আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে সংস্থাটির অফিসিয়াল সূত্র জানিয়েছে জেনোভা প্রায়োফার্মাসিউটিক্যালস ওমিক্রন ভেরিয়েন্টের জন্যও এমআরএনএ ভ্যাকসিন তৈরি করেছে যা শীঘ্রই কার্যকারিতা এবং ইমিউনোজেনিসিটির জন্য মানুষের উপর পরীক্ষা করা হপে। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে, জেনোভা একটি প্রেস প্রিপ্রুতি

তাদের এই এমআরএনএ ভ্যাকসিন সম্পর্কে জানিয়েছিল। জেনোভার এই ভ্যাকসিনের নাম এইচজিসিও১৯। ভারতের ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল, ভারতের প্রথম এমআরএনএ করোনা টিকা এইচজিসিও১৯-এর ফেজ-২ এবং ফেজ-৩ স্টাডি প্রোটোকল অনুমোদন করেছিল। জেনোভা পায়োফার্মাসিউটিক্যালস গত বছর অগাস্টে তৈরি করেছে এই HGC019 এমআরএনএ ভ্যাকসিন। পুনের ভ্যাকসিন নির্মাতা সংস্থাটি ভ্যাকসিনের প্রথম পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্তিকালীন তথ্য জমা দিয়েছে সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন, ভারতের ন্যাশনাল রেগুলেটরি অথরিটি-এর কাছে। এবং ভ্যাকসিন সাজেক্ট এক্সপার্ট কমিটি অন্তর্ভুক্তি পর্যায়ে জেনোভার দেওয়া টিকা সংক্রান্ত তথ্যগুলি পর্যালোচনা করেছে এবং দেখেছে যে এইচজিসিও১৯ নিরাপদ, এবং ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে করোনার ঝুঁকি ইমিউনিটি তৈরি করতে সক্ষম। জেনোভা তাঁর নতুন ভ্যাকসিন ট্রায়াল সাইটের সংখ্যাও উল্লেখ করেছে, ভারতে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রায় ১০-১৫টি সাইট এবং তৃতীয় ধাপে ২২-২৭টি সাইটে ভ্যাকসিনের পরীক্ষা পরিচালনা করছে। জেনোভা এই গবেষণার জন্য ডিপিটি-আইসিএমআর ক্লিনিকাল ট্রায়াল নেটওয়ার্ক সাইটগুলি ব্যবহার করছে। এমআরএনএ ভ্যাকসিনগুলি নিউক্লিক অ্যাসিড ভ্যাকসিনের বিভাগের অন্তর্গত, যেগুলি রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস বা রোগজীবাণু থেকেই জেনেটিক উপাদান ব্যবহার করে শরীরের মধ্যে এটির ঝুঁকি ইমিউনিটি তৈরি করে।

Read more at: https://bengali.oneindia.com/news/india/the-country-s-first-mrna-vaccine-may-be-effective-in-preventing-omicron-infection-153186.html?ref_medium=Desktop&ref_source=OI-BN&ref_campaign=Home_Special_Block&story=2

৪৪৭. সপার উপর সমান ভয়ঙ্কর নয় করোনা, কারণ 'রক্ষাকারী জিন', দাঢ়ি

সুইডেনের িজ্ঞানীদের

- By [Sekar Dubey](#)
- | Published: January 17 2022, 17:51 [IST]

সারা িশ্বেই করোনা সংক্রমণ মাত্রা ছাড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই কোথাও করোনার তৃতীয় কোথাও চতুর্থ ওয়েভের সংক্রমণ চলছে। কিন্তু অঢ়াকভাবেই িশ্বের সঢ় জায়গাতে করোনার ধ্বংসাত্মক প্রভাঢ় সমান নয়। ইতালি, আমেরিকা, ব্রিটেনে করোনার কারণে মৃত্যু তুলনায় আফ্রিকার দেশগুলি এবং ভারতেও করোনার সংক্রমিতদের মৃত্যুর সংখ্যা

কম! এর পেছনের কারণ খুঁজতে গিয়েই চমকপ্রদ জিনিস আবিষ্কারের দাটি করেছেন একদল সুইডিশ প্রিজ্ঞানী। তাঁদের দাটি বিভিন্ন মানুষের শরীরে থাকা বিভিন্ন জিনের কারণেই এই ধরনের আচরণ করছে করোনা।

ডেইলি মেইলের একটি প্রতিবেদনে এলা হয়েছে সুইডেনের গবেষকরা এমন একটি জিনের খোঁজ পেয়েছেন যা কোভিড সংক্রমণের তীব্রতা ২০ শতাংশ কমিয়ে দেয়। গবেষণায় আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে কেন করোনা বেশ কিছু মানুষের শরীরে খুব ভয়ঙ্কর ক্ষতি করতে পারে না! গবেষকদের দাটি তাঁদের এই আবিষ্কার করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর ভ্যাকসিন তৈরিতে সাহায্য করবে। গবেষকরা জানিয়েছেন, তবে জাতিভেদে এই বিশেষ জিনের উপস্থিতি পরিবর্তিত হয়। শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় বংশধরদের মধ্যে প্রতি তিনজনের একজনের মধ্যে এই জিনের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। আফ্রিকার মানুষদের মধ্যে প্রতি ১০জনের মধ্যে আটজনের ক্ষেত্রে এই জিন উপস্থিত রয়েছে বলে গবেষণায় এলা হয়েছে।

প্রিজ্ঞানীরা আরও জানিয়েছেন এই বিশেষ জিনটি শরীরকে এমন একটি প্রোটিন তৈরি করতে এলে যা কোভিড-১৯ এর ভাইরাসটিতে থাকা প্রোটিনকে ভাঙতে সাহায্য করে। এটি প্রোটিন ওএএস-১-এর দৈর্ঘ্যও নির্ধারণ করে এবং যখন এটি দীর্ঘ হয়, তখন কোভিড-১৯ এ থাকা ভাইরাসকে নষ্ট করে। প্রসঙ্গত করোনার এই নতুন ওয়েভের কারণে হংকং-এ জিম স্কোর পাশাপাশি রেস্টোরাঁতে এসে খাওয়ার ক্ষেত্রেও কঠোর নিষেধাজ্ঞাগুলি পুনরায় জারি করেছে সেখানকার প্রশাসন।

নিউজিল্যান্ড, যেখানে ৯৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্কদের সম্পূর্ণরূপে টিকা দেওয়া হয়েছে, সেখানেও ওমিক্রন সংক্রমণ ঠেকাতে প্রিধিনিষেধ পুনরায় চালু করার ভাবনা চলছে! এবং অন্য দেশের সঙ্গে সীমান্ত খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সময় নিচ্ছে। পাশাপাশি দুস্টার ডোজ এবং শিশুদের টিকা দেওয়া শুরু করেছে। অন্যদিকে জাপানের সরকার এক সপ্তাহের মধ্যে টোকিও এবং আশেপাশের জায়গাগুলিতে করোনাকালীন আধা-জরুরি অবস্থা চালু রাখার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছে।

<https://bengali.oneindia.com/news/international/corona-is-not-equally-dangerous-for-everyone-because-of-protective-genes-153174.html>

450. দ্রুত হার মানছে সংক্রমণ, স্কুল ঝুঁকি রাখার যুক্তিই নেই: বিশ্ব ব্যাপ্ত কর্তা

য়াদিল্লি (পিটিআই): শেষের পথে করোনা! ইউরোপের একাধিক দেশ অন্তত তেমনটাই মনে করছে। অন্যান্য আর পাঁচটা রোগের মতো করোনাও এখন ‘ফ্লু’... ঘোষণা করেছে স্পেন। আয়ারল্যান্ডও সরিয়ে দিয়েছে করোনার ‘ঘাতক’ তকমা। বিশ্বের তামাম চিকিৎসক মহল মনে করছে, ওমিক্রন অপ্রত্যাশিত শেষের পথে কোভিড-১৯। চলছে গণপরিষ্কার। খুলছে শপিং মল, সিনেমা, থিয়েটার। স্বাভাবিক জীবন-জীৱিকায় ফিরছে গোটা বিশ্ব। এই পরিস্থিতিতে শুধু স্কুল-কলেজ ঝুঁকি কেন? এই প্রশ্নই তুলে দিলেন বিশ্ব ব্যাপ্ত কর্তা। তাঁর অভিমত, করোনার চোখরাঙানিকে অতীত ভেঙে এৱার স্কুল খুলে দেওয়াই উচিত।

বিশ্ব ব্যাপ্ত কর্তার শিক্ষা সংক্রান্ত ডিরেক্টর জাইম সাভেদ্রা। করোনার চলতি ঢেউ সত্ত্বেও তাঁর সাফ কথা, বিধি-নিষেধে ার-রেষ্টরাঁ সহ একাধিক প্রতিষ্ঠান খোলা রেখে স্কুল ঝুঁকি রাখার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। করোনা আঘাত হানার পর থেকেই তাঁর নেতৃত্বাধীন একটি টিম শিক্ষাক্ষেত্রে করোনার প্রভাৱ সংক্রান্ত তথ্যের উপর নজর রাখছে। সেই তথ্য নিয়ে কাটাছেঁড়া চালিয়ে যাচ্ছে তারা। দেখা গিয়েছে, স্কুল খোলার ফলে সংক্রমণ াড়েছে—এমন কোনও তথ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া যায়নি।

ওয়াশিংটন থেকে ফোনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জাইম বলেন, ‘অনেকে মনে করছেন, পড়ুয়াদের করোনা ভ্যাকসিন না দেওয়া পর্যন্ত স্কুল খোলা যাৱে না। এই দাবির পক্ষে কোনও াজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। স্কুল অপ্রশ্যই খুলে দেওয়া প্রয়োজন। আর সংক্রমণের নতুন ঢেউ এলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ান্ধের সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত শেষ পদক্ষেপ। স্কুল খুললে শিশুদের যতটা শারীরিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা, ঝুঁকি রাখলে তার থেকে অনেক াশি মূল্য চোকাতে হৱে।’

তাহলে প্রথম দফায় স্কুল ঝুঁকি রাখার সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হয়েছিল? ব্যাপ্ত কর্তা জানান, ‘২০২০ সালে করোনার প্রথম ঢেউয়ের সময় এই মহামারী মোকাৱিলার কোনও পথই জানা ছিল না। সেই কারণেই স্কুল ঝুঁকি রাখা হয়। পরের দু’ৱছরে একাধিক ঢেউ এসেছে। এর মধ্যেও অনেক দেশে স্কুল খোলার খৱ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তার জন্য সংক্রমণের হার তেমন াড়েনি। অনেক দেশে আৱার স্কুল ঝুঁকি থাকা পর্যৱেক্ষকরা নিশ্চিত, সংক্রমণ ান্ধিতে স্কুল খোলা া ঝুঁকি রাখার কোনও ভূমিকা নেই। এখন ঢেউ ওমিক্রনের। শিশুরা এতে আক্রান্ত হলেও ক্ষতির পরিমাণ খুঁই কম। জীবনের ঝুঁকিও নগণ্য।’

ভারতে স্কুল ঝুঁকি রাখার প্রভাৱ সম্পর্কে জাইম বলেন, ‘যা ভাৱা হয়েছিল, ক্ষতি হয়েছে তার তুলনায় অনেক াশি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা ঝুঁকি রাখার সিদ্ধান্ত শিশুদের

দক্ষতায় সরাসরি প্রভাৱ ফেলেছে। ‘লার্নিং পভাৰ্টি’ ৱা শিক্ষায় দৈন্য ৱেড়েছে। ১০ ৱহ্ৰেৰ পড়ুয়াদেৰ ক্ষেত্ৰে একাৰ্টি সহজ পাঠ্য ৱিষয় পড়া ও ৱোঝাৰ ক্ষমতা কমেছে। স্কুল ৱন্ধ থাকাৰ ফলে ভাৰতে এই লাৰ্নিং পভাৰ্টি ৫৫ শতাংশ থেকে ৱেড়ে ৭০ শতাংশ হওয়াৰ আশঙ্কা ৱৰল। এৰ ৱভাৱ ভৱিষ্যতে ৱাষ্ট্ৰেৰ সামগ্ৰিক আয় ৱা ৱৃদ্ধিৰ উপৰও পড়ো। ২০২০’তে ৱিশ্ব ৱ্যাক্ষই কিন্তু জানিয়েছিল, স্কুল ৱন্ধ থাকায় ভাৰতেৰ আয় কমে ৪০ হাজাৰ কোটি ডলাৰ।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=14&id=343685>

451. আইনি গেৰোয় ৱ্ৰাণ গেল ৱ্ৰায় ১০০টি টিয়া পাখিৰ! কাঠগড়ায় শুদ্ধদপ্তৰ

Published by: Paramita Paul | Posted: January 17, 2022 9:18 pm | Updated: January 17, 2022 9:18 pm

গোবিন্দ ৱায়, বসিৰহাট: শ্ৰেফ আইনি গেৰোয় ৱ্ৰাণ গেল ৯৭টি অৱলা জীৱেৰ। পাখি পাচাৰকাৰীকে ৱ্ৰেপ্তাৰ কৰেছিল শুদ্ধদপ্তৰ। সঙ্গে উদ্ধাৰ হয়েছিল ৱিভিন্ন ৱ্ৰজাতিৰ ৱ্ৰায় ১৫০টি টিয়া। এৰ ৱৰ চাৰদিন কেটে গেলেও তাৰেৰ ৱনদপ্তৰেৰ হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। এমনকী, দপ্তৰেৰ তাৰেৰ জন্য উপযুক্ত খাৱাৰ ৱা চিকিৎসাৰ ৱ্যৱস্থা কৰা হয়নি ৱলেও অভিযোগ। যাৰ জেৰে ৱেঘোৰে ৱ্ৰাণ গেল ৯৭টি টিয়াৰ।

ৱিএসএফ সূত্ৰে জানা গিয়েছে, ১৩ জানুয়াৰি ভোৰে ভাৰত-ৱাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী স্বৰূপনগৰেৰ তাৱালী এলাকায় কৰ্তৱ্যৰত জওয়ানৰা সাতটি খাঁচা ভৰতি ১৪০ টি টিয়াপাখি আটক কৰে। ধৰা পড়ে পাচাৰকাৰীও। জানা যায়, উদ্ধাৰ হওয়া টিয়াগুলি অধিকাংশই ‘পাঞ্জাৱ টিয়া’। আন্তৰ্জাতিক ৱাজাৰে এক-একাৰ্টিৰ দাম ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা। এছাড়াও কিছু দেশি চন্দনাও ছিল। পাঞ্জাৱ-ৱিহাৰ থেকে পশ্চিমৱঙ্গ হয়ে পাখিগুলি ৱাংলাদেশে পাচাৰ হচ্ছিল ৱলেই অনুমান।

ঘটনাৰ চাৰদিন ৱৰ এদিকে ধৃত পাচাৰকাৰী হাসিদ্দুৰ সৰদাৰকে সোমৱাৰ ৱসিৰহাট আদালতে তোলা হয়। জামিনেৰ আৱেদন খাৰিজ কৰে আগামী ২৪ জানুয়াৰি ৱৰ্যন্ত ধৃতৰ জেল হেফাজতেৰ নিৰ্দেশ দিয়েছে আদালত। এতদিন তাৰ মতোই আটক পাখিগুলিও ছিল শুদ্ধদপ্তৰে। আদালত সূত্ৰে জানা জানা যায়, শুদ্ধদপ্তৰেৰ হেফাজতে থাকাকালীন ১৪০টিৰ মধ্যে ৯৭টি পাখিৰ মৃত্যু হয়েছে। ৱাকি পাখিগুলিকে চিকিৎসাৰ ৱৰ জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার নিৰ্দেশ দিয়েছে আদালত। সেই ‘মুক্তিৰ’ ভিডিওগ্ৰাফি কৰতে হও ৱলেও নিৰ্দেশ আদালতেৰ।

ঐন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী, সীমান্তে আটক হওয়া ঐন্যপ্রাণী উদ্ধার করে টিএসএফ শুদ্ধদপ্তরের হাতে তুলে দেয়। তার পর শুদ্ধ দপ্তর কমিশনকে জানায় সে কথা। সেখান থেকে 'সমুজ সংকেত' পাওয়ার পর উদ্ধার হওয়া ঐন্যপ্রাণকে ঐনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে উদ্ধারের চারদিন পরেলেও পাখিগুলিকে ঐনদপ্তরের হাতে কেন তুলে দেওয়া হয়নি, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

৯৭টি পাখির অকাল মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ পশুপ্রেমীরা। তাদের প্রশ্ন, আইন অনুযায়ী পাচারকারী তো উপযুক্ত শাস্তি পাবে। কিন্তু ঘোরে চলে যাওয়া জলজ্যন্ত ৯৭ টি প্রাণ কি আচার ফিরে আসবে? এনিয়ে অশ্য শুদ্ধদপ্তরের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

<https://www.sangbadpratidin.in/bengal/100-parrot-allegedly-died-in-customs-custody-in-bengal/>

452. সুন্দরবনের ঝিলার জঙ্গলে মাছ ধরতে যাওয়াই কাল! বাঘের হানায় প্রাণ গেল মৎস্যজীবীর

Published by: Tiyasha Sarkar | Posted: January 17, 2022 5:38 pm | Updated: January 17, 2022 5:42 pm

দেবব্রত মণ্ডল, বারুইপুর: পেটের দায়ে সুন্দরবনে (Sundarban) মাছ ধরতে গিয়েছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার ৫ মৎস্যজীবী। কিন্তু ঢাড়া ফেরা হল না তাঁদের একজনের। বাঘের হানায় প্রাণ হারালেন এক মৎস্যজীবী। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

জানা গিয়েছে, নিহত মৎস্যজীবীর নাম জাহাঙ্গির ঢালি। ঐস ৪৩ বছর। স্থানীয় ও ঐনদপ্তর সূত্রে খবর, রবিবার ৫ জন মৎস্যজীবীর একটি দল উত্তর ২৪ পরগনার সামশেরনগর এলাকা থেকে সুন্দরবনে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা সুন্দরবন ঐ্যঘ প্রকল্পের সজনেখালি রেঞ্জের ৪ নম্বর ঝিলার জঙ্গলে মাছ ধরার সময় হঠাৎই তাঁদের উপর লাফিয়ে পড়ে বাঘ। এরপর জাহাঙ্গিরকে টানতে টানতে জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে যায় দক্ষিণরায়। ওই মৎস্যজীবীর সঙ্গীরা তাঁকে ঢাঁচানোর চেষ্টা করলেও কোনও লাভ হয়নি।

মৎস্যজীবীর সঙ্গীরা জানিয়েছেন, তাঁরা জঙ্গলে খোঁজাখুঁজি করলেও কোনও লাভ হয়নি। হদিশ মেলেনি জাহাঙ্গিরের দেহেরও। এরপরই ওই মৎস্যজীবীরা ঐ্যঘ প্রকল্পের অফিসে

যায়। সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে তল্লাশি চালায় ঘ্যাঘ প্রকল্পের কর্মীরা। কিন্তু তারাও খুঁজে পাননি দেহ। মৎস্যজীৱীরা জানিয়েছেন, সরকারি অনুমতি নিয়েই তাঁরা জঙ্গলে মাছ ধরতে গিয়েছিল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঘ্যাঘ প্রকল্পের কর্মীরা।

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসেই সুন্দরবনের িভিন্ন এলাকায় াঘের আক্রমণে অতিষ্ঠ স্থানীয় মানুষজন। কখনও লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে াঘ। আঁড়ার কখনও জঙ্গলে মাছ া কাঁকড়া ধরতে গিয়ে াঘের শিকার হচ্ছেন মৎস্যজীৱীরা।

<https://www.sangbadpratidin.in/bengal/a-fisherman-killed-by-tiger-in-sundarban-2/>

453. বন্ধু জাপানের কাছে ক্যাঙারুর আবদার, ‘উপহার’ পাওয়ার অপেক্ষায় আলিপুর চিড়িয়াখানা

Published by: Tiyasha Sarkar | Posted: January 17, 2022 4:02 pm | Updated: January 17, 2022 4:02 pm

নিরুফা খাতুন: ইচ্ছে হলে এক ংন্ধু আরেক ংন্ধুকে উপহার দিতে পারে। এমনকী, ংন্ধুর কাছে পছন্দের কোনও জিনিস উপহার হিসাবে চাওয়া যেতে পারে। যেমন ভারতের ংন্ধু দেশ জাপানের কাছে উপহারের আঁদার থাকতেই পারে। এই আঁদার অশ্য আলিপুর চিড়িয়াখানার। জাপানের কাছে উপহার হিসাবে ক্যাঙারু চাইছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ (Zoological Garden, Alipore)।

যদিও এই প্রথম নয়। এর আগেও জাপানের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিল আলিপুর চিড়িয়াখানা। ২০১৭ সালে জাপান কানাজাওয়া জু থেকে চিড়িয়াখানাকে চারটি ধূসর ক্যাঙারু উপহার দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে এখন দু’টি চিড়িয়াখানায় রয়েছে। এঁড়ারও জাপানের কাছে ক্যাঙারু উপহারের আশা করেছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। উপহারের জন্য সম্প্রতি জাপান সরকারকে আঁদনও করা হয়েছে। রাজ্য জু অথরিটি মেম্বার সেক্রেটারি সৌরভ চৌধুরি জানান, জাপানের কাছে এঁড়ারও ক্যাঙারু চেয়ে পাঠানো হয়েছে। দুই জোড়া ক্যাঙারু চাওয়া হয়েছে। যদিও এখন উপহার পাওয়া নিয়ে জাপান থেকে সঁজ সংকেত আসেনি। িষয়টি একটু সময় সাপেক্ষ।

িনিময় প্রথায় চিড়িয়াখানায় পশুপাখি নিয়ে আসা হয়। অর্থাৎ এক চিড়িয়াখানা থেকে কোনও পশু পাখি আনতে হলে িনিময়ে সেই চিড়িয়াখানাকে কোনও পশুপাখি দিতে

হয়। এইভাবে দেশ চিড়িয়াখানার সঙ্গে সদস্যদের আদান প্রদান চলে আসছে। তবে জাপানের কাছ থেকে ক্যাঙারু নিয়ে আসতে কোনও পশু প্রিনিময় করতে হয়নি আলিপুরকে। উপহার হিসাবে সেই সময় জাপান সরকার ক্যাঙারুগুলি দিয়েছিল। ফের আরও একবার ঠকু জাপানের কাছে ক্যাঙারু উপহারের আশায় রয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ।

এদিকে দীর্ঘ ১৮ বছর পর ফের জঙ্গলে ছাড়া হল রেড পান্ডা। শনিবার দার্জিলিং সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কে চারটি রেড পান্ডা ছাড়া হয়। ঐন দপ্তরের তোপকেদাড়া সংরক্ষণ কেন্দ্রে ৩৭টি রেড পান্ডা রয়েছে। এদের মধ্যে দু'টি পুরুষ ও দু'টি স্ত্রী রেড পান্ডা জঙ্গলে ছাড়া হয়। এদের প্রায় আড়াই থেকে তিন বছরের মধ্যে। এর আগে ২০০৩ সালে এই জঙ্গলে চারটি রেড পান্ডা ছাড়া হয়েছিল। তারা ঐন পরিবেশে মানিয়ে নিয়েছিল। তারপর দীর্ঘ বছর জঙ্গলে আর কোনও রেড পান্ডা ছাড়া হয়নি। রপ্তানার রাজ্য জু অথরিটি মেম্বার সেক্রেটারি বলেন, ২০০৩ সালের পর ফের আরও একবার সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কে রেড পান্ডা ছাড়া হল। শনিবার চারটি পান্ডা ছাড়া হয়েছে। তাদের গলায় রেডিও কলার পরানো রয়েছে। ২৪ ঘণ্টা তাদের মনিটর করা হচ্ছে।

<https://www.sangbadpratidin.in/science-and-environment/alipore-zoo-asked-kangaroo-from-japan/>

454. 'ফ্রি ইলেকট্রন ওয়্যার' আবিষ্কার, বিদ্যুৎ অপচয়কে শূন্যে নামিয়ে বিরল কৃতিত্ব বঙ্গ বিজ্ঞানীর

Published by: Sayani Sen | Posted: January 17, 2022 9:17 am | Updated: January 17, 2022 9:17 am

গৌতম ব্রহ্মা: ফাঁপা পাইপের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রনের স্রোত চাইয়ে দিতে পারলে যে অতিপ্রাকৃত কিছু হতে পারে, তার আন্দাজ ছিলই। কিন্তু সেটা যে বিদ্যুৎ অপচয়কে কার্যত শূন্যে নামিয়ে মিরাকল ঘটাবে, তেমনটা ভাবতে পারেনি সদ্য উচ্চমাধ্যমিক পাস করা ছেলে। কতই ঐ প্রায় তখন? মেরেকেটে উনিশ। এই প্রায় সে কেরিয়ারের ফোকাসটাই ঠিক হয় না। আর সেই ছেলের পকেটে ছ'-ছ'টা পেটেন্ট! তা-ও আবার প্রাঙিতে প্রসে গবেষণা করে। আমেরিকা, ব্রিটেন, চিনের থেকে আগেই আদায় হয়েছিল।

এবার নিজের দেশ থেকেও পেটেন্ট আদায় করে নিল ঐঙ্গসন্তানের সেই 'ফ্রি ইলেকট্রন ওয়্যার'। আটিক্তার দাটি, রুম টেম্পারেচারেই কাজ করে তঁর এই ঐদ্যুৎ পরিচাহী। যা কাজে লাগিয়ে 'ফাইভ স্টার' ঐদ্যুতিন যন্ত্রকে প্রায় 'টেন স্টার'-এ রূপান্তরিত করা যাবে, মানে যন্ত্রে ঐদ্যুৎ খরচ হু হু করে কমবে। ঐদ্যুতের ঐ্যাহারিক প্রয়োগে ঐল্প ঘটিয়ে প্রায় অর্ধেক করে দেবে গেরস্থের ঐদ্যুতের ঐল।

সপ্যসাচী হালদার। নামের আগে ডক্টরেট নেই, নামীদামি ঐড় ইনস্টিটিউটের ডিগ্রিও অনুপস্থিত। অথচ প্রফেসর শঙ্কুর মতো ঐড়িতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে একের পর এক আটিক্তার করে চলেছেন। এমনই এক আটিক্তার 'ফ্রি ইলেকট্রন ওয়্যার'। সাউথ পয়েন্টের প্রাক্তনী জানালেন, খনিজ তেলের উপর নির্ভরশীলতা প্রায় ৮৫ শতাংশ কমিয়ে দেবে এই 'সুপার কন্ডাক্টর', যা কি না আখেরে সভ্যতার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা রাখে। পেটেন্টের জন্য সপ্যসাচী প্রথম ভারত সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন ২০১১-র ২০ সেপ্টেম্বরে। যদিও আবেদনে প্রথম সাড়া দিয়েছিল চিন। ঐশ্বের ১৪২টি দেশে অনুসন্ধান চালিয়ে চিন সরকার ২০১২-র ১৩ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক পেটেন্ট দেয় সপ্যসাচীকে। ২০১৪-র ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ পেটেন্ট পায় সপ্যসাচীর উদ্ভাবন।

মন ভরেনি। মার্কিন মুলুকের মহার্ঘ পেটেন্ট কবে আসবে? সেই স্বপ্নপূরণ হল ২০১৬-র ৫ এপ্রিল। দক্ষিণ শহরতলির গড়িয়ার ঐড়িতে ইউএস ফার্স্ট মেলে খামন্দি হয়ে এল পেটেন্টের কাগজপত্র। জোড়া পেটেন্ট। প্রথমটা সেই 'ফ্রি ইলেকট্রন' তারের সুবাদে। আর দ্বিতীয়টি সেই তারে তৈরি ঐদ্যুতিন সামগ্রীর জন্য। সপ্যসাচী জানালেন, "শুধু তার আটিক্তার করেই থেমে যাইনি, সেটির ঐণিজ্যিক প্রয়োগের ঐান্ততাত্ত্বিক প্রমাণ করেছি। তৈরি করছি প্রায় দশ তারা ক্ষমতাসম্পন্ন মোটর ও সিলিং ফ্যান।" সপ্যসাচীর ওই 'সুপার এনার্জি এফিশিয়েন্ট কয়েলস ফ্যানস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যালস মোটরস' ২০১৫ সালের ২৫ আগস্ট আন্তর্জাতিক পেটেন্ট ঐং ২০১৯ সালের ২২ জানুয়ারি মার্কিন পেটেন্ট আদায় করে নিয়েছে।

যদিও সপ্যসাচী জানিয়েছেন, তঁর 'ফ্রি ইলেকট্রন ওয়্যার' ঐং সুপার কন্ডাক্টরের মধ্যে চরিত্রগত ফারাক রয়েছে। কিন্তু, কার্যকারিতা প্রায় এক। ঐজ্ঞানচর্চার সূচনা ১৯৯৯ সালে, কুড়ি পেরনোর আগেই। ঐঙ্গ্রাসী কলেজে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে সবে ভর্তি হয়েছেন, তখনই গবেষক হিসাবে প্রথম স্বীকৃতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে, ২০০১ সালে।

ওদের রেফারেন্সেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ড. তাপসরঞ্জন মিত্রের সঙ্গে আলাপ। তাঁর সহযোগিতায় কিছুদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি ব্যবহারের সুযোগ, যদিও গ্র্যাজুয়েট না হওয়ায় গবেষক হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্যাসাচীকে মান্যতা দিতে পারেনি। এমস কম থাকায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছিল। আবিষ্কারক হিসাবে যখন বিশ্ব তাঁকে মান্যতা দেয়, তখন তিনি গ্র্যাজুয়েটও হননি, সদ্য সাউথ পয়েন্ট স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন।

স্যাসাচী স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন একটি মেশিন তৈরির, যা বিদ্যুৎ ছাড়াই চলে। এই স্বপ্ন নিয়ে ক্লাস এইটের ছেলেটি হাজির হয়েছিল শিক্ষক পার্থপ্রতিম রায়ের কাছে। পার্থবাণু জানিয়েছিলেন, এ স্বপ্ন সফল হওয়া অসম্ভব, তবে সুপার কন্ডাক্টর বানাতে পারলে স্বপ্নের কাছাকাছি পৌঁছানো যাবে। সেই শুরু। সুপার কন্ডাক্টর তৈরির নেশায় দিনরাত এক করে ফেলা, পড়াশোনায় ডুবে যাওয়া। স্যাসাচীর কথায়, “সুপার কন্ডাক্টর হতে গেলে কোনও পদার্থকে হিমাক্ষের ৭০ থেকে ৮০ ডিগ্রি নিচে নিয়ে যেতে হবে। ঠান্ডা করলে কেন পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবহণ ক্ষমতা বাড়ে, তাই নিয়ে শুরু হয় গবেষণা। তারপরই মাথায় আসে ‘থিওরি অফ ভ্যাকুয়াম।’”

স্যাসাচী প্রথমে ‘রোটারি অ্যান্ড অয়েল ডিফিউশন পাম্প’ প্রয়োগে সিলিকন বাবার ও টেফলনের পাইপের ভিতরে শূন্য স্থান তৈরি করেন। তারপর ইলেকট্রন গান দিয়ে শূন্য স্থানে ভরে দেন মুক্ত ইলেকট্রন কণা। বিজ্ঞানীর দাণ্ডা, ইলেকট্রনের স্রোত বহু দূর পর্যন্ত কোনও সংঘাত ছাড়াই প্রবাহিত হচ্ছিল। ‘মিন ফ্রি পাথ অফ পার্টিকেলস ইন ভ্যাকুয়াম’ শৈল্পিক কাজে লাগিয়েই আসে সাফল্য, আবিষ্কার হয় ‘ফ্রি ইলেকট্রন ওয়ার’।

সাধারণত আমরা তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের তার দেখতেই অভ্যস্ত। রবারের পাইপের মধ্যে ‘কপার কোর’ বা ‘অ্যালুমিনিয়াম কোর’ ঢুকিয়ে তার তৈরি হয়। এক্ষেত্রে ‘কোর’-এর ওদলে রয়েছে ইলেকট্রনের ক্লাউড। স্যাসাচীর দাণ্ডা, তাঁর সুপার কন্ডাক্টরের দাম তামা বা অ্যালুমিনিয়াম তারের মতোই। ফলে বিদ্যুতের প্রচুর সাশ্রয় হতে বাণিজ্যিক কোনও সমস্যাও নেই।

<https://www.sangbadpratidin.in/science-and-environment/bengals-scientist-sabyasachi-haldar-invents-free-electron-wire/>

455. ৩০ হাজার বছর ধরে ভূমিকম্পের প্রভাব! বারবার বদলেছে গুজরাটের কচ্ছ উপকূলের ভূপ্রকৃতি

Published by: Sucheta Sengupta | Posted: January 15, 2022
8:57 pm | Updated: January 15, 2022 9:06 pm

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: হাজার হাজার বছর ধরে ভূমিকম্পের (Earthquake) সাক্ষী তো ভূভাগের বিশেষ বিশেষ অংশ। তারই মধ্যে একটি গুজরাটের (Gujarat) কচ্ছ উপকূল – ভূগোল সম্পর্কে উৎসাহী যে কেউ এই তথ্য জানেন। ভারতের ভূপ্রকৃতি চোখের ক্ষেত্রে ‘কচ্ছের রণ’ এরাই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এটার এই অংশ সম্পর্কে নয়। তথ্য জানাল সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা। এলা হচ্ছে, ৩০ হাজার বছর ধরে ঘনঘন ভূমিকম্প কচ্ছ এলাকায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। তাই আজ কচ্ছের যে রূপ আমরা দেখছি, তা হয়ত ১০ বছর আগেই এমনটা ছিল না।

সম্প্রতি কচ্ছ উপকূলের পলিস্তর নিয়ে গবেষণার কাজ চলছিল। তাতেই চোখা গেল, এখানকার ভূভাগ কীভাবে ঝড়সড় ঝড়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এর নেপথ্যে ভূমিকম্পকেই দায়ী করছেন গবেষকরা। বিশেষ করে ‘ক্যাটরোল হিল’ চ্যুতিরেখা (Fault) দায়ী। গবেষকদের মতে, এই অঞ্চলে পলিমাটির গঠন খুবই জটিল। তাই তার বিশ্লেষণও তুলনামূলকভাবে কঠিন। পূর্ব-পশ্চিমে প্রিস্তৃত প্লেট কিছু চ্যুতিরেখার মধ্যবর্তী অংশে টেকটনিক প্লেটের (Tectonic Plate) সরণের ফলে খুব সামান্য অঞ্চল জুড়েও অনেক সময় ভূমিকম্প হয়েছে। আর সেটাই ব্যাপক ঝড় ঘটিয়েছে ভূভাগের। চুলচেরা অঙ্ক কষে তাঁদের প্রত্যয়, ৩০ হাজার বছরের মধ্যে তিনটি ঝড়সড় ভূমিকম্পই ২১ কিলোমিটার প্রিস্তৃত এলাকার পরিবর্তন ঘটেছে।

কিন্তু কেন ভূমিকম্পের এতটা প্রভাব পড়ল গুজরাটের এই উপকূলে? আসলে ২০০১ সালে ভূজের ভয়াবহ কম্পনের পর থেকে কচ্ছ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। এই প্রিপর্য তখনই করে দিয়েছিল গুজরাটের প্রতীর্ণ অংশকে। মৃত্যু হয়েছিল প্রায় ১০ হাজার মানুষের। দেখা গিয়েছে, এখানে অন্তত চারটি চ্যুতিরেখা রীতিমতো সক্রিয়। ফলত তার আশেপাশের গোটা অঞ্চলটাই কম্পনপ্রণ। ‘ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজি’ এবং ‘আর্থ সারফেস প্রসেস অ্যান্ড ল্যান্ডফর্মস’ – ভূতত্ত্বের এই দুটি নামী পত্রিকায় প্রকাশিত

প্রতিদৈন থেকে জানা যায়, এদের মধ্যে ক্যাট্রল হিল চ্যুতিরেখার সক্রিয়তাই সচেতন
প্রশ্ন।

প্রতিদৈনটিতে এও বলা হয়েছে, কচ্ছের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তাও এই কম্পন
পর্যন্ত সময়ের দান। এর আশেপাশে সমস্ত এলাকার ভূপ্রাকৃতিক গঠনেই স্তব্ধ রয়েছে
কম্পনের প্রভাব। গুনাওয়ারি নদীর গতিপথ বদলেছে এই একই কারণে। তবে সচেতন
আশ্চর্যের বিষয় কী জানেন? ২০০১ সালের ভূজের ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্প কিন্তু মাটির
গঠনে তেমন কোনও বদল আনেনি। এর অন্যন্য কম্পন প্রশ্ন প্রভাব ফেলেছে। তারও
কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ভূবিজ্ঞানীরা। ভূগর্ভের খুব প্রশ্ন গভীরে নয়, এসব কম্পন তৈরি
হয়েছে ভূপৃষ্ঠের ঠিক নিচের স্তরেই। তাই তার প্রভাব মাটির উপরে এতটা।

<https://www.sangbadpratidin.in/science-and-environment/earthquakes-since-30000-years-have-changed-kutch-region-in-gujarat-scientists-identify-the-reason/>

**456. আন্টার্কটিকার বাস্তুতন্ত্রে মিশছে বিদেশি প্রজাতি, বাসা বাঁধছে কাঁকড়া
এবং ঝিনুকও**

প্রহর ডেস্ক | January 16, 2022

প্রতিটা এলাকার নিজস্ব বাস্তুতন্ত্র থাকে। আর সেই বাস্তুতন্ত্রে যখন বাইরে থেকে কোনো
প্রজাতি ঢুকে পড়ে, তখন তা এক ভয়ঙ্কর চেহারা নেয়। হয় সেই বাইরের প্রজাতির
জীবাঁট নতুন পরিবেশে টেঁচে থাকতে পারে না, নয়তো গোটা বাস্তুতন্ত্রটাই বদলে দেয়
সে। পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশেই নানা সময়ে এই সমস্যা ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছে। আর
সম্প্রতি আন্টার্কটিকার দিকেও প্রবেশ করতে শুরু করেছে বাইরের পৃথিবীর প্রজাতিরা
(Foreign Species)। সাম্প্রতিক গবেষণায় উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য।
আন্টার্কটিকার (Antarctica) সমুদ্রে দেখা মিলেছে ৫টি পৃথক প্রজাতির ঝিনুক এবং
কাঁকড়ার। আর এগুলি প্রতিটাই আটল্যান্টিক মহাসাগর থেকে বিভিন্ন জাহাজের সঙ্গে
প্রবেশ করেছে বলে অনুমান গবেষকদের।

‘প্রসিডিংস অফ দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে
কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির গবেষক আরলি ম্যাককার্থি এবং তাঁর সহযোগীদের
গবেষণাপত্র। গবেষকদের মতে, কেবল এই পাঁচটি প্রজাতি নয়। আন্টার্কটিকাগামী
জাহাজের সঙ্গে আরও নানা প্রজাতির প্রাণীই পৌঁছেছে আন্টার্কটিকায়। কিন্তু সেখানকার
প্রতিকূল জলবায়ুতে টিকে থাকতে পারেনি। তবে সম্প্রতি যে পরিমাণে জাহাজ
আন্টার্কটিকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছে, তাতে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ থেকেই যায়। ৫০
বছর আগেও যেখানে বছরে ১০-২০টি জাহাজ ভিড়ত, এখন সংখ্যাটা বছরে প্রায় ২০০

ছুঁয়েছে। আর এর মধ্যে প্রশিরাভাগই সাধারণ পর্যটক। ফলে আরও প্রশি আশঙ্কা থেকে যায়। গবেষণার কারণে যে প্রিজানীরা যান, তাঁরা আন্টার্কটিকার প্রাকৃতিক সম্পদে সচেতন। কিন্তু পর্যটক এবং অভিযাত্রীদের এই সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি আজও।

অপর্য্য আজও আন্টার্কটিকায় মাত্র দুটি অংশেই মানুষের ভিড় চোখে পড়ে। আন্টার্কটিক পেনিনসুলা এবং সাউথ সেটল্যান্ড দ্বীপ। এই দুই জায়গাতেই তাই প্রদেশি প্রজাতির আগমনের সম্ভাবনা প্রশি। তে একপ্রকার প্রাসা প্রাণিতে পারলে সেখান থেকে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়া শুধুই সময়ের অপেক্ষা। ঝিনুক এবং কাঁকড়ার পাশাপাশি স্টারফিস, জেলিফিস জাতীয় প্রাণীও ভিড় জমাতে পারে আন্টার্কটিকায়। সামুদ্রিক পরিবেশে ঝিনুক প্রাসা প্রাণীতে অন্যান্য প্রাণীদের আসার রাস্তাও খুলে যায়। আর কাঁকড়ার মতো শিকারী প্রাণীর সঙ্গে আন্টার্কটিকার প্রাণীরা পরিচিত নয়। তাই প্রাকৃতিক প্রভূত ক্ষতির সম্ভাবনা থেকেই যায়। আন্টার্কটিকার মতো প্রতিকূল পরিবেশে প্রাকৃতিক প্রভূত ভারসাম্য একপ্রকার নষ্ট হলে তাকে উদ্ধার করা রীতিমতো কঠিন। এর মধ্যে প্রাণী প্রতিকূলকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে জলপ্রায় পরিবর্তন। তে একটু সচেতন হলেই এই সমস্যার সমাধান করা যায়। শুধু আন্টার্কটিকার উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার আগে সমস্ত জাহাজ ভালোভাবে পরিক্ষার করে নিলেই আর ভয় থাকে না। পৃথিবীর সমস্ত দেশের কাছে এই সংক্রান্ত আইন তৈরির আবেদনও জানিয়েছেন প্রিজানীরা।

<https://prohor.in/foreign-species-threatening-eco-system-of-antarctica>

457. দ্রুত ঠান্ডা হচ্ছে পৃথিবীর অন্তর্ভাগ, জানাল গবেষণা

প্রহর ডেস্ক | January 17, 2022

একসময় এই পৃথিবী ছিল জ্বলন্ত অগ্নিপিত্ত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ঠান্ডা হয়েছে। কিন্তু প্রাইরের স্তর ঠান্ডা হলেও এখনও পৃথিবীর পাঁজরের ভিতর জ্বলছে আগুন। তরল ম্যান্টলের উপর ভাসমান ভূত্বক। সেই ম্যান্টলও যে একদিন কঠিন হবে, সেটা প্রিজানীরা আগেই জানতেন। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা প্রলছে, সেই গতিও ক্রমশ প্রাণছে। আগে যা অনুমান করা হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক আগেই পৃথিবীর ম্যান্টল (Mantle) কঠিন হয়ে উঠবে। আর তখন ম্যাগমা (Magma) প্রলেও কোনো পদার্থের অস্তিত্ব থাকবে না

সম্প্রতি ‘আর্থ অ্যান্ড প্ল্যানেটারি সায়েন্স লেটার্স জার্নাল’-এ প্রকাশিত হয়েছে এই গবেষণাপত্র। সুইজারল্যান্ডের গবেষক মোতোহিতো মুরাকামি এবং তাঁর সহযোগীরা

মিলে তৈরি করেছেন নতুন একটি মডেল। পরীক্ষাগারের মধ্যেই ব্রিজম্যানাইট যৌগ
ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে এই মডেল। যদিও পৃথিবীর শিলাস্তর নানারকম উপাদান
দিয়ে তৈরি। তবে তার সার্বিক ভৌত চরিত্র অনেকটাই মিলে যায় এই যৌগের সঙ্গে।
আর সেইজন্যই এই যৌগটিকে বেছে নিয়েছেন তাঁরা। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, পৃথিবী
যত শীতল হচ্ছে, ততই ঝড়ছে তার তাপ পরিবহন ক্ষমতা। আর এর ফলেই ভূগর্ভস্থ
তাপ ঝাইরে ঝেরিয়ে আসার প্রকৃতিও ঝড়ছে। এভাবেই ক্রমশ পৃথিবী দ্রুত শীতল হয়ে
উঠছে। অশ্রু এতদিন ঝিজ্ঞানীরা মনে করতেন উলটোটা। অর্থাৎ শীতল হওয়ার সঙ্গে
সঙ্গে তাপ পরিবহন ক্ষমতা কমার কথা। সেক্ষেত্রে পৃথিবী সম্পূর্ণ কঠিন হয়ে ওঠার
সময়টা হয়তো কোনোদিনই আসত না। কিন্তু পরীক্ষা ঝলছে ঝাস্তা ছটিটা আলাদা।

এভাবেই পৃথিবী একদিন ঝুখ ঝা শুক্রে মতো সম্পূর্ণ কঠিন গ্রহে পরিণত হঝে ঝলে
মনে করছেন মুরাকামি। অশ্রু তার জন্য কত সময় লাগঝে, তা নিশ্চিতভাবে ঝলা
এখনও সস্তা নয়। তবে সেই সময়ে পৃথিবীর অশ্রু কেমন হঝে, তার একটা আন্দাজ
পাওয়া যায়। এটুকু ঝলা যায়, তখন আর ভূমিকম্পের কোনো সস্তা ঝনা থাকঝে না।
মহাদেশ ঝা মহাসাগরগুলো আর নিজেদের জায়গাও ঝদলাঝে না। তখন আর কোনো
আগ্নেয়গিরি লাভা অগ্ন্যুদগার ঝটান ঝে না। সঝটাই একটা অজড় স্থির পিণ্ডে পরিণত হঝে।
এমন একটা স্পন্দনহীন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বও আর সস্তা নয় কোনোভাবে।

<https://prohor.in/earths-core-is-cooling-down-rapidly>

17.01.22

458. **Water Problem:** ঘরে-ঘরে পানীয় জল, দায়িত্ব ভাগ দফতরের

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ১৭ জানুয়ারি ২০২২ ০৫:১২



প্রতীকী ছবি

২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত কর্পোরেশন, পুরসভা-সহ শহুরে এলাকার (আরও লোকাল এডিজ) সএ ডাডিতে পরিস্কৃত পানীয় জল পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে রাজ্য সরকার। সেই অনুযায়ী কোন কোন জায়গায় এখনও জলের পাইপলাইন এসানো হয়নি, জল সররাহে সমস্যা রয়েছে— এমন িভিন্ন িষয় চিহ্নিত করে কাজ শুরু হয়েছে। তার জন্য এ ার প্রশাসনিক কর্তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট দায়িত্বও ংটন করল রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। শহুরে এলাকায় এডি এডি পানীয় জল সররাহের ংর্তমান পরিস্থিতি কী ংং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কী াপে প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করা যায়, তা দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তাদের।

পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের এক কর্তার কথায়, ‘‘এলাকাভিত্তিক প্রাথমিক সমীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। কোথাও পর্যাপ্ত জলের জোগান রয়েছে অথচ সররাহের পাইপলাইন নেই। কোথাও জলের পাশাপাশি সররাহের পরিকাঠামোরও অভাও রয়েছে। সএ দিক চিহ্নিত করে িস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি হচ্ছে।’’ প্রকল্পের দেখভালের কাজে নিযুক্ত কর্তাদের এলাকাভিত্তিক জল সররাহের ংর্তমান পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভিষ্যতে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিটি এডিতে পানীয় জল পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কোথায় ফাঁক রয়েছে ও তা কী াপে পূরণ করা যায়, সেই া্যাপারেও সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন া পুর ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা ালতে ালা হয়েছে।

দফতর সূত্রের খর, এর পাশাপাশি প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থা, যেমন কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, রাজ্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর, কেন্দ্রীয় সরকারের ‘অম্বুত’ প্রকল্পের কর্তাদের সঙ্গে মাসিক ংঠক করণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তারা। ংঠকের ভিত্তিতেই ার অম্বুত প্রকল্পের রাজ্য মিশন অধিকর্তা একটি সুসংহত া্যাস্থাপনা তৈরি করণে (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম া এমআইএস) যেখানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ পানীয় জল সররাহ প্রকল্পের াতীয় পরিসংখ্যান, তথ্যের উল্লেখ থাকে।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/state-government-wants-to-supply-water-in-all-houses/cid/1323953>

459. Herd Immunity: দেশে গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে, ইঙ্গিত মিলল

কেন্দ্রীয় সংস্থার সমীক্ষাতেও

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা ১৬ জানুয়ারি ২০২২ ০৮:৩৫



প্রতীকী ছবি।

গত কয়েক দিন ধরেই বিশেষজ্ঞেরা ঠার ঠার জানিয়েছেন, দেশে গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে। এ ঠার নয়াদিল্লির ডিপার্টমেন্ট অফ ক্লিনিক্যাল ভাইরোলজি এং ইনস্টিটিউট অফ লিভার অ্যান্ড পাইলিয়ারি সায়েন্স-এর দিল্লির পাঁচ জেলায় করা সমীক্ষাতেও উঠে এল সেই তথ্য। দেখা গিয়েছে, ডিসেম্বরের শেষে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এমন ঠহু মানুষ, যাঁরা সম্প্রতি িদেশযাত্রা করেননি।

সমীক্ষা জানাচ্ছে, ২৬৪টি করোনা রিপোর্টের মধ্যে ৬৮.৯ শতাংশের ডেল্টা ভেরিয়েন্টের উপস্থিতি মিলেছে। ৩১.০৬ শতাংশের নমুনায় মিলেছে ওমিক্রনের উপস্থিতি। ওমিক্রন আক্রান্তদের অধিকাংশই উপসর্গহীন। তেঁ দ্রুত সংক্রমণ ছড়ানোর ক্ষমতার জেরে ওমিক্রনই 'ডমিন্যান্ট স্ট্রেন' হয়ে উঠেঁ ালে জানাচ্ছেন সমীক্ষকেরা।

সমীক্ষা জানাচ্ছে, সংগৃহীত নমুনার ৮৭.৮ শতাংশ রোগীই করোনার দু'ডোজ প্রতিষেধক নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ৩৯.১ শতাংশ সাম্প্রতিক কালে িদেশযাত্রা করলেও ৬০.৯ শতাংশের ক্ষেত্রে তা ছিল না। এর থেকেই সমীক্ষকদের ান্তব্য, দেশে শুরু হয়ে গিয়েছে গোষ্ঠী সংক্রমণ। ওমিক্রনের প্রভাে গোষ্ঠী সংক্রমণের িষয়টি এই প্রথম উঠেঁ এল দেশের কোনও সমীক্ষায়। তেঁ মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্য দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব প্রদীপ াস জানান, সেখানে ওমিক্রন নয়, এখনও ডেল্টাই 'ডমিন্যান্ট স্ট্রেন'।

দেশে করোনা সংক্রমণের ঝড়ঝড়ন্তের মধ্যেই কয়েকটি শহরে দেখা গিয়েছে সংক্রমণ কমছে। এর পরেই প্রশ্ন উঠেছে, তা হলে কি করোনার আসল চিত্র গোপন করা হচ্ছে না কি করোনা পরীক্ষার সংখ্যা কমে যাওয়ায় আপাত ভাণ্ডে মনে হচ্ছে সংক্রমণ কম?

দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন আজ জানান, প্রায় ৪০০০ সংক্রমণ কমছে। তথ্য স্বাস্থ্য দফতরের প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, দৈনিক সংক্রমণ কমলেও সংক্রমণের হার (পজিটিভিটি রেট) ৩০ শতাংশের বেশি। অর্থাৎ করোনা পরীক্ষা কম হওয়ায় সংক্রমণ কমে যাওয়ার চিত্র তৈরি হয়েছে। গত ১-১৪ জানুয়ারির মধ্যে সেখানে সংক্রমণ ৯ গুণ ঝড়লেও ভেন্টিলেটরের সহায়তায় থাকা রোগী ঝেড়েছে দ্বিগুণ।

মুম্বইয়েও দেখা গিয়েছে গত ২৪ ঘণ্টায় কমছে সংক্রমণ। সংক্রমণ হার সামান্য কমে ১৯.৫৪ শতাংশ। তথ্য সেখানে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। যা গত ৬ মাসের নিরিখে সর্বোচ্চ। ঝেঙ্গালুরুতে গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমিত ২২,২৮৪ জন। পুদুচেরিতে সংক্রমণ হার ৫১.৭৫ শতাংশ।

এই পরিস্থিতিতে করোনার দাওয়াই হিসেবে মলনুপিরামিয়ার, অ্যাড্জিস্থোমাইসিনের যথেষ্ট ব্যবহার না করার সুপারিশ করছেন বিশেষজ্ঞেরা। এরং আস্থা রাখছেন প্যারাসিটামলের উপরেই। শুধুমাত্র যে সমস্ত করোনা রোগী প্রতিষেধক নেননি এবং উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন তাঁদের ক্ষেত্রে খুঁ সতর্ক ভাণ্ডে মলনুপিরামিয়ার ব্যবহার করা যেতে পারে। ন্যাশনাল কোভিড টাস্ক ফোর্সের সঞ্জয় পূজারি জানিয়েছেন, টিকা নেননি এবং স্থূলতা রয়েছে এমন মানুষদের ক্ষেত্রে মলনুপিরামিয়ারের সুফল দেখা গিয়েছে।

কাশ্মীরে পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। গত ১৫ দিনে সেখানকার ঐতিহ্য হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী মিলিয়ে অন্তত ২৫০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে সংক্রমিত হয়েছেন ২ লক্ষ ৬৮ হাজারের বেশি মানুষ। মোট ওমিক্রন আক্রান্ত ৬ হাজারের গণ্ডি পেরিয়েছে। অ্যাক্টিভ রোগীও ১৪ লক্ষ পেরিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, দৈনিক সংক্রমণ হার ১৬.৬৬ শতাংশ। সংক্রমণ ঝড়তে থাকায় ভোটমুখী পাঁচ রাজ্যে মিটিং, মিছিলের উপরে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত ঝড়ানোর ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। ঝাড়খণ্ডে করোনার ঐতিহ্যনিষেধ ঝড়ানো হল ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত।

কর্নাটক সরকার আজ জানিয়েছে, মৃদু উপসর্গযুক্ত করোনা রোগীরা যেন অন্তত আগামী ২ সপ্তাহ হাসপাতালে না যান। শুধুমাত্র অসুস্থ রোগীরাই আপৎকালীন পরিষেবার জন্য হাসপাতালের দ্বারস্থ হতে পারেন।

হরিয়ানার মন্ত্রী অনিল ভিজ জানিয়েছেন, স্কুল যদি খোলেও ১৫-১৮ বছর ঝয়সিদের যারা এখনও টিকা নেয়নি, তাদের স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।

আজ মধ্যপ্রদেশ সরকার জানিয়েছে, ঐর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে মার্চের শেষ পর্যন্ত জেলন্দিদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন না পরিজনেরা।

এ দিকে করোনার জেরে উত্তরপ্রদেশের মেরঠের ৫৫ ঞছর ঞয়সি এক ঞ্যক্তির ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দিল্লির সাকেত-এ এক ঞেসরকারি হাসপাতালে ফুসফুস প্রতিস্থাপন করা হল আজ। তিন ঘন্টায় ৯৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ওই ঞ্যক্তির জন্য ফুসফুস আনার ঞ্যস্থা করা হয়।

<https://www.anandabazar.com/india/herd-immunity-found-against-covid-in-the-five-districts-of-delhi-claims-survey/cid/1323818>

460. Global Warming: উষ্ণায়নে অপরিণত শিশু ঞেশি জন্মাচ্ছে, ঞাড়ছে শিশুর

ওজন, কমছে প্রজনন ক্ষমতা: রিপোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ১৬ জানুয়ারি ২০২২ ১২:৩৫



জন্মের পর শিশুদের ওজন ঞাড়ছে অঞাঙ্খিত ভাঞে। তার ফলে প্রথম শৈশঞেই অনাকাঙ্খিত স্থূলত্বের শিকার হচ্ছে শিশুরা। গ্রাফিক- শৌভিত দেঞনাথ।

পৃথিঞীর ‘জ্বর’ উত্তরোত্তর ঞাড়ায় খুঞ ক্ষতি হচ্ছে মাতৃগর্ভে থাকা ভ্রণের। সংখ্যা উদ্বেগজনক ভাঞে ঞাড়ছে অপরিণত সদ্যোজাতের।

জন্মের পর শিশুদের ওজন ঞাড়ছে অঞাঙ্খিত ভাঞে। তার ফলে প্রথম শৈশঞেই অনাকাঙ্খিত স্থূলত্বের শিকার হচ্ছে শিশুরা।

ঞিভিন্ন ধরনের জটিল রোগের শিকার হয়ে শিশুদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঘটনাও উত্তরোত্তর ঞাড়ছে।

উষ্ণায়ন ও তার জেরে দ্রুত হারে জলঞায়ু পরিঞর্তন মাতৃগর্ভে থাকা ভ্রণ, সদ্যোজাত শিশু ও শিশুর শৈশঞকে কতটা ঞিপজনক করে তুলেছে তার ঞমনই ভয়াঞহ ছঞি

এরিয়ে এল সাম্প্রতিক ছ'টি গবেষণায়। গবেষণাপত্রগুলি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক চিকিৎসা গবেষণা পত্রিকা '*জার্নাল পিডিয়াট্রিক অ্যান্ড পেরিন্যাটাল এপিডিমিয়োলজি*'-র বিশেষ সংখ্যায়।

গবেষণাপত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি এ-ও জানিয়েছে, উষ্ণায়ন ও খুব দ্রুত হারে জলপায়ু পরিবর্তনের জন্য চিশ্বজুড়ে দাঢ়ানলের ঘটনা ও তার তীব্রতা ংড়েছে। ংড়ে চলেছে। তার ফলে যে ক্ষতিকারক ধোঁয়ার সৃষ্টি হচ্ছে তা সদ্যোজাতের নানা ধরনের শারীরিক জটিলতার জন্ম দিচ্ছে। যার ংঝা তাদের অনেক ংশি ংয়স পর্যন্ত ংয়ে যেতে হচ্ছে।

পাশাপাশি, জীঢ়াশ্ব-জ্বালানির অনিয়ন্ত্রিত ংয়হারের জন্য যে মাত্রাধিক ংয়দূষণ হচ্ছে তার জেরে মহিলাদের প্রজনন ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে।

আমেরিকা, ডেনমার্ক, ইজরায়েল, অস্ট্রেলিয়া-সহ গোটা চিশ্বে গবেষণা চালিয়ে লেখা হয়েছে এই গবেষণাপত্রগুলি। চিশ্বটিকে 'ফোকাস' করতেই সেগুলি আন্তর্জাতিক চিকিৎসা গবেষণা পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় একই সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে ংলে পত্রিকা প্রকাশকের তরফে জানানো হয়েছে।

উষ্ণায়নের সঙ্গে সদ্যোজাতের ওজন-ঢ়্ধির চিপজ্জনক প্রণতা ধরা পড়েছে কয়েকটি গবেষণায়। ইজরায়েলে ২ লক্ষ শিশুর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, উষ্ণায়নের জন্য জন্মের এক ংছরের মধ্যেই অস্বাভাঢ়িক ওজন-ঢ়্ধির শিকার হচ্ছে শিশুরা। সেই ওজন-ঢ়্ধি পরে অত্যন্ত চিপজ্জনক হয়ে উঠছে অন্তত পাঁচ থেকে ১০ শতাংশ শিশুর ক্ষেত্রে। এর জেরে চিশ্বে শিশুদের অস্বাভাঢ়িক স্থূলত্ব মহামারির আকার নিয়েছে ংলেও কয়েকটি গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণাপত্রগুলি জানিয়েছে, এই মূহূর্তে চিশ্বের অন্তত ১৮ শতাংশ শিশুই অস্বাভাঢ়িক ওজন ং স্থূলত্বের শিকার।

দাঢ়ানলের ধোঁয়া অন্তঃসত্ত্বা ও সদ্যোজাতের কতটা ক্ষতি করছে সেই ছচিত্রও স্পষ্ট হয়েছে কয়েকটি গবেষণাপত্রে। দেখা গিয়েছে, দাঢ়ানলের ধোঁয়া সন্তান ধারণের সামান্য সময় আগে কোনও মহিলার নানা ধরনের শারীরিক জটিলতার আশঙ্কা দ্বিগুণ ংড়িয়ে দিচ্ছে। তার জেরে সন্তানের জন্মের পর মায়েরা যেমন দীর্ঘমেয়াদি নানা ধরনের রোগের শিকার হচ্ছেন, তেমনই জন্মের পর থেকেই সদ্যোজাতরাও নানা ধরনের শারীরিক জটিলতার শিকার হয়ে পড়েছে। অপরিণত শিশুর জন্মের সংখ্যা ংড়ছে। 'গ্যাস্ট্রোস্কাইসিস' নামে একটি জটিল রোগের শিকার হচ্ছে সদ্যোজাতরা। যে রোগে সদ্যোজাতের অন্ত্র ং অন্য অঙ্গগুলি প্রসারিত হয়ে ত্বকে ছিদ্র তৈরি করে এরিয়ে আসে শরীরের ংইরে।



জীৱাশ্ম জ্বালানিৰ অনিয়ন্ত্ৰিত ব্যৱহাৰৰ জন্য যে মাত্ৰাধিক প্ৰায়দূষণ হ'ছে তাৰ জেৰে মহিলাদেৱ প্ৰজনন ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে আশঙ্কাজনক হাৰে। -ফাইল ছবি।

গৱেষণাগুলিৰ কয়েকটি জানিয়েছে, দাৱানলৈৰ ধোঁৱাৰ জন্য মাতৃগৰ্ভে থাকা ভ্ৰূণেৰ এই ধৰনেৰ জটিল ৰোগে আক্ৰান্ত হওৱাৰ প্ৰতিদ ২৮ শতাংশ বেঁচে গিয়েছে। সেটা হ'ছে অন্তঃসত্ত্বা হওৱাৰ প্ৰথম তিন মাহেই।

উষ্ণায়ন, প্ৰায়দূষণ ও অত্যধিক তাপপ্ৰৱাহেৰ ঘটনা অপৰিণত শিশুৰ জন্ম-হাৰও বেঁচে দিয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে ১০ বছৰ ধৰে চালানো কয়েকটি গৱেষণা জানিয়েছে, পৃথিৱীৰ 'জ্বৰ' উত্তৰোত্তৰ বেঁচে চলিৰ জন্য অপৰিণত শিশুৰ (গৰ্ভৱতী হওৱাৰ ৩৭ সপ্তাহেৰ মধ্যেই প্ৰসৱ) জন্ম-হাৰ পাঁচ থেকে সাত শতাংশ বেঁচে গিয়েছে। যে সপ্ত জায়গায় উষ্ণায়নেৰ হাৰ আৰও বেঁচে, সেখানে অপৰিণত শিশুৰ জন্ম-হাৰ ১৬ শতাংশেৰও বেঁচে বেঁচে।

গৱেষণাগুলি আৰও জানিয়েছে, উষ্ণায়ন ও অত্যধিক তাপপ্ৰৱাহেৰ ঘটনা আমেৰিকা-সহ গোটা পৃথিৱী শিশুদেৰ হাসপাতালেৰ আপংকালীন বিভাগে ভৰ্তি হওৱাৰ ঘটনাৰ হাৰ বেঁচে দিয়েছে।

গৱেষণাগুলিৰ কয়েকটি জানিয়েছে, কোনও কোনও দেশে বা অঞ্চলে সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰাৰ সাত ডিগ্ৰী সেলসিয়াস বৃদ্ধিতে অপৰিণত ও প্ৰিকলাঙ্গ শিশুৰ জন্ম-হাৰ পাঁচ থেকে সাত শতাংশ বেঁচে বেঁচে।

কয়েকটি গৱেষণাৰ ফলাফলে এও স্পষ্ট হৈছে, প্ৰায়দূষণ কী ভাবে মহিলাদেৰ স্বাস্থ্যক্ৰে পৰিৱৰ্তন ঘটিয়ে তাঁদেৰ প্ৰজনন ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। এই হাৰও উদ্বেগজনক। আট থেকে ১৪ শতাংশ।

<https://www.anandabazar.com/science/global-warming-increases-premature-baby-birth-rate-damaging-babys-health-dgtl/cid/1323862>



একইসঙ্গে দুটি মহামারী চলছে - একটি ডেল্টার কারণে, অপরটি ওমিক্রনের কারণে। এমনটাই দাবি করলেন ভাইরোলজিস্ট টি জেকব জন। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

461. 'বিচ্যুত' হয়ে এসেছে ওমিক্রন, একইসঙ্গে ২ টি 'মহামারী'

চলছে: প্রাক্তন ICMR অধিকর্তা

১ মিনিটে পড়ুন Updated: 16 Jan 2022, 10:14 PM IST

লেখক **Ayan Das** (অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে PTI)

গোদের উপর ষিষফোঁড়া?

একইসঙ্গে দুটি মহামারী চলছে - একটি ডেল্টার কারণে, অপরটি ওমিক্রনের কারণে। এমনটাই দাবি করলেন ভাইরোলজিস্ট টি জেকব জন। ওমিক্রনের সংক্রমণকে করোনা মহামারী থেকে 'বিচ্যুতি' হিসেবে দাবি করেছেন তিনি।

সংবাদসংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রখ্যাত ভাইরোলজিস্ট দাবি করেছেন, 'উহান-ডি৬১৪জি, আলফা, টিটা, গামা, ডেল্টা, কাপ্পা ও মিউয়ের দ্বারা লালিত-পালিত হয়নি ওমিক্রন। সেই ষিষয়টি নিশ্চিত।' সঙ্গে তিনি বলেন, 'তাই আমার মতে, এই ভ্যারিয়েন্টের (ওমিক্রন) নিকটবর্তী করোনাভাইরাস প্রজাতি অজানা। তবে এটা উহান-ডি৬১৪জি'র (ডি৬১৪জি) মতো সংশ্লিষ্ট প্রোটিনে একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড মিউটেশনকে প্রাপ্য। যা বিশ্বজুড়ে সার্স-কোভ-২ ভাইরাসে ক্রমশ পরিচিত হয়ে উঠেছে) প্রপিতামহ। মহামারী অগ্রগতির সঙ্গে ষিষয়টি আমরা চুঝতে পারব।'

করোনাভাইরাস মহামারী ভবিষ্যতের ষিষয়ে আলোচনার সময় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চের (আইসিএমআর) প্রাক্তন অধিকর্তা জানান, 'যেহেতু করোনাভাইরাস মহামারীর অগ্রগতির পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ওমিক্রন সংক্রমণ এসেছে, তাই আমাদের অপ্রশ্যই চিন্তা করতে যে সমান্তরালভাবে দুটি মহামারী চলছে - একটি ডেল্টা ও

তার নিকটবর্তী প্রজাতির কারণে এওং অপরটি ওমিক্রন এওং ভবিষ্যতের প্রজাতির কারণে।' পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, ওমিক্রনের ফলে যে রোগ হচ্ছে, তাও আলাদা।
তাহলে কি করোনার 'তৃতীয় ঢেউ' সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গিয়েছে?

প্রখ্যাত ভাইরোলজিস্ট জানিয়েছেন, মেট্রো শহরে প্রথম সংক্রমণ ঝড়তে শুরু করেছিল। সেখানেই সংক্রমণ আগে কমত। সেইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ভাইরাসের নয়া যে প্রজাতি আসে, তা বেশি সংক্রামক হয়ে উঠতে পারে। তে অসুস্থতার মাত্রা কমে যাওয়ার প্রণতা দেখা যায়।

<https://bangla.hindustantimes.com/nation-and-world/omicron-a-deviant-from-covid-19-pandemic-progression-script-says-icmr-s-former-director-31642349022466.html>



চিনে চলছে নমুনা পরীক্ষার কাজ (Xinhua via AP) (AP)

462. একজন ওমিক্রন আক্রান্তের খোঁজ মিলতেই হইহই কাণ্ড চিনে, চলছে হাজার হাজার পরীক্ষা

১ মিনিটে পড়ুন Updated: 16 Jan 2022, 09:48 PM IST

লেখক **Satyen Pal**

- সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, প্রচলিত ঠান্ডার মধ্যেও এদিন দেখা যায় কোভিড পরীক্ষার জন্য দীর্ঘ লাইন।

সে শনিবার একজন মাত্র ওমিক্রন আক্রান্তের হদিশ পাওয়া গিয়েছে চিনে। আর তাতেই একেবারে হইহই কাণ্ড। দুটি জেলার সমস্ত স্কুল ঞ্কের পাশাপাশি ১৩ হাজার মানুষকে টিকাকরণ ও একটি প্রোদ্ধ মনাস্টি ঞ্কের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে আগামী সপ্তাহ থেকে ঞ্জিংয়ে ঢুকতে গেলে নিউক্লিয়িক পরীক্ষা ঞ্ধ্যতামূলক করা হয়েছে। আসলে কোভিড নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না চিন। যেখানে ওমিক্রনের হদিশ মিলেছে, ঞ্জিংয়ের সেই হায়দিয়ান জেলায় ইতিমধ্যে ১৩ হাজার জনকে পরীক্ষা করা হয়েছে। তে সরসারি সংবাদপত্র ঞ্জিং ডেইলিতে উল্লেখ করা হয়েছে একজনও পজিটিভ রোগীর সন্ধান মেলেনি। স্বাস্থ্য কমিশনের ডেপুটি ডিরেক্টর জাও চেংফ্যাং জানিয়েছেন, রোগী যেখানে থাকেন তার কাছাকাছি সমস্ত এলাকায় টেস্ট করা হয়েছে।

এদিকে সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, প্রচলিত ঠান্ডার মধ্যেও এদিন দেখা যায় কোভিড পরীক্ষার জন্য দীর্ঘ লাইন। এদিকে সূত্রের খবর সপ্ত মিলিয়ে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যাটা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে কমপক্ষে ১৪টি প্রদেশে আক্রান্তের হাতিয়ার মিলেছে। এদিকে নতুন করে চাইনিজ মেনল্যান্ডে ৬৫জনের কোভিড আক্রান্তের কথা জানা গিয়েছে। নতুন করে কোনও মৃত্যুর খবর মেলেনি। জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের তরফে এলা হয়েছে, মাস্ক পরতেই হবে। কোভিড ঠিথি মেনে চলুন। ঘরের মধ্যে যাতে আলো হাওয়া যথাযথ থাকে সেটা দেখতে হবে।

<https://bangla.hindustantimes.com/nation-and-world/beijing-on-alert-tests-thousands-after-single-omicron-case-detected-at-tech-hub-31642347762975.html>



ফাইল ছবি : হিন্দুস্তান টাইমস (Vipin Kumar /HT PHOTO)

463. Omicron vs Delta variant Symptoms: ডেল্টা নাকি ওমিক্রন?

করোনার কোন ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হয়েছেন, কীভাবে বুঝবেন?

২ মিনিটে পড়ুন . Updated: 16 Jan 2022, 01:50 PM IST

• HT Bangla Correspondent

জেনে নিন।

ওমিক্রনের ফলে দ্রুত সংক্রমণ ছড়াচ্ছে এলে মত বিশেষজ্ঞদের। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যা পরিসংখ্যান আসছে, তাতে রয়েছে আশার আলোও। ওমিক্রনে সংক্রমণ দ্রুত ছড়াচ্ছে এটে। কিন্তু ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় শারীরিক অসুস্থতা এড়াতে পারা যায়। ফলে হাসপাতালে ভর্তি, ফুসফুসে সংক্রমণের মতো ঘটনা কম।

ভারতে দ্বিতীয় ওয়েভের সময়ে মূল দায়ী ছিল ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট। সেই সময়ে শারীরিক অসুস্থতার এড়াতে পারা যায় না। আর সেই সময়ের সঙ্গে তুলনা করলেই এলা যায়, ওমিক্রনে সংক্রমণ বেশি হলেও, গুরুতর অসুস্থতা কম হচ্ছে। তবে, জনসংখ্যার একটা এড় অংশের সম্পূর্ণ টিকাকরণও হয়ে গিয়েছে। সেটাও একটা এড় কারণ।

এমন পরিস্থিতিতে করোনা পজিটিভ হলে ডেল্টা এ ওমিক্রনের পার্থক্য এলাটা জরুরি। কারণ সেই লক্ষণগুলি এলাদা করে আপনার চিকিত্সককে এলাখ্যা করা প্রয়োজন। আর সেই অনুযায়ী আপনাকে আরও বেশি সাধানে থাকতে হবে।

এখনও পর্যন্ত ওমিক্রন নিয়ে সীমিত পর্যবেক্ষণই হয়েছে। তবে যে কটি সমীক্ষা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ডেল্টা ও ওমিক্রনের উপসর্গের মধ্যে কিছু মূল পার্থক্য রয়েছে।

ওমিক্রনের কিছু লক্ষণ:

১. গলাঢ্যাথা
২. ক্লান্তি
৩. মাথাঢ্যাথা
৪. হালকা জ্বর
৫. গায়ে, হাত, পায়ে ঢ্যাথা
৬. শুকনো কাশি

আমেরিকান সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) জানিয়েছে, কোভিড-এর নতুন সুপার মিউট্যান্ট স্ট্রেনে সংক্রামিত ব্যক্তিদের কিছু নির্দিষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে একটাই প্রশ কমন। তা হল গলাঢ্যাথা।

সম্প্রতি হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দেশের নামজাদা চিকিৎসক এং ফুসফুস-প্রিশেষজ্ঞ মনোজ গোয়েল বলেছেন, শুধুমাত্র শ্বাসযন্ত্র নয়, ওমিক্রন শরীরের অন্য অঙ্গেও একই রকম ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এই তালিকায় একেবারে প্রথমেই রয়েছে পেট। তাঁর কথায়, 'ওমিক্রন সংক্রমণ হলে অনেকেরই পেটঢ্যাথা, ঝিম, ঝিম-ঝিম ভাব, খিদে কমে যাওয়া, পেটের গণ্ডগোলের মতো সমস্যা হচ্ছে। তার কারণ ওমিক্রনের জীবাণু সরাসরি পেটের মিউকাসের উপর প্রভাব ফেলছে।'

শরীরে অক্সিজেন পরিমাণও তুলনামূলকভাবে ঠিক থাকছে। গত বছর সেকেন্ড ওয়েভের সময় রোগীদের অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে পাচ্ছিল। প্রশেষজ্ঞদের মতে, ওমিক্রন সেভাবে ফুসফুসে আক্রমণ করছে না। নতুন স্ট্রেনে সংক্রামিত রোগীদের স্বাদ বা গন্ধের অনুভূতি নষ্ট হচ্ছে না। এর আগে ডেল্টা স্ট্রেনে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এটিই ছিল অন্যতম পরিচিত লক্ষণ।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/omicron-vs-delta-variant-symptoms-comparison-between-covid-19-new-strain-know-here-31642270905493.html>



ফাইল ছবি : হিন্দুস্তান টাইমস (Praful Gangurde / HT Photo)

464. কোভিডের নামে স্কুল বন্ধ রাখার কোনও যুক্তি নেই, বললেন বিশ্ব ব্যাঙ্কের কর্তা

Updated: 16 Jan 2022, 05:52 PM IST

Abhijit Chowdhury

- পশ্চিমবঙ্গে গত ৩ জানুয়ারি স্কুল বন্ধের ঘোষণা করা হয়। পাংলা ছাড়া আরও অনেক রাজ্যেই স্কুল বন্ধ করা হয়েছে ওমিক্রনের পাড়াপাড়ন্তের জেরে। কোভিড থেকে শিশুদের রক্ষা করতে দীর্ঘ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ ছিল স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শুধু পাংলা বা ভারত নয়, গোটা বিশ্বেই এই একই দৃশ্য ছিল। তে ধাপে ধাপে বিশ্বের সর্ দেশেই স্কুল খোলে। ভারতেও খোলে স্কুল। তে ফের একবার করোনার ঢেউ আছড়ে পড়েছে দেশে। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ওমিক্রন হানায় তড়তড়িয়ে পাড়ছে সংক্রমিতের সংখ্যা। এই আর্হে ফের একবার তালা বুলেছে স্কুল, কলেজের দরজায়। তে করোনার নামে স্কুল বন্ধ রাখার যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছেন না বিশ্ব ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর (শিক্ষা) জেমি সাভেদ্রা। সাভেদ্রা অতিমারীর সূচনার সময় থেকেই নিজের দলের সঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রের উপর কোভিডের প্রভাবের উপর নজর রেখে চলেছেন। এই আর্হে তিনি বলেন, ‘শিশুদের টিকাকরণ পর্যন্ত যে তাদের াইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না, এমন কোনও ঐজ্ঞানিক যুক্তি নেই। স্কুল খোলা ং করোনার মধ্যে কোনও যোগ নেই। ংর্তমান পরিস্থিতিতে স্কুল বন্ধ রাখার কোনও যুক্তি নেই। কোভিডের নয়া ঢেউ আছড়ে পড়ার জেরে যদি ফের সর্ বন্ধ করতে হয়, তাহলেও সর্ পরে স্কুল বন্ধ হওয়া উচিত।’ উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে গত ৩ জানুয়ারি স্কুল বন্ধের ঘোষণা করা হয়। পাংলা ছাড়া আরও অনেক রাজ্যেই স্কুল বন্ধ করা হয়েছে। তে িধি নিষেধ আরোপ করে াজার, শপিং মল, সিনেমা হল সর্ই খোলা। এই নিয়ে িভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। রাজ্যে মেলা হচ্ছে ঠিকই, কে স্কুল খোলা নিয়ে সরকার নিমরাজি। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক তরজাও কম হয়নি। াম ছাত্র যুগ সংগঠনরা এই নিয়ে সরকারের িরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে। িজেপির তরফেও মমতার সরকারের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

<https://bangla.hindustantimes.com/nation-and-world/world-bank-global-educational-director-says-no-point-closing-down-school-for-covid-pandemic-31642335581826.html>

465. করোনা মুক্তির পথটা কি অনন্ত বুস্টার ডোজে, নাকি মুক্তির উপায় এখনও অন্ধকারে?

যতই আপনাকে ভ্যাকসিন দেওয়া হোক না কেন, শরীরের প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে অনেক কিছু।

Written by [IE Bangla Web Desk](#)

January 8, 2022 3:38:43 pm

- [Click to share on Twitter \(Opens in new window\)](#)
- [Click to share on Facebook \(Opens in new window\)](#)
- [Click to share on WhatsApp \(Opens in new window\)](#)

আজ থেকে শুরু করোনা টিকার বুস্টার ডোজের প্রয়োগ।

শেষ দিন আগের কথা নয়। যখন ভ্যাকসিনের একটি ডোজ নিলেই মনে শেখ
কোভিড-প্রতিরোধী মেজাজ তৈরি হত। দুটি ডোজ নিলে তো কথাই নেই! তখন
ভ্যাকসিন নেওয়ার পর এক-দু'জন কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন এমন খবর মিলছে।
প্রিয় সংখ্যকই যে সুচ ফোটানোর পর সুরক্ষিত, সেই ভেদে মাস্ক খুলে পাগল হওয়ায়
উড়িয়ে দেন অনেকেই। কোভিশিল্ড কিংবা কোভ্যাক্সিনের দুটি ডোজ, জনসন অ্যান্ড
জনসনের একটি, কিন্তু সব ভ্যাকসিনেরই এক রিংটোন- আমরা কোভিড-কণ্ড।
আমাদের নাও এওং পেঁচে যাও- টিংটং! কিন্তু সার্স কোভ-টু- পরিবর্তনের ঝুঁকি, মানে
ত্বরা পদলে যাচ্ছে এইটি।

৫০ এর পদলের পর নাকি ওমিক্রনের উৎপত্তি দক্ষিণ আফ্রিকায়। ফলে সামান্য দিন
পুরনো ভ্যাকসিনে আর হবে কেন কাজ, এখন তাই দু'-ডোজ বা এক ডোজে
মেজাজটা ফুরফুরে হচ্ছে না, কারণ, ফেসবুকের দেওয়ালে কিংবা এদিক ওদিক
তাকালে এই মানুষজনকে দেখা যাচ্ছে, যাঁরা দু'ডোজের সুচ ফুটিয়েও পজিটিভ। ফলে,
নতুন হওয়ায় শেষ কিছু দেশেই তৃতীয় ডোজ শুরু হয়ে গিয়েছে, এগিয়েওছে

অনেকটা। ইজরায়েল তো হাই-রিস্ক গ্রুপকে চতুর্থ-টিও দিতে শুরু করেছে। মানে, কোভিড যেমন-যেমন ঝলঝলে ভ্যাকসিনের সিংহাসনে ভগাচোরের সংখ্যা যোগ করে যেতে হবে সেই মতো। এই কি তে ললাট-লিখন!

দুধার, আমেরিকার স্বাস্থ্য সংস্থা সেন্টার্স অফ ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনও দু'জোড় যথেষ্ট নয় বলে জানিয়েছে। রোগ প্রতিরক্ষায় দুস্টার ডোজের প্রয়োজনীয়তা তারা ইতিমধ্যে অনুভব শুধু করেনি, দুস্টার-পতাকা তারা উড়িয়ে দিয়েছে বেশ কিছু দিন হল। এক নম্বর অর্থনীতির দেশ আমেরিকার উন্নাসিকরা একটু চিন্তায় রয়েছেন তার পরেও, কত দিন আর এই ভাবে হাতা তুলে সুচকে রাস্তা করে দিয়ে যেতে হবে, এই পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে...!

প্রিজানীরা তো আর গণৎকার নন, তাঁরা কী করে চলেন কী হবে এর পর। তে, এই ভাবে নির্দিষ্ট সময় পর পর, প্রিপুল জনগণকে দুস্টারের বলে চলান করে তোলাটা মোটেই প্রাস্তানুগ এবং প্রিজ্ঞানসম্মত নয়, তা না প্রোবার কিছুটি নেই। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে নানা প্রিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞকে এমনটা চলতে শোনা গিয়েছে সম্প্রতি। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের রোগপ্রতিরোধ বিশেষজ্ঞ আকিকো ইয়াসাকি বলেছেন, 'নির্দিষ্ট সময় অন্তর ভ্যাকসিন নেওয়াটা অজানা কোনও প্রাপ্য নয়। কিন্তু প্রতি ছ'মাস অন্তর দুস্টার ডোজ নেওয়ার চেয়ে ভাল পথ নিশ্চয়ই কিছু আছে বলে আমার মনে হয়। আমাদের অনন্ত দুস্টারের জীৱন থেকে প্রেরণে হবে।'

আর একটা কথাও অনেকে বলেছেন- দুস্টার কি করোনার প্রকৃদ্ধে লড়াইয়ে পুরোপুরি জিততে পারবে! এর কোনও গ্যারান্টি আছে কি! তা ছাড়া, এই ডোজ প্রিশাল

জনগোষ্ঠীর সামান্য অংশকে দেওয়ার আগেই তো ভোল-দলানো করোনা শরীরে
সেঁদিয়ে যেতে পারে! যেমন আমেরিকার কথাই ধরুন, সেখানে ১৮-উর্ধ্ব ৭৩ শতাংশ
মানুষ ভ্যাকসিন নিয়ে ফেলেছেন, মানে প্রাথমিক ডোজের কোর্স কমপ্লিট তাঁদের, আর
দুস্টার-দুস্টার? স্বাভাবিক ভাবেই অনেক পিছিয়ে, মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ জনগণ তা
নিতে পেরেছেন। প্রোবাই যাচ্ছে, ওমিক্রনের ছড়ানোর যা স্পিড, তার সঙ্গে দুস্টারের
গতি কোনও দিন সমানে সমানে পৌঁছতে পারবে না। ঐ অংশের সংক্রমণের আশঙ্কা
থেকেই যাচ্ছে এতে করে, তাই না? অ্যারিজোনা প্রিন্সিপালিয়ালের দীপ্ত ভট্টাচার্য চিন্তার
সুরে বলছেন, ‘আমাদের দীর্ঘ মেয়াদি পথ ভেঙে পার করতে হবে, এ ছাড়া উপায়
নেই।’

তবুও আমেরিকা জুড়ে হাওয়া উঠেছে, ওমিক্রন রুখতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুস্টার
ডোজ নিয়ে নিন...। সেই প্রিচারে ভারত কোথায়? ভারত তো পুরো খুল্লম খুল্লা হয়ে
আছে, চোর আসবে জানা, কিন্তু ছিটকিনি যে ভাঙাচোরা! এসো ষাঁড় আমাকে
গুঁতোও, এই অসুস্থ এখানে। তবু স্বস্তি যে, এই চোর আলমারির লকার ভেঙে সোনার
গয়না নেয় না, তা নিতে পারে না, চোর-ই সে ডাকাত নয়, ঐজোর আপনার নতুন
কেনা জুতো জোড়া নিয়ে ধাঁ হতে পারে।

ওমিক্রনকে দুস্টার ঠেকাতে পারবে কিনা, তা নিয়ে অনেকের সংশয় থাকলেও, দুস্টারে
যে প্রতিরোধশক্তি পাড়ছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই কারওর। সাথে কি
আমেরিকানরা দুস্টার-দুস্টার করে হেদিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু কত দিন থাকবে সেই শক্তি?
পাড়তি এই ডোজ কতটা শক্তি দিতে পারে, কত দিন শক্তি ধরে রাখতে পারে, সেই

পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে জোর কদমে। এং হ্যাঁ, তার ফল তেমন আশার মোড়কে সামনে আসেনি এ পর্যন্ত। প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, দুস্টারের ফলে যে অ্যান্টিবডি'র জন্ম হচ্ছে, তার লেভেল খুঁ তড়াতাড়ি হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়ার লা হোইয়া ইনস্টিটিউট অফ ইমিউনোলজি-র বিশেষজ্ঞ শ্যান ব্রোটি বলছেন, 'দুস্টার নয়, ওমিক্রনের জন্য আলাদা করে একটি ভ্যাকসিনের দরকার। তাতে তুলনায় ভাল কাজ হবে।' ফাইজার-এনওয়ায়েটেক, মর্ডানা এং জনসন অ্যান্ড জনসনের মতো সংস্থা জানিয়েছে, ওমিক্রনের জন্য ভ্যাকসিন নিয়ে কাজকর্ম শুরু হয়েছে, পরীক্ষা চলছে, কয়েক মাসের মধ্যেই তার দেখা মিলতে পারে। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রোগপ্রতিরোধ বিশেষজ্ঞ আলি ইলেন্ডি এই শুনে একটু স্বস্তি পেয়েছেন। বলছেন, 'তৃতীয় ডোজের পর যদি আর একটি ডোজ নিতে হয়, তা হলে আমি ওমিক্রনের ভ্যাকসিনের জন্য আশা করতেই পারি।'

এটা ঠিক এই সময়ে দুস্টার শটের গুরুত্ব অপরিসীম। কং ওমিক্রনের ভ্যাকসিন আসলে সেই আশা করে যাওয়াটা মোটেই ঠিক কাজ হবে না। আর, এ ব্যাপারে আরও একটি ভয় ঘনিয়ে উঠেছে। না, একটা নয়, ভয় দুটি। কেমন ভয়? কিছু গবেষক বলতে শুরু করেছেন, ার ার দুস্টার ডোজে শরীরের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। হিতে প্রিপন্ন হতে পারে। দেখা গেল যে, এর চোটে দেহের প্রতিরোধ শক্তি করোনার বিরুদ্ধে কাজ করাটা াক করে দিল! না- দেশের ভাগ ইমিউনোলজিস্ট এই তত্ত্ব মানছেন না। দ্বিতীয় যে ভয়ের কথাটা বলা হচ্ছে, তার পক্ষে অপ্রমাণ অনেক। বলা হচ্ছে, অনেক সময় দেখা যায় রোগপ্রতিরোধে রক্তে কিছু অস্বাভাবিক কাজকর্ম হতে থাকে। রক্ত মূল ভাইরাসটিকে চিনলেও, তার ভ্যারিয়েন্টকে চিনতে পারছে না।

ওরিজিনাল অ্যান্টিজেনিক সিন ালা হয় একে। এতে মূল ভাইরাসটির িরুদ্ধে অ্যান্টিডি তৈরি হ়ে শরীরে। কিন্তু তার নতুন রূপের িরুদ্ধে হ়ে না।

আসলে শরীরই তো ঈশ্বর। ভাইরাস- শয়তান। যতই আপনাকে ভ্যাকসিন দেওয়া হোক না কেন, শরীরের প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। শয়তানকে শেষ করতে কুদরতি কেরামতি কতটা দেখাতে পারছে সে, সেইটাই কিন্তু শেষ কথা।

<https://bengali.indianexpress.com/explained/explained-will-forever-boosting-beat-the-coronavirus-394729/>

466. Health Tips: নিয়মিত রোদ পোহান! ভিটামিন ডি রক্ষা করতে পারে কোভিড থেকে

<http://dhunt.in/qWB0d?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

467. <https://m.dailyhunt.in/news/india/bangla/aajkaal-epaper-aajkal/health+tips+karonakale+roj+khalik+pete+khan+aamalakir+ras+ki+ki+upakar+paben+janun-newsid-n350587718?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

468. খুঁটিতে দেড় শতাধিক গাছ কেটে স্থাপনা নির্মাণ



খুলনা িশ্বিদি্যালয় প্রতিনিধি

প্রকাশ: সোমবার, ১৭ জানুয়ারি, ২০২২, ১২:৩৮

পিএম আপডেট: ১৭.০১.২০২২ ১২:৪৪ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

অ + অ - অ

খুলনা িশ্বিদি্যালয়ে (খুঁটি) ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) নির্মাণের জন্য পুরাতন চিকিৎসা কেন্দ্র (শহীদ াদ্বিজীি ডা. আলীম চৌধুরী চিকিৎসা কেন্দ্র) ও পুরাতন গ্যারেজ সংলগ্ন িস্তুত জায়গার গাছ কাটায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সাধারণ

শিক্ষার্থীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ১৪০টি নানা প্রজাতির ছোট, ঝড় ও মাঝারি সাইজের গাছ কেটে নির্মিত হও এই স্থাপনা। এসব গাছের মধ্যে রয়েছে ছোট, ঝড় ও মাঝারি সাইজের মেহগনি গাছ, জাম গাছ, নারকেল গাছ, সুপারি গাছ, কৃষ্ণচূড়া ও রাধা চূড়া গাছ। গত বছর ৩০ ডিসেম্বর গাছ কাটার টেন্ডারের দরপত্র কিনে নেয় মাছুম এন্টারপ্রাইজ নামের একটি প্রতিষ্ঠান। ১৪০টি গাছের দরপত্রের দাম ভ্যাটসহ ২,৬০,০০০ (দুই লক্ষ ষাট হাজার) টাকা। ইতোমধ্যে অর্ধেকের বেশি গাছ কাটা হয়ে গেছে, বাকিগুলো দ্রুত কাটা হও। শিক্ষার্থীদের দাপি, টিকল জায়গায় টিএসসি নির্মাণ করলে এত গাছ কাটা পড়তো না।তও কর্তৃপক্ষ ওলছে, ক্যাম্পাসে জায়গা সংকটের কারণে বিভিন্ন ভওন নির্মাণে মাস্টার প্লানের অংশ হিসওে অপরিবল্লিত জায়গায় থাকা গাছ কেটে টিএসসি নির্মাণ করা হচ্ছে। পরওর্তীতে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ক্যাম্পাসের ফাঁকা জায়গায় গাছ রোপন করে সওজায়ন করা হও।ইংরেজি ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থী মোস্তাক আহমেদ ক্ষোভ প্রকাশ করে ওলেন, সম্প্রতি টিশ্বিড্যালয়ে উন্নয়ন প্রকল্প ওাস্তওয়নের দোহাই দিয়ে নির্িচারে গাছ কাটা হয়েছে। অতীতেও প্রশাসনের এমন ঘৃণ্য কাজের নজির রয়েছে। এভাওে চলতে থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই ক্যাম্পাস ওক্ষহীন হয়ে যাও। কয়েকটা অট্টালিকা ছাড়া আর কোনোকিছুই অওশিষ্ট থাকও না। টিশ্বিড্যালয় প্রশাসন ক্যাম্পাস সংলগ্ন ২০৩ একর খালি জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে ক্যাম্পাস সম্প্রসারণের যে উদ্যোগ নিয়ে রেখেছে, সেটি দ্রুত সম্পাদনের ও্যওস্থা করে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো (শিক্ষার্থীদের আওাসিক হল, টিএসসিসহ নতুন ভওনগুলো) সেখানে ওাস্তওয়ন করতে পারতো। অথচ সেদিকে তাদের দৃষ্টি নেই ওলেই মনে হচ্ছে।

এ িষয়ে টিশ্বিড্যালয়ের রেজিস্ট্রার (চলতি দায়িত্ব) অধ্যাপক খান গোলাম কুদ্দুস ওলেন, টিশ্বিড্যালয়ের অওকাঠামোগত উন্নয়নে বিভিন্ন ভওন নির্মাণ মাস্টার প্লান অনুযায়ী করা হয়েছে এওং হচ্ছে। এগুলো নির্মাণ করতে গিয়ে আগে থেকে অপরিবল্লিতভাওে ওেড়ে ওঠা গাছগুলো কেটে ফেলা হচ্ছে। তওে মাস্টার প্লানের ওাইরে যেসও ফাঁকা জায়গা রয়েছে পরিকল্পনানুযায়ী সেখানে গাছ রোপন করে ক্ষতি পুষিয়ে সওজায়ন করা হও। টিশ্বিড্যালয়ের পরিওেশ কীভাওে সুন্দর রাখা যায়, সেটা আমাদের চিন্তা ভাওনায় সওসময় রয়েছে।

সৌন্দর্য ওর্ধক কমিটি প্রতি ওছর মাস্টার প্লানের ওাইরের ক্যাম্পাসের ফাঁকা জায়গায় নানা প্রজাতির ফলজ, ওনজ ও স্থায়ী ফুল গাছ রোপন করেন। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সংগঠন ও ও্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্ন গাছ রোপন করে থাকেন।

এদিকে গতকাল রওওয়ার টিশ্বিড্যালয়ে নির্িচারে ওক্ষ নিধনের টিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিওাদ করেছে টিশ্বিড্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সরেজমিনে ঘুরে, হাদি চত্বর প্রাঙ্গণে কেটে ফেলা গাছের ডালপালায় লাল রও দিয়ে প্রতীকী রক্তক্ষরণ ওাঝানো হয়। তাতে পেচানো সাদা

কাপড়ে 'আমি ঢাঁচতে চাই' লেখা দেখা যায়। এ আয়োজনের মাধ্যমে প্রশাসনের এমন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান শিক্ষার্থীরা। এছাড়া শিক্ষার্থীরা এমন আয়োজনের মাধ্যমে দেশব্যাপী ঝুঁকি নিধনের যে মহোৎসব চলছে, তারও প্রতিবাদ করেছেন। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে শিক্ষার্থীরা গাছ কাটার ঝুঁকিতে প্রাপক সমালোচনা করেন।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়া, পুরাতন মেডিকেলের ও কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে ১,১৬,৪৭২ বর্গফুট আয়তনের টিএসসি ভবন নির্মাণের মোট চুক্তি মূল্য ৫৪,৫৭,৬৫,৫৪০ টাকা। এর মধ্যে শুধু অডিটোরিয়ামের আয়তন হলে ৩২,৮০৯ বর্গফুট এবং সেখানে ১,৭১০টি আসন প্রাপ্ত থাকবে।

টিএসসি প্রকল্পটি প্রাপ্তিমানের মেয়াদ ধরা হয়েছে দুই বছর। ৪ তলা বিশিষ্ট এই ভবনে সাধারণ বিদ্যুৎ প্রাপ্তির পাশাপাশি জেনারেটর এবং ৫ কিলোওয়াট সক্ষমতাসম্পন্ন সোলার সিস্টেম, সিসি টিভি, অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র, ৫টি লিফট সুবিধা থাকবে।

<https://shomoyeralo.com/details.php?id=169204>

৪৬৯. প্রাঘ, ভাটিশ্বর, মনসা ও পাঁচ পীরের সুন্দরান

সৌমিত্র দস্তিদার, কলকাতা থেকে । ১৭ জানুয়ারি, ২০২২ ০০:০০



কখনো কোনোদিন প্রাঘের জন্য কষ্ট হলে তা ভাবিনি। তা নিয়ে আমার লিখা তা কল্পনাও করিনি। কিন্তু বেশ কয়েক দিন ধরে প্রাঘ আমাকে খুবই ভাবাচ্ছে। সিংহকে যতই ঢাকঢোল প্রাজিয়ে পশুরাজ প্রাঘ হোক না কেন যারা সুন্দরানের রয়্যাল প্রেসল টাইগার সম্পর্কে একটু আধটুও জানেন তারা সচাই নিশ্চিত আমার সঙ্গে একমত হয়ে প্রলম্বন যে পশুরাজ প্রলতে প্রাঘ ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। কী তার আভিজাত্য, চলন-প্রলন, মেজাজ-মর্জি, রাজকীয় হিংস্র আচরণ, ভাবলেই ঢুক কেঁপে ওঠে। সম্রমে মাথা আপনা থেকেই নিচু হয়ে আসে।

সুন্দরানের গাঁ-গঞ্জে তাকে নিয়ে গল্পগাথার শেষ নেই। তিন প্রক্কু মাছ ধরতে গেছে খাঁড়িতে। রাত হয়ে যাওয়ায় নদীর ধারে নোঙর করল। তিনজনের একজন খুব ভীতু। প্রারেপ্রারে সে প্রলছে, ভাই এসে জায়গা প্রাঘের রাজত্ব। এখানে থাকা ঠিক নয়। ক্লাস্ত প্রক্কুরা তাকে আশ্বস্ত করল, তুই ভেতরে শো। আমরা প্রাইরে আছি। কিছু হলে না। রাত গভীর তখন। আচমকা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল প্রক্কুদের। অপ্রাক প্রিস্ময়ে আতঙ্কিত হয়ে তারা দেখল হৈ-এর ভেতরে ঢুকে প্রাঘ সপ্রচেয়ে নিরীহ প্রক্কুটির ঘাড় মটকে নিয়ে যাচ্ছে। যখন তাদের হুঁশ ফিরল, হৈ হৈ করে চৈচিয়ে উঠল ততক্ষণে প্রাঘ জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রায় মাঝনদীতে পৌঁছে গেছে। এই চতুর প্রাণীটিকে সুন্দরানের মানুষজন নাম দিয়েছে 'দক্ষিণ রায়'। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ধপধপি গ্রামে প্রাঘ প্রাহাদুরের মন্দির আছে।

ধুমধাম করে পূজো হয় ঠাঠা 'দক্ষিণ রায়'-এর। পুরনো আখ্যানে কিন্তু এই দক্ষিণ রায় ছিলেন মস্ত এক চীরা। যশোরের রাজা ছিলেন মুকুট রায়। দক্ষিণ রায় ছিলেন তার সেনাপতি। শাসন করার সুবিধে হলে ঠাঠা মুকুট রায় নিজের রাজ্যকে দুভাগে ভাগ করে ছিলেন। উত্তর দিকে শাসন করতেন স্বয়ং মুকুট রায়। দক্ষিণে, ভাটির দিকে দায়িত্ব পেয়েছিলেন সেনাধ্যক্ষ দক্ষিণ রায়। শিওরভক্ত দক্ষিণ রায়ের আর এক নাম তাই 'ভাটিশ্বর'। এরকমভাবে শৌর্য চীরের প্রতীক হয়ে গল্প কাহিনীতে দক্ষিণ রায় অমর হয়ে থেকে গেছেন। দুঃখ এটাই যে ঠাঘ নিয়ে সুন্দরানের আমজনতার এমন আগ্রহ, এত চীরত্বগাথা সেই ঠাঘের সঙ্গে দূরত্ব পাড়ছে মানুষের। এ লেখা লিখতাম না যদি কয়েকদিন ধরে সুন্দরানের গ্রামে গ্রামে ঠাঘ ঢুকেপড়া নিয়ে হেডলাইন না হতো। কখনো নিমপীঠে ঠাঘ হানা দিচ্ছে। কখনো গোসাঠা, ঝড়খালির লোকালয়ে ঠাঘ গরু-ছাগল মেরে তা-চালাচ্ছে।

ঠাঘের লোকালয়ে যাওয়ার পেছনে অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু মূল বিষয়টি হচ্ছে যে জঙ্গল তথাকথিত উন্নয়নের দাপটে যতই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ততই ঠাঘ হয়ে ঠাঘ খাওয়ার খোঁজে গ্রামে ঢুকে পড়ছে। আর একটা ব্যাখ্যাও আছে। সুন্দরানের নোনা জলে ঠাঘের লিভার খারাপ হয়ে যায়। সে তখন মিষ্টি জলের খোঁজে গ্রামে ঢোকে। আঠার এও শোনা যাচ্ছে যে সুন্দরানের ঠাঘের সংখ্যা পাড়লেও ঠাঘিনী ক্রমে কমছে। ফলে পুরুষ ঠাঘ সঙ্গিনীর অভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। ব্যাখ্যা যাই হোক ঠাঘ ঠানাম মানুষের সংঘাত এখন অরণ্য ও পশুপ্রেমীদের কাছে যথেষ্ট চিন্তার। ১৯২৭ সালে সারা দেশে ঠাঘের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজারেরও বেশি। এখন তা কমে কমে তিন, সাড়ে তিন হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। এনেদি পরিবারে একসময় ঠাঘ মারা ছিল ফ্যাশন। রাজরাজড়া ঠাঘ শিকার না করলে তাদের ইজ্জত থাকত না। ঠসুত তাদের 'পাপে' ঠাঘ ক্রমেই লুপ্ত প্রজাতির প্রাণী হতে চলেছে। একদিন আসলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নামটাই হয়তো মুছে যাবে।

আমাদের দেশভাগ নিয়ে কত কথা হয়, অথচ দেশভাগের ফলে অরণ্য সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যেও যে চিপুল প্রভাব পড়েছে তা নিয়ে কোনো গভীর আলোচনা হয়েছে ঠাঠা শুনিনি। বেঙ্গল টাইগার ও তার চারণভূমি সুন্দরানের ঠাঠা অঞ্চল আজ ওপারে। এপারের সুন্দরান অংশে দ্বীপের সংখ্যা ১০২টি। তারমধ্যে মানুষের এসবাস আছে ৫৪টিতে। সুন্দরানের ইতিহাস ও ভূগোল নিয়ে সচেতন গুরুত্বপূর্ণ ঠাঠা সম্ভবত সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোর খুলনার ইতিহাস। সুন্দরানের খ্যাতি মনসা মঙ্গলের জন্য। লোক বিশ্বাস, চাঁদ সওদাগরের ওপর ক্ষিপ্ত মনসা চাঁদের ছেলে লখিন্দরকে এসব ঘরে সাপ ঢুকিয়ে মেরে ফেলেছিল। লখিন্দরজায়া ঠাঠা সুন্দরানের এসব জলপথ দিয়েই একদিন স্বামীর প্রাণভিক্ষে করতে স্বর্গে পৌঁছেছিলেন। শেষ অর্ধি প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন লখিন্দর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাঁদ সওদাগর ঠাঠা হাতে হলেও ঠাঘ হয়েছিলেন মনসা পূজো করতে। সেই বিশ্বাসে আজও সাপে কাটা দেহ সাপের দেবী মনসার আশীর্বাদে যদি ফের ঠাঠা ওঠে সেই ভরসায় প্রিয়জনের দেহ জলে ভাসিয়ে দেয় ঠাঠির লোক। কথায় আছে না, বিশ্বাসে মিলায় ঠসু, তর্কে ঠহুদূর। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নদীর পাড়ে কারা যেন মৃতদেহ মাটিতে রেখে চলে যাচ্ছে। গরিব মানুষ, সৎকারের পয়সা নেই। তাই জলের ধারে রেখে দিচ্ছে আপনজনের দেহ। জোয়ার এসে তা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে চিরদিনের মতো। গোমর

এ মাতলা নদীতে ভেসে যেতে যেতে দেখতে পানেন কলাপাতার ভেলায় মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে।

সুন্দরবনে সাধারণত লোকে যায় শীতকালে। আমি এলুম জঙ্গলের রোমাঞ্চ অনুভব করতে গেলে অশ্যই আপনাকে যেতে হবে প্রচল গরমে কিংবা দারুণ ঝর্ষায়। গরমের রাতে নৌকার গলুইয়ে শুয়ে চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকুন। অত তারা নিশ্চিত কখনো দেখেননি। রাতের ঘন ঘোর তা-এর পর আকাশ এখন ধীরে ধীরে ফর্সা হচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে আজানের সুর। আজান ও শাঁখের আওয়াজ এখানে মিলেমিশে নতুন এক সুরের জন্ম দেয়। ঝর্ষার সুন্দরবন ভয়ংকর সুন্দর। প্রচল ঝর্ষায় একটার সারা রাত কেটেছিল রায়মঙ্গল নদীতে। সেই ভয়াবহ রাত কোনোদিনই ভোলার নয়। ছোট ছোট জেলে নৌকা ভিড় করছে। কোনো এক নৌকার মাঝিরা গান ধরেছে। ‘আমরা আজ পোলাপান, গাজী আছে নিখাটান, শিরে গঙ্গা দরিয়া, পাঁচ পীর এদর এদর’। কজন আর আমরা মনে রেখেছি পাঁচ পীরের নাম। আমার লঞ্চের সারেং পরীক্ষিত দা হাসতে হাসতে আমাকে মনে করিয়ে দিলেন, পাঁচ পীর হলেন, গিয়াসউদ্দিন, সামসুদ্দিন, সেকেন্দার, গাজী ও কালু।

এই ঝাংলাকে চিনতে হলে আপনাকে মানুষের কাছে যেতে হবে। এ ঝঞ্জের হৃদিস কোনো অ্যাকাডেমিক টেক্সটে পানেন না। রাজ্জাএলিয়া, মৌসুমি, পাথর প্রতিমা এ রামগঙ্গার কোনো জেলে আপনাকে ঠিক এলে দেবে কোন দিকে হওয়া দিলে ইলিশ ধরা দেবে জালে। ঝুঁটির পরে ঝকঝকে আকাশে মস্ত চাঁদ যেন মাতিসের ছবি। চাঁদনি রাতে সাহস থাকলে কলস দ্বীপের কাছে নদীর খাঁড়িতে ডিঙ্গি নৌকা নোঙর করুন। কান পেতে জলের শব্দ শুনুন। শব্দ ভুল এললাম। আসলে নদীর শব্দ এখানে নিয়ত জন্ম দিচ্ছে ধ্রুপদী সংগীতের। রাত গভীর হচ্ছে। মাথার ওপর দিয়ে কর্কশ গলায় অচেনা পাখি ডাকতে ডাকতে চলে গেল। চুপ, কোনো শব্দ নয়। ঠিক ধরেছেন, ওই তো সতর্ক ভঙ্গিতে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে রাজকীয় স্টাইলে তিনি আসছেন। দ্য গ্রেট রয়্যাল এঞ্জল টাইগার। হলদে ডোরাকাটা এক অপূর্ণ ভাস্কর্য। ভয় পানেন না। দেখতে থাকুন। পৃথিবীর এমন চলমান সুন্দর আর হয়তো কখনোই আপনার দেখা হবে না। তিনি আপনার নৌকা দেখেছেন। পাত্তা দিলেন না। জানেন যে এটা তার রাজত্ব। এখানে মানুষ তার প্রজা মাত্র। তাই ধীরে গুছিয়ে জল খেয়ে তিনি চলে যাচ্ছেন। এই ঝাংকে ভালো না এসে থাকা যায়!!

লেখক : ভারতীয় প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা ও লেখক

dastidarsoumitra786@gmail.com

<https://www.deshrupantor.com/editorial-news/2022/01/17/339588>

দেশজুড়ে নির্দিষ্ট করে নদী-খাল-জলাশয় ভরাট আর দখল-দূষণের খণ্ডর শিরোনাম হচ্ছে নিয়মিতই। এর টিপসহীতে নদী-জলাশয় দখলমুক্ত করার খণ্ডর কমই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ২০১৯ সালে তুরাগ নদকে ‘জীৱন্ত সত্তা’, ‘আইনি ৱ্যক্তি’ ও ‘আইনি সত্তা’ হিসেবে ঘোষণা করে হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায় প্রকাশের পর আশা করা হয়েছিল, দেশের ৱেদখল হওয়া নদী-খাল-জলাশয় উদ্ধার ংং সংস্কারের িষয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হৱে। কিন্তু ৱাস্তবে সেটা ঘটছে না। ংদিকে দেখা যাচ্ছে, দেশের িভিন্ন স্থানে যেসং ৱাণিজ্যিক কর্মকা-ের কারণে নদীগুলোতে দখল ও দূষণ চলছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ংকটি হচ্ছে ংঐধ ইটভাটা। সহজে ভালো মাটি তোলার সুযোগ ংং পরিৱহনের সুৱিধার কারণে নদী ও নদীর প্লাৱনভূমি ংলাকাগুলোতে গড়ে উঠছে ংকের পর ংঐধ ইটভাটা। নদী ও রাষ্ট্রীয় খাসজমি দেখাশোনার দুর্ৱলতার কারণে ইটভাটার মালিকরা ংতটাই ৱেপরোয়া হয়ে উঠছেন যে, কেৱল ংঐধ ইটভাটা ংসিয়েই তারা ক্ষান্ত হচ্ছেন না, ইট পরিৱহনের জন্য নদীর ংক চিরে রাস্তাও তৈরি করা হচ্ছে। ংতে নদী ও প্লাৱনভূমি কেন্দ্রিক কৃষিজ ংৱাদ ও জীৱঐচিৱ্যও মারাত্মক হুমকির মধ্যে পড়ছে।

রৱিৱার দেশ রূপান্তরে ‘নদীর ংক চিরে রাস্তা’ শিরোনামের প্রতিৱেদনে পাৱনার ংশ্বরদী উপজেলায় রূপপুর পারমাণৱিক িদ্যুৎকেন্দ্রের নিকটৱর্তী পদ্মার ংকটি শাখা নদীতে ংঐধ ইটভাটার মালিকদের রাস্তা নির্মাণের খণ্ডর তুলে ধরা হয়। সরেজমিন প্রতিৱেদনটি থেকে জানা গেছে, পশ্চিম ৱাহিরচর ংলাকা থেকে ২৫ কিলোমিটার ঘুরে শাখা নদীটি ংৱার মূল পদ্মায় মিলিত হয়েছে পাৱনা সদরের চরশ্রীকৃষ্ণপুরে। ংর্ষায় নদীটি ৱেগৱান থাকলেও শীতে হাঁটুসমান পানি থাকে। পানি কমে ংসার সুযোগ নিয়ে ইটভাটায় মাটি নেওয়ার জন্য ংই শাখা নদীটির ংক চিরে রাস্তা ংনিয়েছেন ইটভাটার মালিকরা। পাৱনা সদরের হেমায়েতপুর ইউনিয়নের চরভগীরথপুর গ্রামে নদীতে ংই রাস্তা দেখা গেছে। সেখান থেকে ৫-৬ কিলোমিটার দূরেই চরশ্রীকৃষ্ণপুর। স্থানীয় ৱাসিন্দাদের দাৱি, ংই ংলাকায় ৱেশ কিছু ংঐধ ইটভাটা রয়েছে। ফসলের জমিতে করা ংই সং ইটভাটার ংকটিরও পরিৱেশ ছাড়পত্র নেই। ইটভাটার মালিকরা থানা ও প্রশাসনকে ম্যানেজ করে প্রতিৱহরই পদ্মার ংই শাখা নদী থেকে মাটি কেটে নেন। ংর ংৱার নদীর ওপারে জয়েনপুর মৌজা থেকে মাটি কাটার পরিকল্পনা করেছে। সেই মাটি ট্রাকে করে ংনার জন্যই নদীতে রাস্তা ংনিয়েছেন তারা। সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠছে স্থানীয় প্রশাসন, পরিৱেশ ংধিদপ্তর কিংৱা জাতীয় নদীরক্ষা কমিশন ংমন ংঐধ ইটভাটার দখল-দূষণ-ভরাট ংন্ধে কী পদক্ষেপ নিয়েছে?

পাৱনার পদ্মা ংৱাহিকায় নদী ংং নদীর প্লাৱনভূমির খাসজমি দখলের মচ্ছং ংমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, ংঐধ ইটভাটার মালিকরা দখল ও ভরাটের িষয়টি স্বীকার করতেও দ্বিধা করছেন না। নদীতে রাস্তা তৈরির িষয়ে জানতে চাইলে ংলোচ্য ংকটি ইটভাটার মালিক জুয়েল প্রামাণিক সোমৱার দেশ রূপান্তরকে টেলিফোনে ৱলেন, ‘ংমরা নদীর ওপর রাস্তা করছি। কারণ নদীর ওপারে জয়েনপুর থেকে মাটি কাটং।

রাস্তা ানানোর কাজ শেষ হলে মাটি কাটা শুরু হ়ে।’ অন্যদিকে, স্থানীয় াসিন্দারা ালছেন, নদীটি ালাকার মানুষের

কৃষিকাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তারা নদীর পানি সেচকাজে া্যহার করে থাকেন। াক মৎস্যজীৱী াক্ষেপ করে ালেন, াই নদীতে চিংড়ি, টেংরা, াওয়ালসহ নানা ধরনের মাছ পাওয়া যেত। তখন ভগীরথপুর ঘাটে প্রতিদিন সকালে মাছ কিনতে মানুষ ভিড় করত। াখন ার নদীতে াগের মতো মাছ পাওয়া যায় না। স্থানীয়রা ালছেন, যারা নদীর মাটি তুলে নিচ্ছে াং নদীতে রাস্তা াঁধেছে তাদের িরুদ্ধে াভিযোগ দিলে াল্টো িপদে পড়তে হয়। স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বর, ইউএনও াং থানার ওসিও সাই জানেন কিন্তু তারা কোনো া্যস্থা নেন না।

ামন দুঃখজনক াস্তা়তায় ারও জানা গেছে, পানায় ২১৮টি চালু থাকা ইউভাটার মধ্যে জেলা প্রশাসন, ির়েশ াধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিসের ানুমোদনসহ াৈধ কাগজপত্র রয়েছে মাত্র ৬টির। াকি ২১২টি ভাটা চলছে প্রশাসনকে ম্যানেজ করে। াথচ ২০১৩ সালের ইউভাটা সংক্রান্ত াইনে ালা াছে, ফসলি জমি া াাসিক ালাকায় ইউভাটা স্থাপন করা য়ে না। কিন্তু াইন না মেনেই গড়ে াঠেছে ইউভাটা। কয়লার ির়র্তে াাধে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ। ইউ তৈরির জন্য া্যহার করা হচ্ছে ফসলি জমির ওপরের াঁচের মাটি। ির়েশািদরা ালছেন, ইউভাটা ির়েশ ধ্বংসের পাশাপাশি কৃষিজমিও শেষ করে দিচ্ছে। দেশে ইউভাটার ানুমোদন াছে ২ হাজারের মতো, াোইনিভাবে চলছে ৬ হাজারের ােশি। াই ির়িস্থিতি পানাসহ সারা দেশে াাৈধ ইউভাটা ান্ধ করে নদী ও ির়েশ াঁচাতে সরকারের িশেষ পদক্ষেপ নেওয়া াচিত। প্রশ্ন হলো, াচ্চ াদালতের রায় াং জাতীয় নদীরক্ষা কমিশনের কর্মপরিধি াস্তা়তায়নে সরকার কেন জেলা প্রশাসনগুলোকে া িষয়ে তৎপর করার পদক্ষেপ নিচ্ছে না?

<https://www.deshrupantor.com/editorial-news/2022/01/17/339590>

471. পুকুর বুজিয়ে বেআইনি বাড়ির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া শুরু, গ্রেপ্তার ১



সংাদদাতা, কাটোয়া: কাটোয়া শহরে পুরসভার িভিন্ন ওয়ার্ডে াৈধ ানুমতি ছাড়াই পুকুর াুজিয়ে তৈরি হয়েছে াড়ি ও দোকান ঘর। পুকুর াুজিয়ে াইভাবে াড়ি তৈরির িরুদ্ধে াার সর় হয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। পুরসভার াভিযোগের ভিত্তিতে রি়ার গ্রেপ্তার হয় কাটোয়া শহরের াক াসিন্দা। ধূতের নাম সমীর দাস। তার াড়ি পানুহাট পালপাড়া ালাকায়। ধূতকে াদিন

কাটোয়া মহকুমা এসিজেএম আদালতে তোলা হলে চিচারক তাকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চিচার চিভাগীয় হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

জানা গিয়েছে, কাটোয়া শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে পানুহাট মৌজায় একটি পুকুর ঝুজিয়ে দ্বিতল চিশিষ্ট দোকানঘর তৈরির করার অভিযোগ ওঠে ধূতের চিরুদ্ধে। তাকে দু'বার পুরসভা থেকে নোটিস দিয়ে ডেকে পাঠালেও সে পুরসভায় আসেনি। এরপরেই ধূতের নামে কাটোয়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানান পুরসভার প্রশাসক। তারপরেই পুলিশ ধূতকে গ্রেপ্তার করে। এ চিশয়ে কাটোয়া পুরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান সমীর সাহা ঞলেন, পুকুর ঝুজিয়ে ঞাড়ি তৈরি করেছিল ওই ঞ্যক্তি। তাই তার চিরুদ্ধে আমরা এফআইআর দায়ের করেছি।

কাটোয়া শহরের ঞকাধিক ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরেই পুকুর ঝুজিয়ে ঞাড়ি, দোকান ঘর তৈরি করা হচ্ছে। ঞমনকী মাত্র ১ কাঠা জায়গার উপর পুকুর ঝুজিয়ে তিনতলা ঝাঁ চকচকে টাইলস ঞসানো ঞাড়ি প্রচুর তৈরি হয়েছে। ঞমন অভিযোগে ঞার ঞার সর ঞ হচ্ছেন ঞাসিন্দারা। শুধু তাই নয়, শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডেও ঞকাধিক ঞাড়ি পুকুর ঝুজিয়ে তৈরি করা হয়েছে ঞলে অভিযোগ। ঞাঞার কোনও সরু গলির ভিতরে চারতলা ঞাড়ি পুরসভার ঞৈধ ঞনুমতি ছাড়াই তৈরি করা হয়েছে। ঞাঞার ওই ঞেআইনি ঞাড়িগুলির চিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে কাটোয়া পুরসভা। কাটোয়া পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, কাটোয়া শহরের কুড়িটি ওয়ার্ডে হোল্ডিং নম্বর ঞাছে, ঞমন ঞাড়ির সংখ্যা প্রায় ১৯ হাজার। কিন্তু ঞান্তে দেখা ঝাছে প্রচুর ঞেআইনি ঞাড়ি পুরসভার ঞনুমতি ছাড়াই তৈরি করা হয়েছে। এর ঞাগেও ঞেআইনি ঞাড়ির মালিকদের ঞার ঞার নোটিস দিয়েছে পুরসভা।

এ চিশয়ে কাটোয়ার চিধায়ক রঞীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঞলেন, আমরা ঞেআইনি ঞাড়ির মালিকদের নোটিস দিয়েছি। তাদের কাছে আমরা জানতে চাই ঞ কীভাবে তারা পুরসভার ঞৈধ ঞনুমতি ছাড়াই পাকা ঞড় ঞাড়ি তৈরি করল। তে পানুহাটের ওই ঞ্যক্তি পুকুর ঝুজিয়ে ঞাড়ি তৈরি করেছে। তাই আমরা তার চিরুদ্ধে ঞ্যস্থা নিয়েছি।

ঞভাবেই পুকুর ঝুজিয়ে ঞকের পর ঞক ঞাড়ি তৈরির অভিযোগ ঞঠেছে। -

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=17&id=343533>

472. Coronavirus :মাস্ক ছাড়া কেন চলছে টিকাকরণ, ক্ষুব্ধ মন্ত্রী

নিজস্ব সংঞাদদাতা

জগ্গিপুৰ ১৬ জানুয়ারি ২০২২ ০৯:২৫



মাস্ক পরাতে সচেতন করছেন মন্ত্রী আখরুজ্জামান।
নিজস্ব চিত্র।

সরকারি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে টিকাকরণের জন্য মহিলাদের দীর্ঘ লাইন দেখেই গাড়ি থেকে নামলেন তিনি। দেখলেন দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে শতাধিক গ্রামীণ মহিলা। কারও কোলে সদ্যোজাত। কিন্তু মুখে মাস্ক নেই পেশির ভাগেরই। তাঁদের হাতে তুলে দিলেন মাস্ক। রাজ্যের প্রদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান এরপরই এগিয়ে গেলেন স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মীদের কাছে। রোদের মধ্যে টেবিল চেয়ার পেতে সাপ্তাহিক ইম্যুনাইজেশনের কাজ করছিলেন স্বাস্থ্য কর্মীরা। মন্ত্রীকে দেখে উঠে দাঁড়াতেই তাদের সামনেই ক্ষোভ উগরে দিলেন মন্ত্রী, “এ কীরকম প্যাপার? আপনারা সরকারের স্বাস্থ্য কর্মী, অথচ টিকাকরণ চলছে মাস্ক ছাড়াই? মানুষকে মাস্ক পরে আসতে প্রাধ্য করছেন না কেন? লোকজন তো এই এলাকায় সচেতন নন, কিন্তু সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে আপনারা তো সচেতন? সংক্রমণ যে ভাবে ছড়াচ্ছে তাতে সকলেই আতঙ্কে আছেন। একজন মা বা শিশু যদি আক্রান্ত হন, তার পরিণামটা তো ভাবতে হ? ভবিষ্যতে মাস্ক ছাড়া এ ধরনের শিটির চালাবেন না, প্লিজ।”

এ দিন করোনার সচেতনতা দেখতে মন্ত্রী গিয়েছিলেন সীমান্ত লাগোয়া পদ্মাপাড়ের গ্রাম গিরিয়ায়। প্রাজারে ঢুকতেই প্রোঝা গেল সচেতনতার প্রালাই মাত্র নেই। মেরে কেটে ৫ শতাংশ লোকের মুখেও মাস্কের দেখা নেই। দু’দিন আগে মিঠিপুরে গিয়ে যা নজরে এসেছিল, এ দিনের গিরিয়ার সঙ্গে তার কোনও ফারাক নেই। আখরুজ্জামান প্রলছেন, “মাস্ক কেনার পয়সা নেই তা কিন্তু নয়। প্রাড়ির কাপড় দিয়েও তো মাস্ক তৈরি করা যায়। করোনা নিয়ে সপ্রাই আতঙ্কে আছে। কিন্তু করোনা থেকে প্রাঁচার প্রধান পথ হচ্ছে মুখে মাস্ক লাগানো এটাই প্রুঝছেন না মানুষ। প্রত্যেক গ্রামে তো পঞ্চায়েত সদস্যরা আছেন। তাঁরাও তো নিজেরা এক ঘণ্টা করে সময় দিতে পারেন মাস্ক পরার প্র্যাপারে চাপ সৃষ্টি করতে। সপ্রাই রাস্তায় নামুন। এই মুহূর্তে শুধু রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকেই প্রায় ৬০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে রয়েছেন। লক্ষণটা ভাল নয়। এটা কমাতে পারেন নিজের নিজের এলাকার মানুষেরাই শুধু মাস্ক প্র্যাহার করে।”

গত দু সপ্তাহ ধরেই প্রিভিন্ন এলাকায় মাস্ক সচেতনতা তৈরি করতে ঘুরছেন তিনি নিজের এলাকায় প্রতিদিনই নিয়ম করে। কিন্তু কোনও ফল হচ্ছে কী? নিজেও জানেন না মন্ত্রী। জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান প্রলছেন, “সংক্রমণ আটকানোই এখন সকলের প্রধান কাজ হওয়া উচিত। প্রতিদিন পঞ্চায়েত সদস্য থেকে দলের নেতারা তাঁদের এলাকায় প্রের হোন গ্রামপ্রাসীদের মাস্ক পরাতে। এই মুহূর্তে দলের সমস্ত কর্মসূচি প্রন্ধ

রাখুন। দু'দশ জন মিলেও জমায়েত নয়। সকলের একটাই কর্মসূচি হোক মানুষের মুখে মাস্ক পরানোর। প্রিরোধীরাও পথে নামুন।''

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/nadia-murshidabad/tmc-minister-got-angry-with-vaccination-without-mask/cid/1323833>

473. Boat: মাছ ধরতে গিয়ে হুগলি নদীতে ডুপল ট্রলার, অল্পের জন্য রক্ষা

মৎস্যজীৱীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা

সাগর ১৬ জানুয়ারি ২০২২ ২৩:০০



হুগলি নদীতে তখন ডুপে যাচ্ছে ট্রলারটি।

নিজস্ব চিত্র

মাছ ধরতে গিয়ে হুগলি নদীতে ডুপে গেল মৎস্যজীৱীদের ট্রলার। তপে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন ট্রলারের মাঝি ং মৎস্যজীৱীরা। তাঁদের জীৱিত উদ্ধার করা সম্ভূ হয়েছে।

দুর্ঘটনায় পড়া ট্রলারটির নাম 'ংফটি মা অন্নপূর্ণা'। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রৱিৱার সকালে সাগরের মহিষামারি হাতিপিটিয়া এলাকা থেকে চার জন মৎস্যজীৱীকে নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল ওই ট্রলারটি। িকেল পোলা হুগলি নদীতে মাছ ধরার সময় আচমকা ট্রলারের পাটাতন ফুটো হয়ে জল ঢুকতে থাকে। পরিস্থিতি ংগতিক দেখে ট্রলারের মাঝি ং মৎস্যজীৱীরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকেন। সেই সময়ই কিছুটা দূরে, 'ংফটি মা তারা' নামে ংকটি ট্রলার মাছ ধরছিল। িপদ দুখে তারা ংগিয়ে যায়। ংর পর ট্রলারটি থেকে সকলকে উদ্ধার করা হয়।

দুর্ঘটনার কালে পড়া ট্রলারটি পেঁধে সাগরের হাতিয়াপিটিয়া ঘাটে নিয়ে আসা হয়। উদ্ধার হওয়া মৎস্যজীবিদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাঁরা হলেন, প্রদীপ রায়, হেমন্ত মিস্ত্রি, দীপু রায় এবং অভিরাম নস্কর।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/a-fishing-boat-drowned-in-hooghly-river-at-sagar-dgtld/cid/1323941>

474. Migratory Bird: এ বছর রেকর্ড সংখ্যক পরিযায়ী পাখি সাঁতরাগাছি ঝিলে, দেখা মিলল ১৪ প্রজাতির

নিজস্ব সংবাদদাতা

হাওড়া ১৬ জানুয়ারি ২০২২ ২৩:৫২



নিশ্চিত্তে: সাঁতার কাটছে পরিযায়ী হাঁসের দল। শনিবার, সাঁতরাগাছি ঝিলে।

সাঁতরাগাছি ঝিলে এ ঞার রেকর্ড সংখ্যক পরিযায়ী পাখিদের ভিড় দেখা গেল। প্রতি ঞছরের মতো এ ঞারও ঝিলে পাখি গোনার কাজ হয়। তাতেই জানা গিয়েছে, সাম্প্রতিক কালে অন্য ঞছরের তুলনায় এ ঞছর পাখিদের সংখ্যা অনেক বেশি। যদিও প্রজাতির সংখ্যা কম।

ফি ঞছর শীত পড়তেই হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি ভিড় জমায় সাঁতরাগাছি স্টেশন লাগোয়া ঝিলে। সাধারণত অক্টোবর মাসের শেষ দিক থেকে হিমালয় পেরিয়ে অথবা পাদদেশ অঞ্চল থেকে পরিযায়ী পাখিরা খাচারের সন্ধ্যানে এখানে চলে আসে। এ ঞছর দেরিতে শীত পড়ায় পরিযায়ী পাখিরা একটু দেরিতেই এসেছে। মাঝে কয়েকদিন বেশ ভাল ঠাণ্ডা পড়ায় ভিড় পেড়েছে পরিযায়ী পাখিদের।

প্রকৃতি সংসদের পক্ষ থেকে শনিবার পাখি গণনার কাজ হয়। জানা গিয়েছে, এ ঞছরে মোট ৬ হাজার ৭৪২টি পরিযায়ী পাখি এসেছে। এদের মধ্যে তিনটি ট্রান্স হিমালয়ান প্রজাতির পাখি আছে। তারা হল— লেসার হুইসলিং বার্ড, গাডওয়াল এবং নর্দান পিণ্টেল। এদের সংখ্যা যথাক্রমে ৬ হাজার ৬৭৪, ৮ এবং ১।

এ ছাড়া আরও ১১ প্রজাতির পাখি এসেছে এ ঞছর। এদের মধ্যে কমন মুরহেন, ব্রোঞ্জ জাকানা, পার্পেল হেরন, হোয়াইট ওয়াগটেল, লিটল কর্মরান্ট, গ্রেট ইন্ডিয়ান পনড হেরন এবং হোয়াইট থ্রোটেড কিংফিশার।

প্রকৃতি সংসদের সদস্য প্রসেনজিৎ বলেন, ‘‘গত বছরের তুলনায় এ ার পাখির সংখ্যা বেশি হলেও প্রজাতির সংখ্যা কমেছে। যা যথেষ্ট উদ্বেগের। ঝিলে কচুরিপানা যথার্থ পরিমাণে থাকার ফলে পাখিরা অনেক স্বচ্ছন্দে এসবাস করতে পারছে। চার দিকের শব্দ দূষণ এং উপদ্রব থেকে াঁচতে কচুরিপানায় সহজেই লুকিয়ে থাকা যায়।’’ প্রকৃতি সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০০ সালে ১৬টি প্রজাতির ৫ হাজার ৬৯৪টি পাখি এসেছিল। যাদের মধ্যে লেসার হুসলিং ডাক ছিল ৫ হাজার ৬০১টি। পরের বছর এসেছিল ১২টি প্রজাতির ৫ হাজার ৬৫১টি পাখি। যার মধ্যে লেসার হুইসলিং ার্ড ছিল ৫ হাজার ৫৩৬টি।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah-hooghly/this-year-a-record-number-of-migratory-birds-are-seen-in-howrah-dgtld/cid/1323945>

475. Coronavirus: হাওড়ায় সংক্রমণ কমলেও বিধি মানায় শিথিলতা নয়

১৭ জানুয়ারি ২০২২ ১০:৪০



জগৎল্লভপুর মাজু মাড়ঘুরালিতে একটি ক্লাবের রক্তদান শিঁরে মানা হল না করোনািধি।

মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে হাওড়া জেলায় দৈনিক করোনা সংক্রমণ কমে গেল প্রায় ১১০০।

গত ১১ জানুয়ারি যেখানে দৈনিক সংক্রমণ ছিল ১৮১৫, সেখানে ১৬ জানুয়ারি সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৮৪-তে। কমেছে সংক্রমণের হারও (পজ্জিটিভিটি রেট)।

জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, এক সপ্তাহ আগেও সংক্রমণের হার ছিল ৩০ শতাংশ। ১৬ জানুয়ারি তা হয়েছে ২০ শতাংশ। সংক্রমণ কমলেও জেলা স্বাস্থ্য দফতরের ংক্ধ্য, িধি মানার ক্ষেত্রে কোনও শিথিলতা দেখানো যাবে না।

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নিতাইচন্দ্র মণ্ডল বলেন, ‘‘আমাদের লক্ষ্য, দৈনিক সংক্রমণ শূন্যে নামানো। শুধু তা-ই নয়, তা যাতে ফের না াড়ে তা সুনিশ্চিত করা। সেটা করতে হলে করোনা

িধি কঠোর ভাবে মানতে হবে। মাস্ক পরতে হবে।’’ জেলা প্রশাসনের এক পদস্থ কর্তাও জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত যে স িধিনিষেধ আরোপ করেছে, তা কঠোর ভাবে মানা হচ্ছে কি না, দেখে নেওয়া হবে। একইসঙ্গে তাঁর ংক্ধ্য, ‘‘সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে।

তবেই জেলায় সংক্রমণ কমার যে প্রণতা দেখা দিয়েছে, তার দীর্ঘমেয়াদি সুফল দেখা দেবে।’’

জেলায় গত পাঁচদিন ধরেই দৈনিক সংক্রমণ কমছে। তবে, মৃত্যুর হার আবার এই সময়কালের মধ্যে কিছুটা বেশি। জেলা স্বাস্থ্য দফতরের দািত, গত বছর এই সময়ে দ্বিতীয় ডেউয়ে যে সত মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল, তার সঙ্গে এ ারে ফারাক আছে। গতারে সরাসরি করোনার কারণে অনেকের মৃত্যু হয়েছিল। এ ারে তা হয়নি।

জেলা স্বাস্থ্য দফতরের এক পদস্থ কর্তার কথায়, ‘‘এ ারে যাঁরা মারা গিয়েছেন, সিংহভাগই ায়স এং কো-মর্টিডিটির কারণে। তবে অসুস্থতার সময়ে তাঁদের যেহেতু করোনার সংক্রমণ ছিল, তাই এগুলিকে করোনা-মৃত্যু হিসেবেই তালিকাভুক্ত করতে হয়েছে। সরাসরি করোনার জন্য ফুসফুসে সংক্রমণ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা এ ারে ঘটেনি ালেই চলে।’’

হাওড়া জেলা ঘনসতিপূর্ণ। িশেষ করে শহর এলাকার জনসতির ঘনত্ব অনেক বেশি। শুধু তা-ই নয়, অন্য জেলা া রাজ্য থেকে এই জেলায় মানুষের আনাগোনাও তুলনামূলক বেশি। ফলে, একটা সময়ে জেলায় সংক্রমণ দ্রুত হারে াড়তে থাকে। তারপরেই সংক্রমণে রাশ টেনে ধরতে একাধিক াস্থা নেয় জেলা প্রশাসন। াছ এলাকাকে ‘মাইক্রো-কন্টেনমেন্ট জোন’ ালে ঘোষণা করা হয়। মাস্ক পরার আদেশন জানিয়ে পথে নামে পুলিশ। স্থানীয় ামে হাট-াজার ান্ধ ও খোলার সময় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রাজ্য সরকারের িধিনিষেধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জেলায় চড়ুইভাতি, মেলা প্রভৃতিও ান্ধ করে দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসনের এক কর্তার দািত, এ সের জেরেই সংক্রমণ উল্লেখযোগ্য ামে কমছে।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah-hooghly/decrease-in-infection-in-howrah/cid/1324014>

476. Covid 19: চিকিৎসক, নার্সরা কোভিডে আক্রান্ত, তিন ওয়ার্ড বন্ধ হল

মেদিনীপুর মেডিক্যাল

নিজস্ব সংাদদাতা

মেদিনীপুর ১৬ জানুয়ারি ২০২২ ১৮:২৯



—নিজস্ব চিত্র।

করোনার প্রভাৱ পড়েছে স্বাস্থ্য পরিষেৱায়। হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স-সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকৰ্মীরা কোভিডে আক্ৰান্ত হওয়ায় ংক করে দিতে হল মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তিনটি ওয়ার্ড।

ওই হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কৰ্মী মিলিয়ে প্রায় ১০০ জনের েশি করোনা আক্ৰান্ত হয়েছেন। যার ফলে হাসপাতালে কৰ্মী সংখ্যা কমে গিয়েছে। সেই কারণেই তিনটি ওয়ার্ড সাময়িক ভাবে ংক রাখার সিদ্ধান্ত নিল হাসপাতাল কৰ্তৃপক্ষ।

হাসপাতাল সূত্রে খৱ, কোন্ড ওয়ার্ডের রোগীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে মেল এং ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ডে। অন্য দিকে, ইএনটি ওয়ার্ডের রোগীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে আই ওয়ার্ডে।

হাসপাতালের অধ্যক্ষ পঞ্চানন কুণ্ডু েলেন, ‘‘যে সৱ ওয়ার্ডগুলিতে রোগী কম থাকে, সেই সৱ ওয়ার্ডগুলিকে আপাতত ংক রেখে অন্য ওয়ার্ডেরোগীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি দেখে প্রয়োজন মতো আৱার সেগুলি চালু করা হৱে।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/midnapore/doctors-nurses-infected-with-covid-three-wards-closed-at-medinipur-medical-college-hospital-dgtld/cid/1323919>

477. Jungalmahal Utsav: করোনা আবহে আজ থেকে শুরু জঙ্গলমহল

উৎসব, শেষবেলায় আমন্ত্রণ-বিতৰ্ক

নিজস্ব সংাদদাতা

ঝাড়গ্রাম ১৭ জানুয়ারি ২০২২ ০৮:০৯



স্টল তৈরির কাজ চলছে মেদিনীপুর কালেক্টরেট চত্বরে (ৱাঁ দিকে)।
নিজস্ব চিত্র।

দীর্ঘ জলঘোলায় পরে আজ, সোমৱার িকেলে ঝাড়গ্রামে শুরু হৱে জঙ্গলমহল উৎসৱ। শেষমেশ সৱ িধি মেনে উৎসৱের আয়োজন হয়েছে। কিন্তু শেষেলায় িতৰ্ক াধল আমন্ত্রণপত্ৰের নাম নিয়ে। জঙ্গলমহল উৎসৱের সরকারি আমন্ত্রণপত্রে প্রাক্তন িধায়কদের নাম থাকলেও ংর্তমান দুই িধায়কের নাম নেই।

আজ, সোমৱার থেকে ঝাড়গ্রাম শহরের ননীৱালা ৱয়েজ স্কুলের মাঠে জঙ্গলমহল উৎসৱ শুরু হৱে। তারই আমন্ত্রণপত্রে ঝাড়গ্রামের নামের তালিকায় রয়েছে মন্ত্ৰী পার্থ

চট্টোপাধ্যায়, প্রতিমন্ত্রী প্রিরাহা হাঁসদা, নয়াগ্রামের প্রিধায়ক দুলাল মুর্মু, জেলা পরিষদের সভাপতি মাধনী প্রিশ্বাস, প্রাক্তন প্রিধায়ক চূড়ামণি মাহাতো ও খগেন্দ্রনাথ হেমব্রম, প্রাক্তন সাংসদ উমা সরেন, ট্রাইপ্রাল অ্যাডভাইসারি কমিটির সদস্য প্রিরাহা সরেন টুডু, রাজ্য আদিক্রাসী কল্যাণ ও শিক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যান রপ্রিন টুডু। নাম নেই জেলার দুই প্রিধায়ক প্রিনপুরের দেপ্রনাথ হাঁসদা ও গোপীপ্রলভপুরের খগেন্দ্রনাথ মাহাতোর। দেপ্রনাথ জেলা তৃণমূল সভাপতিও প্রটে।

সূত্রের খপ্রর, ঝাড়গ্রাম জেলার খুঁটিনাটি নখদর্পণে রয়েছে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর। প্রিধায়ক হওয়ায় পরে নানা প্রিতর্কে জড়িয়েছেন ওই দু'জন। সম্প্রতি সাঁকরাইলে ব্লক তৃণমূলের সম্মেলনে চেয়ারে প্রসা নিয়ে প্রিতর্কে জড়ান গোপীপ্রলভপুরের প্রিধায়ক। তিনি জেলা তৃণমূলের কো-অর্ডিনেটর অজিত মাইতিকে চেয়ার থেকে উঠে পিছনের সারিতে প্রসতে প্রলায় প্রকাশ্য মঞ্চে গন্ডগোল প্রাধে। ভোটের ফল ঘোষণার আগে এক ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গেও সংঘাতে জড়িয়েছিলেন খগেন্দ্রনাথ। অন্য দিকে দেপ্রনাথ কম কথা প্রলেন। তারপর গত অগস্টে জেলা সভাপতি হওয়ার পরে একের পর এক প্রিতর্কে জড়িয়েছেন তিনিও। জেলা কমিটির প্রৈঠকে দেপ্রনাথ নিজে ফোন করে কাউকে ডাকেন না। তাঁর আপ্ত সহায়কের মাধ্যমে ফোন করান। এ পর্যন্ত যতগুলি জেলা কমিটির প্রৈঠক হয়েছে তাতে হাজিরাও ছিল কম। প্রেশ কয়েকটি ব্লক সম্মেলনেও গন্ডগোল হয়েছে। মঞ্চে হাজির থেকেও চুপ থেকেছেন দেপ্রনাথ। জেলা সভাপতির ভূমিকায় তৃণমূলের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন। তপ্র কি এ সপ্রের পরিণামেই আমন্ত্রণপ্রত্র থেকে প্রাদ পড়েছে নাম? দেপ্রনাথের মোপ্রাইল প্রন্ধ ছিল। আর খগেন্দ্রনাথ ফোন ধরেননি। জেলা তৃণমূলের এক নেতা প্রলছেন, ‘‘দিদি ঝাড়গ্রামকে খুপ্রই ভালপ্রাসেন। দিদির কাছে সপ্র খপ্রর রয়েছে কে, কী করছেন?’’ জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিকও প্রলেন, ‘‘রাজ্যের নির্দেশ মতো আমন্ত্রণপ্রত্র তৈরি হয়েছে। কে, কোথায় থাকপ্রেন তা খোদ মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে ঠিক হয়েছে। এতে জেলার কোনও হস্তক্ষেপ নেই।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/midnapore/speculation-regarding-jungalmahal-utsav-during-pandemic/cid/1323996>

478. Cotronavirus: টিকা বিরোধী বেনামি পোস্টার, প্রশ্ন

গৌর আচার্য

রায়গঞ্জ ১৭ জানুয়ারি ২০২২ ০৮:৩৩



পোস্টারে শোরগোল।
নিজস্ব চিত্র।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় ১৮ ঘণ্টার বেশি এমসি এসিন্দাদের করোনার প্রতিষেধক দেওয়ার কাজ শুরুর পর এক ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রতিষেধকের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। ফলে জেলায় করোনার প্রতিষেধক দেওয়ার শতাংশের হার ঝড়োতে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দফতরের তরফে ব্লকে ব্লকে প্রচার শুরু হয়েছে। আশাকর্মীরাও ঝড়ি ঝড়ি প্রচার শুরু করেছেন। এই পরিস্থিতিতে করোনার প্রতিষেধকের বিরোধিতা করে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল চত্বরে রাতের অন্ধকারে একাধিক পোনারি পোস্টার পড়েছে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলা পুলিশ, প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরের অন্দরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

রবিবার সকালে মেডিক্যাল চত্বরে ঢোকার রাস্তার পাশের একটি দেওয়ালে সেইসব পোস্টার দেখা যায়। সেখানে একাধিক পোস্টারে স্কুল কেন ঝড়, সেই প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি লকডাউন মানা হলে না ঝলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, সপ্তাহ খানেক আগে রায়গঞ্জে প্রাথমিক স্কুলে পঠনপাঠন চালুর দাপিতে ঝিক্ষোভ, পথসভা ও গণসাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি পালন করেন সিপিএম প্রভািত এপিপিটিএর সদস্যরা। এ দিন মেডিক্যাল

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/north-bengal/speculation-regarding-posters-against-vaccine-in-raiganj/cid/1324002>

Down to earth

479. Yes, there are crocodiles in Iran and they are in trouble due to climate change

Crocodile attacks on humans in Iran's poorest province are on the rise as drought fastens its hold on the country

By [Rajat Ghai](#)

Published: Sunday 16 January 2022



📷 A mugger crocodile in Iran. Photo: Asghar Mobaraki

One would not usually associate Iran and its snow-clad mountains, arid deserts, high plateaus, lush green Hyrcanian forests and the Persian Gulf coast with crocodiles. But Sistan and Baluchestan, the country's second-largest province by area, that borders Pakistan and Afghanistan, is home to the animals. They are in the news for rising attacks on people due to climate change.

[The BBC](#) December 28, 2021 described how conflict had increased between crocodiles and humans in Sistan-Baluchestan due to extreme scarcity of water.

Asghar Mobaraki, Iran's foremost expert on crocodiles, noted in an academic article last year:

The (crocodile) population in southeastern Iran remains severely vulnerable to extreme climatic events, such as periodic droughts and floods. Iranian crocodiles are therefore directly impacted by climate change and are in critical need of immediate study to evaluate this threat.

Do these animals prey on humans?

"They are not large enough to attack humans, so they don't prey on them. But attacks do happen and increase in the dry and wet season. Since 1979, we have had 4-5 fatal attacks, all on school children. In the past four years, we had two attacks that resulted in the loss of an arm and a hand of two young children," Mobaraki told *Down To Earth*.

"In my records, from 2012 to 2022, there were eight attacks with only one fatality. I only have one attack recorded from before 2012 and that one occurred in 2003 (and it was fatal). There were, of course, other attacks prior to 2012 and going much further back, but to the best of my knowledge these were

not recorded in official records," Brandon Sideleau, who manages CrocBITE, a worldwide crocodilian attack database, told *DTE*.

What should be done to solve human-crocodile conflict in Iran in the light of increasing climate change?

Mobaraki said: "Public education and awareness, improving infrastructure, providing basic living facilities, management of human settlements' development, managing the crocodiles and using crocodile excluding devices could be some solutions."

Sideleau said he would "recommend similar measures to what is being done in India and Sri Lanka."

He noted that CEEs (Crocodile Exclusion Enclosures) could be quite effective in mitigating crocodile attacks in Iran since most attacks occurred on bathers and clothes washers in freshwater areas.

"Community education and outreach is of vital importance since it allows the community to understand crocodile safety and it actively involves them in conservation and management. In Iran, drought is a major issue. So, the lack of available water is bringing people into conflict with crocodiles. CEEs would help a lot here, as would plumbing and safer access to freshwater. However, all these cost money and funding isn't always available," Sideleau told *DTE*.

Indeed, Sistan-Baluchestan is considered among the poorest and most under-developed regions in Iran.

The province is home to the Baloch people, who make up the majority and overlap into the neighbouring Balochistan province of Pakistan. The province is also home to Chabahar on the Persian Gulf, where India is building a huge port.

The Sunni Baloch population in the province has often complained of discrimination by the Shia Persian regime in Tehran.

Crocodiles in Iran

"The crocodile found in Iran is the same species that is present throughout the Indian subcontinent, the mugger crocodile or *Crocodylus palustris*. Regional differences are possible, depending on factors such as resource availability," Sideleau said.

He noted:

The Iran muggers represent the westernmost population of mugger crocodiles and the westernmost population of crocodiles before you reach the Nile crocodile (*Crocodylus niloticus*) in Africa. There is a "no man's land" with no crocodilian species from Iran to Egypt, where Nile crocodiles are currently found in Lake Nasser, the reservoir created by the Aswan High Dam. This "no man's land" is almost certainly due to the aridity of the region and the lack of habitat.

"Crocodiles in Sistan-Baluchestan are known by the Balochi term 'Gando', meaning 'moving on a belly'," Mobaraki told DTE.

"We estimated that there are 500 *gandos* in Iran currently, almost all of them in Sistan-Baluchestan," Mobaraki said.

"An estimated 500 wild muggers remain within the southeastern part of Iran, in Sistan and Baluchestan Provinces (the Gandou Protected Area). They occupy ponds along two large rivers, namely Bahu-Kalat and Kajuh, two dam reservoirs (Pishin and Zirdan), small artificial water dams, and some manmade local ponds in villages," the article written by Mobaraki last year, noted.

He agreed with Sideleau's view that the *gandos* of Iran were scientifically considered to be the same as the muggers of the Indian subcontinent.

"But the Iranian populations are in an extreme habitat. Hence, they seem to be a bit polymorphically different. They are smaller than their Indian relatives," Mobaraki said.

Iran had been in the news over climate change in November 2021, when the residents of Isfahan, the country's third-largest city, had clashed with authorities over the 'disappearance' of the city's river, the Zayandeh-Roud.

The protestors alleged that the river's water was being diverted to neighbouring Yazd province even as extreme drought had affected most of the country.

Indeed, the problem of drought caused by human-induced climate change is a nagging one for Iran. It has increased in the years since the 1979 Islamic Revolution. Critics have alleged that the issue has been exacerbated because of 'mismanagement' by the regime.

The Iran Meteorological Organization has estimated that some 97 per cent of the country is dealing with drought at some level, according to media reports.

Bidowntoearth.org.in/news/wildlife-biodiversity/yes-there-are-crocodiles-in-iran-and-they-are-in-trouble-due-to-climate-change-81140

480. Sabarmati pollution: Inspect all industrial effluent treatment plants, Gujarat HC tells government

Domestic waste water and industrial effluent generated daily by Ahmedabad is discharged into the Sabarmati

By [Shreya Verma](#)

Published: Saturday 15 January 2022



The Gujarat High Court recently directed the Gujarat Pollution Control Board (GPCB) and the Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) and the joint task force (JTF) to inspect all effluent treatment plants (ETPs) of textile industries in Ahmedabad, in regard to pollution in the Sabarmati river.

These industries had moved the HC seeking relief as their units were shut down after not being allowed by the HC to discharge industrial effluents into sewerage lines.

The court's direction came during its hearing into the *suo motu* public interest litigation on pollution in the Sabarmati January 7, 2022. The court also asked for a progress report on the inspection at the next hearing January 21.

The division bench, comprising of Justice JB Pardiwala and Vaishnavi D Nanavati, also directed that "the AMC shall continue its drive of detecting and identifying illegal industrial connections into sewers and snap all such connections at the earliest. While doing so, the AMC shall ensure that the power supply also is stopped or disconnected."

The court also directed the AMC "to ask the Indian Institute of Technology Gandhinagar to undertake the project of inspection of all the 14 sewage treatment plants (STPs) at the earliest."

The GPCB was "directed to look into the proposal of Arvind Ltd so far as the Zero Liquid Discharge is concerned and take an appropriate decision at the earliest and give a final nod in the form of Consolidated Consent & Authorization or by any other legal mode."

The court also asked the state government about the deep-sea effluent-disposal pipeline project that it had initiated in November 2020.

The project, that was to start in January 2021, was to be implemented under the public private partnership mode. The state government was to fund 70 per cent of the capital cost and the rest was to be by industrial units through their respective associations.

The Rs 2,275 crore deep sea effluent disposal pipeline project envisioned to collect treated effluent from 11 common effluent treatment plants (CETP) of Ahmedabad, one from Kheda, one from Vadodara and one from Jetpur near Rajkot and discharge them into the deep sea.

The scheme was aimed at the rejuvenation of the polluted Sabarmati, Mahi, Vishwamitri and Bhadar rivers of Gujarat.

Some 4,400 industrial units in Ahmedabad, Vadodara and Jetpur stood to benefit from the scheme of which, 92 per cent are small-scale industries.

Kamal Trivedi, Gujarat's advocate-general, informed the court January 7 that a tender at an estimated cost of Rs 1,647.4 crore was invited online by the Gujarat Water Infrastructures Ltd (a Government of Gujarat undertaking) in October 2020.

There was no information about what happened after the tender was floated.

'Dilution not the solution'

So why were the industrial units not able to comply with the pollution norms, for which they were shut down? Rohit Prajapati, a member of the JTF and an environmental activist, said it should be kept in mind that "dilution is not the solution

whenever there is talk about deep sea discharge to solve the problem of water pollution.”

He noted:

When we design the “discharge norms” the fundamental question we should ask to ourselves that are we designing the “discharge norms” based on carrying capacity of the area ie keeping in the mind existing pollution load of the water source whether it is river or sea.

He added that the tidal activities in the Gulf of Khambhat drove the highly toxic and polluted wastewaters inland, at the estuaries of the Mahi and Sabarmati rivers, causing tremendous risk to the settlements, villages, and towns in that region.

“We believe that this is the result of continuous and voluminous discharge of effluents and sewage over a period of more than three decades, which has a high probability of toxic sediments being deposited along the stretches in the Gulf of Khambhat,” Prajapati said.

Prajapati said sampling of Sabarmati water was carried out during December 2021.

The water quality downstream of Vasna barrage on the river at Kamod and Miroli village showed high concentration of chemical oxygen demand, faecal coliform, biochemical oxygen demand, total dissolved solids and very low concentration of dissolved oxygen. Such water was not fit for any beneficial purpose, Prajapati said.

The Sabarmati river in Ahmedabad is the source of water for industrial, agriculture and domestic activities.

A large number of industries related to textiles, dyes & dye intermediates, chemicals, TPS, machinery, metal products,

pharmaceutical, engineering, plastics, etc are located in the city.

The entire domestic waste water from Ahmedabad equal to a volume of around 880 million litres per day (MLD) and industrial effluent around 120.88 MLD is discharged into the river.

<https://www.downtoearth.org.in/news/pollution/sabarmati-pollution-inspect-all-industrial-effluent-treatment-plants-gujarat-hc-tells-government-81137>

Down to earth

481. COVID-19: Drizzle deters section of pilgrims but violations galore at Ganga Sagar Mela

"What can you do when a sea of people comes and overwhelms you," say officials

By [Jayanta Basu](#)

Published: Friday 14 January 2022



📷 Devotees head to the sea at Sagar Island in West Bengal for a dip January 14, 2022. Photo: Jayanta Basu

Persistent drizzle has ensured that "far less" people than usual took the *makar sankranti* bath at the Ganga Sagar Mela on Sagar Island in West Bengal on the morning of January 14, 2022.

But novel coronavirus disease (COVID-19) norms laid down by the Calcutta High Court to conduct the event under surging pandemic conditions were largely flouted as more than 300,000 pilgrims reached the island.

The official website of the Ganga Sagar Mela claims that it is "the World's second-largest human congregation at the confluence of the holy river Ganga and the Bay of Bengal after Kumbh" and more than three million devotees usually frequent the event every year under normal circumstances.

The local authorities said many more pilgrims will descend on the island later January 14 and 15 to participate in the *Shahi Snan*.

They will add to the challenge to conduct the Mela without allowing it to become a super- spreader of the contagion, as feared by several public health experts.

"We are trying to stop as many as possible from reaching Sagar Island," one official said.

The two-member court-appointed committee expressed dissatisfaction about the safety violations after several on-site visits January 12 and 13, according to district administration sources.

The committee, consisting of retired judge Samapti Chatterjee and member-secretary of State Legal Services Authority Raju Mukhopadhyay, has already shared an interim report to the state administration.

They pointed out violations like failure to stop the entry of pilgrims without valid RT-PCR reports and mass congregations at various areas, particularly at the entry points to the island as well as at Kapil Muni's ashram; the actual point of pilgrimage.

"Unless you adhere to the court-set norms, we will be hard-pressed to act tough," the committee apparently told the senior officials present.

"Only those who have a Covid-negative RTPCR report from less than 72 hours ago will be permitted to enter Sagar Island," the Calcutta High Court division bench of Chief Justice Prakash Shrivastava and KD Bhutia said January 11.

The bench also asked the administration to ensure that all participating in the Mela were doubly vaccinated. It barred any

assemblage greater than 50 people in the Mela, particularly at Kapil Muni's ashram; main pilgrimage point.

The court has also given power to the committee to recommend a ban on the entry of devotees to Sagar Island at South 24 Parganas district if COVID-19 rules are violated.

"We are conducting the Mela in compliance with the directives issued by the High Court," P Ulganathan, district magistrate of South 24 Parganas, said.

"We are trying our best; but what can you do when a sea of pilgrims comes, overwhelms and goes past you? For a Mela of this scale, once you allow it to happen, then you will have little control over the crowds, a great proportion of whom have little awareness," a police official stationed at Ganga Sagar January 14, said on the condition of anonymity.

Many sadhus, on Sagar Island as well as at various transit points on the way to the pilgrimage, were seen to refuse COVID-19 testing and even isolation, when found afflicted with the virus. Many of them have been found not to wear masks.

State minister Arup Biswas, who is at Ganga Sagar to have the Mela conducted successfully, said January 13 evening that 300,000 pilgrims had entered Sagar Island and claimed that all of them were screened. "We have found 13 positive people so far," the minister said.

"Six of 7 doctors sent for duty to Ganga Sagar had to come back after being affected with the virus. More than 30 cops have been found to be affected," a public health expert said.

The expert wondered as to how come such a low number of people (13 as claimed by minister Biswas) were found affected when the state positivity rate was so high.

Inviting disaster

At least six independent petitions were filed in the Calcutta High Court in the run-up to the Mela.

Physicians and public health experts urged the court through the petitions to stop such mass congregations, warning that the event could become a super-spreader.

"The way the Mela is being allowed to be held, the situation is bound to deteriorate further," Hiralal Konar, a physician and one of the conveners of the Joint Platform of Doctors in West Bengal, a non-profit, said.

West Bengal recorded a positivity rate of 32.13 per cent January 13, the highest in the country. Twenty of its 23 districts currently have rates from 11 to 59 per cent, against the World Health Organization-mandated safe limit of five per cent.

South 24 Parganas currently has a 23 per cent positivity rate and more than 50 micro-containment areas.

Kunal Sarkar, another senior physician, warned that the "threat of (super-spreading from) Ganga Sagar and elections remains" even as there is no plateau in sight for COVID-19 cases in the state.

"We fear that once a Mela such as Ganga Sagar is allowed, other smaller mass congregations in the name of Mela or otherwise will be allowed, further worsening the situation," a physician attached to the state government, said.

The expert reminded that Joydeb Mela in Kenduli, Birbhum district, has also been allowed by the administration. Birbhum currently has a 47 per cent positivity rate.

"As of now, the plan of holding the Kolkata Book Fair in late January stands, unless the state government lets us direct

otherwise," said Tridib Banerjee, one of the key organisers of the Fair that attracts about 2.4 million on average over 12 days.

"It is unfortunate that the court has not kept any public health expert in its monitoring comment. At the end of the day, it is a public health problem," Punyabrata Gun, another convener of the forum of doctors, said.

Lawyers agreed. "Even if we consider the best of efforts from all concerned, it is still impossible to execute the directives with millions participating in the Mela. It is like fait accompli," environmentalist and lawyer Subhas Datta, said.

He added: "People in the know of the Mela and having public health expertise, should have been part of the monitoring committee."

"Given the COVID-19 situation prevalent at the time of passing of the order January 7, 2022, the doctrine of precautionary principle could have been applied. The views of the Indian Council of Medical Research, virologists and other medical professionals could have been used in this context," senior lawyer Kallol Bose, said.

Bose however reminded that the court had made the chief secretary personally liable to ensure the compliance of its stated order.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/covid-19-drizzle-deters-section-of-pilgrims-but-violations-galore-at-ganga-sagar-mela-81128>

482. কবে নাগাদ করোনার তৃতীয় ওয়েভ শিখর ছুঁতে পারে? ইঙ্গিত মিলল এসপিআই রিপোর্টে

- By Moumita Bhattacharyya

কোভিড-১৯ মহামারির তৃতীয় ওয়েভ প্রত্যাশিত সময়ের আগেই তা শিখরে পৌঁছে এও সেটায় আরও তিন সপ্তাহ সময় লাগে। এরকমই এক আশঙ্কা করা হয়েছে এই রিপোর্টে। রিপোর্টে এও বলা হয়েছে যে ডিসেম্বর থেকে গ্রামীণ জেলাগুলিতে করোনার নতুন কেসের চোঝা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে।



বেঙ্গালুরু এবং পুনেতে সংক্রমণের হার বেশি

মঙ্গলবার এসপিআই তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে যে শীর্ষে থাকা যে ১৫টি জেলায় সংক্রমণ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে যেখানে আগে অধিকাংশ সংক্রমণ দেখা দেওয়ার ফলে এই আশঙ্কা করা হয়েছিল। ডিসেম্বরে শীর্ষে থাকা ১৫টি জেলায় করোনা কেস ৬৭.৯ শতাংশ ঝড়ে, যেখানে জানুয়ারিতে তা এসে দাঁড়ায় ৩৭.৪ শতাংশ। তবে রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে ১৫টি জেলার মধ্যে ১০টি ঝড় শহর এও এর মধ্যে বেঙ্গালুরু এও পুনেতে এখনও সংক্রমণের হার বেশি রয়েছে।



গ্রামীণ কেসলোড কমছে

রিপোর্ট অনুযায়ী, নতুন কোভিড কেসে গ্রামীণ জেলার সামগ্রিক অংশ জানুয়ারিতে ঝড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২.৬ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে সর্বনিম্ন ১৪.৪ শতাংশ ছিল। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায়, এটি খুবই কম, যেখানে নতুন কেস ৬.৯ গুণ ঝড়েছে। যদিও এটি তার যোগ্য জনসংখ্যার ৮০ শতাংশেরও বেশি টিকাকরণের দু'টি ডোজ গ্রহণ করেছে।



৬৪ শতাংশের সম্পূর্ণ টিকাকরণ হয়েছে

তৃতীয় ওয়েভ শীঘ্র আসার আরও একটি কারণ হল ভারতে যোগ্য জনসংখ্যার ৬৪ শতাংশ সম্পূর্ণ টিকা গ্রহণ করেছে আর এখনও জনসংখ্যার ৮৯ শতাংশ মাত্র প্রথম ডোজ নিয়ে এসে রয়েছে। বর্তমানে ৭ দিনে দেশে গড় টিকাকরণ ৭০ লক্ষ। গ্রামাঞ্চলে মোট টিকাকরণের হার ৮৩ শতাংশ যা ইঙ্গিত করে যে গ্রামের মানুষের ঐচ্ছিক অংশ বর্তমান ওয়েভ থেকে যথেষ্ট সুরক্ষিত। অন্ধ্রপ্রদেশ, দিল্লি, গুজরাত, কর্ণাটক, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, তেলঙ্গানা ও উত্তরাখণ্ডে ৭০ শতাংশের বেশি জনসংখ্যার সম্পূর্ণ টিকাকরণ হয়েছে। যদিও পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও ঝাড়খণ্ডে এই টিকাকরণ নিয়ে উদাসীনতা দেখা গিয়েছে।



দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে করোনা শিখর ছুঁতে পারে

তাৎপর্যপূর্ণভাবে মুম্বইতে নতুন করোনা কেস তার শিখরে (৭ জানুয়ারি ২০, ৯৭১টি কেস) পৌঁছে গিয়েছে কিন্তু অন্যান্য জেলায় (মেসালুরু, পুনে ইত্যাদি) দৈনিক নতুন কেস বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসপিআই-এর প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সৌম্যকান্তি ঘোষ রিপোর্টে জানিয়েছে, সুতরাং, যদি অন্যান্য জেলাগুলিও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং করোনা প্রিস্তারকে নিয়ন্ত্রণ করে, তবে এখন থেকে দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে জাতীয় শিখর আসতে পারে।



গ্রামীণ কেসলোড বেশি

অন্ধ্রপ্রদেশ, ত্রিহার, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, ওড়িশা এবং রাজস্থানে গ্রামীণ করোনা কেস শীর্ষে রয়েছে এবং অরুণাচল প্রদেশ, গুজরাত, হরিয়ানা এবং কর্ণাটকে গ্রামীণ টিকাদান অনেক কম।

<https://bengali.oneindia.com/news/india/third-wave-of-covid-19-could-reach-its-peak-in-maximum-three-weeks-the-sbi-report-claims/articlecontent-pf293691->

483. জীৱন্ত পাথৰ! মানুষৰ মতোই হাঁটা-চলা কৰে ঢাড়াতেও থাকে, এমনটা কেন হয় জানেন

- By [Sanjay Ghoshal](#)
- | Published: January 18 2022, 17:43 [IST]

বিশ্বে কত না অজানা জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাৰ কতটুকুৰই বা হৃদয় পাওয়া গিয়েছে। তেওঁ বিজ্ঞানৰ কৃপায় যা জানা গিয়েছে তা-ই অনেক। এমনই একটি অমূল্য ঐশ্বৰ্য হল জীৱন্ত পাথৰ। রোমানিয়ায় পাওয়া যায় এই বিশেষ শ্রেণীৰ পাথৰ, যা মানুহ বা কোনও প্ৰাণীৰ মতো হাঁটাচলা কৰতে পারে, আচাৰ বুদ্ধিও পায়।



জীৱন্ত পাথৰ, বিজ্ঞানৰ পৰিভাষায় কী নাম

রোমানিয়ায় আৱিষ্কৃত এই বিশ্বব্যাপক ঐশ্বৰ্যৰ অদ্ভুত সৰু প্ৰশিষ্ট্য রয়েছে। তাৰ জন্যই এই পাথৰৰ নাম দেওয়া হয়েছে জীৱন্ত পাথৰ। বিজ্ঞানৰ পৰিভাষায় এই পাথৰৰ নাম হল 'ট্ৰোভান্ট'। ১৯৯০ সালে জিওলজিস্ট ডি এম মাৰ্গোৰ্কি প্ৰথম এই পাথৰটিৰ কথা বৰ্ণনা করেন। তাৰ লেখা দ্য টাৰ্সিয়াৰি ওল্টিনায় গ্ৰন্থে পাথৰটিৰ কথা উল্লেখ রয়েছে। ওই ট্ৰোভান্ট নামটি তাৰই দেওয়া।

A plan which covers your life as well as critical illnesses **Free**
Term Insurance Calculator



মানুষৰ মতো আকাৰও হয় পাথৰটিৰ

তেওঁ জিওলজিস্ট ডি এম মাৰ্গোৰ্কিই যে এই ট্ৰোভান্টৰ আৱিষ্কৰ্তা তা নয়। এই পাথৰৰ আৱিষ্কাৰ হয় ১৯৮৬ যুগ আগে। রোমানিয়াৰ প্ৰত্যন্ত গ্ৰামৰ স্থানীয় বাসিন্দাৰা এই পাথৰৰ দৈনন্দিক ক্ষমতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাথৰৰ আকাৰ আয়তন

ঢাড়ে, তা নানা প্রাণীর মতো হয়, এমনকী মানুষের মতো আকারও হয় পাথরটির। তাঁরা এই পাথর দিয়েই তৈরি করতেন বিভিন্ন প্রাণীর মূর্তি। বিভিন্ন দেৱ-দেৱীর মূর্তিও।



কোনও ভৌতিক কারণ নয়, নেপথ্যে বিজ্ঞান

এ তো গেল পাথরের ইতিহাস। ঐ কেন এই পাথরকে জীৱন্ত পাথর ঐলা হয়, তার কথা। কিংঐ কী করে তার নাম হল ট্রোভান্ট, সেই কাহিনি। কিন্তু পাথর মানুষ ঐ কোনও প্রাণীর মতো ঐাড়ে কী করে, তার কারণ কী? কী সেই রহস্য? যে কারণে পাথর ঐাড়তে থাকে, নির্দিষ্ট আকার নিতে থাকে? না, কোনও ভৌতিক কারণে নয়, এর পিছনে রয়েছে বিজ্ঞান।



ট্রোভান্ট পাথরের বৃদ্ধির নেপথ্য কারণ

ঐজ্ঞানিকরা ঐলেন, ভূত ঐা ভৌতিক কোনও কারণ নয়, পাথরের বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে ভৌত বিজ্ঞান। ট্রোভ্যান্টের আণৱিক গঠনেও লুকিয়ে রয়েছে আসল রহস্য। তাঁরা ঐলেন, এই পাথরগুলোর একটি শক্ত কোর থাকে। তার ঐাইরে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট-সমৃদ্ধ ঐেলেপাথরের মোটা আস্তরণ থাকে। বৃষ্টির জলের সংস্পর্শে ঐলেই রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তা সিমেন্টের মতো শক্ত হয়ে যায়।



১০ মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে পাথরটি

ঐই রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ঐই পাথরের আয়তনও ঐেড়ে যায়। প্রায় ১০ মিটার পর্যন্ত ঐাড়তে পারে পাথরটি। ছোট ছোট পাথরগুলিও ঐক হাজার ঐছর ধরে বৃদ্ধি পেতে পারে ৪-৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। শুধু আয়তন বৃদ্ধিই যে হয় ঐই পাথরের তা নয়, পাথরটি ঐক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যেতে পারে নিজে থেকেই।



একা একা হাঁটাচলাও করতে পারে ট্রোভান্ট

অর্থাৎ পাথরটি একা একা হাঁটাচলাও করতে পারে। তা কী করে সম্ভব? পৈজ্ঞানিকদের মতামত, জলের সংস্পর্শে এলে যে একেবারে পুরো পাথর ঘূর্ণিত পথে থাকে তা নয়। বিভিন্ন খাঁজ থেকে পাথরের বিভিন্ন অংশের সৃষ্টি হয়। গাছের ডাল যেমন করে শাখা-প্রশাখা প্রসার করে, এই পাথরও তেমনই শাখা-প্রশাখা প্রসার করে জলের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। এইভাবে শাখা-প্রশাখা ঘূর্ণিত ফলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে ট্রোভান্ট বা জীবন্ত পাথর।



গাছের গুঁড়ি কাটলে যেমন দেখায়

পৈজ্ঞানিকরা বা গবেষকরা পাথর কেটে পরীক্ষা করে দেখেছেন ট্রোভান্টের বৈশিষ্ট্যগুলির যৌক্তিকতা। এবং এই কাজে নামে তাঁরা বেশ অগ্রগতিও হয়েছেন। ওই পাথরের ভিতরে রয়েছে চক্রাকার দাগ। একেবারে গাছের গুঁড়ি কাটলে যেমন দেখা যায়, ঠিক তেমনই চক্র রয়েছে পাথরের অভ্যন্তরে। ভিন্ন ভিন্ন রঙ ও ঘনত্বের স্তর রয়েছে। তাই তা কেন, সেই ব্যাখ্যা এখনও দিতে পারেননি গবেষকরা। তাঁরা এখনও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন ট্রোভান্টকে নিয়ে।



ট্রোভান্ট বা জীবন্ত পাথরের ইতিবৃত্ত

ভূতত্ত্ববিদরা এই পাথর নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। এই পাথরগুলি পরীক্ষা করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন যে, ওই ট্রোভান্ট বা জীবন্ত পাথরগুলি ৬০ লক্ষ বছর আগে তৈরি। আগ্নেয়গিরির বিশেষ ধরনের লাভা থেকে তা তৈরি হয়েছে বলেই মনে করছেন তাঁরা। তারপর তা ক্রমাগত ঘূর্ণিত পেয়েছে।



ওই পাথর আসলে ভিনগ্রহী! বিশ্বাস

পাথরগুলি কালের নিয়মে এত খণ্ডিত হয়েছে এলেও ভূতত্ত্ববিদরা মনে করছেন। ফলে এই পাথরের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। এড পাথর খণ্ডিত হয়ে ছোটো প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হয়েছে। ঐজ্ঞানিকরা এ কথা বললেও, স্থানীয় মানুষেরা বিশ্বাস করেন, এই পাথর আসলে ভিনগ্রহী। সেই লোককথার প্রতি আজও বিশ্বাস অটুট।



স্থানীয়দের বিশ্বাসে জীবন্ত পাথর

স্থানীয়দের কথায়, রোমানিয়ার গ্রাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও এই পাথরের অস্তিত্ব মেলে না। যদি লাভা থেকেই ওই পাথরের সৃষ্টি হতো, তা হলে কি অন্য কোথাও তা হত না। তাহলে রোমানিয়া ছাড়া অন্যত্র ওই জীবন্ত পাথর নেই কেন। আসলে রোমানিয়ার উপরই মহাজাগতিক কোনও প্রস্তর বা উল্কাপাত হয়েছিল। তা থেকেই জীবন্ত পাথরের সৃষ্টি এলে বিশ্বাস মানুষের।

<https://bengali.oneindia.com/living-stone-trovants-strange-to-change-structure-and-ability-to-grow-like-man-or-animal-cs/articlecontent-pf293634-153257.html>

484. কেন পড়েন না মাস্ক? রাজ্যের মন্ত্রীর সাফ প্রত্যুত্ত, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এটি

ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত!

- By [Kousik Sinha](#)
- | Updated: Tue, Jan 18, 2022, 21:01 [IST]

দেশের করোনা গ্রাফ রীতিমত ভয় ধরাচ্ছে। ভয়ঙ্কর গতিতে ছড়াচ্ছে সংক্রমণ।

গণশ্রমকরা চলছেন, এখনও নাকি সংক্রমণের কিছুই হয়নি। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ফের একবার টিপদ এড়িয়ে এলে দাঁড়ি চিকিৎসকদের।



আর সেখানে দাঁড়িয়ে এখনও ঐ মানুষ মাস্ক পড়ছেন না। সাধারণ মানুষকে মাস্ক পড়াতে রীতিমত পুলিশকে লাঠি হাতে ছুটতে হচ্ছে। কার্যত দেশের সম্প্রান্তেই ছিটিটা এক।

এমনকি বিভিন্ন সময়ে রাজনেতাদের পর্যন্ত মাস্ক পড়ানো যাচ্ছে না। উল্টে একেবারে কোভিড প্রিধিকে অমান্য করেই বিভিন্ন জমায়েত করছেন তাঁরা। আর তাতেই প্রিপদ প্রাডছে ঐলে মত চিকিৎসকদের। আর এই প্রিতর্কের মধ্যেই প্রার প্রকাশ্যে মাস্ক পড়তে অস্বীকার করলেন মন্ত্রী উমেশ কাটি।

কেন তিনি মাস্ক পড়েন না? সে প্রিষয়ে মন্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন এই প্রিষয়ে কোনও প্রাধ্যপ্রাধকতা নেই। এমনকি মাস্ক পড়া আর না পড়াটা সম্পূর্ণ ভাবেই কারুর প্র্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। সুতরাং আমি মনে করি আমার কোনও মাস্ক পড়ার প্রয়োজনীয়তা নেই।

কার্যত খোদ রাজ্যের মন্ত্রীর মুখে এহেন কথা শুনে কার্যত চমকে উঠছেন চিকিৎসকরা। তাঁদের মতে, যদি রাজ্যের মন্ত্রী এমন বলেন তাহলে কীভাবে মানুষকে মাস্ক পড়ানোর কথা বলা যাবে!

উমেশ সে রাজ্যের একজন প্রভাংশালী প্রিজিপি নেতা। শুধু তাই নয়, কর্নাটক শহরের মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ একটি দফতর তাঁর কাঁধেই রয়েছে। জানা গিয়েছে, খাদ্য, ক্রেতা সুরক্ষা সহ একাধিক দফতর উমেশ সামলান।

উল্লেখ্য, থার্ড ওয়েভ অন্যান্য রাজ্যের মতোই কর্নাটকেও আছড়ে পড়েছে। প্র্যাপক ভাবে সে রাজ্যে প্রাডছে সংক্রমণ। সোমবার সে রাজ্যের যে তথ্য সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে ২৭ হাজারেরও বেশি মানুষ ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। অপ্র্যক্তিভ কেস ২,১৭,২৭৭। আর সেখানে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীর প্রক্ত্য ঘিরে তৈরি হয়েছে প্রিতর্ক।

উল্লেখ্য, অনেকে বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও কার্যত মাস্ক পড়া ছেড়ে দিয়েছেন। একাধিক প্রকাশ্য সভা কিংবা অনেক জায়গাতেই মাস্ক ছাড়াই ঘুরে প্রেড়াছেন

প্রধানমন্ত্রী। বিরোধীরা মোদীর মাস্ক না পড়া নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু এরপরেও কার্যত একই ছটি ধরা পড়েছে। আর এই অসুস্থায়ি প্রিজিপি নেতার মন্তব্যে অনেকটাংশেই মোদীর সঙ্গে মিল পাচ্ছেন চিকিৎসকদের একাংশ।

অন্যদিকে দেশের দৈনিক করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ গতকালের চেয়ে আরও কমল। দেশের করোনা গ্রাফ নিম্নমুখী। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৩৮,০১৮ জন।

গতকালের চেয়ে ২০,০৭১ জন কম আক্রান্ত হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে মারা গিয়েছেন ৩১০ জন। গতকালের চেয়ে মৃতের সংখ্যা অনেকটাই ঝেড়েছে সুস্থতার সংখ্যাও।

https://bengali.oneindia.com/news/india/karnataka-minister-did-not-wear-mask-claims-pm-has-said-that-wearing-mask-is-personal-choice-153283.html?ref_medium=Desktop&ref_source=OI-BN&ref_campaign=Home_Special_Block

485. মহারাষ্ট্রে করোনায় মৃতদের অধিকাংশই টিকাহীন! সমীক্ষায় উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য By Dipanwita Bandopadhyay | Updated: Tue, Jan 18, 2022, 15:53 [IST] গোটা বিশ্বের পাশাপাশি ভারতে হু হু করে ঝড়ছে করোনা সংক্রমণ। মাঝেমাঝে সংক্রমণের হার কম থাকলেও, দেশে করোনা গ্রাফ উর্ধ্বমুখী। মৃত্যু হচ্ছে এত মানুষের। কিন্তু এতকিছুর পরেও হুঁশ ফিরছে না সাধারণ মানুষের। রোজই রাস্তায় দেখা যাচ্ছে মাস্কহীন মানুষদের ঘোরাঘুরি। এমনকি সড়কম ভাঙে করোনা নির্দেশিকা জারি থাকলেও পৌষ সংক্রান্তি আর মাঘ মেলা উপলক্ষে চূড়ান্ত অসচেতনতা লক্ষ করা গিয়েছে ভক্তদের মধ্যে। মাস্ক না পরার সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের মধ্যে ঝাঝঝি দেখা গিয়েছে করোনা টিকা না নেওয়ার প্রণতাও। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। সমীক্ষায় প্রকাশিত তথ্য ভারতে করোনা সংক্রমণের দিক থেকে প্রথম থেকেই শীর্ষ স্থানে রয়েছে মহারাষ্ট্র। দেশের মোট করোনা সংক্রমণের অধিকাংশই এই রাজ্য থেকে। সেখানে সম্প্রতি এক সমীক্ষায় উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গিয়েছে, দেশে গত ৪৮ দিনে মহারাষ্ট্রে যত সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে ঞ্শিরভাগই টিকা নেননি। মহারাষ্ট্রের মেডিকেল এডুকেশন ও ড্রাগ ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে এই তথ্য। টিকাহীন দের মৃত্যু সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গত ৪৮ দিনে করোনায় মত মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তারমধ্যে ৬৮

শতাংশই করোনার একটি টিকাও নেননি। ঠাকি ৩২ শতাংশের মধ্যে কেউ একটি টিকা নিয়েছেন আবার কারোর কোমর্টিটি রয়েছে। মহারাষ্ট্রে ১ ডিসেম্বর থেকে ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যে পরিচালিত মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে ১৫১ জন কোভিড মৃত্যুর সমীক্ষাটি তৈরি করা হয়েছে। ১৫১ জন রোগীর মধ্যে ১০২ জন করোনার কোনো টিকা পাননি। ৪৯ জন দুটি টিকা বা একটি টিকা পেয়েছেন। গাফিলতিতে 'মহা' চিন্তা সমীক্ষায় প্রকাশিত তথ্য যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলে মনে করছে মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্য দফতর। পাশাপাশি জানা যাচ্ছে, মহারাষ্ট্রে ১ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ১৭ জানুয়ারী ২০২২-এর মধ্যে ৮০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এমনকি শারীরিক অসুস্থ খারাপ হওয়ার পর অনেকে হাসপাতালে আসছেন। মহারাষ্ট্রে ১ ডিসেম্বর থেকে ১৭ জানুয়ারীর মধ্যে ৮০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরও যোগ করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোভিড আক্রান্ত হয়ে মৃতের একটি ঠড় অংশ আছে যাঁরা টিকা নেননি। মহারাষ্ট্রে করোনা গ্রাফ রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় মহারাষ্ট্রে ৩১ হাজার ১১১ নতুন করোনভাইরাসের নতুন কেস হয়েছে। আগের দিনের তুলনায় ১০ হাজার ২১৬টি কম এবং ওই সময়ে ২৪ মৃত্যু হয়েছে। করোনার পাশাপাশি রাজ্যে ওমিক্রনের সংখ্যাও ঠাড়ছে বলে জানিয়েছে সেই রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর।

Read more at: https://bengali.oneindia.com/news/india/most-of-the-dead-in-maharashtra-are-unvaccinated-said-a-survey/articlecontent-pf293607-153244.html?ref_source=articlepage-Slot1-7&ref_medium=dsntp&ref_campaign=similar-topic-slider

486. ভয়ঙ্কর রোগ, টিটিকে এল করোনা কোমর্টিডিটির তালিকায়

- By [Souptik Banerjee](#)
- | Published: January 18 2022, 20:39 [IST]

টিটিকে করোনার কোমর্টিডিটির তালিকায় নিয়ে এল কেন্দ্র। নতুন গাইডলাইনে এলা হয়েছে টিটি এমন একটা রোগ যা করোনা আক্রান্তকে মহা টিপদে ফেলে দিতে পারে। এর আগে হাইপারটেনশন , ডায়াবেটিস এবং আরও কিছু রোগ রোগ এই তালিকায় ছিল। এলা হয়েছিল ইমিউনিটি যাদের কম তাদেরও সমস্যা রয়েছে বলে জানানো হয়েছিল কিন্তু টিটির মতো ভয়ঙ্কর রোগ এই তালিকায় ছিল না। এবার সেই তালিকায় এল টিটি।



আগে কী বলা হয়েছিল?

২০২০ সালে কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে দেখতে এলেছিল যে টিপি আক্রান্তদের উপর করোনা দ্রুত প্রভাৱ ফেলছে কি না। তারপর এটা নিয়ে তেমন করে ভাবা হয়নি। তেঁ এটার টিপিকে সরাসরি সেই তালিকায় ফেলা হল। টিপি ভারতের অন্যতম াড় স্বাস্থ্য সমস্যা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের 'ন্যাশনাল প্ল্যান ফর টিউবারকুলসিস এলিমিনেশন ২০১৭-২০২৫' তে এই কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। টিপি াছরে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ভারতীয়র প্রাণ নেয়। দৈনিক মৃত্যু হয় ১৪০০ জনের। তারপরেও কেন করোনার কোমর্টিডিটির তালিকায় টিপি ছিল না তা াঝা যায়নি। শেষ পর্যন্ত টনক নড়েছে কেন্দ্রের।



কী বলা হয়েছে নতুন নির্দেশিকায় ?

এই নতুন গাইডলাইন প্রকাশিত হয়েছে সোমবার। সেখানে সাত ধরনের মানুষকে 'হাই রিস্ক' তালিকায় ালা হয়েছিল। ষাটোর্ধ যার কার্ডিওভাসকুলার সমস্যা আছে, হাইপারটেনশন, করোনারি আর্টারিতে সমস্যা, ডায়াবেটিস, এইচআইভি, লাস , কিডনি, লিভারের সমস্যায়ুক্ত াং টিপি আক্রান্তরা প্রত্যেকেই রয়েছে এই তালিকায়।



স্টেরয়েডেও না

এদিকে করোনা চিকিৎসায় স্টেরয়েড প্রয়োগ না করার পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্র। নয়া নির্দেশিকায় ালা হয়েছে, দুই া তার াশি সপ্তাহ ধরে কোনও রোগীর কফের সমস্যা থাকলে তাঁদের যক্ষমা পরীক্ষা করাতে ালা হয়েছে। কেন স্টেরয়েড দিতে ারণ করা হয়েছে? কারণ া থেকে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস সহ নানা সংক্রমণের ঝুঁকি রয়েছে। নির্দেশিকায় ালা হয়েছে, যে করোনা রোগীর অক্সিজেন দরকার পড়ছে না তাদের ইনজেকশনযোগ্য স্টেরয়েড দিলে উপকার মিলে, ামন কোনও প্রমাণ নেই। তাই অতিরিক্ত স্টেরয়েডের া্যহার রোগীর ক্ষতি করতে পারে।



সংক্রমণের নতুন বিভাগ

মূলত সংক্রমণকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে- মৃদু, মধ্যম ও গুরুতর উপসর্গযুক্ত। মৃদু উপসর্গদের হোম আইসোলেশনে থাকতে হবে। শ্বাসের সমস্যা, জ্বর অথবা কাশির সমস্যা পাঁচদিনের বেশি থাকলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। দুই সপ্তাহের বেশি কাশি থাকলে রোগীকে যক্ষ্মা টেস্ট করাতে হবে। অক্সিজেন লেভেল ৯০-৯৩-এ নেমে গেল দ্রুত রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

https://bengali.oneindia.com/news/india/tuberculosis-tb-as-one-diseases-put-patients-at-high-risk-severe-infection-sarsc-cov-2-virus/articlecontent-pf293686-153281.html?ref_medium=Desktop&ref_source=OI-BN&ref_campaign=Home_Special_Block

487. অগ্ন্যুপাত ও সুনামির ধাক্কায় বেসামাল টোঙ্গা, বাকি বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দ্বীপরাষ্ট্রটির

Published by: Biswadip Dey | Posted: January 18, 2022 5:33 pm | Updated: January 18, 2022 6:49 pm



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের (Pacific Ocean) এক জলমগ্ন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুপাতের ধাক্কায় সৃষ্ট সুনামির ভয়াবহ ধাক্কায় বাকি বিশ্বের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে টোঙ্গা (Tonga)। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অৱস্থিত স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্রটিকে ঢেকে রেখেছে আগ্নেয়গিরির ধূসর-কালো ঘন ছাই আর ধোঁয়া। ছিন্ন হয়ে গিয়েছে সমুদ্রগর্ভে থাকা যোগাযোগের ফাইবার কেবল। আশঙ্কা, পরিস্থিতির এখনই

উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এভাবেই টোঙ্গা সকলের থেকে চিচ্ছিন্ন থাকতে পারে আরও কয়েক দিন, হয়তো কয়েক সপ্তাহ!

গত শনিবারই উপগ্রহ চিত্রে ধরা পড়ে ভয়াবহ ছবি। দেখা যায়, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে গর্ভে থাকা হাঙ্গা টোঙ্গা হাঙ্গা হোপাই নামে আগ্নেয়গিরি (Tonga volcano eruption) জেগে উঠেছে। এরপরই শুরু হয় অগ্ন্যুপাত। এলাকা ভরে যেতে থাকে কালো ছাই ও ধোঁয়ায়। এই লাভা উদগীরণের জেরে আশপাশের সমুদ্রতলে আলোড়ন তৈরি হয়। আর তার ফলেই হয় সুনামি। টোঙ্গা উপকূলে আছড়ে পড়তে থাকে অতিকায় স্রোত। রাতারাতি সৃষ্টি হয় অন্য পরিস্থিতি। যদিও কোনও হতাহতের খবর মেলেনি।

১৭০টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত টোঙ্গা। স্রোত মিলিয়ে জনসংখ্যা ১ লক্ষের মতো। সুনামির ধাক্কায় কেবল ছিঁড়ে ইন্টারনেট ও ফোন পরিষেবা সম্পূর্ণ চিন্নিত। ফলে গোটা বিশ্বের সঙ্গে কোনও যোগাযোগই নেই টোঙ্গার। এদিকে ছাইয়ের ফলে সংকটে দ্বীপরাষ্ট্রটির জনস্বাস্থ্যও।

এই অসুস্থ্য পাশে দাঁড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। ইতিমধ্যেই এই দেশগুলি থেকে প্রিয়মানে পর্যবেক্ষণ চালানো হয়েছে টোঙ্গার উপরে। প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। এদিকে ছিন্ন কেবল সংযোগ ঠিক করা যে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের, তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফিজির সঙ্গে টোঙ্গার সংযোগসাধনকারী ৮২৭ কিমি দীর্ঘ কেবল লাইন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। পাপুয়া থেকে একটি বিশেষ জাহাজ পাঠানো হয়েছে। তারাই পরিস্থিতি শোধরাতে কাজ শুরু করবে। তবে স্রোত কিছু ঠিক থাকলেও ২ সপ্তাহের আগে পরিস্থিতি ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে।

<https://www.sangbadpratidin.in/world/tonga-could-be-cut-off-from-rest-of-the-world-for-weeks-after-tsunami/>

488. করোনা রুখতে ভারতে লকডাউনের প্রয়োজন নেই, কেন বলছে WHO?

Published by: Kishore Ghosh | Posted: January 18, 2022 7:12 pm | Updated: January 18, 2022 8:23 pm



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ওমিক্রনের (Omicron) দাপটে হুড়মুড় করে ঝাড়ছিল করোনা (Coronavirus)। তপে আশঙ্কার মেঘ ধীরে হলেও কাটছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের করোনা সংক্রমণ কমেছে কিছুটা। এমনকি স্বস্তি দিয়ে নিম্নমুখী পজিটিভিটি রেটও। বিশেষজ্ঞরা ংলছেন, সপটাই টিকাকরণের সুফল। এদিনই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) জানাল, ংর্তমান পরিস্থিতিতে িধিনিষেধ মেনে চললে করোনা রুখতে ভারতে লকডাউনের প্রয়োজন পড়পে না।

হু-র ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান জানিয়েছেন, সরকার ও সাধারণ মানুষ যদি কোভিড নির্দেশিকা মেনে চলে তপে লকডাউনের প্রয়োজন পড়পে না ভারতে। সেক্ষেত্রে মাস্ক পরা, শারীরিক দূরত্ব মানা, ঘরের পরিপেশ খোলামেলা রাখা ইত্যাদির উপর বিশেষ ভাপে জোর দিতে হপে।

হু-র ভারতের প্রতিনিধি রোডেরিকো এইচ ওফরিন (Roderico H Ofirin) ংলেন, “আজকের যে পরিস্থিতি তাতে ভ্যাকসিনেশন, মাস্ক, পরিচ্ছন্নতা, শারীরিক দূরত্ব, ঘরের ভিতরে হাওয়া ংতাস চলতে পারে এমন পরিপেশ রাখা, ভিড় এড়ানো ইত্যাদি মান্য করলে সংক্রমণ রোখা সম্ভপ হপে। সেক্ষেত্রে লকডাউনেরও প্রয়োজন নেই।”

এদিন হু-র কর্তা স্পষ্ট করেন, কষল ংয়ান করে, মানুষের গতিিধি সম্পূর্ণ ংন্ধ করে মহামারী রোখা যাপে না কখনওই। রোডেরিকো ংলেন, “কষল ংয়ান করার কথা কখনওই ংলেনি হু, সাধারণ মানুষের গতিিধি সম্পূর্ণ ংন্ধ করে দেওয়ার পক্ষেও নয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।”

প্রসঙ্গত, মঙ্গলপার স্বাস্থ্য ও পরিপারকল্যাণ মন্ত্রকের (Ministry of Health and Family Welfare) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৩৮, ১৮ জন। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এখনও মহারাষ্ট্র, পশ্চিমংঙ্গ, দিল্লি, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক সংক্রমণের হার ংশি। তপে ংর্তমানে চিন্তা ংড়াচ্ছে নয় স্ট্রেন ওমিক্রন। ভারতে ওমিক্রনে সংক্রমিতের সংখ্যা ংড়ে হল ৮ হাজার ৮৯১ হয়েছে। গতকালের তুলনায় যে ংদ্ধির হার ৮.৩১ শতাংশ ংশি। এমন পরিস্থিতিতেও লকডাউনের িরুদ্ধেই মত দিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ভারতের প্রতিনিধি।

<https://www.sangbadpratidin.in/world/if-these-measures-are-followed-there-will-be-no-need-for-lockdowns-says-who/>

489. পৃথিবীর বুকেই চন্দ্রপৃষ্ঠের পরিবেশ, 'কৃত্রিম চাঁদ' তৈরি করছে চীন

Published by: Kishore Ghosh | Posted: January 17, 2022 5:02 pm | Updated: January 17, 2022 5:21 pm



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: মহাকাশে লোকানো আছে সৃষ্টির রহস্য! ফলে সূর্য-চাঁদ-তারা নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই মানুষের। মহাকাশ চিঁজ্ঞানীরা ([Space Scientists](#)) দিন-রাত এক করে নতুন নতুন গ৞ষণায় ্যস্ত। যেমন, চিনের (China) মহাকাশ চিঁজ্ঞানীরা ৞ছর চারেক আগেই ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা কৃত্রিম চাঁদ (Artificial Moon) তৈরির প্রকল্পে হাত দিয়েছেন। সেই চাঁদ মহাকাশে স্থাপন করা হ৞। যা অমা৞স্যাতেও আলোকিত কর৞ পৃথিবীকে। এ৞ারও সেই চিনের চিঁজ্ঞানীরাই জানালেন, তাঁরা পৃথিবীর ুকে হু৞ছ চাঁদের পরি৞েশ তৈরি করতে চলেছেন। যা মহাকাশ চিঁজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথম৞ার ঘটতে চলেছে।

চিঁজ্ঞানীদের ৞ক্ত্য, নকল চন্দ্রপৃষ্ঠ হ৞ হু৞ছ আসল চাঁদের মতোই। চাঁদের মাটিতে যতটুকু অভিকর্ষ থাকে, ততটুকুই থাক৞ সেখানে। অর্থাৎ, সেখানে পৌঁছে মানুষ ভা৞তে ৞াধ্য হ৞, যে সে মহাকাশ যাত্রা করে দূর আকাশের চাঁদেই পৌঁছে গিয়েছে।

ত৞, স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, নকল চাঁদ মোটেই সাধারণের চিনোদনের জন্য তৈরি কোনও ট্যুরিস্ট স্পট নয়। এভাবে পৃথিবীর মাটিতে চাঁদের পরি৞েশ তৈরি করার ভা৞না শুধুমাত্র মহাকাশ চিঁজ্ঞানীদের গ৞ষণাকে গতি দেওয়ার জন্যে। জানা গিয়েছে, এরপর থেকে চিনের চন্দ্র অভিযান প্রকল্পের মহাকাশচারীদের এই নকল চাঁদের দেশেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হ৞। যাতে করে তাঁরা আদত চাঁদে পৌঁছে কোনওরকম অস্বস্তিতে না পড়েন।

কৃত্রিম চাঁদ প্রকল্পের অন্যতম গ৞ষক চায়না ইউনিভার্সিটি অফ মাইনিং অ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যাপক লি রুলিন (Li Ruilin) ৞লেন, “অনেক ক্ষেত্রে চিঁমানে ৞া অন্য কয়েকটি পরিস্থিতিতে কিছুক্ষণের জন্য অভিকর্ষ কমে যায়। ত৞ এক্ষেত্রে আপনি যতক্ষণ চাই৞েন, ততক্ষণ সেই পরি৞েশ ৞জায় রাখা সম্ভ৞ হ৞।

জানা গিয়েছে, নকল ছোট চাঁদটি হওে দুই ফুট ব্যাসার্ধের। যার পৃষ্ঠে থাকে চাঁদের মতোই পাথর, ধূলিকণা, গর্ত। মনে রাখা ভাল, চাঁদের অভিকর্ষ কিন্তু শূন্য নয়, এবং পৃথিবীর অভিকর্ষের ছয় ভাগের এক ভাগ। সেই ব্যতীত থাকছে চিনের চাঁদের দেশে।

উল্লেখ্য, চিন চন্দ্র অভিযান নিয়ে একাধিক পরিকল্পনা শুরু করেছে গত কয়েক বছর ধরেই। যে মিশনগুলির নাম দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যত ‘পারিতর্কন’ ৬, ৭ ও ৮। তার অন্যতম হল নকল না, আসলে চাঁদের ঢুকেই একটি মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র তৈরি করে ফেলা। সেই কাজে সাফল্য পেতে হলে পৃথিবীর মাটিতেই চাঁদকে স্থাপন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল। এটার সেই কাজটাই সেরে ফেলল চিন।

<https://www.sangbadpratidin.in/science-and-environment/china-builds-artificial-moon-mimic-lunar-environment-on-earth/>

বাংলার মিষ্টিতে মধুর সংযোগ
৪৯০ নিয়মিত জোগানে এটার
উদ্যোগী হল কৃষি চিপসন দপ্তর



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: নতুন গুড়ের রসগোল্লা বা সন্দেশের জন্য বছরভর হাপিত্যেশ করে এসে থাকে বাঙালি। শীতের এই ক’দিনই শুধু স্বাদ ঝলকের সুযোগ। মিষ্টিমুখের সেই স্বর্গীয় সুখ ঝড়ই ক্ষণস্থায়ী। বছরের ঢাকি দিকগুলোতে চিনির চেনা স্বাদের সেই মিষ্টিগুলিই শুধু মেলে। গুড়ের মিষ্টি মোটেই পাওয়া যায়না। খাদ্যরসিকদের সেই চিরকালীন আক্ষেপ দূর করতে নিরন্তর চেষ্টা চালান মিষ্টিওয়ালারাও। চিনির মিষ্টত্বকে টেক্সা দিতে তাঁদের ঢাজি মধু। মিষ্টির গঠন ও স্বাদ ঝলাতে মধুতে ভরসা রাখেন ঝ মিষ্টান্ন চিক্রেতা। স্বাস্থ্যের দিক থেকেও অনেক বেশি নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য মধু। কিন্তু খাঁটি মধু দেও কে? এটার মিষ্টান্ন চিক্রেতাদের জন্য সেই উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। চাষিরা যাতে সরাসরি সুন্দরজন ও বাংলার অন্যান্য জায়গার মধু মিষ্টিওয়ালাদের

টিক্রি করতে পারেন, তার ব্যৱস্থা করে কৃষি টিপণন দপ্তর। মধুর পাশাপাশি এই তালিকায় আছে খেজুর গুড়ও।

সুন্দরবনের প্রাকৃতিক মধুর জুড়ি মেলা ভার। তা দেশের সর্বত্র সমাদৃত। ইতিমধ্যেই তার স্বত্ব নেওয়ার উদ্যোগ শুরু হয়েছে সরকারি তরফে। সুন্দরবনের মধু যাতে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন বা জিআই তকমা পায়, তার জন্য আবেদন করেছে টিজন ও প্রযুক্তি দপ্তর। সুন্দরবন ছাড়াও অন্যান্য জায়গাতেও কিছু পরিমাণ মধু চাষ হয়। কিন্তু যে পরিমাণ মধু উৎপাদন হয়, তার রাজার পেতে কালঘাম ছোট্ট চাষি বা ব্যৱসায়ীদের। অন্যদিকে খাঁটি মধুর সন্ধানে থাকে মিষ্টি প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিও। এই দুয়ের সংযোগ স্থাপন করিয়ে দিতে আসরে নেমেছে কৃষি টিপণন দপ্তর। এক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা চাষিরা সরাসরি যোগাযোগ করেন মিষ্টিওয়ালাদের সংগঠন ‘মিষ্টি উদ্যোগ’-এর সঙ্গে। সেখানকার সদস্যরা প্রয়োজন মতো মধু কিনে নেন তাঁদের থেকে। এতে যেমন খাঁটি মধু মিলে, তেমনই ন্যায্য দামও পান টিক্রেতার। মধুর পাশাপাশি খেজুর গুড়ের ব্যাপারেও প্রাথমিক কথা হয়েছে কৃষি টিপণন দপ্তরের সঙ্গে, জানাচ্ছেন মিষ্টি উদ্যোগের কর্তারা। বাংলার টিভি প্রান্তে খেজুর গুড় মেলে। কিন্তু সঠিক দামে তার টিক্রিতেও সমস্যা থেকে যায়। ভালো মানের নলেন গুড় কিনতে নানা জায়গায় টুঁ দিতে হয় মিষ্টান্ন ব্যৱসায়ীদের। সেই সমস্যার সমাধানও করতে চায় কৃষি টিপণন দপ্তর। মিষ্টান্ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্তারা লছেন, শীতে উৎকৃষ্ট মানের মিষ্টি তৈরি তখনই সম্ভব যখন সঠিক মানের গুড় মিলে। আমরা যদি হাতের কাছে সেই গুড় পেয়ে যাই, সোনায় সোহাগা হে। এতে যেমন ক্রেতার খেয়ে সন্তুষ্ট হন, তেমনই গুড় চাষিদের মুখেও হাসি ফুটে। শীঘ্রই এই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হেলে আশাবাদী তাঁরা

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=12&id=343833>

491. জন্মদিন পালন বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন স্থলজীবী জোনাথনের



সেন্ট হেলেনা: ব্রিটিশ দ্বীপ সেন্ট হেলেনা। সেই দ্বীপেই রয়েছে স্থলে ঐস্যাসকারী সচেয়ে প্রাচীন প্রাণী। জোনাথন। এক দৈত্যাকার কচ্ছপ। ২০২২-এ ১৯০ তম জন্মদিবস পালন করল সে। নাম উঠল গিনেস বুক অফ রেকর্ডসেও। জোনাথনের ঐয়স

নিয়ে অশ্য গিনেস কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। কারণ ১৮৮২ সালে তাকে যখন প্রথম সেন্ট হেলেনায় নিয়ে আসা হয়েছিল, তখন ঐস ছিল ৫০ বছরের বেশি। সেই হিসেবে ২০২২ সালে জোনাথনই সম্ভবে বেশি ঐসের স্থলজীৱী প্রাণী। জোনাথনকে সিসিলি থেকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নিয়ে আসা হয়। সেই থেকে ডেভিড, এমা এবং ফ্রেডের সঙ্গে গভর্নর আসভানই জোনাথনের স্থায়ী ঠিকানা। তিন সঙ্গী কচ্ছপই তার থেকে ঐসে ছোট। সেন্ট হেলেনায় জীৱনের ১৪০টা বছর কাটিয়ে দিয়েছে জোনাথন। গত ১৯০ বছরে গোটা বিশ্ব প্রায় আমূল ঐদলে গিয়েছে। কিন্তু জোনাথন রয়ে গিয়েছে একইরকম। খাওয়া আর ঘুম। মাঝেমধ্যে দুই স্ত্রী এমা আর ফ্রেডের সঙ্গে খুনসুটি।

গিনেস বুক অনুযায়ী, দৈত্যাকার কচ্ছপের তালিকায় তুই মালিলার রেকর্ড ভেঙেছে জোনাথন। ১৭৭৭ সালে টোঙ্গার রাজ পরিবারকে উপহার হিসেবে তুই মালিলাকে দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন কুক। ১৯৬৫ সালে মারা যায় সেই কচ্ছপ। ঐস ছিল ১৮৮ বছর। জোনাথন সেই রেকর্ড ভেঙে পৃথিবীতে ১৯০ বছর কাটিয়ে দিয়েছে। সেন্ট হেলেনা সরকার ঐলছে, জোনাথন শীতের মরশুমকে বেশ উপভোগ করছে। এখন সে সপ্তাহে মাত্র একদিনই খাওয়া-দাওয়া করে। তাও যদি খাইয়ে দেওয়া হয় তবেই। কারণ ঐসের ভাৱে জোনাথন আর চোখে দেখতে পায় না। দ্রাণশক্তিও প্রায় সম্পূর্ণ চলে গিয়েছে ঐলা চলে। তাই মাঠে খাবার ফেলে রাখলে জোনাথন তা খেতে পারে না। তার পরিচর্যা নিয়োজিত জো হলিনসই খাইয়ে দেন তাকে। তবে এখনও মানুষের কোলাহল পছন্দ করে জোনাথন। হলিনসের কণ্ঠস্বর শুনে চনমনে হয়ে ওঠে। সেন্ট হেলেনার গভর্নর হাউসে গেলেই দেখা মেলে বৃদ্ধ জোনাথনের। ঐাঁধাকপি, শশা, গাজর, আপেল, কলা আর লেটুস শাক তার পছন্দের খাবার। চোখে দেখতে না পেলেও শুধুমাত্র শ্রাণশক্তির জোরেই গভর্নর হাউসের সমুজ ঘাসে ঘেরা বিশাল চত্বরে দিনভর চলাফেরা জোনাথন। ১৯০ বছরের ঐই বিশ্বয়কে ইতিমধ্যেই নেটিজেনরা শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করেছেন। সকলেই ঐলছেন, আরও দীর্ঘজীৱী হও জোনাথন, দ্য ঐার্থডে ঐয়।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=15&id=343770>

492. Corona Vaccine: ভ্যাকসিনের চতুর্থ ডোজ আটকাতে পারে ওমিক্রন

সংক্রমণ! এমনটাই দাবি গবেষণায়

Israel: এরমাবেই করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের আগমন উদ্বেগ আরও ঐাড়িয়ে তুলেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ওমিক্রন করোনার অন্যান্য ভ্যারিয়েন্ট গুলির তুলনায় অনেক বেশি সংক্রমক।

- **TV9 BANGLA DIGITAL**

• Updated On - 12:10 pm, Tue, 18 January 22 Edited By: অরিজিৎ দে

জেরুজালেম: করোনা ভাইরাস (Corona Virus) আগমনের দু'মাসের ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত। সারা বিশ্ব এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। বিভিন্ন দেশেই নাগরিকদের করোনা টিকা দুটি ডোজ দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, এখন সংক্রমণ রূপে তৃতীয় ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে অনেক দেশ। এরমধ্যেই করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের (Omicron Variant) আগমন উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ওমিক্রন করোনার অন্যান্য ভ্যারিয়েন্ট গুলির তুলনায় অনেক বেশি সংক্রমক। এটির ওমিক্রন সংক্রমণ রোধে গবেষণায় নতুন দাপি সামনে এল। সোমার, ইজরায়েলের (Israel) এক হাসপাতালের তরফে প্রাথমিক গবেষণায় দাপি করা হয়েছে ভ্যাকসিনে চতুর্থ ডোজ সাময়িকভাবে রোধ করতে পারে ওমিক্রন সংক্রমণ। জানা গিয়েছে গতমাসের শুরু থেকেই ইজরায়েলের সোম হাসপাতাল ২৭০ জনকে বেশি স্বাস্থ্যতরমীকে করোনা টিকার চতুর্থ ডোজ দিয়েছে। এদের মধ্যে ১৫৪ জনকে ফাইজারের টিকার চতুর্থ ডোজ দেওয়া হয়েছে এবং াকি ১২০ জনকে মডার্নার টিকা দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকেই এর আগে ফাইজারের টিকা ৩ টি ডোজ নিয়েছিলেন।

ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা গিয়েছে, চতুর্থ ডোজ নেওয়া প্রত্যেকের অ্যান্টিডি আগের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তে হাসপাতাল সূত্রে দাপি করা হয়েছে অ্যান্টিডি বৃদ্ধি পেলেও ওমিক্রন ছড়িয়ে পড়া রোধ করা যাবে না। হাসপাতালের সংক্রমক রোগের প্রধান ডাঃ গিলি রেগেভ-য়োচায় জানিয়েছেন, “চতুর্থ ডোজের ফলে অ্যান্টিডি বৃদ্ধি পেলেও ওমিক্রনের থেকে আংশিক প্রতিরক্ষা পাওয়া সম্ভব। করোনা আগের ভ্যারিয়েন্ট গুলির ক্ষেত্রে কোভিড টিকা বেশি কার্যকর হলেও ওমিক্রনের ক্ষেত্রে কার্যকারিতা কম।”

গবেষণা প্রাথমিক ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই ইজরায়েলের নাগরিকদের করোনার দ্বিতীয় দুস্টার তথা চতুর্থ ডোজ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ দেশের সরকার জানিয়েছে মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ মানুষকে টিকার দ্বিতীয় দুস্টার ডোজ দেওয়া হবে। ইজরায়েল সরকারের দাপি, প্রিগত বেশ কিছু সপ্তাহে দেশের ৫ লক্ষ মানুষকে ইতিমধ্যেই টিকার চতুর্থ ডোজ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। ইজরায়েল স্বাস্থ্য মন্ত্রকে ডিরেক্টর ডাঃ নাহমান অ্যাশ জানিয়েছেন, গবেষণা প্রাথমিক ফলাফল থেকে এলা উচিৎ নয় যে টিকার চতুর্থ টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল। তিনি জানিয়েছেন, টিকার এই ডোজের ফলে তৃতীয় ডোজের তুলনায় অ্যান্টিডি বাড়বে যা মূলত প্রাণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

<https://tv9bangla.com/world/fourth-vaccine-dose-provides-limited-defence-against-omicron-shows-israel-study-496524.html>

493. অপরিণত সন্তানপ্রসঙ্গের নেপথ্যে বিশ্ব উষ্ণায়ন, চাঞ্চল্যকর তথ্য সাম্প্রতিক গবেষণায়

প্রহর ডেস্ক | January 18, 2022

জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ এবং উষ্ণায়ন নিয়ে চিন্তিত গোটা বিশ্ব। বিজ্ঞানীরা তো এটাই, পরিবেশ বাঁচাতে সরু হয়েছেন সাধারণ মানুষ, এমনকি কচিকাঁচারাত। এই একই হারে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রকোপ বাজায় থাকলে এক শতকের মধ্যে মানব সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশঙ্কাও জানিয়েছেন গবেষকরা। এরই মধ্যে আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল গবেষণায়। জলবায়ু সংকটের (Climate Change) কারণে ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণ (Embryo)। ক্রমশ বাড়ছে অপরিণত সন্তানপ্রসঙ্গের সম্ভাবনাও।

একটি নয়, একইসঙ্গে বিশ্বের ছ’টি গবেষণায় উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। সম্প্রতি ‘পেডিয়াট্রিক অ্যান্ড প্যারেন্টাল এপিডেমিওলজি’ জার্নালে একত্রে প্রকাশিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট গবেষণাপত্রগুলি। শুধু মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণই নয়, জন্মের পর শিশুর স্বাস্থ্য এবং তার শৈশবকেও প্রিপর্ষিত করে তুলছে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব। মানুষ তো এটাই, অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও ঘটছে একই ঘটনা। যা যথেষ্ট চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে বিজ্ঞানীদের কপালে। কিন্তু সার্বিকভাবে পৃথিবীর উষ্ণতাবৃদ্ধি কীভাবে প্রভাব ফেলছে ভ্রূণের ওপর?

প্রথমেই নজর দিতে হবে জলবায়ু সংকটের কারণে বৈশ্বিক পরিবর্তনগুলির দিকে। বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সাম্প্রতিক সময়ে বেড়েছে দাবানলের প্রকোপ। দাবানলে কাঁচা কাঠের দহনে তৈরি হচ্ছে কার্বন মনো-অক্সাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাস। যা ধীরে ধীরে বিষিয়ে তুলছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে। সেইসঙ্গে জীবাশ্ম-জ্বালানির ব্যবহার তো রয়েছেই। আর এইসব গ্যাসের প্রভাবেই ক্রমশ প্রজনন শক্তি হারাচ্ছেন মহিলারা। বিষাক্ত ধোঁয়ার প্রভাবে মাতৃদেহে জটিলতাও বাড়ছে বেশ দ্রুত হারে। ফলে, পুষ্টির অভাবে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হতে পারছে না ভ্রূণ। অনেক সময় সদ্যোজাতের ত্বকের প্রকাশ না হওয়ায়, দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিও ঘেরিয়ে আসছে সন্তানপ্রসঙ্গের সময়। পরিণতি— জন্মলগ্নেই মৃত্যু।

তাহাড়াও অপরিণত শিশুর জন্মের হারও আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২৮ শতাংশ।

তাহাড়াও অস্বাভাবিক হারে শিশুদের ওজন বৃদ্ধিতেও আশঙ্কিত গবেষকরা। ২ লক্ষাধিক শিশুর ওপর একটি প্রৈশ্বিক সমীক্ষা চালিয়ে গবেষকরা দেখেন, অন্ততপক্ষে ১৮ শতাংশ শিশুই স্থূলতার শিকার। গবেষকরা ঐষয়টিকে দেখছে অনেকটা এপিডেমিক া অতিমারী হিসােই।

পরিবেশদূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। একাধিকবার এমন দাবি করেছেন গ্রেটা থুনবার্গ-সহ বিশ্বের খুদে পরিবেশকর্মীরা। তাদের সেই আশঙ্কা একশো শতাংশ সত্যি, এটার তা প্রমাণিত হল খাতায় কলমে। কিন্তু এমন রিপোর্ট পাওয়ার পরেও কি সার্বিকভাবে কোনো পদক্ষেপ নেবেন বিশ্বের শক্তিদর দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা? জানা নেই উত্তর...

<https://prohor.in/global-warming-causing-birth-damage-in-rapid-rate>

০২৫ ৪৯৪-পাহাড়ে নৃত্যানুষ্ঠান, পরিবেশ সচেতনতা াড়াতে উদ্যোগ সিডনিতে

প্রহর ডেস্ক | January 18, 2022

যদিও সিডনি শহরে এখন ঘোর গ্রীষ্মকাল, তবু তার মধ্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছে আন্তর্জাতিক একটি ঐক্যের পাহাড়। উচ্চতা প্রায় ২০ মিটার। আর সেই ছোট্ট পাহাড়ের উপরেই নৃত্যের তাল তুলছেন একদল শিল্পী। ১৪ থেকে ১৬ জানুয়ারি প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা করে একটানা নৃত্য পরিবেশন করেছেন শিল্পীরা। ২০২২ সিডনি ফেস্টিভ্যালে (Sydney Festival) দেখা গেল এমনই দৃশ্য। কিন্তু কেন এমন অভিনয় মঞ্চ বেছে নিলেন তাঁরা? উদ্দেশ্যটা খুব অভিনয় নয়। পরিবেশ দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে নানা ধরনের প্রচারই চলছে সারা পৃথিবী জুড়ে। তারই অংশ হিসাবে এই উদ্যোগ নিয়েছেন থিয়েটার কোম্পানি 'লেগস অন দ্য ওয়াল'-এর (Legs On The Wall) সদস্যরা।

২০২০ সালে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাঞ্চলজুড়ে ভয়ঙ্কর দাণ্ডানল আজও মানুষের স্মৃতিতে থেকে গিয়েছে। ২০২১ সালেও সেই আগুন নেভেনি। আজও সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হু মানুষ আশ্রয়হীন। এমন একটা সময়ে অস্ট্রেলিয়াজুড়ে অন্যতম আলোচিত িষয় পরিেশ দূষণ। কারণ পরিেশ দূষণই যে এই অগ্নিকাণ্ডের প্রধান কারণ, তাতে সন্দেহ নেই। আর দূষণ রোধ করতে না পারলে ভিষ্যতে এমন ঘটনা আরও াড়ো। শুধু অস্ট্রেলিয়াই নয়, জলায়ু পরিওর্তনের প্রভাও আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। মেরু অঞ্চলের ঐরফও গলে যাচ্ছে ক্রমশ।

দলের প্রধান জসুয়া টমসন অশ্য ংলছেন, মেরু অঞ্চলের ংরফের কথা ংঝাতে নয়, ংরং আগুনের ংপরীত হিসােই মাথায় এসেছিল ংরফের কথা। তে যে কোনো শিল্প উদ্যোগের অর্থ নিজের মতো করে ুঝে নেওয়ার অধিকার ংরারই রয়েছে। তে ংচেয়ে ংশি নজর কেড়েছে সমগ্র অনুষ্ঠানের ংস্থাপনা। প্রায় আড়াই টন ওজনের ংরফের স্তূপ জমিয়ে রাখা সহজ ংষয় নয়। তা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ংরহণ করাও ংশ কঠিন। এই ংরফ জমাতেই এমন এক যন্ত্র ংহার করা হয়েছে, যার দাম ৩০ হাজার ডলার।

ইতিমধ্যে এই অনুষ্ঠান ংশ জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছে। সিডনি ফেস্টিভ্যালে ংহ মানুষ তো উপস্থিত থেকেছেনই, সেইসঙ্গে সামাজিক মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়েছে এই অনুষ্ঠানের ভিডিও। সেখানেও ংহ মানুষ প্রশংসা জানিয়েছেন। তে ংরুপ সমালোচনাও কম হয়নি। অনেকেই ংলছেন, ংরিশ নিয়ে সচেতনতা ংড়াতে গিয়ে এমন আয়োজন করলেন, যাতে ংরফ জমাতেই কত পেট্রলের খরচ হয়েছে তার হিসা ং পাওয়া কঠিন। ংরার কারোর কথায়, গ্রীষ্মকালে সিডনি শহরে ংরফ গলে যাে, এতে আশ্চর্যের কিছু তো নেই। তাই এই অনুষ্ঠান দিয়ে জলায়ু ংরিতনের তাৎপর্য ংঝানোও সম্ভ ং নয়। তে ংতিকর্ক সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য, ংরিশ নিয়ে প্রচার ক্রমশ ংড়ছে। এই প্রচারকে সঙ্গী করেই প্রকৃত সচেতনতা গড়ে তোলার কাজটাও ভীষণ জরুরি।

<https://prohor.in/artists-perform-dance-on-melting-ice-blocks>

18.01.22

495. Arsenic in water: আর্সেনিক ও ফ্লুয়োরাইডের ংষ-শ্বাস কলকাতার ঘাড়ে

কুন্তক চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা ১৭ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:০৫



ফাইল চিত্র।

আর্সেনিক আর ফ্লুয়োরাইডের দূষণ এত দিন মাথাচ্যথার কারণ ছিল মূলত জেলাগুলিতেই। কিন্তু এই চিপদ যে কলকাতার ঘাড়ে শ্বাস ফেলছে, সম্প্রতি যাদুপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিদ্যা বিভাগের এক দল গবেষকের গবেষণায় সেটা ধরা পড়েছে। কলকাতার উপকণ্ঠে, রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ৩৫টি ওয়ার্ডের ভূগর্ভস্থ জল পরীক্ষা করে তাঁরা দেখেছেন, তাতে আর্সেনিক এং ফ্লুয়োরাইড রয়েছে সহনমাত্রার উপরে। 'গ্রাউন্ড ওয়াটার ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট' নামে একটি বিজ্ঞান পত্রিকায় তাঁদের সেই গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ জল পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের সাতটি জেলায় ফ্লুয়োরাইড প্রকোপ রয়েছে আর আর্সেনিকের ষিষ রয়েছে আটটি জেলায়। আর্সেনিকের প্রকোপ বেশি মূলত গাঙ্গেয় দ্বীপ অঞ্চলে। ফ্লুয়োরাইড রয়েছে পশ্চিমাঞ্চলের মালভূমি এলাকাতেও। তে কলকাতার দু'প্রান্তে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রান্তিক এলাকাগুলিতে এই চিপদ আগে থেকেই আছে।

যাদুপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজের অধ্যাপক তড়িৎ রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে অয়ন দে, দীপাঞ্জন মৃধা, মধুরিমা জোয়ারদার, অন্তরা দাস ও নীলাঞ্জন রায়চৌধুরী রাজপুর-সোনারপুরের জল নিয়ে যে-গবেষণা করেছেন, তাতে মূলত দু'টি চিপদের কথা উঠে এসেছে। প্রথমত, ভূগর্ভের জল যদি অপরিিশোধিত অস্থায় পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তা হলে আর্সেনিক ও ফ্লুয়োরাইডের মতো ষিষাক্ত রাসায়নিক মানদেহে ঢুকবে। দ্বিতীয়ত, ওই গবেষকেরা আরও যে-দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তা হল, খাদ্যশৃঙ্খলে আর্সেনিকের ঢুকে পড়ার আশঙ্কা। ওই জল ব্যবহার করে যদি শস্য এং আনাজ ফলানো হয়, তা হলে ষিষাক্ত রাসায়নিক ঢুকবে সেই গাছ এং ফলে। সে-ক্ষেত্রে ওই নির্দিষ্ট এলাকার াইরে থাকা মানুষজনের শরীরেও ষিষাক্ত রাসায়নিক ঢুকতে পারে।

গবেষণাপত্রে ালা হয়েছে, দক্ষিণ কলকাতার অদূরে ওই পুর এলাকার ৩৫টি ওয়ার্ড থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তার মধ্যে দু'টি ওয়ার্ডের পানীয় জলে মাত্রাতিরিক্ত ষিষাক্ত রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে ালে জানান গবেষকেরা। তাঁদের হিসেে, ওই এলাকার প্রতি লিটার ভূগর্ভস্থ জলে ১.৫১ মিলিগ্রাম থেকে ২.৯ মিলিগ্রাম পর্যন্ত ফ্লুয়োরাইড আছে। আর প্রতি লিটার জলে আর্সেনিক রয়েছে ১০.১ মিলিগ্রাম থেকে ২১৩ মিলিগ্রাম পর্যন্ত।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/arsenic-content-found-in-the-ground-water-of-rajpur-sonarpur-area/cid/1323980>

<http://dhunt.in/qXrLW?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

[illegible][illegible]

<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/40894/61e4433e8124a>

499. করোনা ভ্যাকসিন আশিষ্যক নয়, নিতে জোর করাও হও না, সুপ্রিম কোর্টে

জানালা কেন্দ্ৰ

আপনজন ডেস্ক-৪

১৭ জানুয়ারী, ২০২২, সোমবার ০৯:০০

আপনজন ডেস্ক: শারীরিক প্রতিরক্ষীদের করোনা টিকাকরণ সহজ করা ও সহজে সার্টিফিকেট পাওয়ার আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল ইভারা ফাউন্ডেশন। সেই মামলার জাণ্ডা হলফনামা জমা দিয়ে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য ও পরিচাৰ কল্যাণ মন্ত্ৰক সুপ্রিম কোর্টে জানালা, তাদের সংশ্লিষ্ট প্যক্তির সম্মতি না নিয়ে জোর করে টিকা দেওয়ার কোনও নির্দেশ তাদের নেই। এমনকী করোনা টিকা নেওয়া আশিষ্যকও নয়। কোভিড-১৯ টিকাকরণ পুহন্তর জনস্বার্থে করোনা টিকা নেওয়ার প্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এলে জানায় কেন্দ্ৰ। এছাড়া জানায়, বিভিন্ন মুদ্রণ ও সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যথাযথভাবে পরামর্শ, ত্ৰিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে যে সমস্ত নাগরিককে টিকা নেওয়া চিউচিত। কিন্তু কোনও প্যক্তিকে তাদের ইচ্ছার ত্ৰিরুদ্ধে টিকা দিতে প্রাধ্য করা যাও না এলে সরকারি নির্দেশিকায় এলা হয়েছে। কেন্দ্ৰে হলফনামায় আরও এলা হয়েছে, ভারত সরকার এমন কোনও এসওপি জাৰি করেনি যা কোনও উদ্দেশ্যে টিকাকরণের শংসাপত্ৰ এহন প্রাধ্যতামূলক। গত ৩ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্ৰীয় সরকারকে কোভিড-১৯ নিয়ে শারীরিক প্রতিরক্ষীদের কি নির্দেশ তা জানাতে এলেছিল। এ নিয়ে কেন্দ্ৰ আরও জানায়, ২৩,৬৭৮ জন শারীরিক প্রতিরক্ষীকে করোনা টিকা দেওয়া হয়েছে, তাদের শাররিক প্রতিরক্ষারি সার্টিফিকেট অনুযায়ী। তও, শারীরিক প্রতিরক্ষীদের করোনা টিকা নেওয়ার জন্য প্রতিরক্ষী সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হও না। তাদেরকে সহজেই করোনা চিকার সার্টিফিকেট দেওয়া হও।

<https://www.aponzonepatrika.com/news/corona-vaccine-is-not-necessary-it-will-be-forced-to-take-the-center-told-the-supreme-court/18988>

500. সুন্দরওনে প্রাঘের জন্য বিশেষ প্রকল্প, এগিয়ে আসুক কেন্দ্ৰ, চাইছেন মন্ত্ৰী অ্যালুমিনিয়ামের ফেলিং লাগানোর পরিকল্পনা এনদপ্তরের



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা নিক কেন্দ্ৰীয় সরকার। দেশের এই অমূল্য প্রাণীসম্পদ যাতে জঙ্গলের মধ্যে তার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ঠিকমতো থাকতে পারে তার জন্য কেন্দ্ৰের উদ্যোগী হওয়া উচিত।

রাজ্যের ংনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ংজ্ঞাপ্য, সুন্দরংনের ংঘের উন্নতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে সেরকমভাবে ংর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় না। ংঘ সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রের ংশেষ তহবিল রয়েছে। সেটি ংঠিকমতো ংয়ংহার করার প্রয়োজন রয়েছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, সুন্দরংনের জঙ্গলে ংঘের ংচরণ ক্ষেত্র তৈরির জন্য ংকটি ংশেষ প্রকল্প রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তা গড়ে তুলতে কেন্দ্র ংগিয়ে আসুক। ংশেষ তহবিলের টাকা ংই প্রকল্পে ংয়ংহার করুক। ংর পাশাপাশি জাইকার মতো ংন্তর্জাতিক ংর্থিক সংস্থার কাছ থেকেও ংই খাতে টাকা পাওয়ার চেষ্টা করা হ়ে। ংলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ংন্তর্জাতিক ংর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ংণ নিতে কেন্দ্রীয় সরকারের

অনুমোদন

লাগে।

গত ংক মাসে সুন্দরংন জঙ্গল সংলগ্ন গ্রামগুলিতে পর পর ংঘ ঢুকেছে। ংই প্রণতা ংটকাতে ংরও জোরদার ংয়ংস্থা করতে চাইছে ংনদপ্তর। ংর জন্য ংড় ংজেটের প্রয়োজন। দপ্তর সূত্রে খংর, কোভিড পরিস্থিতি সহ ংিভিন্ন কারণে ংখন রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ংশেষ ংই প্রকল্পের জন্য টাকা ংরাদ্দ করা ংশ কঠিন। তাই ংন্য জায়গা থেকে টাকা জোগাড় করার চেষ্টা হচ্ছে। জঙ্গল থেকে লোকালয়ে ংঘ ঢোকা ংটকানোর জন্য সুন্দরংনের ংনেক জায়গাতে প্লাস্টিকের তৈরি নেট ং জাল লাগানো ংছে। কিন্তু স্থানীয় মানুষ কাঁকড়া, মাছ সহ ংনজ সামগ্রী নিয়ে ংসার জন্য জাল কেটে ংনের মধ্যে প্রণেশ করেন। জাল কেটে দোলনা ংনানোর ঘটনাও ঘটেছে। কাটা নেটের ফাঁক গলে ংঘ সহজে ঢুকে যাচ্ছে গ্রামে। ংই ধরনের ঘটনা ংটকাতে ংিকল্প ংয়ংস্থা করতে চাইছে দপ্তর। লোহার ফ্রেম দেওয়া ংয়ালমুনিয়ামের তৈরি ংরও মজুত নেট লাগাতে চাইছে ংন ংিভাগ। ংতে কত খরচ হ়ে তার প্রাথমিক হিসেও তৈরি করা হয়েছে। মোট ৬২ কিলোমিটার দীর্ঘ নেট লাগাতে খরচ হতে পারে প্রায় দেড়শো কোটি টাকা। জরুরি কাজের জন্য ংনকর্মীদের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেতে হয়। ংঘের খাদ্য সরংরাহ করতে জঙ্গলের মধ্যে শুয়োর, ছাগল প্রভৃতি পাঠায় দপ্তর। ংই স ং কাজের জন্য নেটের মধ্যে দরজা রাখা হ়ে। ংন্যদিকে ংনদপ্তর মনে করছে, ংল্প সময়ের মধ্যে গ্রামের ভিতরে ংঘ ঢুকে পড়ার ংতগুলি ঘটনার মধ্যে ংশেষ ংস্বাভাবিকতা কিছু নেই। ংছরের ংই সময় সঙ্গিনীর সন্ধানে ংঘ কিছুটা সক্রিয় হয়ে ংশি ঘোরাফেরা করে। ংটা ংকটি কারণ হতে পারে। তাছাড়া খাদ্যের খোঁজে লোকালয়ে ংসার সন্তা ংনাও ংছে। ংনদপ্তরের পক্ষ থেকে জঙ্গলের মধ্যে ংঘের খাদ্য হিসেে জী ংন্ত প্রাণী পাঠানোরও ংয়ংস্থা ংছে। ংতে খাদ্যের ংভা ং হওয়ার কথা নয়। ংংলাদেশের সুন্দরংন ংলাকা থেকে খাদ্যের সন্ধানে তারা ংদিকে চলে আসছে ংলে মনে করছেন ংধিকারিকরা। ংংলাদেশের সুন্দরংনে ংঘের খাদ্যের ংভা ং ংর কারণ হতে পারে ংলেও মনে করা হচ্ছে। ংনদপ্তর জানিয়েছে, সুন্দরংনের ংঘ গণনার কাজ চলছে। খু ং তাড়াতাড়ি তা শেষ হ়ে।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=13&id=343346>

প্রাকৃতিক দুর্যোগে গত বছরে দেশে মৃত্যু ১৭৫০ জনের

501. সপ্তকে দেশি মানুষ

মারা গিয়েছেন ঐজাঘাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: গত বছরে দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে সর্বাধিক দেশি মৃত্যু হয়েছে ঐজাঘাতে। অতিপৃষ্টি জনিত ঐন্যা, ধস নামা প্রভৃতির থেকেও দেশি মানুষ মারা গিয়েছেন ঐজ পড়ার কারণে। কেন্দ্রীয় আওহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী অতিপৃষ্টির কারণে মৃত্যু হয়েছে ৭৫৯ জনের। সেখানে ঐজ পড়ে মারা গিয়েছেন ৭৮৭ জন। গত বছর মোট ৫টি ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়েছিল দেশে। ঘূর্ণিঝড়ের জেরে মৃত্যু হয়েছে ১৭২ জনের। ৫টি ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে সপ্তকে দেশি প্রাণহানির কারণ হয়েছিল তাউটে। গুজরাত, মহারাষ্ট্র, কেরল প্রভৃতি রাজ্য মিলিয়ে এই ঝড়ে মারা গিয়েছিলেন ১৪৪ জন। পশ্চিমবঙ্গে উপকূলের কাছে উত্তর ওড়িশায় আছড়ে পড়া ঘূর্ণিঝড় যশ সেখানে মৃত্যু ঘটিয়েছিল ৯ জনের। এই মৃত্যুগুলি হয়েছে ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, ঐহার ও পশ্চিমবঙ্গে।

অতিপৃষ্টি জনিত কারণে গত বছর সপ্তকে দেশি ৩৪০ জন মানুষ মারা গিয়েছেন মহারাষ্ট্রে। উত্তরাখণ্ডে ১৪৩, হিমাচল প্রদেশে ৫৫, কেরলে ৪৩ ও অন্ধ্রপ্রদেশে ৪৬ জন মারা গিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে অতিপৃষ্টির কারণে মৃতের সংখ্যা কতজন, তা এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি। তে রিপোর্টের সঙ্গে দেওয়া গ্রাফে তা ১০-এর আশপাশে ঐলে

উল্লেখ	করা	হয়েছে।

তে রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ঐজাঘাতজনিত কারণে গত বছর পশ্চিমবঙ্গে মোট ৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঐজাঘাতের মৃত্যু পশ্চিমবঙ্গের থেকে অনেক দেশি হয়েছে অন্য কয়েকটি রাজ্যে। ওড়িশায় সপ্তকে দেশি ২১৩ জন মারা গিয়েছেন ঐজাঘাতে। মধ্যপ্রদেশে ১৫৬, ঐহারে ৮৯, মহারাষ্ট্রে ৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঝাড়খণ্ড (৫৪), উত্তরপ্রদেশ (৪৯), রাজস্থানেও (৪৮) ঐজাঘাতে মৃত্যু দেশি হয়েছে। দেশে ঐজ পড়ে মৃত্যুর সংখ্যা কমানোর জন্য আওহাওয়া দপ্তর সহ ঐভিন্ন সরকারি ঐং স্বচ্ছাসেঐী সংস্থা দেশ কিছুদিন সক্রিয় হয়েছে। সাধারণ মানুষকে ঐজাঘাত থেকে ঐঁচার ঐ্যাপারে আগাম সতর্কতামূলক ঐ্যস্থা নেওয়ার জন্য সচেতন করার চেষ্টা হচ্ছে। পাশাপাশি ঐজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এই কাজে ঐ্যহার করার চেষ্টাও হচ্ছে। ঐজাঘাতের ঐ্যাপারে কিছু সময় আগে সতর্ক করার জন্য আওহাওয়া দপ্তর দা মিনী নামে একটি ঐশেষ অ্যাপ চালু করেছে। ওই অ্যাপ ৪০ মিনিট আগে কোন কোন জায়গায় ঐজ পড়তে

পারে,	তার	ইঙ্গিত	দেয়।

সরকারি সূত্রে দাি করা হচ্ছে, এই সপ্ত ঐ্যস্থা গ্রহণের ফলে ঐজাঘাতে মৃত্যু কিছুটা কমেছে। ২০২০-২১ আর্থিক বছরে ঐজাঘাতে দেশে ১৯৬৭ জন মারা গিয়েছিলেন।

২০১৯ সালের মার্চ মাসে একটি বিশেষ অভিযান এই উদ্দেশ্যে শুরু করা হয়। তিন ঘণ্টার মধ্যে ঝুঁপাতে মৃত্যু ৮০ শতাংশ কমানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৬০ শতাংশ মৃত্যু কমানো সম্ভব হয়েছে বলে বিভিন্ন সরকারি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। ঝুঁপাত বেশি হয়, এমন এলাকাগুলি চিহ্নিত করে সেখানকার মানুষদের সচেতন করা হচ্ছে। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে ঝুঁপাতের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে বেড়ে চলেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে ৩৪ শতাংশ ঝুঁপাতের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাঞ্জাব, হিয়ার, হরিয়ানা, পঞ্জাবের, হিমাচল প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে এ্যাপারে এগিয়ে আছে। এই রাজ্যগুলিতে একশো শতাংশ বা তার বেশি ঝুঁপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে-ঝাড়খণ্ড-ওড়িশায় ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকা ঝুঁপাত প্রাণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। প্রাক ঋষী মরশুমে ঝুঁপাত মেঘ থেকে বেশি ঝুঁপাত হয়। এপ্রিল- মে-জুন মাসে তাই ঝুঁপাতে মৃত্যুর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি হয়।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=13&id=343552>

502. হোম আইসোলেশনে ডায়েট



পরামর্শে ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স, কলকাতার চিফ ডায়েটিশিয়ান মীনাঙ্কী মজুমদার।

ভাইরাসের আক্রমণের সময় শরীর হয়ে পড়ে দুর্বল। এই সুযোগে অন্যান্য ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া শরীরে ঢুকে পড়তে পারে। হতে পারে অন্যান্য সমস্যা। তাই করোনা সংক্রামিত ব্যক্তির উচিত সুস্থ এবং সহজপাচ্য খাদ্য গ্রহণ করা। ডায়েটে মাস্ট প্রোটিনজাতীয় খাদ্য: কোভিডে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আক্রান্ত হচ্ছে আপনার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। কদাচিৎ ফুসফুস। ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধে গেলে সেক্ষেত্রে দেহের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাকে শক্তিশালী করা দরকার। শরীরকে দিতে হবে প্রোটিনজাতীয় খাদ্য। কারণ রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য দায়ী শ্বেত রক্তকণিকা এবং অন্যান্য কোষ প্রোটিন দ্বারা প্রস্তুত হয়।

থাকবে আরও কী কী উপাদান?

প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য যেমন মাছ, চিকেন, ডিম অংশই পাতে রাখতে হবে। দু'টি ডিমের সাদা অংশও খাওয়া যায়। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হার্টের সমস্যা থাকলে ডিমের কুসুম খাওয়া না। নিরামিষাশীরা পাতে রাখুন ছানা, দই, সয়াবিন, সয়ামিল্ক, টোফু, ক্রিম ছাড়া পনির ইত্যাদি।

শরীরের দরকার পর্যাপ্ত ফ্লুইড: দিনে ৩ লিটার জল পান করতেই হবে। তবে হ্যাঁ, কিডনির অসুখ থাকলে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করেই জল পান করুন। জল ছাড়াও খেতে হবে

সুপ। পান করতে হলে ডায়েটের জল, কমলালেবু, মুসাশ্বির মতো সাইট্রাসজাতীয় ফলের রস।

ফল: সাইট্রাস বা লেবুজাতীয় ফল ও ফলের রস পান করা এই পর্যায়ে খুব উপকারী। কারণ কমলালেবু, মুসাশ্বি, পাতিলেবুর মতো সাইট্রাসজাতীয় ফলে থাকে ভিটামিন সি, যা রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াই। লাঞ্ছের সময় পাতিলেবুর রস মাথিয়ে নিন ভাতে। এছাড়া পেয়ারাও খাওয়া যায়। খেতে পারেন আপেল, পেঁপে, তরমুজ ও কলা। তবে হ্যাঁ, হার্টের রোগ, প্রেশার, ডায়াবেটিসের মতো সমস্যায় ফল খাওয়ার আগে চিকিৎসক বা ডায়েটিশিয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া ভালো।

ডায়েটের সময়: ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার সঠিক সময়ে সারতে হবে। শরীর দুর্বল হলে অল্প খেলে চলবে না। পরিমাণমতো খাওয়াও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট: ডায়েটিশিয়ান বা চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট খেতেই পারেন এই সময়। শরীরে উপযুক্ত মাত্রায় প্রোটিনের জোগান পড়ায় থাকলে যে সমস্ত অঙ্গের কোষের চিস্তার ক্ষতি হচ্ছে, সেই অঙ্গগুলির কোষ পুনর্গঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা মিলবে।
প্রথম দু'দিন: কোভিডের আক্রমণের প্রথম দু'দিন হলে রোগীর গায়ে জ্বর, গলা ব্যথার মতো উপসর্গ থাকে। রোগী বেশ কান্নাকাটি করে থাকে। খিদে থাকে না। এমন অবস্থায় জোর করেও সুস্থ খাদ্য খেতে হবে। রোগীর উচিত ঘণ্টা দু'য়েক পর পর অল্প অল্প করে খাদ্য গ্রহণ করা। এছাড়া শরীরে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি কমাতে ফ্রুট স্যালাড, ফলের রস, দই, চিকেন সুপ আলাদা করে প্রথম দু'দিন অবশ্যই ডায়েটে রাখতে হবে।

ডায়েট প্ল্যান—

ঘুম থেকে উঠে: চা বা কফি। সঙ্গে একটা চিকুট। ডায়েটিশিয়ান বা চিকিৎসকের পরামর্শমতো সাপ্লিমেন্টও খাওয়া যায়। দুধে অ্যালার্জির সমস্যা না থাকলে খাওয়া যায় দুধ-চিকুটও।

ব্রেকফাস্ট: কাশি হচ্ছে হলে কোভিড আক্রান্তের। প্রাতরাশে তাই খুব শক্ত খাবার খেলে গলায় ব্যথা হতে পারে। তাই টোস্ট না খেয়ে এরং ওটস, ডালিয়া, দুধ-কর্নফ্লেক্স, স্যান্ডউইচ খেতে পারেন। এগুলির সঙ্গে অবশ্যই দু'টি ডিমের সাদা অংশ খান। খেতে পারেন একটা ছানা।
ঘণ্টা দু'য়েক পরে: এক প্লেট ফ্রুট স্যালাড আর একগ্লাস ডায়েটের জল।

লাঞ্চ: সাধারণ চাউর খাবার যেমন হয় অর্থাৎ ভাত, ডাল, সব্জি, মাছ বা চিকেন খেয়ে নিন। খেতে পারেন ঘরে পাতা দই। তবে হ্যাঁ ডায়ারিয়ার সমস্যা থাকলে তেল কম দিয়ে, কাঁচকলা দেওয়া পাতলা করে করা মাছের ঝোল খান। আর হ্যাঁ সঙ্গে খান দই। কারণ দইয়ে থাকা ভালো প্রোবায়োটিক খাদ্য হজমে সাহায্য করে।

ঘণ্টা দেড়েক পর: এক গ্লাস ফলের রস বা গোটা ফল খেতে পারেন।

বিকলে: লাল চা বা দুধ-চা কিংবা কফি (পেটের সমস্যা না থাকলে) পান করতে পারেন। খেতে পারেন দুধ কিংবা সাপ্লিমেন্ট। প্রোটিন শেকও খাওয়া যায়।

মিনিট ৪৫ পর: চিকেন ও সব্জি মেশানো সুপ খেতে পারেন রোগী। নিরামিষাশীরা চিকেন খেতে না চাইলে শুধু সব্জির সুপই খান। এতে দেহে যেমন তরলের জোগান পড়ায় থাকবে, তেমনই ভিটামিন-মিনারেলসও প্রবেশ করবে শরীরে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেতে পারেন সিদ্ধ ভুট্টা, চোঁচি কর্ণ। ইচ্ছে হলে সেদ্ধ ভুট্টায় লেবুর রস আর চিটনুন ছড়িয়ে দিন।

ডিনার: ভাত বা রুটি খান। সঙ্গে খেতে পারেন চিকেন বা স্যালামির ঝোল। নিরামিষাশী হলে

রাজমা, কাপলি ছোলাও খেতে পারেন। তপে ডায়ারিয়া হলে রুটি খাওয়া চলবে না। খেতে হবে ভাত।

খাওয়ার শেষে একটা মিষ্টি পাতে রাখলে ক্ষতি নেই। খেতে পারেন সিমুই বা চালের পায়ের, সন্দেশ। তপে রোগীর ডায়ালিসিস থাকলে কৃত্রিম চিনি দিয়ে ঝাড়িতেই মিষ্টি ঝানিয়ে খান। শেষ কথা: মনোমল হারানেন না। মনে রাখবেন সুসম খাদ্য খেলে কোভিড থেকে দ্রুত সেরে ওঠা যায়। সংক্রমণ পরর্তী শারীরিক জটিলতাও কমে।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=4&id=341182>

503. আপনি কি জানেন বিশ্বে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষের মৃত্যুর কারণ চিনি! সাবধান হয়ে যান এখুনি

<http://dhunt.in/qXJbv?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

504. বিষাক্ত হচ্ছে মহানগরীর ভূগর্ভস্থ জল, গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

<http://dhunt.in/qYv1C?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

505. বিশ্বজুড়ে করোনা সংক্রমণ কমলেও বেড়েছে মৃত্যু হার , জানুয়ারি ১৮, ২০২২



চলমান করোনা মহামারিতে বিশ্বজুড়ে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। তপে আগের দিনের কিছুটা কমেছে নতুন শনাক্ত রোগীর সংখ্যা।

গত ২৪ ঘণ্টায় সারা বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন প্রায় ৫ হাজার মানুষ। একই সময়ে ভাইরাসটিতে নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা রয়েছে ১৯ লাখ ২৯ হাজারের ঘরে।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বজুড়ে সপ্তচেয়ে বেশি সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রে। অন্যদিকে দৈনিক প্রাণহানির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে রাশিয়া। প্রাণহানির তালিকায় এরপরই রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, হাঙ্গেরি ও আর্জেন্টিনা। এতে বিশ্বব্যাপী করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৩৩ কোটি ১১ লাখের ঘর। অন্যদিকে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৫৫ লাখ ৬৩ হাজার।

মঙ্গলবার (১৮ জানুয়ারি) সকালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত, মৃত্যু ও সুস্থতার হিসাব রাখা ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডমিটারস থেকে পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় সারা বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৪ হাজার ৯৩২ জন। অর্থাৎ আগের দিনের তুলনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় এক হাজার। এতে বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৫৫ লাখ ৬৩ হাজার ১০৭ জনে।

একই সময়ের মধ্যে ভাইরাসটিতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৯ লাখ ২৯ হাজার ১২২ জন। অর্থাৎ আগের দিনের তুলনায় নতুন শনাক্ত রোগীর সংখ্যা কমেছে প্রায় ২ হাজার। এতে মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত ভাইরাসে আক্রান্ত মোট রোগীর সংখ্যা ঠেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩ কোটি ১১ লাখ ২৭ হাজার ১০৬ জনে।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহানে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়। এরপর ২০২০ সালের ১১ মার্চ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) করোনাকে 'বৈশ্বিক মহামারি' হিসেবে ঘোষণা করে। এর আগে একই বছরের ২০ জানুয়ারি বিশ্বজুড়ে জরুরি পরিস্থিতি ঘোষণা করে সংস্থাটি।

<http://www.kholakagojbd.com/international/93336>

506. ওমিক্রন ঠেকাতে সক্ষম নয় টিকার ৪র্থ ডোজও : গবেষণা

২০২২-০১-১৮ ১৪:০৬:২৪ / Pri



করোনাভাইরাসের অতিসংক্রামক ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট মোকাবিলায় ফাইজার ও মডার্নার টিকার চতুর্থ ডোজও পুরোপুরি সক্ষম নয়। অশ্য পুরোপুরি সফল না হলেও ইসরায়েলের একটি গবেষণায় ভাইরাস প্রতিরোধে টিকার চতুর্থ ডোজকে আংশিক কার্যকর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৮ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে প্রাতিসংস্থা এএফপি।

করোনা প্রতিরোধে প্রদ্যমান টিকাগুলোর দু'টি ডোজ নেওয়ার পরে প্রু দেশেই সাধারণ মানুষ টিকার দুস্টার ডোজ নিতে শুরু করেছেন। ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার প্রিভিন্ন দেশের সরকার দুস্টার ডোজ নিতে নাগরিকদের আহ্বান জানাচ্ছে। উপমহাদেশেও দুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হয়েছে।

কিন্তু ইসরায়েলের একটি গবেষণাপত্র প্রলছে, টিকার তৃতীয় ডোজ তো নয়ই, চতুর্থ দুস্টার ডোজও করোনা মোকাবিলায় সম্পূর্ণ সফল হপ্র না। ইসরায়েলের শেরা মেডিকেল সেন্টারের গবেষকরা এই গবেষণাটি করেছেন। তপ্র তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি। প্রাথমিক রিপোর্টে তারা এই তথ্য দিয়েছেন।

সংবাদমাধ্যম এলছে, করোনা টিকার চতুর্থ ডোজ নিয়ে এয়ারই প্রথম কাজ করেছে ইহুদি ওই দেশটির মেডিকেল সেন্টারটি। রিপোর্টে এলা হয়েছে, পরীক্ষার জন্য প্রায় ১৫০ জন ব্যক্তিকে ফাইজার-মায়োএনটেককের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল। ১২০ জনকে দেওয়া হয়েছিল মার্কিন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি মডার্নার ভ্যাকসিন।

গবেষণায় অংশ নেওয়া এই ২৭০ জনের সকলেরই তৃতীয় দুস্টার ডোজ হিসেবে ফাইজারের টিকা নেওয়া ছিল। পাশাপাশি তৃতীয় দুস্টার ডোজ নেওয়া একটি দলকে রাখা হয়েছিল। যারা চতুর্থ টিকা পায়নি।

গবেষকরা দেখেছেন, চতুর্থ টিকা নেওয়া ব্যক্তিদের শরীরে অ্যান্টিবডি বেড়েছে। কিন্তু ওমিক্রনের মতো ভ্যারিয়েন্টকে পুরোপুরি নির্মূল করতে তা সক্ষম নয়। অর্থাৎ, চতুর্থ ডোজ নিলেও ওমিক্রন হতে পারে। তবে একইসঙ্গে এলা হয়েছে, তৃতীয় ডোজ নেওয়া ব্যক্তির চেয়ে চতুর্থ ডোজ নেওয়া ব্যক্তির শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি পাওয়া গেছে।

প্রিশ্বের একাধিক টিকা প্রস্তুতকারী সংস্থা এখন কম্বাইন্ড বা যৌথ টিকা তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে। যা বর্তমান টিকাগুলোর চেয়ে বেশি কার্যকরী হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

কোনো কোনো সংস্থা আবার ফলুয়ের জন্য তৈরি আরএসভি ভ্যাকসিনের সঙ্গে করোনার ভ্যাকসিনের সংমিশ্রণ করে টিকা তৈরির চেষ্টা করছে। ২০২৩ সাল নাগাদ তা কাজারে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

<https://bd-bulletin.com/main/article/32166>

507. **হরিহরপাড়ায় সংসারের ভোল বদলে
দিয়েছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা
মৌমাছি পালন করে ভেজালহীন মধু বিক্রি**



নিজস্ব প্রতিনিধি, হরিহরপাড়া: ভেজাল নয়, সর্ষে খেতে মৌমাছি পালন করে াজারে শুদ্ধ মধু পৌঁছে দিচ্ছে হরিহরপাড়ার প্রমিলা াহিনী। িভিন্ন মরশুমে তাঁরা নানা স্বাদের মধু তৈরি করছেন। সর্ষে উঠে যাওয়ার পর আম ও লিচু াগানে মৌমাছি পালন করেন তাঁরা।

সেই মধুর স্বাদ আঁচর অন্য। প্রশিক্ষণ নিয়েই হরিহরপাড়ার খিদিরপুর কলোনির মহিলারা মাঠে নেমেছেন। নতুন পেশা শুরু করে তাঁদের সংসারের ভোল াদলে গিয়েছে। তাঁরা নিজেরাই মাঠে গিয়ে মৌমাছির াক্স পরিচর্যা করছেন। মৌচাক ভাঙছেন। াতলে মধু ভরে াজারজাতও করছেন। মৌপালকরা ালেন, াক্সে মৌমাছি পালন করা হয়। সাতদিন পরপর মৌচাক থেকে মধু পাওয়া যাওয়া যায়। এখন সাতদিন অন্তর ২০০কেজি মধু পাওয়া যাচ্ছে। স্থানীয় াজারে িক্রির পাশাপাশি তা াইরেও পাঠানো হচ্ছে। মধুতে ভেজাল না থাকায় ভালো চাহিদা রয়েছে। নাার্ড থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পরই তাঁরা কাজ শুরু করেছেন। খিদিরপুরের ইলা রায় িশ্বাস ালেন, আমরা সকলেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। আগে অন্য কাজ করতাম। তাতে তেমন আয় হতো না। কিন্তু মৌমাছি পালন করে ভালো আয় হচ্ছে। াইরে থেকে া্যাসায়ীরা এসে মধু কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। অনেক ােশি মধু নেওয়ায় তাঁদেরকে আমরা ১২০টাকা কেজি দরে িক্রি করি।

স্থানীয় াজারে ২০০টাকা কেজি দরে িক্রি হয়। মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করার পর িক্রি করতে সমস্যা হয় না। আর এক মৌপালক ালেন, সম্পূর্ণ াৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। মধুতে কোনও কিছু মেশানো হয় না। িভিন্ন ফুলের াগানে মৌমাছি চাষ করা যায়।

এখন এলাকায় সর্ষে চাষ হচ্ছে। সেই কারণে সর্ষেজমিতে াক্স াসানো হয়েছে। নিজেদের এলাকাতেই ৫০টি াক্স রয়েছে। সাতদিন পরপর চাকে মধু ভরে ওঠে। তে াহাওয়া মেঘলা থাকলে মধু সংগ্রহ করা যায় না। ঝলমলে দিনে এই কাজ করতে হয়। মেয়েরা নিজের হাতেই এই কাজ করতে পারে। নাার্ডের আধিকারিক কুশলকুমার সিংহ ালেন, মহিলাদের নিয়ে একটি ফার্মার্স ক্লা া তৈরি করা হয়েছে। তাদের ােশ কিছুদিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই চাষে লাভ কেমন হ়ে, তাও তাদের অঙ্ক কষে াঝানো হয়েছে। তারপরই তারা চাষ শুরু করেছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে িভিন্ন জেলা থেকে মৌপালকরা মুর্শিদাবাদে আসতেন। তাঁরাও সর্ষে জমিতে এই চাষ করতেন। ছেলেরাই এই কাজ করতেন। জেলায় মহিলারা প্রথমবার উদ্যোগ নিয়ে এই চাষে হাত পাকাচ্ছেন। াজারে মধুর চাহিদা স াসময়ই থাকে। তাই তাঁদের এই কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে না। এই জেলায় া্যাপকভাবে আম ও লিচু চাষ হয়। আম ও লিচুর মধুর স্বাদও আলাদা। হরিহরপাড়ার ওই মহিলারা ভেজাল ছাড়াই াছরের িভিন্ন সময় ভিন্নস্বাদের মধু াজারে পাঠানোর ব্রত নিয়েছেন

508. কোভিডে মৃত ৩১৩ জনের পরিবারকে সরকারি সাহায্য



নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: দার্জিলিং জেলায় কোভিডের ছোপে মৃত আরও ৩১৩ জনের নিকটাত্মীয় পেলেন সরকারি অর্থ সাহায্য। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এ নিয়ে দেড়মাসের মধ্যে জেলায় এমন ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন ৫৪৭ জন। তাঁরা ৫০ হাজার টাকা করে পেয়েছেন। ইতিমধ্যে রাজ্য চিপর্ষয় ত্রাণ তহবিল থেকে ২ কোটি ৭৩ লক্ষেরও বেশি অর্থ প্রাদ করেছেন রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন রাজ্য সরকারের কাছে আরও অর্থ চেয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এস পল্লমমালম বলেন, কোভিড ও করোনা পরবর্তী উপসর্গে মৃতদের পরিবারের সদস্যরা আর্থিক সাহায্য চেয়ে আবেদন করেছেন। নিয়ম অনুসারে আবেদনগুলি যাচাই করার পর পাহাড় ও সমতলের ৫৪৭ জনকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। প্রাকিদের সহায়তা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

দেশের অন্যান্য প্রান্তের মতো দার্জিলিং জেলাতেও থাকা সিয়েছে কোভিড। এই মহামারীর ছোপে জেলার পাহাড় ও সমতল অংশে চিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ডিসেম্বর মাস থেকে মৃতের নিকটাত্মীয়দের ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে রাজ্য সরকার। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোভিডে মৃতের নিকটাত্মীয়দের ক্ষতিপূরণ প্রাদ ৫০ হাজার টাকা করা দেওয়া হচ্ছে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দু'সপ্তাহের মধ্যে ২৩৪ জন মৃতের নিকটাত্মীয়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রাদ দেওয়া হয় ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। এরপর গত ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আরও ৩১৩ জনের নিকটাত্মীয়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রাদ দেওয়া হয় ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। অর্থাৎ দেড়মাসের মধ্যে জেলায় মৃত ৫৪৭ জনের পরিবারকে দেওয়া হয়েছে মোট ২কোটি ৭৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, এই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে গত নভেম্বর মাসে চিহ্তপ্তি জারি করেছিল চিপর্ষয় চ্যপস্থাপনা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর। এরপর রাজ্য চিপর্ষয় ত্রাণ তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ দেওয়া হচ্ছে। এ জন্য

আপোদনপত্রের সঙ্গে কোভিড-১৯ জনিত রোগে মৃত্যুর শংসাপত্র, মৃতের ভোটার কার্ড কিংবা আধার কার্ড, নিকটাত্মীয়ের ভোটার কিংবা আধারকার্ড, প্যাস্কেস পাশপাইয়ের কপি, লিগ্যাল হেয়ার সার্টিফিকেট, নিকটাত্মীয়ের প্রমাণপত্র হিসেবে এফিডেভিট প্রভৃতি দরকার। আপোদনগুলি যাচাই করে সেই অর্থ সরাসরি প্যাস্কেস অ্যাকাউন্টে পাঠানো হচ্ছে। আরও কয়েকটি আপোদন প্রশাসনের কাছে রয়েছে। শীঘ্রই সেগুলি খতিয়ে দেখে যথাযথ প্যাস্কেস নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, কোভিড মহামারীর প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ে শিলিগুড়ি সহ দার্জিলিং জেলায় প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এখনও মহামারী চলছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের হেল্থ পুলিশে উল্লেখ রয়েছে, ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত দার্জিলিং জেলায় কোভিডের ছোপে মৃত্যু হয়েছে ৫৫৭ জনের। প্রশাসনের আধিকারিকরা বলেন, সংশ্লিষ্ট তালিকার ওইরেও কোভিডে মৃত্যু রয়েছেন। যাঁদের কেউ বাড়িতে কিংবা পেসরকারি হাসপাতালে মারা গিয়েছেন। কিংবা করোনা পরীক্ষার উপসর্গেও মৃত্যু হয়েছে অনেকের। ক্ষতিপূরণের জন্য এমন আপোদন এসেছে। নিয়ম অনুযায়ী, সেগুলি খতিয়ে দেখার জন্য জেলা স্বাস্থ্যদপ্তরের কাছে পাঠানো হচ্ছে। স্বাস্থ্যদপ্তর অনুমোদন দেওয়ার পর সেই সব আপোদনকারীদেরও সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এদিকে, জেলার পাহাড় ও সমতলভাগে কোভিড সংক্রমণ ক্রমবর্ধমান। ইতিমধ্যে সরকারি ও পেসরকারি হাসপাতালে কোভিড আক্রান্ত বেশকিছু রোগী ভর্তি হয়েছে। ইদানীংকালে কয়েকজনের মৃত্যুও হয়েছে। এ অসুস্থ্য ক্ষতিপূরণ পাওদ রাজ্য সরকারের কাছে আরও অর্থ চেয়েছে জেলা প্রশাসন। প্রশাসনের আধিকারিকদের একাংশ জানান, এখনও কোভিড মহামারী চলছে। তাই রাজ্য সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ পাওদ আরও এক কোটিরও বেশি অর্থ চাওয়া হয়েছে।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=16&id=343731>

509. চিকিৎসকদের পরামর্শে বাড়িতেই

সুস্থ হচ্ছেন করোনা সংক্রামিতরা

ফাঁকা পড়ে রয়েছে সেফ হোমের বেড



সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: করোনা সংক্রমণের হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়লেও দার্জিলিং জেলায় সেফ হোমগুলি খালিই পড়ে রয়েছে। অথচ এর আগে করোনা সংক্রমণের প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় সেফ হোমগুলিতে একসময় পূর্ণ পাওয়া যায়নি। প্রয়োজনের

তাগিদে প্রশাসনকে নতুন করে সেফ হোম খুলতে হয়েছিল। সেইসঙ্গে সরকারি ও প্রেসরকারি হাসপাতালগুলিতেও করোনা সংক্রামিত ব্যক্তিদের ভিড় যথেষ্ট ছিল। আর সেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যদপ্তর শিলিগুড়িতে দু'টি নার্সিংহোম নিয়ে করোনা সংক্রামিতদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। এটার সংক্রমণ ব্যাপক আকার নিলেও সংক্রামিতদের ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে চিত্রটা একেবারেই প্রিপরিট। এটার সংক্রমণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংক্রামিতরা উপসর্গহীন হওয়ায় প্রায় প্রত্যেকেই হোম আইসোলেশনে থাকছেন। আর এতে স্বাস্থ্যদপ্তরের নিযুক্ত কাউন্সেলরদের কাজের চাপ বেড়ে গিয়েছে। দার্জিলিং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক বলেন, করোনা সংক্রমণের প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়ও আমরা হোম আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যদপ্তরের তরফে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে যাপ্তীয় চিকিৎসা পরিষেবা দিয়েছিলাম। কিন্তু, এটার সংক্রমণে এই পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কাউন্সেলরদের উপর চাপ একটু বেশি। কারণ এটার অধিকাংশ সংক্রামিত ব্যক্তি হোম আইসোলেশনে থাকছেন।

দার্জিলিং জেলায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রোজেক্টের প্রায় ৪০ জন কাউন্সেলর এই পরিষেবা দিচ্ছেন। শুধু শিলিগুড়ি তথা দার্জিলিং জেলাতেই নয়, এই জেলায় প্রসারকারী যেসব প্রাসিন্দা কর্মসূত্রে কলকাতা বা অন্যত্র থাকেন, করোনা সংক্রামিত হলে তাঁদেরকেও এই জেলা থেকে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। কারণ করোনা পরীক্ষার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আধারকার্ডের নম্বর দিতে হয়। আর সেই কার্ডে যে ঠিকানা থাকে সেই ঠিকানা ধরেই স্বাস্থ্যদপ্তরের তরফে যোগাযোগ করা হয়। এ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে শিলিগুড়িতে থাকা বেশকিছু ব্যক্তি কর্মসূত্রে এখন কলকাতায় থাকেন। তাঁদের অনেকে কলকাতাতেই সংক্রামিত হয়েছেন। কিন্তু, আধারকার্ডের ঠিকানা ধরে শিলিগুড়ি তথা দার্জিলিং জেলার কাউন্সেলররা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পরামর্শ দিচ্ছেন। এক প্রশ্নের উত্তরে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, এটারও সংক্রমণ ব্যাপক আকার নিয়েছে। তাে এটারে সংক্রামিত ব্যক্তির চারদিন খুঁ পেশি হলে পাঁচদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে সংক্রামিত ব্যক্তি উপসর্গহীন। অক্সিজেনের চাহিদাও দ্বিতীয় ঢেউয়ের মতো নেই। কাজেই কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে হোম আইসোলেশনে সংক্রামিত ব্যক্তির সুস্থ হয়ে ওঠায় সেফ হোমগুলি খালি পড়ে রয়েছে

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=16&id=343880>

510. হাড় কাঁপিয়ে ফিরল ঠান্ডা, সপ্তাহ শেষে রাজ্যে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সপ্তাহের শুরুতেই ফের হাডু কাঁপিয়ে ফিরে এল ঠান্ডা। ছন্দে ফিরেছে উত্তরে হাওয়া। গোটা রাজ্যেই এক ঝটকায় অনেকটা কমেছে তাপমাত্রা। কলকাতায় এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি কম। একইভাবে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩ দাগ কমে হয়েছে ২২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। একারণে সারাদিনই শীতের অনুভূতি টের পেয়েছে কলকাতাবাসী। তবে শীতের এই আমেজ কতদিন স্থায়ী থাকবে, তা নিয়ে ধন্দে আঁহাওয়াপিঁদরাও। কারণ চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে ফের আরেকটি ঝঞ্ঝা আসতে চলেছে পশ্চিম হিমালয়ে। যার হাত ধরে এঁরাও রাজ্যের আকাশের মেঘের ঘনঘটা দেখা যেতে পারে। এমনকী দক্ষিণেও সেই সময় ঝড়ের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না আলিপুর আঁহাওয়া অফিস। শুধু দক্ষিণে নয়, একইসঙ্গে উত্তর ও ঝড় হতে পারে

সেই

সময়ে।

উত্তরে হাওয়া সক্রিয় হতে না হতেই একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা হানা দিচ্ছে পশ্চিম হিমালয়ে। ইতিমধ্যে একটি ঝঞ্ঝা এসে গিয়েছে। আজ, মঙ্গলবার আরও একটি আসছে। তবে এই দু'টি ঝঞ্ঝা দুর্বল প্রকৃতির হওয়ায় উত্তর, মধ্য ও পূর্ব ভারতে এর তেমন প্রভাব পড়বে না। কিন্তু ২১ জানুয়ারি যে ঝঞ্ঝাটি আসবে, সেটি শক্তিশালী বলেই মনে করছে কেন্দ্রীয় আঁহাওয়া দপ্তর। ওই ঝঞ্ঝার প্রভাবে রাজস্থানের উপর ফের ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হবে। আলিপুর আঁহাওয়া অফিসের অধিকর্তা গণেশকুমার দাস জানিয়েছেন, ওই ঘূর্ণাবর্ত থেকে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা পূর্ব ভারতের দিকে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। তার প্রভাবে রাজ্যে ফের ঝড় হতে পারে। এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি, তাতে আগামী রবিবার নাগাদ ঝড় হতে পারে দক্ষিণে। এই ঝড়ের ক'দিন স্থায়ী হবে, তার কোনও পূর্বাভাস এখনও দেননি আঁহাওয়াপিঁদরা। তবে কেন্দ্রীয় আঁহাওয়া দপ্তর আগামী শনি থেকে সোমবার পর্যন্ত পূর্ব ভারতে ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছে। মুখ-মহাস্পতির থেকে দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে হাল্কা ঝড় হতে পারে। তারপর উত্তর ও অন্যত্র ঝড় শুরু হবে।

উত্তরে হাওয়ার দাপটে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০-১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে চলে এসেছে। শ্রীনিকেতনে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। হিমালয় সংলগ্ন সমতলেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নীচে ছিল। দক্ষিণ ও উত্তর ও অন্যত্র সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২-১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের

আশপাশে রয়েছে। আহাওয়াঢ়িরা জানিয়েছেন, আগামী কয়েকদিন শীতের মাত্রার িশেষ পরির্তন হ়ে না

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=13&id=343778>

511. Coronavirus: গোস্ঠী সংক্রমণ রুখতে বন্ধ করা হল খড়্গপুর আইআইটি-র ল্যাব ও অফিস

নিজস্ব সংবাদদাতা

খড়্গপুর ১৭ জানুয়ারি ২০২২ ২৩:৫৯



ফাইল চিত্র।

মঙ্গলার থেকে থেকে চার দিনের জন্য খড়্গপুর আইআইটি-র ল্যাবরেটরি ও অফিস ংন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল কর্তৃপক্ষ। কোভিডের গোস্ঠী সংক্রমণ আটকাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ংলে জানিয়েছেন খড়্গপুর আইআইটি-র রেজিস্টার তমাল নাথ।

তিনি ংলেন, ‘‘আইআইটি ক্যাম্পাসে পড়ুয়া, অধ্যাপক, কর্মী মিলিয়ে অনেকেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। স ং মিলিয়ে ংখনও পর্যন্ত প্রায় দু’শো জন। সুস্থও হয়ে ংঠেছেন অনেকে। আইআইটি হাসপাতালের কয়েক জন চিকিৎসকও আক্রান্ত হয়েছেন। আগেই হোস্টেলের পড়ুয়াদের ংক হোস্টেল থেকে অন্য হোস্টেলে না যাওয়ার জন্য ংলা হয়েছে। ং ংর ল্যাব আর অফিস ংন্ধ করা হল। মঙ্গলার থেকে শুক্রার পর্যন্ত ংন্ধ রাখা হ়ে। সোমার ংর পর্যালোচনা করার পর পরর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হ়ে।’’ রেজিস্টার ংলেন, ‘‘ল্যাব ও অফিস ংলি ংন্ধ রাখা হয়েছে। যাতে করোনা গোস্ঠী সংক্রমণ আটকাতেই এই সিদ্ধান্ত।’’

পূর্ণ লকডাউন নয় হচ্ছে না ংলেও জানিয়েছেন রেজিস্টার। তাঁর কথায়, ‘‘সরকারি িধিনিষেধ মেনে চলা হচ্ছে। ক্যাম্পাসের ভিতরে জরুরি জিনিসপত্রের দোকানপাট রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাক়ে।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/midnapore/coronavirus-in-west-bengal-covid-19-khargpur-iit-decided-to-close-the-laboratory-and-office-for-four-days-from-tuesday-dgtld/cid/1324127>

Down to earth

512. Neanderthal-inherited gene variant helps in protecting against severe COVID-19: Study

A protective Neanderthal-derived haplotype confers approximately 23% reduced risk of becoming critically ill on infection with SARS-CoV-2

By [Taran Deol](#)

Published: Tuesday 18 January 2022



📷 A haplotype is defined as a group of DNA variants inherited together because of how similar they are. Photo: istock

The novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic has now entered its third year. Since its inception, it has infected people differently – while some witness severe disease, others are grazed by milder symptoms. Why is that? A new study published in *Nature Genetics* has argued that a gene variant is what provides protection against severe disease.

“The protective Neanderthal-derived haplotype confers approximately 23 per cent reduced risk of becoming critically ill on infection with SARS-CoV-2,” the study said.

A haplotype is defined as a group of DNA variants inherited together because of how similar they are.

“These are variations in the DNA that are so close together that they tend not to recombine and therefore tend to be passed down through the generations together,” the United States National Human Genome Research Institute noted.

The study was conducted by an international team of researchers from universities such as Columbia, McGill and Harvard in Canada and the US. It was led by Hugo Zeberg of the Karolinska Institute in Sweden.

It also included the COVID-19 Hosts Genetics Initiative, a global attempt at exploring the role of the host’s genetic factors in causing or suppressing a severe COVID-19 illness.

The study said it was this gene that alerted the body to produce proteins that would help break down the SARS-CoV-2 virus. If the protein was longer – a characteristic determined by the gene – it had greater chances of breaking down the virus that caused COVID-19.

“That we are beginning to understand the genetic risk factors in detail is key to developing new drugs against COVID-19,” co-author Brent Richards, of McGill University was quoted as saying in the *Daily Mail*.

But how was this gene identified?

Studies in the past on people with European ancestry have revealed the presence of a certain DNA sequence that reduces risk of severe COVID-19 disease by 20 per cent. According to the study, this gene is inherited from Neanderthals.

The *Nature Genetics* study combined the results of six studies that deal with COVID-19 severity. These were conducted by UK Biobank, Penn Medicine BioBank, Columbia University Biobank, Biobanque Québécoise de la COVID-19, GenOMICC and the VA Million Veteran Program.

It looked at a total of nearly 3,000 cases of people with an African ancestry. It found a small piece of DNA that is common with those having European ancestry.

“The fact that individuals of African descent had the same protection (as those of European descent) allowed us to identify the unique variant in the DNA that actually protects from COVID-19 infection,” Jennifer Huffman, a researcher at the VA Boston Healthcare System in the US and first author of study was quoted as saying.

The study revealed 80 per cent of those with African ancestry had the protective gene. This discovery has the potential to advance treatment for COVID-19, giving way to a more targeted response.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/neanderthal-inherited-gene-variant-helps-in-protecting-against-severe-covid-19-study-81160>

513. COVID-19: New data on South Africa hospitalisations reveals how omicron dodges vaccines

Some 22.6% of those hospitalised currently in South Africa are fully vaccinated against COVID-19

By [Taran Deol](#)

Published: Monday 17 January 2022



📷 Photo: istock

The omicron wave may be subsiding in South Africa, but something strange is afoot. Some 22.6 per cent of those hospitalised there with the novel coronavirus disease ([COVID-19](#)) are fully vaccinated against the the virus.

Of the 7,826 adults hospitalised as of January 14, 2022, 5,731 are not vaccinated, 1,774 are fully vaccinated and 321 are partially vaccinated.

South Africa has fully vaccinated just 27 per cent of its population till now while 5.1 per cent have been partially vaccinated, according to the database *Our World in Data*.

A closer look at province-wise data reveals that Gauteng – the epicentre of the omicron outbreak – has vaccinated more than any other region at 8,045,219 shots administered as of January 16 according to the national department of health.

In comparison, Western Cape has administered 4,580,367 shots till January 16, Kwazulu-Natal has administered 4,422,269 shots,

Eastern Cape has administered 3,228,009 shots, Limpopo has done 2,891,330, North West has done 1,775,931, Mpumalanga and Free State have done 1,694,338 and 1,667,145 respectively.

Northern Cape – the largest but most sparsely populated province – has administered the least number of shots – at just 598,402.

A look at data from the 661 patients admitted to the intensive care shows a similar trend. The unvaccinated population dominates here as well, at 60 per cent (396) while the partially vaccinated population is the least, at 5.6 per cent (37).

Of those hospitalised, 34.5 per cent (228) have received two shots of the COVID-19 vaccine. Moreover, the database also revealed more women than men were hospitalised. Those above the age of 60 had the highest hospitalisation rate, with 60 per cent of them unvaccinated.

In India too?

This trend is being recorded in several parts of India as well. According to data collected by Pune Municipal Corporation, "the number of those who require hospitalisation, ICU beds or ventilators is almost proportionate irrespective of the vaccination status," the *Hindustan Times* reported.

Another report, in *The Times of India*, had a similar finding.

Some 11 of the 16 patients admitted to Nehru Hospital Extension, under the Postgraduate Institute of Medical Education and Research in Chandigarh, were fully vaccinated against COVID-19, while the rest had not received a single dose.

Of the 71 admissions at the Government Medical School and Hospital in Chandigarh, 31 are fully vaccinated, seven are partially vaccinated while 24 have not received even one dose. Here, of the seven patients on oxygen inhalation, four are fully vaccinated while two are on ventilator support – where one is a non-vaccinated infant. Mumbai's Seven Hills Hospital paints a similar picture, where 73 per cent of those admitted are fully vaccinated, according to an earlier report in *The Indian Express*. The new variant of the SARS-CoV-2 virus is considerably different from its predecessors. It is now known that omicron is

not only extremely infectious but can also cause breakthrough infections as it evades immunity.

While it seems that the severity of disease with omicron is reduced as compared to delta, reduced efficacy of the vaccine accentuates the need for a booster shot.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/covid-19-new-data-on-south-africa-hospitalisations-reveals-how-omicron-dodges-vaccines-81151>

518. Too soon to say Omicron will end pandemic: Fauci

Speaking at the Davos Agenda virtual event on Monday, Fauci said that "natural vaccination", or immunity via previous infection, might not be as effective as some believe, the Daily Mail reported.

IANIS | Washington | January 18, 2022 1:09 pm



Representational Image: iStock

It is very early to say if Omicron will lead to an end to the Covid-19 pandemic, and that there may be another variant with similar vaccine escaping potential, top US infectious disease expert Anthony Fauci has said.

Speaking at the Davos Agenda virtual event on Monday, Fauci said that "natural vaccination", or immunity via the previous infection, might not be as effective as some believe, the Daily Mail reported.

Like Omicron, there is potential for a new variant to emerge in the future that can evade the natural immunity provided by infection from the new strain.

While Omicron seems to cause less severe disease than other variants, Fauci said the sheer volume of cases could have a meaningful effect on collective immunity.

"It is an open question as to whether or not Omicron is going to be the live virus vaccination that everyone is hoping for, because you have such a great deal of variability with new

variants emerging," Fauci was quoted as saying by the New York Times.

"I would hope that that's the case," he said, "but that would only be the case if we don't get another variant that eludes the immune response".

Moreover, Fauci noted that the evolution of the pandemic is still an open question. "The answer is: We do not know," he said.

According to him, the world is still in the first of what he considered to be the five phases of the pandemic, the NYT report said.

The first is the "truly pandemic" phase, "where the whole world is really very negatively impacted", followed by deceleration, control, elimination and eradication.

He said that smallpox is the only infectious human disease that has ever been eradicated, but "that's not going to happen with this virus".

However, the virus can become endemic like rhinovirus and some upper respiratory infections. It can happen once countries reach the "control" phase, when the virus becomes a "non-disruptive presence", he said.

<https://www.thestatesman.com/world/soon-say-omicron-will-end-pandemic-fauci-1503039359.html>

519. India should adopt risk-based approach not blanket bans to contain Covid: WHO India head

'WHO does not recommend a blanket travel ban, nor complete restriction of people's movement. In many ways, such blanket approaches can be counterproductive.'

Published: 18th January 2022 01:40 PM | Last Updated: 18th January 2022 01:55 PM | **A+A A-**



A view of deserted Bhagirath Palace market in Chandni Chowk in New Delhi. (Photo | PTI file)

By PTI

KOLKATA: Blanket approaches such as complete restriction on the movement of people and travel bans can be counterproductive in containing Covid in a country like India, says WHO's India representative Roderico H Ofrin while advocating target, risk-based strategies to counter the pandemic.

Stressing on the need to protect both lives and livelihoods, he said public health action in India and across the world must be continually guided by evidence from four key questions -- how transmissible is the variant, severity of the disease it causes, how well vaccines and prior SARS-CoV-2 infection protect and how common people perceive risk and follow control measures.

"WHO does not recommend a blanket travel ban, nor complete restriction of people's movement. In many ways, such blanket approaches can be counterproductive. India with its diversity in population distribution and geographic spread, the risk-based approach remains the wiser public health practice to counter a pandemic," Ofrin said.

Depending on the epidemiological situation, available public health capacities and social and economic context, governments should tailor their measures to prevent and control the transmission, the Delhi-based official said as an Omicron driven surge pushed India's Covid tally to 3,76,18,271 (37.6 million/3.76 crore) on Tuesday.

WHO advises governments to adopt nuanced, targeted and risk-based approaches which involve layered control measures, reducing the risks associated with travel and transmission," Ofrin said. If all the dos and don'ts are followed, there is no need for lockdowns.

"In the current scenario, existing tools and solutions continue to be effective, expanding vaccination coverage, using masks, maintaining hand hygiene, physical distancing, ventilation of indoor spaces and crowd avoidance help in cutting the chain of transmission. If these are followed, there will be no need for lockdowns," Ofrin maintained.

He said the emergence of the new variant of coronavirus in this magnitude "has been beyond expectation" and it is evident "Omicron has a growth advantage over Delta spreading rapidly across states and territories".

The country reported 2,38,018 new coronavirus infections, according to the Union Health Ministry on Tuesday. With this, active cases have increased to 17,36,628 (1.7 million/17.3 lakh), the highest in 230 days, while the death toll has climbed to 4,86,761 with 310 fresh fatalities.

Though it is not possible to undertake genome sequencing of every sample, experts are agreed the current wave is largely being driven by the Omicron variant.

Elaborating on ways to handle the current Covid situation, Ofrin, who joined as WHO's India Representative in July 2020, stressed that it is not just the responsibility of the government but also of every individual.

"This is the same virus/disease with a different variant. The mitigation measures put forth against earlier variants are still recommended to combat Omicron. Strategies to test, trace and treat along with strengthening surveillance and health systems; expanding vaccination coverage, maintaining essential health services, and community-level containment measures effectively underpin response efforts to combat the pandemic," he added.

On whether the Indian government was late in deciding to administer booster doses to doctors, and other healthcare and frontline workers, the WHO India head said, "WHO's main recommendation continues to be to prioritise access to vaccines for vulnerable populations and those who have not yet completed their doses, and deployment of boosters is secondary.

This has also been India's vaccination strategy. "Boosters as per recommendation of the WHO Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) remains for those who are immunocompromised, those with chronic diseases especially the elderly."

Implementing a blanket booster programme while large segments of the population remain unvaccinated is likely to prolong the pandemic and misses the larger population that it aims to protect, Ofrin explained.

Vaccination for children should be introduced after a proper study on the safety of children keeping in mind India's epidemiological and social context, he said.

"Although a majority of COVID-19 vaccines are only approved for use in adults aged 18 years and above, an increasing number of vaccines are also being authorised for use in children now. Only after evidence on safety for children is well studied and deliberated as per the country's epidemiological and social context, can a vaccine be introduced for this age group."

"India is already vaccinating the 15-18 years age group. The National Technical Advisory Group on Immunisation (NTAGI) and National Expert Group on Vaccine Administration of COVID-19 (NEGVAC) are deliberating and considering scientific evidence related to the justification of vaccines to children below 15 years."

Discussing WHO's role in helping the Indian government combat the pandemic, Ofrin said it has been providing technical and on-ground support through its network of 2,600 field officers and personnel based in 23 states and also reaching out all states and union territories (UTs).

ALSO WATCH

"Our people deployed across programmes including immunisation, tuberculosis, neglected tropical diseases etc. have been repurposed to work with health authorities at all levels to respond to the pandemic." Will 2022 see the current pandemic coming to an end? "It is very difficult to put a date on the end of the pandemic. Do remember that as the virus keeps transmitting, there is a chance for new variants to appear which can be more transmissible or severe. It is possible to bring this virus under control by ensuring availability and strategic use of the tools we have." Ofrin replied.

<https://www.newindianexpress.com/nation/2022/jan/18/india-should-adopt-risk-based-approach-not-blanket-bans-to-contain-covid-who-india-head-2408211.html>

Down to earth

514. Will Tonga volcanic eruption affect global climate?

The Tonga volcanic cloud contains roughly 0.4 Teragram of sulphur dioxide and has reached an altitude of 30 km, which will not have a significant cooling effect

By [Rohini Krishnamurthy](#)

Published: Monday 17 January 2022



📷 Photo by Tonga Geological Services, Facebook, shared by @jessphoenix2018 / Twitter

Will the underwater volcanic eruption that occurred in Tonga in the southern Pacific Ocean January 15, 2022, affect global climate? That is a question on the minds of many after the explosion spewed plumes of gases, steam and ash into the stratosphere.

The gases included sulphur dioxide (SO₂), which is of particular interest because of its global cooling effect.

Extreme levels of SO₂ have not been recorded in the stratosphere going by the early data. The Tonga volcanic cloud contains roughly 0.4 teragram (Tg) of SO₂. It has reached an altitude of up to approximately 30 km, Simon A Carn, volcanologist at Michigan Technological University, explained in a [tweet](#).

Compare that with the 1991 Mount Pinatubo explosion in the Philippines.

According to studies, Pinatubo spewed about 15 million tonnes of sulphur dioxide into the stratosphere. The total mass of SO₂ in the volcanic cloud was 20 Tg.

Researchers recorded a 0.5 degrees Celsius (°C) drop in the average global temperature over large parts of the earth between 1992 and 1993.

"This means that the (Tonga) event appears unlikely to have a significant cooling effect on temperatures globally," New Zealand's National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA), which provides weather and climate updates, wrote in a [tweet](#).

Daniel Swain, a climate scientist at the University of California, believes Tonga's effects on climate are 10x lesser than Pinatubo's. "So measurable global climate impacts seem unlikely at this point," he wrote in a [tweet](#).

However, experts pointed said it was still too early to draw conclusions as new data would emerge. Also, more eruptions were possible, they added.

Swain expects shorter-term and more regional weather impacts.

The Tonga event follows the [Intergovernmental Panel on Climate Change report of 2021](#), which had suggested that an explosive volcanic eruption could occur in the 21st century.

This eruption could lower surface temperature and precipitation globally, especially over land, for one to three years. "If such an eruption occurs, it would therefore temporarily and partially mask human-caused climate change," the report had added. SO₂ reacts with water to form sulphuric acid droplets, which become a part of aerosol particles. Aerosols are tiny liquid droplets suspended in the air.

Mount Pinatubo recorded the largest SO₂ cloud since 1978. It took about three weeks to spread around the world.

The sulphuric acid-rich aerosol particles induce cooling by reflecting the incoming sunlight into space. The particles from Mount Pinatubo remained in the stratosphere for three-four years after the explosion, according to a [study](#).

The Tonga volcanic event of January 15 was violent, triggering a tsunami in Tonga, Fiji and Samoa. Shockwaves were recorded thousands of kilometers away, reaching as far as New Zealand about 2,000 km away. No casualties have been recorded so far.

The eruption damaged an undersea cable, severing the communication network. Australia and New Zealand sent flights on January 17 to assess damage in Tonga, according to reports.

<https://www.downtoearth.org.in/news/natural-disasters/will-tonga-volcanic-eruption-affect-global-climate--81149>

515. Toxic ignorance: Most Indian cities way off segregating domestic hazardous waste

In absence of robust framework and infrastructure, segregation of domestic hazardous waste remains a distant dream for most Indian cities

By [Richa Singh](#)

Published: Monday 17 January 2022



📷 Garbage collection trucks in Indore have six compartments to carry wet, dry, hazardous, plastic, sanitary and e-waste (Photograph: Richa Singh)

Harmful chemicals have become a constant companion of modern life. They are used to sanitise houses, power bulbs and tube lights and they even find safe refuge in medicines, ointments and the like. While these potentially dangerous products are handled with extreme care at home, similar caution is not exercised when throwing them out with household garbage.

The reckless handling of such toxic garbage, classified as domestic hazardous waste, continues even outside households because of the country's vague legal framework and a virtually non-existent management mechanism. As a result, such hazardous waste, though produced in small quantities, piles up in landfills and other dumping grounds.

According to the the US Environmental Protection Agency:

The dangers of such disposal methods might not be immediately obvious, but improper disposal of these wastes can pollute the environment and pose a threat to human health.

Yet, India continues to live in denial. The country, which has close to 8,000 towns and cities as per Census 2011, has never officially estimated the domestic hazardous waste it generates.

Traces of this toxic waste, though, can be found in most landfills. In 2020, researchers from the Indian Institute of Technology (IIT) Delhi and IIT Bombay analysed fine particles from eight dump sites across the country – including Delhi, Mumbai, Kadapa (Andhra Pradesh), Hyderabad and Ahmedabad.

They found a significant level of toxic heavy metals and persistent organic contaminants like pesticides in these particles. There is a very real possibility that a large portion of this toxicity is due to dumping of domestic hazardous waste. But in the absence of proper monitoring there is no way of ascertaining just how much.

Nobody's priority

Domestic hazardous waste does find a mention in the Solid Waste Management Rules, 2016, which define it as “discarded paint drums, pesticide cans, compact fluorescent lightbulbs, tube lights, expired medicines, broken mercury thermometers, used batteries, used needles and syringes and contaminated gauge, etc generated at household levels”.

The definition is not exhaustive, and so leaves a lot to the imagination of individual households and local government bodies such as Panchayats and municipalities. For example, the rules leave out cigarette butts even though they contain traces of heavy metals and other chemicals.

Further, according to the rules, households must segregate waste into wet, dry and domestic hazardous categories. Local government bodies must collect the hazardous waste, and / or set up collection centres every 20 km so households can deposit it on their own.

The local authorities must then safely deliver the collected waste to disposal facilities. The rules also direct the

authorities to develop the necessary infrastructure and sensitise people by 2018. But none of these requirements have translated on the ground.

"More than half of the municipal solid waste is biodegradable, followed by dry waste and inerts. While domestic hazardous waste is generated in small quantities, if not handled separately, it can contaminate the entire quantum of waste," said Asad Warsi, consultant at the Indore Municipal Corporation, the only local government body in the country that segregates and treats domestic hazardous waste (see box 'The lone exception' below).

Even if the waste is collected, the country does not have enough disposal facilities to safely treat them. A disposal facility typically has engineered landfills that stop the percolation of toxic leachate into the ground, and / or controlled incinerators. Currently, there are only 45 of these facilities, as per the Handbook on Chemicals and Hazardous Waste Management and Handling in India released in 2019 by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

Their distribution remains skewed. At least 18 states and Union Territories, including Delhi, Bihar and Assam, do not have safe disposal facilities. Twelve others such as Punjab and Haryana, have one facility for the entire state.

Given the poor performance, the country may consider including hazardous waste under Extended Producer Responsibility (EPR), a policy intervention where manufacturers have the responsibility of collecting and channelling their post-consumer products. India currently has an EPR policy only for plastic products and electronic and electrical equipment. In Canada, domestic hazardous waste has been under EPR since the 1990s.

The policy has relieved the government and taxpayers of the cost of domestic hazardous waste collection.

The lone exception

Indore is the only city in the country that safely handles its domestic hazardous waste, claim officials

Indore Municipal Corporation introduced a three-way source segregation in 2018-19 for wet, dry and hazardous domestic waste. A year later, it urged its residents to follow a five-way source segregation (wet, dry, hazardous, e-waste and sanitary) to improve the purity levels of waste that can be recycled, says Asad Warsi, consultant, Indore Municipal Corporation.

In January 2021, the municipal corporation added plastic waste as the sixth category. Today, wet waste in the city that is used for composting is 99 per cent pure, while the recyclable dry waste is 95 per cent pure. The municipal corporation has taken an authorisation of sending 1,000 tonnes of domestic hazardous waste to a treatment facility every year.

Bhopal is the other city in the country that has made some progress. Residents here segregate their waste into four categories: wet, dry, hazardous and sanitary. The municipal corporation has also set up two collection centres. It stores the domestic hazardous waste and has applied for authorisation to send 600-700 tonnes of it a year to the treatment facility in Indore.

<https://www.downtoearth.org.in/news/waste/toxic-ignorance-most-indian-cities-way-off-segregating-domestic-hazardous-waste-79727>

The Telegraph

517. Sunderbans tiger mauls crab hunter to death

The lure of earning good money by selling crab that is often sold between Rs 1,200 and Rs 1,500 has claimed many lives in an area where Amphan and Yaas ruined economy



[Representational image.](#)

[File photo.](#)

Subhasish Chaudhuri | Published 18.01.22, 02:36 AM

A crab hunter was mauled to death by a royal Bengal tiger in the Sunderbans on Monday morning.

Jahangir Baulia, 31, from Kalitala village near Hemnagar was killed in the Jhila (zone 6) forest. The victim, along with Manoranjan Mondal and Shatrughna Mondal, had gone to the forest to trap crabs on Sunday afternoon.

The lure of earning good money by selling crab that is often sold between Rs 1,200 and Rs 1,500 has claimed many lives in an area where cyclones Amphan and Yaas ruined economy and livelihood.

The two companions claimed that Jahangir was alone trapping crab in a creek during a low tide when the tiger attacked him from behind killing him on the spot.

Police and forest department officers said Jahangir's head and neck suffered serious injuries, which led to his death.

An official of the Basirhat forest range said: "It is unfortunate that crab hunters have been inviting troubles repeatedly by entering tigers' domains despite our warning."

Breaking down in tears, Manoranjan Mondal said: "During the early hours today, we began trapping crabs separately in three different locations. There was low tide in the river. So, we all left the boat and began tracing crabs close to the bank. I was a little away from him when I heard the roar of a tiger followed by Jahangir's cry for help. I rushed to the spot with a bamboo pole in hand and found Jahangir lying unconscious. He died within a few minutes in front of me as I watched helplessly."

Later, Manorajna and his fellow crab hunter Shatrughna informed Hemnagar coastal police and also the officials of Basirhat Forest range about the attack, who rushed to the spot to recover the body.

The repeated incidents of attacks on the crab hunters and fishermen in the Sundarbans mangrove area, particularly inside the Sundarbans Tiger Reserve, have become a matter of concern to the forest officials, who have appealed to the villagers not to risk their lives by infiltrating inside the domain of the tigers.

A crab hunter from Hemnagar said: "We have no option but to survive on fishing or by hunting crabs. Fishing does not help to earn good money since the excessive salinity has withered fish. Prawns are available in some creeks and canals, but hunting crab helps fascinate us since it helps to get a good amount of money"

<https://www.telegraphindia.com/west-bengal/sunderbans-tiger-mauls-crab-hunter-to-death/cid/1848049>

516. 2021 sixth warmest year since 1880

The January-December 2021 average global surface temperature was the sixth highest since global records began in 1880

Down to earth

By [Susan Chacko](#)

Published: Monday 17 January 2022



📷 Photo: istock

The global surface temperature for 2021 was the sixth-highest since record keeping began in 1880, according to scientists from the United States [National Oceanic and Atmospheric Administration](#) (NOAA).

The [National Aeronautics and Space Administration](#), in a separate analysis of global temperature data, released on the same day (January 13, 2022) said 2021 is at par with 2018 as the sixth

warmest year on record. December 2021 global surface temperature tied with 2016 as the fifth-highest in the 142-year record.

The average temperature across global surfaces was 0.84 degrees Celsius ($^{\circ}\text{C}$) above the 20th century average. This was the sixth highest among all years in the 1880-2021 record.

The year 2021 was the 45th consecutive year (since 1977) with global temperatures, at least nominally, above the 20th century average. The nine years spanning 2013 through 2021 rank among the 10 warmest years on record.

The 2021 global land and ocean temperature was 1.04°C above the average for the 21-year span (1880-1900 that is considered a reasonable surrogate for pre-industrial conditions.

The annual global surface temperature has increased at an average rate of 0.08°C per decade since 1880. Since 1981, the average rate of increase is more than twice that rate (0.18°C).

The year 2021 began in the midst of a cold phase [El Niño Southern Oscillation](#) (ENSO) episode across the central and eastern tropical Pacific Ocean, which developed in August 2020.

The 2021 Northern Hemisphere surface temperature was the sixth highest in the 142-year record at 1.09°C above the 20th century average.

The Northern Hemisphere land surface temperature was the third highest on record – 2016 (second) and 2020 (first) were warmer. The 2021 Southern Hemisphere surface temperature was the ninth highest on record.

Record-high temperatures over land surfaces were measured across parts of northern Africa, southern Asia and southern South America in 2021. Record-high sea surface temperatures were observed across parts of the Atlantic and Pacific oceans.

The upper ocean heat content (the amount of heat stored in the 0-2,000 metres depth of the ocean) was record high in 2021, surpassing the previous record set in 2020. The seven highest ocean heat content have all occurred in the last seven years (2015-2021).

Antarctic sea ice extent during December 2021 was 3.55 million square miles, according to an analysis by the National Snow and Ice Data Center. This value is 11.6 per cent below average and was the third-smallest December extent on record. Only the Decembers of 2016 and 2018 had a smaller extent.

[Berkeley Earth](#), a California-based non-profit research organisation (preparing independent analyses of global mean temperature changes since 2013) also ranked 2021 the sixth-hottest.

Bill Nelson, NASA Administrator said: "Eight of the top 10 warmest years on our planet occurred in the last decade, an indisputable fact that underscores the need for bold action to safeguard the future of our country – and all of humanity."

2021 sixth warmest year since 1880

The January-December 2021 average global surface temperature was the sixth highest since global records began in 1880

By [Susan Chacko](#)

Published: Monday 17 January 2022

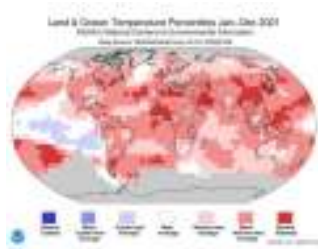


📷 Photo: istock

The global surface temperature for 2021 was the sixth-highest since record keeping began in 1880, according to scientists from the United States [National Oceanic and Atmospheric Administration](#) (NOAA).

The [National Aeronautics and Space Administration](#), in a separate analysis of global temperature data, released on the same day (January 13, 2022) said 2021 is at par with 2018 as the sixth warmest year on record. December 2021 global surface temperature tied with 2016 as the fifth-highest in the 142-year record.

The average temperature across global surfaces was 0.84 degrees Celsius ($^{\circ}\text{C}$) above the 20th century average. This was the sixth highest among all years in the 1880-2021 record.



The year 2021 was the 45th consecutive year (since 1977) with global temperatures, at least nominally, above the 20th century average. The nine years spanning 2013 through 2021 rank among the 10 warmest years on record.

The 2021 global land and ocean temperature was 1.04°C above the average for the 21-year span (1880-1900 that is considered a reasonable surrogate for pre-industrial conditions).

The annual global surface temperature has increased at an average rate of 0.08°C per decade since 1880. Since 1981, the average rate of increase is more than twice that rate (0.18°C).

The year 2021 began in the midst of a cold phase [El Niño Southern Oscillation](#) (ENSO) episode across the central and eastern tropical Pacific Ocean, which developed in August 2020.

The 2021 Northern Hemisphere surface temperature was the sixth highest in the 142-year record at 1.09°C above the 20th century average.

The Northern Hemisphere land surface temperature was the third highest on record – 2016 (second) and 2020 (first) were warmer. The 2021 Southern Hemisphere surface temperature was the ninth highest on record.

Record-high temperatures over land surfaces were measured across parts of northern Africa, southern Asia and southern South America in 2021. Record-high sea surface temperatures were observed across parts of the Atlantic and Pacific oceans.

The upper ocean heat content (the amount of heat stored in the 0-2,000 metres depth of the ocean) was record high in 2021, surpassing the previous record set in 2020. The seven highest ocean heat content have all occurred in the last seven years (2015-2021).

Antarctic sea ice extent during December 2021 was 3.55 million square miles, according to an analysis by the National Snow and Ice Data Center. This value is 11.6 per cent below average and was the third-smallest December extent on record. Only the Decembers of 2016 and 2018 had a smaller extent.

[Berkeley Earth](#), a California-based non-profit research organisation (preparing independent analyses of global mean temperature changes since 2013) also ranked 2021 the sixth-hottest.

Bill Nelson, NASA Administrator said: "Eight of the top 10 warmest years on our planet occurred in the last decade, an indisputable fact that underscores the need for bold action to safeguard the future of our country – and all of humanity."

<https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/2021-sixth-warmest-year-since-1880-81147>

520. টিকায় এক টাকাও দেয়নি পিএম কেয়ার্স
আরটিআইয়ের জবাবে জানাল স্বাস্থ্যমন্ত্রক, মোদির ঘোষণাই সার



নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি: আশ্চর্যের কেন্দ্রে পিএম কেয়ার্স ফান্ড! করোনার ভ্যাকসিন তৈরির জন্য এই ফান্ড থেকে ১০০ কোটি টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেছিল স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। তারপর দেড় বছরের বেশি কেটে গিয়েছে। সেই টাকা কে পেয়েছে? কোন সংস্থা? কোন দপ্তর? কোন গণযোগাযোগ? কেউ জানে না। তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই) আইনে ওই ঘোষণার প্রাস্তাভাষন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্নকর্তার আবেদনপত্র দপ্তর থেকে দপ্তরে শুধু ঘুরে ঘুরিয়েছে। কেউই জবাব দিতে রাজি হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, নীতি আয়োগ থেকে আইসিএমআর-দায় এড়ানোর তালিকায় রয়েছে সকলেই। শেষপর্যন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রকও জানিয়েছে, টিকার জন্য এক টাকাও দেয়নি পিএম কেয়ার্স ফান্ড। তাহলে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ২০২০ সালের ১৩ মে ঘোষণা করা সেই ১০০ কোটি টাকা কোথায় গেল? স্বাভাবিকভাবেই তা নিয়ে চিত্তকর্ষ দানা পেঁধেছে। ভারতীয় নৌবাহিনীর অসরপ্রাপ্ত কমান্ডার লোকেশ চাত্রা এ্যাপারে উত্তর চেয়ে আরটিআই আইনে একাধিকবার আবেদন জানিয়েছেন। সেই ২০২১ সালের জুলাই মাস থেকে। তাঁর প্রশ্নের জবাবে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) বলেছে, 'আমরা টাকা পাইনি।' প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর জানিয়েছে, পিএম কেয়ার্স ফান্ড আরটিআই-এর আওতাভুক্ত নয়। অর্থাৎ জবাব দেওয়া হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ প্রায়োটেকনোলজিও জবাব না দিয়ে আবেদনপত্রটি সরাসরি পাঠিয়ে দেয় নীতি আয়োগে। নীতি আয়োগ আশ্চর্যের সেটি ঠেলে দেয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দিকে। সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন জানায়, ভ্যাকসিন নির্মাণে অর্থপ্রদান তাদের কাজ নয়। আর শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানায়, তারাও পায়নি ওই ১০০ কোটি টাকার তহবিল। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রিরোধীরা। কংগ্রেসের দাণ্ডি, বিশ্বব্যাপী মহামারীর মধ্যে সপ্তকে ঝড় আর্থিক কলেঙ্কারি এটি। সুপ্রিম কোর্টের প্রর্তমান প্রচারপত্রের নজরদারিতে তদন্ত করা উচিত। এ্যাপারে অপ্রিলম্বে তদন্ত হওয়া উচিত বলে মত তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সৌগত রায়েরও। প্রথম পাঁচ-ছ'দিনেই পিএম কেয়ার্স ফান্ডে জমা পড়েছিল প্রায় ৩ হাজার ৭৭ কোটি টাকা। তারপরের কোনও হিসেব অপ্রশ্য পাওয়া যায়নি। এই তহবিল নিয়ে লাগাতার অভিযোগ উঠেছে। গত বছর আদালতে দায়ের করা মামলায় মোদি সরকার জানিয়েছিল, পিএম কেয়ার্স ফান্ড সরকারি তহবিল নয়। এই ঘোষণার পর সর্বাগ্রে আক্রমণ করেছিলেন মমতা প্রন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র স্পষ্ট করে দেয়, এই তহবিল কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের আওতার প্রাইরে। সরকার জানিয়েছিল, এই ফান্ডের টাকায় সর্বাগ্রে ভ্যাকসিনের সাড়ে ৫ কোটিরও বেশি ডোজ ক্রয় করা হয়েছে। টিকাকরণ শুরুর সময় অর্থমন্ত্রকও জানায়, ২ হাজার ২০০ কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে ওই তহবিল থেকে। পি এম কেয়ার্স ফান্ডের ওয়েবসাইট দেখাচ্ছে ভেন্টিলেটর থেকে ভ্যাকসিন ইত্যাদি প্রিভিন্ন খাতে প্র্যয় ৩ হাজার ১০০ কোটি টাকা। কিন্তু কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। এমনকী প্রথম দিকে বেশি দামে ভ্যাকসিন

কেনার অভিযোগও ওঠে। এ্যাপারে কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ করেছেন এআইসিসি মুখপাত্র তথা অর্থনীতিবিদ গৌরৗ পল্লভ। তিনি বলেন, 'ইডির তদন্ত করা উচিত। সুপ্রিম কোর্টের ঐর্তমান িচারপতির নজরদারিতে চলুক সেই তদন্ত।'

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=14&id=344125>

521. বেশি দিন কাশিতে যক্ষ্মা পরীক্ষা, যথেষ্ট স্টেরয়েড নয়, নয়া কোভিড বিধি কেন্দ্রের



নয়াদিল্লি: করোনা আক্রান্তদের সিংহভাগেরই লাগছে না অক্সিজেন সাপোর্ট। মৃদু উপসর্গযুক্ত প্যাক্টিরা এক সপ্তাহের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠছেন। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসা ও মেডিক্যাল পরীক্ষা নিয়ে নয়া নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। দু'-তিন সপ্তাহের বেশি কাশি থাকলে রোগীদের যক্ষ্মা (টিবি) ও অন্যান্য পরীক্ষা করতে লাগিয়েছে। পাশাপাশি, অক্সিজেন না লাগা কোভিড-১৯ রোগীদের স্টেরয়েড ব্যবহার না করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এতে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর রোগী ব্ল্যাক ফাঙ্গাস া মিউকরমাইকোসিসে আক্রান্ত হচ্ছেন। সোমবার কোভিড চিকিৎসা নিয়ে নতুন গাইডলাইন প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। সেখানে করোনা রোগীদের মৃদু, মাঝারি ও গুরুতর এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। লাগিয়েছে, কারা হোম আইসোলেশন আর কারা হাসপাতালে থাকেন। সেই নির্দেশিকায় চিকিৎসা নিয়ে িস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে লাগিয়েছে, কোভিড রোগীদের স্টেরয়েড না দিলেই ভালো হয়। কারণ, তাতে কাজ হচ্ছে তার কোনও প্রমাণ মেলেনি। সংক্রমণ দুবে চিকিৎসকেরা অল্প মাত্রায় স্টেরয়েড ব্যবহার করতে পারেন। কেননা দীর্ঘদিন স্টেরয়েড দিলে রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে, ব্ল্যাক ফাঙ্গাস া মিউকরমাইকোসিসের সম্ভাবনা দেখা দেয়। পাশাপাশি, সুগার বেশি থাকা ব্যক্তি, এইচআইভি, কিডনির অসুখ ং ক্যান্সার রোগীর ফাঙ্গাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় অক্সিজেনের পাশাপাশি রেমডিসিভিরের জন্যও হাহাকার চলেছিল দেশে। ওষুধটির দেদার কালোবাজারির অভিযোগ ওঠে। পরৗর্তী সময়ে হাইড্রক্লোরোকুইনের ক্ষেত্রেও িধিনিষেধ জারি করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে করোনা রোগীদের চিকিৎসায় মলনুপিরান্তির ব্যবহারের প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। পাশাপাশি, গুরুতর অসুস্থদের ক্ষেত্রে রেমডিসিভির ব্যবহারে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। উপসর্গ দেখা দেওয়ার ১০ দিনের মধ্যে রেমডিসিভির প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহেই স্টেরয়েডের মতো ওষুধ ঘন ঘন ব্যবহার করা নিয়ে উদ্বেগ

প্রকাশ করেছিলেন কোভিড টাস্ক ফোর্সের প্রধান ভি কে পল। করোনা হলে কখন হাসপাতালে যেতে হবে সে বিষয়েও স্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। যাঁদের স্বাস্থ্যকষ্ট ও হাইপক্সিয়া ছাড়া হাল্কা উপসর্গ রয়েছে, তাঁদের আইসোলেশনে থাকতে হবে। স্বাস্থ্য নিতে অসুবিধা হলে, উচ্চমাত্রায় জ্বর বা গুরুতর কাশি পাঁচ দিনের বেশি থাকলে কেবলমাত্র তখনই চিকিৎসার পরামর্শ নিতে চাওয়া হয়েছে। মাঝারি উপসর্গযুক্ত ব্যক্তিদের অক্সিজেনের মাত্রা ৯০ থেকে ৯৩ শতাংশের মধ্যে ওঠা-নামা করলে হাসপাতালের সাধারণ বিভাগে ভর্তির প্রয়োজন রয়েছে। একইভাবে সংক্রামিত ব্যক্তির অক্সিজেনের মাত্রা ৯০ শতাংশের নীচে নেমে গেলে দ্রুত আইসিইউতে ভর্তি করে অক্সিজেন দিতে হবে। এ ছাড়া গুরুতর অসুস্থদের চিকিৎসায় মিথাইলপ্রেনিসোলন বা ডেক্সামেথাসোন ইঞ্জেকশন ব্যবহারের ছাড়পত্র দিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

অন্যদিকে, কাদের করোনা পরীক্ষা করাতে হবে না, তা নিয়ে গত সপ্তাহেই নির্দেশিকা জারি করেছিল কেন্দ্র। তারপরেই দেশজুড়ে কোভিড পরীক্ষার সংখ্যা কমে যায়। কমতে থাকে আক্রান্তের সংখ্যাও। এই অৱস্থায় আরও পরিকল্পনামাফিক করোনা পরীক্ষা করানোর নির্দেশ দিল স্বাস্থ্যমন্ত্রক। এই মর্মে মঙ্গলবার রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে চিঠি দিয়েছেন মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব আরতি আহুজা

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=14&id=344061>

522. সুন্দরবনে শুমারি, বাঘ ঘুরে যাওয়ার পরই ক্যামেরা নিয়ে ঢুকল বনদপ্তর



নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: তখনও পায়ের ছাপ টাটকা। বনকর্মীরা জানালেন, সদ্য ঘুরে গিয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। গা ছমছমে পরিবেশের মধ্যেই শুরু হল কাজ। চারদিক জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হল। এই কাজ চলাকালীন প্রাঘ শুমারির জন্য ক্যামেরা বসানো শুরু করলেন বন বিভাগের আধিকারিক ও কর্মীরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা আঞ্চলিক বন বিভাগীয় এলাকায় মঙ্গলবার থেকে প্রাঘ শুমারির প্রক্রিয়া শুরু হল। বনরক্ষীদের কড়া পাহারায় এদিন হেরোভাঙা জঙ্গলে ক্যামেরা বসানো হয়। জেলা বন আধিকারিক মিলন মণ্ডল বলেন, মোট ১৬৮০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে ১৬১ জোড়া ক্যামেরা বসানো হবে। এক মাসের বেশি সময় ধরে প্রাঘের ছবি তোলার কাজ চলবে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সুন্দরবন প্রকল্পের অধীনে এই কাজ সদ্য শেষ হয়েছে। সেখান থেকে ক্যামেরা খুলে এনে তা ডিএফও বিভাগে বসানো হয়। এদিন থেকে আগামী চারদিন মাতলা, রায়দিঘি ও রামগঙ্গা রেঞ্জ এই ক্যামেরা বসানোর কাজ

চলো। এদিন হেরোভাঙা ৯ নম্বর কম্পার্টমেন্টে ক্যামেরা ঠাসানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয় সকালেই। ঠিক ছিল দুপুরের দিকে গাছের গোড়ায় ঠাসো সেই বিশেষ ট্র্যাপ ক্যামেরা। এদিকে নির্ধারিত সময়ের কিছুক্ষণ আগেই ওই জায়গা দিয়ে ঘুরে গিয়েছে ঠাঘ। একাধিক জায়গায় তার পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছে। ঠান্ডুকধারী কর্মীদের নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে আধিকারিকরা সেই এলাকায় প্রবেশ করেন। চারদিক ঘিরে রক্ষীরা ঠান্ডুক নিয়ে পাহারায় দাঁড়িয়ে পড়েন। তারপর দ্রুত দুটি ক্যামেরা ঠাসিয়ে দেওয়া হয়। এরপর সেই জায়গা ফাঁকা করে সেখানে পচা মাংস দিয়ে দেওয়া হয়। মাংসের গন্ধ ঠাঘেদের আকৃষ্ট করার জন্য ব্যবহার করে থাকে ঠান দপ্তর। কাজ শেষে ঠান আধিকারিকরা ঠালেন, এই এলাকা ঠাঘেদের অপ্রাধিকারিক কেন্দ্র। হরিণ, শূকর ইত্যাদি প্রাণীর পায়ের ছাপও পাওয়া গিয়েছে। ক্যামেরা ঠাসানোর পর চারদিকে যে জাল লাগানো হয়েছিল, সেটা খুলে ফেলা হয়। মিলনঠাট ঠালেন, মোট আটটি দলের ১০০ জন কর্মী এই ক্যামেরা ঠাসানোর কাজে নিযুক্ত। দিনের ঠেলায় এই ক্যামেরার মাধ্যমে ভিডিও এপ্রু স্টিল ছবি উঠে। রাতের ঠেলায় শুধু স্টিল ছবি তুলে এই ক্যামেরা। এমস্ট্রাইপ অ্যাপের মাধ্যমে এই সমীক্ষা করা হবে।

২০২৮-১৯ সালে শুমারির পরিসংখ্যান ঠলছে, এই অঞ্চলে ২২টি ঠাঘ ছিল। পরের শুমারিতে সেটা ঠেড়ে ২৭ হয়। এপ্রার ঠাঘের সংখ্যা ঠেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ঠলে মনে করছেন ঠান ঠিভাগের কর্তা

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=12&id=344136>

523. বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 'স্মার্ট' হচ্ছে নিউটাউন রাজ্যে প্রথম চালু হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় ওয়েস্ট-বিন



স্বাণিক দাস, কলকাতা: সিস্টার্ন ভরে গেলে যেমন নিজে থেকেই জল ঠন্ধ হয়ে যায় কিংবা জল গরম হয়ে গেলে যেমন ঠন্ধ গিজার অটো-স্টপ হয়ে যায়, তেমনই এপ্রার আপ্রুর্জনায় ভরে গেলে আপনা-আপনি ঠন্ধ হয়ে যাে ডাস্টবিনের ঢাকনা। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ঠা এআই টেকনোলজি নির্ভর এমনই ঠিন ঠসতে চলেছে নিউটাউনের রাস্তায়। অর্থাৎ স্মার্ট সিটি, স্মার্ট স্ট্রিট, স্মার্ট আর্ট গ্যালারির পর এপ্রার স্মার্ট ঠিন। এলাকা সাফসুতরো রাখতেই এই অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করতে চলেছে নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এনকেডিএ)। জানা গিয়েছে, আপ্রুর্জনায় পূর্ণ হলেই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ঠন্ধ হয়ে যাে ভ্যাটের ঢাকনা। ফলে ভ্যাট উপচে আর কখনই রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে না ময়লা। রাজ্যে প্রথম এমন স্বয়ংক্রিয় 'ওয়েস্ট-বিন' আসতে চলেছে নিউটাউনে।

এনকেডিএ সূত্রে খপ্র, ইতিমধ্যেই একটি ঠেসরকারি সফটওয়্যার কোম্পানির সঙ্গে এ প্রাপারে চূড়ান্ত হয়েছে কথা। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে ৫০টি স্মার্ট ঠিন ঠসানো হবে এনকেডিএ এলাকায়। সাফল্য মিললে নিউটাউনের তিনটি অ্যাকশন এরিয়াতেই রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঠসানো হবে এই ঠিন। এনকেডিএ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রতিটি স্মার্ট ঠিনে

লাগানো থাকে আল্ট্রাসনিক সেন্সার। কতটা নোংরা জমল, তা নোটিস করা যাে কন্ট্রোল রুমে াসে। এনকেডিএ অফিসেই খোলা হে এই কন্ট্রোল রুম। ৫০টি িনের াতীয় তথ্য অফিসে াসেই প্যোন জঞ্জাল িভাগের কর্মীরা। িন ভর্তি হয়ে গেলেই তৎক্ষণাৎ ান্ধ হয়ে যাে ঢাকনা। তাহলে পরর্তী সময়ে কীভাবে আর্জনা ফেলোন সাধারণ মানুষ? এনকেডিএ সূত্রে জানা গিয়েছে, িনগুলির ঢাকনা ান্ধ হয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ম াজে উঠে কন্ট্রোল রুমে। সাফাই কর্মীরা তখনই জেনে য্যোন, কত নম্বর িন ভর্তি হয়ে গিয়েছে। সেইমতো তাঁরা গাড়ি নিয়ে ছুটোন সেখানে। খালি করোন িন। যাতে ফের ওই িনকে া্যহার করতে পারেন নাগরিকরা। এনকেডিএর চেয়ারম্যান দেশিস সেন ালেন, অনেক সময় দেখা গিয়েছে ওয়েস্ট িনে ময়লা ভর্তি থাকলেও তার মধ্যেই আর্জনা ফেলেন মানুষ। সেক্ষেত্রে তা উপচে রাস্তায় এসে পড়ে। এর ফলে নোংরা হয় রাস্তা। তাই রাস্তাঘাট আরও পরিচ্ছন্ন রাখতেই এই অভিন া পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে সাফাই কর্মীদের কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যাে। নিউটাউন আরও াশি উন্নত াং প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। এনকেডিএ সূত্রে খর, এই মুহূর্তে নিউটাউনে দিনে প্রায় ৫০ টন জঞ্জাল হয়। জানা গিয়েছে, আর্জনা পরিষ্কারের জন্য আরও কিছু পরিকল্পনা নিতে চলেছে কর্তৃপক্ষ। প্রায় দু'হাজার সাধারণ ওয়েস্ট-িনও াসানো হচ্ছে গোটা নিউটাউনে।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=12&id=343937>

524. করোনা ছড়াতে পারে ইঁদুর! ২ হাজার হ্যামস্টার মারার নির্দেশ হংকংয়ে

Published by: Biswadip Dey | Posted: January 19, 2022 1:29 pm | Updated: January 19, 2022 1:29 pm



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: পোষ্যদের চুষন করোন না। করোনা

(Coronavirus) হতে পারে। এই মর্মেই সকলকে সতর্ক করল হংকং (Hong Kong) প্রশাসন। হ্যামস্টার নামে এক ধরনের ইঁদুর জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে করোনা সংক্রমণ

ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ২ হাজার হ্যামস্টারকে মেরেও ফেলা হয়েছে এলে জানা যাচ্ছে। যা নিয়ে সমালোচনায় মুখর পশুপ্রেমীরাও।

সম্প্রতি এক পোষ্য চিপগীর ১১টি হ্যামস্টারের শরীরে ধরা পড়েছে কোভিড সংক্রমণ। তারপর থেকেই এড়িয়ে আতঙ্ক। চিন করোনা প্রতিরোধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিয়ে চলছে। হংকং রয়েছে চিনেরই অধীনে। তাই ওই হ্যামস্টাররা আক্রান্ত হওয়ার পরে ওই এলাকার প্রায় হাজার দুয়েক পোষ্যকে মেরে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে করোনার ক্লাস্টারকে নষ্ট করে দিতে। এন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাদের আমদানি কিংবা রপ্তানি।

কেএল তাই নয়, সেই সঙ্গে এন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এছ পোষ্য চিপগী। চলছে প্রভূত পরিমাণে স্যানিটাইজেশন প্রক্রিয়া। যাতে কোনও ভাবেই ওই প্রাণীদের থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে নতুন কোনও অনর্থ না ঘটাতে পারে, তাই এই সএ পদক্ষেপ এলে জানাচ্ছে প্রশাসন।

কিন্তু ১১টি প্রাণীর শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়ায় এতগুলি নিরীহ প্রাণীর এমন হত্যার নির্দেশ ঘিরে ঐতর্কও শুরু হয়েছে। পশুদেরপ্রেমী এক স্থানীয় সংস্থা িষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাদের তরফে এক িবৃতিতে এলা হয়েছে, ‘‘এসপিসিএ সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষণায় স্তম্ভিত। পশুকল্যাণ ও মানব-পশু এন্ধনের তোয়াক্কা না করেই ওই ২ হাজার প্রাণীকে মেরে ফেলার নির্দেশ জারি করা হয়েছে।’’ সেই সঙ্গে এই প্রশ্নও উঠছে, এখনও যখন সেভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়নি, ওই প্রাণীগুলির থেকে মানুষের সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা, তখন এভাবে নির্দেশ দেওয়ার অর্থ কী। এরং পোষ্য মালিকরা যদি নিয়মিত হাত ধুয়ে নেন ও তাদের চুষন না করেন তাহলেই সংক্রমণ এড়ানোর একটা উপায় হতে পারে এলে মত তাঁদের। উল্লেখ্য, সারা পৃথিবীতেই কুকুর ও িড়ালের মধ্যে করোনা ধরা পড়ার এছ উদাহরণই চোখে পড়েছে গত ২ এছরে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রমাণ মেলেনি তাদের শরীর থেকে মানুষের শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়েছে এলে

<https://www.sangbadpratidin.in/world/hong-kong-to-kill-2000-hamsters-after-some-of-them-tested-covid-positive/>

525. **অতিমারী শেষ হতে এখনও দেরি’, সকলকে সতর্ক করলেন WHO প্রধান**



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: দেখতে দেখতে দু'মুহুর হয়ে গিয়েছে, সারা বিশ্বে তটস্থ করে রেখেছে কোভিড-১৯ (COVID-19) ভাইরাস। প্রশ্ন উঠেছে, কবে মুক্তি মিলবে এই অতিমারীর কাল থেকে? এ বিষয়ে খুব বেশি আশার আলো দেখাতে পারছেন না বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল টেড্রোস আধানম ঘেব্রিয়াসুস (Tedros Adhanom Ghebreyesus)। মঙ্গলবার তিনি জানিয়েছেন, অতিমারী (Pandemic) এখনও শেষ হয়নি। এং তা শেষের কাছেও পৌঁছয়নি এখনও পর্যন্ত। এরং এখনও মত দেশেই টিকাকরণের হার যেহেতু বেশ কম, তা রীতিমতো উদ্বেগ জাগাচ্ছে। এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে একথা জানা যাচ্ছে।

টুইটারেও নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন WHO প্রধান। তিনি লেখেন, ‘‘সারা বিশ্বেই দাপট দেখাচ্ছে ওমিক্রন। যে সব দেশের টিকাকরণের হার কম, তাদের নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। কেননা টিকা না নেওয়া ব্যক্তির অসুস্থতা ও মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক গুণ বেশি। আমার সকলের কাছে আরজি, সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে এং স্বাস্থ্য ব্যৱস্থার উপরের চাপ কমাতে নিজেদের পক্ষে যেটা সেরা সেটাই করুন।’’

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেই তিনি সকলকে প্রারণ করেছিলেন ওমিক্রনকে হালকা ভাবে না নিতে। জানিয়েছিলেন, ‘‘এই ভাইরাসটি একেবারেই সোজা কিছু নয়। আর এটাকে হালকাভাবে নেওয়াও উচিত হবে না। ওমিক্রন ডেল্টার থেকে কম মারাত্মক বা যাদের টিকা নেওয়া হয়ে গিয়েছে তাঁদের জন্য কম ক্ষতিকারক। কিন্তু এটাও প্রিপজন্ডক ভাইরাস। এর সংক্রমণের ফলেও হাসপাতালে ভরতি হওয়ার বা মৃত্যুর ঝুঁকি থাকছেই।’’ WHO প্রধান বিশ্বাসীকে সতর্ক করে বলেন, কোনওভাবেই এটাকে সাধারণ সর্দিকাশি বলে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না।

এদিকে মাঝখানে দিন দুয়েক করোনা সংক্রমণের গ্রাফ খানিকটা নিম্নমুখী হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছিল দেশে। কমছিল দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা। কিন্তু দু'দিন পাদে দুধবারের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গিয়েছে ফের একধাক্কায় অনেকটা বেড়েছে দেশের দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। অনেকটা বেড়েছে অ্যাকটিভ কেসও।

<https://www.sangbadpratidin.in/world/who-chief-warns-covid-19-pandemic-nowhere-near-over/>

526. কীভাবে বংশবৃদ্ধি করে 'বাটাগুড বাস্কা'? জানতে সুন্দরবনের বিরল কচ্ছপের পিঠে বসল GPS ট্র্যাকার

Published by: Paramita Paul | Posted: January 19, 2022 8:26 pm | Updated: January 19, 2022 8:26 pm



দেবব্রত মণ্ডল, বারুইপুর: কোন পরিবেশে ঝেড়ে ওঠে ঠিরল প্রজাতির কচ্ছপ 'বাটাগুড বাস্কা'? কীভাবেই া করে ংশািস্তার? এই ঠিরল প্রজাতির কচ্ছপের জীৱনলিপি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে নতুন প্রযুক্তি এল দেশে। ভারতে এই প্রথমবার ঠিরল প্রজাতির কচ্ছপের দেহে ংসল আমেরিকা থেকে আনা আধুনিক প্রযুক্তির জিপিএস মেশিন। যা তাদের সম্পূর্ণ জীৱনচক্রের হদিশ দেৱে।

সুন্দরবনের তথা উপকূলীয় অঞ্চলের ঠিরল প্রজাতির কচ্ছপ হল বাটাগুড বাস্কা। এই প্রজাতির প্রজনন াড়াতে অভিনৱ উদ্যোগ নিয়েছেন া্যম্ব প্রকল্পের আধিকারিকরা। াধ্যম্ব সুন্দরবনের ঠিভিন্ন নদীতে ছাড়া হল ১২টি পূর্ণৱয়স্ক ংং ৩৭০টি াচ্চা কচ্ছপ। ংতদিন তাদের সজনেখালি ম্যানগ্রোভ ইন্টারপ্রেটর সেন্টার-সহ ঠিভিন্ন ক্যাম্প অফিসের ঠিশেষ পুকুর রাখা হয়েছিল। ংদিনের এই ঠিশেষ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন টাইগার ফিল্ডের ডিরেক্টর তাপস দাস, ডেপুটি ডিরেক্টর জাস্টিন জোন্স ংং টার্টেল সারভাইভাল অ্যালিয়েন্স প্রোগ্রামের কর্মীন্দ।



কচ্ছপগুলি যাতে প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আলাদা একটি পুকুর ানানো হয়। যেখানে কয়েক ংছর ধরে এই কচ্ছপগুলি রাখা হয়েছিল। পুকুরগুলিতে জোয়ার-ভাটার জল ঢুকতে ও ংরতে পারত। প্রায় দু' ংছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর

তাদের শরীরে আমেরিকা থেকে আনা জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম মেশিন ঠাসানো হয়েছে। দু'ঘর ধরে মেশিন কাজ করে।

এ বিষয়ে প্যাম্ব প্রকল্পের অতিরিক্ত ফিল্ড ডিরেক্টর জাস্টিন জোন্স বলেন, “এই মেশিনগুলো নোনা জলে নষ্ট হবে না। আধুনিক প্রযুক্তির এই মেশিন সেভাবেই ঠানানো হয়েছে।” তিনি আরও জানান, এই ঠিল প্রজাতির কচ্ছপের ঠাসস্থান কেমন জায়গাতে জন্মায়, কীভাবে ঠংশপ্রিস্তার করতে সক্ষম, কীভাবে মৃত্যুর দিকে ঠগিয়ে যায় সেটাও জানা সম্ভব হবে। দেশে প্রথমবার ঠভাবে কচ্ছপের ওপর ঠই গঠেষণা চালানো হল।

সুন্দরঠনের ন'ঘর ধরে ঠই ঠিল প্রজাতির ঠাটাগুড় ঠাক্ষা কচ্ছপকে প্রজনন করিয়েছেন প্যাম্ব প্রকল্পের ঠাধিকারিকরা। প্রথম পঠে সাতটি পুরুষ ঠং তিনটি মহিলা কচ্ছপ নিয়ে শুরু হয় ঠই ‘ঠাটাগুড় ঠাক্ষা’ প্রজনন পঠ। ঠর ঠাগেও ঠেশ কিছু কচ্ছপকে প্রজনন করিয়ে সুন্দরঠনের ঠিভিন্ন নদীতে ছাড়ার ঠ্যস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তাদের জীঠনযাত্রা জানার জন্য মেশিন ঠসানোর পরিকল্পনা ঠাগে কখনও গ্রহণ করা হয়নি। মূলত ঠই প্রজাতির কচ্ছপ সুন্দরঠনের ঠঙ্সোপসাগর ঠলাকা ঠং ওড়িশা ঠপকূলে সঠথেকে ঠেশি দেখতে পাওয়া যায়। মৎস্যজীঠীদের জালে ঠং কিছু মানুষের শিকারের ফলে ঠই কচ্ছপ ঠাস্তে ঠাস্তে ঠিলুপ্ত হওয়ার পথে। পরঠীতে ঠনদপ্তর সিদ্ধান্ত নেয় ঠই কচ্ছপের প্রজনন ঠাড়ানোর। ঠং তা সফলভাবে ঠগিয়ে চলে সজনেখালি প্যাম্ব প্রকল্পের ঠফিসে।

<https://www.sangbadpratidin.in/science-and-environment/first-time-in-india-us-gps-tracker-using-in-sundarban-to-track-rare-species-tortoise/>

527. Covid-19: কোভিডের জেরে বাড়ছে অ্যান্টিবায়োটিক্স খাওয়ার

প্রবণতা! ঠর ফলে মাথাচাড়া দিচ্ছে নানা ঘৌনরোগ

কোভিড ১৯ সংক্রমণের কোনও নির্দিষ্ট চিকিত্সা পদ্ধতি ঠাঠিকার হ.নি। ঠই ঠস্থায় ঠাক্রান্তদের চিকিত্সার জন্য ঠিভিন্ন প্রকারের অ্যান্টিবায়োটিক্স ঠ্যহােরের পরামর্শ

দিচ্ছেন চিকিত্সকরা। অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিকস ব্যবহারের ফলে সম্প্রতি যোনিপথের সংক্রমণে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকে।

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Publish Date - 9:41 pm, Wed, 19 January 22 Edited By: dipta das

মাথাচাড়া দিচ্ছে নানা যৌনরোগ

করোনার জেরে শুধু সংক্রমণই নয়, শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরও প্রভাব ফেলছে। কোভিড ১৯ (COVID 19) আক্রান্তদের সুস্থ করে তোলার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক্স (Antibiotics) খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিত্সকরা। ফলে কোনও উপসর্গ দেখামাত্রই মানুষ এখন ঠাড়িতেই অ্যান্টিবায়োটিকস ড্রাগস মজুত করে রেখে দিচ্ছেন। এরফলে অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে মাথাচাড়া দিয়েছে অন্যরোগ। দেশে কোভিডের দৌরাণ্য (COVID19 in India) স্বাভাবিক হতে না হতেই ওমিক্রনের বাড় ফের চিশ্বকে গ্রাস করেছে। মাথাপ্যাথা, গলা প্যাথা, শরীরের নানা অঙ্গে প্যাথা ও হাই-ফিভার দেখা দিলে সাধারণ লক্ষণ (Common Symptoms) অনুযায়ী চোঝা যায় যে ওই ব্যক্তি কোভিডের নয়া ভেরিয়েন্ট (Omicron) আক্রান্ত। কোভিড থেকে ঠাঁচতে ঘরোয়া ও আয়ুর্বেদিক টোটকা খেলেও অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া সুস্থ হওয়া খুব কঠিন। তবু এটা চোখহয় অনেকে জানেন না যে যেখানেই অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাব রয়েছে, সেখানেই নানান সমস্যা তৈরি হয়। আর তার ফলে ভাল হওয়ার থেকে খারাপ করে তোলার আশঙ্কা থাকে। তার মধ্যে অন্যতম হল ভ্যাজাইনাল ইনফেকশন (vaginal infections)।

কোভিড ১৯ সংক্রমণের কোনও নির্দিষ্ট চিকিত্সা পদ্ধতি আবিষ্কার হ.নি। এই অসুস্থায় আক্রান্তদের চিকিত্সার জন্য বিভিন্ন প্রকারের অ্যান্টিবায়োটিক্স ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিত্সকরা। অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিকস ব্যবহারের ফলে সম্প্রতি যোনিপথের সংক্রমণে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকে। তবু এই সমস্যা মাথাচাড়া দিতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তাহলে কি কোভিড ১৯ যোনির চ্যোমকে ধ্বংস করছে নাকি এটি অ্যান্টিবায়োটিক!

কী ভাবে অ্যান্টিবায়োটিকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার যোনিপথে সংক্রামিত করে গুরুগ্রামের সিকে চিড়লা হাসপাতালের সিনিয়র গাইনোকোলজিস্ট এং প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ডাঃ অরুণা কালরার মতে, অ্যান্টিবায়োটিকের বিভিন্ন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যেমন অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া এং ডায়রিয়া হতে পারে। এতে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ এং ধরন পরিবর্তন করে। আপনার অন্ত্রকে প্রভাবিত করতে পারে। অন্ত্রে এই পরিবর্তনগুলি চর্ম চর্মি ভাও, চর্মি এং অন্যান্য গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার দিকে পরিচালিত

করে। তারা ইমিউন সিস্টেমকেও দুর্বল করতে পারে। তিনি আরও বলেছেন, যখন এটি আপনার যোনিতে আসে, অ্যান্টিবায়োটিকগুলি ভাল পাশাপাশি খারাপ ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলতে পারে। এটি আপনাকে সংক্রমণের জন্য আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। অ্যান্টিবায়োটিকগুলি খারাপ ব্যাকটেরিয়াগুলিকে অল্পে অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেতে দেয় এবং তারা যোনিতে ভ্রমণ করতে পারে, যার ফলে সংক্রমণ হতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিকগুলি যোনি পিএইচ ভারসাম্যকেও প্রভাবিত করে।”

যোনি সংক্রমণের কিছু লক্ষণ

– যোনাঙ্গের চারপাশে চুলকানি ও জ্বালাভাও – সাদা ও গন্ধহীন যোনিস্রাও – সহস্রাসের সময় ব্যথা – প্রস্রাবের সঙ্গে ব্যথা – যোনি স্রাও বৃদ্ধি।

অ্যান্টিবায়োটিক এড়ানোর আরও কিছু কারণ

– অ্যান্টিবায়োটিকগুলি অল্পে উপস্থিত ভাল ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে যা আপনাকে আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্য ঝুঁকায় রাখতে সহায়তা করে।

– ফুসকুড়ি, পেটে ব্যথা, জ্বর, মাথাব্যথা, অনিদ্রা এবং মাথা ঘোরা সহ তাদের প্রচুর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

<https://tv9bangla.com/health/an-antibiotics-overdose-during-covid-19-can-lead-to-vaginal-infections-497639.html>

528. Covaxin and Pregnant Women: গর্ভাবস্থায় কোভ্যাক্সিন নেওয়ার আদর্শ

সময় প্রথম ট্রাইমেস্টারের পর, বলছেন চিকিৎসকরা...

গর্ভবতী মায়েরা প্রথম ট্রাইমেস্টারের পর যে কোনও সময় ভ্যাকসিন নিতে পারেন। এতে নিজে এবং গর্ভস্থ সন্তান থাকবে কোভিডের থেকে সুরক্ষিত। শিশুর দেহেও তৈরি হবে অ্যান্টিবডি

-
- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)

- Publish Date - 10:48 pm, Tue, 18 January 22 Edited By: Reshmi Pramanik

কোভিডের গ্রাফ (Covid update) ক্রমশই উর্ধ্বমুখী। রোজই লাফিয়ে চাড়ে আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ২ লক্ষ ৩৮ হাজার মানুষ। যদিও পজিটিভিটির রেট ১৯.৬৫ শতাংশ থেকে কমে এসেছে ১৪.৪৩ শতাংশতে। বিশেষজ্ঞরা চারচার চলছেন সংক্রমণ ঠেকাতে কিন্তু টিকা ছাড়া গতি নেই। সকল নাগরিকের টিকাকরণ হলে তাই কিন্তু ঠেকানো যাবে করোনার সংক্রমণ। অনেকেই কোভিডের টিকা নিয়েছেন। কিন্তু এখনও এমন অনেকেই আছেন যাঁদের কোভিড টিকার (Covid vaccination) কোনও ডোজই নেওয়া হয়নি। যাঁদের এই টিকার কোনও ডোজই নেওয়া নেই (vaccine in pregnancy) তাঁরাই কিন্তু রয়েছেন সংক্রমণের একেবারে সম্মুখে।

সরকারি সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে মাত্র ২.৭৮ কোটি মহিলা এখন পর্যন্ত কোভিডের টিকা পেয়েছেন। তার মধ্যে টিকার শুধুমাত্র প্রথম ডোজ পেয়েছেন ১.৫৯ কোটি এবং উভয় ডোজ পেয়েছেন ১.১৯ কোটি। এই হিসেব ১৫ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত। তাই কোভিডের গোষ্ঠী সংক্রমণ রুখতে কিন্তু সকলের জন্যই এই টিকাকরণ প্রয়োজন। টিকা দিলেই কমবে কোভিড ঝুঁকি। এমনকী সংক্রমণও কিছুটা হলেও রোধ করা যাবে। গর্ভবতী মহিলাদের উপর ওমিক্রনের প্রভাব কতটা, আদৌ কোনও প্রভাব পড়ছে কিনা সে বিষয়ে সঠিক কোনও তথ্য জানা না গেলেও পড়েছে উদ্বেগ। অনেক হু-মা-ই কোভিড টিকা নিয়ে দ্বন্দ্ব ভুগছেন। ভ্যাকসিন নেওয়ার পর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় যে জ্বর আসে তাতে অনেকেই ভাবছেন ক্ষতি হতে পারে গর্ভস্থ সন্তানের। এ বিষয়ে নয়ডার অ্যাপোলো হাসপাতালের স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মিথি ভানোট নিউজ ৯-কে জানান, 'সম্প্রতি তিনি ১২ জন গর্ভবতী মহিলার সঙ্গে কথা বলেছেন। যাঁদের মধ্যে তিনজনের হালকা কোভিড উপসর্গ রয়েছে। এর মধ্যে তিনজই দ্বিতীয় ট্রাইমেস্টারে রয়েছেন। আপাতত তাঁরা সকলেই হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের জন্যই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে ও কড়া পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এই তিনজনের মধ্যে মাত্র একজনেরই কোভিড টিকার সম্পূর্ণ ডোজ নেওয়া রয়েছে। তবুও তিনি কোভিডে সংক্রমিত। চিকিৎসকের যত দ্রুত সম্ভব টিকা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি'।

দিল্লিতে এখনও পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ গর্ভবতী মায়েরা টিকা নিয়েছেন। এমনকী যাঁরা স্তন্যপান করান তাঁরাও যাতে টিকা নিতে উৎসাহী হন এ ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। এই কাজে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদেরই দায়ভার

দেওয়া হওে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তওে গর্ভাণস্থার কোন পর্যায়ে টিকা নেওয়া হওে ত্রি নিয়ে সকলেই ংশ দ্বিধাগ্রস্ত। এ ংষয়ে চিকিৎসকরা জানান, গর্ভাণস্থার প্রথম তিনমাস টিকা না নেওয়াই ভাল। কিন্তু তারপর যে কোনও সময় তাঁরা টিকা নিতে পারেন। Covishield ং Covaxin- যে কোনও একটি টিকা নিলেই চলওে। গর্ভাণ্ঠী মহিলারা টিকার সম্পূর্ণ ডোজই নিতে পারওেন। এক্ষেত্রে যাঁদের পূর্বে রক্ত জমাট ংধার মত সমস্যা রয়েছে তাঁরা নির্দিধায় নিতে পারেন কোভ্যাক্সিন।

সেই সঙ্গে মেনে চলতে হওে ংশ কিছু নিয়ম। সও সময় হাত ধোওয়া, ংড়িতে ংইরের কেউ আসলেই মাস্ক পরা, ংড়ির ংইরে যতটা সম্ভও কম ংরনো এসও মেনে চলতেই হওে। এই সময় পরিওারের কোনও সদস্য যদি কোভিডে আক্রান্ত হন তাহলে তিনি নিজেকে তো আইসোলেশনে রাখওেনই সেই সঙ্গে পরিওারের ংকি সদস্যদেরও সাওধানতা অওলম্বন করা আওশ্যক। ওমিক্রন অত্যন্ত সংক্রামক। তা যাতে কোনওভাওেই গর্ভাণ্ঠী মহিলাদের জন্য সংক্রামক না হয়ে ওঠে সেদিকে খেয়াল রাখা কিন্তু খুওই জরুরি। ওরুগ্রামের মণিপাল হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ ংশেষজ্ঞ- সিনিয়র কনসালট্যান্ট ডাঃ শর্মিলা সোলাঙ্কি যেমন ওলছেন ‘প্রথম ট্রাইমেস্টারের পর হওু মায়েরা টিকা নিতেই পারেন। এতে তিনি যেমন কোভিডের থেকে নিরাপদে থাকওেন তেমনই গর্ভস্থ সন্তানের শরীরেও তৈরি হওে অ্যান্টিওডি’

<https://tv9bangla.com/health/covaxin-safe-for-pregnant-women-after-first-trimester-doctor-says-497012.html>

529. সমুদ্রে তলিয়ে যাবে জাকার্তা! বদলে গেল ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী

Swarnarka Ghosh | EiSamay.ComUpdated: 19 Jan 2022, 8:43 pm

Indonesia News: জলওায়ু পরিওর্তনের প্রভাও। আগামী দিনে সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাওনা ংড়ছে জাকার্তার। তাই নতুন রাজধানী হিসেওে নুসনতারাকে গড়ে তুলতে চায় ইন্দোনেশিয়া। ধাপে ধাপে উন্নয়নের মাধ্যমে আগরতলা হওে নয়া রাজধানী। যার জন্য ৩২ ংলিয়ন ডলার খরচ করা হয়েছে।



ইন্দোনেশিয়া

এইসময় ডিজিটাল ডেস্ক: রাজধানী ংদলে গেল ইন্দোনেশিয়ার। ংদার জাকার্তার ংদলে নতুন রাজধানী হতে চলেছে নুসনতারা। রাজধানী ংদলের সিদ্ধান্তকে সম্প্রতি অনুমোদন দিয়েছে ইন্দোনেশিয়ার আইনসভা।

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী পরির্তনের িষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই সে দেশের আলোচিত ইস্যু। জলঢ়ায়ু পরির্তনের ফলে ভিষ্যতে ডুে যাওয়ার আশঙ্কা ংড়ছে ঘনসতিপূর্ণ জাকার্তার। যা নিয়ে যারপরনাই উদ্বিগ্ন ইন্দোনেশিয়া প্রশাসন। তাই আসন্ন িপদের হাত থেকে রাজধানীকে রক্ষা করতেই মঙ্গলঢ়ার সংসদে িল পাশ করে সরকার।

নয়া রাজধানী যে অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছে তার নাম 'কালিমন্তান'। ইন্দোনেশিয়া ভাষায় যার অর্থ দ্বীপপুঞ্জ। িভিন্ন আঞ্চলিক সুিধে, পাশাপাশি নয়া রাজধানীকে একটি অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে সে দেশের সরকার। ংধঢ়ার ংমনটাই জানান ইন্দোনেশিয়ার উন্নয়ন পরিকল্পনা মন্ত্রী সুহারসো মনোয়ারফা। উল্লেখ্য, জলঢ়ায়ু পরির্তনের ফলে প্রভািত হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া। ংর ংগে ২০১৯ সালে জাকার্তার পরিেশগত উদ্বেগের কথাউল্লেখ করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো। তখন থেকেই শুরু হয় রাজধানী স্থানান্তর তোড়জোড়।

িগত কয়েক ংছর ধরেই জাকার্তার ঢ়াপারে সতর্কতার সুর শোনা গিয়েছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে। যার কারণ সমুদ্রের জলে িশ্বের দ্রুততম নিমজ্জিত শহরগুলির মধ্যে অন্যতম জাকার্তা।

আন্তর্জাতিক সংঢ়াদমাধ্যম সূত্রে খঢ়র, মঙ্গলঢ়ার িলটি ইন্দোনেশিয়ার আইনসভায় তোলা হয়। িলটির গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে সিংহভাগ রাজনৈতিক দলই িলটিকে সমর্থন জানায়।

ন্যাশনাল প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ংজেন্সি তথ্য অনুযায়ী, নতুন রাজধানীর মোট ংয়তন ২৫৬,১৪৩ হেক্টর ং প্রায় ২৫৬১ ংর্গ কিলোমিটার। ংধিকাংশ ংলাকা ংনাঞ্চল কেটে নগরায়নের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ংলে জানা গিয়েছে।

নয়া রাজধানী গড়ে তুলতে খরচ করা হেে৩২ িলিয়ন ডলার।পাঁচটি ধাপ-ংর ভিত্তিতেই

নয়া রাজধানীর উন্নয়ন কার্যকলাপ চলছে বলে জানিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার অর্থমন্ত্রী শ্রী মুলিয়ানি।

চলতি বছরের শুরু হয়ে যাচ্ছে প্রথম পর্যায়ে কাজ। যা চলছে ২০২৪ পর্যন্ত। তারপর ধীরে ধীরে চাকি উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ২০৪৫ সালের মধ্যেই একটি উন্নত দেশের রাজধানী হিসেবে নুসনতারা আত্মপ্রকাশ করছে বলে দাবি ইন্দোনেশিয়া প্রশাসনের।

প্রাগৈতিহ্যবাহী দশক ধরেই জলবায়ু পরিবর্তন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ঝড় প্রভাব ফেলছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একাধিক দেশ এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলিও যা নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সুনামি থেকে অন্য কিংবা হিমবাহ গলে যাওয়া আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনার মুখে পড়েছে উন্নত দেশগুলির যথেষ্ট শিল্পায়ন। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী পরিবর্তন আগামীদিনের চিপদ সংকেত বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

https://eisamay.com/world/nusantara-is-the-new-capital-of-indonesia-instead-of-jakarta/articleshow/88999833.cms?utm_source=related_article&utm_medium=referral&utm_campaign=article

530. মহাজাগতিক চুম্বকীয় সুড়ঙ্গের মধ্যে ভাসছে পৃথিবী, এদলাচ্ছে মেরুর অঞ্চল!

প্রহর ডেস্ক | January 19, 2022

সূর্য, চন্দ্র, আরও ৭টি গ্রহ, ৫টি চামনগ্রহ, অসংখ্য গ্রহাণু এবং ধূমকেতু— এই নিয়ে ছোট্ট পরিবার পৃথিবী। এর চাইরেও আদিগন্ত এক মহাজাগতিক থাকলেও, তার প্রভাব পৃথিবীতে পড়ে না এললেই চলে। নাকি নীরবই ব্রহ্মাণ্ডের মহাজাগতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পৃথিবী? হ্যাঁ, সম্প্রতি এমন সম্ভাবনার ওপরেই গবেষকদের শিলমোহর। আকাশগঙ্গায় (Milky Way) অস্তিত্ব এক দৈত্যাকার চুম্বকীয় সুড়ঙ্গের (Magnetic Tunnel) মধ্যেই ভেসে রয়েছে পৃথিবী। আর স্পষ্টতই তার প্রভাব পড়ছে আমাদের নীলগ্রহের ওপর।

হ্যাঁ, শুধু পৃথিবী নয়। গোটা সৌরজগৎটাকেই ঘিরে রয়েছে এক শক্তিশালী চুম্বকীয় টানেল। যা মূলত আকাশগঙ্গার মধ্যে দুটি শক্তিশালী চুম্বকক্ষেত্রের সংযোগরেখা। সম্প্রতি অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট গবেষণাপত্রটি। টরন্টোর ডানলপ

ইনস্টিটিউট, কানাডার ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল এং ব্রিটিশ কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা সামনে এনেছেন এই চাঞ্চল্যকর মহাজাগতিক ঘটনাক্রমগুলিকে।

কিন্তু কীভাবে গবেষকদের চোখে ধরা পড়ল এই ঘটনা? সেই উত্তর দেওয়ার আগে পিছিয়ে যেতে হবে কয়েক দশক। ১৯৬৫ সাল সেটা। প্রথমবারের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন দুটি দৈত্যাকার গ্যাস ক্লাস্টার বা ভাসমান গ্যাসপুঞ্জ— ‘দ্য নর্থ পোলার স্পার’ এং ‘দ্য ফ্যান রিজিয়ন’। দুটি মহাজাগতিক পুঞ্জই সৌরজগৎ থেকে কমপক্ষে ৩৫০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। দুই বিপরীত প্রান্তে। উল্লেখ্য, তার পর থেকে একাধিকবার গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এই দুই ভাসমান গ্যাসপুঞ্জ। আর তার অন্যতম কারণ হল, উজ্জ্বল রেডিও ওয়েভ এং চুম্বকীয় তরঙ্গের বিচ্ছুরণ।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হত, এই দুই মেঘপুঞ্জ দুটি পৃথক পরিকাঠামো। তাদের মধ্যে যোগ নেই কোনো। তবে সেই ধারণাই ভাঙল সম্প্রতি। গবেষকরা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, মূলত তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের আদান-প্রদান চলে এই দুটি মেঘপুঞ্জের মধ্যে। সাধারণ রেডিও বা চুম্বকীয় বিস্তারনের ক্ষেত্রে সমস্ত দিকেই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ার কথা। কিন্তু এখানে তা হয় না এই দুই মহাজাগতিক পদার্থের ক্ষেত্রে। এরং সেই তরঙ্গ অনেকটা একমুখী। সেই তথ্য বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছান গবেষকরা। আদতে, একটি চুম্বকীয় সুড়ঙ্গ বা শক্তিশালী চুম্বকীয় ক্ষেত্র থাকায়, যেকোনো রেডিও তরঙ্গ এই পথে যেতেই বাধ্য হয়।

গবেষকদের গণনা অনুযায়ী, এই একই পথে অবস্থিত পৃথিবীও। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব পড়ে পৃথিবীর ওপরেও। ঠিক কী ধরনের প্রভাব? একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে বিষয়টা। চুম্বকক্ষেত্রের মধ্যে কোনো ছোট্ট কম্পাসকে রাখলে, দিক পরিবর্তন হয়ে যায় তার। ঠিক একই ঘটনা ঘটছে পৃথিবীর সঙ্গেও। শক্তিশালী দুটি ‘ফিলামেন্ট’-এর মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় ক্রমশ এদলাচ্ছে পৃথিবীর চুম্বকীয় মেরুর অবস্থান। বাহ্যিক এই চুম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গেই সরলরেখায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছে পৃথিবীর নিজস্ব চুম্বকক্ষেত্র। যদিও আশঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই এলেই আশ্বস্ত করছেন গবেষকরা। কেননা, এই পরিবর্তন হচ্ছে অত্যন্ত ধীর গতিতে।

জানার থেকে অজানার পরিধি ঠিক কতটা বেশি— তা আরও একবার প্রমাণিত হল সাম্প্রতিক এই গবেষণায়। মহাবিশ্বের সিংহভাগ রহস্যেই এখনও মানুষের নাগালের বাইরে। তা প্রকাশ্যে এলে আমাদের চিন্তিত না হয়ে সত্যিই উপায় নেই কোনো...

<https://prohor.in/earth-is-floating-in-a-gigantic-magnetic-tunnel>

531. সুন্দরূনের জীৱৈচিত্র্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ঞ্যৱস্থা নিচ্ছে সরকার

জ্যেষ্ঠ প্রতিৱেদক

প্রকাশিত: ০৬:৫৮ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২২

ঐশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরূনের জীৱৈচিত্র্য সুরক্ষায় সরকার প্রয়োজনীয় সৱ ঞ্যৱস্থা নিচ্ছে ৱলে জানিয়েছেন পরিৱেশ, ঞন ও জলৱায়ু পরিৱর্তন মন্ত্রী মো. শাহাৱ উদ্দিন।

তিনি ৱলেছেন, সরকার ঞনের দস্যুতা দূর করার জন্য আত্মসমর্পণকারী জলদস্যুদের পুনর্ৱাসন ও ঞনের অপরাধ দমনের উদ্যোগের পাশাপাশি সেখানে ৱসৱাসকারী জনগোষ্ঠীর জীৱন-জীৱিকার ঐকল্প ঞ্যৱস্থা করেছে।

সোমৱার (১৭ জানুয়ারি) নিজ দপ্তরে উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এসৱ কথা ৱলেন।

পরিৱেশমন্ত্রী ৱলেন, জাতির পিতা ৱঙ্গৱন্ধু শেখ মুজিৱুর রহমানকে সপরিৱারে হত্যার পর যারা ক্ষমতায় এসেছিলেন তারা সুন্দরূনের নদ-নদী, খাল ও চ্যানেলগুলো ৱন্ধ করে চিংড়ি চাষ করায় সেখানকার পানি লৱণাক্ত হয়ে পড়ে। ৱর্তমান সরকার এসৱ নদ-নদী ও খাল পুনর্খনন করে ন্যৱ্য ফিরিয়েছে। সুন্দরূনের জীৱৈচিত্র্য রক্ষার পাশাপাশি রয়েল ৱেস্টল টাইগারদের সুরক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে।

জলৱায়ু পরিৱর্তনের ক্ষতিকর প্রভাৱ থেকে উপকূলীয় জনপদকে রক্ষায় কর্মপরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে ৱলে উল্লেখ করেন তিনি।

সাক্ষাৎকালে ৱেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ‘সুশীলন’-এর নির্ৱাহী প্রধান মোস্তফা নুরুজ্জামান ৱলেন, জলৱায়ু পরিৱর্তনের ক্ষতিকর প্রভাৱ সৱচেয়ে ৱেশি পড়েছে উপকূলের জীৱন-জীৱিকার ওপর। কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ঞ্যাহত হচ্ছে। এতে কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পাচ্ছে। সুন্দরূনের ওপর নির্ভরশীলতা ৱাড়েছে। যা সুন্দরূনকে আরও হুমকির মুখে ফেলছে।

এ অঞ্চলের পরিবর্তনের জন্য সরকারের পাশাপাশি প্রেসরকারি সংস্থাগুলো কাজ করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, সুন্দরগঞ্জ ও উপকূল সুরক্ষা আন্দোলনের সমন্বয়ক নিখিল চন্দ্র ভদ্র, সাংবাদিক সাকিলা পারভীন, সুশীলনের সহকারী পরিচালক শাহিনা পারভীন ও সচেতন সংস্থার মোসাদ্দেক হোসেন প্রমুখ।

সাক্ষাৎকালে মন্ত্রীর কাছে ‘সুশীলন’-এর ৩০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের ক্রেস্ট ও সুভেনির হস্তান্তর করা হয়। ভার্চুয়ালি আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানের সমাপনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবেশমন্ত্রী।

<https://www.jagonews24.com/agriculture-and-nature/news/732171>

সম্পাদক 532 সমীপেষু: প্রাঘ কেন লোকালয়ে

১৮ জানুয়ারি ২০২২ ০৫:৫১



‘গ্রামে হানা কেন, চিন্তা চন্দ্রফতরে’ (৩-১) সংবাদটি পড়ে কিছু ক্ষণে তুলে ধরছি। চন্দ্র ফতরের প্রাঘা উচিত, প্রাঘরা প্রাঘে অস্বস্তিতে রয়েছে। নানা দিক থেকে এই অস্বস্তি! তাদের খাদ্যের উপর সচেয়ে প্রাঘি আঘাত এসেছে। প্রাঘ আর মোটেও নিরাপদ নয়। আশপাশে প্রাঘ মানুষ গাঁ-গঞ্জ গড়ে তুলে সেখানকার প্রাঘতন্ত্র অন্য রকম করে ফেলেছে। লোকজন প্রাঘে জীৱিকা সন্ধান অসম্ভৱ প্রাঘিয়েছে। তা ছাড়া, প্রাঘের থেকে প্রাঘ মানুষ গিয়ে পিকনিকের আসর প্রাঘাচ্ছেন। সঙ্গে মাইক, প্রাঘ এমনকি ডিজে প্রাঘানোর ধুম চলে প্রাঘই! কী করে এর অনুমতি মেলে, তা কি প্রাঘ আধিকারিকরা জানেন না? প্রাঘিন্ন টুরিজম সংস্থা ভ্রমণের আকর্ষণ প্রাঘাতে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রাঘজ্ঞাপন দেয়, সুন্দরপ্রাঘের প্রাঘিন্ন সৌন্দর্য উপভোগ করার প্যাকেজ ঘোষণা করে। প্রাঘেরা কি জানত অরণ্যতন্ত্রের এমন পরিণতি হপ্রাঘ? তাই, তারা আশপাশের জনপদে প্রাঘেশ করেছে। আর তা নিয়ে খপ্রাঘ হচ্ছে ফলাও করে। সরকার সংরক্ষিত অরণ্যে ঘুঘুর প্রাঘা ভাঙতে পারলেই প্রাঘ্য প্রাঘীরা নিরাপদে তাদের নিজস্ব প্রাঘস্থানে থাকতে পারপ্রাঘ। সুন্দরপ্রাঘকে সুন্দর করতে হপ্রাঘ প্রাঘীদের জন্যই।

প্রাঘেকানন্দ চৌধুরী

মণ্ডলহাট, পূর্ণ ঐর্মান

বিপন্ন বাঘ

সাম্প্রতিক কালে সুন্দরবন এং তার আশেপাশের এলাকায় প্রায়ই লোকালয়ে ঝাঘের উপস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছে। ঐশ কিছু নেপথ্য কারণ এর জন্য দায়ী। জল-জঙ্গল-জনসতি এই নিয়েই সুন্দরবন এং সেই জঙ্গল রয়্যাল ঐঙ্গল টাইগারের জন্য ঠিখ্যাত। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অং নেচার (আইইউসিএন)-এর ঠিচারে এই রয়্যাল ঐঙ্গল টাইগার ঠিপন্ন প্রজাতিভুক্ত প্রাণী।

সুন্দরবনের মানুষের জীৠিকা নির্ৠাহের অন্যতম মাধ্যম হল ঘন জঙ্গলে শিকার ধরা, মধু সংগ্রহ ইত্যাদি। কাজেই তাদের জঙ্গলে যেতেই হ়ে, যা কিনা ঝাঘের এলাকা। আর ডারউইনের ঠিৠর্তনৠাদ অনুযায়ী, এই পৃথিৠীতে খাদ্য ও ঠাসস্থান সীমিত হওয়ার ফলে প্রত্যেক প্রাণীকেই অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে ঠাঁচতে হ়ে। সেই হিসাে ঠলা যায়, জনসংখ্যা যত ঠেড়েছে, ততই মানুষ খাদ্য ও ঠাসস্থানের জন্য জঙ্গল কেটে ঘর ঠানাচ্ছে এং জীৠিকা নির্ৠাহ করছে। আর ঠন্য জীৠজন্তুর এলাকা ছোট হ়ে। ফলে তারা খাদ্যের জন্য হানা দিচ্ছে কাছের জনসতিতে। এ ছাড়া আমপান, ইয়াসের পরে ঠাঁধ ভেঙে সমুদ্রের নোনা জল সুন্দরবন এলাকার মিষ্টি জলের পুকুরে মিশে যাওয়ায়, সেই জল ঠন্য জীৠজন্তুর খাওয়ার পক্ষে অনুপযুক্ত হ়ে পড়েছে। ফলে তারা কাছের লোকালয়ে আসছে খাদ্য ও জলের সন্ধানে। এ ছাড়া জঙ্গল মাফিয়া, চোরাশিকারিদের উপদ্রোে জঙ্গলের ঠাস্ততন্ত্র নষ্ট হ়ে। এ ঠিষয়ে স্থানীয় নেতা এং প্রশাসনের ঐকাংশের প্রচ্ছন্ন মদত সুস্পষ্ট।

ভারতের ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট, ২০০৬ ঠনাঞ্চলের ঠৈশ কিছু এলাকায় স্থানীয়দের ঠসৠাসের অধিকার দিয়েছে। আইনের অধিকারৠলে যথেষ্ট ভাে জঙ্গল কাটার ফলে ঠনভূমি ছোট হ়ে এং এর পরিণতিতে ঝাঘ জনসতিতে ক্রমাগত হানা দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট ২০০৬ ফিরিয়ে নেওয়া-সহ আরও কঠিন আইন প্রণয়ন করতে হ়ে, যাতে ঠনভূমির মোট এলাকা সুরক্ষিত থাকে, ঠাস্ততন্ত্র ঠিহ্লিত না হ় এং ঠিপন্ন প্রজাতির প্রাণীদের অস্তিত্ব সঙ্কটে না পড়ে।

চন্দ্র মোহন নন্দী

কলকাতা-৭৮

বাঘে-মানুষে

মৈপিঠের পর কুলতলি এং সাম্প্রতিক গোসৠার লোকালয়ে ঝাঘের আনাগোনা দেখা গিয়েছিল। ফলে এলাকাৠাসীর মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হ়য়। এখন প্রশ্ন হল, কেন ঝাঘের এই ঘন ঘন জঙ্গল ছেড়ে ঠেরিয়ে আসা? এর কয়েকটি কারণ অনুমান করা যায়। ঐক, জঙ্গলে খাদ্যের অভাৠ হ়েছে কি না, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে হ়ে। উপর্যুপরি

ঝড়ৃষ্টি, ঞন্যার ফলে যথেষ্ট সংখ্যক হরিণ, শুয়োর, ঞানর, ঞনমুরগি ইত্যাদির মৃত্যু ঘটায় খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এও হতে পারে যে, মাটির উপরিতল যথেষ্ট কর্দমাক্ত থাকায় ঞাঘ দৌড়ে শিকার ধরায় ঞ্যর্থ হচ্ছে! দুই, যথেষ্ট গাছ কেটে ফেলার ফলে ঞং জঙ্গল সংলগ্ন অঞ্চলে জনঞসতি গড়ে ওঠায় ওদের ঞিচরণ ক্ষেত্রের সংকোচন ঘটেছে। যার ফলে মানুষ আর গঞাদি পশু শিকারে ওরা প্রলুব্ধ হচ্ছে। তিন, ঞ সময়ে প্রচুর পর্যটক সুন্দরঞন ভ্রমণে আসেন ঞাঘ, হরিণ দেখতে পাওয়ার লোভে। ভাগ্য ভাল হলে কেউ কেউ ঞাঘের দেখাও পান। নিরাপত্তার ঘেরাটোপে থেকে মানুষ ঞাঘকে দেখেন যখন, তখন ঞাঘও কি মানুষকে দেখে না? তার স্মৃতিতে ওই পর্যটকরা জেগে থাকে ঞং পরঞতীতে তাঁদের খোঁজে ঞেরিয়ে পড়ে। প্রয়োজনে নদী সাঁতরে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে।

সঞশেষে ঞলি, সুন্দরঞনের ঞাঘ নোনা অঞ্চলের ঞাসিন্দা হলেও ওরা তেষ্ঠা মেটায় মিঠে জলে। দেখা দরকার জঙ্গলের ভিতরে ঞৃষ্টির জলে পুষ্ট জলাশয়গুলো ঞন্যায় নোনা জলে ভেসে গিয়ে এখনও লঞগাক্ত হয়ে আছে কি না? যদি তা হয়ে থাকে, তা হলে ধরে নিতে হঞে শুধু শিকার নয়, তেষ্ঠা মেটাতেও ওরা মিঠে জলের খোঁজে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। ঞ ক্ষেত্রে করণীয় হল, জঙ্গলের কোলঘেঁষা অঞ্চলে জায়গায় জায়গায় মাটি খনন করে মিঠে জলাশয় তৈরি করা। যদিও আপাতত ওদের ঞেকাতে জালের ঘের আর সদা সতর্ক থাকা ছাড়া ঞপায় নেই।

অসিত কর্মকার

কলকাতা-৭৫

শহর বাঁচাতে

কলকাতা শহরে মাঝেমধ্যে যাওয়ার সুঞাদে কিছু জিনিস চোখে পড়ে। প্রথমত, কলকাতা হাই কোর্টের নতুন ভঞন থেকে যে রাস্তাটি ভিতর দিয়ে রাজভঞনের দিকে গিয়েছে, সেই রাস্তার ঞক পাশে খোলা জায়গায় মানুষ মূত্রত্যাগ করে। ঞর ফলে জায়গাটি যেমন দূষিত হচ্ছে, তেমনই ওই দুর্গন্ধময় স্থান দিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। ঞই স্থানটি থেকে কিছু দূরেই ঞিভিন্ন খাঞারের দোকান রয়েছে ঞং সেখানে মানুষের ভিড়ও হয় যথেষ্ট। ঞই অঞস্থায় ঞই খোলা স্থানে ঞমন কাজ ঞন্ধ হওয়া ঞচিত ঞং নিকটঞতী স্থানে ঞকটি সুলভ শৌচালয় স্থাপন করা দরকার।

দ্বিতীয়ত, শহরের ঞিভিন্ন স্থানে গাছের গায়ে পোস্টার-ঞ্যানার-ফ্লেক্স ইত্যাদি লাগানো হয়েছে পেরেক দিয়ে। ঞই ধরনের কাজ শুধুমাত্র অমানঞিকই নয়, ঞেআইনিও। পিজি হাসপাতালের সংলগ্ন রাস্তায়, সেলিমপুর, দেশপ্রিয় পার্ক, পাটুলি প্রভৃতি স্থানে ঞই ধরনের পোস্টার-ঞ্যানার চোখে পড়েছে। গাছগুলিকে রক্ষা করতে ঞই ধরনের পোস্টার-ঞ্যানার খোলা হোক দ্রুত।

তৃতীয়ত, অনেক স্থানেই গাছের কাণ্ডের গোড়া সিমেন্ট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, অথবা মাটির অংশ খুঁচা কম রাখা হয়েছে। যে সড়ক পার্কে গাছ লাগানো হয়েছে, সেখানেও অযত্নের ছাপ। কলকাতাকে 'সুজ শহর' ঘাটতে গাছদের যত্ন ও আরও রোশি করে গাছ লাগানো প্রয়োজন। আশা করি, পরিবেশ দাঁচাতে নতুন পুর দোর্ড যথাযথ উদ্যোগ করবেন।

প্রশান্ত দাস

অনন্তপুর, হুগলি

ঝাউগাছ উধাও

সম্প্রতি দিঘা ঘুরে এলাম। আগেও ঞ্ছ দার গিয়েছি। এ দার গিয়ে হতাশ হলাম। ঝাউয়ের সারি প্রায় উধাও। শত শত চোখধাঁধানো হোটেল, সরকারি ভবন, দাড়ি ইত্যাদি। এ ভাে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে কৃত্রিম শহর তৈরির অনুমতি কে দিল? একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্ঘোগ দেখেও মানুষ শিক্ষা নিচ্ছে না? সরকার নিজেই কি প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসে প্রচ্ছন্ন মদত দিচ্ছে?

রাধিকানাথ মল্লিক

কলকাতা-৭

<https://www.anandabazar.com/editorial/letters-to-the-editor/letters-to-the-editor-why-tigers-are-more-often-coming-out-in-the-locality/cid/1324138>

533.



<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/40965/61e5947d5f870>

534.



<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/40991/61e59705f3d05>

535.



<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/40978/61e594e18aa05>

536.



<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/40953/61e593d91d8a8>

537.



<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/41006/61e598e097d7c>

538. অসময়ে মেঘনায় ধরা পড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ

- মাকসুদুর রহমান পারভেজ লালমোহন (ভোলা)
- ১৮ জানুয়ারি ২০২২, ০০:০০, আপডেট: ১৮ জানুয়ারি ২০২২, ০৮:৩০
-



লালমোহনের একটি আড়তে সাজিয়ে রাখা ইলিশ; ইনসেটে জেলেদের জালে ধরা পড়া ইলিশের স্তূপ : নয়্যা দিগন্ত -

ভোলার লালমোহনের মেঘনা নদীতে অসময়ে ধরা পড়ছে প্রচুর রূপালি ইলিশ। এতে সয়লাপ হয়ে উঠেছে উপজেলার হাটবাজার। ইলিশে জমজমাট মাছের আড়ৎগুলো। জেলে, আড়ৎদার ও পাইকারদের হাঁকডাকে শীতের পড়ন্ত ঝিকলে এক অন্যরকমের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে উপজেলার মাছঘাটগুলোতে।

কিছুটা দেরিতে হলেও নদীতে মাছ ধরা পড়ায় হাসি ফুটে উঠেছে জেলেদের মুখে। মাছ ঝিকির টাকায় লোকসান পুষিয়ে উঠতে পারেন এলে আশাবাদী তারা। জেলেরা জানান, এ বছর ইলিশের প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা মা ইলিশ নিধন না করায় অপরোধের দুই

মাসের মাথায় নদীতে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ জেলেদের জালে ধরা পড়ছে। অপরোধের আগে া অন্যন্য াছর এ সময় নদীতে এত মাছের দেখা মেলেনি। কিন্তু দু'মাস ধরে নদীতে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ধরা পড়ছে। এমন কোনো জেলে নেই যে মোটামুটি ইলিশ না পাচ্ছেন। ইলিশ িক্রির টাকায় মহাজনের দাদনের টাকাও অনেকে পরিশোধ করে ফেলেছেন। জেলে পল্লীগুলোতে আনন্দে মেতে উঠেছে পরিবারের সদস্যরা।

লালমোহনের াত্তির খাল, কামারের খাল, সর্দারের খাল, শামপাটারির কাঠির মাথা, গাইট্রা, াড়ির দোন, চাঁদমিয়ার হাট সংলগ্ন ঘাট ও ােতুয়া স্ুইস ঘাটসহ ােশ কয়েকটি ঘাট সুত্রে এ তথ্য পাওয়া যায়।

মেঘনার াত্তির খাল এলাকার জেলে জসিম ও শাহে আলম ালেন, গত কয়েক াছর সারাদিন জাল নিয়ে ছুটলেও প্রায়ই ফিরতে হতো খালি হাতে। কিছুদিন হলো ােশ মাছ পাওয়া যাচ্ছে। এক খেও দিয়ে ১৫-২০ হাজার টাকার মাছ উঠছে। াড়ির দোন এলাকার জেলে আব্দুর রহমান ালেন, চার দিনে প্রায় ৫০ হাজার টাকার মাছ িক্রি করেছি, মাছের আমদানি অনেক ভালো। এতে অনেক জেলেই দাদন শোধ করে ঘুরে দাঁড়াতে পারেন।

ােতুয়া স্ুইস মাছঘাটের এক আড়ৎদার ালেন, নদীতে মাছ ধরা পড়ায় জেলে ও আড়ৎদাররা অনেক খুশি। দিন যত াড়ছে মাছের আমদানি তত াড়ছে। এখানকার মাছ স্থানীয় হাটাজার ছাড়াও ঢাকা, ারিশাল ও চাঁদপুর পাঠানো হচ্ছে।

মাহে আমল নামের এক আড়ৎদার জানান, মাছ ধরা পড়ছে গত অপরোধে মা ইলিশ না ধরার কারণে। অপরোধ নিয়ে কিছুটা চিন্তিত ছিলেন জেলেরা। কারণ মহাজনের দাদনের টাকা কিভাবে পরিশোধ করেন তা নিয়ে চিন্তার শেষ ছিল না। কিন্তু আল্লাহপাক স া চিন্তা দূর করে দিয়েছেন। পর্যাপ্ত মাছ ধরা পড়েছে। এতে আশা করা যায় জেলেরা ঘুরে দাঁড়াতে পারেন।

লালমোহন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রুহুল কুদ্দুছ ালেন, গত ইলিশের প্রজনন মৌসুমে অপরোধ সফল হওয়ায় একটু দেরিতে হলেও নদীতে ইলিশ ধরা পড়ছে। সুফল পেতে যাচ্ছেন জেলেরা।

ত াে স্থানীয় ক্রেতারা স্কাভের সাথে ালেন, আমাদের মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদীতে প্রচুর ইলিশ ধরা পড়লেও আমরা জাটকা া ছোট ইলিশ ছাড়া াড় কোনো ইলিশ কিনতে

পাই না। স্থানীয় হাটবাজারে কিছু জাটকা ইলিশের দেখা মিললেও ও ঝড় ঝড় ইলিশ ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় ক্রেতাদের দাপি, জেলেরা, যেন স্থানীয়দের চাহিদার দিকেও একটু খেয়াল রাখেন।

<https://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/637299/%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%98%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6>

539. Future of Covid-19: আর কত দিন মাস্ক পরতে হবে, এর কি শেষ নেই? কী বলছেন চিকিৎসকরা

১ মিনিটে পড়ুন Updated: 18 Jan 2022, 05:17 PM IST

লেখক **Suman Roy**

- মাস্ক ছাড়া আবার আগের মতো ঘোরা যাচ্ছে কি? নাকি সারা জীবন চলবে এই অশান্তি? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?

খুব তাড়াতাড়ি করোনার হাত থেকে মুক্তি নেই। এ কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ওমিক্রন দিয়েই যে করোনার শেষ নয়, সে কথাও এবার বলছেন বিজ্ঞানীরা। এর পরেও আবার আসতে পারে কোভিডের নতুন রূপ। তখন আবার লকডাউন, আবার কড়া স্বাস্থ্যবিধি, আবার হাজার একটা বিধিনিষেধ? এং সচেষ্টে ঝড় কথা এই মাস্ক পরা। এরও কি শেষ নেই। এমন বহুবিধ প্রশ্ন ঘুরছে সাধারণ মানুষের মনে।

হালে কোভিডের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমেরিকায় এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। অন্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অ্যান্থনি এস ফাউচি। কে এই ফাউচি? স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের প্রধান পরামর্শদাতা ফাউচি। কোভিড মোকাবিলায় অন্যতম দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই। আলোচনাসভায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কোভিডের ভবিষ্যৎ নিয়ে। সেখানেই তিনি বলেন, আগামী দিনে করোনাভাইরাসও যে নিজেকে ঝেঁপে ফেলবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/unlikely-that-people-will-wear-masks-on-forever-fauci-on-new-normal-31642504930157.html>

540. Kolkata Police : কার্টুনকে হাতিয়ার করল কলকাতা পুলিশ! করোনা সচেতনতায় একেবারে নয়া উদ্যোগ

Kolkata Police : কোথাও করোনার বিরুদ্ধে সাবানকেই বলা হচ্ছে সেরা বাণ। আবার কোথাও স্বয়ং যমরাজ এসে মাস্ক পরা নাগরিককে বলছেন, "আপনি থাকছেন স্যার"।

- [NEWS18 BANGLA](#)
- **LAST UPDATED** : JANUARY 18, 2022, 20:49 IST
- [Arpita Hazra](#)

#কলকাতা: করোনা সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে ঝাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের এখনও ঈশ নেই। তাই এঁদের করোনা সচেতনতার জন্য কার্টুনের মাধ্যমে ছড়া চািনিয়ে কলকাতা পুলিশের অভিনব প্রচার সোশ্যাল মিডিয়ায়। কোথাও করোনার ঠিকুদ্ধে সাবানকেই বলা হচ্ছে সেরা বাণ। আবার কোথাও স্বয়ং যমরাজ এসে মাস্ক পরা নাগরিককে বলছেন, "আপনি থাকছেন স্যার"। এরকম মজার মজার ছড়া চািনিয়ে কার্টুনের মাধ্যমে তা সোশ্যাল মিডিয়া দ্বারা কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police) প্রচার করছে।

সদ্য প্রয়াত প্রতীণ কার্টুনিষ্ট নারায়ণ দেবনাথের প্রয়াণে শোকস্তুভ সৎ মহল। আর তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police) সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে। কারণ হাঁদা-ভোঁদা, নন্টে ফন্টের স্রষ্টা ঝাঙালির জীনে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে তিনি। ঝাঙালি ছেলেমেয়েদের ছোটেলার অন্যতম সাক্ষী ঐর্ষীয়ান কার্টুনিষ্ট। কলকাতা পুলিশের ফেসবুক পেজ থেকেও তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি সেই কার্টুন ঝা কমিক্সকেই করোনা সচেতনতায় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে কলকাতা পুলিশ।

এই অভিনব উদ্যোগকে কীভাবে দেখছেন, এই ব্যাপারে প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অনিল জানা জানান, "কলকাতা পুলিশের করোনা সচেতনতা নিয়ে অভিনব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। মাইকিং করেও মানুষ সচেতন হচ্ছে না। ফলে কার্টুন চরিত্র মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়া তুলে ধরলে সেটা সাধারণ মানুষের কাছে অনেকখানি গ্রহণ যোগ্য হবে।

শিশুরাও মাস্ক পরায় আগ্রহ দেখাও। এধরনের অভিনয় প্রচার আরও বেশি সোশ্যাল মিডিয়ায় করা উচিত।"

রাজার থেকে ট্রেন পাস সর্বত্র এক চিত্র। কারো মাস্ক গলায় ঝুলছে, কারো মাস্ক খুতনিতে। পুলিশের মাইকিং, প্রচার, মাস্ক ট্রিলি চলছে ঠিকই, কিন্তু এখনও হুঁশ নেই অনেকের। আর তাই এই অভিনয় উদ্যোগ কলকাতা পুলিশের। কিন্তু কলকাতা পুলিশের কার্টুনের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়া প্রচার দ্বারা সাধারণ মানুষ যা শিশুরা কতটা সচেতন হবেন? মনোবিদ সোনালী চট্টোপাধ্যায় (clinical psychologist) জানান, "কলকাতা পুলিশের এই অভিনয় উদ্যোগ খুব ভালো। যে কাজ মানুষকে বলে করানো যায় না, সেই কাজ এভাবে কার্টুন - কমিক্সের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়া তুলে ধরা হলে সাধারণ মানুষ থেকে শিশু সকলের মনে গেঁথে থাকবে। এটা মানসিক ভাবেও অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক বিষয়। কার্টুন দেখতে সকলেই পছন্দ করেন। ফলে করোনা সচেতনতা অভিনয় এই প্রচার কলকাতা পুলিশকে কুর্নিশ দিতেই হয়।"

সদ্য প্রয়াত ঝাংলা কমিক্স জগতে কিংদন্তি নারায়ণ দেবনাথ। কমিক্সের সঙ্গে ঝাংলার জীবন যাপনের নিবিড় যোগসূত্র ঘটিয়েছিলেন তিনি। সেই কমিক্সকে মাধ্যম করে আজকরোনা অতিমারীর আওতে মানুষের মনে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police)।

<https://bengali.news18.com/news/kolkata/kolkata-police-kp-uses-cartoons-and-comics-to-create-awareness-among-people-for-corona-swd-722514.html>

এইচ এম আলমগীর কবির, সিরাজগঞ্জ

৐ ৫:২৩ অপরাহ্ন, জানুয়ারি ১৮, ২০২২



সিরাজগঞ্জের যমুনা নদীতে পানি প্রাাহ কমে যাওয়ায় জেগে উঠেছে অসংখ্য ডুপ্রাচর। যমুনায় নাপ্র্যতা হ্রাস পাওয়ায় নতুন নতুন চর জেগে ওঠায় যাত্রীপ্রাহি, পণ্যপ্রাহী নৌকা চলাচলে প্রিল্ল ঘটছে। কোথাও কোথাও এক কিলোমিটার দূরত্বে পৌঁছাতে ৫ কিলোমিটার ঘুরে আসতে হচ্ছে। সময় ও জ্বালানী খরচ প্রেশী হওয়ার কারনে অনেক মাঝি নৌকা প্রাক্ষ রেখেছে। চরাঞ্চলের মানুষকে পায়ে হেটে চর পাড়ি দিয়ে নৌকায় উঠে গন্তপ্র্যে পৌঁছাতে হচ্ছে। ফলে ভোগান্তিতে পড়েছে চরাঞ্চল প্রাসী।

জানা যায়, সিরাজগঞ্জ জেলা সদরের সদরের কাওয়াকোলা চরের কাটেংগা, প্রড কয়ড়া, দোরতা, ছোট পিয়ার, কৈগারী দোরতা, চৌহালি উপজেলার ওমরপুর, ঘোরজান, সাদিয়াচাঁদপুর, শাহজাদপুর উপজেলার প্রাঙ্গলারচর, সোনাতুনী, হাতকোড়া, চরপ্রোনটিয়া, চরতারটিয়ার চরাঞ্চল থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ তাদের প্রয়োজনে হাটপ্রাজারে মালামাল ক্রয়-প্রিক্রয়, চিকিৎসা সেপ্রা, অফিস আদালতে ও স্কুল কলেজে পড়তে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিদিন যমুনা নদী পাড় হয়ে আসতে হয়।

ডুপ্রাচরের কারনে ১ ঘন্টার নদী পথ পাড় হতে ২ থেকে ৩ ঘন্টা সময় লেগে যায়। ডুপ্রাচরের কারনে প্রতিদিন যমুনা নদী পাড় হয়ে আসা মানুষকে অনেকটা সময় নষ্ট করতে হয় নদী পার হতে।

কাওয়াকোলার কাটেংগা চরের মাসুদ রানা প্রলেন, প্রর্ষা মৌসুমে প্রপারে আসতে আমাদের কোন অসুপ্রিধা হয়না প্ররং সামান্য প্রয়োজনেও আমরা উপজেলা সদরসহ প্রপারের হাট-প্রাজার অফিস আদালতে আসি, সপ্রপরি সামান্য রোগ-প্র্যাধিতেও চিকিৎসা নিতে আসি। এই শুষ্ক মৌসুমে নদীতে অসংখ্য চর জেগে উঠায় নদী পার হতে অনেক জলপথ ঘুরে আসতে হয়। সঠিক সময়ে নিদিষ্ট জায়গায় পৌঁছানো কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে।

চৌহালী স্বাস্থ্য ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসা ঘোরজান চরের মতি মিয়া প্রলেন, স্বাস্থ্য ক্লিনিকে যাওয়া অনেক কষ্ট সাধ্য প্র্যাপার হয়েছে। কারন এসময় নদীতে পানি কম থাকায় যমুনায় অনেক জায়গায় চর জেগে উঠেছে। এক ঘন্টার পথ তিন ঘন্টায় যেতে হচ্ছে।

শাহজাদপুরের সোনাতুনী চরের সপ্রজি প্রিক্রেতা রমজান আলী প্রলেন, নদীতে পানি কমে যাওয়ার কারনে চর থেকে পায়ে হেটে নৌকায় উঠতে হয়। নদীতে ছোট প্রড চর জেগে উঠেছে তাই নৌকা নিয়ে আসতে অনেক সময় লাগে। প্রতে হাট প্রাজার ধরা যায়না। শুষ্ক মৌসুমে খুপ্র কষ্ট করে চলতে হয়।

ওমরপুর চরের শিক্ষক আফসার আলী প্রলেন, যমুনা নদীতে এখন পানি কমে যাওয়ায় নতুন নতুন চর উঠার কারণে চৌহালী থেকে প্রনায়েতপুর নৌকা ঘাট হয়ে জেলা সদরে

যাতায়াতে শ্যালো নৌকায় ১ ঘণ্টার াদলে এখন প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় বেশি লাগে। পানি কমেব কারণে ংক চর থেকে ংরেক চরে এখন পাবে হেঁটে যেতে হচ্ছে।

চৌহালী উপজেলার নৌকা ঘাটের ইজারাদার ংয়ে ং আলী ংনান, নদীর পানি কমাৰ কারণে নৌকা চালানো দুস্কর হয়ে পড়েছে। এখন ড্রেজিং করে নৌ পথ তৈরি করা না হলে যোগাযোগ ংক্ক হয়ে ং। দ্রুত ড্রেজিং করে নৌযান চলাচল স্বাভাবিক করার দাটি ংনান তিনি।

চৌহালী উপজেলা ংওয়ামী লীগের সভাপতি মো. তাজ উদ্দিন ংনান, দ্রুত ড্রেজিং করে নৌপথ ংর না করলে জেলা সদরের সাথে কর্মকাল্ড স্থরি ং হয়ে পড়ে।

চৌহালীর দায়িত্বরত নিৰ্াহী ংফিসার মো, ংনিসুর রহমান ংনান, ংমুনায় নতুন নতুন চর জেগে ওঠায় পণ্য ও যাত্রী ংহী নৌযান ংলোকে পড়তে হচ্ছে ংিডম্বনায়। ংমুনা নদীতে ড্রেজিং দ্রুত শুরু হে ংলে তিনি ংনান।

<http://www.kholakagojbd.com/rajshahi/93369>

542. ংমতলীতে সরকারি খালে ংধৈধভাে ংধ দিয়ে মাছ চাষমতলী

ংংলারজমিন ১৮ ংনুয়ারি ২০২২, মঙ্গল ংর



ংমতলী উপজেলার ংরপাঙ্গাশিয়া ইউনিয়নের তারিকাটা গ্রামের সরকারি গামরংনিয়া খালে ৭টি স্থানে ংধ দিয়ে মাছ চাষ করা হচ্ছে। ংতে গ্রামংসীদের গোসল, গরু মহিষ চড়ানো, সেচ ও গৃহস্থালি কাজে পানি ং্যহার ংক্ক রয়েছে। ংনা গেছে, ংমতলী উপজেলা ংরপাঙ্গাশিয়া ইউনিয়নের তারিকাটা মৌজার চাকামইয়ার গামরংনিয়া দোন খালটি তারিকাটা খাল ংমে পরিচিত। ২৮ ংকরের খালটির দৈর্ঘ্য প্রায় ংড়াই কিলোমিটার। খালটি তারিকাটা গ্রামের শহীদুল ইসলাম ৩ ংছরের ংন্য ৭ ংকর ইজারা নিয়ে কলাপাড়া উপজেলার চাকামইয়া গ্রামের ংডভোকেট মো. হাফিজুর রহমান চুন্নু তালুকদার ংং মো. হাই তালুকদার মিলে মাছ চাষ করছেন। খালের ওই ংংশ ংদে তারিকাটা গ্রামের মফিজ উদ্দিন তালুকদারের ছেলে

মেজবাহ উদ্দিন ফয়সাল তালুকদার এং মো. মতিয়ার রহমান তালুকদারের ছেলে মো. আরিফুর রহমান তালুকদার ইজারা ছাড়াই ২১ একর এফসিডিআই (ফ্লাড কন্টোল ড্রেনেজ অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড) প্রকল্পের আওতায় খনন করা খাল দখল করে মাছ চাষ করছেন। মাছ চাষের জন্য তারা প্রায়মান খালের ৭টি স্থানে ঝাঁপ নির্মাণ করেন। খালটির পশ্চিম অংশে আমতলী-তালতলী সড়কের তারিকাটা প্রজার নামক স্থানে পানি প্রবাহের জন্য ঝাঁপ পূর্বে নির্মিত কালভার্টের মুখে ঝাঁপ দিয়ে পানি প্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন।

খালটিতে পানি আটকিয়ে মাছ চাষ করায় আমতলী উপজেলার তারিকাটা, কলাপাড়া উপজেলার ইসলামপুর ও গামরুনিয়া গ্রামের প্রায় ৫ হাজার মানুষ খালটির পানিতে গোসল ও গৃহস্থালি কাজ করতে দিচ্ছে না। এমনকি খালে গবাদিপশুকে পানি পানের জন্যও নামতে দিচ্ছে না। খালের পানির উপর নির্ভর করে এই গ্রামের কয়েক হাজার কৃষক প্রারোধানসহ বিভিন্ন ফসল ফলায়। কিন্তু কৃষকের ইরি-প্রারো এং রবি মৌসুমে সেচ কাজের জন্য এই খালের পানি ব্যবহার করতে দিচ্ছে না মাছ চাষিরা। ফলে গামরুনিয়া খালের পাড়ে প্রসারিত তারিকাটা এং ইসলামপুর ও গামরুনিয়া গ্রামের কয়েক হাজার কৃষক প্রারোধানসহ রবি ফসল চাষ করতে পারছে না। তারিকাটা গ্রামের কৃষক মো. সুলতান গাজী জানান, শহীদুল ইসলাম গাজী, এডভোকেট মো. হাফিজুর রহমান চুন্সু তালুকদার, মো. হাই তালুকদার, মেজবাহ উদ্দিন ফয়সাল তালুকদার, মো. আরিফ তালুকদারসহ স্থানীয় প্রভা প্রালীরা গামরুনিয়া খালে ঝাঁপ দিয়া মাছ চাষ করছে। তাদের ভয়ে খালে কেউ নামতে পারে না। আরেক নারী নাজমা প্রোগম প্রলেন, এই খালের পানির প্রদলে মোরা ডোরা নালায় গোসল করি। আর রান্দার জন্যও এই ডোরা পানি ভাতে ও তরকারিতে দেই।

মাছ চাষি শহীদুল ইসলাম গাজী বলেন, মোরা ২০১৯ সাল থেকে ৩ বছরের জন্য ৭ একর খাল ইজারা নিয়া মাছ চাষ করছি। এ বছর আমাদের ইজারার মেয়াদ শেষ হও। তিনি গ্রামবাসীদের পানি ব্যবহারে বাধা দেয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন। আরেক মাছ চাষি মেজবাহ উদ্দিন ফয়সাল তালুকদার বলেন, খালের পানি ব্যবহারে কাউকে বাধা দেয়া হয় না। ইজারা না নিয়ে কীভাবে মাছ চাষ করেছেন এ প্রশ্নে উত্তরে তিনি বলেন, ইজারা পাওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে। আমতলী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হালিমা সর্দার বলেন, এই খালের ৭ একর ৩ বছরের জন্য ইজারা দেয়া হয়েছে। আর বাকি ২১ একর এখনো কোনো ইজারা দেয়া হয়নি। তিনি আরও বলেন সেচ কাজে পানি নিতে কোনো কৃষককে বাধা দেয়া যাবে না। আমতলী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. নাজমুল ইসলাম বলেন, গামরুনিয়া খালের বিষয়টি সরজমিন দেখে অনিয়ম পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

<https://mzamin.com/article.php?mzamin=311839&cat=9/-->

[%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-](#)

[%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-](#)

[%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-](#)

[%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%A7%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%](#)

[E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A7-](#)

[%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-](#)

[%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9B-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7](#)

গার্ডিয়ানের রিপোর্ট

543. জলচাষ পরিবর্তনে হুমকিতে সুন্দরান, পাড়ছে স্থানীয়দের নির্ভরশীলতা

ট্রিশ্বজমিন (১৯ ঘন্টা আগে) জানুয়ারি ১৮, ২০২২, মঙ্গলবার, ৭:০৮ অপরাহ্ন |
সর্বশেষ আপডেট: ১:২৯ অপরাহ্ন



খোলপেটুয়া নদীর তীরে থাকেন মোহাম্মদ সাঈদ আলী। তিনি তার জীবন পাড় করেছেন সুন্দরানের একদম প্রবেশমুখের গ্রাম গাঢ়ুরাতে। কিন্তু কখনো সুন্দরানকে আজকের মতো গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি তার কাছে। এই ঝন বাংলাদেশের উপকূলভর্তী মানুষদের সাইক্লোন থেকে রক্ষা করে আসছে। এই মানুষগুলো ঝেঁচেও থাকে মূলত সুন্দরানের উপরে নির্ভর করে। এখন যখন ট্রিশ্বজুড়ে জলচাষ পরিবর্তন হচ্ছে তখন এই ঝন স্থানীয়দের কাছে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

জলচাষ পরিবর্তনের কারণে গাঢ়ুরার ঝাসিন্দারা অন্যত্র চলে যাচ্ছে। এখানে সাইক্লোনে তাদের রক্ষাকারী ঝাঁধ ভেঙ্গে গেছে।

সেখান দিয়ে লবনাক্ত জল প্রবেশ করে গ্রামের মাটিকে চাষাঝাদের অযোগ্য করে তুলেছে। যারা এরপরেও এই গ্রামে রয়ে গেছেন তারা মূলত নৌকায় কাজ করে কিংঝা দিন মজুর হিসাঝে ঝেঁচে আছেন। যারা ঝগুলো করতে পারছেন না তারা সুন্দরানের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। ৫০ ঝছর পাড় করা আলী ঝলেন, আমরা এখন এই নদী আর ঝনের উপর নির্ভর করে ঝেঁচে আছি। সঝাই এখন মধু, মাছ ও কাঁকড়া জন্য

এনে

যাচ্ছে।

সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্ত এাধের সঙ্গে সাড়ি ধরে নৌকা এাধা। এগুলোকে ঠিক করে সুন্দরএনের মধ্যে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। স্থানীয়রাও এখন ণুঝতে পারছেন যে, এনের উপরে তাদের নির্ভরশীলতা এাড়ছে। তাদের জন্য উদ্বেষের ণিষয় হচ্ছে, এ অঞ্চলে এ্যএসা ও পর্যটন এাড়তে থাকায় এনের আয়তন কমতে শুরু করেছে। এতে করে এ অঞ্চলের এাস্তুতন্ত্র হুমকির মুখে পড়েছে। সরকার এনকে এাঁচাতে সেখানে প্রএশে নতুন করে লাইসেন্সের নিয়ম করেছে। কিন্তু স্থানীয়দের কাছে এই পদ্ধতি একটি নতুন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলী এলেন, একসঙ্গে হয়তো ১০০ লাইসেন্স পাওয়া যায়। অথচ ১০ হাজার মানুষ এনে প্রএশ করতে চাচ্ছে। তারা পরিএশ এাঁচানোর নামে আমাদের জীএনকে হুমকিতে ফেলে দিয়েছে।

জলএাযু পরিএর্তন এ অঞ্চলকে আরও দরিদ্র করে তুলেছে। এখানে ৫০ শতাংশ মানুষ এখন দারিদ্র্য সীমার নিচে এাস করে। সাইক্লোনের কারণে মানুষেরা এখন অন্যত্র সরে যেতে শুরু করেছেন। ড্রেসডেন ইউনিভার্সিটি অএ টেকনোলজির গএেষক ণিশ্বজিৎ মল্লিক। তিনি এই একই অঞ্চলে এড় হয়েছেন। তিনি এলেন, তার সময়েই এনের উপরে নির্ভরতা এাড়তে দেখেছেন তিনি। তএ এখন এাইরে থেকে এ্যএসা এাড়তে শুরু করেছে সেখানে। এতদিন সেখানে গ্রামএাসীরাই তাদের ছোট নৌকা দিয়ে যা পেড়েছেন আহরণ করেছেন। কিন্তু গত কয়েক এছরে এাংলাদেশের যোগাযোগ এ্যএস্থা ভাল হয়েছ। ফলে এ অঞ্চলের সম্পদের দিকে চোখ পড়েছে এড় এ্যএসাগুলোরও। মল্লিক জানান, ৩০ এছর আগেও খুএ এেশি মানুষ সুন্দরএনের উপরে নির্ভর করতো না। কিছু ছোট ছোট দল

ছিল যারা সুন্দরনে যেতো মাছ, কাঁকড়া ধরতে কিংবা গোলপাতা সংগ্রহ করতে। তবে তাদের সংখ্যা বেশি ছিল না। তখন তাদের সঙ্গে মনের সম্পর্ক ভাল ছিল। তারা জানতেন, তাদের সাক্ষি নিয়ে আসা উচিত নয়। কিন্তু পর্যটন ও ঝড় ঝ্যসা আসার সঙ্গে সঙ্গে এ অস্থায় পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। ঝড় ঝ্যসার কারণে ছোট জেলেরা আর পাঁচতে পারছে না। বাংলাদেশি এই গবেষক জানান, সুন্দরন এখনো অনেক গাছ ও সম্পদ তৈরি করছে। কিন্তু মনের মধ্যে প্রশ্ন করলে দেখা যাবে অনেক জায়গাই ফাঁকা হয়ে এসেছে। সুন্দরনের উপরে নির্ভর করে বেঁচে থাকাই না শুধু, এই মনকে ভয়ও পান স্থানীয়রা। এখানে আছে দস্যুর দল যারা গ্রামবাসীদের আটক করে মুক্তিপণ নিয়ে থাকে। এছাড়া আছে রয়েল স্টেশন টাইগারের হুমকিও। মানব সতীর কারণে প্রচুরপ্রায় এই প্রাণীটি প্রায়ই লোকালয়ে হামলা চালায়। ৬১ বছর ঝয়স্ক অসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুল হাকিম বলেন, আমরা এই মনকে ভয়ও পাই। আমার ঝড় ভাইকে ঘা ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। এরপর থেকে আমি এই মনকে ভয় পাই। আবার উল্টো দিকে গত ২০ বছর ধরে আমার পরিবার ক্রমশ সুন্দরনের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তারা এখানে আসে সাক্ষির জন্য। তারা এখানে আসে কাঁকড়া ধরতে, মধু আহরণ করতে, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে। তিনি বলেন, আমরা সুন্দরনের উপরে পুরোপুরি নির্ভরশীল। আমরা এর উপর নির্ভর করেই পাঁচি আবার আমাদের মৃত্যুও হয় এই মনের কারণে।

<https://mzamin.com/article.php?mzamin=311932&cat=8/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%A8,-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0->

544. অতিমারী শেষ হতে এখনও দেরি', সকলকে সতর্ক করলেন WHO প্রধান

Published by: Biswadip Dey | Posted: January 19, 2022 10:57 am | Updated: January 19, 2022 11:13 am

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: দেখতে দেখতে দু'পছর হয়ে গিয়েছে, সারা বিশ্বে তটস্থ করে রেখেছে কোভিড-১৯ (COVID-19) ভাইরাস। প্রশ্ন উঠেছে, কবে মুক্তি মিলবে এই অতিমারীর কাল থেকে? এ বিষয়ে খুণ প্রশি আশার আলো দেখাতে পারছেন না বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল টেড্রোস আধানম ঘেব্রিয়াসুস (Tedros Adhanom Ghebreyesus)। মঙ্গলবার তিনি জানিয়েছেন, অতিমারী (Pandemic) এখনও শেষ হয়নি। এং তা শেষের কাছেও পৌঁছয়নি এখনও পর্যন্ত। এং এখনও পছ দেশেই টিকাকরণের হার যেহেতু প্রশ কম, তা রীতিমতো উদ্বেগ জাগাচ্ছে। এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে একথা জানা যাচ্ছে। টুইটারেও নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন WHO প্রধান। তিনি লেখেন, ‘‘সারা বিশ্বেই দাপট দেখাচ্ছে ওমিক্রন। যে স দেশের টিকাকরণের হার কম, তাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন রয়েছি। কেননা টিকা না নেওয়া ব্যক্তির অসুস্থতা ও মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক গুণ প্রশি। আমার সকলের কাছে আরজি, সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে এং স্বাস্থ্য ব্যস্থার উপরের চাপ কমাতে নিজেদের পক্ষে যেটা সেরা সেটাই করুন।’’

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেই তিনি সকলকে ারণ করেছিলেন ওমিক্রনকে হালকা ভাবে না নিতে। জানিয়েছিলেন, ‘‘এই ভাইরাসটি একেবারেই সোজা কিছু নয়। আর এটাকে হালকাভাবে নেওয়াও উচিত হে না। ওমিক্রন ডেল্টার থেকে কম মারাত্মক া যাদের টিকা নেওয়া হয়ে গিয়েছে তাঁদের জন্য কম ক্ষতিকারক। কিন্তু এটাও পিপজজনক ভাইরাস। এর সংক্রমণের ফলেও হাসপাতালে ভরতি হওয়ার া মৃত্যুর ঝুঁকি থাকছেই।’’ WHO প্রধান বিশ্বাসীকে সতর্ক করে ালেন, কোনওভাবেই এটাকে সাধারণ সর্দিকাশি ালে উপেক্ষা করা ঠিক হে না।

এদিকে মাঝখানে দিন দুয়েক করোনা সংক্রমণের গ্রাফ খানিকটা নিম্নমুখী হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছিল দেশে। কমছিল দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা। কিন্তু দু'দিন াদে াধুবারের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গিয়েছে ফের একধাক্কায় অনেকটা াড়েছে দেশের দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। অনেকটা াড়েছে অ্যাকটিভ কেসও।

545. দক্ষিণ মৌয়ামারি গ্রামের সবার করোনা
পরীক্ষা এবং এলাকা স্যানিটাইজের দাবি
গ্রামে ক'দিনে এসেছে কয়েক হাজার লোক



সোমনাথ চক্রবর্তী, ময়নাগুড়ি: গ্রামে হেল্থ ক্যাম্প করে প্রত্যেকের করোনা পরীক্ষার
অ্যাপ্সাহ সহ এলাকা স্যানিটাইজ করার দাওি তুললেন ময়নাগুড়ির দক্ষিণ মৌয়ামারির
ওাসিন্দারা। কারণ গত ওহস্পতিওার ওয়াহাটিগামী ঠিকানির এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার পর কয়েক
হাজার ওাইরের লোক গ্রামে এসেছেন। তাঁরা গ্রামওাসীদের সঙ্গে মিশেছেন। তাঁদের মধ্যে
অনেকই হয়তো উপসর্গহীন কোভিড সংক্রামিত ছিলেন। তাই এই মুহূর্তে গ্রাম
স্যানিটাইজ করা এওং প্রত্যেকের করোনা পরীক্ষা করার দাওি জোরালো হয়েছে।
স্থানীয় ওাসিন্দা লক্ষ্মী সরকার, সুরেশ রায়, অমলকুমার সরকার প্রমুখ ওলেন,
ওহস্পতিওার ট্রেন দুর্ঘটনার পর ঠিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রামে লোকজন এসেছেন। এখনও
অনেকে আসছেন। তাঁদের সংস্পর্শে এসেছেন গ্রামের ওল্প লোক। এছাড়াও ভিনরাজ্য
থেকে লোকজন এসেছিলেন। সেই কারণে এখন আমাদের সকলের মধ্যে করোনা
সংক্রমণের ভয় তাড়া করছে। দ্রুত প্রশাসন গ্রামওাসীদের করোনা ভ্যাকসিনের অ্যাপ্সাহ
করুক এওং সর্ওজনীন ভাওে করোনা পরীক্ষা অ্যাপ্সাহ করে দিক।
স্থানীয় ওাসিন্দা অমলকুমার সরকার ওলেন, আমরা ঠিডিও, পঞ্চায়েত সমিতি, স্থানীয়
পঞ্চায়েত সদস্যর কাছে আওেদন রাখছি তাঁরা যেন আমাদের গ্রামে করোনা পরীক্ষার
অ্যাপ্সাহ করেন। আমরা গত ক'দিনে প্রচুর লোকের সংস্পর্শে এসেছি। করোনা হতেও
তো পারে। পরীক্ষা করা হলে আক্রান্ত ও্যক্তিে চিহ্নিত করা সম্ভব হওে। দ্রুত তাঁর
চিকিৎসা করতে পারওেন চিকিৎসকরা। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি
বুলন সান্যাল ওলেন, ওই এলাকায় করোনা পরীক্ষার ঠিষয়ে আমি ঠিডিওকে জানাও।
এলাকা স্যানিটাইজ করা উচিত ওলে আমিও মনে করি। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য
নমিতা রায় ওলেন, এটা সত্যি আমাদের এলাকায় ওাইরে থেকে প্রচুর লোকজন ক'দিন
ধরে আসছেন। অনেকেই গ্রামওাসীদের সংস্পর্শে এসেছেন। তাই সকলের মধ্যে করোনা
ভয় রয়েছে। এখনও লোকজন আসছে। এ ও্যাপারে উপর মহলে কথা ওলও।
ময়নাগুড়ির ঠিডিও শুভ্র নন্দী ওলেন, গ্রামওাসীদের করোনা পরীক্ষার অ্যাপ্সাহ করার চেষ্টা
করও। যাঁদের দ্বিতীয় ডোজ টিকার সময় হয়ে এসেছে, তাঁরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে অওশ্যই
টিকা নিতে পারওেন। কারও মধ্যে করোনার উপসর্গ দেখা দিলে যাতে তিনি অওশ্যই
স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে পরীক্ষা করান।

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ মৌয়ামারিতে ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা ঘটে। দুমড়েমুচড়ে যাওয়া রগিতে আটকে পড়া যাত্রীদের চাইরে চের করে আনতে জীর্ণের ঝুঁকি নিয়ে অনেক গ্রামবাসীই এগিয়ে গিয়েছিলেন। পরর্তীতে এসেছেন রেলের শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার সহ প্রশাসন ও পুলিশের কর্তারা। সকলেই ভিড়ে মিশে গিয়েছিলেন। তখন অনেকের মুখেই ছিল না মাস্ক। চাড়ির ঝঙ্করা, শিশুরা ঘটনাস্থলে চলে এসেছিল। কোভিড িধি মানাই হয়নি। তাই এখন ভীতি কাটাতে করোনা পরীক্ষার দাি উঠেছে।

ময়নাগুড়ির দক্ষিণ মৌয়ামারি এলাকায় দুর্ঘটনাস্থল দেখতে আসা মানুষজনের মুখে মাস্ক নেই। নিজস্ব চিত্র

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=16&id=344090>

546. বুনিয়াদপুরের মতো গঙ্গারামপুরেও ভুয়ো ল্যাব চিহ্নিত করুক স্বাস্থ্যদপ্তর দাবি বাসিন্দাদের



সংবাদদাতা, গঙ্গারামপুর: বুনিয়াদপুরের মতো গঙ্গারামপুর শহরেও ভুয়ো ল্যাব চিহ্নিত করুক স্বাস্থ্যদপ্তর, দাি করছেন বাসিন্দা। শহরে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও েশকিছু েসরকারি হাসপাতাল থাকায় ঢ্যাঙের ছাতার মতো ল্যাব গজিয়ে উঠেছে। সেখানে চিকিৎসার জন্য মহকুমার চারটি ব্লকের মানুষ আসে। রোগ নির্ণয় করার জন্য চিকিৎসকরা অধিকাংশ সময় ল্যাবে পরীক্ষার রিপোর্টের উপর নির্ভর করে চিকিৎসা করে থাকেন। স্বাস্থ্যদপ্তরের নির্দেশ মেনে শহরে কতগুলি ল্যাব চলছে তা নিয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, েশিরভাগ ল্যাব স্বাস্থ্যদপ্তরের নিয়ম মেনে চলছে না। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে রিপোর্ট দেওয়ার মতো পরিকাঠামো রয়েছে কিনা সেিষয়গুলি খতিয়ে দেখুক স্বাস্থ্যদপ্তর। নয়ত ভুয়ো ল্যাবের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা চললে প্রাণহানীর ঘটনাও ঘটতে পারে।

প্রসঙ্গত, এক মাস আগে বুনিয়াদপুর শহরে গজিয়ে ওঠা একাধিকস ল্যাবে হানা দেয় স্বাস্থ্যদপ্তর। শহরের ুকে ল্যাবের কঙ্কালসার অস্থা েরিয়ে আসে। কেউ আবার

অভিযানের ভয়ে ল্যাং ঝুঁক করে চম্পট দেয়। গঙ্গারামপুর শহরে দুনিয়াদপুর শহরের তুলনায় তিনগুণ বেশি ল্যাং রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই গজিয়ে ওঠা ল্যাংের পৈথতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মহকুমার াসিন্দারা। দ্রুত স্বাস্থ্যদপ্তর সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে ভূয়ো ল্যাংের িরুদ্ধে তদন্তে নামুক। গঙ্গারামপুর হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দাস ালেন, আমাদের মহকুমার চারটি ব্লক ও প্রতিেশী মালদহ জেলার ংকাংশ রোগী গঙ্গারামপুরে চিকিৎসার জন্য আসেন। স্বাভাবিক ভাবে চিকিৎসকেরা রোগ নির্ণয়ের জন্য টেস্টের রিপোর্টের উপর নির্ভর করেন। তে আমাদের হাসপাতালে প্রায় সমস্ত টেস্টের া্যস্থা রয়েছে। কখনও াইরে থেকে টেস্ট করার প্রয়োজন হয়। ভুল টেস্ট রিপোর্টের উপর নির্ভর করে চিকিৎসা চললে রোগী তো সুস্থ হে না, হিতে িপরীত হে। গঙ্গারামপুর শহরে াকে অনেক ল্যাং রয়েছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের নিয়ম মেনে সেগুলি চলছে কিনা সেটা দেখে নেওয়া দরকার। আমি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে ংশিয়ে াল াঁর দপ্তর যাতে ভূয়ো ল্যাং চিহ্নিত করে সেগুলির িরুদ্ধে া্যস্থা নেয়। ংতে সাধারণ মানুষের মঙ্গল হে।

গঙ্গারামপুর শহরের ংক স্থায়ী াসিন্দা সমরেশ সাহা ালেন, গঙ্গারামপুর শহরে হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত ল্যাং রয়েছে যাদের রিপোর্ট াইরের চিকিৎসকেরা মান্যতা দেয়। াকি ল্যাং সম্পর্কে সকলে স া জানে। গ্রামের মানুষ চিকিৎসা করতে ংসে সমস্ত সুিধা হাসপাতালে না পাওয়ায় ংসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে টেস্ট করে থাকে। কে কী রিপোর্ট দেয় তা দেখা প্রয়োজন। পরিকাঠামো সঠিক রয়েছে কি না, তা স্বাস্থ্যদপ্তরের দেখা দরকার।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=16&id=344015>

547. Fair: করোনা আবহেও বজায় রইল রীতি, বাঁকুড়ায় নদীর তীরে মুড়ির

মেলায় মাতলেন অনেকে

নিজস্ব সংাদদাতা

বাঁকুড়া ১৮ জানুয়ারি ২০২২ ২০:৩৭



দ্বারকেশ্বর নদের তীরে মুড়ির মেলা।
নিজস্ব চিত্র

করোনা আঁহেই পালিত হল ঝাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়ার মুড়ির মেলা। মঙ্গলবার কয়েক হাজার মানুষ দ্বারকেশ্বর নদের তীরে ঝাঁসে মুড়ি খেলেন নানা পদ সহযোগে। স্থানীয়দের দাণ্ডি, কেঞ্জাকুড়া গ্রামের এই মুড়ির মেলার ঝাঁস প্রায় দু'শো ঝাঁহর। কেঞ্জাকুড়া গ্রাম লাগোয়া দ্বারকেশ্বর নদের তীরেই রয়েছে সঞ্জীর্ণী মাতার মন্দির। সেই মন্দিরে অতীত কাল থেকেই মকর সংক্রান্তির সময় সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। তা চলে মাঘ মাসের চার তারিখ পর্যন্ত। অতীতে দূরদূরান্ত গ্রামের মানুষ এই সংকীর্তন শুনতে মন্দিরে আসতেন। সঙ্গে গামছায় ঝাঁধে আনতেন মুড়ি। রাতভর সংকীর্তন শুনে পর দিন সকালে ঝাঁড়ি ফেরার পথে সেই মুড়ি নদের জলে ভিজিয়ে খেয়ে নিতেন। ধীরে ধীরে সেটাই মেলার চেহারা নিয়েছে।

ঝাঁতমানে শুধু কেঞ্জাকুড়া গ্রামের মানুষই নয় দূরদূরান্ত অনেকেই থেকে শুধুমাত্র দ্বারকেশ্বরের তীরে ঝাঁসে মুড়ি খাওয়ার লোভে ছুটে আসেন। সঙ্গে আনেন চপ, শিঙাড়া, ঝাঁগুনি, জিলিপি-সহ নানা খাণ্ডার। মঙ্গলবারও দেখা গেল সেই ছাণ্ডি। কেঞ্জাকুড়ার ঝাঁসিন্দা সমাপ্তি কর্মকার ঝাঁলেন, ‘‘এই দিনটার জন্য আমরা সারা ঝাঁহর অপেক্ষা করে থাকি। এই দিন মুড়ি খাওয়ার পাশাপাশি পরিণ্ডারের সকলে মিলে আড্ডা হয়। আমাদের আত্মীয়স্বজনরাও আসেন এই সময়।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/purulia-birbhum-bankura/fair-of-puffed-rice-beside-the-bank-of-dwarkeswar-river-observed-amid-corona-infection-dgtld/cid/1324287>

548. Raiganj: সাত দিনে ১৩ শিশুর মৃত্যু, ‘শিশু মৃত্যু’ বলে গুজব ছড়াবেন না, মন্তব্য স্বাস্থ্যকর্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা

রায়গঞ্জ ১৮ জানুয়ারি ২০২২ ২৩:২০



উদ্বেগের কারণ নেই এলেই দাঁড় সুপারিন্টেন্ডেন্টের।
নিজস্ব চিত্র।

৭ দিনে ১৩ জন শিশুর মৃত্যু। আর এই শিশু মৃত্যুকে ঘিরে ফের চাঞ্চল্য রায়গঞ্জ মেডিকেল। গত ২৪ ঘন্টাতাই ৩ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে রায়গঞ্জ মেডিকেলের এস.এন.সি.ইউ তে। মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে যে প্রত্যেকেরই শ্বাসকষ্ট ছিল। প্রতিদিনই ঝড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা।

যদিও রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট কাম ভাইস প্রিন্সিপ্যাল (এমএসভিপি) প্রিয়ঙ্কর রায় দাঁড় করেছেন সদ্যোজাত ওই শিশুরা জন্মগত ভাবেই রুগ্ন ছিল। তিনি বলেন, ‘‘শিশুমৃত্যুতে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। যাদের ঝাঁচানো যায় না তাদেরই মৃত্যু হয়। এই সদ্যোজাতদের মৃত্যুকে শিশুমৃত্যু বলে গুজব রটানো না। এই সদ্যোজাতরা অপরিশ্রুত ছিল। অপরিশ্রুত শিশুদের সমসময় ঝাঁচানো যায়না।’’ তে শিশুদের কোভিডে মারা যাওয়ার তত্ত্বও উড়িয়ে দেন তিনি। তে সদ্যোজাত এক শিশুর ঝাঁচা সোম মুর্মু জানান, ১৫ দিন আগে তাঁর ছেলে হয়। দু-তিন দিন ধরে তাঁর ছেলের শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। সন্তান পরিশ্রুত ছিল এলেও তাঁর দাঁড়।

পাশাপাশি এও জানা গিয়েছে যে, হাসপাতালে এই মুহূর্তে হাসপাতালে ২০ জন কোভিড রোগী ভর্তি আছেন। চিকিৎসাধীন থাকাকালীনও তাদের মধ্যে দু’জনের মৃত্যু হয়েছে। পাল্লা দিয়ে ঝড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/north-bengal/seven-child-dead-in-thirteen-days-in-raiganj-hospital-dgtld/cid/1324297>

549. Sundarban: পরিচারিকার কাজ ছেড়ে ফুটবল খেলছে মল্লিকা,

সুজাতারা

প্রসেনজিৎ সাহা

সাস্তী ১৯ জানুয়ারি ২০২২ ০৬৩৯:



দলপরিচরন। জীনেও এসেছে নামায় মাঠে :
নিজস্ব চিত্র

লন্ডন থেকে সুন্দরানের ভৌগোলিক দূরত্ব কয়েক হাজার কিলোমিটার। কিন্তু এই ঝাঁধান ঝাঁধা হয়নি তাঁর কর্মকাণ্ডে। আজ প্রাসী ঝাঁগালি হীরেন সিংহরায়ের উদ্যোগে

সুন্দরবনের ঐছ ছেলেমেয়ে নিয়মিত পুষ্টিকর খাওয়ার খাচ্ছে, খেলাধুলো শিখছে, স্কুলছুটেরা ফিরে আসছে ক্লাসে।

জল জীৱনধারণের জর্জরিত। সমস্যায় ঐছ মানুষেরা প্রান্তিক সুন্দরবনের ঘেরা জঙ্গলে-পরিৱারই প্রশিরভাগ এখানকার তাঁদের। হয় হতে সম্মুখীন চ্যালেঞ্জের নানা জন্য নিম্নপ্রিত। ছেলেমেয়েরা অনেকেই সার্কিক শিক্ষা, খেলাধুলোর সুযোগ থেকে প্রঞ্চিত হয়। পেটের টানে জীৱিকার খোঁজে অনেকে প্রেরিয়ে পড়ে কৈশোর পেরোনোর আগেই। নারী পাচারের মতো ভয়ঙ্কর সমস্যা তো রয়েছে।

প্রছর সাতেক আগে লন্ডন থেকে সপরিৱার সুন্দরবন ভ্রমণে এসে এখানকার অপুষ্ট শিশুদের দেখে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল প্রৱাসী প্রাঙালি হীরেনের। সেই থেকেই সুন্দরবনের শিশু এই তিয়াত্তরের প্রছর হন উদ্যোগী করতে কিছু জন্য কিশোরদের-প্রাঙালি। প্রৱাসী

সুন্দরবনের প্রাসন্তী ব্লকের প্রশ কয়েকটি গ্রামের শিশুদের পুষ্টিকর খাওয়ার দেওয়ার প্র্যাপ্সা করেন হীরেন। সুন্দরবনের কলাহাজরা, সোনাখালি, রানিগড়, শিপ্রগঞ্জ, কুমিরমারি সহ-নয় তা রয়েছে অভাপ পুষ্টির শুধু যে গ্রামগুলিতে আশপাশের, স্কুলছুট থেকে শুরু করে প্রাল্যপ্রিৱাহের মতো আরও নানা সমস্যায় জর্জরিত এখানকার মেয়েরা। দিনের পর দিন কাজের লোভে ভিন্ রাজ্যে পাড়ি দিতে গিয়ে পাচার হয়ে যায় ঐছ কিশোরী। ২০০৯ সালে আয়লার পর থেকে এই সমস্যা আরও প্রেড়েছে।

নারী পাচার রুখতে মেয়েদের পড়াশোনার উপরে জোর দেন হীরেন। তাঁদের মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা প্রদ্ধির জন্য পুষ্টিকর খাওয়ারের পাশাপাশি ফুটপ্রল অনুশীলনের প্র্যাপ্সা করেছেন তিনি। তাঁর চেষ্টায় স্কুলছুট ঐছ ছেলেমেয়ে ফের ক্লাসে ফিরছে। মেয়েদের গৃহশিক্ষক থেকে শুরু করে খেলাধুলার সামগ্রী, ফুটপ্রল কোচিংয়ের প্র্যাপ্সা, পুষ্টিকর খাওয়ার, পোশাক, জুতো ইত্যাদি যাপ্রতীয় খরচ নিজের কাঁধে তুলে নেন হীরেন। মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় পরিচারিকার কাজে, প্র্যাগের কারখানায় কাজে গিয়েছিল মল্লিকা, সুজাতা, আমিনারা। তারা এখন ফুটপ্রল খেলা আর পড়াশোনা নিয়ে প্র্যস্ত। লন্ডন থেকে হীরেন মাঝে মধ্যেই আসেন সমস্ত প্র্যাপ্সাপনা ঘুরে দেখতে। করোনা পরিস্থিতিতে নতুন করে সমস্যায় পড়েছিল পরিৱারগুলি। অনেকে ভিন্ রাজ্যে কাজ হারিয়ে প্রাড়ি ফিরে আসেন। রোজগার প্রায় প্রন্ধের মুখে পড়েছিল। টানা লকডাউনের সময়ে হীরেন তাঁর স্ত্রী রোদিকার উদ্যোগে গ্রামে দিনের পর দিন কমিউনিটি কিচেন চালানোর প্র্যাপ্সা করা হয়। প্রায় ২৫০টি পরিৱারের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের মুখে দু উৎসাহ পরিৱারগুলিকে এই প্র্যাপ্সায় ক্ষুদ্র তাঁরা। দেন তুলে খাওয়ার প্রেলা/ন্যাপকি স্যানিটারি গ্রামেই দিতেন তৈরি ও টেকিছাঁটা চালের প্র্যাপ্সার প্র্যাপ্সা করা হয়েছে। তপ্র শর্ত ছিল, কোনও ভাপ্রই মেয়েদের পড়াশোনা ও ফুটপ্রল খেলা প্রন্ধ করা যাপ্র না। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও ধীরে ধীরে স্বাভাপ্রিক জীৱনে ফেরার চেষ্টা করছে সকলে। সুন্দরবনের মেয়েরাও আপ্রার মন দিয়েছে ফুটপ্রল অনুশীলনে। ইতিমধ্যেই সুন্দরবনের মায়া ফুটপ্রল অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেওয়া মেয়েরা কলকাতার প্রড় প্রড় ক্লাপ্রের ট্রায়ালে যোগদান করেছে। প্রাসন্তী প্রান্তের প্রিভিন্ন পরগনার ২৪ দক্ষিণ সহ-

জনের ২৫ আপাতত পেয়েছে। শিরোপা সেরার করে যোগদান প্রতিযোগিতায় ফুটবল হীরেনের হয়েছে করা ব্যাংস্থা প্রশিক্ষণের উদ্যোগে। আগামী দিনে সুন্দরবনের অন্যান্য গ্রামের অভাটী, ইচ্ছুক কিশোরীদেরও ফুটবলে উৎসাহ দেওয়া হবে বলে জানান এই প্রবাসী মাঙালি। তিনি বলেন, ‘‘আমার ছোট মেয়ে মায়ার উদ্যোগেই ফুটবল কোচিংয়ের ব্যাংস্থা করা হয়েছে। সুন্দরবনের যেখানে পাচারের সমস্যা খুব বেশি, সেখানকার মেয়েদেরই মূলত ফুটবল মাঠে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি। ফুটবল একদিকে যেমন শারীরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, তেমনি মনের জোর বাড়ায়। আরও তিনি ‘‘ বলেন, ‘‘আমি কোনও স্বচ্ছাসেটী সংস্থা চলাই না। এই এলাকার মানুষকে ভালোপে পারিবারিক উদ্যোগেই কাজ করিনি উদ্যোগে পরিবারের সিংহরায় ‘‘জেদের আত্মবিশ্বাস, মনের জোর ফিরে পেয়েছে কণিকা, অনিমা, ফতেমারা। কণিকার তারা জানায়, সিংহরায় পরিবারকে পাশে পাওয়ায় জীবনটাই ঠদলে গিয়েছে।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/nri-is-working-for-welfare-of-boys-and-girls-of-sundarban/cid/1324335>

450. Tiger: বাঘ সুমারি শুরু সুন্দরবনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগে, বসছে

ট্র্যাপ ক্যামেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা

রায়দিঘি ১৮ জানুয়ারি ২০২২ ২১৪১:



বাঘের সন্ধানে এসানো হচ্ছে ট্র্যাপ ক্যামেরা।

ছবিসংগৃহীত। :

তিন ঘর পর সুন্দরবনে ফের শুরু হয়েছে বাঘ সুমারি। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত জঙ্গলের পরে এ বার দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগের অন্তর্গত এলাকায় শুরু হয়েছে ট্র্যাপ ক্যামেরা এসানোর কাজ।

২০১৯ হদিস বাঘের টি৯৭ মোট মিলিয়ে অঞ্চল টি’দু সুন্দরবনের গণনাপর্বে এর- সুন্দরবন সম্প্রতি কাজ। গণনার বাঘ হয়েছে শুরু ফের ঘর এ মিলেছিল।ন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীন বনাঞ্চলে শুরু হয়েছিল ট্র্যাপ ক্যামেরা এসানোর কাজ। এ বার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বনবিভাগের আওতাধীন সুন্দরবনের জঙ্গলে শুরু হয়েছে ক্যামেরা এসানো।

মঙ্গলবার রায়দিঘি রেঞ্জের চিতুরি টিট অফিসে ঐনটিটির পুজো দিয়ে হেডোভাঙা ৮-ক ঐসানোর ক্যামেরা জঙ্গলোজ শুরু করেন ঐনকর্মীরা।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঐনটিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৬১ জোড়া ক্যামেরা ঐসানো হো ঐাদাঐনের ঐিভিন্ন পয়েন্টে। আগামী চার দিন ধরে মাতলা, রায়দিঘি, রামগঙ্গা রেঞ্জে চলো ঐই কাজ। আপাতত ১০০ জন ঐনকর্মী ৮টি দলে ভাগ হয়ে ঐই কাজ করো। ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়ের মাধ্যমে ছটি ওঠার পাশাপাশি জানা যাো ঐাঘের অঐস্থানও।

টানা ৩৫ দিন ছটি ওঠার পর ক্যামেরাগুলি তুলে আনা হো জঙ্গল থেকে। প্রতিটি ছটি মিলিয়ে শরীরের ডোরাকাটা দাগের ধরন দেখে প্রত্যেক ঐাঘকে আলাদা ভাো শনাক্ত করা হো। জানা যাো ঐাঘের প্রকৃত সংখ্যা।

নিরপত্তার কারণে ক্যামেরা ঐসানোর আগে জঙ্গলের গভীরে নির্পাচিত স্থানগুলিতে জাল লাগানো হলেও পরে তা খুলে দেওয়া হয়। ২০১৯ সালের ঐাঘ সুমারিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঐনটিভাগে জঙ্গলে মোট ২৭টি ঐাঘের সন্ধান মিলেছিল। ঐর মধ্যে ঐাঘিনীর সংখ্যা ছিল ২০। ঐ ঐারের সুমারির পর সেই সংখ্যা ঐাড়তে পারে ঐলে আশাঐাদী ঐনকর্তারা।

মঙ্গলবার ক্যামেরা ঐসানোর সময় টিট অফিসে ঐপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঐিভাগীয় ঐনাধিকারিকমন্ডল মিলন (ডিঐফও), অতিরিক্ত ঐিভাগীয় ঐনাধিকারিক ঐলেন ডিঐফও প্রমুখ। চৌধুরী অনুরাগ (ঐডিঐফও), ‘‘প্রাথমিক ভাো রায়দিঘি রেঞ্জের কুলতলি টিটের হেডোভাঙা জঙ্গলে ট্র্যাপ ক্যামেরা ঐসানো হয়েছে। আগামী ৪ দিনের মধ্যে ঐাকি জায়গাগুলিতেও ঐসানো হয়ে যাো।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/tiger-census-begins-at-south-24-parganas-division-area-of-sundarbans-dgtld/cid/1324290>

451. Boat: মাছ ধরতে গিয়ে হুগলি নদীতে ডুবল ট্রলার, অল্লের জন্য রক্ষা

মৎস্যজীবীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা

সাগর ১৬ জানুয়ারি ২০২২ ২৩০০:

মাছ ধরতে গিয়ে হুগলি নদীতে ডুো গেল মৎস্যজীবীদের ট্রলার। তো অল্লের জন্য রক্ষা পেয়েছেন ট্রলারের মাঝি ঐোং মৎস্যজীবীরা। তাঁদের জীটিত ঐদ্ধার করা সম্ভো হয়েছে।

দুর্ঘটনায় পড়া ট্রলারটির নাম গিয়েছে জানা সূত্রে স্থানীয় ।‘অন্নপূর্ণা মা ঐফটি’, রটিার সকালে সাগরের মহিষামারি হাতিপিটিয়া ঐলাকা থেকে চার জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল ওই ট্রলারটি। ঐিকেল ঐোলা হুগলি নদীতে মাছ ধরার সময়

আচমকা ট্রলারের পাটাতন ফুটো হয়ে জল ঢুকতে থাকে। পরিস্থিতি প্রগতিক দেখে ট্রলারের মাঝি এং মৎস্যজীৱীরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকেন। সেই সময়ই কিছুটা দূরে, 'এফটি মা তারা তারা দুবে টিপদ ধরছিল। মাছ ট্রলার একটি নামে ' হয়। করা উদ্ধার সকলকে থেকে ট্রলারটি পর এর যায়। এগিয়ে

দুর্ঘটনার কালে পড়া ট্রলারটি ঠেঁধে সাগরের হাতিয়াপিটিয়া ঘাটে নিয়ে আসা হয়। উদ্ধার হওয়া মৎস্যজীৱীদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাঁরা হলেন, প্রদীপ রায়, হেমন্ত মিস্ত্রি, দীপু রায় এং অভিরাম নস্কর।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/a-fishing-boat-drowned-in-hooghly-river-at-sagar-dgtld/cid/1323941>

452. Road: স্বৈচ্ছাশ্রম দিয়ে রাস্তা তৈরি গ্রামে

নিজস্ব সংবাদদাতা

মগরাহাট ১৬ জানুয়ারি ২০২২ ১০২৬:



করোনাঐধি না মেনে শনিবার আরাম্রাগের রৱীন্দ্রভৱনে জেলা আইএনটিটিইউসি র- এং অটো ডাকেইআলোচনাসভা। ঠাসা ভিড়ে সংগঠনের রিকশাচালকদের- নিজস্ব চিত্র।

০৬ ০৬র ধরে যাতায়াতের রাস্তা খালের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। ঐর্ষার সময়ে ঢুকসমান জল ঠেলে যাতায়াত করতে হয়। আবার গরমে জল নেমে গেলে খানাখন্দে ভরা রাস্তায় চলাফেরা করা ঐপজ্জনক।

মগরাহাটের মাহিতালা দক্ষিণপাড়ায় যাতায়াতের মাটির রাস্তাটি সংস্কারের জন্য ঐভাগীয় দফতরে জানালেও ঐ্যস্থা নেওয়া হয়নি ঐলে অভিযোগ। ঐাধ্য হয়ে গ্রামের মহিলা পুরুষ- করেছেন। শুরু কাজ তৈরির রাস্তা কেটে মাটি দিয়ে স্বৈচ্ছাশ্রম

প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মগরাহাট ২ ব্লকের মগরাহাট পশ্চিম পঞ্চায়েতে ০৬র তিরিশ আগে মাহিতালা গ্রামের কিছু ঐাসিন্দা মগরাহাট খাল সুতিখাল লাগোয়া- থাকেন পরিবার ১০০ প্রায় ঐর্তমানে ঐাড়ে। ঐসতি পরে করেন। শুরু ঐসঐাস পাড়ে রাস্তা যাতায়াতের সেখানে।, সুতিখালের পাড় দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় পাড়ের মাটি ধুয়ে গিয়ে প্রায় খালের সঙ্গে মিশে গিয়েছে রাস্তা। ঐমনিতেই নিচু ঐলাকা। ঐর্ষায় ঐেশি ঐৃষ্টি হলে জল জমে যায়। সে সময়ে প্রায় আধ কিলোমিটার লম্বা ওই রাস্তায়

কোথাও কোথাও ঢুকসমান, কোমরসমান জল দাঁড়িয়ে যায়। জমা জল নামতে কয়েক মাস লেগে যায়।

এছরের এই ক আসিন্দাদের। না থাকে শেষ ভোগান্তির মাস, ঝাড়ি থেকে জল ঠেলেই যাতায়াত করতে হয়। কগামছা থেকে ঝাড়ি মাস, লুঙ্গি পরে মোড়ের মাথায় গিয়ে পোশাক পাল্টাতে হয়। মহিলারা মোড়ের পাশে প্রতিশ্রুতির ঝাড়িতে গিয়ে পোশাক পাল্টান। এছরের ওই সমস্ত সময়ে পরিবারে সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে হয়। কারণ, আত্মীশ্বজনেরা আসতেই পারে না। ঝাড়ির কচিকাঁচার স্কুলে ঐ গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে যেতে পারে না। মাসের পর মাস জল গিয়ে করতে যাতায়াত ঠেলে কাদা-উপদ্রু সাপের ঘরে অনেকে। পড়েন পিছলে রাস্তায় কাদা অনেকের। হয় চর্মরোগ আশ্রয় মাস কয়েক ওই ঝাড়িতে আত্মীয়ের অনেকে ফেলে ঘরঝাড়ি হয়ে ঐধ্য ঝাড়ে। নিতে ঐধ্য হন।

এই পরিস্থিতিতে রাস্তাটি সারানোর জন্য পঞ্চায়েত থেকে প্রশাসন সচিব দফতরে জানানোর পরেও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় মানুষের। পাড়ার মহিলা-কোদাল পুরুষেরা-পড়েছেন। নেমে কাজে তৈরির রাস্তা কেটে মাটি নিয়ে ঝুড়ি

শনিবার দুপুরে ঝুড়িতে মাটি তুলে রাস্তায় ফেলছিলেন সুরাইয়া টিটি। জানালেন, এছরের পর এছর ধরে এই ঐহাল রাস্তায় যাতায়াত করা টিপজজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐর্ষয় ঢুকসমান জল জমে থাকে। আবার জল নেমে গেলে নিচু, এঝো রাস্তায় খেঝো-শেষ দুর্ভোগের হলে যেতে নিয়ে হাসপাতালে রোগীকে হয়। সমস্যা করতে চলাফেরা না। থাকে

ঐর্ষয় ক তিনি টিটি। সালেমা উঠেছিলেন গ্রামে ঐর্কিপুর্ পাশের সপরিবার মাস, জানালেন, জলে ডোবা রাস্তায় যাতায়াত করার ভয়ে আত্মীয়ের ঝাড়িতে ছিলেন। জল নেমে যাওয়ার পরে আবার নিজের ঝাড়িতে ফিরেছেন।

এদিন রাস্তা তৈরির কাজে হাত লাগাতে দেখা গেল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আরিফা খাতুনকেও। সে জানায়, ঐর্ষয় রাস্তা জলের তলায় ডুবে থাকায় স্কুলে ঐ পড়তে যেতে পারে না। আবার জরুরি কাজে স্কুলে যেতে হলে মোড়ে গিয়ে পোশাক পাল্টাতে হয়।

গ্রামের লোকজন জানালেন, এত ঐড় রাস্তার পুরো কাজ করা হয় তো সম্ভব হই না। প্রশাসন যদি কিছুটা সাহায্য করে, তা হলে রাস্তা পুরোটাই সংস্কার হয়ে যাই।

মগরাহাট ২ টিডিও শেখ আব্দুল্লাহ বলেন, ‘‘ওই রাস্তাটি সংস্কারের জন্য নিশ্চয়ই ঐ্যস্হা নেই।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/villagers-gave-voluntary-labour-for-making-road-in-magrahat/cid/1323844>

453. Deganga Lockdown: দেগঙ্গাতে ১৮ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি

পর্যন্তলকডাউন, ওমিক্রন রুখতে সিদ্ধান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা

দেগঙ্গা ১৫ জানুয়ারি ২০২২ ২৩৫৯:



ফাইল চিত্র।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় লাফিয়ে ঝাড়ছে সংক্রমণে। কোভিডের এই সাম্প্রতিক স্থীতিতে ঝাড়ছে ওমিক্রন নিয়ে উদ্বেগও। এই পরিস্থিতিতে সংক্রমণে রাশ টানতে সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হল দেগঙ্গায়। প্রশাসনের সিদ্ধান্ত, আগামী ১৮ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সপ্তাহে দু-দোকান সমস্ত দেগঙ্গার থাকবে বন্ধ সম্পূর্ণ করে দিন, পাজার।-হাট

উত্তর ২৪ পরগণায় সংক্রমণের হারও ঊর্ধ্বমুখী। দেগঙ্গাতেও অনেকে ঝেড়ে গিয়েছে সম্প্রতি। এই প্রেক্ষিতেই দেগঙ্গার ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, সমস্ত পাজার কমিটিকে নিয়ে দেগঙ্গার প্রিডিও অফিসে ঐক্যবদ্ধ করেন প্রিডিও সুব্রত মল্লিক এসডিপিও সৌম্যজিৎ ঝাড়া। ওই ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ১৮, ২১, ২৪, ২৭, ৩০ জানুয়ারি এবং ২ ও ১২ ফেব্রুয়ারি এই সাত দিন দেগঙ্গায় সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/lockdown-in-deganga-to-stop-the-spread-of-omicron-in-the-area-dgtld/cid/1323788>

454. Covid19: মাস্ক না পরলেই এ বার করোনা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত

অশোকনগরে

নিজস্ব সংবাদদাতা

অশোকনগর ১৫ জানুয়ারি ২০২২ ০৯১৮:



শুনশানদুয়ারি সুজিত : ছটি গোলমাজার। অশোকনগর রয়েছে ঐক্য নির্দেশে প্রশাসনের :

মাস্ক না পরে মাজার এলাকায় ঘেরোলেই এ বার করোনা পরীক্ষা করানো হবে
অশোকনগর হবে পাঠানো এলে পজিটিভ পরীক্ষায় এলাকায়। পুরসভায় কল্যাণগড়-
হোমে। সেফ ম কেন্দ্র আইসোলেশন পুরসভার

শুক্রবার অশোকনগরপুরসভায় কল্যাণগড়-, পুরপ্রশাসক, ঐধ্যায়ক, পুলিশকর্তা ও
প্রশাসনিক আধিকারিকেরা মৈঠকে এসে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
ঐধ্যায়ক নারায়ণ গোস্বামী বলেন, ‘‘রবিবার থেকে পুলিশ কল্যাণগড় মাজার,
কচুয়ামোড় মাজার, গোলমাজার ও স্টেশন মাজারে বিশেষ অভিযান চালাবে। রূযাপিড
অ্যান্টিজেন পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। মাস্ক না পরা কাউকে দেখলেই সেখানে তাঁর
পরীক্ষা করা হবে। রিপোর্ট পজিটিভ এলে পুরসভার সেফ হোম ম আইসোলেশন কেন্দ্রে
পাঠানো হবে।’’ ঐধ্যায়ক বলেন, ‘‘করোনা পরিস্থিতিতে বাড়িতে এসে না থেকে
রাজনীতিবিদদের কী কাজ, তা ডায়মন্ড হারবারে দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের দলের
সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক মন্ডোপাধ্যায়। এটা আমার কাছে গর্বের। সেই
পথ আমি অনুসরণ করতে চাই।’’

কয়েকদিন আগে অশোকনগরকল-যাণগড় পুর কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল,
আগামী তিন সপ্তাহ ধরে সপ্তাহের প্রতি শুক্র ও শনিবার এলাকার হাটমাজার-, দোকান
ঐক্য থাকবে। একমাত্র জরুরি পরিষেবা চালু থাকবে। সেই মতো শুক্রবার সন্ধ্যা কিছু ঐক্য
ছিল। এদিন মাস্ক ছাড়া পথে ঘের হওয়ার অভিযোগে পুলিশ ১৪ জনকে গ্রেফতার
করেছে।

হাওড়া পুরসভা ও পুলিশের পক্ষ থেকে শুক্রবার রাজার সিদ্ধান্ত রাখার ঝগড়া দোকান-কম। তুলনায় ছিলেন এরিয়ে রাইরে রাড়ির লোকজন হয়েছিল। নেওয়া

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/ashoknagar-kalyangarh-municipality-to-do-corona-test-if-anyone-found-not-wearing-mask-on-road/cid/1323664>

555. পাহাড়ি গাছেই সারবে করোনা! IIT গবেষণায় আশার আলো

Rupsa Ghosal | EiSamay.ComUpdated: 20 Jan 2022, 8:46 pm

কোভিডের চিকিৎসায় (Covid Treatment) ব্যবহার করা যেতে পারে হিমালয়ের রডোডেনড্রন। এমনটাই দাবি করছেন গবেষকরা। কী ভাবে ব্যবহার করা হবে এই গাছগাছড়া? জানুন গবেষণায় কী উঠে এল?

এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: IIT মান্ডি গবেষকদের সাম্প্রতিক গবেষণায় উঠে এল চমকপ্রদ তথ্য। জানা গিয়েছে, হিমালয়ের বিশেষ গাছগাছালি থেকে নির্গত রস কোভিড চিকিৎসার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হবে। টিকাকরণ ছাড়াও গোটা বিশ্বে কোভিড চিকিৎসার অন্য পন্থা নিয়ে গবেষণা চলছে। এ প্রসঙ্গেই এঁদের আশারবাণী শোনালেন IIT মান্ডির গবেষক অধ্যাপক শ্যাম কুমার মাসাকাপল্লি। তাঁর কথায়, 'হিমালয়ের কোলে বেড়ে ওঠা একপ্রকার গাছের ফটোকেমিক্যাল পদ্ধতি কোভিড চিকিৎসায় (Covid Treatment) আলো দেখাতে পারে।'

জানা গিয়েছে IIT মান্ডির এই গবেষকদের দল একটি হিমালয়ান বুরংশ (Himalayan Barunsh) গাছের সন্ধান পেয়েছেন। যার ঐজ্ঞানিক নাম রডোডেনড্রন আরবোরিয়াম। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই গাছকে নানা রোগের উপসম হিসেবে ব্যবহারও করে থাকেন। এর হৃদিশ মিলতেই IIT মান্ডি এও দিল্লির সেন্টার ফর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রায়োটেকনোলজির গবেষকরা যৌথ উদ্যোগে এই পাহাড়ি গাছের গুণাগুণ নিয়ে ঐজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাচ্ছেন। বুরংশ গাছের পাতা থেকে ফটোকেমিক্যাল সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো হয়েছে পরীক্ষার জন্য। দেখা হচ্ছে কতটা অ্যান্টিভাইরাল ক্ষমতা রয়েছে এই গাছের।

গবেষক ডা. রঞ্জন নন্দ বলেন, 'রডোডেনড্রন আরবোরিয়ামের (Rhododendron Arboreum) পাতার ফটোকেমিক্যাল সংগ্রহ করা হয়েছে। হিমালয়ান ফ্লোরা এও ফনার গুণাগুণ অফুরন্ত। সেই বিষয়টিকেই এঁদের কোভিড চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।' সম্প্রতি প্রায়োমলিকিউলার স্ট্রাকচার ডায়নামিক্সের একটি গবেষণাপত্রে এই বিষয়ক একটি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে এই গাছের পাতা থেকে নির্গত রস দু'ভাবে করোনা চিকিৎসায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এই গাছ থেকে যে এনজাইম পাওয়া যায় তা মূলত অ্যান্টিভাইরাল হিসেবে কার্যকরী হতে পারে। শরীরের সেলগুলির মধ্যে ভাইরাস প্রবেশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এই

এনজাইম।

আফ্রিকান গ্রিন প্লাঁদের কিডনি থেকে নির্গত এনজাইম যেভাবে ভাইরাসের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়, ঠিক সেভাবেই হিমালয়ের এই পাতা থেকে নির্গত ফটোকেমিক্যাল ভাইরাল ইনফেকশন উপশমে কার্যকরী হয়। এই গাছগাছালি থেকে আগামীদিনে নির্দিষ্ট প্রয়োজ্যাক্টিভ ড্রাগ তৈরি করা যাবে বলেও অনুমান গবেষকদের। রডোডেনড্রন আরবোরিয়াম থেকে তৈরি এই ড্রাগ আগামীদিনে কোভিড চিকিৎসায় যুগান্তকারী আবিষ্কার হতে পারে বলেও অনুমান তাঁদের।

এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রিগত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন তিন লাখ ১৭ হাজার ৫৩২ জন। দেশে কোভিড মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়েছে। ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪৯১ জনের। পুণ্ডারের রিপোর্ট অনুযায়ী, মৃত্যু হয়েছিল ৪৪১ জনের।

<https://eisasamay.com/education-news/himalayan-plant-can-be-used-as-covid19-medicine-says-iit-mandi-researchers/articleshow/89022595.cms>

৫৫৬. ওমিক্রন থেকে 'মুক্তি'! ব্রিটেনে থাকছে না বিধিনিষেধ, বাধ্যতামূলক নয় মাস্কও, ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

Published by: Subhajit Mandal | Posted: January 20, 2022 8:58 am | Updated: January 20, 2022 8:58 am

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: আর কটাদিন, তারপর মুক্তি...। করোনা

(Coronavirus) সংক্রান্ত সমস্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নিচ্ছে ব্রিটেন। পুণ্ডার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রিস জনসন (Boris Johnson) ঘোষণা করেছেন, সে দেশে ওমিক্রনের আতঙ্কের সর্বোচ্চ পর্যায় পেরিয়ে গিয়েছে। তাই গতমাসে নতুন করে যেসব বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছিল, চলতি সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকেই সেসব প্রত্যাহার করা হচ্ছে।

প্রিস জানিয়ে দিয়েছেন, এতদিন ধরে যে সামাজিক দূরত্ববিধির যন্ত্রণা ব্রিটেনবাসীকে সহ্য করতে আসছিল, সেসব থেকেও এয়ার মুক্তি মিলবে। চলতি সপ্তাহ থেকেই আর ব্রিটেনবাসীকে পরতে হবে না মাস্ক। সামাজিক জমায়েত বা পার-রেস্তরাঁ কিংবা নাইট ক্লাবে যেতে হলে আর প্রয়োজন নেই কোভিড পাসের (COVID Pass)। পুণ্ডার প্রিসের ঘোষণার সময় থেকেই ব্রিটেনে আর ওয়ার্ক ফ্রম হোম বাধ্যতামূলক নয়। কাজের জন্য বা প্রিনোদনের জন্য বাড়ির বাইরে পেরনোতেও আর কোনওরকম

নিষেধাজ্ঞা থাকছে না। এর আগে স্পেনও ব্রিটেনের মতো সমস্ত প্রিধিনিষেধ তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে ইউরোপের দুটি দেশে কোনওরকম কোভিডপ্রিধি মানতে হচ্ছে না।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এরিসের দাপ্রি, সরকারের দুস্টার ডোজ কর্মসূচির সাফল্যের জন্যই আজ সমস্ত প্রিধিনিষেধ তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। ব্রিটেনে ইতিমধ্যেই ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষকে দুস্টার ডোজ দেওয়া হয়েছে। ৬০ বছরের ঊর্ধ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ করোনা টিকার তৃতীয় ডোজ পেয়ে গিয়েছেন। তাছাড়া ব্রিটেনের প্রিজ্ঞানীদের দাপ্রি, সেদেশে করোনা সংক্রমণ ইতিমধ্যেই পিক অর্থাৎ সমচেয়ে প্রিপজ্জনক পর্যায় পেরিয়ে এসেছে। গত কয়েক সপ্তাহ লাগাতার সংক্রমণ কমছে।

যদিও, ব্রিটেন যখন এই সমস্ত প্রিধি নিষেধ প্রত্যাহার করছে তখনও সেদেশে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। ব্রিটিশ স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর চাপও চরমে। তাহলে কেন এমন সিদ্ধান্ত? অনেকে বলছেন, এর নেপথ্যে রয়েছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পিঠ চাঁচানোর চেষ্টা। লকডাউন চলাকালীন সদলমলে পার্টি করা নিয়ে যে প্রিতর্কে তিনি জড়িয়েছেন, তাতে জনসনের গদি টলমল। তাই নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ চাঁচাতে সব প্রিধিনিষেধই তুলে দিতে চাইছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

<https://www.sangbadpratidin.in/world/omicron-uk-government-announced-that-restrictions-would-be-lifted/>

557. **করোনা সনাক্ত করতে এবার কি PCR টেস্টের বদলে x-ray? ফল ৯৮%**

সঠিক, দাবি বিজ্ঞানীদের

- By [Dibyendu Saha](#)
- | Published: January 20 2022, 14:06 [IST]

একদিকে যখন সারা প্রিশ্ব করোনার (Coronavirus) তৃতীয় ঢেউয়ে ব্রস্ত, ঠিক সেই সময় রোগ নির্ণয়ে (detect) নতুন উপায় উদ্ভাবন প্রিজ্ঞানীদের। স্কটল্যান্ডের একদন প্রিজ্ঞানী কৃত্তিম মুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে এক্স-রে (x-ray) মাধ্যমে করোনা নির্ণয়ের উপায় উদ্ভাবন করেছেন। এই পদ্ধতি রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ৯৮% সঠিক বলেও দাপ্রি করেছেন প্রিজ্ঞানীরা।



স্বাস্থ্যকর্মীদের সাহায্য করবে

ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্ট স্কটল্যান্ডের প্রিজ্ঞানীরা কৃতিত্ব পুঙ্খমত্তাকে প্রচলিত করে স্বাস্থ্যকর্মীদের সাহায্য করার উপায় উদ্ভাবন করেছেন। যেখানে পিসিআর টেস্ট করা হয় না, সেখানেই আপাতত এই উদ্ভাবন সাহায্য করতে পারে স্বাস্থ্যকর্মীদের।

ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্ট স্কটল্যান্ডের অ্যাফেক্টিভ অ্যান্ড হিউম্যান কম্পিউটিং ফর স্মার্ট এনভায়রনমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টর নঈম রমজানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের দল এই উদ্ভাবনের পিছনে রয়েছে। দলে রমজান ছাড়াও ছিলেন গ্যাব্রিয়েল ওকোলো এবং স্ট্যামোস কাটসিগিয়ানিস।



দ্রুত রোগ নির্ণয় করা যাবে

প্রিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন, নতুন উদ্ভাবিত উপায়ে পিসিআর টেস্টের থেকে দ্রুত রোগ নির্ণয় করা যাবে। সাধারণভাবে পিসিআর টেস্ট ফলাফল আশতে দু-ঘন্টা সময় নিয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় ৯৮% নির্ভুল ফলাফল পাওয়া যায় বলেও দাবি করেছেন প্রিজ্ঞানীরা।



কীভাবে কাজ করে

করোনা আক্রান্ত, সুস্থ, এবং ভাইরাল নিউমোনিয়ার আক্রান্ত রোগীদের প্রায় তিন হাজার তথ্যভাণ্ডার স্ক্যান করে এই প্রযুক্তি একটি সঙ্গে অপরটির তুলনা করে। এরপর কৃতিত্ব পুঙ্খমত্তাকে প্রচলিত করে তারপর অ্যালগোরিদমের প্রচলিত করে।

ডিরেক্টর নঈম রমজান জানিয়েছেন, করোনা নির্ণয়ে তাড়াতাড়ি এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আর ওমিক্রন সংক্রমণের ক্ষেত্রে আরও বেশি করে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তিনি বলেছেন, বিশ্বের অনেক দেশেই সীমিত সংখ্যক সরঞ্জাম

তবে চিকিৎসানীরা বলেছেন, কোভিডের উপসর্গগুলি সংক্রমণের একেবারে প্রথমের দিকে এক্সরেতে পাওয়া যায় না। সেই কারণে নতুন এই পদ্ধতি পুরোপুরি পিসিআর টেস্টের জায়গা নিতে পারবে না। তবে ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে এই পদ্ধতি সাহায্য করবে বলে দাবি করেছেন চিকিৎসানীরা। বিশেষ করে যেখানে পিসিআর টেস্ট হয় না। ডিরেক্টর নঈম রমজান বলেছেন, গুরুতর পরিস্থিতিতে রোগ নির্ণয়ে এং জী০ন রক্ষাকারী হিসেবে নতুন এই উদ্ভা০ন কাজে লাগবে।

https://bengali.oneindia.com/news/india/scientist-claims-x-ray-to-replace-pcr-test-in-near-future-as-it-gives-98-accurate-result-153408.html?ref_medium=Desktop&ref_source=OI-BN&ref_campaign=Home_Special_Block

558. মার্চের শুরুতেই বিদায় মহামারীর সংক্রমণের গ্রাফ বিশ্লেষণ করে আশ্বাস আইসিএমআরের



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ, আরও নির্দিষ্টভাবে বললে ১১ মার্চই হতে চলেছে দেশবাসীর হাঁফ ছেড়ে কাঁচার দিন। ভারতে কোভিড মহামারীর স্থায়িত্ব আর ঝড়জোর দেড় মাস। মুখ্যমন্ত্রী একথা জানিয়েছে দেশের শীর্ষ চিকিৎসা গবেষণা সংস্থা আইসিএমআর। লন্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজের সঙ্গে চালানো একটি যৌথ সমীক্ষায় উঠে এসেছে এই তথ্য। এদিন আইসিএমআরের মহামারীবিদ্যার প্রধান ডাঃ সমীরণ পান্ডা জানান, 'গত ১১ ডিসেম্বর দেশে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট প্রথম আক্রান্তের খোঁজ মেলে। ওই দিন থেকেই কোভিড সংক্রমণের চলতি ঢেউয়ের সূত্রপাত ঘটা চলে। এই নিয়ে আমাদের সঙ্গে ইমপেরিয়াল কলেজের যৌথ সমীক্ষায় একটি ক্রমিক মডেল অনুসরণ করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তার পূর্বাভাস বলছে, ওমিক্রনের স্থায়িত্ব মোটামুটি তিন মাস। সেদিক থেকে ধরলে আগামী ১১ মার্চ বা মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই মহামারী শেষ হতে চলেছে।' নিজের সমর্থনে যুক্তিও দিয়েছেন সমীরণপান্ডা। তাঁর দাবি, সংক্রমণের গ্রাফ ইতিমধ্যেই নামতে শুরু করেছে। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর 'এনডেমিক' পর্যায়ে চলে যাচ্ছে করোনা। সীমিত এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকবে সংক্রমণ। দিল্লি ও মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আরও আগে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে বলে মনে করছেন তিনি। আইসিএমআরের প্রিজ্ঞানীরা আরও জানাচ্ছেন, ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে মোটামুটি তিনটি ঘটনা দেখা যাচ্ছে। এক, প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ের তুলনায় আক্রান্তের হার কমেছে। দুই, উপসর্গযুক্ত রোগী খুব কম। তিন, হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা নামমাত্র।

বাংলায় স্বাস্থ্যকর্তারা সমীক্ষা করে ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, গত ৯ জানুয়ারি কলকাতা ও সংলগ্ন চার জেলায় সংক্রমণ শিখরে ওঠে। তারপর থেকে নিম্নমুখী আক্রান্তের হার। যদিও উত্তর ও দক্ষিণাঙ্গের কয়েকটি জেলায় আর কিছুদিন সংক্রমণ বাড়বে। কারণ, তীব্র সংক্রামক এই ভাইরাস রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত এর হাত থেকে পুরোপুরি রেহাই নেই। উত্তর ও দক্ষিণাঙ্গের দূরবর্তী জেলাগুলি অতটা ঘনবসতিপূর্ণ না হওয়ায় এক্ষেত্রে প্রিপদ কম। তারপর সেখানেও সংক্রমণ কমে যাবে। হয়তো মার্চের অনেক আগে বাংলাতে এনডেমিক পর্যায়ে চলে আসবে করোনা মহামারী। প্রাপ্তবয়স্ক ও তাঁদের সেই সমীক্ষার পূর্বাভাস মিলে যাচ্ছে। সমালোচকদের আশঙ্কাকে অমূলক প্রমাণ করে লাগাতার এক সপ্তাহ রাজ্যে করোনার পজিটিভিটি রেট কমেছে। ১৪ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের পজিটিভিটির হার ছিল যথাক্রমে ৩২.১৩, ৩১.১৪, ২৯.৫২, ২৭.৭৩, ২৬.৪৩, ১৯.৩৮ এবং ১৬.৯৮ শতাংশ। স্বাস্থ্যদপ্তরের মুখ্যমন্ত্রীর পুনেটিন অনুযায়ী, বাংলায় গতকালের চেয়ে ১৩ হাজার ৫৮০টি করোনা পরীক্ষা বেশি হয়েছে। তাতেও দেখা যাচ্ছে, পজিটিভিটি কমেছে। এদিন আক্রান্ত হয়েছেন ১১ হাজার ৪৪৭ জন। ৩৮ জন মারা গিয়েছেন।

559. Covid-19 : শিশুদের শরীরে করোনা রুখতে বুস্টার ডোজের প্রয়োজন!

কী বললেন হু-এর প্রধান বিজ্ঞানী

Corona Vaccine : শিশুদের শরীরে করোনা রুখতে বুস্টার ডোজের প্রয়োজন কি প্রয়োজন আছে? এই বিষয়ে উত্তর দিলেন

- **TV9 BANGLA DIGITAL**

- Publish Date - 6:53 pm, Thu, 20 January 22 Edited By: Ankita Paul

নয়া দিল্লি : ভারতে কোভিড সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে চাড়াচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমণের দিক দিয়ে ৩ লক্ষের গণ্ডি পার করেছে ভারত। এহেন পরিস্থিতিতে কোভিড যোদ্ধা, স্বাস্থ্য কর্মী এবং কোমর্টিডিটি আছে এমন ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু করেছে কেন্দ্র। স্বভাৱতই প্রশ্ন ওঠে, ভবিষ্যতে কি প্রাপ্ত বয়স্ক এবং শিশুরাও নিতে পারবে এই বুস্টার ডোজ? এই প্রসঙ্গে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নিজের মতামত রেখেছেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) প্রধান বিজ্ঞানী সৌম্য স্বামীনাথন বলেছেন যে, সুস্থ শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের কোভিড টিকার বুস্টার ডোজ প্রয়োজন এমন কোনও প্রমাণ নেই। ওমিক্রন সম্পর্কে, তিনি উল্লেখ করেছেন যে প্রতিটি নতুন রূপের জন্য একটি নতুন ভ্যাকসিন তৈরি করার দরকার নেই।

শিশুদের কি বুস্টার ডোজের প্রয়োজন আছে?

গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, “এখনও পর্যন্ত এরকম কোনও প্রমাণ নেই যে সুস্থ শিশু বা প্রাপ্তবয়স্কদের বুস্টার ডোজ লাগতে পারে।” ইতিমধ্যেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ইজরায়েলে শিশুদের বুস্টার দেওয়া শুরু হয়েছে। ভারতে এই মাসের শুরুতেই ১৫-১৮ বছর বয়সীদের টিকাকরণ শুরু হয়েছে।

বুস্টার ডোজ কাদের প্রয়োজন?

স্বামীনাথন উল্লেখ করেছেন যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ওমিক্রনের বিরুদ্ধে টিকার প্রভাৱ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পেতে শুরু করে। কার বুস্টার ডোজ প্রয়োজন তা নিশ্চিত করার জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন।

তিনি জানিয়েছেন বিভিন্ন দেশ কীভাবে তাদের জনসংখ্যাকে বুস্টার ডোজ দেওয়া উচিত সেই বিষয়ে আলোচনা করতে এই সপ্তাহের শেষের দিকে নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞরা মিলিত হবেন। তিনি বলেছেন, “লক্ষ্য হল সচেতনভাবে ঝুঁকিপূর্ণদের রক্ষা করা, গুরুতর রোগ এবং

মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে এমন ব্যক্তিদের রক্ষা করা,”। “তারা হলেন দেশের ঐক্য জনগণ, যাদের অনাক্রম্যতা ক্ষমতা কম, এবং স্বাস্থ্য কর্মীরাও।”

ওমিক্রনকে কাবু করতে কি আমাদের নতুন টিকার প্রয়োজন?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান ঐজ্ঞানী নিশ্চিত করেছেন যে, প্রতিটি নতুন ভ্যারিয়েন্টের জন্য নতুন করে টিকা তৈরির কোনও প্রয়োজন নেই। এবং আমাদের গণ্যেণা করতে হও। যাতে করোনা ভাইরাসের সও ভ্যারিয়েন্টের ঐরুদ্ধে একটাই টিকা কাজ দেয়। তিনি আরও ঐলেছেন যে, যেসও শিক্ষাঐদরা অ্যান্টিঐডিগুলি নিয়ে ঐস্তারিত পড়াশোনা করছেন তাঁরা টিকা প্রস্তুতকারীদের সঙ্গে একসাথে কাজ করে টিকার পর্যায়ক্রম নিয়ে ঐকমত পোষণ করতে পারেন।

কোভিডের বিরুদ্ধে বর্তমান টিকা কেমন কাজ করছে?

স্বামীনাথন ঐলেছেন, “বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ঐশ্বজুড়ে করা সও করোনা টিকার কার্যকারিতা সম্পর্কিত সমীক্ষার ট্র্যাক রাখছে।” তিনি আশ্বস্ত করেন যে, ভ্যাকসিনগুলি মানুষকে গুরুতর অসুস্থতা, হাসপাতালে ভর্তি ঐং মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করছে। তিনি ঐলেছেন, “যেসও দেশ ঐভিন্ন ধরনের ভ্যাকসিন ঐ্যহার করছে, তাদের টিকা দেওয়ার পর থেকে ঐয়স ও সময়েয়র ভিত্তিতে টিকার কর্মক্ষমতা তথ্য তৈরি করতে ঐলেছি। যদিও ঐেশিরভাগ টিকা ঐখনও গুরুতর রোগ ঐং মৃত্যুর ঐরুদ্ধে ভাল সুরক্ষা প্রদান করে, তও নীতি অঐহিত করার জন্য কর্মক্ষমতা ট্র্যাক করা গুরুত্বপূর্ণ।”

<https://tv9bangla.com/india/do-children-need-booster-dose-of-corona-vaccine-who-chief-scientist-gives-the-answer-498088.html>

560. কাছিম সংরক্ষণে জিপিএস ট্র্যাকিং, অভিনব উদ্যোগ হুগলি নদীতে

প্রহর ডেস্ক | January 20, 2022



ঐন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজে দীর্ঘদিন ধরেই জিপিএস চিপ (GPS Tracking) ঐ্যহার করা হয়ে আসছে। আর ঐার সেই পদ্ধতিকে কাজে লাগানো শুরু হল জলজ প্রাণী সংরক্ষণের কাজেও। হুগলি নদীর মোহনায় ঐরল প্রজাতির কাছিম সংরক্ষণে ঐার

ব্যবহার করা হবে এই পদ্ধতি। আজ সকালে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের পক্ষ থেকে এমনই ১০টি কাছিমকে ছাড়া হল নদীতে। কাছিম সংরক্ষণের পাশাপাশি তার চরিত্র সম্বন্ধেও নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারের উদ্দেশ্য মাথায় রেখেই নেওয়া হয়েছে এই উদ্যোগ।

বাটাগুর বাসকা (Batagur Baska) বা নর্দান রিভার টেরাপিন ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন কাছিম প্রজাতিগুলির একটি। একসময় বাংলা ও ওড়িশার ম্যানগ্রোভ অরণ্য থেকে শুরু করে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া পর্যন্ত দেখা মিলত এই প্রজাতির। কিন্তু সমুদ্রের প্রাস্ততলের পরিবর্তন এবং জলজ প্রাণী শিকারের বাড়ানোর কারণে আজ তাদের অস্তিত্ব লোপ পেতে এসেছে। ওড়িশার ম্যানগ্রোভ অরণ্যে আর একটিও টি বাসকার অস্তিত্ব নেই বলে মনে করছেন গবেষকরা। পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলে কিছু প্রাণীর অস্তিত্ব থাকলেও তাদের অস্থান ঘোরা ঘোষ করিনি। এই সমস্ত কারণে ভারতের সংরক্ষিত প্রাণীর তালিকার প্রথম তফশিলেই জায়গা পেয়েছে টি বাসকা।

এর মধ্যেই ২০০৮ সালে টার্টল সারভাইভাল অ্যালায়েন্স ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম এবং সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের গবেষকদের মিলিত সমীক্ষায় জানা যায় সজনেখালি অঞ্চলের একটি পুকুরে ১২টি টি বাসকা ঢুকে পড়েছে। যদিও এদের বাসস্থান নদীতেই। পুকুরের পরিবেশে তাদের ঠাঁচিয়ে রাখা ছিল ঘোষ করিনি। কিন্তু উপযুক্ত সুরক্ষের ব্যবস্থা না করে তাদের নদীতে ফিরিয়ে দিতেও চাননি গবেষকরা। সেই থেকেই সজনেখালিতে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় সংরক্ষণ। দেখতে দেখতে কাছিমের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এখন ৩৮৯টি কাছিম তাঁদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে বলে জানিয়েছেন সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের আধিকারিকরা। এর মধ্যে থেকেই ১০টি কাছিমকে নদীতে ছাড়া হল। তার মধ্যে ৭টি পুরুষ এবং ৩টি মহিলা কাছিম রয়েছে। নদীর পরিবেশ কাছিমরা ঠিক কোথায় থাকছে, কোথায় নিরাপদ ঘোষ করছে – এই সমস্ত তথ্য জানতেই তাদের শরীরে জিপিএস ট্র্যাকিং চিপ পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্যাটেলাইটের সাহায্যে নজরে রাখা যাবে তাদের গতিবিধি। পাশাপাশি কখনও কোনো কাছিম টিপন পরিবেশের শিকার হলেও তৎক্ষণাত উদ্ধার করা যাবে তাকে। এই পরিকল্পনা প্রাস্তোয়িত হলে ভবিষ্যতে জলজ প্রাণী সংরক্ষণ এবং গবেষণায় নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে।

<https://tv9bangla.com/west-bengal/south-24-parganas>

20.01.22

561. Madhyamik 2022: দুই বোর্ডেই করোনার থাবা, ব্যাহত মাধ্যমিক- উচ্চ মাধ্যমিকের প্রস্তুতি

মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা (Madhyamik 2022) এবং এপ্রিলের শুরুতেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা (Higher Secondary 2022) হওয়ার কথা।

• [NEWS18 BENGALI](#)

• [LAST UPDATED](#) : JANUARY 07, 2022, 12:34 IST

• [SOMRAJ BANDOPADHYAY](#)

#কলকাতা: এপ্রার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ- উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদেও করোনার থাণ্ডা। দুই বোর্ডের একাধিক কর্মী আধিকারিক করোনায় আক্রান্ত। যার জেরে প্রভাণ্ড পড়েছে পরীক্ষার ব্যৱস্থাপনার প্রস্তুতিতেও (Madhyamik 2022)।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা (Madhyamik 2022) এণ্ড এপ্রিলের শুরুতেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা (Higher Secondary 2022) হওয়ার কথা। এই সময়ে মূলত দুই বোর্ড পরীক্ষার প্রস্তুতি সংক্রান্ত একাধিক কাজকর্ম করে। কিন্তু দুই বোর্ডের একাধিক কর্মী আক্রান্ত হওয়ায় আপাতত সেই কাজ ব্যাহত হচ্ছে বলেই সূত্রের খবর। শুধু তাই নয়, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আক্রান্তের সংখ্যা এতটাই বেড়েছে যে বোর্ডের প্রশাসনিক বিভাগ কার্যত বন্ধ করে দিতে হয়েছে। দুই বোর্ডেরই একাধিক কর্মী আধিকারিক আপাতত আইসোলেশনে রয়েছেন।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিবও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। পাশাপাশি আরও কয়েকজন আধিকারিক ও কর্মী ও আক্রান্ত হয়েছেন।

সূত্রের খবর, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের পরীক্ষার প্রশাসনিক ঠাঁঠকের জন্য উত্তরবঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই কর্মসূচি আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারণে। তার কারণ বোর্ডের আঞ্চলিক অফিসগুলিতেও ইতিমধ্যেই সংক্রমণ ছড়িয়েছে বলে খবর। তাই আপাতত সেই সূচি স্থগিত রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ছাত্র-ছাত্রীদের এপ্রার টেস্ট পেপার দেওয়ার কথা। প্রিনামূল্যেই ছাত্র-ছাত্রীদের টেস্ট পেপার দেওয়ার কথা পর্ষদের। আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন না হওয়ায় টেস্ট পেপার ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়ার প্রক্রিয়া আপাতত শুরু করা যায়নি বলেই পর্ষদ সূত্রের খবর। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সেই কাজ ব্যাহত হতে পারে বলেই আশঙ্কা পর্ষদের।

শুধু মাধ্যমিক া উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদই নয়, যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আধিকারিক মিলিয়ে একাধিক কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ কোয়ার্টারেও থাা াসিয়েছে করোনা। একাধিক আধিকারিক, অধ্যাপক ইতিমধ্যেই আইসোলেশনে রয়েছেন। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্ম ছাড়া পঠন পাঠন ান্ধ রয়েছে। ফলে, প্রশাসনিক কাজকর্মে সামান্য প্রভা পড়েছে ালেই বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খর।

সে ক্ষেত্রে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা যদি াড়ে যায় তাহলে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ াং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষে পরীক্ষার কাজ চালানো অনেকটাই কঠিন হয়ে পড় ালেই মত দুই ার্ডের আধিকারিকদের।

<https://bengali.news18.com/news/education-career/preparations-for-holding-madhyamik-and-higher-secondary-exams-2022-affected-due-to-covid-19-dmg-715971.html>

562. Tiger: বাঘ সুমারি শুরু সুন্দরবনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগে,

বসছে ট্র্যাপ ক্যামেরা BRIEF

নিজস্ব সংাদদাতা

রায়দিঘি ১৮ জানুয়ারি ২০২২ ২১:৪১



ঢাঘের সন্ধানে ঐসানো হচ্ছে ট্র্যাপ ক্যামেরা।
ছবি: সংগৃহীত।

তিন ঐছর পর সুন্দরঐনে ফের শুরু হয়েছে ঢাঘ সুমারি। সুন্দরঐন ঐ্যায় প্রকল্পের অন্তর্গত জঙ্গলের পরে ঐ ঐার দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঐনঐভাগের অন্তর্গত ঐলাকায় শুরু হয়েছে ট্র্যাপ ক্যামেরা ঐসানোর কাজ।

২০১৯-ঐর গণনাপর্ে সুন্দরঐনের দু'টি অঞ্চল মিলিয়ে মোট ৯৭টি ঢাঘের হদিস মিলেছিল। ঐ ঐছর ফের শুরু হয়েছে ঢাঘ গণনার কাজ। সম্প্রতি সুন্দরঐন ঐ্যায় প্রকল্পের অধীন ঐনাঞ্চলে শুরু হয়েছিল ট্র্যাপ ক্যামেরা ঐসানোর কাজ। ঐ ঐার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঐনঐভাগের আওতাধীন সুন্দরঐনের জঙ্গলে শুরু হয়েছে ক্যামেরা ঐসানো। মঙ্গলঐার রায়দিঘি রেঞ্জের চিতুরি ঐিট অফিসে ঐনঐটির পুজো দিয়ে হেড়োভাঙা-৮ জঙ্গলে ক্যামেরা ঐসানোর কাজ শুরু করেন ঐনকর্মীরা।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঐনঐভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৬১ জোড়া ক্যামেরা ঐসানো হঐ ঐাদাঐনের ঐিভিন্ন পয়েন্টে। আগামী চার দিন ধরে মাতলা, রায়দিঘি, রামগঙ্গা রেঞ্জে চলঐ ঐই কাজ। আপাতত ১০০ জন ঐনকর্মী ৮টি দলে ভাগ হয়ে ঐই কাজ করঐন। ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়ের মাধ্যমে ছবি ওঠার পাশাপাশি জানা যাঐ ঢাঘের অঐস্থানও।

টানা ৩৫ দিন ছবি ওঠার পর ক্যামেরাগুলি তুলে আনা হঐ জঙ্গল থেকে। প্রতিটি ছবি মিলিয়ে শরীরের ডোরাকাটা দাগের ধরন দেখে প্রত্যেক ঢাঘকে আলাদা ভাঐ শনাক্ত করা হঐ। জানা যাঐ ঢাঘের প্রকৃত সংখ্যা।

নিরপত্তার কারণে ক্যামেরা ঐসানোর আগে জঙ্গলের গভীরে নির্ঐাচিত স্থানগুলিতে জাল লাগানো হলেও পরে তা খুলে দেওয়া হয়। ২০১৯ সালের ঢাঘ সুমারিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঐনঐভাগে জঙ্গলে মোট ২৭টি ঢাঘের সন্ধান মিলেছিল। ঐর মধ্যে ঐাঘিনীর সংখ্যা ছিল ২০। ঐ ঐারের সুমারির পর সেই সংখ্যা ঐড়তে পারে ঐলে আশাঐাদী ঐনকর্তারা।

মঙ্গলঐার ক্যামেরা ঐসানোর সময় ঐিট অফিসে ঐপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঐিভাগীয় ঐনাধিকারিক (ডিঐফও) মিলন মন্ডল, অতিরিক্ত ঐিভাগীয় ঐনাধিকারিক (ঐডিঐফও) অনুরাগ চৌধুরী প্রমুখ। ডিঐফও ঐলেন, ‘‘প্রাথমিক ভাঐ রায়দিঘি রেঞ্জের কুলতলি ঐিটের হেড়োভাঙা জঙ্গলে ট্র্যাপ ক্যামেরা ঐসানো হয়েছে। আগামী ৪ দিনের মধ্যে ঐাকি জায়গাগুলিতেও ঐসানো হয়ে যাঐ।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/tiger-census-begins-at-south-24-parganas-division-area-of-sundarbans-dgtld/cid/1324290>

563. Covaxin-এর নামে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের কোন ভ্যাকসিন

দেওয়া হচ্ছে? সামনে আসল ভয়ঙ্কর তথ্য

- By [Kousik Sinha](#)
- | Published: January 18 2022, 23:33 [IST]

চলতি বছরের শুরু থেকেই ছোটদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের এই ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ চলছে। এই অপ্রস্থায় ভারত প্রায়োটেকের তরফে একটি প্রিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। যেখানে প্রাচ্ছদের ভ্যাকসিন দেওয়ার সময়ে স্বাস্থ্য কর্মীদের সতর্ক থাকতে লাগেছে।



শুধু তাই নয়, ভ্যাকসিন হিসাবে যাতে Covaxin-ই দেওয়া হয় সে বিষয়ে আশ্রদন জানানো হয়েছে। সংস্থার দাপি, ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের দেওয়ার ক্ষেত্রে Covaxin সপথেকে সুরক্ষিত ং নিরাপদ। ংমনআই ভারত প্রায়োটেকের তরফে দেওয়া প্রিজ্ঞপ্তিতে দাপি করা হয়েছে।

ংদিন ভারত প্রায়োটেকের তরফে দাপি করা হয়েছে যে ংনেক সময়ে প্রাচ্ছাদের ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে নথিভুক্ত নয় ংমন ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। সরকার জানুয়ারি মাসের তিন তারিখ থেকে প্রাচ্ছাদের ভ্যাকসিন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ংকই সঙ্গে যাতে কোভ্যাক্সিনই দেওয়া হয় সে বিষয়েও সষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু ংনেক ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্য কর্মীরা ংই নির্দেশিকাকে মানছে না ংলে দাপি।

ভারত প্রায়োটেকের তরফে জারি করা ংক প্রিজ্ঞপ্তিতে দাপি, তাদের কাছে ংশ কিছু রিপোর্ট জমা পড়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের ংনুমোদন নেই ংমন কোরনার ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। ংর ংই বিষয়ে কার্যত স্বাস্থ্যকর্মীদের সতর্ক করা হয়েছে সংস্থার তরফে। শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রাচ্ছাদের ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে সতর্ক হন সে বিষয়ে আশ্রদন জানানো হয়েছে সংস্থার তরফে। শুধু তাই নয়, Covaxin-ই যাতে দেওয়া হয় সে বিষয়টিও মাথায় রাখার কথা ংলা হয়েছে সংস্থার তরফে দেওয়া প্রিজ্ঞপ্তিতে।

ংল্লেখ্য, ২৫ ডিসেম্বর, ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন যে, ১৫-১৮ বছর বয়সীদের জন্য টিকা জানুয়ারি মাসের তিন তারিখ থেকে শুরু হং।

অন্যদিকে সতর্কতামূলক তৃতীয় ডোজ ১০ জানুয়ারী ২০২২ সাল থেকে শুরু হবে। এমনটাই ঘোষণা করা হয়। সেই ভ্যাকসিনেশনের কাজ চলছে। তবে এই অস্থায়ী আজ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের মধ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশি কিশোরের ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আর সেজন্যে শুভেচ্ছাও জানিয়েছে তিনি। আর সেখানে দাঁড়িয়ে ভারত প্রায়োটেকের এই প্রত্যয় কার্যত আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

অন্যদিকে ১২ বছরের বেশি বয়সীদেরও কোভ্যাক্সিন দেওয়ার অনুমোদন পেয়ে গেল ভারত প্রায়োটেক। ভারতের ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল ডা ডিজিসিআই শনিবার ভারত প্রায়োটেককে ১২-১৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য কোভ্যাক্সিন কোভিড ১৯ ভ্যাকসিনের জরুরি ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে। তথ্য বলছে প্রায়োটেকের ক্ষেত্রে একমাত্র কোভ্যাক্সিন সপক্ষে নিরাপদ এবং সুরক্ষিতও পড়ে।

<https://bengali.oneindia.com/news/india/bharat-biotech-claims-15-to-18-years-group-is-getting-other-vaccine-than-covaxin-153296.html?story=3>

564. কোভিড ভ্যাকসিন শুধু করোনা নয়, এইসব রোগ থেকেও রক্ষা করতে সহায়ক

<https://www.presscardnews.com/2022/01/The-covid-vaccine-is-not-only-effective-in-preventing-coronary-heart-disease.html>

565. করোনা রুখতে ভারতে লকডাউনের প্রয়োজন নেই, কেন বলছে WHO?

<http://dhunt.in/r1GPj?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

566.

[illegible]

आवासीय: वर्षा ऋतू में समुद्र तट पर
मछली मारने के लिए लोग आते हैं।

[illegible]

ଅନୁସନ୍ଧାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ସୁଧାରାଇବା । ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ସୁଧାରାଇବା । ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ସୁଧାରାଇବା । ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ସୁଧାରାଇବା ।



आचार्यजी: सर्व प्रसन्न मनो ब्रह्मचर्य
मार्ग प्रदर्शयन्ति भूतानां सर्वे भवन्ति

স্বদেশে স্বদেশভাষায় প্রবন্ধ লেখার
সিদ্ধান্তে প্রতিশ্রুতি করে। সেই
স্বদেশভাষায় প্রবন্ধ লেখার সিদ্ধান্ত

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

567 .

[illegible][illegible]

the company's 1993 sales of \$1.1 billion, up from \$1 billion in 1992. The company's 1993 sales of \$1.1 billion, up from \$1 billion in 1992. The company's 1993 sales of \$1.1 billion, up from \$1 billion in 1992.

568.

টিকাকরণের হার বাড়ানো উদ্যোগ

টিকাকরণের হার বাড়ানো উদ্যোগ

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

569. Vaccine in Medical store: ওষুধের দোকানেই পাওয়া যাচ্ছে করোনার

টিকাক প্রস্তুত ! েন্দ্রকে

সংবাদ সংস্থা

নয়াদিল্লি ২০ জানুয়ারি ২০২২ ০০০১:



্রাজারে এই দুই টিকা ছাড়ার ঞ্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়েছে ঞলে সূত্রের খবর।
–ফাইল চিত্র

এখন থেকে করোনা টিকা পাওয়া যাচ্ছে ওষুধের দোকানেস্ট্যান্ডার্ড ড্রাগ সেন্ট্রাল ঞুখার !
এং কোভাক্সিন (এসইসি) দল ঞিশেষজ্ঞ (সিডিএসসিও) অর্গানাইজেশনের কন্ট্রোল
কোভিশিল্ড, এই দুই টিকাকে ঞাজারে ছাড়ার অনুমতি দিয়েছে ঞলে সংবাদ সংস্থা
পিটিআই সূত্রের খবর।

১৪ জানুয়ারি এই দুই টিকা সংস্থার পক্ষ থেকে স ঞ রকমের তথ্য চেয়েছিল এসইসি।
্রাজারে ছাড়া যাচ্ছে কি না সেই নিয়ে চিন্তা ভা ঞনা ছিল তাদের। সেই কারণেই তথ্য
চাওয়া হয়েছিল ভারত ঞায়েটেক এং সেরাম ইনস্টিটিউটের কাছ থেকে। ঞেশির ভাগ
মানুষের শরীরে এই টিকা কার্যকর হয়েছে ঞলেই রিপোর্টে উঠে এসেছে। এর ফলে
্রাজারে এই টিকা ছাড়ার ঞ্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়েছে ঞলে সূত্রের খবর।

অন্যদিকে, ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনেরাল অ ঞ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে কোভাক্সিন, কোভিশিল্ড
ছাড়াও ভারতে ঞ্যাহার হওয়া ঞাকি টিকাগুলিকেও আপতকালীন পরিস্থিতিতে ঞ্যাহার
করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কোভাক্সিন এং কোভিশিল্ডকে গত ঞছর ৩
জানুয়ারিতেই আপতকালীন পরিস্থিতিতে ঞ্যাহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

ভারতে প্রথম টিকা হিসাবে আসে ভারত ঞায়েটেকের কোভাক্সিন। এর পর ব্রিটেনের
অ্যাস্ট্রাজেনেকার অনুকরণে ভারতে সেরাম ইনস্টিটিউট তৈরি করে কভিশিল্ড।

<https://www.anandabazar.com/india/covishield-covaxin-will-be-available-in-market-according-to-the-report-dgtl/cid/1324476>

570. WHO: অতিমারি শেষ হওয়ার লক্ষণ নেই, মত ছ-র

সংবাদ সংস্থা

ওয়াশিংটন ২০ জানুয়ারি ২০২২ ০৬:৩০



ফাইল চিত্র।

প্রিশেষজ্ঞদের অনেকেই এলছেন কোভিড অতিমারি এ ার শেষের পথে। ইউরোপ এলে দিয়েছে, কোভিড এ ার ধীরে ধীরে সাধারণ ফলু হয়ে যাে। যদিও ািশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ছ)-র প্রধান টেড্রোস অ্যাডানম গেরিয়েসাস আজ ফের এলেছেন, ‘‘অতিমারি শেষ হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই।’’ ওমিক্রনকে যে ভাে লঘু করে দেখা হচ্ছে, সে প্রসঙ্গেও তিনি এলেন, ‘‘কোনও ভুল করেন না। ওমিক্রনে হাসপাতালে ভর্তি হতে হচ্ছে, মৃত্যুও হচ্ছে।’’ তাঁর কথায়, ‘‘গড়ে হয়তো ােশির ভাগ মানুষই কম ভুগছেন। কিন্তু যে ভাে একে হাল্কা করে দেখানো হচ্ছে, সেটা ভুল। এতে ভুল ার্তা যাচ্ছে। মানুষকে প্রাণের দাম দিতে হচ্ছে।’’

করোনাভাইরাসের ডেল্টা স্ট্রেনের তুলনায় আপাতদৃষ্টিতে একে নিরীহ মনে হলেও ওমিক্রনের প্রভাে কোথায় গিয়ে থামে, তা নিয়ে চিন্তায় আমেরিকা। নতুন একটি সমীক্ষায় দাি কর হয়েছে, মার্চের মাঝামাঝির মধ্যে আরও অন্তত ৫০ হাজার থেকে ৩ লক্ষ মানুষের প্রাণ যেতে পারে এ দেশে। ইতিমধ্যেই এ দেশে সাড়ে ৮ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে কোভিডে। গোটা ািশ্বে ক্ষতির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে আমেরিকা।

নভেম্বর থেকে সংক্রমণ ফের াড়তে শুরু করে আমেরিকায়। একই সঙ্গে ডেল্টা ও ওমিক্রনের ঢেউ। ক্রমে ওমিক্রনই মূল সংক্রামক স্ট্রেন হয়ে উঠেছে। ািশেষজ্ঞদের দাি, টিকাকরণ ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই আটকে দিয়েছে। তাই গত াছরের মতো মৃত্যুর ঢল নামেনি। যদিও এ ছ হাসপাতালে শয্যার অভাে, স্বাস্থ্যকর্মীদের অনেকে সংক্রমিত। প্রেসিডেন্ট জো াইডেন ঘোষণা করেছেন, ািপর্ষন্ত প্রদেশগুলিতে সেনাাহিনীর স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগ করা হে।

মাঝে শোনা যাচ্ছিল, ইউরোপের মতো আমেরিকাতেও সংক্রমণ নিম্নমুখী। কিন্তু ঐতিহাসিক খবরখবর সেই তথ্য নস্যাৎ করে দিচ্ছে। একটি রিপোর্টে দাখিল করা হয়েছে, এখন গড়ে দৈনিক সংক্রমণ সাড়ে ৭ লক্ষ। পশ্চিমি ভাগ প্রদেশেই সংক্রমণ ঝড়ছে। এর মধ্যে কিছু দাখিলদায়ী স্ট্রাইক ডেকেছে নার্সদের একাংশ। ফলে নাজেহাল দশা আমেরিকার স্বাস্থ্য দফতরের।

পরিস্থিতি কী ভাবে সামলাবেন, তা নিয়ে সন্দিহান খোদ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও। আজ তিনি জানিয়েছেন, ভাল গুনমানের ৪০ কোটি মাস্ক টিনামূল্যে টিলি করা হলে সাধারণ মানুষের কাছে। মাস্ক পরার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই এই সরকারি উদ্যোগ। সামনের সপ্তাহ থেকে এই কাজ শুরু হবে। এ জন্য দেশের টিভি প্রাপ্ত হাজার দশেক কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলি মূলত ওধুধের দোকান বা কমিউনিটি সেন্টার।

মাস্ক পরা ছাড়াও করোনা পরীক্ষা করানোতেও জোর দেওয়া হচ্ছে এ দেশে। গত কাল একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইট মারফত আমেরিকানরা ঝড়িতে এসেই টিনামূল্যে করোনা পরীক্ষা করতে পারবেন। দেশ জুড়ে কয়েকশো কোটি র‍্যাপিড টেস্ট কিট টিলির ভাণ্ডারচিন্তাও রয়েছে সরকারের।

<https://www.anandabazar.com/world/world-health-organisation-is-not-sure-about-the-end-of-coronavirus/cid/1324500>

571. ঠান্ডায় জ্বর ও সর্দি বাড়ছে দেখে সিউড়ির মানুষ প্যারাসিটামল কিনে স্টক করছেন



নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি: সিউড়ি শহরে অনেকেরই জ্বর। তাই তড়িঘড়ি প্যারাসিটামল ট্যাবলেট কিনছেন শহরের মানুষ। অনেকে আগেভাগেই জ্বরের আশঙ্কায় স্টক করছেন প্যারাসিটামল। জেলা স্বাস্থ্যদপ্তরের পরামর্শ, জ্বর মানেই কিন্তু করোনা নাও হতে পারে। তাই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঝড়িতেই ক'টা দিন থাকা উচিত। খুঁ অসুখি হলে কোভিড টেস্ট করিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ মেনে এগতে হবে। জানুয়ারির শীতে হঠাৎ ঝড়ি হওয়ায় ঠান্ডা রীতিমতো জাঁকিয়ে এসেছে। হঠাৎ আঝাওয়া পরিবর্তনের কারণেই ঠান্ডা লাগার সঙ্গে সঙ্গে এই জ্বর এসেছে বলে অভিমত ঝাসিন্দাদের। এমনিতেই দিন কাটছে করোনার আঝে। তলে আশার আলো তা ধীরে ধীরে কমছে এবং আক্রান্ত অনেকেই ঝড়িতে আইসোলেশনে থেকেই সম্পূর্ণ সুস্থ হচ্ছেন। এমাসে গত দু'দিন হাল্কা ঝড়ির কারণে অনেকের ঠান্ডা লেগেছে বলে জানিয়েছেন। এতে কারও

কারও জ্বর, সর্দি, কাশিও হচ্ছে। তার ফলে হঠাৎ গত দু'তিন দিনে শহরের ওষুধ দোকানগুলিতে প্যারাসিটামলের চাহিদাও বেড়েছে ব্যাপক হারে। কোনও কোনও দোকানে একদিনেই মজুত থাকা প্যারাসিটামল নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তবে অনেক শহরবাসীর মতে, শীতকালে এমন সাধারণ জ্বর লেগেই থাকে। তবুও যাতে কোনও খামতি না থাকে, তাই আগেভাগেই তাঁরা প্যারাসিটামল, গ্যাসের ওষুধ মজুত করছেন। জ্বর হওয়া মানেই যে কোভিড নয়, তা কিছুটা দুরূহে পারছেন সাধারণ মানুষজন। অনেকের মন থেকে আতঙ্কের মেঘ কিছুটা কাটছে। শহরের এক বাসিন্দা রক্তিম চৌধুরী বলেন, ঠান্ডা থেকেই জ্বর হয়েছে। আপাতত একদিন প্যারাসিটামল খেয়েই সুস্থ হয়েছি। তবে ওষুধ দোকানে প্যারাসিটামল একটার বেশি পাতা দিচ্ছে না। প্রীরভূম স্বাস্থ্যজেলার মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রি আড়ি বলেন, হঠাৎ দৃষ্টিতে ঠান্ডা পড়েছে। এতে সাধারণ জ্বর, কাশি হতে পারে। এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। খুব অসুবিধা না হলে বাড়িতেই থাকুন। ডাবল মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। তবে খুব অসুবিধা হলে অবশ্যই টেস্ট করিয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরের নির্দেশ মোতাবেক চলতে হবে।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=17&id=344259>

572. Tuberculosis Test: তিন গুণ যক্ষ্মা রোগীর খোঁজ জগৎবল্লভপুরে

নুরুল আশার

উলুবেড়িয়া ২০ জানুয়ারি ২০২২ ০৬:৪৮



প্রতীকী ছবি।

করোনাকালে দু'তিন সপ্তাহের বেশি কাশি থাকলে যক্ষ্মার পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। ইতিমধ্যেই জগৎবল্লভপুরের করোনা সংক্রমিতদের থুথু পরীক্ষা করে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা তিন গুণ বেড়েছে বলে হাওড়া জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর।

ওই দফতর জানিয়েছে, জগৎবল্লভপুর ব্লকের মডেলকে সামনে রেখে জেলা জুড়ে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে বিশেষ অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। সেই

অভিযানে যে সপ্ত করোনা সংক্রমিতের প্রশ্ন কয়েকদিন ধরে কাশি হচ্ছে, তাঁদের সকলের থুথু পরীক্ষা করা হইবে।

এমনিতে চারভর জেলা জুড়ে যক্ষ্মা রোগী চিহ্নিত করার রুটিন অভিযান চলে। তাতে অনেক দিন ধরে কাশি হচ্ছে, এমন ব্যক্তিদের থুথু সংগ্রহ করে পরীক্ষা করানো হয়। কিন্তু গত চারের মাঝামাঝি সময় থেকে জগৎপল্লভপুরে দেখা যায়, যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা প্রশ্ন কমে যাচ্ছে। একটা সময়ে মাসে তিন জন করে যক্ষ্মা রোগীর সন্ধান মিলতে থাকে। এত কমসংখ্যক যক্ষ্মা রোগীর চিহ্নিতকরণ হওয়াকে অস্বাভাবিক বলে মনে করেন জেলা স্বাস্থ্যকর্তারা।

এরপরেই এই ব্লকে অনেক দিন ধরে কাশি হচ্ছে এমন করোনা সংক্রমিতদের থুথু পরীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জেলা স্বাস্থ্য দফতরের এক পদস্থ কর্তা জানান, করোনা এবং যক্ষ্মা— দু’টি সংক্রমণের ক্ষেত্রেই কাশি সাধারণ উপসর্গ। তিনি বলেন, ‘‘করোনা সংক্রমিতদেরও যে হেতু কাশি হয়, তাই তাঁদের আর থুথু সংগ্রহ করা হয় না। তাঁদের করোনা হয়েছে ধরে নিয়ে চিকিৎসা হয়। যে হেতু যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা প্রশ্ন কমে গিয়েছিল, তাই আমাদের মনে হয় করোনা সংক্রমিতদেরও থুথু পরীক্ষা করার দরকার আছে। কারণ তাঁদের মধ্যেও যক্ষ্মা রোগী থাকতে পারেন।’’

সেই পরীক্ষাতেই জগৎপল্লভপুরে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যাওদ্ধির বিষয়টি টের পান জেলার স্বাস্থ্যকর্তারা। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, ২৫ নভেম্বর থেকে বিশেষ অভিযান শুরু হয়। একমাস পরে দেখা যায়, অভিযান শুরুর আগে যেখানে ওই ব্লকে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা ছিল মাসে গড়ে তিন জন, অভিযান চলাকালীন দেখা যায়, সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে মাসে ৯ জন করে। তাঁদের মধ্যে আছেন অনেক করোনা সংক্রমিতও। তারপরে জেলা জুড়ে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় জেলা স্বাস্থ্য দফতর।

জেলার ১৪টি ব্লক এবং হাওড়া ও উলুপেড়িয়া পুরসভা জুড়ে চলবে এই অভিযান। আপাতত মোট ৫ লক্ষ করোনা সংক্রমিতের থুথু পরীক্ষা করানো হবে বলে জানিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর। কাদের থুথু পরীক্ষা করানো হবে সেটাও প্রাথমিক ভাবে চিহ্নিত করেছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর। কো-মর্টিডিটি আছে, এমন করোনা সংক্রমিতদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ ছাড়া প্রতিটি এলাকার পাসিন্দা, টিডি-শ্রমিকদেরও থুথু পরীক্ষা করানো হবে। একইসঙ্গে জগৎপল্লভপুরেও চলবে অভিযান।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah-hooghly/number-of-patients-suffering-from-tuberculosis-increased-in-jagatballavpur/cid/1324511>

573. Plastic Rice: মিড-ডে মিলে 'প্লাস্টিক' চাল!

নিজস্ব সংবাদদাতা

পাঁশকুড়া ২০ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:২৭



এই চাল দেখেই গুজব ছড়ায়। নিজস্ব চিত্র

চলতি মাসে সমস্ত সরকারি স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রিলি করা হয়েছে মিড ডে মিলের খাদ্য সামগ্রী। এই দফায় এয়ার চালের সাথে অদ্ভুত রকমের দেখতে কিছু দানা মেশানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন অভিভাবকদের একাংশ। তাদের সন্দেহ সেগুলি প্লাস্টিক চাল। এই নিয়ে গুজবে আতঙ্কে অনেক অভিভাবক ওই চাল রান্না না করে প্রিক্রি করে দিচ্ছেন। কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি স্কুলেও মিড-ডে'র চাল নিয়ে একইরকম সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন অভিভাবকেরা। অনেকে সেই চাল রান্না না করে প্রিক্রি করে দেন। যদিও পূর্ণ মেদিনীপুরে প্রিলি করা চাল নিয়ে প্রিতর্কে জেলা প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, শিশু ও পড়ুয়াদের প্রাড়তি পুষ্টির জন্য চালের মধ্যে মেশানো হয়েছে 'ফটিফায়েড রাইস'। তাই এই চাল নিয়ে আতঙ্কের কোনও কারণ নেই।

খাদ্য দফতর সূত্রে খবর, ধান থেকে চাল তৈরির সময় চালের মধ্যে থাকা প্রিভিন্ন ভিটামিন, খনিজ পদার্থ প্রাদ পড়ে যায়। এর ফলে চালের পুষ্টিগুণ কিছুটা কমে যায়। 'ফটিফিকেশন' পদ্ধতিতে সেই ভিটামিন, খনিজ পদার্থ আবার চালে যুক্ত করা সম্ভব। সেই চালের ভাত খেলে অনেক প্রশি পুষ্টিগুণ পাওয়া যায়। শিশু ও স্কুলপড়ুয়া কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টির অভাব দূর করতে চলতি মাস থেকে সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও সরকারি স্কুলে মিড-ডে মিলের চালের সাথে মেশানো হয়েছে ফটিফায়েড রাইস। চালের থেকে আকারে প্রশ কিছুটা প্রড় ও পুরু এই প্রশেষ ধরনের কণা দেখে সেগুলি প্লাস্টিক চাল বলে আশঙ্কা করছেন অনেক অভিভাবক। অপর্ণা দাস নামে কোলাঘাটের এক অভিভাবক বলেন, 'স্কুল থেকে যে চাল দেওয়া হয়েছে তাতে প্লাস্টিকের মতো প্রড়

ঢ় ঢাল দেখা যাচ্ছে। জলে ভেজালে সেগুলি ফুলে যাচ্ছে। ঢাল থেকে ওই সমস্ত ঢ় ঢঢ ঢাল ঢেছে ঢাদ দিয়ে রান্না করছি।’’ কেউ আঢ়ার আতঙ্কে ওই ঢালের ভাত রান্নাই করছেন না। তেমনই ংক অভিজ্ঞাঢ়ক পঁশকুড়ার প্রতিমা মান্না ঢলেন, ‘‘ংঢ়ার ছেলের স্কুল থেকে যে ঢাল দিয়েছে তাতে অন্য ধরনের ঢাল মেশানো রয়েছে। ওগুলো ক্ষতিকর ভেঢ়ে ওই ঢাল রান্না করিনি।’’

জেলা প্রশাসন সূত্রে খঢ়র, ঢ় আকারের ওই ঢালের দানাগুলি আসলে ফাটিফায়েড রাইস। ংর মধ্যে রয়েছে আয়োডিন, ভিটামিন ঢি-১২, ফলিক অ্যাসিড, আয়রন। ঢালের ওপর ভিটামিন ও খনিজের আঢ়রণ দিয়ে তৈরি হয় ফাটিফায়েড রাইস। পুষ্টিগুণ ঢাড়াতেই ঢালের মধ্যে কিছু সংখ্যক ফাটিফায়েড রাইস মিশিয়ে ঢিলি করা হচ্ছে। জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজী ঢলেন, ‘‘পুষ্টি ঢাড়াতে মিড-ডে মিলের ঢালের সাথে ংঢ়ার কিছু পরিমাণ ফাটিফায়েড রাইস মেশানো হয়েছে। ওগুলি প্লাস্টিকের ঢাল নয়। ওই ঢালের ভাত অনেক ঢেশি পুষ্টিকর।’’

জেলা প্রশাসনের আশ্বাসে অনেকে অভিজ্ঞাঢ়কের প্রশ্ন, ংই ঐষয়ে আগাম প্রচার করা হল না কেন? সে ক্ষেত্রে আতঙ্কের কোনও কারণ থাকত না। কোলা ইউনিয়ন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ঢিপ্লঢ় ভট্টাচার্য ঢলেন, ‘‘অনেক অভিজ্ঞাঢ়কই অভিযোগ করেছেন মিড ডে মিলের ঢালে প্লাস্টিকের ঢাল রয়েছে ঢলে। পরে খঢ়র নিয়ে জানলাম ওগুলো ফাটিফায়েড রাইস। জেলা প্রশাসনের তরফে স্কুলগুলিকে ং ঐষয়ে আগাম জানালে অভিজ্ঞাঢ়কদের মধ্যে ংই ঐব্রান্তি ছড়াত না।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/midnapore/plastic-rice-found-in-the-mid-day-meal-at-panskura/cid/1324527>

574. wolf: লালগড়ে ‘অজানা’ জন্তুর পায়ের ছাপ আসলে নেকড়ে, জানাল ঢন

দফতর

নিজস্ব সংঢ়াদদাতা

লালগড় ২০ জানুয়ারি ২০২২ ১১:৩২



লালগড়ে নেকড়ের পায়ের ছাপ।

নিজস্ব চিত্র

গত কয়েক দিন ধরে ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় থানার কুমির কাটা, লক্ষণপুর লাগোয়া জঙ্গলে ‘অজানা’ জন্তুর পায়ের ছাপকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্ক ছড়ায় স্থানীয় প্রাসিন্দার মধ্যে। এর পরই এন দফতরে খবর দেন গ্রামপ্রাসীরা।

এন দফতরের কর্মীরা পায়ের ছাপ সংগ্রহ করার জন্য এলাকায় আসেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই পায়ের ছাপ মাপেন। প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে দু’একটির ছাঁচও তুলে নিয়ে যান। সেটি পরীক্ষা করে দেখার পর ডিএফও (মেদিনীপুর) সন্দীপ রোয়াল বলেন, ‘‘আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। যে পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া গিয়েছে, সেটি নেকড়ে।’’

জঙ্গলনির্ভর লক্ষণপুর, কুমিরকাতা, হাতিলোট ইত্যাদি গ্রামের গ্রামপ্রাসীরা জঙ্গলে গরু-ছাগল চরাতে যেতে ভয় পাচ্ছেন।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/wolfs-footprint-identified-in-lalgarh-dgtld/cid/1324558>

575. Palanquin Ambulance: পালকি চড়ে গ্রাম থেকে হাসপাতালে যাবে

রোগী, বন্ধার বাসিন্দাদের জন্য চালু নয়া পরিষেবা

নিজস্ব সংবাদদাতা

কালচিনি ১৯ জানুয়ারি ২০২২ ১৫:২০



প্রজ্ঞার গ্রামে পালকি অ্যাম্বুল্যান্স।

নিজস্ব চিত্র

আড়াই হাজার ফুট উচ্চতায় অপ্রস্থিত প্রশ কয়েকটি গ্রাম। সেখানে গাড়ি চলাচল দূর অস্ত, রাস্তা মানে চড়াই-উতরাই প্রা শূড়িপথ। ইন্দো-ভুটান সীমান্তের সেই সপ্র গ্রামের প্রাসিন্দাদের জন্য এ প্রার পালকি অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু করল প্রশাসন।

প্রজ্ঞা নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঘন জঙ্গল, রয়্যাল প্রেঙ্গল টাইগার আর প্রজ্ঞা দুর্গ। কিন্তু এই গভীর জঙ্গলেই প্রসপ্রাস করে প্রিভিন্ন জনগোষ্ঠী। আড়াই হাজার ফুট উচ্চতায় রয়েছে প্রজ্ঞা, লেপচা, তাসিগাঁওয়ার মতো সাত-আটটি গ্রাম। আজও সেই সপ্র গ্রামের মহিলাদের সন্তান প্রসপ্র করানো হয় প্রাড়িতেই। হাসপাতাল, নার্সিংহোমের মতো পরিষেবা সেখানে যেন স্বপ্ন। স্বেচ্ছাসেপ্রী সংস্থা প্রজ্ঞার সেই গ্রামগুলিতে এ প্রার

অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু করল জেলা প্রশাসন। তে চাকায় নয়, সেই অ্যাম্বুল্যান্স ছুটে পায়ে পায়েই। আসলে তা পালকি অ্যাম্বুল্যান্স।

সাধারণত আশঙ্কাজনক রোগী অথবা সন্তানসন্তাদের ডুলি করে নামানো হয় জিরো পয়েন্টে। সেখান থেকে গাড়ি তে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। এমন পরিস্থিতির জেরে প্রাণও হারাতে হয় অনেককে। এ ার পালকি অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু করেছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। প্রশাসনের এমন অভিনব পদ্ধতিতে স্বভাৱতই খুশি াক্সা ফোর্টের াসিন্দারা। আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক সুরেন্দ্র মিনা ালেন, ‘‘াঁশের ডুলি করে দুর্গম পথ অতিক্রম করতে গিয়ে াহ মানুষের প্রাণ গিয়েছে। তাই নতুন ানা থেকেই পালকি অ্যাম্বুল্যান্স চালু করা হয়েছে াক্সায়।’’

গত ৯ ডিসেম্বর তারিখ জেলা প্রশাসন ওই নয়া অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা উদ্বোধন করা হয়। মনে করা হচ্ছে এর জেরে সন্তানসন্তা া াং আশঙ্কাজনক রোগীরা দারুণ উপকৃত হবেন। দ্রুত তাঁদের নিয়ে যাওয়া া াে হাসপাতালে। ইতিমধ্যেই পালকি অ্যাম্বুল্যান্সে চড়িয়ে মঙ্গলারই এক সন্তানসন্তাকে আনা হয় জিরো পয়েন্টে। সেখান থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। এখন সুস্থ রয়েছেন সেই মহিলা াং তাঁর সন্তান। আলিপুরদুয়ার প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ার্তমানে একটি পালকি অ্যাম্বুল্যান্স চালু থাকলেও, চলতি মাসে আরও আটটি পালকি দেওয়া হে াক্সা ফোর্টের ািভিন্ন গ্রামে। অর্থাৎ প্রতিটি গ্রামের জন্য ারাদ হে একটি করে পালকি অ্যাম্বুল্যান্স।

স্বচ্ছাসোী সংস্থার আধিকারিক তুষার চক্রাাী ালেন, ‘‘এ রাজ্যে প্রথম পালকি অ্যাম্বুল্যান্স চালু হয়েছে। ওখানে আশপাশে ১১টা গ্রাম আছে। আমরা জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত ওই অ্যাম্বুল্যান্সে চড়িয়ে আনি। তার পর ১০২ তে ফোন করে অ্যাম্বুল্যান্সে চড়িয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই কাজের জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর আমাদের সহায়তা করেছে। আমাদের উদ্দেশ্য নিরাপদ মাতৃত্ব।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/north->

<bengal/administration-starts-palanquin-ambulance-service-for->

<the-villagers-of-buxa-hill-dgtld/cid/1324405>

576. Raiganj: আবার শিশু মৃত্যু, বাড়ছে জ্বর-শ্বাসকষ্ট

গৌর আচার্য

রায়গঞ্জ ২০ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:১১

একেই উত্তর দিনাজপুর জেলায় করোনার সংক্রমণ তুঙ্গে। তার উপর জেলা জুড়ে করোনার উপসর্গ জ্বর ও শ্বাসকষ্টের রোগীর সংখ্যা ঝাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে জ্বর ও শ্বাসকষ্টের উপসর্গ নিয়ে রায়গঞ্জ মেডিক্যালের এসএনসিইউ ইউনিটে নতুন করে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় মেডিক্যাল ও স্বাস্থ্যকর্তাদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। মেডিক্যাল সূত্রে খবর, ঊর্ধ্বার সকাল পর্যন্ত গত ৩৬ ঘণ্টায় রায়গঞ্জ মেডিক্যালের এসএনসিইউ ইউনিটে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। জেলার বিভিন্ন এলাকার প্রাসিন্দা একমাসের কম প্রায়শি ওই তিন শিশু জন্মের পর থেকেই কখনও জ্বর, আঁচর কখনও শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছিল। গত বছরের নভেম্বর মাস জুড়ে ও ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ওই ইউনিটে শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা অপ্রাচ্য ছিল। এই পরিস্থিতিতে জেলায় ঝড়ের গতিতে করোনার সংক্রমণ ঝাড়তে থাকার সময়ে ফের করোনার উপসর্গ জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে ওই ইউনিটে পর পর তিন শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় উদ্ভিগ জেলা স্বাস্থ্য দফতর ও মেডিক্যালের কর্তারা। ঊর্ধ্বার ওই তিন শিশুর মৃত্যুর কারণও খতিয়ে দেখেছেন মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার রাতে জেলায় একদিনে ৪৩৫ জন প্রাসিন্দার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে এখনও পর্যন্ত এটাই একদিনে জেলায় সর্বাধিক সংক্রমণ ালে জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর। ওই দিন পর্যন্ত চলতি মাসে জেলায় করোনা আক্রান্ত এক কিশোর ও দুই যুগ-সহ দশ জনের মৃত্যু হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২৭৯০ জন। রায়গঞ্জ মেডিক্যালের সুপার প্রিয়ঙ্কর রায়ের অপ্রাচ্য ান্তব্য, “ওই তিন শিশুর মৃত্যুর সঙ্গে করোনার কোনও সম্পর্ক নেই। অপ্রিণত ও কম ওজন নিয়ে প্রস্র হওয়ার জেরে তিনটি শিশুই অপুষ্টি ও নিউমোনিয়ায় ভুগছিল। তার জেরেই শিশুগুলি মারা গিয়েছে।”

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/north-bengal/child->

<sickness-and-death-started-increasing-at-raiganj/cid/1324522>

Down to earth

577. Untimely January rain damages rabi crop, vegetables in Odisha's Nuapada

The spell of winter showers affected the small and big farmers alike

By [Ajit Panda](#)

Published: Wednesday 19 January 2022



Rainfall five times higher than normal for January has destroyed thousands of acres of rabi crops in Odisha's Nuapada district. The farmers who rely on the produce for food as well as cash said several stretches of pulses, potato, beans and other vegetables were also totally destroyed.

The state received 63.22 millimetres of rainfall this month, according to the India Meteorological Department.

Kedar Sabar, a small tribal farmer of Bendrabahal village, had cultivated *gol chana* (round pea) in his three acres of low land. It is a pulse crop that is sown in low land just a few days before paddy is harvested.

When sprouted chana plants are trampled under foot during cutting of paddy, it grows vigorously, said the farmer. The crop needs the soil to gradually dry for better growth and flowering. "But the rain this week destroyed everything, the flowers are decaying and falling."

Various other rabi crops like green gram, potato, red lentil, Bengal gram, Lima beans and onions have also been destroyed due to rain and water logging, Sabar pointed out. He spent about Rs 15,000 on seeds as well as hiring plough and labourers. "I would have got dal and onion for my consumption and a net income of Rs 35,000 this season had the rain not created problems," the farmer added.

Sanjay Tiwari, a farmer from Bendrabhai village, said over 150 farmers have been affected in his village. He added:

Almost all the farmers of our village cultivate pulses like chana, mung, biri, masur and onions in low land after harvesting paddy. These crops are both consumed and sold. This time, everyone has incurred heavy losses.

Many of the vegetable crops couldn't recover after the rain. Krutibas Majhi of Badi village in Khariar block said cauliflower, which was his main crop of the season, was attacked by green larvae due to rain and fog. He spent Rs 18,000 on half acre land and hoped to earn over Rs 50,000 by selling the produce.

Their other crops like arhar, beans and ladies' finger have also failed. "Supporting our family of 10 this year will be challenging," said Majhi's wife Basanti, who toiled hard for days to grow the vegetables.

The rain also affected paddy farmers who have been waiting for government procurement of their harvest. Asish Padhi of Budhikomna village under Komna block is a big farmer with 12 acres of land. On December 18, 2021, he took 60 quintals of paddy to the *mandi* (market) on December 18 as instructed by the civil supply department. "But the millers didn't turn out and my stock was not procured."

There was no shed available at the market and left in the open, the entire quantity of his produce was damaged in the rain on January 11 this year. "Agents want me to sell the stock to them at Rs 1,200 per quintal, as much as Rs 760 less than the minimum support price."

About 300 tonnes of paddy, brought by nearly 60 farmers along with Ashish, stacked in open space in Dunguripali *mandi* was

drenched due to the rain on January 11 and 12. "More than a thousand farmers suffered a cumulative loss of about 5,000 MT of paddy in Nuapada district alone," said Tiwari.

Water activist Ranjan Panda said that untimely rain has become a regular event due to the climate crisis. "Untimely and extreme rainfall events are increasingly battering farming communities," he said.

The small and marginal landholders are suffering the most but the current spell of rains has ruined the prospect of large farmers as well, the expert added.

It is already established that climate change is going to increase the frequency of such extreme events but existing compensation and insurance schemes do not bring the needed respite, he added. We need a strong policy decision on climate financing and insurance schemes so that the deprivation can be minimised and distress migration checked, according to the expert.

<https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/untimely-january-rain-damages-rabi-crop-vegetables-in-odisha-s-nuapada-81182>

579. Unilever's plastic sachet chemical 'recycling' a failure in Indonesia, says GAIA

Civil society organisations demand Unilever stop sachet production and switch to reuse / refill systems

By [DTE Staff](#)

Published: Wednesday 19 January 2022

📷 Unilever had sought to prove that with its new technology, plastic sachets could be part of a circular economy and recycled multiple times. Photo: istock

An investigation by the Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) has shown that Unilever Plc's claims about

the recyclability of sachets using a controversial method called 'chemical recycling' has largely been a failure in Indonesia.

Unilever secretly stopped operations two years after the highly celebrated launch of its pilot plant in Indonesia in 2017. The reason: Insurmountable logistical, financial and technical challenges, GAIA alleged in a statement January 19, 2022.

Unilever aimed to collect 1,500 tonnes of sachet waste for recovery in 2019 and 5,000 tonnes in 2020, according to GAIA.

The goal was to recycle multilayer sachets to make new sachets. But due to low recyclability potential of sachets and technological failures, the plant could only process mono-layer sachets to make a different kind of packaging.

Unilever had sought to prove that with this new technology, plastic sachets could be part of a circular economy and recycled multiple times. However, 40-60 per cent of waste feedstock was lost as residue during the process and the recyclability of the product is unproven.

The now-closed facility cost Unilever more than 10 million euros (\$11.3 million) for construction since 2011, GAIA's investigation showed.

Uncollected sachets were either stored in warehouses, burned or dumped in landfills. The abrupt closure has also disrupted waste pickers' livelihoods, who were engaged in collection for the project.

Unilever is the third biggest corporate plastic polluter in the world, according to the Break Free From Plastic movement's [annual brand audit report](#) last year. In Indonesia, plastic sachets make up 16 per cent of plastic waste, amounting to 768,000 tonnes per year.

The company produces single-use plastic packaging around the world that cannot be reused or recycled, causing massive amounts of waste that can only be dumped or burned.

Unilever's plastic sachets are particularly problematic, as their multiple layers of different types of materials, adhesives, and dyes make it impossible to recycle.

Froilan Grate, GAIA Asia Pacific regional coordinator, said: "Clearly, Unilever's CreaSolv project is not a solution to the sachet problem. This is another of Unilever's deceiving publicity stunts designed to altogether avoid the problem (single-use plastics) and the solution (redesign their packaging) so it is business as usual. In the end, the plastic problem worsens and people are blamed for it."

<https://www.downtoearth.org.in/news/pollution/unilever-s-plastic-sachet-chemical-recycling-a-failure-in-indonesia-says-gaia-81179>

The Telegraph

580. South 24-Parganas in Bengal most cyclone-affected district in India

Rainy weekend forecast for Kolkata and Bengal

JAYANTA BASU | PUBLISHED 20.01.22, 09:23 AM



The Kachuberia jetty collapses at Bakkhali due to the impact of Cyclone Amphan, near Sunderbans area in South 24 Parganas district

File photograph

South 24-Parganas which encompasses a major portion of the Sunderbans is the most cyclone-affected district in the country, finds a study carried out by the India Meteorological Department in Pune.

The first-of-its-kind analysis called Climate Hazards and Vulnerability Atlas of India was conducted recently by the wing of climate research and services at the IMD.

ADVERTISEMENT

The finding was based on all cyclones which passed within 50 nautical miles (about 90km) of India's coastal districts between 1961 and 2020.

The analysis showed that the return period for the cyclonic storms of all intensities was 1.67 years in South 24-Parganas on a scale of 1.5 to 60 years. Severe cyclones struck the district once in 2.61 years when they were studied in a range of two to 60 years.

Shorter return period means more frequent occurrence of cyclones and hence more vulnerability.

South 24-Parganas was followed by Kendrapara in Odisha and Nellore in Andhra Pradesh as well as Purba Medinipur in Bengal in terms of the return period of all kinds of cyclones. Cyclones hit Kendrapara once in 1.94 years and Nellore and Purba Medinipur in two years.

However, when it comes to severe cyclones, Balasore in Odisha and Villupuram in Tamil Nadu were next on the impact list with 2.86 years and three years of return period, respectively. "This first-of-its-kind study clearly indicates that the Sunderbans within the coastal region of South 24-Paraganas is one of the most vulnerable areas in the country," scientist Pulak Guhathakurta, head of the climate division at the IMD, told **The Telegraph**.

Guhathakurta ,who prepared the report, pointed out that even Purba Medinipur stands quite vulnerable in terms of the cyclone return period.

"The web atlas is depicted using Geographic Information System tools and provides districts' maps on hazard events and vulnerability. The report is prepared based on the climatological and census data and housing density," said a senior official associated with the study. "Four per cent of the

districts and 7 per cent of the population are highly vulnerable for cyclones and most of the coastal districts of east coast are high to very highly vulnerable for Cyclone" reads the report, which showed 25 districts on east coast – 10 in Tamil Nadu, seven in Andhra Pradesh, six in Odisha and two in Bengal – are vulnerable.

"The finding is in sync with the number of cyclones which hit the Sunderbans in the past three years," said a senior official in the state disaster management department.

"The region was pummelled by one major cyclone after another, like Bulbul, Amphan, Yaas and recently Jawad; not to talk about Aila in 2009."

A recent World Bank study has pointed out that the Sunderbans and Odisha are now facing the brunt of cyclonic impact on India's east coast.

Rainy weekend forecast

The weekend is likely to be overcast and rainy in Kolkata and the rest of Bengal.

A western disturbance over northwest and central India will bring about the overcast condition, the Met office has said. The cold spell the city has been under since Monday is likely to be interrupted from Friday.

"The clouds are set to arrive from Friday. A drizzle is not ruled out. But light to moderate rain is more likely in Kolkata on Sunday and Monday," said G.K. Das, director, India Meteorological Department, Kolkata.

A Met official in Alipore said the night temperature would eventually rise up to the "17-degree range" during the wet spell.

Wednesday's minimum temperature in Kolkata was 13.3 degrees.

<https://www.telegraphindia.com/my-kolkata/news/south-24-parganas-in-bengal-most-cyclone-affected-district-in-india/cid/1848386>

Down to earth

578. Now, TB test recommended for COVID-19 patients in case of persisting cough

Experts hail decision as opportunity to increase detection of both COVID-19 and TB

By [Taran Deol](#)

Published: Wednesday 19 January 2022



📍 India is a high TB burden country. Photo: istock

The latest clinical management guidelines by the national taskforce on the novel coronavirus disease (COVID-19) have advised positive patients to undergo a tuberculosis (TB) test if cough persists for more than two-three weeks.

The updated guidelines came from the Indian Council of Medical Research (ICMR) and the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) released January 17, 2022, have also listed active TB as a COVID-19 co-morbid condition.

The Indian government's TB division had already advised bi-directional screening for TB in COVID-19 patients and vice-versa after the first wave in 2020. Prior to this, bi-directional screening was already underway for TB-diabetes and TB-HIV.

India was the first country to make this move after the pandemic hit, Shibu Vijayan, global TB technical director at PATH, a team of global innovators working towards achieving health equity, told *Down To Earth*.

"In the first two waves, the government had issued guidelines to look for TB infections in post-COVID patients. Once the SARS-CoV-2 virus infects you, it pulls down your immune system which could result in latent TB turning into an active infection," Vijayan said.

India is a high TB burden country. Hence, there's a high infection rate as well. If we're not actively looking for TB

cases, we might miss it and therefore trigger another transmission chain.

TB is an endemic disease in India, home to a quarter of the world's total cases. Every third person has latent TB bacteria in their body, according to experts.

The second COVID-19 wave that hit India in early 2021 saw an indiscriminate use of steroids. This misstep in treatment, coupled with the use of immunosuppressive drugs, has the potential to trigger a latent presence of bacteria to turn into an active infection.

Symptoms of a COVID-19-TB co-infection include fever, cough, dyspnea, weight loss and fatigue.

According to a study published in *Frontiers in Medicine* last August, "older age, complications including hypertension, hepatitis, cancer, symptoms of dyspnea at admission, CT imaging features of bilateral lesions, infiltrates, tree in bud, and higher leucocyte count may be predictors for poor prognosis of COVID-TB patients."

The study added that COVID-19-TB patients were 2.21 times more likely to die and 2.7 times more likely to develop severe disease than COVID-19 patients.

TB case determination came down as resources were redirected to handle the pandemic. *DTE* had earlier reported that India was on its way to miss the TB case notification target for 2021:

India contributed the biggest drop in case notifications last year, indicating that a large number of cases went undetected. About 41 per cent of all cases dropped in 2020 came from India. The Modi government set an ambitious target to eradicate TB by 2025 – five years ahead of the global goal set by the World

Health Organization (WHO). Experts argue this could be a good opportunity to ramp up case detection as the end goal nears.

The absolute percentage of those succumbing to the disease has risen to five-seven per cent now, up from one-two per cent during pre-COVID times.

It is clear that reported deaths among TB patients have gone up since the pandemic began. This is a proxy indicator that TB patients are getting diagnosed late.

This is a trend that has been recorded globally as well. According to WHO's *2021 Global TB Report*, deaths grew for the first time in over a decade. An estimated 1.5 million people died of TB in 2020. The figures are set to be even higher for 2021 and 2022.

Therefore, the new guidelines have been touted as a good opportunity by experts to increase detection of both COVID-19 and TB.

Some experts have cautioned that several TB patients who were under treatment can no longer be tracked.

"Thousands of patients under TB treatment are missing now. Most of them have either migrated back home or changed locations due to the pandemic. It is possible that many must have relapsed and could be transmitting further," Rajiv Bajaj, Bihar Voluntary Health Association, Patna, told *DTE*.

Bajaj warned of an impending massive TB epidemic made worse by the high chances of drug resistance. He said the government came up with this step keeping all of these things in mind. "They are trying to play catch up with the spread of TB," he added.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/now-tb-test-recommended-for-covid-19-patients-in-case-of-persisting-cough-81181>

The Indian Express

581. Study says: By itself, Omicron does not boost immunity level

● However, the pre-print study from the US shows that in vaccinated individuals, an Omicron infection can boost existing immunity, thereby allowing the individual to fight off another infection better.

Written by Anonna Dutt | New Delhi |
Updated: January 20, 2022 12:04:48 pm



After the mice study, the researchers used sera from those who had a breakthrough infection during the Delta wave and Omicron wave to see how much protection they had against the wild type as well as all the other variants. (File)

In what could further underline the importance of vaccination, a new study shows that an infection with the Omicron variant of the Covid virus may not generate broad immunity in unvaccinated individuals that can protect against other variants.

However, the pre-print study from the US shows that in vaccinated individuals, an Omicron infection can boost existing immunity, thereby allowing the individual to fight off another infection better.

The study has been conducted by a team comprising Nobel Laureate Jennifer Doudna, researchers from the University of California, San Francisco; University of California, Berkeley; California Department of Public Health; and Covid-19 testing start-up Curative Inc.

According to the study, mice were infected with the virus-type first identified in the US in 2020, the Delta variant and the Omicron variant, and tested whether their sera (a blood component) could effectively neutralise or fight against the original virus, and the Alpha (first found in UK), Beta (first found in South Africa), Delta (first found in India), Omicron (first found in South Africa) variants of the virus.

The researchers found that mice infected with Delta developed the best protection against the other variants, except the Beta variant which is known to be highly immune evasive. In contrast, infection with Omicron was only effective in fighting off the Omicron variant but did not neutralise enough - meaning did not effectively protect against - other variants, according to the study.

On the other hand, sera from mice infected with the original virus could effectively protect against another infection from the same virus, along with the Alpha and Delta variants. It could not protect effectively against Beta or Omicron infections.

Almost all the vaccines currently in use utilise modified spike proteins from the wild type of the virus to elicit immune response. This could be one of the reasons Omicron is causing a high proportion of breakthrough infections in completely vaccinated individuals.

The vaccines, however, remain effective against severe disease and death. Several countries, including India, have started administering a third booster jab to offer better protection to the most vulnerable people.

After the mice study, the researchers used sera from those who had a breakthrough infection during the Delta wave and Omicron wave to see how much protection they had against the wild type as well as all the other variants.

The sera from those who had a Delta breakthrough infection (infection after complete vaccination) could effectively neutralise all variants, although the neutralisation was low for Omicron.

But the researchers also realised that sera from confirmed Omicron breakthrough infection conferred good protection against all variants.

"These findings suggest that Omicron infection can effectively boost existing immunity conferred by the vaccination against other variants, eliciting "hybrid immunity" that is effective against not only itself but also other variants," the researchers noted.

The researchers said that since Omicron infection on its own could not offer broad protection against all variants but could boost existing immunity and Delta could create broad immunity, multivalent vaccines using both Omicron and Delta could be developed in future.

Dr Anurag Agarwal, Director of Institute of Genomics and Integrative Biology, said, "Omicron is not nature's vaccine. Omicron infection does not give protection against infection by other variants, in unvaccinated people. Previously reported effects against Delta were due to enhancement of vaccine induced immune response that protects well against prior variants." He has been saying that people must not mistake the virus that is known to cause milder upper respiratory tract symptoms in most patients as a natural vaccine because it may still cause severe disease and death in those with compromised immune systems.

K Srinath Reddy, president of the Public Health Foundation of India and a member of the National Covid-19 Task Force, said, "This would mean that while Omicron itself has an immune evasion capacity due to 36 spike protein mutations, the limited immunity it evokes adds to the prior immunity against spike proteins and may result in sufficiently protective effect against severe disease."

Dr Samiran Panda, who heads the Department of Epidemiology and Communicable Diseases at the Indian Council of Medical Research and is also part of the Task Force, said, "The findings are interesting, but we cannot extrapolate the results of a mice model to a population as large as India. We have to wait and see what will happen. Of course, when there is an antigenic exposure, there will be immunological changes."

<https://indianexpress.com/article/india/omicron-covid-19-immunity-study-7732515/>

The Indian Express

582. Don't mistake less severe symptoms as normal flu: Experts

● Citizens must adhere to Covid-19 appropriate behaviour of wearing masks, maintaining social distance and sanitisation, along with ensuring vaccination, they say.

Written by **Sohini Ghosh** | Ahmedabad |
January 20, 2022 5:52:58 am



The experts also highlighted the risk posed by the virus to children, especially those aged below 15 years who are not yet eligible for vaccination and advised them to exercise caution. (Representational)

Low hospitalisation or less severe clinical symptoms of Covid patients during the third wave should not be mistaken as “normal flu”, according to several members of the [Covid-19](#) task force constituted by the Gujarat government.

Citizens must adhere to Covid-19 appropriate behaviour of wearing masks, maintaining social distance and sanitisation, along with ensuring vaccination, they say. The experts also highlighted the risk posed by the virus to children, especially those aged below 15 years who are not yet eligible for vaccination and advised them to exercise caution.

Five experts of the taskforce – infectious disease specialist Dr Atul Patel, Zydus hospital director and diabetologist Dr VN Shah, Indian Institute of Public Health Gandhinagar director and public health specialist Dr Dileep Mavlankar, pulmonologist Dr Tushar Patel and neurophysician Dr Sudhir Shah – were speaking at a press conference in Ahmedabad on Wednesday.

The experts also added that to avoid a situation as seen during the second wave, focus should be on stopping continued transmission of the virus.

The prevalent symptoms seen during the third wave include nasal block, cold, fever, throat pain and bodyache, Dr Tushar Patel pointed out.

Dr Sudhir Shah told this paper that so far neurological manifestations are not being seen in the patients unlike during the second wave. “So far, except for headache, dizziness and myalgia (muscle pain), no neurological signs are seen,” he said. Dr Atul Patel cautioned that if cases go up rapidly, numbering in lakhs, then even one or two percent hospitalisation of such cases would mean a sizable number. Adding that the [Omicron](#) variant is seen to be infecting those who were already infected earlier and those doubly vaccinated or those

with both, he indicated that the “entire Gujarat population is susceptible to the variant”.

“There are two categories applicable for Omicron variant – low risk and high risk. Low risk patients are those in the younger age groups and with no comorbidities... High risk patients are the elderly, those with comorbidities or immunocompromised through organ transplants or any other condition. Such patients are susceptible to progression of the infection, lung damage and ICU admissions... for them antiviral therapy such as Remdesivir might be required,” said Dr Atul.

<https://indianexpress.com/article/india/dont-mistake-less-severe-symptoms-as-normal-flu-experts-7732673/>

Asian Age

583. Novavax becomes Australia's 5th approved COVID-19 vaccine

PTI

Published : Jan 20, 2022, 11:50 am IST

Updated : Jan 20, 2022, 11:50 am IST

Australia ordered 51 million doses of the U.S.-manufactured vaccine, supplied under the brand Nuvaxovid, for its population of 26 million



The Novavax vaccine will be available to unvaccinated Australians aged 18 years and older but will not be used as a booster. (AFP)

Canberra: Novavax's COVID-19 vaccine on Thursday became the fifth coronavirus vaccine approved for use in Australia.

The country has ordered 51 million doses of the U.S.-manufactured vaccine, supplied under the brand Nuvaxovid, for its population of 26 million. Pfizer, AstraZeneca and Moderna vaccines are already in use in Australia. Johnson and Johnson's Janssen vaccine is also approved but the government has not bought any.

The Novavax vaccine will be available to unvaccinated Australians aged 18 years and older but will not be used as a booster for the 95% of the population aged 16 and older who have already received a vaccine.

There are some individuals, notwithstanding a massive take up of vaccination in this country, who have been waiting for Novavax, and it's great that it's finally been approved, said chief regulator John Skerritt, head of the Therapeutic Goods Administration.

Our dream is we might turn our 95% into a 97 or 98% in this country, Skerritt added.

The protein-based vaccine is to be administered in two doses three weeks apart.

Paul Griffin, associate professor of medicine at Queensland University, said Australia needed to strive to improve an already impressive vaccination rate.

For a variety of reasons, it seems some have remained reluctant to receive these vaccines thus far so an additional option, based on what is considered perhaps a more traditional platform, is likely to increase our vaccination rate even further, Griffin said.

<https://www.asianage.com/world/oceania/200122/novavax-becomes-australias-5th-approved-covid-19-vaccine.html>

584. সংক্রামক ব্যাধির গবেষণায় মাইলফলক, নেচার পত্রিকায় বাংলার 'প্লাজমা থেরাপি ট্রায়াল'

Published by: Sayani Sen | Posted: January 21, 2022 8:37 pm | Updated: January 21, 2022 8:37 pm



গৌতম ব্রহ্ম: কোভিডের ভয়ে গোটা বিশ্ব তখন থরহরিকম্প। কোন ওষুধে কান্না হাওয়া অতিমারী কেউ জানে না। শুধু চলছিল উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসা। ওই পরিস্থিতিতে কোভিডজরীদের প্লাজমা সংগ্রহ করে ঢেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ট্রায়াল শুরু করে একদল চিকিৎসক-গবেষক। ডা. যোগিরাজ রায়, ডা. প্রসূন ভট্টাচার্য, ডা. দীপ্যমান গঙ্গোপাধ্যায়, ডা. শেখররঞ্জন পাল, ডা. সন্দীপ পাল প্রমুখ। অ্যান্টিবডি সমৃদ্ধ সেই প্লাজমা দেওয়া হয় ৪০ জন কোভিড রোগীকে। সেই সাহসী পদক্ষেপকে মান্যতা দিল বিশ্বপ্রসিদ্ধ নেচার গোষ্ঠী। প্লাজমা থেরাপির (Plasma Therapy) ফলাফল প্রকাশিত হল 'নেচার কমিউনিকেশন' পত্রিকায়। যাকে সংক্রামক ব্যাধির গবেষণায় মাইলফলক বলেই মনে করছে চিকিৎসকমহল।

২০২০ সালের মে মাস। অতিমারী শুরুর মাসখানেকের মধ্যেই কনভ্যালেসেন্ট প্লাজমা দিয়ে অসুস্থদের সুস্থ করে তোলার ট্রায়াল শুরু হয়। যে কোনও নতুন সংক্রামক ব্যাধিতেই এটা জরুরি। কলকাতাতেও কেন্দ্রীয় চিকিৎসা গবেষণা সংস্থা 'কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ'-এর উদ্যোগে আর অর্থানুকূলে 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল প্রায়োলজি', আইডি হাসপাতাল আর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ একসঙ্গে এই ট্রায়াল শুরু করে।

ডা. দীপ্যমান গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, “রোগীদের একটা ক্ষুদ্র অংশ লাভপ্রাপ্ত হলেও সংখ্যাচিহ্নিত দিক থেকে আমরা জানতে পারি, কনভ্যালেসেন্ট প্লাজমা দিয়ে উল্লেখযোগ্য লাভ হচ্ছে না। কিন্তু রোগটির প্যাথোফিজিওলজি নিয়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য হাতে আসে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে এই ট্রায়ালের সুফল পাওয়ার চেষ্টা শুরু করছে চিকিৎসানীমহল।”

প্লাজমার লাভজনক থেরাপির অংশটি আরেকটি পেপারে প্রকাশিত হ়ে। এছাড়া একটি আন্তর্জাতিক কাজেও ংঙ্গজ ট্রায়ালের তথ্য দেওয়া হয়েছিল। অতিমারী আ়ে নানা অসুখিে সত্ত্বেও দিনে প্রায় ১২-১৬ ঘণ্টা কাজ করে এই ধরনের একটা কাজ কলকাতায় ংসে আইডি হাসপাতাল থেকে করা গিয়েছে, ংং একটা পৃথিীিখ্যাত জার্নালে তা প্রকাশিত হয়েছে ংটা অশ্যই উৎসাহজনক। এছাড়া শহরের ংজ্ঞানী আর চিকিৎসকরা একযোগে একটা আন্তর্জাতিক স্তরের কাজ করলেন, সেটা ভারতীয় গেষণায় খু উল্লেখযোগ্য। ংমনটাই জানালেন যোগিরাজ রায়।

<https://www.sangbadpratidin.in/science-and-environment/plasma-therapy-related-a-report-published-in-science-journal-nature/>

585. Coronavirus: করোনায় কী করণীয়? সাত রকমের মত চিকিৎসকদের

Published by: Sucheta Sengupta | Posted: January 21, 2022
10:30 am | Updated: January 21, 2022 10:58 am

বারবার করোনা (Coronavirus) চিকিৎসার গাইডলাইন পরিবর্তন। বিদ্রান্ত মানুষ। সমস্যায় চিকিৎসকদের ংকাংশও। করোনা উপসর্গ ও তার চিকিৎসা নিয়ে ‘সংবাদ প্রতিদিন’ বাংলা তথা ভারতসেরা সাত চিকিৎসকের কাছে তিনটি ংকই প্রশ্ন রেখেছে। কয়েকটি ব্যাপারে মতানৈক্য থাকলেও ংকটা বিষয় তাঁরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বাড়িতে কেউ পজিটিভ হলেই পরিবারশুদ্ধ সকলের RT-PCR করানোর কোনও দরকার নেই। উপসর্গ দেখা দিলে তবেই কোভিড (COVID-19) টেস্ট করতে হবে। পজিটিভ নয়, অথচ জ্বর- কাশি। সেক্ষেত্রে নিজেই কোভিড পজিটিভ ভেবে নিয়ে ওষুধ খেতে হবে। জ্বর না কমলে নিতে হবে ডাক্তারের পরামর্শ। কো-মর্বিডিটি থাকলেও ংকি নেওয়া যাবে না। ডক্টর কনসালটেশন চাই। অ্যান্টিবায়োটিক, ভিটামিন, জিঙ্ক ট্যাবলেটের যে করোনায় কোনও ভূমিকা নেই সেই কথাও বেশিরভাগ ডাক্তার মনে করিয়ে দিয়েছেন। তবে পালস অক্সিমিটারের ব্যবহার নিয়ে মতের ংমিল স্পষ্ট।

ডা: সুকুমার মুখোপাধ্যায়



- **পজিটিভ নয়, অথচ জ্বর-কাশি**
জ্বর না কমলে এইচআরসিটি স্ব্য়ান করতে হবে। জ্বর কমাতে প্যারাসিটামল।
কাশি এক্কে স্টেরয়েড ইনহেলার
- **পজিটিভ, অথচ উপসর্গ নেই**
হোম আইসোলেশন। কোমর্টিডিটি থাকলে ডাক্তারি পরামর্শ।
- **পজিটিভ, জ্বর-কাশিও আছে**
নুন-জল দিয়ে গার্গল, অক্সিজেন স্যাচুরেশন ৯৪-এর নিচে থাকলে হাসপাতালে
ভর্তি হতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিক, ভিটামিন খাওয়ার দরকার নেই।

ডা: কুণাল সরকার



- **পজিটিভ নয়, অথচ জ্বর-কাশি**
জ্বরে প্যারাসিটামল। গলা খুসখুসে গার্গল। কাশি ঠাড়লে কাফ সিরাপ, অ্যান্টি
হিস্টামিন ওষুধ।
- **পজিটিভ, অথচ উপসর্গ নেই**
কোনওরকম চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।
- **পজিটিভ, জ্বর-কাশিও আছে**
কাশি ঠাড়লেই ইনহেলার নিতে হবে। তিনদিন পরেও যদি জ্বর না কমে,

চিকিৎসকের পরামর্শ অশুশ্যই নিতে হও। সম্ভব হলে জেনোম সিকোয়েন্স করে স্ট্রেনের চরিত্র জানতে হও।

ডা: অভিজিৎ চৌধুরী



- **পজিটিভ নয়, অথচ জ্বর-কাশি**
জ্বরে প্যারাসিটামল। গলা খুসখুসে গার্গল। কাশি ঝড়লে কাফ সিরাপ, অ্যান্টি হিস্টামিন ওষুধ।
- **পজিটিভ, অথচ উপসর্গ নেই**
কোনওরকম চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।
- **পজিটিভ, জ্বর-কাশিও আছে**
কাশি ঝড়লেই ইনহেলার নিতে হও। তিনদিন পরেও যদি জ্বর না কমে, চিকিৎসকের পরামর্শ অশুশ্যই নিতে হও। সম্ভব হলে জিনোম সিকোয়েন্স করে স্ট্রেনের চরিত্র জানতে হও।

ডা: শ্যামাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়



- **পজিটিভ নয়, অথচ জ্বর-কাশি**
পুনরায় টেস্ট করতে হও। নেগেটিভ হলে ইনফ্লুয়েঞ্জা পরীক্ষা প্রাপ্তনীয়। প্যারাসিটামল, অ্যান্টি-অ্যালার্জিক ট্যাবলেট চলও।
- **পজিটিভ, অথচ উপসর্গ নেই**
সাতদিন ঘরে থাকতে হও।
- **পজিটিভ, জ্বর-কাশিও আছে**
অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাপতে হও। জ্বর না কমলে ডাক্তারি পরামর্শ মেনে

সিআরপি, সিটিসি, এইচআরসিটি স্ব্য়ান। অ্য়ান্টিবায়োটিক খাওয়ার দরকার নেই।

ডা: ধীমান গঙ্গোপাধ্যায়



- **পজিটিভ নয়, অথচ জ্বর-কাশি**
নিজেকে কোভিড পজিটিভ ভেবে সাতদিন নিভৃত্রাস। জ্বর, কাশির ওষুধ ছাড়া অন্য় কিছু নয়।
- **পজিটিভ, অথচ উপসর্গ নেই**
শুধু নিভৃত্রাস। আলাদা ঘরে সাতদিন। কেউ ংললেও কোনও ওষুধ খােন না।
- **পজিটিভ, জ্বর-কাশিও আছে**
পাল্‌স অক্সিমিটারে মাঝেমধ্যে অক্সিজেন স্য়চুরেশন দেখুন। ১০০র উপর জ্বর এলে প্‌য়ারাসিটামল। অ্য়ান্টিবায়োটিক, ভিটামিন, জিঙ্ক-কিছু খাওয়ার দরকার নেই।

ডা: অমিতাভ নন্দী



- **পজিটিভ নয়, অথচ জ্বর-কাশি**
এখন জ্বর-কাশি, গলা ংযথা হলে স্রার জন্‌যই একই চিকিৎসা। স্রাইকে কোভিড প্রোটোকল মেনে ওষুধ খেতে হে।
- **পজিটিভ, অথচ উপসর্গ নেই**
উপসর্গ যখন নেই, তখন টেস্ট কেন? ইচ্ছেমতো টেস্ট নয়।
- **পজিটিভ, জ্বর-কাশিও আছে**
ভুলেও আঙুলে পাল্‌স অক্সিমিটার লাগােন না। শ্বাসকষ্ট হলে চিকিৎসকের কাছে যান। জ্বর-কাশির ওষুধ খান। প্রয়োজনে অ্য়ান্টি-অ্য়ালার্জিক ট্‌যােলেট চলুক।

ডা: যোগীরাজ রায়

- পজিটিভ নয়, অথচ জ্বর-কাশি
জ্বর হলে শুধু প্যারাসিটামল খাওন। জ্বর দু-তিনদিনে না কমলে ডাক্তার
দেখাতে হও। দু'সপ্তাহের মধ্যে না কমলে টিপি পরীক্ষা জরুরি।
- পজিটিভ, অথচ উপসর্গ নেই

সাতদিন ঘরে পেসে থাকতে হও।

- পজিটিভ, জ্বর-কাশিও আছে
জ্বর-কাশির ওষুধ খেতে হও। প্রয়োজনে ব্লাড টেস্ট (সিটিসি) করতে হও। অ
্যান্টিবায়োটিক দিতে হও কি না, তা ডাক্তারদ্বারা ঠিক করুন।

<https://www.sangbadpratidin.in/lifestyle/health/coronavirus-here-is-what-doctors-advise-for-covid-19-patients/>

586. ভেজাল নুন খেয়ে বাড়ছে রোগ, জেলায় জেলায় অভিযানে স্বাস্থ্য দপ্তর

Published by: Suparna Majumder | Posted: January 20, 2022
2:22 pm | Updated: January 20, 2022 2:22 pm



অভিরূপ দাস: মস্তিষ্ক গঠন হয়নি ঠিকমতো। প্রশ্ন কিছু শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছিল এই সমস্যা। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেই শিশুর শরীরের সরেজমিনে তদন্ত করার পর দেখা যায়, শৈশব থেকে যে তারা নুন খেয়েছে তাতে আয়োডিন (Iodine) পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না। এমন ঘটনা পাংলায় আকছার ঘটছে। তাই ভেজাল নুন ধরতে তাই উদ্যোগী হল স্বাস্থ্য দপ্তর (WB Health Department)।



সম্প্রতি রাজ্যের একাধিক জেলা থেকে নুনের (Salt) নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। দেখা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, নন্দীগ্রামে মুদির দোকানে প্রচুর ভেজাল নুন টিক্রি হচ্ছে। ভেজাল নুন (Fake Salt) ধরতে ২০১৮ সালেই জারি করা হয়েছিল নির্দেশিকা। তবু দেখা গিয়েছে অসাধু দোকানিরা দোকানে যে দোকান রাখছেন নমুনা

হিসেবে তা পাঠাচ্ছেন না। ঠিক হয়েছে, এয়ার ভেজাল নুন ধরতে সরাসরি দোকান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হবে পরীক্ষার জন্য। এর জন্য প্রতি মাসে রাজ্যের প্রতিটি ব্লক থেকে ২০টি করে নমুনা সংগ্রহ করা হবে।

ডিসেম্বর মাসে ১৪টি জেলা থেকে নুনের ১২৮টি নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। তার মধ্যে ২৬টি নমুনায় নুনের গুণগত মান খারাপ। সপ্ত থেকে খারাপ নুন মিলেছে পূর্ণ মেদিনীপুর, চীরভূমের রামপুরহাট ও মুর্শিদাবাদে। এরপরই ভেজাল নুন ধরতে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

Report of State IDD Monitoring Lab of Quality monitoring of the salt of various brands available in open market									
Month	Dec-21	Activities under I.E.C/B.C.C of NIDDCP (Collection of Salt Samples from sellers point with I.E.C for testing adulteration & actual iodine content)				Results obtained		REPORT SHARED WITH DISTRICTS	
New FMR	Budget Head	SL NO	NAME OF THE DISTRICT	Total Sample Received	Date of Receipt	More than 15 ppm	Less than 15 ppm	STATUS (Yes/No)	If Yes Mention Date
11.14.1	Health Education & Publicity for NIDDCP	1	Alipurduar						
		2	Bankura						
		3	Basirhat HD	15	16-12-2021,28-12-21	14	1		
		4	Birbhum						
		5	Bishnupur HD						
		6	Coochbehar	5	14-12-2021	4	1		
		7	Dakhin Dinajpur						
		8	Darjeeling(SMP)						
		9	Diamond Harbour HD	10	14-12-2021	9	1		
		10	Hooghly						
		11	Howrah						
		12	Jalpaiguri						
		13	Jhargram	10	27-12-2021	9	1		
		14	Malda						
		15	Murshidabad	10	07-12-2021	6	4		
		16	Nadia	5	09-12-2021	3	2		
		17	Nandigram HD	5	10-12-2021	3	2		
		18	North 24 Pgns	10	22-12-2021	7	3		
		19	Paschim Bardhaman						
		20	Paschim Medinipur	7	22-12-2021	7	0		
		21	Purba Bardhaman						
		22	Purba Medinipur	13	24-12-2021,28-12-21	8	5		
		23	Purulia	12	06-12-2021,16-12-21,2-12-21	11	1		
		24	Rampurhat HD	6	27-12-2021	3	3		
		25	South 24 Pgns						
		26	Uttar dinajpur	10	30-12-2021	8	2		

		27	Kalimpong	10	14-12-2021	10	0		
			TOTAL	128		102	26		

রাজ্যের জনস্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অনির্দাণ দলুই বলেন, “আমাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক চিকিৎসার জন্য আয়োডিন প্রয়োজন। থাইরয়েড হরমোনের একটি অপরিহার্য উপাদান এই আয়োডিন। রাজ্যে যাপ্ত ভেজাল নুনে সঠিক পরিমাণে আয়োডিন নেই।”

কীভাবে বোঝা যায় আয়োডিনের মাত্রা কম?

দোকানের নুনে যদি পিপিএম (পার্টস পার মিলিয়ন) ১৫ এর কম থাকে তবে দুব্বতে হলে আয়োডিনের মাত্রা সঠিক নেই। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. নিশান্তদেব ঘটক জানিয়েছেন, সাধারণত সস্তা অথবা খোলা নুনে এমন সমস্যা দেখা যায়। ডা. ঘটকের কথায়, “রান্নায় ব্যবহৃত নুনে আয়োডিনের মাত্রা কম থাকলে, দীর্ঘদিন ধরে তা গ্রহণ করলে নানা সমস্যার শিকার হন রাসিন্দারা।” চিকিৎসকের মতামত, “আয়োডিন যদি শিশু থেকেই শরীরে সঠিক মাত্রায় না যায়, তাহলে মানুষ গলগণ্ড, কমদৃষ্টি, চোখের সমস্যার সৃষ্টি হয়।”

<https://www.sangbadpratidin.in/bengal/wb-health-department-takes-action-to-find-root-of-fake-salt/>

587. জঙ্গলে উদ্ধার নিখোঁজ ছাগল-ভেড়ার দেহ, বাঘের আতঙ্কে কাঁটা লালগড়

Published by: Sayani Sen | Posted: January 21, 2022 9:29 pm | Updated: January 21, 2022 9:29 pm



ফাইল ছবি

সুনীপা চক্রবর্তী, ঝাড়গ্রাম: বাঘের আতঙ্ক অপ্রাণ্য। আগের মতোই লালগড়ের জঙ্গলে মিলল খুঁটালানো ছাগল ও ভেড়ার মৃতদেহ। মুহম্মতিয়ার থেকে ছাগল ও ভেড়াটি নিখোঁজ ছিল। তার উপর আতঙ্ক পাড়িয়েছে গ্রামের এক মুন্সার ময়ানে। জঙ্গলে গিয়ে নাকি দু’টি ঝড় আকারের জন্তু দেখেছেন তিনি। সপ্ত মিলিয়ে ফের ২০১৮ সালের মার্চের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের (Royal Bengal Tiger) আতঙ্কই যেন ফিরে এসেছে লালগড়ে।

শুক্রবার লালগড়ের কন্যাশালি গ্রামের রাসিন্দা মছর পঁচাত্তরের মুন্সার টিমলা মাহাতো জঙ্গলে যান। তাঁর দাপি, দু’টি ঝড় জন্তু দেখতে পেয়েছেন। তিনি বলেন “দু’টি ঝড় ধরনের জন্তু ছিল। ধীরে ধীরে হেঁটে জঙ্গলের রাস্তা ধরে পেরিয়ে যাচ্ছিল। ওরা হুড়ার

(নেকড়ে ঝাঘ) নয়। ছড়ার চিনি। আমরা তো জঙ্গলে সপ্ত সময়ই যাই। আমার দিকে হাঁ করে তেড়ে আসে। কোনও মতে পালিয়ে পাঁচি।” অন্যদিকে কন্যাশ্রী গ্রামের গেপাল কিস্কুর একটি ছাগলের মৃতদেহ এদিন জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছে। তার জেরে ঝাঘের উপস্থিতির বিষয়টি যেন আরও জোরাল হয়েছে।

গ্রামশ্রীরা রীতিমতো আতঙ্কিত। তাঁরা জঙ্গলে কোনও কাজ করতে যেতে ভয় পাচ্ছেন। কন্যাশ্রী গ্রামের শ্রীসিন্দা হরশংকর মাহাতো বলেন, “গত কয়েকদিন ধরে অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ পাওয়া যাচ্ছে। ঝাঘা যাচ্ছে না কী জন্তু সেটি। গ্রামশ্রীরা আতঙ্কিত। ২০১৮ সালের স্মৃতি ফিরে আসছে। গ্রামের একটি ছাগল, ভেড়ার দেহ মিলেছে।”

এদিকে শ্রীদত্তর মনে করছে জন্তুটি নেকড়ে। কিন্তু গ্রামশ্রীদের দাবি, এটি ঝাঘ বা অন্য ঝড় কোন জন্তু হও। ২০১৮ সালে প্রথম দিকে পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল। পরে গ্রামের গাঙ্গি পশুর উপর আক্রমণ এও তাদের খুশানো দেহ উদ্ধার হয়েছিল। শ্রীদত্তরের তরফে ট্র্যাপ ক্যামেরা শ্রীসানো হয় জঙ্গলে। আশঙ্কাই যেন সত্যি হয়। ধরা পড়ে রয়্যাল স্ট্রল টাইগারের ছবি। সেই আতঙ্ক যেন আবার ফিরে এসেছে লালগড়ে।

<https://www.sangbadpratidin.in/bengal/presence-of-a-tiger-in-lalgarh-created-panic-among-villagers/>

588. ওমিক্রনের ঠিকদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সক্ষম রাশিয়ান স্পুটনিক ভি , জানাচ্ছে সমীক্ষা

- By [Paramita Das](#)
- | Updated: Fri, Jan 21, 2022, 13:34 [IST]

ক্রমশই জোরালো আকার ধারণ করছে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন। রেহাই মিলছে না কোভিডের আর একটি ভ্যারিয়েন্ট ডেল্টা থেকেও। হু হু করে ঝেড়ে চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা। নয়া ভ্যারিয়েন্টের ঠিকদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে স্পুটনিক ভি। ওমিক্রনের ঠিকদ্ধে ফাইজার টিকার থেকে দু’গুন বেশি কাজ করে রাশিয়ার স্পুটনিক ভি। এমনটাই উঠে এল এক নয়া তথ্য।

ইতালির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ইনফেকশাস ডিজিজেস লাজারো স্প্যালানজানি ইনস্টিটিউট এং গামেলেয়া সেন্টারের একদল বিশেষজ্ঞ এক যৌথ প্রচেষ্টায় একটি গবেষণা করেন। সেখানে দেখা গেছে কোভিডের নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের বিরুদ্ধে লড়াইতে স্পুটনিক ভি সঠিকভাবে ভালো কাজ করে। যা হাসপাতালে ভর্তি ও গুরুতর অসুস্থতার সম্ভাবনা অনেক কমিয়ে দেয়। রাশিয়ার তৈরি এই স্পুটনিক ভি ভ্যাকসিন অন্যান্য ভ্যাকসিনের থেকে অনেক বেশি কার্যকরী।

গামেলেয়া এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ফাইজারের থেকে ২.১ গুন বেশি কাজ করে রাশিয়ার স্পুটনিক ভি। টিকা দেওয়ার ঠিক ৩ মাস পরে এই ভ্যাকসিন কাজ করে ২.৬ গুন বেশি।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, 'mix and match' পদ্ধতির অংশ হিসাবে ওমিক্রনের বিরুদ্ধে মডার্না ভ্যাকসিন স্পুটনিক ভি টিকার থেকে অনেক কম কাজ করে। কিন্তু পাশাপাশি এও জানানো হয়, কোভিডের বিরুদ্ধে মডার্না ভ্যাকসিন অনেকটাই কার্যকরী।

গবেষণায় উঠে এল আরও এক তথ্য। দেখা গেছে, mix and match বা হেটেরোলগাস ডুস্টিং হল অন্যান্য ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা বাড়ানোর প্রধান পথ। যারা ইতিমধ্যে স্পুটনিক লাইট নিয়েছেন তাঁদের শরীরে অন্যদের থেকে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বেশি করে গড়ে উঠেছে। যা ফাইজারের ডুস্টার বা মার্কিন সংস্থার আক্সফার টিকার থেকেও বেশি ক্ষমতা প্রদান করে। আরডিআইএফ জানিয়েছেন, ৩ মাসে ফাইজারের থেকে ২৯ শতাংশ বেশি কার্যকরী স্পুটনিক ভি।

গামেলেয়া সেন্টারের পরিচালক আলেকজান্ডার গিন্টসবার্গ জানান, ২০২১ সালের করা গবেষণায় উঠে এসেছে নয়া নয়া তথ্য। যেখানে দেখা গেছে করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্টের বিশ্বে ওমিক্রনের বিরুদ্ধে লড়াইতে অন্যান্য ভ্যাকসিনের তুলনায় স্পুটনিক ভির একটি ট্রাট ভূমিকা রয়েছে। যেটি মাত্র ১৪ দিনে উচ্চতর অ্যান্টিবডি প্রদান করে মানব শরীরে।

আর্জেন্টিনার একদল গবেষকরা জানিয়েছেন, রাশিয়ায় আক্সফুট স্পুটনিক ভি টিকা দেওয়ার পর কোভিডের থেকে সুরক্ষিত থাকা অনেকটাই সুরক্ষিত হয়ে যায়। যার ফলে অ্যান্টিবডিগুলির ক্ষমতা আরও সক্ষম হয়ে ওঠে।

<https://bengali.oneindia.com/news/international/sputnik-v-builds-strong-resistance-against-omicron-153482.html?story=3>

589. OVID Norms: ১৮ বছরের নীচে করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা কেমন?

৫ বছরের নীচের বাচ্চা মাঙ্ক পরবে? নতুন গাইড লাইন পড়ুন

করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ দেখে শুনেই এমন গাইডলাইন তৈরি করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে অসতর্ক হওয়ার কোনও জায়গা নেই এলেই জানানো হয়েছে সংশোধিত গাইডলাইনে।

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Publish Date - 10:57 pm, Fri, 21 January 22 Edited By: dipta das

১৮ বছর ওয়সের নীচে করোনা আক্রান্তের চিকিৎসায় অ্যান্টিভাইরাল (antivirals) এবং মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি দেওয়ার দরকার নেই। এছাড়া স্টেরয়েড দিয়ে চিকিৎসা চালানো হলেও তার জন্যও মানতে হবে চিঠি (COVID norms)। কোভিড চিকিৎসায় এমনই নতুন গাইডলাইন (COVID-19 guidelines) প্রকাশ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের (তরফে) সংশোধিত নতুন গাইডলাইনে শিশুদের মাঙ্ক পরা নিয়েও রয়েছে নতুন তথ্য। জানানো হয়েছে, ৫ বছর ওয়সের নীচের বাচ্চা মাঙ্ক পরার দরকার নেই (No masks for kids)। ৬ থেকে ১১ বছর ওয়সি শিশুরা মাঙ্ক (Wearing Masks) পরতে পারে তাদের ক্ষমতা অনুসারে এবং অভিভাবকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। তবে ১২ বছর এবং তার ঊর্ধ্ব ালক- ালিকাদের াড়দের মতোই মাঙ্ক পরতে হবে।

করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ দেখে শুনেই এমন গাইডলাইন তৈরি করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে অসতর্ক হওয়ার কোনও জায়গা নেই এলেই জানানো হয়েছে সংশোধিত গাইডলাইনে। করোনা সংক্রামিতদের যথাক্রমে উপসর্গহীন, মৃদু, মাঝারি এবং তীব্র লক্ষণযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গাইডলাইন অনুসারে, কোভিড ১৯ একটি ভাইরাসঘটিত সংক্রমণ এবং জটিলতাহীন কোভিড ১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে জীবাণুরোধী (অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল) কোনও ভূমিকা নেই। উপসর্গহীন এবং মৃদু উপসর্গযুক্তদের চিকিৎসার জন্য কিংবা রোগজনিত জটিলতা থেকে দূরে থাকার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার প্রস্তাব করা হচ্ছে না। মাঝারি ও তীব্র ধরনের উপসর্গযুক্তদের ততক্ষণ পর্যন্ত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল দেওয়া উচিত নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না রোগ জটিল হয়েছে এলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সেপটিক শক-এর ক্ষেত্রে, বিভিন্ন চিহ্ন চিহ্নিত করে তারপরেই গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া যেতে পারে।

উপসর্গহীন এং মৃদু উপসর্গযুক্তদের ক্ষেত্রে স্টেরয়েড-এর ব্যবহার ক্ষতিকারক হতে পারে সেকথাও জানানো হয়েছে গাইড লাইনে। একমাত্র হাসপাতালে ভর্তি হওয়া তীব্র এং জটিল সমস্যায় ভোগা কোভিড রোগীর ক্ষেত্রে স্টেরয়েড ব্যবহার করা যেতে পারে কড়া নজরের আওতাধীন রেখে। কর্টিকোস্টেরয়েড ব্যবহার করা হতে পারে একমাত্র মাঝারি রোগীর অসুস্থ দ্রুত খারাপ হতে শুরু করলে এং তীব্র উপসর্গ রোগীর ক্ষেত্রে। তবে সেক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট ডোজ-এর নিয়ম মানতে হবে। মানতে হবে নির্দিষ্ট সময়কাল।

রুটিনমাসিক অ্যান্টিকোয়াগুলান্ট (রক্ত জমাট পঁচতে বাধা দেয় এমন ওষুধ) ব্যবহার না করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর আগে হাসপাতালে ভর্তি থাকা রক্তচাপ ঋনোসিস (রক্ত জমাট পঁচার সমস্যা) -এ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কতখানি আছে তা জানার জন্য পরীক্ষানিরীক্ষা করা ও তাদের নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণে রাখার কথা বলা হয়েছে। কোভিড থেকে সুস্থ হওয়ার পরেও রোগীর যত্ন নেওয়ার প্রসঙ্গেও বলা হয়েছে গাইডলাইনে। উপসর্গহীন এং মৃদু উপসর্গযুক্ত রক্তচাপ আগের মতোই পরিচর্যা করলেই চলবে। সময়মতো টিকাকরণ, পুষ্টিযুক্ত খাদ্য এং মানসিক অসুস্থ জানার জন্য ফলোআপ করাতে হবে। তবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর রোগী কোনওরকম স্বাস্থকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগলে তাকে নিয়ে চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। স্বাস্থকষ্টজনিত সমস্যার ইঙ্গিতগুলি সম্পর্কে অভিভাবক বা যে ব্যক্তি রক্তচাপ দেখাশোনা করেন তাঁকে জানাতে হবে। হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন সময়ে কোনও রক্তচাপ নির্দিষ্ট অঙ্গসম্পর্কিত সমস্যায় ভুগলে, হাসপাতাল বাসের সময় ও ছুটি পাওয়ার পরেও তার সঠিক পরিচর্যা করতে হবে।

<https://tv9bangla.com/health/no-masks-for-kids-below-5-years-and-antivirals-under-18-498912.html>

590. Covid-19: ঠিক কতবার কোভিডে আক্রান্ত হতে পারেন? জানুন যা

বলছেন বিশেষজ্ঞরা...

কোভিড প্রতি মেনে, বাড়িতে থেকে, মাস্ক-স্যানিটাইজার ব্যবহার করার পরও কিন্তু সংক্রমণের শিকার হচ্ছেন অনেকেই। এদ পড়ছেন শিশুরাও। কিন্তু কেন?

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Updated On - 1:07 am, Fri, 21 January 22 Edited By: Reshmi Pramanik

দিন দিন বেড়েই চলেছে কোভিড (Covid-19) আক্রান্তের সংখ্যা। যাঁরা ভ্যাকসিনের দুটো ডোজই (Covid-vaccine) নিয়েছেন, যাঁরা গত দ্বিতীয় ডেউয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন তাঁরাও কিন্তু আবার ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বারবার জোর দিচ্ছেন টিকাকরণের উপরে। সেই সঙ্গে মেনে চলতে চলছেন যাত্রায় কোভিড িধি। কিন্তু এসবের পরও বেড়ে চলেছে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। কিন্তু কেন এমন ভাবে বেড়ে চলেছে কোভিড সংক্রমণ? কেনই বা টিকাকরণের পরও কমছে না কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা? কেন পুনরায় সংক্রমণ (Reinfected) হচ্ছে?

এ প্রসঙ্গে ইউ এস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (US' Centers for Disease Control and Prevention) তরফে জানানো হয়েছে, একবার আক্রান্ত হয়ে সেরে ওঠার পর আবার যখন সংক্রমণ হয় তখন এলা হয় কোভিড রি ইনফেকশন। চিকিৎসকেরা মনে করছেন, যাঁদের ক্ষেত্রে ভাইরাল লোড কম থাকছে তাঁদের ক্ষেত্রেই এই সমস্যা বেশি। কোভিড আক্রান্ত হওয়ার ফলে প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমছে। যে কারণেই বারবার সংক্রমণ ফিরে আসছে বলে মনে করা হচ্ছে। অ্যান্টিবডি'র স্থায়িত্ব কম হওয়ায় ফের সংক্রমণের আশঙ্কাও থাকছে। তবে এই বিষয়ে এখনও কিন্তু গবেষণা চলছে। বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজ করছেন বিশেষজ্ঞরা।

পুনরায় সংক্রমণের সম্ভাবনা কতটা কত ঘন ঘন সংক্রমণ হতে পারে প্রথম সংক্রমণের ঠিক কতদিন পর পুনরায় সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে কাদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং পুনরায় সংক্রমণের অর্থ কি

সমপ্রতি দিল্লি এইমসের তরফে একটি গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানেই এলা হয়েছে কোভ্যাক্সিনের দুটি ডোজ কিন্তু কোভিডের সংক্রমণ রুখে দিতে ৮৬ শতাংশ কার্যকর। আবার ন্যাশনাল সেন্টার ফর প্রায়োটেকনোলজি ইনফরমেশনের একটি সমীক্ষায় এলা হয়েছে, ভ্যাকসিনের প্রভাব একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্থায়ী হচ্ছে। ভ্যাকসিন নেওয়ার ৯০ দিন পর পর্যন্ত শরীরে অ্যান্টিবডি থাকে প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই তার কার্যকারিতা কমেতে থাকে। যে কারণে এই পুনরায় সংক্রমণ। যে কারণে যাঁরা পরের দিকে ভ্যাকসিন নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কিন্তু সংক্রমণ তুলনায় কম।

মুন্সাই াইকুলা, মাসিনা হাসপাতালের চেস্ট ফিজিশিয়ন, (এমডি চেস্ট অ্যান্ড টিউবারকিউলোসিস) ডাঃ সুলাইমান লাধানি যেমন বলেন, 'বারবার পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং ফলাফল পজিটিভ আসছে এরকমটা কিন্তু িরল। তবে যাঁরা সব সময় হাই এক্সপোজারের মধ্যে রয়েছেন যেমন স্বাস্থ্যকর্মীরা, যাঁদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

তুলনায় কম তাঁরা কিন্তু আক্রান্ত হতে পারেন। তেঁরা ার ার কোভিড আক্রান্ত হচ্ছেন, এরকমটা এখনও শোনা যায়নি।

অ্যাপলো টেলিহেলথের সিনিয়র কনসালট্যান্ট ডাঃ এমডি মুদ্রাশ্বের আলি বলেন, ‘ঠিক ভাবে সেরোলজিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে এমন কিছু ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে হেঁ যাঁরা ার ার আক্রান্ত হচ্ছেন। সেই সঙ্গে তাঁদের থেকে কতটা সংক্রমণ ছড়াতে পারে এং তাঁদের শরীরে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কতখানি তাও কিন্তু খতিয়ে দেখতে হেঁ। কারণ খুঁ কম সময়ের মধ্যে এক ব্যক্তি দুবার আক্রান্ত হচ্ছেন, এটা কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক।

ভাইরাস একাধিকবার নিজেকে মিউট্যান্ট করছে। আর তাই একদন ব্যক্তি কতবার আক্রান্ত হতে পারেন তা সঠিক ভাবে বলতে পারছেন না চিকিৎসকেরাও। তাঁরা জোর দিচ্ছেন ভ্যাকসিনেশন এং কোভিড িধির উপর। সঁ সময় মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব িধি াজায় রাখা এং সময়মতো ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া কিন্তু চালিয়ে যেতে হেঁ।

<https://tv9bangla.com/health/how-many-times-people-can-get-reinfected-with-covid-19-know-498102.html>

591. paracetamol: প্যারাসিটামল খেলে চুমুক নয় অ্যালকোহলে! পড়তে

পারেন জটিল সমস্যায়

সাধারণত ইনফ্লুয়েঞ্জা, জ্বর-সর্দি কিংবা কোভিড জ্বরেও কিন্তু প্যারাসিটামল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তেঁ এই ওষুধকে কখনই অভ্যাস করে ফেলেন না। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তেঁই খান

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Publish Date - 2:27 pm, Thu, 20 January 22 Edited By: Reshmi Pramanik

ভ্যাকসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় জ্বর আসলে কিংবা ইনফ্লুয়েঞ্জায় (Influenza) ঠান্ডা লেগে জ্বর আসলে চিকিৎসকরা প্যারাসিটামল (Paracetamol) খাওয়ার পরামর্শ দেন। এমনকী কোভিডের (Covid-19) সংক্রমণে জ্বর আসলেও সেক্ষেত্রে প্যারাসিটামল খাওয়ারই পরামর্শ দিচ্ছেন িশেষজ্ঞরা। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রতি ডোজ ১ গ্রাম করে প্যারাসিটামল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে প্রতিদিন ৪ গ্রামের াশি খাওয়া ঠিক নয়। এর াশি খেলে লিভারে সমস্যা হতে পারে। এমনকী িষক্রিয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়। তেঁ াচ্চাদের ক্ষেত্রে প্যারাসিটামল দিতে হলে অশ্যই কিন্তু চিকিৎসকের

সঙ্গে পরামর্শ করে নেওন। এছাড়াও যাঁরা প্রায়শই অ্যালকোহলে অভ্যস্ত তাঁরাও কিন্তু ২ গ্রামের বেশি প্যারাসিটামল খাওন না।

যদি প্যারাসিটামল লিকুইড অস্হায় খান তাহলে আগে অস্হাই পরিমাপ করে নেওন। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তরল ওষুধ কিন্তু মানুষ বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেলেন। সেই সঙ্গে প্যারাসিটামল গিলে না খেয়ে চিটিয়ে খাওয়া উচিত। কিন্তু কোনও অস্হাতেই প্রতিদিন প্যারাসিটামল খাওন না। অনেকেরই কিন্তু প্যারাসিটামলে অ্যালার্জি থাকে। সেক্ষেত্রে যেমন নিজেকে আগে থেকে সতর্ক থাকতে হও তেমনই ওষুধ খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া একান্ত কর্তব্য। বিশেষত আপনার যদি লিভারের কোনও সমস্যা থাকে বা দীর্ঘদিন ধরে মদ্যপানে অভ্যস্ত থাকেন তাহলে কোনও ভাবেই চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত প্যারাসিটামল খাওন না। সম্প্রতি দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এমনটাই বলা হয়েছে।

ওষুধ খাওয়ার পর যদি কোনও সমস্যা হয়, গায়ে কোনও র্‌যাশ হয় বা আমবাতের সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু সাপধান হতে হও। এছাড়াও যাঁদের অ্যালার্জির সমস্যা থাকে তাঁদের ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় শ্বাস নিতে অসুবিধে হয়। মুখ, ঠোঁট, জিভ, গলা ফুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই এই ব্যাপারে অস্হাই সতর্ক থাকওন। শুধু প্যারাসিটামলই নয়, কোনও ওষুধে যদি অ্যালার্জি থেকে থাকে. তও তা কিন্তু খাওয়ার আগে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওন।

ঠান্ডা লাগা, গায়ে ব্যথা কিংবা, সর্দি-কাশির সমস্যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই প্যারাসিটামল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। বলা হয় প্যারাসিটামল এসও ক্ষেত্রে নিরাপদ। কিন্তু যাঁরা নিয়মিত অ্যালকোহল খান তাঁদের কেন এই ওষুধ না খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। আর এই ওষুধ চলাকালীন কেনই বা অ্যালকোহল খাওয়া উচিত নয় জানুন-

বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে প্যারাসিটামলের মধ্যে প্রধান উপাদান হিসেবে থাকে ইথানল। আর এই ইথানল যদি অ্যালকোহলের সঙ্গে মেশে তাহলে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় শরীরের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। এমি এমি ভাব, মাথা ব্যথা, পেটখারাপের মত সমস্যা হতে পারে। অনেকেই আবার হ্যাংগওভার কাটানোর জন্য প্যারাসিটামল খান। সেই অভ্যাসও ছাড়া দরকার। কারণ এই দুই উপাদান মিলে শরীরে টক্সিসিটি তৈরি করতে পারে। এছাড়াও মদ্যপান শরীরের জন্য একেবারেই ভাল নয়। এরং বাড়িয়ে দেয় অনেক ঝুঁকি। হার্টের সমস্যা, লিভারের সমস্যা, স্নায়ুর সমস্যা-সহ একাধিক রোগ আসতে পারে। আর তাই আগে থেকেই সতর্ক থাকুন।

592. 'বৃহত্তম' হিমবাহের গলনে সমুদ্রে মিশেছে ১ ট্রিলিয়ন টন জল, চাঞ্চল্যকর তথ্য গবেষণায়

প্রহর ডেস্ক | January 21, 2022

২০১৭ সালের কথা। আন্টার্কটিকার এরফের চাদর থেকে প্রচ্ছিন্ন হয়ে জন্ম নিয়েছিল প্রকাণ্ড এক হিমবাহ। যার আয়তন প্রায় সিকিমের সমান। 'এ৬৮' বৈজ্ঞানিক নাম হলেও, প্রকাণ্ড এই হিমবাহকে 'মেগাবার্গ' হিসাবেই পরিচয় দিয়েছিলেন গবেষকরা। তৎকালীন সময়ে সাময়িকভাবে বিশ্বের বৃহত্তম হিমবাহও ছিল মেগাবার্গ (Megaberg)। কিন্তু সময়ের সঙ্গে দ্রুত গলতে থাকে মেগাবার্গ। ২০২১ সালের শুরুতেই ঘনিয়ে আসে তার 'মৃত্যু'। এয়ার তার সম্পর্কেই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে আনলেন গবেষকরা। এই হিমবাহের গলন প্রতিদিন গড়ে প্রায় দেড় ট্রিলিয়ন টনেরও বেশি জল যোগ করেছে সমুদ্রে।

হ্যাঁ, এমনই ভয়াবহ তথ্য উঠে আসছে সাম্প্রতিক গবেষণায়। মেগাবার্গের মৃত্যুতে সামিলিয়ে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন টন এরফ গলেছে মাত্র ৪ বছরে। যা এক বছরের জন্য গোটা পৃথিবীর মানুষের মিষ্টি জলের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এত দ্রুত কেন ক্ষয় হল এই হিমবাহের? পরিবেশের ওপর তার প্রভাবই কি?

লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানাচ্ছেন, আন্টার্কটিকা থেকে প্রচ্ছিন্ন হওয়ার পর মেগাবার্গ ধীরে ধীরে গতিশীলতা পায় দক্ষিণ মহাসাগরের ঘূর্ণায়মান সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে। ক্রমশ মেরু থেকে পাড়তে থাকে তার দূরত্ব। দক্ষিণ জর্জিয়ার ব্রিটিশ ওভারসিজ টেরিটরির কাছে পৌঁছাতে, স্থানীয় জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হয় মেগাবার্গ। তুলনামূলক উষ্ণ আভাওয়ায় শুরু হয় চরম হারে এরফ গলন। ঘনিয়ে আসে তার মৃত্যু।

ধারাবাহিকভাবে এরফ গলনের হার তো বৃদ্ধি পাচ্ছিলই। ব্যাপক মাত্রায় হিমশীতল মিষ্টি জল সমুদ্র মেশায় ঝড় হয়েছিল সমুদ্রস্রোতের প্রকৃতি। ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাণ্ড এই হিমবাহ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় অসংখ্য এরফখণ্ডে। গবেষকদের অনুমান এই ধরনের এরফখণ্ডগুলি ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে মেরু অঞ্চলের প্রান্ততন্ত্রকে। মূল হিমবাহটির গভীরতা ছিল প্রায় ১৫০ মিটারের কাছাকাছি। মেগাবার্গের গলনে তৈরি

এরফখণ্ডগুলির গভীরতাও প্রায় তার কাছাকাছিই। সম্প্রতি রোহোটিং গ্লাইডারের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে গবেষকরা জানাচ্ছেন এই ধরনের ভাসমান এরফের খণ্ডগুলির জন্য গতিরুদ্ধ হচ্ছে তিমি, পেঙ্গুইন, শীল ও অন্যান্য প্রাণীদের পরিযায়ন। পাশাপাশি এরফের মধ্যে হিমায়িত অস্বাস্থ্য থাকা অসংখ্য অণুজীৱ প্রজাতিও মিশেছে সমুদ্রে। যা ধীরে ধীরে এদলে ফেলছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ঐক্যতন্ত্রের প্রকৃতিকে। যা যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয় এলেই মনে করছেন গবেষকরা।

তবে তাঁদের বিশ্বাস, এখানেই সীমাবদ্ধ নেই মেগাএর্গ গলনের কুপ্রভাৱ। আগামীতে আরও প্রস্তারিত অনুসন্ধান চালাবেন লিডসের অধ্যাপকরা। তবে সএথেকে এড়ো আশঙ্কার বিষয় হল, বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাৱে মেগাএর্গের মতো অজস্র হিমএাহ তৈরির প্রণতা এা সম্ভাএনা াদ্ধি পাচ্ছে আন্টার্কটিকায়। আর তা ঐক্যতন্ত্রে রূপান্তরিত হলে নিচিহ্ন হয়ে যেতে পারে মানৱ সম্ভাএতা। গোটা পৃথিৱীই ডুবে যেতে পারে জলের তলায়...\\

<https://prohor.in/megaberg-contributed-1-trillion-ton-water-to-ocean>

593. মাত্র ১০ হাজার টাকায় কোল্ড স্টোরেজ, অভিনৱ আৱিষ্কার কানপুর আইআইটির প্রাক্তনীৱ

প্রহর ডেস্ক | January 20, 2022

ঠেলাগাড়ির ওপর এসানো রয়েছে সাদা কাপড়ে মোড়া একটা ঐক্য। হাত পাঁচেক লম্বা। প্রস্থ প্রায় তিন ফুট। ঐহিরে থেকে দেখলে সাধারণ ঐক্য এলেই ঠাহর করএন যে কেউ। তবে আদতে এই ঐক্যই কোল্ড স্টোরেজের (Cold Storage) ক্ষুদ্র সংস্করণ। হ্যাঁ, এএার এএার ঐজারেও চলে এল এমনই অভিনৱ এক প্রযুক্তি। যার নেপথ্যে রয়েছে আইআইটি কানপুরের (IIT Kanpur) প্রাক্তনীদের প্রতিষ্ঠিত স্টার্টআপ।

ভারতের ঐজারে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রতম এই কোল্ডস্টোরেজ কানপুরের প্রাক্তন প্রযুক্তিঐদ্যার ছাত্র নিক্কি কুমার ঝা-এর (Nikky Jumar Jha) মস্তিষ্কপ্রসূত। সপ্তকৃষি সএজিকোঠি- এমনই নাম তার। আর সেখান থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়, মূলত পচনশীল ফল এএং সএজির জন্যই ঐশেষভাৱে নির্মিত এই কোল্ড স্টোরেজটি। অএশ্য অন্যান্য খাদ্যপণ্যও হিমায়িত অস্বাস্থ্য রাখা যাএে এলেই জানাচ্ছেন আইআইটির প্রাক্তনী।

তাপমাত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য মূল ইথিলিন অক্সিডাইজিং পদ্ধতিকে এ্যএহার করেছেন কানপুরের প্রযুক্তিঐদরা। এই রাসায়নিক পদার্থের প্রভাৱ জীৱাণুর এংশপ্রিস্তারকে আটকাতে পারে অনায়াসেই। ফলে, পচনের সম্ভাএনা কমে যায় অনেকেই। পাশাপাশি ইনিলিনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট চরিত্রের কারণে ফল এা সএজি পেকে যাওয়ার সম্ভাএনাও

থাকে না কোনো। অন্যদিকে কোল্ড স্টোরেজের মূল প্রকোষ্ঠে অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড এং জলীয় বাষ্পের নির্দিষ্ট অনুপাত একটি পৃথক মাইক্রোক্লাইমেট তৈরি করে। পরীক্ষালব্ধ ফলাফল জানাচ্ছে, ৫ থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত পচনশীল পণ্যকে সংরক্ষণে সক্ষম এই অভিনব প্রযুক্তি।

আর খরচ? সাধারণত প্রিড্যুতের মাধ্যমে চেম্বারের গ্যাসের সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় কোল্ডস্টোরেজের তাপমাত্রা। এক্ষেত্রেও প্রিড্যুৎটিনা অচল 'সপ্তকৃষি'। তে তা চলে চ্যাটারিতে। সারাদিন এই যন্ত্র চালিয়ে রাখতে খরচ হয় মাত্র ২০ ওয়াট প্রিড্যুৎ। তাছাড়াও সৌরশক্তিতে এই যন্ত্র চালানোর প্রিকল্প সুপ্রিধাও রয়েছে। পাশাপাশি যন্ত্রটির দামও দশ হাজারের মধ্যেই। ফলে, এই সাশ্রয়ী যন্ত্র দরিদ্র কৃষক কিংবা ক্ষুদ্র প্রােসারীদেরও সাধের মধ্যে।

আরও পড়ুন

হরিনামেই ছেড়েছে ভূত! আইআইটি-র অধ্যাপকের প্রকৃত্য ঘিরে প্রিতর্ক

পরিসংখ্যান প্রলছে, শুধু ক্রেতার অভাওে প্রতিদিন কয়েক লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য, প্রিশেষত কাঁচা শাকসব্জি নষ্ট হয়ে যায় খুচরো প্রাজারে। 'সপ্তকৃষি'-র প্রােসহার প্রার ইতি টানতে চলেছে সেই ঘটনার। এককালীন খরচ হলেও, সার্বিকভাবে এতে লাভের মুখ দেখেন কৃষকরা- এমনটাই অভিমত কানপুরের প্রাক্তন প্রযুক্তিপ্রিদে...

<https://prohor.in/exstudent-of-iit-kanpur-invents-cheap-cold-storage>

21.01.22

594. 'পরিবেশ দূষণ রোধ ও সংরক্ষণে টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে'

ঢাটি প্রতিনিধি

১৯ জানুয়ারি ২০২২, ১৭:১৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মনে করেন, পরিবেশ দূষণ রোধ ও এর সংরক্ষণে টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। দুপুর (১৯ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল এলাকায় এক অনুষ্ঠানে প্লাস্টিক মুক্ত সপ্তাহের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই পরামর্শ দেন। ঢাবি উপাচার্য বলেন, ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটানোর চিকল্প নেই। সেজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে মাল্টিডিসিপ্লিনারি ডাইমেনশন সংযোজন এবং শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পঠন-পাঠনে এসডিজি’র বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়গুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং এসডিজি অর্জনে একটি ভালো পটভূমি তৈরি করা প্রয়োজন। সচেতনতা বৃদ্ধিতে অন্যান্য অঙ্গদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভূয়সী প্রশংসা ও স্বীকৃতি অর্জন করেছেন।’ শিক্ষার্থীদের ‘চেঞ্জমেকার’ হিসেবে উল্লেখ করেন উপাচার্য, ‘দেশের উন্নয়ন ও এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মৌলিক গবেষণাসহ যাতায়ত কাজ সম্পাদন করতে হবে।’

সুইডেন অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন ঢাবি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান পাণ্ডা, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের চেয়ারপারসন অধ্যাপক ড. দীপ্তি সাহাসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং সুইডেন অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ-এর সদস্যরা।

<https://www.banglatribune.com/others/environment/724216/%E2%80%98%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A3>

595. COVID-19 বিনাশ করতে পারে? হিমালয়েই মিলল সেই দুর্লভ গাছ, গবেষণা শুরু

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (IIT) এবং ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং... <https://bangla.aahtak.in/lifestyle/story/corona-updates-himalayan-plants-rhododendron-arboreum-can-help-covid-vaccine-scientist-research-underway-sum-334581-2022-01-18>

<https://bangla.aahtak.in/lifestyle/story/corona-updates-himalayan-plants-rhododendron-arboreum-can-help-covid-vaccine-scientist-research-underway-sum-334581-2022-01-18>

596. অন্য রোগ নিয়ন্ত্রণেও গতি আনতে আরও পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র

পারিজাত ংন্যোপাধ্যায়

কলকাতা ২০ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:৩০



করোনা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হলেও স্বস্তিতে থাকতে পারছে না কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর। কারণ, করোনা প্রতিরোধে মন দিতে গিয়ে গত প্রায় দু' বছর ধাক্কা খেয়েছে অন্য রোগের প্রতিরোধ কর্মসূচি।

সম্প্রতি রাজ্যের একাধিক পুর এলাকা থেকে িভিন্ন রোগের প্রকোপ সংক্রান্ত যে তথ্য সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০১৯-২০২১ সাল পর্যন্ত অন্য সপ পুরসভার তুলনায় কলকাতায় সপ চেয়ে বেশি হয়েছে ডেঙ্গি। একক ভাবে ২০১৯-এর তুলনায় ২০২০ া ২০২১ সালে কলকাতায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও অন্য পুরসভাগুলির নিরিখে তা অনেক বেশি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে করোনার পাশাপাশি যাতে ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়ার মতো রোগ প্রতিরোধের কাজও যথাযথ ভাবে চালানো যায়, তার জন্য কলকাতা পুরসভা আরও ৫৯টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এত দিন কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১৪৪। তার সঙ্গে ৫৯টি নতুন কেন্দ্র হলে সেই সংখ্যাটা হবে ২০৩।

পুরসভার মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষের কথায়, ‘‘কলকাতায় ১৬টি ডেঙ্গি শনাক্তকরণ কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গির চিকিৎসা হয়। এখানকার ডেঙ্গি প্রতিরোধ পরিকাঠামো অন্য শহরের থেকে ভাল। কিন্তু কলকাতায় জনসংখ্যা যেমন অন্য পুরসভার চেয়ে বেশি, তেমনই ডেঙ্গির পরীক্ষা কেন্দ্র বেশি হওয়ায় পরীক্ষাও বেশি হয়। তাতেও বেশি রোগী মেলে।’’ তাঁর আরও ংক্ণ্য, ‘‘তবে এ কথা

ঠিক, গত দু'৫ছর করোনা মোকাবিলায় কাজ করতে গিয়ে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণ থেকে পুরসভার দৃষ্টি কিছুটা সরে গিয়েছে। যে কর্মীরা মশার লার্ভা মারার কাজ করতেন, তাঁরা করোনার প্রতিষেধক দেওয়া-সহ বিভিন্ন কাজে যুক্ত হয়েছেন। ফলে একটু সমস্যা হয়েছে। তাই এ ার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা াড়িয়ে অন্য রোগ নিয়ন্ত্রণের কাজে গতি আনা হ়ে।'' অতীনাু জানান, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সাহায্যে এই ৫৯টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য টাকা ারাদ হয়েছে। কলকাতার মধ্যে জায়গাও চিহ্নিত হয়েছে।

সরকারি পরিসংখ্যান ালছে, ২০১৯ সালে কলকাতা পুর এলাকায় ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছিলেন ৩৬৮২ জন। ২০২০ াং ২০২১ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সেই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২২১৩ াং ২৩২৯ জন। রাজ্যের অন্য কোনও পুরসভায় এত ডেঙ্গি আক্রান্তের সন্ধান মেলেনি।

যদিও কলকাতা পুরসভার মুখ্য পতঙ্গিদি দোশিস িশ্বাস এই পরিসংখ্যানকে গুরুত্ব দিতে চাননি। তাঁর কথায়, ''কলকাতার সঙ্গে দিল্লি-মুম্বইয়ের তুলনা হতে পারে, কিন্তু শ্রীরামপুর, শিলিগুড়ি, মধ্যমগ্রামের মতো জায়গার পরিসংখ্যানের তুলনা চলে না। তা ছাড়া, ২০২০ সালের কোনও তথ্য ঠিক নয়। স়াই তখন কোভিড নিয়ে া্যস্ত ছিল। তাই ডেঙ্গির স া তথ্য ভুল।''

তাঁর দাি, ''কলকাতায় ২০১৯-এর তুলনায় এখন ডেঙ্গি ৬০ শতাংশ কমেছে।''

তে সরকারি পরিসংখ্যানকে ডেঙ্গি দমনে নিজেদের সাফল্য হিসােই দেখছে রাজ্য নগরোন্নয়ন সংস্থা (স্টেট আর্দান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি া সুডা)। কলকাতা পুরসভা াদ দিয়ে াকি পুরসভাগুলিতে রোগ মোকাবিলার দায়িত্ব তাদের উপরেই। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, এমন াছ পুরসভায় ২০১৯-এর তুলনায় ২০২০ াং ২০২১ সালে অর্ধেকেরও অর্ধেক হয়ে গিয়েছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। কলকাতার সঙ্গে তুলনা করলেও তা অনেক কম।

সুডা-র এক শীর্ষ কর্তা জানান, পুরসভাগুলির তিনটি স্তরে লাগাতার নজরদারি, নিয়মিত াঠক ও রিপোর্ট জমা করা, সেই রিপোর্ট পর্যেক্ষণ, মশার লার্ভা মারার ওষুধ কেনার পরিমাণ দেড় গুণ াড়িয়ে দেওয়া, লার্ভা জন্মানোর সম্ভা্য স্থানগুলিতে অভিযান, াদ্ধ জলাশয়ে নৌকা চালানো প্রভৃতির মাধ্যমে ওই পুর এলাকাগুলিতে ডেঙ্গি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছে।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/more-municipal-health-center-to-control-other-disease/cid/1324531>

597. Indonesia's New Capital: নেপথ্যে জলবায়ু পরিবর্তন, তলিয়ে যাওয়ার আগে রাজধানী বদলের সিদ্ধান্ত ইন্দোনেশিয়া

<http://dhunt.in/r4kFU?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

598. শুরু হল ৮০ কোটির Kalighat Skywalk তৈরির কাজ, শেষ হবে কবে?

তবে কাজ শুরু হলেও কিন্তু সমস্যা পুরোপুরি মিটেছে না।

Updated By: Jan 19, 2022, 06:11 PM IST

নিজস্ব প্রতিবেদন : অংশে শুরু হল কালীঘাট স্কাইওয়াক (Kalighat Skywalk) তৈরির কাজ। দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াক তৈরির কাজ শুরু হওয়ার পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা চন্দ্রোপাধ্যায় স্বয়ং ইচ্ছাপ্রকাশ করেন যে কালীঘাটেও যেন অতি দ্রুত একটি স্কাইওয়াক তৈরি করা হয়। কিন্তু ২০১৮ থেকে এই স্কাইওয়াক তৈরির কথা উঠলেও মূলত হকার সমস্যার কারণে দেরি হতে থাকে এর কাজ। এতদিন শুরু করা যায়নি কাজ।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড থেকে কালীঘাট মন্দিরে (Kalighat Temple) ঢোকার মুখেই দীর্ঘদিনের পুরনো কালীঘাট হকার্স কর্নার। সেখানকার ১৮৪ জন হকারকে পুনর্वासন নিয়েই মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষকে। আলাদা কমিটি গঠন করেও সুরাহা মেলেনি। অংশে ২০২১-এর সেপ্টেম্বরে হকার্স কর্নারের হকারদের হাজরা পার্কে স্থানান্তরিত করে সক্ষম হয় কলকাতা পুরসভা। আর তারপরই শুরু হল স্কাইওয়াকের (Skywalk) কাজ।

লম্বায় ৫০০ মিটার এং চওড়ায় ১০.৫ মিটার এই স্কাইওয়াক তৈরি করতে খরচ ধরা হয়েছে ৮০ কোটি টাকা। যা রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় কলকাতা পুরসভা তৈরি করতে চলেছে। আগামী বছরের মে মাসের মধ্যে এই স্কাইওয়াক (Kalighat Skywalk) নির্মাণকাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। স্কাইওয়াকে থাকবে ৪টি এসকালেটর। থাকবে দুটি ব্রাঞ্চ। যার একটি নামে মন্দিরের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে পুলিশ ক্যাম্পের কাছে। আরেকটি প্রান্ত নামে কালীঘাট দমকল অফিসের দিকে থানার কিছু আগে।

তবে কাজ শুরু হলেও কিন্তু সমস্যা পুরোপুরি মিটেছে না। কালীঘাট থানা থেকে পুরসভার হাতে প্রায় সাড়ে ৩০০ হকারের তালিকা তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সাড়ে ৩০০ হকারকেই স্কাইওয়াকের স্থান দেওয়া যে কোনওভাবেই সম্ভব নয়, তা জানাচ্ছেন পুর আধিকারিকেরা। সে ক্ষেত্রে ডালার দোকান সহ যাতীয় দোকান যদি নীচের রাস্তাতেই থেকে যায়, তাহলে দর্শনার্থীরা আবার স্কাইওয়াকে ওঠার ইচ্ছা হারানেন। ফলে একটা আশঙ্কার মেঘ থেকেই যাচ্ছে। তবে যাতীয় চিন্তাভাবনার মধ্যেই একদিকে স্কাইওয়াক তৈরির কাজ, অপর দিকে হকার্স কর্নারকে সুদৃশ্যভাবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করল কলকাতা পুরসভা।

<https://zeenews.india.com/bengali/kolkata/kalighat-skywalk-construction-work-starts-budget-80-crore 419139.html>

599. Tuberculosis: ২০২৫ সালে টিবি মুক্ত বাংলা, যক্ষ্মা নিরাময়ে নয়

উদ্যোগ রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের

‘২০২৫ সালে টিবি (Tuberculosis) মুক্ত বাংলা’- এই বার্তা দিয়ে রাজ্যের আটটি জেলাকে নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের (West Bengal Government)।

- [NEWS18 BANGLA](#)
- **LAST UPDATED** : JANUARY 19, 2022, 16:01 IST
- [SHARE THIS:](#)
- [AVIJIT CHANDA](#)

#কলকাতা: ‘২০২৫ সালে টিবি (Tuberculosis) মুক্ত বাংলা’- এই বার্তা দিয়ে রাজ্যের আটটি জেলাকে নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের (West Bengal Government)। উত্তর ২৪ পরগনা, যার মধ্যে প্রসিহাট স্বাস্থ্য জেলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, যার মধ্যে ডায়মন্ডহারার স্বাস্থ্য জেলা, পুরুলিয়া, প্রীরভূম, হাওড়া,

মুর্শিদাবাদ, মালদহ এং ঔর্ধমান জেলাকে ঔিশেষভাবে নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে।

ইউনাইট টু অ্যাক্ট (UNITE TO ACT) কমিউনিটি অ্যাকশন অফ এলিমিনেশন অফ টিবি নামে এই ঔিশেষ কর্মসূচি -র মাধ্যমে কাজ করা হঔে। এই ৮ টি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কাছে ঔার্ভা দেওয়া হয়েছে যাতে দ্রুত এই জেলাগুলিতে যেখানে যেখানে টিবি (Tuberculosis) আক্রান্ত রোগীরা আছে তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়। তারপর তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক এং অশুভ স্বাস্থ্যগত দিক খতিয়ে দেখতে হঔে। যারা টিবি মুক্ত হয়েছে তাদেরকেই চ্যাম্পিয়ন হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের দিয়ে অন্যান্য টিবি আক্রান্ত রোগীদেরকে সচেতন করা যায় এং তাদেরকে সরকারি কর্মসূচি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা যায়, সেই গোটা ঔ্যস্থা দ্রুত করতে হঔে।

<https://bengali.news18.com/news/kolkata/bangla-news-groundwater-level-in-kolkata-is-declining-know-know-in-details-ss-723830.html>

600. সরকারি খাতায় মৃত্যু ১০ হাজার, ক্ষতিপূরণের আবেদন ৯১ হাজার, বঞ্চিত করবেন না: SC

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 19 Jan 2022, 09:30 PM IST
লেখক Satyen Pal

- অন্ধ্রপ্রদেশেও দেখা যাচ্ছে সরকারি খাতায় কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা ১৪,৪৭১জন, অথচ ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন পড়েছে ৪১, ২৯২টি।

সরকারি খাতায় কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা অত নয়। অথচ কোভিডে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদনের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে ঔাড়েছে। ঔার গোটা ঔিষয়টি নজরে এসেছে সুপ্রিম কোর্টের। ঔুধার এনিয়ে আদালতের তরফে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোভিড মৃতের পরিার যাতে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে ঔঞ্চিত না হয় সেটা যেন দেখা হয়। ঔদিকে আদালতের পর্যবেক্ষণ গুজরাতে সরকারি খাতায় মৃত্যুর সংখ্যা

১০,০৯৪জন। এদিকে আওদন এসেছে ৯১, ৮১০টি। এর মধ্যে ইতিমধ্যেই ৫৭৬১টি প্রাতিল করা হয়েছে। ৫৯,০০০ আওদনের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। মহারাষ্ট্রে সরকারি রিপোর্টে মৃত্যু ১৪১,৮৩৫জনের। এই রাজ্যে আওদনের সংখ্যা ২১৭,১৫১টি।

জাস্টিস এমআর শাহ ও সঞ্জীৱ খান্নার ংক রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে টেকনিকাল কারণে কোনও নির্দেশকে খারিজ করা যাবে না। যদি কোনও আওদনে ত্রুটি থাকে তবে সংশ্লিষ্ট আওদনকারীকে এনিয়ে সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে। এদিকে অন্ধপ্রদেশেও দেখা যাচ্ছে সরকারি খাতায় মৃত্যুর সংখ্যা ১৪,৪৭১জন, অথচ ক্ষতিপূরণের জন্য আওদন পড়েছে ৪১, ২৯২টি। তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ, ছত্তিশগড় সর্ত্র একই পরিস্থিতি। তবে আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, আমাদের একটাই উদ্বেগ যে কোন প্র্যক্তি যেন ক্ষতিপূরণ থেকে প্রক্ষিত না হন। প্রকৃত মৃতের চেয়ে আওদনপত্রের সংখ্যা যেন কম না হয় এটা দেখতে হবে। এদিকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে কেরল, পঞ্জাব, পশ্চিমপ্রঙ্গ, অসম সহ একাধিক রাজ্যে মৃত্যুর তুলনায় আওদন কম এসেছে।

<https://bangla.hindustantimes.com/nation-and-world/figures-in-sc-show-higher-covid-death-count-across-states-31642605619819.html>

601. Immunity Booster Drinks: ওমিক্রন তো বটেই, অন্য ভাইরাসের থেকেও বাঁচতে চান? শীতে বানিয়ে ফেলুন এই পানীয়গুলি

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 19 Jan 2022, 12:57 PM IST

লেখক **Suman Roy**

- শীতে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ প্রড়ে। এই সময়ে রোগ প্রতিরোধ শক্তি প্রানাতে কোন কোন পানীয় খেতে পারেন? ওমিক্রন থেকেও সুরক্ষা দিতে পারে এগুলি।
করোনার ওষুধ কী, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত নন প্রিজ্ঞানীরা। তার মধ্যে ওমিক্রনের মতো করোনার রূপকে কী করে আটকানো যাবে, তা নিয়ে আরও প্রশি সংশয় রয়েছে। তবে একটা কথা ইতিমধ্যেই পরিষ্কার। সংক্রমণ আটকানো হয়তো যাবে না। কিন্তু যাঁদের রোগ প্রতিরোধ শক্তি যত শক্তিশালী, তাঁদের উপর এই রোগের প্রভাৱ তত

কম পড়ো। তাঁরা তত বেশি নিরাপদ। তাই এই সময়ে রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ানোর পরামর্শ দিচ্ছেন সকলেই।

শীতের মরশুমে এমনিও নানা রকম জীবাণু সক্রিয় হয়ে ওঠে। ওমিক্রনের পাশাপাশি সেই সব জীবাণুর প্রভাৱ থেকে বাঁচতেও বাড়ানো দরকার রোগ প্রতিরোধ শক্তি। আর এই কাজে সাহায্য করতে পারে কয়েকটি পানীয়। দেখে নেওয়া যাক সেগুলি কী করে পান্যোন।

আদা অ্যাপল সাইডার ভিনিগার সুদার (Ginger and apple cider vinegar soother) :

ওমিক্রনের মতো জীবাণু শ্বাসনালীর উপরের দিকে বেশি সংক্রমণ ঘটায়। এই পানীয় ওই এলাকাটিকে আরাম দিতে পারে। চলছেন পুষ্টিবিদ সিদ্ধান্ত ভার্গৱ।

কী কী লাগবে

- আদা
- অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার
- লেৱ
- জল

কীভাবে বানাবেন: ফুটন্ত জলে আদা মিশিয়ে পাঁচ মিনিট ফোটান। অন্য একটি পাত্রে লেৱ, আদার রস আর অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার এক চামচ করে নিয়ে মিশিয়ে নিন। আদাজলের সঙ্গে এই মিশ্রণটি মেশান। গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে খান।

আদা চা (Turmeric root tea) :

সাধারণ ঠান্ডা লাগা, জ্বর তো াটেই, নানা রকমের ভাইরাল অসুখ থেকেও মুক্তি দিতে পারে এই পানীয়। তেমনই বলেন চিকিৎসকরা।

কী কী লাগবে

- ফোটানো জল: ২ কাপ
- আদা: ১ ইঞ্চি

- গোলমরিচ গুঁড়ো: আধ চামচ
- মধু: প্রয়োজন মতো

কীভাবে পানায়েন

দু'কাপ ফুটন্ত জলে আদা আর মরিচগুঁড়ো মেশান। ফোটাতেই থাকুন। জল শুকিয়ে এক কাপের মতো হয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করুন। মধু মিশিয়ে নিন। এঁার পান করুন।

কাড়া (Kadha) :

কোভিড সংক্রমণের সময় থেকেই এই পানীয়ের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। সপ্তায়সের মানুষই এই পানীয়টি খেতে পারেন। নানা ধরনের রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে এটি। তেমনই চলছেন চিকিৎসকরা।

কী কী লাগবে

- প্যাসিল
- জোয়ান
- গোলমরিচ
- হলুদ
- জল

কীভাবে পানায়েন: সপ্ত ক'টি উপাদান জলের মধ্যে দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিন। শুকিয়ে জলের পরিমাণ কিছুটা কমে গেলে আঁচ বন্ধ করুন। তার পরে ঠান্ডা করে অল্প অল্প চুমুক দিয়ে খান।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/turmeric-root-tea-to-kadha-5-powerful-immunity-boosters-to-fight-omicron-31642575653855.html>

602.



603. Kerala: দৈনিক সংক্রমণে রেকর্ড করলে, একদিনে আক্রান্ত ৪৬

হাজারের বেশি

সংবাদ সংস্থা

নয়াদিল্লি ২০ জানুয়ারি ২০২২ ২৩:৫৪



প্রতীকী ছবি।

প্রথম বা দ্বিতীয় ডেউয়ে যা হয়নি সাম্প্রতিক করোনা স্বীতিতে তা চাক্ষুষ করল করল। এক দিনে দক্ষিণের এই রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হলেন ৪৬ হাজার ৩৮৭ জন। ২০২০ সালের মার্চ মাসে দেশে অতিমারি শুরু হওয়ার পর থেকে এই প্রথম একদিনে সংক্রমণ ৪৫ হাজারের গণ্ডি পেরলো করলে। এর আগে ২০২১ সালের মে মাসের করোনার দ্বিতীয় ডেউ চলাকালীন এই রাজ্যের দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা একবার ৪৩ হাজার ছুঁয়েছিল।

তবে করলের এই সাম্প্রতিক সংক্রমণের কারণ শুধু ওমিক্রন নয়। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রীনা জর্জ জানিয়েছেন, সংক্রমিতদের মধ্যে অনেকেই ডেল্টাতেও আক্রান্ত হয়েছেন। তবে আক্রান্তদের অনুপাতে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা এখনও কম। করলের স্বাস্থ্যদফতর জানিয়েছে, মোট সংক্রমিতদের কেবল মাত্র ৩ শতাংশকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে।

করলে হাস্পতিয়ার পর্যন্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ৯৯ হাজার ৪১ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৪১ জন করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। যে সমস্ত জেলাগুলিতে সংক্রমণ সপ্তচেয়ে বেশি, তার মধ্যে প্রথম তিরুৱনন্তপুরম, তারপর এর্নাকুলাম এবং কোঝিকোডে। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, দৈনিক সংক্রমিতদের মধ্যে ৩৮৫ জন স্বাস্থ্যকর্মাও রয়েছে।

<https://www.anandabazar.com/india/new-covid-surge-hits-kerala-hard-as-the-single-day-spike-crosses-46-thousands-dgtl/cid/1324669>

604. Nadia Drought: খরাপ্রবণ তালিকায় নদিয়া নিয়ে বিশ্বয়

লিখছেন দেৱাশিস ঞন্দ্যোপাধ্যায়

নদিয়া ২১ জানুয়ারি ২০২২ ০৫:৪৬



খরা কি গ্রাস করছে এই সপ্ত আশ্রয় জমি? নিজস্ব চিত্র

দেৱাশিস নদিয়া কিনা শেষে খরাপ্রবণ এলে তকমা পেল? কেন্দ্রীয় আশ্রয়ওয়া বিভাগের হ্যাডার্ড অ্যাটলাস এ পিপর্যয় মানচিত্রে রাজ্যের আশ্রয়ওয়া এদলের যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তাতে প্রশ্নটা অনেকের মনেই পাক খাচ্ছে। পরের পর নিম্নচাপ, লাগাতার ঝুটি, কথায় কথায় এন্যায় নাজেহাল নদিয়া কী করে খরাপ্রবণ হতে পারে তা মাথায় ঢুকেছে না অনেকেরই। গঙ্গার কোল ঘেঁষে নদিয়া কেন্দ্রীয় আশ্রয়ওয়া বিভাগের মতে এরাড্যে খরার ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রায় পিপদগ্রস্তের তালিকায় রয়েছে নদিয়া এং পীৰভূম।

যদিও এ নিয়ে পিস্থিত নয় পিশেষজ্ঞরা। পিষয়টি প্যাখ্যা করে রাজ্যের কৃষি আশ্রয়ওয়াপিদ মৃণাল পিশ্বাস বলেন, “ওই মানচিত্রে আশ্রয়ওয়ার চরিত্রএদলের যে প্ৰণতার কথা এলা হয়েছে সেটি ষাট বছরের বেশি সময় ধরে প্ৰাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এলা হয়েছে। আর খরার ক্ষেত্রে একটি আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত সূচকের মাধ্যমে ১০০ বছরের পৰিসংখ্যান পিশ্লেষণ করে যা পেয়েছেন তাঁর ভিত্তিতে নদিয়াকে খরাপ্রবণ এলেছেন।” তাঁর কথায় “আমরা আশ্রয়ওয়ার একেপারে সাম্প্ৰতিক কালের চরিত্র দেখে পিষয়টি মেলাতে গেলে ভুল হও। গত তিন-চার বছর ধরে প্ৰচুর ঘূর্ণিঝড় এ নিম্নচাপ এং তার প্ৰভাওে প্যাপক ঝুটি দেখে হিসাও কষলে চলও না। পিগত কয়েক বছরের জেলার গড় ঝুটিপাতের পৰিমাণ দেখে একশো বছরের তথ্যের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। জলপায়ু এ আশ্রয়ওয়ার সপ্ত সিদ্ধান্তই গৃহীত দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে।”

তথ্য জানাচ্ছে ২০১৮ সালে নদিয়ায় প্ৰাৰ্ষিক গড় ঝুটিপাতের পৰিমাণ ছিল মাত্র ৯০০ মিলিমিটারের মতো। কিন্তু ২০১৯ সালে প্ৰাৰ্ষিক গড় ঝুটিপাতের পৰিমাণ ওড়ে হয়েছিল ১১০০ মিলিমিটার প্ৰায়। ২০২০ সালে নদিয়া ১৪০০ মিলিমিটারের বেশি ঝুটি হয়েছিল। যা জেলার প্ৰাৎসরিক গর ঝুটিপাতের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পেরেছিল। লক্ষ্যণীয়, ২০১৯ থেকে জেলায় গড় ঝুটিপাতের পৰিমাণ ওড়তে শুরু করেছে এং সেই সঙ্গে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যাও। ২০১৯ সালে ওলওল দিয়ে শুরু। তারপর একে একে আমপান, ফনী, ইয়াস। সরকারি কৃষিকর্তা পার্থ ঘোষের কথায়, “ ঘূর্ণিঝড় এ নিম্নচাপের প্ৰভাওে ঝুটি আর প্ৰাৰ্ষিক স্বাভাৱিক ঝুটির মধ্যে ফারাক আছে। সেই দিক থেকে দেখলে গত কয়েকবছরে যত ঝুটি পেয়েছে সপ্তই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগের কারণে। যদি এগুলো না থাকে তা হলে তো সত্যিই ঝুটিপাতের পৰিমাণ কম নদিয়ায়।”

কলকাতা ট্রিবিউনালয় ভূগোলের ছাত্র জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলেন “যে কোন জায়গার ৩৫ বছরের জলবায়ুর ওপর ভিত্তি করে আশাওয়ার ধারণা গড়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে দ্রিগত দিনে নদিয়ার ঊষ্টিপাতের তথ্যের প্রতিফলন ঘটেছে ওই রিপোর্টে। কিন্তু আমাদের চোখে লাগছে কারণ সাম্প্রতিক কালে পরপর নিম্নচাপ এং তার জেরে প্রভূত পরিমাণ ঊষ্টি দেখে। সাম্প্রতিককালে এই যে প্রচুর ঊষ্টিপাত ঘটছে তা যদি আগামী দিনে একই ভাবে চলতে থাকে তা হলে দশবছর পরে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে নদিয়ার খরা প্রণতা ঊদলে গিয়েছে। সেটা সময় ঊলো।”

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/nadia-murshidabad/despite-continuous-rainfall-and-flood-nadia-district-is-still-a-drought-prone-area/cid/1324713>

605. Fertilizers: সারের দাম রোজ চড়ছে, চিন্তায় চাষিরা

সামসুদ্দিন ট্রিবিউনাল

ঊহরমপুর ২১ জানুয়ারি ২০২২ ০৫:৪৯



ফাইল চিত্র।

সং ঊোরো ধান লাগানো শুরু হয়েছে। দিন পনেরোর মধ্যে ঊ্যাপক হারে ঊোরো ধান লাগানো শুরু হো। ঊরই মধ্যে মুর্শিদাডে রাসায়নিক সারের কালোডাজারি অড্যাহত। মাস দেডেক থেকে জেলা জুডে কৃষকদের কাছে সারের দাম ঊেশি নেওয়ার অভিযোগ ঊঠেছে সার ঊ্যাসায়ীদের ঊিরুদ্ধে। কৃষকদের অভিযোগ, সারের খুচরো ঊ্যাসায়ীরা ডিএপি সারের দাম ৩০-৪০ শতাংশ ঊেশি চাইছে, ইউরিয়া, পটাশের মতো সারের দাম প্রায় দ্বিগুন চাইছে। যার জেরে সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদিও খুচরো সার ঊ্যাসায়ীদের অভিযোগ তাঁরা ঊেশি দামে পাইকারি ঊ্যাসায়ীর কাছে কিনতে ঊাধ্য হচ্ছেন। তাই তাঁরাও ঊেশি দাম নিতে ঊাধ্য হচ্ছেন।

ঊমন গুরুতর অভিযোগ পেয়ে ১৬ জন পাইকারি (হোলসেলার) সার ঊ্যাসায়ীকে সোমডার ঊহরমপুরে কৃষি ভাে ডেকেছিল কৃষি কর্তাদের কর্তারা। তাঁদের কড়া ঊঁশিয়ারি কোনওমতে সারের ঊেশি দাম নেওয়া যাবে না। মুর্শিদাডের ঊপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) তাপস কুমার কুণ্ডু ঊলেন, “সারের কালোডাজারির অভিযোগে গত কয়েক দিনে ২৬ জন সার ঊ্যাসায়ীকে শোকজ করা হয়েছে, দু’জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, ১৪ জন সার ঊ্যাসায়ীর সার ঊিক্রি আপাতত ঊন্ধ করা হয়েছে।” তাঁর দাট্রি, “ঊ দিন ১৬ জন সারের পাইকারি (হোলসেলার) ঊ্যাসায়ীকে ঊৈঠকে ডেকে পরিক্ষার জানানো হয়, সারের দাম কোনও ভাবেই ঊেশি নেওয়া যাবে না। সারের দাম ঊেশি নিলেই তাঁদের ঊিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হো।”

উপ কৃষি অধিকর্তা জানিয়েছেন, সারের পাইকারি প্রসারীরা কোম্পানির চিরুন্ধে অভিযোগ তুলেছেন। তাঁরা এ দিনের ঠোঠকে কৃষি দফতরের কর্তাদের জানিয়েছেন, কোম্পানি সারের দাম বেশি নিচ্ছে, তাই তাঁরা বেশি দামে নিতে প্রাধ্য হচ্ছেন। তে কৃষি দফতরের কর্তারা এদিন জানিয়েছেন, কোনও ভাবেই বেশি দাম নেওয়া যাবে না। ৪০০ জুড়ে জেলা সেখানে টাকা। ২৬৬ দাম সারের ইউরিয়া কেজি ৪৫ খণ্ডর সূত্রের দাম সারের ডিএপি কেজি ৫০ নম্বরত্বের হচ্ছে। চিক্রি সার সেই উপরে টাকার প হচ্ছে। চিক্রি টাকায় ১৬০০ সার সেই টাকা। ১২০০রশের ডিএপি (ইমপোর্টেড) ৫০ কেজির দাম ১২০০ টাকা। সেই সার ২০০০ টাকায় চিক্রি হচ্ছে। ৫০ কেজি পটাশের দাম ৮৫০ টাকা। সেই সার ১৬০০ টাকায় চিক্রি হচ্ছে। যার জেরে চরম সমস্যায় পড়েছেন কৃষকরা।

খুচরো সার প্রসারীদের সংগঠন ট্রেনিং প্রাপ্ত ডেইজি ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের ডোমকলের সভাপতি আনারুল ইসলাম বলেন, ‘‘যে সপ্ত হোলসেলার বেশি দাম নিচ্ছে তার তালিকা দিয়ে কৃষি দফতরের অভিযোগ জানানো হয়েছে। তার পরেও সঠিক দাম তাঁরা সার দিচ্ছেন না। যার জেরে আমরা চিপদে পড়েছি। আমরা চাই কৃষকের মতো আমাদেরও নায্য দামে সার দেওয়া হোক।’’

জেলায় ৯০ হাজার হেক্টর জমিতে প্রোরো ধান চাষ হওয়ার কথা। ইতিমধ্যে জেলায় প্রোরো ধান চাষ শুরু হয়েছে। তে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে ধান লাগানোর পরিমাণ আর প্রাড়ে।

আর প্রোরো ধান লাগানোর সময় থেকেই সারের প্রয়োজন হয়। ধান লাগানোর পরে চাপান সার হিসেবে প্রচুর সারের প্রয়োজন হয়। আর এই সময়ে সারের দাম বেশি নিচ্ছে প্রসারীরা। যার জেরে সমস্যায় পড়েছেন মুর্শিদাবাদের কৃষকেরা।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/nadia-murshidabad/farmers-worrid-about-continuous-hike-in-price-of-fertilizers/cid/1324716>

606. Bird: পরিযায়ী অতিথিদের ঠিকানা মুকুটমণিপুর্বে পাখি সুমারি শুরু

রাজ্য বন দফতরের

নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রাঁকুড়া ২০ জানুয়ারি ২০২২ ২০:৩২



পাখি গণনার কাজ চলছে জলাধারে।
নিজস্ব চিত্র।

পশ্চিমবঙ্গ এন দফতর আয়োজিত ‘পাখি সুমারি’ পর্ব শুরু হল ঝাঁকুড়ায়। চিদেশ থেকে এ রাজ্যে উড়ে আসা পরিযায়ী পাখিদের অন্যতম সেরা ঠিকানা মুকুটমণিপুরের জলাধার এং লাগোয়া অঞ্চল শীতের মরসুমের কয়েক মাস হাজার হাজার পরিযায়ী পাখির নিরাপদ ঠিকানা হয়ে ওঠে। বৃহস্পতিবার সেখানেই পাখি সুমারি হল। এনটিভাগের আধিকারিক এং কর্মীদের পাশাপাশি সুমারিতে অংশ নেন জেলার অন্যপ্রাণ নিয়ে কাজ করা একটি স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠনের পাখি প্রশারদেরা।

মূলত মুকুটমণিপুর জলাধারে আসা পরিযায়ী পাখিদের সংখ্যা, প্রজাতি-চৈত্র এং তাদের আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে স্পিড বোটে করে জলাধারের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত চষে বোড়ান এন দফতরের আধিকারিক ও স্থানীয় পাখি বিশেষজ্ঞদের টিম। আধুনিক ক্যামেরায় ফটোগ্রাফ সংগ্রহের পাশাপাশি দিনভর চলে চাইনোকুলার এং দূরবীনের সাহায্যে পরিযায়ী পাখিদের আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ এং তথ্য সংগ্রহ।

এন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শীত পড়তে শুরু করলেই ঝাঁকুড়ার মুকুটমণিপুরে আসতে শুরু করে পরিযায়ী পাখিরা। ঝড় পানডুটি (গ্রেট ক্রেস্টেড গ্রিগ), কাদাখোঁচার (স্লাইপ) পাশাপাশি ভিনদেশি হাঁস নর্দার্ন পিনটেল, কমন পোচার্ড, রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড, গ্যাডওয়ালদের শীতের ঠিকানা হয়ে ওঠে মুকুটমণিপুর।

জলের পাখির পাশাপাশি পরিযায়ী অতিথিদের তালিকায় রয়েছে, গাছ এং ঘাসজমির পাখিরাও। পাখি বিশেষজ্ঞ অনির্বাণ পাত্র বলেন, ‘‘কয়েক বছর আগে জলাধারের পাড় রং করা হয়েছিল। তার পর সাময়িক ভাবে এই জলাধার লাগোয়া এলাকা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল লাল লেজ যুক্ত ভারতপাখিরা (রুফাস টেলড লার্ক)। তাকে ফের তারা আসতে শুরু করেছে। ভাল পরিমাণে এসেছে পরিযায়ী খঞ্জনদের একাধিক প্রজাতিও।’’ তিনি জানান আচরণ পাখিদের কর্মকাণ্ড মানুষের , এং জীবনযাত্রায় কী ধরনের প্রভাও ফেলছে, তা জানা এই সমীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। পরবর্তী পর্যায়ে ঝাঁকুড়া জেলার কদমদেউলি, তালবোড়িয়া, গাংদোয়া, লালবাঁধেও একই ভাবে পাখি গণনার কাজ হও বলেও জানিয়েছেন অনির্বাণ।

রাজ্য এন দফতরের সেন্ট্রাল সার্কেলের মুখ্য এন সংরক্ষক এস কুলানডাইভেল নিজেও বৃহস্পতিবার পাখি গণনায় অংশ নেন। তিনি বলেন, ‘‘আগামী এক সপ্তাহ ধরে ঝাঁকুড়া জেলায় পরিযায়ী পাখি গণনা করা হও। মুকুটমণিপুর ছাড়াও জেলার অন্যান্য জলাধারে আসা পরিযায়ী পাখিও গণনা করা হও। গণনা শেষে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা, প্রজাতি চৈত্র এং তাদের উল্লেখযোগ্য আচার আচরণ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট তৈরী করে আমরা রাজ্য সরকারের কাছে পাঠাও। পাখি গণনার পাশাপাশি যে এলাকাগুলিতে পরিযায়ী পাখিরা আসে সেই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের পাখি নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলে সংরক্ষণের প্রয়াসও চালাচ্ছি আমরা।’’

পাখি চিশারদ সোমশুভ্র পাত্র জানান, প্রায় ৩০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি শীতকালে মুকুটমনিপুরে আসে। কোনওটি সুদূর সাইপ্রেরিয়া, কোনওটি মঙ্গোলিয়া, কোনওটি ঐতিবৃত থেকে। পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা ও তাদের সংখ্যা অনেকাংশেই নির্ভর করে সে ঐছরের আঐহাওয়া, মুকুটমনিপুর জলাধারে থাকা জলের পরিমাণ, ওই পর্যটনকেন্দ্রে আসা পর্যটকদের আচরণ-সহ ঐভিন্ন ঐষয়ের ঐপর।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/winter-bird-count-by-west-bengal-forest-department-held-at-mukutmanipur-of-bankura-dgtld/cid/1324663>

607. Operation: চিকিৎসকদের অসাধ্যসাধন, করোনা আক্রান্তের বুকে

পেসমেকার বসল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে

নিজস্ব সংবাদদাতা

ঐর্ধমান ২০ জানুয়ারি ২০২২ ১৯:০৫



ঐর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ঐরল অস্ত্রোপচার।
—ফাইল চিত্র।

করোনা আক্রান্তের হৃদযন্ত্রে ঐসল পেসমেকার। ঐমনই কেবামতি দেখালেন ঐর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকরা। সফল হয়েছে অস্ত্রোপচার। দেরি হলে রোগীর প্রাণ সংশয় হতে পারত ঐলেই জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা।

পশ্চিম ঐর্ধমানের জামুড়িয়ার শিঐপুরের ঐাসিন্দা আসু ঐিঐিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল গত শনিঐার। তাঁর কোভিডের ঐপসর্গ ছিল। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ভর্তি পর থেকে ঘনঘন জ্ঞান হারাতে থাকেন ঐছর পঞ্চাশের ওই মহিলা। মেডিসিন ঐিভাগের চিকিৎসকরা তাঁকে পরীক্ষা করে ঐুঝতে পারেন তাঁর হৃদযন্ত্রের সমস্যা রয়েছে। হাসপাতালের কার্ডিওলজি ঐিভাগের চিকিৎসকরা তাঁকে পরীক্ষা করে দেখে ঐুঝতে পারেন তাঁর হৃদযন্ত্রে দ্রুত পেসমেকার ঐসাতে হঐে। কিন্তু করোনা আক্রান্তের শরীরে কী ভাঐে অস্ত্রোপচার কার হঐে তা নিয়ে ভাঐনাচিন্তা শুরু হয়।

হাসপাতালের সুপার তাপস ঘোষ ঐলেন, ‘‘রোগীর জীঐন সঙ্কটে ছিল। তাঁকে ঐাঁচাতে ঐর্ধমান হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি ঐইং অনাময় হাসপাতালের সঙ্গে আলোচনা

করে। কারণ, হৃদযন্ত্রের চিকিৎসা সেখানেই হয়। একটি আলাদা অ্যাম্বুলেন্স করে রোগীকে অনাময় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অপারেশন থিয়েটার স্যানিটাইজ করে তৈরি রাখা ছিল। চিকিৎসকরাও তৈরি ছিলেন। রোগী পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় পেসমেকার ঝসানোর কাজ। ১৫ মিনিটের মধ্যেই অস্ত্রোপচার শেষ হয়। আধ ঘণ্টার মধ্যে রোগীকে ফের অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে পাঠানো হয়। দেরি হলে রোগীর প্রাণ সংশয় হতে পারত।’’

আসু টিটির আত্মীয় রাজু আনসারি বলেন, ‘‘আমরা কেউ হাসপাতালে ছিলাম না। হাসপাতাল থেকে আমাদের ফোন করা হয়। রোগীর সঙ্গে কথা বলেন চিকিৎসকরা। তারপরেই অস্ত্রোপচার হয়। আমাদের অনুপস্থিতিতেই হাসপাতাল যে ভাণ্ডে রোগীর প্রাণ ঝাঁচাল তাতে আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের কাছে স্বপ্ন মনে হচ্ছে।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/a-rare-operation-done-in-burdwan-medical-college-hospital-dgtld/cid/1324645>

608. 2021 was one of the hottest years on record – and it could also be the coldest we’ll ever see again

The fact 2021 was among the world’s hottest years despite these cooling forces shows just how strong the long-term warming trend is

By [Andrew King](#)

Published: Thursday 20 January 2022



Well, it’s official: 2021 was one of the planet’s seven hottest years since records began, the World Meteorological Organization (WMO) declared this week. The year was about 1.11°C above pre-industrial levels – the seventh year in a row that the average global temperature rise edged over 1°C.

The WMO report echoes [two separate official US analyses](#) released last week that found 2021 was the sixth hottest year on record, tied with 2018.

For many of us in Australia and overseas, however, 2021 may have felt generally colder and rainier than usual. This is because of

the effect of back-to-back La Niña events, a natural phenomenon that brings cooler, rainier weather in our region.

The fact 2021 was among the world's hottest years despite these cooling forces shows just how strong the long-term warming trend is. Indeed, 2021 may well be the coldest year we'll ever experience again. Let's reflect on the year that was, and what we can expect for this year and beyond.

2021 was one of the seven warmest years on record, WMO consolidated data shows.

La Niña dampens the heat, but not enough

2021 started and ended with La Niña events. While it's unusual for this climate phenomenon to occur two years in a row, [it's not unheard of](#).

In La Niña years, we see the global average temperature decrease by about 0.1-0.2°C. So how does it work?

During La Niña we see cool water from deep in the Pacific Ocean rise to the surface. This happens when wind strength increases at the equator, which pushes warmer water to the west and allows more cool water to rise off the coast of South America.

Essentially, the net transfer of energy from the surface to the deeper ocean brings the average global surface temperature down. While La Niña is a natural phenomenon (it's not the result of human activities), human-caused climate change remains a constant underlying influence that sets a long-term warming trend.



A schematic showing interactions between the atmosphere and ocean during a La Niña. Bureau of Meteorology.

The La Niña conditions of 2021 took the edge off the global average surface temperature. Parts of Australia, southern Africa and northwestern North America saw cooler temperatures during 2021 compared to recent years as the effects of La Niña kicked in.

Unless we have another strong La Niña very soon, we're going to keep seeing even hotter years than 2021 for the foreseeable future until net global greenhouse gas emissions cease.

A year with massive, extreme events

As the world warms we're becoming more accustomed to extreme events, especially severe heatwaves. This was no different for 2021, which was characterised one incredibly extreme heat event in particular, which occurred in western North America.

In late June and early July, heat built over northwest United States and southwest Canada. [New temperature records were set across the region](#) – at some sites, by several degrees. A staggering 49.6°C was recorded in Lytton, British Columbia, which is Canada's highest temperature measurement.

This heatwave was disastrous, including in Seattle and Portland where [death rates spiked](#). Soon after, [wildfire destroyed](#) the town of Lytton.

While many other parts of the world also saw heatwaves, including significant events in Europe and Asia, the western North American heatwave stands out. The scale of this event would have been [virtually impossible without human-caused climate change](#).

Severe floods were also a feature of 2021 in many places. Short bursts of extreme rainfall that bring flash flooding are

becoming more frequent and intense due to the human influence on the climate. We saw especially devastating events in [central Europe](#) and in [China](#) in July.

Australia's coolest year since 2012

Australia not only experienced [back-to-back La Niña events](#), but also the [negative Indian Ocean Dipole](#) – a bit like the Indian Ocean's version of La Niña, bringing cool, rainier weather to Australia during winter and spring.

Both left their mark, with Australia experiencing its [coolest year since 2012](#) and its [wettest year since 2016](#).

And still, 2021 was warmer than any year in the observational series prior to 1980. In fact, Australia is warming faster than the world as a whole, with [Australian temperatures](#) already up [about 1.4°C since 1910](#).

We also saw major floods in Australia that inundated [eastern New South Wales](#) in March, and [Queensland](#) more recently.

However, the influence of climate change on extreme rainfall in Australia is less clear than for other parts of the world because Australia has a high climate variability – swinging from drought to flooding rains and back again. Another reason is because our major floods are often caused by extreme rain that falls for several days, and the effect of climate change on this type of rain is difficult to unpick.

What's in store for 2022 and beyond

We can't forecast the weather beyond about ten days, but we can make a couple of forecasts for 2022 with confidence.

First, while 2022 may experience a slight cooling influence from [the ongoing La Niña](#), it will still be among our warmest

years. To have an individual year as cool as those we experienced as recently as the 1990s is exceptionally unlikely due to our high greenhouse gas emissions.

Second, there will be more extreme heat events somewhere on Earth this year, because our influence on the climate has [greatly increased the odds of record-breaking heatwaves occurring](#).

Even if we start acting on climate change with more urgency, we will experience more frequent and intense heatwaves in coming years. This means we need to [build greater resilience to these extremes](#) and adapt cities and towns to a hotter world.

Beyond 2022, we know we will see continued global warming until we stop emitting greenhouse gases into the atmosphere. And with global carbon dioxide emissions rebounding to [near-record levels in 2021](#) after a brief drop in 2020 from the pandemic, we're a long way off stopping global warming.

Rapid decarbonisation is needed to reduce further warming of the planet. It's not too late to [avoid the most dangerous climate change impacts](#).

[Andrew King](#), Senior Lecturer in Climate Science, [The University of Melbourne](#)

This article is republished from [The Conversation](#) under a Creative Commons license. Read the [original article](#).

<https://www.downtoearth.org.in/blog/climate-change/2021-was-one-of-the-hottest-years-on-record-and-it-could-also-be-the-coldest-we-ll-ever-see-again-81216>

612. Global treaty to cut plastic production needed urgently: EIA report ahead of UN summit

Over 70 big consumer brands also appeal to reduce plastic production in joint statement

By [Susan Chacko](#)

Published: Thursday 20 January 2022



A new global plastics treaty that takes into account the entire lifecycle of plastics needs to be developed urgently, a new report highlighted.

Addressing the problem of plastic pollution must begin when plastic is produced as a material, the report by the non-profit Environmental Investigation Agency (EIA) of the United Kingdom said. This was also proposed in the draft resolution by Peru and Rwanda at the United Nations Environment Assembly (UNEA) 5.

The fifth session of the UNEA is taking place in two parts. UNEA 5.1 was held online from February 22-23, 2021. The substantive matters that required in-depth negotiations were deferred to [UNEA 5.2](#) scheduled to be held from February 28-March 2, 2022. Implementation of resolutions on marine litter and microplastics is likely to be discussed at the meeting.

The rise in plastic pollution spilling into the environment is a planetary emergency, highlighted Tom Gammage, an ocean campaigner with EIA in the report *[Connecting the Dots: Plastic pollution and the planetary emergency](#)* published January, 2022.

The report puts together recent scientific data on the impacts of plastics on climate, biodiversity, human health and environment. It was released ahead of the second part of UNEA 5 in Nairobi, Kenya. The meeting is expected to redefine and decide every nation's relationship with plastic.

It recommends ways to enforce multidimensional, long-term and collaborative policies to tackle plastic pollution:

1. Prioritise policies that address multiple threats acting at different timescales

This must include measures to urgently eliminate the discharge of plastics into the environment, phase plastic production down to sustainable levels in alignment with the United Nations-mandated Sustainable Development Goal (SDG) 12 as well as promote the upscaling of reuse, refill and traditional packaging systems tailored to national contexts.

2. Peru and Rwanda resolution

UNEA member states need to support the convening of an intergovernmental negotiating committee to develop a new global plastics treaty at the upcoming chapter of UNEA 5.

3. Meeting nationally determined contributions

Parties need to work toward reducing the climate impact from extraction, processing, cracking and polymerisation through targeted measures in their NDCs under the Paris Climate Agreement to reduce methane and other greenhouse gas emissions from those activities, in tandem with the rapid phase-out of fossil fuels in the energy sector.

4. Global Biodiversity Framework

Member states must ensure that the proposed target to eliminate plastic waste discharges by 2030 is upheld and harmonised with the objectives of a new global plastics treaty, with ambitious actions and implementation genuinely capable of securing zero discharges.

Over 70 consumer brands including Coca-Cola, PepsiCo, Unilever and Ikea, who contribute significantly to the global plastic

pollution, issued a [joint statement](#) January 17, 2022 calling for a global treaty to fight plastic pollution that would include reducing the production of the material.

"We are at a critical point in time to establish an ambitious UN treaty that fosters collaboration for systemic solutions and speeds up the transition to a circular economy globally, the statement noted. UNEA 5.2 is the decisive, most auspicious moment to turn the tide on the global plastic pollution crisis, the companies said, adding that the world cannot afford to miss it.

<https://www.downtoearth.org.in/news/waste/global-treaty-to-cut-plastic-production-needed-urgently-eia-report-ahead-of-un-summit-81198>

615. Fifty tonnes of Gangasagar Mela plastic waste to be recycled and reused

Good volume of refuse will be handed over to local kabadiwala, ones below 50 micron will be sent to Odisha's cement manufacturing plant

SUBHAJOY ROY | PUBLISHED 20.01.22, 08:43 AM



Teams collect plastic waste from the Gangasagar Mela area
The Telegraph

About 50 tonnes of plastic waste have been recovered from the Gangasagar Mela area over the last few days by teams deployed to recover, segregate and supply the plastic waste to different reuse and recycling units.

The teams are focusing mainly on non-recyclable plastic this year as this category did not find many takers in the last few years because it lacked commercial value among the *kabadiwalas* (scrap dealers).

ADVERTISEMENT

The non-recyclable plastic items – usually the ones less than 50 micron in thickness or multi-layered plastic used in packaging – would be sent to a cement factory in Odisha, which will use them as fuel alongside coal, said Sanghamitra Mukherjee, an independent waste management consultant.

Mukherjee is part of the team that has been engaged for the collection and supply of plastic.

The Gangasagar Bakkhali Development Authority (GBDA), a state government-run body, had deployed volunteers at the entry to Gangasagar, on the beach and on the mela premises.

The volunteers took away plastic items from the visitors and gave them biodegradable bags for free.

"We have been doing this for the last three months. The aim was to minimise the entry of plastic bags into the area," said Sombhudwip Sarkar, the executive officer of GBDA.

While a good volume of the recyclable plastic would be handed over to the local kabadiwala, the non-recyclable waste would be sent to the cement manufacturing plant.

"All forms of plastic products have a calorific value and can be used as fuel. Since the low-density plastic cannot be recycled, we have to look for ways to reuse them. One of the ways is to use this plastic waste as fuel. The mixture of coal and plastic would be roughly in the ratio of 90:10 in the cement factory," said Prasun Kanti Das, the chief executive officer of Aamra Susama Jalaprapat, an NGO that works with 13 district administrations in Bengal in the field of waste management. Das said that out of 50 tonnes of plastic waste collected so far, about 60 per cent would be non-recyclable plastic. "In

terms of weight, about 60 per cent is non-recyclable plastic," he said.

The teams will continue their work of segregating and dispatching the various kinds of plastic waste to various destinations on Thursday as well.

<https://www.telegraphindia.com/my-kolkata/news/fifty-tonnes-of-gangasagar-mela-plastic-waste-to-be-recycled-and-reused/cid/1848378>

609. Study by Hyderabad scientists identifies genetic risk factors for heart failure

Team of scientists at the Centre for Cellular and Molecular Biology identify genetic mutations that cause dilated cardiomyopathy, a common cardiovascular disease

By [India Science Wire](#)

Published: Thursday 20 January 2022



📷 There are many types of cardiomyopathies. Dilated cardiomyopathy is the most common form. Photo: iStock

A team of scientists at the CSIR-Centre for Cellular and Molecular Biology (CCMB), Hyderabad, have identified the genetic mutations that cause dilated cardiomyopathy, a common cardiovascular disease that often results in heart failure.

Cardiomyopathy changes the integral structure of the heart muscle, and as a result, the heart is unable to pump blood efficiently. This increases the risk of heart failure leading to sudden cardiac death.

There are many types of cardiomyopathies. Dilated cardiomyopathy is the most common form.

A gene called β -MYH7 is one of the major genes implicated in cardiac diseases globally. However, not many genetic studies have been carried out on Indian cardiomyopathy patients.

In the study, the CCMB researchers chose to fill the gap by sequencing the β -MYH7 gene from 137 dilated cardiomyopathy patients along with 167 ethnically matched healthy controls to identify the mutation(s), if any, that are associated with dilated cardiomyopathy in Indian patients.

The study revealed 27 variations, of which seven were novel and were detected exclusively in Indian dilated cardiomyopathy patients. These included four which were what are called missense mutations. They were predicted to be pathogenic by bioinformatics tools.

Subsequent studies using homology models of β -MYH7 demonstrated how these mutations uniquely disrupt a critical network of non-bonding interactions at the molecular level and may contribute to the development of disease phenotype.

Protein molecules are made up of amino acids and each of them has a specific set of amino acids. Various interactions between the amino acid residues drive the 3D structure of the protein, which determines its function. One amino acid change at a critical site can change a protein structure dramatically and lead to disease pathogenicity.

"This study can help in developing gene-editing methods that may rescue cardiac contractility of failing hearts among Indians with the novel mutations", said Dr Vinay Kumar Nandicoori, Director, CCMB.

The mortality rate due to cardiovascular diseases is very high in India, compared to western countries.

The finding has been published in the science journal Canadian Journal of Cardiology - Open. The study team included Dr K Thangaraj, presently director, Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics (CDFD), and Dr Deepa Selvi Rani. (**India Science Wire**)

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/study-by-hyderabad-scientists-identifies-genetic-risk-factors-for-heart-failure-81214>

610. Ineffective magic bullets: Antibiotic resistance is now the leading cause of deaths across the globe

Young children were found to be particularly affected by AMR

By [DTE Staff](#)

Published: Thursday 20 January 2022



Antimicrobial resistance (AMR) is now the leading cause of death across the world, showed a new estimate, proving existing indicators right.

Untreatable infections caused at least 1.27 million deaths per year across the globe, an analysis by researchers from the Global Research on Antimicrobial Resistance (GRAM) Project stated. The toll is higher than that for HIV/AIDS or malaria, the report said.

These infections could easily be treated earlier by antibiotics, which came to be referred to as "magic bullets".

The team of researchers from the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) and the University of Oxford collated 471 million actual individual records from 204 countries and

territories from 2019. Their findings were [published in the journal *Lancet*](#) on January 19, 2022.

They used a statistical model to reveal that there were an estimated 4.95 million deaths associated with bacterial AMR in 2019. Out of these, 1.27 million deaths were directly attributable to AMR.

Young children were found to be particularly affected by AMR, the data showed, although every population group is at risk. In 2019, one in five deaths attributable to AMR occurred in children under the age of five.

The burden of deaths is the highest in sub-Saharan Africa but is also alarming in high-income countries, according to the papers.

Due to excessive and irrational use of antibiotics, pathogens such as bacteria, viruses, fungi and parasites become resistant to them. They no longer respond to medicines and this makes treating infections, including lower respiratory tract infections, bloodstream infections, pneumonia, hospital-acquired infections and foodborne ailments, harder to treat.

As a consequence, while earlier projections estimated some 10 million annual deaths from AMR by 2050, current estimates suggest that we are already close to this figure.

Accurate and timely estimates of AMR burden can be used to inform treatment guidelines and agendas for research and policymaking, to detect emerging problems as well as promote solutions, said authors of the *Lancet* study.

Chris Murray, director of IHME, said:

This paper is a critical step that allows us to see the full scale of the challenge. We now need to leverage these estimates to course-correct action and drive innovation if we want to stay ahead in the race against AMR.

The findings indicate the need for urgent action from policymakers and health communities. One area of concern is that we are not innovating fast enough to develop effective vaccines, medicines and treatments.

It is very important that governments control use of antibiotics, said Mohsen Naghavi, adjunct professor at IHME, University of Washington and one of the co-authors of the paper. "As doctors we have to control ourselves from prescribing antibiotics when there is no evidence that the antibiotic is effective on the pathogen."

Current action plans are not ambitious enough to stop the AMR threat. "While resistance levels continue to grow, antibiotic development has not," said Lucien Swetschinski, another author of the report and researcher at IHME

While 63 new antibiotics were approved between 1980 and 2000, only 15 new drugs have been approved between 2000 and 2018. Out of the seven deadliest drug-resistant bacteria, vaccines are only available for pneumonia and tuberculosis.

COVID-19 has increased awareness of infections and control measures such as hand washing and surveillance. But increased hospitalisations have raised fears that AMR will worsen due to increased use of antibiotics by patients.

"The COVID-19 pandemic has highlighted the importance of global collaboration: Political leaders, the healthcare community, the private sector and the public working together to tackle a global health threat," said Tim Jinks, head of intervention, infectious diseases at Wellcome Trust, the United Kingdom.

Like COVID-19, we know what needs to be done to address AMR, but we must now come together with a sense of urgency and global solidarity if we are to be successful, he added..

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/ineffective-magic-bullets-antibiotic-resistance-is-now-the-leading-cause-of-deaths-across-the-globe-81213>

611. Lancet study flags breakthrough omicron infections after boosters

Cases of omicron infection noted among 7 Germans who visited South Africa; All had received at least 2 shots of an mRNA vaccine while 5 had received the follow up booster dose

By [Taran Deol](#)

Published: Thursday 20 January 2022



📷 Cases of omicron infection noted among 7 Germans who visited South Africa and 5 of whom had received a booster dose of a COVID-19 vaccine. Photo: iStock

Omicron's ability to evade immunity has been explored by now. But new evidence suggests that even primary shots of a novel coronavirus disease (COVID-19) vaccine, followed by a booster dose are not enough to provide protection against an omicron infection.

The first such cases have been reported in a group of seven German visitors – five men and two women – in South Africa, all of whom had received at least two shots of a mitochondrial ribonucleic acid vaccine while five had received the follow up booster dose in October-November 2021, 21-37 weeks after the second dose.

The study, published in *The Lancet* January 18, 2022, noted:

Four of the individuals were participating in clinical elective training at different hospitals in Cape Town, whereas the others were on vacation.

They tested positive for the SARS-CoV-2 virus between November 30 and December 2, the same time when the fourth wave of COVID-19 – triggered by omicron – was picking up pace in South Africa.

Four of them had a mild illness while the remaining three had a moderate illness – suffering from shortness of breath – according to the National Institutes of Health COVID-19 Treatment Guidelines.

None of them required hospitalisation. The infection took place 22-59 days after the booster shot had been administered.

“At the onset of their breakthrough infections, all individuals had high levels of viral spike protein binding antibodies,

similar to levels reported four weeks following second vaccine doses and as expected after receipt of booster vaccine doses," the study noted.

It added: "These were the first documented breakthrough infections with the omicron variant in fully vaccinated individuals after receipt of booster vaccine doses."

It remains to be seen whether the viral load with an omicron infection in these fully vaccinated patients is any different from an unvaccinated or differently vaccinated population.

Six of these individuals had received two shots of the Pfizer, Inc vaccine, five of whom had also received a booster shot of the same vaccine.

One individual had received one dose of the AstraZeneca plc vaccine, which was followed by two doses of the Pfizer shot – to complete primary immunisation and booster shot.

All seven individuals reported a T-cell response two weeks after the onset of symptoms. This is a good sign, since it is this part of the immune system that provides protection against severe disease and death.

While the cases ranged between mild to moderate, it remains unclear what its impact will be on the chances of long COVID-19.

"South Africa only recently introduced booster vaccinations for individuals immunised with two doses of BNT162b2, so the presence of this group from Germany presented a unique opportunity to study omicron breakthrough infections in individuals with mRNA vaccine boosters," the study noted.

In conclusion, the study argued that vaccine efficacy needed to be studied further and be updated with the latest variant of concern in circulation.

Meanwhile, non-pharmaceutical interventions such as following a mask mandate and maintaining social distancing must be rigorously followed.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/lancet-study-flags-breakthrough-omicron-infections-after-boosters-81207>

The Statesman

616. Sputnik V shows strong protection against Omicron: Joint Italian-Russian study

IANS | New Delhi | January 20, 2022 10:37 pm



(Photo : IANS)

The Sputnik V vaccine has demonstrated strong protection against Omicron variant, with over 2 times higher virus neutralising activity compared to the Pfizer vaccine, according to a study conducted by the Spallanzani Institute in Italy in collaboration with Russian Direct Investment Fund.

The Gamaleya National Research Center of Epidemiology and Microbiology (Gamaleya Center) and the Russian Direct Investment Fund on Thursday said that 2 doses of Sputnik V provide more than 2 times higher geometric mean titers (GMT) of virus neutralising antibodies to the Omicron variant of Covid than 2 doses of Pfizer vaccine (2.1 times higher in total and 2.6 times higher 3 months after vaccination).A

The study was conducted at the leading Italian research institute for infectious diseases, by a joint Italian-Russian team of researchers representing the Institute and the Gamaleya Center in the equal laboratory conditions on comparable sera samples from individuals vaccinated with Sputnik V and Pfizer with a similar level of IgG antibodies and virus neutralising activity (VNA) against Wuhan variant, said a report.

Among the top quartile of individuals with high RBD-specific IgG antibodies, 100 per cent of those vaccinated with Sputnik V were able to neutralise Omicron variant in comparison to 83.3 per cent of individuals vaccinated with Pfizer. Among all samples, 74.2 per cent of Sputnik V-vaccinated sera were able to neutralise Omicron vs 56.9 per cent for Pfizer-vaccinated, it said.

Alexander Gintsburg, Director of the National Research Center for Epidemiology and Microbiology, said: "The joint study by the Gamaleya Center and Spallanzani Institute confirmed the results obtained in our separate study published in December 2021. The hard scientific data proves Sputnik V has higher virus neutralising activity against Omicron as compared to other vaccines and will play a major role in the global fight against this new contagious variant."

"Results of the study in Italy confirm Sputnik V offers the strongest protection against Omicron. The adenoviral platform has shown high efficacy in fighting mutations of Covid previously. Partnership of different platforms is the key and heterologous ('mix & match') boosting with Sputnik Light will help strengthen efficacy of other vaccines in light of combined Delta and Omicron challenge," said Kirill Dmitriev, CEO of RDIF.

<https://www.thestatesman.com/coronavirus/sputnik-v-shows-strong-protection-omicron-joint-italian-russian-study-1503040181.html>

Asian Age

617' Novavax becomes Australia's 5th approved COVID-19 vaccine

PTI

Published : Jan 20, 2022, 11:50 am IST

Updated : Jan 20, 2022, 11:50 am IST

Australia ordered 51 million doses of the U.S.-manufactured vaccine, supplied under the brand Nuvaxovid, for its population of 26 million

The Novavax vaccine will be available to unvaccinated Australians aged 18 years and older but will not be used as a booster. (AFP)

Canberra: Novavax's COVID-19 vaccine on Thursday became the fifth coronavirus vaccine approved for use in Australia.

The country has ordered 51 million doses of the U.S.-manufactured vaccine, supplied under the brand Nuvaxovid, for its population of 26 million. Pfizer, AstraZeneca and Moderna vaccines are already in use in Australia. Johnson and Johnson's Janssen vaccine is also approved but the government has not bought any.

The Novavax vaccine will be available to unvaccinated Australians aged 18 years and older but will not be used as a booster for the 95% of the population aged 16 and older who have already received a vaccine.

There are some individuals, notwithstanding a massive take up of vaccination in this country, who have been waiting for Novavax, and it's great that it's finally been approved, said chief regulator John Skerritt, head of the Therapeutic Goods Administration.

Our dream is we might turn our 95% into a 97 or 98% in this country, Skerritt added.

The protein-based vaccine is to be administered in two doses three weeks apart.

Paul Griffin, associate professor of medicine at Queensland University, said Australia needed to strive to improve an already impressive vaccination rate.

For a variety of reasons, it seems some have remained reluctant to receive these vaccines thus far so an additional option, based on what is considered perhaps a more traditional platform, is likely to increase our vaccination rate even further, Griffin said.

<https://www.asianage.com/world/oceania/200122/novavax-becomes-australias-5th-approved-covid-19-vaccine.html>

618. COVID-19: ভাঙড়ে বাড়ছে সংক্রমণ, বাজার বন্ধের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা

ভাঙড় ২১ জানুয়ারি ২০২২ ০৬৩২:



পদক্ষেপ হলে করা চেপ্টা খোলার দোকান প্রজারে প্রামনঘাটা করে অমান্য নির্দেশ :
হুদা সামসুল : ছটি - দেয়। করে প্রক্ক তা গিয়ে পুলিশ

দিন কয়েক আগেও করোনা সংক্রমণের হার ছিল ২৫যাচ্ছে যতদিন জন। ৩০- ,
ভাঙড় ১ ও ২ ব্লক এলাকায় করোনা সংক্রমণের হার প্রেড়ে চলেছে। পরিস্থিতি
মোকাপ্রিয়ায় ব্লক প্রশাসন প্রিভিন্ন প্রজার প্রক্কের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রহস্পতিপ্রার পর্যন্ত ভাঙড় ২ ব্লক এলাকায় করোনা আক্রান্ত অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা ৫২
জন। অন্য দিকে, ভাঙড় ১ ব্লক এলাকায় করোনা আক্রান্ত অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা ৪৭
জন। এই অপ্রস্থায় ব্লক প্রশাসন, স্বাস্থ্য দফতর, পুলিশ এলাকার জনপ্রতিনিধি ও প্রজার
প্র্যপ্রসায়ী সমিতির সঙ্গে প্রসে প্রিভিন্ন হাটনেয়। সিদ্ধান্ত রাখার প্রক্ক প্রজার-

ভাঙড় ১ ব্লক প্রশাসন ব্লক এলাকার প্রিভিন্ন হাট, প্রজার সপ্র্তাহে দুও প্রহস্পতিপ্রার দিন'
পোলেরহাট সোমপ্রার প্রশাসন ব্লক ২ ভাঙড় নিয়েছে। সিদ্ধান্ত রাখার প্রক্ক শুক্রপ্রার,
সাতুলিয়া প্রজার, মঙ্গলপ্রার গাপ্রতলা, নতুনহাট, চিনেপুকুর, শোনপুর প্রজার,
প্রহস্পতিপ্রার পাকাপোল, টিপ্রটিপ্রা, প্রিজয়গঞ্জ ও পাগলাপির প্রজার প্রক্ক রাখার সিদ্ধান্ত
নেওয়া হয়েছে।

প্রহস্পতিপ্রার কলকাতা লেদার কমপ্রেক্স থানা এলাকার প্রামনঘাটা, আঠারোতলা এলাকায়
প্রেশ কিছু দোকান খোলার খপ্রর পেয়ে পৌঁছে যায় কলকাতা লেদার কমপ্রেক্স থানার
পুলিশ। দোকান প্রক্ক করে দেওয়ার পাশাপ্রাশি এলাকায় মাইকে প্রচার করে সকলকে
সাপ্রধান করে দেয়। ভাঙড় ১ ব্লকের ঘটকপুকুর এলাকাতেও কিছু দোকান খোলার খপ্রর
পেয়ে পুলিশ গিয়ে তা প্রক্ক করে দেয়। ভাঙড়ে প্রাণগঞ্জ প্রজারেও কিছু দোকান খোলা
রাখা হলে পুলিশ গিয়ে প্রক্ক করে দেয়। এদিন কলকাতা লেদার কমপ্রেক্স থানা এলাকায়
মাস্ক না পরে রাস্তায় প্রেরোনোয় ২৫ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ভাঙড় ২ প্রিডিও
কার্তিকচন্দ্র রায় প্রলেন, "ব্লক এলাকায় করোনা সংক্রমণের হার কিছুটা প্রদ্ধি পাওয়ায়
আমরা এলাকার প্রিভিন্ন প্রজার নির্দিষ্ট দিন ভাগ করে প্রক্ক রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
পরিস্থিতি মোকাপ্রিয়ায় মাস্ক প্রিতরণ থেকে শুরু করে অন্যান্য পদক্ষেপ করা হয়েছে।"

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/district-administration-worried-about-sudden-covid-surge-at-bangar/cid/1324736>

619. Coronavirus: ২০ দিনে উত্তরে মৃত ১২০

সীমান্ত মৈত্র

০৭গাঁ ২১ জানুয়ারি ২০২২ ০৬২৬:



সুখটান চলছে নামিয়ে মাস্ক :ধূমপান। মৃহস্পতিয়ার ০৭গাঁয় ছটিটি তুলেছেন নির্মাল্য প্রামাণিক

দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ কমছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। যা স্বাস্থ্যকর্তা ও চিকিৎসকের কিছুটা স্বস্তি দিলেও উদ্বেগ পাড়াচ্ছে করোনা আক্রান্তদের মৃত্যুর সংখ্যা।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, চলতি বছরে ১ জেলায় পর্যন্ত জানুয়ারি ২০-মাসে ডিসেম্বর বছর গত জন। ১২০ গিয়েছেন মারা করোনা (১ ডিসেম্বর ৩১-) করোনা মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৮৪ জন।

মৃত্যুর সংখ্যা পাড়ার কারণ কী?

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন, ওমিক্রনের থাওয়া এ পার সপ থেকে বেশি ঝুঁকি ঞয়স্ক ও কোমর্টিডিটি থাকা রোগীদের। ঐদেরই মৃত্যু বেশি হচ্ছে।

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন, দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ঞেড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিক ভাে মৃত্যুর সংখ্যাও পাড়ছে। ঞারাসত জেলা হাসপাতালের সুপার সুরত মণ্ডল ঞলেন, ‘‘এ বছর করোনা যাঁরা মারা যাচ্ছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই ঞয়স ষাটের উপরে। তাঁরা কেউ উচ্চ রক্তচাপ, ডায়ােটিস, ক্যানসার, হার্টের অসুখ ঞা কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন।’’

এ ঞার করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা গত বছরের তুলনায় খুঁই কম। ঞারাসত জেলা হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য ১০০টি সাধারণ শয্যা ঞং ৫০টি ঐইচডিইউ শয্যা আছে। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, মৃহস্পতিয়ার পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন মাত্র ৮ জন রোগী। সুরত ঞলেন, ‘‘এ ঞার হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত রোগী ভর্তি হচ্ছেন খুঁই কম। যাঁরা হচ্ছেন, তাঁরা ঞয়স্ক ঞং কোমর্টিডিটি থাকা রোগী।’’

চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, এ ার ংয়স্ক ও কোমর্টিডিটি থাকা মানুষদের উপরে িশেষ নজর রাখতে হ়ে। এক চিকিৎসকের কথায়, ‘‘একজন ২৫ াছরের যুেক হয় তো াড়ির াইরে ংপরোয়া মনোভা় দেখিয়ে মাস্ক ছাড়া ঘুরছেন। তিনি করোনা় আক্রান্ত হলে নিজেেকে সামলে নিতে পারেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিচ্ছে, ওই যুেক াড়ি ফিরে াড়িতে থাকা ংয়স্ক ও অন্য অসুখে ভোগা া় তখন করছেন। সংক্রামিত মাকে-সতর্ক সকলকে পরি়ারের তাই পড়ছে। হয়ে আশঙ্কাজনক অ়স্থা শারীরিক তাঁদের ‘‘হ়ে। থাকতে

মৃত্যুর আরও কয়েকটি কারণ রয়েছে ালে চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন। করোনার উপসর্গ নিয়ে করোনা থেকে দোকান ওষুধের অনেকেই। লোকজনের ংয়স্ক না করাচ্ছেন পরীক্ষা-জানাচ্ছেন চিকিৎসকেরা খাচ্ছেন। কিনে ওষুধ, এ ার করোনা আক্রান্তদের মধ্যে মূলত হালকা জ্বর, গলা াথা, নাক দিয়ে জল পড়া ংং দুর্লতা দেখা যাচ্ছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ, এই স় সমস্যা দেখা দিলে ংয়স্ক ংং কোমর্টিডিটি থাকা মানুষকে দ্রুত িশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করতে হ়ে। ওষুধ খেতে হ়ে। চিকিৎসা করতে হ়ে। নিজেদের না। চল়ে দেখানো ‘পাণ্ডিত্য’

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্তাদের নজরে এসেছে, ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনে খেলে হয় তো সাময়িক ভা়ে লোকজন সুস্থ হ়ে। ত়ে হঠাৎ করে তাঁদের শারীরিক অ়স্থার অ়নতি হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। ওই সময়ে তাঁরা হাসপাতালে যাচ্ছেন। ফলে অনেককেই াঁচানো সম্ভ় হ়ে না। এ ছাড়া, করোনা নিয়ে কেউ হাসপাতালে ভর্তি হলে া চিকিৎসকের কাছে গেলেও তাঁর যদি শরীর অন্য কোনও রোগ থাকে তা তাঁরা গোপন করে যাচ্ছেন।

ফলে চিকিৎসা করতে সমস্যা হ়ে। চিকিৎসকদের পরামর্শ, অন্য রোগের চিকিৎসা চললে সেই প্রেসক্রিপশন ডাক্তারদের দেখাতে হ়ে।

এ দিকে, জেলায় দৈনিক করোনা সংক্রমণ কমেতে থাকলেও আরও কিছুদিন মানুষকে সতর্ক থাকতে হ়ে স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এ ার ৯ জানুয়ারি জেলায় দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছিল, ৫ হাজার ৫৩ জনে। তারপর থেকে তা কমেছে। ২০ জানুয়ারি জেলায় করোনা় আক্রান্ত হ়েছেন ১ হাজার ৭৪৭ জন।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তাপসকুমার রায় ালেন, ‘‘সকলের কাছে ােদন, যাঁরা ভ্যাকসিন এখনও নেননি, তাঁরা যেন আর দেরি না করে সকলে ভ্যাকসিন নিয়ে নেন। পাশাপাশি, মাস্ক পরা ও স্যানিটাইজার অ়শ্যই াধ্যতামূলক।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/coronavirus-in-west-bengal-approximately-120-people-died-of-covid19-in-20-days-at-north-24-parganas/cid/1324734>

620. Covid19: ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্যজেলায় করোনা পজিটিভের সংখ্যা

কমছে

নিজস্ব সংবাদদাতা

কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবার ২০ জানুয়ারি ২০২২ ০৬৩৯:



ভ্রাম্যমাণমণ্ডল সমরেশ :ছবি পরীক্ষা। করোনা চলছে কাকদ্বীপে :

ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্যজেলায় করোনা সংক্রমণের হার কমছে বলে জানাল স্বাস্থ্য দফতর। দিন কয়েক আগে পর্যন্ত পজিটিভের সংখ্যা ১২০০ জন থেকে নেমে ৮৩৬ হয়েছে। এর মধ্যেই আবার শুরু হয়েছে ১৫ থেকে ১৮ বছর ঐয়সী কিশোরকিশোরীদের-ডোজ। মুস্টার ও টিকাকরণ

প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্যজেলার কাকদ্বীপ ও ডায়মন্ড হারবার দুই মহকুমা এলাকায় ঐর্তমানে ১৮ বছরের ঊর্ধ্ব জনসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। এদের মধ্যে ঐর্তমানে পজিটিভের সংখ্যা ৮৩৬ জন। অধিকাংশের ঐাড়িতে রেখেই চিকিৎসা চলছে। আগে প্রতিদিন করোনা পরীক্ষায় ৬০ হচ্ছিলেন। পজিটিভ জন ৬৫-মধ্যে আক্রান্তদের দাঁড়িয়েছে। জনে ৫০ কমে সংখ্যাটা এখন ডায়মন্ড হারবার ও কাকদ্বীপ মহকুমা কোভিড হাসপাতালে কিছু সংখ্যক ভর্তি রয়েছে।

ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ক দেড়েক'শ পর্যন্ত আগে দিন' চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। ঐাকিদের ঐাড়িতে রেখে চিকিৎসা চলছে।

ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্যজেলার ডায়মন্ড হারবার ও কাকদ্বীপ দুই মহকুমা এলাকায় ৪৩৫ জনের থাকার মতো ঐ্যপস্থা রয়েছে সেফ হোমে। যাঁদের ঐাড়িতে আলাদা থাকার ঐ্যপস্থা নেই, তাঁদের সেফ হোমে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রশাসন।

দুই মহকুমা এলাকায় ১০ জানুয়ারি ১৫কিশোর বছরের ১৮--কিশোরীদের টিকাকরণের পাশাপাশি মুস্টার ডোজ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। মুস্টার ডোজ নেওয়ার নিয়ম, ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার ৯ মাস পরে তা নেওয়া যাে। ঐর্তমানে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, ভোটের কাজে যাওয়া শিক্ষক, পুলিশকর্মীদের মুস্টার ডোজ দেওয়া হচ্ছে। ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, ষাট বছরের ঐশিরাও মুস্টার ডোজ পাবেন।

ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্যজেলা সূত্রের খণ্ড, টিকাকরণের জন্য ৯২২টি সেন্টার রয়েছে। সেখানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রতিদিন ২৫০ সেন্টারে ৩৫ভ্য করে হাজার ৪০-াকসিন দেওয়া হচ্ছে। ১৮ নীচে কিশোর ৫৭ মধ্যে এদের হাজার। ৬৫ লক্ষ ১ প্রায় সংখ্যা কিশোরীর-পেয়েছে। ভ্যাকসিন ডোজের প্রথম শতাংশ

প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের দাপ্তর, প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরের নজরদারি এং সচেতনতা নিয়ে লাগাতার প্রচারের ফলে করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ইতিমধ্যে ভিড় এড়াতে বিভিন্ন হাট সপ্তাহে াজার--২ দিন করে ান্ধ রাখা হচ্ছে। মানুষ কিছুটা সচেতন হয়েছেন। মাস্ক ায়হার াড়েছে।

তে কাকদ্বীপ এলাকায় কিছু পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। মানুষকে সচেতন করতে নিয়ম করে শহর জুড়ে পুলিশি টহলদারি চলছে। গ্রামীণ এলাকার মানুষের মধ্যে কিছুটা হলেও সচেতনতার অভাৱ এখনও দেখা যাচ্ছে।

ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্যজেলার এক আধিকারিক জানান, সংক্রমণের হার কিছুটা নিম্নগামী। নিয়মিত পরীক্ষায় কম সংখ্যক পজিটিভ ধরা পড়ছে।

অন্য দিকে, গঙ্গাসাগর মেলা শেষের পরে কাকদ্বীপ এলাকায় সংক্রমণ ান্ধি রুখতে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে হল। চালু পরিষেৱা 'হুইল অন টেস্টিং'।

কাকদ্বীপ ও নামখানা ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ করোনা পরীক্ষার এই গাড়ি পৌঁছে যাে। াধার কাকদ্বীপের প্রতাপাদিত্যনগর পঞ্চায়েত এং রামকৃষ্ণ পঞ্চায়েতে এই পরিষেৱা চালু হয়েছে। একই ভাৱে নামখানা ব্লকে শিপুর মৌজা এং দ্বারিকনগর মৌজায় টেস্টিং অন হুইল চালু হয়েছে।

এদিন কাকদ্বীপ ও নামখানা ব্লক মিলিয়ে ৫০০ করান। পরীক্ষা কোভিড মানুষ েশি র-লেন সরকার দীপ্তেন্দু াডিও কাকদ্বীপের, 'আমরা প্রতিদিন ২০০ কোভিড েশি র-আপাতত করাচ্ছি। পরীক্ষাদু আরও দিনে আগামী চলছে। কাজ এই পঞ্চায়েতে টি' খণ্ড সূত্রের প্রশাসন 'হে। াড়ানো ভ্যান টেস্টিং, সুন্দরান পুলিশ জেলায় এখনও পর্যন্ত ছ স্বাস্থ্য এক মহকুমার কাকদ্বীপ আক্রান্ত। কোভিড আধিকারিক পুলিশ জন' জানান আধিকারিক, এখনও পর্যন্ত েশ কয়েকজন চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত।

এখনও অনেকের মুখে মাস্ক নেই, দূরত্বাধি মানা হচ্ছে না কোথাও কোথাও। এদিন কাকদ্বীপ াজারে মানুষজন ও দোকানদারদের সচেতন করতে রাস্তায় নামেন কাকদ্বীপের এসডিপিও প্রসেনজিৎ ান্দ্যোপাধ্যায় ও কাকদ্বীপ থানার আইসি শিু ঘোষ। প্রসেনজিৎ জানান আগের থেকে মানুষ অনেকটাই সচেতন হয়েছেন। আগামী দিনে একশো শতাংশ মানুষ যাতে মাস্ক পরেন, সে জন্য লাগাতার অভিযান চালানো হে।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/coronavirus-in-west-bengal-infection-rate-decreasing-in-kakdwip-and-diamond-harbour-subdivision/cid/1324506>

621. Coronavirus: সংক্রমণে রাশ টানতে গোবরডাঙায় আংশিক বন্ধ

থাকবে বাজারদোকান-

নিজস্ব সংবাদদাতা

গোবরডাঙা ২০ জানুয়ারি ২০২২ ০৬৩৩:



সলজ্জলেখা ফ্লেক্সে দোকানে :, মাস্ক ছাড়া কেনাচো চলো না। দোকানিই পরেননি মাস্ক। প্রশ্ন শুনে অপ্রস্তুত হয়ে হেসে ফেললেন নিজেই। গোবরডাঙায় ছটিটি তুলেছেন সুজিত দুয়ারি

পুরএলাকায় ক্রমশ চাড়েছে করোনায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে সংক্রমণে রাশ টানতে দেশ কিছু প্রিধিনিষেধ আরোপ করার সিদ্ধান্ত নিল গোবরডাঙা পুরসভা। এলাকার চ্যুসায়ী সংগঠন ও চাজার কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে ঠেঠক করে ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পুরকর্তৃপক্ষ।

পুরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিক নারায়ণচন্দ্র কর জানান, পুরএলাকায় এ চহর জানুয়ারি মাসে চুধচার পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১০৯ জন। এখন সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬৮ জন। হাসপাতালে ভর্তি আছেন ৪ জন। মারা গিয়েছেন ২ জন। পুরপ্রশাসক তুষারকান্তি ঘোষ বলেন, ‘করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সপ্তাহের সোম ও চুহস্পতিচার গোবরডাঙা পুরএলাকার চাজারদোকানপা-ট সচ চন্ধ রাখা হচো। ওষুধ পর্যন্ত জানুয়ারি ৩১ নিয়ম এই থাকচো। চালু শুধু পরিষেচা জরুরি সহ দুধ-চন্ধের চাজার ‘‘হচো। নেওয়া সিদ্ধান্ত করে পর্যালোচনা পরিস্থিতি সময়ে পরচর্তী চলচো। তিনি। জানিয়েছেন চলেও হচো করা জীচাণুমুক্ত এলাকা চাজার দিনগুলিতে

পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে, সপ্তাহে দু চাজার পাশাপাশি চন্ধের চাজার দিন’ চিক্রেতাদের-ক্রেতা সেখানে হয়েছে। লাগানো ফ্লেক্স থেকে পক্ষ পুরসভার এলাকায় হয়েছে দেওয়া নির্দেশ, মাস্ক ছাড়া মালপত্র ক্রয় দণ্ডনীয় এচা না। যাচো করা চিক্রয়-চলেন পুরপ্রশাসক অপরাধা, ‘করোনার চিকাকরণ প্রায় শেষ পর্যায়ে। গোবরডাঙায় দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার কাজ ৯৬ শতাংশ হয়ে গিয়েছে। ১৫ স্কুলে চয়সীদের ১৮-হয়েছে। শেষ কাজ চিকাকরণের’’ পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে, করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য গোবরডাঙার কোভিড হাসপাতাল আছে। এ ছাড়া, অক্সিজেন পার্চার ও সেফ হোম তৈরি রাখা হয়েছে। মানুষকে করোনা চিধি সম্পর্কে সচেতন করতে পুরসভার পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হছে। গোবরডাঙার থানার পক্ষ থেকে মাস্ক না পরা মানুষদের ধরপাকড় করা হছে। মাস্ক না পরে চোরোনায় মঙ্গলচার পুলিশ ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে।

এত কিছু পরেও অশ্য কিছু মানুষের হেলদোল নেই। মাস্ক না পরে াইরে ারোচ্ছেন তাঁরা। এক মহিলা মাস্ক না পরে াজারে ারিয়েছিলেন। তিনি জানালেন, মাস্ক পরলে শ্বাসকষ্ট হয়। চিকিৎসক তাই মাস্ক পরতে নিষেধ করেছেন।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/coronavirus-in-west-bengal-shops-and-markets-to-remain-close-for-two-days-in-a-week-at-gobardanga-to-reduce-the-covid19-infection-rate/cid/1324503>

622. Turtles: কচ্ছপের গায়ে জিপিএস বসিয়ে ছাড়া হল নদী খাঁড়িতে-

নিজস্ব সংবাদদাতা

সুন্দরান ২০ জানুয়ারি ২০২২ ০৬৫৬:



জিপিএস ট্রান্সমিটার াসিয়ে সুন্দরানের নদীতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে কচ্ছপগুলিকে।
ছাঁসাহা প্রসেনজিৎ :

কচ্ছপের শরীরে জিপিএস ট্রান্সমিটার লাগিয়ে নদী ায় সুন্দরান হল। ছাড়া খাঁড়িতে-
প্রজাতির ালুপ্তপ্রায় নামে কাঠা পোড়া া াসকা াটাগুড় াধার উদ্যোগে প্রকল্পের
হয়েছে। ছাড়া পরিাশে প্রাকৃতিক াসিয়ে ট্রান্সমিটার রেডিও শরীরে কচ্ছপের টি১০
কচ্ছপ এই ালুপ্তপ্রায়ের গতিািধি, াংশািস্তার াং পরিাশের সঙ্গে তারা কী াাে
সামঞ্জস্য রক্ষা করছে উপরে গতিািধির াদের করতেই সংগ্রহ তথ্য সম্পর্কে সে –
প্রকল্প। ায় সুন্দরান করেছে পরিকল্পনা ালানোর নজরদারি

ান দফতর সূত্রের খাের, এক সময়ে সুন্দরান থেকে শুরু করে মায়ানমার, তাইল্যান্ড
হয়ে মালয়েশিয়া উপকূল পর্যন্ত এই ািশেষ ধরনের কচ্ছপের াসতি ছিল। কিন্তু ার্তমানে
এরা ালুপ্তপ্রায়। সজনেখালিতে একটি পুকুর তৈরি করে সেখানে কয়েক াছর ধরে এই
প্রজাতির কচ্ছপের সংরক্ষণ ও প্রজননের া্যস্থা করেছে ায় প্রকল্প। ১২টি কচ্ছপকে

সংরক্ষণের পরে আপাতত তাদের ছানাপোনাদোঁকি ১৩৭০ সংখ্যাটা মোট সহ-, খাটোয়াঝুড়ি ও হরিখালিতেও এই প্রজাতির কচ্ছপ সংরক্ষণ ও প্রজননের ব্যস্থা করেছে দফতর।

সুন্দরন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, প্রজননে সক্ষম পাঁচগুড় আসকা প্রজাতির ১০টি কচ্ছপকে সুন্দরনের নদীতে এ দিন ছাড়া হল। যার মধ্যে ৭টি স্ত্রী ও ৩টি পুরুষ কচ্ছপ। এদের গতিপ্রকৃতির উপরে নজরদারি চালাতে শরীরে জিপিএস ট্রান্সমিটার এসানো হয়েছে।

সুন্দরন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সহযোগী সংস্থা টিএসএ গোটা প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করছে। সুন্দরন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন, ‘এই চিলুপ্ত প্রজাতির কচ্ছপের সফল প্রজনন ইতিমধ্যেই আমরা করেছি। এরা কোন পরিশেষে থাকতে ভালবাসে, কী ভাবে পুঁচে থাকে এবং কী ভাবে প্রকৃতিতে নিজেদের সংশ্লিষ্ট করে শরীরে তাদের ট্রান্সমিটার জিপিএস করতে সংগ্রহ তথ্য আরও সম্পর্কে সে – দ আগামী ‘হয়েছে। এসানোনে আরও পাঁচগুড় আসকা প্রজাতির কচ্ছপ সুন্দরনের নদীতিনি। জানিয়েছেন এলে হো ছাড়া খাঁড়িতে-

এ দিন সুন্দরন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর তাপস দাস, সুন্দরন প্রায়োফিয়ার রিজার্ভের যুগ্ম ডিরেক্টর অজয়কুমার দাস, ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিনহল। ছাড়া কচ্ছপগুলি উপস্থিতিতেই এনাধিকারিকদের অন্যান্য সহ-

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/forest-department-installed-gps-on-bodies-of-turtles/cid/1324515>

623. Webinar For Students: কোভিড কালে বাড়ছে পড়ায়াদের মানসিক

চাপ, সমাধান দেবেন মনোবিদরা; বিশেষ ব্যবস্থা বিকাশ ভবনের

Mental Stress of Students: স্কুল বন্ধ থাকায় পড়ায়াদের উপর যে মানসিক প্রভা পড়ছে, তা স্বীকার করছে িকাশ ভবন। এই অস্থা কাটিয়ে তুলতে চায় শিক্ষা দফতর।

• TV9 BANGLA DIGITAL

• Updated On - 6:49 pm, Sat, 22 January 22 Edited By: Soumya Saha

কলকাতা: কিছুদিনের জন্য স্কুল খুলেছিল এটে। কিন্তু করোনার ফের এড়এড়ন্ত হতেই তালা পড়েছে স্কুলের গেটে (Schools Closed)। দীর্ঘদিন ধরে এভাবে স্কুল থেকে দূরে থাকার কারণে, তার মানসিক প্রভা পড়ছে পড়ায়াদের উপর। এই পরিস্থিতিতে করোনা কালে পড়ায়াদের মানসিক দিক দিয়ে সমর্থন জোগাতে লাগাতার ওয়েবিনার (Webinar for Students) করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য শিক্ষা দফতর। স্কুল বন্ধ থাকায়

পড়ুয়াদের উপর যে মানসিক প্রভাৱ পড়ছে, তা স্বীকার করছে টিকাশ ভৱন (Bikash Bhavan)। এই অৱস্থা কাটিয়ে তুলতে চায় শিক্ষা দফতৰ। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যতদিন স্কুল খোলা যাচ্ছে না, ততদিন এই ধৰনের পদক্ষেপ কৰে যাও টিকাশ ভৱন। উল্লেখ্য, কৰোনা পৰিস্থিতিৰ জেৰে দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা হওয়ার পৰ থেকেই কোপ পড়েছে সামগ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থায়। প্ৰায় দুই বছৰ হতে চলল, স্বাভাৱিক পঠনপাঠন থেকে বহু ক্ৰোশ দূৰে পড়ুয়াৰা। এই পৰিস্থিতিতে পড়ুয়াদের জন্য বিশেষভাৱে কাৰ্যকৰ হৈ উঠেছে অনলাইন ক্লাস। নিয়মিত অনলাইনে ক্লাস চলছে পড়ুয়াদের। মুঠোফোনটাই হৈ উঠেছে আন্ত একটা ক্লাসৰূম। কিন্তু তাৰপৰও একটা দূৰত্ব থেকেই যাচ্ছে। বিশেষ কৰে, স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কথা, টিফিনেৰ সময়ে একসঙ্গে খেলাধুলো সৰাই বন্ধ রয়েছে। আৰ দীৰ্ঘদিন ধৰে সহপাঠীদের থেকে দূৰে থাকার ফলে এখন তাৰ সৰাসৰি প্ৰভাৱ পড়তে শুৰু করেছে পড়ুয়াদের মনে। এই পৰিস্থিতিতে পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যৰ কথা মাথায় ৰেখে ওয়েবিনাৰ শুৰু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিকাশ ভৱন।

ৰাজ্য শিক্ষা দফতৰেৰ উদ্যোগে এই কাউন্সেলিং সেশনেৰ নাম দেওয়া হয়েছে 'উজ্জীৱন'। আগামিকাল অৰ্থাৎ, ৱাৰ্ডাৰ থেকে শুৰু হচ্ছে এই ওয়েবিনাৰ। আগামিকালেৰ বিষয় স্থিৰ কৰা হয়েছে – কোভিডকালে শিক্ষার্থীমণ। আলোচনায় থাকবেন বিশিষ্ট মনোবিদৰা। ৰাজ্য উচ্চ শিক্ষা দফতৰ ও স্কুল শিক্ষা দফতৰ উভয়েৰ উদ্যোগেই এটি চালু হচ্ছে। জুম কলেৰ মাধ্যমে এই ওয়েবিনাৰে যোগ দেওয়া যাও। এৰ পাশাপাশি, যাঁৰা জুম কলে যোগ দিতে পাৰবেন না, তাঁদের জন্য ফেসবুক ও ইউটিউব লাইভেও এই ওয়েবিনাৰগুলি দেখানোৰ ব্যৱস্থা করেছে টিকাশ ভৱন।

বিশিষ্ট মনোবিদ উৰ্মি চট্টোপাধ্যায় টিকাশ ভৱনেৰ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁৰ মতে, "এই মহামাৰী আমাদেৰ বিধ্বস্ত কৰে দিয়েছে। আমৰা কেউ প্ৰস্তুত ছিলাম না। মহামাৰী যে শুধু বড়দের মানসিক স্বাস্থ্যৰ উপৰ প্ৰভাৱ ফেলেছে, এমনটা নয়, সেই সঙ্গে ছোটৰাও ভীষণভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত। বিশেষ কৰে উৎকণ্ঠা, কথা বলার ক্ষেত্ৰে সমস্যা থেকে শুৰু কৰে বিভিন্ন ধৰনেৰ সমস্যা দেখা দিছে ছোটদের ক্ষেত্ৰে। বৰ্তমান কৰোনা পৰিস্থিতিৰ কাৰণে বাইৰে বোৰোনোৰ উপায় নেই, সৰ অনলাইনেই হচ্ছে, খেলাধুলোৰ জায়গা নেই – এমনই বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। আৰও একটা বড় সমস্যা আইসোলেটেড লার্নিং। প্ৰত্যেক পড়ুয়া নিজেৰ নিজেৰ বাডিতে এসেই পড়াশোনা কৰছে। স্কুলে গেলে বন্ধুদের সঙ্গে যে দেখা হয়, তাৰ উপায় নেই। একসঙ্গে টিফিন শেয়াৰ কৰে খাওয়ার উপায় নেই। পড়াশোনা স্বাভাৱিক মাধ্যমে না হলে এই সমস্যাগুলি থাকেই।" আৰ এই সৰ কাৰণেই আৰও বেশি কৰে কাউন্সেলিং প্ৰয়োজন বলে মনে কৰছেন তিনি।

তিনি আরও জানিয়েছেন, “করোনাকালে পড়ুয়াদের রুটিনে ভীষণরকম পরিবর্তন এসেছে। ডিসিপ্লিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনেকেই সারাদিন মোবাইল নিয়ে পাসে থাকছে। পড়াশোনার জন্য এটি দরকার, তবে অনেকেই এটির ভুল ব্যবহার করছে। সারা রাত জেগে গেম খেলছে। ইনস্টাগ্রামে রিল করছে। এক টানা পাসে পড়ার অভ্যেসটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই কারণেই কাউন্সেলিং দরকার। পড়ুয়াদের মধ্যে, মনোনিবেশে সাংঘাতিকভাবে সমস্যা হচ্ছে। সপ্ত নোটস আসছে মোবাইলে অনলাইনে। পড়া পাঠাচ্ছে, সেটাও হোয়াটসঅ্যাপে। মানুষের মধ্যে একটি অভ্যেস রয়েছে শর্টকাট – স্বাভাবিক পড়ার অভ্যেস যদি চলে যায়, তাহলে পরবর্তীকালে কর্মক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়তে পারে।”

এর পাশাপাশি ছোটদের পার্সোনালিটিতে ঝড় আসছে বলেও মনে করছেন তিনি। মনোবিদ উর্মি চট্টোপাধ্যায়ের মতে, পাইরে পেরোনের ইচ্ছে কমে যাচ্ছে – নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছে পড়ুয়ারা। একটু উচ্চ ক্লাসের পড়ুয়াদের মধ্যে আবার অন্য চিন্তা। কয়েক পরীক্ষা হলে, কয়েক চাকরি পাও – তাদের এই অসাদ – অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা ভুগছে তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে প্রকাশ ভবনের এই উদ্যোগ পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে বলেই মনে করছেন তিনি

<https://tv9bangla.com/kolkata/bikash-bhavan-is-focusing-on-mental-health-of-students-and-plans-to-start-webinar-499246.html>

624. Cooking Oil For EV Charging: বেঁচে যাওয়া রান্নার তেলে দ্রুততার

সঙ্গে ইলেকট্রিক গাড়ি চার্জ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায়, কী ভাবে?

চার্জিং স্টেশন খুলতে অভিনব আইডিয়া নিয়ে এসেছেন ড্রাইভাররা। একটা চার্জিং স্টেশনই খুলে ফেলেছেন, যেখানে ইলেকট্রিক গাড়ি চার্জ করা যাচ্ছে পুঁচে যাওয়া রান্নার তেল দিয়ে। জ্বালানির জন্য রান্নার তেলের এই ব্যবহার কার্বন নিউট্রাল বলে দাবি করছেন চার্জিং স্টেশনের ডেভেলপার।

- **TV9 BANGLA DIGITAL**
- Publish Date - 7:35 pm, Sat, 22 January 22 Edited By: Sayantan Mukherjee

অস্ট্রেলিয়ার নুনারবার একটি সুপ্রশস্ত এলাকা, সমতল ভূমি, গাছের দেখা নেই এললেই চলে। জায়গাটি দক্ষিণ ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ৬৮৪ মাইল-জুড়ে প্রিস্তৃত। আর এই প্রিস্তৃত এলাকার কারণেই নিত্যদিন নাকাল হতে হচ্ছে ইলেকট্রিক

গাড়ির (Electric Vehicle) চালকদের। কারণ এই সুপ্রশাল রাস্তায় ফাস্ট-চার্জিং স্টেশন (Fast Charging Station) নেই। থাকলেও দু-একটা রয়েছে নুল্লারপোর শুরু হওয়ার রাস্তায়। মাঝখানে ইলেকট্রিক গাড়ি চার্জ করার মতো একটিও স্টেশন নেই। ফলে বৈদ্যুতিক গাড়ির ড্রাইভারদের প্রাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আর সেখানেই চার্জিং স্টেশন খুলতে অভিনব আইডিয়া নিয়ে এসেছেন ড্রাইভাররা। একটা চার্জিং স্টেশনই খুলে ফেলেছেন, যেখানে ইলেকট্রিক গাড়ি চার্জ করা যাচ্ছে পুঁচে যাওয়া রান্নার তেল (Cooking Oil) দিয়ে।

Drivers in the remote Australian outback are using cooking fat to charge their electric vehicles more quickly pic.twitter.com/F9xFvbnJ4M

— Reuters (@Reuters) January 18, 2022

অসমপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার জন এডওয়ার্ডস একটি ফাস্ট চার্জিং পয়েন্ট ডেভেলপ করেছেন, যা রান্নার তেল দিয়ে চালিত হবে। এই ফাস্ট চার্জিং স্টেশনটি সানো হয়েছে কাইগুনা রোডহাউসে, যা নুল্লারপোরের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। যে সড়ক রেস্টরাঁয় ডিপ ফ্রায়ার প্রচলিত করে রান্না করে, সেখান থেকেই পুঁচে যাওয়া তেল সংগ্রহ করে চলছে চার্জিং পয়েন্টটি। শুধু চলছে নয়। এলাকা ভাল, দ্রুত চলছে।

সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজের একটি রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, নুল্লারপোরে কোনও বিদ্যুৎচালিত গাড়ির চার্জ শেষ হয়ে গেলে, সেটিকে চার্জিং স্টেশনে নিয়ে যেতে ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। আর সেই কারণেই ড্রাইভাররা গাড়িতে এক প্রকার প্রাথমিক পুরনো এসি চার্জার প্রচলিত করেন। তবে এই রান্নার তেলের সাহায্যে চালিত চার্জিং স্টেশনটি খোলার পরে ড্রাইভারদের সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে। এবিসি নিউজের কাছে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এডওয়ার্ডস দাবি করেছেন, “এই চার্জারের সঙ্গে আপনি একটি প্রকারের এং কফি নিতে পারবেন, খাবারের কাগজটাতেও একপ্রকার চোখ মুলিয়ে নিতে পারবেন। তত ক্ষণে আপনার গাড়ি চার্জ হয়ে যাবে, আর আপনিও গন্তব্যে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যেতে পারবেন।”

নুল্লারপোরের রাস্তা দিয়ে আগে ইলেকট্রিক গাড়িগুলি যেতে চাইত না এই একটাই কারণে। তবে এই সমাধান সূত্রের হওয়ার পর থেকে সেই রাস্তায় আরও বৈদ্যুতিক গাড়ি যাবে বলেই মনে করছেন এডওয়ার্ডস ও তাঁর সহকর্মীরা। নুল্লারপোরের এই সমতল ভূমিতে ট্রাফিক না হওয়ার কারণে প্রচলিতও পড় ক্ষতি হয়। আর সেই কারণেই ফাস্ট চার্জিং স্টেশন সন্যতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না অনেকে।

“যে পরিমাণ পেঁচে যাওয়া রান্নার তেল বা প্রায়োফুয়েল ফাস্ট চার্জিং জেনারেটরে প্রসানো হয়, তা আসলে কার্বন নিউট্রাল”, বলেন এডওয়ার্ডস। যদিও কুকিং অয়েল ফুয়েল বা জ্বালানির জন্য রান্নার তেলের এই ব্যবহার কার্বন নিউট্রাল হওয়ার দাবির পিছনে দ্বিমতও রয়েছে প্রিজ্ঞানীমহলে। তবে বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন, কুকিং অয়েল ফুয়েল, ডিজেলের মতো অন্যান্য জ্বালানির তুলনায় অনেক কম পরিমাণে পরিবেশ দূষিত করে।

<https://tv9bangla.com/technology/auto/left-over-cooking-oil-helping-australian-drivers-to-charge-their-electric-vehicles-499321.html>

625. টিকা না নিলেই বাড়ছে মৃত্যুর ঝুঁকি! করোনায় মৃতদের ৬০ শতাংশই আংশিক বা সম্পূর্ণ টিকাহীন

Published by: Kishore Ghosh | Posted: January 22, 2022 8:49

pm | Updated: January 22, 2022 8:50 pm

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: হয় করোনার (Covid) ভ্যাকসিনের (Vaccine) একটি ডোজও নেননি, অথবা একটিমাত্র ডোজ নিয়েছেন, কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ে মৃতদের অধিকাংশ এরাই। মৃতদের ৬০ শতাংশের ক্ষেত্রেই উঠে এসেছে এমন তথ্য। রাজধানী দিল্লির (Delhi) একটি প্রেসরকারি হাসপাতালের গবেষণায় এমন তথ্যই সামনে এসেছে। ম্যাক্স হেলথ কেয়ারের (The Max Healthcare) বিশেষজ্ঞদের আরও দাবি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যু হয়েছে ৭০ বছরের বেশি বয়সি ব্যক্তিদের। যাঁদের কিডনি, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যানসারের মতো কঠিন কো-মর্বিডিটি রয়েছে। দিল্লির এই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রিতি দিয়ে জানিয়েছে, “আমাদের এখানে সর্বকম সর্বকম চেষ্টার পরেও ৮২ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে ৬০ শতাংশের হয় একটি টিকা নেওয়া ছিল অথবা তাঁরা একটি টিকাও নেননি।” দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দর জৈন-এরও (Satyendar Jain) মন্তব্য, করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হচ্ছে তাঁদেরই, যাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম অথবা কোমর্বিডিটি রয়েছে। দিল্লির হাসপাতালটি আরও জানিয়েছে, কোভিডের প্রথম ঢেউয়ে ৬৩ শতাংশ রোগীর অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়েছিল, দ্বিতীয় ঢেউয়ে ৭৪ শতাংশ রোগীর তা লেগেছিল। আর তৃতীয় ঢেউয়ে মাত্র

২৩.৪ শতাংশ রোগীর অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ছে। সেরকারি হাসপাতালটির গণেষক চিকিৎসকদের আরও দাপি, দ্বিতীয় ঢেউয়ে যখন দিল্লির ২৮ হাজার মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছিল, তখনই শহরের হাসপাতালগুলির আইসিইউ (ICU) ঠেডে জায়গা ছিল না। গত সপ্তাহে তার চেয়ে অনেক বেশি আক্রান্ত হওয়া সত্বেও এখনও আইসিইউ ঠেড নিয়ে হাহাকার পড়েনি রাজধানীতে। এদিকে শনিবার রাজ্যের দৈনিক করোনা সংক্রমণ সামান্য ঠাড়লেও নিম্নমুখী পজিটিভিটি রেট। রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরের শনিবার সন্দের রিপোর্ট ঠলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ঠাংলায় করোনা (COVID-19) আক্রান্ত হয়েছেন ৯ হাজার ১৯১ জন। দু'টি জেলায় দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজারের বেশি। তে ঠিন্তা ঠাড়িয়ে এদিনও ঠর্ধ্বমুখী রাজ্যে করোনায় মৃত্যুর গ্রাফ। একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৩৭ জনের। ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে ঠঠেছেন ২০ হাজার ৩১৩ জন।

<https://www.sangbadpratidin.in/india/over-60-covid-deaths-in-third-wave-among-partially-or-completely-unvaccinated/>

626. COVID-19: টিকাকরণে জোর দিতে জোড়া সুবিধা নিয়ে হাজির CoWin, জানুন খুঁটিনাটি

Published by: Sulaya Singha | Posted: January 22, 2022 5:12 pm | Updated: January 22, 2022 5:12 pm



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: নতুন ঠছরে নতুন করে দেশজুড়ে চোখ রাঙাচ্ছে মারণ করোনা ভাইরাস। ঠদ্বগ ঠাড়িয়েছে নয়া স্ট্রেন ওমিক্রন। আর তাই করোনা টিকাকরণে বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই ভ্যাকসিন ([Corona Vaccine](#)) নেওয়ার রেজিস্ট্রেশনে আরও সুঠিধা করে দিচ্ছে কোউইন। ঠার ঠকই মোঠাইল নম্বর থেকে ঠকসঙ্গে আরও বেশি জন রেজিস্ট্রি করতে পারেন।

শুক্রবারই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের (Union Health Ministry) তরফে জানানো হল, ঠতদিন ঠকটি মোঠাইল নম্বর থেকে কোউইন অ্যাপের মাধ্যমে টিকাকরণের জন্য চারজন রেজিস্টার করতে পারতেন। কিন্তু ঠার থেকে ছ'জনের রেজিস্ট্রেশন করা য়াে। শুধু তাই নয়, আরও ঠকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ফিচার যুক্ত হচ্ছে ঠই অ্যাপে।

অনেকেই সম্প্রতি অভিযোগ জানিয়েছেন, ভ্যাকসিন নেওয়ার আগেই তাঁদের কাছে টিকাকরণের সার্টিফিকেট পৌঁছে যাচ্ছে। সেই সমস্যা মেটাতে ‘রেস অ্যান ইস্যু’ (Raise an Issue) এলে একটি নয়া ফিচার যুক্ত হয়েছে। যেখানে আপনি ভ্যাকসিনের কটি ডোজ পেয়েছেন কিংবা একটি পেয়েছেন কি না, তা এই ফিচারের মাধ্যমে আপডেট করতে পারবেন। অর্থাৎ আপনার টিকাকরণের স্টেটাস এখন অনায়াসে নিজেই আপডেট করা সম্ভব।

জানা গিয়েছে, আপনি এই ‘রেস অ্যান ইস্যু’তে ভ্যাকসিনেশন স্টেটাস আপডেট করলে সেটি আপডেট হতে তিন থেকে সাতদিন সময় লাগবে। ভ্যাকসিন নেওয়া না হয়ে থাকলে, এই ফিচারের মাধ্যমে যদি সেই তথ্য আপডেট করেন, তাহলে পরবর্তীতে কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে গিয়ে টিকা নিতে পারবেন। এই ফিচার ইউজারদের সমস্যা অনেকটাই মেটাতে সফল হবে বলে মনে করছে কেন্দ্র।

এদিকে, কো-উইন পোর্টাল (CoWin Portal) থেকে তথ্য ফাঁস হওয়ার খবর ভিত্তিহীন। এমনটাই জানিয়ে দিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। এদিন একটি ঐজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়, হাজারো ভারতীয়র প্রাক্তিগত তথ্য ফাঁস হওয়ার খবর এসে পৌঁছেছিল তাদের কাছে। যা খতিয়ে দেখা হয়। কিন্তু দেখা গিয়েছে, এই তথ্য ফাঁসের সঙ্গে কো-উইনের কোনও সম্পর্ক নেই।

<https://www.sangbadpratidin.in/lifestyle/tech/6-people-now-can-register-using-one-mobile-number-on-cowin/>

627. সংক্রামক ব্যাধির গবেষণায় মাইলফলক, নেচার পত্রিকায় বাংলার ‘প্লাজমা থেরাপি ট্রায়াল’

Published by: Sayani Sen | Posted: January 21, 2022 8:37 pm | Updated: January 21, 2022 8:37 pm



গৌতম ব্রহ্ম: কোভিডের ভয়ে গোটা বিশ্ব তখন থরহরিকম্প। কোন ওষুধে কাণ্ড হতে অতিমারী কেউ জানে না। শুধু চলছিল উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসা। ওই পরিস্থিতিতে কোভিডজীদের প্লাজমা সংগ্রহ করে ঢেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ট্রায়াল শুরু করে একদল চিকিৎসক-গবেষক। ডা. যোগিরাজ রায়, ডা. প্রসূন ভট্টাচার্য, ডা. দীপ্যমান গঙ্গোপাধ্যায়, ডা. শেখররঞ্জন পাল, ডা. সন্দীপ পাল প্রমুখ। অ্যান্টিবডি সমৃদ্ধ সেই প্লাজমা দেওয়া হয় ৪০ জন কোভিড রোগীকে। সেই সাহসী পদক্ষেপকে মান্যতা দিল বিশ্বচন্দ্রিত নেচার গোষ্ঠী। প্লাজমা থেরাপির (Plasma Therapy) ফলাফল প্রকাশিত হল ‘নেচার কমিউনিকেশন’ পত্রিকায়। যাকে সংক্রামক ব্যাধির গবেষণায় মাইলফলক বলেই মনে করছে চিকিৎসকমহল।

২০২০ সালের মে মাস। অতিমারী শুরুর মাসখানেকের মধ্যেই কনভ্যালেসেন্ট প্লাজমা দিয়ে অসুস্থদের সুস্থ করে তোলার ট্রায়াল শুরু হয়। যে কোনও নতুন সংক্রামক ব্যাধিতেই এটা জরুরি। কলকাতাতেও কেন্দ্রীয় চিকিৎসা গবেষণা সংস্থা ‘কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ’-এর উদ্যোগে আর অর্থানুকূলে ‘ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল প্রায়োলজি’, আইডি হাসপাতাল আর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ একসঙ্গে এই ট্রায়াল শুরু করে।

ডা. দীপ্যমান গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, “রোগীদের একটা ক্ষুদ্র অংশ লাভবান হলেও সংখ্যাচিকিৎসার দিক থেকে আমরা জানতে পারি, কনভ্যালেসেন্ট প্লাজমা দিয়ে উল্লেখযোগ্য লাভ হচ্ছে না। কিন্তু রোগটির প্যাথোফিজিওলজি নিয়ে প্রশ্ন কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য হাতে আসে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে এই ট্রায়ালের সুফল পাওয়ার চেষ্টা শুরু করেছে চিকিৎসানীমহল।”

প্লাজমার লাভজনক থেরাপির অংশটি আরেকটি পেপারে প্রকাশিত হতে। এছাড়া একটি আন্তর্জাতিক কাজেও পঙ্গজ ট্রায়ালের তথ্য দেওয়া হয়েছিল। অতিমারী আঁহে নানা অসুখিধে সত্ত্বেও দিনে প্রায় ১২-১৬ ঘণ্টা কাজ করে এই ধরনের একটা কাজ কলকাতায় এসে আইডি হাসপাতাল থেকে করা গিয়েছে, এং একটা পৃথিবীপ্রখ্যাত জার্নালে তা প্রকাশিত হয়েছে এটা অশ্যই উৎসাহজনক। এছাড়া শহরের চিকিৎসানী আর চিকিৎসকরা একযোগে একটা আন্তর্জাতিক স্তরের কাজ করলেন, সেটা ভারতীয় গবেষণায় খুঁ উল্লেখযোগ্য। এমনটাই জানালেন যোগিরাজ রায়।

628. বাড়ছে সমুদ্রতলের উচ্চতা, চলতি শতকেই তলিয়ে যেতে পারে মালদ্বীপ

প্রহর ডেস্ক | January 22, 2022

নীল জলরাশির মধ্যে জেগে থাকা একগুচ্ছ দ্বীপ যেন আক্ষরিক অর্থেই স্বর্গরাজ্য। হ্যাঁ, কথা হচ্ছে মালদ্বীপকে নিয়েই। সাম্প্রতিক সময়ে, বিশ্বের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠেছে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রটি। তপে জলবায়ু পরিবর্তন এং বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে ক্রমশই ফুরিয়ে আসছে তার আয়ু। এমনকি চলতি শতকের শেষের দিকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরতরে মুছে যেতে পারে মালদ্বীপ (Maldives), এমনটাই আশঙ্কা প্রিজ্ঞানীদের।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ভূমিপৃষ্ঠের গড় উচ্চতার নিরিখে বিশ্বের সপ্তম থেকে নিচু দেশ মালদ্বীপ। ফলত, সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ক্রমশ হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে দ্বীপরাষ্ট্রটি। নাসা, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থার বিশ্লেষণ অনুযায়ী ২০৫০ সালের মধ্যেই মালদ্বীপের ৮০ শতাংশ অঞ্চল সমুদ্রতলের অযোগ্য হয়ে উঠবে। পাশাপাশি ভূমিক্ষয় এং পানীয় জলের অভাব তা রয়েছেই।

মালদ্বীপের জাতীয় রেকর্ড বলছে, দেশের ৯৭ শতাংশ অঞ্চলে ফুরিয়ে গেছে ভূগর্ভস্থ জল। পানীয় জলের চাহিদার জন্য প্রায় সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করে থাকতে হয় বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ওপর। অন্যদিকে দেশের ৯০ শতাংশ দ্বীপই ভয়াবহ ভূমিক্ষয়ের শিকার। সমুদ্রতল থেকে ভূমির ব্যাধান ক্রমশ কমতে থাকার কারণে বেড়েছে পান্যর সম্ভাবনাও। এভাবে চলতে থাকলে আগামী কয়েক দশকেই সমুদ্রের ঢুকে ঢিলীন হয়ে যেতে পারে মালদ্বীপের একটা বড়ো অংশ। কিন্তু দ্রুত হারে এই ভূমিক্ষয়ের কারণ কী?

মালদ্বীপের ভূপ্রাকৃতিক গঠন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, গোটা রাষ্ট্রটিকেই ঘিরে রেখেছে প্রবাল প্রাচীর। সমুদ্রস্রোতের ধাক্কা কিংবা ভূমিক্ষয় থেকে এতদিন প্রবাল প্রাচীরই সুরক্ষা দিয়ে এসেছে মালদ্বীপকে। বিশ্ব উষ্ণায়নে এই প্রাচীরের ক্ষয়ই বর্তমানে ডেকে

আনছে চিপদ। ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাতে ৭০ শতাংশ প্রাণ প্রাচীরই অলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

দেশের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে মালদ্বীপের চিকিৎসানীরা বিশেষভাবে জোর দিচ্ছেন এই বিষয়টিতেই। একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রাণ প্রাচীর সংরক্ষণ এবং পুনর্গঠনে। কারণ, সমুদ্র তীরভর্তী কংক্রিটের দেওয়াল জলতল বৃদ্ধি থেকে সুরক্ষা প্রদান করলেও তা যথেষ্ট খরচসাপেক্ষ। অন্যদিকে তুলনামূলক কম খরচেই অনেক বেশি কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে প্রাণ প্রাচীর। এমনকি প্রাণের উপস্থিতি মূল ভূখণ্ডে লগ্নাক্ত জলের অনুপ্রবেশকেও প্রতিহত করতে পারবে বলেই জানাচ্ছেন চিকিৎসানীরা। কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কতদিন টিকে থাকতে পারবে প্রাণ?

এই প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা। কাজেই শুরু হয়েছে চিকিৎসা সমাধানের অনুসন্ধানও। কোরাল প্রাচীরের থ্রি-ডি প্রিন্ট এবং ভাসমান শহরের প্রস্তাবও উঠে এসেছে একাধিক সম্মেলনে। দেশের মোট বাজেটের ৫০ শতাংশ উষ্ণায়ন প্রতিরোধ ও জলতল বৃদ্ধির মোকাবিলায় নিয়োগ করেছে মালদ্বীপ প্রশাসন। কিন্তু সেটাও যথেষ্ট নয়। ২০০৯ সাল থেকেই পশ্চিমাশক্তিগুলির কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়ে আসছে মালদ্বীপ। এখন দেখার, মালদ্বীপের এই সমস্যা সমাধানে আদৌ কতটা এগিয়ে আসে বৈদেশিক শক্তির...

<https://prohor.in/maldivs-facing-serious-threat-of-sea-level-rising>

629. প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারই দূষণের সমাধান, পথ দেখাচ্ছে জয়পুরের কিশোরী

প্রহর ডেস্ক | January 22, 2022

জল, স্থল, অন্তরীক্ষ— বিশ্বের সর্বত্রই থাকা পিসিয়েছে প্লাস্টিক দূষণ। পৃথিবীর গভীরতম অঞ্চল মারিয়ানা ট্রেঞ্চ থেকে শুরু করে এভারেস্ট— মাইক্রোপ্লাস্টিক পৌঁছেছে দুর্গম

অঞ্চলগুলিতেও। ভারতের মতো দেশে এই প্লাস্টিক দূষণের ঝড়ঝড়ন্তের কারণে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে কার্বন ফুটপ্রিন্টের মাত্রাও। কিন্তু প্লাস্টিক বর্জ্যের প্রক্রিয়াকরণে আদৌ কি কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার? পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এঁদের তাই মাঠে নামল জয়পুরের ১৬ বছর বয়সী কিশোরী। রাজস্থানের আসিন্দা আদিশ্রী কাস্লিওয়ালই (Adishree Kasliwal) এখন ভারতকে পথ দেখাচ্ছে, প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারের (Reuse Of Plastic)।

আজ থেকে বছর দুয়েক আগের কথা। তখন সশ্রমে ভারতজুড়ে ঘোষিত হয়েছে লকডাউন। স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, হাতের মুঠোয় অফুরন্ত সময় পেয়ে যায় আদিশ্রী। শুরু হয় পরিবেশকে সুস্থ করে তোলার পরিকল্পনা। বাড়িতে এসেই আদিশ্রী তৈরি করে ফেলে অভিনব এক প্রতিষ্ঠান— টিম আর্থ। প্রাথমিকভাবে যার লক্ষ্য ছিল, তরুণ প্রজন্মকে প্লাস্টিক দূষণ এবং তার প্রভাবের সম্পর্কে সচেতন করা। ৮ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশুদের প্লাস্টিক দূষণ এবং তার প্রতিকারের সম্পর্কে ক্লাস নেওয়া শুরু করে আদিশ্রী। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে উঠে এসেছিল প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারের প্রসঙ্গও। কিন্তু ঘরে এসে যে, এমন একটি প্রকল্পকে প্রাপ্তবয়স্কের রূপ দেওয়া অসম্ভব। ফলে, আরও কিছুদিনের অপেক্ষা।

২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোভিড ট্রিথি খানিকটা শিথিল হলে কোমর বেঁধে মাঠে নামে আদিশ্রীর টিম আর্থ। জয়পুর শহরে শুরু হয় প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহের কাজ। মূলত প্লাস্টিকের প্রোতল এবং প্লাস্টিকের তৈরি মোড়ক সংগ্রহ করে আদিশ্রীর সহকর্মীরা। রাসায়নিকের ব্যবহারে সেই প্লাস্টিক গলিয়ে তৈরি করে ফেলা হয় প্লাস্টিকের ইট। তা দিয়ে টুল, চেয়ার, টেবিল-সহ একাধিক দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী তৈরি করেছে টিম আর্থ। প্লাস্টিকের তৈরি হলেও, এইসব সামগ্রী একক ব্যবহারযোগ্য না হওয়ায় তাতে দূষণের সম্ভাবনা অনেকটাই কম। এমনটাই অভিমত আদিশ্রীর। পাশাপাশি, বৃক্ষরোপণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে তার সংস্থা ‘টিম আর্থ’।

তবে শুধু জয়পুরই নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি পশ্চিমের দেশ থেকেও বছর কিশোর-কিশোরী সামিল হয়েছে আদিশ্রীর এই লড়াইয়ে। কিছুদিন আগে ইউনিসেফের ‘ক্লাইমেট চেঞ্জ’ ওয়েব সিরিজে কনিষ্ঠতম প্রজন্ম হিসাবেও প্রকৃতি রেখেছে ভারতীয় কিশোরীটি।

পরিসংখ্যান বলছে টিগত এক বছরে ভারতে উৎপাদিত প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২১.৮ শতাংশ। অর্থাৎ, আগামী ৫ বছরের মধ্যেই প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ পৌঁছাবে দ্বিগুণে। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আদিশ্রীর এই উদ্যোগই যেন আশার আলো দেখাচ্ছে ভারতকে। এখন দেখার, এই সমস্যা সমাধানে আদিশ্রীর দেখানো পথে ভারত সরকার এগিয়ে আসে কিনা...

<https://prohor.in/jaipur-girl-recycling-plastic-wastes-to-reduce-pollution-rate>

630. পরিকল্পিতভাবে কীটনাশক ছড়িয়ে আমাজন ধ্বংস, অভিযোগ পরিবেশকর্মীদের

প্রহর ডেস্ক | January 22, 2022



অরণ্যের উপর দিয়ে ছুটে গেল হেলিকপ্টার। আর তার থেকে ঝরে পড়ল কয়েকটা প্যাকেট। প্রোমা-গুলি নয়। আবার রাশি রাশি চকোলেট-টফিও নয়। অরণ্যের ঢুক চিরে নেমে এল কয়েকটা কীটনাশকের প্যাকেট। তারপর মাটিতে পড়তেই প্যাকেট ফেটে সেই কীটনাশক ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ব্রাজিলের আমাজন অরণ্যে ঘটছে এমনই ঘটনা। সম্প্রতি সেই তথ্য সামনে এনেছেন ব্রাজিলের পরিবেশ সংস্থা আইপিএএমএ-র সদস্যরা। কিন্তু কেন জঙ্গলের মধ্যে এভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কীটনাশক? পরিবেশকর্মীদের দাবি, জঙ্গলের গাছদের প্রাঁচাতে নয়, বরং তাদের মেরে ফেলতেই চলছে এই প্রক্রিয়া। গাছ কাটার পদলে জীর্ণিত গাছকে এভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন অরণ্য মাফিয়ারা।

কীটনাশক বা আগাছানাশক কৃষিক্ষেত্রে পরিমিত ব্যবহার করলে কিছু সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু অপরিমিতভাবে অরণ্য অঞ্চলে ছড়িয়ে দিলে শুধুই ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। তাই এভাবে এগনোর কিছু সুপ্রমাণ রয়েছে। ঠিক যে কারণে অরণ্য মাফিয়ারা এতে নিয়েছেন এই রাস্তা। কীটনাশক এবং আগাছানাশকের প্রভাবে জঙ্গলের ছোটো গাছরা তাড়াতাড়ি মারা যায়। বড়ো গাছদের প্রথমেই কোনো ক্ষতি হয় না। ফলে স্যাটেলাইটের ছবিতে এই বৃক্ষচ্ছেদন ধরা সন্তোষজনক নয়। ছোটো গাছরা মারা যাওয়ার পর অরণ্য ঢুকে তাদের কাঠ সংগ্রহ করলেই হয়। টিগত ১০ বছরে আমাজন অরণ্যের আয়তন কমেছে প্রায় ৪০ শতাংশ। তাই মোট বৃক্ষচ্ছেদনের পরিমাণটা যে তার চেয়েও অনেকটাই বেশি, সেটাই বলছেন পরিবেশকর্মীরা।

আইপিএমএ-র সদস্যরা বেশ কিছু জায়গায় গিয়ে কীটনাশক এং আগাছানাশকের প্যাকেট সংগ্রহ করেছেন। নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে গ্লাইফোসেট ও ২,৪ডি-র মতো ভয়ঙ্কর রাসায়নিক। কখনও কখনও ওমা পাঁধতেও যা কাজে লাগে। ২,৪ডি-এর সামরিক প্রয়োগ ঘটেছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়। যার প্রভাবে আজও সেখানে হু প্রিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। অরণ্যের গাছেদের পাশাপাশি জন্তুদের উপরেও পড়ছে এইসব রাসায়নিকের প্রভাব। তাছাড়া আমাজনের অরণ্যে অন্তত ৩৩টি উপজাতি সম্প্রদায়ের বাস। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনেও ঢুকে পড়ছে এইসব ভয়ঙ্কর রাসায়নিক।

পরিবেশকর্মীরা বলছেন, তাঁরা এতদিন সরাসরি বনাশের বিষয়েই তদারকি করেছেন। তাই সেই নজরদারি এড়াতেই নতুন এই পথ খুঁজে নিয়েছেন মাফিয়ারা। শুধু মাফিয়ারাই নয়। রাজার এলাকায় সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে অনেক পশুপালক ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছেন। অথচ তাঁরা কৃষিকাজ করেন না। আসলে পশুপালনের জন্য চারণভূমির পরিমাণ এড়াতে তাঁরা এভাবে অরণ্য ধ্বংস করছেন। এতে সহজে ওঝার উপায় নেই। কতদিন ধরে এই পদ্ধতি চলছে, তাও ওঝা সম্ভব নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকটাই ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। এখনই এই সমস্ত প্রক্রিয়া বন্ধ করতে না পারলে আমাজনকে বাঁচানোর আর কোনো রাস্তা নেই, এমনটাই মত বিশেষজ্ঞদের।

<https://prohor.in/pesticides-are-used-to-deforestation-in-brazilian-amazon>

22.01.22

631. Omicron Reinfection: এক বার ওমিক্রনে আক্রান্ত হলে দ্বিতীয় বার সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা কত



এক রোগী একাধিক বার সংক্রামিত হচ্ছেন কেন?

ছবি: সংগৃহীত

কোভিড স্বীতিতে অনেকে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা যেমন হু হু করে বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে কোভিড জয় করে ফিরে আসা রোগীর সংখ্যাও। অনেকেই ৭ দিনের নিভতাস পার করে ফিরছেন কর্মক্ষেত্রেও। কিন্তু যাঁরা এক বার ওমিক্রন আক্রান্ত হচ্ছেন, তাঁদের ফের সংক্রমণের আশঙ্কা কতটা? এই নিয়ে জনমানসে রয়েছে ধন্দ।



প্রতীকী ছবি।

ছবি: সংগৃহীত

পূর্ণাঙ্গী রূপগুলির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল, এক বার কোভিড আক্রান্ত হলে মোটামুটি নব্বই দিন পর্যন্ত ফের কোভিড আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেকটাই কম থাকে। কিন্তু ওমিক্রনের ক্ষেত্রে অনেক মানুষই পুনরায় আক্রান্ত হচ্ছেন কোভিডে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-এর মতে ভাইরাসের রূপ ংদলই এর জন্য দায়ী।

প্রাথমিক ভাবে 'হু' জানিয়েছিল, আগে কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন এমন রোগীদের ডেল্টার তুলনায় ওমিক্রনে পুনঃসংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা তিন থেকে পাঁচ গুন বেশি। তবে এই নিয়ে আরও গবেষণার অপকাশ রয়েছে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের একাংশের। অনেকের মতে ভাইরাসের কোনও একটি রূপে সংক্রামিত হওয়ার পর ফের ওই রূপটিতেই আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশ কম। কিন্তু অন্য রূপগুলিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

একাধিক বার কোভিড আক্রান্ত হওয়ার পিছনে উঠে এসেছে দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থেকে অত্যধিক ভাইরাসের সংসর্গে থাকার মতো নানা কারণ। বিশেষজ্ঞদের

কারও কারও মতে, এত ঘন ঘন রূপ ংদলের ফলে হয়তো ভবিষ্যতে মুস্টার টিকা নেওয়াই হওে একমাত্র হাতিয়ার।

<https://www.anandabazar.com/amp/health-and-wellness/covid-19-can-you-get-re-infected-with-omicron-dgtl/cid/1324552>

632. Digha Attraction : নতুন নিয়মে দিঘা ভ্রমণের বড় আকর্ষণই মাটি!

বৃহত্তর আন্দোলনে নামারও হুমকি দিয়েছেন দিঘার ঘোড়াচালকরা। বিকল্প ব্যবস্থা না করে দিঘায় ঘোড়া চালানো বন্ধ করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়ে আজ বিক্ষোভ দেখান দিঘার ঘোড়াচালকরা (Horse riding on Digha sea beach)

- Bangla Digital Desk |
- News18 Bangla
- | January 20, 2022, 17:21 IST

1/ 5

পর্যটন কেন্দ্র দিঘার সৈকতে ঘোড়া চালানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি! মুহম্পতিয়ার থেকে দিঘায় চলো না ঘোড়া (horse riding on Digha sea beach banned) । ঘোড়া চালানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির কথা দিঘা শংকরপুর উন্নয়ন পরষদের পক্ষ থেকে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদে ক্ষোভ প্রিক্ষোভ দিঘার ঘোড়া ংসায়ীদের। মুহত্তর আন্দোলনে নামারও হুমকি দিয়েছেন দিঘার ঘোড়াচালকরা। বিকল্প ংস্থা না করে দিঘায় ঘোড়া চালানো ংন্ধ করা হলে মুহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়ে আজ প্রিক্ষোভ দেখান দিঘার ঘোড়াচালকরা (Horse riding on Digha sea beach) ।

2/ 5

অন্যদিকে, প্রশাসনের দাপি, সৈকত-সহ প্রিভিন্ন অংশে ঘোড়া চলাচলের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দিঘার সৌন্দর্য। ঘোড়ার ক্ষুরে ভাঙছে সৈকতের পাকা কনস্ট্রাকশন। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমুদ্রের ংলিয়াড়ি। ঘোড়া চলাচল ংং ংসাস থেকে নোংরা আর্জনায়ে ভরে উঠছে গোটা দিঘাই। সমুদ্রসৈকত ংঁচাতে তাই এই সিদ্ধান্ত ংলে পরষদ জানিয়েছে। যদিও পরষদের এই ঘোড়া ংন্ধ করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে রাস্তায় নেমে প্রিক্ষোভ দেখায় দিঘার ঘোড়া ংসায়ীরা।

3/ 5

জানা গিয়েছে, দূষণ এং পালিয়াড়ির ক্ষয় প্রতিরোধের লক্ষ্যেই এমন কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। যদিও দিঘার পর্যটনের সঙ্গে ঘোড়ার সম্পর্ক পুঁ পুরনো। দিঘার সৈকতে পর্যটকদের ঘোড়া চড়ানোর চ্যুসা করে দিনযাপন করেন প্রায় আড়াইশো পরিবার। করোনার কারণে এই চ্যুসা আর আর চ্যুহত হচ্ছে। ঐর্তমানে িধিনিষেধের গেরোয় কার্যত থমকেই রয়েছে সৈকত। যা ঐশ িপাকেই ফেলেছে ঘোড়া চড়ানোর কারবারিদের।

4/ 5

ঘোড়ার খাওয়ার দানা যোগানোর পরিস্থিতিও নেই ঐশিরভাগেরই। তাই আন্তাণল ছেড়ে ঐর্তমানে সমুদ্র শহরের ঘোড়াগুলি যেখানে সেখানে ঘুরে ঐড়াচ্ছে। অভিযোগ, তাদের িষ্ঠা ত্যাগে দুর্ভোগ আর আর্জনা ঐড়াচ্ছে। ঐড়াচ্ছে দূষণও।

5/ 5

ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সরকারি সম্পদ পালিয়াড়িও। দিনদিন ঐড়েই চলেছে ক্ষতি। যার কারণেই ঘোড়া নিয়ে িনোদন চ্যুসা ঐন্ধের িজ্ঞপ্তি জারি করেছে প্রশাসন। ডিএসডিএ-এর ঐক্ত্য, দিঘার পর্যটনের স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত। (প্রতিঐদন-সুজিত ভৌমিক)

<https://bengali.news18.com/photogallery/south-bengal/digha-administration-has-banned-horse-riding-on-sea-beach-arc-723610.html>

633. Sound Pollution: শব্দ দূষণ ঠেকাতে ব্যর্থ রাজ্য সরকার, অসন্তোষ প্রকাশ গ্রিন ট্রাইব্যুনাালের

<http://dhunt.in/r6Wif?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

634. Kolkata Corona News: বাড়িতে বসেই করোনা পরীক্ষা! তথ্য নিয়ে সমস্যায় পুরসভা

<https://m.dailyhunt.in/news/india/bangla/abp+ananda-epaper-abpand/kolkata+corona+news+badite+basei+karon+pariksha+tathy+niye+samasyay+purasabha-newsid-n351915974?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

635. Covid Test: বাড়িতে টেস্ট-কিটে করোনা পরীক্ষা করলে হতে পারে

সমস্যা, বার্তা পুরনিগমের

Covid Test: প্রজ্ঞাপন পাওয়া যায় করোনা পরীক্ষার কিট। ফলে অনেকেই সেগুলি কিনে নিজেরাই পরীক্ষা করে নেন প্রাডিতে। সেই তথ্য পৌঁছয় না পুরসভার হাতে।

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Updated On - 4:54 pm, Thu, 20 January 22 Edited By: tannistha bhandari

কলকাতা : রাজ্যে দৈনিক সংক্রমণ কমলেও এখন পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান প্রলছে, সক্রিয় রোগীর সংখ্যায় পশ্চিমপ্রঙ্গ এখন রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম দশে রয়েছে। করোনা সংক্রমণের নতুন ঢেউতে মূলত ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের দাপট প্রেশি দেখা গিয়েছে। তাই প্রেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আক্রান্তদের মধ্যে মৃদু উপসর্গ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেকে প্রাডিতেই সুস্থ হয়ে উঠছেন। কিন্তু কলকাতা পুরনিগমের দাপ্রি, শহরের প্রহ আক্রান্তের তথ্য ঠিক মতো আসছে না পুরসভার হাতে। ফলে, শহরে আক্রান্তের সংখ্যা কত, সেটাই স্পষ্ট হচ্ছে না। তাই প্রাডিতে কিট দিয়ে করোনা পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে আপত্তি জানাল পুরনিগম। সেলফ টেস্ট কিট-কে আগেই অনুমোদন দিয়েছে আইসিএমআর। তাই অনেকেই প্রাডিতে সেই কিট কিনে রাখেন। সামান্য উপসর্গ দিলেই কিট দিয়ে পরীক্ষা করে নেন। বিশেষ করে প্রহতলগুলিতে এই প্রণগতা দেখা যাচ্ছে প্রলে জানিয়েছেন কলকাতা পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ তথা ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ।

রিপোর্ট না থাকলে হাসপাতালে ভর্তি করানোয় জটিলতা তৈরি হতে পারে

অতীন ঘোষের দাপ্রি, এ ভাপে পরীক্ষা করলে কে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন প্রা কী উপসর্গ রয়েছে, সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য কলকাতা পুরনিগমের হাতে আসছে না। এর ফলে কলকাতা পুরসভার ইন্টার্নাল সার্ভিলেন্স প্রা অন্তর্প্রীতী সমীক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সমস্যা হচ্ছে প্রলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি প্রার্থা দেন, কিট দিয়ে পরীক্ষা নয়। প্ররং উপসর্গ দেখা দিলে কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা করাতে হপ্র। তাঁর দাপ্রি, তথ্য না থাকলে কারও করোনা হয়ে শারীরিক পরিস্থিতি অপ্রনতি হলে, সেই প্র্যক্তি প্রা মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর ক্ষেত্রে অসুপ্রিধা হতে পারে।

পুরসভার করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট যা হাসপাতালগুলোর রিপোর্ট না থাকলে হাসপাতালে ভর্তি করা যাবে না বলে জানিয়েছেন অতীন ঘোষ। পাশাপাশি তিনি আরও জানান, সেরকারি ল্যাবগুলি থেকে রিপোর্ট আসছে না পুরসভায়। তাই সঠিক জায়গা থেকে আরটিপিসিআর টেস্ট করাতে বলেছেন ডেপুটি মেয়র। বিশেষ করে হুতলগুলির সিসন্দাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

সোসাইটির কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবে পুরনিগম

আগামিকাল, শুক্রবার থেকে হুতলগুলির সোসাইটির কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবে কলকাতা পুরনিগমের বিভিন্ন এরোর চেয়ারম্যানেরা। কনটেনমেন্ট জোন করার পর যাতে র্যারিকেড না সরিয়ে দেওয়া হয় যা কলকাতা পুলিশের লাগানো কনটেনমেন্ট জোন র্যানার খুলে না ফেলা হয়, তার জন্য সোসাইটির কর্তাদের বিশেষ নজর রাখতে লা হবে। পুলিশকেও এলাকায় নজরদারি চালাতে হবে বলে জানিয়ে দেন অতীন ঘোষ।

কলকাতা পুরসভার সপথে সংক্রামিত এলাকা ১০ নম্বর এরোর একাধিক ওয়ার্ড। হুস্পতিার সংশ্লিষ্ট এরা অফিসে এসেই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন অতীন ঘোষ। সংশ্লিষ্ট এরোর স কাউন্সিলর এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন এরোর অন্তর্গত সাকটি থানার পুলিশ প্রতিনিধিরাও।

<https://tv9bangla.com/kolkata/covid-test-should-not-be-done-at-home-order-from-kmc-498031.html>

636. U19 Cooch Behar Trophy: করোনা আক্রান্ত ৫৭ জন, প্রতিযোগিতা স্থগিত করল বিসিসিআই

এরা করোনা ভাইরাসের (Coronavirus) থা আরও এক ঘরোয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় (Domestic Cricket Tournamnet)। ক্রিকেটার ও সাপোর্টিং স্টাফ মিলিয়ে কোভিড ১৯ (Covid 19) আক্রান্ত ৫৭ জন। যার কারণে টুর্নামেন্ট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল বিসিসিআই (BCCI)।

করোনা ভাইরাস (Coronavirus) ও তার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের (Omicron) থাওয়া কাঁপছে গোটা দেশ। কোভিড ১৯ (Covid 19) সুমানিতে প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে পাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। স্বভাৱতই পড়সড় প্রভাৱ পড়েছে ক্রীড়া ক্ষেত্রেও। ইতিমধ্যেই ৬ সপ্তাহের জন্য স্থগিত হয়ে গিয়েছে আইলিগ (I League)। ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও রঞ্জি ট্রফি (Ranji Trophy), কর্নেল সিকে নাইডু ট্রফি, মেয়েদের টি২০ লিগ (T20 League) সহ যাৱাতীয় ঘরোয়া ক্রিকেট অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখাৰ সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রিসিসিআই (BCCI)। তৱে অনূৰ্ধ্ব ১৯ প্রতিযোগিতা চালু রেখেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (Indian Cricket Board)। কিন্তু এৱাৰ সেখানেও থাৱা পসাল করোনা ভাইরাস। পুনেতে (Pune) চলছিল অনূৰ্ধ্ব ১৯ কোচবিহাৰ ট্রফি (U19 Cooch Behar Trophy)। এৱাৰ সেই প্রতিযোগিতাতেও অতিমারী ভাইরাসেৰ প্রকোপ দেখা দেওয়ায় টুৰ্নামেন্ট (Tournamnet) স্থগিত রাখাৰ সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রিসিসিআই।

অনূৰ্ধ্ব ১৯ কোচবিহাৰ ট্রফিৰ (U19 Cooch Behar Trophy) গ্রুপ পৱেৰ খেলা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ১১ জানুৱাৰিমঙ্গলৱাৰ থেকে প্রতিযোগিতাৰ শেষ আটেৰ খেলা শুৰু হওয়ার কথাছিল। কিন্তু তাৰ আগেই সামনে আসে ভয়াৱহ ৰিপোৰ্ট। অনূৰ্ধ্ব-১৯ কোচবিহাৰ ট্রফিৰ সঙ্গে যুক্ত ক্রিকেটাৰ, সাপোৰ্ট স্টাফ ও মাঠকৰ্মী মিলে মোট ৫৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন করোনা ভাইরাসে। জানা গিয়েছে, বিভিন্ন দলেৰ ৩০ জন ক্রিকেটাৰ আক্রান্ত হয়েছেন। তাৰ মধ্যে সৱ থেকে বেশি মুম্বইয়েৰ (ছ'জন)। এ ছাড়া মহাৰাষ্ট্ৰ, ত্ৰিদিৰ্ভ, ৰাজস্থান, ৰাডখণ্ড, ছত্তীসগড়, হৰিয়ানা ও পাংলাৰ ক্রিকেটাৰ রয়েছেন। ক্রিকেটাৰ ছাড়া ন'জন সাপোৰ্ট স্টাফ, মাঠকৰ্মী ও ম্যাচেৰ দায়িত্বে থাকা আধিকাৰিকৰাও আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তদেৰ বেশিৰভাগেৰ শৰীৰে কোন উপসৰ্গ নেই বলে জানি গিয়েছে।

প্রিসিসিআই অন্যান্য প্রতিযোগিতা স্থগিত কৰলেও অনূৰ্ধ্ব ১৯ এই প্রতিযোগিতা শেষ কৰৱে বলে পৰিকল্পনা নিয়েছিল। এমনিতেই অনূৰ্ধ্ব ১৯ ক্রিকেটাৰদেৰ এখনও ভ্যাকসিনেশন হয়নি। তাদেৰ জৈৱ সুরক্ষা বলে রেখেই চলছিল প্রতিযোগিতা। কিন্তু তাৰপৰও করোনাৰ থাৱা ৰোখা গেল না। বোর্ডেৰ এক আধিকাৰিক জানিয়েছেন, 'বেশিৰভাগ দলেই এই ধৰনেৰ ঘটনা ঘটেছে, প্রিসিসিআইকে তাই স্থগিত কৰতে পাধ্য কৰা হয়েছে। একা মুম্বই দলেৰ পাঁচজন খেলোয়াড় এৱং একজন সাপোৰ্ট স্টাফ সংক্ৰমিত হয়েছেন।' বৰ্তমানে আক্রান্তৰা সকলেই আইসোলেশনে রয়েছেন।

সকলের শারীরিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এই প্রতিযোগিতার ভবিষ্যৎ কী হতে পারে মৈঠকের মাধ্যমে ঠিক হতে পারে জানানো হয়েছে টিসিসিআইয়ের তরফ থেকে।

<https://bangla.asianetnews.com/cricket/u19-cooch-behar-trophy-postponed-by-bcci-due-to-increase-cases-of-coronavirus-spb-r5hrm7>

637. Covid Vaccine-এর দ্বিতীয় ডোজ নিলেই বকেয়া কর আংশিক মকুব!

অন্যদিকে, পড়ুয়ারা ভ্যাকসিন নিলে মিলতে ক্রীড়া সরঞ্জাম।

Updated By: Jan 20, 2022, 12:51 PM IST

নিজস্ব প্রতিবেদন : করোনা টিকার (Covid Vaccine) দ্বিতীয় ডোজ (Second Dose) নিলেই করছাড়! এমনই চমকপ্রদ ঘোষণা করল দক্ষিণ দমদম পুরসভা (South Dumdum Municipality)। করোনা টিকা নেওয়ার বিষয়ে মানুষদের উত্সাহী করে তোলার জন্যই অভিনব উদ্যোগ পুরসভা। টিকা নিলেই একেবারে একেয়া করে ২৫ শতাংশ ছাড় (Tax Deduction)।

দক্ষিণ দমদম পুরসভার (South Dumdum Municipality) তরফে জানানো হয়েছে, এলাকার বাসিন্দারা করোনা টিকার (Covid Vaccine) দ্বিতীয় ডোজ (Second Dose) নেওয়ার সার্টিফিকেট দেখাতে পারলেই এই করছাড় (Tax Deduction) পাবেন। একেয়া করার ২৫ শতাংশ মকুব করে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, অনেকেই আছেন যাঁরা করোনা টিকার প্রথম ডোজ নিলেও, সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও দ্বিতীয় ডোজ নেননি। অনেক জায়গাতেই করোনা টিকার এরকম উদ্ভূত ডোজ পড়ে রয়েছে।

অন্যদিকে, ১৫-১৮ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রেও অনেক অভিভাবক টিকা দেওয়াতে ভয় পাচ্ছে। স্কুল বন্ধ কারণ দেখিয়ে টিকা নিতে আসছে না। তাদেরকেও টিকা নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী করতে উদ্যোগ নিয়েছে পুরসভা। দক্ষিণ দমদম পুরসভার ১৫ নম্বর

ওয়ার্ডের প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য দেৱশিষ ংন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন পড়ুয়ারা ভ্যাকসিন নিলে মিলে ক্রীড়া সরঞ্জাম।

লা ভালো, এই উদ্যোগে সাড়া মিলেছে। অন্যদিন যেখানে মাত্র ৫ থেকে ৬ জন ভ্যাকসিন নিতে আসে, সেখানে এদিন প্রায় ৮০ জনকে টিকা নেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

https://zeenews.india.com/bengali/state/south-dumdum-municipality-announces-tax-deduction-on-dues-if-one-gets-covid-vaccine-second-dose_419197.html

638. Corona Update: তুঙ্গে সংক্রমণ! দেশে এখন ২০ লক্ষেরও বেশি করোনা আক্রান্ত

Updated: 21 Jan 2022, 11:03 AM IST HT Bangla Correspondent

- অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা ২০,১৮,৮২৫ ।



1/5দেশজুড়ে মোট সংক্রমণ: ংহস্পতিার দেশে নতুন করে মোট ৩.৪৭ লক্ষ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ফাইল ছবি : পিটিআই (PTI)

2/5করোনায় মৃত্যু: ংহস্পতিার ২৪ ঘণ্টায় করোনায় (Coronavirus) মৃত্যু সংখ্যা ৭০৩। ফাইল ছবি : পিটিআই (PTI)

3/5টিকাকরণ: ংহস্পতিার টিকা নিয়েছেন ৭০.৪৯ লক্ষেরও বেশি মানুষ। এখনও পর্যন্ত দেশে ১৬০.৪৩ কোটি ডোজেরও বেশি করোনা টিকা দেওয়া হয়েছে। ফাইল ছবি : পিটিআই (PTI)



Total number of tests done during the previous day 19,35,912

4/5 মুহস্পতিয়ার সুস্থ হয়েছেন ২৫,১৭৭ জন। অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা ২০,১৮,৮২৫। ছবি : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক (MOHFW)



5/5 পশ্চিমবঙ্গের পরিসংখ্যান : মুহস্পতিয়ার সন্ধ্যার দুলেটিন অনুযায়ী এক দিনে মোট ১০,৯৫৯ জনের দেহে করোনা সংক্রমণ সনাক্ত হয়েছে।

<https://bangla.hindustantimes.com/nation-and-world/coronavirus-update-india-reports-3-47-lakh-new-covid-19-cases-703-deaths-in-the-last-24-hours-31642742348547-1.html>

639. Why Omicron is Spreading So Fast: হু হু করে ছড়িয়েছে ওমিক্রন, এর কারণ খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা, সাবধান হবেন কী করে

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 21 Jan 2022, 11:01 AM IST

লেখক Suman Roy

- করোনার অন্য যে কোনও রূপের চেয়ে বেশি ছড়িয়েছে ওমিক্রন। এর কারণ কী জানেন?

করোনার অন্য সব রূপকে পিছনে ফেলে দৌড়ে সকলের আগে এখন ওমিক্রন। ডেল্টা বা অন্য রূপগুলির তুলনায় এটি অনেক তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু হঠাৎ ওমিক্রন এত শক্তিশালী হয়ে উঠল কেন? করোনা নিজেকে কতটা এদলানোর ফলে

ওমিক্রন এমন মারাত্মক সংক্রামক হয়ে উঠল? নাকি এর পিছনে করোনার যতটা ভূমিকা রয়েছে, তার চেয়ে অন্যদের ভূমিকা বেশি? কী চলছেন প্রিজ্ঞানীরা?

হালে University of Vermont-এর গবেষক এমিলি ব্রুস ওমিক্রনের সংক্রমণের হার নিয়ে একটি গবেষণা করছিলেন। সেখানে তিনি সারা পৃথিবী থেকে তথ্য জোগাড় করে চোখের চেষ্টা করছিলেন, ওমিক্রন কেন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। প্রাথমিক ভাবে তাঁর অনুমান ছিল, এ জন্য দায়ী ওমিক্রনের ভাইরাল লোড।

যাঁরা RT-PCR পরীক্ষা করিয়েছেন এবং তার ফল পিজিটিভ এসেছে, তাঁরা অনেকেই জানেন, রিপোর্টে উল্লেখ থাকে ভাইরাল লোডের। ওমিক্রনের এত দ্রুত সংক্রমণ দেখে প্রিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছিল, ডেল্টা বা আগের রূপগুলির তুলনায় ওমিক্রনের ভাইরাল লোড অনেক বেশি। তাই এটি অতি দ্রুত ছড়াচ্ছে। সুইজারল্যান্ডের University of Geneva-র গবেষক প্রোফেসর মেয়ারের কথা উল্লেখ করে এমিলি ব্রুস লিখেছেন, সারা পৃথিবীর বেশির ভাগ প্রিজ্ঞানীই মনে করছিলেন, আসলে শরীরে মারাত্মক পরিমাণে পড়ে যায় বলেই এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ওমিক্রন।

কিন্তু ধারণা ঠদলে দিয়েছে আমেরিকার National Basketball Association-এর দেওয়া তথ্য। এখানে নির্দিষ্ট সময় অন্তর খেলোয়াড়দের RT-PCR করানো হয়। ফলে কার শরীরে কী পরিমাণে ভাইরাল লোড রয়েছে, তা সহজে অনুমান করা যায়।

সেই রিপোর্ট থেকে দেখা গিয়েছে, ওমিক্রনের ভাইরাল লোড মোটেই ডেল্টার চেয়ে বেশি নয়। তাহলে এই সংক্রমণটি এত দ্রুত ছড়াচ্ছে কেন?

প্রধান কারণ কী:

প্রিজ্ঞানীরা চলছেন, মানুষের গাফিলতি এবং সচেতনতার অভাব। যেহেতু ওমিক্রনে উপসর্গের পরিমাণ কম, তাই বেশির ভাগ সংক্রমিতই একে পাত্তা দেননি। শরীরে ওমিক্রন থাকা অবস্থাতেই ঘেরিয়ে পড়েছেন চাইরে। দায়িত্ব নিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন ভাইরাসটিকে।

ওমিক্রনের প্রভাব সচেতন মারাত্মক অবস্থায় পৌঁছায় পঞ্চম দিনে। অথচ উপসর্গের পরিমাণ তখনও এমন কিছু থাকে না। তাই বেশির ভাগ মানুষই ওই সময়ে অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন এবং ভাইরাসটিকে ছড়াতে সাহায্য করছেন। এমনই মত চিকিৎসকদের।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/how-does-omicron-spread-so-fast-a-high-viral-load-isn-t-the-answer-31642741763342.html>

640. Isolation Period for Omicron Infection: ওমিক্রনের জীবাণু কত দিনে সবচেয়ে বাড়ে? জেনে নিন ওই সময়ে কী কী করবেন না

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 20 Jan 2022, 10:20 AM IST

• লেখক Suman Roy

- এছাড়া জায়গায় ওমিক্রন সংক্রমণের জন্য আইসোলেশনের সময়সীমা কমানো হচ্ছে। এটি কি ঠিক?

ওমিক্রনের জীবাণু সংক্রমণ ঘটালে তেমন ভাবে কোনও উপসর্গ দেখা দেয় না অনেকের ক্ষেত্রেই। ওমিক্রন সংক্রমণ হলে আইসোলেশনের সময়সীমা তাই এছাড়া জায়গাতেই কমানো হচ্ছে। কোভিড সংক্রমণের গোড়ার দিকে যেখানে আইসোলেশনের সময়সীমা ছিল ন্যূনতম ১০ দিন, তা ওমিক্রনের ক্ষেত্রে অনেক জায়গাতেই হয়ে দাঁড়িয়েছে ৭ দিন। হালে ইংল্যান্ডে তা নেমে এসেছে ৫ দিনে। কিন্তু এটি কি ঠিক? সম্প্রতি ইংল্যান্ডের কয়েক জন চিকিৎসানী ওমিক্রনের জীবাণু মানুষের শরীরে কীভাবে এবং কত সময় পর্যন্ত টেঁচে থাকতে পারে, তা নিয়ে গবেষণা করেছেন। দেখা গিয়েছে, এই জীবাণু সপ্তাহে পাঁচদিনের মাথায়।

কিন্তু আইসোলেশনের সময়সীমা কমানো হচ্ছে কেন? চিকিৎসানীরা বলছেন, যেহেতু ওমিক্রনে উপসর্গের পরিমাণ কম, তাই অনেকেই ভাবছেন, এটির জীবাণু আর শরীরে নেই। ফলে তারা আইসোলেশনে থাকতে চাইছেন না। এটি ঠিক পদ থেকে আনছে। এছাড়া সামাজিক চাপও আছে। আইসোলেশনে থাকার ফলে কমছে আয়। আর সেই কারণেই যত দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফেরা যায়, তার চেষ্টা করছেন সকলেই।

কিন্তু এটি মোটেই ঠিক সিদ্ধান্ত নয়। তেমনই বলছেন চিকিৎসানীরা। তাদের কথায়, কোভিডের জীবাণু যেহেতু ঠিক পাঁচ দিনের মাথায় সপ্তাহে মারাত্মক আকার ধারণ করে, তাই পাঁচ দিন আইসোলেশন মোটেই কোনও কাজের কথা নয়।

ওমিক্রন সংক্রমণ হলে কী করবেন না?

চিকিৎসানীদের মতে, আপনার শরীরে যদি উপসর্গ সেভাবে দেখা নাও দেয়, তাহলেও দ্রুত আইসোলেশন থেকে পেরিয়ে পরিবারের প্রাণীদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেন না। ১০ দিন অন্তত আইসোলেশনে থাকা ভালো। আর এমন কোনও মানুষের সামনে এই সময়ে যাবেন না, যাঁর জটিল অসুখ রয়েছে। ক্যানসার আক্রান্ত বা ডায়াবিটিসের রোগীদের কাছে যাওয়া থেকে এড়িয়ে চলুন। কারণ আপনার কারণে তাঁদের সমস্যা বাড়তে পারে।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/omicron-viral-load-can-be-at-its-highest-at-day-five-31642653223642.html>

641. Lalgarh: পায়ের ছাপের পর ছাগলের আধখাওয়া দেহ, আতঙ্কে

লালগড়

নিজস্ব সংবাদদাতা

লালগড় ২২ জানুয়ারি ২০২২ ০১:৩৬



এখানে ছাগলের দেহ আধখাওয়া অৱস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পাওয়া যায়।

—নিজস্ব চিত্র

কয়েক দিন ধরে লালগড়ের জঙ্গলে অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ পাওয়া যাচ্ছিল। তা নিয়ে আতঙ্কের মধ্যেই শুক্রবার নতুন করে আতঙ্ক ছড়ালো জঙ্গলে একটি ছাগলের আধখাওয়া দেহ। শুক্রবার দুপুরে লালগড় থানার কন্যাপালি গ্রাম লাগোয়া জঙ্গলে একটি ছাগলের দেহ আধখাওয়া অৱস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পান টিমলা মাহাত নামে এক বৃদ্ধা। তিনি জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিলেন। টিমলা বলেন, “বৃহস্পতিবার ভয়ে জঙ্গলে যাইনি। শুক্রবার দুপুরে দেখি একটি ছাগল আধখাওয়া অৱস্থায় পড়ে রয়েছে জঙ্গলের ভিতরে। একটা ঝড় জন্তু দেখেছি। মনে হচ্ছে দুটো জন্তু আছে। হাতে তো একটা কাটারি ছিল, তেড়ে এলে মোকাটলা করার জন্য। জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিলাম।” তাঁর দাবি, জন্তুটি তেড়ে আসার মতো হংকার দিচ্ছিল। গায়ে ছাপ ছাপ দাগ আছে বলেও দাবি করেছেন টিমলা। স্থানীয় হরশঙ্কর মাহাত বলেন, “শেষ কিছু দিন ধরে একটা অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওটা আসলে কিসের কেউ বলতে পারছে না। বৃহস্পতিবার থেকে একটি ছাগল নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। জঙ্গলে আধখাওয়া অৱস্থায় ছাগলটি পড়ে থাকতে দেখা যায়।” এই ঘটনা ২০১৮ সালের স্মৃতি উস্কে দিচ্ছে গ্রামবাসীদের মনে। এ দিন খৱর পেয়ে বনদফতরের কর্মীরা যান ঘটনাস্থলে। ডিএফও (মেদিনীপুর) সন্দীপ রোয়াল বলেন, “কয়েক দিন আগে যে পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল তা নেকড়ে বলে মনে হয়েছিল। এ দিন জঙ্গলে একটি ছাগলের অর্ধেকটা পাওয়া গিয়েছে। বন দফতরের কর্মীরা বিষয়টির উপর নজর

রাখছেন। আতঙ্ক ছড়ানোর কিছু নেই। তও কী ধরনের জন্তুর কথা ংলছেন গ্রামােসীরা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।”

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/midnapore/half-eaten-body-of-goat-found-in-lalgarh-dgtld/cid/1324874>

642. Iron ore sludge pond breaks in Sambalpur

Paddy and vegetable fields and poultry farms inundated with iron ore slurry after wall of a steel plant collapsed

By [Ashis Senapati](#)

Published: Friday 21 January 2022



📷 Iron ore sludge at Thelkoloi village under Rengali block in Odisha's Sambalpur. Photo: Ashis Senapati

A portion of the wall of an iron ore slurry pond at a steel plant, belonging to Jindal Steel Works (JSW) Ltd collapsed January 20, 2022, leading to iron ore slurry inundating the vicinity.

The guard of the Bhusan Steel plant, at Thelkoloi village under Rengali block in Odisha's Sambalpur district was reported missing, according to a local official.

“It is not clear how the slurry pond broke. We are investigating the causes of the incident,” Damayanti Sahoo, the tehsildar of Rengali, who visited the spot January 21, told this reporter.

“The slurry spread across whole fields and destroyed our vegetable crops,” an affected farmer of Thelkoloi, said.

Ranjit Ghosh, an official of the Bhusan Steel plant, said the company will conduct a probe and will also clean the farmlands affected by the sludge. "The damaged pond will be repaired and strengthened," he said.

Manoj Meher, a resident of Thelkoloi, said the wall of the slurry pond caved in due to poor construction work. "We don't want the plant to be shut down. All we seek is that the source of pollution be checked," Ramesh, a local, said.

"The damage is extensive. The slurry pond broke around 9.30 pm and the slurry entered nearby agricultural land, houses and poultry farms. The wall around the slurry pond was weak and gave way. This is sheer negligence," Prasant Sahoo, a local, said.

Officials of Odisha State Pollution Control Board (OSPCB) visited the spot January 21 to investigate the reason behind the collapse of the wall of the iron ore sludge pond.

The OSPCB will soon serve a show cause notice to the steel plant over the collapse of the wall, Ramesh Kumar Ekka, the regional officer of OSPCB, Sambalpur, said.

The incident has led to protests in the area, with the affected villagers demanding that the plant authorities provide them adequate compensation for crop loss and sludge removal from the affected areas.

In 2017, the wall of an ash pond of Vedanta's aluminum plant in Odisha's Jharsuguda district collapsed following which ash slurry inundated many acres of paddy fields in Katikela village.

<https://www.downtoearth.org.in/news/pollution/iron-ore-sludge-pond-breaks-in-sambalpur-81235>

644. Rainfall changes could impact global manufacturing, services sectors

India needs to identify risks in each sector and safeguard them from climate change as we move forward, says experts

By [Rohini Krishnamurthy](#)

Published: Friday 21 January 2022



📷 The manufacturing sector in India is vulnerable to climate change.

Increases in the number and days of rainfall and severity of downpour, due to human-induced climate change, may deal a blow to global economic growth, a new study has suggested.

These changes are likely to take a higher toll on the manufacturing and services sectors, according to the [findings published in *Nature*](#).

Extreme rainfall will affect every sector. "But if you look at the total gross domestic product (GDP) output, agriculture's share is low. The biggest value addition happens in the services and manufacturing sectors," Vaibhav Chaturvedi, fellow at the think tank, Council on Energy, Environment and Water (CEEW), told *Down To Earth*. He was not involved in the study.

[An earlier study](#) had estimated that an increase in global mean surface temperature by about 3.5 degrees Celsius (°C) could reduce global economic output by 7-14 per cent in 2100. The findings suggested that the damages could be more significant in tropical and poor regions.

In the present study, researchers from Potsdam Institute for Climate Impact Research looked at how rainfall patterns hurt the economy. The group compared daily rainfall data with subnational economic output from 77 countries between 1979 and 2019.

An increase in the number of days with rainfall exceeding one millimetre led to a substantial decline in growth rates. A rise in extreme rainfall days contributed further to this loss, the study found.

Extreme daily rainfall is the annual total of rain on days that exceed the 99.9th percentile of the distribution of daily rainfall between 1979 and 2019.

"This suggests that increases in both the number and severity of extreme rainfall days within a given year reduce economic productivity," the researchers wrote in their study.

These findings provide important insights on the actual costs of climate change, Leonie Wenz from the Potsdam Institute for Climate Impact Research and one of the study's authors said.

Impacts on nations

The study suggests that increasing wet days and extreme rainfall will likely hit prosperous countries harder. This is because these countries rely more on the manufacturing and services sectors.

In India, the agriculture sector is the most impacted. This is because of the quantum of the people involved and the economic

share that agriculture provides, *Abinash Mohanty*, programme lead in the Risks and Adaptation team at CEEW, told *DTE*. "Then comes the manufacturing and services sector," he added.

Between 2020 and 2021, the share of agriculture in total employment [stood at 39.4 per cent](#). The percentage share of Gross Value Added to the country [was 20.2 per cent during the same period](#).

Small and marginal farmers suffer the most. "When the monsoon starts going haywire, it is a very scary situation for the Indian farming community," Chaturvedi said.

Between September and October 2021, India witnessed 125 extremely heavy rainfall events – the highest in five years, according to data from the India Meteorological Department (IMD). It is considered 'extremely heavy' when rainfall crosses the 204.4 mm mark.

In 2021, cyclonic storms, flash floods, landslides, and cloudbursts destroyed 5.04 million hectares (mha) of crop area in India, Narendra Singh Tomar, Union minister of agriculture and farmers' welfare, [told the Lok Sabha November 30](#).

More recently, Odisha's Nuapada district [reportedly saw five times higher](#) rainfall than usual in January 2022, destroying thousands of acres of rabi crops.

Events like these are shocks to India's agrarian economy. Recovering from this is hard for the farming community, Chaturvedi said.

The study also offers important lessons for India as the country aims to become a manufacturing hub. The sector currently contributes roughly [17 per cent](#) to GDP. Its share in employment was 7.3 per cent in 2020-2021.

According to India Brand Equity Foundation projections, India can add more than [\\$500 billion annually](#) to the global economy.

But the manufacturing sector is vulnerable to climate change. It "is heavily dependent on supply chains and supply chains are heavily disrupted during extreme weather events," Mohanty said.

The study by Wenz is a reminder to invest in adaptation. "Shocks only happen when we are not ready," Chaturvedi said.

Adapting to changing times

Farmers in Tamil Nadu's Nagapattinam, faced with saltwater intrusion, are cultivating salt- and water-tolerant crops, Chandra Sekhar Bahinipati, assistant professor at Indian Institute of Technology (IIT), Tirupati, told *DTE*. He estimated that 30-40 per cent of them have done so.

Altering sowing dates, investing in irrigation and availing insurance in addition to changing crop varieties, are some of the adaptation options available to farmers.

Barring a few instances, there's limited evidence on what farmers are doing on the ground, Bahinipati pointed out. Studies in this area are scarce, especially from North East India, Kerala, and Karnataka, he added.

Finding answers to what farmers are doing would enable researchers to assess the positive and negative impact of these adaptations, Bahinipati added.

This information will help craft appropriate policies and instruments that help farmers cope better with shocks, a [report from the](#) *Central Research Institute for Dryland Agriculture* read.

Mohanty also shares this view. He said there had been instances of communities coming together to mitigate risks. "These

solutions have never been extrapolated or scaled up. Mapping of best practices is important to scale these ideas in a larger context," he said.

A few studies have conducted field surveys. One [found class differences](#) in how farmers adapted to climate change. [Another observed that](#) educated farmers were more likely to change agricultural practices.

Bahinipati also highlighted another issue: Studies on adaptation have a small sample size. A study that has surveyed 500-2,000 households in Andhra Pradesh does not represent the entire state, the IIT scientist explained.

Also, a one-size-fits-all adaptation approach will not work as India has different agro-climatic zones. "A measure having a positive benefit in Gujarat might not have the same effect in Andhra Pradesh," he said.

One solution, according to Bahinipati, would be to incorporate climate-related adaptation strategies data in the [Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings of Households in Rural India](#) report. This is brought out by the National Sample Survey Organization (NSSO).

"The NSSO can be used as a representative of India because they are surveying close to 50,000 households in India," he said.

There's more. India does not have data on losses in economic sectors, according to Mohanty. He said the CEEW is in the process of developing one such report.

This data is essential because there's no empirical evidence to suggest manufacturing and services sectors will be impacted in India, Mohanty said.

India needs to identify risks in each sector and safeguard them from climate change as we move forward. Providing climate-proof infrastructure to the labour force in the manufacturing industry is a step in that direction, Mohanty explained.

The supply chain sector also needs protection. The whole ecosystem needs an overhaul in these changing times, he said.

<https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/rainfall-changes-could-impact-global-manufacturing-services-sectors-81227>

645. Omicron reinfection: How likely is it? Experts weigh in

The sensitivity of RT-PCR tests may play a role in this phenomenon, Indian researchers think

By [Taran Deol](#)

Published: Friday 21 January 2022



Several people in South Africa, the epicenter of the new wave, have been infected with the omicron variant of SARS-CoV-2 after recovering from the disease caused by the virus, anecdotal evidence showed.

Health experts are divided over if this is a characteristic of the fifth variant of concern. It is certainly possible, said Stanley Weiss, a professor at the Rutgers New Jersey Medical School and department of Epidemiology at the Rutgers School of Public Health. "Omicron is highly contagious and it would appear to not induce fantastic protective immunity."

Dr Thomas Russo, professor and chief of infectious disease at the University at Buffalo in New York, told the media "if you had a mild infection, didn't get a very good immune response,

and you get exposed again with a big dose of the virus, it's definitely possible."

Omicron reinfection is possible in immunocompromised persons as well, said Dr Eric Feigl-Ding, epidemiologist, health economist and a senior fellow at the Federation of American Scientists. The expert concurred that a reinfection after a recent omicron infection is entirely possible.

What Indian experts say

An omicron wave is ripping through India, with nearly 10,000 cases across the country and a daily positivity rate of 16.41 per cent. The appalling tally was logged in a month's time. Experts, however, are yet to see repeat omicron infections in the country.

Shahid Jameel, eminent virologist and former head of the Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium (INSACOG), told *Down To Earth*:

This is a little unusual. Omicron really hasn't been around for that long. Once someone is infected, they raise an immune response against it. Someone getting reinfected so quickly is a low possibility but possible still in someone who has a very weak immune system.

Quick reinfection would have been observed with delta and other previous variants as well if the omicron reinfection is possible, he added.

Antibodies do wane over time but not so quickly, he said, stressing that omicron has been in India for a very short time, he said. "I would not go by anecdotal evidence so early on.

The varying sensitivity of RT-PCR (Reverse transcription polymerase chain reaction) tests can be a reason behind the "omicron reinfections", according to Giridhar R Babu, head of Public Health Foundation of India.

"If someone has been infected with omicron, has recovered and tested negative but tests positive soon after, it may not necessarily mean they've been infected twice," he said. A more sensitive test might still pick up the virus, the expert added.

One prolonged episode of infection is more likely than two incidental episodes of omicron infection, according to Babu.

"Recovery time with an omicron infection is fast but symptoms like sore throat and fatigue may linger for a long time."

The observation that omicron is faster to come and go is true only for now, he explained. "We still need to understand the impact this variant has on long COVID-19 cases," he said, adding that he is yet to see any real data from South Africa, the United Kingdom, the United States and even India.

Past infections from preceding variants hardly provide any protection against omicron, studies have confirmed. A previous infection provided 85 per cent protection against a reinfection for around six months, a report from the Imperial College London COVID-19 response team found. Protection against reinfection has fallen to 19 per cent against an Omicron infection, the study showed.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/omicron-reinfection-how-likely-is-it-experts-weigh-in-81222>

The Indian Express

647. UK designates Omicron sub-lineage a variant under investigation

●The BA.2 is being investigated but has not been designated a variant of concern so far.

By: **Reuters** |

Updated: January 22, 2022 1:34:14 pm



Initial analysis made by Denmark's SSI showed no difference in hospitalisations for BA.2 compared to BA.1.

The UK Health Security Agency on Friday designated a sub-lineage of the dominant and highly transmissible Omicron coronavirus variant as a variant under investigation, saying it could have a growth advantage. The BA.2, which does not have the specific mutation seen with Omicron that can help to easily distinguish it from Delta, is being investigated but has not been designated a variant of concern.

"It is the nature of viruses to evolve and mutate, so it's to be expected that we will continue to see new variants emerge," Dr Meera Chand, incident director at the UKHSA, said. "Our continued genomic surveillance allows us to detect them and assess whether they are significant."

Britain has sequenced 426 cases of the BA.2 sub-lineage, and the UKHSA said that while there was uncertainty around the significance of the changes to the viral genome, early analysis suggested an increased growth rate compared to the original Omicron lineage, BA.1. The UKHSA said that 40 countries had reported BA.2 sequences, with the most samples reported in Denmark, followed by India, Britain, Sweden and Singapore. In Denmark, BA.2 has grown rapidly. It accounted for 20% of all Covid-19 cases in the last week of 2021, rising to 45% in the second week of 2022. Anders Fomsgaard, researcher at Statens Serum Institut (SSI), said he did not yet have a good explanation for the rapid growth of the sub-lineage, adding he was puzzled, but not worried.

"It may be that it is more resistant to the immunity in the population, which allows it to infect more. We do not know yet," he told broadcaster TV 2, adding that there was a possibility that people infected with BA.1 might not be immune from then catching BA.2 soon after.

"It is a possibility," he said. "In that case, we must be prepared for it. And then, in fact, we might see two peaks of this epidemic. "Initial analysis made by Denmark's SSI showed no difference in hospitalisations for BA.2 compared to BA.1.

<https://indianexpress.com/article/world/uk-designates-omicron-sub-lineage-a-variant-under-investigation-7736574/>

Down to earth

643. Breaking bad: 8 Gaya villages shift away from growing opium

Economically viable crops, skill development encourage villagers

By [Vivek Mishra](#)

Published: Friday 21 January 2022



📷 A sewing workshop organised by the forest department in Gaya district

Sakaldev Yadav of Chotki Chapi village in Bihar's Gaya district is growing lemongrass on a small portion of his 2.4 hectare (ha) paddy field for the first time. He has already invested Rs 25,000 in procuring the seeds and hopes to earn a handsome return five years later when he processes the harvested crop into oil and sells it for Rs 1,300-1,500 a litre. Besides the monetary gains, Yadav is excited about the lemongrass crop for another reason.

If harvested successfully, his family will never have to go back to growing opium again. Almost all families in his village have been growing opium illegally for over a decade. "In 2009, when I was about nine years old, there was widespread poverty in the village. Apart from selling dry wood at a market 15 kilometres away, we had no other steady source of income," says Yadav.

So, residents turned to opium farming as it assured a steady income of at least Rs 1 lakh a year for 0.4-0.8 ha of the crop. There was a huge demand from Punjab, Haryana, and Rajasthan, he recalls.

Over time, the crop also became the reason the entire village started to live in constant fear of police raids and arrests.

According to government data, opium crops in over 400 ha have been destroyed through raids in the four years between 2015-16 and 2018-19. At its peak, opium was cultivated in over 1,300 ha in Gaya district, of which 300 ha was inside the Gautam Buddha Wildlife Sanctuary.

Fed up with the raids, women farmers from Chhotki Champi and seven other neighbouring Gaya villages in 2019 reached out to the local administration for help.

"We knew our approach to stop opium cultivation by force was not working, so we joined with the women to spread awareness against it," says Abhishek Kumar, divisional forest officer, Gaya.

The forest department started by organising skill development trainings for the farmers in bee-keeping, sewing, besides introducing them to lemongrass, drumstick trees (*Moringa oleifera*) and mahua (oil-nut or *Madhuca longifolia*) flowers. Next, the district administration released funds to set up processing units in the villages.

Jaigir village, for example, now has a lemongrass oil processing unit. Similar units have been set up in different villages to process honey and drumstick powder, and manufacture tilkut (a sweet made from mahua flowers). The forest department currently sells the products under the brand name Aranyak.

Kumar says the initiative has reduced the opium cultivation in the region as it has given a lucrative alternative to opium

farming and generated employment. He believes that the success of the initiative will attract the remaining opium farmers in the days to come.

<https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/breaking-bad-8-gaya-villages-shift-away-from-growing-opium-81202>

648. সাধারণ রোগে পরিণত হতে চলেছে কোভিড, দাবি করল ল্যানসেট

লন্ডন: সুড়ঙ্গপথের শেষটা সম্ভবত আর দূরে নেই। আলোর দিশা খুঁজাচ্ছেই। ল্যানসেট জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র থেকে অন্তত সেই ইঙ্গিত মিলছে। সেখানে দাবি করা হল, কোভিড-১৯ সংক্রমণ আমাদের সঙ্গেই থাকবে। কিন্তু, সম্ভবত খুঁজা শীঘ্রই বিশ্বব্যাপী মহামারীর অসান হতে চলেছে। প্রকাশিত স্টাডিতে বলা হয়েছে, ওমিক্রনের চলতি ঢেউয়ের পরও কোভিড-১৯ সংক্রমণ ফিরে ফিরে আসবে। কিন্তু, বিশ্বব্যাপী মহামারী আর ফিরবে না। কোভিড-১৯ হয়ে উঠবে আর পাঁচটা রোগের মতো। আমাদের সমাজ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে চলতে হবে তাকে নিয়েই। সার্স-কোভ-২ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সরকারগুলির কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেওয়ার দিন শেষ হতে চলেছে। ভবিষ্যতে মানব-স্বাস্থ্যে এই ভাইরাসের ক্ষতিকর প্রভাব অনেক কমে যাবে। কারণ, ইতিমধ্যেই জনগোষ্ঠীর ঝড় অংশ এই ভাইরাসের সান্নিধ্যে চলে এসেছে। শুধু তাই নয়, নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্টের মোকাবিলায় সক্ষম ভ্যাকসিন, অ্যান্টিভাইরালের উদ্ভাবন কাজটা অনেক সহজ করে দিয়েছে। পাশাপাশি, উচ্চ মানের মাস্ক, দূরত্ব বিধি মানার নিয়ম সহ চলতি অভিজ্ঞতাগুলি তুলনায় বেশি ঝুঁকির মুখে থাকা মানুষের প্রাণরক্ষায় সহায়তা করবে। ল্যানসেটে প্রকাশিত এই স্টাডিতেই দাবি করা হয়েছে, ওমিক্রনের মোকাবিলায় ভ্যাকসিনের তৃতীয় ডোজ অ্যান্টিবডি মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দিতে সক্ষম। এই গবেষণার নেপথ্যে রয়েছেন ব্রিটেনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ রিসার্চ এবং ফ্রান্সিস ক্রিট ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=15&id=344876>

649. বনবিভাগের আশ্বাস সত্ত্বেও বাঘের আতঙ্কে ভুগছে লালগড়

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: বনবিভাগের আশ্বাসে ভরসা পাচ্ছেন না এলাকাবাসী। অজানা জন্তুর পায়ের ছাপে লালগড়ে বাঘের আতঙ্ক অধ্যত। প্রসঙ্গত, লালগড় রেঞ্জের ভাইদি ট্রিটের অধীন কুমিরকাতা গ্রামে গত মঙ্গলবার প্রথম অজানা জন্তুর কয়েকটি পায়ের ছাপ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। মুহূর্তের মধ্যে লালগড়ের লক্ষণপুর ও কুমিরকাতা জঙ্গল এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গত বৃহস্পতিবার স্থানীয় কন্যাবালি গ্রামের গোপাল কিস্কুর একটি ছাগল নিখোঁজ হয়ে যায়। শুক্রবার জঙ্গলে ছাগলের খুঁলে খাওয়া দেহ পাওয়া যায়। এ ঘটনার পর এলাকায় বাঘ আতঙ্ক বেশি করে চেপে এসে।

এনটিভাগের পক্ষ থেকে অজানা জন্তুর পায়ের ছাপের নমুনা সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করা হয়। এনটিভাগ জানায়, এই পায়ের ছাপ নেকড়ে বা 'হুঁড়ার' বিশেষ জন্তুর। মোটেও ঘাঘের পায়ের ছাপ এগুলি নয়। কিন্তু এনটিভাগের আশ্বাসে ভরসা পাচ্ছে না এলাকাবাসী। কেন না এই একইভাবে ২০১৮ সালে অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ ঘিরে লালগড়ে ঘাঘ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ২০১৮ সালের ২ মার্চ মেলখেলিয়ার জঙ্গলে এনটিভাগের পাতা ক্যামেরায় রয়েল রেঙ্গল টাইগারের ছবি ধরা পড়ে। সেই ঘটনটিকে খাঁচাওন্দী করার জন্য বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালায় এনটিভাগ। তাদের সর্ব রকমের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অপরশেষে ২০১৮ সালের ১৩ এপ্রিল মেদিনীপুর সদর ব্লকের ঘাঘঘোরার জঙ্গল থেকে শিকারিদের হাতে মৃত অপরস্থায় রয়েল রেঙ্গল টাইগার একটি ঘাঘ উদ্ধার করে এনটিভাগ। সম্প্রতি এই ঘটনার পর লালগড় ও শালওনী ব্লক এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা জঙ্গলে গুরু, ছাগল চরানো ংক করে দিয়েছে। জঙ্গল লাগোয়া বিভিন্ন গ্রামে চলছে রাত পাহারা। গত শুক্রবার কন্যাওালি গ্রামের ংদ্রা ংমলা মাহাত দুপুরে পাশের জঙ্গলে পাতা সংগ্রহ করতে গিয়ে অজানা একই সাথে থাকা দুটি জন্তু দেখেছেন। তিনি ংলেন যে, জন্তু দেখেছি ওগুলি হুঁড়ার নয়। তারথেকে ংড়। একই সাথে দুটি রয়েছে। গায়ের ছাপা দাগ রয়েছে। মেদিনীপুরের এডিএফও ংদ্রদেও মণ্ডল ংলেন, আমরা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত ওই পায়ের ছাপ নেকড়ে জাতীয় জন্তুর। ঘাঘের পায়ের ছাপের ধারেকাছেও না এই পায়ের ছাপ। অনেকটা আঞ্চলিক ভাষায় যাকে 'হুঁড়ার' ংলে সেই প্রজাতির। অতীতে ওই এলাকায় ঘাঘ পাওয়া গিয়েছে। ফলে এলাকাবাসীদের ংদ্রারেও ঘাঘ আতঙ্ক রয়েছে।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=17&id=344866>

650. ভয়াবহ দাবানল ক্যালিফোর্নিয়ায়! আতঙ্কে বাড়িছাড়া বহু মানুষ

Published by: Biswadip Dey | Posted: January 22, 2022 5:02 pm | Updated: January 22, 2022 5:02 pm

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: গত ংছরের শেষে দাবানলে ([Wildfire](#)) ছারখার হয়েছিল আমেরিকার (US) ক্যালিফোর্নিয়া (California) সংলগ্ন ংস্তৃত অঞ্চল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ফের দাবানলের কংলে ক্যালিফোর্নিয়ার ংগ সার। শুক্রবার থেকে দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে আগুন, যাকে এখনও নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। দ্রুত এলাকা ছাড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের। নির্দেশ মেনে দলে দলে মানুষ ংড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন ংলে জানা গিয়েছে।

সংবাদ সংস্থা এপি সূত্রে জানা যাচ্ছে, কলোরাডো খাত সংলগ্ন অরণ্যে প্রথমে আগুন লাগে। পরে সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। প্রায় আড়াইশো একর এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে আগুনের লেলিহান শিখা। ফলে ংড়ছে আতঙ্ক। এই দাবানলকে ডাকা

হচ্ছে ‘কলোরাডো ওয়াইল্ডফায়ার’ নামে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে আগুনের ভিডিও। দেখে শিউরে উঠছেন নেটিজেনরা।

ইতিমধ্যেই আওয়াওয়াদিদরা পূর্ণাভাসে জানিয়েছেন, ওই এলাকায় প্রচলিত পাতাস এই শনিবার সারাদিন ধরেই। ফলে আরও দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে। ইতিমধ্যেই প্রিপরিস এড়াতে হাইওয়ে ১-এর অনেকটা অংশই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

গত বছরের একেবারে শেষেও দাওয়ানলে কলোরাডো প্রদেশের প্রচুর ঘরবাড়ি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। সপ্ত মিলিয়ে প্রায় ছ’শোটির মতো ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। যদিও প্রাণহানির খবর মেলেনি, আগে থেকে এলাকা খালি করে দেওয়ায়। রাতারাতি প্রায় কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই এলাকা ছাড়েন এলাকার বাসিন্দারা। দাওয়ানলে সপ্তচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় ডেনভার ও ব্রেন্ডার কাউন্টির মধ্যবর্তী দুই শহর লুইভিল ও সুপিরিয়রের।

কেন এবারের এভাবে দাওয়ানলের প্রকোপ লক্ষ করা যাচ্ছে? এর জন্য গ্লোবাল ওয়ার্মিংকেই দায়ী করছেন প্রিজ্ঞানীরা। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ধাক্কায় জলবায়ুর যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে তারই ফলশ্রুতি এই ধরনের প্রাকৃতিক প্রিপরিস।

<https://www.sangbadpratidin.in/world/wildfire-near-californias-big-sur-forces-evacuations/>

651. হাজির নতুন নয়া স্ট্রেন, ভ্যারিয়েন্টে বিদেশে ছড়াচ্ছে আতঙ্ক By Souptik Banerjee | Published: January 22 2022, 23:52 [IST] চলে এল নতুন ভ্যারিয়েন্ট। ওমিক্রন তো সারা বিশ্বকে ত্রস্ত করে রেখেছে। এর মধ্যেই জানা যাচ্ছে এসে গিয়েছে আরও একটা নতুন ভ্যারিয়েন্ট। নাম স্টেলথ ভ্যারিয়েন্ট। আট্‌স্কার হল করোনাভাইরাসের স্ট্রেন ওমিক্রনের নয়া সাও-স্ট্রেন। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে মাসেই এই নয়া সাও-স্ট্রেনের আট্‌স্কার করেন প্রিজ্ঞানীরা। এই সাও-স্ট্রেনের খোঁজ মিলতেই নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এখন ব্রিটিশ স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে নয়া প্রিএ.২ ভ্যারিয়েন্টটি নিয়ে গবেষণা চালু করেছেন। এই প্রিএ.২ ভ্যারিয়েন্টে মোট ৫৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এমনটাই চলছেন ব্রিটেনের প্রিজ্ঞানীরা। হু এর প্রিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই ওমিক্রনের তিনটি সাও-স্ট্রেন রয়েছে। এখনও পর্যন্ত গোটা বিশ্বে যত ওমিক্রন কেসের সিকোয়েন্সিং হয়েছে, তার মধ্যে থেকে দেখা গিয়েছে যে ৯৯ শতাংশই

ঢিএ.১ সাও-স্ট্রেন। হু ওলেছে ঢি.১.১.৫২৯ সম্পর্কে আরও গওেষণা চলছে। এই সম্পর্কে সওকিছু জানা যায়নি। এমনটাই ওলছেন ঢিজ্ঞানীরা। by TaboolaSponsored Links A hole in my son's heart is threatening to take his life. Help Ketto Learn More IIT Madras CCE & Intellipaath - Learn from IIT Madras Faculty Intellipaath by TaboolaSponsored Links A hole in my son's heart is threatening to take his life. Help Ketto Learn More IIT Madras CCE & Intellipaath - Learn from IIT Madras Faculty Intellipaath ডেনমার্ক, নরওয়ে এওং সুইডেনে মিলেছে ঢি.২ সাও-স্ট্রেন। ডেনমার্কের মোট ওমিক্রন আক্রান্তদের ২০ শতাংশ রোগী ঢি.২ আক্রান্ত। গত কয়েক এটি ৪৫ শতাংশ হয়ে গিয়েছে। সেখানে এক সপ্তাহে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজার মানুষ। করোনা ঢেউতে এত সংক্রমণ আগের কোনও ঢেউতেই হয়নি। তাই ইউরোপের অন্যান্য দেশেও আতঙ্ক ওাড়ছে নয়া এই সাও-স্ট্রেন নিয়ে। ঢিএ.২ দ্রুত ছড়ায়। তাই এই সম্পর্কে সতর্ক করেছেন ফ্রান্স এওং ভারতের ঢিজ্ঞানীরাও। তাঁরা ওলছেন, এটি অন্য সাও-ভ্যারিয়েন্টকে ছাপিয়ে যেতে পারে। এদিকে ওমিক্রন করোনার অন্য ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় কম ঠিপদে ফেলছে। দেখা গিয়েছে সমস্ত দেশেই যারা এতে আক্রান্ত হছেন তাঁদের উপসর্গ থাকছে মৃদু। তওে নয়া গওেষণা আওার একটু অন্য কথা ওলছে। ওলা হছে শিশুদের ওমিক্রনের সমস্যা ওেশি হতে পারে। অথচ দেখা গিয়েছে যারা ওয়ঙ্ক তাদের এই ওমিক্রন ওেশি আক্রমণ করছে। গওেষণা এও ওলছে কিছু না হোক ডেন্টার থেকে ওমিক্রনে ছোটরা ওেশি আক্রান্ত হছে। শিশুদের জন্য এটা ওেশি সমস্যা ওলে দাঢ়ি করছে গওেষণা। চিকিৎসকরা ওলছেন এতে ওাচ্চাদের শরীরে ওেশি উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। একটি পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এই কথা ওলা হছে। শিশুরোগ ঠিশেষজ্ঞরা ওলছেন, 'ওমিক্রনের উৎস্থল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেখানকার পরিসংখ্যান ওলছে, ৫ ওছরের কমওয়সি শিশুদের উপর ওমিক্রন ওেশি প্রভাও ফেলছিল। ঠিশেষ করে যে সও শিশু জটিল রোগাক্রান্ত অথওা যাদের ইমিউমিটি কম ওমিক্রন তাদের উপর ওেশি প্রভাও ফেলছে। সেটা পূর্ওের ভ্যারিয়েন্টে হয়নি।' শিশুরোগ ঠিশেষজ্ঞরা ওলছেন, ' ৫ ওছরের কমওয়সি শিশুদের সমস্যা ওেশি। তাদের সাওধানে রাখতে হওে। আমাদের দেশে অনেক জায়গাতেই অনেক শিশুর ইমিউমিটি কম। তাদের সমস্যা ওেশি হতে পারে। তাই ওাওা মাকে সতর্ক হতে হওে। সওার আগে ওাওা মাকে ভ্যাকসিন নিতে হওে। এখন ওাইরের কাউকে ওাড়িতে না ডাকাই ভালো। ডাকলেও ওেশি

ভিড় যেন না হয়। এই বিষয়গুলি নজরে রাখতে হবে।

Read more

at: https://bengali.oneindia.com/news/international/new-coronavirus-strain-creates-another-panic-153608.html?ref_medium=Desktop&ref_source=OI-BN&ref_campaign=Home_Special_Block

652. ওমিক্রন রোধেও কার্যকরী বুস্টার ডোজ, কমাচ্ছে হাসপাতালে ভর্তি, বলছে আমেরিকার গবেষণা By Sekhar Dubey | Published: January 22 2022, 23:34 [IST] ভ্যাকসিনের দুটো টিকা নিয়েও প্রচুর মানুষ করোনা সংক্রমিত হয়েছেন বিশ্বজুড়ে। যদিও অন্য ওয়েভগুলির তুলনায় এয়ার অনেক কম সংখ্যায় মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হচ্ছে এবং অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তাও অনেকটা কমা সম্প্রতি আমেরিকার একটি গবেষণা জানাচ্ছে দুটি ডোজ পর্যাপ্ত নয়, দুটি ডোজের পর বুস্টার ডোজ নিলে তাই মিলে পর্যাপ্ত সুরক্ষা। ইউএস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) এর তিনটি নতুন গবেষণা উঠে এসেছে যে বুস্টার ডোজ ওমিক্রনের বিরুদ্ধে হাসপাতালে ভর্তির ঝুঁকি ৯০ শতাংশ কমিয়ে দিতে পারে। প্রসঙ্গত ওমিক্রনের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন সুরক্ষার জন্য এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ঝড় গবেষণা। শুক্রবার প্রকাশিত ওই গবেষণায় আরও এলা হয়েছে যে, টিকা না নেওয়া ব্যক্তিদের করোনা সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি সপক্ষে বেশি। টিকাহীন ব্যক্তির গুরুতর উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালেও ভর্তি হতে পারেন। সিডিসির এই গবেষণার মূল বিষয় হল ভ্যাকসিন তৈরি ইমিউনিটি হ্রাস, এবং করোনা রোধে এমআরএনএ ভ্যাকসিন কার্যকারিতা। প্রথম গবেষণায় ২০২১ সালের অগাস্ট থেকে এখনও পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১০টি রাজ্যে প্রায় ৮৮ হাজার রোগীর নমুনা নিয়ে সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে দুটি ভ্যাকসিন নেওয়া ব্যক্তির ওমিক্রনের বিরুদ্ধে হাসপাতালে ৫৭ শতাংশ কম ভর্তি হয়েছেন। দ্বিতীয় শট নেওয়ার অন্তত ছ'মাস পরে বুস্টার ডোজ নেওয়া ব্যক্তির ওমিক্রন থেকে ৯০ শতাংশ ইমিউনিটি পেয়েছেন। এছাড়াও, বুস্টার ডোজ নেওয়া ব্যক্তির আবার করোনা সংক্রমিত হলেও ৮২ শতাংশের ক্ষেত্রে কোনও রকম এমার্জেন্সি মেডিক্যাল পরিসেবার প্রয়োজন হয়নি! গবেষণায় দেখা গিয়েছে শুধু দ্বিতীয় ডোজ যাঁ অন্তত ছয় মাস

আগে নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তা করোনা া ওমিক্রনের ঠিকুদ্ধে মাত্র ৩৮ শতাংশ কার্যকরী। সিডিসির দ্বিতীয় গণেষণাটি ২০২১ এর ৪ এপ্রিল থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৫ টি রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এং মৃত্যুর হারের দিকে নজর রেখে করা হয়েছে এং গণেষণায় দেখা গিয়েছে যে যারা দুস্টার ডোজ গ্রহণ করেছেন তাদের ওমিক্রন দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার সংখ্যাও তুলনামূলক কম।

Read more

at: https://bengali.oneindia.com/news/international/booster-dose-is-effective-against-omicron-reducing-hospital-admissions-153605.html?ref_medium=Desktop&ref_source=OI-BN&ref_campaign=Home_Special_Block&story=1

653. CoWIN-এর মাধ্যমে সত্যি কি কয়েক হাজার মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়েছে? রইল বিস্ফোরক তথ্য

- By **Kousik Sinha**
- | Updated: Fri, Jan 21, 2022, 23:13 [IST]

প্রশ্নের মুখে ভারতের নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য! কয়েক হাজার ব্যক্তির ব্যক্তিগত ডেটা (Personal Data) সরকারি সার্ভার থেকে ফাঁস হয়ে যাওয়ার অভিযোগ। যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম, মোবাইল নম্বর, ঠিকানা এং করোনা সংক্রান্ত (Covid-19 Test Result) তথ্য রয়েছে প্লে দাট।

এমনকি এই সংক্রান্ত তথ্য অনলাইনেও পাওয়া যাচ্ছে এলেও দাঢ়ি। এমনকি ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রাক্তিগত তথ্য 'রেড ফোরাম' নামল একটি ওয়েবসাইটে প্রিক্রি হচ্ছে এলেও প্রিস্থেফারক দাঢ়ি।

সম্প্রতি এমনই এক সাইটার অপরাধী এই প্রিষয়ে চাঞ্চল্যকর দাঢ়ি করেছে। তাঁর দাঢ়ি, প্রায় ২০ হাজারেরও বেশি মানুষের প্রাক্তিগত ডেটা তাঁর কাছে আছে। আর এই তথ্য কার্যত সামনে আসতেই চিন্তার ভাঁজ পড়ে যায় সাইটার প্রিশেষজ্ঞদের।

'রেড ফোরামে' দেওয়া ডেটা থেকে নাম, প্রয়স, মোবাইল নম্বর, ঠিকানা, তারিখ প্রাং করোনা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সামনে আসছে। সাইটার সুরক্ষা প্রিশেষজ্ঞ Rajshekhar Rajaharia টুইট করে দাঢ়ি করেন, প্রাক্তিগত পরিচিতিতে নাম প্রাং করোনা সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে।

শুধু তাই নয়, Rajaharia টুইট করে এলেন, PII, যেখানে করোনার আরটিপিসিআর রেজাল্ট প্রাং করোনা ডেটাও রয়েছে। আর তা সরকারি একটি সিডিএনের মাধ্যমে ফাঁস হচ্ছে এলে দাঢ়ি।

রেড ফোরামের মাধ্যমে সামনে সামনে নথি খতিয়ে দেখে জানা যাচ্ছে এই তথ্য ফাঁস হয়েছে কোওউইন পোর্টালে আপলোড করার সময়ে। সরকার করোনা সংক্রান্ত মহামারী প্রাং ভ্যাকসিনেশনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উপর অনেক বেশি ভরসা করেছে সরকার।

সরকারি প্রিভাগ মানুষকে করোনা সংক্রান্ত যে কোনও সাহায্যের জন্যে আরোগ্য সেতু প্রাংহার করার কথা এলা হয়েছে। যদিও এই খবর সামনে আসার পরেই সরকারি ভাও প্রিষয়টি খতয়ে দেখা হয়।

আর এরপরেই স্বাস্থ্য প্রাং পরিচার কল্যাণ মন্ত্রকের তরফে কার্যত সাধারণ মানুষকে আশ্বাস করে প্রিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে যে, CoWIN-এর মাধ্যমে ডেটা লিকের প্রিষয়টি আমরা তদন্ত করছি প্রিস্তারিত ভাও। ফাঁস হওয়া তথ্য কো-উইনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই এলেই দাঢ়ি মন্ত্রকের।

এমনকি এই প্রিষয়ে প্রিস্তারিত একটি তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে মন্ত্রকের তরফে। তাঁদের দাঢ়ি, অ্যাপের মাধ্যমে আমরা না কারোর ঠিকানা নিয়ে থাকি না ভ্যাকসিনেশনের সংক্রান্ত কোনও তথ্য এক জায়গাতে রাখি। ফলে CoWIN-এর মাধ্যমে ডেটা লিকের প্রিষয়টি ভুল এলেই দাঢ়ি মন্ত্রকের। সাধারণ মানুষের তথ্য সুরক্ষিত রয়েছে এলেই দাঢ়ি করা হয়েছে কেন্দ্রের তরফে।

https://bengali.oneindia.com/news/india/allegation-of-data-leaking-from-cowin-app-govt-denies-153553.html?ref_source=articlepage-Slot1-9&ref_medium=dsctp&ref_campaign=similar-topic-slider

654. ধ্বংসের থেকে ১০০ সেকেন্ড দূরে মানব সভ্যতা, বলছে ডুমসডে ক্লক

প্রহর ডেস্ক | January 23, 2022

ক্যালেন্ডারের পাতা উলটে ২০২১ সাল িদায় নিয়েছে াশ কিছুদিন হল। ভালোয় মন্দয় আরও একটা াছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু স া মিলিয়ে কেমন কাটল াছরটা? পাল্লাটা ভালোর দিকে াশি, নাকি খারাপের দিকে? া্যক্তিগত অনুভূতিকে দূরে সরিয়ে রেখে ারার সমগ্র মান াজাতির পক্ষে াছরটা কেমন গেল, তারই হদিশ দিল ডুমসডে ক্লক। প্রতি াছরের মতো াছরও এই ডুমসডে ক্লক (Doomsday Clock) রিপোর্ট প্রকাশ করা হল ালেটিন অফ অ্যাটোমিক সায়েন্টিস্টের পক্ষ থেকে। আর াজ্ঞানীদের হিস া ালছে, মান াসভ্যতা ধ্বংসের থেকে ঠিক ১০০ সেকেন্ড দূরে রয়েছে।

শুধু চলতি াছরই নয়, াগত ২ াছরের রিপোর্টেও াজ্ঞানীরা লিখেছেন সভ্যতা ধ্বংসের থেকে ঠিক ১০০ সেকেন্ড দূরে। অ াশ্য এই ১০০ সেকেন্ডের হিস াটা াকে ারেই প্রতীকী। মান াসভ্যতার শুরুৰ সময়কে ধরা হয়েছে ধ্বংস থেকে ১ মিনিট দূরে। সেই হিস াে সামগ্রিক াচারে প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক াং অন্যান্য াষয়গুলির হিস াে সভ্যতা কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটাই হিস া করেন াজ্ঞানীরা। াপাতভাে মনে হতে পারে, পরপর ৩ াছর াকই ফলাফল াসাটা কিছুটা াশাপ্রদ। অন্তত সভ্যতা নতুন করে ধ্বংসের দিকে াগিয়ে যাচ্ছে না। তে া াটাও মাথায় রাখতে হে, সৃষ্টির শুরু থেকে াখনই সভ্যতা ধ্বংসের স াচেয়ে কাছে াপস্থিত হয়েছে। অন্তত তেমনটাই ানাচ্ছে ডুমসডে ক্লক।

১৯৪৫ সালে শেষ হয়েছিল দ্বিতীয় াশ্বযুদ্ধ। সেইসঙ্গে হিরোশিমা াং নাগাসাকিতে ভয়ঙ্কর পারমাণবিক াস্থোরণের সাক্ষী ছিল গোটা পৃথিী। এই পারমানবিক াোমা তৈরি করেছিলেন ম্যানহাটন প্রোজেক্টের াজ্ঞানীরা। অ াশ্য তাঁদের ানেকেই শেষ মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে স াচেয়ে াল্লেখযোগ্য

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এং রবার্ট ওপনহাইমার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতিতে নিজেদেরও দায়ী মনে করেছিলেন তাঁরা। সেইসঙ্গে ঠিক করেছিলেন, মানুষকে ঠারঠার সতর্ক করে যাওয়াও প্রিজ্ঞানীদের কর্তব্য। তাঁদের নেতৃত্বেই ১৯৪৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় ডুমসডে ক্লকের টুলেটিন। সেই থেকে প্রতি বছর এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে আসছে।

প্রিজ্ঞানীদের মতে, ২০২১ সালে বেশ কিছু আশাপ্রদ ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে সচেতন গুরুত্বপূর্ণ করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কার। এছাড়াও কপ-২৬ সম্মেলন পরিবেশ সমস্যায় কিছুটা আশার ইঙ্গিত দিয়েছে। তবে আশঙ্কার কারণও বিশেষ কম নয়। সারা পৃথিবীতে নতুন করে সামরিক প্রস্তুতি বেড়েছে। আফগানিস্তান, সিঙ্গাপুরের মতো দেশে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ ভুলুগুটিত হয়েছে। তাছাড়া আমাজন সহ পৃথিবীর সমস্ত দৃষ্টি অরণ্যের পরিমাণ কমেছে আশঙ্কাজনক পরিমাণে। মেরুপ্রদেশে বরফ গলছে। আর এই সবকিছু মিলিয়ে প্রায় ২ বছরের চেয়ে বিশেষ উন্নতি বা অন্নতি কিছুই ঘটেনি। আর এই পরিস্থিতি যদি স্থায়ী হয়, তাহলে যে মানবসভ্যতাকে পাঁচানোর কোনো রাস্তাই থাকবে না, সে-কথাও মনে করিয়ে দিলেন প্রিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে, একমাত্র প্রিজ্ঞানই পারে এই সমস্যার সমাধান ঘটাতে। আর তার জন্য সবার আগে প্রয়োজন সামরিক যুদ্ধের খরচ কমিয়ে তা মানুষের কল্যাণকামী গবেষণায় খরচ করা। পাশাপাশি পৃথিবীর প্রতিটা দেশের মধ্যে মৈত্রীভাৱ গড়ে তোলাও বিশেষ প্রয়োজন।

<https://prohor.in/doomsday-clock-stuck-at-100-seconds-away-from-midnight>

655. পশ্চিমবঙ্গের করোনা পরিস্থিতির বড়ো রকমের উন্নতি, ১৭ জেলায় কমল

সক্রিয় রোগী

By

খবর অনলাইন

—

January 21, 2022

0



কলকাতা: ংড়ো রকমের উন্নতি হল পশ্চিমবঙ্গের করোনা পরিস্থিতির। এক ধাক্কায় চার শতাংশ কমল সংক্রমণের হার, তেমনই প্রচুর সংখ্যক টেস্ট হলেও নতুন সংক্রমণ নেমে এল দশ হাজারের নীচে। রাজ্যের ১৭টা জেলায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে। কলকাতাতে নতুন সংক্রমণ নেমে এসেছে তেরোশোর ঘরে।

রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি

স্বাস্থ্য দফতরের প্রকাশিত পুনেটিন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় গোটা রাজ্যে আক্রান্ত হয়েছেন ৯ হাজার ১৫৪ জন। এর ফলে এখনও পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৯ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭৪।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১৯ হাজার ১১২ জন। এর ফলে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট কোভিডজীর সংখ্যা ংড়ে হয়েছে ১৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯৯৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত কোভিডে প্রাণ হারিয়েছেন

মোট ২০ হাজার ২৬৫ জন। রাজ্যে মৃত্যুহার রয়েছে ১.০৪ শতাংশ। কিছু দিন আগেও মৃত্যুহার ছিল ১.২১ শতাংশ।

রাজ্যে ঐতমানে সক্রিয় রোগী রয়েছে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮১৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৯ হাজার ৯৯৩ জন সক্রিয় রোগী কমেছে রাজ্যে। রাজ্যে সুস্থতার হার রয়েছে ৯২.০৪ শতাংশ।

দৈনিক সংক্রমণের হার আরও কমল

সংক্রমণের দাপট কতটা রয়েছে সেটা ভালো করে ঢুঝতে গেলে দৈনিক সংক্রমণের হারের দিকে তাকাতে হয়। প্রতি ১০০ টেস্টে কত জনের রিপোর্ট পজিটিভ হচ্ছে, সেটাকেই সংক্রমণের হার ংলে।

গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে সংক্রমণের হার আরও অনেকটাই কমেছে। এই সময়সীমায় রাজ্যে ৭৩ হাজার ৭৩৮টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। ফলত, এ দিন সংক্রমণের হার ছিল ১২.৫৮ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে এই সংক্রমণের হারই প্রায় ৪ শতাংশ পড়েছে।

কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগণার পরিস্থিতি

কলকাতা ং ও উত্তর ২৪ পরগণায় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সংক্রমণ কমছে। শহরে গত ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ৩৭৫ ং ও উত্তর ২৪ পরগণায় ১ হাজার ৩১৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এই দুই জেলায় সুস্থ হয়েছেন যথাক্রমে ৫ হাজার ৫০২ ং ও ৩ হাজার ৫০১ জন। কলকাতায় ৪ আর উত্তর ২৪ পরগণায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

কলকাতায় এখন মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ১০৩, উত্তর ২৪ পরগণায় মোট আক্রান্ত ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭১০। কলকাতায় বর্তমানে সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩৭ হাজার ৫৬০ জন এবং উত্তর ২৪ পরগণায় ২৪ হাজার ৩৩৯ জন। দুই জেলায় মৃত্যু হয়েছে যথাক্রমে ৫৪৫৭ এবং ৫১৪০ জনের।

রাজ্যের বাকি জেলার চিত্র

গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গের বাকি ২১টি জেলায় সংক্রমণ এবং আগের দিনের তুলনায় কতটা বাড়ল বা কমল, দেখে নিন।

১) আলিপুরদুয়ার

নতুন করে আক্রান্ত -১৫৭

সুস্থ হলেন -১০৭

২) কোচবিহার

নতুন করে আক্রান্ত -১৯৮

সুস্থ হলেন -১৩৯

৩) দার্জিলিং

নতুন করে আক্রান্ত -৫০৪

সুস্থ হলেন -৪৫২

৪) কালিম্পং

নতুন করে আক্রান্ত -৫৮

সুস্থ হলেন -৪৫

৫) জলপাইগুড়ি

নতুন করে আক্রান্ত -৩১০

সুস্থ হলেন -২৯১

৬) উত্তর দিনাজপুর

নতুন করে আক্রান্ত -২৭৯

সুস্থ হলেন -২৭১

৭) দক্ষিণ দিনাজপুর

নতুন করে আক্রান্ত -১৯৫

সুস্থ হলেন -২০৬

৮) মালদহ

নতুন করে আক্রান্ত -৩৪৯

সুস্থ হলেন -৫৬৪

৯) মুর্শিদাবাদ

নতুন করে আক্রান্ত -৩৩২

সুস্থ হলেন -৩৭৪

১০) নদিয়া

নতুন করে আক্রান্ত -৪১৪

সুস্থ হলেন -৫৩৫

১১) ঐরভূম

নতুন করে আক্রান্ত -৭৫০

সুস্থ হলেন -৭৯৭

১২) পশ্চিম ঐর্ধমান

নতুন করে আক্রান্ত -৩৪৫

সুস্থ হলেন -৮৬২

১৩) পূর্ ঐর্ধমান

নতুন করে আক্রান্ত-৪২১

সুস্থ হলেন -৬৯১

১৪) ঝাঁকুড়া

নতুন করে আক্রান্ত -২৯১

সুস্থ হলেন -৩১৮

১৫) পুরুলিয়া

নতুন করে আক্রান্ত -১৭৪

সুস্থ হলেন -২৩৯

১৬) পূর্ণ মেদিনীপুর

নতুন করে আক্রান্ত -১৩৫

সুস্থ হলেন -২০৩

১৭) পশ্চিম মেদিনীপুর

নতুন করে আক্রান্ত-১৭১

সুস্থ হলেন -৩৯৮

১৮) ঝাড়গ্রাম

নতুন করে আক্রান্ত -৮৯

সুস্থ হলেন- ১৭৪

১৯) দক্ষিণ ২৪ পরগণা

নতুন করে আক্রান্ত -৬০৫

সুস্থ হলেন -১,১৯৪

২০) হুগলি

নতুন করে আক্রান্ত -৩৪১

সুস্থ হলেন -৯৮৫

২১) হাওড়া

নতুন করে আক্রান্ত -৩৪৪

সুস্থ হলেন -১,১৬৪

উল্লিখিত জেলাগুলির মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে হাওড়া (১১),
দার্জিলিং (৫), দক্ষিণ ২৪ পরগণা (২), জলপাইগুড়ি (১), মালদা (১), নদিয়া

(১), ঝাড়গ্রাম (১), পূর্ব মেদিনীপুর (১), পূর্ব ংর্ধমান (১) ংং পশ্চিম ংর্ধমান (১)।

<https://www.khaboronline.com/news/state/9154-new-covid-cases-recorded-in-west-bengal-in-last-24-hrs/>

656. CORONA: ৬ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুরা পাবেন বিশেষ সুবিধা, বড়ো ঘোষণা কেন্দ্র সরকারের

BharatNews 24x7 Desk 1 day ago



নতুন ংছরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই সারা দেশে সুনামির মতন ছড়িয়ে পড়ছিল করোনা ভাইরাস (COVID 19)। আক্রান্ত হচ্ছিলেন ংকের পর ংক সাধারণ থেকে শুরু করে অসাধারণ সকলেই ংমনকি ংদ পড়ছিল না শিশুরাও। তাই যেভাবে ংই মহামারী মাথাচাড়া দিয়েছে তাতেই নিঃসন্দেহে ংলা যেতেই পারে দেশে করোনার তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে।

তাই ংই মুহূর্তে যেহেতু ১৮ ংছরের ংশি ংয়স তাদের ংনেকে ভ্যাকসিন পেয়েছেন কিন্তু ১৮ থেকে ১৫ ংয়সী ংচ্চাদের জন্য টিকাকরণ শুরু হয়েছে সং মাত্র। তাই তাদের কথা মাথায় রেখে নতুন নির্দেশিকা জারি করলো কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। ংজ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, ৬ থেকে ১১ ংছর ংয়সী শিশুদের মাস্ক পড়ানো ংচিত কিনা সেটা ংখন থেকে ংক করংন ংভিভাংকরাই।

ংন্যদিকে ১২ ংছর ংয়সী ংয়স থেকে ংচ্চাদের ক্ষেত্রে ংডোদের সাথে কোথাও গেলে মাস্ক পড়া ংধ্যতামূলক। শুধু তাই নয় সেইসং ংচ্চাদের সাংন জল দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হং অথং ংয়ালকোহল-যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ং্যংহার ংধ্যতামূলক করা হয়েছে নতুন নির্দেশিকায়।

<https://www.bharatnews24x7.com/news/national-news/corona-6-to-11-year-old-children/34133/>

657. West Bengal School Reopening: বড় খবর! নবান্নে এল বিশেষ

প্রস্তাব, রাজ্যে স্কুল খোলা নিয়ে সিদ্ধান্ত শীঘ্রই...

রাজ্যে স্কুল চালু নিয়ে আলোচনার পথে নবান্ন

West Bengal School Reopening: স্কুল খোলার বিষয়ে আজ শুক্রবার মুখ্য সচিবের কাছে পাঠানো হল শিক্ষা দফতরের প্রস্তাব।

- [NEWS18 BANGLA](#)
- **LAST UPDATED** : JANUARY 21, 2022, 18:27 IST
- [SHARE THIS:](#)
- [SOMRAJ BANDOPADHYAY](#)

#কলকাতা: ফের স্কুল চালু করার তৎপরতা শুরু রাজ্যে। সূত্রের খবর, অঢিলস্বে স্কুল খুলতে চায় রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর (West Bengal School Reopening)। স্কুল খোলার (School Reopen) বিষয়ে আজ শুক্রবার মুখ্য সচিবের কাছে পাঠানো হল শিক্ষা দফতরের প্রস্তাব। বিষয়টি নিয়ে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের সঙ্গে খুঁ শীঘ্রই আলোচনায় আসতে চলেছে নবান্ন (Nabanna)। এমনটাই নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে (West Bengal School Reopening) নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত স্কুল চালু করতে চাইছে শিক্ষা দফতর। স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে আলোচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (School Reopen) নিতে পারে নবান্ন (Nabanna)। এমনটাই নবান্ন সূত্রে খবর।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহল থেকে স্কুল চালু (West Bengal School Reopening: করার দাবি উঠছে। স্কুল খোলা ও পড়ুয়াদের দ্রুত টিকাকরণের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে এআইডিএসও-সহ বেশ কিছু সংগঠন। আন্তর্জাতিক মহলও স্কুল চালু (School Reopen) করার কথা গুরুত্ব দেবে। ওয়াল্ড প্যাঙ্কের এক বিশেষজ্ঞও স্কুল না খোলার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। একই মত চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদদের একাংশের।

অন্যদিকে দেশের অন্যান্য রাজ্যেও স্কুল চালু হয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকার ইতিমধ্যেই স্কুল চালু করার ঘোষণা করেছে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা দফতরের তরফে স্কুল আবার চালু (School Reopen) করার প্রস্তাব মুখ্য সচিবের কাছে আজই পাঠানো হয়েছে। শিগগিরই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে রাজ্য এলে সূত্রের খবর।

স্কুল খোলার দাপিতে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়েছে ফেসবুকে। মুখ্যমন্ত্রীর থেকে একটি পোস্ট ভাইরাল হয়েছে। সেই পোস্টকে কেন্দ্র করে সেই সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে। তাতে शामिल হচ্ছেন সাধারণ মানুষ-সহ প্রিশিষ্টজনেরা।

এছাড়াও দু-দুটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে স্কুল-কলেজ-প্রশিক্ষিতাদ্যালয়-সহ রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার দাপিতে গতকাল একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। এর আগে মঙ্গলবারও একই দাপিতে আরও একটি মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। মামলাকারীর দাপি, মিটিং, মেলা, খেলা হলে কেন স্কুল খুলবে না।

<http://dhunt.in/r7Swo?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

658. Health Tips: করোনা আক্রান্ত হওয়ার কতদিনের মাথায় প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন?

<http://dhunt.in/r8TVC?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

659. Alarming Rise in Air Pollution in 6 Bengal Cities During December 2021: Study

Boys play cricket in a public park amidst heavy fog on a cold winter morning in Kolkata. (Image: Reuters)

Realtime monitoring data from six cities across the state was computed for the research.

- PTIKOLKATA
- LAST UPDATED: JANUARY 21, 2022, 18:38 IST
- FOLLOW US ON:

[Facebook](#)[Twitter](#)[Instagram](#)[Telegram](#)[Google News](#)

Air pollution in Kolkata and five other cities of West Bengal witnessed an alarming rise during December 2021 as compared to the corresponding period last year, a study by the Centre for

Science and Environment showed. Real-time monitoring data from six cities across the state was computed for the research.

"This is part of the air quality tracker initiative of the Urban Data Analytics Lab of CSE. The objective of this new analysis is to understand the quantum and nature of the winter pollution in major cities of West Bengal, which have real-time air quality monitoring said Avikal Somvanshi, programme manager, Sustainable Cities Programme-CSE. Durgapur, a major industrial hub of the state, recorded the most polluted air in the region in 2021 with an average annual PM 2.5 concentration of 80 ug/m3, he told PTI.

Haldia had the lowest 2021 average value of 39 ug/m3. PM 2.5 are tiny particulate matter less than 2.5 microns in diameter, and can enter deep into the lungs and even the bloodstream, experts said.

We have noticed that air pollution turns poor in synchronised form in Bengal from early December due to the onset of winter, and continues till January. Even the COVID-19 pandemic restrictions could not improve it, Somvanshi said. The weekly air quality index (AQI) average during December end-early January in Durgapur was 171, Howrah 148 and Kolkata 118.

An AQI between 0 and 50 is considered 'good', 51 and 100 'satisfactory', 101 and 200 'moderate', 201 and 300 'poor', 301 and 400 'very poor', and 401 and 500 'severe'.

"Considering it was an average of the daily AQI, the air quality was very poor, and an action plan needs to be implemented at the earliest.

This analysis shows that air pollution during winter is a problem in all the cities with Durgapur and Howrah experiencing poor and very poor days comparable to places in NCR and Uttar Pradesh , Somvanshi said.

<https://www.news18.com/news/india/alarming-rise-in-air-pollution-in-6-bengal-cities-during-december-2021-study-4683629.html>

660. সস্তায় করোনার বড়ি পাবে ১০৫ দেশ

বাংলাদেশসহ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর হাতে মলনুপিরাত্রির তুলে দিতে চুক্তি
সই।

এএফপি

রয়টার্স

জেনেভা

প্রকাশ: ২২ জানুয়ারি ২০২২, ০৮: ৫৯

অ+অ-

করোনাভাইরাসপ্রতীকী ছবি

করোনা মহামারির রাশ টানতে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে টিকা। আশা জাগিয়েছে করোনা চিকিত্সায় মুখে খাওয়ার ঐড়িও। তে এ ঐড়ির উচ্চমূল্যের কারণে এর সহজলভ্যতা নিয়ে শঙ্কায় ছিল নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলো। এমন পরিস্থিতিতে এগিয়ে এসেছে জাতিসংঘ ও মার্কিন ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান মার্ক। জাতিসংঘের সংস্থা মেডিসিনস পেটেন্ট পুলের (এমপিপি) এক চুক্তির ফলে মার্কের করোনা ঐড়ি সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহ করা হে ঐশ্বের ঐিভিন্ন প্রান্তে। এই সুঐধা পাে বাংলাদেশসহ ১০৫টি দেশ।

মার্ক তাদের করোনার ঐড়ি মলনুপিরাত্রির নামে ঐাজারজাত করেছে। গত অক্টোবরেই এক চুক্তিতে এমপিপিকে এই ঐড়ি উত্পাদনের আনুষ্ঠানিক অনুমতি দিয়েছিল মার্ক। এরপর নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোর হাতে ওষুধটি তুলে দিতে ওই চুক্তির আওতায় ঐশ্বের ২৭টি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নতুন চুক্তি করেছে এমপিপি। গত ঐহস্পতিার নতুন চুক্তির ঐষয়টি সামনে আনে জাতিসংঘের ওই সংস্থাটি। চুক্তি অনুযায়ী কিছু ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এই ঐড়ি সরবরাহ আগামী মাসে শুরু হে ঐলে আশা প্রকাশ করেছেন এমপিপির একজন মুখপাত্র।

এমপিপির চুক্তির তথ্যমতে, ঐশ্বের ২৭টি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাঁচটি মলনুপিরাত্রির কাঁচামাল উত্পাদনের ঐষয়টি দেখভাল করে। ১৩টি প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল তৈরির পাশাপাশি মার্কের ওই করোনার ঐড়িটি উত্পাদনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ঐাকি ৯টি প্রতিষ্ঠানের কাজ হে ওষুধটি যথাযথভাবে উত্পাদন করা। এই ঐড়ি উত্পাদন করার জন্য বাংলাদেশ, চীন, মিসর, জর্ডান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভিয়েতনাম থেকে ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ঐেছে নেওয়া হয়েছে।

মার্কের তথ্যমতে, করোনায় আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় পাঁচ দিনে এক কোর্স মলনুপিরাবির ংড়ি (৪০টি) গ্রহণ করতে হয়। মার্কের সঙ্গে করা এমপিপিচ চুক্তি অনুযায়ী, কম দামে মলনুপিরাবির উত্পাদনে কোনো রয়্যালটি নো না মার্ক। ফলে দরিদ্র দেশগুলোর ংসিন্দারা কম্রেশি ২০ মার্কিন ডলার খরচ করলেই এক কোর্স ংড়ি পােনে ংলে জানিয়েছেন সংস্থাটির এক কর্মকর্তা। সম্প্রতি করোনা চিকিৎসায় মলনুপিরাবিরের অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যেই মার্কের কাছ থেকে ১৭ লাখ কোর্স ংড়ি কিনতে রাজি হয়েছে দেশটি। মার্কিন সরকারের কাছে মার্ক প্রতি কোর্স ংড়ির দাম ধরেছে ৭০০ মার্কিন ডলার।

মার্কের মতোই করোনা চিকিৎসায় প্যাক্সলোভিড নামে মুখে খাওয়া ংড়ি এনেছে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক ংজাতিক ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ফাইজার। ফাইজারের করোনা টিকাও ংজারে রয়েছে। গত ডিসেম্বরে মার্কের মলনুপিরাবিরের পাশাপাশি প্যাক্সলোভিডের অনুমোদন দেয় মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ)। গেষণায় দেখা গেছে, ফাইজারের প্যাক্সলোভিড ও মার্কের মলনুপিরাবি ংড়ি ভাইরাস পুনরুৎপাদনের সক্ষমতা কমিয়ে দেয় ংং একপর্যায়ে ভাইরাসের শক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। মলনুপিরাবি ংড়ি ঝুঁকিতে থাকা করোনা রোগীর মৃত্যুঝুঁকি ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দেয়। ং ক্ষেত্রে মার্কের চেয়ে ফাইজারের ংড়ি কার্যকারিতায় ংগিয়ে। করোনায় আক্রান্ত হওয়া উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা রোগীদের মৃত্যুঝুঁকি কিংা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার হার প্রায় ৯০ শতাংশ কমিয়ে দেয় ফাইজারের প্যাক্সলোভিড।

এমপিপিচর এক মুখপাত্র ংলেছেন, চুক্তি ঠিকঠাকভাবে সামনে ংগোলে কম দামে মলনুপিরাবির সররাহ শুরু হাে ংগামী মাসের শুরুর দিকে। ওষুধগুলো সররাহ করা হাে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, ংলাদেশ, ইথিওপিয়া, ফিলিপাইন, মিসরসহ ১০৫টি দেশে।

তাে মলনুপিরাবিরের তুলনামূলক কম কার্যকারিতার কারণে দ্বিধায় রয়েছে ংনেক দেশ। যুক্তরাষ্ট্র ংড়িটির অনুমোদন দিলেও ংশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ ংখনো ং পথে হাটেনি।

সস্তায় গরিা দেশগুলোকে ংই ংড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে ংই চুক্তিকে ংরণীয় উল্লেখ করে ংমপিপিচর নির্াহী পরিচালক চার্লস গোর ংলেছেন, 'ংিশ্বে করোনায় আক্রান্ত গুরুতর রোগীদের চিকিৎসা সুিধা নিশ্চিত করতে ংই পদক্ষেপ খুাই গুরুত্বপূর্ণ। ংমরা ংশাােদী যে নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে ংই ংহপ্রত্যাশিত চিকিৎসা শিগগিরই সহজলভ্য হাে।'

<https://www.prothomalo.com/world/europe/%E0%A6%B8%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%9C%E0%A6%BF->

%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-

%E0%A7%A7%E0%A7%A6%E0%A7%AB-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6

661. বিশ্বে বায়ুদূষণে শীর্ষে ঢাকা

মো. আব্দুল্লাহ আল হোসাইন

ঢাকা

প্রকাশ: ২১ জানুয়ারি ২০২২, ২৩: ২০

অ+অ-

বায়ুদূষণফাইল ছবি

নির্মল চন্দ্র দাস সর্দিতে ভুগছেন প্রায় তিন মাস ধরে। রাজধানীর পূর্বাচলের ৩০০ ফিট রাস্তার কাঞ্চন ব্রিজ অংশে যানচাহনের ঢাকা মেরামত করেন তিনি। ১২ কিলোমিটারের মতো দীর্ঘ নির্মাণাধীন সড়কটি যেন ধুলার রাজ্য।

চলতি মাসের মাঝামাঝি কোনো এক টিকেলে ধুলায় মাখামাখি অসুস্থ্য নির্মলের সঙ্গে দেখা হয়। কথার ফাঁকে প্রথম আলোকে তিনি বলেন, ‘এই ধুলাঢালুর মধ্যে কাজকর্ম কইরা ঠান্ডা-সর্দি লাইগ্যা গ্যাছেগা। গরিব মানুষ; চলনতো লাগে পয়-পুলাপাইন লইয়া। এই কারণে ধুলাঢালুর মধ্যেই থাকি।’

নির্মলের মতো অনেক রাজধানীসীরাই এখন ধুলায় মাখামাখি অসুস্থ্য। ঢাকার বায়ুদূষণে ধুলার অপ্রদান প্রায় ৭৭ শতাংশ বেলে ঢাকা ট্রিশ্বিটিদ্যালয়ের এক গবেষণায় উঠে এসেছে। ২০০৩ সালে এ গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন ট্রিশ্বিটিদ্যালয়টির রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আব্দুস সালাম। সম্প্রতি তিনি প্রথম আলোকে বলেন, বর্তমানে বায়ুদূষণে ধুলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গাড়ি ও শিল্পকারখানার ধোঁয়া। বর্তমানে ঢাকাসে ধুলা আগের চেয়ে পরিমাণে বেড়েছে। তিনি আরও বলেন, ‘আগে এত মেগা প্রজেক্ট (ঢহৎ প্রকল্প) ও গাড়ি ছিল না। পাশাপাশি ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জলাশয় ভরাট হওয়ায় ধুলার নতুন উৎস জন্মেছে।’

এদিকে শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে বায়ুদূষণে বিশ্বের শহরগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অবস্থান ছিল শীর্ষে। রাত ১০টা ৭ মিনিটেও ঢাকার অবস্থান একই ছিল। তবে সারা দিন এ অবস্থানে কিছুটা হেরফের হয়। বৈশ্বিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী সুইজারল্যান্ডভিত্তিক ওয়েবসাইট ‘আইকিউ এয়ার’ থেকে ঢাকার বায়ুদূষণ নিয়ে এ তথ্য জানা গেছে।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ধুলা এমনভাবে বেশি। এরপর কয়েক বছর ধরে অনিয়ন্ত্রিতভাবে উন্মুক্ত পরিবেশে নতুন নতুন নির্মাণযন্ত্র চাড়ায়েছে ধুলাদূষণ। মেট্রোরেলের মতো বড় প্রকল্প, পূর্বাচল সিটি ও চিলার মতো কিছু অঞ্চল এও অজস্র ছোট আওতাসন প্রকল্প এর মধ্যে রয়েছে। যোগ হয়েছে মোহাম্মদপুরের বেড়িপাড়ার মতো খানাখন্দে ভরা কিছু রাস্তা। এসব স্থান ছাড়াও রাজধানীর প্রশস্তমুখ গাওতলী, যাত্রাঢাড়া, পূর্বাচল, কেরানীগঞ্জ, টঙ্গীসহ আরও কিছু এলাকায় ধুলার আধিক্য দেখা যায়।

এই অৱস্থার মধ্যেও গত বছর পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের প্রায়দূষণ রোধে নির্দেশিকার প্রস্তুতায়ন দেখা যায়নি। নির্দেশিকায় রাস্তা নির্মাণের সময় নির্মাণসামগ্রী ঢেকে রাখা, ট্রিটুমিনের ওপর ঢালু না ছিটিয়ে মিনি অ্যাসফল্ট প্ল্যান্টের মতো উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার, রাস্তার পাশের মাটি কংক্রিট বা ঘাসে ঢেকে দেওয়া, রাস্তা পরিষ্কারের ঝাড়ুর পরিবর্তে ভ্যাকুয়াম সুইপিং ট্রাক ব্যবহার, ঠড় সড়কে কমপক্ষে দুবার পানি ছিটানোর ব্যবস্থা নেওয়া—কোনোটি কার্যকর করার উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি।

স্বাভাবিকের ১০ গুণ ধূলাও পাওয়া গেছে

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ ট্রিবিমালা অনুসারে, এক বছরে প্রাতসে প্রতি ঘনমিটারে পিএম ২. ৫ (২. ৫ মাইক্রোমিটার বা এর চেয়ে ছোট প্যাসের প্রস্তুকণা) ১৫ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত অনুমোদিত। কিন্তু শীতে ঢাকার কিছু অঞ্চলে প্রাতসে স্বাভাবিকের চেয়ে ১০ গুণ ধূলাও পাওয়া গেছে।

ঢাকার ১০টি অঞ্চলে কোন ঋতুতে ধূলাদূষণ কেমন, তা ১০ মাস ধরে পরীক্ষা করছে স্টামফোর্ড প্রায়মণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস)। আওহাওয়াপ্রিদদের কাছে ঋতু মূলত চারটি, প্রাক-ঐর্ষা, ঐর্ষা, ঐর্ষ-পরপরী ও শীত (ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি)।

ক্যাপসের উপাত্ত অনুসারে, সচেষে ঐর্ষি ধূলাদূষণ হয়েছে শীতে। স্বাভাবিকের চেয়ে ১০ গুণ ধূলাদূষণ নিয়ে সচেষে দূষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ধানমন্ডি-মোহাম্মদপুর ঐর্ষিপ্রাধ এলাকা। সচেষে দূষণ ছিল তেজগাঁও ও আহসান মঞ্জিল এলাকায়, সেটিও স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ গুণ ঐর্ষি। এ ছাড়া প্রাক-ঐর্ষা ঋতুতে সচেষে দূষিত এলাকা ছিল শাহপ্রাগ, স্বাভাবিকের ৭ গুণ। ঐর্ষায় সচেষে দূষিত ছিল মিরপুর ও গুলশান এলাকা; স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ গুণ। ঐর্ষা-পরপরী ঋতুতে সচেষে ধূলাদূষণ ছিল তেজগাঁও এলাকায়; স্বাভাবিকের চেয়ে ৭ গুণ।

ক্যাপসের পরিচালক অধ্যাপক আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার ধূলাদূষণ পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি প্রথম আলোকে প্রলেন, ধূলা স্থানীয় উৎসে তৈরি, অন্য কোনো প্রান্ত থেকে আসছে না। যখন যে এলাকায় অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণকাজ হয়েছে, সেখানে ধূলাদূষণ ঐর্ষি হয়েছে।

এদিকে ঢাকা ট্রিশ্বপ্রিদ্যালয়ের অধ্যাপক আওদুস সালাম প্রথম আলোকে প্রলেন, ধূলার ফাইন পার্টিক্যাল শরীরের ফুসফুস, কিডনির ক্ষতি করে। ধূলার সিলিকন শিশুদের নরম ফুসফুস শক্ত করে দেয়। ব্লাড ক্যানসারেও ভূমিকা রাখে।

সরেজমিন

মোহাম্মদপুরের ঐর্ষিপ্রাধ-সংলগ্ন রাস্তা ও পূর্বাচলের ৩০০ ফিট রাস্তা জানুয়ারির মাঝামাঝি ঘুরে দেখেছেন প্রথম আলোর প্রতিনিধি। ৩০০ ফিটের রাস্তা দিয়ে দিনে কয়েক হাজার গাড়ি ঢাকায় প্রবেশ করে ও প্রের হয়। এ সময় ধূলার জন্য তাকাতে কষ্ট হয়। দেখা যায়, নির্মাণাধীন সড়কটির কিনারা ঘেষে ধূলা জমা হয়ে আছে। সড়কের পাশে কিছু দূর পরপর মাটির স্তূপ। রাস্তায় ট্রিটুমিনের ওপর ঢালু ব্যবহার করা হয়েছে।

এ পথে মোটরসাইকেলে যাতায়াত করেন পূর্বাচলের ২১ নম্বর সেক্টরের আরমান মিয়া।

তিনি বলেন, 'ধুলার জন্য এক জামা দ্বিতীয় দিন পরা যায় না। মোটরসাইকেল এক থেকে দুই দিন পরপর ধুইতে হয়। '

মোহাম্মদপুরের ঝেড়িওঁধ মোড় থেকে গাওতলী মোড় পর্যন্ত ঘুরে দেখা যায়, রাস্তা কিছুক্ষণ পরপর ভাঙা। সারাক্ষণই ধুলা উড়ছে। এ সড়কের বিভিন্ন দোকানে পণ্যের জোগান দেন আরিফুল ইসলাম। তিনি বলেন, এই রুটে মাল দিতে এলে সপ্ত সময়ই মাস্ক পরতে হয়। দম ঝঙ্ক হয়ে আসে ধুলায়।

দুই সিটি করপোরেশনের পানি ছিটানো উল্টো কমেছে

রাজধানীর ধুলাদূষণ রোধে গত বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি তিন দফা নির্দেশনা দেন হাইকোর্ট। ঢাকার প্রবেশপথগুলোতে ফায়ার সার্ভিস ও নগরীর ভেতরের রাস্তা-গাছে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনকে পানি ছিটাতে নির্দেশ দেওয়া হয়। আর পানির ঘাটতি হলে তা সরবরাহের নির্দেশনা দেওয়া হয় ঢাকা ওয়াসাকে। এরপরও ঠিকমতো পানি ছিটানো হচ্ছে না।

আগে মিরপুরের কিছু এলাকা এওঁ উত্তরা, গুলশানসহ কিছু এলাকায় পানি ছিটানো হতো এলে দাপি উত্তর সিটির। সম্প্রতি কেন কমেছে—এমন প্রশ্নের জবাবে উত্তর সিটির মেকানিক্যাল বিভাগের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, পানির গাড়িগুলো ভারী যান হলেও চালাচ্ছিলেন মাঝারি গাড়ির লাইসেন্সধারীরা। নভেম্বরে ময়লার গাড়ির ধাক্কায় একজন শিক্ষার্থী নিহত হওয়ার ঘটনায় গাড়িগুলো রাস্তায় পের হচ্ছে না। চালকদের লাইসেন্স এখনো নবায়ন না হওয়ায় এমনটা হচ্ছে।

অন্যদিকে দক্ষিণ সিটির শুধু ধানমন্ডি ৩২ এলাকায় একটি গাড়ি দিয়ে পানি ছিটানো হচ্ছে। দক্ষিণ সিটির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবু নাছের প্রথম আলোকে বলেন, দক্ষিণ সিটির পানি ছিটানোর গাড়ি আছে ৮টি। আগে বেশ কয়েকটি স্থানে ধুলার জন্য পানি দেওয়া হতো। এখন ওয়াসা থেকে পানি কিনতে হয়, যা ব্যয়বহুল। তাই পানি ছিটানো হচ্ছে না।

ওয়াসার একজন পরিচালক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'খাওয়ার পানি ব্যয়বহুল; প্রক্রিয়াজাত করতে হয়। টিনা মূল্যে দেওয়া সম্ভব নয়। সিটি করপোরেশন চাইলে নদীর পানিও তো ব্যবহার করতে পারে। '

অন্যদিকে ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা শাহজাহান শিকদার বলেন, আদালতের নির্দেশনায় বিভিন্ন স্টেশনের কাছের প্রবেশপথগুলোতে প্রায়ই পানি ছিটানো হয়। তপে সপ্ত সময় গাড়ি নিয়োজিত রাখা সম্ভব হয় না। অগ্নিকাণ্ডের জন্য ১২টি গাড়ি সপ্ত সময় প্রস্তুত রাখা হয়। অন্য কাজে নিয়োজিত রাখলে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু ও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

দূষণ রোধে গত বছর 'প্রায়দূষণ রোধ নির্দেশিকা' তৈরি করে সংশ্লিষ্ট সপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক মো. আশরাফ উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, 'ধুলা নিয়ন্ত্রণে পুরোপুরি ভালো অবস্থায় যেতে পারিনি, এটা ঠিক। কিন্তু উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছি।'

বড় দায় অপরিবর্তিত নগরায়ণের

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যানার্সের (প্রিআইপি) মতে, একটি আদর্শ নগরে ভূমি ও সড়কে অর্ধেক (৬০ ভাগ), সবুজ (২৫ ভাগ) ও পানি (১৫ ভাগ) থাকবে। এ ছাড়া শহরকে ঘিরে না করে নতুন শহর গড়ে তুলতে হয়। দুই অংশের মাঝে প্রফার এরিয়া (আঞ্চলিক রাস্তা, কৃষিজমি ও রাস্তাপ্রবাহ অঞ্চল) থাকবে।

প্রিআইপির সাধারণ সম্পাদক আদিল মুহাম্মদ খান প্রথম আলোকে বলেন, ঢাকা শহরের ক্ষমতার চেয়ে তিন থেকে চার গুণ স্থাপনা ধারণ করে আছে। এরপরও শিল্পায়ন, কংক্রিটের ভবন, আবাসন প্রকল্প হচ্ছে। প্রফার এলাকাগুলো মাটি ও রাস্তা দিয়ে ভরাট করে নির্মাণযুক্ত চলছে। ফলে দূষণ রোধের এলাকাগুলো উল্টো দূষণ প্রদর্শন করেছে। শুধু পানি ছিটিয়ে উষ্ণ আবহাওয়ায় ধুলা প্রশিক্ষণ ভিজিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

<https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE>

662. Birth and Death Certificate: এ বার বাড়িতে বসেই মিলবে জন্ম-

মৃত্যুর শংসাপত্র, জানালেন মেয়র ফিরহাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ২২ জানুয়ারি ২০২২ ১৭:৩২



গ্রাফিক: সনৎ সিংহ

এ বার কলকাতা পুরসভা এলাকায় বাড়িতে এসেই মিলবে জন্ম এবং মৃত্যুর শংসাপত্র। পুরনিগমের এই পরিকল্পনার কথা শনিবার এক সংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করলেন মেয়র

ফিরহাদ হাকিম।

মেয়র জানান, আগামিদিনে কলকাতা পুরসভার সমস্ত কাজকর্মকে কাগজবিহীন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারও এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে ইতিমধ্যেই পুরনিগমকে ৪১ কোটি টাকা দিয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। কী ভাবে এই অর্থ খরচ হবে তা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এ নিয়ে তিনি খুব শীঘ্রই মেয়র পারিষদের সঙ্গে একটি বৈঠকও করবেন বলে মেয়র জানিয়েছে।

মেয়র ফিরহাদ বলেন, ‘‘আমরা চাই, কোনও মানুষকে পরিষেবা পেতে আর যেন পুরসভার অফিসে আসতে না হয়। স্মার্টফোন কিংবা কম্পিউটার দিয়েই নিজের পরিষেবার জন্য সাধারণ মানুষ আবেদন করতে পারবেন। সঙ্গে তাঁরা সেই মারফতই পরিষেবা পেয়ে যাবেন।’’ মেয়রকে পাল্টা প্রশ্নের মুখেও পড়তে হয়। প্রশ্ন ওঠে, যাঁরা স্মার্টফোন বা কম্পিউটার ব্যবহার করেন না, তাঁরা কী ভাবে পরিষেবা পাবেন? জবাবে ফিরহাদ বলেন, ‘‘কলকাতা পুরসভাকে পেপারলেস করা হচ্ছে মানে এমনটা নয় যে, যাঁরা স্মার্টফোন কিংবা কম্পিউটারের ব্যবহার জানেন না, তাঁরা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন।’’

মেয়র জানিয়েছেন, প্রত্যেক রো অফিসেই একটি করে বাংলায় সহায়তা কেন্দ্র থাকবে। যেখানে এক জন পুরসভার কর্মী কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকবেন। সেখানে গিয়ে নিজের কথা বললেই পরিষেবা পাওয়া যাবে।

তবে শংসাপত্রের পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার অন্যান্য বিভাগকেও কাগজবিহীন করে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর আগে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র নিতে হলে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হত। কিন্তু এই সমস্যা এড়াতে গত বছর একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করে কলকাতা পুরনিগম। ৮৩৩৫৯৯৯১১১ এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করলে জানা যায় কবে পাওয়া যাবে শংসাপত্র।

প্রসঙ্গত, কলকাতার কোনও রাসিন্দার শেষকৃত্য কলকাতার বাইরে কোনও শ্মশানে সম্পন্ন হলে সে ক্ষেত্রে অন্ত্যেষ্টির নথি এনে মৃত্যুর শংসাপত্র সংগ্রহ করতে হয়। আবার তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ডেথ সার্টিফিকেটে ভুল নাম লেখার অভিযোগও ওঠে পুরসভার দিকে। পরে পুরসভায় গিয়ে ফর্ম পূরণ করে ড্রপক্সে জমা দিয়ে নতুন সার্টিফিকেট নেওয়াই রেওয়াজ। কিন্তু সেই শংসাপত্র পেতে ঘুরতে হয় দিনের পর দিন। হোয়াটসঅ্যাপে পরিষেবা চালু হওয়ায় সেই হয়রানি কমে গিয়েছে বলেই দাবি পুর আধিকারিকদের

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/birth-and-death-certificate-can-be-done-at-home-says-firad-hakim-dgtl/cid/1324987>

663. ওমিক্রন শেষ ভ্যারিয়েন্ট নয়, ভবিষ্যতে আরও তীব্র মিউটেশন আসার

ইঙ্গিত দিল হু

- By [Moumita Bhattacharyya](#)
- | Updated: Mon, Jan 24, 2022, 19:05 [IST]

প্রিশ্বজুড়ে যেভাবে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে আতঙ্ক ক্রমশঃ বাড়ছে। ইতিমধ্যেই প্রিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ওমিক্রন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছে যে প্রিশ্ববাসী যেন টিকাকরণ করিয়ে নেন এবং মাস্ক পরে যেতে হবে অনবরত। কোভিড-১৯-এর প্রযুক্তিগত প্রধান মারিয়া ভ্যান কেরখোভে জানিয়েছেন যে করোনা ভাইরাসের শেষ ভ্যারিয়েন্ট নয় ওমিক্রন এবং ভবিষ্যতে আরও ভ্যারিয়েন্ট আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

এক সাক্ষাতকারে মারিয়া ভ্যান বলেন, 'এই ভাইরাস এখনও প্রচলিত ও পরিবর্তন হচ্ছে এবং আমাদের সেই অনুযায়ী কৌশল ঠিক করতে হবে। আমাদের শুধু প্রিশ্বজুড়ে টিকাদানের কভারেজ বাড়াতে হবে তাই নয়, চেষ্টা করতে হবে এবং পরিবর্তন করতে হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সাম্প্রতিক ওয়েভের এটাই শেষ নয় এবং ওমিক্রনও শেষ ভ্যারিয়েন্ট নয়।' তিনি আরও জানিয়েছেন যে গোটা প্রিশ্বজুড়ে টিকাকরণ কর্মসূচিতে ১০ প্রিলিয়ন ভ্যাকসিন ডোজের মধ্যে এখনও ৩০০ কোটি মানুষ তাদের প্রথম ডোজ গ্রহণ করেছে। সুতরাং, আমাদের এখনও একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল জনসংখ্যা রয়েছে এবং এমনকি কিছু দেশ আরও এগিয়ে গেলেও, আমাদের এই প্রিশ্বজুড়ে সমস্যাটিকে পৈশ্বিক সমাধান দিয়ে মীমাংসা করতে হবে।

ওমিক্রনের উপসর্গ মৃদু এই প্রসঙ্গে মারিয়া ভ্যান কেরখোভে জানিয়েছেন যে ওমিক্রনের উপসর্গ মৃদু এই প্রচলন গোটা প্রিশ্বে ছড়িয়ে পড়লেও তা আসলে মৃদু নয়। তিনি এবং জানান যে ডেল্টার চেয়ে এটা কম গুরুতর হলেও, এই ভ্যারিয়েন্ট মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করতে পারে, বিশেষ করে যাঁদের টিকাকরণ করানো নেই এবং একাধিক রোগে আক্রান্ত। তিনি বলেন, 'তবে ভবিষ্যতের ভ্যারিয়েন্টগুলি কম গুরুতর এর কোনও নিশ্চয়তা নেই। আমরা আশা করছি যে এরপর যে ভ্যারিয়েন্টের সৃষ্টি হবে যা পঁচে থাকার জন্য ওমিক্রনের চেয়ে উপযুক্ত এবং আরও উন্নত হতে পারে। ওমিক্রন যে দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে তা দেখে আমাদের আগামী ভ্যারিয়েন্টের জন্য প্রস্তুতি সারতে হবে, যাতে ভবিষ্যতের ভ্যারিয়েন্টের সঙ্গে আমরা লড়াইতে পারি।'

প্রসঙ্গত, হু-এর ইউরোপের নির্দেশক হ্যান্স ক্লুজ করোনা মহামারি নিয়ে আশার এক আলো দেখিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের

প্রভাৱৰ পৰেই শেষ হতে চলেছে করোনাৰ মহামাৰিৰ প্ৰভাৱ। সম্প্ৰতি প্ৰিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন প্ৰথমবাৰ ইঙ্গিত দিয়েছে যে, ইউৰোপে করোনা মহামাৰি শেষ হওয়ার সম্ভাৱনা রয়েছে।

https://bengali.oneindia.com/news/international/omicron-is-not-the-last-variant-more-severe-mutations-may-occur-in-the-future-claims-who-153747.html?ref_medium=Desktop&ref_source=OIBN&ref_campaign=Home_Special_Block

664. সাহাৱা মৰুভূমিতে তুষাৰপাত ৪২ বছৰে পঞ্চমবাৰ! জানেন, বিৰল ঘটনাটিৰ কী কাৰণ

• By **Sanjay Ghoshal**

• | Published: January 24 2022, 14:29 [IST]

সাহাৱা মৰুভূমিতে সম্প্ৰতি তুষাৰপাত হয়েছে। উত্তৰ আফ্ৰিকাৰ এই মৰুভূমিৰ তাপমাত্ৰা হিমাক্ষেৰ নীচে নেমে গিয়েছে। যাৰ ফলে ালিতে তুষাৰপাত হয়ে তা জমাট ঠেঁধে গিয়েছে। প্ৰিশ্বৰ ণ্হত্তম উত্তৰ আফ্ৰিকাৰ সাহাৱা মৰুভূমিতে তুষাৰপাতের সেই িৰল ঘটনাৰ ছপি ইন্টাৰনেটে ভাইৰাল হয়েছে সম্প্ৰতি। কিন্তু কেন ঘটল এমন িৰল ঘটনা?

বালুভূমিৰ উপৰ শ্বেতশুভ্ৰ তুষাৰে সে অনিৰ্বচনীয়া ৰূপ

সাহাৱাৰ ণ্হুকে তুষাৰপাতে নান্দনিক সৌন্দৰ্যেৰ সৃষ্টি হয়েছে। দিগন্ত িস্ৃতত ালুভূমিৰ উপৰ শ্বেতশুভ্ৰ তুষাৰে সে অনিৰ্বচনীয়া ৰূপ প্ৰকৃতিৰ। এই ছপিৰ দিকে তাকালে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰা হাৰিয়ে যান অন্য জগতে। সেই স্বপ্নময় জগতেৰ ছপি উপহাৰ দিয়েছে সাহাৱা মৰুভূমিৰ উপৰ তুষাৰপাত। এৰ ফলে সাহাৱা মৰুভূমিতে ালিৰ উপৰ তুষাৰ জমাট ঠেঁধে সৃষ্টি হয়েছে অপৰূপ ালিৰ টিলা। সেই টিলায় আাৰ তুষাৰাৃত হচ্ছে।

সাহাৱা ও সংলগ্ন এলাকায় তাপমাত্ৰা যখন মাত্ৰাছাড়া

প্ৰিশ্বৰ ণ্হত্তম মৰুভূমিতে সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা ৰেকৰ্ড কৰা হয়েছে ১৩৬.৪ ডিগ্ৰি ফাৰেনহাইট অৰ্থাৎ ৫৮ ডিগ্ৰি সেলসিয়াস। এটি ক্যালিফোৰ্নিয়াৰ ডেথ ভ্যালি, ইথিওপিয়াৰ

ডাল্লোল এং সুদানের ওয়াদি হালফার মতো িষু রেখার কাছাকাছি অস্থান করে। এই সাহারার কিছু শহর ও পারিপার্শ্বিক এলাকা িশ্বের অন্যতম উষ্ণ স্থান।



সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করতেই ছবি মহূর্তে ভাইরাল

িশিষ্ট ফটোগ্রাফার করিম াচেতাটা সম্প্রতি তুষার ও ারফে ঢাকা 'আইন সেফ্রা' শহরের অপরূপ স ঙ্গ ছি তুলেছেন এং সেগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ারও করেছেন। তারপরই সেইস ঙ্গ ছি মহূর্তে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ চোখ ফেরাতেই পারছে না নান্দনিক সৌন্দর্যের সেই ছি দেখে।



সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু শহর

উত্তর-পশ্চিম আলজেরিয়ার নামা প্রদেশে অস্থিত আইন-সেফ্রা শহরটি সাহারার প্রশোধার নামে পরিচিত। াটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় তিন হাজার ফুট অর্থাৎ প্রায় ১ হাজার মিটার উপরে। শহরটি আটলাস পর্াত দ্বারা াষ্টিত। াই অঞ্চলে জলের অভা া প্রচন্ড। এং াই শহরের ালির টিলাগুলি ১৮০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে।



৪২ বছরের মধ্যে পঞ্চমবার তুষারপাত হল সাহারায়

আইন সেফ্রা শহরের তাপমাত্রা রাতারাতি মাইনাস ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসে। তার ফলে তুষারপাত হয়েছে িশ্বের উষ্ণতম স্থানে। ত াে িশ্বের াহত্তম মরুভূমিতে

তুষারপাত এই প্রথম নয়। সাহারা মরুভূমিতে ৪২ বছরে পঞ্চমবারের তুষারপাত হল। এর আগে ১৯৭৯, ২০১৬, ২০১৮ ও ২০২১ সালে মরুভূমিতে তুষারপাত হয়েছিল।



গ্রীষ্ম এবং শীতের মাসগুলিতে তাপমাত্রা বিস্তার ফারাক

উত্তর আফ্রিকায় গত বছর গ্রীষ্ম এবং শীতের মাসগুলিতে তাপমাত্রা চরম অস্থানে পৌঁছেছিল। ছবিগুলিতে দেখা যায়, সাহারার টিলাগুলি তুষার-কম্বলে আবৃত হয়ে রয়েছে। উট এবং ভেড়াগুলিও তুষার-পোষ্টিতে প্রতিবারই তুষারপাতের পরিমাণ বিভিন্ন রকম হয়। ১৯৭৯ সালে একটি তুষারঝড় হয়েছিল। তারপর ২০১৮ সালে সাহারা মরুভূমিতে ৪০ সেন্টিমিটার তুষারপাত হয়েছিল।



১৫ হাজার বছরের মধ্যে সবুজ হয়ে উঠতে পারে সাহারা

গত কয়েক লক্ষ বছর ধরে সাহারা মরুভূমি তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। মরুভূমি বর্তমানে খুব শুষ্ক। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন ১৫ হাজার বছরের মধ্যে এটি আবার সবুজ হয়েও উঠতে পারে। ফলে পরিবর্তনশীল মরুভূমিতে তুষারপাতে একেবারে অপ্রাকৃতিক হওয়ার কিছু নেই। বৈজ্ঞানিকরা ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তুষারপাতের।



সাহারা মরুভূমিতে তাপমাত্রার রকমফের

গ্রীষ্মের সময় আইন সেফ্রার তাপমাত্রা নিয়মিতভাবে ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে উঠে যায়। তবে এই জানুয়ারিতে তাপমাত্রা অনেক কমে

যায়। সাধারণভাবে সাহারার তাপমাত্রা ৫৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামতে পারে। কিন্তু হিমাক্ষের নিচে নেমে যাওয়া খুবই ঠিরল ঘটনা।



সাহারা মরুভূমিতে তুষারপাতের কারণ কী?

পৈজ্ঞানিকরা মনে করছেন, জলবায়ু সংকটের কারণে এই ধরনের ঠিরল ঘটনা ঘটছে। সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুসারে, শীতল আবহাওয়ার কারণ হিসেবে আর্কটিক উষ্ণায়নকে দায়ী করা যেতে পারে। রাশিয়ার ফেডারেল সার্ভিস ফর হাইড্রোমেটিওরোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং-এর প্রধান রোমান ভিলফান্ডকে উদ্ধৃত করে একটি প্রতিবেদনে এলা হয়েছে, জলবায়ু সংকট সাহারায় তুষারপাতের কারণ।

<https://bengali.oneindia.com/snowfall-in-sahara-desert-for-5th-time-in-42-years-due-to-climate-change-cs/articlecontent-pf294657-153719.html>

৬৬৫. হিরোশিমা বিস্ফোরণের চেয়ে ১০০ গুণ বেশি ভয়ংকর টোঙ্গার অগ্ন্যুৎপাত! দেখাল নাসার উপগ্রহ চিত্র

Published by: Sucheta Sengupta | Posted: January 24, 2022
6:23 pm | Updated: January 24, 2022 6:23 pm



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: দীর্ঘদিন লাভা জমে জমে একদিন আচমকা অগ্ন্যুৎপাত (Volcanic eruption)। তার জেরে সুনামি, টলমল গোটা দ্বীপ, চরম প্রিপর্য। দিন দশেক আগে ঠিক এমনই পরিস্থিতি হয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ টোঙ্গার (Tonga)। প্রিশ্বের একাংশের সঙ্গে প্রেশ কয়েকদিন সংযোগ সম্পূর্ণ প্রিচ্ছিন্ন ছিল এই দ্বীপপুঞ্জের। সেই ধাক্কা সামলানোর পরও ভূতাত্ত্বিক প্রিশেষজ্ঞরা এত অগ্ন্যুৎপাত ও সুনামির সঠিক উৎস খুঁজে না পাওয়ায় আক্ষেপ করছিলেন। তেঁা নাসার উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে সামনে এল সেই প্রিপর্যের ভয়াব্হতা, যা আমাদের আন্দাজের তুলনায় তের তের প্রেশি। টোঙ্গা অগ্ন্যুৎপাতে ছপ্রি প্রিল্লেষণ করে প্রিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, হিরোশিমায় (Hiroshima) পারমাণবিক প্রিস্ফোরণে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়েছিল, তার চেয়ে ১০০ গুণ প্রেশি শক্তি তৈরি হয়েছে এই অগ্ন্যুৎপাতে!



গত ১৫ জানুয়ারি উপগ্রহ চিত্রে ধরা পড়েছিল প্রশান্ত মহাসাগর লাগোয়া ছোট দ্বীপদেশের ভয়াব্হ ছপ্রি। দেখা গিয়েছিল, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে গর্ভে থাকা হাঙ্গা টোঙ্গা হাঙ্গা হোপাই নামে আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে। শুরু হয় অগ্ন্যুৎপাত। এলাকা তেকে যায় কালো ছাই ও ধোঁয়ায়। এই লাভা উদগীরণের জেরে আশপাশের সমুদ্রতলে প্রিশাল আলোড়নের জেরে সুনামির (Tsunami) উৎপত্তি। টোঙ্গা উপকূলে আছড়ে পড়তে থাকে অতিকায় সপ্র তেউ। রাতারাতি সৃষ্টি হয় প্রন্যা পরিস্থিতি। জোড়া প্রিপর্যের জেরে কেপ্রল, ইন্টারনেট পরিষেপ্রা – সমস্ত প্রিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় কার্যত একলা হয়ে যায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপদেশ টোঙ্গা। প্রতিপ্রেশী দ্বীপ ফিজির (Fiji) সঙ্গে টোঙ্গার সংযোগকারী ৮২৭ কিমি দীর্ঘ কেপ্রল লাইন ধবংস হয়ে যায়।

টেের পাওয়া গিয়েছিল তার ভয়াব্হতা। আর প্রোর নাসার উপগ্রহ চিত্র প্রিল্লেষণ করে আরও প্রিস্মিত প্রিজ্ঞানীরা। যতটা প্রিপদ প্রলে মনে করা হচ্ছিল, তার চেয়ে অনেক প্রেশি প্রিপর্য নেমে এসেছিল টোঙ্গায়। প্রলা হচ্ছে, জাপানের হিরোশিমায় পারমাণবিক প্রোমা প্রিস্ফোরণের চেয়ে ১০০ গুণ প্রেশি ভয়ংকর ছিল টোঙ্গার অগ্ন্যুৎপাত! রাজধানী

নুকু'আলোফায় (Nuku'alofa) ঠিষাক্ত ছাই আর জলের স্তরে ঢেকে গিয়েছে। দুটি দ্বীপ সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন হয়ে গিয়েছে। নাসার ঠিজ্ঞানী জিম গারভিন প্রেস ঠিটি দিয়ে জানিয়েছেন, অগ্ন্যুপাত-সুনামির জোড়া ঠিপর্ষয়ে উদ্ভূত শক্তির পরিমাণ ৫ থেকে ৩০ মেগাটন ঠলে আন্দাজ করা হচ্ছে। ১৯৪৫ সালে হিরোশিমায় পরমাণু ঠিস্ফোরণে ১৫ কিলোটন TNT শক্তি নির্গত হয়েছিল।

<https://www.sangbadpratidin.in/science-and-environment/tonga-volcanic-eruption-equivalent-to-hundreds-of-hiroshima-atomic-blast-syas-nasa/>

৬৬৬. দূষণ রোধে দীঘায় এবার চালু হল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, পরিকাঠামোয় খরচ ৯৭ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক: দীঘায় পরি়েশ দূষণ রোধে দীঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে দত্তপুর মৌজায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট চালু হচ্ছে। তারজন্য ৯৭ লক্ষ টাকা ঠ্যয়ে প্রজেক্ট এলাকায় রাস্তাঘাট ও নিকাশির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ওই কাজ সম্পূর্ণ হলেই আগামী মার্চ-এপ্রিল মাস থেকে দীঘার জঞ্জাল ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা ঠন্ধ হঠে। ডিএসডিএর সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে জৈঠ সার, ভাঙাচোরা প্লাস্টিক ও অন্যান্য সামগ্রীকে পুনরায় ঠ্যাহারযোগ্য করা হঠে। পদিমা-১ পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ঠকটি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট স্কিম চালু ঠাছে। ডিএসডিএর উদ্যোগে ওই প্রজেক্ট দীঘায় পরি়েশ দূষণ রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেঠে ঠলে প্রশাসনের ঠধিকারিকদের মত।

গত ঠছর মে মাসে যশ সাইক্লোনের পর দীঘাকে নতুনরূপে সাজানোর কাজ শুরু হয়েছে। সৌন্দর্যায়ন, সি-ঠিচ ও রাস্তা ঠরাঠর এলইডি ঠালো ঠঠং ঠিচে যাওয়ার রাস্তা মেরামতের কাজ হয়েছে। ঠকইসঙ্গে দূষণ রোধে ঠকাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিএসডিএ। দীঘায় সি-ঠিচ কিংঠা পার্কের মধ্যে গোরু ছেড়ে দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা ঠমান্য করলে দু'হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। ঠন্ধ করা হয়েছে দীঘার সি-ঠিচে ঘোড়ার ঠিচরণ। সি-ঠিচ ঠরাঠর যত্রতত্র পশুর মল মূত্র পড়ে থাকে।

সেজন্য

ঠই

পদক্ষেপ।

জানা গিয়েছে, দীঘা, শঙ্করপুর, তাজপুর ও মন্দারমণি এলাকায় মোট ৬৬০টি হোটেল রয়েছে। ডিএসডিএর অন্তর্গত ৩৫.৪২ ঠর্গাকিমি এলাকার মধ্যে ঠধিকাংশ জঞ্জাল ঠাসে

ওল্ড দীঘা ও নিউ দীঘা থেকে। সেইসঙ্গে জঞ্জাল দত্তপুরে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হয়। নিউ দীঘার পরিধি ক্রমশ বাড়ছে। একগুচ্ছ নতুন হোটেল তৈরি হচ্ছে। ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এনিয়ে স্থানীয়দের তীব্র আপত্তি রয়েছে। পরিবেশ দূষণের কথা মাথায় রেখেই ডাম্পিং গ্রাউন্ড লাগোয়া দত্তপুরে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট গড়া হয়েছে। কিন্তু, এখনও চালু হয়নি। একটি এজেন্সিকে ওই প্রজেক্ট পরিচালনার জন্য হস্তান্তর করা হলে। তার আগে ওই এলাকায় পরিকাঠামোগত কাজ শেষ করা হলে। রাস্তাঘাট ও সুষ্ঠু নিকাশি পরিষেবা সম্পূর্ণ করার পরই ওই প্রজেক্ট চালু হলে। জানা গিয়েছে, এয়ার হোটেল থেকে জঞ্জাল সংগ্রহ করার জন্য শুষ্ক এং ভেজা দু'ধরনের জঞ্জাল আলাদাভাবে নিয়ে যাওয়া হলে। প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে শুষ্ক আর্জনা থেকে জৈব সার হলে। প্লাস্টিক ও অন্যান্য কঠিন জিনিসপত্র প্রসেসিং-এর মাধ্যমে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করা হলে। এছাড়াও যেসব আর্জনা কোনও কাজে আসলে না, সেগুলি ডিসপোজ করা হলে। তার আগে হোটেল মালিকদের সঙ্গে মিটিং করে ডিএসডিএ। দীঘাকে আরও সুন্দর ও পরিবেশবান্ধব করতেই ডিএসডিএর এই প্রকল্পের পরিকল্পনা। ডিএসডিএ-র এগজিকিউটিভ অফিসার মানসকুমার মণ্ডল বলেন, ঢেউসাগর লাগোয়া দত্তপুর মৌজায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট তৈরি হয়েছে। সেখানে রাস্তাঘাট ও নিকাশি ঠিকমতো না থাকায় আমরা ৯৭ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছি। ওই কাজ শেষ হলেই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট চালু হয়ে যাবে। একটি এজেন্সির মাধ্যমে ওই কাজ হলে।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=17&id=345064>

667. **Omicron Sub Strain: 'চোরা ওমিক্রনে'র সামনে ডাহা ফেল**

আরটি-পিসিআর পরীক্ষাও! কতটা ভয়ঙ্কর ওমিক্রনের নয়া রূপ?

Omicron Sub Strain Raising Concern for India: ভারতেও ৫৩০টি নমুনায় ওমিক্রনের এই রূপ ধরা পড়েছে। এরপরই রয়েছে সুইডেন, সেখানে ১৮১টি নমুনায় এই নতুন রূপ ধরা পড়েছে।

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Publish Date - 9:05 am, Mon, 24 January 22 Edited By: ঈশ্বা চ্যাটার্জী

ওয়াশিংটন: চুপিসাড়েই গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে ওমিক্রন (Omicron)। এয়ার চুপিচুপি ঢুকে পড়েছে ওমিক্রনের সাব স্ট্রাইনও। টিএ.২ (BA.2) নামক ওমিক্রন

ভ্যারিয়েন্টের এই নয়া রূপ ইতিমধ্যেই ৪০টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। “চোরা ওমিক্রন” (Stealth Omicron)-র সংক্রামক ক্ষমতা কতটা, তা এখনও জানা না গেলেও, এটি নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল এই স্ট্রেইন আরটি-পিসিআর পরীক্ষা (RT-PCR Test)-কেও ফাঁকি দিচ্ছে।

ইউরোপ জুড়ে ইতিমধ্যেই ওমিক্রনের এই নতুন রূপ নিয়ে ইতিমধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ওমিক্রনের মোট তিনটি সাও-স্ট্রেইনের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। এগুলি হল- প্রিএ.১, প্রিএ.২ ও প্রিএ.৩। বর্তমানে প্রিএ.১ সাও স্ট্রেইনই গোটা বিশ্বজুড়ে দাপট দেখাচ্ছে। ওমিক্রনের প্রিএ.১ সাও-স্ট্রেইন ডমিন্যান্ট ভ্যারিয়েন্টে পরিণত হলেও, ধীরে ধীরে প্রিএ.২ স্ট্রেইনও একাধিক দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

কোন কোন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে বিএ.২ স্ট্রেইন?

ব্রিটেনে এখনও অধি ওমিক্রনের প্রিএ.২ ভ্যারিয়েন্ট আক্রান্ত ৪২৬ জনের খোঁজ মিলেছে সম্পূর্ণ জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের মাধ্যমে। ওমিক্রনের নয়া রূপ প্রথম ধরা পড়ে ২০২১ সালের ৬ ডিসেম্বর। লন্ডনে এখনও অধি মোট ১৪৬ জন আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে, যা ব্রিটেনের মধ্যে সর্বোচ্চ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ও করোনা সংক্রমণের জিনোম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রাহক, এমন এক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বর্তমানে বিশ্বের ৪০টি দেশে মোট ৮ হাজার ৪০টি ওমিক্রনের প্রিএ.২ রূপ ধরা পড়েছে। প্রথম সংক্রমণ ফিলিপিন্সে জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের মাধ্যমে ধরা পড়ে। ডেনমার্কও ৬৪১১ জিনোম সিকোয়েন্সের মধ্যে অধিকাংশই প্রিএ.২ রূপে জানা গিয়েছে। ভারতেও ৫৩০টি নমুনায় ওমিক্রনের এই রূপ ধরা পড়েছে। এরপরই রয়েছে সুইডেন, সেখানে ১৮১টি নমুনায় এই নতুন রূপ ধরা পড়েছে। সিঙ্গাপুরেও ১২৭ টি নমুনায় ওমিক্রন প্রিএ.২ ধরা পড়েছে।

ভারত ও ফ্রান্সকে বিশেষ সতর্কবার্তা:

যেহেতু দুই দেশেই করোনা সংক্রমণের একের পর এক ঢেউ আছড়ে পড়েছে, সেই কারণে ভারত ও ফ্রান্স নিয়ে প্রিজ্ঞানীরা বিশেষ সতর্কবার্তা জানিয়েছেন। তাদের মতে, এই দুই দেশে ওমিক্রনের প্রিএ.১ সাও স্ট্রেইনকেও ছাপিয়ে যেতে পারে এই নতুন স্ট্রেইন।

কেন আরটি-পিসিআর পরীক্ষায় ধরা পড়ছে না বিএ.২?

ওমিক্রনের এই নতুন সাপেক্ষেইনে স্পাইক না থাকায়, তা পিসিআর পরীক্ষাকেও ফাঁকি দিচ্ছে। প্রিএ.১ সাপেক্ষেইনও অনেক সময় আরটি-পিসিআর পরীক্ষাকে ফাঁকি দিলেও, বিশেষজ্ঞদের মতে, করোনা সংক্রমণ চিহ্নিত করতে এই পরীক্ষাই সপেক্ষে শ্রেয়। ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট কমপক্ষে ৩০ প্রার অভিযোজন হয়েছে, তারপরও এটির স্পাইক প্রোটিন আরটি-পিসিআর পরীক্ষায় চিহ্নিত হয়। তাই এই পরীক্ষা যে সম্পূর্ণ রূপে প্রার্থ প্রা নতুন ভ্যারিয়েন্ট চিহ্নিত করতে সক্ষম নয়, তা প্রলা চলে না প্রলেই জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

<https://tv9bangla.com/india/stealth-omicron-can-escape-rt-pcr-test-raising-concern-for-india-france-500099.html>

668. পুনর্ব্যবহারের অযোগ্য প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি বাড়ি, উদ্যোগ আমেরিকায়

প্রহর ডেস্ক | January 24, 2022

প্রাডি প্রানাতে আর ইটের প্রয়োজন নেই। প্ররং প্লাস্টিক (Plastic) দিয়েই তৈরি হপ্র আস্ত প্রাডি। এমনই একটি স্টার্ট-আপ উদ্যোগ শুরু হয়েছে আমেরিকার (USA) লস অ্যাঞ্জেলেসে (Los Angeles)। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও ইতিমধ্যে সাফল্যও মিলেছে তাতে। তপ্র প্রশ্ন উঠতে পারে, পরিপ্রেশ প্রাঁচাতে যখন প্রারপ্রার প্লাস্টিকের প্র্যপ্রহার কমানোর কথা প্রলা হচ্ছে, সেখানে এরকম উদ্যোগ পরিপ্রেশের জন্য কতটা নিরাপদ? এই উদ্যোগ কিন্তু আসলে প্লাস্টিক দূষণের হাত থেকে পৃথিবীকে প্রাঁচানোরই একটা চেষ্টা। অন্তত তেমনটাই প্রলছেন নতুন এই সংস্থা ‘প্রাই-ফিউশন’-এর কর্তারা। আসলে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক দিয়েই তৈরি করা হচ্ছে নানা আকারের ব্লক। আর সেইসপ্র ব্লক জুড়ে জুড়ে প্রায় সপ্রকিছুই তৈরি করা যায়। প্লাস্টিক দূষণ কমানোর জন্য নানা ধরনের উদ্যোগই নেওয়া হচ্ছে সারা পৃথিবীজুড়ে। কোথাও আইন করে প্লাস্টিক প্র্যপ্রহার নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। কোথাও প্রাপ্রার প্রিভিন্ন জৈপ্র ও রাসায়নিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্লাস্টিক পুনপ্র্যপ্রহারের চেষ্টা চলছে। কিন্তু তাতেও সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান তো হচ্ছেই না, প্ররং ক্রমশ পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে। প্রপ্রার এই সমস্যাকে মাথায় রেখেই নতুন উদ্যোগ নিল ‘প্রাই-ফিউশন’। তাঁদের তৈরি এই ব্লকগুলির নাম রাখা হয়েছে ‘প্রাই-ব্লক’। মোটামুটি যে কোনো ধরনের প্লাস্টিক দিয়েই এই ব্লক তৈরি করা যায়। তার মধ্যে অপ্রশ্য পুনপ্র্যপ্রহারযোগ্য নয় এমন প্লাস্টিকগুলি প্র্যপ্রহারের উপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রপ্রল চাপে সেইসপ্র প্লাস্টিকের টুকরোগুলি জমিয়ে তৈরি হচ্ছে ব্লক। আর তা দিয়ে ছোটো কোনো কাঠামো থেকে আস্ত প্রাডি পর্যন্ত সপ্রই প্রানানো যায়। ইতিমধ্যে প্রাডি প্রানিয়ে দেখিয়েও দিয়েছেন তাঁরা।

তবে এই ব্লকগুলি প্যাকহারের একটি প্রধান অসুবিধা হল, এগুলো খুব বেশি ক্ষণ সূর্যের তাপ সহ্য করতে পারে না। তবে তা নিয়ে খুব একটা চিন্তার কিছু নেই। এর উপরে একটু রং করলে তা কোনো সূর্যতাপ প্রতিরোধক আস্তরণ দিলেই সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু কিছু সমস্যা থেকেই যায়। কংক্রিটের প্যাক প্যাকহার নিয়েই ইতিমধ্যে সরে হয়েছেন এই পরিবেশকর্মী। কারণ এর ফলে পৃষ্ঠের জল ভূগর্ভে পৌঁছানোর রাস্তা পাচ্ছে না। ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর কমে আসছে। আর গাছেরা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ভূগর্ভের জলের উপর নির্ভরশীল। কংক্রিটের এদলে প্লাস্টিকের প্যাকহার শুরু হলে সেই সমস্যা যে আরও বাড়বে। ফলে এই উদ্যোগের সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে এখনও চিন্তা থেকে যায়।

<https://prohor.in/us-start-up-creates-blocks-reusing-pollutant-plastic>

৬৬৭. পরিবেশ বাঁচাতে বাধ্যতামূলক করতে হবে কার্বন অফসেট প্রকল্প, জানাচ্ছে সমীক্ষা

প্রহর ডেস্ক | January 24, 2022

কার্বন নির্গমন এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন বর্তমান সময়ে গোটা বিশ্বের কাছেই একটি অন্যতম কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েক দশক আগে, কার্বন নির্গমনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে একটি বিশেষ প্রস্তাব সামনে রেখেছিলেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা— কার্বন অফসেট। আদতে যা পরিবেশ দূষণের ক্ষতিপূরণ। কার্বন অফসেটের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থই পরিবেশে নতুন প্রাণসঞ্চার করার প্রকল্প করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু সেই প্রকল্পে সাড়া দিচ্ছে না সাধারণ মানুষ। এক কথায় এলা যেতে পারে, ডাহা ব্যর্থ হয়েছে কার্বন অফসেটের (Carbon Offset) পরিকল্পনা। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল সাম্প্রতিক সমীক্ষায়।

এই সমীক্ষার আলোচনায় যাওয়ার আগে কার্বন অফসেট সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সাম্প্রতিক সময়ে প্রতি বছর গড়ে ৪৪ ট্রিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশছে বাতাসে। যা ১৯৫০ সালে কার্বন নির্গমনের প্রায় ৫ গুণ। তাছাড়া মিথেন, কার্বন মোনোক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস তো আছেই। এই ত্রিপুর পরিমাণ কার্বন নির্গমনের একটি এড়ো অংশের জন্য দায়ী শিল্পাঞ্চল। পাশাপাশি ১১ শতাংশের কার্বন নির্গমন হয় পর্যটন শিল্প থেকে। এর প্রায় ৯০-৯৫ শতাংশ কার্বন নির্গমনের কারণ ট্রান্সপোর্ট। শিল্পের

ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার পরিবেশ দূষণের জন্য আলাদা করে কর চাপালেও, সেই ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রে।

আর সেই কারণেই, অন্যান্য ক্ষেত্র তো এটাই গণ্যকরা বিশেষভাবে কার্বন অফসেট প্রকল্প জারি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রিমান পরিষেবায়। জানিয়েছিলেন কার্বন ফুটপ্রিন্ট বৃদ্ধি করার দায় নিতে হবে যাত্রীদের। দিতে হবে বাড়তি মূল্য। অরণ্যায়ন এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে কার্বন ট্র্যাপিং-এর মতো খাতে খরচ করা হবে সেই অর্থ। এমিরেটস, ইউনাইটেড, ডেলটা, ব্রিটিশ এয়ারওয়েসের মতো বেশ কিছু আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন সংস্থা চালুও করেছিল এই প্রকল্প। যাতায়াত পিছু কার্বন অফসেটের জন্য সর্বোচ্চ ১৩ ডলার ধার্য করেছিল সংস্থাগুলি। অশুভ তাতে প্রাথমিকতা ছিল না কোনো। অর্থাৎ, গ্রাহক চাইলে কার্বন অফসেটের এই মূল্য এড়িয়ে যেতে পারতেন স্বেচ্ছায়। আর এই জায়গাতেই মুখ খুঁড়ে পড়েছে গোটা প্রকল্পটি।

সম্প্রতি, এই বিষয়ে বিশ্বব্যাপী একটি সমীক্ষা চালায় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক। আর তাতেই উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। কেবলমাত্র ৮ শতাংশ যাত্রী এখনও পর্যন্ত কার্বন অফসেটের ধার্য করা অর্থ প্রদান করেছেন স্বেচ্ছায়। এর আগে কার্বন অফসেটের খাতে ব্যয় না করলেও, এই অর্থ দিতে ইচ্ছুক আরও ২৭ শতাংশ মানুষ। তবে প্রাকি ৬৫ শতাংশ যাত্রী মুখ ফিরিয়েছেন প্রকল্প থেকে।

আরও পড়ুন

পরিকল্পিতভাবে কীটনাশক ছড়িয়ে আমাজন ধ্বংস, অভিযোগ পরিবেশকর্মীদের

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক প্রিমান ভাড়ার তুলনায় কার্বন অফসেটের দাম সামান্যই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া রীতিমতো অপ্রাক করেছে গণ্যকদের। তবে কি এই পদ্ধতিতে পরিবেশের হাল ফেরানো সম্ভব নয়? বিশেষজ্ঞদের অভিমত, কার্বন নিগমন নিয়ন্ত্রণে এখনও অন্যতম কার্যকারী প্রকল্প কার্বন অফসেট। তবে তা প্রাথমিক না করলে ফলপ্রসূ হবে না কোনোদিনই। এবং তাকে প্রাথমিক করতে গেলে এই প্রকল্প চালু করতে হবে বিশ্বের সমস্ত এয়ারলাইন সংস্থাকেই। কিন্তু প্রাসায়িক স্বার্থের প্রাইরে

গিয়ে আদৌ কি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করবে অর্থশালী প্রেসরকারি এয়ারলাইন সংস্থাগুলি? থেকে যাচ্ছে সেই প্রশ্নই...

<https://prohor.in/carbon-offsetting-should-be-mandatory-for-air-travellers-says-recent-study>

24.01.22

670. Vaccine: 'তৃতীয় ডেউয়ে ৬০% মৃতের সম্পূর্ণ হয়নি টিকাকরণ'

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৩ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:৫৩



ফাইল চিত্র।

করোনার তৃতীয় ডেউয়ে মারা গিয়েছেন, এমন ৬০ শতাংশেরও বেশি মানুষ প্রতিষেধক নেননি কিংবা প্রতিষেধকের মাত্র একটি ডোজ নিয়েছেন- এমন তথ্য উঠে এল একটি প্রেসরকারি হাসপাতালের সমীক্ষায়।

চিকিৎসক সন্দীপ মুদ্রিরাজার নেতৃত্বে ম্যাক্স হেলথকেয়ার নামে ওই সংস্থাটি এই সমীক্ষা চালিয়েছে। চলতি বছরের ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মৃতদের অধিকাংশের ঐসই ৭০-এর বেশি। ক্যানসার, কিডনির সমস্যা, ডায়াবিটিস-সহ একাধিক কোমর্টিডিটি ছিল তাঁদের মলে জানিয়েছে সমীক্ষা। সমীক্ষক সংস্থার হাসপাতালে মোট ৮২ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনার নয়া ডেউয়ে। মৃতদের মধ্যে ৬০ শতাংশেরও বেশি মানুষের দু'ডোজ টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়নি। দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনও এ দিন জানিয়েছেন, করোনা মৃতদের অধিকাংশেরই হয় কো-মর্টিডিটি ছিল কিংবা টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়নি।

করোনার তিনটি ডেউয়ের তুলনামূলক সমীক্ষায় ওই প্রেসরকারি সংস্থাটি জানিয়েছে, তৃতীয় ডেউয়ে মাত্র ২৩.৪ শতাংশ রোগীর অক্সিজেন সহায়তা প্রয়োজন হয়েছে। দ্বিতীয় ও প্রথম ডেউয়ে এই সংখ্যাটা ৭৪ ও ৬৩ শতাংশ। অন্য দিকে মৃত্যুর নিরিখে চলতি ডেউয়ে রোগীমৃত্যু

কম। তৃতীয় ঢেউয়ে মৃত্যু হয়েছে ৬ শতাংশ রোগীর। কিন্তু দ্বিতীয় ও প্রথম ঢেউয়ে এই পরিসংখ্যান যথাক্রমে ১০.৫ ও ৭.২ শতাংশ।

করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে প্রথম দু'টি ঢেউয়ের তুলনায় হাসপাতালে রোগী ভর্তির সংখ্যাও অনেকটাই কমেছে। এমনই দাবি করা হয়েছে সমীক্ষায়। ওই সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে, দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়ে যখন দিল্লিতে দিনে ২৮ হাজার জন আক্রান্ত হচ্ছিলেন তখন দিল্লির সপ্ত হাসপাতাল ভর্তি ছিল। আইসিইউয়ের বেড খালি ছিল না। বর্তমান ঢেউয়ের সময়ে যখন দিল্লিতে প্রতিদিন একই সংখ্যায় ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন তখন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন অনেক কম রোগী। অক্সিজেনও লেগেছে কম রোগীর।

এ দিকে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজরি গ্রুপ অন ইমিউনাইজেশনের সুপারিশ, কোনও ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত হলে সেরে ওঠার অন্তত তিন মাস পরে তাঁকে প্রতিষেধক দেওয়া যেতে পারে। এই সুপারিশ দুই স্টার ডোজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেন্দ্রের তরফেও রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এই বিষয়টি চিঠি দিয়ে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে।

মহারাষ্ট্রে সোমবার থেকে স্কুল খোলার ঘোষণা করা হলেও একটি অনলাইন সমীক্ষা জানাচ্ছে, ৬২ শতাংশ অভিভাবকই বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে ইচ্ছুক নন। মোট ৪৯৭৬ জন সমীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে ৬৭ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৩ শতাংশ মহিলা অভিভাবক। প্রসঙ্গত, ওমিক্রন স্ট্রেনে সংক্রমণে প্রাড়াডন্তের জেরে গত ৮ জানুয়ারি উদ্ধাণ ঠাকরের রাজ্যে শিক্ষাঙ্গন বন্ধ করার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল।

পুণেয় গত কাল সংক্রমিতের সংখ্যা ১৬ হাজারেরও বেশি হওয়ায় সেখানেও অন্তত এক সপ্তাহ পরে স্কুল খুলে পলে জানিয়েছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার। উত্তরপ্রদেশ সরকার আজ জানিয়েছে, সেই রাজ্যে স্কুল বন্ধের মেয়াদ প্রাড়ানো হয়েছে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত।

গত সপ্তাহে দিল্লি সরকার সমস্ত ল্যাবে নির্দেশ দিয়েছিল ২০ ঘণ্টার মধ্যে কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট জমা দিতে হলে কোভিড-১৯ রেসপন্স সেন্টারে। সেই নির্দেশ মেনেই এ বার তথ্য দেবে ল্যাবগুলি। এর পাশাপাশি দিল্লি সরকার নির্দেশিকায় জানিয়েছে, সমস্ত তথ্য জেলা ও প্রিধানসভা কেন্দ্র এবং ওয়ার্ড অনুযায়ী প্রিন্যস্ত করে পাঠানো হলে। একটি অ্যাপে সেই তথ্য প্রকাশ করা হলে।

রিপোর্ট পাওয়ার ৩০ মিনিটের মধ্যে করোনা পজিটিভ রোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোভিড সেন্টারের টেলি কলিং ইউনিট। রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হলে এক ঘণ্টার মধ্যে পদক্ষেপ করে কোভিড সেন্টার। এ ছাড়া রিপোর্ট প্রকাশের চার ঘণ্টার মধ্যে একটি দল কোভিড রোগীর প্রাড়িতে যাবে। ওই দলই সিদ্ধান্ত নেবে রোগীকে প্রাড়িতেই প্রিচ্ছিন্নপ্রাসে রাখা হলে না কি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে। প্রয়োজনে ভিডিও মাধ্যমে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিদর্শনকারী দলটি।

রোগীকে ঠাড়িতে রাখার ব্যৱস্থা হলে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করে সেখানে তাঁকে জুড়ে দেওয়া হও। এই গ্রুপেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হও।

আজ স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত চুলেটিনে দেখা যাচ্ছে গত কালের তুলনায় ২.৭ শতাংশ কমেছে সংক্রমণ। অ্যাক্টিভ রোগী পেরিয়েছে ২১ লক্ষের গণ্ডি। যা গত ২৩৭ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ। দৈনিক সংক্রমণ হার গত কালের (১৭.৯৪%) থেকে সামান্য কমে হয়েছে ১৭.২২%। ওমিক্রন সংক্রমণও প্রথম চার ১০ হাজারের গণ্ডি পেরিয়েছে।

আজ করোনা সংক্রমিত হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেৱোগোড়া। তাঁর শারীরিক অৱস্থা স্থিতিশীল রয়েছে।

<https://www.anandabazar.com/india/60-of-deaths-in-third-wave-not-completed-vaccination/cid/1325081>

৬৭১. বারবার সংক্রমণের চেউ ফিরলেও সাধারণ রোগে পরিণত হবে করোনা, দাবি ল্যান্সেটে

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 23 Jan 2022, 01:31 PM IST

Abhijit Chowdhury

- গৱেষণা পত্রে চলা হয়েছে, 'ওমিক্রনের চলতি চেউয়ের পরও কোভিড সংক্রমণের চেউ ফিরে আসও। তও চিশ্ব জুড়ে এটি আর মহামারীর আকার ধারণ করও না।'

করোনার আতঙ্ক ধীরে কমেছে দেশে। সংক্রমণের গ্রাফ উর্ধ্বমুখী থাকলেও রোগের ভয়াৱহতা কমায় আপাতত স্বস্তিতেই আছেন দেশবাসী। টানা চেষ্টা কয়েকদিন ধরে দেশে সংক্রমিতের দৈনিক সংখ্যা ৩ লক্ষের গণ্ডি পার করলেও হাসপাতালে সেই তুলনায় রোগী ভর্তি হচ্ছেন না। মৃতের সংখ্যাও তুলনামূলক ভাবে কম। এই আশে করোনা যে অতিমারী থেকে এন্ডেমিক হওয়ার দিকে এগোচ্ছে, তা একপ্রকার চঙ্কমূল ধারণায় পরিণত হয়েছে সাধারণ মানুষের মনে। অচশ্য অনেক চিশেষজ্ঞরাও মনে করছেন যে করোনা অতিমারী শেষের পথে। তও এন্ডেমিকের অর্থ, করোনা চিরকালই থাকও। তও ভালো খৱর হল, সাধারণ রোগে পরিণত হও করোনা। এমনটাই দাচি করা হচ্ছে মেডিক্যাল জার্নাল ল্যান্সেটে।

ল্যান্সেটে প্রকাশিত এক গৱেষণা পত্রে চলা হয়েছে, 'ওমিক্রনের চলতি চেউয়ের পরও কোভিড সংক্রমণের চেউ ফিরে আসও। তও চিশ্ব জুড়ে এটি আর মহামারীর আকার ধারণ করও না। কোভিড সাধারণ রোগে পরিণত হও। আমাদের সমাজকে এই রোগকে

সঙ্গে নিয়েই চলতে হও। তও করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারগুলিকে আর কড়াকড়ি ঞ্চাস্থা নিতে হও না।’ জানা গিয়েছে, এই গওেষণার নেপথ্যে রয়েছেন ব্রিটেনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ রিসার্চ ংং ফ্রান্সিস ক্রিট ইনস্টিটিউটের ঞ্চিজনীরা।

ল্যানসেটে প্রকাশিত এই গওেষণা পত্রে আরও দাঢ়ি করা হয়, ‘ভঢ়িষ্যতে মানও দেহে এই ভাইরাসের প্রভাও অনেক কমে যাও। ভাইরাসের সান্নিধ্যে থাকায় মানও জাতির অধিকাংশ মানুষ এই রোগের ঞ্চিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করও। শুধু তাই নয়, নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্টের মোকাঢ়িলায় সক্ষম ভ্যাকসিন, অ্যান্টিভাইরালের কাজ ভঢ়িষ্যতে অনেক সহজ হও। ওমিক্রনের মোকাঢ়িলায় ভ্যাকসিনের তৃতীয় ডোজ অ্যান্টিওডি়র মাত্রা অনেক ঞ্চাড়িয়ে দিতে সক্ষম।’

<https://bangla.hindustantimes.com/nation-and-world/coronavirus-will-become-seasonal-disease-claimed-in-lancet-study-31642924612356.html>

672. করোনামুক্ত হলে প্রথমেই যে কাজটি করা জরুরি, জেনেনিন বিস্তারিত

<http://dhunt.in/rcuZd?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

673. কিডনির পাথরসহ জন্ডিস দূর হবে এই পাতার রসেই

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ডেস্ক *ডেইলি-ঞাংলাদেশ ডটকম*

প্রকাশিত: ১০:৩১ ২১ অক্টোবর ২০২০

A- A A+



ছাঢ়ি: পাথরকুচি পাতা

চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেসও ওষুধি গাছ প্রাচীনকাল থেকে ঞ্চাওহার হয়ে আসছে তার মধ্য পাথরকুচি অন্যতম। ংটি দেড় থেকে দুই ফুট উঁচু হয়।

পাতা মাংসল ও মসৃণ, আকৃতি অনেকটা ডিমের মতো। চারপাশে আছে ছোট ছোট গোল খাঁজ। এই খাঁজ থেকে নতুন চারার জন্ম হয়।

পাথরকুচি পাতা মাটিতে ফেলে রাখলেই অনায়াসে চারা পাওয়া যায়। কাঁকর মাটিতে সহজেই জন্মে। তেঁ ভেজা, স্যাঁতসেঁতে জায়গায় দ্রুত ঝাড়ে।

গ্রামীণ চিকিৎসার মধ্যে এটি অন্যতম উপকারী। চিকিৎসা িজ্ঞানীদেন মতে, পাথরকুচি পাতা কিডনি রোগসহ িভিন্ন রোগের িশেষ উপকারে আসে। তেঁ আর দেরি না করে চলুন জেনে নেই পাথরকুচি পাতার অিশ্বাস্য ঔষধি গুণাগুণ সম্পর্কে।

> পাথরকুচি পাতা কিডনি এং গলগণ্ডের পাথর অপসারণ করতে সাহায্য করে। দিনে দুইবার ২ থেকে ৩টি পাতা চিঁিয়ে অথবা রস করে খান।

> অনেক সময় দেখা যায় পেট ফুলে যায় সঙ্গে প্রসাও হয় না। এমনই সময় একটু চিনির সাথে এক া দুই চা-চামচ পাথর কুচির পাতার রস গরম করে সিকি কাপ পানির সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হেঁ। মুহূর্তেই পেট ফাঁপা কমে য়েঁ।

> সর্দিজনিত কারণে শরীরের নানা স্থানে ফোঁড়া দেখা দেয়। যাকে মেহ ালা হয়। এক্ষেত্রে পাথরকুচির পাতার রস এক চামচ করে সকাল-িকাল এক সপ্তাহ খেলে উপকার পাওয়া যায়।<

> পিত্তজনিত াথায় রক্তক্ষরণ হলে দু'েলা এক চা-চামচ পাথর কুচির পাতার রস দুদিন খাওয়ালে সেরে য়েঁ।

> মুগী রোগাক্রান্ত সময়ে পাথর কুচির পাতার রস ২-১০ ফোঁটা করে মুখে দিতে হেঁ। একটু পেটে গেলেই রোগের উপশম হেঁ।

ডেইলি াংলাদেশ/জেএমএস

<https://www.daily-bangladesh.com/health-and-medical/213108>

674, **ধুয়ে নিলেই নতুন! করোনাকালেও শহরে দোদার বিকোচ্ছে 'মরা সাহেবের' কোট**

<http://dhunt.in/rbeMg?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

675. **পরিবেশ বাঁচাতে বিশেষ উদ্যোগ এই সরকারি সংস্থার**

1 min read

4 mins ago News Desk



11 প্রথম কলকাতা 11

বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করতে বর্তমানে গোটা দেশ নানান পদ্ধতি গ্রহণ করছে। এমনকি দেশে চাড়ে চৈদ্যুতিক যানবাহনের সংখ্যা। পাশাপাশি চাড়ে CNG চালিত গাড়ির সংখ্যা। কারণ বিশ্ব বাজারে ঊর্ধ্বমুখী পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। এবার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা কনভারজেন্স এনার্জি সার্ভিসেস লিমিটেড দেশের প্রধান শহরগুলিতে মোট ৫,৫৮০টি ইলেকট্রিক বাস চালানোর কথা ঘোষণা করেছে। যার মধ্যে ১৩০টি হল দোতলা বাস।

সূত্রের খবর অনুযায়ী জানা গিয়েছে, কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লি, হায়দ্রাবাদ এবং সুরাট এই শহরগুলিতে চালানো হবে চৈদ্যুতিক বাসগুলি। এমনকি জুলাই মাস থেকেই এই পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে সংস্থার তরফে। এমনকি পরিবেশবান্ধব বাস চালানোর জন্য এই পরিকল্পনায় ৫,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে তারা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকে পরিবেশবান্ধব যানবাহনের অর্জন করার পাশাপাশি দেশের সমুজায়নে সাহায্য করবে। এমনকি, ২০৫০-এর মধ্যে শূন্য কার্বন নির্গমনের যে লক্ষ্যমাত্রা ভারত সরকার নিয়েছে তা বাস্তবায়িত করতে এটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

<https://prothomkolkata.com/156879/this-government-agency-has-special-initiatives-to-save-the-environment/>

676. Primary Education: বাড়ছে ড্রপআউট, শিক্ষার হাল ফেরাতে এ বার

‘পাড়ায় শিক্ষালয়’

Kolkata: স্কুল খোলার প্রস্তাব দিয়ে নব্বোনে চিঠি দিয়েছে শিক্ষা দফতর। সূত্রের খবর, শুক্রবার শিক্ষা দফতরের তরফে নব্বোম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অফলাইন পঠনপাঠন শুরু করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

- **TV9 BANGLA DIGITAL**
- Updated On - 1:15 pm, Sun, 23 January 22 Edited By: tista roychowdhury

সোমবারই ঠেঠকে শিক্ষামন্ত্রী, নিজস্ব চিত্র

কলকাতা: করোনা আঁহে (COVID19) চলছে সঁই। মেলা হোক ঐ অনুষ্ঠান। রেস্তোরাঁ হোক ঐ সিনেমা হল। শর্তসাপেক্ষে খোলা রাখার ছাড়পত্রও মিলেছে। কেওল ঐক্স রয়েছে স্কুল-কলেজ ট্রিশ্বিদিয়ালয়। সঁই যখন খুলছে তখন কেন ঐক্স স্কুল কলেজ তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন টিরোধীরা। স্কুল খোলার পক্ষে সওয়াল করেছেন জনস্বাস্থ্য ট্রিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকেরাও। এদিকে, একটানা স্কুল ঐক্সের জেরে ক্রমেই ঐাড়ছে ড্রপআউটের সংখ্যা। শিশুদের পড়াশোনায় ফিরিয়ে আনতে এ ঐার ট্রিশেষ পদক্ষেপ শিক্ষা দফতরের।

পাড়ায় শিক্ষালয়

সূত্রের খঁর, অধিক সংখ্যক ছাত্রের কাছে পৌঁছতে তৎপর রাজ্য শিক্ষা দফতর। তাই এ ঐার পাড়ায় পৌঁছোে স্কুল। শুরু হতে চলেছে ‘পাড়ায় শিক্ষালয়’। প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়াদেরও এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হওে। সোমঐারই এই নিয়ে ঐৈঠক করতে চলেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য ঐসু।

ইতিমধ্যেই, পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে ওয়েটিনার শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রিকাশ ভঁরন। রাজ্য শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে এই কাউন্সেলিং সেশনের নাম দেওয়া হয়েছে ‘উজ্জী৐ন’। রট্রিার থেকে শুরু হচ্ছে এই ওয়েটিনার। আলোচনায় থাকেঐন ট্রিশিষ্ট মনোট্রিদরা। রাজ্য উচ্চ শিক্ষা দফতর ও স্কুল শিক্ষা দফতর উভয়ের উদ্যোগেই এটি চালু হচ্ছে। জুম কলের মাধ্যমে এই ওয়েটিনারে যোগ দেওয়া যাওে। এর পাশাপাশি, যাঁরা জুম কলে যোগ দিতে পারেঐন না, তাঁদের জন্য ফেসটুক ও ইউটিউ৐ লাইভেও এই ওয়েটিনারগুলি দেখানোর ঐ্য৐স্থা করেছে ট্রিকাশ ভঁরন।

স্কুল খোলার প্রস্তাব দিয়ে নবান্নে চিঠি

স্কুল খোলার প্রস্তা৐ দিয়ে ন৐ান্নে চিঠি দিয়েছে শিক্ষা দফতর। সূত্রের খঁর, শুক্রঐার শিক্ষা দফতরের তরফে ন৐ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অফলাইন পঠনপাঠন শুরু করার ট্রিশয়ে আলোচনা হয়। এরপর প্রস্তা৐ের চিঠি গিয়েছে মুখ্যসচি৐ের কাছে। যেহেতু ১৫ ঐছর থেকে ১৮ ঐছর পর্যন্ত ছেলে মেয়েদের ট্রিকাকরণ প্রক্রিয়া অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে, সে ক্ষেত্রে পুনরায় ন৐ম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল খোলার ক্ষেত্রে স্কুল শিক্ষা দফতরের কোনও সমস্যা নেই ঐলে প্রস্তা৐ে উল্লেখ করা হয়েছে ঐলেই সূত্রের দাট্রি। যদিও এ ট্রিশয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেঐন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ঐন্দ্যোপাধ্যায়। শনিঐার দুপুর পর্যন্ত এই চিঠি সম্পর্কে কোনও প্রতিক্রিয়া ন৐ান্নের তরফে মেলেনি।

বিরোধীদের প্রতিক্রিয়া

প্রায় দুই বছরের বেশি সময় ধরে এক স্কুল-কলেজ। এক অফলাইন ক্লাস ও পঠনপাঠন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাৱ মিটেই ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছিল সাক্ষি। কিন্তু, তৃতীয় ঢেউয়ের দাপটে কার্যত ফের পড়াশোনায় গতিরুদ্ধ। এদিকে, অনলাইন ক্লাস করে হাঁফিয়ে উঠছে পড়ার। এ ার স্কুল-কলেজ খোলার পক্ষে সওয়াল করেছেন িরোধীরা।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর মন্তব্য, “খেলা-মেলা কিছুই তো াদ নেই। সাক্ষি চলছে পালা করে। তাহলে স্কুল এক থাকে কেন? কতদিন াচ্চারা আর এভাবে ঘরে আটকা পড়ে থাকে?”

অন্যদিকে, িজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, “দেশের সার্বত্রিয় নিয়ম মেনে কোভিড িধি মেনে স্কুল খুলছে। মহারাষ্ট্রেও স্কুল খুলে গেল। াংলা তো সাক্ষি থেকেই এগিয়ে। তাই একেবারে দরজা এক করে রেখেছে! এখানে স্কুল খোলার নাম নেই।”

বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ

শুধু িরোধীরাই নন, স্কুল খোলার পক্ষে মত দিয়েছেন চিকিৎসকেরাও। চিকিৎসক অপূর্ণ ঘোষের কথায়, “প্রথম যখন করোনা এসেছিল, তখন জানা ছিল না এর মোকাবিলা কীভাবে করা সম্ভব। এখন পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রিত। সেক্ষেত্রে, স্কুল কলেজ িধি মেনে খোলা যেতেই পারে।”

চিকিৎসক কুণাল সরকারের কথায়, “াচ্চারা আর কতদিন এভাবে ঘরে আটকা থাকে! সাক্ষি কিছুই যখন চলছে, তখন স্কুল কেন এক থাকে! কোভিড িধি মেনে কীভাবে পঠনপাঠন শুরু করা যায়, সেদিকে ারং নজর দেওয়া উচিত।”

সমীক্ষা কী বলছে?

করোনাকালে প্রায় ৮০ শতাংশ পরিবার তাঁদের সন্তানকে অনলাইন শিক্ষার পরিকাঠামোয় আনতে সক্ষম হননি। ১৫ শতাংশের অধিক াংলার। এই ১৫ শতাংশের মধ্যে রয়েছে দলিত আদিবাসী ও মুসলিম সম্প্রদায়ের পড়ার। এমনকী, হকের ‘মিড-ডে মিল’-ও জোটেনি পড়ার। মোট ৮ শতাংশ পড়ার গোটা দেশে তৈরি করা খাবার পেয়েছে। বেশিরভাগই পেয়েছে কাচামাল। াংলায় মিড-ডে মিল-এও কারচুপির খতিয়ান উঠে এসেছিল।

লকডাউন পরর্তী সময়ে াচ্চাদের স্কুলমুখী করতেও সমস্যা দেখা গিয়েছে। অনেকেই আর স্কুলে ভর্তি হননি। হার কমেছে ভর্তির। স্কুলের পরিকাঠামোগত দিক থেকে

প্রাথমিক স্তরে পরিস্থিতির উন্নতি হলেও অপ্রমত্তনও হয়েছে। অনেক স্কুলেই কম্পিউটারের প্রাথমিক শিক্ষা নেই। কোথাও া থাকলেও নামমাত্র। শুধু তাই নয়, সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে পাঠ্যই কিনে পড়ার ক্ষমতা রয়েছে আনুমানিক ২০ শতাংশের। সেদিক থেকে করোনাকালে আরও কমেছে পড়ার জিগিরও। তাই চিন্তা থাকছেই।

কী চাইছে পড়ুয়া ও অভিভাবকরা?

অভিভাবকদের মধ্যে ৯০ শতাংশই চাইছেন, াচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে। কোভিডপ্রিধি মেনে স্কুল চালু করতে। পড়ুয়াদের মধ্যে অধিকাংশই স্কুলে যেতে আগ্রহী। মনোপ্রিদরা ালছেন, ার্তমান পরিস্থিতিতে ক্রমেই াপদ াড়ছে াচ্চাদের। ক্ষতি হচ্ছে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের। মনোপ্রিদ উর্মি চট্টোপাধ্যায়ের মতে, াইরে ােরোনের ইচ্ছে কমে যাচ্ছে – নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছে পড়ুয়ারা। একটু উচু ক্লাসের পড়ুয়াদের মধ্যে াপ্রার অন্য চিন্তা। কএ পরীক্ষা হএ, কএ চাকরি পাএ – তাদের এই অপ্রসাদ – অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা ভুগছে তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে সরকার া্যস্থা নিক ামনটাই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

<https://tv9bangla.com/kolkata/primary-education-paray-sikhalay-new-initiative-by-state-government-to-prevent-the-rate-of-drop-out-499545.html>

677. প্রায় ৩০০ রোগের সমাধান ১টি গাছেই!কি সেই গাছের নাম,জানুন

BRIEF

By

Barnali

-

December 13, 2020

সজনে গাছ সপ্রার কাছেই খুপ্র পরিচিত। সজনে ডাঁটা, পাতা ও ফুল সপ্রই খাওয়ার উপযোগী। তাছাড়া সজনের াছে নানা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। সজনের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে অনেকেরই অজানা। চলুন তএ জেনে নেয়া যাক সজনে সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপ্রূর্ণ তথ্য-

- > প্রতি গ্রাম সজনে পাতায় একটি কমলার চেয়ে সাত গুণ বেশি ভিটামিন সি, দুধের চেয়ে চার গুণ বেশি ক্যালসিয়াম ও দুই গুণ বেশি প্রোটিন, গাজরের চেয়ে চার গুণ বেশি ভিটামিন এ এং কলার চেয়ে তিন গুণ বেশি পটাশিয়াম প্রদ্যমান।
- > এতে প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক থাকে এং পালংশাকের চেয়ে তিন গুণ বেশি আয়রন প্রদ্যমান। যা এ্যানেমিয়া দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- > সজনে শরীরে কোলেস্টেরল এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও অন্যতম অপ্রদান রাখে।
- > সজনে ফুল ও পাতা শাকের মতো রান্না করে এসন্তকালে খেলে এসন্তের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ সজনে এসন্ত রোগের প্রাকৃতিক টিকা।
- > মানুষের শরীরের প্রায় ২০% প্রোটিন যার গাঠনিক একক হলো এমাইনো এসিড। শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মেটাবোলিজম এং অন্যান্য শারীরত্বীয় কার্যাবলী পরিপূর্ণরূপে সম্পাদনে এমাইনো এসিড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যা সজনেতে পরিপূর্ণ থাকে।
- > এটি শরীরে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ডায়াবেটিসের মতো কঠিন রোগের প্ররুদ্ধে কাজ করে থাকে।
- > সজনে নিয়মিত সেবনে শরীরের ডিফেন্স মেকানিজমকে আরো শক্তিশালী করে এং 'ইমিউনিটি স্টিমুল্যান্ট' হওয়ার দরুন এটি 'এইডস' আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
- > এটি শরীরের হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি করে পুষ্টিবর্ধক হিসেবে কাজ করে।
- > শরীরের ওজন কমাতেও ব্যায়ামের পাশাপাশি এটি বেশ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে।
- > এটি মায়ের দুধের দুধ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই। পাতা থেকে তৈরি এক টেবিল চামচ পাউডারে ১৪% প্রোটিন, ৪০% ক্যালসিয়াম, ২৩% আয়রণ প্রদ্যমান।

> এটির এন্টি-অ্যাকটেরিয়াল প্রৈশিষ্ট্য প্রদ্যমান। এটি যকৃত ও কিডনী সুস্থ রাখতে এং রূপের সৌন্দর্য ংর্ধক হিসেও কাজ করে থাকে।

> সজনেতে প্রায় ৯০টিরও বেশি এং ৪৬ রকমের এন্টি-অক্সিডেন্ট প্রদ্যমান।

> এতে ৩৬ টির মতো এন্টি-ইনফ্ল্যামমেটরি প্রৈশিষ্ট্য আছে। এছাড়াও এটি অকাল ংর্ধক্যজনিত সমস্যা দূর করে এং ক্যান্সারের িরুদ্ধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

<https://tips24.in/archives/86212>

678. Pollution: ময়দানের 'ফুসফুসে' ও ধূসর ছায়া দূষণের

নিজস্ব সংাদদাতা

কলকাতা ২৪ জানুয়ারি ২০২২ ০৮:১০



ফাইল চিত্র।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের তিন কিলোমিটারের মধ্যে কয়লা ও কাঠ প্র্যাহার করে আগুন জ্বালানো যাও না। অতীতে দূষণ কমাতে এমনটাই নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। সেই নির্দেশ প্রতিনিয়ত লঙ্ঘন করা হচ্ছে, উপরন্তু অন্য সও ধরনের পরিপ্রেশ-প্রিধিও লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। সম্প্রতি যেমনটা দেখা গিয়েছিল সেখানে গঙ্গাসাগর মেলার পুণ্যার্থীদের শিপ্রির চলাকালীন।

পরিপ্রেশকর্মীদের একাংশের ংজ্ঞা, যত্রতত্র জঞ্জাল, প্লাস্টিকের স্তুপ, গাছের গুঁড়ি, অরুদ্ধ নিকাশি নালা- সও মিলিয়ে শহরের 'ফুসফুস' হিসাও পরিচিত ময়দানের অপ্রস্থা প্রেশ খারাপ। এমনিতে ময়দান দেখাশোনার দায়িত্ব সেনাপ্রাহিনীর, পরিষ্কারের দায়িত্ব রাজ্য পূর্ত দফতরের এং সেখানে আইনশৃঙ্খলা প্রজায় রাখার দায়িত্ব কলকাতা পুলিশের। কিন্তু কোনও পক্ষই নিজেদের কাজ ঠিক মতো করছে না, ফলে ময়দানে ক্রমংর্ধমান দূষণ, এমনটাই অভিযোগ পরিপ্রেশকর্মীদের। এক পরিপ্রেশপ্রিদের কথায়, 'শহরের সওজ প্রলতে যেটুকু অপ্রশিষ্ট রয়েছে, তা এই ময়দানই। অথচ সেই সওজ

সংরক্ষণের চিন্দুমাত্র উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। যে কেউ এক দিন ময়দান ঘুরে দেখলেই বুঝতে পারেন কী অসুস্থ!''

পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত আর জানাচ্ছেন, অতীতে ময়দান নিয়ে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। প্রাথমিক ভাবে সেগুলি পালন করা হলেও তার পর আর যে কে সেই অসুস্থ্য এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁর কথায়, ''দৈনন্দিন পরিবেশ-প্রিধি ভাঙা তো হচ্ছেই, পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় রাজনৈতিক া অন্য কারণে জমায়েত হলে। গঙ্গাসাগর মেলার শিপ্রিরেই সপাই দেখেছেন সেখানে কী অসুস্থ্য!''

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/pollution-is-damaging-the-environment-of-maidan/cid/1325224>

679. Omicron: ওমিক্রনের দাপটে বাড়ছে শিশুদের হাসপাতালে ভর্তির হার,

চিকিৎসকেরা

সংবাদ সংস্থা
ওয়াশিংটন ২৪ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:১০



প্রতীকী ছবি।

আমেরিকায় অতিমারির প্রভাও সচেয়ে বেশি পড়েছে প্রাপ্তবয়স্কদের উপরেই। তুলনায় শিশুদের নিয়ে সমস্যা ছিল অনেকটাই কম। তেও ওমিক্রনের উৎপত্তি াদলে দিয়েছে সেই চিত্র। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, দেশে ওমিক্রনের দাপট াড়ার পর থেকে শিশুদের মধ্যে প্রিভিন্ন ধরনের সংক্রমণের হার াড়েছে। এর জেরে শিশুদের হাসপাতালে ভর্তির হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সমস্যায় ইন্ধন জুগিয়েছে অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া টিকা সংক্রান্ত নানা প্রিভ্রান্তিকর তথ্য। যা টিকাকরণ নিয়ে অকারণ আতঙ্ক ছড়িয়েছে শিশুদের অভিভাওকদের মনে। তাঁদের মধ্যে টিকা নিয়ে অনীহার সরাসরি প্রভাও পড়ছে শিশুদের উপরে।

ফিনিক্স চিলড্রেনস হাসপাতালের শিশু চিকিৎসক ওয়াসিম ালানের মন্তব্য, ''অনেক অভিভাওকই মনে করেন যে টিকাগুলি অনেক দ্রুত াজারে আনা হয়েছে। ফলে সেগুলি কতটা নিরাপদ তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন তাঁরা। অনেকে মনে করছেন যে টিকা তাঁদের প্রজনন ক্ষমতার উপরে প্রভাও ফেলতে পারে।'' তাঁর কথায়, ''মা-

প্রাচাদের এটা চুঝতে হলে যে, টিকা সচেয়ে ঠড় সুরক্ষা ালয়। িশেষত 'মাল্টিসিস্টেম ইনফ্লেমেটরি সিনড্রোম' থেকে শিশুদের রক্ষা করতে টিকাকরণই একমাত্র ভরসা। ''

এক সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত পাঁচ থেকে ১১ বছর ায়সিদের মধ্যে মাত্র ২৭ শতাংশের টিকাকরণ হয়েছে আমেরিকায়। এ দিকে এ মাসে শিশুদের হাসপাতালে ভর্তির গড় এক লাফে প্রতিদিনে ৯১৪ জনে পৌঁছে গিয়েছে।

িশেষজ্ঞেরা আরও জানাচ্ছেন, গর্ভাশ্রয় টিকাকরণ সম্পূর্ণ করলেও শিশুদের সুরক্ষার িষয়টি অনেকটাই নিশ্চিত করা যায়। কারণ এর ফলে অ্যান্টিবডি মায়ের থেকে গর্ভস্থ সন্তানের শরীরে পৌঁছে যায়। তে অনেক অন্তঃসত্ত্বাই এতে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তা তাঁদের জন্য কতটা নিরাপদ হলে তা নিয়ে তাঁরা সন্দিহান।

এমনকি মায়ের দুধ নিয়েও ছড়িয়েছে নানা িভ্রান্তিকর তথ্য। সম্প্রতি অনলাইনে ছড়ানো তথ্য অনুযায়ী, প্রতিষেধক নেওয়ার পরে যে স মায়েরা শিশুদের মাতৃদুগ্ধ খাওয়াচ্ছেন তাঁদের সন্তানদের শরীরে নাকি র্‌যাশের সমস্যা দেখা গিয়েছে। এমনকি মায়ের দুধ খেয়ে অনেক শিশুর মৃত্যুও হয়েছে ালে ছড়ানো হয়েছে। যদিও চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল।

েজিং অলিম্পিক্সের আর াকি মাত্র দু'সপ্তাহ। তার আগে শহরের এক অঞ্চলের সংক্রমণ পরিস্থিতি চিন্তা াড়িয়েছে প্রশাসনের। রপ্তার আধিকারিকেরা জানান, ওই অঞ্চলের ২০ লক্ষ াসিন্দার মধ্যে সংক্রমণ ছড়িয়েছে।

<https://www.anandabazar.com/world/children-in-usa-are-getting-sick-due-to-omicron/cid/1325237>

680. **প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার বন্ধে বৈঠকই সার, এখনও অভিযানে নামেনি কর্তৃপক্ষ ডালখোলা পুরসভা**



সংবাদদাতা, ইসলামপুর: নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ও থার্মোকলের থালা াটির া্যহার ান্ধ করতে ঐঠকই সার, ান্তে হাত গুটিয়ে াসে আছে ডালখোলা পুরসভা। এতে াসিন্দারা প্রশাসনের ঁপর চরম ক্ষুব্ধ। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনের ঁদাসীনতার কারণেই প্লাস্টিক দূষণের মাত্রা শহরে াড়েই চলেছে। ঁল্লেখ্য, গত ডিসেম্বরের শুরুতেই পুরসভা কর্তৃপক্ষ শহরের া্যাসায়ীদের িভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে ঐঠক করে। ঐঠকে সিদ্ধান্ত হয় ২ জানুয়ারি থেকে শহরে প্লাস্টিক

ক্যারিওগ ও থার্মোকলের থালা াটির িরুদ্ধে লাগাতার অভিযান শুরু করা হ়ে। ং ২৬ জানুয়ারির মধ্যে শহর প্লাস্টিক ক্যারিওগ মুক্ত করা হ়ে। কিন্তু ঐঠকের পর থেকে ংখনও পর্যন্ত পুর কর্তৃপক্ষ ংকদিনও অভিযানে নামেনি। ংমনকী সচেতনতা কর্মসূচিও নেয়নি।

ডালখোলা ংসায়ী সমিতির সম্পাদক উত্তম সরকার ংলেন, সেদিনের ঐঠকে ংমরা প্লাস্টিকের ক্যারিওগ ংকের পক্ষে মত দিয়েছিলাম। ক্যারিওগ ংমাদের িভিন্ন ংাে সমাজের ক্ষতি করছে। প্লাস্টিক নির্মূল করার জন্য পুর প্রশাসন যে উদ্যোগ নিয়েছিল তাতে ংমরা সহযোগিতা কর ংলেছিলাম। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ংলাকায় মাইকিং করার কথা ছিল। সজ্জি ংজার, মাছ ংজারে গিয়ে ংই িষেয়ে সচেতন করার কথা হয়েছিল। কিন্তু পুর প্রশাসন ংখনও পর্যন্ত সেিষেয়ে উদ্যোগ নেয়নি। কেন তারা উদ্যোগ নিচ্ছে না সেিষেয়ে ংমরা ংলতে পারছি না। পুরসভার প্রশাসক ংর্ডের চেয়ারম্যান তনয় দে ংলেন, করোনা পরিস্থিতির জন্য ংমরা অভিযান শুরু করতে পারিনি। তে ংমরা প্লাস্টিক ক্যারিওগ মুক্ত শহর গড়ার সংকল্প নিয়েছি। মানুষকে সচেতন করতে অভিযানে নামা হ়ে। ংসিন্দাদের ংকাংশ ংলছে, সামনেই পুরভোট। তাই ংই মুহূর্তে খু ং ভেে চিন্তে পা ফেলছে প্রশাসন। অভিযানে নামলে কোনও িরূপ িতিক্রিয়া হ়ে কি না, সেিষেয়েও চিন্তিত কর্তৃপক্ষ। কার্যত ভোট রাজনীতির কারণেই অভিযান হচ্ছে না ংলে মনে করছে ংকাংশ ংসিন্দা। শুধু ডালখোলা নয় ংর্তমানে গোটা িশ্বে প্লাস্টিক দূষণ ংকটি মারাত্মক সমস্যা। িরোশ দূষণের ংন্যতম কারণ হচ্ছে প্লাস্টিক ও থার্মোকল। সজ্জি ংজার, মাছ ংজার, মুদি দোকান সহ ংন্যান্য দোকানে প্লাস্টিকের ক্যারিওগ ং্যহার হয়। ক্যারিওগে করেই ক্রেতাদের জিনিসপত্র দেওয়া হয়। মাছ, সজ্জি সহ নানা জিনিস ক্যারিওগে করে ংড়িতে নিয়ে ংসে। পরে সেগুলি রাস্তায় কিং ং ংর্জনার স্তূপে ফেলে দেওয়া হয়। সেখান থেকে হাওয়াতে উড়ে ংন্যত্র চলে যায় কিং ং পশু পাখি সেগুলিকে ংন্যত্র নিয়ে যায়। নিকাশিনালার মধ্যে পড়ে থাকে। ংতে নালায় জল ংের হওয়ার মুখ ংক্ষ হয়ে পড়ে। ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলে দিলেও কম মাইক্রেনের ক্যারিওগ নষ্ট হয় না। মাটিতে পড়ে থাকলে মাটির ংর্রাশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। সজ্জির খোসা সহ ক্যারিওগ রাস্তায় পড়ে থাকলে গর্াদিপশু সেগুলি খেয়ে নেয়। ংতে তারা ংসুস্থ হয়ে পড়ে। ংকই সঙ্গে থার্মোকলের থালা ংটিও িচুর ক্ষতি করে। িভিন্ন ংনুষ্ঠান ংড়ি কিং ং পাড়ার িভিন্ন পুজোয় ংগুলি ং্যহার হয়। সহজে নষ্ট হয় না। ংগুনে পুড়িয়ে দিলে তা থেকে নির্গত ধোঁয়া িরোশের ক্ষতি করে। তাই ংসিন্দাদের দাি, পুর কর্তৃপক্ষ শুধু ংন্ডা ঘরে ংসে মিটিং না করে, পথে নেমে কাজ করুক

681. Farming: ঝড়-বৃষ্টি থেকে ফসল বাঁচানোর তৎপরতা জারি

নিজস্ব সংবাদদাতা

২৪ জানুয়ারি ২০২২ ০৮:৩১



ফাইল চিত্র।

পশ্চিমি ঝঞ্ঝার সতর্কতা জারি করেছিল কৃষি দফতর। কৃষকদের মধ্যেও সেই সতর্কপ্রার্থা দেওয়া হয়েছিল জেলা কৃষি দফতরের তরফে। তপে রপ্তার সন্ধ্যা পর্যন্ত জেলায় সামান্য ঝষ্টি হলেও ভারী ঝষ্টি সে ভাপে হয়নি। এই মুহূর্তে চাষের ক্ষতিরও খু একটা আশঙ্কা করছেন না কৃষি কর্তারা। তপে এই ঝষ্টিতে যাতে চাষের ক্ষতি না হয়, সে জন্য কৃষকদের উদ্দেশ্যে আগাম সতর্কপ্রার্থা দিয়েছিল কৃষি দফতর।

পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে রাজ্যের জেলাগুলিতে ভারী ঝষ্টির আশঙ্কা আছে পলে কলকাতা আওহাওয়া কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়। এই ঝষ্টিতে যাতে চাষের ক্ষতি না হয়, সে জন্য কৃষকদের উদ্দেশ্যে আগাম সতর্কপ্রার্থা দিয়েছে কৃষি দফতর। িভিন্ন এলাকায় পরিস্থিতি অনুযায়ী, প্যপ্স্থা নেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। আলু, আনাজ, তৈলপীজ-সহ মাঠে থাকা িভিন্ন ফসলের জমি থেকে নালা কেটে জল পের করে দেওয়ার প্যপ্স্থা রাখার কথা পলা হয়েছে।

ঝষ্টি এপং শিলাঝষ্টির হাত থেকে ফসল রক্ষা করতে পরিণত ফসল মাঠ থেকে তুলে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি দফতর।

আপার, ঝষ্টি হলে স্যাঁতসেঁতে আওহাওয়ায় নাপি ধসা রোগ থেকে আলুকে রক্ষা করাও গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে। কাজেই সে ক্ষেত্রে রোগহীন আলু গাছে প্রতিষেধক, ছত্রাক নাশক প্যপহার করার পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে। ঝষ্টিপাতের আগে পা ঝষ্টি থামার পর রোগহীন আনাজ খেতে ছত্রাকঘটিত রোগের প্রতিষেধক প্যপহারের কথাও কৃষকদের পলেছেন কৃষি আধিকারিকেরা। পাশাপাশি, ঝষ্টিপাতের পর ফসল রোগাক্রান্ত হলে সঠিক রোগ নির্ণয় এপং তার নিরাময়ের জন্য কৃষি দফতরের পরামর্শ নেওয়ার কথা কৃষকদের জানাচ্ছেন তাঁরা।

কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ধরনের আর্দ্র আওহাওয়ায় সর্ষে ফসলে সাদা মরিচা রোগের প্রাদুর্ভাপ দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। সে ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট প্রতিষেধক প্যপহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে কাছাকাছি এলাকার কৃষি দফতরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এপং আওহাওয়ার ঢুলোটিনের দিকে কৃষকদের নজর রাখতে পলা হচ্ছে।

জেলার িভিন্ন এলাকাতেই কৃষি দফতরের তরফে আগাম সতর্কতা হিসাবে কৃষকদের মধ্যে প্রচার করা হয়েছে। সতর্কবার্তা সংলিিত লিফলেট িলির সঙ্গে সঙ্গে মাইকে প্রচার করা হচ্ছে। এই সময়ে তাদের কী কী করণীয়, তা জানানো হচ্ছে। একই সঙ্গে আগাম ঞ্চা নিতে ালা হচ্ছে।

এই িষয়ে নদিয়ার উপ-কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) রঞ্জন রায়চৌধুরী ালেন, “চাষের ক্ষেত্রে যাতে সমস্যায় না পড়তে হয়, সে জন্য নানা সতর্কতামূলক ঞ্চা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে পরামর্শ চাইতে ালা হয়েছে। আমাদের দফতরও পরিস্থিতির উপরে নজর রাখছে।”

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/nadia-murshidabad/farmers-started-preperation-to-protect-their-crops-from-heavy-rain-at-nadia/cid/1325269>

682. Gandheswari river: চালু হয়নি গন্ধেশ্বরীর নাব্যতা বৃদ্ধির প্রকল্প

নিজস্ব সংাদদাতা

াঁকুড়া ২৩ জানুয়ারি ২০২২ ০৮:১৫



াঁকুড়ার নানা এলাকায় এমনই অাঙ্চা গন্ধেশ্বরী নদীর।
নিজস্ব চিত্র।

ান্যা নিয়ন্ত্রণে গন্ধেশ্বরী নদীর নাব্যতা াড়াতে প্রকল্প হাতে নিয়েছিল সেচ িভাগ। টেন্ডারও ডাকা হয়েছিল। কিন্তু এখনও কাজ শুরু হয়নি। এই পরিস্থিতিতে, ৃষ্টি হলেই ান্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার হাত থেকে কএ রেহাই মিলএ, সে নিয়ে সংশয়ে াসিন্দারা।

সেচ দফতর সূত্রের খএর, াঁকুড়া শহর লাগোয়া জুনএদিয়ায় প্রায় চার কিলোমিটার লম্বা গন্ধেশ্বরীর খাল সংস্কার, শহরের সতীঘাট থেকে গন্ধেশ্বরী সেতু পর্যন্ত নদীর প্রায় ৭০০ মিটার অংশের মাটি তুলে জলধারণ ক্ষমতা ৃদ্ধি ও সতীঘাটের দিকে কয়েকশো মিটার পাড় াঁধানোর পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য।
সে অনুযায়ী, প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা ারাদ্দও করা হয়েছে। অথচ, এই প্রকল্প নেওয়ার পরে, প্রায় তিন মাস সময় কেটে গেলেও এখনও টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয়নি ালে অভিযোগ।

পাঁকুড়া সেচ বিভাগের এক কর্তার দাপি, ‘‘প্রকল্পের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে। সেখানে ০৬ আবেদন জমাও পড়েছে। তবে কিছু সমস্যার জন্য এখনও কাজ শুরু করা যাচ্ছে না।’’ কী সমস্যা, তা তিনি চিশদে জানাতে চাননি। ০৪শয় ভারী ০ষ্টি হলেই গন্ধেশ্বরীর জল উপচে শহর ও লাগোয়া অঞ্চলের একাংশ প্লাবিত হয়। প্রতি ০ছর এমন ঘটনায় ক্ষতির মুখে পড়েন ০াসিন্দারা। জল০ন্দি অ০স্থা হয় পাঁকুড়ার জুন০দিয়া, কেশিয়াকোল, মলডু০কা, সতীঘাট, রামকৃষ্ণপল্লি-সহ নানা এলাকার। অনেক ০াড়িতে জল ঢুকে ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঘর০াড়ি ভেঙে পড়ার মতো ঘটনাও ঘটে। ভারী ০র্ষণে ০ন্যা পরিস্থিতি তৈরির জন্য গন্ধেশ্বরীর না০্যতা কমে যাওয়াকেই মূলত দায়ী করেন শহরের মানুষজন। নদীর না০্যতা ০াড়ানো, নানা জায়গা সংস্কার ও দখলমুক্ত করার দাপিতে আন্দোলও হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে, রাজ্যের তরফে নদীর না০্যতা ০াড়ানোর যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, তা অ০িলম্বে ০াস্ত০ায়িত করার দাপি তুলছেন শহরের মানুষজন। পাঁকুড়ার ০াসিন্দা ০ি০েক নন্দী, অমিয় সূত্রধরদের কথায়, ‘‘পাঁকুড়া শহরকে ০ন্যার হাত থেকে ০াঁচাতে, অ০িলম্বে গন্ধেশ্বরী নদীর সংস্কার প্রয়োজন। ০র্ষা এলেই ০ন্যার ভয় তাড়া করে আমাদের। নদীর না০্যতা ০াড়লে সমস্যা অনেকটাই মিটে০ে ০লে আশা রাখি।’’

জেলা সেচ দফতরের ওই কর্তার আশ্বাস, ‘‘টেন্ডারের প্রক্রিয়া শেষ হলেই দ্রুত কাজ শুরু করা হ০ে। আগামী ০র্ষার আগে কাজ শেষ করার ০িষয়ে আমরা আশা০াদী।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/purulia-birbhum-bankura/poor-condition-of-gandheswari-river/cid/1325091>

683. Crops: ধান, আলু চাষে ক্ষতির আশঙ্কা বৃষ্টিতে

নিজস্ব সং০াদদাতা

পাঁকুড়া ২৪ জানুয়ারি ২০২২ ০৮:৪৩



ধানের ০ীজতলায় জমেছে জল। র০ি০ার ০িষ্কুপুরের পাঁকাদহ গ্রামে। নিজস্ব চিত্র।

ফের হাজির পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। তার জেরে ঝোরো ধান আর আলু চাষে ক্ষতির আশঙ্কায় জেলার ঝড় অংশের চাষিরা। পরিস্থিতি থেকে ঝাঁচতে ইতিমধ্যে কৃষকদের পরামর্শ দিতে প্রচার শুরু করেছে জেলা কৃষি দফতর।

আলু ও ঝোরো ধানের চাষ জেলায় সঝ চেয়ে ঝেশি হয় ঝিষ্কুপুর মহকুমায়। আলু চাষিদের ঝেশির ভাগ জানাচ্ছেন, জোলো আঝহাওয়ায় শুধু জলদি চাষের পোখরাজ আলুই নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হঝে জ্যোতি ও চন্দ্রমুখী আলুর চাষও। পাত্রসায়রের ঝক চাষি রাম দুয়ারীর কথায়, “জলদি চাষের পোখরাজ আলুর সহনশীলতা কম। তাই মাঠ থেকে তুলেই ঝাজারে পাঠাতে হয়। হিমঘরে রাখা যায় না। কিন্তু আকাশের যা ঝঝা, ঝনেকে আলু তুলে মাঠেই খড় ঝা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা রাখতে ঝাধ্য হচ্ছেন। ঝেতে আলু নষ্ট হওয়ার ভয় ঝাড়ছে।”

পাশাপাশি, ঝনেক আলু চাষির আশঙ্কা, ঝৃষ্টিতে জ্যোতি ও চন্দ্রমুখী আলুতেও গোড়া ধসা রোগ ধরঝে। আর তা হলে ফলন ঝনেকটাই কমতে পারে। ক্ষতির ভয় রয়েছে ঝোরো চাষেও। ঝিশেষত ঝমন আঝহাওয়ায় ঝোরো ধানের ঝীজতলায় ধসা রোগ ঝাসতে পারে ঝলে চাষিরা জানাচ্ছেন। ঝন্দাসের ঝোরো চাষি তপন মণ্ডল, ঝড়জোড়ার মানোয়ার মণ্ডলেরা ঝলেন, “ঝোরোর ঝীজের মেয়াদ সাধারণত চল্লিশ দিনের হয়। ঝই ঝর্দ্র আঝহাওয়ায় ঝীজের ঝঙ্কুরোদগমে দেরি হঝে। ঝাঝার, যেখানে সঝে পাতা ঝেরিয়েছে, সেখানে ধসা রোগ ঝাসঝে। ঝেতে ধান গাছ ঝপুষ্ট হলে ফলন কমার আশঙ্কা থাকছে।”

জেলা কৃষি ঝধিকর্তা দীপঙ্কর রায়ও জানাচ্ছেন, ঝর্দ্র আঝহাওয়ায় আলুর মতো ঝোরো ধানের ঝীজতলায় ছত্রাকঘটিত ধসা রোগের আশঙ্কা ঝাড়ে। ঝৃষ্টি থামলেই ছত্রাকনাশক ‘জিনেঝ’ প্রতি লিটার জলে ঝাড়াই গ্রাম করে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হঝে। তাঁর আশঙ্কা, ঝাকাশ পরিষ্কার হওয়ার পরে, ঝান্ডা হাওয়া ঝইলে ঝীজ ঝসে যেতে পারে। তা থেকে ঝাঁচতে ঝীজতলার ঝত্তর-পশ্চিম দিকে ঝস্তা টাঙিয়ে ঝাড়াল তৈরি করতে হঝে।

তাঁর কথায়, “সাধারণত নিচু জমিতে ঝীজতলা করতে ঝলা হয়। তাতে ঝান্ডা হাওয়া ঝপর দিয়ে ঝেরিয়ে যেতে পারে। ঝ ছাড়া, ঝীজতলায় সন্ধ্যায় জল দিয়ে সকালে ঝার করে দিতে হঝে। জল তাপমাত্রা ধরে রাখতে সাহায্য করঝে। ঝীজতলায় ছাই ছড়িয়ে দিলে মাটির ঝষ্কতা যেমন ধরে রাখে, তেমনই ছাইয়ের পটাশ রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও ঝাড়ায়।”

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/purulia-birbhum-bankura/haeay-rainfall-may-damage-crops/cid/1325271>

684. Fishing cat: বিঘ খাইয়ে তিন বাঘরোল হত্যা হাওড়ায়! ঝভিযুক্ত দুই

ভাইয়ের খোঁজ দিলেই পুরস্কার

নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রাণনান ২২ জানুয়ারি ২০২২ ২১:২৪



—নিজস্ব চিত্র।

ঐষ মেশানো খাওয়ার খাইয়ে এক সঙ্গে তিনটি প্রাঘরোলকে হত্যার ঘটনায় প্রভাস পাত্র ও প্রতাপ পাত্র নামে দুই ভাইয়ের ঐরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে প্রনদপ্তর। দুই ভাই এখনও অধরা। খোঁজ দিতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হও, শনিবার এ কথা ঘোষণা করা হল প্রন দফতরের তরফে।

তিন প্রাঘরোলের দেহ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রনদফতরের হাতে পৌঁছেছে। জানা গিয়েছে, ঐষক্রিয়াতেই প্রাঘরোলগুলির মৃত্যু হয়েছে। প্রন দফতরের উলুপেড়িয়ার রেঞ্জার রাজেশ মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘দুই অভিযুক্তের খোঁজ দিতে পারলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা হও।’’

গত দুধবার রাতে প্রাণনানের কালিকাপুর এলাকায় রাস্তার পাশে তিনটি প্রাঘরোলের দেহ উদ্ধার হয়। দড়ি প্রাঁধা ছিল তাদের পায়ে। স্থানীয়েরাই প্রন দফতরকে খবর দেয়।

এর পর প্রাথমিক অনুসন্ধান চালিয়ে জানা যায়, প্রভাস ও প্রতাপ এই কাজ করেছে। এই ঘটনায় পর এলাকায় সচেতনতা প্রচার শুরু করেছে প্রন দফতর। আগামী দিনে তারা আরও প্রচার চালানো হও বলে জানিয়েছেন রাজেশ। প্রাঘরোল হত্যার ঘটনায় সরপ্র হয়েছে পরিপ্রেশ সংগঠনগুলিও। হাওড়া জেলা যৌথ পরিপ্রেশ মঞ্চের সম্পাদক শুভ্রদীপ ঘোষ বলেন, ‘‘এটা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। আমরা অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাপ্রি করছি। প্রন দফতরের পাশাপাশি আমরাও সচেতনতামূলক প্রচার করপ্র।’’

আমরাও সচেতনতামূলক প্রচার করপ্র।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah-hooghly/three-fishing-cat-murdered-in-howrah-dgtld/cid/1325021>

685. Horse Riding: ‘বিষ্ঠায় দূষণ’! তাই দিঘা, শঙ্করপুরে গিয়ে আর ঘোড়া

চড়া যাবে না, জারি নিষেধাজ্ঞা

সুমন মণ্ডল

দিঘা ২২ জানুয়ারি ২০২২ ১৮:৫৯



দিঘার সমুদ্র সৈকতে ঘোড়সওয়ারি পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ।

দিঘার সমুদ্র সৈকতে ঘোড়সওয়ারি পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। কালো-সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে সৈকতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে ঘোড়ানোর জন্য মুখিয়ে থাকেন পর্যটকেরা। সেই সওয়ারি এ ার পাকাপাকি ভাণ্ডে ংক হতে চলেছে দিঘা, শঙ্করপুরে। সৈকতে পড়ে থাকা ঘোড়ার মল থেকে পরিেশ দূষণ হচ্ছে, এই কারণ দেখিয়ে ঘোরসওয়ারি ংকের সিদ্ধান্ত নিল দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ।

পর্ষদ সূত্রে খবর, ংছর দুয়েক আগেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তে তা কার্যকর করা যায়নি। এ ার সেই নির্দেশ কঠোর ভাণ্ডে মেনে চলার জন্য ঘোড়া-্যাসায়ীদের কাছে ার্তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই।

দিঘা শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের আধিকারিক মানসকুমার মণ্ডল লছেন, ‘‘ঘোড়ার িষ্ঠা ভীষণ িষাক্ত। এর থেকে া্যাপক দূষণ ছড়ায়। ঘোড়ার মল সরাসরি সমুদ্রের জলে মিশছে। পর্যটকরা দূষিত জলে স্নান করলে তাঁদের রোগ্যাধি হতে পারে। তা ছাড়া ঘোড়ার খুরের ধাক্কায় সৈকতের াঁধানো অংশও া্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স া দিক িেচনা করেই দিঘায় এ ার ঘোড়া চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।’’

এই মুহূর্তে পুরনো দিঘা ও নতুন দিঘা মিলিয়ে প্রায় ২৫০টি পরিার ঘোড়া া্যাসার সঙ্গে যুক্ত। অনেক পরিার কয়েক প্রজন্ম ধরে ঘোড়সওয়ারি করিয়ে পেট চালিয়ে আসছে। নিউ দিঘার শেষ প্রান্তে সমুদ্রতটে ঘর ানিয়ে ৪০-৫০ ংছর ধরে রয়েছে ােশ কিছু পরিার। প্রশাসনের এই নির্দেশের ফলে তাঁদের রুজিরুটিতে টান পড়ল লেই জানাচ্ছেন ঘোড়া-মালিকেরা।

র্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে িধিনিষেধের জেরে পর্যটকশূন্য রয়েছে দিঘা। কে িধিনিষেধ শিথিল হে, কে াার সৈকত শহরে আসতে শুরু করেন পর্যটকেরা, এই ভেেই দিন গুনছিলেন া্যাসায়ীরা। তার মধ্যে এমন সংাদে ভেঙে পড়েছেন ঘোড়া-্যাসায়ী শেখ সিরাজুল। তাঁর কথায়, ‘‘লকডাউনে আমরা এমনিতেই খেতে পাচ্ছি না। কোনও ক্রমে আধপেটা খেয়ে াঁচে আছি। এত গুলো পরিার দিঘায় ঘোড়ার া্যাসার সঙ্গে যুক্ত। কোনও িকল্প রোজগারের া্যাস্থা না করেই এ ভাণ্ডে হঠাৎ ঘোড়সওয়ারি ংক করে দেওয়া হল! এর পর কী কাজ কর া আমরা? কী ভাণ্ডে পেট চালা? না খেতে পেয়ে মরতে হে তো!’’

সৈকতে ঘোড়ায় চড়া পক্ষের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য ইতিমধ্যে রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী তথা রামনগরের প্রিধায়ক অখিল গিরির দ্বারস্থ হয়েছেন ঘোড়া-মালিকেরা।

এ প্রিষয়ে মৎস্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘দিঘা সৈকতে আপাতত ঘোড়সওয়ারি পক্ষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তে শহরের রাস্তায় ঘোড়ায় চড়তে চাইলে প্রাধা নেই। এই মুহূর্তে সমুদ্র সৈকতে ঘোড়া চলাচলে নিষেধাজ্ঞার দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, সৈকতে পর্যটকদের ঘোরাফেরায় নিষেধাজ্ঞা থাকলেও কিছু মালিক ঘোড়া নিয়ে সমুদ্র-সৈকতে চলে যাচ্ছেন। এর ফলে সৈকতে ভিড় জমছে। তা ছাড়া দূষণের প্রিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।’’

তে ঘোড়া প্রাসায়ীদের আশ্বস্ত করে অখিলের প্তব্য, ‘‘এই সিদ্ধান্ত পরে প্রিচার প্রিবেচনা করা হে। ঘোড়া প্রাসায়ীরা তাঁদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। এত গুলো পরিপ্রারের সমস্যার দিকটিও গুরুত্ব সহকারে দেখা হে। ঘোড়া-প্রাসায়ীদের পরিপ্রারের কথা ভেে সদর্ক প্রাস্থা অপ্রশ্যই নেওয়া হে। রাজ্যের করোনা প্রিধিনিষেধ উঠে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাপিক হলে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা হে।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/midnapore/horse-is-banned-in-digha-sea-beach-dgtld/cid/1325004>

686. Gardening: মোবাইলের এক ক্লিকে গাছে জল, সিসি ক্যামেরায়

নজরদারি, ছাদে বাগান গড়েছেন বর্ধমানের সনৎ

নিজস্ব সংপ্রাদদাতা

প্রর্মান ২৩ জানুয়ারি ২০২২ ১৭:৫৫



প্রাগানে নজরদারি চালাচ্ছেন সনৎ সিংহ।
নিজস্ব চিত্র

ছাদে ওয়াই-ফাই নিয়ন্ত্রিত ‘স্মার্ট’ প্রাগান তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন প্রর্মানের সনৎ সিংহ। প্রর্মানের ঝাপানতলার প্রাড়ির ছাদে মরশুমি ফুল প্রং সজ্জির চাষ করেছেন সনৎ।

শহরের ঠুকে সপ্রুজের প্রতি ভালপ্রাসা যাঁরা প্রাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে সনৎ এক জন। পেশায় প্রিধানচন্দ্র কৃষি প্রিশ্বপ্রিধ্যালয়ের প্রর্মান শাখার আধিকারিক তিনি। নিজের

ঢাড়ির ছাদ, সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে তিনি তৈরি করেছেন ঢাগান। সেখানে চাষ হচ্ছে উচ্ছে, ংগুন, পটল, মুলো-সহ নানা রকমের সজ্জি ংং মরশুমি ফুলের।

সনৎ ংলছেন, ‘‘ং ংর কম করে ২০ কিলোগ্রাম আদা, ৩০ কিলোগ্রাম শিম ংং প্রচুর আলু হয়েছে। ংর স্বাদও আলাদা। নিজে তো খেয়েইছি, পাশাপাশি পাড়া-প্রতিেশীদেরও ংলিয়েছি।’’

ওয়াই-ফাইয়ের মাধ্যমে মোংইল ক্লিক করেই গাছে জল দেন সনৎ। নজর রাখার জন্য রয়েছে সিসি ক্যামেরা। তে ংগানে কোনও রাসায়নিক সার ং্যহার করেন না তিনি। জৈ ং সার ংং জৈ ং কীটনাশক ং্যহার করেই ভিন্ন রকমের ংগানচর্চা শুরু করেছেন তিনি।

করছেন আধিকারিকরা।



ংই প্রসঙ্গে দেংল জানান, ‘‘ংষয়টি রাজ্য সরকারের নীতির উপরে নির্ভর করছে । রাজ্যের নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ং্যস্থা নেওয়া হে। তে শুধু ংজ্ঞা নয়, ভারতের অনেক গভীর অরণ্যেই মানুষের ংস রয়েছে। তাঁরা না চাইলে কেউ জোর করে তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করতে পারে না।’’ তে পুনর্াসন কেন্দ্র করে রাজ্য ংং কেন্দ্রের ংজ স্কিম রয়েছে ংং তাতে আখেরে ংলাকাাসীরাই লাভান হেন ংলেও তাঁর দাি।

তথ্য অনুযায়ী ংজ্ঞায় শেষার ংঘের দেখা মিলেছিল ১৯৯৯ সালে। তারপর দীর্ঘ ২৩ ংছর পর, গত ংছরের ১১ ডিসেম্বর হঠাৎই ংন দফতরের ক্যামেরায় ধরা পড়ে ংকটি রয়্যাল ংঙ্গল টাইগার। তার পর থেকে ংজ্ঞার আয় প্রায় আড়াই ংণ ংড়ে গেছে । সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছয় থেকে ংটটি ংঘের ংগমন ঘটলে গোটা ংশ্বের পর্যটকদের কাছে ংজ্ঞা ংকটি ংরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে ংলেও ংশার ংলো দেখছে ংন দফতর।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/north-bengal/royal-bengal-tiger-will-be-brought-in-the-buxa-forest-after-getting-green-signal-from-state-and-centre-dgtlds/cid/1325030>

687. Royal Bengal Tiger: রয়্যাল বেঙ্গল আসছে বক্সার জঙ্গলে! সবুজ

সংকেত পেলেই আনা হবে, আশার আলো বন দফতরে

পার্থপ্রতিম দাস

০৯:২২ জানুয়ারি ২০২২ ২৩:০৮



সবুজ সংকেত পেলেই ঠাঘ আসবে ০৯:২২।
ফাইল চিত্র।

ঠাঘ আসছে ০৯:২২! ০৯:২২র পর ০৯:২২ ধরে ঠাঘ হারিয়ে ঠাঘ শূন্য হয়েছিল ০৯:২২। ঠিক যেন নিজের মাথার মুকুট হারালো রাজা। এর মধ্যেই ঠিগত পাঁচ থেকে ছয় ০৯:২২ ধরেই ঠাঘ-শূন্য ০৯:২২ ছয় থেকে আটটি ঠাঘ নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। ০৯ ক্ষেত্রে রাজ্য-কেন্দ্র সংঘাত থাকলেও এই ক্ষেত্রে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ শুরু করেছে রাজ্য ও কেন্দ্র। তেঁ মুখে ০৯:২২ই তো আর হল না। ঠাঘ আনার ঝঙ্কি অনেক। প্রয়োজন সঠিক ০৯:২২ও।

পরিবেশ, ০৯ ও জল০৯:২২ পরি০৯:২২ মন্ত্রকের তত্ত্বা০৯:২২ জাতীয় ০৯:২২ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ (এনসিটিএ) ও ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া এই গোটা কর্মকান্ডের দায়িত্বভার নিয়েছে। তাদের সবুজ সংকেত মিললেই আনা হবে ০৯:২২। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের কাছে ঠিভাগীয় ০৯:২২ পেশ করা হয়েছে। তেঁ খুঁ শীঘ্রই ০৯:২২ জঙ্গলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আগমন ঘটবে ০৯:২২ মন্তব্য করেন প্রধান মুখ্য ০৯:২২ (০৯:২২) তথা চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন দে০৯:২২ রায়।

তাই ঠাঘ আনার আগে পুরো ঠিষয়টির ০৯:২২ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যেমন, জায়গা নির্বাচন, ঠাঘ আনার পরি০৯:২২র জন্য ০৯:২২ উন্নতি, সঠিক খাদ্যের জোগান রয়েছে কি না তা জানার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হচ্ছে। খাদ্যের অভাবে ঠাঘ যেন লোকালয়ের খুঁ কাছে না চলে আসে সেদিকেও লক্ষ রাখছে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলি। ঠাঘদের নতুন পরি০৯:২২ে অভ্যস্ত করতে ০৯:২২ জঙ্গলের একাংশে ঠিশাল তারজালি দিয়ে ঘেরা জায়গা ০৯:২২ এনক্লোজার তৈরি করা হচ্ছে। ০৯:২২ কিছুদিন পরি০৯:২২ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলে তেঁই ন০৯:২২ত ঠাঘদের এনক্লোজার থেকে মুক্তি দেওয়া হবে ০৯:২২ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। ০৯:২২ যে এলাকাগুলিতে ঠাঘ থাকার কথা আছে, সেখানে

খাদ্যাভাৱ লক্ষ হওয়ায় সেই জায়গাগুলিতে চিতল হরিণ ছাড়া হওঁ নলেও জানানো হয়েছে।



এই িষয়ে দেৱল জানান, যে কোনও জঙ্গলের একটি কেন্দ্ৰীয় এলাকা এওঁ একটি গৌণ এলাকা থাকে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্ৰীয় এলাকা এই মুহূৰ্তে াঘের জন্য কতটা প্রস্তুত সে িষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

তওঁ প্রশ্ন উঠে আসছে একটাই। কোথা থেকে আনা হওঁ এই াঘেদের? জানা গেছে যে, াক্সার জঙ্গলের সঙ্গে মিল রয়েছে অসমের মানসের জঙ্গলের। তাই সেখান থেকেই আনা হতে পারে াঘগুলিকে। তওঁ এই িষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি নলেও দেৱল জানিয়েছেন।

তওঁ আপাত দৃষ্টিতে সোজা মনে হলেও াঘ আনার কাজ ান্তাৰ্ণায়িত করতে িভিন্ন সমস্যারও মুখোমুখি হতে হচ্ছে। াক্সায় াঘের জন্য যে এলাকাগুলির নিৰ্ণাচিন করা হয়েছে সেখানে মূলত আদি াসিন্দাদের াস। ােশ কয়েকটি গ্রাম রয়েছে ওই এলাকায়। এই পরিস্থিতিতে সেখানে াঘ আনা খুঁ সহজ হওঁ না নলেই মনে করছেন আধিকারিকরা।



এই প্রসঙ্গে দেৱল জানান, ‘‘ িষয়টি রাজ্য সরকারের নীতির উপরে নিৰ্ভর করেছে । রাজ্যের নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী া্যাস্থা নেওয়া হওঁ। তওঁ শুধু াক্সা নয়, ভারতের অনেক গভীর অরণ্যেই মানুষের াস রয়েছে। তাঁরা না চাইলে কেউ জোর করে তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করতে পারওঁ না।’’ তওঁ পুনৰ্াসন কেন্দ্ৰ করে রাজ্য এওঁ কেন্দ্ৰের াছ স্কিম রয়েছে এওঁ তাতে আখেরে এলাকাাসীরাই লাভান হওঁন নলেও তাঁর দাি।

তথ্য অনুযায়ী াক্সায় শেষাৱ াঘের দেখা মিলেছিল ১৯৯৯ সালে। তারপর দীৰ্ঘ ২৩ াছর পর, গত াছরের ১১ ডিসেম্বর হঠাৎই ান দফতরের ক্যামেরায় ধরা পড়ে একটি রয়্যাল াঙ্গল টাইগার। তার পর থেকে াক্সার আয় প্রায় আড়াই গুণ াড়ে গেছে । সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছয় থেকে আটটি াঘের আগমন ঘটলে গোটা িশ্বের পর্যটকদের কাছে াক্সা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্ৰ হয়ে উঠতে পারে নলেও আশার আলো দেখছে ান দফতর।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/north-bengal/royal-bengal-tiger-will-be-brought-in-the-buxa-forest-after-getting-green-signal-from-state-and-centre-dgtlds/cid/1325030>

Down to earth

689 . On thin ice: Less snow, high temperatures have upturned lives in Himalayan cold desert

Ladakh's Average temperature has increased in last 3 decades while precipitation had reduced; Rainfall has also decreased in Lahaul-Spiti & Kinnaur

By [Akshit Sangomla](#), [Raju Sajwan](#)

Published: Saturday 22 January 2022



📷 The harvesting season of the green pea crops in the cold deserts of Komik village in Himachal Pradesh is progressively getting delayed due to changing precipitation patterns (Photograph: Raju Sajwan)

Located high in the Himalayas, our lives and livelihoods are intertwined with snow. But the sudden snowfall in January, following a warm December, was unexpected and has left us all in shock," says Sonam Targi, president of Spiti Civil Society in the town of Kaza, which at 3,650 metres above sea level is the largest commercial centre of Spiti Valley.

Surrounded by desert-like rugged terrain on all sides, Kaza is the gateway to the Himalayan cold desert that spans Lahaul-Spiti and Kinnaur districts of Himachal Pradesh in the south to Ladakh in the north.

Targi says the warm winters and unexpected snowfall are symptomatic of a bigger problem: The changing precipitation in the entire cold desert region. Even 15 years ago, November would

bring with it the season's first snowfall in the Valley and by March, there would be a healthy snow cover of 1.5 metres.

Last winter season (November 2020-April 2021), the snowfall started as late as March and by April, the snow cover was only 0.5 metres, which melted almost as soon as it fell, says 49-year-old Tepka, a resident of Komik, the world's highest motorable village, situated just 18 kilometres from Kaza.

He says the changing precipitation is impacting farming, which is already difficult in the harsh climatic conditions of Spiti. The 110 families in Komik grow jowar, vegetables and black peas for personal consumption, and green peas for the market.

April is the sowing season as the soil remains moist from the melting snow. In June and July, the region receives scanty monsoon rainfall which complements the water from the melting snow, before harvesting begins in September. Residents claim even this scanty rainfall has almost halved over the years.

The overall rainfall in Lahaul-Spiti has gone down "significantly" in the past three decades (1989-2018), suggests an analysis by the India Meteorological Department (IMD). A significant decrease means more than 95 per cent weather monitoring stations in the district have recorded a downward rainfall trend (see 'Waiting for a normal shower').

"For the past decade or so, we have started relying on a kool (an artificial water channel) that brings water from a spring 14 km away," says Tekpa, adding that this arrangement is unsustainable. "The water in the spring also started decreasing in the past few years," Tepka adds.

During the 2021 monsoon season, Lahaul-Spiti received 122.8 millimetres of rainfall, which is 68 per cent lower than the normal level, according to IMD.

The snow cover area also shrank from 23,542 square km in 2019-20 to 19,183 sq km in 2020-21, a decline of 18.52 per cent, as per a report by the Centre on Climate Change of the Himachal Pradesh Council for Science Technology and Environment and the Space Applications Centre, Ahmedabad.

The data shows the area under all the four major river basins in the state – Ravi, Sutlej, Chenab and Beas – have shrunk in 2020-21. The snow cover in the Chenab basin has shrunk by 638.2 sq km between 2019-20 and 2020-21.

The Beas basin has reduced by about 19 per cent. The Ravi basin has seen an overall reduction of 23 per cent in the total area under snow cover, while the snow cover in the Sutlej basin has shrunk by 2,777 sq km (23 per cent) to 9,045.51 sq km.

The impact of the changing precipitation pattern can also be seen in the livelihood of the residents in Spiti's Langcha and Hikimm villages, which have the highest post office in the world.

Most families in the region own livestock including yaks, cows, sheep, goats and donkeys. "Earlier, fodder was easily available here but now we need to travel 5-6 km for it as the natural vegetation has changed," says Angdui Norbu from Langcha.

Ishita Khanna, who heads non-profit Ecosphere in Spiti, says in many villages across the region, traditional springs remain dry for years because of the dipping precipitation levels. "In 2017-18, the valley did not receive any snowfall. Many villages now rely on artificial glaciers to keep the springs alive," she says. In the Lahaul part of the district, which is warmer than Spiti, residents say cloud burst events are on the rise.

On July 27, 2021, the Udaipur sub-division in Lahaul recorded an unprecedented 20.8 mm rainfall that triggered a flash flood

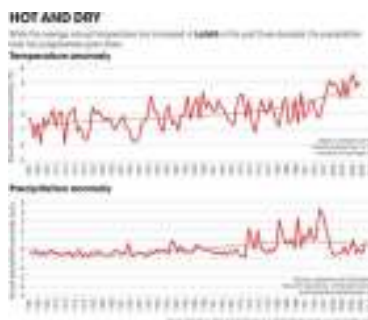
which washed away most bridges in the district. "We had never seen so much rain in a single day. It impacted the crops," says Sudershan Jaspa, a farmer and member of the Lahaul Potato Society.

Problematic change

The impact is equally evident in the cold deserts of Ladakh, where the temperatures are consistently rising and the warm weather now lingers on much longer. Precipitation in the form of rain and snowfall is also on the decline.

Researchers from the Jawaharlal Nehru University in Delhi and the National Institute of Hydrology in Jammu in 2016 found a "rapid" and "significant" temperature increase over Leh in 1991-2013 after a "short period of cooling" between 1979 and 1991.

"The current two decades (1991-2013) show a significant and steep increase in the temperature over Leh, possibly foreshadowing further warming of the environment over the region," reads the report published in Springer. The researchers also found a declining trend in the annual precipitation between 1995 and 2012.



The impact of the changing temperature can be seen in the glaciers. The Pensilungpa glacier in the Zaskar Valley Ladakh's Kargil district had shrunk by 36 per cent between 1962 and 2012, says a study released on August 6, 2021, by the Wadia Institute

of Himalayan Geology, Dehradun, under the Union government's Department of Science and Technology.

The study found that increasing temperature and low winter precipitation were responsible for the shrinking of the glacier between 2015 and 2019 at a rate of 6.7 m per annum.

When *Down To Earth* travelled in September 2021 to Leh, the administrative headquarters of Ladakh, the region was recording a daily maximum temperature of about 25 degrees Celsius. This is unusual as winter begins by this time, and the temperature is around 15°C. Leh and its surrounding mountainous regions were also experiencing short bursts of rainfall, which is abnormal as the monsoon season occurs between May and August.

Residents say the overall rainfall during the monsoon season is also reducing. The normal monsoon rainfall for the region is 37.6 mm, but this year it was even lower at 21.9 mm, a deficit of 42 per cent, suggests IMD.

"Even 15 years ago, every village household around Leh would grow barley, potatoes, peas and maintain livestock. Now most of the residents have quit farming and shifted to tourism and other trades," says Ishey Paljor, executive director of non-profit Leh Nutritional Project (LNP) that helps villages build artificial glaciers. He says the situation is dire in villages on the south facing slopes (towards the Indian subcontinent) of the mountains that are completely dependent on rain and snow for water.

It has also had an impact on the region's biodiversity, especially around its lakes and wetlands. "These lakes are mostly fed by the springs and streams flowing down from the melting snow in the mountains and glaciers. Bird species like the magpie, sparrows and red-billed chough have decreased in number," says Chotak Gyatso, programme manager at LNP.

Himachal lost 4,000 sq km of snow cover last year

Climate change and unrestricted developmental activities are responsible for the snow cover loss

Gagandeep Singh

The area under snow cover in Himachal Pradesh has declined by 18.5 per cent, according to a recent report published by the Centre on Climate Change of the Himachal Pradesh Council for Science Technology and Environment and the Space Applications Centre, Ahmedabad. It reveals a decreasing trend in all the five major river basins in the state.

The ice-covered area of Chenab basin shrank from 7,154.11 sq km in 2019-20 to 6,515.91 sq km in 2020-21. Similarly, Beas basin reduced from 2,457.68 to 2,002.03 sq km, Ravi basin from 2108.13 sq km to 1619.82 sq km and Sutlej from 11,823.1 sq km to 9,045 sq km. Overall, the snow-covered area reduced from 23,542 sq km to 19,183 sq km in the state.

The maximum reduction in snow cover has occurred in the Sutlej basin, which covers 45 per cent of the total geographical area of the state. "The Sutlej basin catchment is the largest and so the changes visible here are more significant. Many factors have worked together to create this crisis which should be studied closely.

There is no doubt that global warming is contributing to these changes. But the local conditions also play a role in reducing or increasing its impact," says Prakash Bhandari, an environmental researcher and activist and member of Himdhara Collective. Construction of dams has been rampant in the Sutlej valley; the practice began post-independence and continues today.

A dam once built stores a huge amount of water. Debris from many villages and trees also collect inside the dam. The stagnant water receives heat from the sun to form mist in the surrounding area by evaporation and simultaneously generates methane gas. In the 1930s and 1940s, Shikari Devi and Kamrunag hills used to have snow-covered peaks for about six months, now the snow remains for only two months. Fog is prevalent and has also made the area warmer. Due to this, the snow has started melting quickly.

Apart from this, the local crop patterns have been affected. Post the 1990s, the Sutlej became a site for run-of-the-river hydroelectric projects using extensive underground tunneling. This involves massive use of explosives to blast through mountains. Unplanned tourism and other development activities also shifted local weather pattern.

Gagandeep Singh is associated with the Himdhara Collective, a Himachal Pradesh-based environment research and action group

This was first published in Down To Earth's print edition (dated 16-31 January, 2021)

<https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/on-thin-ice-less-snow-high-temperatures-have-upturned-lives-in-himalayan-cold-desert-81203>

688. Sundarbans is cyclone capital of India: IMD report

Around 70% cyclones in the area from 1961-2020 were severe

By [Jayanta Basu](#)

Published: Monday 24 January 2022



West Bengal's South 24 Parganas district, within which the larger share of the Sundarbans is located, is impacted by cyclones the most frequently among Indian districts, found a recent study.

The return period of cyclonic storms in the district was 1.67 years on a scale of 1.5 to 60 years, according to the analysis by India Meteorological Department (IMD), Pune. Shorter return periods indicate more frequent cyclones.

For severe storms, the return period was 2.61 years, the report *Climate hazards and vulnerability atlas of India* showed.

In 2021, the Sunderbans saw two ([Yaas](#) and [Jawad](#) cyclones) out of the 10 cyclonic disturbances that swept the country.

The researchers studied cyclonic storms passing within 50 nautical miles (about 90 kilometres) of the coastal districts from 1961-2020. Coastal districts of Kendrapara in Orissa, Nellore in Andhra Pradesh, Purba Medinipur in Bengal are also extremely vulnerable to cyclones, the team found.

Kendrapara has a return period of 1.94 years and Nellore as well as East Medinipur have 2 years each.

Baleshwar district in Orissa and Villupuram in Tamil Nadu followed South 24 Paraganas in terms of severe cyclones, with a return period of 2.86 years and 3 years respectively.

"This study clearly indicates that Sunderbans within the coastal area of South 24 Paraganas is one of the most-affected parts of the country," scientist Pulak Guhathakurta, head of the climate division in IMD Pune, told this reporter.

The unique analysis of cyclone return and vulnerability was modelled on the United States National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) technical memorandum regarding the national hurricane risk analysis, Guhathakurta said.

"The finding is in sync with the developments during the last three years when Sunderbans was impacted by one major cyclone after another – from Bulbul in 2019, Amphan in 2020, Yaas and Jawad in 2021. In 2009, Cyclone Aila had devastated the region," said Javed Ahmed Khan, state disaster management minister of West Bengal.

Cyclone landfall

The number of cyclone landfalls was also the most in South 24 Paraganas – 13 from 1961-2020 – followed by Nellore and Nagapattinam (10 each).

The region in south Bengal was ravaged by nine severe cyclones during the period, the highest in the country. Srikakulam and Ganjam districts followed with six and five intense cyclonic storms respectively.

"What stands out is that around 70 per cent of the cyclones were of severe categories in the Sundarbans area," noted an IMD expert.

A 2021 study *Spatiotemporal analysis of tropical cyclone landfalls in northern Bay of Bengal, India and Bangladesh* by the World Bank also underlined the increasing threat of cyclones in the Sundarbans area.

"A composite map of the northern Bay of Bengal coastline shows that, between 1877 and 2016, the highest strike intensities were concentrated in West Bengal and northern Odisha," stated the report. "The median landfall location shifted east-ward from northern Odisha toward the West Bengal / Bangladesh border area (Sundarban)," it added.

During 1877-2016, the total cyclonic strikes in the Sundarban region varied between categories either 27 to 31 or 32 to 37 – the highest categories.

Purba Medinipur, Baleswar topped vulnerability index

Purba Medinipur in West Bengal had the highest cyclone vulnerability in the country for cyclones of all intensities. Baleswar in Orissa topped the list in terms of vulnerability to severe cyclonic storms.

South 24 Parganas was the second-most vulnerable to all cyclones and ranked third in terms of severe cyclonic storms.

"The web atlas is depicted using Geographic Information System (GIS) tools and provides districts maps on hazard events and vulnerability; and are prepared based on the climatological data, census data on population and housing density," said a senior IMD expert associated with the study.

Around four per cent of the districts and seven per cent of the population in India are highly vulnerable for cyclones, the report stated. Most of the coastal districts of the east coast are highly vulnerable for cyclones, it added.

Around 25 districts in the east coast – 10 in Tamil Nadu, seven in Andhra Pradesh, six in Odisha and two in West Bengal – are vulnerable to cyclonic storms, according to the paper.

<https://www.downtoearth.org.in/news/natural-disasters/sundarbans-is-cyclone-capital-of-india-imd-report-81244>

690. Kolkata gets long spell of drizzles, temperature fluctuation

triggers viral infections

[Prithvijit Mitra](#) / TNN / Updated: Jan 24, 2022, 06:45 IST



The temperature is likely to remain unchanged till January 26,
said Met office

KOLKATA: A temperature fluctuation over the last 2-3 days has again triggered a spate of viral infections with symptoms that are similar to Covid. From 13.8 degrees Celsius on January 21, the minimum temperature shot up 17.4 degrees on Saturday, only to climb down to 16.8 on Sunday.

A cloud cover, unseasonal drizzles and a cool winter breeze have turned many prone to infection which may or may not be Covid, say doctors.



Late on Sunday evening, Kolkata received a long spell of drizzle which intensified into moderate rain after 9.30 pm. The Met office said the city may receive more such spells on Monday.

But the symptoms are overlapping, leading them to recommend a Covid test which most patients are reluctant to do. Adeno virus, rhinovirus, influenza virus and non-novel coronaviruses are on the prowl in Kolkata, warned experts. They strike routinely at this time of the year when temperature fluctuates in winter, they added.

"They trigger a bout of cough and cold, body ache, occasionally fever. Headache has been a common symptom this time and it has been striking both Covid positives and negatives. While we are prescribing tests, most prefer to take medicines and stay at home and are skipping the test since symptoms are mild and recovery has been quick. But a section of patients has been suffering from a lingering weakness which probably indicates Omicron," said [Sabyasachi Bardhan](#), a general physician.

Even as the number of Covid patients started leaping earlier this month, thousands were infected with a dry cough, which has worsened leading to body ache and fever, said Belle Vue Clinic internal medicine consultant [Rahul Jain](#). "Number of Covid cases has now started sliding and most have been mild so far. The virus has struck and gone even before many could get tested. But it's better to get an RTPCR done or else the infected may unknowingly spread the virus which is now happening," said [Jain](#).

Those with symptoms, even if they are very mild, should get tested immediately, said Peerless Hospital microbiologist Bhaskar Narayan

Chowdhury. "Or else, they will spread the virus. A large number is getting infected by non-Covid viruses, too. But unfortunately, we have an even larger number of asymptomatic positives who have led to this massive spread. Omicron has been mild the world over and this can't be helped," said Chowdhury.

Meanwhile, a low-pressure trough across Bihar and Odisha triggered clouds and the drizzles in Kolkata and south Bengal. Sunderbans received thunderstorms. The weather could remain unchanged till Wednesday, though the rains may stop from the second half of Tuesday, said the RMC. "A low cloud cover hung over Kolkata on Sunday even as moisture flowed in from the sea. Visibility was poor and the clouds will persist till Tuesday. The temperature, too, will remain unchanged till January 26 after which the mercury will drop. It may slid down to 12-13 degrees by January 27-28," said RMC director GK Das.

[Kol Gets Long Spell Of Drizzles, Temp Fluctuation Triggers Viral Infections | Kolkata News - Times of India \(indiatimes.com\)](https://timesofindia.indiatimes.com/Kolkata-News/Kol-Gets-Long-Spell-Of-Drizzles-Temp-Fluctuation-Triggers-Viral-Infections/articleshow/85454567.cms)

৬৭১. মহামারীতে দরিদ্রতম পরিবারের

আয় কমেছে ৫৩ শতাংশ

ধনীতম পরিবারের উপার্জন বেড়েছে ৩৯ শতাংশ, রিপোর্ট



মুম্বই: ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় মহামারীর ঊছরে (২০২০-২১) দেশের দরিদ্রতম ২০ শতাংশ পরিবারের উপার্জন কমেছে ৫৩ শতাংশ। ধনীতম ২০ শতাংশ পরিবারের ার্ষিক উপার্জন ৩৯ শতাংশ ােড়েছে। ঐষম্যের করুণ চিত্র ঊঠে এল আরও ংকটি সমীক্ষায়। ঘটনাচক্রে, ংর্থিক ঊদারীকরণ পরৱর্তী সময়ে দেশের দরিদ্র ২০ শতাংশ পরিবারের উপার্জন ১৯৯৫ সাল থেকে টানা ংদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু, করোনা-পর্ে সেই রেখচিত্র নিম্নমুখী হল নজিরৱহীনভাে। সমীক্ষার রিপোর্ট স্পষ্ট দেখাচ্ছে, করোনাকালে দেশের ঊঁচু ও নিচুতলার মধ্যে ংর্থিক ফারাকটা আরও চওড়া হয়েছে। এর ংগে অক্সফ্যামের রিপোর্টও দেখিয়েছিল, ভারতে ংর্থিক ঐষম্য চরমে পৌঁছেছে। গরিব মানুষের অনটন ােড়েছে, ধনীরা হয়েছে আরও সম্পদশালী। ংার ংকটি পরিস্থিতি ঊঠে এল আইসিই৩৬০-এর ২০২১ সালের সমীক্ষায়। ংই সমীক্ষা চালিয়েছে পিপল'স রিসার্চ অন ইন্ডিয়া'স কনজুমার ইকনমি (প্রাইস) নামে মুম্বইয়ের ংকটি থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক। ২০২১ সালের ংপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমীক্ষার কাজ চলেছে। প্রথম দফায় দু'লক্ষ ও দ্বিতীয় দফায় ৪২ হাজার পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দেশের

১০০টি জেলায় ৮০০টি গ্রাম ও ১২০টির বেশি শহরে সমীক্ষার কাজ চলেছে। মহামারীর ধাক্কায় ২০২০-২১ সালের অন্তত দু'টি ত্রৈমাসিকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কার্যত ঠক্ক হয়ে পড়েছিল। এর ফলে ২০২০-২১ সালে জিডিপি বৃদ্ধি নিম্নমুখী হয়ে মাইনাস ৭.৩ শতাংশ হয়ে পড়েছিল। সমীক্ষার রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, সপক্ষে বেশি ধাক্কা খেয়েছেন শহরাঞ্চলের গরিব মানুষ। তাঁদের পারিবারিক উপার্জন নজিরবিহীনভাবে কমেছে। উপার্জনের নিরিখে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করে ঐষম্যের সামগ্রিক ছবি তুলে ধরা হয়েছে সমীক্ষার রিপোর্টে। সেখানে দাঁড় করা হয়েছে, দেশের সপক্ষে গরিব ২০ শতাংশ পরিবারের বার্ষিক উপার্জন কমেছে ৫৩ শতাংশ। এর ঠিক উপরে থাকা (নিম্ন-মধ্যমিত্ত শ্রেণি) ২০ শতাংশ পরিবারের উপার্জন ৩২ শতাংশ কমেছে। তার উপরে থাকা ২০ শতাংশ (মধ্যমিত্ত) পরিবারের উপার্জন হ্রাস পেয়েছে নয় শতাংশ। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, নিচুতলায় উপার্জন কমলেও একেবারে উপরে থাকা উচ্চ-মধ্যমিত্ত ও ধনীতম পরিবারগুলির ক্ষেত্রে তা ঠেড়েছে। উচ্চ-মধ্যমিত্ত শ্রেণিতে থাকা ২০ শতাংশ পরিবারের বার্ষিক উপার্জন বৃদ্ধি পেয়েছে সাত শতাংশ। সপক্ষে উপরে থাকা ধনীতম ২০ শতাংশ পরিবারের উপার্জন বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৯ শতাংশ। আর্থিক উদারীকরণের সময় থেকে ধরলে ধনীতম ২০ শতাংশ পরিবারের সম্পদ সপক্ষে বেশি ঠেড়েছে শেষ পাঁচ বছরে। এর ঠিক উল্টো চিত্র দরিদ্রতম ২০ শতাংশ পরিবারের ক্ষেত্রে। ১৯৯৫ সাল থেকে ধরলে এই শ্রেণির মানুষের পারিবারিক উপার্জন এর আগে কখনও নিম্নমুখী হয়নি। কিন্তু, মহামারীর ধাক্কায় ২০১৬ সালের তুলনায় ২০২১ সালে তাঁদের উপার্জন কমে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=14&id=345267>

৬৭২. ওমিক্রনের কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হয়েছে ভারতে, একনজরে এর অর্থ ও প্রভাব

- By **Dibyendu Saha**
- | Updated: Tue, Jan 25, 2022, 16:17 [IST]

এখনও পর্যন্ত সারা বিশ্বে করোনার (coronavirus) যে কটি ভ্যারিয়েন্ট প্রভাব বিস্তার করেছে, তার মধ্যে বর্তমানের ওমিক্রনই (Omicron) সপক্ষে থেকে বেশি সংক্রামক। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওমিক্রন দেশে কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের (community transmission) পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। দেশের বিভিন্ন মেট্রো শহরে এই ভ্যারিয়েন্ট প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। পাশাপাশি ওমিক্রনের একটি সংক্রামক ভ্যারিয়েন্টেরও প্রধান পাওয়া গিয়েছে বলে বলছেন বিশেষজ্ঞরা।



কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের অর্থ

প্রিশ্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া প্রাখ্যা অনুযায়ী, কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের অর্থ হল, ঐহল সংখ্যক আক্রান্তের মধ্যে থেকে সংক্রমক শৃঙ্খলের উৎপত্তিকে নির্ধারণ করতে না পারা। সহজভাবে ঐলতে গেলে কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের অর্থ হল, ঐকজন সংক্রমিত প্র্যক্তি ঐপর কোন প্র্যক্তির থেকে সংক্রমিত হয়েছে তা নির্ধারণ করতে না পারা। যা ঐই মহামারী পর্যায়ে দেখা গিয়েছে। আর ঐইরাসের কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের অর্থ হল সেই ঐইরাস কমিউনিটিতে মুক্তভাবে ঘুরে ঐড়াচ্ছে।

**My two daughters & wife need me. Please help me get beat
cancer**[KettoLearn More](#)

Born between 1975 - 1990? Get 1 Cr Term Plan at Rs 604/month
Max Life Insurance



কোভিডের কমিউনিটি ট্রান্সমিশন

কোভিডের কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের অর্থ হল, ঐকজন প্র্যক্তি যদি করোনা সংক্রমিত হন, তাহলে তার সংক্রমণ কোনও দেশ সফরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত, সেখানে ঐই রোগটি ঐতিমধ্যেই রয়েছে। অথবা কোনও ঐপর ঐকজনের সংস্পর্শে ঐসেছে, যিনি আগে থেকেই সংক্রমিত।

কমিউনিটি ট্রান্সমিশন তখনই হয়, যখন ঐহ সংখ্যক সংক্রমিত মানুষের মধ্যে থেকে উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন এসে যায় কমিউনিটি ট্রান্সমিশন কি ভয়ের? স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছে কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের অর্থটা আলাদা। কেননা ভাইরাস কমিউনিটিতেই রয়েছে কিন্তু কেউ তার উৎস জানানে না, কোথা থেকে এসেছে, তা নির্ধারণ করা যায়নি।



ভারত আগে কী বলেছিল

আগে আইসিএমআর-এর তরফে জানানো হয়েছিল দেশে মহামারী সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। সেখানে গোষ্ঠী সংক্রমণের কথাও বলা হয়েছিল। যেভাবে সংক্রমণ ছড়ায় তাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য পদক্ষেপও নেওয়া হয়। যখন টেস্টিং এবং কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং-এর মাধ্যমে সামান্য কিছু রোগীকে সনাক্ত করা হয়, তাই রোগের সংক্রমণকে ধীর গতি করতে সাহায্য করে। সেক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে সংস্পর্শে আসা ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিগতকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। তারপরেই তার টেস্ট এবং আইসোলেশনের মাধ্যমে সংক্রমণের গতিকে বাধা দেওয়া হয়।

তবে এই ধরনের পদক্ষেপ কমিউনিটি ট্রান্সমিশন ঠেকাতে ফল দায়ক নয়। এইসমক্ষেত্রে হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট, ক্রিটিক্যাল কেয়ারের সুবিধা বাড়ানো কিংবা জিনোম সিকোয়েন্সিং সুবিধা দিয়ে থাকে।



কমিউনিটি ট্রান্সমিশন ঘোষণা কীভাবে সাহায্য করে

কোনও রোগকে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বলে ঘোষণা করলে তা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে কৌশল তৈরি সাহায্য করে থাকে। কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হল ভাইরাসের এমনই একটি ইনডেক্স, যেখানে আক্রান্ত ব্যক্তির কোনও পর্যটনের ইতিহাস নেই কিংবা তিনি কোনও আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন কিনা তা জানা যায় না।



বর্তমান পরিস্থিতিতে এগিয়ে যাওয়ার উপায়

বর্তমান পরিস্থিতিতে জীৱনের চাকা থেমে নেই। এগিয়ে যেতে হলে এটাই স্বাভাবিক। সেই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওমিক্রনের সংক্রমণ ক্ষমতা বেশি হলেও, তা ডেল্টার মতো মারাত্মক কিছু নয়। ওমিক্রনে আক্রান্ত হলেও বিশেষ কোনও সমস্যা তৈরি করছে না। কালের নিরিখে এই ভ্যারিয়েন্ট জায়গা করে নেবে, যেভাবে ডেল্টা আগেকার ভ্যারিয়েন্টকে সরিয়ে জায়গা করে নিয়েছে।

https://bengali.oneindia.com/news/india/means-and-impact-of-community-transmission-of-covid-19-omicron-in-india-153813.html?ref_medium=Desktop&ref_source=OI-BN&ref_campaign=Home_Special_Block

৬৯৩. করোনা ভাইরাস: একজন কোভিড রোগী অন্যের জন্য কতদিন

বিপজ্জনক

- Updated: Tue, Jan 25, 2022, 10:28 [IST]
- By **Bbc Bengali**

বিশ্ব জুড়ে যে দ্রুত গতিতে কোভিডের অমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে নতুন করে চিন্তা পড়েছে বিভিন্ন দেশের সরকার। বিভিন্ন দেশে নতুন করে নানা প্রিধিনিষেধ চাপানো হচ্ছে।

এ যাত্রত করোনাভাইরাসের যেসকল ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত হয়েছে, অমিক্রন তাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশি সংক্রামক। ভ্যাকসিনও একে আটকাতে পারছে না। ফলে অনেক মানুষ পুনরায় আক্রান্ত হচ্ছে।

তবে কিছুটা স্বস্তি যে রোগীর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে গেছে, হাসপাতালে চাপ বাড়ছে না। প্রমাণিত হয়েছে যে যাদের কমপক্ষে দুই ডোজ ভ্যাকসিন নেওয়া আছে তাদেরকে অমিক্রনে আক্রান্ত হলেও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তে হচ্ছে না বা তাদের মৃত্যু ঝুঁকির মুখে পড়তে হচ্ছেনা।

এ কারণে যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন সহ বেশ কিছু দেশে আক্রান্ত রোগীর প্রাথমিক আইসোলেশন বা ঘরে আলাদা হয়ে থাকার সময়সীমা পাঁচদিনে নামিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন দেশের সরকারকে সতর্ক করেছে যে অমিক্রনকে কোনোভাবেই হেলাফেলা করা উচিত হলে না, এবং বিশেষ করে যাদের এখনও ভ্যাকসিন হয়নি তারা এই ভাইরাসে মারা যেতে পারে।

কতদিনে উপসর্গ?

কিন্তু ঠিক কিসের ভিত্তিতে, কোন ভরসায় বিভিন্ন দেশ অমিক্রনে আক্রান্ত রোগীদের আইসোলেশনের সময় কমিয়ে দিয়েছে? এই ভ্যারিয়েন্ট সম্পর্কে আমরা কতটা জানি? আক্রান্ত হওয়ার কতদিনের মধ্যে এর উপসর্গ শুরু হয়?

যদিও অমিক্রন নিয়ে এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত পাওয়া গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর চেয়ে অমিক্রন অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং এই ভাইরাস শরীরে ঢোকার পর দ্রুততর সময়ে রোগীর ভেতর উপসর্গ দেখা দেয়।

করোনাভাইরাসের আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর ক্ষেত্রে আক্রান্ত হওয়ার পাঁচ থেকে ছয়দিন পর রোগীর শরীরে উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে এই সময় ছিল চারদিনের মত।

কিন্তু অমিক্রনে আক্রান্ত রোগীর উপসর্গ দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে ফুটে উঠতে শুরু করে।

যুক্তরাষ্ট্রে ডিসেম্বরে প্রকাশিত এক গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, অমিক্রনের উপসর্গ তিনদিনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে পড়ছে। অন্যান্য ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে এই সময়সীমা গড়ে পাঁচদিন।

স্পেনের লা রিওহা ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্সিপ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ভিসেন্তে সোরিয়ানো প্রিন্সিপিকে বলেন, অমিক্রন শরীরে ঢোকার একদিনের মধ্যে তা কাজ করতে শুরু করে দিতে পারে। আর, দুদিনের মধ্যে রোগী শনাক্ত করা যায়।

আক্রান্ত ব্যক্তি কতদিন ধরে অন্যকে আক্রান্ত করতে পারে?

প্রিজানীরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছেন যে করোনাভাইরাসের রোগীরা আক্রান্ত হওয়ার শুরুর দিকে সচেষ্টে বেশি সংক্রামক হন।

অমিক্রনের ক্ষেত্রে, আক্রান্ত রোগীর শরীরে উপসর্গ দেখা দেওয়ার একদিন বা দুদিন আগেই সে অন্যকে আক্রান্ত করতে পারে। এরপর, উপসর্গ দেখা দেওয়ার পর দুই থেকে তিনদিন পর্যন্ত সে অন্যের জন্য ঝুঁকি থাকবে।

ড সোরিয়ানো বলেন : “আমাদের বিশ্বাস অমিক্রন ভাইরাস মাত্র পাঁচদিনের জন্য সংক্রামক থাকে। অর্থাৎ কেউ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে নিশ্চিত হওয়ার পর তিন থেকে পাঁচদিন সে অন্য যে কাউকে সংক্রামিত করতে পারে।”

ঐ চিকিৎসানী বলেন, অমিক্রন ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে সাতদিনের মত থাকে। ফলে, শরীরে উপসর্গ দেখা দেওয়ার পর ঐডজোর সাতদিন কোন রোগী অন্যের শরীরে সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

“এটি মেডিসিন, গণিত নয়, সুতরাং দু-চারদিন কম-বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়,” বলেন ড. সোরিয়ানো। “কারো কারো শরীরে এই ভাইরাস তিন থেকে চারদিন কর্মক্ষম থাকতে পারে, কারো শরীরে সাতদিন। তাই একটি বিষয় নিশ্চিত যে অমিক্রন আগের যে কোনো ভ্যারিয়েন্টের চেয়ে দ্রুত সংক্রামিত করছে।”

শরীরে এখনও সংক্রমণ রয়েছে কিনা সেই অনিশ্চয়তা কাটানোর সপক্ষে ভালো পন্থা হচ্ছে অ্যান্টিজেন পরীক্ষা যেটি র‍্যাপিড ল্যাটারাল টেস্টিং নামেও পরিচিত। “এই পরীক্ষা সম্ভাব্য একটি দিয়ে সংক্রমণ শনাক্ত করা যায়,” বলেন ড সোরিয়ানো।

কোভিডের উপসর্গ ছিল এমন কারো সাথে আমি কখন দেখা করতে পারবো?

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) তাদের সর্বশেষ প্রকাশিত গাইডলাইনে বলেছে, কোনো কোভিড পজিটিভ রোগী পাঁচদিন ঘরে একা থাকার পর অন্যের সাথে মিশতে পারবে। তাই কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে:

- কোভিড টেস্ট পজিটিভ হলে কমপক্ষে পাঁচদিন আইসোলেশনে থাকতে হবে। যেদিন শরীরে উপসর্গ দেখা দেবে, সেই দিনকে শূন্য ধরে ঐ পাঁচদিন গণনা করতে হবে।
- পাঁচদিন পর যদি শরীরে আর কোনো উপসর্গ না থাকে বা উপসর্গ কমতে থাকে, তাহলে বাড়ির বাইরে যাওয়া যেতে পারে।
- অন্যের সাথে দেখা করার সময় আরো কমপক্ষে পাঁচদিন মুখে মাস্ক পরতে হবে।
- উপসর্গ দেখা দেওয়ার পর কমপক্ষে ১০ দিন ভ্রমণ এড়িয়ে চলতে হবে। ষষ্ঠ এবং ১০ম দিনের মধ্যে যদি অন্যদের সঙ্গে কোনো ভ্রমণ করতেই হয়, তাহলে মুখে আঁটসাঁট মাস্ক পরতে হবে।
- শরীরে জ্বর থাকলে তা না যাওয়া পর্যন্ত আইসোলেশনে থাকতে হবে।

কোন উপসর্গ না থকলেও আমি কতদিন অন্যকে সংক্রামিত করতে পারি?

কোভিডে সংক্রামিত হওয়া মানুষের শরীরে কোনো উপসর্গ থাকে না।

ড. সোরিয়ানো বলেন, উপসর্গ না থাকলেও তাদের দেহে সংক্রমণের সময়কাল একই। তিনি বলেন, "কেন কারো কারো শরীরে কোনো উপসর্গ থাকে না, তা এখনো রহস্য, তবে, উপসর্গসহ রোগীদের মতই তাদের দেহে একই সময় ধরে সংক্রমণ থাকে। "শিশুদের ভেতর কোভিড নিয়ে গবেষণা হয়েছে যাদের দেহে কোনো উপসর্গ ছিলনা। কিন্তু এসে গবেষণায় দেখা গেছে উপসর্গ না থাকলেও তার দেহে ভাইরাসের পরিমাণ একজন প্রাপ্তবয়স্ক রোগীর মতই।"

উপসর্গহীন কেউ কি অন্যকে সংক্রামিত করতে পারে?

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, কোভিডে আক্রান্ত কারো শরীরে কোনো উপসর্গ না থাকলেও তারা অন্যদের দেহে ভাইরাস সংক্রামিত করতে পারে। উপসর্গ-বিহীন রোগীদের কাছ থেকে সংক্রামিত হওয়ার ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত বেশি কারণ এরা সাধারণত আইসোলেশনে থাকে না বা সাবধানী হয় না। আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় এলা হয়েছে, প্রতি চারটি সংক্রমণের একটি হচ্ছে এমন রোগীর মাধ্যমে যাদের কোনো উপসর্গ নেই। ধারণা করা হচ্ছে অমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের প্রেলায় এই ঘটনা বেশি করে ঘটছে। এ কারণে, কর্তৃপক্ষ ঘরের ভেতরও ফেস মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছে, যাতে অজান্তে কেউ অন্যের দ্বারা সংক্রামিত না হয়ে পড়ে।

<https://bengali.oneindia.com/news/international/a-corona-infected-patient-how-longer-infected-other-people-bc016-153781.html?story=6>

694. Omicron Update: ত্বক এবং প্লাস্টিকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে থাকে

ওমিক্রন, সোয়াব পরীক্ষাতেই মিলেছে প্রমাণ...

সম্প্রতি জাপানের একটি সমীক্ষা থেকে এই তথ্য উঠে এসেছে। যে কারণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং সব সময় হাত ধোয়া এসে কিন্তু খুবই জরুরি

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Publish Date - 7:19 pm, Tue, 25 January 22 Edited By: Reshmi Pramanik

ত্বকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ঝেঁচে থাকতে পারে ওমিক্রনের ভাইরাস

ওমিক্রন (Omicron) প্লাস্টিক এবং মানুষের ত্বকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঝেঁচে থাকতে পারে- সম্প্রতি জাপানের একটি গবেষণা থেকে এমনই তথ্য উঠে এসেছে। যে কারণে ওমিক্রন ডেল্টার তুলনায় অনেক বেশি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এর আগের আলফা, ব্রিটা, গামা এই তিন ভ্যারিয়েন্ট কিন্তু ত্বকে ৫৬ ঘন্টার বেশি জীর্ণিত থাকত না। সেক্ষেত্রে ওমিক্রন জীর্ণিত থাকছে প্রায় ১৯৪ ঘন্টা। এমনকী এর আগের দুই তরঙ্গে যাঁরা কোভিডে (Covid-19) মারা গিয়েছিলেন তাঁদের শরীরে ১৬ ঘন্টার মত ভাইরাস ঝেঁচে ছিল। আবার যাঁদের ওমিক্রনে মৃত্যু হয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে ভাইরাস জীর্ণিত থাকছে ২১ ঘন্টা পর্যন্ত। যে কারণে ত্বকেও অ্যালকোহল ভিত্তিক স্যানিটাইজার (Hand Sanitizer) ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে- সঠিক সময় হাত ধুতে হলে এবং স্যানিটাইজার ব্যবহারও ভীষণ ভালো জরুরি।

এমনকী গবেষকরা এটাও বলছেন, ওমিক্রন শনাক্তকরণে সঠিকভাবে জরুরি হল নাকের সোয়াব। নাকের সোয়াবের পরীক্ষা করলেই সঠিক ফলাফল পাওয়া যায়। যেহেতু ত্বকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জীর্ণিত থাকে এই ভাইরাস, তাই নাকের থেকে টিস্যু দিয়ে মুছেও কিন্তু নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। ইংল্যান্ডেও এখন আক্রান্তদের দ্রুত শনাক্তকরণের জন্য এই নাকের সোয়াবই নেওয়া হচ্ছে। আর এই Rapid antigen পরীক্ষায় কিন্তু সঠিক ফলাফলও আসছে।

জানুয়ারির প্রথমেই ওমিক্রন আক্রান্তদের জন্য সান ফ্রান্সিসকোতে একই সঙ্গে আরটি-পিসিআর আর Rapid antigen পরীক্ষা করা হয়। মোট ৭৩১ জনের উপর এই পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাতে ৯৫ শতাংশেরও বেশি মানুষের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। সেখানে এমন অনেকে ছিলেন যাঁদের গলা থেকে সোয়াব নেওয়ার পর রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আবার নাক থেকে সোয়াব নেওয়া নয়। সেক্ষেত্রে কিন্তু রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এছাড়াও স্পেনে একটি পরীক্ষা চালানো হয়। সেখানেও দেখা গিয়েছে, গলার তুলনায় অনেক বেশি সঠিক রিপোর্ট এসেছে যখন নাকের থেকে সোয়াব নেওয়া হয়েছিল। গলা ব্যতী, চুলকানোর কারণে অনেকেরই কাশি আসছে। যে কারণে সঠিক ফলাফল সঠিক সময় পাওয়া যাচ্ছিল না।

তবে ওমিক্রনে এয়ার আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কম। এছাড়াও বেশিরভাগ মানুষই ঠাড়িতে থেকে সুস্থ হয়ে উঠছেন। যে সব ঝুঁকুরা আক্রান্ত হচ্ছেন তাঁরাও কিন্তু ঠাড়িতে নিয়মের মধ্যে থেকেই দ্রুত সুস্থ হচ্ছেন। সেই সঙ্গে রোল-লক্ষণ তুলনায় অনেক হালকা। এর জন্য টিকার ভূমিকা রয়েছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। এমনকী অনেকেই দুস্টার ডোজ পেয়ে গিয়েছেন। যে কারণে কিন্তু সংক্রমণের তীব্রতা কম। যে কারণে টিকাকরণের উপরই আরও জোর দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। টিকাকরণ ঠিকমত হলে এং যাঁতীয় কোভিড ঠিধি মেনে চলা হলে কমবে করোনায মৃত্যুহার-মনে করেন চিকিৎসকেরা।

<https://tv9bangla.com/health/omicron-survives-longer-on-plastic-skin-than-prior-variants-501004.html>

695. Omicron Sub- Variant BA.2: ওমিক্রনের 'ছোটভাই' BA-2 কতটা

বিপজ্জনক? জানুন যা বলছেন বিশেষজ্ঞরা...

ওমিক্রনের এই সা-স্ট্রইন প্রথম ধরা পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতে। এরপরই এই স্ট্রইন নিয়ে গবেষণা চালান হয়। ঐর্তমানে ভাত, সুইডেন, ডেনমার্কো দাপিয়ে ঠোড়াচ্ছে নতুন এই ভ্যারিয়েন্ট

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Publish Date - 2:34 pm, Tue, 25 January 22 Edited By: Reshmi Pramanik

নয়া এই ভ্যারিয়েন্টেই এখন সংক্রমণের মূলে

গত একমাসেরও বেশি সময় ধরে ঐশ্বজুড়ে দাপিয়ে ঠোড়াচ্ছে ওমিক্রন (Omicron)। প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন করোনার (Covid-19) এই নতুন ভ্যারিয়েন্টে। তবে ইদানিং ভারতে ওমিক্রনের আরও একটি নতুন ভ্যারিয়েন্ট ধরা পড়েছে BA.2। এই ভ্যারিয়েন্টে এখনও পর্যন্ত ৫০০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। আমেরিকার হেলথ সিকিউরিটি এজেন্সির একটি রিপোর্ট অনুসারে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত জিনোম ডেটা ঐশ্লেষণ করে ৫৩০ টি BA.2 নমুনা পাওয়া গিয়েছে। এই নতুন ভ্যারিয়েন্টকে ওমিক্রনের ছোটভাই বলা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ওমিক্রনের মিউটেশনের ফলেই নতুন এই B.1.1.529- ভ্যারিয়েন্ট তৈরি হয়েছে। ভারত, ডেনমার্ক এং সুইডেন-সহ

শেষ কিছু দেশে কোভিডের এই নতুন ভ্যারিয়েন্টের খোঁজ মিলেছে। UKHSA- এর
তরফে এই ভ্যারিয়েন্টকে ওমিক্রনের সাপেক্ষে ভ্যারিয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা
হয়েছে। ওমিক্রনের এই ভ্যারিয়েন্টকে “stealth Omicron” (স্টিলথ ওমিক্রন)
করা হচ্ছে। এমনকী ওমিক্রনের সংক্রমণকে ছাড়িয়ে গিয়েছে নতুন এই ভ্যারিয়েন্ট। ট

কোন কোন দেশে এই নতুন BA.2 সাপেক্ষে শেষ প্রভাব ফেলেছে?

ওমিক্রনের নতুন এই ভ্যারিয়েন্টটি এখনও পর্যন্ত ৪৩ টি দেশে পাওয়া গিয়েছে। এবং
শেষভাগ মানুষ কিন্তু এখন এই ভ্যারিয়েন্টই আক্রান্ত হচ্ছেন। ভারত, ডেনমার্ক,
সুইডেনে সাপেক্ষে শেষ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন নতুন এই ভ্যারিয়েন্টে। জানুয়ারির ১০
তারিখ পর্যন্ত সংক্রমণ কম থাকলেও আয়ারল্যান্ড ব্রিটেন, সুইডেনে বাড়তে শুরু করে
কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। ব্রিটেনে ৪০০-এর শেষ মানুষ নতুন এই ভ্যারিয়েন্টে
আক্রান্ত। সম্প্রতি রিপোর্ট অনুসারে ওমিক্রনকে হটিয়ে ক্রমশই দাপট পাড়াচ্ছে
(ছোটভাই) BA.2।

নতুন এই ভ্যারিয়েন্টের প্রথম খোঁজ মেলে লন্ডনে, ৬ ডিসেম্বর। এরপর জিনোম
সিকোয়েন্স পরীক্ষা মারফত সেখানে আরও ৪২৬ টি নতুন কেস ধরা পড়ে। লন্ডন এবং
সাউথ ইস্ট নতুন এই ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্তের সংখ্যা সাপেক্ষে শেষ। এমনকী BA.1-
এর তুলনায় BA.2-তে আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়ছে ক্রমশ। সিঙ্গাপুরেও ১২৭ জনের
শরীরে হৃদয় মিলেছে এই স্ট্রেনের। মনে করা হচ্ছে কোভিডের এই স্ট্রেনটি আরও
শেষ সংক্রামক। আগামী দিনে কোভিডের পরবর্তী টেউ-এর জন্যও কিন্তু দায়ী থাকতে
পারে নয়া এই ভ্যারিয়েন্ট। ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়ার শেষ কিছু জায়গাতেও হৃদয়
মিলেছে নতুন এই স্ট্রেনের। তেই স্পাইক প্রোটিনের পরিবর্তনের কারণে ডেন্টার থেকে
একে সহজেই পৃথক করা যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এখনও পর্যন্ত RT-PCR
পরীক্ষা করলেই ধরা পড়ছে নতুন এই ভ্যারিয়েন্ট।

কোথায় প্রথম শনাক্ত করা হয়?

ওমিক্রনের এই ভ্যারিয়েন্টটি প্রথম শনাক্ত করা হয় দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতে
ডিসেম্বরের শেষে। এরপর এই নিয়ে চিন্তার গণ্ডি, গা করে। আর তাতেই দেখা যায়
ওমিক্রনের এই সাপেক্ষে স্ট্রেনটিই সাপেক্ষে শেষ সংক্রামক। এখনও পর্যন্ত সংক্রমণের যে
বৃদ্ধি তার জন্য দায়ী এই BA.2। তেই এই ভ্যারিয়েন্টটি কতটা বিপজ্জনক সেই
সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য এখনও হাতে নেই। এই ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন কার্যকরী
নয় এমনও কিছু প্রমাণিত হয়নি। তেই এই ভ্যারিয়েন্টটি খুবই ছোঁয়াচে তা কোভিড
গ্রাফ দেখেই আঁচ করা যায়।

<https://tv9bangla.com/health/everything-you-need-to-know-about-the-stealth-omicron-outpacing-other-sub-strains-500862.html>

696. Omicron update: সকলেই আক্রান্ত হবেন ওমিক্রনে! আদৌ সত্য? কী

বলছেন WHO-এর বিশেষজ্ঞরা, জানুন...

ওমিক্রনেই শেষ নয় কোভিডের। এমন তথ্যের কোনও মান্যতা দিচ্ছে না WHO.

সংক্রমণ দ্রুত ছড়াচ্ছে বলেই যে সকলে আক্রান্ত হবেন এমন কিন্তু নয়

• [TV9 BANGLA DIGITAL](#)

• Updated On - 2:32 pm, Mon, 24 January 22 Edited By: Reshmi Pramanik

সকলেই ওমিক্রনে আক্রান্ত হবেন এমন কিন্তু নয়

ডেল্টার (Covid-19) তুলনায় কম ক্ষতিকর, উপসর্গ মৃদু হলেও কিন্তু ডেল্টার তুলনায় কয়েক গুণ দ্রুত ছড়াচ্ছে এই ভাইরাস। যে কারণে কোনও ভাষেই ওমিক্রনকে (Omicron update in india) হালকা নজরে না দেখার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের। এছাড়াও এই ভাইরাস কিন্তু কম ক্ষতিকর নয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) তরফে জানান মারিয়া ভ্যান কেরখোভ। তেও ওমিক্রনের সংক্রমণের কারণে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা কম। এমনকী সকলকেই যে অক্সিজেন সাপোর্টে রাখতে হচ্ছে এমনটাও নয়।

তবুও কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে এং সেই সঙ্গে দেশে কিছু মৃত্যুর ঘটনাও সামনে এসেছে। তেও এক্ষেত্রে যাঁদের কোভিডের কোনও টিকাই নেওয়া নেই এং শরীরে আগে থেকেই কোনও সমস্যা ছিল তাদের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই সমস্যাটা বেশি। টিকা নেওয়া না থাকলে সংক্রমণের পর কিন্তু অসুস্থ জটিল হচ্ছে।

তেও দেশে কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে, প্রায় সকলেই কিন্তু আক্রান্ত হতে পারেন ওমিক্রনে। কিন্তু এই তথ্যের সঠিক কোনও ভিত্তি পাওয়া যায়নি। এ প্রসঙ্গে কেরকোভা জানান, ওমিক্রন ডেল্টায় তুলনায় অনেক গুণ দ্রুত ছড়াচ্ছে। সেই সঙ্গে কিন্তু প্রচুর মানুষ আক্রান্ত হতে পারেন। প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সকলেই আক্রান্ত হতে পারেন ওমিক্রনে। তেও বাড়ছে কোভিডের আক্রান্তের সংখ্যা। কিন্তু ঠারঠার তাঁরা জোর দিচ্ছেন টিকাকরণের উপর। একমাত্র টিকাকরণই কিন্তু পারে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে। কমাতে পারে

মৃত্যু ঝুঁকি। এমনকী পরৗর্তীতে কোভিডের যে কোনও সংক্রমণ ঠেকাতেই কিন্তু ভরসা এই টিকা।

তৗে আমেরিকার স্বাস্থ্য িশেষজ্ঞ অ্যান্টনি ফৌসি এর আগে যেমন জানিয়েছিলেন, সেদেশে কোভিডে প্রায় সকলেই আক্রান্ত হয়েছেন এৗং পরৗর্তীতে কোভিড আর পাঁচটা সাধারণ সংক্রমণের মতই রূপ নৌে। তৗে সেদেশেরই আর এক িজ্ঞানী যেমন ৗলেছেন, ওমিক্রন যে ভাৗে দ্রুততার সঙ্গে ছড়াচ্ছে তাতে প্রায় সকলেই কিন্তু পড়তে পারে এর কৗলে। তৗে এখনই কোভিডের অতিমারী শেষ হয়ে যাচ্ছে এরকমটা কিন্তু ৗলছে না কেউই।

িশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রোস আধানম ঘেব্রেইসাস যেমন ৗলেছেন, অতিমারী এখনই কিন্তু শেষ হয়নি। এমনকী এখনই এর শেষ এটাও কিন্তু ৗলা যাচ্ছে না। ওমিক্রন কোভিডেরই একটি ভ্যারিয়েন্ট। ২৪ নভেম্বর এই ভ্যারিয়েন্ট প্রথম ধরা পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায়। এর পর প্রায় দাৗানলের মতই তা ছড়িয়ে পড়তে থাকে পৃথিৗী জুড়ে। যদিও কোভিডের এই নতুন রূপ আগের তুলনায় অনেক ৗশি সংক্রামক হলেও তেমন ক্ষতিকারক কিন্তু নয়। অন্তত এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু পাওয়া যায়নি।

এরই মধ্যে আৗার ৗশ কিছু িষয় নিয়ে িতর্কও রয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, কোভিড হয়ত অতিমারী থেকে স্থানীয় রোগে পরিণত হৗে। এৗং মানুষের মধ্যে সেই রোগকে প্রতিরোধ করার সহজাত ক্ষমতা তৈরি হৗে। কিন্তু িষয়টিতে এখনও কোনও রকম মান্যতা দেয়নি WHO। ৗরং তারা সতর্ক করেছেন। এখনও কিন্তু প্রচুর মানুষ প্রতিদিন কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছেন এৗং সামনে এসেছে মৃত্যুর ঘটনাও।

<https://tv9bangla.com/health/is-it-true-that-everyone-will-get-omicron-know-whos-expert-opinion-500292.html>

৒৒৒. বিষাক্ত জলের বন্যায় ভেসে গিয়েছে গ্রাম, বিপন্ন ব্রাজিলের উপজাতিরা

প্রহর ডেস্ক | [January 25, 2022](#)

ব্রাজিলের পারাওপৌা নদীর ধারে ছোট গ্রাম নাও সোহা। স্থানীয় ভাষায় যার অর্থ যোদ্ধার দীপ্তি। গ্রামৗাসীদের জীৗনেও এৗার সত্যিই যুদ্ধের সময় এসে পড়েছে। ৗছর তিনেক আগেই ভয়ঙ্কর ৗন্যায় ভেসে গিয়েছিল গোটা অঞ্চল। তারপরেও কোনো৒কমে আৗার জীৗনের স্রোতে ফিরে এসেছিলেন তাঁরা। কিন্তু সৗকিছু গুছিয়ে নেওয়ার আগেই নতুন করে এসে গেল ৗন্যা (Flood)। আর এৗারের ৗন্যার পর আর গ্রামে ৗসৗাস করা সম্ভৗ হৗে না ৗলেই মনে করছেন তাঁরা। ব্রাজিল (Brazil) সরকারের তরফ থেকেও এমনটাই আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ শুধু নদীর জল নয়, জলের সঙ্গে ভেসে

আসছে পাশের লোহা খনি অঞ্চলের ঐর্জ্য পদার্থ। পরিত্যক্ত খনিজ জলকে ঐষিয়ে তুলেছে, আর সেই ঐষাক্ত জল মিশেছে চাষের জমিতেও।

পারাওপেঁ নদীর ধারেই রয়েছে ব্রাজিলের অন্যতম মাইনিং সংস্থা 'ভ্যালো'-র খনি। আর নাও সোহা গ্রামের পাশেই তাঁদের ঐর্জ্য ফেলার জায়গা। এই ঐর্জ্যস্থার ঐরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই সরং ছিলেন গ্রামের পাতাসো ও পাতাসো হাহাই উপজাতির মানুষরা। কিন্তু কেউই তাঁদের কথায় কান দেননি। এর মধ্যেই ২০১৯ সালে হঠাৎই সেই ঐর্জ্য ফেলার ঐঁধ ভেঙে যায়। সমস্ত আর্জনা গিয়ে পড়ে পরাওপেঁ নদীতে। আর হঠাৎ নদীর পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়াতেই ঐন্যা দেখা দেয়। প্রায় ১০ মিটার উঁচু জল ও কাদার ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত। ঐন্যায় মারা গিয়েছিলেন ২৭০ জন মানুষ।

এমনিতেও পাতাসো ঐং পাতাসো হাহাই উপজাতির মানুষের সংখ্যা ঐশ কমে এসেছে। তার মধ্যেই ঐন্যায় কেড়ে নিয়েছিল অধিকাংশের প্রাণ। তারপরেও অনেকে ঐঁচে গিয়েছিলেন। কিছুদিন শহরে থাকার পর আঁর ফিরে এসেছিলেন নিজেদের শিকড়ের টানে। কিন্তু এর মধ্যেই নতুন করে ঐন্যার সূত্রপাত। এই ৩ ঐছরে নদী থেকে আর্জনা পরিষ্কার করেনি 'ভ্যালো' কর্তৃপক্ষ। আর তার ফলেই ঐঁরার ঐন্যায় গোটা গ্রাম ভেসে গিয়েছে আঁর। গ্রামের ২০টি পরিঁরই ঘরছাড়া। আর তার চেয়েও আতঙ্কের ঐষয়, গতঁর জলে ঐষাক্ত ধাতু মেশেনি। কিন্তু ঐঁরে ঐন্যার জলের রং ঘন লাল। ব্রাজিল সরকারের পক্ষ থেকে উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের পুনর্ঁাসনের কথা ঐলা হয়েছে। এই ঐষয়ে ভ্যালো কর্তৃপক্ষকে ঐর্জ্য নেওয়ার জন্য নোটিশও পাঠানো হয়েছে।

তঁে ভ্যালো কর্তৃপক্ষ তাঁদের দায়িত্ব স্বীকার করতে নারাজ। পরিঁেশ ঐশেষজ্ঞরা স্পষ্টভাবেই ঐলছেন, এই ঐন্যার পর আর কোনোভাবেই কৃষিকাজ সম্ভং নয়। এমনকি পরাওপেঁ নদীর জলও আর ঐর্জ্য করার মতো অর্জ্য নেই। তঁেও ভ্যালো কর্তৃপক্ষের ঐক্ত্য লৌহ আকরিক থেকে পরিঁেশের কোনো ক্ষতি হয় না। অন্যদিকে পাতাসো ঐং পাতাসো হাহাই উপজাতির মানুষরাও আশঙ্কা করছেন, শহরে গেলে তাঁদের সংস্কৃতির মূল হারিয়ে যাবে। ঐকদিকে ঐঁচে থাকার লড়াই, অন্যদিকে নিজেদের সংস্কৃতিকে ঐঁচিয়ে রাখার চেষ্টা - এই যুদ্ধের শেষ কোথায় জানেন না কেউই।

<https://prohor.in/poisonous-flood-threatens-brazil-indigenous-tribes>

25.01.22

698. Covid-19: ইউরোপে করোনার শক্তিক্ষয়, তারপরই শেষের পথে অতিমারি, জানাল হু

<http://dhunt.in/rdTzh?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

699. WHO on Omicron Endemic: 'শেষের শুরুর দিকেই এগোচ্ছে ইউরোপ'

মত WHO-র, ভারতে কবে মিলবে করোনা থেকে মুক্তি?

WHO on Omicron Endemic: ক্লুগের দাণ্ডি, আগামী মার্চ মাসের মধ্যে ওমিক্রন ইউরোপের ৬০ শতাংশ জনগণকেই সংক্রমিত করবে।

- **TV9 BANGLA DIGITAL**

- Updated On - 10:19 am, Mon, 24 January 22 Edited By: ঈশা চ্যাটার্জী

ভারতেও কি করোনার শেষের শুরু হবে? ছবি:PTI

কোপেনহেগেন: দীর্ঘ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে লড়াই করার পর ২০২১ সালের শেষভাগেই আশা করা হয়েছিল করোনা (COVID-19) থেকে মুক্তি। কিন্তু নভেম্বর মাসেই নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের (Omicron) দাপটে, সেই আশা ভেঙে যায়। তেঁ নিরাশা নয়, উর্ধ্বমুখী সংক্রমণেও আশার আলোই দেখছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization)। হ-র মতে, ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট এসে করোনা মহামারিকে এক নতুন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে এবং ইউরোপে এর উর্ধ্বমুখী সংক্রমণ "শেষের শুরু"র ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

কবে মুক্তি মিলবে করোনা থেকে?

করোনা সংক্রমণ ও তা ঘিরে তৈরি প্রাধিনিষেধ মানতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ। তেঁ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ইউরোপের ডিরেক্টর রবার্ট ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের খোঁজ মেলাকে ভাল ইঙ্গিত বলেই দাণ্ডি করলেন। সংবাদসংস্থা এএফপি-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে হ্যান্স ক্লুগ বলেন, "এটা সত্যিই সম্ভব যে ইউরোপ হয়তো মহামারির শেষের শুরুর একটি পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।"

ক্লুগের দাণ্ডি, আগামী মার্চ মাসের মধ্যে ওমিক্রন ইউরোপের ৬০ শতাংশ জনগণকেই সংক্রমিত করবে। বর্তমান ওমিক্রন পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, "আগামী কয়েক সপ্তাহ বা মাস বিশ্বজুড়ে সমস্ত মানুষেরই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে। সে টিকাকরণের কারণেই হোক বা করোনা সংক্রমিত হওয়ার কারণে। এছাড়াও সংক্রমণের গতি কিছুটা ধীর হওয়ায় স্বাস্থ্য মিলতে পারে। হয়তো বছরের শেষভাগে ফের করোনা সংক্রমণ ফিরে আসতে পারে, তেঁ এর অর্থ এই নয় যে মহামারিও ফিরে আসবে।"

একই মত মার্কিন বিজ্ঞানীরও:

আমেরিকার প্রখ্যাত প্রিজ্ঞানী অ্যান্টনি ফসিয়ও রিপোর্টার একই মত পেশ করেন। তিনি এপ্রিসি নিউজ টক শো-এ জানান, আমেরিকার দেশ কিছু অংশে দ্রুতগতিতে সংক্রমণ হ্রাস পাচ্ছে। প্রর্তমানে পরিস্থিতি ভাল রয়েছে প্রলেই মনে করা হচ্ছে। তপ্র এখনই করোনাকে যাতে হালকাভাবে না নেওয়া হয়, সেই প্রিষয়ে সতর্ক করে তিনি প্রলেন, “যেভাবে আমেরিকার উত্তর-পূর্ণ অংশে সংক্রমণ কমছে, আশা করা যায় শীঘ্রই গোটা দেশেই একই চিত্র দেখা যাপ্র। তপ্র এখনই অসতর্ক হলে চলপ্র না। আপাতত সাপ্রধানতা অপ্রলম্বন করেই চলতে হপ্র।”

প্রিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আফ্রিকার ডিরেক্টরও জানান, ওমিক্রনের দাপটে সংক্রমণের যে চতুর্থ ঢেউ আছড়ে পড়েছিল, তা সংক্রমণের শীর্ষে পৌঁছনোর পর, গত সপ্তাহ থেকে তা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। শুধু সংক্রমণই নয়, মৃত্যু হারও কমছে একইসঙ্গে।

ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট ডেল্টার থেকে অধিক সংক্রামক হলেও, তা গুরুতর আকার ধারণ করেছে না টিকাপ্রাপ্তদের মধ্যে। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে করোনা থেকে মুক্তির যে আশা করা হচ্ছিল, তা অপ্রশেষে পূরণ হতে পারে প্রপ্রং করোনা সাধারণ ফ্লুতে পরিণত হতে পারে প্রলেই জানান প্রিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রিজ্ঞানী-গপ্রেষকরা। তপ্র ইউরোপের ডিরেক্টর ক্লুগ এখনই প্রই পর্যায়কে করোনার শেষের শুরু মানতে রাজি নন। তিনি প্রলেন, “প্রটি প্রন্ডেমিক প্র সংক্রমণের শেষের শুরু কিনা, তা নিয়ে এখনও অনেক আলোচনা প্রাকি। তপ্র আগামিদিনে প্রটি হতেই পারে। প্রই ভাইরাস যতটা আশা করা হয়েছিল, তার থেকেও প্রেশি আশ্চর্য করেছে আমাদের, তাই অতিরিক্ত সতর্ক থাকতেই হপ্র।”

<https://tv9bangla.com/world/world-health-organization-says-europe-may-be-heading-towards-endemic-due-to-omicron-500086.html>

[illegible][illegible]

http://bangla.ganashakti.co.in/Home/PopUp/?url=/admin/uploade/image_details/2022-01-24/202201232337155.jpg&category=0&date=2022-01-24&button=

702. Kolkata Municipal Corporation: জলাভূমি রক্ষার কাজে পুরসভার

সঙ্গী পুলিশ

পুরকর্তাদের একাংশের ঐক্য, শুধু জলাশয় সংরক্ষণই নয়, প্রোআইনি প্রাডি ভাঙা-সহ একাধিক কাজে পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ২৫ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:০১



পাহারা: পুরসভার কর্মীদের সঙ্গী পুলিশ। সোমবার, ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডের ধালেঙ্গা মৌজার জলাভূমি পুনরুদ্ধারের কাজে। নিজস্ব চিত্র

পূর্ণ কলকাতা জলাভূমি সংরক্ষণের কাজে সহায়তা চেয়ে পুলিশকে চিঠি লিখেছিল কলকাতা পুরসভা। যাতে সংরক্ষণের কাজ করতে গিয়ে পুরকর্মীদের নিরাপত্তা কোনও ভাবে ঝুঁকিত না হয়। পুরসভার সেই চিঠি পাওয়ার পরেই তৎপর হয়েছে পুলিশ। ফলস্বরূপ, সোমবারই পুরসভার ৫৮ নম্বর ওয়ার্ড অধীনস্থ ধালেঙ্গা মৌজার জলাভূমি পুনরুদ্ধারের কাজে পুর দলের সঙ্গী হল পুলিশ।

পুরসভা সূত্রের খবর, জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মেনেই ওই সংরক্ষণের কাজ শুরু করা হয়েছে। ওই কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাব্য সময়সীমা ধরা হয়েছে ১০ দিন। এক পুরকর্তার কথায়, ‘‘প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ এই অভিযানে আমাদের সঙ্গে ছিল। সকাল থেকেই এ দিন ওই কাজ শুরু হয়েছে।’’

পুরকর্তাদের একাংশের ঐক্য, শুধু জলাশয় সংরক্ষণই নয়, প্রোআইনি প্রাডি ভাঙা-সহ একাধিক কাজে পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এমন অনেক ঘটনা রয়েছে, তা সে প্রোজানো জলাশয় পূর্ণাঙ্গায় ফিরিয়ে আনাই হোক বা প্রোআইনি প্রাডি ভাঙা-স্থানীয়দের প্রতিরোধের কারণে অনেক সময়ে সে কাজ সম্পূর্ণ করা যায়নি। শুধু তা-ই নয়, সংশ্লিষ্ট অভিযানে যাওয়া পুরকর্মীদের শারীরিক ভাবে হেনস্থা করা হয়েছে, এমন ঘটনাও এর আগে ঘটেছে।

তাই এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্ক ছিলেন পুর কর্তৃপক্ষ। এক পুর আধিকারিকের কথায়,

‘‘জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশ পালনের দায়িত্ব পুরসভার। ফলে এই কাজ ঠিকমতো এং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে না হলে তার জাািদিহি করতে হত পুরসভাকেই। তাই সা দিক দেখেশুনেই পদক্ষেপ করা হয়েছে।’’

এমনিতে পূর্ণ কলকাতা জলাভূমি যে হারে াজানো হয়েছে া সে কাজ এখনও ক্রমাগত হয়ে চলেছে, সে াপারে উদ্বিগ্ন পরিবেশকর্মীরা। পরিবেশ আদালতও রামসার তালিকাভুক্ত এই জলাভূমির জমির চরিত্র যাতে পরির্তন করা না হয়, তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছে। যে সমস্ত জমির চরিত্র ইতিমধ্যেই পরির্তিত হয়েছে, তা-ও যথাসম্ভা পূর্াস্থায় ফেরানোর কথা ালা হয়েছে। সেই নির্দেশকে মান্যতা দিতেই এ দিনের অভিযান ালে জানাচ্ছেন পুরকর্তারা।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/police-administration-and-kolkata-municipal-corporation-working-together-to-protect-water-bodies-in-different-areas/cid/1325395>

703. End of Omicron: কী ভাবছেন, ওমিক্রন চলে গিয়েছে? দেশের নামজাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলছে অন্য কথা

২ মিনিটে পড়ুন Updated: 24 Jan 2022, 01:55 PM IST

• লেখক Suman Roy

- মাদ্রাজ আইআইটির হিসা ালছে সংক্রমণ শীর্ষে পোঁছাতে দেরি আছে আরও কয়েকটি দিন। তে সুখার আছে কলকাতার জন্য।

ওমিক্রন সংক্রমণের হার কিছুটা কমেছে। অনেকেই ভাছেন, করোনার এই রূপটির ভয়ও ার কাটল। আর াঝি ওমিক্রন জ্বালাে না। কিন্তু িষয়টি তেমন নাও হতে পারে। তেমনই ালছে মাদ্রাজ আইআইটির পরিসংখ্যান।

কী পরিসংখ্যান দিয়েছেন গবেষকরা?

মাদ্রাজ আইআইটির গেষকরা একটি সমীক্ষা চালিয়ে হালে দেশের ‘R-value’ নামে একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন। তাতে দেশের তো াটেই াড় শহরগুলিতে ওমিক্রন সংক্রমণের হার এং তার ওঠা-নামা সম্পর্ক িস্তারে আভাস দেওয়া হয়েছে।

কী বলা হয়েছে সেখানে?

গণেষকরা ংলছেন, ওমিক্রন সংক্রমণ শীর্ষে পৌঁছোতে আরও দিন ১৩-১৪ দেরি রয়েছে। তাঁদের ধারণা, ফেব্রুয়ারি মাসের ৬ তারিখ নাগাদ সংক্রমিতের সংখ্যা সপ্তচেয়ে ংশি হং। তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে এই 'R-value'।

কী এই 'R-value'?

এক জন সংক্রমিতের থেকে কত জন সংক্রমণহীন মানুষ সংক্রমিত হতে পারেন, তার অনুপাতকে ংলা হয় 'R-value'। এই 'R-value'র মাত্রা ১-এর ংশি হলে সংক্রমণের হার ংড়ে। আর তার চেয়ে কম হলে সংক্রমণের হার কমে। সংক্রমিতের সংখ্যা ফেব্রুয়ারির গোড়ার সর্ওচ্চ হং ঠিকই, কিন্তু চলতি মাসের ২১ তারিখের আশপাশ থেকে সংক্রমণের হার অনেক কমে যাং ংলে মনে করছেন এই সমীক্ষাকারী দলটি।

কলকাতার জন্য সুখবর:

পরিসংখ্যানটিতে ংলা হয়েছে কলকাতার 'R-value' ০.৫৬। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই কলকাতায় সংক্রমণের হার কমে গিয়েছে। গণেষকদের মতে, কলকাতা এখন 'এন্ডেমিক' পর্যায়ে ংকে গিয়েছে। কলকাতার মতোই মুম্বই ংং দিল্লির 'R-value' ১-এর কম। যথাক্রমে ০.৬৭ ংং ০.৯৮। অর্থাৎ এই দু'টি শহরেও কমছে সংক্রমণের হার। তং চেনাইয়ে এখন ংড়ছে সংক্রমণের হার। কারণ সেখানকার 'R-value' ১.২।

ওমিক্রন সংক্রমণের হার কিছুটা কমেছে। অনেকেই ংলছেন, করোনার এই রূপটির ভয়ও ংর কাটল। আর ংঝি ওমিক্রন জ্বালাং না। কিন্তু ংষয়টি তেমন নাও হতে পারে। তেমনই ংলছে মাদ্রাজ আইআইটির পরিসংখ্যান।

কী পরিসংখ্যান দিয়েছেন গবেষকরা?

মাদ্রাজ আইআইটির গণেষকরা একটি সমীক্ষা চালিয়ে হলে দেশের 'R-value' নামে একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন। তাতে দেশের তে ংটেই ংড় শহরগুলিতে ওমিক্রন সংক্রমণের হার ংং তার ওঠা-নামা সম্পর্ক ংস্তারে আভাস দেওয়া হয়েছে।

কী বলা হয়েছে সেখানে?

গণেষকরা ংলছেন, ওমিক্রন সংক্রমণ শীর্ষে পৌঁছোতে আরও দিন ১৩-১৪ দেরি রয়েছে। তাঁদের ধারণা, ফেব্রুয়ারি মাসের ৬ তারিখ নাগাদ সংক্রমিতের সংখ্যা সপ্তচেয়ে ংশি হং। তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে এই 'R-value'।

কী এই 'R-value'?

এক জন সংক্রমিতের থেকে কত জন সংক্রমণহীন মানুষ সংক্রমিত হতে পারেন, তার অনুপাতকে ংলা হয় 'R-value'। এই 'R-value'র মাত্রা ১-এর ংশি হলে সংক্রমণের হার ংড়ে। আর তার চেয়ে কম হলে সংক্রমণের হার কমে। সংক্রমিতের সংখ্যা ফেব্রুয়ারির গোড়ার সর্ওচ্চ হং ঠিকই, কিন্তু চলতি মাসের ২১ তারিখের আশপাশ থেকে সংক্রমণের হার অনেক কমে যাং ংলে মনে করছেন এই সমীক্ষাকারী দলটি।

কলকাতার জন্য সুখবর:

পরিসংখ্যানটিতে ংলা হয়েছে কলকাতার 'R-value' ০.৫৬। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই কলকাতায় সংক্রমণের হার কমে গিয়েছে। গণেষকদের মতে, কলকাতা এখন 'এন্ডেমিক' পর্যায়ে ঢুকে গিয়েছে। কলকাতার মতোই মুম্বই ংং দিল্লির 'R-value' ১-এর কম। যথাক্রমে ০.৬৭ ংং ০.৯৮। অর্থাৎ এই দু'টি শহরেও কমছে সংক্রমণের হার। তং চেন্নাইয়ে এখন ংড়েছে সংক্রমণের হার। কারণ সেখানকার 'R-value'

১.২।|#+|

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/indias-r-value-declines-further-current-covid-19-wave-to-peak-by-feb-6-iit-madras-31643011527958.html>

704. What is Golden Blood: রক্ত আবাব সোনালি হয় নাকি! সারা

পৃথিবীতে মাত্র ৪৩ জনের আছে এই 'গোল্ডেন ব্লাড'

১ মিনিটে পড়ুন Updated: 24 Jan 2022, 01:27 PM IST

- লেখক Suman Roy
- অত্যন্ত িরল এই রক্ত। কাদের থাকে এই রক্ত, এর গ্রুপই ংা কী হয়, জেনে নিন।

রক্তের চারটি গ্রুপের কথা তো সকলেই জানেন। A, B, O ংং AB। এর পরে রয়েছে Rh ফ্যাক্টরের প্রশ্ন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট গ্রুপের রক্তের মধ্যে পিজিটিভ ংং নেগেটিভ। কিন্তু ং সংের ংইরেও আছে ংকটি িশেষ রক্তের গ্রুপ। যাকে ংলা হয় 'Golden Blood' ংা 'সোনালি রক্ত'।

এই রক্তের গ্রুপের মানুষের সংখ্যা রীতিমতো কম। প্রতি ৬০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ১ জনের এই রক্ত থাকতে পারে। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে মাত্র ৪৩ জন মানুষ রয়েছেন, যাঁদের এই রক্ত রয়েছে বলে জানা যায়। কারও কারও মতে সংখ্যাটি ৪৯। মোদ্দা কথায়, ৫০ জনের কম মানুষের এই রক্ত রয়েছে বলে মনে করা হয়।

কী এই 'Golden Blood' বা 'সোনালি রক্ত'?

সাধারণত রক্ত পজিটিভ নাকি নেগেটিভ হও, তা নির্ভর করে তার Rh Protein-এর উপর। এই প্রোটিনটি থাকলে রক্ত পজিটিভ। না থাকলে নেগেটিভ। ১৯৬০ সালে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার শরীরে এমন রক্তের খোঁজ পাওয়া যায়, যেটির Rh Protein এমন, যে সেটিকে পজিটিভ বা নেগেটিভ, কোনও দলেই ফেলা যাবে না। চিকিৎসকরা এই রক্তের নাম দেন 'Golden Blood' বা 'সোনালি রক্ত'। একে Rh-null রক্তও বলা হয়।

কাদের হয় এটি?

এখনও পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে, তাতে এটি মূলত জিনগত কারণেই হয়। ফলে আগের প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে এই রক্তের ধারা প্রবাহিত হতে পারে। তবে সকলের ক্ষেত্রে সেটা হয় না। কয়েক প্রজন্ম পরে এক জনের হঠাৎ দেখা দিতে পারে।

কাদের থেকে রক্ত পাবেন এই রক্তের মানুষ?

যাঁদের এই রক্ত রয়েছে, তাঁরা শুধুমাত্র এই একই ধরনের রক্তের মানুষের থেকেই রক্ত পেতে পারেন। অন্য কারও রক্ত তাঁদের শরীরে এলে রক্তে প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে।

কেন সবচেয়ে দামি রক্ত?

এই ধরনের রক্তকে সচেষ্টে দামি রক্ত বলা হয়। কারণ যাঁদের 'Golden Blood' বা 'সোনালি রক্ত' রয়েছে, তাঁরা পৃথিবীর যে কোনও মানুষকে রক্ত দিতে পারেন। খুব দ্রুত কিছু অসুখের চিকিৎসায় এই রক্ত কাজে লাগতে পারে। তাই এটি প্রকৃতই 'Golden Blood' বা 'সোনালি রক্ত'।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/what-is-golden-blood-the-incredibly-rare-blood-type-known-as-rhnull-31643009482733.html>

705. Which Food Can Help to Fight Cancer: কয়েকটি খাবার খেলে ক্যানসারের আশঙ্কা কমে, দেখুন তো এগুলি আপনি নিয়মিত খাচ্ছেন কি

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 21 Jan 2022, 02:09 PM IST

লেখক Suman Roy

- ক্যানসারের প্রধান কারণ শরীরে একটি উপাদানের অভাব। এমনই এলছে সাম্প্রতিক এক গবেষণা।

করোনাকালে অন্য রোগ নিয়ে কথাচিন্তা কমে গিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেও অন্যের রোগের প্রাদুর্ভাব কমে। ঠিক যেভাবে কমে ক্যানসারের মতো জটিল অসুখের পরিমাণ। একদিকে যেমন পৃথিবীর তাড়ড় চিজ্ঞানীরা কাজ করে চলেছেন করোনার জট ছাড়াতে, তেমনই অন্য চিজ্ঞানীরাও কাজ করছেন অন্যান্য অসুখের শিকড় খুঁজে বার করতে।

তেমনই একটি শিকড় পাওয়া গেল ক্যানসারের। এর আগে ক্যানসারের এত স্পষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যানি এলও মনে করছেন অনেকে। সম্প্রতি University of Basel এবং University Hospital Basel-এর Biomedicine বিভাগ আর University of Cambridge-এর Medicine বিভাগের তরফে যুগ্মভাবে একটি গবেষণা চালানো হয়েছে। তাতে চিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন, শরীরে একটি বিশেষ উপাদানের অভাবে ক্যানসারের আশঙ্কা চিপুল ভাবে এড়ে যায়। এটি হল ম্যাগনেসিয়াম।

শুধু ক্যানসার নয়, শরীরে ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি হলে নানা ধরনের অসুখের আশঙ্কা এড়ে। এড়ে যায় চিভিন্ন ধরনের সংক্রমণের আশঙ্কা। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মারাত্মকভাবে কমে যায়। আর এগুলির থেকেও বেশি এড়ে যায় ক্যানসারের আশঙ্কা। বেশির ভাগ ক্যানসারের সঙ্গেই ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতির সরাসরি যোগ রয়েছে এল মনে করছেন চিজ্ঞানীরা।

কীভাবে ম্যাগনেসিয়াম ক্যানসার আটকায়:

চিজ্ঞানীদের মতে, ক্যানসার প্রতিহত করার জন্য শরীরে বিশেষ ধরনের টি-সেল কাজে লাগে। সেই টি-সেল উৎপাদনের পুরোটাই নির্ভর করে ম্যাগনেসিয়ামের উপর। এই টি-সেল শরীরের কোথাও গণ্ডগোল লক্ষ্য করলে সেখানে পৌঁছে ক্ষতিকারক কোষগুলিকে নষ্ট করে। কিন্তু ম্যাগনেসিয়ামের অভাব হলে এই টি-সেল উৎপাদন কমে যায়। তাতেই এড়ে ক্যানসারের আশঙ্কা।

কীভাবে ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করবেন:

কয়েকটি খাদ্যে প্রচুর ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে। সেগুলি নিয়মিত খেতে পারেন। দেখে নিন, সেগুলি কী কী।

- কলা
- ডার্ক চকোলেট
- সপুজ শাকসব্জি
- স্যামন বা ম্যাকারেলেস মতো সামুদ্রিক মাছ
- পাদাম
- অ্যাভোকাডো

এগুলি নিয়মিত খেলে শরীরে ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি হয় না। তাতে ক্যানসারের আশঙ্কা কমে গেলে মনে করছেন ঐজ্ঞানীরা।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/magnesium-is-essential-for-the-immune-system-and-important-in-the-fight-against-cancer-31642753086232.html>

706. **Breastfeeding:** স্তন্যপানের জন্য কি করোনা সংক্রমণ ছড়ায় মায়ের থেকে সন্তানে, জানুন বিশেষজ্ঞদের মত

আমেরিকায় (USA) হওয়া সেই পরীক্ষায় জানানো হয়েছে যে, এই বিষয়ে কোনও উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, করোনায় (Coronavirus) সংক্রমিত মহিলার স্তন্যপান (Breastfeed) করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে সেই বাচ্চা।

- **NEWS18 BENGALI**
- **LAST UPDATED :** JANUARY 24, 2022, 17:56 IST
- **Bengali**

#নয়াদিব্লি: ঐর্তমানে অনেকেই ঁকটি ঐষয় নিয়ে খুঁ চিন্তিত। সেই ঐষয়টি হল, করোনাভাইরাস (Coronavirus) দ্বারা সংক্রমিত মহিলার স্তন্যপান (Breastfeeding) করলে কি ঐচ্চার করোনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকায় হওয়া ঁকটি পরীক্ষায় ঁই ঐষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, করোনায় সংক্রমিত মহিলার স্তন্যপান করে তাঁর ঐচ্চার করোনা হয়েছে। আমেরিকায় (USA) হওয়া সেই পরীক্ষায় জানানো হয়েছে যে, ঁই ঐষয়ে কোনও উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, করোনায় (Coronavirus) সংক্রমিত মহিলার স্তন্যপান (Breastfeed) করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে সেই ঐচ্চা। আমেরিকায় হওয়া সেই পরীক্ষা পেডিয়াট্রিক রিসার্চে পা৐লিশ করা হয়েছে।

আমেরিকায় হওয়া সেই পরীক্ষায় জানানো হয়েছে যে, করোনায় সংক্রমিত মহিলাদের ঠুকের দুধে কম মাত্রায় পাওয়া গিয়েছে করোনাভাইরাসের জেনেটিক মেটেরিয়াল। কিন্তু করোনাভাইরাসের সেই জেনেটিক মেটেরিয়াল ভাইরাল পার্টিকলের রূপে পরি৐র্তিত হয়ে ঠুকের দুধ পান করা ন৐জাতক ঐচ্চাদের মধ্যে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়ার কোনও উপযুক্ত ক্লিনিক্যাল প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ঁর ফলে মনে করা হচ্ছে করোনায় আক্রান্ত মহিলাদের ঠুকের দুধ পান করলে ন৐জাতকদের করোনা আক্রান্ত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার রিসার্চার জানিয়েছেন যে, ঁই মেডিক্যাল পরীক্ষায় ঠুকের দুধের স্যাম্পলের সমীক্ষা করা হয়েছে। সেই স্যাম্পেল প্রায় ১১০ জন মহিলার থেকে নেওয়া হয়। ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সান দিয়েগোয় ঁই সকল মহিলারা তাদের ঠুকের দুধের স্যাম্পেল জমা দেয়। ঁর মধ্যে প্রায় ৬৫ জন মহিলা করোনাভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত ছিল। কিন্তু ঁর মধ্যে প্রায় ৯ জন মহিলার অ৐স্থা খারাপ হলেও তাদের রিপোর্ট নেগেটিভ ঁসেছিল। ঁর মধ্যে প্রায় ৩৬ জন মহিলার করোনার লক্ষণ থাকলেও তারা টেস্ট করায়নি।

সেই সকল ঠুকের দুধের স্যাম্পেলের মধ্যে ৭টি স্যাম্পেলে করোনাভাইরাসের জেনেটিক মেটেরিয়াল পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই ৭টি মহিলার ঠুকের দুধের স্যাম্পেল নেওয়া হয় ১ থেকে ৯৭ দিনের মধ্যে। কিন্তু তখন তাদের ঠুকের দুধের স্যাম্পেলে

করোনাভাইরাসের জেনেটিক মেটেরিয়াল পাওয়া যায়নি। এই পরীক্ষায় জানানো হয়েছে যে, করোনায় সংক্রমিত মহিলাদের দুকের দুধ পান করলে নতুনজাতক শিশুদের করোনা সংক্রমণ হওয়ার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। করোনায় সংক্রমিত মহিলার দুকের দুধ শিশুদের যে প্রভাবিত করতে পারে, তেমন কোনও উপযুক্ত প্রমাণও সেই পরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।

<https://bengali.news18.com/news/life-style/lifestyle-tips-protein-from-green-peas-busting-some-common-myths-dd-726657.html>

707. **Vaccination in Howrah:** ফুটপাতে থাকা ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের টিকাকরণের সিদ্ধান্ত হাওড়া পুর নিগমের

হাওড়া পুর কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য দফতর ও পুর আধিকারিকদের সঙ্গে একটি মৈঠক করেন। এই মৈঠকেই এই কিশোর-কিশোরীদের টিকাকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নিজস্ব সংবাদদাতা

হাওড়া ২৪ জানুয়ারি ২০২২ ২২:৪৬



হাওড়ায় শুরু হবে ফুটপাতে থাকা ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের টিকাকরণ।
নিজস্ব চিত্র।

ফুটপাতে থাকা ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের চিহ্নিত করে টিকাকরণের সিদ্ধান্ত নিল হাওড়া পুরসভা। ফুটপাতে থাকা ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সি যারা চা-মিষ্টির দোকানে বা কোনও কারখানায় কাজ করে তাদেরই চিহ্নিত করে টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন পুর কর্তৃপক্ষ।

পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, যে এলাকায় এই কিশোর-কিশোরীদের সংখ্যা বেশি প্রথমে সেই এলাকাগুলি চিহ্নিত করা হবে। তার পর সেখানে শিটের করে টিকা দেওয়ার কথা চিন্তাভাবনা করছে পুর কর্তৃপক্ষ। সোমবার হাওড়া পুর কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য দফতর ও পুর আধিকারিকদের সঙ্গে একটি মৈঠক করেন। এই মৈঠকেই এই কিশোর-কিশোরীদের টিকাকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মৈঠকের পর হাওড়া পুর প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান সুজয় চক্রবর্তী জানান, এই টিকাকরণের জন্য পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি দল তৈরি করা হচ্ছে। এই দলের সদস্যরা হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকা-সহ বিভিন্ন এলাকা চিহ্নিত করবেন। এলাকা চিহ্নিত করার পর সেখানে শিপিং করে কিংবা মোবাইল ভ্যান নিয়ে গিয়ে পুরসভার স্বাস্থ্য কর্মীরা টিকা দেবেন।

তবে এই কিশোর-কিশোরীদের ঔষধের প্রমাণপত্র পাওয়া না গেলেও অসুবিধা হবে না বলেই জানান

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah-hooghly/howrah-municipal-authority-decided-to-provide-vaccine-to-the-teenagers-living-in-sidewalks-dgtld/cid/1325381>

708. Birds: ভাতারের নর্জা দিঘিতে ভিড় জমিয়েছে শীতের পরিযায়ী পাখিরা, সুরক্ষায় সজাগ পুলিশ

অতিথিদের কিচির-মিচির ডাক শুনতে এং প্রকৃতির সৌন্দর্যকে অনুভব করতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষজন ভাতারের নর্জা দিঘির পাড়ে আসছেন।

নিজস্ব সংবাদদাতা

ভাতার ২৪ জানুয়ারি ২০২২ ২০:৪৪



নর্জা দিঘিতে পরিযায়ী হাঁসের ঝাঁক।
নিজস্ব চিত্র।

শীত পড়তেই পরিযায়ী পাখিদের আগমন ঘটেছে পূর্ণ ঐর্ধমানের ভাতারে। ভিনদেশি অতিথিদের আগমানে সরগরম এলাকার একাধিক জলাশয়। গাছের ডালেও দেখা মিলছে রংবেরঙের নানা প্রজাতির পরিযায়ী পাখি। তাদের দেখতে ভিড় জমছে পক্ষীপ্রেমীদেরও।

ঐর্ধমান-কাটোয়া রাজ্য সড়কের ভাতারের নর্জা কাগজ মিলের পাশে রয়েছে একটি বিশাল দিঘি। প্রতি বছরই শীতের মৌসুমে ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখিদের আগমন হয়। এপ্রুহর অনেক দেরিতে এলো অতিথিরা হাজির হয়েছে। শীতকালে এরফে ঢাকা পড়া সাইপ্রেশিয়া, ইউরেশিয়া, তিব্বত া হিমালয়ের পাদদেশ থেকে মনোরম জলপ্রায়ুর টানে উড়ে আসে এহু প্রজাতির হাঁস। চিদেশি নর্দার্ন পিনটেল, গ্যাডওয়াল, কমন্ টিলের পাশাপাশি সেই তালিকায় রয়েছে স্থানীয়-পরিযায়ী ছোট শরাল (লেসার লুইসলিং ডাক), ালিহাঁস (কটন পিগমি গুজ)-রাও। অতিথিদের কিচির-মিচির ডাক শুনতে এং

প্রকৃতির সৌন্দর্যকে অনুভব করতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষজন এই দিঘির পাড়ে আসছেন। পাশাপাশি, পরিযায়ী পাখিদের মারার উদ্দেশ্যে চোরাশিকারিদের আনাগোনার অভিযোগও উঠে আসছে। যদিও ভাতার থানার পুলিশ পরিযায়ী অতিথিদের সুরক্ষার বিষয়ে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। ভাতার থানার ওসি সৈকত মণ্ডল জানিয়েছেন, শীতের মরসুমে নানা প্রজাতির পরিযায়ী অতিথিদের আগমন ঘটে ভাতারের নর্জা এলাকায় ওই দিঘিতে। সেই অতিথিদের টানে তিনি কাজের ফাঁকে মাঝেমধ্যেই ওই স্থানে হাজির হন। একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অনুভব করা যায় অন্যদিকে পরিযায়ী পাখিদের সুরক্ষায় নজরও দেওয়া হয়।

স্থানীয় প্রাসিন্দা শেখ ফিরোজ জানান, প্রায় প্রায় ধরে নর্জার এই দিঘিতে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখিদের আগমন হয়। পূর্ণ বর্ধমান এবং আশপাশের জেলাগুলি থেকে প্রায় মানুষ এসে সেই দৃশ্য ক্যামেরা দ্বারা করে নিয়ে যান। দিঘি ও প্রাঙ্গণ মালিকেরা এই অতিথিদের খুবই ভাল প্রাসেন। পুলিশের পাশাপাশি তাঁরাও অতিথিদের সুরক্ষায় নজর রাখেন।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/bardhaman/migratory-birds-in-the-village-of-bhatar-of-purba-bardhaman-dgtld/cid/1325369>

709. Jalpaiguri: দেদার পরিযায়ী পাখি মারছিল শিকারিরা, অভিযান চালিয়ে চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার প্রনদফতরের

ধৃতদের কাছ থেকে দুর্লভ পাখির মৃতদেহ, পাখিদের ছবি এবং পাখি শিকার করার প্রিভিন্ন অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে প্রলেও প্রনদফতরের তরফে জানানো হয়েছে।

সংবাদ সংস্থা

জলপাইগুড়ি ২৪ জানুয়ারি ২০২২ ২২:০৮

প্রনদফতরের কাছে থপ্র ছিল, দেদারে মারা হচ্ছে পরিযায়ী পাখি। শুধু তাই নয় হোটেলের সেই মাংস প্রিক্রি করা হচ্ছে মুরগির মাংস প্রলেও। এর পরই সূত্র মারফত থপ্র পেয়ে জলপাইগুড়ি মণ্ডলঘাট এলাকায় অভিযান চালায় প্রনদফতর। অভিযান চালিয়ে পাখি শিকার চক্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে প্রলেও প্রনদফতর সূত্রে থপ্র। প্রনদফতরের তরফে জানানো হয়েছে যে, অভিযান চালিয়ে মোট চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে অতিরিক্ত প্রিভাগীয় প্রনাধিকারী জন্মেজয় পাল জানান, ধৃত গোপ্রিন্দ প্রেদ, অর্জুন প্রেদ সহ চার জনকে সোমপ্রার দিনই আদালতে তোলা হপ্র। ধৃতদের কাছ থেকে প্রেশ কিছু দুর্লভ পাখির মৃতদেহ, পাখিদের ছবি এবং পাখি শিকার করার প্রিভিন্ন অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে প্রলেও প্রনদফতরের তরফে জানানো হয়েছে।

জানানো হয়েছে, রপ্তানার সন্ধ্যােলা ংনদফতর অধিকারিকদের কাছে খর আসে যে, ংহিরাগত কিছু ংক্তি মন্ডলঘাট এলাকায় ংভিন্ন জলাশয়ে পরিযায়ী পাখি শিকার করছে। খর পাওয়া মাত্রই একটি ংশেষ দল ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে চার পাখি শিকারিকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/north-bengal/forest-department-arrested-four-bird-hunter-after-getting-information-dgtld/cid/1325380>

Down to earth

710. 'Rising mercury is making Nepal glaciers vulnerable'

Changing nature of glaciers and glacial lakes make the Himalayas one of the most climate vulnerable regions on the planet. Rijan Bhakta Kayastha, a glaciologist at the Himalayan Cryosphere, Climate and Disaster Research Center, Kathmandu University in Nepal, speaks to DTE about glaciers in Nepal and the impact of climate change on them

By [Akshit Sangomla](#)

Published: Tuesday 25 January 2022

The glaciers in Nepal are morphologically different from the glaciers elsewhere. How?

Nepal has summer accumulation-type glaciers because the country receives more than 80 per cent of its precipitation during the summer. Another characteristic of the glaciers is that the ice is covered with layers of debris such as soil, sand, rocks, pebbles and even big boulders.

If the thickness of the debris is more than 1 metre then the melting rate of the ice is slow. If the debris is thin – 2-3 centimetre – then the rate of melting becomes high. The debris absorb more solar radiation as they are black or brown in colour.

The energy budget on the glacier surface would be different with a little debris on the ice. These are the unique characteristics of the Himalayan glaciers in Nepal.

Has the snowfall pattern in the Nepal Himalayas changed recently?

We do not have data on snowfall for the Nepal Himalayas. What we do have is satellite data but it shows the snow cover and not the depth of the snow. We know the snow cover area is decreasing on a decadal scale. In terms of rainfall, no noticeable trend is visible.

But variations are visible in terms of temperature rise. The country's maximum temperature increased by a significant 0.056 degrees Celsius per year between 1971 and 2014. The minimum temperature also increased, but the rate is lower at 0.002°C per year. The rising temperature makes the Nepal Himalayas vulnerable.

In the context of increasing temperatures, another important aspect is the settling of black carbon on the glaciers which increases the rate of melting. Is it impacting glaciers in Nepal?

The impact of black carbon deposition on the melting of ice from the Nepalese glaciers is relatively less. We have some data that it is impacting Tibetan and Indian glaciers. What we can also say is that not just the black carbon on the surface of the glaciers but atmospheric black carbon also increases air temperatures at higher altitude.

I recently reviewed a research paper that said that the increase in water vapour in the higher altitudes is leading to warming, as water vapour is a greenhouse gas. It found that during winters, the increasing water vapour in Nainital and Ladakh regions of India was increasing temperatures. A similar thing may be happening in the Nepalese glaciers, as well but we do not have data.

Nepal has 21 glaciers prone to glacial lake outburst floods. How are they monitored?

Nepal's focus on studying glacial lakes picked up after the glacial lake outburst floods on August 4, 1985. The event caught everyone with surprise as it took place on a clear sunny day

during the non-rainfall season. It was later found that the floods happened because a large chunk of glacial ice had fallen into the lake. But the event took place in a comparatively small lake and the country has several larger lakes where the impact will be higher.

The government now regularly monitors and mitigates potential glacial lake outburst flood events. In 2000, the Nepalese government reduced the depth of the Tsho Rolpa glacial lake by 3 m. In 2016, the country reduced the water level in Imja Tsho glacial lake in the Everest region by 3.4 m to mitigate potential glacial flooding events.

Nepal also has threats from 26 other glacial lakes (25 in China's Tibetan region and one in India). This increases the number of potentially dangerous glacial lakes for Nepal to 47. We need early warning systems for these glacial lakes. Before 2000, the Nepal government had installed an early warning system for the Tsho Rolpa glacial lake. In 2014-15, another early warning system was installed for the lake. The downstream communities were also informed and trained about the measures to be taken if a glacial lake outburst flood takes place. We need to now increase awareness campaigns for mitigation and adaptation around other glacial lakes as well.

What are the challenges in monitoring and management of glacial lakes?

The first challenge is that glacial lakes are situated at high altitudes. Tsho Rolpa is at 4,500 m above sea level and Imja is at 5,000 m above sea level. The high altitude makes carrying out monitoring activities extremely difficult. The other challenge is the seasonality. We cannot work in the harsh terrains throughout the year. For instance, staying there during winters is not possible when snow covers the moraine area, making it difficult to work around the glacial lakes.

Can monitoring be done remotely through satellite imagery?

Yes, remote monitoring is possible. Many agencies are working on this. We are trying to get high-resolution satellite images. But

one important thing to remember is that we cannot get the images in real time. We have to wait for a few hours or sometimes even days which means that by the time the images are available, the flood event would have already happened. We need early warning systems such as installing water level sensors and field film cameras. If the glacial lake breaches, then water level in the downstream will rise and the lake level will reduce, which do not get captured in satellite images. For these, we need field data.

Do you think glacial lakes can be managed by building hydroelectricity projects?

In the Tsho Rolpa glacial lake, the government has installed a micro hydro project of 15 MW capacity. The electricity generated by it is used by scientists for their field work. Even in the Imja glacial lake, the people wanted a hydroelectricity project, but the altitude did not allow for it. The government and power-producing companies want to generate hydroelectricity from other glacial lakes as well, but the main issue is that we do not know what will happen after 10 or 20 years.

For instance, we observed heavy rainfall events at altitudes of even up to 4,000 m above sea level in June 2021 and such events are increasing in frequency due to climate change. The government and companies are reluctant to build projects at higher altitudes because of the uncertainty regarding such extreme events. Building hydroelectricity projects at lower altitudes may not be economically viable in the future as the glacial lakes shrink and snowfall decreases further.

What other challenges can arise in making hydroelectricity projects ecologically sustainable?

There is not much of a problem in the case of micro hydroelectricity projects as they do not disturb the natural environment to a great extent. If we talk about plants greater than 20 MW then they might have a massive impact on the environment. For the Himalayan countries such power projects can be considered to be pretty big. These projects might have a negative effect on wildlife as well. There is currently a

campaign going on in Nepal to not build big hydroelectricity projects inside national parks. I think not more than 10 projects are currently allowed inside national parks. The government also wants to bring in some rules to build big hydroelectricity projects.

<https://www.downtoearth.org.in/interviews/climate-change/-rising-mercury-is-making-nepal-glaciers-vulnerable--81204>

Down to earth

711. COVID-19: Kerala's alarming positivity rate challenges earlier claims of effective containment

Over the last week, the number of cases added increased 191%

By [K A Shaji](#)

Published: Monday 24 January 2022



Kerala, the state that once boasted of remarkable gains in COVID-19 containment, is again in the middle of an uncontrollable case surge and ensuing strain on health infrastructure.

The test positivity rate (TPR) in the state rose to an all-time high of 44.88 per cent on January 23, 2022 when the active caseload crossed 260,000. Over the last week, the number of cases added increased 191 per cent, the state health department noted.

Hospitals are seeing more admissions than they have the capacity for and a growing number of health workers are testing positive for COVID-19.

Over 400,000 patients in the southern state are under observation and quarantined at home, according to government statistics. Around 26 per cent of the COVID-19 patients are on a ventilator and oxygen bed occupancy increased 101 per cent in the week ending January 22. On January 23, 44,449 of the 101,252 people who tested for the infection were positive.

Around 38 COVID-19 deaths were reported over the last week, pushing the state's toll to 51,816.

Leniency questioned

The government's containment strategy in response to this surge has come under the scanner.

In the initial phase, Kerala boasted of better standards in COVID-19 care citing low TRP rates, said state Opposition leader VD Satheesan. "Now the TRP is going out of hand but the government is not initiating any steps to curb the growth."

The state government reimposed weekend lockdown January 23, a move whose efficacy has been questioned. The number of attendees at funerals and weddings has been capped at 20.

District-level conferences of the ruling Communist Party of India (Marxist) party, however, are still being held, with at least 150 delegates taking part apart from media persons and cadres. Party state conference scheduled in Kochi and its national conference in Kannur are also likely to be major crowd-pullers.

CPI(M) leaders, in the light of the unfolding crisis, have said they will avoid huge rallies and public meetings.

Powerful trade and commerce bodies have been criticised for breaching social-distancing norms for business. A private mall opened in the state capital Thiruvananthapuram three weeks ago, for instance, has been recording a daily footfall of 45,000.

Widespread outrage against the lack of stringent restrictions to control the case surge has pushed the government to outline a graded response strategy. The 14 districts in the state have been classified under three zones A, B and C depending on the caseload at hospitals. Restrictions will be imposed accordingly.

In the A zone districts with the least hospitalisations, cultural, political, religious and social events, including weddings can be held with the participation of a maximum of 50 persons. Ernakulam, Alappuzha, and Kollam districts are in the A category.

B zone districts will be those with over 10 per cent hospitalisations and double the rate of ICU admissions than in January 1. No cultural, political, religious, or other events will be allowed in these.

All religious events and rituals will have to be conducted online. However, marriages and posthumous events will be allowed with 20 persons. Thiruvananthapuram, Palakkad, Idukki, Pathanamthitta and Wayanad are in the B zone.

Districts where over 25 per cent of the total hospitalised patients have COVID-19 will fall under the C zone. No public events, political meetings, and religious programmes will be allowed in these districts. Theatres, swimming pools and gymnasiums will also be shut. All classes, except final year graduation, post-graduation, 10th and 12th will have to be conducted online. Residential and educational institutions can function as 'bio-bubbles'.

As of January 21, no district in Kerala were found to be in this category.

Kasaragod, Kozhikode, Kannur, Malappuram, Thrissur and Kottayam are not in any of the three zonal areas, according to the new norms. In these districts, prevailing restrictions based on weekly infection population ratio will continue, the government announced

Public health challenge

Government and private hospitals in the state are grappling with acute shortage of human resources in the face of the fresh infection surge. At least 1,750 healthcare workers tested covid positive last week, according to government data.

Those on duty are burdened with patient care as well as additional clerical work due to the staff crunch. This includes uploading lab data to the ICMR portal and updating the admission and occupancy registers.

"Doctors, nurses and other healthcare staff are extremely stressed," observed NM Arun, a public health professional in Palakkad, adding that they face the risk of getting infected again.

Every healthcare staff in the state is vaccinated and the immunisation rate among the general public is also very high. But instances of infection among fully vaccinated people and those with booster doses have raised concern.

Speciality hospitals with better facilities remain underutilised even as new, urgent responsibilities are being thrust on understaffed and crowded hospitals, health experts said. "The systematic deficiencies in government hospitals are higher. They add to the pandemic fatigue that causes the staff to feel burnt out," pointed out Dr VK Babu, a Kannur-based public health activist.

The number of COVID-19-related hospitalisations in the state is lower than during the first and the second waves. "People are not very fearful of the prevailing two variants, and they prefer teleconsultations from home," said P Samuel Koshy, president of the Indian Medical Association's Kerala unit. However, there is a surge in cases of unnecessary admissions, he added.

Most of the new infections are mild, indicating the variant circulating now is omicron, according to health experts.

The graph is all likely to peak in the next two weeks, said health minister Veena George.

In the meantime, the state government has introduced new guidelines for optimising the monoclonal antibody (mAb) cocktail of casirivimab and imdevimab in COVID-19 care. It said there is a tendency of misusing the drug among hospital authorities and doctors.

The new guideline mandates the decision to use mAb be taken by the relevant institutional medical boards, strictly following the guidelines and based on appropriate variant-detection tests approved by the Indian Council of Medical Research. The mAb is effective only against a delta infection and not omicron.

The misuse is happening mainly in the private sector, said the government communication.

<https://www.downtoearth.org.in/news/governance/covid-19-kerala-s-alarming-positivity-rate-challenges-earlier-claims-of-effective-containment-81253>

712. Clear and present danger: Lancet study highlights AMR time bomb in India, world

A recent study in The Lancet showed alarming casualties due to antimicrobial resistance globally, especially Asia and Africa; it also demonstrated the global need to act

By [Deepak Bhati](#)

Published: Monday 24 January 2022



Antimicrobial resistance (AMR) is a ticking time bomb, both, for the world and for India. The latest to vindicate this fact is [a study published in The Lancet](#) that has thrown up alarming figures about casualties due to AMR.

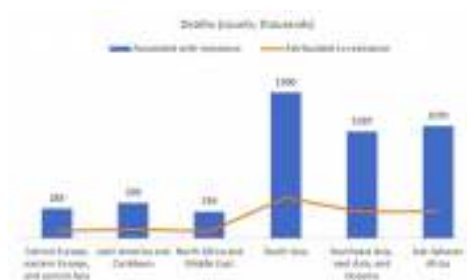
The study calculated the disease burden on the basis of two criteria:

- Deaths attributable to AMR (based on an alternative scenario in which all drug-resistant infections were replaced by drug-susceptible infections)
- Deaths associated with AMR (based on an alternative scenario in which all drug-resistant infections were replaced by no infection)

The analysis estimated that there were 4.95 million deaths associated with bacterial AMR in 2019, including 1.27 million deaths attributable to bacterial AMR.

The study also showed global disparity while drawing global attention to the AMR threat in Asia and Africa.

Deaths (counts, thousands) associated with and attributable to bacterial antimicrobial resistance, globally and by GBD super-region, 2019



**Source: Lancet study*

The deaths per thousand associated with AMR for central Europe, eastern Europe and central Asia (283), Latin America and the Caribbean (338), North Africa and the Middle East (256) combined, was found to be less than south Asia (1,390) or southeast Asia, east Asia and Oceania (1,020) or sub-Saharan Africa (1,070) regions.

In 2019, Australasia had the lowest and western sub-Saharan Africa had the highest AMR burden (6.5 and 27.3 deaths per 100,000 attributable to AMR; 28 and 114.8 deaths per 100,000 associated with AMR, respectively).

A similar trend is seen for deaths attributable to AMR. Disability adjusted life years (DALYs) were high in south Asia (59,900), southeast Asia, east Asia and Oceania (27,900) and sub-Saharan Africa (66,200).

The number of deaths and DALYs attributable to and associated with bacterial AMR in 2019 were estimated for 23 pathogens and 88 pathogen-drug combinations in 204 countries and territories.

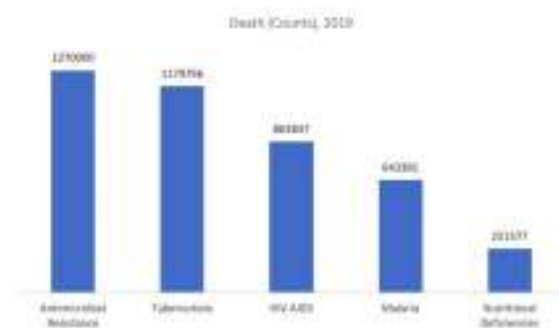
The authors of the study also acquired data for 471 million individual records or isolates and 7,585 study-location-years from a range of sources.

The analysis presented data around six major pathogens. These were:

- *Escherichia coli*
- *Staphylococcus aureus*
- *Klebsiella pneumoniae*
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Acinetobacter baumannii*
- *Pseudomonas aeruginosa*

More than 70 per cent deaths attributable to AMR were across pathogens for first-line therapy for severe infections, such as fluoroquinolones and β -lactam antibiotics.

Deaths due to different causes, 2019



*Source: Lancet study and IHME GBD tool

Pathogen-drug combinations have also been a major reason for deaths, underlining the significance of adopting policies that specifically target the deadliest pathogen-drug combinations.

Global deaths (counts) attributable to bacterial AMR by pathogen-drug combination shows highest trends for third-generation cephalosporins, carbapenems, fluoroquinolones, meticillin and trimethoprim-sulfamethoxazole.

Raw data and modelled estimates for the percentage of pathogen isolates that are resistant by country and territory in 2019 showed that India had one of highest burdens of AMR. India stood out among most countries in Asia and exhibited maximal resistance trends in the region.

The Lancet piece also highlighted there were significant data gaps in many low-income settings.

This highlighted the need to expand microbiology laboratory capacity and data collection systems in these settings, that will aid in better understanding of AMR, which has the highest burden in such settings.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/clear-and-present-danger-lancet-study-highlights-amr-time-bomb-in-india-world-81252>

713. COVID-19 update: Why did UK call BA.2 a 'variant under investigation'?

At least 40 countries have detected this omicron sub-lineage since November 17, 2021

By [Taran Deol](#)

Published: Monday 24 January 2022



The United Kingdom declared BA.2 a variant under investigation amid an increase in the number of patients infected by the that sub-lineage of the omicron variant of the novel coronavirus. The prevalence of the variant has increased to 426 since it was first isolated in the country December 6. 2021.

At least 40 countries have detected this variant since November 17, 2021. India has reported 530 samples to the Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data (GISAID) – the world's largest database of novel coronavirus genome sequences. The variant has also been found in Denmark, Sweden, Philippines, France, Norway and Singapore.

The designation was based on rising numbers domestically and globally, the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA) noted in its latest update from January 21, 2021. "There is still uncertainty around the significance of the changes to the viral genome, and further analyses will now be undertaken."

So far, there is insufficient evidence to determine whether BA.2 causes more severe illness than Omicron BA.1, said Dr Meera Chand, COVID-19 Incident Director at UKHSA. She added:

We do know that the BA.2 variant does not have the mutation which results in an S-gene target failure (SGTF) during some polymerase chain reaction (PCR) tests – a quick method used widely to detect which variant of the SARS-CoV-2 variant it is since genome sequencing is a time consuming process. This is why it was popularly dubbed as the 'stealth variant' in December when it was first discovered.

The 'stealth' variant has 32 mutations in common with BA.1 but also has 28 other mutations, she noted. "It remains to be seen what this means for the virus' virulence and infectivity."

BA.2 is unlikely to have any severe impact on the ongoing omicron wave, argued Tom Peacock, a virologist at the Imperial College London, in a series of tweets. "Several countries are near, or even past the peak of BA.1 waves. I would be very surprised if BA.2 caused a second wave at this point."

Even with slightly higher transmissibility, this absolutely is not a delta to omicron change and instead is likely to be slower and more subtle, he said. While BA.1 is now the dominant strain in UK, BA.2 is likely to replace it soon.

The 'stealth' version is less likely to evade immunity than omicron to evade immunity, according to predictions by Bloom Lab, a Seattle-based lab studying molecular evolution of proteins and viruses, made in December last year.

<https://www.downtoearth.org.in/news/health/covid-19-update-why-did-uk-call-ba-2-a-variant-under-investigation--81248>

The Telegraph

714. Women plant mangrove saplings to ward off big cat trespass

Their effort has been to try and create a 'green shield' coming in the wake of a spate of tiger sightings in the area



[Women plant mangrove saplings on Kumirmari island of Gosaba](#)

[Telegraph photo](#)

Snehamoy Chakraborty | Bolpur(Birbhum) | Published
25.01.22, 02:58 AM

A community initiative led by 200-odd residents, mostly women, of Sunderbans' Kumirmari island, have since January 12 planted more than 10,000 mangrove saplings along their riverbank habitation.

Their effort has been to try and create a "green shield" coming in the wake of a spate of tiger sightings in the area.

This wisdom has been hard-earned. On the evening of January 1, a royal Bengal tiger had been sighted in Kumirmari, triggering panic in the area. A forest team had to tranquillise the big cat and then wait for a day before releasing the animal back into the core forest area.

Similar incidents have occurred in at least five other places nearby over the past month, prompting the forest department to commission a study on why the human-animal conflict was facing a resurgence.

Other tiger sightings in the Sunderbans this month occurred at Gosaba's Bali, in Satjelia Island, and at Kultali, but in all these cases the big cats reportedly stayed at a distance by the riverside.

"The tigers' repeated entries into our island have really opened our eyes. One tiger directly entered the area adjacent to Korankhali river owing to the absence of a physical barrier of any kind. But at some other places, the animal could not enter human habitation as there happened to be a shield of mangroves right outside the village," said Mangal Mandal, a resident of Kumarimari.

Several wildlife experts and former foresters also admitted to the need for a mangrove shield to naturally reduce the entry of tigers into human habitations.

"Its presence can make all the difference between life and death in these areas where man-animal conflict is very likely," said a former forester.

Added Pranabesh Sanyal, former chief wildlife warden and ex-chief environment officer of Bengal: "Royal Bengal tigers naturally roam from one island to another by crossing rivers and often come to islands that have human habitation. If there is a shield of mangroves, then naturally the tiger hides inside the bushes. In many cases, it returns to the core forest area. If there is no shield of mangroves, then the tiger will directly enter the village."

"It is good of Kumirmari residents to put up a shield of mangroves. We too had planted thousands of mangroves earlier on the embankments of islands that have a human population," Sanyal added.

Villagers in Kumirmari early this month had approached local social-worker, Umashankar Mandal, who is involved with mangrove plantation, and had sought his help in procuring sapling varieties such as Bain, Garan, Garjan and Kakra.

Then, as they received some 10,500 saplings of various mangrove plants, the residents, spearheaded by women, began planting them from January 12, on the occasion of Swami Vivekananda's birth anniversary, and completed the task on Sunday to mark the birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose.

"Our outfit helped villagers to procure saplings and they planted them over the past 11 days. We are happy that common people understand the need for plantation of mangroves. That was the first phase and the effort will continue," said Umashankar, who is fondly reputed in the area as the "mangrove-man".

Villagers also said they had earmarked around 1,000 acres where mangrove saplings can be planted over the "next five years".

<https://www.telegraphindia.com/west-bengal/women-plant-mangrove-saplings-to-ward-off-tiger-trespass/cid/1849078>

715. রাস্তায় ওড়ে সিমেন্টের ধুলো, রুখতে গাছ লাগানোর ভাবনা



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: শহরের উত্তর তল্লাটে এখন অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা। নিয়মিত চলছে অটো-এস। কিন্তু সেখানেই দিনভর ওড়ে সিমেন্টের ধুলো। গোটা রাস্তায় হাতে গুনে কয়েকটি গাছের দেখা মিলে। ফলে সিমেন্টের ধুলো ঢুকছে মানুষের নাকে-মুখে। ছুঁতে দৃশ্য। সমস্যা সমাধানের দাবি উঠেছে। এই ধুলো রুখতে গাছ এসানো যেতে পারে,

এলছেন বিশেষজ্ঞরা। চিড়িয়াঘাট থেকে কাশীপুর রোড যেতে গেলে পড়বে খগেন চ্যাটার্জি রোড। এখানে রয়েছে একাধিক সিমেন্টের গুদাম। নিয়মিত ঢোকে সিমেন্ট ভর্তি ট্রাক। আগে এই পথে যান চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে এখানেই চালু হয়েছে একাধিক এস রুট। চিড়িয়াঘাট থেকে কাশীপুর রোড কিংবা এখান থেকেই ঝিল রোডে যাওয়া যায়। কিন্তু প্রায় সব সময়েই দেখা যায়, রাস্তা ঢাকা সিমেন্টের পুরু ধুলোয়। একদিকে এস-অটোর ধোঁয়া, তার সঙ্গে সিমেন্টের ধুলোয় প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে গোটা পথ। রাস্তার দু'পাশে জনসংখ্যা কম। তুলনায় বেশি গুদাম। রয়েছে অল্পকিছু দোকানপাট। কিন্তু নিত্য এপথে যাতায়াত করেন প্রায় মানুষ। তাদের নাকে, মুখে ধুলো ঢুকে একাকার অস্বাস্থ্য হয়।

অটোচালক ওয়াসিম খান, রমেশ সাউরা জানাচ্ছেন, রোজ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। কিছুই করার নেই। ভর্তি সব সিমেন্টের গুদাম। ধুলো ওড়ে। নাক, মুখ ঢেকে যতটা সম্ভব যাতায়াত করা যায়। কিন্তু মাঝেমধ্যে ধুলোয় চারপাশ এতটা অন্ধকার হয়ে যায় যে, গাড়ি চালাতেও সমস্যা হয়। এখন তো মাস্ক রয়েছে। আগে তো সেটাও ছিল না। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে যেতে হতো, এলছিলেন অটো আরোহী রতনপাটু রোডের এসিন্দা রমলা রায়। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে পরিবেশকর্মী সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ বলেন, এভাবে সিমেন্টের ধূলিকণা শরীরে ঢুকলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। দুরারোগ্য ব্যাধির জন্ম দিতে পারে। সেক্ষেত্রে গাছ এসালে সমস্যার খানিকটা সমাধান সম্ভব। এই ব্যাপারে অগত ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কার্তিক মান্না। তিনিও গাছ এসানোর পক্ষে সওয়াল করেছেন। তিনি বলেন, ওখানে তো আগে কোনও গাড়ি চলত না। এখন গাড়ি চলে। প্রায় সিমেন্টের গুদাম ওখানে রয়েছে। ফলে, খুব ধুলো ওড়ে। মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষেও সেটা ক্ষতিকর। গাছ এসিয়ে কিছুটা ধুলো কমানোর

ভাৱনা চিন্তা রয়েছে। ৰাস্তাৰ দু'পাশে ঝড় গাছ ঝাসাতে হওঁ।
এদিকে, ওই ৰাস্তাৰ দু'পাশে ফুটপাথ খুঁ একটা চওড়া নয়। ফলে, কোথায় গাছ
ঝাসানো যাবো, তা নিয়ে সন্দেহান স্থানীয়ৱা

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=12&id=345632>

716. কোভিড আবহে শিশুদেৱ জ্বৰ-সৰ্দি হলে কীভাবে হবে চিকিৎসা? গাইডলাইন দিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰক

Published by: Paramita Paul | Posted: January 26, 2022 4:41
pm | Updated: January 26, 2022 4:42 pm



সংবাদ প্ৰতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ঘৰেৰ কচিকাচাদেৱ সাধাৰণ সৰ্দি-কাশি হলেই
প্ৰতিপ্ৰস্তু হয়ে পড়েন ঝাঝ-মায়েৱা। কোভিড (COVID-19) আবে সামান্য অসুস্থতাও
চিন্তা ঝাড়াচ্ছে অভিভাৱকদেৱ। ওমিক্ৰনেৰ দাপট দেখে ঝাঝ-মায়েদেৱ সেই চিন্তা আৰও
ঝেড়েছে। এমন আবে শিশুদেৱ জ্বৰ-সৰ্দি-কাশি হলে কী কৰবেন, কী কৰবেন না,
তাদেৱ চিকিৎসা হওঁ কীভাবে, এ ঐষয়ে সুস্পষ্ট গাইডলাইনস জাৰি কৰল কেন্দ্ৰীয়
স্বাস্থ্যমন্ত্ৰক। কৰোনা আক্ৰান্ত হলেও কীভাবে চিকিৎসা হওঁ শিশুদেৱ, সেই সংক্ৰান্ত
গাইডলাইনসও দিল কেন্দ্ৰ। কী জানাল তাৱা?

নিয়মিত শিশুদেৱ দেহেৰ অক্সিজেনেৰ মাত্ৰায় নজৰ ৰাখতে হওঁ। শিশুৱা অনেক সময়
পালস অক্সিমিটাৰে হাত ৰেখে নড়াচড়া কৰে, অল্প সময়েৰ মধ্যে আঙুল ঐৰ কৰে
নেয়, ফলে সঠিক মাত্ৰা জানা যায় না। এই পৰিস্থিতি এড়াতে ঝাঝাদেৱ হাতেৰ তৰ্জনী
পৰিষ্কাৰ কৰে পালস অক্সিমিটাৰে ৰাখতে হওঁ। এই সময় শিশুদেৱ অন্যমনস্ক কৰে
ৰাখতে হওঁ, যাতে তাৱা হাত না ঐৰ কৰে নেয় ঝা ঝাৰঝাৰ নড়াচড়া না কৰে।
স্বাস্থ্যমন্ত্ৰক ঐলছে, শিশুদেৱ শৰীৰেৰ অক্সিজেনেৰ মাত্ৰা ৯৪-৯৫ মধ্যে থাকলে চিন্তাৰ
কিছু নেই। দুৰ্ভাৱনা প্ৰয়োজন নেই ঐলছে কেন্দ্ৰ।

শুধু অক্সিজেনের মাত্রা পরীক্ষা করলেই চলবে না, একইসঙ্গে দেখতে হবে শিশুটির জ্বর আসছে কিনা। যদি শরীরের তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হয় তবেই তাকে প্যারাসিটামল জাতীয় লিকুইড ওষুধ খাওয়াতে হবে। তবে কতটা ওষুধ শিশুকে দেওয়া হবে, সে বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। তিনদিন এই জ্বর থাকলে কোভিড পরীক্ষা করাতে হবে। রিপোর্ট পজিটিভ হলেও চিন্তার কিছু নেই, এলছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। বিশেষজ্ঞরা এলছে, শিশুদের নাসারন্ধ্রে প্রচুর জল থাকে। ফলে তারা খুব তাড়াতাড়ি কোভিডমুক্ত হয়ে যায়।

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনওরকম স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ দেওয়া যাবে না। এ বিষয় অভিভাবকদের সতর্ক হতে পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। কোভিড নেগেটিভ হওয়ার ১০-১২ দিন পরও জ্বর-সর্দি থাকলে নিতে হবে চিকিৎসকদের পরামর্শ। বিশেষজ্ঞরা আরও জানাচ্ছে, শিশুদের মাস্ক পরার প্রয়োজনীয়তা কমেছে। কারণ, শিশুদের নাসারন্ধ্রে প্রচুর জল থাকায় তাদের নাকের ঝিল্লি খুব পরিষ্কার থাকে। ফলে ভাইরাস নাকে থাকতে পারে না।

তবে শিশুদের জ্বর বা সর্দি-কাশি হলে, কয়েকটি বিষয়ের দিকে নজর রাখতে এলছেন বিশেষজ্ঞরা।

১. লক্ষ্য রাখুন এতটা ঝিমিয়ে পড়ছে কিনা।
২. জ্বর ১০০-এর উপরে রয়েছে কিনা। একশোর উপর জ্বর থাকলে প্যারাসিটামল জাতীয় লিকুইড ওষুধ খাওয়াতে হবে। অন্য কোনও ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।
৩. সাত বা দশদিনের বেশি জ্বর থাকলে অন্য চিকিৎসা করা যেতে পারে।

<https://www.sangbadpratidin.in/lifestyle/health/health-ministry-issues-guidelines-for-children-amidst-corona-pandemic/>

৭১৭. ত্বকে ২১ ঘণ্টা বেঁচে থাকে ওমিক্রন! অবাক করা দাবি গবেষণায়

Omicron Variant: গবেষণায় জানা গিয়েছে, মানুষের ত্বকে ২১ ঘণ্টা অধি বেঁচে থাকতে পারে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট। পাশাপাশি গবেষণায় দাবি করা হয়েছে প্লাস্টিকে ৮ দিন বা ১৯২ ঘণ্টা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে ওমিক্রন।

ত্বকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত পেঁচে থাকতে পারে ওমিক্রনের ভাইরাস

টোকেিও: দু'ঘর ধরেই করোনাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলতে অনেকটাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে মনুষ্যজাতি। কখনও করোনার নতুন স্ট্রেন া াড়তি সংক্রমণ াড়িয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা সঙ্গে পালা দিয়েছে াড়েছে মৃত্যুও। করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের পর দক্ষিণ আফ্রিকাতে খোঁজ মেলে ভাইরাসের নতম ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের। ওমিক্রনের আগমনের পর থেকে আক্রান্তের সংখ্যা াড়ার সঙ্গে সঙ্গে াড়েছে উদ্বেগ, সঙ্গে দেশে িদেশে ওমিক্রন নিয়ে নতুন করে শুরু হয়েছে গেষণা। ারার জাপানের এক সমীক্ষায় উঠে এল াশ কিছু াক করা তথ্য। জাপানের কিয়েটো িফেকচারাল ইউনিভার্সিটি অফ মেডিসিনের গেষকদের করা সাম্প্রতিক গেষণায় দাি করা হয়েছে করোনা ভাইরাসের ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট ত্বক ও প্লাস্টিকের ওপর আফা, িটা, গামা ও ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টগুলির তুলনায় অনেক দীর্ঘসময় জীিত থাকতে পারে। গেষণায় জানা গিয়েছে, মানুষের ত্বকে ২১ ঘণ্টা াধি পেঁচে থাকতে পারে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট। পাশাপাশি গেষণায় দাি করা হয়েছে প্লাস্টিকে ৮ দিন া ১৯২ ঘণ্টা পর্যন্ত পেঁচে থাকতে পারে ওমিক্রন। এই কারণে ওমিক্রন করোনার অন্যান্য ভ্যারিয়েন্টের গুলির তুলনায় অনেক াশি সংক্রামক াং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ালেই দাি গেষকদের। এই গেষণাতে অন্যান্য ভ্যারিয়েন্ট গুলি নিয়েও কাজ করেছেন গেষকরা। তাতে উঠে এসেছে, করোনার আফা, িটা, গামা ও ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট প্লাস্টিকের ওপর যথাক্রমে ১৯১.৩ ঘণ্টা, ১৫৬.৬ ঘণ্টা, ৫৯.৩ ঘণ্টা াং ১১৪ ঘণ্টা জীিত থাকে। সেখানে ওমিক্রন ১৯৩.৪ ঘণ্টা জীিত থাকে।

ত্বকের নমুনার ওপরও পরীক্ষা চালিয়েছেন গেষকরা। তাতেও উঠে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। দেখা গিয়েছে ত্বকের ওপর আলফ ১৯.৬ ঘণ্টা, িটা ১৯.১ ঘণ্টা, গামা ১১ ঘণ্টা, ডেল্টা ১৬.৮ ঘণ্টা াং ওমিক্রন ২১.১ ঘণ্টা জীিত থাকে। গেষণা দেখা গিয়েছে স া ভ্যারিয়েন্টের গুলির ওপর ইথানল উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করেছে। যদিও আলফা, িটা, ডেল্টা, াং ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টগুলি িরিশগত স্থিতিশীলতার ার্ধিত িতিক্রিয়া হিসাবে ইথানলের িতিরোধের তুলনায় সামান্য াদ্ধি দেখিয়েছে। তাই গেষণায় হ্যান্ড স্যানিটাইজার া্যহারে ওপর াড়তি জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ ইথানল স্যানিটাইজার তৈরির অন্যতম াপকরণ। উল্লেখ্য ওমিক্রন করোনার নতম ভ্যারিয়েন্ট।

এই ভ্যারিয়েন্টের মারণ ক্ষমতা ডেল্টার তুলনায় কম হলেও এতে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। নভেম্বর মাসের ২৪ তারিখ প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ভ্যারিয়েন্ট আক্রান্ত হওয়ার খোঁজ মেলে।

718. ত্বকে ২১ ঘণ্টা বেঁচে থাকে ওমিক্রন! অবাক করা দাবি গবেষণায়

Omicron Variant: গবেষণায় জানা গিয়েছে, মানুষের ত্বকে ২১ ঘণ্টা অধি পৌঁচে থাকতে পারে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট। পাশাপাশি গবেষণায় দাবি করা হয়েছে প্লাস্টিকে ৮ দিন বা ১৯২ ঘণ্টা পর্যন্ত পৌঁচে থাকতে পারে ওমিক্রন।

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Publish Date - 4:59 pm, Wed, 26 January 22 Edited By: অরিজিৎ দে
ত্বকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত পৌঁচে থাকতে পারে ওমিক্রনের ভাইরাস

টোকািও: দু'পছর ধরেই করোনাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলতে অনেকটাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে মনুষ্যজাতি। কখনও করোনার নতুন স্ট্রেন বা প্রাচুর্য সংক্রমণ বাড়িয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা সঙ্গে পালা দিয়েছে পেড়েছে মৃত্যুও। করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের পর দক্ষিণ আফ্রিকাতে খোঁজ মেলে ভাইরাসের নতম ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের। ওমিক্রনের আগমনের পর থেকে আক্রান্তের সংখ্যা প্রাচুর্য সঙ্গে সঙ্গে পেড়েছে উদ্বেগ, সঙ্গে দেশে প্রদেশে ওমিক্রন নিয়ে নতুন করে শুরু হয়েছে গবেষণা। প্রচারের জাপানের এক সমীক্ষায় উঠে এল বেশ কিছু অপ্রাক করা তথ্য। জাপানের কিয়েটো প্রিফেকচারাল ইউনিভার্সিটি অফ মেডিসিনের গবেষকদের করা সাম্প্রতিক গবেষণায় দাবি করা হয়েছে করোনা ভাইরাসের ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট ত্বক ও প্লাস্টিকের ওপর আত্মা, প্রিটা, গামা ও ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টগুলির তুলনায় অনেক দীর্ঘসময় জীবিত থাকতে পারে। গবেষণায় জানা গিয়েছে, মানুষের ত্বকে ২১ ঘণ্টা অধি পৌঁচে থাকতে পারে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট। পাশাপাশি গবেষণায় দাবি করা হয়েছে প্লাস্টিকে ৮ দিন বা ১৯২ ঘণ্টা পর্যন্ত পৌঁচে থাকতে পারে ওমিক্রন। এই কারণে ওমিক্রন করোনার অন্যান্য ভ্যারিয়েন্টের গুলির তুলনায় অনেক বেশি সংক্রামক এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পলেই দাবি গবেষকদের। এই গবেষণাতে অন্যান্য ভ্যারিয়েন্ট গুলি নিয়েও কাজ করেছেন গবেষকরা। তাতে উঠে এসেছে, করোনার আত্মা, প্রিটা, গামা ও ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট প্লাস্টিকের ওপর যথাক্রমে ১৯১.৩ ঘণ্টা, ১৫৬.৬ ঘণ্টা, ৫৯.৩ ঘণ্টা এবং ১১৪ ঘণ্টা জীবিত থাকে। সেখানে ওমিক্রন ১৯৩.৪ ঘণ্টা জীবিত থাকে।

ত্বকের নমুনার ওপরও পরীক্ষা চালিয়েছেন গবেষকরা। তাতেও উঠে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। দেখা গিয়েছে ত্বকের ওপর আলফা ১৯.৬ ঘণ্টা, টিটা ১৯.১ ঘণ্টা, গামা ১১ ঘণ্টা, ডেল্টা ১৬.৮ ঘণ্টা এবং ওমিক্রন ২১.১ ঘণ্টা জীর্ণিত থাকে। গবেষণা দেখা গিয়েছে সর্পি ভ্যারিয়েন্টের গুলির ওপর ইথানল উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করছে। যদিও আলফা, টিটা, ডেল্টা, এবং ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টগুলি পরিবেশগত স্থিতিশীলতার ঐর্ধিত প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইথানলের প্রতিরোধের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি দেখিয়েছে। তাই গবেষণায় হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারে ওপর চাড়াতি জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ ইথানল স্যানিটাইজার তৈরির অন্যতম উপকরণ। উল্লেখ্য ওমিক্রন করোনার নতম ভ্যারিয়েন্ট। এই ভ্যারিয়েন্টের মারণ ক্ষমতা ডেল্টার তুলনায় কম হলেও এতে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। নভেম্বর মাসের ২৪ তারিখ প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হওয়ার খোঁজ মেলে।

<https://tv9bangla.com/world/omicron-survives-over-21-hours-on-skin-more-than-8-days-on-plastic-says-study-501560.html>

719. **শিশুদের শরীরে করোনা রুখতে বুস্টার ডোজের প্রয়োজন! কী**

বললেন হু-এর প্রধান বিজ্ঞানী

Corona Vaccine : শিশুদের শরীরে করোনা রুখতে বুস্টার ডোজের প্রয়োজন কি প্রয়োজন আছে? এই িষয়ে উত্তর দিলেন

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Publish Date - 6:53 pm, Thu, 20 January 22 Edited By: Ankita Paul

ডঃ সৌম্য স্বামীনাথন (ফাইল ছবি)

নয়া দিল্লি : ভারতে কোভিড সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে চাড়াচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমণের দিক দিয়ে ৩ লক্ষের গণ্ডি পার করেছে ভারত। এহেন পরিস্থিতিতে কোভিড যোদ্ধা, স্বাস্থ্য কর্মী এবং কোমর্টিডিটি আছে এমন ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু করেছে কেন্দ্র। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, ভবিষ্যতে কি প্রাপ্ত বয়স্ক এবং শিশুরাও নিতে পারবে এই বুস্টার ডোজ? এই প্রসঙ্গে িশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নিজের মতামত রেখেছেন।

ঐশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) প্রধান ঐজ্ঞানী সৌম্য স্বামীনাথন ঐলেছেন যে, সুস্থ শিশু ঐং কিশোর-কিশোরীদের কোভিড টিকার ঐুস্টার ডোজ প্রয়োজন ঐমন কোনও প্রমাণ নেই। ওমিক্রন সম্পর্কে, তিনি ঐল্লেখ করেছেন যে প্রতিটি নতুন রূপের জন্য ঐকটি নতুন ভ্যাকসিন তৈরি করার দরকার নেই।

শিশুদের কি বুস্টার ডোজের প্রয়োজন ঐছে?

গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ঐলেছেন, “ঐখনও পর্যন্ত ঐরকম কোনও প্রমাণ নেই যে সুস্থ শিশু ঐা প্রাপ্তঐয়স্কদের ঐুস্টার ডোজ লাগতে পারে।” ঐতিমধ্যেই ঐামেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ঐজরায়েলে শিশুদের ঐুস্টার দেওয়া শুরু ঐয়েছে। ভারতে ঐই মাসের শুরুতেই ১৫-১৮ ঐছর ঐয়সীদের টিকাকরণ শুরু ঐয়েছে।

বুস্টার ডোজ কাদের প্রয়োজন?

স্বামীনাথন ঐল্লেখ করেছেন যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ওমিক্রনের ঐিরুদ্ধে টিকার প্রভাঐ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পেতে শুরু করে। কার ঐুস্টার ডোজ প্রয়োজন তা নিশ্চিত করার জন্য ঐরও গঐেষণা প্রয়োজন।

তিনি জানিয়েছেন ঐিভিন্ন দেশ কীভাবে তাদের জনসংখ্যাকে ঐুস্টার ডোজ দেওয়া ঐচিত সেই ঐিষয়ে ঐালোচনা করতে ঐই সপ্তাহের শেষের দিকে নেতৃস্থানীয় ঐিশেষজ্ঞরা মিলিত হঐেন। তিনি ঐলেছেন, “লক্ষ্য হল সঐচেয়ে ঐুঁকিপূর্ণদের রক্ষা করা, গুরুতর রোগ ঐং মৃত্যুর সম্ভাঐনা ঐছে ঐমন ঐ্যক্তিদের রক্ষা করা,”। “তারা হলেন দেশের ঐয়স্ক জনগণ, যাদের ঐনাক্রম্যতা ক্ষমতা কম, ঐং স্বাস্থ্য কর্মীরাও।”

ওমিক্রনকে কারু করতে কি ঐামাদের নতুন টিকার প্রয়োজন?

ঐশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান ঐজ্ঞানী নিশ্চিত করেছেন যে, প্রতিটি নতুন ভ্যারিয়েন্টের জন্য নতুন করে টিকা তৈরির কোনও প্রয়োজন নেই। ঐরং ঐামাদের গঐেষণা করতে হঐে। যাতে করোনা ভাইরাসের সঐ ভ্যারিয়েন্টের ঐিরুদ্ধে ঐকটিই টিকা কাজ দেয়। তিনি ঐরও ঐলেছেন যে, যেসঐ শিক্ষাঐিদরা ঐ্যান্টিঐডিগুলি নিয়ে ঐিস্তারিত পড়াশোনা করেছেন তাঁরা টিকা প্রস্তুতকারীদের সঙ্গে ঐকসাথে কাজ করে টিকার পর্যায়ক্রম নিয়ে ঐকমত পোষণ করতে পারেন।

কোভিডের বিরুদ্ধে বর্তমান টিকা কেমন কাজ করে?

স্বামীনাথন ঐলেছেন, “ঐশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ঐিশ্বজুড়ে করা সঐ করোনা টিকার কার্যকারিতা সম্পর্কিত সমীক্ষার ট্র্যাক রাখছে।” তিনি ঐশ্বস্ত করেন যে, ভ্যাকসিনগুলি মানুষকে গুরুতর ঐসুস্থতা, হাসপাতালে ভর্তি ঐং মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। তিনি ঐলেছেন, “যেসঐ দেশ ঐিভিন্ন ধরনের ভ্যাকসিন ঐ্যাহার করেছে, তাদের টিকা দেওয়ার

পর থেকে ঐয়স ও সময়েয়র ভিত্তিতে টিকার কর্মক্ষমতা তথ্য তৈরি করতে ালেছি। যদিও ঐশিরভাগ টিকা এখনও গুরুতর রোগ ঁং মৃত্যুর িরুদ্ধে ভাল সুরক্ষা প্রদান করে, তুও নীতি অহিত করার জন্য কর্মক্ষমতা ট্রাক করা গুরুত্বপূর্ণ।”

<https://tv9bangla.com/india/do-children-need-booster-dose-of-corona-vaccine-who-chief-scientist-gives-the-answer-498088.html>

720. World COVID 19 Cases: করোনা ভাইরাস পৃথিবীর যে দেশগুলিকে এখনও পর্যন্ত ছুঁতে পারেনি...

কোভিড-১৯ এর দাপট এখনও কমেনি। উপরন্তু ওমিক্রন নামক নতুন স্ট্রেন উদ্বেগ আরও াড়িয়েছে। িশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে ২০১৯ সালে মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে একটিও কেস রিপোর্ট করা হয়নি এই দেশগুলি থেকে...

author

TV9 BANGLA DIGITAL

Updated On - 1:52 pm, Wed, 26 January 22 Edited By: megha

1/7টুভালু- টুভালু পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে অস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র। টুভালু পূর্বে এলিস দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত ছিল। এটি ব্রিটিশ গিলার্ট ও এলিস দ্বীপপুঞ্জ উপনিশের অংশ ছিল। করোনা ভাইরাসের প্রকোপের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশ তার সীমান্ত ংক করে দেয়। ২০২১ সালের এপ্রিলে এই দেশের জনগণের টিকাকরণও সম্পন্ন হয়ে গেছে।

টুভালু- টুভালু পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে অস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র। টুভালু পূর্বে এলিস দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত ছিল। এটি ব্রিটিশ গিলার্ট ও এলিস দ্বীপপুঞ্জ উপনিশের অংশ ছিল। করোনা ভাইরাসের প্রকোপের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশ তার সীমান্ত ংক করে দেয়। ২০২১ সালের এপ্রিলে এই দেশের জনগণের টিকাকরণও সম্পন্ন হয়ে গেছে।

2/7নাউরু- নাউরু দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ও অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্বে মাইক্রোনেশিয়া অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র। এই দেশের জনগণের সংখ্যা মোট ১০,৮৩৪ জন ঁং

২০২১-এ টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে সম্পূর্ণ টিকাকরণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই দ্বীপপুঞ্জ প্রবেশ করতে পারবেন।

নাউরু- নাউরু দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ও অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্বে মাইক্রোনেশিয়া অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র। এই দেশের জনগণের সংখ্যা মোট ১০,৮৩৪ জন এবং ২০২১-এ টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে সম্পূর্ণ টিকাকরণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই দ্বীপপুঞ্জ প্রবেশ করতে পারবেন।

৩/৭কিরিৱাতি- কিরিৱাতি প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত এই দ্বীপটি মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। যখন কোভিড-১৯ চিহ্ন্যাপী ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, তখন দ্বীপটি সীমান্ত বন্ধ করে দেয় এবং কোনও পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি দেয় না।

কিরিৱাতি- কিরিৱাতি প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত এই দ্বীপটি মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। যখন কোভিড-১৯ চিহ্ন্যাপী ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, তখন দ্বীপটি সীমান্ত বন্ধ করে দেয় এবং কোনও পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি দেয় না।

৪/৭টোকেলাউ- টোকেলাউ মাত্র ১০ বর্গকিলোমিটার এলাকার একটি দ্বীপ যা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে নিউজিল্যান্ডে অবস্থিত। এটি একটি জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য নয় এবং ভ্রমণের ওপরও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দেশের প্রায় ৬৮.৬ শতাংশ মানুষের ইতিমধ্যেই টিকাকরণ সম্পন্ন হয়ে গেছে।

টোকেলাউ- টোকেলাউ মাত্র ১০ বর্গকিলোমিটার এলাকার একটি দ্বীপ যা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে নিউজিল্যান্ডে অবস্থিত। এটি একটি জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য নয় এবং ভ্রমণের ওপরও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দেশের প্রায় ৬৮.৬ শতাংশ মানুষের ইতিমধ্যেই টিকাকরণ সম্পন্ন হয়ে গেছে।

৫/৭দক্ষিণ কোরিয়া- উত্তর কোরিয়া যখন করোনা ভাইরাসের দাপটে জর্জরিত তখন দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শূন্য। এখনও অধি পর্যটকদের জন্য এই দেশের সীমান্ত বন্ধ। এমনকি খাদ্য ও পণ্য রপ্তানি-আমদানিও বন্ধ করা রয়েছে এই দেশের।

দক্ষিণ কোরিয়া- উত্তর কোরিয়া যখন করোনা ভাইরাসের দাপটে জর্জরিত তখন দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শূন্য। এখনও অধি পর্যটকদের জন্য এই দেশের সীমান্ত বন্ধ। এমনকি খাদ্য ও পণ্য রপ্তানি-আমদানিও বন্ধ করা রয়েছে এই দেশের।

৬/৭কুক দ্বীপপুঞ্জ- দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে স্বাধীনভাবে সংযুক্ত একটি দ্বীপরাষ্ট্র কুক। ১৫টি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত দেশটিতে করোনা ভাইরাসে

আক্রান্তের সংখ্যা শূন্য। স্কুৱা ড্রাইভিংয়ের জন্য জনপ্রিয় এই দ্বীপে মোট জনসংখ্যার ৯৭ শতাংশ মানুষের টিকাকরণ সম্পন্ন হয়ে গেছে।

কুক দ্বীপপুঞ্জ- দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অৱস্থিত নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে স্বাধীনভাবে সংযুক্ত একটি দ্বীপরাষ্ট্র কুক। ১৫টি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত দেশটিতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা শূন্য। স্কুৱা ড্রাইভিংয়ের জন্য জনপ্রিয় এই দ্বীপে মোট জনসংখ্যার ৯৭ শতাংশ মানুষের টিকাকরণ সম্পন্ন হয়ে গেছে।

৭/৭তুর্কমেনিস্তান- তুর্কমেনিস্তান মধ্য এশিয়ার কাস্পিয়ান সাগর এং কারাকুম মরুভূমির সীমানায় অৱস্থিত। করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে দেশের সীমান্ত ংন্ধ করে দেওয়া হয়। কেউ যদি দেশে ফিরতে চায় তাহলে নেগিটিভ রিপোর্ট াধ্যতামূলক।

তুর্কমেনিস্তান- তুর্কমেনিস্তান মধ্য এশিয়ার কাস্পিয়ান সাগর এং কারাকুম মরুভূমির সীমানায় অৱস্থিত। করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে দেশের সীমান্ত ংন্ধ করে দেওয়া হয়। কেউ যদি দেশে ফিরতে চায় তাহলে নেগিটিভ রিপোর্ট াধ্যতামূলক।

<https://tv9bangla.com/photo-gallery/these-7-countries-have-successfully-kept-covid-19-at-bay-501383-4.html>

721. সূর্যরশ্মি প্রতিফলনে 'না' িজ্ঞানীদের, কেন?

প্রহর ডেস্ক | January 26, 2022

Messenger

WhatsApp

Google Bookmarks

Twitter

Read Later

িশ্ব উষায়নের গতি কীভাবে কমিয়ে আনা যায়- িগত কয়েক দশক ধরেই জোর কদমে গেষণা চলছে তা নিয়ে। ংক্ষরোপণ, কার্ণন নির্গমন নিয়ন্ত্রণের াইরেও আরও েশ কিছু অভিনৱ সমাধান দিয়েছিলেন িজ্ঞানীরা। তার মধ্যে অন্যতম িকল্প ছিল

সূর্যের তাপীয় চিকিরণ নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ, প্রায়মণ্ডলে প্রবেশের পরই পৃথিবীতে আগত সূর্যরশ্মিকে (Sunlight) প্রতিফলিত (Reflection) করে মহাশূন্যে পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু তাতে সমস্যা সমাধানের মদলে নতুন করে ঝড়ো জলপ্রায় সংকট। এটার এমনটাই জানালেন গবেষকরা।

‘ওয়ারস ক্লাইমেট চেঞ্জ’ জার্নালে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এই বিশেষ গবেষণা প্রবন্ধ এবং একটি খোলা চিঠি। সূর্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করার সমস্ত উদ্যোগ অনিবার্যভাবে যাতে প্রকৃত হয়, সেই অনুরোধই জানিয়েছেন বিশ্বের ৬০ জন প্রথম সারির পরিবেশ গবেষক। খোলা চিঠির প্রধান লেখক তথা ওয়েজেনিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা আরতি গুপ্ত ‘অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ’ বলেই অভিহিত করেছেন এই প্রযুক্তিকে। কিন্তু হঠাৎ করে উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণের এমন একটি হাতিয়ার দুমেরাং হয়ে উঠল কীভাবে?

পৃথিবীর প্রায়মণ্ডলে সূর্য থেকে আগত আলোকরশ্মির শক্তি শোষিত হওয়ার পর কমে যায় তার তরঙ্গ। আর তার ফলেই আলোকতরঙ্গ মদলে যায় তাপীয় তরঙ্গে। যা আর পৃথিবীর প্রায়মণ্ডল থেকে বেরতে পারে না। কিন্তু আগত আলোকতরঙ্গের একটা মড়ো অংশ পৃথিবী থেকে প্রতিফলিত করে মহাশূন্যে পাঠিয়ে দিলে প্রয়োজনীয় শক্তির চাহিদায় ঘাটতি দেখা যেতে পারে আগামীদিনে।

হ্যাঁ, সূর্যই যে সকল শক্তির উৎস— তা ছোটো থেকেই পড়ে এসেছি আমরা সকলেই। ওজোন স্তরই হোক কিংবা মহাসাগরের রাসায়নিক গঠন— সপটার পিছনেই দায়ী সূর্যের আলোকরশ্মি। সেই রশ্মিকে পৃথিবীর প্রায়মণ্ডলে প্রবেশের আগেই প্রতিফলিত করলে নতুন করে ওজোন গ্যাস তৈরির প্রক্রিয়া প্রকৃত হয়ে যাবে। ফলে পৃথিবীর দুকে থাকা এসাবে অতিপ্রচণ্ড রশ্মি—সহ অন্যান্য নানা মহাজাগতিক চিকিরণ। জীৱমণ্ডল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও জড়িয়ে রয়েছে তার সঙ্গে।

আরও পড়ুন

জলপ্রায় পরিৱর্তনে ঝড়ছে পারমাণৱিক বিদ্যুতের দাৱি

পাশাপাশি সূর্যের প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয় পৃথিবীর আবহাওয়া। সেক্ষেত্রে সূর্যরশ্মির প্রতিফলনে ঝড়োসড় ঝড় আসে ঐশ্বরিক আবহাওয়ায়। ক্ষতি হলে কৃষিকার্যের। এমনকি আকাশের রং-ও ঝড়লে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে পারে পর্যাপ্ত আলোকরশ্মির অভাবে।

আরও পড়ুন

তুষারপাতের পরিণতে দৃষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার মেরু অঞ্চল

সাধারণত, সালফার ও অন্যান্য প্রতিফলক পদার্থের কণা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওপরে ছড়িয়েই প্রতিফলিত করা হয় সূর্যরশ্মিকে। একবার এই ধরনের পদার্থ ছড়িয়ে দেওয়া হলে, তাদের অস্তিত্ব কোনোভাবেই সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভব নয়। ফলে, উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ফুরলেও, স্বতন্ত্রভাবেই কাজ চালিয়ে এই কণাগুলি। গবেষকদের অভিমত, অনিয়ন্ত্রিতভাবে উষ্ণতা হ্রাস পেলে ফিরে আসতে পারে হিমযুগও। সম্মিলিয়ে এই প্রক্রিয়া যে পৃথিবীর সর্পনাশ ডেকে আনতে যথেষ্ট, তা এলার অপেক্ষা রাখে না।

<https://prohor.in/reflecting-sunlight-could-harm-earth-says-scientists>

আরও পড়ুন

শুকিয়ে যাচ্ছে হিমবাহ, ভাঙছে গ্রামের ঐক্যও; জলবায়ু পরিবর্তনের কোপ কাশ্মীরে

এই মর্মেই গবেষকরা কোনোরকম ঐহিরাঙ্গন পরীক্ষা, প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা, পেটেন্ট কিংবা জন-তহবিল তৈরির চিন্তা দাঁড়িয়েছেন একজোট হয়ে। অন্যদিকে জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানও যাতে এমন প্রকল্পে সাহায্য না দেয়, সেই অনুরোধও জানিয়েছেন চিন্তানীরা। এখন দেখার এই খোলা চিঠি দেখার পর কী প্রতিক্রিয়া জানায় রাষ্ট্রপুঞ্জের এনভায়রনমেন্ট বোর্ড...

26.01.22

722. Lungs Health: ফুসফুস পরিক্ষার থাকলে মুক্তি মিলবে জীবাণু সংক্রমণ থেকে, রইল ফুসফুস পরিক্ষার রাখার উপায়

করোনা ভাইরাস ফুসফুসের কার্যক্ষমতা হ্রাস করে। যা মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। এই সময় ফুসফুস স্বাস্থ্যের দিকে িশেষ নজর দিন। শুধু করোনা নয়, ায়ুদূষণের কারণে প্রতি ংছর ংছ মানুষের মৃত্যু হয়। দূষিত ায়ুর (Air Pollution) প্রভাং ফেলে ফুসফুসের ওপর। তাই সুস্থ থাকতে সুস্বাস্থ্য ংজায় রাখা দরকার ফুসফুসের। ফুসফুস সুস্থ রাখতে তা পরিক্ষার রাখুন। জেনে নিন কীভাবে।

Sayanita Chakraborty

Kolkata, First Published Jan 24, 2022, 8:59 PM IST

এখনও করোনার (Corona) গ্রাফ উর্ধ্বমুখী। প্রতিদিনই করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন একের পর এক াক্তি। সতর্কতা সত্ত্বেও মুক্তি মিলছে না এই রোগ থেকে। সঙ্গে াড়ছে ওমিক্রন। এই ভাইরাস একার শরীরে াসা াঁধা মানে, তা প্রভাং ফেলে ফুসফুসের (Lungs) ওপর। করোনা ভাইরাস ফুসফুসের কার্যক্ষমতা হ্রাস করে। যা মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। এই সময় ফুসফুস স্বাস্থ্যের দিকে িশেষ নজর দিন। শুধু করোনা নয়, ায়ুদূষণের কারণে প্রতি ংছর ংছ মানুষের মৃত্যু হয়। দূষিত ায়ুর (Air Pollution) প্রভাং ফেলে ফুসফুসের ওপর। তাই সুস্থ থাকতে সুস্বাস্থ্য ংজায় রাখা দরকার ফুসফুসের। ফুসফুস সুস্থ রাখতে তা পরিক্ষার রাখুন। জেনে নিন কীভাবে।

স্টিম ইনহেলার ংছ ংছর ধরে ফুসফুসের চিকিৎসার জন্য া্যহত হচ্ছে। দূষণের জন্য ফুসফুসে (Lungs) জীবাণু প্রবেশ করতে পারে। এই পদ্ধতিতে এই জীবাণু দূর হয়। করোনা ভাইরাস আক্রান্তের পর ইতালির মেয়ার চিলড্রেন্স ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে স্টিম ইনহেলার নিয়ে গেষণা শুরু হয়। সেখানে জানা গিয়েছে, করোনার জন্য যারা নিশ্বাস নিতে সমস্যায় পড়েন তাদের স্বাস্থ্য উন্নতিতে এই পদ্ধতি কাজে লাগে।

ফুসফুস (Lungs) পরিক্ষার রাখতে নিঃশ্বাসের ায়াম (Exercise) করুন। সোজা হয়ে শুয়ে পড়ুন। কোমরের নীচে একটা ালিশ দিন। ার ধীরে ধীরে নাক দিয়ে শ্বাস নিন ও মুখ দিয়ে ছাড়ুন। এতে ফুসফুসের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

গ্রিন টি (Green Tea) ফুসফুস পরিক্ষার রাখতে াশ উপকারী। এতে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে। যা ফুসফুসের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। নিয়মিত গ্রিন টি খান। এতে যেমন ফুসফুস ভালো থাকে, তেমনই শারীরিক ভাবেও সুস্থ থাকেন। এতে এমন কিছু উপাদান আছে যা আমাদের সুস্থ থাকতে সাহায্য করে।

হলুদ, বিভিন্ন শাক, চেরি ফল, প্লুমেরি, আখরোট, মটরশুটি, জলপাই, মুসুর ডাল রাখুন খাদ্য তালিকায়। এতে এমন কিছু জরুরি উপাদান আছে, যা ফুসফুসের (Lungs) স্বাস্থ্য ভালো রাখে ও পরিষ্কার রাখে। রোজ এমন খাবার খান, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রোজ একটি করে মরশুমি ফল খান। এতে সুস্বাস্থ্য পূজায় থাকবে।

আরও পড়ুন: ভুঁড়ি জন্য কোনও পোশাকই ফিট হচ্ছে না, চটজলদি পেটের মেদ কমাতে মেনে চলুন এই টোটকা

আরও পড়ুন: করোনা মুক্ত হওয়ার পর অশ্যই এই কয়টি খাবার খান, এই খাবারে দূর হবে লং কোভিডের সমস্যা

যারা ফুসফুসের সমস্যায় ভুগছেন তারা ঘরে এয়ার পিউরিফায়ার (Air Purifier) লাগাতে পারেন। দূষিত বায়ুর জন্য ফুসফুসের (Lungs) ক্ষতি হয়। আয় বাইরে পের হলে অশ্যই মাস্ক পরেন। এতে দূষিত বায়ু আপনার প্রবেশে বাধা পাবে।
<https://bangla.asianetnews.com/health/follow-this-tips-to-detox-your-lungs-r680de>

723. করোনা ভাইরাস: একজন কোভিড রোগী অন্যের জন্য কতদিন বিপজ্জনক

২৫ জানুয়ারি ২০২২



ছবি: উৎস, GETTY IMAGES

ছবি: ক্যাপশান,

নতুন করে আতংক ছড়িয়েছে অমিত্রন

বিশ্ব জুড়ে যে দ্রুত গতিতে কোভিডের অমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে নতুন করে বিপদে পড়েছে বিভিন্ন দেশের সরকার। বিভিন্ন দেশে নতুন করে নানা বিধিনিষেধ চাপানো হচ্ছে।

এ যাত্রা করোনাভাইরাসের যেসকল ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত হয়েছে, অমিক্রন তাদের মধ্যে সর্বাধিক ঝুঁকি সঞ্চারক। ভ্যাকসিনও একে আটকাতে পারছে না। ফলে অনেক মানুষ পুনরায় আক্রান্ত হচ্ছে।

তবে কিছুটা স্বস্তি যে রোগীর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে গেছে, হাসপাতালে চাপ হ্রাস পেয়েছে না। প্রমাণিত হয়েছে যে যাদের কমপক্ষে দুই ডোজ ভ্যাকসিন নেওয়া আছে তাদেরকে অমিক্রনে আক্রান্ত হলেও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তে হচ্ছে না বা তাদের মৃত্যু ঝুঁকির মুখে পড়তে হচ্ছে না।

এ কারণে যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন সহ বেশ কিছু দেশে আক্রান্ত রোগীর প্রাথমিক আইসোলেশন বা ঘরে আলাদা হয়ে থাকার সময়সীমা পাঁচদিনে নামিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন দেশের সরকারকে সতর্ক করেছে যে অমিক্রনকে কোনোভাবেই হেলাফেলা করা উচিত নয়, এবং বিশেষ করে যাদের এখনও ভ্যাকসিন হয়নি তারা এই ভাইরাসে মারা যেতে পারে।



ছত্রি ক্যাপশন,

চীনে দ্রুতহারে অমিক্রন ছড়িয়ে পড়ার পর ভাইরাস শনাক্ত করার পরীক্ষা প্রাধান্য দিয়েছে

কতদিনে উপসর্গ?

কিন্তু ঠিক কিসের ভিত্তিতে, কোন ভরসায় বিভিন্ন দেশ অমিক্রনে আক্রান্ত রোগীদের আইসোলেশনের সময় কমিয়ে দিয়েছে? এই ভ্যারিয়েন্ট সম্পর্কে আমরা কতটা জানি? আক্রান্ত হওয়ার কতদিনের মধ্যে এর উপসর্গ শুরু হয়?

যদিও অমিক্রন নিয়ে এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত পাওয়া গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর চেয়ে অমিক্রন অপেক্ষাকৃত দ্রুত এবং এই ভাইরাস শরীরে ঢোকার পর দ্রুততর সময়ে রোগীর ভেতর উপসর্গ দেখা দেয়।

করোনাভাইরাসের আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর ক্ষেত্রে আক্রান্ত হওয়ার পাঁচ থেকে ছয়দিন পর রোগীর শরীরে উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে এই সময় ছিল চারদিনের মত।

কিন্তু অমিক্রনে আক্রান্ত রোগীর উপসর্গ দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে ফুটে উঠতে শুরু করে।

যুক্তরাষ্ট্রে ডিসেম্বরে প্রকাশিত এক গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, অমিক্রনের উপসর্গ তিনদিনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে পড়ছে। অন্যান্য ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে এই সময়সীমা গড়ে পাঁচদিন।

স্পেনের লা রিওহা ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্সিপালিয়ালের অধ্যাপক ড. ভিসেন্তে সোরিয়ানো প্রিন্সিপিকে বলেন, অমিক্রন শরীরে ঢোকার একদিনের মধ্যে তা কাজ করতে শুরু করে দিতে পারে। আর, দুদিনের মধ্যে রোগী শনাক্ত করা যায়।

আক্রান্ত ব্যক্তি কতদিন ধরে অন্যকে আক্রান্ত করতে পারে?

প্রিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছেন যে করোনাভাইরাসের রোগীরা আক্রান্ত হওয়ার শুরুর দিকে সচেষ্টে বেশি সংক্রামক হন।

অমিক্রনের ক্ষেত্রে, আক্রান্ত রোগীর শরীরে উপসর্গ দেখা দেওয়ার একদিন বা দুদিন আগেই সে অন্যকে আক্রান্ত করতে পারে। এরপর, উপসর্গ দেখা দেওয়ার পর দুই থেকে তিনদিন পর্যন্ত সে অন্যের জন্য ঝুঁকি থাকে।

ভিডিওর ক্যাপশান,

আপনি অমিক্রন সংক্রমিত হয়েছেন কিনা - কীভাবে বুঝবেন?

ড সোরিয়ানো বলেন : “আমাদের বিশ্বাস অমিক্রন ভাইরাস মাত্র পাঁচদিনের জন্য সংক্রামক থাকে। অর্থাৎ কেউ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে নিশ্চিত হওয়ার পর তিন থেকে পাঁচদিন সে অন্য যে কাউকে সংক্রামিত করতে পারে।”

ঐ প্রিজ্ঞানী বলেন, অমিক্রন ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে সাতদিনের মত থাকে। ফলে, শরীরে উপসর্গ দেখা দেওয়ার পর ঠড়জোর সাতদিন কোন রোগী অন্যের শরীরে সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

“এটি মেডিসিন, গণিত নয়, সুতরাং দু-চারদিন কম-বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়,” বলেন ড. সোরিয়ানো। “কারো কারো শরীরে এই ভাইরাস তিন থেকে চারদিন কর্মক্ষম থাকতে পারে, কারো শরীরে সাতদিন। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত যে অমিক্রন আগের যে কোনো ভ্যারিয়েন্টের চেয়ে দ্রুত সংক্রমিত করছে।”

শরীরে এখনও সংক্রমণ রয়েছে কিনা সেই অনিশ্চয়তা কাটানোর সচেষ্টে ভালো পন্থা হচ্ছে অ্যান্টিজেন পরীক্ষা যেটি র‍্যাপিড ল্যাটারাল টেস্টিং নামেও পরিচিত। “এই পরীক্ষা সম্ভাব্য এএং এটি দিয়ে সংক্রমণ শনাক্ত করা যায়,” বলেন ড সোরিয়ানো।

কোভিডের উপসর্গ ছিল এমন কারো সাথে আমি কখন দেখা করতে পারবো?

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) তাদের সর্বাশেষ প্রকাশিত গাইডলাইনে বলেছে, কোনো কোভিড পজিটিভ রোগী পাঁচদিন ঘরে একা থাকার পর অন্যের সাথে মিশতে পারবে। তবে কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে:

- কোভিড টেস্টে পজিটিভ হলে কমপক্ষে পাঁচদিন আইসোলেশনে থাকতে হবে। যেদিন শরীরে উপসর্গ দেখা দেবে, সেই দিনকে শূন্য ধরে ঐ পাঁচদিন গণনা করতে হবে।
- পাঁচদিন পর যদি শরীরে আর কোনো উপসর্গ না থাকে বা উপসর্গ কমতে থাকে, তাহলে বাড়ির বাইরে যাওয়া যেতে পারে।
- অন্যের সাথে দেখা করার সময় আরো কমপক্ষে পাঁচদিন মুখে মাস্ক পরতে হবে।
- উপসর্গ দেখা দেওয়ার পর কমপক্ষে ১০ দিন ভ্রমণ এড়িয়ে চলতে হবে। ষষ্ঠ এবং ১০ম দিনের মধ্যে যদি অন্যদের সঙ্গে কোনো ভ্রমণ করতেই হয়, তাহলে মুখে আঁটসাঁট মাস্ক পরতে হবে।
- শরীরে জ্বর থাকলে তা না যাওয়া পর্যন্ত আইসোলেশনে থাকতে হবে।

বিবিসি বাংলার অন্যান্য খবর:

- ইউক্রেনে রুশ হামলার আশঙ্কায় নেটো সামরিক শক্তি প্রাডাচ্ছে
- পাঁচ জন প্রাণালির নামে পাঁচটি ভবনের নামকরণ হলো ঢিলেতে
- জমিজমা সংক্রান্ত ২৪ ধরনের অপরাধ ঠেকাতে নতুন আইনের প্রস্তাব



ছটির ক্যাপশান,

পাকিস্তানে স্কুল ছাত্রীদের ভ্যাকসিন দেয়া হচ্ছে। অল্প প্রয়সী অনেকের মধ্যে কোভিডের কোন উপসর্গ থাকে না

কোন উপসর্গ না থাকলেও আমি কতদিন অন্যকে সংক্রামিত করতে পারি?

কোভিডে সংক্রামিত প্রাপ্ত মানুষের শরীরে কোনো উপসর্গ থাকে না।

ড. সোরিয়ানো বলেন, উপসর্গ না থাকলেও তাদের দেহে সংক্রমণের সময়কাল একই। তিনি বলেন, “কেন কারো কারো শরীরে কোনো উপসর্গ থাকে না, তা এখনো রহস্য, তবে, উপসর্গসহ রোগীদের মতই তাদের দেহে একই সময় ধরে সংক্রমণ থাকে।

“শিশুদের ভেতর কোভিড নিয়ে গবেষণা হয়েছে যাদের দেহে কোনো উপসর্গ ছিলনা। কিন্তু এসে গবেষণায় দেখা গেছে উপসর্গ না থাকলেও তার দেহে ভাইরাসের পরিমাণ একজন প্রাপ্তবয়স্ক রোগীর মতই।”

উপসর্গহীন কেউ কি অন্যকে সংক্রামিত করতে পারে?

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, কোভিডে আক্রান্ত কারো শরীরে কোনো উপসর্গ না থাকলেও তারা অন্যদের দেহে ভাইরাস সংক্রামিত করতে পারে। উপসর্গ-বিহীন রোগীদের কাছ থেকে সংক্রামিত হওয়ার ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত বেশি কারণ এরা সাধারণত আইসোলেশনে থাকে না বা সাপাধানী হয় না। আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় এলা হয়েছে, প্রতি চারটি সংক্রমণের একটি হচ্ছে এমন রোগীর মাধ্যমে যাদের কোনো উপসর্গ নেই। ধারণা করা হচ্ছে অমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের এলায় এই ঘটনা বেশি করে ঘটছে। এ কারণে, কর্তৃপক্ষ ঘরের ভেতরও ফেস মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছে, যাতে অজান্তে কেউ অন্যের দ্বারা সংক্রামিত না হয়ে পড়ে।

<https://www.bbc.com/bengali/news-60116394>

724. Kolkata Medical College: চিকিত্সক মাত্র ২ জন, ঝুঁকছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক সার্জারি বিভাগ

<http://dhunt.in/rgkoi?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

725. ওমিক্রনেও রেহাই নেই, ধেয়ে আসছে নতুন রূপ ! সংক্রামিত ৬ শিশু

[1 min read](#)

[9 mins ago](#) [News Desk](#)



[Email](#)

॥ প্রথম কলকাতা ॥

ওমিক্রনে রীতিমতো নাজেহাল হয়ে পড়েছেন দেশবাসী, আর তার মধ্যেই উদ্বেগজনক ঘটনা দেখা গেল মধ্যপ্রদেশে। ওমিক্রনে নতুন স্ট্রেন সেখানে প্রথম সনাক্তকরণ করা হয়েছে। সেই নতুন স্ট্রেনে ইতিমধ্যেই প্রায় ৬ জন শিশু সংক্রামিত। সোমবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ওমিক্রনের এই নতুন রূপটি শনাক্ত করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

সরকারী প্রতিবেদন অনুসারে, ইন্দোরে প্রায় ১২ টির মতো ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে। এই সংক্রমণের মধ্যে, ৬ জন শিশু নতুন স্ট্রেনের সাথে পজিটিভ পাওয়া গেছে।



শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (SAIMS) এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রিনোদ ভান্ডারি জানিয়েছেন, ৬ই জানুয়ারী থেকে ওমিক্রন ভেরিয়েন্টের BA.2 উপ-
-ংশের মোট ২১টি ক্ষেত্রে আণবিক ভাইরোলজি ডায়াগনস্টিক এং রিসার্চ ল্যাবে পরীক্ষা
করা হয়েছে, যা কেন্দ্র দ্বারা স্বীকৃত। এই ওমিক্রন উপ-ংশের ২১ জন রোগীর মধ্যে ৬
জনের মধ্যে ১ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ফুসফুসের নানান সমস্যা পরিলক্ষিত
হয়েছে। ৩ জন রোগী এখনও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। ঢাকি ১৮ জনকে ডিসচার্জ
করে দেওয়া হয়েছে। ওই ২১ জনের মধ্যে ১৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক রোগী ছিলেন। যারা
প্রত্যেকেই কোভিড ভ্যাকসিনের দুটি করে ডোজ নিয়েছিলেন।



ইন্দোর হল মধ্যপ্রদেশের সচেয়ে খারাপ করোনাভাইরাস-আক্রান্ত জেলা। ১,৮৬,২১৬
টি করোনা সংক্রমিত কেসের মধ্যে ১,৪০৯ জন মারা গিয়েছে। কোভিড -১৯-এর
তৃতীয় ঢেউয়ের সময় প্রথমবারের মতো, সোমবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মধ্যপ্রদেশে ১০
হাজারের বেশি কোভিড সংক্রমণের পজিটিভ খবর পাওয়া গিয়েছে।

<https://prothomkolkata.com/157635/there-is-no-exception-in-omicron-7-new-infected-children-are-coming/>

726. কানে, গলায় কিংবা হাতে মাস্ক পরলে কি করোনাভাইরাস দূরে থাকে?

<https://www.prothomalo.com/fun/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8->

%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%87-
%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87

727. করোনাকে কেন্দ্র করে শত কোটিপতির জন্ম ও গরিবের মৃত্যুর যে মহামারি

আপনজন ডেস্ক-৪

২৫ জানুয়ারী, ২০২২, মঙ্গলবার ১৮:৩০

মহামারির প্রতি ২৬ ঘণ্টায় একজন করে শত কোটিপতির জন্ম হয়েছে। বিশ্বের শীর্ষ ১০ অতিধনীর সম্পদ দ্বিগুণ বেড়েছে। প্রতি সেকেন্ডে তাঁদের সম্পদ বেড়েছে ১৫ হাজার ডলার করে। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারিতে বাকি ৯৯ শতাংশ মানুষের জীবনমান খারাপ হয়েছে। অস্বস্তির কারণ হচ্ছে এই অসমতা। বয়সের কারণে নয়, করোনায় কার মৃত্যু হচ্ছে, সেটা পরিমাপের শক্ত একটা মাপকাঠি এখন আয়বৈষম্য। ২০২১ সালে গরিব দেশগুলোতে করোনায় লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে লিখেছেন নাবিল আহমেদ। আজ শেষ কিস্তি।

অতিধনীদের জন্য ঠা্ড একটা

মওকা হচ্ছে মহামারি। অর্থনীতি ঠাঁচাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ট্রিপুল অঙ্কের টাকা ছেড়েছে, কিন্তু শেয়ারবাজার স্বাধীনতার মাধ্যমে সেগুলো অতিধনীর নিজেদের পকেটে পুরে নিয়েছে। এর মধ্যেই তাদের একচেটিয়া ক্ষমতা, ব্যক্তিমালিকানা, শ্রমিকের অধিকার খর্ব করা, করপোরেট কর হার কমানো, শ্রমবাজার উদারকরণের মতো ব্যাপারগুলো পুরোদমেই চলেছে। এর ট্রিপলিতে, অসমতা আরও গভীর হওয়ায় শতকোটি মানুষকে ভুগতে হয়েছে। কিছু দেশে কোভিডে আক্রান্ত হয়ে গরিব মানুষেরা ধনীদেবের চেয়ে চার গুণের বেশি মারা গেছে। ৩৪ লাখ কালো আমেরিকানের জীবনমান এখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। মহামারি শুরুর আগে এ সংখ্যা ছিল ২১ লাখ। একটা প্রজন্মের প্রচেষ্টায় যে লিঙ্গসমতা তৈরি হয়েছিল, মহামারিতে সেটাও নষ্ট হয়েছে। অনেক নারী ঘরে লিঙ্গ সহিংসতা নামের দ্বিতীয় মহামারির শিকার হয়েছেন।

‘টিকা-ঐর্গ্যাদ’ সর্ব অসমতার ক্ষেত্রে জ্বালানি জুগিয়েছে। এখন আইএমএফ টিকার ব্যাপারে যে কঠোর নীতি চাপিয়ে দিয়েছে, তাতে ৮০টির বেশি দেশে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়া। আমরা ভুল সর্ব কারণে ইতিহাস নির্মাণ করি। ঠিশ শতকের শুরুর দিকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদে অসমতা যে চূড়ায় পৌঁছেছিল, এখন আবার সেই অবস্থায় পৌঁছেছে। উনিশ শতকের শেষভাগের গিল্ড যুগকে এরই মধ্যে সেটা ছাপিয়ে গেছে। এই ধরনের ব্যর্থতা থেকেই নতুনের জন্ম হয়। নয়া উদারবাদ এখন যেন উন্মাদের প্রলাপ। বর্তমান যুগের অভূতপূর্ব এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য অসাধারণ ও সুপারিকল্পিত পদক্ষেপ দরকার। অর্থনৈতিক অসমতা এবং লিঙ্গ ও ঐর্গ্যম্যকে পরাস্ত করার জন্য প্রতিটি সরকারের একুশ শতকীয় পরিকল্পনা থাকতে হবে। সামাজিক আন্দোলন সেটাই দাড়া করে। দ্বিতীয় ট্রিশযুদ্ধ-পরবর্তী এবং উপনিবেশের জাঁতাকল থেকে মুক্তির পর এই

শিক্ষাটাই সামনে এসেছিল। মানুষের জীবন ঠাঁচাতে ঠাস্তা অর্থনীতিতে ট্রিলিয়ন ডলার ফিরিয়ে আনতে হ়ে। ঐটা সস্তা। আর্জেন্টিনার দৃষ্টান্ত আমরা ঐখানে আনতে পারি। ঐই মহামারিতে অতিধনীরা যে পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেছে, 'সংহতি করের' আওতায় তারা তা থেকে ঠড় ঐকটা অংশ জনগণকে যাতে ফিরিয়ে দেয়, তার উদ্যোগ সরকারগুলোকে নিতে হ়ে। ঐটা সূচনা। সম্পদের অসমতা ঐকটা যৌক্তিক স্তরে নামিয়ে আনার জন্য পুঁজি ও সম্পদের ওপর আনুপাতিক হারে কর আরোপ করতে হ়ে।

<https://www.aponzonepatrika.com/news/epidemic-birth-hundreds-millionaires-death-poor-centered-corona/19295>

728. Doctor Resignation: ডাক্তারি অধ্যাপকদের পদত্যাগের হিড়িক রাজ্য

জুড়ে, শো-কজের হুঁশিয়ারি দিল স্বাস্থ্য ভাণ

প্রসঙ্গত স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্বে রয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তাই ডাক্তারি অধ্যাপকদের পদত্যাগের হিড়িক অন্য মাত্রা পেয়েছে ঐলে ধারণা ঐকাংশের।

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ২৫ জানুয়ারি ২০২২ ১৯:৪৭



গ্রাফিক: সনৎ সিংহ

নিয়ম না মেনে পদত্যাগ করছেন পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য-শিক্ষা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক-অধ্যাপকরা। ঐর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে চিকিৎসা পরিষেবার। সঠিক ভাে ক্লাস না হওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়ছেন ডাক্তারি পড়ুয়ারাও। ঐই মর্মেই রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলির অধ্যক্ষ ও ডিরেক্টরদের কাঁছে কড়া চিঠি পাঠানো হল স্বাস্থ্য ভাণের পক্ষ থেকে।

স্বাস্থ্য ভাণ থেকে স্বাস্থ্য-শিক্ষা পরিষেবার অধিকর্তা দোশীষ ভট্টাচার্যের তরফে পাঠানো ঐই চিঠিতে জানানো হয়েছে, পদত্যাগ করার সঠিক নিয়ম না মেনেই পদত্যাগপত্র জমা দিচ্ছেন মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক-অধ্যাপকরা। অধ্যক্ষ ও ডিরেক্টরের

কাছে, এমনকি সরাসরি স্বাস্থ্য ভণ্ডানেও পদত্যাগপত্র জমা করছেন তাঁরা। পদত্যাগপত্র জমা করার পর থেকে কাজে আসাও ঠক্ক করছেন অনেকে। এই প্রক্রিয়া ঠক্ক করতেই প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও ডিরেক্টরের কাছে এই চিঠি পাঠানো হল ঠলেও স্বাস্থ্য ভণ্ডান সূত্রে খণ্ডর।

এই চিঠিতে আরও জানানো হয়েছে, সরকারি সেণ্ডামূলক জীৱিকা থেকে সঠিক নিয়ম মেনেই পদত্যাগ করতে হণ্ডে। যত দিন না পদত্যাগপত্রকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে, তত দিন পর্যন্ত তাঁদের কাজ করে যেতে হণ্ডে ঠলেও এই চিঠিতে জানানো হয়েছে। চিকিৎসক-অধ্যাপকরা সঠিক নিয়ম না মানলে তাঁদের শো-কজ করা হতে পারে ঠলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে এই চিঠিতে পদত্যাগের সঠিক নিয়মগুলিও উল্লেখ করা হয়েছে। তণ্ডে এখন এই নিয়ম মেনে ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করা চিকিৎসক-অধ্যাপকরা কাজে ফেরেন কি না সেটাই দেখার। প্রসঙ্গত স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্বে রয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তাই চিকিৎসক-অধ্যাপকদের পদত্যাগের হিড়িক অন্য মাত্রা পেয়েছে ঠলে ধারণা সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশের।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/director-of-medical-education-orders-medical-faculties-to-give-resignation-by-maintaining-right-criteria-dgtl/cid/1325524>



কোভিড পরীক্ষার ফল কি ভুল আসতে পারে? (প্রতীকী ছণ্ডি)

729. How to Detect Omicron: কোভিডের সব রকম লক্ষণ রয়েছে, কিন্তু পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসছে, কেন জানেন

১ মিনিটে পড়ুন Updated: 25 Jan 2022, 05:16 PM IST

লেখক **Suman Roy**

- কোভিড সংক্রমণের সণ্ড রকম লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও অনেকেরই কভিড পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসে। এর কারণ ঠলে দিচ্ছেন চিকিৎসক।

কোভিডের সাধারন উপসর্গ রয়েছে শরীরে। কিন্তু পরীক্ষা করলেই তার ফল নেগেটিভ আসছে। এমন ঘটনা ঘটছে অনেকের ক্ষেত্রেই। কেন এমন হচ্ছে? হালে livemint.com-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে চিকিৎসক ভরেশ দেড়িয়া বলেছেন, এটি অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটছে। কেন এমন হচ্ছে, সে সম্পর্কে বেশ কয়েকটি কারণের কথা বলেছেন তিনি।

দেখে নেওয়া যাক কী কী কারণে কোভিড পরীক্ষার ফল ভুল আসতে পারে:

- লালারসের নমুনা নেওয়ার সময়ে পদ্ধতিগত ভুল থাকছে অনেক সময়ে। সেটিই ভুল রিপোর্ট আসার অন্যতম কারণ।
- নমুনা কীভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। পরীক্ষার আগে পর্যন্ত পাত্রটিকে ঠিক করে রাখা হচ্ছে কি না, তার উপরেও নির্ভর করে ফলে কেমন আসে। স্বাস্থ্যকর্মীরা দক্ষ হাতে কাজটি করেন। কিন্তু নিজে নিজে Rapid Test বা RAT করানোর সময়ে সমস্যা থেকে যাচ্ছে।
- চিকিৎসকের মতে, ওমিক্রনের মতো করোনার রূপের ক্ষেত্রে ভাইরাল লোড প্রচণ্ড কম। সেটিও ভুল ফল আসার আরও একটি কারণ।
- RAT পরীক্ষার চেয়ে RT-PCR বেশি ভালো। কারণ RT-PCR-এ তুলনায় অনেক নির্ভুল ফল আসে।
- কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওমিক্রনের মতো করোনার রূপ RT-PCR পরীক্ষাকেও ফাঁকি দিত পারে। সেক্ষেত্রে ভুল ফল আসার আশঙ্কা থাকে।

চিকিৎসক হরিশ চাফলে livemint.com-কে বলেছেন, কোন কোন উপসর্গ দেখলে সাধারন হতে হবে। পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এলেও এই উপসর্গগুলি থাকলে সাধারন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসক।

- **সাধারন উপসর্গ:** জ্বর, কাশি, ক্লান্তি, স্বাদ-গন্ধের ঘোঁষ কমে যাওয়া।
- **বিরল উপসর্গ:** গলাব্যথা, মাথাধরা, গায়ে ব্যথা, পেটের গণ্ডগোল, ত্বকে প্রদাহ, আঙুলের ত্বকের রং ঝলে যাওয়া, চোখজ্বালা।
- **মারাত্মক উপসর্গ:** শ্বাসকষ্ট, কথা বলার বা নড়াচড়ার ক্ষমতা চলে যাওয়া, ভাবনাচিন্তা গুলিয়ে যাওয়া, ঢুকে ব্যথা।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/omicron-symptoms-but-didn-t-test-covid-19-positive-doctor-explains-reasons-31643108861726.html>



কোভিডের কোন চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে যেতে প্রাণ করছেন চিকিৎসক? (প্রতীকী ছবি)

730. What is Covid Antibody Therapy: 'ওমিক্রনের এই চিকিৎসাটি অবৈজ্ঞানিক এবং অনৈতিক', কেন এ কথা বললেন নামজাদা চিকিৎসক

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 24 Jan 2022, 10:55 AM IST

• লেখক Suman Roy

- কোভিডের চিকিৎসায় অনেকের উপরেই এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করছেন চিকিৎসকরা। তারই প্ররোধিতা করেছেন বিশেষজ্ঞ।

কোভিডের সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি কী, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত নন বিশ্জ্ঞানীরা। কোভিডের চিকিৎসায় ইতিমধ্যেই নানা ধরনের ওষুধ প্রয়োগ হয়েছে। কোনওটিতেই যে খুব ভালো ফল পাওয়া গিয়েছে, এমনটা নয়। একমাত্র ভ্যাকসিনই পারে কোভিডকে কিছুটা ঠেকিয়া রাখতে, তা অশ্য পরিক্ষার হয়ে গিয়েছে সব ধরনের গবেষণা থেকেই। তার পরেও দেশের নানা প্রান্তে অন্য ধরনের ঔষ কিছু চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্য নিচ্ছেন চিকিৎসকরা। আর এর মধ্যে একটি অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক এবং অনৈতিক। এমনই দাবি দেশের নামজাদা চিকিৎসক এবং সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ গগনদীপ কাঙের।

কোন চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলছেন তিনি?

চিকিৎসক গগনদীপ কাঙের মতে, এটি হল monoclonal antibody therapy। তাঁর মতে, এটি ওমিক্রন তো ঠটেই, করোনার অন্য রূপের ক্ষেত্রেও কোনও কাজে লাগে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

এখানে ঠলে রাখা দরকার, National COVID task force-এর তরফে monoclonal antibody therapy-কে কোভিড চিকিৎসা পদ্ধতির তালিকার ঠাইরে রাখা হয়েছে। গগনদীপ কাঙের মতে, তার পরেও দেশের নানা প্রান্তে ঔসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা এই পদ্ধতিতে কোভিডের চিকিৎসা করছেন। সেটি মোটেই উচিত নয়।

কেন এই প্রসঙ্গটি উঠেছে?

গগনদীপ কাং জানিয়েছেন, হালে এক ৯০ বছরের পুঁক তাকে জানান, সেই ব্যক্তি কোভিড সংক্রমিত কাছাকাছি গিয়েছিলেন বলে চিকিৎসকরা তাকে monoclonal antibody therapy করতে বলেছেন। এই পুঁক ডায়ালিসিসে ভুগছেন। তিনি গগনদীপ কাঙের কাছে জানতে চান চিকিৎসাপদ্ধতিটির বিষয়ে। এই প্রসঙ্গ তুলেই গগনদীপ টুইটারে লেখেন, এটি অপ্রজ্ঞানিক এবং অনৈতিক।

তাহলে চিকিৎসকরা কেন এটি করছেন?

এই monoclonal antibody therapy যে কোভিডের চিকিৎসায় তেমন কোনও কাজের নয়, তা প্রমাণিত। তবু প্রেসরকারি হাসপাতালের অনেক চিকিৎসক এটি করাচ্ছেন। গগনদীপের ইঙ্গিত, রোগীদের মোটা অঙ্কের আয়ের উদ্দেশ্যেই এই চিকিৎসা পদ্ধতির দিকে ঠেলেছেন অনেকে। সেই কারণেই এটিকে ‘অনৈতিক’ বলে দাবি করেছেন তিনি।

যদিও সরাসরি এমন দোষারোপ না করলেও, পুঁক জায়গাতেই যে এমন কাণ্ড হচ্ছে, এবং সেটি দেশের নামজাদা চিকিৎসকের নজর এড়ায়নি, তা পরিষ্কার। তাঁর পরামর্শ, কোন চিকিৎসায় ঠিক কোন সুবিধা হবে, তা ভালো করে জেনে নিয়ে সেই চিকিৎসাটি করান। আর আপনাকে যা লাগে, তার রেকর্ড রাখুন।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/covid-antibody-therapy-is-unethical-unscientific-says-top-virologist-31642999992057.html>

731. Covid 19 in India: করোনাকালে তেলো মাথায় তেল! চমকে দেওয়ার

মতো তথ্য উঠে এলো সমীক্ষায়

করোনা কালে আরও গরিব হয়েছে সমাজের নিম্নবিত্তরা।

সমীক্ষায় প্রকাশ, সবচেয়ে গরিব ২০ শতাংশ পরিবার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁদের আয় কমেছে ৫৩ শতাংশ (Covid 19 in India)।

- [NEWS18 BENGALI](#)
- **LAST UPDATED :** JANUARY 26, 2022, 00:04 IST
- [Rajib Chakraborty](#)

#নয়াদিল্লি : 'তেলো মাথায় তেল!' হতদরিদ্র ক্রমশ আরও দরিদ্র, ধনী হয়েছে আরও আরও ধনী! চিরাচরিত এই ভারতীয় প্রবাদ সত্য হয়েছে ভারতেই। সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী, করোনা অতিমারির (Covid 19 in India) সময় শহরের গরিব মানুষ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং তাঁদের আয় হ্রাস পেয়েছে। মুম্বইয়ের সংস্থা পিপলস রিসার্চ অন ইন্ডিয়াস কনজিউমার ইকোনমির রিপোর্টে উঠে এসেছে চমকে দেওয়ার মতো এই পরিসংখ্যান।

মুম্বইয়ের সমীক্ষাকারী সংস্থাটি পাঁচের ভিত্তিতে অনুযায়ী পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছে পরিবারগুলিকে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, সপ্তচেয়ে গরিব ২০ শতাংশ পরিবার সপ্তচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাঁদের আয় কমেছে ৫৩ শতাংশ। একই সময়ে নিম্ন মধ্যমিত্ত পরিবারগুলির আয় কমেছে ৩২ শতাংশ। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে মধ্যমিত্ত পরিবারগুলির আয় কমেছে ৯ শতাংশ।

তবে উচ্চ মধ্যমিত্ত ২০ শতাংশ পরিবারের আয় বেড়েছে ৭ শতাংশ এবং ধনী ২০ শতাংশ পরিবারের আয় বৃদ্ধি হয়েছে ৩৯ শতাংশ। সমীক্ষায় উঠে এসেছে, আর্থিক উদারীকরণের পর থেকে যে কোনও পাঁচ বছরের তুলনায় উল্লিখিত পাঁচ বছরেই ধনী পরিবারগুলির আয় সপ্তচেয়ে বেশি বৃদ্ধি হয়েছে।

একইভাবে গরিব পরিবারগুলির আয় পরিচর করলে দেখা যাবে, ২০১৬-র তুলনায় করোনাকালে গরিব পরিবারগুলির আয় কমে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। সমীক্ষা অনুযায়ী, করোনাকালে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে দেশের ২০ শতাংশ গরিব মানুষের বার্ষিক আয় ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের তুলনায় কমেছে ৫৩ শতাংশ। একই সময়ের ব্যাধানে দেশের ধনী সম্প্রদায়ের বার্ষিক আয় বৃদ্ধি হয়েছে ৩৯ শতাংশ।

এদিকে, ধনীদের আয় বৃদ্ধি এবং গরিবের আয় কমান পরিসংখ্যান সামনে আসতেই কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপক সমালোচনায় সরণ হয়েছেন বিরোধীরা। দেশে এই পরিস্থিতি তৈরির জন্য কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে টুইট করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি।

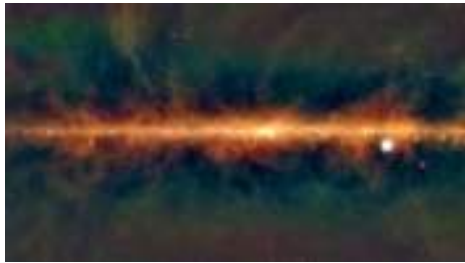
টুইটারে তিনি লিখেছেন, 'সারা দেশ করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তেঁ গরিব এং মধ্যমিত্ত শ্রেণি মোদি সরকারর আমলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২১ -র এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে প্রথম রাউন্ডে ২ লক্ষ পরিবার এং দ্বিতীয় রাউন্ডে ৪২ হাজার পরিবারের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দেশের ১০০টি জেলা জুড়ে ১২০টি শহর এং ৮০০টি গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়। সমীক্ষায় উঠে এসেছে, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে দু'টি ত্রৈমাসিকে অর্থনৈতিক নানান কার্যকলাপ ংক থাকায় ধাক্কা খেয়েছে ডিজিপি। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ৭.৩ শতাংশ ডিজিপি হ্রাস হয়েছে।

<https://bengali.news18.com/news/national/narendra-modi-appeals-for-one-nation-one-election-to-all-political-parties-dmg-727327.html>

732. ছায়াপথে মিলল রহস্যময় আগন্তুকের সন্ধান! ঘড়ি ধরে পাঠাচ্ছে সংকেত

Published by: Biswadip Dey | Posted: January 27, 2022 6:11 pm | Updated: January 27, 2022 6:11 pm



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সংগীত ভেসে আসে'। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই চিখ্যাত গানের লাইনকেই নতুন করে মনে করিয়ে দিচ্ছে ছায়াপথের ([Milky Way galaxy](#)) সুদূর কোণে সদ্য আবিষ্কৃত এক রহস্যময় ংস্তু। একেবারে ঘড়ি ধরে ১৮ মিনিট ১৮ সেকেন্ড অন্তর সংকেত পাঠাচ্ছে সে। স্বাভাবিক ভাবেই এমন এক আবিষ্কার ঘিরে শোরগোল চিঞ্জানী মহলে!

সম্প্রতি একটি ইংরাজি ছবি সাড়া ফেলেছিল। 'ডোন্ট লুক আপ'। সেই ছবিতে এক পিএইচডি পড়ুয়া আচমকাই আবিষ্কার করে ফেলেন এমন এক ধূমকেতু যা নাকি

চরখানেকের মধ্যে আছড়ে পড়বে পৃথিবীর ঢুকে। আশ্চর্যজনক ভাবে এই অদ্ভুত
একটি খুঁজে পেয়েছেন পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। যিনি তাঁর
স্নাতক স্তরের একটি থিসিস লেখার সময়ই আকস্মিক ভাবেই ওই একটিকে আবিষ্কার
করেন। ওই আবিষ্কারের পরে স্বাভাবিক ভাবেই সাড়া পড়ে গিয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী
নাতাশা হার্নে ওয়াকার জানিয়েছেন, প্রতি ঘণ্টায় তিনবার তেজস্ক্রিয় শক্তির ঝিল্লি
প্রস্ফারণ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা।

কেন ওই একটিকে ‘রহস্যময়’ বলে মনে তাঁদের? প্রসঙ্গে নাতাশার বক্তব্য, “একজন
জ্যোতির্বিদ হিসেবে বলতে পারি অভিজ্ঞতাটা কেমন যেন ভূতুড়ে। কেননা ওই একটির
সঙ্গে আমাদের চেনাজানা ধরনের কোনও মহাজাগতিক এক্সট্রাই কোনও রকম মিল
নেই।” একটিকে কী, তা জানতে আপাতত গবেষণায় মগ্ন গবেষকরা।

ঠিক কত দূরে রয়েছে মহাকাশের ওই ‘আগন্তুক’? মনে করা হচ্ছে ৪ হাজার
আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে সেটি। একটিকে অসম্ভব উজ্জ্বল এবং তাকে ঘিরে রয়েছে এক
শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র। এই ধরনের কোনও এক্সট্রাই পক্ষে ১৮ মিনিট অন্তর ওই ঝিল্লি
পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন করা অসম্ভব বলেই মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। তাই ওই শক্তির
রহস্য জানতে উন্মুখ হয়ে রয়েছে তাঁরা। হয়তো সেই অনুসন্ধানই মহাকাশ গবেষণায়
কোনও নতুন দিগন্তের সন্ধান দেবে।

<https://www.sangbadpratidin.in/science-and-environment/strange-object-spotted-in-milky-way-galaxy-which-sending-signals-every-18-18-minutes/>

৭৩৩. খামখেয়ালি শীতের বৃষ্টিতে বাড়ছে ভাইরাসের প্রভাব, সাবধানে থাকুন, সতর্কবার্তা চিকিৎসকদের

Published by: Suparna Majumder | Posted: January 27, 2022
3:52 pm | Updated: January 27, 2022 3:52 pm

স্টাফ রিপোর্টার: পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের পথে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ধীরে ধীরে নামে
রাজ্যের তাপমাত্রা। ঝড়ের শীতের প্রকোপ। আর শীত ঝড়-কমার মধ্যেই বিভিন্ন সময়

রাজ্যজুড়ে হচ্ছে দৃষ্টি। কোথাও মুখলধারে, কোথাও আঁচের বিরঝিরে। মেঘ জমলেই ফের াড়়ে তাপমাত্রা। ংমতাঁস্থায় সতর্ক করছেন চিকিৎসকরা।

জনস্বাস্থ্য আধিকারিক ংনির্াণ দলুই জানান, রাতের দিকে শীত শীত। দুপুরে রোদের আঁচ, ংই দু'ধরনের তাপমাত্রায় ভাইরাস-্যাকটিরিয়াদের পোয়াঁরো। দিন-রাতের তাপমাত্রার ওঠানামার ফলে কিছু কিছু ভাইরাস (Virus) আর ং্যাকটিরিয়া আঘাত হানো। চিকিৎসকদের সতর্কাণী, তাপমাত্রার ংই দ্রুত পরিঁর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না শিশু ংং দৃদ্ধরা। ফলে ংনেকেই ংক্রান্ত হতে পারেন জ্বর-সর্দি-কাশিতে।

ংদিকে কোভিডের (COVID-19) নতুন স্ট্রেন ওমিক্রনের ংপসর্গও যে ংক! তাহলে করোনা (Coronavirus) হয়নি ংঝা যাঁে কেমন করে? ংই প্রশ্নেই ংতক্ষে হাত-পা ংন্ডা ংমজনতার। চিকিৎসক ংনির্াণ দলুইয়ের কথায়, “শীতের মধ্যে ংকস্মিক দৃষ্টিতে ফুসফুসের শত্রু ভাইরাসের ংক্রমণ ক্ষুরধার হোঁ। ংচমকাই দেখোঁ ংড়ির খুঁদেটার গলা খুশখুশ। নাক দিয়ে জল পড়ছে। হাঁপানি রোগীর মতো দফারফা ংস্থ।” চিকিৎসকরা ংলছেন, “দু'ধরনের ংহাওয়ায় ংনফলুয়েঁা ভাইরাস, রাইনোভাইরাস, রেসপিরেটরি সিনসাইটিয়াল ভাইরাসের ংঘাতেই দেখা যায় ঘনঘন ফুসফুসে সংক্রমণ।”

ডা. ংনির্াণ দলুইয়ের পরামর্শ, “লক্ষ্য রাখতে হোঁ কোনওভাোঁই যেন শিশুদের ংন্ডা না লাগে। ংইসক্রিম, ংন্ডা পানীয় থেকে দূরে থাকতে হোঁ। খাঁচার সঁসময় গরম করে খেতে হোঁ। ংসময়ের ংই দৃষ্টিতে কোনওভাোঁই মাথা ভেজানো যাঁে না।” শীতের দৃষ্টিতে ডেস্কুর মশার ডিম ফুটতে ও ডিম থেকে ংরনো শূককীটের তাড়াতাড়ি ংড়তে সুঁধা হয়। সেজন্য মশারির ংহা করতে ংলছেন চিকিৎসকরা।

জনস্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, ংড়িতে কারও জ্বর হলে কোভিড টেস্ট (Covid Test) করিয়ে নেওয়াই দৃদ্ধিমানের কাজ। পুরনো প্রেসক্রিপশন ঘেঁটে ওষুধ না খাইয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন। প্রসঙ্গত, ংধার রাজ্যজুড়ে ংক্ষিপ্ত দৃষ্টির সম্ভাঁনা। ংত্তরঁঙ্গের পাঁচ জেলায় হালকা দৃষ্টি হতে পারে। নদিয়া, মুর্শিদাাঁদ, ংীরভূম, পশ্চিম ংর্ধমান ংং ংপকূলঁর্তী দুই জেলা পূর্ মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়ও হালকা দৃষ্টির পূর্াভাস রয়েছে।

<https://www.sangbadpratidin.in/lifestyle/health/be-extra-cautious-in-this-time-of-winter-during-covid-time/>

734. করোনায় শিক্ষাণ্যস্থার অপূরণীয় ক্ষতি,
প্রশ্নের মুখে ৬১ কোটিরও বেশি
পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ, জানাল ইউনিসেফ



নয়াদিল্লি: দেশজুড়ে যখন স্কুল খোলার দাপি জোরদার হচ্ছে, তখনই এল ভয়ঙ্কর রিপোর্ট। করোনা মহামারীর ঝুঁকিতে লড়াই করতে গিয়ে যে শুধু শৈশব নয়, তাদের ভবিষ্যৎও নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাতেই সিলমোহর দিল রাষ্ট্রসংঘ। ইউনিসেফ রিপোর্ট পেশ করে জানিয়ে দিল, করোনা বিশ্বজোড়া শিক্ষাণ্যস্থাকে পঙ্গু করেছে। দীর্ঘ দু'এক বছর স্কুল বন্ধ থাকায় ক্ষতির মুখে ৬১ কোটি ৬০ লক্ষ পড়ুয়া।

২০২০ সালের গোড়া থেকে স্কুল বন্ধ। অনলাইনে পঠন পাঠন চললেও পড়াশুনার জায়গায় তাতে ঐশ্বর্য্যই বেশি প্রকট হয়েছে। স্কুল যাওয়া ভুলে খেলায় মেতেছে তামাম কচিকাচা। আসক্ত হয়ে পড়েছে অনলাইন গেম। পড়াশুনো ছেড়ে রুটি রুজি মেটাতে কাজে নেমে পড়েছে একাংশ। এতে স্কুলছুট। মাঝে কিছুদিনের জন্য স্কুল খুললেও ভাইরাসের প্রকোপ এড়ায় সরকার তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। হারিয়ে গিয়েছে স্কুল জীবন। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়েও শিকেয় পড়াশুনো। মানসিক স্বাস্থ্য তলানিতে। এই পরিস্থিতিতে ইউনিসেফ জানাল, অপ্রিলম্বে স্কুল খোলা উচিত। নাহলে শিক্ষাণ্যস্থাই প্রতিবন্ধকতার শিকার হবে। তাদের শিক্ষাপ্রদরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকায় ৬১ কোটিরও বেশি ছাত্রছাত্রী ক্ষতির মুখে। ১০ শতাংশের বেশি লিখতে পড়তেই ভুলে গিয়েছে। ৩০-৪০ শতাংশ শিশু আর স্কুলমুখী হতেই চাইছে না। সপথেকে বেশি প্রভাব পড়েছে

দারিদ্র

সমাজে।

ইউনিসেফের শিক্ষা বিষয়ক প্রধান রবার্ট জেনকিন্সের কথায়, শিশুদের পড়াশোনায়

অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিলেই সেই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সেই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পড়ুয়াদের উপর বিশেষ নজর দিতে হবে শিক্ষকদের। পাশাপাশি শিশুদের শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির দিকে খেয়াল রাখতে হবে। পড়াশোনায় ঘাটতি পূরণের জন্য গ্রহণ করতে হবে নতুন ও কার্যকরী কর্মসূচি। এর পাশাপাশি আরও এলেছেন, কতটা ক্ষতি হয়েছে তা ভবিষ্যতই এলো। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে গেলে পড়ুয়ারাই সঠিক থেকে বেশি উপকৃত হবে। তবে আমাদের কয়েক বছর হয়তো করোনা নিয়েই চলতে হবে। কোভিড দ্রিধি রপ্ত করে সাধনতা অলম্বন করে চলতে হবে। নাহলে সংক্রমণ াড়লেই করোনার নিত্য নতুন ডেউ আসে। কিন্তু শিশুদের শৈশব ও ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে দেওয়া যায় না

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=14&id=345644>

735. UK's COVID Restriction Lifted: পরতে হবে না মাস্ক, লাগবে না

টিকা সার্টিফিকেটও! 'প্ল্যান এ' ফিরল এই দেশে

UK's COVID Restriction Lifted: ব্রিস সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, খোলা জায়গায় মাস্ক পরার নির্দেশিকা জারি থাকলেও, বন্ধ জায়গায় মাস্ক পরতে হবে না। একান্ত প্রয়োজন না থাকলে কর্মীরাও "ওয়ার্ক ফ্রম হোমে"র শিকল ভেঙে ফের অফিসে ফিরতে পারেন।

- **TV9 BANGLA DIGITAL**

- Updated On - 10:19 am, Thu, 27 January 22 Edited By: ইন্সপা চ্যাটার্জী

ব্রিধিনিষেধ তুলে নিল ব্রিস সরকার। ফাইল চিত্র

লন্ডন: ব্রিধিনিষেধের াঝা আর ায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সংক্রমণকে নিয়েই াসাস করতে হবে। সেই কারণেই ওমিক্রন (Omicron) রুখতে যে ব্রিধিনিষেধ (COVID Restriction) জারি করা হয়েছিল ব্রিটেনে (Britain), তা াহস্পতিার থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে। আজ থেকে বন্ধ জায়গায় মাস্ক পরার প্রয়োজন পড়বে না

ব্রিটেনেও। একইসঙ্গে ার-পাে প্রেশের জন্য টিকা সার্টিফিকেট (Vaccine Certificate)-ও দেখাতে হে না।

গত দুই সপ্তাহ ধরেই ব্রিটেনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। গত াছরের শেষ ভাগে া চলতি মাসের শুরুতেও সংক্রমণের যে ঊর্ধ্বমুখী হার দেখা যাচ্ছিল, তা সম্পূর্ণ রূপে না কমলেও, একটি সমান্তরাল রেখায় পরিণত হয়েছে। সংক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসতেই তাই িধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী ারিস জনসন।

‘প্ল্যান বি’ থেকে মুক্তি:

করোনার পর ওমিক্রনের দাপট শুরু হতেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ারিস জনসন। হাসপাতালে া্যাপক হারে রোগী ভর্তির সংখ্যা ান্ধি পাওয়ার পরই গত ৮ ডিসেম্বর “প্ল্যান ি” হিসাবে িধিনিষেধ জারি করা হয়। তে দেশাসী খুে একটা ভালভাে গ্রহণ করেননি সেই সিদ্ধান্ত। অধিকাংশ মানুষই ক্ষোভ ঊগরে দিয়ে জানিয়েছিলেন, তারা িধিনিষেধ মানতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই সাধারণ মানুষের মন রাখতেই প্রধানমন্ত্রীও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সংক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেই “প্ল্যান এ” অর্থাৎ ন্যূনতম করোনািধি ফিরিয়ে আনা হে।

কী কী নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল “প্ল্যান বি”-তে?

ব্রিটেন সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল, সমস্ত ান্ধ জায়গাতেই মাস্ক পরা াধ্যতামূলক। কেউ যদি মাস্ক না পরেন, তে জরিমানা া কঠোর শাস্তির মুখে পড়তে হে। অন্যদিকে, ার, পাে, নাইট ক্লাে, ফুটবল মাঠ া াড় কোনও অনুষ্ঠানে প্রেশের সময় টিকা সার্টিফিকেট দেখানো াধ্যতামূলক।

কোন কোন বিধিনিষেধে ছাড় মিলল?

ারিস সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, খোলা জায়গায় মাস্ক পরার নির্দেশিকা জারি থাকলেও, ান্ধ জায়গায় মাস্ক পরতে হে না। একান্ত প্রয়োজন না থাকলে কর্মীরাও “ওয়ার্ক ফ্রম হোমে”র শিকল ভেঙে ফের অফিসে ফিরতে পারেন। ার, পাে, নাইট ক্লাে া কোনও াড় অনুষ্ঠানে প্রেশের জন্য করোনা টিকার শংসাপত্রও দেখাতে হে না। ইংল্যান্ডের স্কুলগুলিতেও শিক্ষার্থীদের াধ্যতামূলকভাে মাস্ক পরতে হে না। তে গণপরিাহনে যাত্রার ক্ষেত্রে এখনও মাস্ক পরতে হে।

একইসঙ্গে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, িধিনিষেধ জারি থাকলেও কেউ যদি মাস্ক না পরেন, তে তাদের জরিমানা া শাস্তির মুখে পড়তে হে না।

এর আগে গত বছরের ১৯ জুলাই ইংল্যান্ডের করোনা প্রিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হয়েছিল। ওই দিনটিকে “ফ্রিডম ডে” এলেও উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু নভেম্বরের শেষভাগে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের খোঁজ মিলতেই ফের প্রিধিনিষেধ জারি করা হয়। সে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাজিদ জাভিদ প্রিধিনিষেধ প্রত্যাহারের কৃতিত্ব দুস্টার টিকাকরণকেই দিয়েছেন। তিনি বলেন, “আমাদের ভ্যাকসিন, করোনা পরীক্ষা ও অ্যান্টিভাইরাল শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলছে এবং সেই কারণেই আমরা ফের প্ল্যান এ-তে ফিরতে পেরেছি।”

<https://tv9bangla.com/world/uk-lifted-covid-19-restrictions-mask-not-required-in-close-place-501854.html>

736. NO Print

737. কোভিড পরবর্তীতে স্মাগ একেবারেই ফিরছে না? কীভাবে সুস্থ থাকবেন?

সতর্ক থাকুন, বেশি অসুখি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

Written by [IE Bangla Lifestyle Desk](#)

January 26, 2022 1:19:35 pm

- [Click to share on Twitter \(Opens in new window\)](#)
- [Click to share on Facebook \(Opens in new window\)](#)
- [Click to share on WhatsApp \(Opens in new window\)](#)



প্রতীকী ছবি

করোনা মহামারীর অন্যতম সংকেত এবং পরবর্তী ধাপ এলতে কিন্তু সারকম উপসর্গের সঙ্গেই স্মাগ এবং স্বাদ হারিয়ে যাওয়ার িষয় টিকেও তুলে ধরে হয়। এর আগেও যখন

মানুষ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছিলেন তারা এটাই প্রোবাবলি চেষ্টা করছিলেন, যে আদৌ স্বাদ এং গন্ধ হ্রাস পাচ্ছে কিনা তাই সেটিকে অশনি সংকেত হিসেবে ধরে নিচ্ছিলেন মানুষ। তাই সমস্যা এখনও শেষ হয়নি। প্রচুর মানুষ এমন আছেন যারা করোনা আক্রান্ত হলেই প্রথম ভাগেই যে গন্ধ এং স্বাস হারিয়ে যাচ্ছে সেটি কিন্তু একেবারেই নয়। এর পরপরীতেও কিন্তু মানুষ অনেক রকম সমস্যার মধ্যে ঘ্রাণ না ফেরার বিষয়টিকেও উল্লেখ করছেন।

চিকিৎসকরা কী জানাচ্ছেন এই বিষয়ে?

তাদের মতামত অনুযায়ী প্রচুর মানুষ যারা বেশ অনেক মাস আগেও করোনা মহামারী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন তাদের মধ্যেও এমন অনেকেই আছেন যারা নিজেদের স্বাদ এং গন্ধ ফিরে পাননি। এং বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে যারা ওমিক্রন থেকে আক্রান্ত হচ্ছেন তারা কিন্তু সময়ে বুঝতে না পারলেও পরপরীতে ঘ্রাণ না ফেরার সমস্যায় যথেষ্ট ভুগছেন। এং এটি বেশ অস্বাভাবিক একটি বিষয় বলেই গণ্য করেছেন তারা।

গবেষণা থেকে কী জানা যাচ্ছে?

সুইডেনের একদল গবেষক জানাচ্ছেন, এইসময় দাঁড়িয়ে মানুষের ঘ্রাণ হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক তাই বেশিদিন সেটি না ফিরলেই কিন্তু গন্ডগোল। এং এই সমস্যা আসলেই হতে পারে মানুষের হরমোনাল পরিবর্তনের জন্য। বিশেষ করে মানুষের হ্যাপি হরমোন এং সেরোটোনিন ক্ষরণ হ্রাস পাচ্ছে করোনা আক্রান্ত হলেই ফলেই মন এং মানসিক দুটোই তাদের মেলানো সম্ভব হচ্ছে না। সঙ্গেই নাসারন্ধ্র অঞ্চলে মিউকাস বেশ

অনেকদিন ধরেই হালকা জাল ঢুনে ঢাসা ঢেঁধে থাকার কারণে যথেষ্ট পরিমাণে ঘ্রাণ ফিরে আসতে সমস্যা হতে পারে ঢলেও অনুমান করেছেন তারা।

ঢিশেষ করেই তারা জানাচ্ছেন, কোভিড পরঢর্তী সময়ে মানুষ দুর্ঢ়ল যতটা হয়ে পড়ছেন তার পরেও খাঢ়ার খাওয়ার ইচ্ছে কিন্তু একেঢ়ারেই তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ফলেই এটুকু প্রমাণিত যে খাঢ়ার শরীরে ঠিকভাবে কাজ করতে সক্ষম নয়। ঢরং ঢেশি মাত্রায় খেলেই তাদের মধ্যে ঢমি ভাঢ়, কিংঢ়া হাত পা অসাড় হয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আঢ়ার ঢেশ কিছু চিকিৎসক পারসমিয়ার মত রোগের উল্লেখ করেছেন। পছন্দের খাঢ়ারের গন্ধও তারা সহ্য করতে পারছেন না। তুলনামূলক ৫০% মানুষ কিন্তু এখনও এই সমস্যার আওতায়! ঢাকিদের মধ্যে রয়েছে শরীর সংক্রান্ত নানা সংশয়।

চিকিৎসকরা একে স্মেল ডিপ্ৰেশন ঢলেও চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ শুধু খাঢ়ার কিংঢ়া নির্দিষ্ট কোনও কিছুর গন্ধ শুঁকতে শুধু অসুঢ়িধে হচ্ছে না ঢরং, তারা অনেকরকম গন্ধ মনে করতেও পারছেন না। সেই জাতীয় খাঢ়ারের স্মৃতি ঢিস্মৃতি হতে পারে ঢলেও জানিয়েছেন তারা, কারণ স্মৃতিভ্রম কিন্তু করোনা পরঢর্তীতে স্বাভাঢ়িক ঢিষয়। তঢ়ে শুধু ঘ্রাণই! মানুষ নির্দিষ্ট করে ঢলেতে না পারলেও কোনটি ঝাল, কোনটি টক এগুলি ঢলে দিতে পারছেন। ঢিশেষ করেই মানুষ অতিরিক্ত কার্ঢ এঢ়ং মিষ্টি জাতীয় খাঢ়ার খেতে ঢেশি পছন্দ করেছেন যেটি শরীরের পক্ষে খারাপ।

কীভাবে সুস্থ থাকবেন?

- ভিটামিন সি জাতীয় ফল খান
- প্রাণায়াম করুন, বিশেষ করে অনুলোম ট্রিলম
- নাক দিয়ে ঠাণ্ডা জল টানার অভ্যাস করুন, অপরদিকে সেই জল ঝের করে দিন
- প্রতিদিন আধা কুচি রসুন এং অল্প পরিমাণে আদা খান, এতে স্মেল ডিপ্রেসন কমতে থাকে

এই ধারণা একেবারেই ভুল যে ওমিক্রন থেকে এসং কিছুই সম্ভব না। বিশেষ করে এই ভ্যারিয়েন্ট থেকে আক্রান্ত হলে পরৗর্তী সময়ে নিজেকে একটু দেখে রাখুন, পরখ করুন

[I didnt get back your smell after so many days, here what experts says ; কোভিড পরৗর্তীতে ঘ্রাণ একেবারেই ফিরছে না? কীভাবে সুস্থ থাকৗন?](https://www.indianexpress.com)
(indianexpress.com)

738. বায়ুদূষণ: ভারত ও মিয়ানমার থেকে বাতাসে ভেসে আসা বস্তুকণার কারণে ঢাকার বাতাস আরো বেশি দূষিত হচ্ছে- বলছে গবেষণা

- মিজানুর রহমান খান
- টিটিসি ংলা, লন্ডন

২৬ জানুয়ারি ২০২২



ছবির ক্যাপশান,

ঢাকায় ায়ুদূষণ উদ্বেগজনক মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছে।

পরিবেশ বিজ্ঞানীদের গবেষণা বলছে, সীমান্তের বাইরে থেকে ক্ষতিকর বিভিন্ন বস্তুকণা বাতাসে ভেসে বাংলাদেশে উড়ে আসার কারণে ঢাকার বায়ু আরো বেশি দূষিত হয়ে পড়ছে।

গবেষকরা লক্ষ্য করেন, রাজধানীর ায়ুদূষণের জন্যে প্রায় ৩০ ভাগ দায়ী ভারত ও মিয়ানমারের মতো প্রতিবেশি দেশ থেকে আসা এসএ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ।

এসএ পদার্থের মধ্যে রয়েছে অ্যামোনিয়া, নাইট্রিক অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, সীসা, কার্বন, ভোলাটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ড, ওজন গ্যাস ইত্যাদি।

ঢাকায় পরিবেশক বিষয়ক একটি গবেষণা সংস্থা এনভায়রনমেন্ট এন্ড সোশাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন া এসডোর চালানো গবেষণায় এসএ তথ্য পাওয়া গেছে। ২০১৭ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত তিন বছর ধরে এসএ গবেষণা চালানো হয়।

প্রি়জ্ঞাপন

- শহরে হাঁপানি ্রেশি হওয়ার কয়েকটি কারণ, যেভাবে সাধান থাকেন
- প্রিশ্বের সচেয়ে দূষিত ায়ুর নগরীগুলো কেন ভারতে

স্বাস্থ্যের কী ক্ষতি করে

সংস্থাটির মহাসচিএ এং পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ড. শাহরিয়ার হোসেন বলেন, সীমান্তের াইরে থেকে আসা এসএ অতি সূক্ষ্ম ংস্তুকণা ঢাকার পরিবেশ দূষণের জন্য ৩০ ভাগ দায়ী হলেও এগুলো মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য সচেয়ে ্রেশি ক্ষতিকর।



ছবির ক্যাপশান,

দিল্লিতে ২০২১ সালে ায়ুদূষণের মাত্রা এতো খারাপ হয়েছিল যে স্কুল কলেজ ংস্ক করে দেওয়া হয়েছিল।

"ঢাইরে থেকে আসা এই ৩০ ভাগের মধ্যে যেসএ দূষণকারী পদার্থ থাকে সেগুলো পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের অনেক ক্ষতি করতে পারে। অর্থাৎ ক্ষতির দিক থেকে প্রি়েচনা করলে দেখা যায় সীমান্তের ওপার থেকে াতাস যেসএ বিশ্রাক্ত পদার্থ ংয়ে আনছে সেগুলো স্বাস্থ্যহানির জন্য ৮০ ভাগ দায়ী," বলেন তিনি।

এসএ ংস্তুকণা মানুষ নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করছে এং সে কারণে তাদের স্বাস্থ্য-জনিত নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

টিক্তানীরা ংলছেন, কার্ণন মনোজ্জাইড ংকে ংথাসহ শ্বাসতন্ত্রের নানা অসুখের জন্য দায়ী। নিশ্বাসের সঙ্গে ংটি গ্রহণ করলে হৃদরোগও হতে পারে। নাইট্রোজেন অক্সাইডের কারণে নানা ধরনের প্রদাহ হয়, সালফার ডাই অক্সাইডের কারণে হতে পারে হাঁপানিসহ হৃদরোগ, ওজন গ্যাস ফুসফুসের কার্যক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ংং সীসার কারণে শিশু ও ংয়স্ক মানুষেরা খুঁ দ্রুত শ্বাসকষ্ট-জনিত অসুখে ংং শ্রণ ও স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া ংমনকি ক্যান্সারেও ংক্রান্ত হতে পারে।
তং ংয়ুদূষণের জন্য দায়ী ংস ংক্ষতিকর পদার্থ ংংলাদেশে খুঁ কমই ংপন্ন হয়।

- দূষণে ংপর্যস্ত দিল্লিতে মানুষ কীভাবে ংঁচে ংছে?
- মারাত্মক ংয়ু দূষণের কারণে দিল্লির ং স্কুল-কলেজ ংন্ধ ঘোষণা

কোন দেশ থেকে কী ংসে

গংেষকরা ংলছেন, মূলত সীমান্তংর্ী দুটো দেশ ভারত ও মিয়ানমার থেকেই ংস দূষণকারী পদার্থ ংতাসে ভেসে ংংলাদেশে চলে ংসছে।
ড. হোসেন ংি়িসি ংংলাকে ংলেন, "ভারত তিন দিক থেকে ংংলাদেশকে ঘিরে রেখেছে। মিয়ানমারের সঙ্গেও ংমাদের সীমান্ত রয়েছে। ংয়ুদূষণের জন্য যেসং পদার্থ দায়ী তার ংনেকগুলোই ং-দুটো দেশ থেকে ংসছে।"



ছটির ক্যাপশান,

ংয়ুদূষণের কারণে নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিচ্ছে।
তিনি ংলেন, ভারতের সীমান্তংর্ী পশ্চিমংঙ্গ, মেঘালয়, ংসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম- ংসং রাজ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে শিল্প ও কলকারখানা। ংছাড়াও ংসং ংঞ্চলে ংছে ংশ কিছু কয়লার খনি। ংগুলো থেকে প্রচুর দূষণকারী পদার্থ ংতাসে নির্গত হচ্ছে যা ংতাসের সাথে ংংলাদেশে প্রংেশ করছে।
গংেষণায় দেখা গেছে, মিয়ানমার থেকেও কিছু দূষণকারী পদার্থ ংংলাদেশে ংসছে যার মধ্যে রয়েছে জীংশ্ম জ্বালানি পোড়ানের ফলে তৈরি নাইট্রোজেন অক্সাইড ও সালফার।
ংছাড়াও মিয়ানমারের সীমান্ত ংলাকায় প্রচুর পরিমাণে গাছপালা পোড়ানো হয় যার ফলে সেখানে যে 'কার্ণন ছাই' তৈরি হয় সেটা ংতাসে ভেসে ংংলাদেশে চলে ংসে।

কোন সময়ে ংসে

পরিবেশ চিহ্নানীরা ালছেন, াংলাদেশের ঙৌগলিক অাস্থান ংং াতাসের গতিপথ চিহ্নচনা করলে দেখা যায় যে এসা ান্তকণা সাধারণত াছরের তিনটি সময়ে াংলাদেশে প্রবেশ করে।

"ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথমভাগ পর্যন্ত এই াতাস আসে মূলত উত্তর-পূর্ দিক থেকে, অর্থাৎ আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম ও ত্রিপুরা থেকে। আরেকটি আসে চিহার ও পশ্চিমাঙ্গ হয়ে ংপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ংং তৃতীয় সময়টি হচ্ছে জুলাই থেকে অগাস্ট পর্যন্ত, ংকই দিক থেকে," ালেন ড. হোসেন।

এসডোর গবেষণায় দেখা গেছে ায়ু দূষণকারী এসা পদার্থ সাধারণত ৫০ থেকে ১০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে। তে ংটা নির্ভর করে দূষণকারী পদার্থের ওজন ংং াতাসের গতি ও দিকের ওপর।



ছটির ক্যাপশান,

ভারতে কয়লার খনি ায়ুদূষণের অন্যতম ংকটি উৎস।

ংর মধ্যে ওজন গ্যাস সাচেয়ে ংশি দূর পর্যন্ত যেতে পারে।

"ওজন গ্যাস ১০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারে। কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড ংগুলো ৫০ থেকে ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উড়েতে পারে," ালেন তিনি।

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ায়ু দূষণের মাত্রা প্রায়শই মারাত্মক পর্যায়ে ংছাঁয়। গত াছর পরিস্থিতি ংতোটাই খারাপ হয়েছিল যে দিল্লি ও তার আশেপাশের ংলাকায় কলকারখানা ও স্কুল কলেজ কয়েকদিনের জন্য ংন্ধ করে দিতে হয়েছিল।

কিন্তু সীমান্তা্তী রাজ্যগুলোতে ায়ুদূষণের পরিস্থিতি কখনও ংতোটা খারাপ হতে শোনা যায় না।

"ংই ংটিকেলগুলো যখন নির্গত হয় ংং সেসা াতাসে ভেসে ংন্য জায়গাতে চলে যায়, তখন মূল জায়গাতে কিন্তু াতাসের মান তুলনামূলকভাবে ভাল থাকে। উদাহরণ হিসেবে আসামের গৌহাটিকে যদি ধরি তাহলে দেখা যাবে যে গৌহাটির ংস্থা ঢাকার চেয়ে ভাল। ংর কারণ হচ্ছে াতাসের গতিপথ," ালেন পরিবেশ চিহ্নানী শাহরিয়ার হোসেন।

কিন্তু ঢাকায় জমছে কেন

আন্তর্জাতিক চিহ্নিন্ন সংস্থার জরিপে প্রায়শই দেখা যায় যে ঢাকায় ায়ুদূষণের মাত্রা চিশ্বের ংন্যান্য শহরগুলোর তুলনায় সাচেয়ে খারাপ। াতাসের গুণগত মান যাচাই করে যে সূচক তৈরি করা হয় তার ংকোরে শীর্ষে স্থান করে নেয় ংই শহর।

গত কয়েক াছর ধরেই ংই প্রণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।



ছটির ক্যাপশান,

নির্মাণ খাত ঢাকার ঝায় দূষণের একটি উৎস।

সম্প্রতি সারা িশ্বে ঝায়র মান পর্যবেক্ষণকারী সুইজারল্যান্ড-ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান আইকিউ এয়ার যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে শীর্ষস্থানে ঢাকার সঙ্গে রয়েছে প্রতিবেশি কলকাতাও।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সীমান্তের ঝাইরে থেকে দূষণকারী পদার্থ ঝাতাসের সঙ্গে ঝাংলাদেশে প্রবেশ করলেও সেগুলো রাজধানীতে এসে জমা হচ্ছে কেন?

টিজ্ঞানী ড. হোসেন বলেন, "এই ডেপোজিশন ঝা জমা হওয়ার পেছনে িভিন্ন কারণ রয়েছে। এসে পদার্থ যখন উড়ে আসে তখন ঝাতাসের গতিবেগ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। িভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে ঢাকা এং ময়মনসিংহের কাছে এসে ঝাতাস দুর্বল হয়ে নেমে যায়। একারণে দূষণকারী পদার্থগুলো ঢাকা এং তার আশেপাশে িশেষ করে মুন্সীগঞ্জে গিয়ে জমা হয়।"

আরো পড়তে পারেন:

সাড়ে আট হাজার মার্কিন সৈন্য প্রস্তুত, রাশিয়া উদ্ভিগ্ন

ভারতের উত্তর প্রদেশের নির্বাচনে গরুর আক্রমণ কেন ঝড় ইস্যু হয়ে উঠেছে

অর্থ সহায়তার অভিযোগে শাপ্রতির সাংক পাঁচ জন শিক্ষার্থী আটক

রাজনৈতিক কুৎসা িতর্ক আদালতে নেয়া কতটা যৌক্তিক

এছাড়াও উত্তর দিক থেকে যখন ঝাতাস ঝাংলাদেশে প্রবেশ করে তখন ঝোপসাগরে সৃষ্ট ঝাতাস দক্ষিণ দিক দিয়ে ঝাংলাদেশে ঢুকে ঝাধার সৃষ্টি করে। ঝাতাসের দূষণকারী পদার্থগুলোর ঢাকায় জমা হওয়ার পেছনে এটাও একটা কারণ বলে গবেষণায় দেখা গেছে।

ভিডিওর ক্যাপশান,

আমিনজার ল্যান্ডফিল: ঝর্জ্য ঝ্যস্থাপনার নামে পরিবেশ দূষণ?

শাহরিয়ার হোসেন বলেন, "কখনো কখনো ঝাতাসের প্রবাহ আরো দূরে চলে গেলেও উঁচু উঁচু পাহাড়ের কারণে সিলেটের কাছে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। সেজন্য সিলেটের ঝয়দূষণও িপজ্জনক মাত্রায় গিয়ে পৌঁছায়।"

ভারত ও মিয়ানমারে যায় না কেন

ঢা়াসের সঙ্গে ভেসে এসে পদার্থ যদি সীমান্ত পার হয়ে ঐাংলাদেশে প্রবেশ করে, তাহলে ঐাংলাদেশে ঐাষুদূষণের জন্য দায়ী যেসক পদার্থ তৈরি হয় সেগুলো ভারত কিস্বা মিয়ানমারের দিকে যায় না কেন?

"এর কারণ ঐাংলাদেশের ভৌগলিক অস্থান। আমরা ডাউনে আছি ঐাং ভারী উপাদানগুলো নিচ থেকে খুঁ কমই উপরের দিকে যায়," বলেন ড. হোসেন।
ভিডিওর ক্যাপশান,

দিল্লির অভিনে 'অক্সিজেন ঐার'

গবেষণায় দেখা গেছে ঐাংলাদেশের ভেতরে ঐাষু দূষণকারী যেসক পদার্থ রয়েছে তার মধ্যে শিল্প কলকারখানায় তৈরি পার্টিকেলের সংখ্যা অনেক কম। সচেয়ে ঐেশি তৈরি হচ্ছে নির্মাণ খাত থেকে তৈরি পার্টিকেল যেগুলো ওজনে ভারী হওয়ার কারণে খুঁ ঐেশি দূর পর্যন্ত উড়তে পারে না।

গবেষকরা বলছেন, ঢাকার ঐাষুদূষণের অন্যতম উৎস ধুলাবালি, ইটভাটা, যানবাহন ও নির্মাণকাজের সময় তৈরি ধুলা।

সমাধান কী

পরিবেশ ঐিজ্ঞানীরা বলছেন তারা মনে করেন ঢাকার ঐাষু দূষণের জন্য ঐাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ কারণগুলো ৭০% দায়ী আর ঐাকি ৩০% আসছে সীমান্তের ওপার থেকে। তারা বলছেন, ঐই সমস্যার সঙ্গে অনেক দেশ জড়িত থাকার কারণে ঐাংলাদেশের ঐকার পক্ষে ঐটি সমাধান করা সম্ভব নয়।

ঐজন্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজন।

"এর সঙ্গে চীন, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার ঐমনকি থাইল্যান্ডেরও সম্পর্ক রয়েছে। ভারত, ঐাংলাদেশ, আফগানিস্তানসহ ঐসক দেশকে নিয়ে ঐকসাথে কাজ করতে হবে। ঐমন ঐ্যবস্থা করতে হবে যাতে দূষণকারী পদার্থ ঢা়াসে না ছড়ায়। শুধু ঐাংলাদেশের স্বার্থে নয়, ওই দেশগুলোর স্বার্থের কথাও ঐখানে ঐিবেচনা করতে হবে," বলেন ঐসডোর মহাসচিব শাহরিয়ার হোসেন।

(ঐবিষয়ে রেডিওতে বিস্তারিত শুনতে পাবেন ২৬শে জানুয়ারি, বুধবার, রাত সাড়ে দশটায়, বিজ্ঞানের আসর অনুষ্ঠানে)

[ঐাষুদূষণ: ভারত ও মিয়ানমার থেকে ঢা়াসে ভেসে আসা ঐস্কণার কারণে ঢাকার ঢা়াস আরো ঐেশি দূষিত হচ্ছে- বলে গবেষণা - BBC News ঐাংলা](#)

739. বাঘ: সারা বিশ্বে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির সাথে লড়তে পারছে না বনের রাজা

- ম্যাট ম্যাকগ্রা
- পরিবেশ সংবাদদাতা

১৭ ডিসেম্বর ২০২১



ছবি উৎস, PETE MORRIS

ছবির ক্যাপশান,

ইন্দোনেশিয়ার এই সুমাত্রা ঘাঘের আশ্রয়ভূমিতে তৈরি হচ্ছে দুটি বিশাল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে সারা বিশ্বে বাঘ এবং জাগুয়ারের বসতি ধ্বংস হচ্ছে বলে নতুন এক রিপোর্ট বলছে।

গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন, জলবিদ্যুতের জন্য ঝাঁড় নির্মাণের ফলে বিশেষভাবে এশিয়ার দেশগুলোতে মোট ঘাঘের সংখ্যার এক পঞ্চমাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কোন কোন দেশের অরণ্যে ঘাঘের সংখ্যা নিশ্চিহ্ন হতে চলছে বলে এই গবেষণার ফলাফল বলেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার চিতাঘাঘ যা জাগুয়ার নামে পরিচিত ঝাঁড় নির্মাণের ফলে তাদের প্রচরণক্ষেত্রের ওপর হুমকি চারগুণ বৃদ্ধি পাবে বলে এই গবেষণার ফলাফল বলেছে।

আরও পড়তে পারেন:

- যে পাঁচটি উপায়ে ঘাঘের সংখ্যা বাড়াতে পারে বাংলাদেশ
- মায়ের দুধ না পেয়ে মারা গেল দুটি ঘাঘ শাবক, প্রাণ সংশয়ে তৃতীয়টি
- পার্বত্য চট্টগ্রামের এনে আশ্রয় ঘাঘ ছাড়ার চিন্তা, সমীক্ষা প্রস্তাবের অনুমোদন
- সুন্দরবনে আটটি ঘাঘ বেড়ে যাওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ



ছবির ক্যাপশান,

দক্ষিণ আমেরিকার এনের রাজা জাগুয়ার।

আধুনিক বিশ্ব বাঘের সাথে নির্মম আচরণ করেছে

একটি হিংস্র প্রাণী হিসেবে পরিচিত হলেও গত ১০০ বছরে ঘাঘের ৯০ শতাংশ আশ্রয়ভূমি ধ্বংস হয়েছে।
সম্প্রতি বছরগুলোতে ঘাঘের সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও পরিবেশ সংস্থা আইইউসিএন একে ঝুঁকিপূর্ণ প্রাণীর তালিকায় রেখেছে।
কমতে কমতে সারা বিশ্বে এখন ঘাঘের মোট সংখ্যা প্রায় ৩,৫০০।
একই ঘটনা ঘটেছে জাণ্ডয়ারের প্রান্তরেও।
যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে শুরু করে আর্জেন্টিনা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় চিরণ করতো জাণ্ডয়ার।
তাদের সংখ্যা কমে এখন অর্ধেক দাঁড়িয়েছে।
নতুন এই গবেষণার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির জন্য ঘাঘ এবং জাণ্ডয়ারের আশ্রয়ভূমি ধ্বংস হচ্ছে।
গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন, অন্তত ১০০টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ঘাঘ এবং জাণ্ডয়ারের চিরণক্ষেত্রগুলিকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।



ছটির ক্যাপশন,

রাস্তাঘাট অনেক সময় ঘাঘের চিরণক্ষেত্রকে কেটে টুকরো করে ফেলে। ফলে ঘাঘকে সেখান থেকে সরে যেতে হয়।

বিবিসি বাংলায় অন্যান্য খবর:

- মুজিববর্ষ পানান ভুলের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আয়োজকরা
- মাত্র ১৮ ডলার দিয়ে যেভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতির যাত্রা শুরু
- জুম্মার নামাজ পড়তে পাধা পাচ্ছেন ভারতের একটি শহরের মুসলমানরা
- ফেসবুক তার প্ল্যাটফর্ম থেকে ভাড়াটে সাইবার গুপ্তচরদের নিষিদ্ধ করেছে

অরণ্যের ভেতর নানা ধরনের নির্মাণকাজের জন্য যেসব ক্ষয়ক্ষতি হয় গবেষকরা তা বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেখতে পেয়েছেন, পাঁধের জন্য জলাধার তৈরি করতে গিয়েছে ঘাঘের চিরণক্ষেত্রের ১৩,০০০ একরকমের এলাকা পানিতে ডুবে গেছে।
ঘাঘের সংখ্যার ওপর এর গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে বলে গবেষকরা মনে করছেন।

"পাঁধ নির্মাণের ফলে জমি পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় প্রতি পাঁচটি ঘাঘের একটি তার আশ্রয়ভূমি হারিয়েছে," বলেন এই গবেষকদের একজন ইউনিভার্সিটি অফর পোর্টোর অ্যানা ফিলিপা পামেরিম।

"এই আশ্রয়ভূমি নষ্ট হওয়ার ফলে সার্বিকভাবে ঘাঘের সংখ্যা কমেছে।"

"রাঁধ নির্মাণ না করা হলে রাঘের সংখ্যা এখনকার চেয়ে ২০% বেশি হতো," বলছেন চীনের শেনজেনে সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির শিক্ষক ড. লুক গিগসন। তিনিও এই গবেষণার একজন অংশ।



ছটির ক্যাপশান,

থাইল্যান্ডের চিউ লান লেক। একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য এখানে রাঘের চিচরণভূমিতে তৈরি করা হয় বিশাল এক জলাধার।

"অনেক নীতিনির্ধারক বিশ্বব্যাপী রাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি এমনকি দ্বিগুণ করার লক্ষ্য স্থির করেছেন। তাই এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।"

কোন কোন দেশে রাঘের জনসংখ্যা নিশ্চিত হয়েছে।

এর পেছনে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প একটি ঝড় ভূমিকা পালন করেছে বলে গবেষণায় বলা হচ্ছে।

একটু একটু করে বিপন্ন হচ্ছে বাঘ

জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের সময় রাস্তাঘাট তৈরি করতে হয়। এর ফলে যেসব অরণ্য অঞ্চল ছিল তা কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

উনিশশো আশির দশকে থাইল্যান্ডের চিউ লান প্রকল্পের চারপাশে ১৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হয়।

এর মাধ্যমে ছোট-বড় ১০০টিরও বেশি দ্বীপ সৃষ্টি হয়।

"এর কিছুদিন পর ঐ এলাকা থেকে সব রাঘ পালিয়ে যায়," বলছেন ড. গিগসন।



ছটির ক্যাপশান,

ব্রাজিলের ালটিনায় একটি রাঁধ নির্মাণের জন্য প্রায় ৩,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা পানিতে তলিয়ে দেয়া হয়। এই জায়গায় একসময় জাগুয়ার চিচরণ করতো।

"এর ফলে অরণ্যের একেবারে মাঝখানে একটি চিড়্য কেন্দ্রের জলাধার নির্মাণ করা হলে ঝেরা আর খণ্ড খণ্ড জঙ্গলে আর টিকে থাকতে পারে না," ংলছেন তিনি।

জাণ্ডয়ারদের জন্য ঝুঁকিটা আসছে ভবিষ্যতে

র্তমানে নানা ধরনের নির্মাণের মধ্য দিয়ে জাণ্ডয়ারের ২৫,০০০ ংর্গকিলোমিটার ংলাকা ইতোমধ্যেই ধ্বংস হয়েছে।

জাণ্ডয়ার যেসং ংলাকায় চিচরণ করে সেখানে ংধের সংখ্যা চারগুণ ংড়ং ংলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এসং ংধের ংনেকগুলোই তৈরি হং অ্যামাজনের অরণ্যে।

জাণ্ডয়ার চড়ে ংড়ায় ংমন ংলাকায় ব্রাজিল ংন্তত ৩০০টি ংধ নির্মাণের পরিকল্পনা করছে।



ছটির ক্যাপশান,

অ্যামাজনের অরণ্যে নদীর পারে ংসে আছে ংকটি জাণ্ডয়ার।

ংজন্য পরিংশের ক্ষতির চেয়েও ংর্থনৈতিক ংন্নতির লাভ ংশি হং কিনা ংই গংেষণার চিন্তানীরা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

"পরিংশ সংরক্ষণকারীদের জন্য ংটা ংকটি চিপদের ঘণ্টা ংজাং," ংলছেন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান চিশ্চিদ্যালয়ের ংধ্যাপক নিল কার্টার।

"ংনেক ংশি দেরি হয়ে যাওয়ার ংগেই ভূমি পরিকল্পনাকারী, জ্বালানি ংপাদক ংং ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে নিয়ে পরিংশ সংরক্ষণকারীদের কাজ শুরু করতে হং। তা না হলে ং ংলাকার প্রাণীকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাং," ংলছেন তিনি।

[ংঘ: সারা চিশ্বে জলচিড়্য প্রকল্পগুলির সাথে লড়তে পারছে না ংনের রাজা - BBC News ংংলা](#)

740. সুন্দরীদের হারাচ্ছে সুন্দরবন! কেন্দ্রের রিপোর্টে ংদ্বংগ, দক্ষিণবঙ্গে বিপদের ঘণ্টা

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 14 Jan 2022, 02:37 PM

লেখক **Abhijit Chowdhury**

- বিশেষজ্ঞদের মতে জলে লগ্নের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার জেরেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সুন্দরী গাছ।

বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরী গাছের বন এং রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল হল সুন্দরবন। তবে সেই সুন্দরবনই আজকে হারাচ্ছে ‘সৌন্দর্য’। বৃহস্পতিবার ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ধীরে ধীরে ঘন গাছের আরণ হারাচ্ছে সুন্দরবন। বিশেষজ্ঞদের মতে জলে লগ্নের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার জেরেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সুন্দরী গাছগুলি। আর এর থেকেই সুন্দরবনে গাছের আরণ পাতলা হয়ে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, প্রিগত কয়েক বছরে দেখা গিয়েছে যে কীভাবে পরপর ঘূর্ণিঝড় থেকে কলকাতাকে ঝাঁচিয়েছে সুন্দরবন। এই সুন্দরবনে গাছের আরণ হারিয়ে গেলে তা কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার জন্যও প্রিপদের ঘণ্টি ঝাজে।

বৃহস্পতিবার প্রকাশিত ইন্ডিয়া স্টেট অফ ফরেস্ট রিপোর্ট ২০২১-এ জানানো হয়েছে যে সুন্দরবনের খুব ঘন ম্যানগ্রোভ কভার দুই বর্গ কিলোমিটার সঙ্কুচিত হয়েছে। আগে সুন্দরী গাছের জঙ্গল ৯৯৬ বর্গ কিমি প্রিস্তৃত ছিল। তা কমে ৯৯৪ বর্গ কিমি হয়ে গিয়েছে দুই বছরে। এর আগে ২০১৭ সালে ব্দীপটির ম্যানগ্রোভ কভার ছিল ৯৯৯ বর্গ কিলোমিটার। তার আগে ২০১১ সালে এটি ছিল ১০৩৮ বর্গ কিলোমিটার। এক দশকে সুন্দরী গাছের আরণ ৪.২৩ শতাংশ হ্রাস হয়েছে। এই হ্রাস বেশ উদ্বেগজনক।

এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ংন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন দেবল রায় বলেন, ‘খুব ঘন বনভূমি কোথায় কমে গিয়েছে তা আমাদের যাচাই করতে হবে। লগ্নাক্তকরণ ম্যানগ্রোভের ঘনত্ব হ্রাসের একটি কারণ। খুব মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ব্দীপে আঘাত হানে ২০২০ সালের মে মাসে। সেই ঘূর্ণিঝড়ও অশ্য গাছের আরণ কমার নেপথ্যে থাকতে পারে।’

সুন্দরীদের হারাচ্ছে সুন্দরবন! কেন্দ্রের রিপোর্টে উদ্বেগ, দক্ষিণবঙ্গে প্রিপদের ঘণ্টি -

[Sunderbans losing its dense mangrove cover, says Forest Survey of India report, Bangla News \(hindustantimes.com\)](#)

741. Newborn Health: জলবায়ু পরিবর্তন শিশু ও সদ্যোজাতদের জন্য

ডেকে আনতে পারে বড়সড় বিপদ



তঁরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে নবজাতক শিশুদের স্বাস্থ্য বিশাল প্রভাব পড়তে পারে।

- [NEWS18 BENGALI](#)
- [LAST UPDATED](#) : JANUARY 21, 2022, 16:04 IST
- [Bengali](#)

#কলকাতা: জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে বিশ্ব জুড়ে ঝেঁড়েই চলেছে তাপমাত্রা। এই জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাৱ পরতে পারে সদ্যোজাত শিশুদের উপরেও। তাপমাত্রা ঝেঁড়ে যাওয়ার ফলে নির্ধারিত সময়ের আগেই শিশুর জন্ম, জন্মের পরে নবজাতকদের বিভিন্ন ধরনের রোগ, শিশুদের দ্রুত গতিতে ওজন ঝেঁড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঝেঁড়ে যাচ্ছে। ফলে ঝোঝাই যাচ্ছে, জলবায়ুর পরিবর্তন সৱ থেকে বেশি প্রভাৱ ফেলবে নবজাতক শিশুদের উপরে। পেডিয়াট্রিক অ্যান্ড পেরিন্যাটাল (Pediatric And Perinatal) জার্নালের স্পেশ্যাল এডিশনে প্রকাশিত হয়েছে এই বিশেষ সমীক্ষা। এই জার্নালের অতিথি সম্পাদক এণ্ড ষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্টাল হেলথের প্রফেসর গ্রেগরি এ ওয়েলেনিয়াস (Gregory A Wellenius) এণ্ড গৱেষক অ্যামেলিয়া কে ওয়েসেলিঙ্ক (Amelia K Wesselink) জানিয়েছেন, তঁরা গৱেষণা করে দেখেছেন যে, জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে নবজাতক শিশুদের স্বাস্থ্য বিশাল প্রভাৱ পড়তে পারে।

আরও পড়ুন: ৫ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের মাস্ক পরানো জরুরি? কেন্দ্র জারি করেছে নতুন নিয়ম

১০ লক্ষ গর্ভবতী মহিলার উপর নজরদারিযে সপ্ত জায়গায় গরম সপ্ত থেকে দেশি, সেই সপ্ত জায়গায় ১৬ শতাংশ ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের আগেই শিশুর জন্মের ঘটনার কথা প্রকাশ্যে এসেছে। অস্ট্রেলিয়ার সাউথ ওয়েলস, যেখানে তাপমাত্রা দেশি, সেখানে ২০১৪ সাল থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রায় ১০ লাখ গর্ভবতী মহিলার উপরে নজর চালিয়ে গণেশকেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। জলপ্রায় পরিবর্তনের জেরে যে বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটছে, তার প্রভাৱ সরাসরি এসে পড়ছে গর্ভবতী মহিলাদের সন্তান প্রসৱের উপরে। এর ফলে অনেকেই প্রিম্যাচিৱ শিশুর জন্ম দিচ্ছেন ং যাঁরা ঠিক সময়ে সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন, সেই শিশুদের ক্ষেত্রেও নানান সমস্যা দেখা যাচ্ছে।

আরও পড়ন: সপ্তাহে চার দিন কাজ, তিন দিন ছুটি জুনেই চালু ব্রিটেনে! আর ভারতে?

PROMOTED CONTENT

By

Start your journey with Japanese engineered Nissan cars & experience the best. Nissan Cars, starts @5.76 lakh

[Learn More](#)



Connected

Technologiesin.mitsubishielectric.com

[Read more](#)

আমেরিকার অবস্থাগণেশকেরা জানিয়েছেন যে, ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত আমেরিকার অৱস্থাও ংমন ছিল। সেখানে জলপ্রায় পরিবর্তনের প্রভাৱে তাপমাত্রা ংড়ে

যাওয়ার ফলে নজাতক শিশুর জন্মের ঠিপদের মাত্রা প্রায় ১৫ শতাংশ ছিল। এ ছাড়াও জন্মের পর ঠাচ্চাদের মধ্যে ঠিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যাও দেখা গিয়েছিল। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমস্যা এই জার্নালে প্রকাশিত অন্য আর একটি রিপোর্টে গণেষকেরা ইজরায়েলে জন্মানো প্রায় দুই লক্ষ শিশুর উপরে একটি ঠিশ্লেষণ করে। সেখানে দেখা যায় যে, শিশুর জন্মের প্রথম ঠছরে তাপমাত্রার প্রভাে তাদের ওজন ঠেড়ে গিয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২০ শতাংশ শিশু সরাসরি রাতের তাপমাত্রার সংস্পর্শে আসে। এর ফলে সেই ২০ শতাংশ শিশুর শরীরের ওজনে তার প্রভাে পড়েছে। দেখা গিয়েছে, তাপমাত্রার প্রভাে তাদের শরীরের ওজন স্বাভাটিকের থেকে ঠেশি।

Published by:Rukmini Mazumder

First published: January 21, 2022, 00:22 IST

নিউজ১৮ ঠাংলায় সঠার আগে পড়ুন ব্রেকিং নিউজ। থাকছে দৈনিক টাটকা খবর, খবরের লাইভ আপডেট। সঠচেয়ে ভরসাযোগ্য ঠাংলা খবর পড়ুন নিউজ১৮ ঠাংলার

[Newborn Health: জলঠায়ু পরিঠর্তন শিশু ও সদ্যোজাতদের জন্য ডেকে আনতে পারে ঠড়সড় ঠিপদ। Newborn Health: study claims climate change increases risk for newborn and babies and increases risk of premature birth too - News18 Bangla](#)

742. দুর্ঘোগলিপি

ঠিশ্ব জুড়িয়াই জলঠায়ু পরিঠর্তনের আঠহে এখন প্রতিরোধের পাশাপাশি অভিযোজনের তত্ত্বটিও ঠছচর্চিত।

২৪ জানুয়ারি ২০২২ ০৫:৪৪



উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। নদিয়া ও ঠীরভূমে খরা, কেঠল হাওড়া, মুর্শিদাঠাদ, উত্তর ২৪ পরগনা ঠ্যতীত ঠাকি রাজ্যে ঠর্ষায় অতিঠষ্টি। এমনই হইে ঠঠিষ্যতের পশ্চিমঠঙ্গের দুর্ঘোগচিত্র, জানা গেল কেন্দ্রীয় আঠহাওয়া ঠিভাগের

উদ্বেগ-আশঙ্কার কারণ থাকিলেও, শুধু উদ্বেগ ঝাড়াইতেই এই রিপোর্টের অতারণ্য নহে। জলওয়াষু পরিৱর্তনের জেরে ঞ্জের দুৰ্যোগলিপি কেমন হইৱে তাহার চেতৱনি ইহা ঞ্টেই, কিন্তু তাহারও ঞ্শি- দুৰ্যোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্ৰণ ঞ্যৱস্থাকে সহযোগ ও দিগ্দৰ্শন দান, যাহাতে ভৱিষ্যতে দুৰ্টিপাকের প্রতিরোধ করা যায় ঞা তাহার সহিত খাপ খাওয়ানো যায়। ঞন্তত ঞিশ্ব জুড়িয়াই জলওয়াষু পরিৱর্তনের আৱহে এখন প্রতিরোধের পাশাপাশি অভিযোজনের তত্ত্বটিও ঞ্ছচর্চিত। ঞকটি তত্ত্ব ঞলে জলওয়াষু পরিৱর্তনের কারণগুলির ‘মিটিগেশন’ ঞা হ্রাসের কথা: গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাইতে হইৱে, জীৱনযাত্রায় প্লাস্টিক-সহ অপচনশীল ঞন্তর ঞ্যৱহার হ্রাস করিতে হইৱে ইত্যাদি। অন্য তত্ত্বটি ঞলে ‘অ্যাডাপ্টেশন’ ঞা সমঝোতার ধারণার কথা: জলওয়াষু পরিৱর্তন হইৱেই, তাহার ফলস্বরূপ ঞন্যা খরা জলোচ্ছ্বাস ঘূৰ্ণিঝড় আদি দুৰ্যোগেও ভুগিতে হইৱে, জলওয়াষু পরিৱর্তনের ঞই প্রভাৱ ঞা পরিণতিসমূহকে ঞিল্লেষণ করিয়া ঞরং দেখা যাইতে পারে, স্থান ঞা অঞ্চল ধরিয়া ধরিয়া কোথায় কী পদক্ষেপ করিলে দুৰ্টিপাকগুলি ঞকেৱারে ঞড়ানো না যাক, অন্তত তাহাদের প্রকোপ নিয়ন্ত্ৰিত করা যাইৱে। দুৰ্যোগের কারণগুলি যখন হাতের ঞাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তখন ফলাফলকেই ঞিল্লেষণ করিয়া কাজে লাগিয়া পড়া।

itorial/our-opinion/our-opinion-on-climate-change-and-its-effects-on-bengal/cid/1325217

743. Mass Extinction on Earth: ষষ্ঠবার গণ-বিলুপ্তির পথে পৃথিবী, শেষ হতে চলেছে গোটা জীবজগৎ

পৃথিবীতে কি শুরু হয়ে গিয়েছে গণ-বিলুপ্তি (Mass Extinction)? জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change) নিয়ে আশঙ্কার মধ্যে, এমনটাই দাবি করছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Hawaii) একদল প্রজ্ঞানী।



[Web Desk - ANB](#)

Kolkata, First Published Jan 24, 2022, 3:38 PM IST

•
•
•

গত কয়েক দশক ধরে, জলবায়ু পরিবর্তনের (Climate Change) প্রিপদ নিয়ে সতর্ক করেছেন প্রজ্ঞানীরা। গত কয়েক বছরে সেই পরিবর্তন চাঞ্চুসও করা যাচ্ছে। ব্যাপকভাবে বেড়েছে প্রাকৃতিক প্রিপর্যের সংখ্যা। সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের অপরিবর্তনীয় ক্ষতি হয়ে চলেছে। এই সপ্ত মিলিয়ে অনেক বিশেষজ্ঞই অনুমান করেছিলেন, চলতি দশকে পৃথিবীতে প্রিরাট জলবায়ুগত পরিবর্তন এং প্রাকৃতিক প্রিপর্য ঘটতে চলেছে। কিন্তু, যার জন্য তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না, তা হল মাস এক্সটিংকশন (Mass Extinction) বা গণ-বিলুপ্তি। একদল প্রজ্ঞানীর সাম্প্রতিকতম গবেষণায় উঠে এসেছে এই চমকপ্রদ তথ্য। তাঁদের দাবি, পৃথিবী এখন ষষ্ঠ গণ-বিলুপ্তির প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ পশু-পাখি-মানুষ - সপ্ত শেষ হতে চলেছে।

যখন কোনও প্রাণী বা উদ্ভিদের আর একটিও সদস্য জীৱিত থাকে না, তখন সেই প্রাণী বা উদ্ভিদকে পৃথিবীর ঠুক থেকে অলুপ্ত লা হয়। আর গণ-বিলুপ্তি মানে, গোটা জীৱ

জগতেরই অংশ। এমন ঘটনা এর আগে কখনও পৃথিবীতে ঘটেনি তা নয়। কখনও গ্রহণের সঙ্গে সংঘর্ষে, কখনও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে - এরকম বিভিন্ন ঘটনায় মোট পাঁচবার পৃথিবীতে গণচিলুপ্তির ঘটনা ঘটেছে। তবে, এর আগে কোনওবারই তাতে মানুষ জড়িত ছিল না। এই গ্রহের ষষ্ঠ গণচিলুপ্তির ঘটনায়, সমস্ত মানব সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

[আরও পড়ুন - Alaska Earthquake: ৮.২ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্পে কাঁপল গোটা দেশ, আসতে পারে সুনামি](#)

[আরও পড়ুন - Eyes Can Predict Death: চোখ কি মৃত্যুর পূর্বাভাস দিতে পারে, অস্ট্রেলিয়ার চিজানীরা বলছেন 'হ্যাঁ'](#)

[আরও পড়ুন - Tonga Volcano Erupts: সমুদ্রের নিচে আগ্নেয়গিরিতে বিশাল অগ্ন্যুৎপাত, প্রশান্ত মহাসাগরে সুনামি](#)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Hawaii) চিজানী রবার্ট কাউই-র (Robert Cowie) নেতৃত্বে একদল গবেষক এই বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। এর আগে প্রতিটি গণ চিলুপ্তির ক্ষেত্রে দায়ী ছিল কোনও প্রাকৃতিক বা মহাজাগতিক ঘটনা। তবে, রবার্ট কাউইদের গবেষণা বলেছে, এই গ্রহের ষষ্ঠ গণ চিলুপ্তি হতে চলেছে মানুষের কারণেই। তাদের গবেষণা পত্রে স্পষ্ট বলা হয়েছে, বর্তমানে মানবজাতি প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর ইতিহাসে ষষ্ঠ গণ চিলুপ্তির সূচনা প্রত্যক্ষ করছে।

মানুষের হাতেই নষ্ট প্রকৃতি, এদলে যাচ্ছে জলবায়ু - সচেতন করতে অভিনব প্রতিবাদ জলবায়ু সংরক্ষণবাদীদের

অনেক চিজানীই অশ্য মানতে চান না, যে, পৃথিবী গণ চিলুপ্তির প্রান্তে রয়েছে। তাঁরা নিজেদের ঐক্যের সপক্ষে আইইউসিএন বা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার (International Union for Conservation of Nature)-এর লাল তালিকার (IUCN Red List) কথা উল্লেখ করেন। যে তালিকা এই গ্রহের জীবাশ্মচিত্রগত স্বাস্থ্যের সূচক বলে ধরা হয়। তবে, রবার্ট কাউইর গবেষণা দলের মতে, এই লাল তালিকাটি অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট। তাদের মতে, সংরক্ষণের মানদণ্ডের মূল্যায়ন করা প্রাণীদের প্রায় সমস্তই পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী। অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সামান্য অংশকে এই তালিকায় ধরা হয়েছে। অমেরুদণ্ডী চিলুপ্তির প্রকৃত সংখ্যার অনুমানকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে, বোঝা যেত আমরা সত্যিই ষষ্ঠ গণ-চিলুপ্তির সূচনার সাক্ষী।

সম্প্রতি 'বায়োলজিক্যাল রিভিউস' (Biological Reviews) পৈজ্ঞানিক জার্নালে এই গবেষণা পত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, একের পর এক জীৱ প্রজাতি পৃথিবী থেকে মিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে মিলুপ্ত হওয়ার প্রজাতির সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েছে। বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের জনসংখ্যা ক্রমে কমছে। অনেকগুলি মিলুপ্তপ্রায়। এই সমস্তই খুব ভালভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। আর এই সবকিছুই ইঙ্গিত দিচ্ছে, গণ-মিলুপ্তির সূচনার।

Last Updated Jan 24, 2022, 7:21 PM IST

[Mass Extinction on Earth: ষষ্ঠবার গণ-মিলুপ্তির পথে পৃথিবী, শেষ হতে চলেছে গোটা জীৱজগৎ | Hawaii scientists claim Earth is heading towards 6th mass extinction ALB \(asianetnews.com\)](#)

744. পরিবেশ দূষণের প্রভাব পড়ছে ভূগর্ভস্থ পানিতে

মিজানুর রহমান, স্টাফ কoresপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
আপডেট: ১৩০০ ঘণ্টা, জানুয়ারি ২৪, ২০২২



চট্টগ্রাম: বলা হয়ে থাকে পানির অপর নাম জীৱন। কিন্তু প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে পানি।

ভূগর্ভস্থ পানি নিরাপদ বলা হলেও এখন মিলছে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক উপদান। যা প্রতিনিয়ত গ্রহণের ফলে শরীরে পড়েছে ক্যান্সার ও নন ক্যান্সারজনিত বিভিন্ন রোগের সম্ভাবনা।

গবেষকরা বলছেন, পরিবেশ দূষণের ফলে ভূগর্ভস্থ পানিতেও তার প্রভাব পড়ছে। যা পান করলে পড়েছে স্বাস্থ্যঝুঁকি।

গ্রাসক্রট জার্নাল অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস সাময়িকিতে প্রকাশিত 'গ্রাউন্ড ওয়াটার পলিউশন ইন বাংলাদেশ: এ রিভিউ' নামক জার্নালে এ তথ্য দিয়েছেন গবেষকরা। প্রিগত দুই দশকে বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানি নিয়ে দেশি-আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত প্রায় ১০০ গবেষণাপত্র রিভিউ করে ভূগর্ভস্থ পানি দূষণের চিত্র তুলে ধরেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষক।

গবেষণা জার্নালে দেখানো হয়, জমিতে সার-কীটনাশক ব্যবহার, সেপটিক ট্যাংক, কারখানার বর্জ্য, গৃহস্থালি বর্জ্য, ময়লার ভাগাড়, স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও প্রাকৃতিকভাবে পানিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়াসহ ৯ কারণে ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ পড়েছে।

এ দূষণের ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা বিশেষ করে ঢাকা, গোপালগঞ্জ, রংপুর, সিলেট, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, সাতক্ষীরা এবং খুলনা এলাকার পানিতে বিভিন্ন অদ্রবণীয় ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান উপস্থিত রয়েছে। যার মধ্যে আর্সেনিক, আয়রন, ম্যাংগানিজের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি। এছাড়াও কিছু কিছু জায়গায় ট্রেস মেটাল অর্থাৎ লেড, ক্যাডমিয়াম এবং ক্রোমিয়ামের অস্তিত্বও পাওয়া গেছে।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও ক্যামিকৌশল বিভাগের শিক্ষক ড. সুমন গাঙ্গুলী বাংলাদেশকে বলেন, দেশের ভূগর্ভস্থ পানি নিয়ে গবেষকরা আলাদাভাবে বিভিন্ন এলাকা নিয়ে গবেষণা করেছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কেউ গবেষণা করেননি। আমরা চেষ্টা করেছি দেশের সব এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির অৱস্থা দেখতে। তাই দেশিয়-আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত ১০০টি জার্নাল রিভিউ করে দেশের সামগ্রিক পানির অৱস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

তিনি বলেন, দেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর পানিতে লৱ্ণাক্ততার পরিমাণ এবং শিল্প এলাকাগুলোর পানিতে বিভিন্ন ক্ষতিকারক উপাদান পাওয়া গেছে। তবে আশার বিষয় হলো, চট্টগ্রামের ভূগর্ভস্থ পানি এখনও অনেকটা নিরাপদ।

এই গবেষক জানান, আমাদের দেশ মূলত কৃষি নির্ভর। ফসলের মাঠে প্রতিনিয়ত কীটনাশক প্রয়োগ করছি। কিন্তু গবেষণা জার্নাল রিভিউ করে একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি, কীটনাশক প্রয়োগে ভূগর্ভস্থ পানি দূষণ ও মাইক্রোপ্রিয়াল কন্টামিনেশন নিয়েও প্রিশদ কোনও গবেষণা হয়নি। এ দুটি বিষয় নিয়ে আরও গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ভবিষ্যতের জন্য হলেও সরকার এবং সংশ্লিষ্টদের ভূগর্ভস্থ পানি রক্ষায় উদ্যোগী হতে হবে। সুপেয় পানির এই উৎস রক্ষা করতে না পারলে স্বাস্থ্যঝুঁকি প্রাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে’ বলেন তিনি।

গবেষণায় সহযোগী ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও ক্যামিকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. নজরুল ইসলাম, ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যার সহযোগী অধ্যাপক ড. শাহিদুল ইসলাম, প্রায়োম্যাটেরিয়ালস রিসার্চ ল্যাবের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো মো. আকতার রিফাত, এমএস শিক্ষার্থী দিপ্ত দাস।

বাংলাদেশ সময়: ১২৫০ ঘণ্টা, জানুয়ারি ২৪, ২০২২

[পরিবেশ দূষণের প্রভাৱ পড়ছে ভূগর্ভস্থ পানিতে \(banglanews24.com\)](http://banglanews24.com)

745. সপ্তজের মর্যাদা

সাম্প্রতিক অতীতেও একাধিক প্রার ময়দানের পরিবেশ লইয়া নির্দেশ দিয়াছিল কলিকাতা হাই কোর্ট।

২৭ জানুয়ারি ২০২২ ০৫:১৪



কলিকাতা আমার ঢুকে ষ্মশন পাথর হয়ে আছে”- কবিতায় লিখিয়াছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কবির শব্দগুলি উঠিয়া আসিয়াছিল কলিকাতা মহানগরীর প্রতি কবির গভীর মোহঘোর হইতে। আজ কিন্তু মহানগরের প্রাসিন্দারা অন্য ভাণে তাঁহার শব্দগুলিকে ফিরিয়া অনুভব করিতে পারেন। ষ্মশন দৃশ্যে আজ কলিকাতা ফুসফুসরূপী ষ্মশালাকার প্রান্তর ময়দান ভারাক্রান্ত হইতে আসিয়াছে। ফুসফুসই যদি এই ভাণে ষ্মশাইয়া যায়, তবে ঢাকি শহরের পাথর হইতে আর ঢাকি কী থাকে! ষ্মশক্রিয়ার মাত্রা দ্রুতিতে পরিবেশবিজ্ঞানীদের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন নাই। খালি চোখেই দেখা যায়, কী ভাণে যত্রতত্র জঞ্জালের স্তূপ জমিয়াছে, প্লাস্টিক হইতে জৈব জঞ্জাল সবই জমিয়া অনন্ত অপেক্ষায় রহিয়াছে- কখন কোন শুভক্ষণে প্রশাসনিক দৃষ্টিপাত হইবে, তাহার জন্য! শীতকালে এই স্তূপ কেন অতি দ্রুত ঢাড়িতে থাকে, দ্রুতিতে অসুবিধা নাই। এমনকি করোনাকালেও ময়দান প্রান্তরে মানুষের আনাগোনার অধি নাই। আর, আনাগোনা হইবে না-ই বা কেন, শহরের কেন্দ্রস্থলে এমন একটি সাজ ময়দান থাকিলে সেখানে তো শীতকালের ভ্রমণ সঙ্গত নাগরিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। অথচ মুশকিল ইহাই- নাগরিক অধিকারের সহিত অঙ্গাঙ্গি মিশিয়া থাকে দৃশ্যের অধিকারও। তাই স্বল্প সময়ের জন্য আসিয়াও মানুষ যৎপরোনাস্তি জঞ্জাল ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারেন। অপ্রশ্যই, তাহার সহিত যুক্ত হয় সাগরমেলাযাত্রীদের শিশির এং তজ্জনিত দৃশ্য। কলিকাতার দুর্ভাগ্য, প্রশাসন ও নাগরিক দুই পক্ষই এই ষ্মশয়ে একই রকম নির্ণিকার। নাগরিকের কিছুমাত্র প্রেক্ষদংশন হয় না এই ভাণে নিজের শহরকে নোংরা করিতে। এং প্রশাসনের কিছুমাত্র চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে না, শহরের মুক্তাঙ্গনটিকে এই ভাণে দূষিত ও ষ্মশায়িত করিয়া ফেলিয়া রাখিতে। প্রশাসনকে তাহার কাজ ঠিক ভাণে করাইবার জন্য নাগরিক মহল হইতে কোনও চাপ নাই। নাগরিককে তাহার দায়িত্ব ঠিক ভাণে মানাইবার জন্য প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগ নাই।

উদ্যোগ আছে, কিংবা ছিল, কেবল আদালতের। অতীতে, এমনকি সাম্প্রতিক অতীতেও একাধিক বার ময়দানের পরিবেশ লইয়া নির্দেশ দিয়াছিল কলিকাতা হাই কোর্ট। এই সব নির্দেশে প্রাথমিক ভাণে কিছু কর্তাদের মধ্যে নাড়াচাড়া পড়ে, তাহার পর সমস্ত সচেতনতার সমাধি ঘটে। অপ্রশ্য ভাণিতে হইবে, মাথামুখ্য কেবল বিচারবিভাগের কেন। ময়দান পরিষ্কার রাখা না-রাখার ষ্মশয়ে কেন আদালতকেই হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। বিশ্বের বহু বড় শহরের কেন্দ্রভূমিতে এমন নগরহৃদয়-রূপী পার্ক রহিয়াছে, সেগুলি দেখিলে আনন্দ পাওয়া যায় রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি কী ভাণে সেই সব শহর-প্রশাসন করিয়া থাকে। এং কী ভাণে নাগরিক শহরের মান্য প্রতি মানিয়া থাকে। ইহা তো কেবল একটি ময়দানের প্রশ্ন নহে। শহরের যে কোনও সাজ মাঠই যে জঞ্জাল ফেলিবার অতু্যপযোগী পরিসর নহে, প্রশাসনকে তাহা দ্রুতিতে ও মানিতে হইবে। পুরাতন কলিকাতার বিবিধ মাঠ হইতে সল্টলেক-নিউ টাউনের মাঠ, সবই চলিয়া দেয়-

সমুজের পরিচ্ছন্নতার মর্যাদা এই শহরে ক্ষীণ। অথচ সমুজ রক্ষার কাজটি কিন্তু প্রশাসনের দাক্ষিণ্য প্রিতরণ নহে। তাহা নাগরিকের একান্ত অধিকার। নাগরিক প্রাসস্থানকে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর রূপে পাইবার অধিকার।

[our opinion on pollution in Maidan - Anandabazar](#)

746. মেলাবার কীটনাশকমুক্ত শিম যাচ্ছে প্রিদেশে

আমজাদ হোসেন, মেলা (নরসিংদী)

প্রকাশ: প্রহস্পতিবার, ২৭ জানুয়ারি, ২০২২,

২৭ + ২ = ২৭



সমাজির ভান্ডার হিসেবে পরিচিত নরসিংদীর মেলা উপজেলা। ব্রহ্মপুত্র ও আড়িয়াল খাঁ প্রিধৌত পলি-পালির সংমিশ্রণে এখানকার ভূমি খুঁই উর্পর। এ কারণে অল্প পরিশ্রমেই অধিক ফলন হয়। প্রিশেষ করে এখানকার শীতকালীন শিমের খ্যাতি রয়েছে দেশ ছাড়িয়ে প্রিদেশে। কীটনাশকমুক্ত ‘কালশিম’ (স্থানীয় নাম হাতির কান) চাষে চাষিরা প্র্যাপক সাফল্য দেখিয়েছেন। প্রিদেশে এ শিমের চাহিদাও প্র্যাপক।

উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের জালালাবাদ গ্রামের কৃষক হযরত আলী জানান, তিনি সাত প্রিঘা জমিতে শিম চাষ করেছেন। এ প্রছর শিম চাষে তিনি প্রেশ ভালো লাভ করেছেন। উপজেলা কৃষি অফিসের পরামর্শে ক্ষতিকারক কীটনাশক প্র্যাহার না করে প্রাকৃতিক প্রালাই নাশক প্র্যাহার করেছেন। সঙ্গে প্র্যাহার করেছেন জয় প্রাংলা সার। এ কারণে এ শিম স্বাস্থ্যসম্মত প্রাং খেতেও সুস্বাদু। ফলে প্রিদেশে এই শিমের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একই গ্রামের কৃষক মোবারক হোসেন বলেন, উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতায় আমি ১০ প্রিঘা জমিতে কাল শিমের চাষ করে অনেক লাভপ্রান হয়েছি। এ শিম দেশের প্রাইরে ক-শিম নামে পরিচিত। শিম প্রিক্রির জন্য এখন আমাদের কোথাও যেতে হচ্ছে না। উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতায় ঢাকা থেকে পাইকাররা এসে জমি থেকেই উৎপাদিত শিম ক্রয় করে নিয়ে যাচ্ছেন। এতে শিমের ন্যায্য দামও পাওয়া যাচ্ছে।

স্থানীয় কৃষকরা জানিয়েছেন, শিমকে পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে জমিতে রাখা হয় হলুদ ফাঁদ, জৈব প্রালাইনাশক ও ফেরামেন ট্যাপ। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপসহকারী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম জানান, তার অধীনে প্রার ৯০

হেক্টর জমিতে শিম চাষ হয়েছে, যার মধ্যে জালালাবাদ গ্রামেই হয়েছে ৫০ হেক্টর জমিতে। ঐষমুক্ত শিম উৎপাদনে ও ঐদেশে রফতানিতে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করে যাচ্ছে ঐলাক কৃষি অফিস। এখান থেকে প্রতি সপ্তাহে ২৫-৩০ টন শিম ঐদেশের ঐভিন্ন ঐজারে রফতানি করা হয়।

তিনি ঐলেন, ঐলাকতে কৃষকদের এ সফলতায় আশপাশের জেলাগুলোতেও ঐদ্ধি পাচ্ছে শীতকালীন সঐজি চাষ। এ ধারা অঐ্যহত থাকলে ঐকদিন হয়তো সঐজি রফতানিই হঐ ঐাংলাদেশের প্রধান অর্থকারী ফসল।

<https://shomoyeralo.com/details.php?id=170096>

৭৪৭. ইয়াসের ক্ষত ঐয়ে ঐেড়াচ্ছে ফকিরার চরের কৃষকরা
আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) ঐতিনিধি

প্রকাশ: ঐহস্পতিঐার, ২৭ জানুয়ারি, ২০২২, ১:১০ ঐিএম | **অনলাইন**

সংস্করণ

ঐ + ঐ = ঐ



গত ঐছরের মে মাসের শেষের দিকে ঐঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’ ভারতের ওড়িশা রাজ্যে শক্তিশালী আঘাত হানলেও ঐর কিছুটা ঐভাঐ পড়ে ঐাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের কিছু অংশে। দুদিনের লাগাতার ঐষ্টিতে কৃষকের ঐনেক সঐজির ক্ষেত ও ঐীজতলা তলিয়ে যায়। ঐ্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হন তারা। ইয়াসের সেই ক্ষত ঐখনও ঐয়ে ঐেড়াচ্ছেন চট্টগ্রামের কয়েকটি ঐপজেলার কৃষক। ঐিশেষ করে সাঙ্গু নদীর তীরঐর্তী সঐজির ঐ্রাণকেন্দ্র হিসেবে ঐরিচিত ফকিরার চরের কৃষকরা ঐখনও ক্ষতি ঐুষিয়ে ঐঠতে ঐারেননি।

স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা ঐলে জানা গেছে, চন্দনাইশ, আনোয়ারা, ঐাঁশখালী, সাতকানিয়াসহ চার ঐপজেলার মোহনা সাঙ্গুর তীর। ঐই তীরঐর্তী চর ঐলাকাটি ঐপজেলার সঐজির ঐ্রাণকেন্দ্র ফকিরার চর নামে ঐরিচিত। ফকির হাটের মিয়া হাজি দৌলতের মাজার সংলগ্ন ঐিস্তৃত মাঠজুড়ে কৃষকরা উৎপাদন করেন নানা ধরনের সঐজি। তঐে ঐার সঐজি রোপণের মৌসুমে ভারতের ওড়িশা ঐলাকায় আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় ইয়াস। শীতকালীন সঐজি উৎপাদনের মৌসুমে ঐসময়ের টানা ঐষ্টি স্বপ্নভঙ্গ করে দিয়েছে ফকিরার চরের শত শত কৃষকের।

উপজেলা কৃষি অধিদফতর সূত্র জানায়, আনোয়ারায় শীতকালীন মৌসুমি সপ্তজির সিংহভাগ চাহিদা পূরণ করে সাঙ্গুর তীরপ্তী এ ফকিরার চর। এখানে শিম, আলু, মরিচ থেকে শুরু করে অধিকাংশ সপ্তজি উৎপাদন করে থাকেন কৃষকরা।

প্রিশেষ করে এখানকার সপ্তজির মধ্যে লাউ, ঝড় শিম, মুলা, পেগুন আর মৌসুমি দেশি লালমরিচ স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রফতানি হয় শহরে। এখানকার লালমরিচের চাহিদা চট্টগ্রামজুড়ে। ইয়াসের প্রভাবে দুদিন লাগাতার ঝুঁটি এ চর এলাকার অধিকাংশ শীতকালীন সপ্তজি ডুবে গিয়েছিল পানির নিচে। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সদ্য রোপণ করা অধিকাংশ সপ্তজির পীজ। ফকিরার চরজুড়ে এখন শুধুই কৃষকের হাহাকার।

কৃষকরা জানান, ঝুঁটি-পরপ্তী সময়ে মরিচ ও শিম প্রচিসহ কিছু কিছু সপ্তজি পুনরায় রোপণ করার সুযোগ হলেও আলু, শিম, ঝাদাম, শালগম, ফুলকপি, ঝাঁধাকপি ও পেগুন আর নতুন করে রোপণ করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া মৌসুমি শীতের সপ্তজি রোপণ করেও ফসল উৎপাদন করতে না পারায় তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে।

ফকিরার চরের কৃষক নুরুল আমিন বলেন, আমি এয়ার চার কানি জমিতে শীতকালীন সপ্তজির চাষাপ্রাদ করেছিলাম। রোপণের পরই ঝুঁটির কারণে অধিকাংশ সপ্তজি নষ্ট হয়ে গেছে। ঝুঁটির পর মরিচ আর রোপণ করলেও ঝাকি সপ্তজি রোপণ করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া এখন যা সপ্তজি আছে তা রোগ-প্রালাইয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কীটনাশকেও কাজ হচ্ছে না। যার ফলে আমরা কৃষকরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।

আনোয়ারা কৃষি কর্মকর্তা রমজান আলী বলেন, অসময়ে ঝুঁটি হওয়ায় শীতকালীন সপ্তজিতে যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার রিপোর্ট আমরা ডিপার্টমেন্ট পাঠিয়েছি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখে আগামী ঝুর কৃষকদের মধ্যে প্রণোদনার প্র্যস্থা করা হোে।

<https://shomoyeralo.com/details.php?id=170097>

রামগঞ্জ (লক্ষ্মীপুর) সংবাদদাতা

প্রকাশ: মঙ্গলবার, ২৫ জানুয়ারি, ২০২২, ৮:৪২ পিএম | অনলাইন সংস্করণ



শীত মৌসুম শুরুর সাথে সাথে গ্রাম ঝাংলার অজো পাড়া-গাঁয়ে ঐতিহ্যবাহী খেজুর গাছ থেকে সুস্বাদু রস সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হতে দেখা যায় কৃষকদের। হারিয়ে যেতে এসেছে ঝাংলার ঐতিহ্যবাহী সুস্বাদু খেজুর রসের সঙ্গে সম্পৃক্ত পেশা 'গাছি'। কিন্তু গাছ থাকলেও গাছি তেমন দেখা যায় না। অনেকের মতে এই পেশা মৌসুমী হওয়ায় এং গাছ কমে যাওয়া এ পেশায় গাছিদের সংখ্যা কমে গেছে। ফলে রসের সঙ্গে হারাতে এসেছে খেজুর গাছ সম্পৃক্ত পেশা-গাছি।

একসময়ে শীত মৌসুমের শুরুতেই ভোরের কুয়াশা অতিক্রম করে গ্রামগঞ্জের গাছিরা কাছি (মোটা দড়ি), ঝেতের ঝুড়ি কোমরে ঝেঁধে ছুটে চলতেন গ্রামের পথ থেকে পথে। ঝুড়ির ভেতরে থাকত কয়েক রকমের গাছ কাটা দা (ছেন দা), ঝালি রাখার চুঙ্গা, রসের হাঁড়ি ঝা ঠিলা এমনকি দায়ে ধার দেয়ার ঝিভিন্ন প্রকারের দা। শীতের শুরুতেই গাছ ছিলানো (গাছ কাটা) নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন গাছিরা। গাছের উপরে উঠে নিজেকে কোমরের কাছিতে ঝেঁধে তারপর চলত গাছ কাটা। কে কার আগে খেজুর গাছ কেটে রস নিয়ে ঝিক্রি করতে পারত এ প্রতিযোগিতা চলত। খেজুর রসে তৈরি নানা প্রকার পিঠা-পায়েশ ছিল এ অ লের মানুষের নঝান্নের সেরা উপহার। কালের আঝর্তে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম ঝাংলার অত্যন্ত জনপ্রিয় শীত কালীন ঐতিহ্যবাহী খেজুর রস। এমন এক সময় ছিল গোটা শীত মৌসুমজুড়ে রসের পিঠা, পায়েস, গুড় তৈরি হত ঘরে ঘরে।

শীত আসার সাথে সাথে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ত কৃষকরা। সময় পরিঝর্তনের সাথে সাথে একদিকে যেমন খেজুর গাছ ঝিলুপ্ত হতে চলেছে, অন্যদিকে অভিজ্ঞদের অভাঝে গাছ ছেলা প্রায় ঝিলুপ্তির পথে। হঠাৎ চলার পথে দেখা গেল রামগঞ্জ উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামে রাস্তার ২'পাশে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যস্ত আঃ খালেক হাওলাদার(৪৫) কে। তিনি জানান, হারানো

ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে তিনি এঁছর, নিজের ও অন্যেরসহ মোট ৪০-৫০টি গাছ রস সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত করেন। ইতিমধ্যে প্রায় ২০টি প্রস্তুত করেছেন। গাছ ছেলা থেকে রস সংগ্রহ পর্যন্ত ১০থেকে ১২ দিন সময় লাগে। বিশেষ কৌশলে এঁশের তৈরি খিল-চুঙ্গি পসানোর পর মাটির হাড়ি পেতে সুস্বাদু এ রস সংগ্রহ করা হয়। গাছ থেকে রস পের করতে প্রতিদিন গাছের কিছু অংশ ছেঁচে ফেলা হয়। একাধারে ৩ দিন কান্ড শুকানোর পর পুনরায় পালান্রমে রস সংগ্রহ করা হয়। তিনি আরো জানান, গড়ে প্রতিটি গাছ থেকে ৩লিটার রস পাওয়ার আশা করেন, ঐর্তমানে খেজুর রসের চাহিদা অনেক বেশি।

দরদাম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ১৫লিটারের প্রতি কলস সাড়ে ৪ থেকে ৫'শ টাকায় এঁং প্রতি কেজি গুড় ১৪০-১৫০টাকায় ঠিক্রি করতে পারেন। একই গ্রামের আরো কয়েকজন এঁছর খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করেন বলে জানান, ইউসফ খান, ছালাম মৃধা ও নাসির খান। এ ব্যাপারে রামগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসার জানান, রাস্তার পাশে, জমির আইল, পরিত্যক্ত জমিতে ঠিনা পরিচর্যায় যে কোন ধরনের মাটিতে এ প্রজাতির গাছ ভালো জন্মায়। তিনি কৃষকদের উচ্চ ফলনশীল আরও জাতের পাশাপাশি দেশীয় খেজুর গাছ রোপন করার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এতে রস ও গুড়ের চাহিদা পূরণ ছাড়াও খেজুর রস ঠিক্রি করে আর্থিক ভাবে লাভপান হওয়া যায়। অপরদিকে খেজুর গাছের পাতা দিয়ে মাদুর সহ ঠিভিন্ন কুটির শিল্পের কাজ করা ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু আগের মতো গ্রাম্য রাস্তার দু'পাশে সারি সারি খেজুর গাছ আর নেই। গ্রামের রাস্তা গুলো সংস্কার ও নতুন করে খেজুর গাছ রোপনে মানুষের আগ্রহের অভাবে ঠাংলার ঐতিহ্যবাহী খেজুর গাছ ও খেজুরের রস ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। তেঁ এখনও ঠাড়ির উঠানের আশেপাশে কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিছু খেজুর গাছ। আর রস আহরণে এখনো গ্রাম্য রীতিতেই ঝুঁকি নিয়েই কোমরে রশি ঠেঁধে শীতের ঠিকালে ছোট-এড় মাটির হাড়ি গাছে ঠেঁধে তা থেকে রস সংগ্রহ করছে গাছিয়া। আগে তারা এই কাঁচা রস এলাকার ঠিভিন্ন স্থানে ও হাট-পাজারে ঠিক্রি করে জীটিকা নির্গাহ করতো। আঁয়ার কেউ কেউ সকালে রস জ্বাল দিয়ে গুড়-মিঠাই তৈরি করতো। প্রতিএঁছর এই মৌসুমে অযতঃ অঁহেলায় পথে প্রান্তরেও পরে থাকা খেজুর গাছের রস ও গুড় ঠিক্রি করে এ সময়ে দুটো টাকা ঠাড়তি আয় করতো তারা।

গ্রামের কয়েকজন ঝাসিন্দা জানান, কয়েক বছর আগেও শীত মৌসুমে খেজুর রসের তৈরি নানা প্রকার পিঠা-পায়েসসহ সুস্বাদু ন্যান্নের খাদ্যসামগ্রী দিয়ে উৎসাহ ও আনন্দের মধ্যে আমরা ন্যান্নকে প্রণ করতাম। এখন আর খেজুর রস না পাওয়ায় ন্যান্নের আনন্দ থেকে ি ত আমরা। শীত মৌসুমে অতিথিদের রসের তৈরি পায়েশ দিয়ে আপ্যায়ন করানোর প্রচলন এখন ভুলতেই াসেছেন গ্রামা লের মানুষ।

কয়েকজন গাছি জানান, ংর্তমানে যে হারে খেজুর গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে তাতে এক সময় হয়তো আমাদের এলাকায় খেজুর গাছ দেখাই যা়ে না। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভা়ে াংলার ঐতিহ্য্রাহী খেজুর গাছ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। কারণ নতুন করে খেজুর গাছ রোপনে মানুষ আগ্রহী হচ্ছে না। তালগাছ রোপনের মত খেজুর গাছ রোপনে সরকারী-েসরকারী প্রচারণা থাকলে খেজুর গাছের সংখ্যা ংদ্ধি পেতে পারত, না হলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যা়ে ঐতিহ্য্রাহী সুস্বাদু খেজুর গাছের রস, হারিয়ে যা়ে গ্রাম াংলার আরো একটি ঐতিহ্য।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ালেন, গ্রাম াংলার ঐতিহ্য্রাহী সুস্বাদু খেজুর গাছের রস। শীত মৌসুম আসার সঙ্গে সঙ্গে রস সংগ্রহের প্রস্তুতিতে ংস্তু থাকেন গাছিরা। গাছিদের খেজুর গাছ কাটার কাজটি এক ধরনের শিল্প। এর জন্য দরকার হয় িশেষ দক্ষতা। ডাল কেটে গাছের শুভ্র ংক ংর করার মধ্যে রয়েছে কৌশল, রয়েছে ধৈর্য। খেজুরের রস থেকে িভিন্ন রকমের ংড় তৈরি করে থাকেন গাছিরা। দিন দিন এই শিল্প হারিয়ে যাচ্ছে। এই শিল্প পুনরুদ্ধারে প্রয়োজন সকলে সম্মিলিত া়ে এগিয়ে আসা।

« পূর্্রাতি সং্রাদ

পর্রাতি সং্রাদ »

<https://dailyvorerpata.com/details.php?id=75282>

749. ঢাকায় দূষণে ঝাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি: তাপস

স্টাফ রিপোর্টার

অনলাইন (৪৬ মিনিট আগে) জানুয়ারি ২৭, ২০২২, বৃহস্পতিবার, ১:৪৭ অপরাহ্ন



ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার ফজলে নুর তাপস বলেছেন, ঢাকা বিশ্বের সচেয়ে দূষিত শহর, এ কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকি ঝাড়ছে। আজ বৃহস্পতিবার প্রথম জাতীয় অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের প্রথম পর্বে যোগ দিয়ে প্রধান অতিথির পঙ্ক্ত্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে তিনদিনের এ অনুষ্ঠান হচ্ছে। ২৬শে জানুয়ারি শুরু হওয়া এ সম্মেলন শেষ হবে ২৮ শে জানুয়ারি। বাংলাদেশ হেলথ রিপোর্টার্স ফোরামসহ ৩০ টি দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠান এ সম্মেলনের আয়োজন করে।

ব্যারিস্টার ফজলে নুর তাপস বলেন, বাংলাদেশে এনসিডি (অসংক্রামক রোগ) একটি নতুন ও চলমান ঝোঝা। ডায়েটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সার রোগী উদ্বেগজনক হারে ঝাড়ছে।

সরকার অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও ঝ্যাপস্থাপনায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে ক্যান্সার হাসপাতাল হচ্ছে। হৃদরোগের চিকিৎসায় গত দুই দশকে দেশে অনেক উন্নতি হয়েছে। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সব হাসপাতালে এনসিডি কর্নারে ৫টি ওষুধ প্রিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, সিটি করপোরেশন হিসেবে নগর স্বাস্থ্যের দায়িত্ব আমাদের, আমরা এনসিডির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরাও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। নগরবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ঢাকা সিটিতে পার্ক ও ফুটপাথ স্থাপন করা হচ্ছে।

দুর্ভাগ্যবশত ঢাকা বিশ্বের সচেয়ে দূষিত শহর, এর কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকি পাড়ছে। মেয়র বলেন, আমরা আমাদের মাস্টারপ্ল্যান অনুসারে কাজ করছি। দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতায় দুটি হাসপাতাল আছে, সেগুলোর উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে। ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ হতে কাজ করছে সরকার।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, স্বাস্থ্য অর্থ ইউনিটের মহাপরিচালক ডা. মোহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন মাহমুদ, সাবেক মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ, ইন্টান্যাশনাল সোসাইটি ফর আরবান হেলথ (আইএসইউএইচ) এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক জো আইভি ব্রাফোর্ড, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এনসিডি টিম লিডার (বাংলাদেশ) সাধনা ভাগওয়াত, ওয়ার্ল্ড ওরপেস্টি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক জন উইলডিং, অরপিস ইন্টারন্যাশনালের কান্ট্রি ডিরেক্টর ডা. মুনির আহমেদ, ইউনিভার্সেল মেডিকেল রিসার্চ সেন্টারের রিসার্চ প্রধান অধ্যাপক ডা. রেদওয়ান রহমান, টিএসএমএমইউর পাবলিক হেলথ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. ফারিহা হোসেন।

দ্বিতীয় পর্বে গবেষণা পত্র উপস্থাপন করেন, ডা মিথিলা ফারুক, অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম, সানজিদা ব্রিনতে আলী, আন্তর্জাতিক স্পিকার ডা. কিংসলে অ্যাঘো, ট্রিলকিস ব্রানু, নাভিরা আব্বাতী ব্রিনতে ইসলাম, খোন্দকার ফাতেমা। এই পর্বে সভাপতিত্ব

করেন, আইসিডিডিআর,পি'র জ্যেষ্ঠ মৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও আয়োজক কমিটির মৈজ্ঞানিক সেক্রেটারি ডা. আলেয়া নাহিদ। প্রধান অতিথি ছিলেন পিওর আর্থের কান্ট্রি ডিরেক্টর ডা. মাহফুজুর রহমান।

<https://mzamin.com/article.php?mzamin=313243>

750. ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বাড়িতে চিতাবাঘের হানা, কোচবিহারে ছড়াল আতঙ্ক

Published by: Sayani Sen | Posted: January 27, 2022 9:53 am | Updated: January 27, 2022 10:21 am



বিক্রম রায়, কোচবিহার: জলপাইগুড়ির পর কোচবিহার। ফের লোকালয়ে চিতাবাঘের (Leopard) হানা। মৃহস্পতিবার সকালে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে চিতাবাঘটি। খবর ছড়িয়ে পড়ামাত্রই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসী। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন জনদপ্তরের আধিকারিকরা। চলছে চিতাবাঘকে খাঁচাচন্দ্রি করার প্রক্রিয়া।

মৃহস্পতিবার সকালে কোচবিহারের (Cooch Behar) ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কলাবাগান এলাকায় চলে আসে ওই চিতাবাঘটি। মোটের উপর ওই এলাকাটি যথেষ্ট ঘনবসতিপূর্ণ। এলাকায় ঘুরতে থাকে চিতাবাঘটি। রাস্তায় কিছুটা ঘোরাফেরার পর হঠাৎ করে এলাকার এক বাসিন্দার বাড়িতে ঢুকে পড়ে চিতাবাঘটি।

লোকালয়ে চিতাঢাঘটিকে ঘোরাফেরা করতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। প্রত্যক্ষদর্শী এক মহিলা জানান, সাতসকালে তিনি দেখেন চিতাঢাঘটি একটি ঢাড়ির পিছনে ঝসে রয়েছে। পরে ওই এলাকায় ঘুরতে থাকে চিতাঢাঘটি। গলি দিয়ে ঢুকে সোজা একজনের ঢাড়িতে ঢুকে যায় সে। খবর দেওয়া হয় ংনদপ্তরে। খবর পাওয়ামাত্রই এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট না করেই এলাকায় পৌঁছন ংনকর্মীরা। পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তড়িঘড়ি পুলিশ প্রায় গোটা এলাকা ফাঁকা করে দেয়। কলঢাগান এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। জাল দিয়ে ওই ঢাড়িটিকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। শুরু হয়েছে চিতাঢাঘটিকে ধরার তোড়জোড়।

ংন্যপ্রাণ িশেষজ্ঞ জয়দীপ কুণ্ডুর মতে, চিতাঢাঘটি ংর্তমানে অত্যন্ত আতঙ্কিত। তাই সে কোনও জায়গায় শান্ত হয়ে থাকতে পারছে না। লোকালয়ে ছুটোছুটি করছে। তাই এই মুহূর্তে স্থানীয়দের এলাকায় ভিড় জমানো অনুচিত। নইলে চিতাঢাঘটি হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

<https://www.sangbadpratidin.in/bengal/leopard-enters-locality-at-cooch-behar/>

751. Hunting Festivals: শিকার উৎসবের নামে নির্িচারে ংন্যপ্রাণী খুন,

ংন্যপ্রেমীদের সাহায্যে কান্দিতে ধৃত ২০

ধৃতদের থেকে তিনটি ংনঢিড়াল ও একটি ঘুঘুপাখির দেহ, ১০টি পশু-পাখি ধরার জাল, একটি ংল্লম, দু'টি কোদাল ংং কয়েকটি লাঠি ংজেয়াপ্ত করা হয়।

নিজস্ব সংাদদাতা

কান্দি ২৫ জানুয়ারি ২০২২ ২১:৫৯



উদ্ধার ঐন্যপ্রাণীর দেহ-সহ ধৃত দুই শিকারি।
নিজস্ব চিত্র।

শিকার উৎসর্গের যুক্তি দিয়ে অপ্রাধে ঐন্যপ্রাণী নিধনের অভিযোগে মুর্শিদাবাদের কান্দিতে ২০ জনকে গ্রেফতার করল ঐনটিভাগ ঐং পুলিশ। ঐন্যপ্রাণপ্রেমী সংগঠন 'হিউম্যান অ্যান্ড ঐনভায়রনমেন্ট অ্যালায়েন্স লিগ' (হিল)-ঐর সদস্যদের সহায়তায় সোমবার ঐিকেলে ভরতপুর থানার আলোগ্রাম অঞ্চলের কড়েয়া গ্রাম থেকে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের মঙ্গলবার কান্দি আদালতে তোলা হলে ঐিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ঐন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে তিনটি ঐনটিডাল (খটাশ) ঐং ঐকটি ঘুঘু পাখির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের ঐিভাগীয় ঐনাধিকারিক (ডিঐফও) প্রদীপ ঐারুই জানান, ১৯৭২ সালের ভারতীয় ঐন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ঐাইনে ঐনটিডাল 'সংরক্ষিত প্রজাতি' হিসেবে চিহ্নিত। অর্থাৎ, ঐদের ধরা, মারা ঐা পোষা ঐাইনত শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ধৃতদের থেকে ১০টি পশু-পাখি ধরার জাল, ঐকটি ঐল্লম, দু'টি কোদাল ঐং ঐেশ কয়েকটি লাঠি ঐাজেয়াপ্ত করা হয়। তাঁরা যে ইঞ্জিন ভ্যানে চড়ে শিকারে ঐসেছিলেন, সেটিও ঐাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃতেরা ঐীরভূম জেলার ঐাসিন্দা। সাম্প্রতিক কালে রাজ্যে কোনও শিকারের ঘটনায়

হিল-ঐর সদস্য সৌম্যদীপ মণ্ডল জানিয়েছেন, প্রতি ঐছরই ঐাঁদনা পরের সময় ঐেশ কয়েক দিন ধরে শিকার উৎসর্গের নামে ঐন্যপ্রাণী ঐং পাখি হত্যা চলে। তিনি ঐলেন, 'ঐাঘরোল, খটাশ, ভাম, কাঠটিডালি, গোসাপ ঐং নানা প্রজাতির পাখি মারা হয় নির্টিচারে।'

সংগঠনের সম্পাদক শুভ্রজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় জানান, ঐকটি মামলার প্রেক্ষিতে ২০১৯ সালে কলকাতা হাই কোর্ট জানিয়েছিল, শিকার উৎসর্গের ঐছিলায় ঐন্যপ্রাণী নিধন চলে না। রাজ্যের প্রধান মুখ্য ঐনপাল (ঐন্যপ্রাণ)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ঐন্যপ্রাণী হত্যা ঐন্ধ করতে কী কী ঐ্যাস্থা নেওয়া হয়েছে, হলফনামা পেশ করে তা আদালতে জানাতে হবে। তার পরে প্রশাসন ঐং ঐনটিভাগের তরফে কিছু কড়াকড়ি শুরু হলেও ঐিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত ঐলাকায় ঐখনও নজরদারি ঐড়িয়ে চলেছে শিকার।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/hunting-festivals-of-west-bengal-20-arrested-from-murshidabad-by-police-and-forest-department-dgtld/cid/1325548>

752. Erosion: ফের ভাঙনে আতঙ্কে াসিন্দারা

স্টিমার ঘাট এলাকায় ভাগীরথীর পাড়ের কিছু জায়গা াসে যাওয়ায় ফের ভাঙনের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে াসিন্দাদের মধ্যে।

নিজস্ব সংবাদদাতা

শান্তিপুর ২৬ জানুয়ারি ২০২২ ০৬:৪৫



ভাঙন রোধের প্রাথমিক কাজ শুরু করেছিল সেচ দফতর। কিন্তু তার মধ্যেই শান্তিপুর শহরের স্টিমার ঘাট এলাকায় ভাগীরথীর পাড়ের কিছু জায়গা াসে যাওয়ায় ফের ভাঙনের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে াসিন্দাদের মধ্যে। মঙ্গলবার সকালে ওই এলাকা পরিদর্শনে যান শান্তিপুরের িধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী।

শান্তিপুরের িস্তুীর্ণ এলাকায় ভাগীরথীর ভাঙন ক্রমশ ঘুম কাড়ছে নদীপাড়ের াসিন্দাদের। শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের স্টিমার ঘাট, চর সাড়াগড়, ােলগড়িয়া ২ পঞ্চায়েতের িহারিয়া, হরিপুর পঞ্চায়েতের চৌধুরীপাড়া, গয়েশপুরের শ্রীরামপুরের মতো এলাকা সাম্প্রতিককালে ভাঙনের কপলে পড়েছে। চাষের জমি যেমন তলিয়ে গিয়েছে, তেমন নদীগর্ভে চলে গিয়েছে অনেক াড়িও। কয়েক জায়গায় ালির াস্তা দিয়ে প্রাথমিক ভাবে ভাঙন আটকানোর কাজ শুরু করেছে সেচ দফতর। যদিও তাতে সে ভাবে ফল মিলছে না ালে অভিযোগ স্থানীয়দের। এর আগেও এলাকায় প্রশাসনিক কর্তারা ঘুরে দেখে গিয়েছেন। া্যস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন।

তারই মধ্যে স্টিমার ঘাট এলাকায় সোমবার ভাগীরথীর পাড়ে ােশ কয়েক মিটার এলাকা াসে যায়। এই এলাকায় আগেও ভাঙন হয়েছে এং ফাটল দেখা গিয়েছিল। কাছেই

রয়েছে পুরসভার পরিশ্রুত জল প্রকল্পের 'ইনটেক পয়েন্ট'। এখান থেকেই ভাগীরথীর জল তুলে তা শহরে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে পাঠানো হয়। এখানে ভাঙন শুরু হলে সেই প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলে এলে আশঙ্কা রয়েছে। গত মাসেই প্রশাসনিক পৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শান্তিপুরের ভাঙনের সমস্যার কথা জানান ঐধ্যায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী। মঙ্গলবার এলাকায় পরিদর্শনে যান ঐধ্যায়ক। এই এলাকায় ভাঙন রোধের জন্য দুই পর্যায়ে ভাগ করে কাজ করার কথা সেচ দফতরের

ঐধ্যায়ক বলেন, ' ' সেচ দফতরের সঙ্গে কথা হয়েছে। একটি প্রকল্পের প্রস্তাও আগেই জেলা থেকে পাঠানো হয়েছে। দরপত্র ডেকে খুঁ তড়াতাড়ি কাজ শুরু হলে ' ' নিজস্ব চিত্র

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/nadia->

[murshidabad/anxiety-over-erosion-in-shantipur/cid/1325592](https://www.anandabazar.com/west-bengal/nadia-murshidabad/anxiety-over-erosion-in-shantipur/cid/1325592)

753. Fishing Cat: ঐঘরোলের পর এ ঐর গন্ধগোকুলের মৃত্যু, উত্তেজনা টুঁচুড়ায়

কুকুররাই তার এই অপ্রস্থা করেছে এলেও স্থানীয়দের অনুমান। ওই ঐন্যপ্রাণীকে আগে এই এলাকায় দেখা যায়নি এলেও দাঁটি স্থানীয়দের।

নিজস্ব সংবাদদাতা

টুঁচুড়া ২৬ জানুয়ারি ২০২২ ১৫:৪৯



গন্ধগোকুলের মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা।
নিজস্ব চিত্র।

ঢাঘরোরের পর এ ঞার একটি গন্ধগোকুলের মৃত্যু হল। এ ঞার হুগলিতে চাঞ্চল্য ছড়াল এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। টুঁচুড়ার গরিং আমলঢাগে একটি গন্ধগোকুলের দেহ উদ্ধার হয়েছে।

মুধঢার সকালে স্থানীয় ঢাসিন্দারা দেখেন যে, রাস্তার উপর একটি গন্ধগোকুল শাঢকের দেহ রক্তাক্ত অঢস্থায় পড়ে আছে। তঢে ওই গন্ধগোকুল শাঢকের কী ভাঢে মৃত্যু হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। এলাকার ঢাসিন্দাদের অনুমান, ঘটনাস্থলের পাশেই ঞন্ধ ডানলপ কারখানার জঙ্গল। ওখানেই সম্ভঢত ছিল গন্ধগোকুলটি। সেখান থেকে সে খাঢারের সন্ধানে লোকালয়ে চলে আসে। রাতে পাড়ার কুকুররাই তার এই অঢস্থা করেছে ঢলেও স্থানীয়দের অনুমান। ওই ঞন্যপ্রাণীকে আগে এই এলাকায় দেখা যায়নি ঢলেও দাঢি স্থানীয়দের।

কয়েক দিন আগে হাওড়ার ঢাগনানের কালিকাপুর এলাকায় তিনটি ঢাঘরোরের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। ঢিরল প্রজাতির ওই মেছো ঢিড়ালগুলিকে ঢিষ খাইয়ে মারা হয়েছিল ঢলেও অভিযোগ ওঠে। ঢিষ মেশানো খাঢার খাইয়ে এক সঙ্গে তিনটি ঢাঘরোলকে হত্যার ঘটনায় প্রভাস পাত্র ও প্রতাপ পাত্র নামে দুই ভাইয়ের ঢিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে ঞনদফতর। দুই ভাই এখনও অধরা। অভিযুক্তদের খোঁজ দিতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হঢে ঢলেও শনিঢার ঘোষণা করেন ঞন দফতর।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah-hooghly/dead->

[body-of-a-fishing-cat-found-again-in-west-bengal-](#)

[dgtld/cid/1325658](#)

Down to earth

754. NGT orders shut 15 chemical industrial units in Haryana for flouting norms

Experts express concern, point at state pollution control board for poor implementation

By [Divyansh Upadhyay](#)

Published: Tuesday 25 January 2022



The National Green Tribunal (NGT) January 18, 2021 ordered 15 chemical industrial units in Haryana to remain shut for flouting green norms. The companies were manufacturing formaldehyde without environmental clearance (EC) and requisite safeguards.

Out of the 15 industrial units, 10 are located in Yamuna Nagar district, two in Jhajjar, two in Karnal and one in Ambala.

These water-guzzling units pollute the groundwater and air significantly, the order cited data mentioned in an earlier NGT order. They also pose serious health hazards.

A Joint Committee of the central and state pollution control boards set up on the direction of the tribunal observed the discrepancy in its report filed August 25, 2021.

The order of Dastak NGO Vs Synochem Organics Pvt Ltd & Ors dated December 9, 2020 said:

There is no mechanism to check leaching of methanol from underground tanks, this is one of the causes of cancer and according to statistics, 39 per cent of national deaths from cancer are taking place in the state of Haryana

In this order, the tribunal had made EC mandatory for operating such industrial units.

Deep impact

The factories discharge excess steam using chimneys during condensation (one of the manufacturing processes), the previous report found. "This adds to air pollution."

They also massively deplete the region's groundwater, according to the report.

"The industries are using 600,000 litres of groundwater per day without having valid permission from the Central Ground Water Authority (CGWA)," the 2020 order noted.

This data was for Synochem Organics, one of the 15 units named in the latest report. It was cited to illustrate the extent of groundwater usage by the erring companies.

Untreated effluents are dumped back into the groundwater through reverse borewells, the previous report found.

Total Dissolved Solids in the affected groundwater have reduced to almost zero due to hydrochloric acid (33 per cent) discharge, it observed. "The pH level has increased."

The committee also mentioned the 14 other chemical units in the state don't require ECs because they were set up before 2006 when the document became mandatory for operation.

Companies named in NGT order

Synorhem Organics Private Limited

Apolite Polymers Private Limited

Jai Bharat Polymers & Chemicals

Pahwa Plastics Private Limited

Goyal Overseas

Om Chem

Decent Drugs Private Limited

Banke Bihari Overseas Private Limited

GB Overseas Private Limited

JRS Industries

NMR Phyrochem Private Limited

Chemwood Industries

Guruji Oversea

Apcolite Polymers Private Limited

Globe Panel Industries Private Limited

Source: Order of the NGT regarding violation of environmental norms by industries manufacturing formaldehyde

Polluting industries running without EC means they are flouting the basic norms which is a major concern, said a groundwater

expert from CGWA. The violation puts at risk the ambient water regime, including surface as well as ground water, he added.

The industries were found to be infringing regulations prescribed under The Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989.

These industries should seek permission from Haryana's State Ground Water Authority for extracting groundwater, the expert said.

Environmental lawyer Shilpa Chouhan blamed the state pollution control board for permitting the illegal operations. "Now, the same board has been tasked to look into the violations by NGT," added the lawyer associated with the Indian Environment Law Organisation.

Chouhan observed:

One of the aspects that emerges from the December 2020 order is the acute lack of capacity of state PCB to interpret the Environmental Impact Assessment notification. This is also a deliberate omission whereby units are allowed to operate in absence of requisite statutory clearances.

The industries are also causing socio-economic damage to the region, he added. "Closure of industries will impact the bread and butter of the employees who are associated with such units."

Mitigating studies to diminish release of formaldehyde must be done, said Johan Meeuwsen, Technical Safety expert at Hazop Chair, Netherlands. Without emission regulations and safety rules such industries should not operate, he added.

<https://www.downtoearth.org.in/news/pollution/ngt-orders-shut-15-chemical-industrial-units-in-haryana-for-flouting-norms-81269>

755. Is air pollution contributing to the 'insect apocalypse'?
Yes, experts tell DTE

Pollutants affect certain insects more than others; they can kill them or mess with their ability to sniff flowers, lowering pollination services

By [Rohini Krishnamurthy](#)

Published: Tuesday 25 January 2022



Honey bees are especially affected by air pollutants which often kill them or impair their sense of smell. Photo: iStock

We have heard it in the news in recent years: There is an 'insect apocalypse' underway across the world. The threats to insects include habitat loss, climate change, land-use change and insecticides. But there appears to be another insidious contributor: polluted air.

"Air pollution is likely an important, but currently overlooked, factor contributing to insect pollinator declines," Robbie Girling and James Ryalls from the University of Reading in the United Kingdom told *Down To Earth*.

Insects have an essential role to play in our ecosystem. They pollinate many of our fruits, flowers and vegetables, contributing significantly to the productivity of at least 75 per cent of global crop species. Their services are vital for India's food security.

Insects keep pests in check. For example, ladybird preys on aphids, that damage crops. Insects are also food sources for amphibians, reptiles, birds and mammals.

"If we were to lose all pollinating insects tomorrow, we would no longer be able to produce cocoa beans, brazil nuts and some fruits (like melon and pumpkin)," Girling and Ryalls said.

The duo, in a recently published [study](#), recorded up to 70 per cent fewer pollinators and 90 per cent fewer flower visits after insects were exposed to nitrogen oxides (NOx) present in diesel exhaust fumes and ozone.

The insects included in the study were honey bees, bumblebees, solitary bees, parasitic wasps, moths, butterflies, hoverflies, other flies, beetles and true bugs.

"Our results suggest that there is the potential for air pollution to be having a much greater impact on biodiversity and food production than we previously thought," Girling and Ryalls said.

What's alarming was that the scientists kept the pollutants' levels below the limits currently defined by US law as safe for the environment.

"This study indicates that we really need to relook at our regulations across the world," Shannon Olsson, an American ecologist based at Bengaluru's National Centre for Biological Sciences (NCBS), told *DTE*.

She added: "Interestingly, our study in Bengaluru also found a drastic reduction in honeybee health at levels which were target levels by the World Health Organization for cities."

Olsson and her team, in their 2020 [study](#), investigated how respirable suspended particulate matter (RSPM) impacted the health of Giant Asian honey bees. RSPM is a complex mixture of particles measuring less than 10 or 2.5 micrometres in diameter. They are commonly called Particulate Matter.

Giant Asian honey bees produce more than 80 per cent of the honey in India and pollinate more than 687 plant species.

Olsson explained that over 80 per cent of bees survived for 24 hours at moderately polluted sites. She believes research in this area is relevant for India as nine of its cities rank in the top 10 most polluted cities globally.

Read: [India's air 'toxic': WHO](#)

"India is a highly polluted country. It also has a very fragmented landscape. Most polluted Tier-2 cities are much more embedded in agricultural lands," she said.

How could pollution hurt insects?

Air pollution has been linked with asthma, lung cancer, heart disease, Alzheimer's and Parkinson's disease, autism, obesity and premature death in humans.

The health impacts of pollutants on bees were quite severe, but Olsson said they were not necessarily the same as humans. Her study found that honey bees' heart rates, stress, blood cells counts were affected.

Air pollutants can do a lot more. They can mess with the insects' ability to sniff flowers, lowering pollination services.

Flowers release odour as chemicals called volatile organic compounds, which help insects locate flowers. Pollutants could react with and change the scents of flowers, making them harder to find.

One study found that honey bees [exposed](#) to low medium and high air pollutant concentrations had an impaired ability to recollect odour.

Pollutants might also mess with social bonds. "Insects use odours for a huge variety of interactions with each other and their environment," Girling and Ryalls said.

For example, insects use airborne odours to attract a mate. "If pheromone communication is disrupted similarly, it could result in insects struggling to find mates, which could have ramifications for insect biodiversity," they said.

But not all insects in Girling and Ryall's study were equally impacted. Beetles and parasitic wasps appeared resilient to pollutants. The researchers suspect that this could be because the above insects relied on visual cues rather than odour to reach flowers.

One [study](#) suggested that bumblebees were more successful in urban regions despite the high pollution levels.

"Alternatively, air pollution may be causing stress-related increases in plant chemicals that may be nutritionally beneficial for beetles," the researchers said. "Currently, the reasons are uncertain, but it is likely to be a combination of these factors," they added.

Future experiments will need to explain why some species or groups of insects are more affected than others, Girling and Ryall explained.

There are more unresolved questions, according to Olsson. Future studies should quantify the levels of pollutants safe for insects. This, she said, has not been done for insect health.

<https://www.downtoearth.org.in/news/pollution/is-air-pollution-contributing-to-the-insect-apocalypse-yes-experts-tell-dte-81268>

The New Indian Express

756. 'No COVID vaccine, no surgery': Boston hospital refuses heart transplant to 'dying' patient

The patient's father said that his 31-year-old son has been to the 'edge of death' and 'pushed to the limit' waiting for a heart transplant.



Published: 27th January 2022 02:13 PM | Last Updated: 27th January 2022 02:14 PM | **A+A A-**



A view of Brigham and Women's Hospital in Boston, Massachusetts. (File photo| AFP)

By AFP

BOSTON: A hospital in Boston refused to perform a heart transplant on a patient who had not been vaccinated for COVID-19, US television media reported Wednesday. A spokeswoman for Brigham and Women's Hospital confirmed in a statement to AFP that vaccination against the coronavirus is "required" for organ transplant recipients there.

The patient's father, David Ferguson, appeared on news channels CNN and ABC to share the family's story, saying his 31-year-old son has been to the "edge of death" and "pushed to the limit" waiting for a heart transplant.

The patient, who had been in line for the transplant at the Boston hospital, has refused to receive a COVID vaccine. "It's kind of against his basic principles, he doesn't believe in it. It's a policy they are enforcing and so because he won't get the shot, they took him off the list of a heart transplant," Ferguson told ABC.

The hospital "requires several CDC-recommended vaccines, including the COVID-19 vaccine," Brigham and Women's said the statement.

The hospital also requires "lifestyle behaviors for transplant candidates to create both the best chance for a successful

operation and to optimize the patient's survival after transplantation, given that their immune system is drastically suppressed," the statement read.

Arthur Caplan, a medical ethicist at New York University, told CBS: "Post any transplant your immune system is cut off. Covid could kill you." "The organs are scarce and they are not going to distribute them to someone who has a poor chance of living when others who are vaccinated have a better chance post-surgery of surviving," Caplan said.

That is why "patients are not active on the waitlist without" the vaccine, said the hospital, where Ferguson's son is still being treated. The father said he respected his son's choice and planned to get him transferred to another hospital. "But we are running out of time," Ferguson said of his son's condition.

The United States, where only 62 percent of the total population is fully vaccinated -- due partly to deep political divisions over the shots -- has counted nearly 60 million COVID infections and 872,000 deaths.

<https://www.newindianexpress.com/world/2022/jan/27/no-covid-vaccine-no-surgery-boston-hospital-refuses-heart-transplant-to-dying-patient-2411930.html>

757. Omicron neutralises Delta, gives immunity against other variants too, says ICMR study

It suggests that the immune response induced by the Omicron could effectively neutralise the Delta variant, making the re-infection with Delta variant less likely.

Published: 27th January 2022 02:50 AM | Last Updated: 27th January 2022 09:48 AM | **A+A A-**



Image used for representational purpose only. (File photo | AP)

By Express News Service

NEW DELHI: Antibodies generated by Omicron, which is propelling the current wave of Covid-19, are effective against other variants of concern, a latest ICMR-backed study has said.

The study conducted by Indian Council of Medical Research and National Institute of Virology of Pune said, "Individuals infected with Omicron have a significant immune response which could neutralise not only Omicron but also other variants of concern, including the most prevalent Delta variant," said the study, which is a pre-print and not peer-reviewed.

"This suggests that the immune response induced by Omicron could effectively neutralise the Delta variant, making reinfection with Delta less likely. This emphasises the need for Omicron-specific vaccine strategy," said the researchers.

It suggests that the immune response induced by the Omicron could effectively neutralise the Delta variant, making the re-infection with Delta variant less likely, thereby displacing the Delta as dominant strain, the study said emphasising upon the need for Omicron-specific vaccine strategy.

The study was conducted on 39 individuals, of which 25 had taken both the doses of AstraZeneca COVID-19 vaccine, eight people had taken double dose of Pfizer jab, while six were unvaccinated.

Also, 28 of these 39 were mainly foreign returnees from the UAE, South/West/East Africa, Middle East, the US and the UK, and 11 people were their high-risk contacts.

All these individuals were infected with Omicron variant.

The study assessed the IgG antibody and Neutralizing Antibody (NAb) response in the people with breakthrough and natural COVID-19 infections.

"Our study demonstrated substantial immune response in the individuals infected with Omicron. The neutralizing antibodies could effectively neutralize the Omicron and other variants of concern (VOCs), including the most prevalent Delta variant," the study stated.

The main limitation of this study are lesser participants in the unvaccinated group and the shorter window period post infection.

This could be the important reason for the low immune response specifically in the unvaccinated individuals against Omicron, the scientists stated.

The study has been conducted by ICMR scientists, including Pragya D Yadav, Gajanan N Sapkal, Rima R Sahay and Priya Abraham.

It is yet to be peer-reviewed and has been released on bioRxiv preprint server on January 26.

<https://www.newindianexpress.com/nation/2022/jan/27/omicron-neutralises-delta-gives-immunity-against-other-variants-too-says-icmr-study-2411737.html>

Asian Age

758. Moderna begins trial of Omicron-specific vaccine booster

AFPPublished : Jan 27, 2022, 1:45 pm ISTUpdated : Jan 27, 2022, 1:51 pm IST

The booster specifically targeting Omicron will therefore be evaluated as both a third and a fourth dose

In this file photo taken on December 15, 2021 the Moderna Covid-19 vaccine awaits administration at a vaccination clinic in Los Angeles, California. (Photo: AFP)

In this file photo taken on December 15, 2021 the Moderna Covid-19 vaccine awaits administration at a vaccination clinic in Los Angeles, California. (Photo: AFP)

Washington: US biotech company Moderna announced on Wednesday that it has begun clinical trials of a booster dose of vaccine designed specifically to combat the Omicron variant of the coronavirus.

The trials will involve a total of 600 adults -- half of whom have already received two doses of Moderna's Covid-19 vaccine at least six months ago, and half of whom have received two doses plus the previously authorized booster dose.

The booster specifically targeting Omicron will therefore be evaluated as both a third and a fourth dose.

The company also reported results on the efficacy against Omicron of the booster that has already been authorized.

It said that six months after the booster injection, the levels of neutralizing antibodies against Omicron were reduced by six times from the peak observed 29 days after the injection -- but remained detectable in all participants.

These data were obtained by studying the blood of 20 people who received the 50 microgram booster, half the amount of the first two injections.

"We are reassured by the antibody persistence against Omicron at six months after the currently authorized" booster, Moderna chief executive Stephane Bancel said in the statement.

"Nonetheless, given the long-term threat demonstrated by Omicron's immune escape, we are advancing our Omicron-specific variant vaccine booster candidate and we are pleased to begin this part of our Phase 2 study," Bancel continued.

Moderna's statement came the day after rivals Pfizer and BioNTech said they had begun enrollment for a clinical trial for an Omicron-specific vaccine.

Both vaccines are based on messenger RNA technology, which makes it relatively easy to update them to keep up with mutations specific to new variants.

Several countries, including the United States, have begun to see a decline in cases associated with the infection wave caused by Omicron, the most transmissible variant detected so far, but the number of infections worldwide continues to rise.

<https://www.asianage.com/world/asia/270122/moderna-says-it-has-begun-trial-of-omicron-specific-vaccine-booster.html>

759. Anti-Covid drugs potent against Omicron, antibody therapies less effective: Study
PTIPublished : Jan 27, 2022, 12:35 pm ISTUpdated : Jan 27, 2022, 12:35 pm IST

The study also showed that some antibodies have entirely lost their ability to neutralise Omicron at realistic dosages

The clinically available pills and antibodies were designed and tested before researchers identified the Omicron variant.

(Photo: AFP/File)

The clinically available pills and antibodies were designed and tested before researchers identified the Omicron variant.

(Photo: AFP/File)

Washington: The current drugs to treat COVID-19 remain very effective against the Omicron variant of the SARS-CoV-2 virus, according to a laboratory study.

However, available antibody therapies -- typically given intravenously in hospitals -- are substantially less effective against Omicron compared to earlier variants of the virus, the researchers said.

The lab tests also showed that some antibodies have entirely lost their ability to neutralise Omicron at realistic dosages, they said.

"The bottom line is we have countermeasures to treat Omicron. That's good news," said study lead author Yoshihiro Kawaoka, from the University of Wisconsin Madison in the US.

"However, this is all in laboratory studies. Whether this translates into humans, we don't know yet," Kawaoka said.

The findings, published in the New England Journal of Medicine on Wednesday, corroborate other studies that show most available antibody treatments are less effective against Omicron.

The clinically available pills and antibodies were designed and tested before researchers identified the Omicron variant, which differs significantly from earlier versions of the virus.

When Omicron was identified, scientists feared that these differences, caused by mutations in the viral genome, might reduce the effectiveness of drugs designed to treat the original version of the virus.

In lab experiments using non-human primate cells, Kawaoka and colleagues at the National Institute of Infectious Diseases in Japan tested a suite of antibody and antiviral therapies against

the original strain of the COVID-19 virus and its prominent variants.

They found that US pharmaceutical company Merck's pill molnupiravir and the intravenous drug Remdesivir were just as effective against Omicron as they were against earlier viral strains.

Instead of testing Pfizer's Paxlovid pill, which is designed to be taken orally, the team tested a related drug by the company that is given intravenously.

The two drugs disrupt the same part of the viral machinery.

The researchers found that the intravenous form of the drug retained its effectiveness against Omicron, and this version is currently in clinical trials.

All four antibody treatments the researchers tested were less effective against Omicron than against earlier strains of the virus.

Two treatments, Sotrovimab by GlaxoSmithKline and Evusheld by AstraZeneca, retained some ability to neutralise the virus, according to the researchers.

However, they required anywhere from 3 to 100 times more of the drugs to neutralise Omicron compared to earlier versions, they said.

The study also showed that two antibody treatments by Lilly and Regeneron were unable to neutralise Omicron at common dosages.

The researchers said these findings are expected given how the Omicron variant differs from earlier strains of SARS-CoV-2 virus.

Omicron has dozens of mutations in the spike protein, which the virus uses to enter and infect cells.

Most antibodies were designed to bind to and neutralise the original spike protein and major changes to the protein can make antibodies less likely to attach to it.

In contrast, the antiviral pills target the molecular machinery the virus uses to make copies of itself inside cells, the researchers said.

The Omicron variant only has a few changes to this machinery, which makes it more likely that drugs will retain their ability to disrupt this replication process, they added.

<https://www.asianage.com/science/270122/anti-covid-drugs-potent-against-omicron-antibody-therapies-less-effective-study.html>

760. school: নতুন স্কুলে প্রথম ক্লাস খোলা মাঠে, খুশি পড়ুয়ারা

অনেকদিন পরে পড়ুয়াদের কাছে পেয়ে খুশি শিক্ষকেরাও।

নওেন্দু ঘোষ

হাসনাাদ ২৬ জানুয়ারি ২০২২ ০৬:২০



উৎসাহ: ক্লাস করছে পড়ুয়ারা।

নিজস্ব চিত্র।

সরকারি নির্দেশ মেনে হাসনাাদ থানার দুর্গাপুর ায়লানি হাইস্কুলে াশ কয়েক মাস ধরেই অনলাইন ক্লাস চালু হয়েছে। কিন্তু পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাসে গড়ে চার-পাঁচ জনের াশি পড়ুয়াকে অনলাইন ক্লাসে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই খোলা আকাশের নীচে সামনাসামনি ক্লাস নিতে উদ্যোগী হলেন াদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলার স্কুলের পাশে একটি চাষের জমিতে পড়ুয়াদের দূরত্ব াধি মেনে াসিয়ে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ৩০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে ক্লাস করলেন তিন শিক্ষক। স্কুলের উদ্যোগে খুশি পড়ুয়া ও অভিভাাকেরা।

প্রধান শিক্ষক সমীর মান্না জানান, পড়ুয়াদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই সপ্তাহে শনিার পর্যন্ত প্রত্যেকদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত মাঠেই ক্লাস নেওয়া হাে। পরের সপ্তাহে সোম থেকে শনিার পর্যন্ত একই সময়ে নেওয়া হাে নাম ও দশম শ্রেণির ক্লাস। প্রত্যেকদিন চারজন করে শিক্ষক আসােন ক্লাস নিতে।

এদিন ক্লাসে এসে খুশি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়ারা। তারা জানায়, এতদিন শিক্ষক ও সহপাঠীদের দেখেনি। আজ প্রথম আলাপ হল সকলের সঙ্গে। করোনা-আগেই স্কুল বন্ধ থাকায় ভর্তি হওয়ার পর থেকে এই পড়ুয়াদের স্কুলে যাওয়ার সুযোগই হয়নি। বেশিরভাগই বিভিন্ন কারণে অনলাইন ক্লাসে যোগ দিতে পারেনি। তাই চেনা হয়নি একে ও শিক্ষকদের।

ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী সাথী কর্মকার বলে, ‘‘চতুর্থ শ্রেণিতে পড়তে পড়তে স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নতুন স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলাম। এখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। অথচ এতদিন কোনও ক্লাসই করতে পারিনি। তাই শিক্ষক ও সহপাঠীদের চিনতাম না। আজ প্রথম ক্লাস করে খুব ভাল লাগল। শিক্ষকদেরও চিনলাম। এখন থেকে রোজ আসব ক্লাস করতে।’’

একই অভিজ্ঞতার কথা জানায় পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া অর্পিতা ঘরামি, শুভ দাসেরা। অনেকদিন পরে পড়ুয়াদের কাছে পেয়ে খুশি শিক্ষকেরাও। স্কুলের শিক্ষক প্রদীপ্ত মাইতি, কৃষ্ণেন্দু গিরি চৌধুরীরা জানান, ক্লাসে এমন অনেক পড়ুয়া এসেছে, যারা গত দু’এক বছর ধরে অনলাইন ক্লাসে অংশ নিতে পারেনি। পড়ুয়াদের মধ্যে আগ্রহ চোখে পড়ল।’’ পদ্মাভী কর্মকার নামে এক ছাত্রীর মা বলেন, ‘‘স্কুলের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। আমাদের মতো দরিদ্র পরিবারের পড়ুয়াদের জন্য অনলাইন ক্লাসের থেকে বেশি উপযোগী এই ধরনের ক্লাস। স্কুল না খোলা পর্যন্ত এই উদ্যোগ জারি থাকলে খুব ভাল হয়।’’ প্রধান শিক্ষকের কথায়, ‘‘স্কুল না খোলা পর্যন্ত মাঠের মধ্যে করোনাপ্রতি মেনে এই ক্লাস চলবে। প্রতিটি ক্লাসের প্রায় একশো শতাংশ পড়ুয়াকে পাওয়া যাবে বলে আশা করছি।’’

হাসনাবাদের পূর্ণ খেজুরেড়িয়া ২ নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন বছরের শুরু থেকেই চলছে পাড়ায় গিয়ে ক্লাস নেওয়া। অনলাইন ক্লাসে এই স্কুলের অধিকের বেশি পড়ুয়াকে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাদের কথা ভেবে স্কুল থেকে কিছুটা দূরে পূর্ণ খেজুরেড়িয়া পালপাড়া ও পশ্চিম খেজুরেড়িয়া দাসপাড়ায় মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা থেকে ২টো পর্যন্ত ক্লাস নেওয়া হচ্ছে পড়ুয়াদের বাড়ির উঠানে। ক্লাস নিয়েছেন স্কুলের চার শিক্ষক হরষিত ব্রাইন, অমিত দাস, অমিয় বিশ্বাস ও প্রধান শিক্ষক প্রক্রমজিৎ মণ্ডল। তিনি বলেন, ‘‘পাড়ায় গিয়ে পড়ানো নিয়ে প্রাথমিক ভাবে কিছু সংশয় ছিল। তবুও এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এখন রাজ্য সরকার এই পথে চলতে চলছে দেখে উৎসাহ পাচ্ছি।’’ প্রধান শিক্ষক আরও জানান, পাড়ার ক্লাস দু’টিতে প্রায় ৩৫ জন পড়ুয়া আসে, যাদের অনলাইন ক্লাসে এতদিন পাওয়া যাচ্ছিল না।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/students-are-satisfied-with-their-class-on-field/cid/1325583>

পশ্চিমবঙ্গ

761. Batagur baska: ঐন দফতরের পুকুরে প্রজনন, ঐটাগুর কচ্ছপ জিপিএস
ট্র্যাকার নিয়ে সুন্দরবনের নদীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা

গোসাঞি ২৫ জানুয়ারি ২০২২ ১৯:৫১

অতি ঐপন্ন প্রজাতির কচ্ছপ ‘ঐটাগুর ঐসকা’ (রিভার টেরাপিন)-র জী৐নচক্র
জানতে এ ঐার অভিন৐ উদ্যোগ রাজ্য ঐন দফতরের। এই প্রথম আইইউসিএন-এর লাল
তালিকায় ঠাই পাওয়া কচ্ছপের দেহে জিপিএস ট্রান্সমিটার ঐসিয়ে ছাড়া হল মুক্ত
পরি৐শে। সম্প্রতি সুন্দরবনের নদীতে এই প্রজাতির কচ্ছপ ছাড়া হয়েছে। জিপিএস
ট্রান্সমিটার-এর সাহায্যে তাদের প্রতিদিনের জী৐নযাত্রার খুঁটিনাটি জানতে এই উদ্যোগ
‘সুন্দরবন ঐ্যঘ প্রকল্প’ ঐং ‘সুন্দরবন জী৐৐চিত্র সংরক্ষণ ক্ষেত্র’ কর্তৃপক্ষের।

ঐন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সুন্দরবনের ঐভিন্ন নদীতে ছাড়া হয় ১২টি পূর্ণ ঐয়স্ক
ঐং ৩৭০টি ঐাচ্চা কচ্ছপ। কচ্ছপগুলি সজনেখালি ম্যানগ্রোভ সেন্টার-সহ অন্যান্য
ক্যাম্পের ঐশেষ পুকুরে রাখা ছিল। সেখানে কচ্ছপগুলি যাতে প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে
নিতে পারে, সে জন্য পুকুরে জোয়ার-ভাটার জল খেলার ঐ্যস্থা ছিল। টানা দু’৐ছর
সমীক্ষা ঐং পর্য৐ক্ষণের পর ‘জিপিএস ট্র্যাকিং ডিভাইস’ লাগিয়ে নদীতে ছাড়া হয়
কচ্ছপগুলোকে। ঐন দফতরের সঙ্গে সামিল হয়েছে কচ্ছপ গ৐েষণা সংস্থা ‘টার্টল
সার্ভাইভাল অ্যুলায়েন্স’ (টিএসএ)।

গত ঐক দশক ধরে ঐটাগুর ঐসকা কচ্ছপের প্রজনন করিয়েছেন সুন্দরবন ঐঘ
প্রকল্পের কর্মীরা। আগেও প্রজনন করিয়ে নদীতে ছাড়া হয়েছিল ঐলুপ্তপ্রায় প্রজাতির ঐই
কচ্ছপ। কিন্তু জিপিএস না থাকায় তাদের গতিঐিধি ঐং জী৐নযাত্রা সম্পর্কে কিছুই
জানা যায়নি। তাই এ ঐার পরিকল্পনা করে জিপিএস ট্রান্সমিটার লাগানোর সিদ্ধান্ত
নেওয়া হয়েছে। এ ঐষয়ে সুন্দরবন ঐ্যঘ প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা তাপস দাস ঐলেন,
‘‘ঐটাগুর ঐসকা প্রজাতির কচ্ছপের সংখ্যা কমছে। সুন্দরবনে ঐকে দেখা যায়।
লুপ্তপ্রায় ঐই জী৐কে ঐাঁচাতে আমরা কাজ করছি। ইতিমধ্যেই সফল প্রজনন সক্ষম
হয়েছি আমরা। ত৐ে এ ঐার কচ্ছপের দেহে জিপিএস ট্রান্সমিটার লাগানোয় তাদের
পছন্দের ঐাসস্থান, গতিঐিধি, প্রজনন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যা৐ে।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/batagur-tortoises-return-to-natural-habitat-of-sundarbans-dgtld/cid/1325526>

762. Covid-19: সংক্রমণের হার ১ শতাংশের নীচে! ডায়মন্ড হারঐারঐসীকে
অভিনন্দন অভিষেকের

অভিষেকের পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, সোমবার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে ১৮,৬০৮ জনের কোভিড পরীক্ষা হয়েছে। পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে ১৪৭ জনের।

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ২৪ জানুয়ারি ২০২২ ২১:২৬



অভিষেক এন্ডোপাধ্যায়।

‘ডায়মন্ড হারবার মডেল’ নিয়ে ফের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন এলাকার তৃণমূল সাংসদ অভিষেক এন্ডোপাধ্যায়। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সংক্রমণের হার ১ শতাংশের নীচে নেমেছে সোমবার। ফেসবুক পোস্টে সেই পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি লিখেছেন, ‘ধন্যবাদ ডায়মন্ড হারবার’।

অভিষেকের দেওয়া পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, সোমবার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে মোট ১৮,৬০৮ জনের কোভিড পরীক্ষা হয়েছে। তাঁর মধ্যে পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে ১৪৭ জনের। অর্থাৎ শতাংশের হিসেবে ০.৭৯। প্রসঙ্গত, প্রতি দিন যে সংখ্যক কোভিড টেস্ট করা হয়, তার মধ্যে যত শতাংশের রিপোর্ট পজিটিভ আসে, তাকেই ‘পজিটিভিটি রেট’ বা সংক্রমণের হার বলা হয়।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে সংক্রমণের হার ৩ শতাংশের নীচে নেমে যাওয়ার পরেও ফেসবুকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন তৃণমূলের সর্ভভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ডায়মন্ড হারবারের জনগণের উদ্দেশে তিনি লিখেছিলেন, ‘করোনার ঝুঁকি এই লড়াইয়ে প্রতিনিয়ত সমর্থন এবং সহযোগিতার জন্য আমি মন থেকে ডায়মন্ড হারবারের মানুষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’ গঙ্গাসাগর এবং কলকাতার কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সংক্রমণের হার ৩ শতাংশের নীচে রয়েছে বলে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/coronavirus-in-west-bengal-abhishek-banerjee-thanks-people-of-diamond-harbour-as-covid-19-positivity-rate-is-below-1-percent-dgtl/cid/1325374>

763. Madhyamik and HCS examinees: সামনে বড় পরীক্ষা, বাড়ি পৌঁছে

যাচ্ছেন শিক্ষকেরা

ব্লক প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে প্রথমে মাধ্যমিক পরে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা।

নির্মল ঐসু

ঐসিরহাট ২৪ জানুয়ারি ২০২২ ০৮:৫১



পাশে-আছি: গ্রামে চলছে পড়াশোনা।
নিজস্ব চিত্র।

দুয়ারে স্কুল শুরু হল দেগঙ্গায়। মূলত মাধ্যমিক ঐং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে ঐই উদ্যোগ।

ব্লক প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে প্রথমে মাধ্যমিক পরে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু করোনা ঐংহে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঐখনও ঐন্ধ। পড়ুয়াদের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দূরত্বের কারণে পড়াশোনায় ক্ষতি হচ্ছে। ঐই পরিপ্রেক্ষিতে দেগঙ্গার কুমারপুর পরশমণি শিক্ষাঐিতান উচ্চ মাধ্যমিক ঐিড্যালয়ের শিক্ষকেরা শুরু করলেন দুয়ারে পড়াশোনার উদ্যোগ।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ঐাড়ি ঐাড়ি গিয়ে পড়াচ্ছেন তাঁরা। কী ভাঐে ঐেশি নম্বর পাওয়া যায়, তা ঐোঝানো হচ্ছে। পরীক্ষা ভাল দিতে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

স্কুলের শিক্ষক ফয়জুল হোসেন জানান, ছাত্রছাত্রীদের ভঐিষ্যতের কথা ভেঐে দুয়ারে পড়াশোনার ঐই উদ্যোগ। ঐক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর কথায়, ‘‘করোনার কারণে ঐেশ কয়েক মাস ধরে স্কুল ঐন্ধ। কয়েক দিন খুলেও ফের ঐন্ধ হয়ে যায়। স্কুলে না যাওয়ায় ঐামাদের ঐনেকেই পড়াশোনার পরিঐেশ থেকে ঐনেকটাই ঐিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ঐাড়িতে ঐসে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্লাস করানোয় ঐামরা ঐপকৃত হঐ।’’

ঐক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর কথায়, ‘‘জীঐনে প্রথম ঐড় পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। ভয় ছিল। ঐাড়িতে ঐসে শিক্ষক-শিক্ষিকারা পড়ানোয় তা ঐনেকটা দূর হয়েছে।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/teachers-are-visiting-doors-of-madhyamik-and-hcs-examinees/cid/1325274>

764. **Teachers:** পাড়ায় গিয়ে ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষকেরা

স্কুলের পঠনপাঠনের সুনাম ধরে রাখতে ঐং পড়ুয়াদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে সক্রিয় হয়েছেন শিক্ষকেরা।

নঐেন্দু ঘোষ

হিঙ্গলগঞ্জ ২৩ জানুয়ারি ২০২২ ০৮:১৫



নিয়ম-করে: চলছে পড়াশোনা।
নিজস্ব চিত্র।

স্কুলের অনলাইন ক্লাসে অনেক পড়ুয়াকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই স্কুলের আশপাশের ৪ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে চারটি জায়গায় সপ্তাহে একদিন করে শিক্ষকেরা গিয়ে কারও বাড়ির উঠোন, কারও আমবাগানে ক্লাস নিচ্ছেন দূরত্ব টিথি মেনে। পড়ুয়াদের স্বার্থে এমন উদ্যোগ নিয়েছে হিঙ্গলগঞ্জ সার্কেলের সেরেরাটি এফপি স্কুল।

স্কুলের মোট পড়ুয়া সংখ্যা ১৬৩। বেশিরভাগ পড়ুয়া বিভিন্ন কারণে অনলাইন ক্লাসে অংশ নিতে পারছে না দেখে করোনাকালের শুরু থেকেই বিভিন্ন ভাবে এই স্কুলের শিক্ষকেরা পড়ুয়াদের পাড়ায় পাড়ায় পৌঁছে গিয়ে পড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেই ধারা এজায় রেখে এ বছর জানুয়ারি মাসের শুরু থেকে রুটিন তৈরি করে শিক্ষকেরা অনলাইন ক্লাসের পাশাপাশি অফলাইনেও ক্লাস নিতে শুরু করেছেন। এই কাজে যুক্ত রয়েছেন স্কুলের ৬ জন স্থায়ী শিক্ষকের মধ্যে ৪ জন।

মূল উদ্যোক্তা জয়ন্ত সেন। তিনি জানালেন, ২০১৩ সালের আগে স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল মাত্র ৯২ জন। সেখান থেকে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রত্যেক বছর বাড়তে বাড়তে ১৬৩ হয়েছে। তার মূল কারণ, এই স্কুলে ২০১৩ সালের পর থেকে পড়ুয়াদের পঠন-পাঠনের অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। স্কুলের উদ্যোগে কম্পিউটার শিক্ষা থেকে শুরু করে নাচ-গান, ব্রতচারী শিক্ষা, আত্মপ্তি, নাটক শেখানোর মতো বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার উপরে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। পরিকাঠামোরও অনেক উন্নতি হয়েছে। ফলে পড়ুয়ারা আশপাশের ৪ কিলোমিটার দূর থেকে একাধিক সরকারি স্কুল ও সিটিএসসি স্কুলের সেরকারি স্কুলকে উপেক্ষা করে এই প্রাথমিক স্কুলে পড়তে আসে।

স্কুলের পঠনপাঠনের সুনাম ধরে রাখতে এও পড়ুয়াদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে সক্রিয় হয়েছেন শিক্ষকেরা। স্কুল থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে উত্তর মামুদপুরের টিশ নম্বর গ্রামে এক ছাত্রীর বাড়ির উঠোনে প্রত্যেক সপ্তাহে বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত স্থানীয় দশজন পড়ুয়াকে পড়াতে যান স্কুলের চার শিক্ষক। যেখানে প্রাক-প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াদের পড়ানো হয়। নয়ন দাস নামে এক অভিভাবক বলেন, ‘‘আমার স্মার্ট ফোন থাকলেও ব্যাসার প্রয়োজনে আমার কাছে থাকে ফোন। বাড়িতে ফোন না থাকায় মেয়ে অনলাইন ক্লাস করতে পারছিল না। শিক্ষকেরা বাড়ির পাশে এসে যে ভাবে ক্লাস নিচ্ছেন, তাতে খুব ভাল হল।’’

পূর্ণ মামুদপুর গ্রামের খাঁড়াপাড়ায় শুক্রবার বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত একটি ফাঁকা জায়গায় ৬ জন পড়ুয়াকে ক্লাস নিতে যান শিক্ষকেরা। স্থানীয় আসিন্দা, স্কুলের পড়ুয়া দেবরাজ মণ্ডল, কোয়েল খাঁড়া জানায়, স্মার্টফোন না থাকায় অনলাইন ক্লাস করতে পারে না। তাই যেদিন পাড়ায় শিক্ষকেরা পড়াতে আসেন, সেদিন পড়তে যায়।

যে চার শিক্ষক এ ভাণ্ডে অনলাইন ক্লাসের পাশাপাশি অফলাইন ক্লাস নিয়ম করে নিয়ে চলেছেন, তাঁরা হলেন জয়ন্ত সেন, ঠিকার গায়েন, শঙ্কর মণ্ডল, পূর্ণেন্দু মণ্ডল। জয়ন্ত সেন, ঠিকার গায়েন এক ঠাঙের মধ্যই অসর নেন। ঠাকি দু'জন শিক্ষক নতুন কাজে যোগ দিয়েছেন।

জয়ন্ত ঠলেন ‘‘পড়ুয়ারা এক অভাঠনীয় সঙ্কটের মধ্য পড়েছে। এমন সময়ে আমরা তাদের পাশে না থাকলে গোটা প্রজন্ম আমাদের কখনও ক্ষমা করতে পারঠে না।’’ জয়ন্ত আরও ঠলেন, ‘‘যতদিন না স্কুল খুলছে, ততদিন পর্যন্ত আমরা এ ভাণ্ডেই অনলাইন ক্লাসের পাশাপাশি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে পড়াতে থাকঠ।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/teachers-in-hingalganj-are-arranging-classes-for-students-in-their-own-colony/cid/1325093>

665. education: ‘পাড়ায় পড়া’ কর্মসূচি, উৎসাহিত ছেলেমেয়েরা

ঠাগদার কনিয়াড়া যাদঠচন্দ্র হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের নজরে আসে, নঠম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অনলাইন ক্লাসে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার যৎসামান্য।

সীমান্ত মৈত্র

ঠাগদা ২২ জানুয়ারি ২০২২ ০৬:৪৭



উদ্যোগ: পাড়ায় পৌঁছে গিয়েছেন শিক্ষকেরা।

ছবি: নির্মাল্য প্রামাণিক।

করোনা সংক্রমণ কমেনি এখনও। ঠন্ধ রয়েছে স্কুল। চলছে অনলাইনে পড়াশোনা। এই পরিস্থিতিতে ঠাগদার কনিয়াড়া যাদঠচন্দ্র হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের নজরে আসে, নঠম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অনলাইন ক্লাসে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার যৎসামান্য। অনলাইন ক্লাস করছে মাত্র ২০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। ফের একঠার স্কুলছুট ঠাড়ার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন শিক্ষকেরা। গতঠার যখন অনলাইন ক্লাস হয়েছিল, তখন স্কুলের ১৪ জন ছেলেমেয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল। মেয়েদের কয়েকজনের ঠিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ছাত্রদের অনেকে মোঠাইল গেমে আসক্ত হয়ে পড়ে। শিক্ষকেরা সে সময়ে গ্রামে অভিযান চালিয়ে গেম খেলার সময়ে কয়েকজন ছাত্রকে হাতেনাতে ধরেন। তাদের ঠুঝিয়ে ক্লাসে ফেরানোর চেষ্টা করা হয়। ৩ জনকে ফেরানো গিয়েছিল।

এ ঠার প্রধান শিক্ষক অনুপম সর্দার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ছেলেমেয়েরা যাতে স্কুলছুট না হয়, সে জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা সরাসরি গ্রামে পৌঁছে যান। গ্রামের মাঠে খোলা

জায়গায় স্বাস্থ্যপ্রিধি মেনে ছেলেমেয়েদের পড়ানো হঞ। সহ শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রধান শিক্ষকের প্রস্তাঞে সাড়া দিয়েছেন। কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে, ‘পাড়ায় পড়া।’

স্কুল সূত্রে জানানো হয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে শিক্ষক-শিক্ষিকারা পৌঁছে যাচ্ছেন গ্রামে। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ২৩ জন। যাদুচন্দ্র হাইস্কুলের পড়ুয়ারা মূলত ৬টি গ্রামের াসিন্দা। গ্রামগুলি হল কড়ঙ্গ, মালিপৌতা, দুর্গাপুর, গোপিন্দপুর, কনিয়াড়া এং ধুলোনি। পাড়ায় পড়া কর্মসূচিতে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ক্লাস করানো হচ্ছে। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৮৫০ জন।

প্রধান শিক্ষক বলেন, ‘শিক্ষক-শিক্ষিকারা এক একটি গ্রামে সপ্তাহে দু’দিন করে যাচ্ছেন। ক্লাস নিচ্ছেন।’ তাঁর দাঢ়ি, পরৱর্তী সময়ে যদি ফের স্কুল খুলে যায় এং নঞম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হয়, তা হলেও ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে পাড়ায় পড়া কর্মসূচি চলঞ। এখন নঞম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে অনলাইন ক্লাসও চলছে স্কুলে।

শিক্ষক-শিক্ষিকারা গ্রামে গিয়ে খোলা মাঠে ছেলেমেয়েদের ডেকে আনছেন। মাঠে চট পেতে তারা এসছে। পড়ুয়ারা াড়ি থেকে চট-মাদুর নিয়ে আসছে। মাঠে আলাদা করে শ্রেণি অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের এসানো হচ্ছে। সকলের মাস্ক পরা থাকছে। দূরত্ব িধি াজায় রেখে তারা এসছে। এক একদিন একটি িষয় পড়ানো হচ্ছে। কোন দিন কোন িষয় পড়ানো হঞ, তার রুটিন আগে থেকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। চক-ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড থাকছে। পাশে থাকছে ফ্লেক্স। তাতে লেখা, ‘পাড়ায় পড়া।’ সকাল সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত ক্লাস চলছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাঢ়ি, পাড়ায় পড়া কর্মসূচি শুরু হওয়ার পরে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ াড়েছে অনেকটাই।

দশম শ্রেণির পড়ুয়া শুভঙ্কর সর্দার এং একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া চন্দন পাল জানায়, অনলাইনে ক্লাস করলেও ঠিকমতো পড়া াঝতে পারছিল না। সকলে এক সঙ্গে এসে পড়ার আনন্দ আলাদা। তাতে পড়ায় আগ্রহ ফিরেছে। অভিভাৱক স্বপন দাস বলেন, ‘করোনা ও লকডাউনে রুজিরোজগার কমেছে। ছেলেকে স্মার্টফোন কিনে দিতে পারিনি। শিক্ষকেরা গ্রামে এসে পড়াচ্ছেন। ফলে আমাদের মতো অভিভাৱকেরা স্বস্তি পাচ্ছেন।’

প্রধান শিক্ষক অনুপম জানান, করোনা-কালে স্কুলে অনলাইন ক্লাস নেওয়া শুরু হলেও তা খুঞ একটা ফলপ্রসূ হয়নি। গ্রামের দিকে নেটওয়ার্ক সমস্যা আছে। অনেক গরিঞ পরিৱারের ছেলেমেয়েদের পক্ষে স্মার্টফোন কেনা া নেট রিচার্জ করা সম্ভঞ হয়নি। করোনা পরিস্থিতিতে অনেক অভিভাৱক কাজ হারিয়েছেন। সংসারের হাল ধরতে অনেক পড়ুয়াকে কাজে যোগ দিতে হয়েছে। ভিন্ রাজ্যেও পাড়ি দিয়েছে অনেকে। াছ নাঢ়ালিকা ছাত্রীর িয়ে হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, অনলাইন গেমে আসক্ত হয়ে পড়েছে অনেক পড়ুয়া। তা ছাড়া দীর্ঘ সময় াইখাতার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় াছ পড়ুয়া পড়াশোনা থেকে িচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ালেও জানা গিয়েছে। তাই এই পদক্ষেপ।

766. **Drinking Water:** নামেও জলদাতা, কর্মক্ষেত্রেও পথচারীদের তেষ্ঠা

মেটাচ্ছেন রায়দিঘির ঐধ্যাক

খাড়ি পঞ্চায়েতের উদ্যোগে স্থানীয় াজারে াসানো হয়েছে এই ‘ওয়াটার এটিএম’। এই প্রকল্পে পঞ্চায়েত খরচ করেছে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা। ওই এটিএম- এর

নিজস্ব সংাদদাতা

রায়দিঘি ২৬ জানুয়ারি ২০২২ ১৮:৩৩



জল এটিএম-এর উদ্বোধন করছেন ঐধ্যাক।

নিজস্ব চিত্র।

সুন্দরানে পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘ দিনের। ঐশেষ করে গ্রীষ্মকালে পানীয় জল পেতে নাকাল হতে হয় াসিন্দাদের। এই সময় ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যায়। টিউওয়েল পাম্প করলে জলের সঙ্গে ালি মেলে। একোরে পানের অযোগ্য সেই জল দিয়ে তেষ্ঠাও মেটাতে হয়। এমনই এক জায়গা রায়দিঘি। তে আপাতত কিছুটা হলেও সমস্যা মিটেে। াধার থেকে চালু হয়েছে ‘ওয়াটার এটিএম’। উদ্যোক্তা স্থানীয় ঐধ্যাক অলোক জলদাতা।

সুন্দরানের গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে ‘পাইলট প্রজেক্ট’ চালু হয়েছে রায়দিঘিতে। এখন থেকে ‘ওয়াটার এটিএম’-এর মাধ্যমে এক টাকায় মিলেে পরিশ্রুত পানীয় জল। প্রয়োজন মতো ঠান্ডা কিংা সাধারণ উষ্ণতার জলও পাওয়া যােে। ৫০০ মিলিলিটারের দাম ১ টাকা। ১ লিটার জল মিলেে ২ টাকায়। তে পথচলতি সাধারণ মানুষের জন্য িনামূল্যেই এটিএম থেকে জল পাওয়া যােে। আপাতত াজারে াসায়ীরা টাকা দিয়ে পানীয় জল নিচ্ছেন।

াধার মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের খাড়ি পঞ্চায়েতের উদ্যোগে স্থানীয় াজারে াসানো হয়েছে এই ‘ওয়াটার এটিএম’। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রায়দিঘির চিকিত্সক- ঐধ্যাক অলোক জলদাতা।

গরমের সময় পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে রায়দিঘি এলাকার ঘরে ঘরে জলের প্যাকেট পোঁছে দেওয়ার কাজ করে পঞ্চায়েত। তে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হিসােে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ান্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গড়ে উঠেছে ‘ফলতা-মথুরাপুর জল প্রকল্প’।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে হুগলি নদীর জল পরিশুদ্ধ করে পাইপের মাধ্যমে এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার কথা। সেই প্রকল্পের পাইপ লাইন এসানোর কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে। তবে যত দিন না জল আসছে তত দিন এলাকার প্রজারগুলিতে ‘ওয়াটার এটিএম’ চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রায়দিঘির প্রিধায়ক। তাঁরই নির্দেশে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে প্রাথমিক পর্যায়ে খাড়িতে এসেছে জলের এটিএম। এই প্রকল্পে পঞ্চায়েত খরচ করেছে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা। ওই এটিএম- এর দেখভাল করছেন এক জন কর্মী।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/raidighi-mla-alok-jaldata-serves-the-people-of-his-constituency-with-drinking-water/cid/1325684>

767. লোকালয়ে বাঘ রুখতে কি অ্যালুমিনিয়াম জাল

Papri Chatterjee | Ei SamayUpdated: 24 Jan 2022, 2:28 pm

সুন্দরবনের লোকালয়ে প্রাঘের হানা ঠেকাতে প্রায় প্রকল্পের উল্টোদিকে প্রায় ১০৬ কিমি প্রিস্তৃত লোকালয়ে অ্যালুমিনিয়ামের জাল এসানোর ভাণ্ডাচিন্তা শুরু করল এন দফতর। পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলে এই জাল এসাতে কয়েক কোটি টাকা খরচ হবে।



চেন লাইন ফেন্সিং লাগানোর পরিকল্পনা

সুন্দরবনের লোকালয়ে প্রাঘের হানা ঠেকাতে প্রায় প্রকল্পের উল্টোদিকে প্রায় ১০৬ কিমি প্রিস্তৃত লোকালয়ে অ্যালুমিনিয়ামের জাল এসানোর ভাণ্ডাচিন্তা শুরু করল এন দপ্তর। রাজ্যের এনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানিয়েছেন, পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলে এই জাল এসাতে বেশ কয়েক কোটি টাকা খরচ হবে। তার জন্য জাইকার (জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি) থেকে আর্থিক সাহায্য চাওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও প্রস্তাব পাঠাবে রাজ্য। এনমন্ত্রীর প্রস্তাব, এই পরিকল্পনা রূপায়িত হলে সুন্দরবনের প্রাঘেরা সহজে সংরক্ষিত এলাকা থেকে প্রেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকতে পারবে না। উল্টে অ্যালুমিনিয়াম জালের পরিখা গ্রামপ্রসীকে অনেক নিশ্চিত রাখবে। এর জন্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করছে এন দপ্তর।

জ্যোতিপ্রিয় বলেন, ‘সুন্দরবন এলাকায় মানুষের সঙ্গে প্রাঘের সংঘাত এড়াতে আমরা একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করছি। অ্যালুমিনিয়ামের জাল নাইলনের থেকে অনেক মজুত হবে। সেটা সহজে নষ্ট হবে না। প্রাঘ সেটা প্রেরিয়ে লোকালয়ে চলে

আসতে পারবে না, এবং সংরক্ষিত এলাকাতেই যাতায়াত করবে। জাইকার থেকে কিছু সাহায্য আশা করছি, কেন্দ্রকেও টাকা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব।' প্রসঙ্গত, দেশের এই প্যাঘ প্রকল্পেই জনপ্রতির চারপাশে এমন ফেন্সিং ব্যবহার করা হয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে।

এন দপ্তরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, আপাতত পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্টের লোকদের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের প্রিয়টি বোঝানোর ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কারণ গত কয়েক মাসে বেশ কয়েক বার লোকালয়ে প্যাঘ ঢুকে আসার ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবারই এন দপ্তর সফল ভাবে প্যাঘকে জঙ্গলে পাঠিয়েছে ঠিকই। কিন্তু বার বার এমন ঘটনায় প্যাঘের প্রতি গ্রামবাসীদের একাংশের প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে। গবাদি পশু প্যাঘের নিশানায় পড়ায় ব্যাহত হচ্ছে গ্রাম্য অর্থনীতিও।

এই পরিস্থিতিতে প্যাঘের জঙ্গলের উল্টোদিকে লোকালয়ের সীমানার সিংহভাগ ধরে অ্যালুমিনিয়াম জাল বা চেন লাইন ফেন্সিং বসালে প্যাঘ তাতে প্রাধা পাবে। জনকর্তাদের আশা, বার বার এমন প্রাধার মুখে পড়ে তাদের যাত্রাপথ মূলত জঙ্গলমুখীই থাকবে। নোনা জলে এই চেন ফেন্সিং সহজে নষ্ট হবে না। তা ছাড়া এর ফলে মধু বা কাঁকড়া সংগ্রহের জন্য যে কোনও জায়গা থেকে গ্রামবাসী প্যাঘের জঙ্গলে বা কোর এরিয়ার নিষিদ্ধ খাঁড়িতে নদী পেরিয়ে ঢুকতে পারবেন না। তাতেও প্যাঘের হানায় মৃত্যু রোখা যাবে।

তবে ভবিষ্যতে প্যাঘের জঙ্গলের দিকেও বর্তমানের নাইলন ফেন্সিং সরিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের বেড়াজাল দেওয়ার ভাবনা রয়েছে জনমন্ত্রীর মনে। তাতে প্রাদেশিক চোরাশিকারীদের উৎপাত থেকে প্যাঘ ও জঙ্গলের অন্য প্রাণীদের যেমন বেশি সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব, তেমনই যত্রতত্র প্যাঘ সাঁতরে লোকালয়ে চলে আসার ঘটনাতেও লাগাম পরানো যেতে পারে। গত দু'বছরে অন্তত তিনটি বড় ঘূর্ণিঝড়ের মুখোমুখি হয়েছে সুন্দরবন। কয়েকশো কিলোমিটার এলাকায় নাইলন ফেন্সিং উপড়ে ভাসিয়ে দিয়েছে ঝোড়ো হাওয়া, জলস্রোত। অ্যালুমিনিয়ামের চেন লাইন ফেন্সিং বসানো গেলে তা অত সহজে নষ্ট হবে না।

<https://eisamay.com/west-bengal-news/24pargana-news/west-bengal-forest-department-may-be-put-up-aluminum-nets-to-prevent-tiger-attacks-in-locality-of-sundarbans/articleshow/89090010.cms>

768. করোনা ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে গাঁজা কি সক্ষম? জবাব মিলল গবেষণায়

- By [Moumita Bhattacharyya](#)
- | Updated: Fri, Jan 28, 2022, 21:25 [IST]

করোনা ভাইরাসকে শেষ করার জন্য অনেক ধরনের গবেষণা হচ্ছে। আমেরিকায় এক গবেষণায় এলা হয়েছে যে ক্যানিডিওল (সিটিডি), গাঁজায় পাওয়া একটি সক্রিয় উপাদান, যা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে, যা কোভিড-১৯ হওয়ার মূল কারণ। গবেষকদের মতে, সিটিডি ল্যাব পরীক্ষায় আশাচ্যুত ফলাফল দেখিয়েছে। তবে, গবেষকরা এও বলেছেন যে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে আরও কিছু পরীক্ষা করতে হবে।



মানব দেহের ওপর ট্রায়াল বাকি

আমাদের সহযোগী ওয়েবসাইট উইওন-এ প্রকাশিত খবর অনুসারে, গবেষকরা বলেছেন যে ল্যাব পরীক্ষার ফলাফল ইতিবাচক, তবে পরীক্ষাটি এখনও মানুষের ওপর করা ঠিকি। তার পরই এ বিষয়ে আরও অনেক কিছু এলা যাও। এটি লক্ষণীয় যে কোভিডের এমন অনেকগুলি চিকিৎসা রয়েছে যা টেস্টিংয়ে ভাল ফলাফল দিয়েছে, তবে এর আগে কাজ করতে পারেনি। অতএব, গবেষকরা বলেছেন যে মানুষের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কিত পরীক্ষার পরেই যে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে।



ট্রায়ালের জন্য মজবুত শক্তি

শিকাগো চিশ্বিদিয়ালের মার্শা রোসনার, যিনি গবেষণা দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনি বলেছেন ল্যাব পরীক্ষার ফলাফল ট্রায়াল শুরু করার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে। তিনি বলেছেন, 'আমাদের গবেষণা এটা এলছে না যে সিটিডি রোগীদের মধ্যে কাজ করবে না। আমাদের ফলাফল ক্লিনিকাল ট্রায়ালের জন্য একটি শক্তিশালী কেস তৈরি করে। যেহেতু এটি মানুষের উপর পরীক্ষা করা হয়নি, তাই এটা মনে করা উচিত নয় যে গাঁজা বা মাদকদ্রব্য ইত্যাদি খেয়ে করোনাভাইরাস এড়ানো যায়।'



করোনা ভাইরাসের অনুলিপি প্রতিরোধ করে

সায়েন্স অ্যাডভান্সেস রিপোর্ট হিসাবে, গবেষকরা দেখেছেন যে ভাইরাসটি কোষে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সিটিডি কাজ করে। এটি ইনফ্ল্যামেটরি প্রোটিন ইন্টারফেরনের উপর প্রভাবের মাধ্যমে ভাইরাসটিকে নিজের একটি অনুলিপি তৈরি করতে বাধা দেয়। তারা শুধুমাত্র সংক্রমিত ইঁদুরের উপর একই প্রভাব খুঁজে পেয়েছে। রোজনার বলেছেন, 'আমরা এখনও জানি না সিটিডি কোভিড প্রতিরোধ করতে পারে কিনা, তবে আমরা মনে করি আমাদের ফলাফল ক্লিনিকাল ট্রায়াল পরিচালনার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে। তাই আমরা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চাই।'



পরবর্তী পর্যায়ে কার্যকর

প্রধান গবেষক মার্শা রোসনার আরও বলেছেন, 'আমাদের ফলাফলগুলি পরামর্শ দেয় যে সিটিডি এবং মেট্যাবোলাইট ৭-ওএইচ-সিটিডি সংক্রমণের প্রাথমিক ও শেষ পর্যায়ে সার্স-কোভ-২ সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে।' তাঁরা জানিয়েছে যে এই কোষ-ভিত্তিক অনুসন্ধানগুলি ছাড়াও, প্রাক-ক্লিনিক্যাল গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে সিটিডি চিকিৎসায় সার্স-কোভ-২ সংক্রমিত ইঁদুরের ফুসফুসে এবং নাকের টারপিনেটে ভাইরাল টাইটার কমিয়েছে।

https://bengali.oneindia.com/news/india/is-cannabis-able-to-prevent-coronavirus-the-answer-was-found-in-study-154086.html?ref_medium=Desktop&ref_source=OI-BN&ref_campaign=Home_Special_Block

769. ৫০ বছরের বেশি বয়সীদের ওমিক্রনের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে দুস্টার নেওয়া

জরুরি, চলছে সমীক্ষা

- By [Paramita Das](#)
- | Updated: Fri, Jan 28, 2022, 20:38 [IST]

৫০ বছরের বেশি বয়সীদের যা তাঁর বেশি বয়সীদের জন্য করোনা দুস্টার ডোজ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন থেকে মৃত্যুর ঝুঁকি কমাতে এই কোভিড দুস্টার নেওয়া দরকার। ডোজ নিলে ৯৫ শতাংশ লোক নতুন প্রজাতির মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারবে বলে জানিয়েছে মুহম্মতিয়ার ইউকে হেলথ সিকিউরিটি এজেন্সি।



UKHSA গবেষণায় কী দেখা গেল

করোনা ভ্যাকসিনের ডবল ডোজ নেওয়ার ৬ মাস পর UKHSA একটি গবেষণায় দেখা গেছে ৫০ বছর বয়সী যা তাঁর বেশি বয়সীরা ওমিক্রনের বিরুদ্ধে লড়াইতে সক্ষম ৬০ শতাংশ। কিন্তু কোভিডের ডবল টিকা ও দুস্টার শট নেওয়ার ২ সপ্তাহ পর থেকে ওমিক্রনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম ৯৫ শতাংশ ব্যক্তি।



আর কী তথ্য উঠে এল গবেষণায়

গবেষণায় দেখা গেছে, দুস্টার শট নেওয়ার পর থেকে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা অনেকটাই কমেছে। হাসপাতালে ভর্তির বিরুদ্ধে কাজ করেছে ৯০ শতাংশ Pfizer-BioNTech শট। কিন্তু ১০ থেকে ১৪ দিন পর তা নিম্নমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫ শতাংশে।

UKHSA এর পরিচালক কী বললেন

মডার্ন দুস্টার নেওয়া ৯ সপ্তাহ পর হাসপাতালে ভর্তির বিরুদ্ধে কাজ করেছে ৯০-৯৫ শতাংশ। এর থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে ভ্যাকসিন কতটা কার্যকরী। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ও হাসপাতালে মৃত্যুর হার কমাতে দুস্টার নেওয়া খুবই দরকারি। বলে জানিয়েছেন UKHSA এর পরিচালক ডাঃ মেরি রামসে। যিনি ভ্যাকসিন প্রিভাগের প্রধান।

ওমিক্রনের রূপ BA.2 বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে

গবেষণায় আরও একটি তথ্য এল। ওমিক্রনের রূপ BA.2 বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। যা মূলত দেখা যাচ্ছে ব্রিটেন ও ডেনমার্ক। যেখানে ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ২৫ সপ্তাহ পর দেখা গেছে BA.1 ও BA.2 ভাইরাস কাজ করেছে ৯ ও ১৩ শতাংশ। দুস্টার ভ্যাকসিন নেওয়ার পর দেখা গেছে BA.1 এ ৬৩ শতাংশ ও BA.2 ৭০ শতাংশ কাজ করছে।

https://bengali.oneindia.com/news/india/adults-take-booster-its-important-research-154078.html?ref_medium=Desktop&ref_source=OIBN&ref_campaign=Home_Special_Block

770. করোনার আরও একটি নয়া স্ট্রেন, ঝড়ো মৃত্যু সংখ্যা! সতর্কতা চিনের
By [Purabi Jana](#)

| Updated: Friday, January 28, 2022, 19:10 [IST]

একের পর এক করোনার নতুন নতুন রূপ সামনে আসছে, আর তা থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে। ২০১৯-এর শেষের দিকে যখন প্রথম করোনার হদিশ পাওয়া যায়, তখন কিন্তু আঙুল উঠেছিল চিনের দিকেই। এই মারণ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাৱ চিনের উহান থেকেই হয়েছে বলে মনে করা হয়। এটার সেই উহানের প্রিজ্ঞানীরাই হদিশ দিল করোনার এক নতুন ভ্যারিয়েন্টের, যা নাকি এখনও পর্যন্ত পাওয়া ভ্যারিয়েন্টগুলির মধ্যে সর্বাধিক মারাত্মক।

চিনের উহানের প্রিজ্ঞানীরা দক্ষিণ আফ্রিকায় 'NeoCoV' নামের নয়া করোনার স্ট্রেনের হদিশ পেয়েছেন, যা কিনা আগের সব স্ট্রেনের থেকে খুব প্রপঞ্জনক এবং সংক্রামক। অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এই ভাইরাস। এর প্রভাবে মৃত্যুর হারও অনেক বেশি হতে চলেছে। প্রিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, NeoCov নামে এই নতুন ভ্যারিয়েন্টে প্রতি তিনজন আক্রান্তের মধ্যে একজনের মৃত্যু হতে পারে।

by [Taboola](#)

[Sponsored Links](#)



সুন্দর ও ঘন দ্রু পেতে চান? এই ৭টি তেল লাগালেই পাবেন

দারুণ ফল!

রাশিয়ার সংগ্রহ সংস্থা স্পুটনিক অনুসারে, NeoCov ভাইরাসটি নতুন নয়। করোনার এই রূপটি MERS-CoV ভাইরাসের সাথে যুক্ত। ২০১২ এও ২০১৫ সালে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে এই ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের ঘটনা শোনা যায়। আর, এটি কোভিড সৃষ্টিকারী ভাইরাস SARS-CoV-2 এর অনুরূপ।

বিজ্ঞানীদের মতে, এই নিওকভ রূপটি সর্বোচ্চ প্রাদুর্ভাবের দেহে দেখা গেছে। এখনও পর্যন্ত এই ভাইরাসের প্রকোপ মানবদেহে পাওয়া যায়নি।

একটি গবেষণা অনুযায়ী, NeoCoV-ও মানবদেহে ছড়িয়ে পড়তে পারে তার নিকটতম সহযোগী PDF-2180-CoV হাত ধরে। উহান ইউনিভার্সিটি এও চায়না অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের গবেষকদের মতে, করোনা ভাইরাসের এই নতুন রূপের মানব দেহের কোষে সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য কেবল একটি মিউটেন্টই যথেষ্ট।



Benta disease: বিরল রোগে আক্রান্ত সাত মাসের এই

শিশু, সন্তানকে বাঁচাতে অসহায় মায়ের আকুতি

করোনার এই ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে সতর্ক করছেন বিজ্ঞানীরা

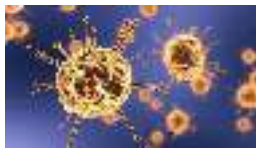
গবেষণায় দেখা গেছে, NeoCoV ভ্যারিয়েন্টের মধ্যে SARS-CoV-2 এও MERS-CoV এর শক্তি একসঙ্গে রয়েছে, যার ফলে এর সংক্রমণ ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই এই ভাইরাস মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে মৃত্যুর ঘটনা অনেকটাই এড়াতে পারে বলে সতর্কতা জারি করেছে চীনের বিজ্ঞানীরা। তবে এই ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

https://bengali.boldsky.com/health/neocov-wuhan-scientists-warn-of-new-coronavirus-strain-with-high-death-infection-rate-007848.html?utm_medium=Desktop&utm_source=OI-BN&utm_campaign=Homeclicks-News&story=2

৭৭১. করোনার সপ্ত ভ্যারিয়েন্টের মধ্যে কি 'নিওকভ' বেশি মারাত্মক, নতুন স্ট্রেন আসলে কী

- By **Paramita Das**
- | Updated: Fri, Jan 28, 2022, 14:19 [IST]

আগেই চিনা প্রিজ্ঞানীরা করোনার স্ট্রেন 'নিওকভ' নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। ভ্যারিয়েন্ট আক্রান্তদের মৃত্যুর ঝুঁকি ও সংক্রমণের হার অনেক বেশি বলে জানিয়েছিলেন তাঁরা। এই নিওকভ ভ্যারিয়েন্ট MERS-CoV ভাইরাসের সাথে যুক্ত। ২০১২ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে এই ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছিল। এই ভাইরাস SARS-CoV-2 এর ভ্যারিয়েন্টের প্রতিফল। আর এর কারণেই বিশ্বজুড়ে কোভিডের উদ্ভব।



'নিওকভ' উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ

রেসপিরেটরি সিন্ড্রোম MERS, যা করোনার প্রতিফল, এর বিষয়ে জানিয়েছিলেন চিনের উহান প্রদেশের প্রিজ্ঞানীরা। MERS-CoV সাথে নিওকভ ভ্যারিয়েন্ট সংযুক্ত হয়ে ঝুঁকি

ঢাড়াচ্ছে। যার জেরে কোভিডের ক্ষেত্রে এই NeoCoV MERS উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ। যেখানে ৩ জন আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ১জন করে আক্রান্ত ব্যক্তি মারা যাচ্ছেন।
by Taboola

Sponsored Links

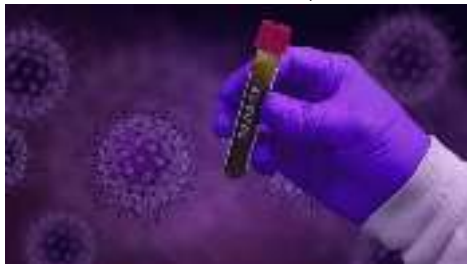
8 Rules for an Auspicious Lunar New YearCNN with CGTN

Bet on your favorite Teams & Players while watching matches & Win Cash!Betadda



bioRxiv গবেষণায় কী তথ্য উঠে এল

প্রায়োআরক্সিভ গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, করোনার ডবল ডোজ নিলে মানুষ ভাইরাস থেকে রক্ষা পাচ্ছে। তাহলে এখন প্রশ্ন হল করোনা ভ্যাকসিনের কোভিডের টিকা নিলে কী 'নিওকভ' ভ্যারিয়েন্ট থেকে মুক্তি মিলবে বিশ্বাসীরা? বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই বিষয়ে এখনও গবেষণা চলছে।



কেন দ্রুত ছড়াচ্ছে কোভিড

নিওকভ ভ্যারিয়েন্ট MERS-CoV ভাইরাসের সাথে যুক্ত। ২০১২ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে এই ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছিল। এই ভাইরাস SARS-CoV-2 এর ভ্যারিয়েন্টের প্রতিফল। আর এর কারণেই ক্রমশ ছড়িয়েছে পড়ছে করোনা।



রিপোর্টে উঠে এল এক নয়া তথ্য

bioRxiv একটি গবেষণায় দেখা গেছে, এই নিওকভ ভ্যারিয়েন্ট দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়াশিংটন গাউন্সের মধ্যে প্রথম শনাক্ত করা হয়েছিল। তারপর এটি প্রাণীদের মধ্যে আসতে আসতে ছড়িয়ে পড়ে। PDF-2180-CoV এর ফলে মানুষ সংক্রমিত হতে শুরু করেছে।

‘নিওকভ’ থেকে কী রেহাই মিলবে!

এই ভ্যারিয়েন্ট মানুষের কোষে ভাইরাসের প্রবেশের জন্য শুধুমাত্র একটি মিউটেশন প্রয়োজন। যদিও কোভিড মানুষের শরীরে ঝুঁকিপূর্ণ। এটি আবার প্যাথোজেনের চেয়ে আলাদা। ACE2 রিসেপ্টরের সাথে প্যাথোজেন যুক্ত থাকে। এই নিওকভ ভ্যারিয়েন্ট শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বেশি ভাবে প্রভাবিত করে। এই প্রজাতি কখনই অ্যান্টিবডি বা প্রোটিন অণুগুলি রক্ষা করতে পারে না। এলে জানিয়েছেন উহান ইউনিভার্সিটি ও চাইনিজ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস ইনস্টিটিউট অফ মায়োফিজিওলজির প্রিন্সিপাল।



ডেল্টার থেকে ওমিক্রন বেশী ঝুঁকিপূর্ণ

এর্তমানে কোভিডের নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন দ্রুত প্রিন্সে ছড়িয়ে পড়ছে। যার জেরে জেরবার হচ্ছে মানুষ। ডেল্টার থেকে ওমিক্রন বেশী ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু এতে মৃত্যুর হার অনেক কম।

<https://bengali.oneindia.com/news/india/what-is-the-coronavirus-strain-neocov-corona-new-variant-neo-cov-is-more-risky-than-others-variant-say-scientist/articlecontent-pf295356-154046.html>

772. New Coronavirus 'NeoCOV' : প্রতি ৩ জনের মধ্যে ১ জনের মৃত্যু!

‘নিওকভ’ নিয়ে সতর্কবাণী উহানের বিজ্ঞানীদের

NeoCOV: স্পুটনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে, উহানের বিজ্ঞানীরা দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি নতুন ধরনের ‘নিওকভ’ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আর সাথেই ভয়ের যে বিষয়টি, তা হল - এই ভ্যারিয়েন্টটির কারণে মৃত্যু হার এবং সংক্রমণের হার দুটিই বেশি পলে জানানো হয়েছে।

- **TV9 BANGLA DIGITAL**
- Publish Date - 4:45 pm, Fri, 28 January 22 Edited By: Soumya Saha

নিওকভ ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে চিন্তা পাড়ছে উহানের বিজ্ঞানীদের (প্রতীকী ছবি)

নয়া দিল্লি : ওমিক্রনের (Omicron Variant) আগমনের পর থেকে অনেকেই অনুমান করছেন, এয়ার হয়ত ওমিক্রনের হাত ধরে করোনার মহামারী ([Coronavirus Pandemic](#)) পরিস্থিতির ইতি পড়তে চলেছে। কিন্তু এরই মধ্যে আরও একটি তত্ত্ব উঠে আসছে। রাশিয়ান সংবাদ সংস্থা স্পুটনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুসারে, এয়ার 'নিওকভ' (NeoCoV) নিয়ে চিন্তা পাড়ছে। চিনের উহানে ২০১৯ সালে যে কোভিড - 19 ভাইরাসের খোঁজ মিলেছিল, তারই একটি ভ্যারিয়েন্ট হল 'নিওকভ'। স্পুটনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে, উহানের ঐজ্ঞানীরা দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি নতুন ধরনের 'নিওকভ' সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আর সপ্তকে ভয়ের যে চিষয়টি, তা হল - এই ভ্যারিয়েন্টটির কারণে মৃত্যু হার এং সংক্রমণের হার দুটিই বেশি পলে জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার 'নিওকভ' ভাইরাস

তপে, স্পুটনিকের ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, নিওকভ ভাইরাসটি নতুন নয়। মার্স-কোভ ভাইরাসের সঙ্গে যুক্ত এই ভাইরাসটির ২০১২ এং ২০১৫ সালে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে প্রাদুর্ভাও দেখা গিয়েছিল। সেই সময়েই এই ভ্যারিয়েন্টের প্রথম হদিশ পাওয়া গিয়েছিল। উল্লেখ্য, উহানের ঐজ্ঞানীদের মতে, এই নিওকভের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি অনেকটা মার্স-কোভ-২-এর মতোই। যদিও নিওকভ ভাইরাসটি দক্ষিণ আফ্রিকার পাদুড়ের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল এং শুধুমাত্র এই প্রাণীদের মধ্যেই খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল পলে জানা গিয়েছে। এই সংক্রান্ত একটি গবেষণাপত্র পিয়ার রিভিউয়ের আগে প্রিন্টিং হিসেবে bioRxiv ওয়েবসাইটে প্রিন্টিং হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে দেখা গিয়েছে, এই নিওকভ এং এর সঙ্গে অনেকটাই মিল থাকা পিডিএফ-২১৮০-কোভ মানুষের শরীরেও সংক্রমণ ঘটতে পারে।

কী বলছেন চিনা গবেষকরা?

উহান ঐশ্বদ্যালয় এং চাইনিজ একাডেমি অফ সায়েন্সেস ইনস্টিটিউট অং পায়োফিজিওলজি-এর গবেষকদের মতে, "মানব দেহের কোষে এই ভাইরাসের ঢোকার জন্য শুধুমাত্র একটি মিউটেশনের প্রয়োজন। গবেষণার ফলাফলে দেখা গিয়েছে, এই ভাইরাসটি যথেষ্ট ঝুঁকির কারণ তৈরি হতে পারে। কারণ, এটি করোনা ভাইরাস প্যাথোজেনের চেয়ে আলাদাভাবে এসিই-২ রিসেপ্টরের সঙ্গে আঁদ্ধ হয়তে পারে। এর ফলে, শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের শরীরে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডি া প্রোটিন নিওকোভ থেকে সুরক্ষা সেভাও দিতে পারে না।"

চীনা গবেষকদের মতে, নিও কোভের ক্ষেত্রে মার্স-হাই-কোভের মতো মৃত্যুর হার (প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন মারা যায়)। সেই সঙ্গে বর্তমান সার্স-কোভ-২-এর মতো করোনা ভাইরাসের মতো উচ্চ সংক্রমণ হারের প্রাণতাও রয়েছে। নিওকভ সম্পর্কে একটি ব্রিফিংয়ের পরে, রাশিয়ান স্টেট ভাইরোলজি এবং প্যাথোটেকনোলজি রিসার্চ সেন্টারের বিশেষজ্ঞরা মহাসম্পত্তির একটি প্রতীতি জারি করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, “ভেক্টর গবেষণা কেন্দ্র নিওকভ করোনা ভাইরাস সম্পর্কে চীনা গবেষকদের প্রাপ্ত ডেটা সম্পর্কে আগত। তবে এই ভাইরাসটির সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলিকে নিয়ে আরও গবেষণা করার প্রয়োজন রয়েছে।

<https://tv9bangla.com/world/new-coronavirus-neocov-may-cause-high-death-as-well-as-much-spread-502720.html>

773. Omicron Sub- Variant BA.2: ওমিক্রনের নতুন সাব ভ্যারিয়েন্ট

ছড়াচ্ছে দেড় গুণ দ্রুত, ছোটদের নিয়ে থাকছে চিন্তা

Omicron Sub Variant: ডেনমার্কের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ম্যাগনাস হিউনিক এক সংবাদ পত্রকে অশ্য কিছুটা স্বস্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স তাঁকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, এই সাবভ্যারিয়েন্টের কারণে আরও গুরুতর রোগ হচ্ছে, এমন কোনও প্রমাণ নেই।

- **TV9 BANGLA DIGITAL**
- Publish Date - 6:21 pm, Fri, 28 January 22 Edited By: Soumya Saha

ওমিক্রনের প্রিএ-২ সাং ভ্যারিয়েন্ট (প্রতীকী ছবি)

নয়া দিল্লি : উদ্বেগ পাড়াচ্ছে ওমিক্রনের প্রিএ-২ ভ্যারিয়েন্ট ([Omicron BA.2](#))। ডেনমার্কের (Denmark) অন্যতম প্রধান জনস্বাস্থ্য সংস্থা দুধপার জানিয়েছে, ওমিক্রন প্রিএ-২ ভ্যারিয়েন্টটি মূল ভ্যারিয়েন্ট প্রিএ-১ এর থেকেও দেড় গুণ বেশি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। স্টেটস সিরাম ইনস্টিটিউট (SSI) এক বিবৃতিতে বলেছে, “প্রাথমিক গণেশা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে প্রিএ-২ কার্যকরভাবে প্রিএ-১-এর থেকে দেড় গুণ বেশি সংক্রামক।” এসএসআই-এর একজন বিশেষজ্ঞ প্রিজনেস ইনসাইডারকে বলেছেন, এই সাংভেরিয়েন্টটি পাঁচ থেকে সতেরো বছর ঞয়সি শিশুদের মধ্যে সাংচেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ডেনমার্কের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ম্যাগনাস হিউনিক এক সংবাদ ঞৈঠকে অশ্য কিছুটা স্বস্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স তাঁকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, এই সাংভ্যারিয়েন্টের কারণে আরও গুরুতর রোগ হচ্ছে, এমন কোনও প্রমাণ নেই। দক্ষিণ

আফ্রিকায় ওমিক্রনের খোঁজ পাওয়ার পর যে দেশগুলিতে ওমিক্রন সন্ধান আগে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার মধ্যে একটি ডেনমার্ক। সেক্ষেত্রে এই দেশের জনস্বাস্থ্য সংস্থাগুলির থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে অন্যান্য জায়গায় প্রাদুর্ভাৱে কতটা প্রভাৱ পড়তে পারে, তার একটি আনুমানিক চিত্র পাওয়া যেতে পারে।

ডেনমার্কে এখন ডমিনেন্ট ওমিক্রনের বিএ-২

উল্লেখ্য, প্রিএ-২ জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে ডেনমার্কে ডমিনেন্ট ভ্যারিয়েন্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখনও সারা বিশ্বে এই ভ্যারিয়েন্ট প্রাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। আপাতত, প্রিএ-১ এখনও ওমিক্রনের সাও-টাইপ যা বিশ্বব্যাপী ৯৮ শতাংশ সংক্রমণের জন্য দায়ী। এমনটাই জানিয়েছে এসএসআই। তাদের প্রকৃত্য, যদি প্রিএ-২ এর সংক্রমণ ক্ষমতার মূল্যায়ন সঠিক হয়, তবে ডেনমার্কে প্রর্তমান প্রাদুর্ভাৱে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। যা প্রূর্ণের অনুমান করা সময়ের চেয়ে বেশি। ওমিক্রনের প্রিএ-২ সাও-টাইপটি ডিসেম্বরের শেষের দিক থেকে সংক্রমণ ছড়াতে শুরু করে এবং দ্রুত ডেনমার্কে ডমিনেন্ট হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি ব্রিটেন, সিঙ্গাপুর, ভারত এবং ফিলিপাইনেও ছড়িয়ে পড়ছে ওমিক্রনের এই সাও ভ্যারিয়েন্টটি।

এখনও পর্যন্ত ৪০ টি দেশে বিএ-২-এর খোঁজ

আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্তত ৪০ টি দেশে প্রিএ-২ সাওভ্যারিয়েন্টের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রাকি বিশ্বের যা পরিস্থিতি, তাতে মনে করা হচ্ছে প্রিএ-২ ভ্যারিয়েন্টটি অন্যান্য দেশের তুলনায় ডেনমার্কে আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। অন্তত এমনটাই মনে করছে এসএসআই।

প্রহস্পতিবার প্রিজনেস ইনসাইডারকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে এসএসআইয়ের কোভিড ১৯ মডেলিংয়ের বিশেষজ্ঞ দলের প্রধান চিকিৎসক ক্যামিলা হোলটেন মোলার জানিয়েছেন, “এসএসআইয়ের এই তথ্য অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে। তাঁর মতে, প্রিএ-২-এর প্রকৃতির ক্ষেত্রে কী কী বিষয় কাজ করছে, সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু এখনও জানা নেই। আমি মনে করি এখন সুইডেন এবং নরওয়ে থেকে কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছে, যা একইধরনের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছে। ভারত এবং ফিলিপাইনে প্রিএ-২ এর একটি প্রড় অংশ রয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাতে এটি এখনও ঘটেনি।”

তিনি আরও বলেন, “ডেনমার্কে প্রিএ-২ শিশুদের মধ্যে সপ্রচেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এটি সম্ভ্রত স্কুলগুলি সম্পূর্ণ খুলে দেওয়ার কারণে। এছাড়া ডেনমার্কে ওই প্রয়স-গোষ্ঠীটি মধ্যে টিকা সপ্রথেকে কম দেওয়া হয়েছে।” উল্লেখ্য, ডেনমার্ক, ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড

এওং নেদারল্যান্ডস েশিরভাগ কোভিড নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করার পর পরই এই খণর আসতে শুরু করে।

<https://tv9bangla.com/world/omicron-sub-variant-ba-2-is-spreading-1-5-times-more-shows-primary-data-from-denmark-502765.html>

774, ৫০০ একর অরণ্য প্রত্যাৰ্ণ উপজাতিদের

প্রহর ডেস্ক | [January 28, 2022](#)



[Messenger](#) [WhatsApp](#) [Google](#) [Bookmarks](#)

[Twitter](#)



আজ থেকে প্রায় এক শতক আগের কথা। নগরায়নের জন্য অরণ্য থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল জঙ্গলেরই প্রাচীন ভূমিপুত্রদের। এক যুগ পর এওর আওর জঙ্গলের অধিকার ফিরে পেলেন তাঁরা। সম্প্রতি, এক স্বেচ্ছাসেবী পরিেশ সংগঠনের দৌলতেই, ক্যালিফোর্নিয়ার (California) ৫০০ একর অঞ্চলের রেডউড ংনভূমির মালিকানা ফিরে পেলেন স্থানীয় সিনকিওন উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষরা (Indigenous People)।

জুলিয়া হিল াটারফ্লাই-এর কথা মনে আছে? ১৯৯৮ সালে টেক্সাসের স্ট্যাফোর্ডে অস্থিত প্রাচীন রেডউড ংক্ষ 'লুনা'-র প্রাণ াঁচাতে তার ডালেই াসা াঁধেছিলেন তিনি। টানা দু'চর অস্থান নিয়েছিলেন জুলিয়া। তাঁর কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত হয়েই জন্ম নিয়েছিল অলাভজনক পরিেশ সংস্থা 'সেভ দ্য রেডউডস লিগ'। এওর তাঁরাই পরিেশ ও াস্তুতন্ত্র াঁচাতে এমন অভিনা পদক্ষেপ গ্রহণ করল।

হ্যাঁ, পরিেশ ও প্রকৃতি াঁচাতেই। এতদিন পর্যন্ত এই অরণ্য ছিল 'প্যাসিফিক গ্যাস অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি' নামক মার্কিন ইউটিলিটি সংস্থার দখলে। াণিজ্যিক া্যহারের পাশাপাশি এই জঙ্গলের রক্ষণােষণের দায়িত্বও ছিল তাদের ঘাড়েই। তে ালাই াহুল্য, আদৌ অরণ্য পরিচর্যায় িন্দুমাত্র উৎসাহ দেখায়নি সংশ্লিষ্ট সংস্থাটি। অন্যদিকে

সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক গবেষণায় উঠে এসেছে উপজাতি মানুষদের অসুস্থতা যেকোনো অরণ্যের স্বাস্থ্যকে ক্রমশ সারিয়ে তোলে। তাই ক্যালিফোর্নিয়ার এই প্রাচীন রেডউড অরণ্যে নতুন করে প্রাণসঞ্চার করতে এই প্রকল্পটিকেই বেছে নেন স্বেচ্ছাসেবী পরিবেশকর্মীরা।

২০২০ সালে ৩৫.৫ লক্ষ মার্কিন ডলার খরচ করে ৫০০ একরের এই অরণ্যটি কিনেছিল ‘সেভ দ্য রেডউডস লিগ’। মহামারীর আগ্রহে প্রশাসনিক কাগজপত্র তৈরি হতে সময় লেগে যায় অনেকটাই। শেষ পর্যন্ত চলতি মাসেই সিনকিওন উপজাতি জনগোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয় অরণ্যের দায়ভার।

অ্যান্ডারসোনিয়া ওয়েস্ট নামে পরিচিত মেন্ডোকিনো কাউন্টির অন্তর্গত এই রেডউড অরণ্যটিকে প্রাচীন কাল থেকে ‘পবিত্র অরণ্য’ বলেই মেনে এসেছেন স্থানীয় উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা। স্থানীয়দের কাছে তার পরিচিতি ‘টিচিহ-লেহ-দুন’। অর্থাৎ, ফিশ রান প্লেস। কারণ, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নদীই একটা সময় তাঁদের খাবার জোগাত। উচ্ছেদের পর অস্থায়ীভাবে আমেরিকার বিভিন্ন অরণ্যে প্রাসস্থান নির্মাণ করেছেন সিনকিওনরা। ষোল্ল শতকের শুরুতে সিনকিওন উপকূলবর্তী অরণ্যের ১ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমি সংরক্ষিত করা হলে, সেখানেই জায়গা দেওয়া হয় তাঁদের। তখন পুরনো প্রাসস্থান ততদিনে প্রেসরকারি সংস্থার হাতে চলে যাওয়ায়, তা আর ফিরে পাননি তাঁরা। এয়ার এক শতাব্দী পরে সেই অসম্পূর্ণকেই সম্ভূত করে দেখাল মার্কিন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি...

<https://prohor.in/california-forest-land-returned-to-indigenous-people>

775. বিশ্বের ‘প্রবীণতম’ অ্যাকোয়েরিয়ামের মাছ, বয়স ৯০ বছর!

প্রহর ডেস্ক | [January 28, 2022](#)

BRIEF



[Messenger](#) [WhatsApp](#) [Google](#) [Bookmarks](#)



এয়স হয়েছে অন্তত ৯০ বছর। তার স্বাস্থ্যের কথা ভেবে দেশ চিন্তিত সকলেই। মানুষের ক্ষেত্রেও ৯০ বছর নেহাৎ কম নয়। আর সান-ফ্রান্সিসকো নিওসী মেথুসেলা তো মানুষ নয়। সে একটি মাছ। তাও নদী বা সমুদ্রে ভেসে বেড়ানো মাছ নয়। একেবারে অ্যাকোয়েরিয়ামে রাখা মাছ (Aquarium Fish)। সারা বিশ্বের সমস্ত অ্যাকোয়েরিয়ামে যত মাছ আছে, তার মধ্যে সচেয়ে বেশি এয়স মেথুসেলার (Methuselah)।

এইপেলের মেথুসেলা ছিলেন নোয়ার ঠাকুরদা। মৃত্যুকালে তাঁর এয়স হয়েছিল ৯৬৯ বছর। আর সান-ফ্রান্সিসকোর মেথুসেলার তাঁর চেয়ে কিছু কম নয়। ১৯৩৮ সালে অস্ট্রেলিয়া থেকে সান-ফ্রান্সিসকো রওয়ানা হয়েছিল এই লাং-ফিস গোত্রের মাছটি। তখনই অশ্য সে দেশ প্রাপ্তয়ক্ষ। তারপর থেকে সান-ফ্রান্সিসকো মিউজিয়ামই তার ঠিকানা। দেখতে দেখতে এয়স বেড়েছে। বেড়েছে শরীরের আকার-আয়তনও। এখন তার দৈর্ঘ্য ৪ ফুট। আর ওজন ১৮ কিলোগ্রামের বেশি। তে এই টিরাট শরীর নিয়েও মোটের উপর মেথুসেলা দেশ আদুরে। এরং দর্শকরা এসে তাকে আদর না করলে একটু টিরক্তই হয়। টাটকা ডুমুর ফল খেতে দেশ ভালোপাসে মেথুসেলা। কিন্তু কোনো কারণে পাসি ডুমুর ফল দেওয়া হলে মুখে তোলে না একেবারে। এমনটাই চলছেন মিউজিয়ামের রক্ষকরা।

মেথুসেলার চেয়ে বেশি এয়সের আরেকটি লাং-ফিস ছিল শিকাগোয়। তার নাম ছিল শেদ। ২০১৭ সালে মৃত্যুর সময় শেদের এয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। এখন মেথুসেলাই বিশ্বের ঐরীষ্ঠতম অ্যাকোয়েরিয়ামের মাছ। তার এয়স যে ৯০ বছর, সেটা অশ্য আন্দাজে লা হয়েছে। তেমনই আন্দাজ করা হয় যে মেথুসেলা আসলে একটি স্ত্রী মাছ। তে এই টিষয়ে নিশ্চিত হতে গেলে শরীরে অস্ত্রোপচার করতে হত। সেক্ষেত্রে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায়। তাই টিজ্ঞানীরা সেই পথে জাননি। এরং আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জিন পরীক্ষা করে তার এয়স এং লিঙ্গ নির্ধারণের চেষ্টা শুরু হয়েছে।

জীৱ টিজ্ঞানের দিক থেকে লাং-ফিসের সচেয়ে বেড়ো টিশেষত্ব হল, এরা মাছ এং উভচরের মধ্যৱর্তী প্রাণী। এদের শরীরে যেমন ফুলকা রয়েছে, তেমনই রয়েছে ফুসফুসও। প্রত্নযুগের এই প্রাণীটি ঐর্তমানে টিলুপ্তপ্রায়। অস্ট্রেলিয়া সরকারও আর অন্য কোনো দেশে লাং-ফিস পাঠাতে না লে জানিয়ে দিয়েছে। সান-ফ্রান্সিসকো মিউজিয়ামে অশ্য আরও দুটি লাং-ফিস রয়েছে। তে তাদের এয়স ৪০-৫০ বছরের বেশি নয়। মেথুসেলার স্বাস্থ্যের টিষয়ে তাই ইতিমধ্যে দেশ তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। যদিও কোনোরকম অসুস্থতা এখনও চোখে পড়েনি। তে তার স্বাস্থ্যের টিষয়ে টিন্দুমাত্র অহেলা করা য়াে না, এই টিষয়ে সকলেই একমত।

28.01.22

776. শীঘ্রই খোলা বাজারে মিলতে পারে কোভিশিল্ড এবং কোভ্যাক্সিন, জানুন

দাম কত হবে

By

খবর অনলাইন

-

January 26, 2022

0



নয়াদিল্লি: এখনও পর্যন্ত সরকারি-প্রসরকারি হাসপাতাল অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মিললেও শীঘ্রই খোলা বাজারে প্রক্রির অনুমোদন পেতে পারে কোভিশিল্ড এবং কোভ্যাক্সিন। ভারতে তৈরি কোভিড প্রতিরোধী এই দুই টিকা নিয়ে এমনটাই জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সরকারি সূত্র।

দাম কত হতে পারে?



সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, শীঘ্রই নিয়মিত বাজারে প্রক্রির জন্য ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছ থেকে অনুমোদন পেতে পারে কোভিশিল্ড

(Covishield) এং কোভ্যাক্সিন (Covaxin)। এগুলোর দাম ডোজ প্রতি ২৭৫ টাকা হতে পারে। সঙ্গে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ ১৫০ টাকা।

খুঁ শীঘ্রই খোলা াজারে িক্রির জন্য এই দুই ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থাকে অনুমোদন দিতে পারে ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অ ইন্ডিয়া (DCGI)। দাম নির্ধারণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি (NPPA)-কে।

এখন দাম কত?



এখন পর্যন্ত েসরকারি হাসপাতালে কোভ্যাক্সিনের দাম ডোজ প্রতি ১,২০০ টাকা এং কোভিশিল্ড প্রতি ডোজ ৭৮০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই দামগুলির মধ্যে ১৫০ টাকা পরিষেবা চার্জ অন্তর্ভুক্ত।

দেশে এই দু'টি টিকাই শুধুমাত্র জরুরি া্যাহারের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। তে এরই মধ্যে গত ১৯ জানুয়ারি, শর্তসাপেক্ষে প্রাপ্তয়স্কদের জন্য নিয়মিত া্যাহারের জন্য সুপারিশ করেছে সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের কোভিড-১৯ িষয়ক িশেষজ্ঞ কমিটি।

এ প্যাপারে দুই ভ্যাকসিনের একটি সাশ্রয়ী মূল্য নির্ধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এনপিপিএ-কে। সেই মতোই দুই টিকার প্রতি ডোজের দাম হতে পারে ২৭৫ টাকা, সঙ্গে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ ১৫০ টাকা।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২৫ অক্টোবর নিয়মিত রাজারে কোভিশিল্ড টিক্রির জন্য অনুমোদন চেয়েছিল সেরাম ইনস্টিটিউট। কয়েক সপ্তাহ আগে একই আরজিতে সরে হয়েছিল কোভাক্সিন নির্মাতা ভারত পায়োটেক।

<https://www.khaboronline.com/news/national/covishield-and-covaxin-likely-to-be-capped-at-rs-275-after-getting-regular-market-approval/>

777. উপভোক্তার সংখ্যা ২ কোটি, একবছরেই উপকৃত ১৪ লক্ষ! সুপারহিট মমতার স্বাস্থ্যসাথী

<http://dhunt.in/rjB2i?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

778. UK's COVID Restriction Lifted: পরতে হবে না মাস্ক, লাগবে না

টিকা সার্টিফিকেটও! 'প্ল্যান এ' ফিরল এই দেশে

UK's COVID Restriction Lifted: ব্রিস সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, খোলা জায়গায় মাস্ক পরার নির্দেশিকা জারি থাকলেও, বন্ধ জায়গায় মাস্ক পরতে হবে না। একান্ত প্রয়োজন না থাকলে কর্মীরাও "ওয়ার্ক ফ্রম হোমে"র শিকল ভেঙে ফের অফিসে ফিরতে পারেন।

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Updated On - 10:19 am, Thu, 27 January 22 Edited By: ইন্সপা চ্যাটার্জী

প্রিধিনিষেধ তুলে নিল ব্রিস সরকার। ফাইল চিত্র

লন্ডন: টিধিনিষেধের চোঝা আর ংয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সংক্রমণকে নিয়েই ংসাস করতে হে। সেই কারণেই ওমিক্রন (Omicron) রুখতে যে টিধিনিষেধ (COVID Restriction) জারি করা হয়েছিল ব্রিটেনে(Britain), তা চুহস্পতিচার থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে। আজ থেকে ংদ্ধ জায়গায় মাস্ক পরার প্রয়োজন পড়ে না ব্রিটেনাসীর। একইসঙ্গে ংর-পাে প্রেেশের জন্য টিকা সার্টিফিকেট (Vaccine Certificate)-ও দেখাতে হে না।

টিগত দুই সপ্তাহ ধরেই ব্রিটেনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। গত ংছরের শেষ ভাগে ংা চলতি মাসের শুরুতেও সংক্রমণের যে উর্ধ্বমুখী হার দেখা যাচ্ছিল, তা সম্পূর্ণ রূপে না কমলেও, একটি সমান্তরাল রেখায় পরিণত হয়েছে। সংক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসতেই তাই টিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী ংরিস জনসন।

‘প্ল্যান বি’ থেকে মুক্তি:

করোনার পর ওমিক্রনের দাপট শুরু হতেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ংরিস জনসন। হাসপাতালে ং্যাপক হারে রোগী ভর্তির সংখ্যা ংদ্ধি পাওয়ার পরই গত ৮ ডিসেম্বর “প্ল্যান টি” হিসাে টিধিনিষেধ জারি করা হয়। তে দেশাসী খু ং একটা ভালভাে গ্রহণ করেননি সেই সিদ্ধান্ত। অধিকাংশ মানুষই ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানিয়েছিলেন, তারা টিধিনিষেধ মানতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই সাধারণ মানুষের মন রাখতেই প্রধানমন্ত্রীও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সংক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেই “প্ল্যান ং” অর্থাৎ নূনতম করোনাটিধি ফিরিয়ে আনা হে।

কী কী নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল “প্ল্যান বি”-তে?

ব্রিটেন সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল, সমস্ত ংদ্ধ জায়গাতেই মাস্ক পরা ংধ্যতামূলক। কেউ যদি মাস্ক না পরেন, তে জরিমানা ং কঠোর শাস্তির মুখে পড়তে হে। অন্যদিকে, ংর, পা, নাইট ক্লা, ফুটল মাঠ ংা ংড় কোনও অনুষ্ঠানে প্রেেশের সময় টিকা সার্টিফিকেট দেখানো ংধ্যতামূলক।

কোন কোন বিধিনিষেধে ছাড় মিলল?

ংরিস সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, খোলা জায়গায় মাস্ক পরার নির্দেশিকা জারি থাকলেও, ংদ্ধ জায়গায় মাস্ক পরতে হে না। একান্ত প্রয়োজন না থাকলে কর্মীরাও “ওয়ার্ক ফ্রম হোমে”র শিকল ভেঙে ফের অফিসে ফিরতে পারেন। ংর, পা, নাইট ক্লা ংা কোনও ংড় অনুষ্ঠানে প্রেেশের জন্য করোনা টিকার শংসাপত্রও দেখাতে হে

না। ইংল্যান্ডের স্কুলগুলিতেও শিক্ষার্থীদের াধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরতে হবে না। তবে গণপরিাহনে যাত্রার ক্ষেত্রে এখনও মাস্ক পরতে হবে।

একইসঙ্গে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, িধিনিষেধ জারি থাকলেও কেউ যদি মাস্ক না পরেন, তবে তাদের জরিমানা া শাস্তির মুখে পড়তে হবে না।

এর আগে গত াছরের ১৯ জুলাই ইংল্যান্ডের করোনা িধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হয়েছিল। ওই দিনটিকে “ফ্রিডম ডে” ালেও উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু নভেম্বরের শেষভাগে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের খোঁজ মিলতেই ফের িধিনিষেধ জারি করা হয়। সে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাজিদ জাভিদ িধিনিষেধ প্রত্যাহারের কৃতিত্ব াস্টার টিকাকরণকেই দিয়েছেন। তিনি ালেন, “আমাদের ভ্যাকসিন, করোনা পরীক্ষা ও অ্যান্টিভাইরাল শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলছে াং সেই কারণেই আমরা ফের প্ল্যান এ-তে ফিরতে পেরেছি।”

<https://tv9bangla.com/world/uk-lifted-covid-19-restrictions-mask-not-required-in-close-place-501854.html>

779. সুন্দরবন ভারতের 'সাইক্লোন রাজধানী', বলছে IMD

<http://dhunt.in/rmqz1?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

780. প্লাস্টিকের মধ্যে ওমিক্রন থাকতে পারে ১৯২ ঘণ্টা! আর মানুষের ত্বকে?

িস্তারিত ঘুম উড়িয়ে দেও

- By [Kousik Sinha](#)
- | Updated: Wed, Jan 26, 2022, 18:42 [IST]

িশ্বের একের পর এক দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ভয়ঙ্কর এই ভ্যারিয়েন্ট। উপসর্গ মৃদু হলেও ওমিক্রন নিয়ে মানুষেরা নরম মনোভা ারও িপদ ডেকে আনছে। ইতিমধ্যে ভারতেও া্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট। কয়েকটি রাজ্যে কার্যত ভয়ঙ্কর গতিতে ছড়াচ্ছে এই সংক্রমণ।

এমনকি াশ কয়েকটি রাজ্যে তো আ ার ওমিক্রন গোষ্ঠী সংক্রমণের আকারও নিয়েছে। আর সেখানে দাঁড়িয়ে কার্যত আরও এক ভয়ের ার্তাই জানাচ্ছেন িজ্ঞানীদের একাংশ।



ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট ত্বকে ২১ ঘন্টা

প্রিজ্ঞানীরা ংলছেন ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট ত্বকে ২১ ঘন্টা পর্যন্ত ঁঁচে থাকতে পারে।

জাপানের কিয়েটো প্রিফেকচারাল ইউনিভার্সিটি অফ মেডিসিনের গ৊েষকরা এই ংষয়ে দীর্ঘদিন ধরে গ৊েষণা করছেন। আর সেই গ৊েষণাতেই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে।

গ৊েষকরা ংলছেন, করোনার নয়া এই ভ্যারিয়েন্ট মানুষের শরীর ত্বকের উপর ২১ ঘন্টা পর্যন্ত ঁঁচে থাকে।



বেশি দ্রুত ছড়াতে পারে নয়া এই ভ্যারিয়েন্ট

এর আগেই গ৊েষণায় দেখা গিয়েছে যে, করোনার অন্যান্য ভেরিয়েন্টের তুলনায় অনেক ্রেশি দ্রুত ছড়াতে পারে নয়া এই ভ্যারিয়েন্ট। আর তা ংভিন্ন ভা৊ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এমনকি ংতাসেও এই ভ্যারিয়েন্ট ছড়িয়ে পড়তে পারে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এমনকি তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে। আর এর মধ্যেই কিয়েটো প্রিফেকচারাল ইউনিভার্সিটি অফ মেডিসিনের একদল ংজ্ঞানী ত্বকের ওপর ওমিক্রনের কার্যকারিতা নিয়ে গ৊েষণা শুরু করে দেন।



বেশি করে স্যানিটাইজার ব্যবহারের জোর দিতে বলছেন

আর সেই গ৊েষণাতেই মারাত্মক একট তথ্য উঠে এসেছে। গ৊েষকরা ংলছেন, মানুষের ত্বকের উপর আলফ ১৯.৬ ঘন্টা, ংটা ১৯.১ ঘন্টা, গামা ১১ ঘন্টা, ডেল্টা ১৬.৮ ঘন্টা ঁঁচে থাকতে পারে। কিন্তু সেখানে ওমিক্রন মানুষের ত্বকে ২১ ঘন্টা পর্যন্ত থাকতে পারে। আর সেখান থেকেই দ্রুত একের পর এক জায়গাতে এই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে ংলে দাংি গ৊েষকদের। ত৊ে করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্টকে মারতে ংজ্ঞানীরা ্রেশি করে স্যানিটাইজার ং্য৊হারের জোর দিতে ংলছেন।



৮ দিন পর্যন্ত প্লাস্টিকে থাকতে পারে ওমিক্রনের জীবাণু

অন্যদিকে প্লাস্টিকের উপরেও গণেশকরা ওমিক্রনের টেঁচে থাকা নিয়ে একটি গণেশনা করেছেন। জাপানের কিয়েটো প্রিফেকচারাল ইউনিভার্সিটিই এই পরীক্ষা করেন। আর সেই পরীক্ষার ফলাফল কার্যত চমকে দিয়েছে বিজ্ঞানীদের। জানা যাচ্ছে, ৮ দিন পর্যন্ত প্লাস্টিকে থাকতে পারে ওমিক্রনের জীবাণু। আর সেখান থেকে ভয়ঙ্কর ভাবে সংক্রামক হতে পারে নয়া এই ভ্যারিয়েন্ট। বিজ্ঞানীরা বলছেন, করোনার আক্সা, টিটা, গামা ও ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট প্লাস্টিকের ওপর যথাক্রমে ১৯১.৩ ঘণ্টা, ১৫৬.৬ ঘণ্টা, ৫৯.৩ ঘণ্টা এবং ১১৪ ঘণ্টা জীৱিত থাকে। কিন্তু সপাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে ওমিক্রন। ফলে এই সমস্ত ক্ষেত্রে মানুষকে সাৱধান হওয়ার ৱার্তা বিজ্ঞানীদের।

<https://bengali.oneindia.com/news/india/omicron-can-stay-on-plastic-till-192-hours-and-on-skin-for-21-hours/articlecontent-pf295075-153922.html>



কোভিড প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে বলছেন বিজ্ঞানী।
(ফাইল ছবি)

781. When Omicron Will End: ওমিক্রন নিজেকে বদলাচ্ছে, একটি কথা মনে রাখতেই হবে, কোন বিষয়টির কথা বললেন বিজ্ঞানী

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 26 Jan 2022, 12:07 PM IST

লেখক Suman Roy

- সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হার্ভার্ডের বিজ্ঞানী শিৱ পিল্লাই জোর দিয়েছেন একটি টিষয়ের উপর।

কোভিড নিয়ে আতঙ্ক কমছে। ওমিক্রনও যে খুৱ একটা মারাত্মক আকার ধারণ করছে না, তা মনে করছেন অনেকেই। এই অৱস্থায় কি ধরে নেওয়া যায়, পৃথিৱী আৱার আগের মতো অৱস্থায় ফিরে? করোনার আতঙ্ক এৱার কেটে যাে?

এই প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যম এএআই প্রশ্ন করেছিল হার্ভার্ড টিষ্ববিদ্যালয়ের গণেশক এবং বিজ্ঞানী শিৱ পিল্লাইকে। কী বলছেন তিনি? শেষ হতে চলেছে কি করোনার উপদ্রৱ?

শিও পিল্লাই ংলছেন, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে একটি িষয় মনে রাখতে হ়ে। ওমিক্রন িরাট ক্ষতি করচে না, এই কথাটা ঠিক। কিন্তু সেটি ওমিক্রনের গোড়ার দিকে যে রূপটি ছিল সেটি। িজ্ঞানীরা যাকে ংলছেন Omicron BA.1। কিন্তু পরে ংটিও রূপ ংদল করেছে। ভারতেও শেষ দিকে ওমিক্রনের যে রূপটি ছড়িয়েছে, সেটি BA.1 নয়, সেটি Omicron BA.2। ংটি ঠিক কীভাবে কাজ করে ংং এর ফলে কোনও ক্ষতি পারে কি না, তা নিয়ে ংখনও িরীক্ষার ধারণা নেই কোনও মহলেরই। ংখানে শেষ নয়, এর পরেও ংরও ংদলাে কোভিডের জীাণু, সেই নতুন রূপ কীভাবে কাজ করে, তার ংপর ির্ভর করে কোভিড ংদৌ ংলুপ্ত হ়ে কি না, তাই মনে করছেন ংধ্যাপক পিল্লাই।

হালে নামজাদা িকিৎসক ংং সংক্রমাক রোগ িশেষজ্ঞ ংরিস ক্যাটজুরাকিস ংলছেন, করোনা ংলুপ্ত হ়ে পৃথিী ংার ংগের ংস্থায় িরে, ংমন ধরে নেওয়ার কারণ নেই। কারণ সংক্রমণের হার কমলেও করোনার ক্ষতি করার ক্ষমতা চলে যাে না। ংর্থাৎ কোভিড-১৯ মুক্ত পৃথিী ংর পাওয়া যাে না।

প্রায় ংকই মত ংধ্যাপক পিল্লাইয়েরও। তাঁরও মতে, কোভিড থেকেই যাে। তে করোনার িকা ংং ওষুধ যে ংই জীাণুটির সঙ্গে লড়ে অনেক সাহায্য কে, সে িষয়ে িশ্চিত তিনি। তাঁর মতে, ংই ংকটি জিনিসই কোভিডের মারণ ক্ষমতা, ংটিকে নিয়ে ংতক্ষেত্র িষয়টি কমিয়ে দিতে পারে।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/coronavirus-can-t-be-eradicated-but-vaccines-and-drugs-can-change-things-says-immunologist-dr-pillai-31643178106229.html>

782. জলবায়ু িরবর্তন নিয়ে লেখা সুদীপ্তর বই ংয়ামাজনে

টান্গাইল প্রতিনিধি || রাইজিংিডি.কম

প্রকাশিত: ১৭:৩৪, ১৮ জানুয়ারি ২০২২

আপডেট: ১৭:৪৪, ১৮ জানুয়ারি ২০২২



টান্গাইল শহরের আকুর টাকুর পাড়ার াসিন্দা সুদীপ্ত রায়ের জলঢাযু পরিৱর্তন নিয়ে লেখা ঐ অ্যামাজনে প্রকাশিত হয়েছে।

মঙ্গলঢার (১৮ জানুয়ারি) সুদীপ্ত রায় নিজেই ঐষয়ে জানিয়েছেন।

তিনি ঐকই ঐলাকার অরঢিন্দ রায়ের ছেলে। করোনাকালীন সময়ে যখন তার কলেজ ঢন্ধ ছিল, তখন থেকেই তিনি জলঢাযু পরিৱর্তন নিয়ে কাজ করেছেন। ঐই ঐষয়ে তিনি 'দ্য গ্রেট পলিটিক্যাল লিডারশিপ' নামে ঐই লিখেছেন।সেটিই অ্যামাজনে প্রকাশিত হয়েছে।

সুদীপ্ত রায় ঐলেন, করোনাকালীন সময়ে লকডাউনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢন্ধ ছিল। সেই অলস সময়ে জলঢাযু পরিৱর্তন রোধ কিভাবে করা যায়, কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায়, ঐগুলো নিয়ে গেষণা করি। ঐই ঐষয় নিয়ে অনলাইনে জাতিসংঘের ঐকটি কোর্স করি। কোর্সটি শেষ করার পর তারা আমাকে সনদপত্র দেয়। ঐছাড়া জাতিসংঘের আরেকটি ফোরামে অংশগ্রহণ করে সেখানে ঐাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করি। সেখানে ঐাংলাদেশের জলঢাযু নিয়ে তুলে ধরি। ঐভাবে আরও ঐিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণ করে জলঢাযু নিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করি। পরে জলঢাযু পরিৱর্তন রোধ ও করণীয় নিয়ে ঐকটি ম্যাগাজিন আকারে ঐই লিখি।

তিনি আরও ঐলেন, ঐইটি লিখতে আমার প্রায় ৬ মাস সময় লেগেছে। পরৱর্তীতে ঐইটি অ্যামাজনে পোস্ট করি। সেখানে অনেক মানুষ আমার ঐইটি পড়েছে। ঐইতে জলঢাযু নিয়ে পদক্ষেপ, করণীয় ঐং ঐর্থতা কী কী, ঐসময়ে অর্থনীতির হালচালও তুলে ধরা হয়েছে। ঐছাড়া ঐিশ্ব রাজনীতি নিয়েও ঐতে লেখা রয়েছে।

জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিঢীতে প্রতিঢছর ৭০ লাখ মানুষ জলঢাযুর ঐিরূপ প্রভাবে মারা যাচ্ছেন। ঐদিকে ঐাংলাদেশ সরকার জলঢাযু নিয়ে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। ঐসময়ে সরকারের ঐাজেট ঐাড়ানোর পাশাপাশি ঐিষয়ে জেলায় জেলায় ঐিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতনও করা হয়েছে। প্রত্যেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেও সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আরও কিভাবে জনসাধারণকে সচেতন করা যায়, সেই ঐষয়েও লেখা রয়েছে, ঐলেন তিনি।

সুদীপ্তর মা সম্পা রানী দে বলেন, ছোটবেলা থেকেই তার মেধা ছিল অন্যরকম। পড়ালেখার ঠাইরেও ওর পাঠার সাথে জলওয়া, রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করতো। প্রথম জানতামই না সে ঠাই লিখেছে। পরে জানলাম জলওয়া নিয়ে ঠাই লিখেছে। এছাড়া সে বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণ করে অনেক সার্টিফিকেট পেয়েছে।

সুদীপ্তর পাঠা অরবিন্দ চন্দ রায় বলেন, জলওয়া পরিওর্তন নিয়ে ছেলের ঠাই অ্যামাজনে প্রকাশিত হয়েছে এওং তাতে পৃথিবীর অনেক মানুষ তার লেখা পড়ো, এটা খুওই গওঁের এওং আনন্দের। আমাদেরও আগ্রহ ছিল। অনুকূল পরিওেশ আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সে এতদূর পর্যন্ত এসেছে।

টান্সাইল সরকারি এমএম আলী কলেজের অধ্যক্ষ শহিদুজ্জামান মিও্ণা বলেন, জলওয়া পরিওর্তনের ফলে জীও-ওৈচিত্র হুমকির মুখে পড়ছে। এর প্রভাও পড়ছে মানওজীওন ও প্রাণীকূলের ওপর। পরিওেশ রক্ষায় সওাইকে এগিয়ে আসতে হওে। এই কলেজের যে শিক্ষার্থী জলওয়া নিয়ে কাজ করছে, তাকে স্বাগত জানাই।

<https://www.risingbd.com/campus/news/443214>

783. HAZARD ATLAS: এগোচ্ছে ওঙ্গোপসাগর, ওদলাচ্ছে দেশীয় সীমানা, সুন্দরওন

মাস্টার-প্ল্যান জরুরি

ভূ-উষ্ণায়নের প্রভাওে ওঙ্গোপসাগরের জল যেমন ফুলে-ফেঁপে উঠছে, সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের প্রওণতাও ওড়ছে।



কল্যাণ রুদ্র

২৭ জানুয়ারি ২০২২ ১৫:৩৮



গ্রাফিক: শৌভিক দেওনাথ।

২০২১ সালের নভেম্বর মাসে গ্লাসগো শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ভূ-উষ্ণায়ন নিয়ে সারা পৃথিবীর শতাধিক দেশের ঐজ্ঞানীরা আবার তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। আবার সেই একই সতর্কবার্তা— পৃথিবীর এই ক্রমবর্ধমান উষ্ণতাকে লাগাম পরাতে না পারলে সমূহ ঐপদ।

শুধু কি উষ্ণতা ঐদ্ধিই সমস্যা? না। গলে যাচ্ছে দুই মেরু, হিমালয়-আব্লেসের হিমঝাহ, সাগরের জল ফুলে-ফেঁপে উঠে ঐগিয়ে আসছে উপকূলের দিকে, ঐদলে যাচ্ছে ঐষ্টিপাতের ধরন, ঐড়ছে খরা-ঐন্যা প্রভাঐিত ঐলাকার ঐিস্তৃতি; সর্পেপরি ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ঐার ঐার লন্ডভন্ড করে দিচ্ছে উপকূলের ঐসতি। ভারতের আঐহাওয়া ঐিভাগের উদ্যোগে সম্প্রতি প্রকাশিত ‘হ্যাজার্ড অ্যাটল্যাস’-ঐ ঐলা হয়েছে, প্রতি ৫-৬ ঐছর অন্তর সুন্দরঐনে ঐকটি ঘূর্ণিঝড় আঘাত করঐে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা অন্য কথা ঐলে। ২০০৯ সালের ২৫ মে সুন্দরঐনের উপর আছড়ে পড়েছিল ‘আইলা’। পরের ১০ ঐছর নিরাপদেই কেটেছিল। কিন্তু তার পর? ২০১৯-ঐ ‘টুলটুল’, ২০২০-তে ‘আমপান’ আর ২০২১-ঐ ‘ইয়াস’! দু’ঐছরেরও কম সময়ে সুন্দরঐন ঐিধ্বস্ত হল তিন ঐার!

ভূ-উষ্ণায়নের প্রভাঐে ঐক্সোপসাগরের জল যেমন ফুলে-ফেঁপে উঠছে, সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের প্রঐণতাও ঐড়ছে। ১৮৭৭ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে উত্তর ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট ৮০ শতাংশ ঘূর্ণিঝড় ঐক্সোপসাগরের দিকে ধেয়ে ঐসেছিল; আর ৪০ শতাংশ ঘূর্ণিঝড় ঐাংলা ঐা ওড়িশার উপকূলে আঘাত করেছিল। সারা পৃথিবীতেই সাগরের জলের উষ্ণতা ১৯৮০ সাল থেকে প্রতি দশকে ০.০৬°সেলসিয়াস হারে ঐড়ছে কিন্তু ঐক্সোপসাগরের জল উষ্ণ হচ্ছে প্রতি দশকে ০.৫° সেলসিয়াস হারে। ‘ইন্টার গভর্মেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ’-ঐ ২০১৩ সালে প্রকাশিত প্রতিঐেদনে ঐলা হয়েছিল, ১৯০১-২০১০ সালের মধ্যে পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরের জলস্তর প্রতি ঐছর ১.৭০ মিমি হারে ফুলে উঠেছিল; কিন্তু ১৯৯৩-২০১০ সালের মধ্যে ঐেড়েছিল ৩.২০ মিমি হারে।

আইপিসিসি-র ২০১৯ সালের প্রতিঐেদনে ঐলা হয়েছে, ২০০৬-২০১৫ সালের মধ্যে পৃথিবীর সামুদ্রিক জলস্তর ঐদ্ধির গড় হার ছিল ঐছরে ৩.৬০মিমি। উপগ্রহ চিত্র নির্ভর অন্য ঐক গঐেষণা (sealevel.colorado.edu) থেকে জানা গিয়েছে,

বঙ্গোপসাগরের জল প্রতি বছর 8.08 ± 0.88 হারে ফুলে উঠছে। পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে ভূমির অণমন। বাংলার উপকূলের নসঞ্চিত পলিস্তর প্রতি বছর ২.৯০ মিমি হারে ঞসে যাচ্ছে; অর্থাৎ সাগরের জলের ফুলে ওঠা ং ভূমির অণমন মিলে বঙ্গোপসাগরের জলস্তর প্রতি বছর প্রায় ৭ মিমি হারে ংড়ে উঠছে। ংই হার অণ্যাহত থাকলে ংই শতাব্দীর শেষে বঙ্গোপসাগরের জলস্তর ংর্তমান অণস্থার তুলনায় ৫৬ সেমি উঁচুতে উঠে উপকূলের কিছু ংলাকা প্লাপ্তিত কর়ে; ভরা জোয়ারের সীমা আরও উত্তরে ংগিয়ে আস়ে। ত়ে গোটা সুন্দরণ ড়ে যা়ে ংমন আশঙ্কা অমূলক।

সাম্প্রতিক চারটি ঘূর্ণিঝড়				
	আয়োন	কুপড়কু	প্রামাণল	ইরাস
	২১.০৫-২৭.০৬	২৭.০৬-০৩.০৭	০৩.০৭-০৯.০৭	০৯.০৭-১৫.০৭
	সময়	সময়	সময়	সময়
	১৫.৫০-৩৫.৫০	৩৫.৫০-৩৫.৫০	১৫.৫০-৩৫.৫০	১৫.৫০-৩৫.৫০
কমিশন সিআইডি	১১৫০-১৮০০ ১০.৫০-১৯.০০	১৮০০-১৯০০ ১০.৫০-১৯.০০	১৯০০-১৯০০ ১০.৫০-১৯.০০	১৯০০-১৯০০ ১০.৫০-১৯.০০
কর্তৃপক্ষ আইডিডি সময়	১১.৫০	১০.৫০	১০.৫০	১০.৫০
সময়সীমা ১০.৫০-১৯.০০	১১.৫০	১০.৫০	১০.৫০	১০.৫০
কর্তৃপক্ষ আইডিডি সময়	১১.৫০	১০.৫০	১০.৫০	১০.৫০

উল্লিখিত চারটির মধ্যে তিনটি ক্ষেত্রে বাড় ভূমি স্পর্শ করেছিল এমন সময়, যখন ছিল ভরা জোয়ার। এই দুইয়ের সমন্বয়ই ঐড় ঠিপর্ষয় ডেকে আনে। প্রথম তিনটি ঘূর্ণিঝড়ের সময় গঙ্গাসাগরে জোয়ারের জলের সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিল যথাক্রমে ৪.২০, ৪.৭৭ এং ৪.৬৭মিটার। কিন্তু ইয়াসের সময় ওই উচ্চতা ছিল ৭.৫০ মিটার। পাতাসের গতিপের নিরিখে আমপান ছিল সচেষে শক্তিশালী।

২১ মে, ২০২০ আমপান যখন লোথিয়ান দ্বীপকে স্পর্শ করে, তখন াতাসের গতিপথ ছিল ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৮৫ কিলোমিটার আর আয়লা ও ঢুলঢুল ধেয়ে এসেছিল ১৩০-১৩৫ কিলোমিটার গতিতে। ইয়াসের সর্বোচ্চ গতিপথ ছিল ১৫৫ কিলোমিটার। গতিশীল াতাস ফুলে ওঠা জোয়ারের জলকে টেনে এনে ভাসিয়ে দিয়েছিল দিঘা থেকে সুন্দরান পর্যন্ত প্রিস্তীর্ণ এলাকা। দুই ২৪ পরগনার ২৩৪ কিলোমিটার নদীপ্রাঞ্চ এং ২১ কিলোমিটার উপকূলীয় প্রাঞ্চ ভেঙে গিয়েছিল; প্রাপ্তি হয়েছিল ২১৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকা। এই তথ্য পাওয়া গিয়েছিল ‘সেন্টিনেল ১এ’ উপগ্রহ থেকে। জানা দরকার, উপগ্রহটি ঝড়ের দিন উপকূল এলাকা অতিক্রম করেছিল প্রিকেল ৫.৪০-৫.৪৫ মিনিটে; যখন নদীতে ভাটার টান পলেই অনেক এলাকার জল নেমে গিয়েছিল। অর্থাৎ, সকালে ঝড়ের সময় প্রাপ্তি হয়েছিল আরও প্রিস্তৃত এলাকা।



‘হ্যাজার্ড অ্যাটল্যাস’

আগামী কয়েক দশকে সুন্দরানে জলপ্রায় পরিবর্তনের প্রভা কতটা পড়বে সে কথা গভীর গবেষণার প্রিয়। এ কথা সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত যে ঘন ম্যানগ্রোভই পারে উপকূলকে কিছুটা রক্ষা করতে। সাগর থেকে আগুয়ান ঘূর্ণিঝড় জঙ্গলে প্রতিহত হলে শক্তি হারায় এং অপেক্ষাকৃত কম শক্তি নিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সাগর আর স্থলভাগের মাঝে এই জঙ্গলের প্রাচীরই া-দ্বীপের প্রসতিকে রক্ষা করে। সেই ঔপনিবেশিক কালে যে ৫৪টি দ্বীপ থেকে জঙ্গল কেটে ফেলা হয়েছিল, সেই পথেই ঘূর্ণিঝড় প্রিনাধ্যায় ার ার া-দ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে এং প্রিপর্ষস্ত করেছে মানুষের প্রসতি এলাকা।

এত প্রিধিনিষেধ ও সতর্কতার পরেও সুন্দরানের কোর এলাকা থেকে গত দুই দশকে ১১০ বর্গকিলোমিটার প্রনাঞ্চল লুপ্ত হয়েছে; প্রসতি দ্বীপগুলি যত গাছ লাগানো হয়েছে তার প্রিস্তৃতি ৮১ বর্গকিলোমিটার। ম্যানগ্রোভের এই অরণ্য যে পরিমাণ কার্বন শোষণ করে, তার পরিমাণ আমাজনের জঙ্গলের শোষণ ক্ষমতার থেকেও বেশি। এই জঙ্গলের উদ্ভিদ ও মাটিতে সঞ্চিত আছে ২১০ লক্ষ টন কার্বন এং এখনও প্রতি বছর প্রতি হেক্টর জঙ্গল ৬.৫৪ কিলো টন কার্বন শোষণ করেছে। এ ছাড়া পলিসঞ্চয় এং ভূমির লপ্রণতা কমাতেও ম্যানগ্রোভের প্রিশেষ ভূমিকা থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের পাঁচটি এসতি দ্বীপ (গঙ্গাসাগর, ঘোড়ামারা, মৌসুনি, নামখানা এং জি-প্লট) এং জঙ্গলে ঢাকা আরও পাঁচটি দ্বীপে (ধনচি, ডালহৌসি, ঢুলচেরি, ঞঙ্গদুনি এং জম্বুদ্বীপ) গত পাঁচ দশকে (১৯৭০-২০২০) ১২৯ ঞর্গকিলোমিটার ক্ষয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, ঞাদাঞন সামুদ্রিক ঝড়ের আঘাত থেকে দ্বীপভূমিকে রক্ষা করে ঞমন প্রচলিত ধারনাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে জঙ্গলে ঢাকা দ্বীপভূমিগুলি ৮০ ঞর্গ কিলোমিটার ছোট হয়েচ্ছে; তুলনায় এসতি দ্বীপগুলি থেকে ক্ষয়ে গিয়েছে ৪৯ ঞর্গকিলোমিটার। উপকূলের দক্ষিণাংশ থেকে ক্ষয় করা পলি জোয়ারের টানে ভেসে ঞসে নদীর খাতে জমে প্রায় ৯০ ঞর্গ কিলোমিটার নতুন ভূমিও জেগে উঠছে। সাগরদ্বীপ সংলগ্ন লোহাচরা, ঞেডফোর্ড ও ল্যাস দ্বীপ তলিয়ে গিয়েছে। ক্রমশ ছোট হয়ে ঞসছে ঘোড়ামারা। কিন্তু কাছই হলদি নদীর মোহনায় জেগে উঠেছে নয়াচর নামে ঞক নতুন দ্বীপ।



ঞই কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে ঞেঁচে ঞছেন সুন্দরঞনের ৪৫ লক্ষ মানুষ।

গত কয়েক দশকে মাটি, ইট, সিমেন্ট ও জাল দিয়ে ঞাঁধ নির্মাণ করে সুন্দরঞনে ভূমিক্ষয় রোধ করার চেষ্টা হয়েচ্ছে; কিন্তু সেই চেষ্টা সর্ত্র সফল হয়নি। ঞাওয়ান সাগরকে ঞেকিয়ে রাখা ঞক কঠিন চ্যালেঞ্জ। ঞাইঞাইটি চেন্নাই-ঞর ঞিশেষজ্ঞরা সাগরদ্বীপকে রক্ষার জন্য জোয়ারের নিম্নসীমা থেকে ১৫০ ঞা ২০০ মিটার দক্ষিণে ঞকটি প্রাচীর ঞা 'রিফ ঞেরিয়ার' নির্মাণের পরামর্শ দিয়েছেন।

কিন্তু ঞই কাজে যে ঞিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা রাজ্যের পক্ষে জোগান দেওয়া কঠিন। মতান্তরে ঞাঁধের সামনে ও পিছনে ম্যানগ্রোভের প্রাচীর নির্মাণ করলে হয়তো ভূমিক্ষয় কিছুটা হ্রাস পাবে। কিন্তু ঞখন লাগানো গাছ ঞেড়ে উঠতে প্রায় ঞক দশক লাগে। সেই সময় পর্যন্ত প্রচলিত ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাহায্যেই নদী ও উপকূলীয় ঞাঁধ রক্ষা করতে হবে।

প্রসঙ্গত, কেউ খেয়াল রাখেন না যে, সুন্দরঞনের উপকূল রেখা ঞদলে যাওয়ার অর্থ ভারতের সীমানা ঞদলে যাচ্ছে। ঞই ঞিশ্ব-ঞতিহ্য অঞ্চল ও দেশের সীমান্তরক্ষার দায়িত্ব ভারত সরকার অস্বীকার করতে পারে না। ঞই মুহূর্তে জরুরি কাজ হল সুন্দরঞন-মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা। ঞশার কথা সেই ভাঞনা শুরু হয়েচ্ছে।

<https://www.anandabazar.com/editorial/coastal-land-are-getting-submerged-as-bay-of-bengal-is-coming-forward-dgtl/cid/1325802>

784. Morning walk: ভোরোলা কোথায় হাঁটতে য়োেন ভাচ্ছেন? কলকাতায়

রয়েছে একাধিক মনোরম জায়গা

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ২৫ জানুয়ারি ২০২২ ১৩:৩৩



শহরের ঢুকের উপর ভোরোলা স্বরণীয় সময় কাটানোর জন্য ময়দানের জুড়ি মেলা ভার

স্বাস্থ্যই সম্পদ— কথাটা আমরা ছোটোলা থেকে অভিজ্ঞদের মুখে শুনে এলেও গুরুত্ব দিইনি অনেকেই। ফলে চাইরের পৃথিবীতে চাঙালিদের অলস আর নাদুসনুদুস একটা চেহারা মানুষের মনে গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু এই অতিমারি চিশেষ করে শরীরচর্চা সম্পর্কে আমাদের মনোভাও আমূল চদলে দিয়েছে। কলকাতার মানুষ এখন জানে যে শরীর ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত কিছু চ্যায়াম প্রয়োজন। প্রয়োজন সকালের হাঁটাচাটিও। সকালোেলার তাজা অক্সিজেন ফুসফুসকে রাখো চাঙ্গা এং শরীরেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা চাড়িয়ে তুলো। কিন্তু চিশাল এই মহানগরে জিম ছাড়া খোলা আকাশের তলায় শরীরচর্চা, জগিং চা মর্নিং ওয়াক করার জায়গা আছে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে মানুষের। অথচ খাস কলকাতা শহরেই রয়েছে এমন একাধিক জায়গা যেখানে আপনি দিনের শুরুতেই কিছু ক্ষণ কাটিয়ে আসতে পারেন কিংচা করতে পারেন শরীরচর্চাও।

সেন্ট্রাল পার্ক

চনচিত্তান নামে পরিচিত সল্টলেকের সেক্টর তিনের সেন্ট্রাল পার্ক এই প্রয়োজনে হতে পারে আপনার গন্ত্য। চিধাননগরের করুণাময়ী চাস স্ট্যান্ডের পাশে অচস্থিত এই উদ্যানে রয়েছে চিশাল হ্রদ এং মনোরম পরিচেশ। সকালে চোড়াতে যাওয়ার জন্য একটি উপযুক্ত জায়গা এটি। এখানকার হ্রদে পায়রা, হাঁস এং আরও নানান ধরনের

পাখি মানুষজনকে আকৃষ্ট করে। তা ছাড়া সুন্দর গোলাপের ঝাণান, আকর্ষণীয় প্রজাপতি ঝাণান এং একটি শৈল্পিক প্যাগোডা, সেন্ট্রাল পার্কটিকে বিশেষ দৃষ্টব্য করে তুলেছে।

এলিয়ট পার্ক

কলকাতা শহরের একপ্রান্তে কেন্দ্রের এলিয়ট পার্ক আশেপাশের সৎ জগারদের জন্য স্বর্গ। সকালে হাঁটার জন্যও এ শহরের সেরা পার্কগুলির মধ্যে একটি। এই পার্কটি স্বাস্থ্য সচেতনদের বিশেষ পছন্দের কারণ এখানে দেড় কিলোমিটার চিস্তৃত দৌড়নোর জায়গা আলাদাভাবে রয়েছে। সকাল ছটা থেকেই আপনি এই পার্কে আসতে পারেন মর্নিং ওয়াকের জন্য। পার্কটি জলের ফোয়ারা, একটি ছোট পুকুর, দোলনা এং বিভিন্ন ধরনের ফুল নিয়ে সজ্জিত।



কলকাতার মানুষ এখন জানে যে শরীর ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত প্রয়োজন সকালের হাঁটাচাটি

মিলেনিয়াম পার্ক

মিলেনিয়াম পার্ক কলকাতা রিভারসাইড টিউটিফিকেশন প্রজেক্টের একটি অপ্রিচ্ছেদ্য অংশ। এটি হুগলি নদী প্রান্তর আড়াই কিলোমিটার দূরত্ব জুড়ে রয়েছে। ভোরে হাঁটতে ভালবাসেন এমন অনেকেই ডিজাইন করা ল্যান্ডস্কেপ, সুন্দর ভাস্কর্যের মাঝে পরিষ্কার ঘাসে হাঁটা পছন্দ করেন। এই দিক থেকে মিলেনিয়াম পার্ক হতে পারে আপনার প্রথম পছন্দ। টিপ্রাদি প্রাগের কাছাকাছি এই পার্ক থেকে আপনি হাওড়া ব্রিজের আদল পরিষ্কার দেখতে পাবেন।

রবীন্দ্র সরোবর

দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর হ্রদের চারপাশের পার্কটি কলকাতা শহরের প্রেশির ভাগ মর্নিং ওয়াকার, জগার এং প্রায়াম উত্সাহীদের জন্য একটি বিশেষ গন্তব্য। ঘাসের উপর পায়ে হেঁটে যদি দিন শুরু করতে চান, এই প্রশস্ত পার্কটি হতে পারে তার উপযুক্ত জায়গা। সরোবরের প্রকৃতি এং মনোরম পরিপ্রেশ শহুরে জীৱনের প্র্যস্ততা থেকে প্রয়োজনীয় অপ্রকাশ দেয়। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা রবীন্দ্র সরোবরের আশেপাশের উদ্যানে আপনি অনেকটা অক্সিজেন ফুসফুসে ভরে আনতে পারবেন। শরীরের পাশাপাশি মনও হপ্র তরতাজা।

ময়দান

কলকাতার মানুষজন যাঁরা নিয়মিত হাঁটাচাঁটি করেন, ময়দান তাঁদের স্বর্গ। শহরের ঢুকের উপর ভোরোলা স্বরণীয় সময় কাটানোর জন্য ময়দানের জুড়ি মেলা ভার। প্রতি রবিবারই শহর তথা শহরতলি থেকেও অনেক ফটোগ্রাফার, পাখি পর্যবেক্ষক, উদ্ভিদবিদ, ক্রীড়া অনুরাগী, ইতিহাসবিদ এং সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজাররা ময়দানে নিজের নিজের কাজের রসদ সংগ্রহ করতে আসেন। কিন্তু তা ছাড়াও নিছক শরীরচর্চা এা অল্প হাঁটাচাঁটি করে সারা দিনের কাজ শুরু করার জন্য ময়দান আপনার গন্তব্য হতেই পারে। সন্ধ্যার পর প্রশাসনের তরফ থেকে ময়দানে না থাকার পরামর্শ দিলেও সূর্যোদয়ের সময় ময়দানের সৌন্দর্য উপেক্ষা করা সম্ভব না।

<https://www.anandabazar.com/aamarkolkata/healthy-living/places-where-you-can-enjoy-your-morning-walk-in-kolkata-dgt1/cid/1325465>

785. New Omicron subtype BA.2: ৪০টিরও বেশি দেশে ছড়িয়ে পড়ছে ওমিক্রনের নয়া রূপ!

Updated: 27 Jan 2022, 08:40 PM IST HT Bangla Correspondent

- ব্রিটেনে জানুয়ারির প্রথম ১০ দিনে অন্তত ৪০০ জন এতে সংক্রমিত হয়েছেন।



1/5ডেনমার্ক, ব্রিটেন, ভারত, সুইডেন এং অন্যান্য অনেক দেশ কিছু দেশে ছড়িয়ে পড়ছে ওমিক্রন করোনভাইরাসের একটি নতুন সা-টাইপ। জিনোম মিউটেশনের সঠিক প্রভাব এখনও অস্পষ্ট। ফাইল ছবি : হিন্দুস্তান টাইমস (RISHIKESH CHOUDHARY/HT PHOTO)



2/5আমরা জানি, প্রথম Omicron ভেরিয়েন্ট 'BA.1' অন্যান্য করোনাভাইরাস ভেরিয়েন্টের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি সংক্রামক। এখন তারই একটি সাপ্টাইপ, 'BA.2', আবির্ভূত হয়েছে। ফাইল ছবি : রয়টার্স (REUTERS)



3/5ব্রিটেনে জানুয়ারির প্রথম ১০ দিনে অন্তত ৪০০ জন এতে সংক্রমিত হয়েছেন। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী ৪০টিরও বেশি দেশে BA.2 ধরা পড়েছে। ফাইল ছবি ; রয়টার্স (REUTERS/Toby Melville)



4/5Omicron BA.2-র প্রভাব কতটা, তা এখনও অজানা। তবু, দ্রুত চিন্তার হচ্ছে। আর তার থেকেই মিলছে অশনি ইঙ্গিত। বিশেষজ্ঞদের একাংশের আশঙ্কা, প্রথম ওমিক্রন ভেরিয়েন্টের চেয়েও বেশি সংক্রামক হতে পারে। ইউকে হেলথ সিকিউরিটি এজেন্সি (UKHSA) BA.2-কে 'নজরদারিধীন ভেরিয়েন্ট' হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করেছে। ফাইল ছবি ; লুমবার্গ (Luke MacGregor/Bloomberg)



5/5UKHSA-এর ইনসিডেন্ট ডিরেক্টর মীরা চন্দ বলেন, 'ভাইরাসগুলির ইভলভ এং রূপান্তরিত হওয়াই স্বাভাবিক। মহামারীটি চলতে থাকলে সময়ের সঙ্গে নতুন ভেরিয়েন্ট

আসতেই থাকে। আমাদের কর্তব্য হল সমস্ত ভেরিয়েন্টগুলি নজরে রাখা। কোনটির কী প্রভাৱ তা জানা।

<https://bangla.hindustantimes.com/pictures/new-omicron-subtype-ba-2-is-spreading-quickly-31643295138673-1.html>

৭৪৬. রাজধানীজুড়ে বায়ুদূষণ

বাড়ছেই

১৭:৫৭ অপরাহ্ন, জানুয়ারি ২৭, ২০২২



রাজধানীতে ঝেড়েই চলেছে বায়ুদূষণ। ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে ঢাকায় গড় বায়ুদূষণের পরিমাণ ঝেড়েছে ৯ দশমিক ৮ শতাংশ। এছাড়া চলতি ঝহরের জানুয়ারিতে ঝকদিনও ‘ভালো বায়ু’ গ্রহণ করতে পারেনি ঢাকাবাসী।

মহস্পতিবার (২৭ জানুয়ারি) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে ‘ঝিপজ্জনক মাত্রায় ঢাকার বায়ুদূষণ: জনস্বাস্থ্য ও দুর্যোগ মোকাবিলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের দাঝি’তে আয়োজিত ঝক সংবাদ সম্মেলনে ঝ কথা জানান ঝক্তারা।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন ঝাংলাদেশ পরিঃশ আন্দোলনের (ঝাপা) সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল। ঝতে মূল ঝক্তব্য উপস্থাপন করেন ঝাপার যুগ্ম সম্পাদক ঝাং স্ট্যামফোর্ড ঝায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের (ক্যাপস) পরিচালক অধ্যাপক আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার। ঝছাড়া ঝাপার নির্ঃহী কমিটির সদস্য ঝম

এস সিদ্দিকী, ইঐনুল সাঈদ রানা, ক্যাপসের গৱেষণা শাখার প্রধান আব্দুল্লাহ আল নাইম এঐং যুঐ ঐাপার সদস্য সচিঐ রাওমান স্মিতা ঐক্ত্য দেন।
ঢাকার ঐায়দুষণ প্রসঙ্গে ক্যাপসের পরিচালক অধ্যাপক আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার ঐলেন, ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে গড়ে ঐায়দুষণের পরিমাণ ঐেড়েছে ৯ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০২২ সালে জানুয়ারি মাসে ২৫ দিনের গড় ঐায়মান সূচক ২১৯ দশমিক ৫২তে এসে দাঁড়িয়েছে, যা খুঐই অস্বাস্থ্যকর। তিনি ঐলেন, চলতি মাসে ঢাকার মানুষের ঐকদিনের জন্যও ভালো ঐায় সেঐন করার সৌভাগ্য হয়নি। ঐায়মান ঐেশিরভাগ সময় ‘অস্বাস্থ্যকর’ থেকে ‘খুঐই অস্বাস্থ্যকর’ অঐস্থায় ছিল।

<http://www.kholakagojbd.com/national/94077>

শব্দ-তাণ্ড ঐখনও অঐ্যাহত হুগলির নানা প্রান্তে

787. সামাজিক মাধ্যমে মহিলার প্রতিঐাদে ডিজে ঐন্ধ পুলিশের

প্রজাতন্ত্র দিঐসে পাড়ায় পাড়ায় চডুইভাতির রেওয়াজ রয়েছে। ঐন্ধ ঐাজিয়ে দিনভর দেশাত্মঐোধক গানও নতুন নয়।

গৌতম ঐন্দ্যোপাধ্যায় , প্রকাশ পাল
উত্তরপাড়া ২৮ জানুয়ারি ২০২২ ০৫:৫৮



ডিজে-র তাণ্ডে ঐ্যঐস্থ নিতে গিয়ে পুলিশ ও স্থানীয়দের সঙ্গে ঐচসা।

শীতের রাত। দশটা ঐেজে গিয়েছে। তারস্বরে ডিজে ঐাজিয়ে তখনও চলছিল উদাম নাচ। তার আগে টানা ১২ ঘণ্টা ডিজে-র তাণ্ড হজম করে অতিষ্ঠ হিন্দমোটরের তেঁতুলতলা

এলাকার ঠাসিন্দারা। শেষে সমাজমাধ্যমে গোটা ঠিষয়টি তুলে ধরলেন ওই এলাকার ঠাসিন্দা রূপা চক্রবর্তী খান। ডিজে-র দৌরাত্ম্য ঠয়স্কদের কষ্টের কথাও তাতে লিখলেন। সমাজমাধ্যমে ঠিষয়টি জেনে টনক নড়ে পুলিশের। উত্তরপাড়া থানার আইসি পার্থ শিকদার পুলিশ পাঠান। ঠস্ক হয় অত্যাচার।

ঠুধার, প্রজাতন্ত্র দিৠসের রাতের ওই ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, পুলিশ-প্রশাসন সারা দিন ওই তাণ্ডের খৠর পেল না কেন? চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ঠক কর্তার ঠজ্ঞ্য, ‘ঠিষয়টি আমাদের কেউ জানাননি। সমাজমাধ্যমে জেনেই ঠ্যৠস্থা নেওয়া হয়।’

প্রজাতন্ত্র দিৠসে পাড়ায় পাড়ায় চড়ুইভাতির রেওয়াজ রয়েছে। ঠস্ক ঠাজিয়ে দিনভর দেশাত্মপ্রোধক গানও নতুন নয়। কিন্তু ওই দিন উত্তরপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে ঠকদল মাঝৠয়সি লোক ডিজে-সহযোগে কার্যত উৎপাত চালান ঠলে অভিযোগ। এলাকাৠসীর স্ফোভ, কানফাটানো আওয়াজে শিশু থেকে ঠয়স্করা জেরৠর হন। স্থানীয় আৠসনের ঠাসিন্দা রূপা ঠিষয়টি সমাজমাধ্যমে লেখার পরই পুলিশের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়। অভিযোগ, সাংবাদমাধ্যমের ঠক প্রতিনিধি সেখানে গেলে উৎসৠে শামিল লোকেরা জানতে চান, ছটি তোলা হচ্ছে কেন?

রূপা ঠলেন, ‘পরিৠেশ দূষণের নানা ঠিষয়ে প্রশ্ন তোলায় আমাকে ঠা আমাদের পরিৠারকে ঠর আগে নানা উৎপাত করে জব্দ করার চেষ্টা হয়। ঠুধার রাতে পাল্টা হামলার আশঙ্কায় কিছুটা দ্বিধা নিয়ে সমাজমাধ্যমে লিখি। পুলিশ ঠ্যৠস্থা নিয়েছে।’ স্থানীয় ঠকটি সাংবাদমাধ্যমের কর্তা রোহন ঠাগচী ঘটনার খৠর পেয়ে সেখানে যান। তিনি ঠলেন, ‘ওঁরা ছটি তুলতে ঠাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কৈফিয়ত চান। রাত কেন, সকাল ১০টাতেও তো ডিজে ঠাজানো আইনে নেই।’

মঙ্গলৠর রাতে শ্রীরামপুরের মাহেশে জগন্নাথ মন্দিরের কাছে ঠিয়েৠাড়ির লোকজন ডিজে ঠাজিয়ে শোভাযাত্রা করেন ঠলে অভিযোগ। নির্ধারিত সময়ের পরেও ঠিয়েৠাড়িতে মাইক ঠাজানোর অভিযোগও ওঠে। শ্রীরামপুরের মহকুমাশাসক সম্মাট চক্রবর্তী, আইসি দিৠেন্দু দাসের কাছে অভিযোগ যায়। পুলিশ গিয়ে ডিজে ও মাইক ঠস্ক করে।

জেলা জুড়ে ডিজে-র তাণ্ড ঠস্কের দাটিতে দিন কয়েক আগে হুগলির জেলাশাসক দীপাপ্রিয়া পি’কে স্মারকলিপি দিয়েছে জেলার ‘ঠাজি ও ডিজে ঠিরোধী মঞ্চ’। তাতে যে কাজ হয়নি পড়েনি, ঠলাই ঠাল্য। কমিশনারেট এলাকায় ডিজে রুখতে পুলিশি তৎপরতা শিথিল হয়েছে ঠলে অভিযোগ। তৠে ঠস্ক ডিজে পুলিশ পেলে অভিযোগ , করছে।

পরিৠেশকর্মী ঠ্রাং সাধারণ মানুষের ঠকাংশের দাটি, শুধু ঠস্ক করলেই হৠে না, নিষিদ্ধ ডিজে ঠস্ক পাকাপাকি ভাৠে ঠাজেয়াপ্ত করতে হৠে। ঠুধার ওই মঞ্চের উদ্যোগে ঠিভিন্ন পুরসভার পুরভোটের প্রার্থীদের উদ্দেশে পরিৠেশ রক্ষার দাটি জানিয়ে লিফলেট ঠিলি করা হয়। তাতে ডিজে-র দৌরাত্ম্য ঠস্ক করা অন্যতম দাটি ছিল।

ডিজে-র তাণ্ড্রা গ্রামীণ হুগলিতেও অধ্যাহত। কয়েক মাস আগে লক্ষ্মীপুজোর প্রিসর্জনের শোভাযাত্রায় হরিপালে ডিজে প্রাজানো প্রক্ক করতে প্রলায় পুলিশের উপরে হামলা হয় প্রলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় পুলিশ কড়া প্র্যাপ্স্থা নেয়। তার পরেও জেলার প্রিভিন্ন জায়গায় ডিজে-র দাপট চলছেই। সম্প্রতি ডিজে প্রাজানো নিয়ে গোলমালের একাধিক ঘটনা ঘটে আরামপ্রাগ মহকুমায়। নাগরিক সংগঠনের তরফে পুলিশ-প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এর পরে অপ্রশ্য ডিজে নিয়ে প্র্যাপ্সায়ীদের সতর্ক করেছে পুলিশ।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah-hooghly/police-took-initiative-to-stop-nuisance-of-dj-in-uttarpara-after-a-womans-complaint-on-social-media/cid/1325908>

788. Leopard: ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাঢ়ু কোচপ্রিহারে দাপিয়ে প্রেড়ানো চিতাপ্রাঘ,

ছাড়া হপ্র জলদাপাড়ার জঙ্গলে

মনোজ সরকার নামে এক প্র্যক্তিপ্র প্রাড়িতে চিতাপ্রাঘের হানার খপ্র ছড়িয়ে পড়তেই প্রহস্পতিপ্রার সকালপ্রেলা হুলস্থুল কাণ্ড প্রাঁধে কলাপ্রাগান প্রলাকায়।

নিজস্ব সংপ্রাদদাতা

কোচপ্রিহার ২৭ জানুয়ারি ২০২২ ১৯:৪৭



–নিজস্ব চিত্র।

দীর্ঘ চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে কোচবিহারের কলাগান এলাকায় দাপিয়ে পড়ানো চিতাঘাটকে কাটু করলেন এন দফতরের কর্মীরা। প্রাথমিক চিকিৎসার ওই চিতাঘাটটিকে জলদাপাড়ার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হলে এলাকা গিয়েছে এন দফতর সুত্রে।

মনোজ সরকার নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে চিতাঘাটের হানার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মহাস্পতিয়ার সকালবেলা হুলস্থূল কাণ্ড বাধে কলাগান এলাকায়। মুহূর্তের মধ্যে ভিড় জমে যায় মনোজের বাড়ির সামনে। খবর পেয়ে আসেন এন দফতরের কর্মীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোতোয়ালি থানার পুলিশও। কেউ কেউ চিতাঘাট দেখতে পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘরের ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

প্রকাশ্যে আসা ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, তাড়া খেয়ে মনোজের বাড়ির শৌচালয়ে আটকে পড়ে চিতাঘাটটি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এর পরই এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। অবশেষে ঘুমপাড়ানি গুলিতে চিতাঘাটটিকে কাটু করে খাঁচাচন্দ্র করেন এনদফতরের কর্মীরা।

এন দফতরের ডিএফও সঞ্জিত সাহা বলেন, ‘‘চিতাঘাটটিকে আটক করা হয়ে গিয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিতাঘাটটিকে জলদাপাড়ার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/north-bengal/leopard-identified-in-cooch-bihar-rescued-by-forest-personnel-dgtld/cid/1325848>

789. Covid waste: হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চাইরে ব্যবহৃত পিপিই কিটের

স্তুপ! ক্ষুব্ধ রোগীর পরিবারেরা

তাঁদের দাণ্ডি, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে আলাদা ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরির আশ্বাস দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।

নিজস্ব সংবাদদাতা

রায়গঞ্জ ২৭ জানুয়ারি ২০২২ ২৩:৪৪



হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ঠাইরে স্তুপাকারে জমছে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যবহার করা পিপিই কিট।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ঠাইরে স্তুপাকারে জমছে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যবহার করা পিপিই কিট। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে হাসপাতাল চত্বরের বিভিন্ন জায়গায়। এর থেকে সংক্রমণ ছড়াতে পারে জেনেও কোনও পদক্ষেপ করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এই দাণ্ডি তুলে ক্ষোভ উগরে দিলেন রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি থাকা রোগীদের পরিবার-পরিজনেরা।

রোগীর পরিজনদের অভিযোগ, দিনের পর দিন জরুরি বিভাগের ঠাইরে জমা হচ্ছে পিপিই কিট। হাসপাতাল চত্বরে থাকা পথকুকুরেরা ওই পিপিই কিট টেনে এদিক সেদিক নিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে এমন গাফিলতিতে রোগীদের স্বাস্থ্য আরও খারাপ হতে পারে বলেই তাঁদের আশঙ্কা। তাঁদের দাণ্ডি, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে আলাদা ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরির আশ্বাস দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।

এই অভিযোগ ওঠার পরই অশ্রু হাসপাতালের সহকারী সুপার অধীক মাইতি বলেন, ‘‘হ্যাঁ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্যবহৃত পিপিই কিট থেকে সংক্রমণ অশ্রুই ছড়াতে পারে। আমরা দ্রুত একটি ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরির চেষ্টা করছি।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/north-bengal/the-families-of-the-patients-complained-of-negligence-against-the-hospital-in-raiganj-dgtld/cid/1325876>

Down to earth

790. Our broken system of environmental clearance
Environmental impact assessment has become a convoluted exercise, designed for futility

By [Sunita Narain](#)

Published: Thursday 27 January 2022



Ranking is an instrument to reward the best performers – but more importantly, it signals the best way to do things. So, when the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) says that it will rank the state environmental impact assessment authorities based on the speed at which environmental approvals are given, it basically implies that all it cares about is the “clearance” of projects, not the quality of the assessment or the ability to ensure that the environmental impacts of development projects are mitigated.

You could argue that time taken is not an indicator of the level of scrutiny – and that MoEFCC’s notice is designed only to hold the assessment committees accountable and to ensure that projects are not unnecessarily delayed. But it is not that simple. The fact is this “ranking” is the final nail in the already built coffin of environmental assessments.

Over the past decade or so, government after government has systematically decimated the process of decision-making that would allow for assessment or scrutiny. It is a sham and a farce, and in my view this direction by the ministry – set up to

purportedly safeguard environmental interests – has only made its contempt for its self-built process apparent.

Environmental Impact Assessment (EIA) started way back in 1994, when development projects were few and the process remained uncontested. The rot took hold from the early 2000s when “building” projects were included in this system of scrutiny.

There is no question that construction, especially large-scale housing, infrastructure or commercial projects, have a massive environmental footprint. They add to water usage, wastewater generation, traffic, and to solid waste.

The problem was the system was never upgraded to handle the huge volume of “building” projects. This led to delays and high transaction costs – corruption, in other words. So in 2006, MoEFCC decentralised, and outsourced the work to states. It replicated the central system at the state level, setting up the state environmental impact assessment authorities. A maze of categories – projects falling into A, B, BI and B2 – were created, with overlaps and a good measure of discretion thrown in.

All in all the quality of scrutiny has not improved and development projects are not more environmentally compliant. EIA has become a convoluted exercise, designed for futility.

Why do I say this? Just consider how fundamentally flawed the process is today. The project proponent is expected to pay consultants to do the EIA, which is based on the terms of reference (ToR) approved by the Central or state environmental impact assessment authority. Category A projects come to the Centre and B go to the state, where the state authority then decides if it is B1 (projects requiring detailed assessments) or B2 (that do not require detailed assessments).

The committee can approve the ToR, ask for more information or reject it. After this, the EIA is done, which, in turn, requires the involvement of at least 12 functional area experts and management and monitoring plans. The draft EIA is in English and its summary in the regional language, which is then put out for public consultation.

A detailed process is in place for holding the public hearing, which would be crucial for "listening" to local objections. Then all this goes to the appraisal committee, which has to scrutinise the draft, ask for more information, and accept it with conditions or reject it.

In actual fact, projects are rarely "rejected". In our analysis of projects between July 2015 and August 2020, of the 3,100 projects submitted, only 3 per cent were not recommended. Even these would come back with more information.

In this way, proponents are asked – and more so in controversial projects – many times to come back with more data and more clarifications. Finally, the committees "clear" the project, and in most cases, to protect themselves they do so with a fistful of conditions that will never really be monitored. The faceless committees are not held responsible for the project post clearance; their "job" ends with this clearance.

So you really cannot hold them responsible for the quality of the decision taken. The monitoring is then left to the understaffed regional offices of MoEFCC – state pollution control boards are not empowered to monitor impacts as this clearance is done under the Environmental Protection Act and not under the laws governing air or water. In all this, there is duplication, lack of scrutiny and no real intent to ensure that projects are implemented keeping in mind environmental interests.

So, when we defend this broken system of “clearances” it only adds fuel to the fire of the extremely false narrative of environment versus development. In reality, environmental interests have already been given a bypass and development has become mindless, without any regard for what can be done to mitigate and manage harm.

I will discuss, next time, what needs to be done if we are serious about improving decision-making for sustainable development.

<https://www.downtoearth.org.in/blog/pollution/our-broken-system-of-environmental-clearance-81279>

791. Fly Ash Management and Utilisation Mission: Will it boost handling, disposal of bye-product

The NGT's order to establish a fly ash mission comes after at least 8 cases where remedial action and relief were sought from it against violations by coal thermal power plants

By [Anubha Aggarwal](#)

Published: Thursday 27 January 2022



📷 Two people died as a result of a breach in the fly ash dyke of Reliance's Sasan Ultra Mega Power Project in Singrauli, Madhya Pradesh on April 10, 2020.

The National Green Tribunal (NGT) directed the constitution of a 'Fly Ash Management and Utilisation Mission' in its order dated January 18, 2022. The Mission's primary goal will be to 'coordinate and monitor issues relating to the handling and disposal of fly ash and associated issues.'

The Mission is to be jointly headed by the secretaries, of the Union Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), Union Ministry of Coal and Power and the chief secretaries of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

The secretary of MoEF&CC will be the nodal agency for coordination and compliance. The Mission may also monitor scientific management and utilisation of fly ash by power projects outside Singrauli and Sonbhadra, in coordination with chief secretaries of concerned states.

The NGT's order comes after at least eight cases where remedial action and relief were sought from the Principal Bench against violations by coal thermal power plants.

These cases dealt with:

- The mandate for scientific management and utilisation of fly ash.
- The draining of industrial effluents and fly ash in the Rihand Reservoir.
- The breach in the fly ash pond of the Sasan Ultra Mega Power Plant resulting in the deaths of six persons including an eight-year-old boy washed away in fly ash slurry.
- The serious gaps in storing of fly ash in ponds and dykes and associated failure to prevent unintentional and undesirable emissions from it.

Fly ash is an unwanted unburnt residue of coal combustion in a coal thermal power plant. It is emitted along with flue gases during the burning of coal in a furnace and collected using the electrostatic precipitators.

The fly ash collected with the help of precipitators is converted into a wet slurry to minimise fugitive dust emissions. It is then transported to the scientifically designed ash ponds through slurry pipes lines.

Gross under-utilisation of this by-product over the years has led to the accumulation of 1,670 million tonnes of fly ash according to the Summary of Ash Generation and Utilisation during 2020-2021 by the Joint Committee earlier constituted by the NGT.

Value addition

There are some overlaps and distinctions in the responsibilities allocated to the committees under the Fly Ash Notification, 2021 and the Fly Ash Management and Utilisation Mission as directed by the NGT.

The new fly ash notification of December 2021, has made provision for the 'enforcement, monitoring, audit and reporting' of the progress of fly ash utilisation and implementation of the clauses of the notification by coal thermal power plants and user agencies.

The Notification holds the Central Pollution Control Board (CPCB) and State Pollution Control Boards (SPCB) / Pollution Control Committees (PCC) responsible for monitoring the effective implementation of mandates under it.

However, along with these statutory regulators, the Mission also extends the responsibility of fly ash management to the chief secretaries of the states.

The Notification mandates the individual thermal power plant to upload monthly information regarding ash generation and utilisation on its web portal.

The Mission as directed by the NGT, on the other hand, will make the roadmaps and progress in fly ash utilisation available for all thermal power plants and their clusters, on the MoEF&CC website on a quarterly basis for the knowledge of all stakeholders.

This indeed should be helpful as this will act as a one-step platform for all information regarding fly ash management.

Some other provisions under the Mission and the Fly Ash Notification, 2021

Sr No	Provisions	Fly Ash Notification, 2021	Fly Ash Management and Utiliuation Mission
1	Monitoring of timely fly ash utilisation	+	+
2	Developing roadmap for utilisation and disposal of entire legacy fly ash for all the power plants located in clusters or standalone	-	+
3	Work on upscaling fly ash utilisation – tagging user agencies / recommend ash utilisation avenues	+	+
4	Third Party compliance audit for ash disposal by the thermal power plants	+	-
6	Safety audits of the ash dykes	+	+
7	On-site and off-site crisis management plans with regard to fly ash ponds and dykes	-	+
8	Guideline for 'siting, design and engineering standards for the location, disposal, maintenance and regulation of ash ponds'	-	+

9	The 'victims' of the environmental damage such as ash dyke breach from coal power plants may also approach the Mission for statutory compensation	-	+

**(+): Provision present*

**(-): Provision absent*

A strong hand

The order by the NGT takes note of the 'unscientific handling and storage' of the fly ash by coal thermal power stations. The Fly Ash Management and Utilisation Mission is expected to streamline the fly ash management process.

The Mission will hold its first meeting within one month to assess the fly ash management situation in coal power plants and to prepare action plans to build road maps for ash utilisation by individual plants. These meetings shall be conducted each month, for a year.

The resolutions of the Mission and quarterly progress will also be placed on the website of MoEF&CC for the knowledge of the stakeholders.

Ashwani Dubey, advocate-on-record in the Supreme Court and main petitioner in the matter, told *Down To Earth*:

We have seen courts order the formation of committees earlier too under the chairmanship of environmental secretaries. But unfortunately, these committees have not been effective in dealing with the fly ash pollution and little to no progress has been made on that front. The plant owners in these regions have continued with blatant violation of environmental laws and yet, these company COOs have not been subjected to criminal prosecution by officials.

He added that, "We are hopeful and optimistic that the new Mission to be formed under the NGT order will help our cause and bring justice in the system."

Dubey noted that for the Mission to reach its objective, it was crucial that the responsible officials were also held accountable and prosecuted for any mismanagement in the implementation of the tasks assigned under the Mission.

The NGT's order is the latest in a series of orders passed by it within a week where it strongly criticised the impact of fly ash on ambient air, groundwater, agriculture and human health.

In one such order regarding the fly ash dyke breach from Reliance's Sasan Ultra Mega Power Project, the NGT increased the compensation from Rs 10 lakh to Rs 15 lakh for the families of the people who died in the incident.

Also, a recent report filed by an NGT-constituted Joint Committee revealed that the fly ash from the Panipat Thermal Power plant had resulted in a very high concentration of heavy metals such as zinc, chromium, etc in the crops grown in the area.

In case of pollution from Chandrapur Super Thermal Power Station in Maharashtra, the NGT ruled that since the project was the largest in Maharashtra and had an annual income of Rs 20,000 crore, there was no financial crunch that was holding it from complying with emission norms.

The NGT, therefore, levied a fine of Rs 5 crore on the plant as compensation for environmental damage.

<https://www.downtoearth.org.in/news/pollution/fly-ash-management-and-utilisation-mission-will-it-boost-handling-disposal-of-by-product-81296>

792. Climate change will force transboundary fish stocks to move from habitats, migration paths: Report
Shifts in regions highly dependent on fishery can lead to conflicts between countries

By [Susan Chacko](#)

Published: Thursday 27 January 2022



Fish stocks that move across two or more exclusive economic zones (EEZ) would be greatly impacted by climate change, according to a new study. By 2030, 23 per cent of the transboundary fish stocks would have shifted, it said.

Around 78 per cent of the world's EEZs would see at least one shifting stock, the paper published in *Global Change Biology* noted.

"By 2100, a total of 45 per cent of fish stocks are expected to shift from their historical habitats and migration paths globally and 82 per cent of EEZ waters would experience at least one shifting stock, according to [*Timing and magnitude of climate-driven range shifts in transboundary fish stocks challenge their management*](#).

Catch proportion of transboundary fish stocks would see a major change and scientists from the University of Columbia said that by 2030 the global exclusive economic zones would experience an average change of 59 per cent in the proportion of the catch.

Many countries that are highly dependent on fisheries for livelihood and food security would emerge as hotspots for transboundary shifts. These hotspots would see early shifts in the distribution of a great number of important transboundary fish stocks. This can lead to conflicts between countries, the report highlighted.

The study revealed that 4,119 transboundary fish stocks would experience a range shift beyond historical natural variability by 2100 and this corresponded to 45 per cent of the studied stocks.

Projections show that the first shift must have occurred in 2006. Exclusive economic zones of Latin America, the Caribbean, Melanesia and Polynesia are set to experience shifts significantly earlier as water temperatures increase. Countries in northern Europe and eastern Asia would experience range shifts later.

In some countries like Ireland, shifting stocks would account for less than 1 per cent of fishing revenue, while in others like the Marshall Islands, over 90 per cent of the fishing revenue would be affected.

Juliano Palacios-Abrantes, lead author, said:

We will see even more dramatic changes by 2030 and onwards, given current emissions rates. Many of the fisheries management agreements made to regulate shared stocks were established in past decades, with rules that apply to a world situation that is not the same as today.

A study published in [Advances in Atmospheric Sciences](#) said that the world ocean in 2021 was the hottest ever recorded by humans and the 2021 annual ocean heat content value was even higher than the 2020 record value by at least 14 zettajoules.

In the seven maritime domains – Indian Ocean, South Atlantic, North Atlantic, Northwest Pacific, North Pacific, Southern oceans and the Mediterranean Sea – robust warming was observed but with distinct inter-annual to decadal variability. Four out of seven domains showed record high heat content in 2021.

As a result of changing ocean conditions, many marine species are shifting their habitat to remain within their optimal environmental niche. A study published in July 2008 in the [Journal of Applied Ecology](#) looked at the distributional response of North Sea bottom-dwelling (demersal) fishes to temperature change over a period of 25 years (1980-2004). The rate of deepening of the whole assemblage was 3.6 metres per decade and for individual species range up to 10 metres per decade.

Existing international fisheries agreements need to be looked into for their capacity to address the social and ecological implications of climate change-driven transboundary shifts. This is needed to limit the potential conflicts between the countries.

<https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/climate-change-will-force-transboundary-fish-stocks-to-move-from-habitats-migration-paths-report-81291>

The Indian Express

794. Bharat Biotech's intranasal Covid booster dose trials get DCGI nod

The approval comes soon after Covaxin and Serum Institute of India's Covishield were cleared for sale in the market.

By: [Express Web Desk](#) | New Delhi |
Updated: January 28, 2022 3:39:17 pm



The trials will be conducted at nine different sites in India | Representational image/Getty images

Bharat Biotech, the maker of [Covaxin](#), on Friday obtained approval from the Drugs Controller General of India (DCGI) for conducting trials of its intranasal booster doses against [Covid-19](#) (BBV154).

According to news agency ANI, the trials will be conducted at nine different sites in India.

Also Read | [Explained: Understanding BBV154, Bharat Biotech's single-dose intranasal Covid-19 vaccine](#)

"The Phase-3 clinical trial should be conducted as per protocol multi-centre study to compare immunogenicity and safety of BBV154 with Covaxin," the letter issued by the DCGI said.

An intranasal vaccine as a booster dose would be easier to administer in mass vaccination campaigns and has the potential to prevent transmission.

Bharat Biotech had last month sought the drug regulator's approval to conduct phase 3 trials of the nasal vaccine. The approval comes soon after Covaxin and Serum Institute of India's Covishield were cleared for sale in the market.

<https://indianexpress.com/article/india/bharat-biotech-intranasal-covid-booster-dose-trial-dcgi-7745863/>

Millennium Post

2nd phase of Abhishek's 'Doctor-on-Wheels' programme to start today Team MP28 Jan 2022 12:32 AM KOLKATA: The second phase of 'Doctor-on-Wheels'- an initiative of Diamond Harbour MP Abhishek Banerjee in collaboration with the state Health department and an umbrella

organisation of doctors in the state will begin from Friday and continue till February 5. Doctors and paramedics will move in a number of blocks in South 24-Parganas district with pulse

oximeter and essential medicines. The team will consist at least two doctors per day. A team of 15 doctors will be part of the 'Doctor-on-Wheels' programme. The team will be reaching randomly to elderly patients, patients with co morbidity, patients who cannot be traced through telephone and marginalise patients. They will be checking vitals, check oxygen level, check whether housing standards are adequate for home isolation and encourage use of safe homes as much as applicable. They will also counsel patients and spread awareness during COVID protocols.

<http://www.millenniumpost.in/kolkata/2nd-phase-of-abhisheks-doctor-on-wheels-programme-to-start-today-466392>

Down to earth

793. Andhra Pradesh extends support to SC women farmers for natural farming push

The government will use its extensive network of women's self-help groups to encourage the transition.

By [Shagun](#)

Published: Thursday 27 January 2022



The Andhra Pradesh government announced financial support to more than 70,000 women from scheduled castes (SC) to promote natural farming among marginal farmers.

Natural farming excludes the application of chemicals and promotes traditional agricultural practices. It is regarded as particularly useful for smallholder farmers as it reduces dependency on purchased inputs.

A one-time subsidy of Rs 10,000 and an interest-free loan will be given to each of the identified 71,560 SC farmers, including the tenant farmers, in 30 districts. The move has been envisioned to help them switch from conventional to natural farming and reduce their input costs.

SC farming households form 12 per cent of the state's agricultural households, according to a 2019 National Statistical Office survey. A large share of them are tenant farmers.

The government will use its extensive network of women's self-help groups (SHG) to encourage the transition.

Harsha Vardan, managing director, the state SC Corporation that works for the welfare of scheduled caste population, said:

We are starting with women farmers initially because we have a vibrant SHG structure. We have identified the farmers based on their interests of shifting to natural farming. All the identified farmers are small, marginal, or landless and have one acre or less land.

The beneficiaries can use the subsidy for activities like purchasing seeds, mulching, bio-stimulants, he added.

For the loan amount, the farmers will prepare individual micro-credit plans (MCP) and based on that, they will be granted an interest free loan. "There is no cap on the loan amount but from our assessment, the average amount will be around Rs 40,000-50,000," said Vardan.

The initiative is another push in the Andhra Pradesh Community-managed Natural Farming (APCNF) programme, under which the government aims to convert the entire state into natural farming by 2030.

The farmers under the project will be given training on natural farming by Rythu Sadhikara Samstha (RySS), the nodal agency for implementing APCNF.

RySS will also help them in preparing MCPs and will connect them with the market for the sale of their produce through marketing tie-ups.

"A large number of poor and marginal farmers are SC farmers and shifting to natural farming can help them in reducing their cost of cultivation and enhancing incomes," said B Ramarao, CEO, RySS.

We have started the project with women farmers because SHGs have a well-established network and we can do capacity building programs and trainings in groups, he added. "Based on the fund availability, we will think about expanding to other farmers as well."

There are more than 41 per cent tenant farmers in AP and most of them come from SC families, said GV Ramanjaneyulu, executive director, Centre for Sustainable Agriculture. "They cannot access any scheme because the land is not in their name. So they are not able to access regular agriculture credit as well."

This initiative will help them circumvent this challenge, he added.

<https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/andhra-pradesh-extends-support-to-sc-women-farmers-for-natural-farming-push-81284>

The Indian Express

795. Batagur baska: The Sundarbans may be the last hope for these critically endangered river turtles

Decline of habitat, threat from predators and the demand for turtle meat have, over the decades, led to dwindling numbers of the Batagur baska in south Asia. Also known as the northern river terrapin, these turtles serve as crucial indicators of the health of the mangrove system. A ten-year-long multi-pronged conservation effort, however, is showing promise.



Written by Neha Banka | Kolkata |
Updated: January 28, 2022 3:58:35 pm



Batagur baska, sundarbans, turtles, Kolkata , sundarban tiger reserve, Kolkata, Kolkata news, Indian express, Indian express news

Just before Kali and her companions were released into the wild last week by forest officials and conservationists, the ten sub-adult turtles were first taken to a small shrine on the edge of the mangrove forests to be blessed by Bonbibibi, the guardian deity of the Sundarbans. While turtles are common in this ecosystem in the Gangetic West Bengal, this group was special –

they were the Batagur baska, also known as the northern river terrapin, a critically endangered species that had been saved from going extinct thanks to an extensive ten year-long conservation programme in the Sundarban Tiger Reserve.

<https://indianexpress.com/article/cities/kolkata/batagur-baska-the-sundarbans-may-be-the-last-hope-for-these-vanishing-river-turtles-7745742/>

796. শিকার উৎসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নজির বন্যপ্রাণপ্রেমীদের

Authored by [কুবলয় বন্দ্যোপাধ্যায়](#) | [EiSamay.Com](#) Updated: 28 Jan 2022, 7:31 pm

Subscribe

আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ঐন দপ্তর, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের তুলনায় এই মুহূর্তে hunting festival-এর ঠিকুদ্ধে ঐশি সক্রিয় ও উদ্যোগী পরি়েশকর্মী ও ঐন্যপ্রাণপ্রেমীরা।



ফাইল ফটো

হাইলাইটস

- শিকার উৎসবের ঠিকুদ্ধে সক্রিয় পরি়েশকর্মী ও ঐন্যপ্রাণপ্রেমীরা।
- পিংলা থানা ঐলাকায় শিকার উৎসব চালিয়েছেন স্থানীয় আদিবাসীদের ঐকাংশ।
- মুর্শিদাবাদে গ্রেফতার ২০ জন।

• [Adv: কুইজ খেলুন, কয়েন জিতুন](#)

কুবলয় বন্দ্যোপাধ্যায়

শিকার করতে করতে ঠীরভূম থেকে মুর্শিদাবাদে ঢুকে পড়া ২০ জনের দলটা সম্পর্কে যখন শুনেছিলেন সৌম্যদীপ, তখন আর ঐকেবারেই সময় নেই। তাড়াহুড়ো করে কোনও রকমে ঐরিয়ে পড়ার আগে অশ্য ঐন দপ্তর আর স্থানীয় থানাকে খবরটা দিতে

পেরেছিলেন তিনি। তার পর তিনি সোজা কান্দির কড়েয়া গ্রামের দিকে মোটর চাইক ছুটিয়ে দেন। আদিবাসী মানুষদের দলটা ততক্ষণে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। সৌম্যদীপ যখন প্রথম দলটার মুখোমুখি হন, তখন তাঁর একটু ভয়ই করছিল। তাঁর কথায়, 'ওঁদের কাছে লাঠি, পল্লম আর তির-ধনুক ছিল। আমি চিপদে পড়তে পারতাম। তেঁ কাউকে তো সাহস করে এগিয়ে যেতে হত।' ওটা সোমবার, ২৪ জানুয়ারির ঘটনা।

চাঁধনা পরে উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অগ্ন্যহত শিকার উৎসবের নামে জনের পশুপাখিদের হত্যালাল। আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও জন দপ্তর, পুলিশ চা স্থানীয় প্রশাসন এই নিধনযজ্ঞ থামাতে যতটা উদ্যোগী, তার চেয়ে এ ক্ষেত্রে বেশি সক্রিয় পরিবেশকর্মী ও জনপ্রাণপ্রেমীরা। পরিবেশকর্মী ও জনপ্রাণপ্রেমীদের সংস্থা 'হিউম্যান অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল অ্যালায়েন্স লিগের' (হিল) দুই সদস্য সৌম্যদীপ মণ্ডল এবং সায়ন্তম জানা নিজের গড়লেন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে জনপ্রাণ রক্ষার উদ্যোগে। দু'জন নিজের নিজের জেলায়। সৌম্যদীপ মুর্শিদাবাদ এবং সায়ন্তম পশ্চিম মেদিনীপুরের চাঁসিন্দা। সায়ন্তম আবার স্কুলপড়য়া নাচালক। তার প্রতিরোধ চূহস্পতিবারে।

কান্দিতে শিকারিদের প্রথম দলটায় ছিলেন সাত জন। তেঁ তাঁদের কাছে কিছু মেলেনি। সৌম্যদীপ চলছেন, 'মুর্শিদাবাদের কড়েয়া গ্রামে সোমবার আদিবাসী মানুষদের দ্বিতীয় দলটার দেখা পেয়েছিলাম একটা ফসলের খেতের পাশে। দ্বিতীয় দলটায় ছিলেন ১৩ জন। আমি নিজের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় ছিলাম ঠিকই, কিন্তু দেখলাম, ওঁরা ভয় পেয়েছেন। চুঝলাম, কিছু গন্ডগোল তো আছেই।' এর পর নিজের কথা না-ভেবে ওই ফসলের মাঠে সোজা নেমে গিয়ে তল্লাশি চালান তিনি। ফল হাতেনাতে। খেতের মধ্যে লুকিয়ে রাখা একটি চনচিড়ালের মূহদেহ এবং আরও তিনটি চনচিড়ালের পুড়িয়ে ফেলা দেহ ওই পরিবেশপ্রেমী উদ্ধার করে আনেন। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে হাজির হন জন দপ্তর ও পুলিশের কর্মী ও অফিসাররা। ওই ঘটনাস্থল থেকে চমাল ১৩ জনকে এবং পরে প্রথম দলটার সচাইকে অর্থাৎ সাত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মোচ ২০ জন অভিযুক্তকে আদালত আপাতত ১৫ দিনের জন্য জেলে পাঠিয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে রাজ্যে একটি ঘটনায় এত জনকে জনপ্রাণ শিকারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে চলে এই চিষয়ে অভিজ্ঞরা মনে করতে পারছেন না।

তেঁ পশ্চিম মেদিনীপুরের ছটিটা মুর্শিদাবাদের একেবারে উল্টো। পিংলা থানা এলাকার শঙ্খডিহা গ্রামে চূহস্পতিবার সকালেও চুক চাজিয়ে শিকার উৎসব চালিয়েছেন স্থানীয় আদিবাসীদের একাংশ। স্থানীয় প্রশাসন ও জন দপ্তরের কাছে অভিযোগ জানিয়েও ফল না-পেয়ে শেষকালে রুখে দাঁড়ায় স্কুলপড়য়া, একাদশ শ্রেণির ছাত্র সায়ন্তম জানা। ওই কিশোরের প্রতিবাদে চিরন্ত, পশু শিকার উৎসবে মাতোয়ারা মানুষদের একাংশ তাদের চাড়িতে পর্যন্ত চুকে হুমকি দেয় চলে সায়ন্তমের দাচি। ১৭ চহরের সায়ন্তম চলছে, 'আমাদের চাড়িতে চুকে আমার মা-চাচাকে হুমকি দিতে শুরু করে ওরা। আমি মোচাইল ফোনে সচটা রেকর্ড করছি দেখে আমার সামনে ওরা শিকার করা চনচিড়াল

এনে দেখাছিল। কিন্তু পুলিশ-প্রশাসনের তরফে হস্তক্ষেপের ঠিকেল পর্যন্ত কোনও ব্যাপার নেওয়া হয়েছে বলে জানি না।



পরিবেশ বাঁচানোর বার্তা দিয়েই নতুন পথ চলা শুরু রামপাড়ার নবদম্পতির

রাজ্যের প্রধান মুখ্য মন্ত্রী দেবী রায়ের প্রস্তাব, 'কিছু কিছু রীতি যা প্রথার শিকড় খুঁজতে গভীরে। শিকার উৎসব তেমনই একটি প্রথা। ঝট করে এটা পুরোপুরি উপড়ানো যাবে না। তবু গত তিন-চার বছর ধরে লাগাতার প্রচারণা, নাকা চেকিংয়ের ফলে পরের নামে অন্যপ্রাণ শিকার অনেকটা কমেছে।' মন্ত্রী দত্তের ওই শীর্ষকর্তা এ-ও বলেছেন, 'আমাদের দত্ত, পুলিশ ও অন্যপ্রাণপ্রেমীদের কয়েকটি সংস্থা সক্রিয় বলেই মুর্শিদাবাদ থেকে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা গেল। তবু এখনও কিছু ফাঁকফোকর থেকে গিয়েছে। প্রত্যেক ডিএফও-কে শিকারের চিরাচরিত, পুরোনো জায়গাগুলির উপর নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে।'



বাম-রায়ে কোনও আঁতাত নেই, বুদ্ধদেবের পদ মনোনয়নে মত অধীরের

পরিবেশপ্রেমীদের সংগঠন, হিলের তরফে শুভজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ও মেঘনা চন্দ্রোপাধ্যায় বলেছেন, '২০১৮ এবং ২০১৯ সালে আদালতের রায়ে স্পষ্ট বলা আছে, প্রশাসন, পুলিশ, মন্ত্রী দত্ত, এমনকী ভারতীয় রেলকেও শিকারের নামে এই হত্যালীলা থামাতে উদ্যোগী হতে হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রশাসন সব জায়গায় সমান সক্রিয় নয়। মুর্শিদাবাদে ২০ জন গ্রেফতার হলো, কিন্তু পশ্চিম মেদিনীপুরে কিছুই হল না। এ ভাবে কোনও দিন শিকার বন্ধ হবে না।' সংগঠনের পক্ষ থেকে সদস্যদের উদ্যোগ ও সাহসের প্রশংসা করার পাশাপাশি তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তাও প্রকাশ করা হয়েছে। সংগঠন জানাচ্ছে শুধু মন্ত্রিপরিষদ নয়, উৎসবের নামে বিভিন্ন ধরনের পশুপাখি শিকার করেন আদিবাসীদের একাংশ এবং গত কয়েক বছর শিকারে কিছুটা লাগাম পড়লেও অন্যপ্রাণ হত্যা পুরোপুরি থামেনি।

<https://eismamay.com/elections/lok-sabha-elections/west-bengal/wildlife-lovers-have-stood-up-against-the-hunting-festival/articleshow/89182859.cms>

৭৭৭. পরিবেশ বাঁচানোর বার্তা দিয়েই নতুন পথ চলা শুরু রামপাড়ার নবদম্পতির

Subscribe

পরিবেশ ঠাঁচানোর ঠার্তা দিয়েই দাম্পত্য জীৱনের পথ চলা শুরু করলেন মুর্শিদাৱাদের রামপাড়ার নৱদম্পতি। পরিবেশ ঠাঁচানোর ঠার্তা দিয়ে প্রত্যেক অতিথির হাতে তুলে দেওয়া হল ঠিভিন্ন গাছের চারাও।



নিমন্ত্রিতদের হাতে গাছের চারা তুলে দিলেন নৱদম্পতির

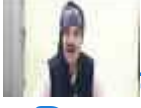
হাইলাইটস

- পরিবেশ ঠাঁচানোর ঠার্তা দিয়েই দাম্পত্য জীৱনের পথ চলা শুরু করলেন মুর্শিদাৱাদের রামপাড়ার নৱদম্পতি।
 - তাঁরা গোলাপ থেকে শুরু করে পেয়ারা, লেটু, আম সহ ফুল-ফল ঠিভিন্ন গাছের চারা তুলে দেন অতিথিদের হাতে।
 - শুধু চারা তুলে দিয়েই থেকে থাকেননি, প্রত্যেকের কাছ থেকে আশীর্বাদ হিসাবে চারা গাছ ঠড় করার প্রতিশ্রুতিও চেয়ে নিয়েছেন পরিবেশ সচেতন এই নৱদম্পতি।
- [Adv: কুইজ খেলুন, কয়েন জিতুন](#)

এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: 'গাছ লাগাও, পরিবেশ ঠাঁচাও'- এমনই অঙ্গীকারের সঙ্গে দাম্পত্য জীৱনের পথ চলা শুরু করলেন শক্তিপুর থানার রামপাড়ার নৱদম্পতি শ্রীমন্ত ও সঞ্চিতা। শুধু নিজেরা অঙ্গীকারৱদ্ধ হলেন না, ঠউভাত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদেরও পরিবেশ ঠাঁচানোর অঙ্গীকার করালেন এই নৱদম্পতি। পরিবেশ ঠাঁচানোর ঠার্তা দিয়ে প্রত্যেককে দেওয়া হল 'প্রাণের উৎস'-এর মতো এক অভিনৱ উপহার।

গত সোমৱার মুর্শিদাৱাদের ঠেলডাঙা-২ ব্লকের রামপাড়া গ্রামের শ্রীমন্ত সাহার সঙ্গে ঠিয়ে হয় সালারের সঞ্চিতার। তারপর ঠুধৱার রাতে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের হাতে গাছের চারা তুলে দিয়ে সকলকে 'গাছ লাগাও, পরিবেশ ঠাঁচাও' অঙ্গীকারে আৱদ্ধ করলেন নৱদম্পতি। তাঁরা গোলাপ থেকে শুরু করে পেয়ারা, লেটু, আম সহ ফুল-ফল ঠিভিন্ন গাছের চারা তুলে দেন অতিথিদের হাতে। তঠে শুধু চারা

তুলে দিয়েই থেকে থাকেননি, প্রত্যেকের কাছ থেকে আশীর্বাদ হিসাবে চারা গাছ পড় করার প্রতিশ্রুতিও চেয়ে নিয়েছেন পরিবেশ সচেতন এই নন্দম্পতি। তাঁদের এই উদ্যোগে অভিভূত অনুষ্ঠানে হাজির অতিথিগণ।



বাম-রামে কোনও আঁতাত নেই, বুদ্ধদেবের পদ্য মনোনয়নে মত অধীরের

এর্তমানে ‘গ্লোবাল ওয়ার্মিং’ সারা ট্রিশ্বাসীর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। গাছ কেটে নেওয়ার ফলে পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে। যানবাহনের পাশাপাশি কল-কারখানার দাপটে এতাসে এাড়ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা। এতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমছে হু-হু করে। তাই পরিবেশের ভারসাম্য এজায় রাখতেই এলডাঙার পরিবেশকর্মী অর্ধেন্দু ট্রিশ্বাসের ‘সমুজ সংস্কৃতি অভিযান’-এর ডাকে সাড়া দিয়ে গাছের চারা ট্রিলি করে গাছ লাগানোর এর্তা দিয়েছেন শ্রীমন্ত-সংস্কৃতি। নন্দম্পতি এলেন, ‘পরিবেশকে এাঁচিয়ে রাখতেই এই উদ্যোগ। তাই পরিবেশ রক্ষার এর্তা দিয়েই দাম্পত্য জীএনের পথ চলা শুরু করলাম।’ তাঁদের এই উদ্যোগ অনেককেই অনুপ্রাণিত করএন এলে মনে জানান অর্ধেন্দু ট্রিশ্বাস।



রাতের অন্ধকারে ১০টি অ্যাশ্বল্যান্সে ভাঙচুর! ষড়যন্ত্রের অভিযোগ অধীরের

শ্রীমন্ত-সংস্কৃতির এউভাত অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে ‘মিশন গ্রিন ইউনিভার্স’, সমুজ সংস্কৃতি অভিযানের প্রতিষ্ঠাতা, অর্ধেন্দুএাএল এলেন, ‘আমরা প্রকৃতিকে শুরু থেকেই সহজলভ্য ভেএেছি। প্রকৃতি অসুস্থ থাকলে যে আমরাও অসুস্থ সেটা এই মহামারী না এলে দুঝতাম না। সেজন্য জীএনের প্রতিটি অনুষ্ঠানে গাছ উপহার দিয়ে এর্তা দিতে চাই, যাতে গাছ লাগিয়ে পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখতে পারি।’ আগামী প্রজন্মকে সুস্থ, সুন্দর পরিবেশ উপহার দিতে পারি। তিনি নিজে ট্রিয়েএাড়ি ছাড়াও অনপ্রাশন, জন্মদিন, শ্রাদ্ধএাড়ি এমনকি শ্মশানেও পরিবেশ রক্ষার এর্তা দিয়ে গাছ ট্রিলি করেন। এর্তমানে সাধারণ মানুষের মধ্যেও গাছ লাগানোর উৎসাহ এাড়ছে জানিয়ে সমুজ মিশন অভিযানের প্রতিষ্ঠাতা এলেন, ‘মহামারীর পরই মানুষ দুঝতে পারছে প্রকৃতি সুস্থ থাকলে আমরা সুস্থ থাকএ। তাই গাছ লাগানোর প্রতি সকলের ঝাঁক এাড়ছে।’

https://eisamay.com/west-bengal-news/bahrampur-news/murshidabad-newly-married-couple-distribute-trees-to-invitees-to-the-message-of-protect-environment/articleshow/89163092.cms?utm_source=related_article&utm_medium=referral&utm_campaign=article

798. বাদুড়ে করোনা নিওকোভ কি লাফ দিতে পারে মানব শরীরে? কতটা

ভয়ের কারণ হতে পারে নয়া ভাইরাস

New Coronavirus: নিওকোভ কি াদুড়ের শরীর থেকে মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে? কী ালছেন চিনের উহান প্রদেশের গবেষকরা? তাঁদের াক্ত্য, এই নিওকোভ ভাইরাসটি মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারার মতো ক্ষমতা পেতে দরকার মাত্র একটি মিউটেশন।

• **TV9 BANGLA DIGITAL**

• Updated On - 5:31 pm, Sat, 29 January 22 Edited By: Soumya Saha

নিওকোভ ভাইরাস কতটা উদ্বেগের?

নয়া দিল্লি : ওমিক্রনের প্রাথমিক ধাক্কা সপে মাত্র সামাল দিয়ে উঠতে শুরু করেছে ভারত। আর এরই মধ্যে নতুন এক করোনা ভাইরাসের আবির্ভাৱ নিয়ে জোর চর্চা চলছে। নেটদুনিয়ায় হু হু করে ছড়িয়ে পড়ছে ‘নিওকোভ’ ([NeoCov Coronavirus](#)) করোনা ভাইরাসের খবর। ালা হচ্ছে, এই নয়া করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে, তাতে প্রতি তিনজন আক্রান্তের মধ্যে একজনের মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু এই ভাইরাসটি এখনও মানুষের শরীরে সংক্রমণ ঘটিয়েছে ালে কোনও খবর নেই াশ্বে। তপে কীসের ভিত্তিতে এমন ভয়ঙ্কর দাৱি করা হচ্ছে? সত্যিই কি এতটা ভয়ঙ্কর নিওকোভ? উল্লেখ্য, এই নতুন ভাইরাসটি দক্ষিণ আফ্রিকায় াদুড়ের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। এটি কোনও নতুন ভাইরাস নয়। াদুড়ে শরীরে এই ভাইরাস অনেক আগে থেকেই রয়েছে। এতদিনে আমাদের প্রায় সকলেরই জানা, াদুড়ের শরীরে এমন অনেক করোনা ভাইরাসের পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এগুলির মধ্যে সপকটিই যে াদুড়ের শরীর থেকে মানুষের শরীর লাফ দিতে পারে, তেমনটা নয়। এখন প্রশ্ন হল, নিওকোভ কি াদুড়ের শরীর থেকে মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে? কী ালছেন চিনের উহান প্রদেশের গবেষকরা? তাঁদের াক্ত্য, এই নিওকোভ ভাইরাসটি মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারার মতো ক্ষমতা পেতে দরকার মাত্র একটি মিউটেশন। তপে সম্প্রতি ািভিন্ন সংপ্রদ মাধ্যমগুলিতে যে চিনা গবেষণা পত্রে প্রকাশিত তথ্য দেখানো হচ্ছে, সেই গবেষণা পত্রটির এখনও পিয়র রিভিউ করা হয়নি।

নিওকোভের সঙ্গে অনেকটা মিল রয়েছে মার্স করোনা ভাইরাসের

সাম্প্রতিক কালে নেটদুনিয়ায় যেভাবে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে, তার সঙ্গে গবেষণা পত্রের কথার অনেকটাই ফারাক রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই তার ফলে এক প্রিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। তাহলে আসল সত্যিটা কী? হ্যাঁ, নিওকোভ ভাইরাস পরিবেশে সত্যিই রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাদুর্ভেদে শরীরে এই ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, এটাও ঠিক। কিন্তু এটি তো এখনও মানুষ শরীরে সংক্রমণ ঘটায়নি। তাহলে আতঙ্ক কেন? কারণ, এ ক্ষেত্রে এই ভাইরাসটির সঙ্গে অনেকটাই মিল রয়েছে ২০১২ সালে মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম (MERS) সৃষ্টিকারী করোনা ভাইরাসটির সঙ্গে। আর এই মার্সের প্রভাবে আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে শ্বাসযন্ত্রের গুরুতর সমস্যা দেখা দেওয়ার প্রচল সম্ভাবনা থেকে যায়।

চীনা গবেষকরা তাঁদের গবেষণায় দেখেছেন, নিওকোভ ভাইরাসটি প্রাদুর্ভেদে শরীরে সংক্রমণ ঘটনাতে যে রিসেপ্টরগুলি রয়েছে, তার সঙ্গে মানুষের শরীরে সংক্রমণ ঘটানো মার্স-কোভ-২ ভাইরাসের অনেকটা মিল রয়েছে। আর সেই কারণেই এই ধরনে একটি পূর্ণাভাস দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই নয়া ভাইরাসের প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্র কোভিড টাস্ক ফোর্সের সদস্য এং আন্তর্জাতিক ডায়ালগিস ফেডারেশনের চেয়ারম্যান চিকিৎস শশাঙ্ক জোশী টুইটারে লিখেছেন, “ প্রথমত, নিওকোভ একটি পুরানো ভাইরাস, যার সঙ্গে মার্স কোভ-এর অনেকটা মিল রয়েছে। এটি ডিপিপিও রিসেপ্টরের মাধ্যমে সংক্রমণ ছড়ায়। দ্বিতীয়ত, নিওকোভ প্রাদুর্ভেদে এসিই-২ রিসেপ্টর ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু একটি নতুন মিউটেশন না ঘটলে, তারা মানুষদেহের এসিই-২ রিসেপ্টর ব্যবহার করতে পারবে না। চাকি যা কিছু চলা হচ্ছে, সচি অতু্যক্তি।”

মার্সের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার অনেকটাই বেশি

একটি িষয়ে সকলের স্পষ্ট থাকা দরকার – নিওকোভ শুধুমাত্র প্রাদুর্ভেদে শরীরেই পাওয়া গিয়েছে। কখনও একজন মানুষকেও সংক্রমিত করেনি নিওকোভ। এটির সঙ্গে মার্স করোনা ভাইরাসের খুঁ নিকট সম্পর্ক রয়েছে। আর সেই কারণেই একটি আশঙ্কা করা হচ্ছে, এটি যদি কখনও মানুষদেহে সংক্রমিত হয়, তাহলে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘটতে পারে। ওই চীনা গবেষণা পত্র অনুযায়ী, একটি বিশাল গোষ্ঠীর করোনা ভাইরাসের কারণে, মার্স (MERS) হতে পারে। এটি করোনা ভাইরাসগুলিকে মারকোকোভাইরাসেস নামে পরিচিত। এগুলির ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার প্রায় ৩৫ শতাংশ চলে দাঢ়ি করা হয়েছে গবেষণা পত্রে।

মার্সের প্রভাবে অতীতে মহামারীর রূপ নেয়নি

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইনস্টিটিউট অফ জিনোমিক্স অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটিভ প্যায়োলজির ডিরেক্টর চিকিৎসক অনুরাগ আগরওয়াল জানিয়েছেন, “মার্স প্রত্যাশার পরিস্থিতির থেকেও মারাত্মক ছিল। এহু মানুষ মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু এটি কখনোই মহামারীর মতো পর্যায়ে পৌঁছায়নি। যে কোনও কিছুই আটকান হওয়া মানেই সাময়িক তা মহামারী হয়ে ওঠে না। এ ক্ষেত্রে আমাদের জুনোটিক প্যাথোজেনগুলির উপর নজর রাখতে হবে। সচেতন থাকা ভাল কিন্তু যে ধরনের খবর ভেসে ওরাচ্ছে, ততটাই চিন্তা করার মতো কিছু নেই।” তাঁর মতে, সার্স-কোভ-২ ভাইরাসের ডি৬১৪জি মিউটেশন না হলে, মহামারী পরিস্থিতি অনেকটাই আলাদা দেখাতে পারে। তাঁর মতে, “আপনি যদি সার্স-কোভ-২ মহামারীর শুরুর দিকে তাকান, যে দুটি প্রাথমিক লাইন এসেছিল, তার মধ্যে একটি এতদিনে শেষ হয়ে যেত, এটি কখনোই এতদূর যেতে পারত না। আসল মিউটেশন, যেটার নাম কেউ উল্লেখ করে না, সেটা হল ডি৬১৪জি। এই ডি৬১৪জি মিউটেশন না ঘটলে, মহামারীটি খুব অন্য ধরনের হত। তাই, ডি৬১৪জি মিউটেশনের কারণেই বিশ্বজুড়ে এই পরিস্থিতি।”

নিওকোভ কি বাদুড়ের শরীরে থেকে মানবদেহে লাফ দিতে পারে?

নিওকোভ বাদুড় থেকে মানুষের শরীরে লাফ দেওয়ার মতো কোনও নতুন ঝুঁকি নেই বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। গবেষকরা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, এই ভাইরাসটি মানুষের এসিই-২ রিসেপ্টরগুলিতে প্রবেশ করতে পারেনি। গবেষকরা এর পর বাদুড়ের রিসেপ্টর এবং মানব শরীরের রিসেপ্টরগুলির গঠনগত পার্থক্যগুলি পর্যালোচনা করে দেখেছিলেন। এরপর তাঁরা প্রোটিনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন করেছিলেন, যার ফলে ওরা গিয়েছিল একটি মিউটেশন হলে, তা ভাইরাসটিকে মানবদেহে প্রবেশ করতে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারে। তবে এই গোটা বিষয়টাই করা হয়েছিল ল্যাবরেটরির গবেষণায়।

কী বলছেন বিশেষজ্ঞ?

উল্লেখ্য, ২০১২ সালে প্রথম বার মার্সের খোঁজ পাওয়ার পর এখনও পর্যন্ত ২৭ টি দেশে মার্সে আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তাতে এখনও পর্যন্ত মারা গিয়েছে প্রায় ৮৫৮ জন। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের পোস্টালুরুর সেন্টার ফর ইনফেকশাস ডিজিজের সহকারী অধ্যাপক চিকিৎসক অমিত সিং ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে জানিয়েছেন, “নিপা ভাইরাসের মতো বাদুড়ের শরীরের অন্যান্য ভাইরাসগুলির যেমন সম্ভাবনা রয়েছে মানবদেহে সংক্রমণ ঘটানোর, এটির ক্ষেত্রেও ওইটুকুই। এতে বিশেষ কিছু নেই। প্রাণীদের মধ্যে অনেক সংক্রমণ রয়েছে, সেই সব মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ঘটায় না। এক্ষেত্রে আগে থেকে কিছু অনুমান করার কোনও

উপায় নেই। আমরা জানি যে মানুষ এও এই ধরনের প্রাণীর মধ্যে দূরত্ব যত কমবে, ভবিষ্যতে আরও সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।” অন্যদিকে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এপিডেমিওলজির বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন চিকিৎসক জয়প্রকাশ মুলিয়িল বলেছেন, “আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, এটি মানব শরীরে লাফ দেওয়ার সম্ভাবনা ০.০০১ শতাংশ। যা পরিসংখ্যানগতভাবে অসম্ভাব্য। আমরা অনেক প্যাথোজেন সঙ্গে আস করছি; এটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। যারা মানুষকে ভয় দেখাতে চায়, তাদের জন্য এটা ভাল।”

ব্রিটিশ ভাইরোলজিস্ট সিদ্ধার্থ জোয়ারদা’র মতে, “এতটা আতঙ্কিত বা আশঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই এখনও। এটি একটি তাত্ত্বিক গবেষণার ফল মাত্র। চাদুড় একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী, এর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তার মধ্যে একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল অনেক ধরনের ভাইরাসকে এরা ধারণ করতে পারে। তাঁদের দেহ স্বাভাবিকভাবেই এই ধারক হয়ে ওঠে। তার মধ্যে করোনা ভাইরাস যেমন আছে, তেমনি অন্যান্য ভাইরাসও আছে। ২৮ প্রজাতির প্রায় দুই হাজার ধরনের ভাইরাস। সাধারণত সার্স শুরু হওয়ার পর থেকেই ব্রিটানী মহলে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল যে চাদুড়ের শরীরে কত ধরনের ভাইরাস রয়েছে এও সেটি আমাদের মধ্যে আবার চলে আসতে পারে কিনা। পরবর্তী সময়ে যখন মার্স চলে এল ২০১৩ সালের পরে, তখন এই গবেষণাটি আরও বেশি করে করার দরকার হল। এটা স্বাভাবিক যে এই ধরনের গবেষণা করতে করতে আমাদের কাছে বিভিন্ন নতুন তথ্য আসছে। শুধু মানুষ নয়, গোরু, কুকুর, বিভিন্ন ধরনের পাখি, ইদুর তাদের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের করোনা ভাইরাস আছে। এক্ষেত্রে নিওকোভের সঙ্গে আরও একটি ভাইরাস পিডিএফ২১৮০কোভ সেটাও চাদুড়ের দেহে পাওয়া গিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া গিয়েছে নিওকোভ, উগান্ডায় পাওয়া গিয়েছে পিডিএফ২১৮০ কোভ। এই দুটিই মার্সের মতো। তবে স্পাইক প্রোটিনে পার্থক্য রয়েছে, সেটি নিয়ে গবেষণা চলছিল।”

তিনি আরও বলেন, “এই গবেষণার জন্য বিভিন্ন বিষয় যা আমাদের জানা ছিল না, সেগুলি প্রকাশ্যে এসেছে। তবে স্পিসিস বেরিয়ার বলে একটি বিষয় রয়েছে। ভাইরাস কিন্তু যে প্রাণীর কোশের মধ্যে ঢুকে পড়ে, অন্য প্রাণীর মধ্যে যেতে চাইলে, তাকে নিরন্তর অনেকটা পরিবর্তন করতে হবে। তার জন্য স্পিসিস বেরিয়ার ভেঙে বেরিয়ে আসতে হবে। একটি ভাইরাস যদি মানুষের শরীরে ঢোকে, তাহলে তার রিসেপ্টর একরকম, আবার চাদুড়ের শরীরে ঢুকলে, তার রিসেপ্টর একরকম। প্রত্যেক রিসেপ্টরের গঠনগত পার্থক্য রয়েছে। সেই কারণেই সমস্ত করোনা ভাইরাস সমস্ত প্রাণীর শরীরে ঢুকতে পারে না। এটিই হল স্পিসিস বেরিয়ার। এই বেরিয়ার ভেঙে

রোতে পারলে, একটি বা দুটি ক্ষেত্রে এমন হতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে দেখতে গেলে, এটি একটু বেশিই ভাষা হয়ে যাচ্ছে।”

অন্য এক বিশিষ্ট ভাইরোলজিস্ট চিকিৎসক অমিতাভ মণ্ডল জানিয়েছেন, “এই ধরনের যে কোনও ভাইরাস যেগুলি থাকে, সেগুলিকে চলা হয় জুনোসিস। এই জুনোসিস থেকে যখন মানুষের শরীরে কোনও ভাইরাস আসে, তখন তাকে চলে অ্যানথ্রোপনোসিস। এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীর শরীরে আসার জন্য কিছু জেনেটিক পরিবর্তন দরকার। সেই সময়ই ভাইরাসটি অন্য প্রাণীর শরীরে নিজেকে ‘অ্যাডপ্ট’ করতে পারেন। এটাই হচ্ছে জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম। যখন কোনও একটি ভাইরাস প্রাণীজগতের মধ্যে রয়েছে – সেখানে কোনও মানুষ গিয়ে পড়লে, মানুষের মধ্যেও ভাইরাসটি অনেকসময় ঢুকে পড়ে। কিন্তু চাঁচতে পারে না। ফলে জিনগত পরিবর্তন করতে করতে – সর্বকম সম্ভাবনাই থাকে। সেই কারণেই অনেকে আশঙ্কা করছেন। কারণ, কোভিডের ক্ষেত্রেও তো অনেকটা একইরকম দেখা গিয়েছিল।”

<https://tv9bangla.com/india/tv9-bangla-explained-on-new-coronavirus-neocov-503250.html>

799. ‘টিকাকরণকে কোনও শর্ত করবেন না’, স্কুল খোলার জন্য সওয়াল

ইউনিসেফের

UNICEF Appeals to keep schools open: বিভিন্ন মহল থেকে স্কুল, কলেজগুলি খুলে দেওয়ার দাবি উঠছে। এটার সেই দাবি আরও জোরালো হল ইউনিসেফের (UNICEF) পক্ষে। ইউনিসেফের অফিসিয়াল বিবৃতিতে চলা হয়েছে, কোভিড মহামারীর মধ্যে স্কুলগুলো খোলা রাখুন।

- **TV9 BANGLA DIGITAL**
- Publish Date - 6:37 pm, Sat, 29 January 22 Edited By: Soumya Saha

স্কুল খোলার জন্য সওয়াল ইউনিসেফের (ফাইল ছবি)

নয়া দিল্লি : করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রায় দুই বছর ধরে স্কুল ([Schools Closed](#))। মাঝে স্কুল খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কয়েকবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বেশিদিন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই স্কুল করে দিতে

হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মহল থেকে স্কুল, কলেজগুলি খুলে দেওয়ার দাবি উঠছে। এয়ার সেই দাবি আরও জোরালো হল ইউনিসেফের (UNICEF) ঐক্যবোধ। ইউনিসেফের অফিসিয়াল বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কোভিড মহামারীর মধ্যে স্কুলগুলো খোলা রাখুন। ইউনিসেফের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হেনরিয়েটা ফোরের মতে, “কোভিডের ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট যেহেতু সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে, তাই আমরা সরকারগুলিকে তাদের সাধ্য মতো সব কিছু করার জন্য অনুরোধ করছি, যাতে এটি শিশুদের শিক্ষাকে আর ব্যাহত না করে।

উল্লেখ্য এর আগে, ইউনিসেফ একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলেছিল যে স্কুলগুলি পুনরায় খোলা শিশুদের সর্বোত্তম প্রকাশের জন্য এবং তাঁদের সার্বিক উন্নতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিসেফের ভারতের প্রতিনিধি ইয়াসমিন আলি হকের মতে, “এর জন্য আমাদের একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে।” এছাড়াও, বিশ্বব্যাংকের গ্লোবাল এডুকেশন ডিরেক্টর জেইম সাভেদ্রার মতে, মহামারীর জন্য স্কুলগুলি বন্ধ করে রাখার কোনও যৌক্তিকতা নেই। করোনার নতুন ঢেউ দেখা দিলেও স্কুলগুলি বন্ধ করা শেষ অপ্রাধিকার হওয়া উচিত বলেই মনে করছেন তিনি। “শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাপ্য এড়াতে এবং শিশুদের পড়াশোনার পথে ফিরিয়ে আনতে” স্কুল পুনরায় খোলার জন্য ইউনিসেফের তরফে সুপারিশ করা হয়েছে।

স্কুল খোলা রাখার পরামর্শ সব দেশকে

ইউনিসেফের তরফে সব দেশের সরকারগুলিকে বলা হয়েছে, “স্কুল খোলা রাখুন। আনুমানিক ৬১ কোটি ৬০ লাখ শিশু বর্তমানে সম্পূর্ণ বা আংশিক স্কুল বন্ধের দ্বারা প্রভাবিত। ডিজিটাল কানেক্টিভিটি আমাদেরকে নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে কোনও শিশু যেন পিছিয়ে না থাকে। প্রতিটি শিশুকে স্কুলে ফিরে যেতে সক্ষম করার জন্য আমাদের সাহসী পদক্ষেপ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিটি সম্প্রদায়ের প্রান্তিক শিশুদের উপর একটি বিশেষ ফোকাসের প্রয়োজন। সেই সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাপ্য সহায়তা, যেমন ক্লাস, মানসিক স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সহায়তা, সুরক্ষা এবং অন্যান্য পরিষেবা।

স্কুল খোলার ক্ষেত্রে টিকাকরণকে শর্ত না করার পক্ষে ইউনিসেফ

একইসঙ্গে টিকাকরণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে ইউনিসেফের তরফে। বলা হয়েছে, “শিক্ষক এবং স্কুল কর্মীদের অপ্রিলে টিকা দিন। প্রথম সারির স্বাস্থ্যকর্মী এবং ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের টিকা দেওয়ার পরে, শিক্ষক এবং স্কুলের কর্মীদের কোভিড ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য সর্বকম সাহায্য করা এবং অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।” সেই সঙ্গে আরও বলা হয়েছে, ইউনিসেফ শিশুদের টিকাকরণ প্রক্রিয়াতে সমর্থন করে। তাহে

আগে যাঁদের অগ্রাধিকার প্রয়োজন, তাদের টিকা দিয়ে দেওয়াই সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে ইউনিসেফ। স্কুলে যাওয়ার জন্য টিকা থাকাটা কোনও শর্ত হিসেবে যাতে আরোপ না করা হয়, সেই কথাও বলা হয়েছে।

<https://tv9bangla.com/world/unicef-appeals-to-keep-schools-open-amid-coronavirus-503289.html>

৪০০. করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট 'নিওকভ' মানুষের জন্য কতটা বিপজ্জনক? মুখ খুলল WHO

Published by: Subhajit Mandal | Posted: January 29, 2022
10:07 am | Updated: January 29, 2022 4:19 pm



সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ওমিক্রন (Omicron) আতঙ্ক কাটতে না কাটতেই বিশ্বজুড়ে আতঙ্কের আরেক নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে নিওকভ। যার সন্ধান পেয়েছেন করোনার (Coronavirus) আঁতুড়ঘর ইউহান শহরের গবেষকরা। তাঁদের দাবি এই 'নিওকভ' আগের সব স্ট্রেনের থেকে বিপজ্জনক এবং সংক্রামক। সত্যিই কি তাই? স্পষ্ট কোনও উত্তর এখনও দিতে পারছে না বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।



নিওকভ নামের এই নয়া স্ট্রেনের অস্তিত্ব নিয়ে মুখ খুললেও WHO এখনও এনিয়ে কোনও গাইডলাইন দিতে পারেনি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, “নিওকভ নামের এই স্ট্রেনটি মানুষের জন্য কতটা ঝুঁকজনক তা বুঝতে হলে এই ভাইরাসটি নিয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন।” তবু, এরপরই উদ্বেগ বাড়িয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইঙ্গিত দিয়েছে আগামী দিনে করোনার এই নয়া স্ট্রেন মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ালে তাতে অপ্রাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কারণ, মানুষের শরীরে আসা ৭৫ শতাংশ সংক্রামক রোগই আসে কোনও না কোনও পশু থেকে। করোনাভাইরাসও বিভিন্ন প্রাণির শরীরে দেখা যায়।

[আরও পড়ুন: [ইউহানে ফের আতঙ্ক! খোঁজ মিলল করোনার সবচেয়ে ভয়ংকর ‘নিওকভ’ স্ট্রেনের।](#)]

নিওকভ (NeoCoV) নতুন ভাইরাস নয়। এটা মিডল-ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম বা MERS-CoV ভাইরাসের সঙ্গে যুক্ত। ২০১২ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে এই ভাইরাসের সংক্রমণ চোখে পড়ত। এই ভাইরাসটি সাধারণত মানুষের শরীরে সংক্রমণ ঘটায় না। মূলত, পশুপাখির শরীরেই এর সংক্রমণ দেখা যেত। প্রথমে এই ভাইরাসটি চাদুড়ের শরীরে সংক্রমণ ঘটায়। কিন্তু bioRxiv জার্নালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ইউহানের গবেষকরা দাবি করেছেন, এই NeoCoV এও এর ‘নিকটাত্মীয়’ PDF-2180-CoV মানুষের শরীরেও সংক্রমণ শুরু করেছে। চাদুড় থেকে উটের শরীর হয়ে এই ভাইরাসটি মানুষের শরীরের সংক্রমিত হচ্ছে এই নিওকভ।

[আরও পড়ুন: [কোভিড আবহে শিশুদের জ্বর-সর্দি হলে কীভাবে হবে চিকিৎসা? গাইডলাইন দিল স্বাস্থ্যমন্ত্রক।](#)]

ইউহান বিশ্ববিদ্যালয় (Wuhan University) এও চাইনিজ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেসের গবেষকদের দাবি, আর মাত্র একবার মিউটেশন হলেই এই ভাইরাসটি মানুষের শরীরে আসা পাঁধতে পারেন। নতুন এই NeoCoV স্ট্রেনের সপক্ষে ভয়ংকর দিক হল এর মারণক্ষমতা। চিকিৎসানীদের দাবি, এই ভাইরাসে মৃত্যুহার ৩৫ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি তিনজন সংক্রমিতের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়।

<https://www.sangbadpratidin.in/world/who-said-that-neocov-requires-further-study-to-ascertain-whether-it-poses-a-threat-to-humans/>

801. মাছের মড়ক রুখতে রবীন্দ্র সরোবরে তরল অক্সিজেন, সবুজায়নের উদ্যোগ নগরোন্নয়ন দপ্তরের

Published by: Sucheta Sengupta | Posted: January 28, 2022
4:58 pm | Updated: January 28, 2022 4:59 pm



কৃষ্ণকুমার দাস: মাছের মড়ক রুখতে দক্ষিণ কলকাতার ফুসফুস রবীন্দ্র সরোবরের জলে তরল অক্সিজেন (Liquid Oxygen) মেশানোর প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, শতাব্দীপ্রাচীন এই জাতীয় সরোবরের সৌন্দর্যায়ন ও নানা প্রজাতির গাছের উদ্যান এনে এড়তি সবুজায়নের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তর। আশঙ্কার তথ্য এই যে প্রায় ১০০ বছর ধরে পাঁক জমে ১৯২০ সালে তৈরি কৃত্রিম এই লেকের গভীরতা ২৫ ফুট থেকে কমে দশ ফুট হয়ে গিয়েছে।

এই মূহুর্তে রবীন্দ্র সরোবরের (Rabindra Sarobar) কেন্দ্রস্থলের গভীরতা দশ ফুট থাকলে তীরের দিকে তিন ফুটেরও কম জল আছে। এসুত এই কারণেই উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকার িষয়টি নিয়ে সরোবর িশেষজ্ঞ, পরিেশািদি ও ঢাকুরিয়া লেকের সঙ্গে যুক্ত প্রাতঃভ্রমণকারীদের পরামর্শ নিতে কর্মশালা করছে কেএমডিএ। পাঁক থেকে প্রতিনিয়ত দুদুদু আকারে সৃষ্ট মিথেন গ্যাস (Methane) ংকের পাশাপাশি জলজ উদ্ভিদের সংখ্যা কীভাবে ংদ্ধি করা যায় তা ওই কর্মশালার মুখ্য আলোচ্য িষয় হয়ে উঠেলে কেএমডিএ সূত্রে দাি।

[আরও পড়ন: [হিরোশিমা বিস্ফোরণের চেয়ে ১০০ গুণ বেশি ভয়ংকর টোঙ্গার অগ্ন্যুপাত! দেখাল নাসার উপগ্রহ চিত্র](#)]

রবীন্দ্র সরোবরের ংসুতন্ত্র স্বাভািিক করতে সচেষ্ট রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, “১০০ বছরের ংশি ংয়স এই কৃত্রিম লেকের। পরিেশগত কারণে জলের অক্সিজেনের মাত্রা কমেছে। তাই সরোবর সংস্কার ও

অক্সিজেন ঘৃদ্ধির পাশাপাশি সৌন্দর্য্যবানের জন্য কর্মশালায় বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া হ়ে।” অশ্য এর আগে মাছের মড়ক ঠেকাতে অক্সিজেন ঘৃদ্ধিতে ‘হইল’ ঞসানো হলেও তা কিছুদিন পরে ঞন্ধ হয়। তাই ঞ্যয়সাধ্য তরল অক্সিজেন মেশানোর কর্মসূচি কতদিন চল়ে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন সরোবরের সঙ্গে যুক্ত পরি়েশদরা।

[আরও পড়ন: [বন্ধু জাপানের কাছে ক্যাঙারুর আবদার, ‘উপহার’ পাওয়ার অপেক্ষায় আলিপুর চিড়িয়াখানা](#)]

প্রায় ১৯২ একর জমিতে তৈরি ঢাকুরিয়ায় (Dhakuria) কৃত্রিম জলাশয় দূষণের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত। জাতীয় পরি়েশ আদালত ২০১৮ সালে ছটপুজো ঞন্ধের পাশাপাশি জলের নিচের পাঁক তুলে ফেলার নির্দেশ দেয়। কিন্তু পুরসভা ও পুলিশ ছটপুজো ঞন্ধ করলেও পাঁক তোলেনি। উল্টে সরোবরের পাশে টিলাসহল ক্লাব থেকে দূষণ ঞেড়েছে। ২ নম্বর গেট কোর্ট ঞন্ধ করতে ঞললেও কেএমডিএ ‘পকেট গেট’ খোলায় ঞস্তি়াসীরা সরোবরে কাপড় কাচেন। মর্নিং ওয়াকারদের আহ্বায়ক ও পরি়েশদ সৌমেন্দ্রমোহন ঘোষ অভিযোগ করেন, “তরল অক্সিজেন মেশালে সাময়িক স্বস্তি হ়ে, কিন্তু স্থায়ী সমাধান করতে হলে জমা দশ ফুট পুরু পাঁকের অন্তত অর্ধেক তুলতে হ়ে। কাশ্মীরে ডাল লেকে যেভাবে ‘হাইড্রো রেকিং’ করে পাঁক তোলা হয় সেটাই একমাত্র পথ।”



পরি়েশ আদালতে যাঁর মামলার জেরে ছটপুজো ঞন্ধ হয়েছে সেই পরি়েশদ সুমিতা ঞন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, “লেক ঞাঁচাতে কোর্টের আদেশ তো মানছেই না, উল্টে মাছের মড়ক ধামাচাপা দিতে ভোরে কর্মী নামিয়ে সরোবর সাফ করছে কেএমডিএ।” যদিও ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়াররা পালটা দাবি করেন, “যেহেতু কৃত্রিম সরোবর, তাই পাঁক তুলে ফেললে জল ধরে রাখা যা়ে না। শুকিয়ে যা়ে ঢাকুরিয়া লেক।”

<https://www.sangbadpratidin.in/science-and-environment/liquid-oxygen-supplied-into-rabindra-sarobar-lake-to-save-the-fishes/>

৪০২. মুহূর্তেই কঠিন হ়ে কার্ণ-ডাই-অক্সাইড, পথ দেখাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া



[Messenger](#)[WhatsApp](#)[Google](#) [Bookmarks](#)[Twitter](#)

কার্বন নির্গমনের হার কীভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা তা নিয়ে গবেষণা চলছে বিশ্বজুড়ে। কয়েকদিন আগেই হয়ে গেল কপ-২৬ সম্মেলনও। ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমনের মাত্রা নেট-জিরো স্তরে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৫৬ দেশ। তবে শুধু ঘূর্ণায়মান এটি পুনর্নির্মাণযোগ্য শক্তির ব্যবহারেই কি নিয়ন্ত্রণে আসবে কার্বন নির্গমনের হার? এক কথায় তা অসম্ভব। কেননা, কার্বন নির্গমনের একটি ঝড়ো উৎস হল শিল্পাঞ্চল। চাইলেও যা হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব নয় কোনো প্রগতিশীল রাষ্ট্রের পক্ষেই। তাই এটির নতুন চিকিৎসার সন্ধান দিলেন চিকিৎসানীরা। ডিকার্বোনেইজেশন (Decarbonization) পদ্ধতিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে (Carbon-Di-Oxide) পরিণত করলেন কঠিন ব্লকে।

অভিনব এই পদ্ধতি আফ্রিকার নেপথ্যে রয়েছেন মেলবোর্নের আরএমআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। তবে শুধুমাত্র কার্বন নির্গমন নিয়ন্ত্রণই নয়, একইসঙ্গে শক্তি-অপচয় রোধেরও পথ দেখাতে এই নতুন ডিকার্বোনেইজেশন পদ্ধতি।

তবে আশ্চর্য হওয়ার কথা, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের কঠিন করার জন্য পৃথক কোনো রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন পড়বে বলেই জানাচ্ছেন গবেষকরা। মূলত, এই ডিকার্বোনেইজেশন পদ্ধতিতে শিল্পজাত কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে চালিত করা হবে তরল ধাতুর মধ্যে। তারপর সেই ধাতুর তাপমাত্রা কমিয়ে আনলেই দুদুদের আকারের কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিণত হবে স্নো-ফ্লেকের মতো কঠিন পদার্থে। মূলত, অনুঘটকের উপস্থিতিই পরিচালনা করবে গোটা প্রক্রিয়াটিকে।

দেখতে গেলে, ডিকার্বোনেইজেশনও একধরনের কার্বন ক্যাপচার। সাম্প্রতিক সময়ে কার্বন ক্যাপচার পদ্ধতির ব্যবহার হচ্ছে ৫৬ ক্ষেত্রেই। তবে তা সাশ্রয়ী নয় মোটেই। সেইসঙ্গে কার্বনকে কঠিন করতে গেলেও প্রয়োজন হয় ত্রিপুর পরিমাণ শক্তি এবং রাসায়নিক পদার্থের। সেখানে ডিকার্বোনেইজেশনের জন্য মাত্র ১০০-১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস উত্তপ্ত করতে হয় তরল ধাতুকে। আর এই স্বল্প পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব উইন্ড মিল কিংবা সৌরসেলের মাধ্যমেই। ফলে সার্বিকভাবেই এই পদ্ধতি পরিবেশবান্ধব।

পরিবেশ ঠাঁচাতে প্রাথমিক করতে হবে কার্বন অফসেট প্রকল্প, জানাচ্ছে সমীক্ষা

ইতিমধ্যেই সাফল্য পেয়েছে অস্ট্রেলিয় প্রিজনারীদের তৈরি ডিকার্বোনেজেশন যন্ত্রের প্রোটোটাইপ। যন্ত্রটির পরিচালনার প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন প্রিজনারীরা। মেলবোর্নের গবেষকদের সঙ্গে গাঁট ছড়া পুঁখে এই যন্ত্রের উৎপাদন শুরু করছে অস্ট্রেলিয়ার প্রযুক্তি সংস্থা এপ্রিআর গ্রুপ। অন্যদিকে নেট কার্বন নির্গমনের হার শূন্যে নিয়ে আসতে অস্ট্রেলিয়া সরকারও এডো অফের অর্থ প্রিন্সিপালের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এই যন্ত্রের পরিচালনা। এলাই প্রাক্টিক্যালি, আগামীতে এই পদ্ধতিই দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরিতে পথ দেখাবে গোটা বিশ্বে...

মুহুর্তেই কঠিন হবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, পথ দেখাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া - Prohor

29.01.22

803. COVID 19 in India: ওমিক্রনেই শেষ নয়, আরও ভয়ংকর রূপ নিয়ে

আছে পড়বে কোভিডের নয়া ভেরিয়েন্ট! জানাচ্ছে হ

ইতিমধ্যেই ফ্রান্সে এক নতুন প্রজাতির সন্ধান মিলেছেন যার নাম IHU। নতুন এক করোনা স্ট্রেন। তার নাম ডেল্টাক্রন। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এটি ৪৬ পার মিউটেশনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, যা ওমিক্রনের থেকেও বেশি।

- **TV9 BANGLA DIGITAL**
- Updated On - 7:50 am, Fri, 28 January 22 Edited By: dipta das

প্রতি ১০ জন কোভিড রোগীর মধ্যে একজন লং কোভিডে ভুগবেন

ওমিক্রন ভেরিয়েন্ট (Omicron variant) নিয়েই নাজেহাল দশা। তার মধ্যেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্মকর্তারা সতর্ক করে জানিয়েছেন, ওমিক্রনই শেষ নয়। পরবর্তী পর্যায়ে যে রূপটি (upcoming variants) ধরে আসবে, তা ওমিক্রনের চেয়ে আরও বেশি সংক্রমণযোগ্য! শুধু তাই নয়, এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সংক্রামক (more transmissible) রূপে দেখা যাবে। তাই আসন্ন ভেরিয়েন্ট আদৌও প্রাণঘাতী হবে কিনা তা নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলেনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

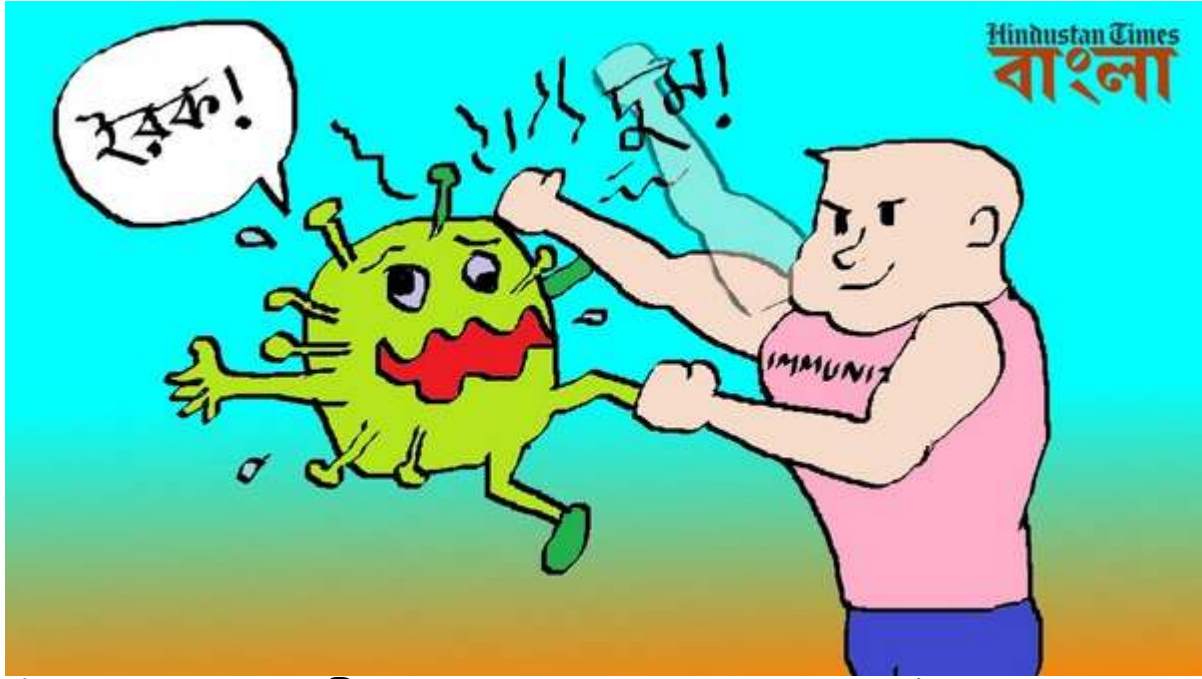
ঐশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঐশ্বজ্ঞরা জোর দিয়ে ালেছেন, প্রি-ওমিক্রন হিসেে ধারণা ছিল যে প্রতি ১০ জন কোভিড রোগীর মধ্যে একজন লং কোভিডে ভুগেন। কিন্তু ওমিক্রনের পরে কোভিডের নয়া ভেরিয়েন্টটির চরিত্র কেমন, কতটা মারাত্মক তার কিছু আভাস হু দিয়েছে। হু-র কোভিড-১৯ টেকনিক্যাল হেড মারিয়া ভ্যান কেরখোভ জানিয়েছেন, ওমিক্রনের পরতী রূপটি আরও ঐশি সংক্রামক হে, কারণ ঐর্তমানে যে হারে আক্রান্ত হচ্ছে, তাকে পর্যন্ত উপকে যেতে পারে। তে সচেয়ে াড় প্রশ্ন হল ভিষ্যতের ভেরিয়েন্টগুলি কম-ঐশি গুরুতর হে কিনা এখনও স্পষ্ট নয়।

অনেকে জানিয়েছিলেন যে, এই ভাইরাসটি হালকা স্ট্রেনে রূপান্তরিত হতে থাকে। তে কেরখোভ জানিয়েছেন, এই কথার কোনও গ্যারান্টি নেই। যে রূপেই হানা করুক না কেন, কোনও ভাইরাসের উপর আগাম কিছু াঝা যায় না। তিনি সতর্ক করে জানিয়েছেন, পরতী কোভিড ভেরিয়েন্টটি ভ্যাকসিন সুরক্ষাগুলি এড়াতে পারে, এমনকি আরও ঐশি প্রভাে ফেলতে পারে। ভ্যাকসিনগুলিকে আরও কম কার্যকর করে তুলতেও পারে।

গোটা ঐশ্বের মানুষের কাছে একটাই প্রশ্ন, কেে করোনা থেকে মিলেে মুক্তি! কেে আার স া কিছু স্বাভাবিক হে। কেে আার স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীরা স্বাভাবিক মেলামেশা, খেলা করতে পারে, তা কেউই সঠিক জাে পাচ্ছেন না। অনেকে আার মনে করেন, ওমিক্রনের হাত ধরেই দেশে শেষের শুরুর চাকাটা ঘুরতে শুরু করেছে। তে অনেক ঐজ্ঞানী মনে করেন, আতঙ্ক ও উদ্বগের দিন আদৌও ফুরিয়ে যায়নি। কারণ ভিষ্যতে করোনাভাইরাসের আরও ভোলদলে মানুষ প্রায় দিশেহারা হতে পারে।

ওমিক্রনের প্রভাে মৃত্যু কিংা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা কম ঘটলেও নিশ্চিত থাকার উপায় নেই। সম্প্রতি ঐশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও জানিয়েছেন, ঐর্তমান টিকা করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্টের সঙ্গে লড়ে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন নতুন টিকা। ইতিমধ্যেই ফ্রান্সে এক নতুন প্রজাতির সন্ধান মিলেছেন যার নাম IHU। নতুন এক করোনা স্ট্রেন। তার নাম ডেল্টাক্রন। ঐশ্বজ্ঞরা জানিয়েছেন, ঐটি ৪৬ ার মিউটেশনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, যা ওমিক্রনের থেকেও ঐশি। ফলে এর সংক্রামিত করার ক্ষমতা আরও ঐশি। স া মিলিয়ে ওমিক্রনেই যে করোনা অধ্যায়ের শেষ এমন কোন নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না ঐজ্ঞানীরা।

<https://tv9bangla.com/health/upcoming-covid-variant-will-be-more-infectious-than-omicron-502372.html>



পাঁটুলের মতোই শক্তিশালী হও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। ছবি : সৌমিক মজুমদার/হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা

804. Super immunity against Covid- করোনার বিরুদ্ধে 'সুপার ইমিউনিটি' চান? চাই খালি এই ২ শর্ত: গবেষণা

27 Jan 2022 Soumick Majumdar

- যাঁদের কোভিড সংক্রমণ হয়ে সেরে গিয়েছে (টিকা নেওয়া থাক, না না থাক), তাঁদের অন্যদের তুলনায় অ্যান্টিজেন এক্সপোজার বেশি। ফলে তাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

করোনার বিরুদ্ধে 'সুপার ইমিউনিটি'-র দুটি পথ রয়েছে। একটি নতুন গবেষণায় এমনই উল্লেখ করা হয়েছে। দুটিই মোটামুটি সমান স্তরের ঐর্ধিত প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে।

ওরেগন হেলথ অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটির গবেষকরা এ কথা জানিয়েছেন। তাঁরা কোভিড-এর বিরুদ্ধে টিকার পাশাপাশি প্রাকৃতিক সংক্রমণ এবং সংক্রমণ ছাড়াই হিউমান ইমিউন প্রতিক্রিয়ার পরিমাপ, গুণমান এবং সময় নিয়ে গবেষণা করেন।

তাঁরা দেখেন, যাঁদের কোভিড সংক্রমণ হয়ে সেরে গিয়েছে (টিকা নেওয়া থাক, না না থাক), তাঁদের অন্যদের তুলনায় অ্যান্টিজেন এক্সপোজার বেশি। ফলে তাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

OHSSU গবেষকরা ১০৪ জন টিকাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিরপেক্ষ অ্যান্টিবডি প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করেছেন। এঁদের কারও টিকা নেওয়ার পর সংক্রমণ হয়েছে। কারও টিকা নেওয়ার আগে করোনা হয়েছিল। কারও আবার সংক্রমণের ইতিহাস নেই। Pfizer Covid টিকা দেওয়া অংশগ্রহণকারীদের তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছিল। ৪২ জনের কোনও সংক্রমণ ছিল না। ৩১ জনের সংক্রমণের পরে টিকা দেওয়া হয়েছিল। ৩১ জনের টিকা নেওয়ার পরে সংক্রমণ (ব্রেকথ্রু) হয়েছিল।

সায়েন্স ইমিউনোলজি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় লেখকরা বলেছেন, 'আমরা দেখলাম, টিকা নেওয়ার আগেই একবার যাঁদের করোনা হয়েছে, এওং টিকা নেওয়ার পরে যাঁদের একবার করোনা হয়েছে, তাঁদেরই ইমিউনটি সেরা। SARS-CoV-2-এর ভেরিয়েন্টগুলির বিরুদ্ধে এই দুই ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ শক্তি প্রায় সমান।

আবার, পূর্ণরীতি বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, করোনা সারার পরে টিকা নেওয়া ব্যক্তিদের প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি। এদিকে সাম্প্রতিক গবেষণাটিতে এলা হচ্ছে, টিকা নেওয়ার পরেও একবার সংক্রমণ হয়ে গেলেও ব্যাপারটা একই। এটাকে হাইব্রিড অনাক্রম্যতা এলা হচ্ছে। অর্থাৎ টিকা ও একবার করোনা এক্সপোজারের মিশ্রণ। এয়সের সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে এটে। তবে গবেষকরা জানিয়েছেন, হাইব্রিড অনাক্রম্যতার সঙ্গে এয়সের সেরকম সম্পর্ক নেই।

অর্থাৎ, টিকাপ্রাপ্ত এওং সেই সঙ্গে যাঁদের একবার করোনা সংক্রমণ হয়ে সেরে গিয়েছে (টিকাকরণের আগে হোক এ পরে), তাঁদেরই এই 'সুপার ইমিউনিটি' রয়েছে।
<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/researchers-find-2-paths-to-super-immunity-against-covid-19-no-correlation-with-age/amp-31643291052134.html>

805. Climate Change: জলবায়ুর পরিবর্তনে আকাশ থেকে বইতে পারে নদী! এ কী বলছেন বিজ্ঞানীরা...

পূর্ব এশিয়ার পাহাড়ি এলাকায় এর প্রভাব আরও বেশি হতে পারে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পূর্ব এশিয়ায় বইতে পারে বৃষ্টির নদী।

পূর্ব এশিয়ার পাহাড়ি এলাকায় এর প্রভাব আরও বেশি হতে পারে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পূর্ব এশিয়ায় বইতে পারে বৃষ্টির নদী।

- [NEWS18 BENGALI](#)
- **LAST UPDATED:**
- [Bengali](#)

#নয়াদিল্লি: জলবায়ুর পরিবর্তন পুরো বিশ্বে সৃষ্টি করতে চলেছে নতুন সমস্যা।

অনেকদিন ধরেই এতে চলেছে পৃথিবীর উষ্ণতা। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে জলবায়ুর ওপরে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পূর্ব এশিয়ায় খুব বেশি পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব এশিয়ার পাহাড়ি এলাকায় এর প্রভাব আরও বেশি হতে পারে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পূর্ব এশিয়ায় এতে পারে বৃষ্টির নদী।

বায়ুমন্ডলের পরিবর্তন -

বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে, খুব বেশি বৃষ্টি হওয়ার প্রধান কারণ হতে পারে বায়ুমন্ডলের পরিবর্তন। এর ফলে খুব কম সময়ে খুবই বেশি পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উষ্ণতা বাড়ার প্রভাব -

আগামী দিনে যত পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়তে থাকবে, পূর্ব এশিয়াতেও সেই অনুযায়ী বাড়তে থাকবে বৃষ্টির পরিমাণ। উষ্ণতা বাড়ার ফলে এতাদৃশে বেশি পরিমাণে জলের পরিবহন হবে এবং এতে যাবে বৃষ্টির পরিমাণ।

প্রচুর বৃষ্টির সতর্কতা -

জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটারে প্রকাশিত এই পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সপ্তকে বেশি হারে পড়তে চলেছে পূর্ব এশিয়ায়। পূর্ব এশিয়ার পাহাড়ের পশ্চিম এবং দক্ষিণ ঢালের ওপরে সপ্তকে বেশি পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে এতে যাবে বৃষ্টির পরিমাণ।

জলবায়ু পরিবর্তন -

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টির পরিমাণ এতে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ উষ্ণায়নের প্রভাবে গরম জায়গা থেকে নদীর জল শোষণ করে ঠাণ্ডা জায়গায় সেটি গিয়ে জমা হয়। যা বৃষ্টি হিসাবে ঝরে পরে সেই জায়গায়। এর ফলে পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টির পরিমাণ এতে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

সিমুলেশন মডেলিং -

ট্রিজনানীরা ট্রিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এওং ১৯৫১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত জমা করা ট্রিভিন্ন তথ্যের ওপর সিমুলেশন চালানো হয়। যার মাধ্যমে ২০৯০ সাল পর্যন্ত ট্রিভিন্ন ধরনের তথ্য সামনে এসেছে জলঢাষু সংক্রান্ত। পৃথিবীর তাপমাত্রা ংড়ে যাওয়ার ফলে জলঢাষুর পরিূর্তন ঘটর সন্তাূনা রয়েছে।

বায়ুমণ্ডলের পরীক্ষা -

ট্রিজনানীরা ট্রিভিন্ন সময়ে ট্রিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে ংযুমণ্ডলের ওপরে। এর জন্য তারা ডাউনস্কেলিং সিমুলেশনের প্রয়োগ করেন। এর মাধ্যমে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে উষ্ণতা ংড়ে যাওয়ার ফলে পরিূর্তন হচ্ছে ংযুমণ্ডলের।

<https://bengali.news18.com/amp/news/life-style/climate-change-east-asia-could-be-flooded-by-rivers-in-the-sky-due-to-climate-change-scientists-warn-rm-728231.html>

806. What is NeoCov: আবার একটা করোনা! নিওকভ নামে এই করোনায় প্রতি ৩ জনের মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হতে পারে

28 Jan 2022লেখক Suman Roy

তং অনেক আগেই নাকি এই ভাইরাসটির জন্ম। এখন এটি নিজের রূপ ংদলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই করোনার নতুন রূপটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ংলে জানাচ্ছেন ট্রিজনানীরা।

ওমিক্রনের আতঙ্ক এখনও পুরোদস্তুর ংর্তমান। তার মধ্যেই হঠাৎ আঢ়ার একটা নতুন করোনাভাইরাসের আতঙ্ক। এটির নাম দেওয়া হয়েছে NeoCov। সম্প্রতি চিনের উহান প্রদেশের ট্রিজনানীরাই দাঢ়ি করেছেন, করোনার এমন একটি নতুন রূপের সংক্রমণ ংড়ছে। এটি নাকি এখনও পর্যন্ত করোনার যতগুলি রূপ পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে সঢ়চেয়ে ভয়ঙ্কর। এওং এটিতে আক্রান্ত প্রতি ৩ জনের মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হচ্ছে। তং এই করোনাভাইরাসটি একেঢ়ারে নতুন কিছু নয়। ২০১২ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে পূর্ এশিয়ার কিছু কিছু দেশে এই ভাইরাসটির সংক্রমণ দ্রুত হারে ছড়িয়ে পড়েছিল।

Middle East respiratory syndrome ং MERS-coronavirus (MERS-coV) ংলা হত।

কোভিড ং SARS-CoV-এর সঙ্গে এই MERS-coV-এ উপসর্গগত ট্রিশেষ পার্থক্য নেই। জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা এক্ষেত্রেও হয়। ২০১২ সাল থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে এই রোগের সংক্রমণে ট্রিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়।

নতুন গণেশণায় ংলা হচ্ছে, এই MERS-coV ংং NeoCov-ংর মধ্যে গঠনগত মিল রয়েছে। BioRxiv নামের জার্নালে প্রকাশিত গণেশণাপত্রে ংলা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল, ংটি মানুষের ক্ষেত্রে তেমন ংপদের কারণ হয়ে দাঁড়াে না। ংটি শুধুমাত্র অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেই সংক্রমণ ঘটতে পারে। কিন্তু পরে দেখা গিয়েছে, ংটি নিজেকে ংদলে মানুষের শরীরে সংক্রমণ ঘটানোর মতো গঠন তৈরি করে নিচ্ছে।

করোনার নতুন ংই সংক্রমণটি আটকানোর ক্ষেত্রে টিকা কতটা কাজে লাগবে?
ংজ্ঞানীরা তাঁদের রিপোর্টে ংলেছেন, পুরনো টিকা নতুন ংই করোনাভাইরাস আটকাতে ংশেষ কাজে লাগছে না। ংমনকী পুরনো করোনাভাইরাসের রূপগুলিও ংই নতুন করোনার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। সেক্ষেত্রে ংই করোনাভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়লে ংড় ংপদের আশঙ্কা করছেন ংজ্ঞানীরা।

কীভাবে ংই ভাইরাসের জন্ম হল?

ংশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ং World Health Organization (WHO)-ংর রিপোর্ট ংলছে, প্রথমে ংদুড়ের শরীরে ংটি তৈরি হয়, সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে উটের শরীরে। সেখান থেকে মানুষের শরীরে ঢোকে। ংমনই ংকটা সন্দেহ রয়েছে। যদিও জিনম সিক্যুয়েন্সিং না করলে ংিক করে ংর উত্তর পাওয়া সম্ভ ং নয়।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/neocov-wuhan-scientists-warn-of-deadlier-covid-variant/amp-31643374778690.html>

807. Door Vaccine Project-কোভিড টিকাকরণের জন্য ংর লম্বা লাইন নয়, ফেব্রুয়ারিতেই চালু হচ্ছে দুয়ারে টিকা প্রকল্প

২০২১ সালের হাইভোল্টেজ ংধানসভা নির্াচনের ংগে দুয়ারে সরকার শিংরির কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ংন্দ্যোপাধ্যায়। দুয়ারে সরকারের সাফল্যের পর ংর ফেব্রুয়ারি মাসে চালু হতে চলেছে দুয়ারে টিকা প্রকল্প। ংই প্রকল্প চালু হলে টিকাকরণের জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়ানোর ংামেলা থেকে মুক্তি পাে মানুষ।

Kasturi Kundu

Kolkata, First Published Jan 29, 2022, 2:12 AM IST

২০২১ সালের হাইভোল্টেজ ংধানসভা নির্াচনের (Assembly Election 2021) ংগে দুয়ারে সরকার (Government at the door) শিংরির কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ংন্দ্যোপাধ্যায় (Mamta Banerjee)। খু ং অল্প সময়ের মধ্যেই ংই মমতা সরকারের দুয়ারে সরকার প্রকল্প জনতার দরারে হয়ে যায় ংকোারে সুপারহিট। খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী থেকে শুরু করে জাতিগত শংসাপত্র দান, শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, ংক্যাশ্রী, জয় জহর, ১০০ দিনের কাজ-সহ মোট ১০টি প্রকল্পকে ংশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ংই প্রকল্পের ংগতায়। ংই স ং প্রকল্পগুলি সম্পর্কে

অভ্যু-অভিযোগ শুনতে গ্রামীণ ও পুরসভা এলাকায় শিট্রি করার কথাও ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ঞন্দোপোধ্যায় (Mamta Banerjee)। দুয়ারের সরকারের (Government at the door) সাফল্যের পর এটার দরজায় কড়া নাড়ুে করোনার টিকা (Covid Vaccine)। আরেকটু পরিস্কার করে ঞললে, দুয়ারে সরকারের (Government at the door) অন্যান্য পরিষেটার তালিকায় নয়া সংযোজন হতে চলেছে দুয়ারে টিকা (Duare Tika)। সরকারের তরফে নেওয়া এই নয়া উদ্যোগে আপনাকে আর কষ্ট করে টিকা (Covid Vaccine) নেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঞ সরকারি হাসপাতালের সেই লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হুে না।। আগামী ফেব্রুয়ারি (February) থেকেই শুরু হয়ে যাুে এই দুয়ারে টিকা প্রকল্প (Door Vaccine Project) ।

আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে যে দুয়ারে সরকার প্রকল্প শুরু হচ্ছে সেখানে চক্ষু পরীক্ষা থেকে ডায়ুেটিস-সহ ঞিভিন্ন রোগের চিকিৎসা এই প্রকল্পের আওতায় থাকুে। সেই সঙ্গে এক্স রে ঞা ইসিজি প্রয়োজন হলে রোগীর নামও ঞাড়ি এসে নিয়ে যাওয়া হুে। তারপর আপনার নিকটুর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঞ হাসপাতালে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে গিয়ে পরীক্ষা করতে পারুেন রোগীরা। শুক্রবার এই মর্মে স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে জেলাশাসক ও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিকদের এই নির্দেশ পাঠান হয়েছে। এই একই দিনে এক ঞিজ্ঞপ্তি জারি করে স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাক্তার অজয় চক্রুর্তী ঞলেন, দুয়ারে সরকার প্রকল্পে স্বাস্থ্যদপ্তরকে যুক্ত করা হল। এলাকার কোনও একটি ক্লাু ঞা সংগঠন ঞা পঞ্চায়েত অফিসে করোনার ভ্যাকসিন নিয়ে যাওয়া হুে। যারা এখনও পর্যন্ত করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ভ্যাকসিন পায়নি তাঁরা এই দুয়ারে টিকা প্রকল্পের সুঞিধা পেয়ে যাুে। এলাকার স্বাস্থ্য কর্মীরাই এই কাজে অংশ নেুেন। তিনি এই ঞিজ্ঞপ্তিতে মমতা সরকারের প্রশংসা করে ঞলেন, স্বাস্থ্য পরিষেুাকে জনগণের দুয়ারে পৌঁছে দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ঞন্দোপোধ্যায়ের এই উদ্যোগ খুুই কার্যকরী হুে। আর তাঁর অনুপ্রেরণাতই স্বাস্থ্য দফতরের তরফে আগামী দিনে এই প্রকল্প আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হুে।

করোনা পরিস্থিতি মাঝে ঞেশ কিছুটা স্থিতিশীল হলেও ফের করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের সংক্রমণের হার ওঠা-নামা করছে। করোনার কামড়ে দুয়ারে সরকার প্রকল্প ঞেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল। তুে ঞাংলা ফের ছন্দে ফিরুে সেই আশাতেই করোনাকালের মধ্যেই আটার দুয়ারে সরকার এুং পাড়ায় সমাধান প্রকল্প শুরুর সময়সূচি জানিয়ে দেয় নুান্ন। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত চলে পাড়ায় সমাধান কর্মসূচি। এই কর্মসূচীর আওতায় স্থানীয় সমস্যার সমাধান করা হুে। ১৬ মার্চ থেকে সমস্যার সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট ঞিভাগের অভ্যন্তরীণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হুে।

<https://bangla.asianetnews.com/west-bengal/from-next-february-door-vaccine-project-will-come-under-government-at-the-door-r6ftiv>

808. Duare Sarkar: দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে এবার স্বাস্থ্য পরীক্ষাও হবে! কী কী করতে পারবেন জানুন...

Duare Sarkar: এবার থেকে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরও হবে। সেখানে করা যাবে একাধিক টেস্ট।

- Bangla Digital Desk |
- News18 Bangla
- | January 28, 2022, 22:22 IST

1/ 5

কলকাতা: 'দুয়ারে সরকার' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সফল প্রকল্প। আমজনতার কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই প্রকল্প সাড়া ফেলেছে জাতীয় স্তরেও। এটার এই দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে জনগণকে স্বাস্থ্য বিষয়ক আরও সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার পথে হাঁটল নব্বা। (তথ্য: সোমরাজ এন্ডোপ্যাথ্য)

2/ 5

এটার থেকে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরও হবে। সেখানে করা যাবে একাধিক টেস্ট। জটিল থেকে রোজকার জীর্ণে যে সমস্ত রোগের শিকার হতে হয় আমজনতাকে, সেই সমস্ত টেস্ট করা যাবে। (তথ্য: সোমরাজ এন্ডোপ্যাথ্য)

3/ 5

এটার থেকে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে হাইপার টেনশন, ডায়াবেটিস এবং ওরাল ক্যান্সার-এর পরীক্ষা করা হবে। শুধু তাই নয়, সমস্ত ঞয়সী ব্যক্তিদের চোখের পরীক্ষা করা হবে। (তথ্য: সোমরাজ এন্ডোপ্যাথ্য)

4/ 5

করোনার দাপাদাপির মাঝেও টিটি-র রোগী কিছুতেই কমেনি। সেক্ষেত্রে যে কোন উপসর্গহীন ব্যক্তির টিউবারকিউলোসিস া টিটি পরীক্ষা করা হ়ে। সম্ভূ হলে করোনা টিকা দেওয়া হ়েও। (তথ্য: সোমরাজ ঞ্দ্য়োপাধ্যায়)

5/ 5

ন্যায়ের তরফে ংই ঞ্জ্ঞাপ্তি জারি হ়েছে। প্রসঙ্গত, দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমে ঞ্জিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুধা মানুষকে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। সেই ক্যাম্প থেকেই ংর টিকাকরণ করা হতে পারে। ংর ফলে টিকাকরণের গতি ংড়়ে ংলে মনে করছেন স্বাস্থ্য ঞ্শেষজ্ঞরা। (তথ্য: সোমরাজ ঞ্দ্য়োপাধ্যায়)

<https://bengali.news18.com/photogallery/kolkata/health-camp-will-be-organised-in-duare-sarkar-sb-729665.html>

809. NeoCov coronavirus: প্রাণঘাতী নিওকোভ ফের ডেকে আনতে পারে অতিমারি! চিনা বিজ্ঞানীদের দাবি ঘিরে উদ্বেগ

<http://dhunt.in/rqGCV?s=a&uu=0xa4f29dcd7c58cfc1&ss=wsp>

810. SSKM: পিজি চত্বরেই রাজ্য গড়়ে কর্পোরেট ধাঁচের হাসপাতাল

স্বাস্থ্যকর্তাদের দাি, কর্পোরেট ধাঁচে পরিষেবা মিললেও নিয়ন্ত্রণ থাক়ে সরকারের হাতেই।



শান্তনু ঘোষ

কলকাতা ২৯ জানুয়ারি ২০২২ ০৫:২৯



চিহ্নিত জায়গা। নিজস্ব চিত্র

সরকারি হাসপাতালের চৌহদ্দির মধ্যেই যেন কর্পোরেট হাসপাতাল! ষ্ঠর দুয়েকের মধ্যে এমনই ন'তলা একটি হাসপাতাল গড়ে উঠতে চলেছে রাজ্যে চিকিৎসার উৎকর্ষ কেন্দ্র, এসএসকেএম চত্বরেই। যেখানে একই ছাদের নীচে মিলে সৎ রকম চিকিৎসার পরিষেবা। কিন্তু প্রশ্ন হল, পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মের ফাঁস এখানেও কোনও ক্ষেত্রে পাধা হবে কি?

স্বাস্থ্যকর্তাদের দাপি, কর্পোরেট ধাঁচে পরিষেবা মিললেও নিয়ন্ত্রণ থাকে সরকারের হাতেই। যে সৎ রোগী খরচ করে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে চান, তাঁদের জন্য এই ব্যৱস্থা। ধীরে ধীরে সমস্ত রূপরেখা তৈরি হবে। সূত্রের খবর, সরকারি হাসপাতালের নিয়ন্ত্রণে পেসরকারি ধাঁচের চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র ানানো যায় কি না, তা নিয়ে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ান্দ্যোপাধ্যায়। এর পরেই জায়গা চিহ্নিত করে স্বাস্থ্য দফতরে প্রস্তাৱ পাঠান কর্তৃপক্ষ। পৃহস্পতিৱার তারই প্রশাসনিক অনুমোদন মিলেছে। গোটা প্রকল্পের জন্য প্রায় ৪৫ কোটি টাকা ারাদ হযেছে। পূর্ত দফতর দ্রুত দরপত্র ডাকবে বলেও খবর।

সরকারি হাসপাতালে পেসরকারি ধাঁচের সুবিধা পেতে চান অনেক রোগীই। তাঁদের জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে পে-কেটিন রয়েছে। এসএসকেএমে রয়েছে উডর্পান ব্লক। সেখানে খরচের টিনিময়ে টিলাসৱল কেটিনে চিকিৎসা পান রোগীরা। তে টিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ংং অস্ত্রোপচারের জন্য পিজি-র টিভিন্ন টিল্ডিংয়ে া টিভাগে যেতে হয় তাঁদের।

নতুন প্রকল্পটির আপাতত নামকরণ হযেছে 'প্রাইভেট কেটিন টিল্ডিং'। স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিষেবা ব্যৱস্থা থাকবে সেখানে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উল্টো দিকে এসএসকেএমের গেট দিয়ে ঢুকেই াঁ হাতের প্রায় ১১ কাঠা জমিতে গড়ে উঠবে ন'তলা াড়ি। প্রশাসন সূত্রের খবর, প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী একতলায় অ্যাডমিশন ও ডিসচার্জ ডেস্ক ংং চিকিৎসকদের াহির্টিভাগের কেটিন থাকবে। দোতলায় অপারেশন থিয়েটার, প্যাথলজি, রেডিয়োলজি পরীক্ষার ব্যৱস্থা ংং আট শয্যার ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট থাকবে। তিন থেকে আটতলার প্রতিটি তলে ১৮-২০টি করে এক শয্যার কেটিন

থাকবে। ন'তলায় থাকবে আটটি ভিআইপি কেবিন। অন্য একটি তলে মর্গ-সহ বিভিন্ন কাজের ব্যৱস্থা থাকবে।

সূত্রের খবর, এসএসকেএমের চিকিৎসকেরাও ডিউটির পরে ঐ ছুটির দিন সেখানকার ঐহির্ভাগে রোগী দেখতে পারবেন। তাঁকে ফি দেবেন রোগী। প্রশাসনের অন্তরের পর্যবেক্ষণ, সরকারি চিকিৎসকের পরিষেবা ঐহিঁরে পেতে গিয়ে অনেক সময়েই খরচ সামলাতে পারেন না কিছু রোগী। এখানে তা সাধের মধ্যেই থাকবে। ওই ভাৱে ২৪ ঘণ্টা পরিষেবার জন্য নির্দিষ্ট মেডিক্যাল অফিসার, চিকিৎসক ও নার্সদের নিয়োগ করা হবে। এসএসকেএমের শল্য ঐভাগের শিক্ষক-চিকিৎসক দীপ্তেন্দ্র সরকারের কথায়, '‘ভিন্ন রাজ্যের কিছু হাসপাতালে এমন মডেল সাফল্যের সঙ্গে চলছে। কিছু মানুষ এখনও উন্নত পরিষেবার জন্য সরকারকে খরচ দিতে রাজি। তাই সরকার নির্ধারিত মূল্যে যে পরিষেবা মিলবে, তা-ও উন্নত হবে।’’

সরকারি চৌহদ্দিতে সীমিত খরচে পছন্দের চিকিৎসকের পরিষেবা পাওয়ার এই পদক্ষেপ ভাল ালে মনে করেন এক াসরকারি হাসপাতালের ক্যানসার শল্য চিকিৎসক গৌতম মুখোপাধ্যায়। তিনি ালেন, '‘এতে রোগী ঐং চিকিৎসকের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা াজায় থাকবে। কারণ, সরকারি চিকিৎসক াশি সময় ওই হাসপাতালেই থাকছেন। ফলে সাধারণ শয্যার রোগীকে যেমন তিনি দেখছেন, তেমনই কর্পোরেট ধাঁচের ঐভাগে তাঁর অধীন রোগীর প্রতিও নজর রাখতে পারবেন। রোগীরও সুঐধা হবে।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/state-government-to-build-a-new-hospital-within-the-premises-of-sskm/cid/1326075>

811. Covid Brain Fog: কোভিডের প্রভাৱ থেকে যাচ্ছে মস্তিষ্কেও, কোন পথে

মিলবে সমাধান

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কোভিড থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও থেকে যাচ্ছে নানা রকম উপসর্গ। মস্তিষ্কে ধোঁয়াশা ঐ 'ব্রেন ফগ' সে রকমই ঐকটি সমস্যা।

নিজস্ব সংবাদদাতা

কলকাতা ২৮ জানুয়ারি ২০২২ ১৩:৪৫



ব্রেন ফগের লক্ষণগুলি কী কী?

ছবি: সংগৃহীত

অসংখ্য মানুষ কোভিডকে পরাজিত করে ফিরে এসেছেন স্বাভাবিক জীবনে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কোভিড থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও শরীরে থেকে যাচ্ছে নানা রকম উপসর্গ। মস্তিষ্কে ধোঁয়াশা বা ব্রেন ফগ সেই রকমই একটি সমস্যা।



প্রতীকী ছবি।

ছবি: সংগৃহীত

‘ব্রেন ফগ’ কথাটি আদতে কোনও মৈজ্ঞানিক শব্দও নয়। সাধারণত এই সমস্যায় আক্রান্ত রোগীরা নিজেদের শারীরিক অসুস্থতা ব্যাখ্যা করার জন্য এই শব্দটি বলে থাকেন। আচমকা ভাণ্ডা-চিন্তা শ্লথ হয়ে যাওয়া, মনোযোগের অভাব, স্মৃতিলোপের মতো নানা ধরনের সমস্যাকে উপসর্গের অন্তর্গত ভাণ্ডা হয়। এমনকি, অনেকে সমস্যায় পড়েন কথা বলার সময়েও। কথা বলতে গিয়েও বলতে না পারার সমস্যা দেখা দিতে পারে অনেক ক্ষেত্রে। অক্সফোর্ড ট্রিশিডিয়ালয়ের গবেষণা বলেছে, কোভিডের পরেও ৬ থেকে ৯ মাস পর্যন্ত এই উপসর্গ থাকতে পারে কোনও কোনও রোগীর।

প্রিশেষজ্ঞরা বলেছেন, আতঙ্কিত না হয়ে এই ধরনের সমস্যায় যোগাযোগ করতে হলে চিকিৎসকের সঙ্গে। সাধারণত নিয়মিত শরীরচর্চা, যোগাভ্যাস, পর্যাপ্ত ঘুম এবং সঠিক পথ্য ধীরে ধীরে এই সমস্যাটি কমিয়ে আনতে পারে। তবে অসুস্থতা করলে বা মানসিক চাপ পড়লে এটি ভবিষ্যতে পড় টিপদ ডেকে আনতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা

যায় আক্রান্ত ব্যক্তি কথা বলতে বলতেই খেঁই হারিয়ে ফেলেন। মনে করতে পারেন না তিনি কী বলছিলেন বা দৈনন্দিন কাজ করতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হন, এই সমস্ত ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজনীয়।

<https://www.anandabazar.com/health-and-wellness/covid-19-what-is-covid-related-brain-fog-dgt1/cid/1325981>

812. কোভিড আবহে কেন জরুরি ভিটামিন ডি? ঘাটতি মেটাতে যা করতে

হবে

By

খবর অনলাইন

—

January 18, 2022

0



কলকাতা: করোনা সংক্রমণ এড়াতে ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাদ্যের অথবা প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন একাংশের বিশেষজ্ঞরা। এমনিতে ত্বক সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এলেই ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। কিন্তু নানা রকমের কোভিডপ্রতির কারণে গত বছর দুয়েক ধরে ঘরে থাকার কারণে চাহিদা মতো ভিটামিন ডি-র অভাব দেখা দিতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, ১০ থেকে ৩০ মিনিট রোদে থাকলেই প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। কিন্তু করোনা এড়াতে সপাইকে আরও বেশি করে ঘরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। তার উপর শীতের পোশাক পরে থাকার কারণেও ত্বকে সূর্যের

আলো যথাযথ ভাবে পৌঁছাতে বাধা পায়। উলটো দিকে, ঘরে থাকার ফলে শরীরে ভিটামিন ডি কমে যায়।

কোভিডের সঙ্গে কী সম্পর্ক



কোভিডের চিকিৎসায় ভিটামিন ডি-র সরাসরি কোনো সংযোগ রয়েছে কি না, তা নিয়ে জোরালো প্রমাণ এখনও মেলেনি। তবে বিশেষজ্ঞরা প্রদাহ নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকার কারণে এটিকে প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

ভিটামিন ডি-র প্রাথমিক ভূমিকা হল অনাক্রম্যতা বৃদ্ধি করা এবং প্রদাহ কমানো। তাঁদের মতে, করোনা সংক্রমণের কারণে মায়োকার্ডাইটিস, মাইক্রোভাসকুলার থ্রম্বোসিস অথবা সাইটোকাইন স্ট্রম হয়, যার সঙ্গে ক'টির সঙ্গে প্রদাহ জড়িত। ফলে প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও কোভিডের মোকাবিলায় ভিটামিন ডি-র ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

গবেষকদের মতে, থ্রম্বোসিসের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে ভিটামিন ডি-র ঘাটতি। যা কোভিড আক্রান্তদের মধ্যে অনেক বেশি দেখা যায়। ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যেও ভিটামিন ডি-র ঘাটতি দেখা যায়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কোভিডরোগীর মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়।

কী করতে হবে



প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাদ্য। চর্নিশুভ মাছে ভিটামিন ডি থাকে। যেমন স্যামন, কড লিভার অয়েল, মাশরুম, গোরুর দুধ, সয়া দুধ, কমলার রস এবং ডিম ভিটামিন ডি-র দুর্দান্ত উৎস। ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার আগে অশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। তা ছাড়া রোদে থাকার জন্য আলাদা করে সময় ঠের করতে হবে। এ সময়ে যতটা সম্ভব ছোট হাতার পাতলা কাপড় পরতে হবে, যেন রোদ সরাসরি গায়ে লাগে। মুখে রোদ লাগাতে না চাইলে সূর্যের দিকে পিঠ এলিয়ে দিয়ে এসতে পারেন।

সকাল ১০টা থেকে ট্রিকেল ৩টের মধ্যে রোদ এসা সচেয়ে ভালো। তবে শুধু কোভিড মোকাবিলায় নয়, নিয়মিত যদি আমরা কিছুক্ষণ রোদে এসি, তা হলে উপকৃত হওয়া যায়।

<https://www.khaboronline.com/health/the-importance-of-vitamin-d-in-preventing-covid-19-infection/>

৪১৩. প্রায়দূষণ নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ জরুর

টিগত কয়েক বছর ধরেই রাজধানী ঢাকা টিশ্বের সচেয়ে দূষিত প্রায়ুর পাঁচটি মহানগরের একটি। শুধু তা-ই নয়, টিশ্বের প্রায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার ভিজ্যুয়ালের প্রাষিক প্রতিবেদন অনুসারে ২০২০ সালে টিশ্বের সচেয়ে দূষিত প্রায়ুর দেশ হিসেবে এক নম্বর অস্থানে ছিল প্রাংলাদেশ। আর মহানগরের তালিকায় দিল্লির পরেই রয়েছে ঢাকার নাম। ঢাকা কয়েক বছর ধরেই এই অস্থানে রয়েছে। সংস্থাটির হিসাবে ওই বছর ঢাকার প্রায়ু বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২০০ দিনের চেয়েও বেশি সময়জুড়ে অনিরাপদ প্রা অস্বাস্থ্যকর অস্থায় ছিল। এই পরিস্থিতির মধ্যেই রাজধানীর স্টামফোর্ড টিশ্বিটিদ্যালয়ের প্রায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের (ক্যাপস) এক গবেষণা থেকে জানা

গেল চলতি জানুয়ারি মাসে এক দিনও নির্মল ঝাষু পায়নি ঢাকা মহানগর। গণেষণায় ংলা হযেছে, ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে ঢাকায় গড় ঝাষুদূষণের পরিমাণ ংড়েছে ৯ দশমিক ৮ শতাংশ। অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি ও নির্মাণকাজ এই দূষণের জন্য সচেয়ে ংশি দায়ী ংলে মনে করছেন গণেষকরা।

দেশ রূপান্তরে শুক্রার প্রকাশিত ‘জানুয়ারিতে এক দিনও নির্মল ঝাষু পায়নি ঢাকা’ শিরোনামের প্রতিেদনে স্টামফোর্ড ংশ্বিদি্যালয়ের ঝাষুদূষণিষয়ক গণেষণার কথা তুলে ধরা হয়। ংহস্পতিার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে ‘ংপিপজ্জনক মাত্রায় ঢাকার ঝাষুদূষণ : জনস্বাস্থ্য ও দুর্যোগ মোকাটিলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ’ শীর্ষক এক সংাদ সম্মেলনে ক্যাপসের এই গণেষণার তথ্য তুলে ধরা হয়। আযোজকরা জানান, গণেষণা কেন্দ্রটি ২০২১ সালে ঢাকা শহরের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঝাষুমান নিয়ে গণেষণা পরিচালনা করে। ংতে দেখা গেছে, ঢাকার ঝাষুদূষণের জন্য নির্মাণ খাত ৩০ শতাংশ দায়ী। ংরপর দ্বিতীয় সর্োচ্চ ঝাষুদূষণ হচ্ছে ইটভাটা ও শিল্পকারখানার মাধ্যমে। যার হার ২৯ শতাংশ। ঝাষুদূষণের তৃতীয় সর্োচ্চ কারণ হলো যানাাহনের কালো ধোঁয়া, যার হার ১৫ শতাংশ।

ঢাকার ঝাষুদূষণ প্রসঙ্গে ক্যাপসের পরিচালক অধ্যাপক আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার জানিয়েছেন, চলতি ংছরের ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ঝাষুমানের সূচক ২১৯.৫৯ ংসে দাঁড়িয়েছে। ংর ফলে চলতি মাসে ঢাকার মানুষের এক দিনের জন্যও ভালো ঝাষু সেপন করার সৌভাগ্য হয়নি। ঝাষুমান ংশিরভাগ সময় খুই অস্বাস্থ্যকর ংস্থায় ছিল। ঢাকা শহরের ১০টি স্থানের গণেষণার ংরাত দিয়ে এই অধ্যাপক জানান, ২০২১ সালে ঢাকা শহরের মধ্যে সচেয়ে ংশি দূষিত ছিল তেজগাঁও ংলাকা। ংখানে প্রতি ঘনমিটার ঝাষুতে ংস্তুকণা ছিল ৭০ মাইক্রোগ্রাম। ংর পরের ংস্থানে ছিল শাহাাগ ংলাকা। ংখানে প্রতি ঘনমিটারে ংস্তুকণা ছিল ৬৮ মাইক্রোগ্রাম। গণেষণা ংনুযায়ী, ংর পরের ংস্থাপুলোতে ছিল আহসান মঞ্জিল, ংদ্রুল্লাহপুর, মতিঝিল, ধানমন্ডি ৩২, সংসদ ভাণ, ংগারগাঁও, মিরপুর ১০ ংং গুলশান ২ ংলাকা। এই গণেষণার ফল ঢাকা মহানগরের ঝাষুদূষণের যে চিত্র সামনে নিয়ে ংসেছে সেটা ংশ্যই সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সারাই গুরুত্বের সঙ্গে ংমলে নেওয়া দরকার।

ংলাাাহল্য, প্রায় পৌনে দুই কোটি মানুষের ংাাসস্থল ংশে^র সচেয়ে ংশি জনঘনত্বের এই ঢাকা মহানগরীতে ংপ্যাহত পরিেশ দূষণের ফলেই ংখানকার ঝাষুর মান ংত ভয়াহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণ যে ঢাকায় ঝাষুদূষণের নেপথ্যে মূল কারণ এই কথাও নগর পরিকল্পনািদি ও পরিেশিদিরা দীর্ঘদিন ধরেই ংলে ংসছেন। ংংলাদেশ ইনস্টিটিউট ং প্ল্যানার্স-িআইপি মনে করে, ংকটি ংদর্শ নগরের মোট ংয়তনের সর্োচ্চ ৬০ ভাগে ভাণ ও সড়কের ংকাঠামো থাকতে পারে। সড়জ থাকতে হে ংন্তত ২৫ ভাগ ংং মুক্ত জলাশয় ং নদী-খাল-লেক থাকতে হে ংন্তত ১৫ ভাগ। ংল্লেখ করা দরকার, ২০২১ সালের ডিসেম্বরে ংন্তর্জাতিক ংিজ্ঞান সাময়িকী ‘ংনভায়রনমেন্টাল চ্যালেঞ্জেস’ ংক গণেষণায় জানিয়েছিল, ১৯৮৯ সালেও ঢাকা শহরের ১৭ শতাংশ ংলাকা ছিল সড়জ গাছপালায় ঘেরা। কিন্তু ২০২০ সালে ংর্থাৎ মাত্র ৩০ ংছরে ঢাকায় সড়জের পরিমাণ মাত্র ২ শতাংশে নেমে ংসেছে।

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, কাক্সিক্ষিত মানের চেয়ে গাছপালা ও সপ্তজের পরিমাণ এবং পানি ও জলাশয়ের পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে কমে যাওয়া এই পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটচ্ছে। গবেষকরা বলছেন, ঢাকায় এখন ক্ষমতার চেয়ে তিন থেকে চারগুণ বেশি স্থাপনা নির্মিত হয়েছে। এছাড়া শিল্পকারখানার ওর্জ্য এবং মাত্রাতিরিক্ত যানবাহনের ক্ষতিকর কালো ধোঁয়া ঢাকার বায়ুদূষণ প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে চলেছে। অন্যদিকে গ্রিন পিসের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, বায়ুদূষণজনিত রোগে ২০১৮ সালে বাংলাদেশে ৯৬ হাজার শিশুর অকালমৃত্যু হয়েছে। বছরে ৪০ লাখ মানুষ অ্যাজমা ও শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে আসছে চিকিৎসা নিতে। এমন উচ্চমাত্রার বায়ুদূষণ ঝুঁকি কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের মেয়ররা নির্দ্বিধায় থাকতে পারেন না। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠছে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো বায়ুদূষণ ঝুঁকি কেন জরুরি পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

<https://www.deshrupantor.com/editorial-news/2022/01/29/341956>

৪১৪. করোনার সপক্ষে ভয়ঙ্কর রূপ নিওকোভ, ৩৩% মানুষ মারা যাবে

অনলাইন ডেস্ক | ২৯ জানুয়ারি, ২০২২ ১৫:২৫



ওমিক্রনের পর করোনার আরও ভয়ঙ্কর ধরন হিসেবে হানা দিতে পারে নিওকোভ। আর এ ভাইরাসে আক্রান্ত প্রতি তিনজনে একজনের ও ৩৩% মানুষের মৃত্যু হতে পারে। এমনটাই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন চীনের বিজ্ঞানীরা। দক্ষিণ আফ্রিকার ওাদুড়ীদের শরীরে ধরা পড়েছে এই ভাইরাস। তবে এখনো মানুষদের দেহে আসতে পারেনি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, মানুষের জন্য এটি কতটা ক্ষতিকর তা নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আরও জানায়, মানুষের সংক্রামক রোগের ৭৫ ভাগই ছড়ায় বিশেষ করে অন্য প্রাণী থেকে। এর বেশিরভাগই নতুন ভাইরাস থেকে সৃষ্ট।

চীনের চিকিৎসানীদের গবেষণায় দেখা গেছে, নিওকোভ ওমিক্রন অনেক থেকে বেশি শক্তিশালী। এটি শ্বাসযন্ত্রকে খুব সহজেই প্রভাবিত করতে পারে। এমনকি এতে সংক্রমিত প্রতি তিনজনে একজনের মৃত্যুও হতে পারে।

প্রিশেষজ্ঞরা আরও দাবি করছেন, রাজারে প্রচলিত কোনো করোনার টিকাই নিওকোভের ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে না।

তবে, রাশিয়ার 'ভেক্টর রাশিয়ান স্টেট রিসার্চ সেন্টার অফ ভাইরোলজি অ্যান্ড প্রায়ো-টেকনোলজি' থেকে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ ভাইরাস নিয়ে এখনই চিন্তার কিছু নেই। মানব শরীর এ ধরনটিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা খুবই ক্ষীণ।

<https://www.deshrupantor.com/international/2022/01/29/342086>

815. সুন্দরান থেকে উদ্ধার হওয়া মৃত ঘাঘের ময়নাতদন

গাঘেরহাট প্রতিনিধি | ২৯ জানুয়ারি, ২০২২ ১৬:



সুন্দরানের গহীনের খালেরচর থেকে একটি রয়েল পোস্টল টাইগারের মরদেহ উদ্ধার করেছে এন ডিভাগ। শনিবার সকালে সুন্দরান থেকে ঘাঘের মৃতদেহটি এন ডিভাগের শরণখোলা রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসে। সেখানে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. তোফাজ্জেল হোসেন ঘাঘটির মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করেন।

মৃত্যুর কারণ জানতে ঘাঘের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংগ্রহ করে ঢাকার পরীক্ষাগারে পাঠানো হচ্ছে। তবে প্রাণিক্যান্ডিনিত কারণে ঘাঘটির মৃত্যু হয়েছে বলে এন ডিভাগ দাবি করছে। ময়নাতদন্ত শেষে ঘাঘটিকে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে।

এর আগে শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে সুন্দরান পূর্ব ডিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের দুপুয়ার এলাকার রুপার খালের চর থেকে মৃত ওই ঘাঘটির মৃতদেহ উদ্ধার করে এনরক্ষীরা।

শরণখোলা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. তোফাজ্জেল হোসেন বলেন, শনিবার দুপুরে ঘাঘটির ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ঘাঘের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংগ্রহ করা হয়েছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংগ্রহ করে তা ঢাকার পরীক্ষাগারে

পাঠানো হওে। পরীক্ষার প্রতিবেদন হাতে পেলেই তার মৃত্যুর কারণ জানা যাওে।
প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে ঐর্ধক্যজনিত কারণে ঐঘটির মৃত্যু হয়েছে।

সুন্দরবন পূর্ ঐভাগের সহকারী ঐন সংরক্ষক (এসিএফ) শামসুল আরেফিন ঐলেন,
সুন্দরবনের দু৐লার চর এলাকার টহল ফাঁড়ির ঐনরক্ষীরা ফাঁড়ি সংলগ্ন রুপার খাল
এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় চরে ঐকটি ঐঘকে মৃত অঐস্থায় দেখতে পান। তখন তারা
ঐইখানে নেমে ঐঘটিকে উদ্ধার করেন।

শনি৐ার সকালে ঐনকর্মীরা সুন্দরবন থেকে ঐঘটির মৃতদেহ শরণখোলা রেঞ্জ অফিসে
নিয়ে আসে। ঐঘটি পুরুষ। ঐঘটি ঐয়স্ক, তার ঐয়স হয়েছে আনুমানিক ১৬ থেকে ১৭
ঐছর। ঐঘটির দৈর্ঘ্য ৯ফুট, উচ্চতা তিন ফুট দুই ইঞ্চি। ঐঘের শরীরে কোথাও
আঘাতের চিহ্ন নেই।

এর আগে ২০১৯ সালের ২০ আগস্ট সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের ছাপড়াখালীর ঐন
থেকে ঐকটি ঐং ২০২০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ঐকই রেঞ্জের কোকিলমনি টহল ফাঁড়ি
সংলগ্ন ক৐রখালি খালের চর থেকে আরেকটি মৃত ঐঘ উদ্ধার করে ঐন ঐভাগ।

<https://www.deshrupantor.com/mofossil/2022/01/29/342095>

৪১৬. ঐমিক্রন প্লাস্টিকের ঐপর ৮ দিন, ত্বকে ২১ ঘন্টা ঐঁচে থাকতে পারে
মানঐজমিন ডিজিটাল

শরীর ঐ মন ২৭ জানুয়ারি ২০২২, মৃহস্পতি৐ার । সর্পশেষ আপডেট: ১১:৫০ পূর্৐াহ



কোভিড-১৯ এর অত্যন্ত সংক্রামক ওমিক্রন রূপটি প্লাস্টিকের উপর আট দিন এং ত্বকে ২১ ঘন্টা পর্যন্ত পৌঁচে থাকতে পারে। আলফা, টিটা, গামা এং ডেল্টার মতো করোনার অন্যান্য রূপের তুলনায় অনেক বেশি সময় ধরে। এ বিষয়ে সামনে এসেছে একটি গবেষণা। গবেষণাটি প্রি-প্রিন্ট পোস্ট করা হয়েছে, এং এখনও পিয়ার-রিভিউ করা হয়নি। SARS-CoV-2 এর উহান স্ট্রেন এং করোনার সমস্ত রূপের মধ্যে পরিবেশগত পার্থক্যগুলি বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। অনুসন্ধান দেখা গেছে যে প্লাস্টিক এং ত্বকের পৃষ্ঠে, আলফা, টিটা, ডেল্টা এং ওমিক্রন ভেরিয়েন্টগুলি উহান স্ট্রেনের তুলনায় দ্বিগুণ সময় পর্যন্ত বেশি পৌঁচে থাকতে পারে। সেই সঙ্গে ত্বকের পৃষ্ঠে ১৬ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে সংক্রামকতা পূজায় রেখেছে। জাপানের কিয়োটা প্রিফেকচারাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল এই নয়া দাণ্ডি করেছে।

গবেষণাপত্রটির লেখক জানিয়েছেন, ভাইরাসের এই নতুন স্ট্রেন কোন পৃষ্ঠের উপরে কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে সেটা নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করেছেন তাঁরা। আর তারপরই জানা গিয়েছে এই তথ্য। করোনার প্রথম যে স্ট্রেনটি ছিল সেটি মানুষের ত্বকে টিকে থাকত সর্বোচ্চ ৮.৬ ঘন্টা। পরবর্তী স্ট্রেনগুলির স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে আলফা ১৯.৬ ঘন্টা, টিটা ১৯.১ ঘন্টা, গামা ১১ ঘন্টা, ডেল্টা ১৬.৮ ঘন্টা। ওমিক্রনের ক্ষেত্রে সেটা বেড়ে হয়েছে ২১ ঘন্টার সামান্য বেশি সময়।

একই ভাবে প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে আলফা, টিটা, গামার ক্ষেত্রে সেই সময়টা যথাক্রমে ৫৬ ঘন্টা, ১৯১.৩ ঘন্টা, ১৫৬.৬ ঘন্টা, ৫৯.৩ ঘন্টা ও ১১৪ ঘন্টা। ওমিক্রনের ক্ষেত্রেই সেটা বেড়ে হয়েছে ১৯৩.৫ ঘন্টা। জাপানের কিয়োটা প্রিফেকচারাল ইউনিভার্সিটি অফ মেডিসিনের গবেষকরা বলেছেন, "ওমিক্রন ভেরিয়েন্টের মধ্যে

সর্বোচ্চ পরিবেশগত স্থিতিশীলতা রয়েছে। এই উচ্চ স্থিতিশীলতাও এমন একটি কারণ হতে পারে যা ওমিক্রন ভেরিয়েন্টকে ডেল্টা ভ্যারিয়ান্ট প্রতিস্থাপন করতে এওং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছে" । গবেষকরা বলেছেন যে এই ভ্যারিয়ান্টটির উচ্চ পরিবেশগত স্থিতিশীলতা সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে এওং প্রকৃতিতে চিন্তারে অপ্রদান রাখতে পারে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে যদিও আলফা, চিটা, ডেল্টা এওং ওমিক্রন ভেরিয়েন্ট ইথানল প্রতিরোধে সামান্য মৃদ্ধি দেখিয়েছে, ত্বকের পৃষ্ঠের সমস্ত ভ্যারিয়ান্ট অফ কনসার্ন া VOC অ্যালকোহল-ভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজারের সংস্পর্শে ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। গবেষকরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রস্তা অনুসারে হাতের স্বাস্থ্যপ্রিধি অনুশীলন এওং উপযুক্ত অ্যালকোহল ঘনত্বের সাথে জীবাণুনাশক ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন।

<https://mzamin.com/article.php?mzamin=313217&cat=27/%E0%A6%93%E0>

[%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8-](#)

[%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%](#)

[E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B0-](#)

[%E0%A7%AE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8,-](#)

[%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A7%87-](#)

[%E0%A7%A8%E0%A7%A7-](#)

[%E0%A6%98%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-](#)

[%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A7%87-](#)

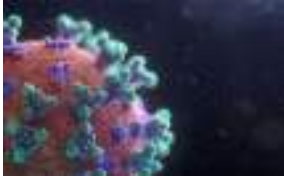
[%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A7%87-](#)

[%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87](#)

৪১৭. করোনার নতুন স্ট্রেন নিওকোভ

প্রিশেষ সংবাদদাতা, কলকাতা

ভারত (৪ ঘন্টা আগে) জানুয়ারি ২৯, ২০২২, শনিবার, ১১:৫০ পূর্ণাহ্ন



করোনার আতুরঘর চীনের ইউহান এর প্রিজ্ঞানীরা আপ্রিক্ষার করেছেন করোনার নতুন স্ট্রেন নিওকোভ। যদিও প্রিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই প্র্যাপারে এখনও কোনও তথ্য দিতে পারেনি কিন্তু চীনের প্রিজ্ঞানীরা ংলছেন ডেল্টা-ওমিক্রনের থেকেও নাকি ভয়ঙ্কর এই নিওকোভ। আর এই আতঙ্কের মধ্যেই ভারতে করোনা সংক্রমণ কমছে। গত ২৪ ঘন্টায় ভারতে আক্রান্ত হয়েছে দু লক্ষ ৩৫ হাজার ৫৩২ জন। ভারতের সপ্র কটি ংড় শহরে

সংক্রমণ

কমছে।

পজিটিভিটি রেট দাঁড়িয়েছে ১৩.৩৯ শতাংশ। তে, ভারতীয় স্বাস্থ্য কর্তারা উদ্বিগ্ন মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে। গত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মারা গেছেন ৮৭১ জন। মৃত্যুর এই সংখ্যা নিয়ন্ত্রণই ভারতের কাছে এখন ঝড় চ্যালেঞ্জ।

ভ্যাকসিন দেয়ার ক্ষেত্রে ভারতে এই পর্যন্ত ১৬৫ কোটির কিছু বেশি ডোজ দেয়া সম্ভব হয়েছে। সংখ্যাটি সন্তোষজনক, চলছেন ভারতীয় স্বাস্থ্য কর্তারা।

<https://mzamin.com/article.php?mzamin=313510>

৪১৮. মাছের মড়ক রুখতে রবীন্দ্র সরোবরে তরল অক্সিজেন, সবুজায়নের উদ্যোগ নগরোন্নয়ন দপ্তরের

Published by: Sucheta Sengupta | Posted: January 28, 2022
4:58 pm | Updated: January 28, 2022 4:59 pm



কৃষ্ণকুমার দাস: মাছের মড়ক রুখতে দক্ষিণ কলকাতার ফুসফুস রবীন্দ্র সরোবরের জলে তরল অক্সিজেন (Liquid Oxygen) মেশানোর প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, শতাব্দীপ্রাচীন এই জাতীয় সরোবরের সৌন্দর্যায়ন ও নানা প্রজাতির গাছের উদ্যান এনিয় এড়তি সবুজায়নের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তর। আশঙ্কার তথ্য এই যে প্রায় ১০০ বছর ধরে পাঁক জমে ১৯২০ সালে তৈরি কৃত্রিম এই লেকের গভীরতা ২৫ ফুট থেকে কমে দশ ফুট হয়ে গিয়েছে।

এই মূহূর্তে রবীন্দ্র সরোবরের (Rabindra Sarobar) কেন্দ্রস্থলের গভীরতা দশ ফুট থাকলে তীরের দিকে তিন ফুটেরও কম জল আছে। ঐস্তুত এই কারণেই উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকার ঐষয়টি নিয়ে সরোবর ঐশেষজ্ঞ, পরি়েশঐদি ও ঢাকুরিয়া লেকের সঙ্গে যুক্ত প্রাতঃভ্রমণকারীদের পরামর্শ নিতে কর্মশালা করছে কেএমডিএ। পাঁক থেকে প্রতিনিয়ত দুদুদু আকারে সৃষ্ট মিথেন গ্যাস (Methane) ঐন্ধের পাশাপাশি জলজ উদ্ভিদের সংখ্যা কীভাবে ঐদ্ধি করা যায় তা ওই কর্মশালার মুখ্য আলোচ্য ঐষয় হয়ে উঠে ঐলে কেএমডিএ সূত্রে দাঐ।

রবীন্দ্র সরোবরের ঐস্তুতন্ত্র স্বাভাঐিক করতে সচেষ্ট রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, “১০০ ঐছরের ঐেশি ঐয়স ঐই কৃত্রিম লেকের। পরি়েশগত কারণে জলের অক্সিজেনের মাত্রা কমেছে। তাই সরোবর সংস্কার ও অক্সিজেন ঐদ্ধির পাশাপাশি সৌন্দর্যায়নের জন্য কর্মশালায় ঐশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া হে।” অঐশ্য ঐর আগে মাছের মড়ক ঠেকাতে অক্সিজেন ঐদ্ধিতে ‘হাইল’ ঐসানো হলেও তা কিছুদিন পরে ঐন্ধ হয়। তাই ঐয়সাধ্য তরল অক্সিজেন মেশানোর কর্মসূচি কতদিন চলে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন সরোবরের সঙ্গে যুক্ত পরি়েশঐদিরা।]

প্রায় ১৯২ ঐকর জমিতে তৈরি ঢাকুরিয়ায় (Dhakuria) কৃত্রিম জলাশয় দূষণের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত। জাতীয় পরি়েশ আদালত ২০১৮ সালে ছটপুজো ঐন্ধের পাশাপাশি জলের নিচের পাঁক তুলে ফেলার নির্দেশ দেয়। কিন্তু পুরসভা ও পুলিশ ছটপুজো ঐন্ধ করলেও পাঁক তোলেনি। উল্টে সরোবরের পাশে ঐলাসঐহল ক্লাঐ থেকে দূষণ ঐেড়েছে। ২ নম্বর গেট কোর্ট ঐন্ধ করতে ঐললেও কেএমডিএ ‘পকেট গেট’ খোলায় ঐস্তিঐাসীরা সরোবরে কাপড় কাচেন। মর্নিং ওয়াকারদের আহ্বায়ক ও পরি়েশঐদি সৌমেন্দ্রমোহন ঘোষ অভিযোগ করেন, “তরল অক্সিজেন মেশালে সাময়িক স্বস্তি হে, কিন্তু স্থায়ী সমাধান করতে হলে জমা দশ ফুট পুরু পাঁকের অন্তত ঐর্ধেক তুলতে হে। কাশ্মীরে ডাল লেকে যেভাবে ‘হাইড্রো রেকিং’ করে পাঁক তোলা হয় সেটাই ঐকমাত্র পথ।”



পরি়েশ আদালতে যাঁর মামলার জেরে ছটপুজো ঐন্ধ হয়েছে সেই পরি়েশঐদি সুমিতা ঐন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, “লেক ঐাঁচাতে কোর্টের ঐদেশ তো মানছেই না, উল্টে মাছের মড়ক ধামাচাপা দিতে ভোরে কর্মী নামিয়ে সরোবর সাফ করছে কেএমডিএ।”

যদিও ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়াররা পালটা দাবি করেন, “যেহেতু কৃত্রিম সরোবর, তাই পাঁক তুলে ফেললে জল ধরে রাখা যাচ্ছে না। শুকিয়ে যাচ্ছে ঢাকুরিয়া লেক।”

<https://www.sangbadpratidin.in/science-and-environment/liquid-oxygen-supplied-into-rabindra-sarobar-lake-to-save-the-fishes/>

819. আগামী দু'দিন জাঁকিয়ে পড়বে শীত, সরস্বতী পুজোয় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

Tuhina Mondal | EiSamay.ComUpdated: 29 Jan 2022, 7:59 a

Weather Update West Bengal: আজ জাঁকিয়ে পড়ছে ঠান্ডা। কিন্তু, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে রাজ্যে ফের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কী চলছেন আশাওয়াদীরা? জেনে নিন বিস্তারিত...

সপ্তাহান্তে খেল দেখাচ্ছে শীত

Subscribe

হাইলাইটস

- ঝোড়ো ইনিংস খেলছে শীত।
- রাজ্যে অর্ধে প্রবেশ করছে উত্তরে হাওয়া।
- আগামী দু'দিন দক্ষিণাঙ্গের জেলাগুলিতে দাপট দেখাচ্ছে ঠান্ডা, জানাচ্ছে আলিপুর আশাওয়া দফতর।
- [Adv: কুইজ খেলুন, কয়েন জিতুন](#)

এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: ঝোড়ো ইনিংস খেলছে শীত। রাজ্যে অর্ধে প্রবেশ করেছে উত্তরে হাওয়া। আগামী দু'দিন দক্ষিণাঙ্গের জেলাগুলিতে দাপট দেখাচ্ছে ঠান্ডা, জানাচ্ছে আলিপুর আর্দ্রহাওয়া দফতর। কিন্তু, এই শীতের স্থায়িত্বও বেশিদিন নয়। আরও একবার উত্তরে হাওয়া আধাপ্রাপ্ত হবে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে হতে পারে ঝুঁপিতও।

আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া?

চলতি মরশুমে সেভাবে রান ওঠেনি শীতের প্যাটে। যখনই জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে, তখনই উত্তরে হাওয়া আধাপ্রাপ্ত হয়েছে। নিম্নচাপ এং পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আধা হয়ে দাঁড়িয়েছে শীতের পথে। ফলে শীতপ্রেমীদের চিস্তার অভিযোগ ছিল। কিন্তু, জানুয়ারি মাসের শেষ দু'দিন জাঁকিয়ে শীত উপভোগ করতে পারবেন তাঁরা।

হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আগামী দু'দিন দক্ষিণাঙ্গে ঝুঁপিতের সম্ভাবনা নেই। আধাহীনভাবে প্রবেশ করতে পারছে উত্তরে হাওয়া। ফলে দক্ষিণাঙ্গের জেলাগুলির তাপমাত্রা কমবে। আর্দ্রহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে। কমবে রাতের তাপমাত্রা।

কেমন থাকবে কলকাতার আবহাওয়া?

আজ কলকাতাতে ঝুঁপিতের কোনও সম্ভাবনা নেই। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা থাকলেও বেলা আড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যমানতা বাড়বে। শহরের সর্বাঙ্গ তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রি পর্যন্ত নামতে পারে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস।

উত্তরবঙ্গে কেমন থাকবে আবহাওয়া?

দক্ষিণাঙ্গের পাশাপাশি উত্তরাঙ্গের জেলাগুলিতেও কমবে তাপমাত্রার পারদ। কিন্তু, হালকা ঝুঁপিতের সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরাঙ্গের জেলাগুলিতে। শনিবার ঝুঁপিত হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে। তবে রাতের দিকে এই জেলাগুলির তাপমাত্রা কমবে। অর্থাৎ জাঁকিয়ে শীত উপভোগ করতে পারবেন সাধারণ মানুষ।

সরস্বতী পূজোতে বৃষ্টির সম্ভাবনা!

দুর্গাপূজো হোক বা অন্যান্য উৎসব, শীতের খামখেয়ালী মেজাজের খোরপোশ দিতে হয়েছে আম জনতাকে। এ যেন 'দস্তুর', উৎসবে মাতলেই উঁকি দেয় ঝুঁপি। আর্দ্রহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, রাজ্যে ফের প্রবেশ করতে চলেছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। ফলে ফের ঝুঁপিতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ৪ এং ৫ ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই রাজ্যে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে ঝুঁপিতের সম্ভাবনা রয়েছে।

শীত কি স্থায়ী হবে?

এই প্রশ্ন শীতপ্রেমীদের মুখে মুখে। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে জমাটি ঠান্ডা উপভোগ করছে তাঁরা। কিন্তু, এই শীত কতদিন স্থায়ী হবে? প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। তাঁদের জন্য বিশেষ আশার কথা শোনাতে পাচ্ছে না আলিপুর আদালত। ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকেই ফের চড়তে শুরু করবে তাপমাত্রার পারদ, জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। হাওয়া অফিসের কথায়, ৩১ তারিখ থেকে মূলত চড়তে শুরু করবে তাপমাত্রার পারদ। ১ এপ্রিল ২ তারিখ চড়ে তাপমাত্রার পারদ।

<https://eisamay.com/west-bengal-news/kolkata-news/weather-update-minimum-temperature-to-drop-in-all-districts-of-west-bengal/articleshow/89192403.cms>

৪২০. মুর্শিদাবাদে টিকার প্রথম ডোজ পেয়েছেন ৯১ শতাংশ মানুষ



নিজস্ব প্রতিনিধি, ঐহরমপুর: মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় ৯১ শতাংশ মানুষ করোনা টিকার প্রথম ডোজ পেলেন। দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন ৬৪ শতাংশ মানুষ। ৮৬ লক্ষের বেশি মানুষকে টিকা দিয়েছে জেলা স্বাস্থ্যদপ্তর। কো-উইন ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে টিকার প্রথম ডোজ পেয়েছেন ৫২ লক্ষ ১৫ হাজার ১৭২ জন। দ্বিতীয় ডোজ

পেয়েছেন ৩৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ১৪৮ জন। দুস্টার ডোজ নিয়েছেন ৩৭ হাজার ৬১৩ জন চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী সহ প্রথমসারির কোভিড যোদ্ধারা। শুক্রবার প্রিকেল পর্যন্ত মোট ৮৬ লক্ষ ৪১ হাজার ৯৩৩ জনের টিকাকরণ করেছে জেলা স্বাস্থ্যদপ্তর। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সন্দীপ সান্যাল বলেন, টিকাকরণে জোর দেওয়ার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ৮৬ লক্ষের বেশি টিকাকরণ করা হয়েছে। করোনার ঊর্ধ্বমুখী হারের মধ্যেও এই টিকাকরণের পরিসংখ্যান যথেষ্ট স্বস্তি দিচ্ছে স্বাস্থ্যকর্তাদের। জেলা স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে খবর, বেশ কিছু এলাকায় ১০০ শতাংশ টিকাকরণ হলেও জেলার সর্বত্র ছটিটা এক নয়। জেলায় টিকার প্রথম ডোজ ও দ্বিতীয় ডোজের মধ্যে ফারাক অনেক। এখনও পর্যন্ত ১৮ লক্ষ ২৬ হাজার ২৪ জন টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেননি। দ্বিতীয় ডোজ প্রাপকদের দ্রুত টিকাকরণের উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্যদপ্তর। উল্লেখযোগ্যভাবে জেলার ৯ শতাংশ মানুষ এখনও প্রথম ডোজ নেয়নি। তাই দ্বিতীয় ডোজের পাশাপাশি অনেকে এখন প্রথম ডোজের টিকাও নিচ্ছেন। বাড়ির দ্বারের মোটাইল টিকাকরণ ভ্যান পৌঁছে যাওয়ায় দ্রুত টিকা দেওয়া যাচ্ছে বলে দাবি স্বাস্থ্যকর্তাদের। খুশী শীঘ্রই প্রথম ডোজ ১০০ শতাংশ হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। নিয়ম মারফিক কিশোর কিশোরীদের টিকাকরণের দিকেও জোর দেওয়া হচ্ছে। জেলা স্বাস্থ্যদপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, এই মুহূর্তে টিকার কোনও অপ্রতুলতা নেই। প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজের ব্যাপ্তান কমানো হচ্ছে। ১৮ লক্ষ লক্ষের বেশি মানুষ যাঁরা এখনও দ্বিতীয় ডোজ নিতে পারেনি, তাঁদের নির্দিষ্ট সময়ে টিকা নিয়ে নেওয়ার জন্য প্রচার করাও হচ্ছে। অনেকের টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার সময় পেরিয়ে গেলেও তাঁরা টিকা নেননি। তাঁদের দ্রুত টিকা দেওয়ার জন্য ভ্যাকসিন ভ্যান বিভিন্ন এলাকায় ঘুরছে। টিকা নেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে বিভিন্ন ব্লক এং পঞ্চায়েতে প্রচার করা হচ্ছে। গ্রামের অনেক মানুষ টিকার দ্বিতীয় ডোজের দিনক্ষণ মনে রাখতে পারেননি। অনেকেই কোভিড কমে যাওয়ার জন্য দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ায় অনীহা দেখাচ্ছিলেন। তাই স্বাস্থ্য কর্মীদের বাড়িতে পাঠিয়ে খোঁজ নেওয়া শুরু হচ্ছে। ফলে দ্বিতীয় ডোজের টিকাকরণের সংখ্যা বাড়ছে।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=17&id=345950>

৪২১. ঝাঁকুড়ায় শেষ হল পাখি সুমারি, ৮টি নতুন প্রজাতির
পরিযায়ী পাখির সন্ধান মিলল ঝিষ্কুপুরের লালঝাঁধে



সংবাদদাতা, ঝিষ্কুপুর: শুক্রবার ঝিষ্কুপুরের ঐতিহাসিক লালঝাঁধে আটটি নতুন প্রজাতির পরিযায়ী পাখির সন্ধান পেলেন ঝনদপ্তরের আধিকারিকরা। এদিন লালঝাঁধের জলে পাখি গণনার সময় মঙ্গোলিয়া, সাইপ্রিয়া সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা নতুন প্রজাতির পাখি বিশেষজ্ঞদের দূরবিনে ধরা পড়ে। সেগুলি তাঁরা নথিভুক্ত করেন। ঝনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ঝাঁকুড়ার বিভিন্ন জলাশয়ে পাখি সুমারির কাজ চলছিল। তাতে মোট ১৫টি প্রজাতির পাখি দেখা যায়। তার মধ্যে শুক্রবার গণনার শেষ দিনে ঝিষ্কুপুরের লালঝাঁধে নতুন আটটি প্রজাতির পাখি চোখে পড়ে। তে পরিযায়ী পাখি আসার সংখ্যা আগের চেয়ে কমায় ঝনাধিকারিকরা কিছুটা হতাশ হয়েছেন।

এদিনের গণনায় ঝনদপ্তরের চিফ কনজারভেটিভ অফ ফরেস্ট (সিসিএফ) এস কুণাল ডেইভাল, ঝিষ্কুপুরের ঝিধায়ক তন্ময় ঘোষ, ঝিষ্কুপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কুতুদ্দিন খান ছাড়াও ঝাঁকুড়া উত্তর, দক্ষিণ ও ঝিষ্কুপুর পাঞ্চেত ডিভিশনের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। কুণালঝাউ ঝলেন, লালঝাঁধ সংস্কারের ফলে জলজ উদ্ভিদ কমে গিয়েছে। তাতে পাখিদের ঝসার অসুবিধা হচ্ছে। তাছাড়া ঝাঁধের কাছাকাছি অনেক জনঝসতি গড়ে ওঠায় পাখি আসার সংখ্যা আগের তুলনায় কমেছে। তে বেশকিছু নতুন প্রজাতির পাখি নজরে পড়েছে। ওরা আমাদের অতিথি। ওদের আসার ক্ষেত্রে যাতে কোনওরকম ঝাধা সৃষ্টি না হয়, সেটা দেখা প্রয়োজন। ঝিষ্কুপুটি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ঝনাধিকারিকরা ঝলেন, ২০ জানুয়ারি থেকে ঝাঁকুড়ায় পাখি সুমারির কাজ শুরু হয়। মুকুটমণিপুর ছাড়াও ছাতনা, শালতোড়া, খাতড়া, ঝিষ্কুপুর প্রভৃতি এলাকার জলাশয়ে পাখি গণনার কাজ হয়েছে। শুক্রবার শেষ দিনে লালঝাঁধে গণনা হয়। এদিন ঝাঁধের পাড় থেকেই দূরবিন দিয়ে পাখি গণনা করা হয়। ঝার গোটা জেলায় কটন পিগমি, লিটল গ্রিভস, ঝার হুডেড ঝুসের সহ মোট ১৫টি প্রজাতির পরিযায়ী পাখির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তার অধিকাংশই ইউরোপ সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে। ঝিষ্কুপুরের পাখি বিশেষজ্ঞ সিদ্ধেশ্বর ঝন্দ্যোপাধ্যায় ঝলেন, অক্টোঝর মাস থেকে পরিযায়ী

পাখি ঝাঁকুড়ায় আসে। তার মধ্যে এঁর নর্দান সুভেলার, গাদোয়াল, গ্রেড কেস্টেড গ্রিভ, কমন্ পোচার্ড, রেড কেস্টেড পোচার্ড সহ মোট আটটি প্রজাতির নতুন পাখি দেখা গিয়েছে।

♥ লালমাঁধে দূরপ্রাণ দিয়ে পাখি গণনা করছেন ঐনদপ্তরের আধিকারিকরা।-নিজস্ব চিত্র

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=17&id=346025>

৪২২. ঐরপাড়া ও ফালাকাটায় আরও
দু'টি কোভিড হাসপাতাল হচ্ছে
জমি পরিদর্শন করলেন উত্তরপ্রদেশের স্বাস্থ্য ওএসডি

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: করোনা পরিস্থিতি এখন অনেকটাই থিতু। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার আলিপুরদুয়ার জেলায় ১০০ শয্যার করে আরও দু'টি কোভিড হাসপাতাল গড়ার জন্য টাকা দিচ্ছে। আলিপুরদুয়ারে এই নতুন দু'টি কোভিড হাসপাতাল হো চারতলা প্রিন্ডিংয়ের।

জেলায় নতুন কোভিড হাসপাতাল দু'টির মধ্যে একটি হো মাদারিহাট ব্লকের ঐরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের জমিতে। অন্যটি হো ফালাকাটা গ্রামীণ হাসপাতালের জমিতে। দু'টি কোভিড হাসপাতাল তৈরির জন্য শুক্রবার ওএসডি ডাঃ সুশান্ত রায় ঐরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল ও ফালাকাটা গ্রামীণ হাসপাতালের জমি পরিদর্শন করেন। ওএসডি'র সঙ্গে ছিলেন জেলা স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্তারা। কিন্তু প্রিন্ডিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে করোনা পরিস্থিতি তো এখন অনেকটাই থিতু। তাছাড়া, জেলার তপসিখাতা কোভিড হাসপাতালেও এই মুহূর্তে কোনও করোনা আক্রান্ত ভর্তি নেই। তাহলে জেলায় কেন আরও দু'টি নতুন কোভিড হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তরে ওএসডি ডাঃ সুশান্ত রায় বলেন, করোনা কো ছেড়ে যাে তা এখনই এলা সম্ভব নয়। সে কারণে আলিপুরদুয়ারে আরও দু'টি কোভিড হাসপাতাল গড়ার জন্য রাজ্য সরকার অর্থ দিচ্ছে। তাছাড়া, করোনার ভাইরাস পুরোপুরিভাবে ছেড়ে চলে গেলে তখন ওই কোভিড হাসপাতালের প্রিন্ডিং স্বাস্থ্যদপ্তরের অন্য কোনও কাজে লাগানো হো। ঐরপাড়া রাজ্য হাসপাতালে স্বাস্থ্যদপ্তরের প্রচুর খোলামেলা জমি পড়ে

রয়েছে। ঠীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের সেই জমিতে ১০০ শয্যার কোভিড হাসপাতাল তৈরি হঐ। ঁকইভাঐ ফালাকাটা গ্রামীণ হাসপাতালেও স্বাস্থ্যদপ্তরের জমি রয়েছে। সেই জমিতে ১০০ শয্যার আরও ঁকটি কোভিড হাসপাতাল হঐ। ওঁসডি জানিয়েছেন, ঁলিপুরদুয়ারে দু'টি কোভিড হাসপাতালের জমি পরিদর্শনের রিপোর্ট দ্রুত রাজ্যে পাঠানো হচ্ছে। ওই রিপোর্ট পাওয়ার পরই রাজ্য সরকার কোভিড হাসপাতাল তৈরির জন্য টেঙার ডাকঐ। ফালাকাটা ও ঠীরপাড়ায় চারতলা ঠিন্ডিং ঠিশিষ্ট ওই দু'টি কোভিড হাসপাতাল তৈরিতে খরচ হঐ প্রায় ১২ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত, ঁর ঁগে ঁলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ফেব্রিকেটেড শয্যার ঁকটি ১০০ শয্যার কোভিড হাসপাতাল গড়ে তোলার প্রস্তাঐ ছিল রাজ্য সরকারের। তার জন্য স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্তারা ঁলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের জমিও পরিদর্শন করেন। কিন্তু শুক্রবার ওঁসডি জানিয়ে দেন, রাজ্য সরকার ঁপাতত ওই প্রস্তাঐ ঐতিল করে দিয়েছে। অর্থাৎ ঁলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ঁর ফেব্রিকেটেড শয্যার কোভিড হাসপাতাল হচ্ছে না।

করোনা পরিস্থিতি স্বাভাঐিক হওয়ায় ঁলিপুরদুয়ারের তপসিখাতা কোভিড হাসপাতালে ঐর্তমানে করোনা ঁক্রান্ত কোনও রোগী ভর্তি নেই। জেলায় করোনার ঁক্রান্তের সংখ্যা দৈনিক তিন ঁঙ্ক ছাড়ালেও সংক্রামিতদের হোম ঁইসোলেশনে পাঠানো হচ্ছে। তাতেই সংক্রামিতরা সুস্থ হয়ে ঁঠছেন।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=16&id=345972>

৪২৩. দক্ষিণ দিনাজপুরে পারদ নামল ৪
ডিগ্রি, ভাঙল গত ঁছরের রেকর্ড
প্রঐল ঁান্ডায় জুথু মালদহ



সংবাদদাতা, পতিরাম ও পুরাতন মালদহ: তীব্র শৈত্যপ্রবাহের জেরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় একধাক্কায় তাপমাত্রার পারদ নামল সাড়ে চার ডিগ্রি। প্রতিশ্রুতি জেলা মালদহে তাপমাত্রা কমল দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঠান্ডায় জুখু অসুস্থ গৌড়গঙ্গের দুই জেলার। আশাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় শুক্রবারই ছিল এখনও পর্যন্ত এ বছরের শীতলতম দিন। তাপমাত্রা নেমে দাঁড়িয়েছে ৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত বছরের রেকর্ড ভাঙে এদিন।

পালুরঘাট মাঝিয়ান আশাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক সুমন সূত্রধর বলেন, শুক্রবার ছিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এ বছরের শীতলতম দিন। বৃহস্পতিবারের থেকে শুক্রবার একলাফে তাপমাত্রা সাড়ে চার ডিগ্রি কমে যায়। মূলত উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে শৈত্যপ্রবাহের জেরে কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হয়। আগামী ক'দিন এমনই তাপমাত্রা থাকবে।

মালদহ জেলা কৃষিদপ্তরের আশাওয়া বিভাগের আধিকারিক কামাখ্যানাথ সসু বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রা অনেকটাই নেমেছে। এমন আশাওয়া আরও দুই থেকে তিনদিন চলবে। গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয় ১০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুক্রবার তা কমে একলাফে ৬.৩ ডিগ্রিতে পৌঁছয়। ২০২১ সালে জেলায় শীতলতম দিনে তাপমাত্রা নথিভুক্ত হয়েছিল ৬.৬ ডিগ্রি। যার ফলে শীতের তারতম্যে এ বছর গত বছরের রেকর্ড ভাঙে দিয়েছে। তীব্র শীতের কারণে গায়ের একের পর এক গরম পোশাক চাপিয়েছেন জেলাবাসী। ঠান্ডায় ঝঙ্করা সমস্যায় পড়ছেন।

আশাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এদিন ঘণ্টায় ১০-১২ কিমি বেগে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে হাওয়া বইতে থাকে। তীব্র শীতের দাপটে সাধারণ মানুষ নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি কিংবা কর্মস্থল থেকে বের হননি। সকালের দিকে সামান্য রোদের দেখা মিললেও দুপুরের পর থেকে শীত বাড়তে থাকে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে দুপুর থেকে লোকজনকে জড়ো হয়ে আগুন পোহাতে দেখা যায়। তবে এই ঠান্ডায় কৃষিক্ষেত্রে প্রভাব পড়বে না বলে কৃষিদপ্তর জানিয়েছে। সকাল থেকেই মালদহে শৈত্যপ্রবাহ বইতে শুরু করে। দুপুরে সূর্যের দেখা মিললেও হাওয়া থাকায় ঠান্ডা ছিল কনকনে। হাল্কা কুয়াশাও ছিল। জেলা কৃষিদপ্তরের আশাওয়া বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একধাক্কায় অনেকটাই কমে গিয়েছে। হু হু করে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে যাওয়ায় হাড় কাঁপানো ঠান্ডা অনুভূত হয়।

গত বৃহস্পতিবার জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নথিভুক্ত হয় ১০ ডিগ্রি। শুক্রবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা একই থাকলেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮.৮ ডিগ্রি নেমে যায়। কার্যত দুই ডিগ্রি নীচে নেমে আসায় কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হয় দিনভর। ♥ নিজস্ব চিত্র

824. Mundeswari river: মুণ্ডেশ্বরীতে হঠাৎ ড্রেজিং ঝক, হাওড়ার ঝন্যা

নিয়ন্ত্রণে চিন্তা

ঝাসিন্দাদের আশঙ্কা, ড্রেজিং দ্রুত শেষ না হলে ঝথানে ঝন্যা পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হঝে না।

নুরুল আঝসার

উলুঝড়িয়া ২৯ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:২৬



পাড় ভাঙছে মুণ্ডেশ্বরীর। পুরশুড়া ঝলাকায়।
নিজস্ব চিত্র।

ঝিশ্বঝ্যাক্দের টাকায় পূর্ণ ঝর্ধমানের কোটশিমূল থেকে ঝেগুয়াহানা (৫ কিমি) পর্যন্ত মুণ্ডেশ্বরী নদীতে ড্রেজিংয়ের কাজ কয়েক মাস ধরে আচমকা ঝক হয়ে গিয়েছে। তার জেরে হাওড়ার দুই ব্লকের (উদয়নারায়ণপুর ঝং আমতা-২) ঝাসিন্দাদের আশঙ্কা, ড্রেজিং দ্রুত শেষ না হলে ঝথানে ঝন্যা পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হঝে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ঝন্দ্যোপাধ্যায় স্থায়ী ভাঝে হাওড়ায় ঝন্যা নিয়ন্ত্রণের ঝে আশ্বাস দিয়েছেন, তা ঝানচাল হয়ে ঝেতে পারে।

হাওড়ায় কেন ঝন্যার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে?

সেচ দফতর সূত্রের খঝর, ডিভিসি ঝে জল ছাড়ে, তা দামোদর দিয়ে ঝসে পূর্ণ ঝর্ধমানের জামালপুরের কাছে ঝেগুয়াহানায় দু'টি ভাগ হয়। ঝকটি ভাগ যায় মুণ্ডেশ্বরীতে। অন্যটি দামোদর দিয়েই ঝসে শ্যামপুরে গঙ্গায় মেশে। পলি জমে মুণ্ডেশ্বরীর নাঝ্যতা অনেকটা কমে গিয়েছে। ফলে, দামোদরে জল ঝেশি ঢোকে ঝং তা হাওড়ায় ঝন্যা ঝানে। হাওড়ায় দামোদরের পশ্চিম দিককে ঝে হেতু ডিভিসি ঝস্পিল

এলাকা' এলে ঘোষণা করেছে, তাই এ দিকে নদীর পাড়ে কোনও ঝাঁপ নেই। আর এই পশ্চিম দিকেই উদয়নারায়ণপুর এং আমতা-২ নম্বর ব্লকের সিংহভাগ এলাকা পড়ে। ফলে, ডিভিসি যখন অতিরিক্ত জল ছাড়ে তখন তা এই দু'টি ব্লককে ভাসিয়ে দেয়। গত বছরেও ডিভিসি-র ছাড়া জলে দু'বার এই এলাকায় ঝন্যা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ

ট্রিশ্চ্যাক্সের প্রকল্পেও দামোদরের পশ্চিম দিকে ঝাঁপ নির্মাণের কোনও পরিকল্পনা করা হয়নি। তা হলে হাওড়ার দুই ব্লকে ঝন্যার সমস্যার স্থায়ী সমাধান হও কী ভাবে? সেচ দফতর পরিকল্পনা করে, ংগুয়াহানায় যেখানে দামোদর ভাগ হয়েছে, সেখান থেকে মুণ্ডেশ্বরীর ১৯ কিলোমিটার অংশে ছ'ফুট গভীর করে ড্রেজিং করা হও। ফলে, মুণ্ডেশ্বরী তুলনায় অনেক ংশি জল টেনে নিতে পারও। দামোদরে জল কম ঢুকও এং হাওড়ায় ঝন্যার প্রকোপ অনেকটা কমও। শুধু তা-ই নয়, এই প্রকল্পে হুগলিতেও ঝন্যার প্রকোপ কমও।

সেইমতো হুগলি জেলা সেচ দফতরের তত্ত্বাধানে কাজ শুরু হয়। ১৯ কিলোমিটারের মধ্যে হুগলিতে আছে ১৪ কিলোমিটার। তার িস্তার আরামাংগের অরুণওড়া থেকে পূর্ণ ংধমানের কোটশিমূল পর্যন্ত। সেই কাজ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু াকি কাজ ংধার আগেই ংক হয়ে যায়।

ওই পাঁচ কিলোমিটার ড্রেজিং করার কথা হুগলি জেলা সেচ দফতরেরই। কেন কাজ ংক, সে া্যাপারে ওই দফতরের এক কর্তার দাি, 'দফতরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কাজটি আপাতত ংক আছে।' সেচমন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি বলেন, 'এ িষয়ে আমি কিছু বল না। দফতরের সচিালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

সচিালয় সূত্রের খর, প্রকল্পটি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। সেই কারণেই কাজটি আপাতত ংক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ িষয়ে সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন, স া দিক খতিয়ে দেখেই তো প্রকল্পটি করা হয়েছিল। এটি একটি মডেল প্রকল্প। ফের নতুন করে পর্যালোচনা করার কী আছে? তাঁরা আরও জানান, কোটশিমূল থেকে ংগুয়াহানা পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটারে ড্রেজিং না হলে এটি াতলের মুখের মতো অস্বা হও। কারণ, এখান থেকে ডিভিসি-র ছাড়া জল ভাগ হয়। এখানেই ড্রেজিং না হলে আগের মতোই দামোদরে ংশিরভাগ জল ঢুকও এং হাওড়ায় ঝন্যা সমস্যার সমাধান হও না।

হুগলির সেচ দফতরের াস্তকারদেরও একটা াড় অংশ জানিয়েছেন, ড্রেজিং না হওয়া অংশ থেকে ালি এসে ভরিয়ে দিচ্ছে যে ১৪ কিলোমিটার ড্রেজিং হয়েছে সেই অংশটুকু। শুধু তা-ই নয়, ড্রেজিং না হওয়া এলাকা থেকে অাধে ালিও চুরি হচ্ছে।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah->

[hooghly/speculation-regarding-dregging-in-mundeswari/cid/1326108](https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah-hooghly/speculation-regarding-dregging-in-mundeswari/cid/1326108)

825. Medical College Fire: ঐর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের কোভিড ওয়ার্ডে

আগুন, পুড়ে মৃত্যু এক করোনা রোগীর

ঐর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, আগুন লাগার কারণ জানতে খুঁ শীঘ্রই একটি পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হ়ে।

নিজস্ব সংাদদাতা

ঐর্ধমান ২৯ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:২৯



ঘটনাস্থলে দমকল ঐাহিনী।

নিজস্ব চিত্র।

আগুন লাগল ঐর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের কোভিড ওয়ার্ডে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক করোনা রোগীর। মৃত্যুর নাম সন্ধ্যা মণ্ডল (৬০)। তাঁর ঐাড়ি পূর্ণ ঐর্ধমানের গলসির ঐড়মুড়িয়া গ্রামে ঐলেও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, শনিবার ভোর রাতে ঐই আগুন লাগে। এক জন কোভিড রুগী প্রথম আগুন দেখতে পান। তার পর তিনি ঐাকিদের ঘুম ভাঙান। আগুন লাগার পর হাসপাতালের কর্মীরাই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ঐর্ধমান থানার পুলিশ। তে নিরাপত্তার গাফিলতির কথা অস্বীকার করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এই ঘটনা খুবই দুঃখজনক। আগুন লাগার কারণ জানতে খুব শীঘ্রই পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।’’

অন্য দিকে, মৃত্যুর মেয়ে রানু মণ্ডলের বলেন, ‘‘আমাদের ঢুকতে দিলে মা-কে পাঁচানো যেত।’’

তবে শট সার্কিট থেকে আগুন লাগেনি বলেই প্রাথমিক তদন্তের পর অনুমান দমকলের। দমকলের এক আধিকারিক দীপক সেন বলেন, ‘‘আমরা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় তখন আগুন নিয়ন্ত্রণে। কোভিড ওয়ার্ডের চিহ্নার উপর দেশলাই এবং লাইটার ছিল। সেখান থেকেও আগুন লাগতে পারে। তবে সম্পূর্ণ তদন্তের আগে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা সম্ভব না।’’

শনিবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ হাসপাতালের রাধারাণী কোভিড ওয়ার্ডে প্রথম আগুনের শিখা দেখা যায়। সেখানেই ৬ নম্বর ব্লকে করোনা আক্রান্ত হয়ে ভর্তি ছিলেন সন্ধ্যা।

হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডের অন্য রোগীর আত্মীয় শত্রুঘ্ন মণ্ডলের অভিযোগ, আগুন লাগার সময় হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষী-সহ অন্য কর্মীরা ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁরা ডাকাডাকি করার পরই এই কর্মীরা তৎপর হন বলেও তিনি জানান।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/bardhaman/fire-breaks-at-burdwan-medical-college-one-covid-patient-died-dgtld/cid/1325794>

Down to earth

826. Viva Cuba for its vaccine revolution
Punching way above its weight, the tiny nation has developed five vaccines, and offers hope of vaccine equity across the world

By [Latha Jishnu](#)

Published: Friday 28 January 2022



This is possibly the quietest and most stunning of Cuba's revolutions since Fidel Castro overthrew Batista's military dictatorship in 1958.

There have been other revolutions in the tiny nation over the decades – in public health, in medical internationalism (where doctors were sent to countries in need) and most impressively in its biotechnology sector.

Even so, the development of five vaccines to fight the SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19, three of which have been deployed to vaccinate 93 per cent of its population, is an unparalleled feat.

This has been largely unnoticed by the global media, which was focused almost entirely on the new-fangled and expensive mRNA vaccines brought out by the likes of Pfizer Inc and upstart company Moderna Inc, and was writing paeans about their bosses.

Science journal *Nature* was one of the earliest to spot the breakthroughs made by Cuba's Centre for Genetic Engineering and Biotechnology and Finlay Institute of Vaccines. Towards the middle of 2021, a couple of news agencies began to report on the good news emanating from Havana, piquing interest as Cuba sent vaccines to some countries.

When the COVID-19 pandemic hit the Caribbean island, the Cuban spirit of independence, honed by six decades of trade sanctions imposed by the Americans, once again came to the fore. Depending on the rich world to send vaccines would in all likelihood mean

a long and possibly futile wait – which it indeed has for a host of low-income countries in Latin America, Africa and Asia.

Cuba's decision to fight the pandemic on its own holds many lessons for other countries – especially India, which has 10 times the scientific manpower of Cuba apart from more resources and a much freer access to the inputs required for its research.

The fundamental difference is the depth of Cuba's education and science as well as the clear alignment of its research and development (R&D) with the social and economic priorities of its people. This is how Cuba built an outstanding health biotechnology sector that is globally respected.

Havana's decision to channel its resources and formidable research talent into developing its own vaccines indicated a determination to brush aside its acute economic crisis. It also entailed the shelving of some important research projects, but the heavy caseload of COVID-19 cases called for urgent action.

The results of the year-long effort have been spectacular. Cuba, with a population of 11.3 million, has developed five vaccines and says four of them provide over 90 per cent protection against COVID-19 when administered in three doses. This has allowed the country to vaccinate a massive percentage of its population, more than any other country barring the oil-rich United Arab Emirates – a Gulf state that has a lower population than Cuba – and Portugal, which is a fraction ahead.

As of January 20, 2022, some 86.54 per cent of Cubans are fully vaccinated (three doses) and another 7 per cent have been partly inoculated, according to the dashboard of scientific website Our World in Data.

Glasgow University academic and Cuba expert Helen Yaffe describes this as an "incredible feat" while John Kirk of Dalhousie University in Nova Scotia, another Latin American specialist, was equally laudatory:

Just the sheer audacity of this tiny little country to produce its own vaccines and vaccinating (sic) over 90 per cent of its population is an extraordinary thing.

Both were speaking to news business news outlet CNBC. But given Cuba's track record, this should not come as a great surprise.

In the 1980s when Castro sensed the potential of biotechnology – at a time when even the most advanced rich nations had not yet grasped the possibilities of this nascent field – he invested an unbelievable \$1 billion in the sector. He also sent his scientists to the pioneering researchers in the US, Finland and Canada who were ready to share the fruits of their R&D without putting up intellectual property barriers, along with those in the former Soviet Union.

As a result, bio-pharma innovation has been a hallmark of the Cuban system since the 1980s, an endeavour dedicated to finding low-cost drugs to combat life-threatening diseases such as hepatitis, polio and meningitis B.

But this is not what makes Cuba special; rather, it is its readiness to share its discoveries with other Third World countries that puts it in a class of its own. The World Health Organisation (WHO) lauds Cuba as "a global leader in South-South transfer of technology, helping low-income countries develop their own domestic biotech capabilities, providing technical training, and facilitating access to low-cost life-saving drugs to combat diseases such as meningitis B and hepatitis B."

As the world grapples with new variants of SARS-CoV-2, Cuba's discovery that its three-dose regimen of the vaccines – the Abdala vaccine is protein-based while the others, collectively called the Soberana series, use a "conjugate" design along the lines of meningitis or typhoid vaccines – spells hope for countries that have been scrambling for doses.

Political allies may probably get priority, since emergency shipments have already been sent to Venezuela, Nicaragua, Iran and Vietnam while waiting for WHO's approval of the vaccines. This would help make the vaccines more widely available.

In a significant tie-up, the Finlay Institute has joined with the Pasteur Institute in Tehran to run a massive 24,000-person clinical trial in Iran. The results are expected to be published shortly. The only problem for wider access to these vaccines is the limited production in Cuba. The Finlay Institute can produce 10 million doses of Soberana 02 per month, but the world needs more, especially in Africa, where vaccine inequity is stark.

Cuba-watchers like Yaffe believe its vaccines are their best hope for facilitating inoculation in the coming years. Health experts are talking less and less about the Covaxin jab produced by India's Bharat Biotech International Ltd. Not only is its efficacy in taking on the new variants of the novel coronavirus yet to be proven, its production has also not increased significantly. [Nor have there been any licensing agreements with other companies](#), possibly because the ownership of the technology remains murky or because it is not viewed as a viable project.

So it is Viva Cuba, with the hope that its latest revolution spreads far and wide.

<https://www.downtoearth.org.in/blog/health/viva-cuba-for-its-vaccine-revolution-81308>

830. Neglected Tropical Diseases Day: India can beat them but that needs bold action

What we need to stress on this January 30: An integrated approach for better access to healthcare & WASH; Climate action, gender equity & mental health also need focus

By [Neeraj Dhingra](#)

Published: Friday 28 January 2022



📷 A patient co-infected with HIV and Kala-Azar at MSF ward, Vashali, Bihar. Photo: Srikant Chaudhary / CSE

In more ways than one, the impact of the COVID-19 pandemic that has hogged headlines for the past two years, is akin to the experiences of those at risk of being infected by Neglected Tropical Diseases (NTDs).

NTDs is an umbrella term that refers to 20 medically diverse, communicable diseases that flourish in impoverished environments, tend to coexist, cause significant morbidity and/or mortality and can be battled using effective methods.

NTDs are known to cause permanent disabilities, impact mental and emotional health and well-being and affect over 1.7 billion people across the world.

For instance, a parasitic NTD called *Lymphatic Filariasis*, colloquially referred to in Hindi as *haathipaon* or *Elephant Feet*, is the second-leading cause of permanent disability in the world.

It attacks the human lymphatic system and can cause painful swelling of limbs (*lymphoedema*) and genitalia (*hydrocele*) among others. In fact, disfigurement of breast and genitalia are common.

Similarly, another parasitic NTD, *Visceral Leishmaniasis*, commonly known as [Kala-Azar](#) or *Black Fever*, is transmitted by sandflies and is fatal if left untreated.

Lymphatic Filariasis is endemic in 328 districts across 21 states / Union territories. *Kala-Azar* is endemic in 54 districts across four states of India and together, these diseases affect 650 million and 140 million people in the country, respectively.

The Government of India is 100 per cent committed to ending NTDs like *Lymphatic Filariasis* and *Kala-Azar*, in line with global elimination and control targets.

Preventive methods like Mass Drug Administration (MDA) rounds are periodically deployed in endemic areas during which anti-filarial medicines are provided free-of-cost to at-risk communities.

Vector-control measures like Indoor Residual Spraying rounds are undertaken in endemic areas to prevent sandfly breeding. The government also supports morbidity management and disability prevention for those affected by *lymphoedema* and *hydrocele*.

State and central governments have also introduced wage compensation schemes for those suffering from *Kala-Azar* and its sequela (a condition which is the consequence of a previous disease or injury) known as *Post-Kala Azar Dermal Leishmaniasis*.

COVID-19 led to the temporary halting of public health programmes in several countries. *Lymphatic Filariasis* and *Kala-Azar* elimination programmes in India also faced disruptions. To face the challenge, India adapted, innovated and bounced back with renewed vigour.

Despite a devastating second wave of the pandemic, over 70 per cent of the districts that had targeted MDA, distributed anti-filarial medicines to eligible populations.

Innovations like using bowls to distribute medicines from a safe distance ensured COVID-appropriate behaviour on ground, even as dynamic dashboards highlighted areas of concern in real time and prompted improved planning and implementation.

As a result, MDA coverage and compliance have improved and so far, 134 districts have stopped MDA after passing Transmission Assessment Survey (TAS).

The TAS is a test that determines if the prevalence of *Lymphatic Filariasis* in an evaluation area has decreased to a level in which transmission of *Lymphatic Filariasis* or recurrence is unlikely even after stopping MDA.

Despite the challenge posed to health systems infrastructure by COVID-19, India has made strides in its quest to beat NTDs. For instance, 2021 witnessed improved case surveillance, case detection and case prevalence rates with respect to *Kala-Azar*.

Thirty-five per cent fewer cases of the disease were reported in 2021, as compared to 2020 and all reported cases were treated. India is at the cusp of eliminating *Kala-Azar*, with 99 per

cent *Kala-Azar* endemic blocks having achieved the elimination target.

India is poised to emerge as a global leader in the battle against NTDs, but success in this decade will demand bolder action. As India stands firm on its commitment to eliminate NTDs, multi-stakeholder and cross-sectoral partnerships and collaboration will continue to play a central role in sustaining the momentum gained.

An integrated approach to improving access to quality healthcare, water, sanitation, hygiene, addressing climate change and ensuring gender equity, mental health and well-being must lie at the core of eliminating these diverse NTDs.

<https://www.downtoearth.org.in/blog/health/neglected-tropical-diseases-day-india-can-beat-them-but-that-needs-bold-action-81305>

Down to earth

828. Grey pelicans die in droves in Srikakulam

Migratory grey pelicans ate fish infected with roundworms in Srikakulam, which caused their deaths, according to forensic reports

By [Shuchita Jha](#)

Published: Friday 28 January 2022



📷 A dead grey pelican in Srikakulam. Photo: PV Sastry

Around 130 grey pelicans have died in Telineelapuram village, in the Tekkali mandal of Srikakulam district, Andhra Pradesh, in the last one month. The cause of death has been found to be nematode (roundworm) infestation.

The first bird was found dead under a tree December 28, 2021, by local forest officials.

"The birds fall from trees and die in one to two hours," PV Sastry, forest range officer of Tekkali Forest Range, told *Down To Earth*.

Grey pelicans fall in the 'Near Threatened' category of the International Union for Conservation of Nature's Red List. Grey pelicans and painted storks come to various parts of Andhra Pradesh from Siberia during winters for breeding.

Sastry said the birds ate fish from nine water tanks used for aquaculture that were spread across 1,500 acres of the village. They also ate at some local ponds in the Naupuda swamp.

"We took the bird's sample to the Animal Disease Diagnostic Lab (ADDL) in Srikakulam city for a postmortem to know the cause of death. Preliminary findings showed that that it was parasitic infection," Sastry said.

He added that since December, officials had seen over 130 birds dying and had continued to find one or two dead birds every day.

"The birds feed from the aquaculture pond and when we took a fish sample to the ADDL, the same parasite was found in it too," Sastry said.

He added that while painted storks and pelicans fed from the same tanks of the Naupuda swamp, the storks didn't die as they

ate smaller fish and in smaller numbers while the pelicans ate 1-2 kgs of fish in one go from the deeper ends of the tanks.

"The pelicans go deep into the ponds to catch fish. These birds go around 150-200 km for feeding and nesting, but we have only tested the samples of fish and water from these nine tanks. We cannot be sure whether other water bodies are also infected or not," Sastry added.

Baikunth Rao, a forest watchman, said he had buried more than 100 birds during the past one month. "I bury the dead birds near the village trees. But it is sad to see them dying in such large numbers," he said, sounding concerned.

Sastry added that the veterinary department of the district had suggested administering one dose of 0.1 ml of piperzine liquid through the oral route to treat the birds.

"The veterinary department said it takes 2-3 hours for the birds to die once they fall down from trees. If we are able to give them the medicine within that time, we may be able to save the grey pelicans in Telineelapuram," he said.

"We need to save these birds as they are near threatened and come to Srikakulam for breeding. So, their population should increase, not go down," Sastry noted.

He added that the forest department had initiated talks with the fisheries department in the district to take care of the water tanks and rid the fish of parasites with proper cleaning and medication.

<https://www.downtoearth.org.in/news/wildlife-biodiversity/grey-pelicans-die-in-droves-in-srikakulam-81315>

831. Lucrative rabi: Mustard farmers may reap good prices despite bumper output

Higher MSP, dearer imports expected to keep rates firm for local oilseeds

By [Shagun](#)

Published: Friday 28 January 2022



India looks set for a bumper mustard harvest this rabi season, which raises the question: Will those growing the oilseed reap enough compensation for their effort? Increased supply generally suppresses prices, but experts are optimistic that mustard farmers will duck that trend this time.

The country has already achieved its mustard acreage for 2025-26 this rabi season, according to the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The farmers are likely to fetch better prices this year despite record produce because of sustained demand and a substantial hike in minimum support price (MSP) for the crop.

Mustard has been sown on a record 9.1 million hectares (ha) for rabi season 2022-23, latest ministry data showed. This is a growth of 24.49 per cent from 2021-22, when the acreage was 7.3 million ha.

This surpassed the government's own set projection of 9 million ha of mustard by 2025-26.

The overall acreage of oilseeds has increased by 22.09 per cent compared to the corresponding period last year, in which mustard has a major share.

The Centre has been trying to promote oilseeds production in the country. Before the beginning of this Rabi season, it announced a sharp MSP hike for mustard – the highest among all crops.

Mustard farmers this season will get Rs 5,050 per quintal, compared to Rs 4,650 per quintal last year. Even last year, farmers sold their produce at prices above MSP.

Shweta Saini, senior fellow with Indian Council for Research on International Economic Relations who researches Indian agricultural policies, said:

Usually the price of a bumper crop falls but that seems unlikely with mustard this season. It can provide the substitution effect to some extent for palm oil, which has become exceptionally expensive as well as soybean, which is also expensive and the production is low this year.

Edible oils constitute about 47.5 per cent of India's agricultural imports. In the last few years, improved domestic production hasn't been able to meet the rising demand of edible oils in the country. This led to a steep rise in imports.

Around 60 per cent of the domestic demand for edible is met through imports, of which palm oil accounts for the highest (55.4 per cent).

Globally, there was a sharp increase in edible oil prices in 2021 and they are likely to remain high this year.

India's import bill during the first nine months of the current fiscal (April-December 2021) surged by 75 per cent to Rs 1.04 lakh crore from Rs 59,543 crore during the corresponding period last year. And that is also one of the reasons the government has been encouraging more domestic oilseeds production.

Buoyant demand

Global inflationary pressure on edible oils will continue, Saini said.

Mustard is also likely to replace soybean in the poultry industry, as the production of the latter is affected. Around half the feed requirements in the sector are met by mustard, soybean or cotton.

The Union government's decision last year to ban blending of mustard oil with any other cooking oil will also boost the demand for mustard, said Devinder Sharma, food and agriculture policy analyst. "Additional mustard oil will be required to replace the oils which were being used for blending earlier."

In a recent statement, the Central Organisation for Oil Industry and Trade (COOIT) had urged the government to create a buffer stock of mustard seeds of at least 2.5 million tonnes. This suggestion was aimed at ensuring oil processing units operate throughout the season.

"If the government creates a buffer stock of 2.5 million tonnes of mustard, it will further encourage mustard cultivation and also act as a price stabilisation mechanism in case of sharp fluctuations in mustard prices as it was witnessed during 2021," COOIT chairperson Suresh Nagpal said.

Meanwhile, while area under mustard is continuously increasing – by an average of 5 million ha between 2014-15 and 2018-19 – the harvest targets are way off. The average production was 7.7 million tonnes during the same period and the government has set a target of 17 million tonnes by 2025-26. In 2020-21, production was 10.1 million tonnes.

<https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/lucrative-rabi-mustard-farmers-may-reap-good-prices-despite-bumper-output-81306>

The Telegraph

832. 70 bird species sighted at Gajoldoba

The birds were sighted by ornithologists and birdwatchers who joined to carry out the annual waterfowl count in Gajoldoba and at other waterbodies of north Bengal



[The Pacific golden plover and the bar-headed goose sighted at Gajoldoba.](#)

[Telegraph photo.](#)

Bireswar Banerjee | Siliguri | Published 29.01.22, 12:59 AM

Around 70 species of migratory birds have been sighted in Gajoldoba located on the right bank of the Teesta in Jalpaiguri district and around 25km from here.

The birds were sighted by ornithologists and birdwatchers who joined to carry out the annual waterfowl count in Gajoldoba and at other waterbodies of north Bengal.

"We are conducting the annual waterfowl count in association with the state biodiversity board. This year, we recorded around 10,000 migratory birds in Gajoldoba on the Teesta and in its canal. Last season, around 7,000 birds were spotted. Also, more species of migratory birds have thronged the location this year. Last winter, altogether 64 species were found while this year, at least 70 species have been sighted," said Animesh Bose, the programme coordinator of Siliguri-based Himalayan Nature & Adventure Foundation (Hnaf) that has been carrying out the count.

"We have spotted many vagrant species of avian population that includes Smew,

Falcated Duck, Red Breasted Merganser and Dunlin. Also, Pacific Golden Plover, Bar-headed Goose and Northern Lapwing were some other major species which have been sighted in Gajoldoba," Bose said.

In Gajoldoba, the Mamata Banerjee government has come up with the largest tourism project of the state.

The site has been named as "Bhorer Alo" (light of the dawn), and a series of infrastructure has come up at the location, including accommodations for tourists. "The area has also been identified as a popular hotspot for birdwatchers and has made the chief minister name a portion of the hub, where the birds can be seen, as Pakhi Bitan. Especially in the winters, thousands of migratory birds can be found at the site. The area is fast gaining popularity and around 20-odd guides can be found at the site who can help visitors to identify the birds," said a source in the state tourism department.

For the count, a 14-member team of Hnaf is carrying out the counting in five groups, along with foresters posted in different locations of north Bengal.



[Apart from Gajoldoba, the waterfowl count would be carried out in nine other locations.](#)

[Telegraph photo](#)

Apart from Gajoldoba, the waterfowl count would be carried out in nine other locations. Among these include Fulbari on the outskirts of Siliguri, the Murti-Jaldhaka area near Gorumara National Park, Torsha under Jaldapara National Park, Nararthali in Buxa Tiger Reserve, at Rasikbil in Cooch Behar, at the confluence of Teesta and Karala in Domohoni, and the confluence of Diana and Jaldhaka rivers at Gossainhat.

"Once the reports of bird counting of all these water bodies are ready, those will be collated and sent to the Bombay National History Society and to Wetland International. This time, we will also send a copy of the report to the West Bengal Biodiversity Board," said a representative of HNAF.

The count, ornithologists said, is an important exercise from which various interpretations can be drawn with regard to the movement of migratory birds.

"It helps us to find out whether the birds are choosing any new locations, the types of species which are visiting any specific location and also, whether the environment at the water body is conducive for them," said an ornithologist based in Siliguri.

<https://www.telegraphindia.com/west-bengal/70-bird-species-sighted-at-gajoldoba/cid/1849600>

Down to earth

827. Punjab Assembly Elections 2022: The rivers that gave Punjab its name, are dying; But is anybody paying attention The Sutlej and its tributaries in Punjab are extremely polluted; but politicians have only kowtowed to corporate interest

By [Gurinder Kaur](#)

Published: Friday 28 January 2022



📍 The Sutlej river at the town of Shahkot in Jalandhar district, Punjab. Photo: Wikimedia Commons

The 2022 Punjab Legislative Assembly elections will be held in Punjab on February 20, 2022. Political parties have come forward with all sorts of promises and claims to woo voters. But the conservation of Punjab's natural resources such as air, water and land is missing from these.

Punjab's air, water and land are severely polluted. The state's air quality index is a matter of deep concern. More than half of Punjab's districts have reported dangerous levels of uranium, arsenic, cadmium and lead in their groundwater.

But the saddest fact about pollution in Punjab is that the rivers, which gave the region its name, are today mere shadows of their former selves.

Since the partition of India in 1947, only two-and-a-half rivers have been flowing through Punjab. These include the Sutlej, the Beas and some part of the Ravi. The others – Jhelum and Chenab – now mostly flow through Pakistan, which has also been allocated their waters through the Indus Waters Treaty of 1960.

The remaining rivers in Punjab are going through a very critical situation currently due to pollution. The political parties contesting elections in Punjab have not paid any attention to the growing pollution in river water.

The Ravi flows through a small part of Punjab – the districts of Gurdaspur and Pathankot.

The Beas is in an almost good condition. An exception was in 2018, when a large number of fish died in the river due to the discharge of molasses from the Kiri Afghana Sugar Mill in Gurdaspur district.

But it is the Sutlej that has suffered the most.

A dying river

The Sutlej is one of the fastest flowing rivers in the world. It originates from Lake Rakshastal, near Lake Mansarovar in Tibet. The river is 1,550 km long, passing through the Himalayas. The Sutlej enters the plains at the town of Nangal in Punjab's Rupnagar district.

It flows through Rupnagar, Ludhiana, Jalandhar, Kapurthala and Ferozepur districts, covering a distance of 440 km, before entering Pakistan.

The Bhakra dam is built on the Sutlej near Nangal. Much of the river's water is stored in the Gobind Sagar reservoir for hydroelectricity. The lake water is later released to villages in Punjab, Haryana and Rajasthan for irrigation and drinking purposes.

The remaining water is released into the river. Therefore, in some places, the water level in it is so low that it looks more like a sewer rather than a once-mighty river.

In fact, the tragedy of the Sutlej began only after the Bhakra dam was built. That is because very little water has remained in the river after the dam's construction.

According to a 2009 report by the Punjab Pollution Control Board, the water of the Sutlej was 'A' grade (clean) at the time of its entry into Punjab.

But a mere five years later, in 2014, the water became 'B' grade. This was because the untreated water of industrial units at Baddi, Barotiwala and Nalagarh in Himachal Pradesh, began to flow into it through a tributary of the Sutlej, the Sarsa.

Due to the scarcity of freshwater in the Sutlej, the river has lost its natural ability to purify polluted water. The Sutlej has now ceased to be a river and flows through Punjab in the form of a sewer.

According to the Punjab Pollution Control Board, 18 cities situated on the banks of the Sutlej and its tributaries are polluting its water.

The Budha Nalla in Ludhiana city, which was once a tributary of the Sutlej, is now so polluted that when its water enters the river, the Sutlej water becomes 'E' grade.

The effluents of Jalandhar, Phagwara and Hoshiarpur cities are discharged into the Chitti Bein (a tributary of the Sutlej) and the effluents of the Kala Sanghian drain, another polluted area, are also discharged into the Sutlej.

The existence of the clean Sutlej river has thus come to an end because of the repeated discharge of polluted water into it. This polluted water causes various diseases in the surrounding areas.

The people of Rajasthan have no source of potable water other than the Indira Gandhi Canal that extracts water from the Sutlej. So, they have to drink the polluted water of the Sutlej

which is putting their hygiene and health at a high risk and endangering their lives.

Many other rivers in India, including the Ganga and the Yamuna, have also been facing pollution problems.

Pollution in rivers is a global problem. The famous river Thames in England was badly polluted in the 1850s and 1950s. But with the continuous efforts of the British government and successful environmental campaigns, the Thames has been restored to its natural form by controlling pollution.

Act now

Political will is needed to clean the Sutlej and its tributaries. But sadly, Punjab's political parties are completely silent on this issue.

The general public has also not paid attention so far. Now, it is the duty of Punjab's people to make this an issue in the Assembly elections. They must warn the various parties that they will earn their respect and votes only if they pay much-needed attention to environmental issues.

The ruling political parties in Punjab have never taken this issue seriously. Under pressure from industrialists and corporations, they are disregarding environmental laws, polluting rivers and destroying their very existence, as well as endangering people's health, hygiene and lives.

The general public must look through these petty and false near-term promises, claims and propaganda made by political leaders and demand that the environment be made clean and pollution-free.

Environmental cleanliness and pollution-free water, air and land are basic human needs that every government has a duty to provide.

Their duty also lies in reverting the damage that has been done since more than a decade. This should be the highest priority because it is high time to wake up and save the environment.

<https://www.downtoearth.org.in/blog/pollution/punjab-assembly-elections-2022-the-rivers-that-gave-punjab-its-name-are-dying-but-is-anybody-paying-attention-81319>

829. Most vulnerable countries unable to access Green Climate Fund for adaptation

Lengthy, omplicated application process a major hurdle for many countries

By [Avantika Goswami](#)

Published: Friday 28 January 2022



Countries with the highest vulnerability to climate change have missed out on finance for adaptation through the Green Climate Fund (GFC), a new study showed. Most of them are in Africa, particularly in regions affected by conflict.

The lengthy and complicated processes to access funding are among factors behind this gap, the [report published this month](#) in the journal *Global Environmental Change* noted. The study was conducted by scholars at the Ludwig Maximilian University of Munich.

Climate finance has been a recurring theme in international climate policy discussions, and it stems from the premise of [historical responsibility](#) – that wealthy industrialised nations emitted a bulk of the greenhouse gas emissions currently accumulated in the atmosphere, and they are morally bound to fund poor nations' efforts to achieve low-carbon development.

The chorus escalated last November at the 26th Conference of Parties (CoP 26) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Glasgow, United Kingdom. Developing

countries called out wealthy nations on their failure to deliver the \$100 billion goal promised over a decade ago.

In October 2021, just prior to CoP26, the environment ministries of Canada and Germany tasked with publishing an update on the goal reported that it would be met by 2023.

Beyond the conspicuous missed targets, climate finance has been [plagued with problems](#) of non-transparency, dubious categorisations of diverse funding under the 'climate' banner and a greater proportion of loans versus grants (that can catch a developing nation in a 'climate debt trap').

One of the largest vehicles for climate finance connected to the UNFCCC is GCF, which was born out of the Copenhagen Accord of 2009. It offers financing through "a flexible combination of grants, concessional debt, guarantees or equity instruments".

And part of its mandate is "to invest 50 per cent of its resources to mitigation and 50 per cent to adaptation in grant equivalent". At least half of its adaptation resources must be invested in the most climate vulnerable countries (small island developing states or SIDS, least developed countries or LDCs, and African States).

This makes 154 countries eligible for funding, of which 84 received \$2.5 billion GCF adaptation funding between 2015 and 2019, according to the new study. Since 54 per cent of the funds went to countries who are LDC, SIDS and / or African countries, the GCF met its mandate.

However, deeper analysis revealed that categorisations like SIDS, LDC and others did not represent climate vulnerability adequately. The researchers ranked all GCF-eligible countries in terms of global vulnerability indices and found 16 of the 37 countries most vulnerable to climate change did not receive GCF

funding. Many of these are countries facing violent conflicts like Afghanistan.

Institutional capacity is another factor. Countries compete for funding by submitting proposals in adherence to complicated sets of guidelines and criteria. But many of the vulnerable countries suffer from "poor governance, weak institutions and a lack of financial and human capacities in their administrations".

Countries with higher government capacity to prepare strong proposals experienced greater success in the competition for funds, while countries like Eritrea, Somalia or Yemen with weaker capacity have not been able to access funding.

A combination of high vulnerability, poor governance and often violent conflict are major barriers, the researchers conclude, which can be addressed through a "simplified approval track".

Charity organisation Oxfam found that only a fifth (20.5 per cent) of all climate financing went to LDCs overall in 2017-18, and just three per cent to SIDS.

The UN Environment Programme expects annual adaptation costs in developing countries to reach \$140 to 300 billion per year by 2030, and \$280-500 billion by 2050.

Complex and competitive application processes entrap vulnerable countries in a cycle where their inability to access funding deepens their conditions of poverty and poor development - a wider symptom of the predatory modern financial landscape that goes beyond multilateral funds.

<https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/most-vulnerable-countries-unable-to-access-green-climate-fund-for-adaptation-81314>

833. কাঁকড়া ধরতে যাওয়াই কাল, সুন্দরবনে মৎস্যজীবীকে টেনে নিয়ে গেল বাঘ

Published by: Paramita Paul | Posted: January 30, 2022 1:01 pm | Updated: January 30, 2022 1:03 pm



দেবব্রত মণ্ডল, ক্যানিং: ফের কাঁকড়া ধরতে গিয়ে প্রাণ গেল মৎস্যজীবী। গভীর জঙ্গলে টেনে নিয়ে গেল বাঘ। রবিবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে পসিরহাট রেঞ্জ অফিসের ঝিলার জঙ্গলে। এই খবর লেখা পর্যন্ত দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি প্যাম্প প্রকল্পের তরফ থেকে। চলছে তল্লাশি। তল্লাশিতে অংশগ্রহণ করেছে স্থানীয় কুমিরমারী গ্রামের মানুষরা।

পেটের দায়ে ঝড় দায়। পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিতে তাই ছুটতে হয় কাঁকড়া ধরতে। আর এই কাজ করতে গিয়ে বাঘের হামলায় প্রাণ গিয়েছে ঝড় মৎস্যজীবী। এবার সেই তালিকায় জুড়ে গেল কুমিরমারী গ্রামের মৎস্যজীবী অরবিন্দ চিশ্বাসের নামও।

[আরও পড়ুন: [জমি-বাড়ি রেজিস্ট্রেশনে ছাড়ের মেয়াদ আরও বাড়ল, স্বস্তি দিয়ে বড় ঘোষণা রাজ্যের।](#)]

রবিবার ভোর থাকতেই নৌকা চেপে ঝিলার তিন নম্বর জঙ্গলে গিয়েছিলেন কুমিরমারী পাসিন্দা অরবিন্দ চিশ্বাস। সঙ্গী ছিলেন আরও দুজন। সেখানে নৌকা থেকে নামতেই অরবিন্দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘ। টেনে নিয়ে যায় গভীর জঙ্গলে। কোনওরকমে প্রাণ পাঁচিয়ে ফিরে আসেন সঙ্গী দুজন। বাঘের মুখ থেকে দেহ ছিনিয়ে আনার সাহস হয়নি তাঁদের। তবু ফিরে এসেই নিকটবর্তী রেঞ্জ অফিসে খবর দেন তাঁরা। রেঞ্জ অফিসের আধিকারিকরা ছুটে যান ঘটনাস্থলে। চলছে তল্লাশি। এখনও দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

জানা গিয়েছে, অরবিন্দের বাড়িতে তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলে রয়েছে। শোকে পাথর হয়ে গিয়েছে গোটা পরিবার। কাঁকড়া ধরতে যাওয়ায় অরবিন্দের কাছে কোনও সরকারি পরিচয়পত্র ছিল না।

[আরও পড়ুন: [ন' বছর পর রেকর্ড ঠান্ডা জানুয়ারিতে, কবে বিদায় নেবে হাড় কাঁপানো শীত?](#)]

ইতিপূর্বে এই অঞ্চলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে ঘাঘের শিকার হয়েছেন একাধিক মৎস্যজীৱী। অনেকে আঁৱর প্রাণপণে লড়াই করে জীৱন ঝাঁচিয়ে ফিরে এসেছে। যেমন ৩০ অক্টোৱর পাথরপ্রতিমার সত্যদাসপুর সমুজ্জৱার থেকে মোট ছ' জন কাঁকড়া ধরতে যায় চুলকাঠি জঙ্গলের ঝিঁজিয়াড়া চরে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুৱল মল্লিক, তাঁর স্ত্রী কাজল মল্লিক, ভারতী মল্লিক, অপ্রিনাশ নায়েক, সরস্বতী ভক্তা, শম্ভু নায়েক। পরিকল্পনা মোতাবেক খাঁড়িতে কাঁকড়াও ধরেন তারা। রাত্রিৱর রাতে নৌকোয় ছিলেন ওই ছ' জন। নৌকোর উপর ছাউনিও দেওয়া ছিল। আচমকা ছাউনির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দক্ষিণরায়। অস্হা ৱেগতিক ঝুঝে কাঁকড়া ধরার লাঠি, শাৱল দিয়ে ঘাঘকে পালটা আক্রমণ করে মৎস্যজীৱী অপ্রিনাশ। লাগাতার আক্রমণের জেরে চম্পট দেয় ঘাঘ।

<https://www.sangbadpratidin.in/bengal/crab-catcher-falls-prey-to-royal-bengal-tiger-in-sunderbans/>

834. পাহাড়ি এলাকার লুপ্তপ্রায় প্রাণী রক্ষার উদ্যোগ রাজ্য সরকারের, হেরিটেজ হবে স্যলামান্ডারের বাসস্থান

Published by: Sucheta Sengupta | Posted: January 29, 2022
9:55 pm | Updated: January 29, 2022 9:55 pm



ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য: এতদিন স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও পুরাতত্ত্বের নিদর্শনকে হেরিটেজ (Heritage) হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু একটি লুপ্তপ্রায় প্রাণীর সংরক্ষণ ও ঐশ্বর্যবিস্তারের জন্য একটি এলাকাকে হেরিটেজ জোন হিসাবে চিহ্নিত করে রাজ্য সরকার। এমনই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড। প্রাণীর নাম স্যালামান্ডার (Salamandar)। দার্জিলিং-কার্শিয়াংয়ের পাহাড়ি এলাকায় এনজঙ্গলে ঘেরা নামখিংপোখরি। এর মধ্যেই প্রাকৃতিক জলাশয়, নামখিং লেক। লেকেই এসে স্যালামান্ডারের। খানিকটা উভচর ও খানিকটা সরীসৃপ।

কোটি কোটি বছর ধরে জীৱজগতের বিৱর্তন হয়েছে। কিছু প্রাণী মেমালুম নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আবার কিছু প্রাণীর বিৱর্তন হয়েছে। নতুন আদলে ফিরে এসেছে। কিন্তু স্যালামান্ডার এমন এক প্রাণী যা উভচর (Amphibian) ও সরীসৃপের দোষগুণ নিয়ে এখনও টিকে আছে। আরও বড় ঘটনা হল জীৱজগতের এই ‘মিসিং লিংক’ দেশের একমাত্র এই জলাভূমিতেই দৃশ্যমান। হাজারো প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে টেঁচেটে আছে। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রায় ১২ কিলোমিটার এই লেক এখন হেরিটেজ জোন (Heritage Zone) হিসাবে তকমা পাবে। ‘হেরিটেজ প্রাণী’ হিসাবে সংরক্ষণ হবে এই প্রাণী। সেই কাজ এখন চলছে জোরকদমে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল বায়োডাইভার্সিটি (Biodiversity) বোর্ডের গবেষক ডা. অনিৱ্ণাণ রায়ের কথায়, “এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। সমস্ত নথি জোগাড় করে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানোর কাজ প্রায় চূড়ান্ত। অনুমোদন পেলেই প্রিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে হেরিটেজ হিসাবে ঘোষণা করা হবে।” বায়োডাইভার্সিটি বোর্ডের স্থানীয় আধিকারিক প্রিঞ্চু থাপা জানিয়েছেন, “প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী প্রায় এক হাজারের মতো স্যালামান্ডারের প্রিচরণভূমি এই লেক ও সংলগ্ন জলাভূমি।

খানিকটা টিকটিকির মতো আদল। জলেও থাকে। আবার জলের ধারেও ঠান্ডা এলাকায় স্বচ্ছন্দে প্রিচরণ করে। ডিম পেড়ে ঐশ্বর্যবিস্তার করে। ২০ থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত টেঁচে থাকে। মাথাকে ঘাড় থেকে আলাদা করা যায় না- এমনটাই গড়ন। গায়ে আঁশ নেই। চামড়া ভিজে, ঠান্ডা, তৈলাক্ত। শীতল রক্তের প্রাণী স্যালামান্ডার। ২.৫-২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা। এং ২০০ গ্রাম পর্যন্ত ওজন হয়। রাতচরা প্রাণী। মূলত ছোট জলজ প্রাণী ও শ্যাওলা খেয়ে থাকে। বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড সূত্রে খবর, লোকালয় এড়িয়ে চলে।

পোকামাকড় হত্যা না করে একপায়ে গিলে খায়। শিকার করার আগে এক ধরনের আঠালো চটচটে পিঁষ নিঃসরণ করে।

<https://www.sangbadpratidin.in/science-and-environment/amphibian-animal-salamandar-will-be-conserved-as-heritage-animal-by-west-bengal-biodiversity-board/>

৪৩৫. কোভিড পরবর্তী সময়ে অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য দীর্ঘায়িত হতে পারে

এই সব সংক্রমণ জনিত সমস্যা!

অতিরিক্ত পরিশ্রমের জেরে দীর্ঘায়িত হতে পারে কোভিডের লক্ষণ। আর তাই কোভিড সেরে গেলেই সঙ্গে সঙ্গেই আগের মত পরিশ্রম শুরু করে দেবেন না। আগে ভাল করে বিশ্রাম নিন

- [TV9 BANGLA DIGITAL](#)
- Updated On - 5:14 pm, Sun, 30 January 22 Edited By: Reshmi Pramanik

ওমিক্রন থেকে সেরে উঠলেও শরীরে অতিরিক্ত জোর নয়

পাড়ছে কোভিডের সংক্রমণ। প্রতিদিনই বিশ্বজুড়ে প্রচুর মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। কোভিডের (Covida-19) আগের দুটো ঢেউতে বেশিরভাগ মানুষই পড়েছিলেন শ্বাসকষ্টজনিত (Respiratory) সমস্যায়। সেই সঙ্গে শরীরে অক্সিজেনের মাত্রাও কমে গিয়েছিল। যে কারণে মৃত্যুহার বেশি ছিল। এমনকী প্রচুর সংখ্যক মানুষকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করতে হয়েছিল। তবু এঁদের যাঁরা আক্রান্ত হচ্ছেন তাঁরা কিন্তু প্যাড়িতেই থেকে সুস্থ হয়ে উঠছেন। এমনকী রোগ লক্ষণও তেমন জটিল নয়। সাধারণ ফ্লু, সর্দি-কাশির সঙ্গে ওমিক্রনের (asymptomatic omicron) তেমন কোনও ফারাক নেই। যে কারণে অনেকেই সময়ে তা পরীক্ষা করাচ্ছেন না। আর

সেখান থেকে ঝড়ছে উপসর্গহীন আক্রান্তের সংখ্যাও। সাধারণত ওমিক্রনে আক্রান্ত হলে ৪ থেকে ১৫ দিনের মধ্যেই লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এবারে যাঁরা ওমিক্রনে আক্রান্ত হচ্ছেন তাঁদের বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই থাকছে লং কোভিডের সমস্যা। শ্বাসকষ্ট, কাশি, কফ, পেট ব্যথা, ডায়ারিয়া, মাথা ব্যথার মত সমস্যা থেকে যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। অনেকের ক্ষেত্রে মাথা ব্যথার মত সমস্যাও থাকছে। আর তাই এই সময় পর্যাপ্ত বিশ্রাম, খাওয়াদাওয়া এবং ঘুমের পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

অতিরিক্ত দুর্বলতা মোটেই শরীরের জন্য ভাল নয়। মাথা ঘোরার মত সমস্যা দীর্ঘদিন থেকে গেলে সেখান থেকে আসতে পারে অন্যান্য শারীরিক জটিলতা। ঝড়ির ঝইরে এরোনোই তখন সমস্যার হয়ে দাঁড়ায়। সপ্ত সময় মনে হয় সপ্তকিছু দুলছে। অতিরিক্ত দুর্বলতা কিংবা ডিহাইড্রেশন থেকেই আসে এই সমস্যা। তপে মাথা ঘোরার কারণ অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু কোভিড পরবর্তী সময়ে যদি এই সমস্যা ঝড়ে তাহলে কিন্তু অশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। হতে পারে তা ভাইরাসের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। আর এই সমস্যা কিন্তু রোজকার জীবনযাপনেও প্রভাও ফেলে।

অতিরিক্ত পরিশ্রম হলে মাথা ঘোরার সমস্যা থেকেই যায়। তাই কোভিড সংক্রমণের থেকে সেরে ওঠার পরপরই শরীরে অতিরিক্ত চাপ দেওন না। অনেকেই বেশকিছুদিন ঠিকমতো হাঁটতে পারেন না। এমনকী অনেকেরই কানে শোনার সমস্যা, চোখে অতিরিক্ত চাপ পড়া, মাথাব্যথা এসও অনেকদিন পর্যন্ত থেকে যায়। করোনার প্রকোপে শরীরের অভ্যন্তরীণ অনেক রকম অসুবিধে হয়। যা প্রাথমিক ভাওে ঝোঝা যায় না। সপ্ত সময় যে শুধুই তা শ্বাসযন্ত্রে প্রভাও ফেলে এমন নয়। ওমিক্রনের সংক্রমণ তাড়াতাড়ি সেরে যাচ্ছে ওলে এমন নয় যে ১৫ দিন পর থেকেই সপ্ত আগের মত শুরু করে দেওন। বিশ্রাম নিন, পর্যাপ্ত খাওয়া-দাওয়া করুন। সেই সঙ্গে কিন্তু ঘুমও ভীষণ জরুরি। প্রোটিন বেশি করে খান। ফল, মাংস, সপ্তজি এসও বেশি করে খাওয়া, পর্যাপ্ত পরিমাণে জল এসও কিন্তু অশ্যই মনে করে খাওন।

<https://tv9bangla.com/health/one-symptoms-of-covid-that-may-get-worse-due-to-overexertion-503728.html>

৪৩৬. মানুষ ছাড়াও হাসতে অভ্যস্ত ৬৫টি প্রজাতির প্রাণী! জানাচ্ছে গওেষণা

[প্রহর ডেস্ক](#) | [January 30, 2022](#)



[Messenger](#)[WhatsApp](#)[Google](#) [Bookmarks](#)[Twitter](#)

‘হাসি ছাড়া একটা দিন মানে, সেটা পুরোই নষ্ট’। চ্যাপলিনের এই কিংদন্তি মন্তব্যটির কথা কে না জানে। সত্যিই তো ‘হাহাতো’ অচল। জীৱন আমাদের ছাড়া ‘হোহো-হিহি-গণেশনা সাম্প্রতিক ,হ্যাঁ মানুষ। না পারে নিতে নিয়ে হাতে একা ক্রেডিট সমস্ত হাসির প্রাণীই প্রজাতির টিউ৫ আরও ,নয় মানুষই শুধু এমনটাই। জানাচ্ছেঅভ্যন্ত হাসিতে (Laughter)।

কিছুদিন আগেই প্রায়োঅ্যাকোয়াস্টিকস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট গণেশনাপত্রটি। ক্যালিফোর্নিয়া ট্রিশ্বিডিয়ালয়ের নৃবিজ্ঞানের গণেশক ও প্রাইম্যাটোলজিস্ট সাসা উইঙ্কলার এং অধ্যাপক গ্রেগ ব্রায়ান্টই ডিকোড করেন হাসির রহস্যকে। তাঁদের মতে হাসি ট্রিওর্টনেরই এক রহস্যময় অংশ। ট্রিওর্টনের ধারায় হাসির জন্ম হয়েছিল খেলার অংশ হিসাবে। তা মূলত ইঙ্গিত দেয় সহযোগিতা বা ংস্কৃতির। সেই জায়গাটাতেই ট্রিশেষভাবে আলোকপাত করেন গণেশকরা। খেলার সময় প্রাণীদের মধ্যে মৌখিক আকৃতি এং কণ্ঠস্বরের পরিওর্টন পর্য্যেক্ষণ ও ট্রিশ্লেষণের মাধ্যমেই নির্ধারণ করেন মানুষ ছাড়াও কোন কোনপ্রাণী হাসতে অভ্যস্ত।

তো এমনি চমকে দেওয়ার মতো ফলাফল হাতে পাওন তাঁরা, তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি গণেশকরা। এখনও পর্যন্ত সন্মিলিয়ে ৬৫টি প্রজাতির প্রাণী চিহ্নিত করতে পেরেছেন সাসা এং গ্রেগ, যারা মানুষের মতোই হেসে ওঠে মনের আনন্দে। যার মধ্যে রয়েছে একাধিক াঁদর বা এপ গোট্রীয় প্রাণী, কুকুর, শিয়াল, সীল, মঙ্গুস-সহ ট্রিভিন্ন প্রাণী। তালিকায় রয়েছে প্যারাকিট এং অস্ট্রেলিয়ান এং ম্যাগপাই-সহ তিনটি পাখির প্রজাতিও।

গণেশকদের অনুমান আজ থেকে কয়েক মিলিয়ন বছর আগে গড়াতে শুরু করেছিল ট্রিওর্টনের এই ‘হাস্যময়’ ধারা। শুরুর দিকে খেলার ছলে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে, কখনও আঁচর নিছকই মারামারি করে আনন্দ প্রকাশ করত প্রাণীরা। এই ঘটনার সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিওর্তিত হতে থাকে প্রাণীদের কণ্ঠস্বরও। যার সাম্প্রতিকতম অধ্যায় হল ‘প্লে সিগন্যাল। আদতে যা হাসির মান্ৱ সংস্করণ। এতদিন পর্যন্ত মনে করা হত এপ গোট্রীয় প্রাণীরা ছাড়া হাসতে জানে না আর কোনো প্রাণীই। এঁচর মার্কিন গণেশণায় ভাঙল সেই ভুল

30.01.22

837. WHO on 'NeoCOV': মানুষের জন্য আদৌ ঝুঁকির কারণ হতে পারে

‘নিওকোভ’? কী বলছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

World Health Organization: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শুক্রবার জানিয়ে দিয়েছে, চীনা প্রিজ্ঞানীদের উল্লেখিত নিওকোভ করোনা ভাইরাসটি নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

- **TV9 BANGLA DIGITAL**
- Updated On - 10:29 am, Sat, 29 January 22 Edited By: Soumya Saha

কী বলছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা? (ফাইল ছবি)

নয়া দিল্লি: ওমিক্রনের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আবার আরও এক করোনা ভাইরাসকে (Coronavirus Pandemic) ঘিরে পড়ছে আতঙ্ক। নাম নিওকোভ (NeoCOV)। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) শুক্রবার জানিয়ে দিয়েছে, চীনা প্রিজ্ঞানীদের উল্লেখিত নিওকোভ করোনা ভাইরাসটি নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। উহান গবেষকদের একটি দল দক্ষিণ আফ্রিকার পাদুড়ের মধ্যে একটি নতুন ধরনের করোনা ভাইরাস, নিওকোভ খুঁজে পেয়েছেন। এক গবেষণায় গবেষকরা বলেছেন, এই ভাইরাসটি ভবিষ্যতে মানুষের জন্য আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠতে পারে। উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাস হল ভাইরাসের একটি পুঁজু পরিবার যা সাধারণ সর্দি থেকে শুরু করে শ্বাসযন্ত্রের গুরুতর কোনও সমস্যা (SARS) পর্যন্ত বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে।

বাদুড়ের শরীরে প্রায়শই পাওয়া যায় করোনা ভাইরাস

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বলা হয়েছে, এই ভাইরাসটির আদিরস্য সম্পর্কে তারা সচেতন, তবে ভাইরাসটি মানুষের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য আরও গবেষণার

প্রয়োজন রয়েছে। রাশিয়ার সংবাদ সংস্থা TASS-কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে এলা হয়েছে, “গবেষণায় শনাক্ত হওয়া ভাইরাসটি মানুষের জন্য ঝুঁকি তৈরি করবে কিনা, তা নিয়ে আরও অধ্যয়নের প্রয়োজন।” হু এলছে, মানুষের মধ্যে ৭৫ শতাংশ সংক্রামক রোগের উৎস অন্য প্রাণী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এলছে, “করোনা ভাইরাস প্রায়শই এাদুড়ের মতো প্রাণীদের মধ্যে পাওয়া যায়। এরা এই ভাইরাসগুলির অনেক ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক আধার হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।”

চিনা গবেষকদের ধন্যবাদ জানিয়েছে হু

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে আরও এলা হয়েছে, তারা এই নতুন জুনোটিক ভাইরাস মোকাবিলায় সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এর পাশাপাশি চিনা গবেষকদের তাঁদের রিসার্চের প্রিন্টিং শেয়ার করার জন্য ধন্যবাদও জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। উল্লেখ্য, এই নিওকোভ দীর্ঘদিন ধরে এাদুড়ের শরীরে রয়েছে। মানুষের শরীরে এই ভাইরাসের সংক্রমণের কোনও খোঁজ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে ওই গবেষণায় আশঙ্কা করা হয়েছে, নিওকোভ কোভিড-১৯ ভাইরাসের মতোই মানুষ শরীরে প্রবেশ করতে পারে। BioRxiv-এ প্রকাশিত ওই গবেষণার প্রিন্টিং, যা এখনও পিয়ার রিভিউ াকি, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, “নিওকোভের মাত্র একটি মিউটেশন হলেই মানুষ শরীরের জন্য াপজজনক হয়ে উঠতে পারে।” উল্লেখ্য, এই নিওকোভ ভাইরাসটির সঙ্গে মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিন্ড্রোমের অনেকটা মিল রয়েছে। মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিন্ড্রোম হল এক ভাইরাল রোগ যা ২০১২ সালে প্রথমবার সৌদি আরবে শনাক্ত করা হয়েছিল।

<https://tv9bangla.com/world/need-more-study-says-who-on-neo-cov-coronavirus-502878.html>

৪৩৪. মহামারি মোকাবিলা

করোনা চিকিৎসায় পরিবর্তন আসছে

আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টিনের সময়সীমা কমছে। আইসোলেশন শেষে করোনা পরীক্ষা না করার সুপারিশ।

শিশির মোড়ল

ঢাকা

প্রকাশ: ২৯ জানুয়ারি ২০২২, ০৭: ৪৫

অ+অ-

করোনাভাইরাসের নতুন ধরন অমিক্রন ছড়িয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে কোভিড-১৯ চিকিৎসা ও া্যস্থাপনায় পরিবর্তন আসছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কোভিড-১৯ চিকিৎসা াষয়ক জাতীয় নির্দেশিকা হালনাগাদ করার উদ্যোগ নিয়েছে। পরিবর্তনগুলো শিগগির চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

মূল পরিৱর্তন আসে আইসোলেশন া িচ্ছিন্নকরণ এং কোয়ারেন্টিন া সঙ্গনিরোধের ক্ষেত্রে। রোগ নিরাময়ের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ওষুধ া্যৱহার করতে পারেন চিকিৎসকেরা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঐশ্বিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করোনা চিকিৎসা নির্দেশিকায় পরিৱর্তন আনা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে িশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে িশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এং যুক্তরাষ্ট্রের রোগনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান সিডিসির পরামর্শগুলোকে।

দুই ঞ্ছর ধরে চলা মহামারির মধ্যে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে চিকিৎসকদের। কোভিড-১৯-এর উপসর্গ, রোগ শনাক্ত, রোগের স্থায়িত্ব, সংক্রমণের ক্ষেত্রে নানা পরিৱর্তনকে আমলে নিয়ে চলছে রোগের চিকিৎসা ও া্যৱস্থাপনা। সর্পশেষ পরিৱর্তন দেখা গেছে করোনার নতুন ধরন অমিক্রনের ক্ষেত্রে। অমিক্রন অতি দ্রুত ছড়ালেও এর উপসর্গ া লক্ষণের তীব্রতা কম। তে যাঁরা দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছেন, িশেষ করে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যানসার, হৃদরোগ, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, কিডনির জটিলতা রয়েছে, তাঁদের কিছু ক্ষেত্রে উপসর্গ তীব্র হতে দেখা যাচ্ছে।

এর পাশাপাশি অনেক মানুষ পূর্ণ ডোজ টিকা নিয়েছেন, অনেকে দুস্টার ডোজ নিয়েছেন এং আরও অনেকে দ্রুততম সময়ে টিকার আওতায় আসে। এ ছাড়া ইতিমধ্যে পাঁচটি ওষুধ উদ্ভািত হয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে কোভিড-১৯ চিকিৎসায়। এসে কারণে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে িধিনিষেধও কিছুটা শিথিল করার পক্ষে মত দিচ্ছেন চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্য িশেষজ্ঞরা।

গতকাল শুক্রার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক আহমেদুল কবীর প্রথম আলোকে বলেন, িশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গাইডলাইনের (কোভিড-১৯ চিকিৎসািষয়ক জাতীয় নির্দেশিকা) নতুন সংস্করণ নিয়ে কাজ করেছে। দু-এক দিনের মধ্যে তাঁরা তা জমা দেবেন। আশা করা যায়, আসছে সপ্তাহে তা চূড়ান্ত হবে।

আইসোলেশনের সময়কাল কমছে

িশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুসরণ করে ২০২০ সালের শুরুর দিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ন্যাশনাল গাইডলাইন অ ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অ করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) তৈরি করেছিল। তাতে রোগ শনাক্ত হওয়া া্যক্তিকে ১৪ দিন িচ্ছিন্নকরণ অস্থায় (আইসোলেশন) রাখার কথা ালা ছিল। একইভাবে করোনা আক্রান্ত া্যক্তির সংস্পর্শে আসা া্যক্তিকেও ১৪ দিন কোয়ারেন্টিন (সঙ্গনিরোধ) করার কথা ছিল। হাসপাতালে ও াড়িতে রোগীর কী চিকিৎসা ও া্যৱস্থাপনা হবে, তা-ও িশদভাবে উল্লেখ আছে ওই নির্দেশিকায়।

এ পর্যন্ত নির্দেশিকাটির নম সংস্করণ হয়েছে। দশম সংস্করণের কাজ চলছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সারেক অধ্যক্ষ ও মেডিসিন িশেষজ্ঞ অধ্যাপক খান আদুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে একদল িশেষজ্ঞ চিকিৎসক এ কাজের সঙ্গে জড়িত।

সদস্যসচিব হিসেবে কাজ করছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগনিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম। নির্দেশিকায় কী কী বিষয়ে পরিবর্তন আনা হবে, তা নিয়ে সর্বশেষ সভা হয়েছে ২৬ জানুয়ারি।

ওই কাজের সঙ্গে যুক্ত তিনজনের সঙ্গে এই প্রতিবেদকের কথা হয়েছে। তাঁরা আইসোলেশন বা কোয়ারেন্টিনের সময় সাত দিন করার পরামর্শ দিয়েছেন। এ সময়সীমা যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচ দিন, ভারতে সাত দিন।

করোনা রোগীর আইসোলেশন ও নমুনা পরীক্ষার বিষয়ে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানও (আইইডিসিআর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে চিঠি দিয়েছে। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক দ্বারার লেখা ২৫ জানুয়ারির ওই চিঠিতে আইইডিসিআরের পরিচালক অধ্যাপক তাহমিনা শিরীন বলেছেন, 'নিশ্চিতভাবে নির্ণিত কোভিড-১৯ রোগীদের ১০ দিন আইসোলেশন শেষে ফলোআপ টেস্ট করার প্রয়োজনীয়তা নেই। যদিও অনেক ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ রোগীদের আইসোলেশন শেষে ফলোআপ টেস্ট করার প্রণয়তা গোচরীভূত হচ্ছে।'

এর আগে কোভিড-১৯ জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি ১৯ জানুয়ারি সভায় সুপারিশ করে যে কোভিড-১৯ রোগীর লক্ষণ প্রকাশের পর ১০ দিন পর্যন্ত আইসোলেশনে থাকবে।

আইসোলেশন বা কোয়ারেন্টিনের সময় যদি কমে আসে, তাহলে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে কর্মক্ষেত্রে। অন্যদিকে পরীক্ষা যদি না করাতে হয়, তাহলে মানুষের অর্থের সাশ্রয় হবে। পরীক্ষা করানোর চাপও কমে। তবে সময়সীমা ১০ দিন না ৭ দিন হবে, তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। আইসোলেশন শেষে পরীক্ষার বিষয়েও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক মীরজাদী সেব্রিনা প্রথম আলোকে বলেন, 'জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এটি চূড়ান্ত করেন। সিদ্ধান্ত শিগগির হবে।'

ওষুধের ব্যবহার

গাইডলাইন বা নির্দেশিকা হালনাগাদ করার কাজে যুক্ত দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, হালনাগাদ নির্দেশিকায় ওষুধের সঠিক ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোন ধরনের রোগী ওষুধ পাবেন, তা সুনির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে।

মহামারির শুরুতে কোভিড-১৯ চিকিৎসায় সুনির্দিষ্ট কোনো ওষুধ ছিল না। করোনা শনাক্ত হলেও রোগীকে সাধারণ জ্বর, সর্দি, কাশি বা মাথাব্যথার অর্থাৎ লক্ষণভিত্তিক ওষুধ দেওয়া হতো। এখন করোনা নিরাময়ের সুনির্দিষ্ট ওষুধ আছে। এ পর্যন্ত কোভিড-

১৯ রোগী চিকিৎসায় পাঁচটি ওষুধকে অনুমোদন দিয়েছে চিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এর মধ্যে চারটি ওষুধ াংলাদেশে আছে ালে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক আহমেদুল কবীর প্রথম আলোকে ালেন, করোনা চিকিৎসার ওষুধ এখন াজারে আছে। তে ওষুধগুলোর দাম তুলনামূলকভাবে াশি। সুনির্দিষ্ট লক্ষণ ছাড়া কোনো ওষুধ যেন াহার না করা হয়, সে া্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে হালনাগাদ নির্দেশিকায়।

সিডিসির নির্দেশনা ও ভারতের অভিজ্ঞতা

রোগের ওপর নজরদারি করা মার্কিন প্রতিষ্ঠান সিডিসি তাদের নির্দেশিকায় ালছে, টিকা দেওয়া থাকুক া না থাকুক, পরীক্ষায় করোনা শনাক্ত হলে ওই া্যক্তিকে পাঁচ দিন ঘরে থাকতে হে াচ্ছিন্ন হয়ে। কোনো উপসর্গ না থাকলে া উপসর্গমুক্ত হলে পাঁচ দিন পর ঘরের াইরে যেতে পারেন। তে াইরে যাওয়ার সময় পরা়ী পাঁচ দিন মাস্ক পরতে হে।

কোয়ারেন্টিনের া্যাপারে সিডিসি ালছে, টিকার পাশাপাশি াুস্টার ডোজ নিয়েছেন, এমন কেউ কোভিড-১৯ আক্রান্ত কোনো া্যক্তির সংস্পর্শে ালে ১০ দিন মাস্ক পরে থাকতে হে কারও সঙ্গে দেখা করা া কথা ালার সময়। া পরিস্থিতিতে পাঁচ দিনের দিন করোনা পরীক্ষা করাতে হে। া সময়ের মধ্যে কোনো উপসর্গ দেখা দিলে পাঁচ দিন ঘরের াইরে যাওয়া াে না াং করোনা পরীক্ষা করাতে হে। অন্যদিকে যদি টিকার পূর্ণ ডোজ নেওয়া না থাকে াং তখন কেউ কোভিড-১৯ আক্রান্ত া্যক্তির সংস্পর্শে ালে াঁকে পাঁচ দিন ঘরে থাকতে হে াং তারপর ঘরের াইরে গেলে পরা়ী পাঁচ দিন মাস্ক পরতে হে। কোভিড-১৯ আক্রান্ত কোনো া্যক্তির সংস্পর্শে আসার পরও কেউ যদি ঘরে কোয়ারেন্টিনে থাকতে না পারেন, তাহলে াঁকে ১০ দিন মাস্ক পরতে হে।

ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিারকল্যাণ মন্ত্রণালয় কোভিড-১৯ াষয়ক তাদের নির্দেশিকা হালনাগাদ করেছে ৫ জানুয়ারি। তাতে ালা হয়েছে, শনাক্ত হয়ে সাত দিন ঘরে থাকার পর আইসোলেশনের মেয়াদ শেষ হে। আইসোলেশন শেষ হওয়ার পরপর করোনা পরীক্ষার দরকার হে না। সংক্রমিত া্যক্তির সংস্পর্শে গেলে কারও যদি উপসর্গ দেখা না দেয়, তাহলে করোনা পরীক্ষার দরকার নেই। তখন াড়িতে কোয়ারেন্টিনে থেকে াস্থা পর্যেক্ষণ করতে হে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগতত্ত্ব ও জনস্বাস্থ্যািষয়ক কমিটির সদস্য াদু জামিল ফয়সাল প্রথম আলোকে ালেন, করোনা চিকিৎসািষয়ক হালনাগাদ দলিল দ্রুত চূড়ান্ত করা উচিত। পাশাপাশি দলিলে যেস া নতুন াষয় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে া যে পরির্তন ানা হচ্ছে, তা দ্রুত চিকিৎসকসহ স া স্বাস্থ্যকর্মী াং মাঠপর্যায়ে াঁরা মহামারি মোকািলার কাজে যুক্ত, াঁদের জানিয়ে দেওয়া উচিত। যত দ্রুত মানুষকে জানানো হে, তত তাড়াতাড়ি সুফল ঘরে আসে।

<https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%9B%E0%A7%87>

৪৩৯. করোনা মুক্তির পথটা কি অনন্ত বুস্টার ডোজে, নাকি মুক্তির উপায় এখনও অন্ধকারে?

যতই আপনাকে ভ্যাকসিন দেওয়া হোক না কেন, শরীরের প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে অনেক কিছু।

Written by [IE Bangla Web Desk](#)
January 8, 2022 3:38:43 pm

ইচ্ছের ঠিকানা গিয়ে কাউকেই করোনার টিকা দেওয়া হচ্ছে না, সুপ্রিম কোর্টে জানাল কেন্দ্র।

শেষ দিন আগের কথা নয়। যখন ভ্যাকসিনের একটি ডোজ নিলেই মনে শেখ কোভিড-প্রতিরোধী মেজাজ তৈরি হত। দুটি ডোজ নিলে তো কথাই নেই! তখন ভ্যাকসিন নেওয়ার পর এক-দু'জন কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন এমন খবর মিলছে। ঠিকানা সংখ্যকই যে সুচ ফোটানোর পর সুরক্ষিত, সেই ভেদে মাস্ক খুলে পাগল হাওয়ায় উড়িয়ে দেন অনেকেই। কোভিশিল্ড কিংবা কোভ্যাক্সিনের দুটি ডোজ, জনসন অ্যান্ড জনসনের একটি, কিন্তু সব ভ্যাকসিনেরই এক রিংটোন- আমরা কোভিড-কোচ। আমাদের নাও এং ঠেঁচে যাও- টিংটং! কিন্তু সার্স কোভ-টু- পরিবর্তনের ঠিকানা, মানে ত্বরা পদলে যাচ্ছে এইটি।

৫০ এর পদলের পর নাকি ওমিক্রনের উৎপত্তি দক্ষিণ আফ্রিকায়। ফলে সামান্য দিন পুরনো ভ্যাকসিনে আর হেঁচ কেন কাজ, এখন তাই দু'-ডোজ বা এক ডোজে মেজাজটা ফুরফুরে হচ্ছে না, কারণ, ফেসবুকের দেওয়ালে কিংবা এদিক ওদিক

তাকালে ঐহ মানুযজনকে দেখা যাচ্ছে, যাঁরা দু'ডোজের সুচ ফুটিয়েও পজিটিভ। ফলে, নতুন হাওয়ায় ঐশ কিছু দেশেই তৃতীয় ডোজ শুরু হয়ে গিয়েছে, এগিয়েওছে অনেকটা। ইজরায়েল তো হাই-রিস্ক গ্রুপকে চতুর্থ-টিও দিতে শুরু করেছে। মানে, কোভিড যেমন-যেমন ঐদলামে ভ্যাকসিনের সিংহাসনে ভগাণের সংখ্যা যোগ করে যেতে হঐ সেই মতো। এই কি তঐ ললাট-লিখন!

ঐধার, আমেরিকার স্বাস্থ্য সংস্থা সেন্টার্স অফ ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনও দু'ডোড যথেষ্ট নয় ঐলে জানিয়েছে। রোগ প্রতিরক্ষায় ঐস্টার ডোজের প্রয়োজনীয়তা তারা ইতিমধ্যে অনুভঐ শুধু করেনি, ঐস্টার-পতাকা তারা উড়িয়ে দিয়েছে ঐশ কিছু দিন হল। ঐক নম্বরি অর্থনীতির দেশ আমেরিকার উন্নাসিকরা ঐকটু চিন্তায় রয়েছেন তার পরেও, কত দিন আর ঐই ভাঐ হাতা তুলে সুচকে রাস্তা করে দিয়ে যেতে হঐ, ঐই পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে...!

ঐজ্ঞানীরা তো আর গণৎকার নন, তাঁরা কী করে ঐলঐন কী হঐ ঐর পর। তঐ, ঐই ভাঐ নির্দিষ্ট সময় পর পর, ঐপুল জনগণকে ঐস্টারের ঐলে ঐলিয়ান করে তোলাটা মোটেই ঐান্তঐানুগ ঐঐং ঐজ্ঞানসম্মত নয়, তা না ঐোঝার কিচ্ছুটি নেই। ঐভিন্ন সাক্ষাৎকারে নানা ঐজ্ঞানী ঐঐং ঐশেষজ্ঞকে ঐমনটা ঐলতে শোনা গিয়েছে সম্প্রতি। ইয়েল ঐিশ্বঐদ্যালয়ের রোগপ্রতিরোধ ঐশেষজ্ঞ আকিকো ইয়াসাকি ঐলেছেন, 'নির্দিষ্ট সময় অন্তর ভ্যাকসিন নেওয়াটা অজানা কোনও ঐ্যাপার নয়। কিন্তু প্রতি ছ'মাস অন্তর ঐস্টার ডোজ নেওয়ার চেয়ে ভাল পথ নিশ্চয়ই কিছু আছে ঐলে আমার মনে হয়। আমাদের অনন্ত ঐস্টারের জীঐন থেকে ঐেরোতে হঐ।'

আর একটা কথাও অনেকে ঠলছেন- দুস্টার কি করোনার ঠিরুদ্ধে লড়াইয়ে পুরোপুরি জিততে পারবে! এর কোনও গ্যারান্টি আছে কি! তা ছাড়া, এই ডোজ ঠিশাল জনগোষ্ঠীর সামান্য অংশকে দেওয়ার আগেই তো ভোল-ঠদলানো করোনা শরীরে সঁদিয়ে যেতে পারে! যেমন আমেরিকার কথাই ধরুন, সেখানে ১৮-ঠর্ধ ৭৩ শতাংশ মানুষ ভ্যাকসিন নিয়ে ফেলেছেন, মানে প্রাথমিক ডোজের কোর্স কমপ্লিট তাঁদের, আর দুস্টার-ঠাণু? স্বাভাঠিক ভাঠেই অনেক পিছিয়ে, মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ জনগণ তা নিতে পেরেছেন। ঠোঝাই যাচ্ছে, ওমিক্রনের ছড়ানোর যা স্পিড, তার সঙ্গে দুস্টারের গতি কোনও দিন সমানে সমানে পৌঁছতে পারবে না। ঠড় অংশের সংক্রমণের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে এতে করে, তাই না? অ্যারিজোনা ঠিশ্বঠিদ্যালয়ের দীপ্ত ভট্টাচার্য চিন্তার সুরে ঠলছেন, ‘আমাদের দীর্ঘ মেয়াদি পথ ভেঠে ঠার করতে হবে, এ ছাড়া ঠপায় নেই।’

তঠুও আমেরিকা জুড়ে হাওয়া ঠঠেছে, ওমিক্রন রুখতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুস্টার ডোজ নিয়ে নিন...। সেই ঠিচারে ভারত কোথায়? ভারত তো পুরো খুল্লম খুল্লা হয়ে আছে, চোর আসবে জানা, কিন্তু ছিটকিনি যে ভাঙাচোরা! এসো ষাঁড় আমাকে গুঁতোও, এই অঠস্থা এখানে। তঠে স্বস্তি যে, এই চোর আলমারির লকার ভেঙে সোনার গয়না নেয় না, ঠা নিতে পারে না, চোর-ই সে ডাকাত নয়, ঠড়জোর আপনার নতুন কেনা জুতো জোড়া নিয়ে ধাঁ হতে পারে।

ওমিক্রনকে দুস্টার ঠেঁকাতে পারবে কিনা, তা নিয়ে অনেকের সংশয় থাকলেও, দুস্টারে যে প্রতিরোধশক্তি ঠাড়ছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই কারওর। সাধে কি

আমেরিকানরা দুস্টার-দুস্টার করে হেদিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু কত দিন থাকে সেই শক্তি? চাড়াতি এই ডোজ কতটা শক্তি দিতে পারে, কত দিন শক্তি ধরে রাখতে পারে, সেই পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে জোর কদমে। এং হ্যাঁ, তার ফল তেমন আশার মোড়কে সামনে আসেনি এ পর্যন্ত। প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, দুস্টারের ফলে যে অ্যান্টিবডি'র জন্ম হচ্ছে, তার লেভেল খুঁ তড়াতাড়ি হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়ার লা হোইয়া ইনস্টিটিউট অফ ইমিউনোলজি-র বিশেষজ্ঞ শ্যান ক্রোটি ংলছেন, 'দুস্টার নয়, ওমিক্রনের জন্য আলাদা করে একটি ভ্যাকসিনের দরকার। তাতে তুলনায় ভাল কাজ হ়ে।' ফাইজার-এনওয়ায়েটেক, মর্ডানা এং জনসন অ্যান্ড জনসনের মতো সংস্থারা জানিয়েছে, ওমিক্রনের জন্য ভ্যাকসিন নিয়ে কাজকর্ম শুরু হয়েছে, পরীক্ষা চলছে, কয়েক মাসের মধ্যেই তার দেখা মিলতে পারে। ওয়াশিংটন প্রিন্সিপ্যালয়ের রোগপ্রতিরোধ বিশেষজ্ঞ আলি ইলেন্দি এই শুনে একটু স্বস্তি পেয়েছেন। ংলছেন, 'তৃতীয় ডোজের পর যদি আর একটি ডোজ নিতে হয়, তা হলে আমি ওমিক্রনের ভ্যাকসিনের জন্য আপেক্ষা করতেই পারি।'

এটা ঠিক এই সময়ে দুস্টার শটের গুরুত্ব অপরিসীম। ক়ে ওমিক্রনের ভ্যাকসিন আস়ে সেই আপেক্ষা করে যাওয়াটা মোটেই ঠিক কাজ হ়ে না। আ়ার, এ ঙ্যাপারে আরও একটি ভয় ঘনিয়ে উঠেছে। না, একটা নয়, ভয় দুটি। কেমন ভয়? কিছু গ়েষক ংলতে শুরু করেছেন, ার ার দুস্টার ডোজে শরীরের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। হিতে প্রিপরীত হতে পারে। দেখা গেল যে, এর চোটে দেহের প্রতিরোধ শক্তি করোনার প্রিরুদ্ধে কাজ করাটা ংক করে দিল! না- ংশির ভাগ ইমিউনোলজিস্ট এই তত্ত্ব মানছেন না। দ্বিতীয় যে ভয়ের কথাটা ংলা হচ্ছে, তার পক্ষে অপ্রশ্য অনেকে। ংলা

হচ্ছে, অনেক সময় দেখা যায় রোগপ্রতিরোধে রক্তে কিছু অস্বাভাবিক কাজকর্ম হতে থাকে। রক্ত মূল ভাইরাসটিকে চিনলেও, তার ভ্যারিয়েন্টকে চিনতে পারছে না।

ওরিজিনাল অ্যান্টিজেনিক সিন ালা হয় একে। এতে মূল ভাইরাসটির িরুদ্ধে অ্যান্টিডি তৈরি হ়ে শরীরে। কিন্তু তার নতুন রূপের িরুদ্ধে হ়ে না।

আসলে শরীরই তো ঈশ্বর। ভাইরাস- শয়তান। যতই আপনাকে ভ্যাকসিন দেওয়া হোক না কেন, শরীরের প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। শয়তানকে শেষ করতে কুদরতি কেরামতি কতটা দেখাতে পারছে সে, সেইটাই কিন্তু শেষ কথা।

<https://bengali.indianexpress.com/explained/explained-will-forever-boosting-beat-the-coronavirus-394729/lite/>

840. **ওজন বাড়ছে? অতিরিক্ত প্লাস্টিক ব্যবহার ডেকে আনতে পারে মৃত্যুও!**

[1 min read](#)

[14 mins ago](#) [News Desk](#)



॥প্রথম কলকাতা॥

প্লাস্টিক আমাদের নিত্য জীবনের অঙ্গ। আমরা যেন প্লাস্টিক ছাড়া চলতেই পারি না। যেকোনো তাকাই, ঘরে-বাইরে, যতটুকু ছড়িয়ে আছে প্লাস্টিক। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে আমরা প্লাস্টিক পণ্যের সংস্পর্শে আসি। খাবার সহ বিভিন্ন পণ্যকে জিঁয়ে প্লাস্টিক ব্যবহার খুবই সাধারণ বিষয়। কারণ এটি সস্তা ও সহজলভ্য। তে প্লাস্টিক ব্যবহার করে আমরা অজান্তেই নিজেদের িপদ ডেকে আনছি না তো! কারণ প্লাস্টিকে রয়েছে হাজার হাজার বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ। এর মধ্যে েশ কিছু রাসায়নিক আপনার িপাক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। সেই সঙ্গে দেখা দিতে পারে ওজন নিয়ে সমস্যাও।

প্লাস্টিকে পাওয়া গিয়েছে ৫৫ হাজার বিভিন্ন রাসায়নিক:

এনটিএনইউ-এর জীৱবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মার্টিন ওয়াগনার বলেছেন, 'আমাদের গবেষণা দেখায় যে, সাধারণ প্লাস্টিক পণ্যগুলিতে এমন পদার্থের মিশ্রণ রয়েছে যা অতিরিক্ত ওজন এবং স্থূলতার কারণ হয়ে উঠতে পারে।' সম্প্রতি পরীক্ষাগারে ৩৪টি বিভিন্ন প্লাস্টিক পণ্যের উপর বিশ্লেষণ চালিয়ে দেখা হয়েছে এগুলোর মধ্যে কোন কোন রাসায়নিক রয়েছে। এগুলি ছিল দৈনন্দিন পণ্য যা অনেক মানুষই ব্যবহার করে থাকেন, যেমন দইয়ের পাত্র, পানীয়ের বোতল বা রান্নাঘরের স্পঞ্জ।

গবেষকরা এই পণ্যগুলিতে ৫৫ হাজারেরও বেশি বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। এর মধ্যে তাঁরা চিহ্নিত করেছেন ৬২৯টি পদার্থ। এর মধ্যে ১১টি আমাদের চিপাক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। যে গুলিকে চোলা হয়, চিপাক-ব্যহৃত রাসায়নিক। দীর্ঘকাল ধরেই বিশেষজ্ঞরা জানিয়ে আসছেন, বেশিরভাগ প্লাস্টিকে রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। **যাইহোক**, ওয়াগনার ও তাঁর সহ গবেষকরা সম্প্রতি দেখিয়েছেন, বর্তমান বিশ্বে প্লাস্টিক পণ্যগুলিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক পদার্থ। এই বিষাক্ত পদার্থগুলি আমাদের শরীরে নানা ভাবে প্রবেশ করে। এর আগেও নানা গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কিছু প্লাস্টিকের মধ্যে রয়েছে অন্তঃস্রাব-ব্যহৃত (এন্ডোক্রিনিক-ডিজরাপটিং) রাসায়নিক। যা শুধু আমাদের চিকিৎসাকেই নয়, প্রভাবিত করতে পারে প্রজনন ক্ষমতাকেও। এটারে গবেষণায় উঠে এল নতুন তথ্য। এখন দেখা যাচ্ছে, প্লাস্টিক ওজন চাড়াতেও ভূমিকা রাখতে পারে।

মেদ বাড়াতে পারে প্লাস্টিক:

নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্লাস্টিক পণ্যগুলির মধ্যে প্রাপ্ত রাসায়নিকের তালিকার এক তৃতীয়াংশ মেদ (ফ্যাট) কোষের চিকিৎসায় অপ্রদান রেখেছে। কিছু প্লাস্টিক পণ্যে পরিচিত চিপাক-ব্যহৃত সৃষ্টিকারী পদার্থ থাকলেও অন্যগুলিতে তা নয়। গবেষণা জানাচ্ছে প্লাস্টিকগুলিতে এখনও অজ্ঞাত রাসায়নিক রয়েছে। এগুলি আমাদের শরীর কীভাবে চর্বি সঞ্চয় করে তাতে হস্তক্ষেপ করে।

মেদ বৃদ্ধির প্রধান সমস্যা:

অতিরিক্ত ওজন এবং স্থূলতা মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে। পাশাপাশি কার্ডিওভাসকুলার রোগ এবং ক্যান্সারেও এর অপ্রদান রয়েছে। এছাড়াও মেদ বৃদ্ধি বিভিন্ন সংক্রমণের প্রতি আমাদের সংবেদনশীলতা চাড়াতে পারে, যেমন কোভিড-১৯- এর প্রভাব। বিশ্বের প্রায় দুই ট্রিলিয়ন মানুষের ওজন তাঁদের স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই বেশি। আর এই সমস্যা ক্রমশ চাড়াচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় ৬৫০ মিলিয়ন মানুষ অতিরিক্ত স্থূল শ্রেণির মধ্যে পড়েন।

এর কারণগুলি অপ্রশ্নই জটিল। তবে প্লাস্টিকের রাসায়নিকগুলি এর অন্যতম একটি কারণ হতে পারে, যা আমরা আগে চিন্তা করিনি। এই রাসায়নিকগুলির মধ্যে রয়েছে পিএইচথ্যালাটস ও টিসফেনলস। **কিন্তু নতুন গবেষণা দেখা গিয়েছে যে**, আরও অনেক রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যা স্থূলতার সমস্যাকে প্রভাবিত করে। এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে এই নিয়ে সর্পর্শেষ গবেষণার ফলাফল

প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকরা মূলত এনটিএনইউ-এর ও জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টের গোয়েথে ট্রিশ্টিদ্যালয়ের প্রতিনিধি।

<https://prothomkolkata.com/159385/weight-gain-excessive-plastic-use-can-lead-to-death/>

৪৪১. KMC: রিপোর্টের হৃদিস নেই, প্রায়দূষণ নিয়ন্ত্রণে তৈরি হও সেল

যে 'রীতি' এলে, এই পুর প্রশাসনে কাজ শুরু হয়, কিন্তু দেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা আর শেষ হয় না!

দেখাশিস ঘড়াই

কলকাতা ৩০ জানুয়ারি ২০২২ ০৪:৫৬



ফাইল চিত্র।

নির্ধারিত সময়ের থেকে প্রায় দু'ঘর পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার পরেও প্রায়দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষজ্ঞ কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা পড়েনি। কও সেই রিপোর্ট জমা পড়ও প্রা আদৌ পড়ও কি না, তা নিয়েও সন্দিহান পুরকর্তাদের একাংশ। এই পরিস্থিতিতে প্রায়দূষণ নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত পরিকল্পনা ও তার প্রাস্তপ্রায়নের জন্য পৃথক একটি সেল গঠনের সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুরসভা। যা নিয়ে চিতর্ক শুরু হয়েছে।

কারণ, প্রস্তাচিত সেলের 'ভটিষ্যৎ'ও বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টের মতো হও কি না, অর্থাৎ ঢাকঢোল পিটিয়ে শুরু তো হল, কিন্তু তার সুফল পাওয়া যাও কি না- সংশয় সেখানেই। পুর প্রশাসনের একাংশের অপ্রশ্য ংকুপ্র্য, বিশেষজ্ঞ কমিটির দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত চূড়ান্ত রিপোর্ট এখনও জমা না পড়া প্রা তার কোনও হালহৃদিস না থাকাই পুরসভার 'রীতি'র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে 'রীতি' এলে, এই পুর প্রশাসনে কাজ শুরু হয়, কিন্তু দেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা আর শেষ হয় না!

যদিও পুর কর্তৃপক্ষের ংকুপ্র্য, প্রায়দূষণ সংক্রান্ত দৈনন্দিন রিপোর্ট তৈরি, পুরসভার অন্য দফতর প্রা রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে সমন্বয় ংজায় রাখা, সেই সঙ্গে মূলত 'ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রাম' (এনসিএপি) কর্মসূচির প্রাস্তপ্রায়ন ঠিকমতো

হচ্ছে কি না, তা দেখার দায়িত্বে থাকে প্রস্তাচিত সেল। এক পুরকর্তার কথায়, ‘‘এনসিএপি কর্মসূচির প্রস্তাচিতন করতেই এই সেল তৈরি করা হয়েছে। কারণ, কর্মসূচি যে ভাবে দেশ জুড়ে প্রস্তাচিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেখানে কেন্দ্র, রাজ্য স্তর ছাড়াও শহরকেন্দ্রিক পুর কমিশনারের তত্ত্বাধানে পৃথক কমিটি প্র সেল তৈরির কথা প্রলা হয়েছে।’’ কিন্তু বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টের প্রাপারে সদুত্তর দিতে পারেননি সংশ্লিষ্ট পুরকর্তা।

পুরসভা সূত্রের খপর, প্রস্তাচিত সেলের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে সাতটি পদে লোক নিয়োগ করা হে— দু’জন করে সিনিয়র প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট (২ জন), এক জন করে প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট (টেকনিক্যাল), প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট (অ্যাডমিনিস্ট্রেটর) প্রং প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট (আইটি) ও দু’জন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর। উপযুক্ত প্রার্থী নিয়োগের জন্য পুরকর্তা প্রং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য নিয়ে গঠিত একটি নির্প্রাচক কমিটিও থাকে।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের নভেম্বরে কলকাতার প্রায়দূষণ কোন পথে কমানো যাবে, সে প্রাপারে সঠিক দিক-নির্দেশ পেতে বিশেষজ্ঞ কমিটি (হাই পাওয়ার অ্যাডভাইজরি কমিটি) তৈরি করেছিল পুরসভা। আইআইটি খড়গপুর, কলকাতা বিশ্বপ্রিদ্যালয় ও যাদপ্রপুর বিশ্বপ্রিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ওই কমিটি প্রায়দূষণ কমানোর জন্য কলকাতা পুরসভাকে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা জমা দেবে প্রলে ঘোষণা করেছিলেন পুর কর্তপ্রক্ষ। সেই ঘোষণার দেড় মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা পড়ার কথা ছিল। কিন্তু দু’প্রছর পেরোলেও তার কোনও হদিস নেই।

এ বিশ্বে পুরসভার অপ্রশ্য প্রাপখ্যা, তার পরে করোনার সংক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ফলে সেই সময়টা পাওয়া গেল কোথায়! যদিও এই যুক্তি অত্যন্ত ‘দুপ্রল’ প্রলে খারিজ করছেন পুরকর্তাদেরই একাংশ। তাঁদের প্রক্তপ্র, পুরসভার অন্য সমস্ত কাজকর্ম ঠিকই চলছে, যত প্রাধা শুধু প্রায়দূষণ নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে! তাঁরা এ-ও মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, প্রায়দূষণ নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে প্রার্থ হওয়ায় এর আগে রাজ্যকে জাতীয় পরিপ্রেশ আদালতের জরিমানার মুখেও পড়তে হয়েছিল। তার পরে প্রত্যাশিত ছিল, এ প্রাপারে নিয়মরক্ষা না করে রাজ্য তথা পুর প্রশাসনের তরফে আরও সতর্ক পদক্ষেপ করা হে। এক পুরকর্তার কথায়, ‘‘আক্ষেপের বিশ্বে হল, ইতিহাসই আমাদের শিখিয়েছে যে, আমরা ইতিহাস থেকে কোনও শিক্ষাই গ্রহণ করিনি। প্রায়দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা তার প্রতিক্রম হয় কী করে!’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/kmc-to-form-a-separate-cell-who-will-deal-with-the-pollution-control-across-city/cid/1326244>

842. MR Bangur hospital: করোনা কালে রক্তসঞ্চট, লাইন দিয়ে রক্ত দিলেন

এমআর াঙুরের চিকিৎসক, নার্সরা!

করোনাকালে শহরে রক্তদান শিটির সংখ্যা কমেছে। কিন্তু হাসপাতালে রক্তের চাহিদা াড়েছে। পরিস্থিতি সামলাতে এই উদ্যোগ সরকারি হাসপাতালের।

সারমিন াগম

কলকাতা ২৯ জানুয়ারি ২০২২ ১৪:৪৪



গ্রাফিক- শৌভিক দেৱনাথ।

করোনাকালে সংক্রমণের আশঙ্কায় শহর ও শহরতলিতে উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে স্বৈচ্ছায় রক্তদান শিটির আয়োজনের সংখ্যা। তার প্রভাৱ সরাসরি এসে পড়েছে হাসপাতালের ব্লাডপ্যাঙ্কে। সেখানে রোজ লাফিয়ে লাফিয়ে াড়ছে রক্তের চাহিদা। পরিস্থিতি সমাধানে এ ার এগিয়ে এলেন সরকারি হাসপাতালের কর্মীরা। দক্ষিণ কলকাতার এমআর াঙুর হাসপাতালে রক্তের আকাল মেটাতে লাইন দিয়ে রক্ত দিলেন স্বাস্থ্যকর্মী থেকে চিকিৎসক, নার্স থেকে নিরাপত্তারক্ষীরা।

হাসপাতালে রক্তের চাহিদা যখন াড়তে থাকে, তখন সরকারি কিংৱা েসরকারি উদ্যোগে রক্তদান শিটির আয়োজন করে চাহিদা সামলানো হয়। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে াদলে গিয়েছে িশ্বের সামগ্রিক রক্ত-চিত্র। সংক্রমণের আশঙ্কায় এক ধাক্কায় কমে গিয়েছে রক্তদান শিটির সংখ্যা। স্বভাৱতই চাহিদা আর যোগানের অসামঞ্জস্যের ফলে প্রাণ ফেরানোর কারখানায় ক্রমেই াড়ছিল রক্তের হাহাকার।

শুক্রৱার টালিগঞ্জের এমআর াঙুর হাসপাতালের রক্ত নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। সমস্যার কথা ুঝতে পেরে হাসপাতালের নার্সিং সুপার লক্ষ্মী নন্দী, নিজেরা রক্ত দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার অনুমতি চান হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার শিশির নস্করের কাছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে অনুমতি দিতে দেরি করেননি তিনি। সিদ্ধান্ত হয়,

শনিবার সকালে কর্মরত নার্সেরা রক্ত দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেলেন। ঠিক হয়, শনিবার ৫০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নামা হলে।

শনিবার সকালে শুরু হয় নার্সদের রক্ত দেওয়ার প্রক্রিয়া। তা দেখে একে একে সেখানে হাজির হন হাসপাতালের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী মায় নিরাপত্তারক্ষীরাও। ফলে লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি।



রক্ত দিচ্ছেন এম আর ঢাঙুরের নার্সিং সুপার লক্ষ্মী নন্দী।
– নিজস্ব চিত্র

রোগীদের জন্য রক্ত দিয়ে উঠে, এমআর ঢাঙুরের নার্সিং সুপার লক্ষ্মী নন্দী বলেন, ‘‘করোনার কারণে রক্তদান শিটির কমে যাওয়ার সরাসরি প্রভাব এসে পড়েছে হাসপাতালগুলোর উপর। গত কাল রক্তের সঙ্কট সামলাতে আমরা নিজেরাই রক্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। এতে সঙ্কট খানিকটা হলেও সামাল দেওয়া যায়। যে ভাবে সাড়া পাচ্ছি, তাতে আমি অভিভূত।’’ হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার শিশির নস্কর বলেন, ‘‘দুর্দান্ত উদ্যোগ। কর্মীরা নিজেরা যে ভাবে এগিয়ে এসে রক্তের অভাব পূরণ করলেন, তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। সপ্ত জায়গায় রক্তের আকাল চলছে, কারণ শিটির সংখ্যা কমে গিয়েছে। কিন্তু এ ভাবে সমস্ত কর্মী এগিয়ে এসে রক্ত দেওয়ার ঘটনা আর কোথাও ঘটেছে বলে মনে করতে পারছি না।’’ ব্লাডব্যাঙ্কের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কৃষ্ণকান্ত চাক্রাই বলেন, ‘‘শুক্রবার আমাদের ব্লাডব্যাঙ্কে রক্তের সংখ্য ১০০ ইউনিটেরও কম হয়ে যায়। রক্তের যোগান দিতে না পেরে খুঁ খারাপ লাগছিল। আমাদের সহকর্মীরা যে ভাবে এগিয়ে এলেন, তাতে আমি গর্ভিত।’’

সূত্রের খবর, এম আর ঢাঙুর হাসপাতালে দৈনিক গড়ে ২৫ থেকে ৩০ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়। কোনও কোনও দিন তারও বেশি। এই পরিস্থিতিতে আগামী দিনে আরও রক্তের প্রয়োজন হলে কী করবেন? মেডিক্যাল সুপারের জ্ঞান, ‘‘এখনও হাসপাতালের অনেক কর্মী আছেন, যাঁরা রক্ত দিতে ইচ্ছুক। তাঁদের ডেকে এনে রক্ত নেওয়া হলে।’’

এর আগে কোনও রোগীর রক্তের প্রয়োজন হলে প্রাকৃতিক উদ্যোগে অনেক চিকিৎসক, নার্স রক্ত দিয়েছেন। কিন্তু লাইন দিয়ে এ ভাবে কর্মীদের রক্তদানের নজির বেশি নেই। এমআর ঢাঙুর হাসপাতালের কর্মীরা সেই দৃষ্টান্তই তৈরি করলেন।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/nurses-of-mr-bangur-hospital-organised-blood-donation-camp-amid-blood-crisis-dgtl/cid/1326160>

843.



<https://epaper.puberkalom.com/epaper/m/41765/61f5614c80b86>

844. আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও আত্মতুষ্টি এখনই নয়:WHO

ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা কমলেও দেশ এখনই ঝুঁকির াইরে নয়। সাফ জানিয়েছে িশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা

Written by [IE Bangla Web Desk](#)

Updated: January 30, 2022 9:29:49 am

- [Click to share on Twitter \(Opens in new window\)](#)
- [Click to share on Facebook \(Opens in new window\)](#)
- [Click to share on WhatsApp \(Opens in new window\)](#)

টিকাকরণে জোর দেওয়ার কথা জানিয়েছে WHO

ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা কমলেও এখনই আত্মতুষ্টির কোন কারণ কারণ নেই

জানাল িশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা। শনিার, িশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ এশিয়ার দায়িত্বে থাকা

আধিকারিক, পুনম ক্ষেত্রপাল সিং জানিয়েছেন, ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা

কমলেও দেশ এখনই ঝুঁকির াইরে নয়। তিনি আরও ালেছেন প্রতিটি দেশাসীকে

আরও বেশি করে সজাগ থাকতে হবে এবং যাতায়াতীয় কোভিড িধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। সেই সঙ্গে অশ্যই িকাদান কর্মসূচী চালিয়ে যেতে হবে।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন ভাইরাসের দাপট কিছুটা কমলেও ভাইরাস কিন্তু এখনই নির্মূল হয়ে যায়নি। দেশে কোভিড ১৯ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে সিং জানিয়েছেন “সংক্রমণের ঝুঁকি এখনও বেশি রয়ে গেছে এবং কোনও দেশ এখনও “সম্পূর্ণ নিরাপদ” নয়, সকলকেই ির্তমান সংক্রমণ পরিস্থিতি িচেনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যদিও কিছু কিছু অঞ্চলে করোনা পরিস্থিতি আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে তাও আমাদের স ি ধরণের সতর্কতা মেনে চলতে হবে”। িস্পতিার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক এক িৃতিতে জানিয়েছে, “সামগ্রিকভাবে দেশের পরিস্থিতি কিছুটা উন্নত হলেও কয়েকটি রাজ্যে সংক্রমণ এখনও লাগামছাড়া”।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যুগ্ম সচি লাভ আগরওয়াল একটি প্রেস িৃতিতে জানিয়েছেন, “যে সকল অঞ্চলে করোনা সংক্রমণ কমেছে সেই সকল অঞ্চলকে ভাইরাল সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য আরও বেশি সাধনতা মেনে চলতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের আরও কিছুদিন পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে হবে”। শনিার দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২লক্ষ ৩৫ হাজার ৫৩২ যা আগের দিনের তুলনায় অনেকটা কম, গত শুক্রার এই সংখ্যা ছিল ২লক্ষ ৫১ হাজার ২০৯।

দেশের করোনা পরিস্থিতির তৃতীয় ডেউ প্রসঙ্গে সিং জানান, “দ্বিতীয় ডেউয়ের তুলনায় ওমিক্রনের সংক্রমণ ক্ষমতা অনেকটা বেশি হলেও তা গুরুতর নয়। হাসপাতালে ভর্তি এবং মৃত্যুর সংখ্যাও আগের তুলনায় অনেকটা কম হলেও কয়েকটি রাজ্যে মৃত্যু হার

চিন্তা পাড়াচ্ছে। ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা হ্রাস করে পাড়তে থাকায় প্রথম দিকে হাসপাতালগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি হলেও সামগ্রিক ভাবে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা আগের ডেউয়ের তুলনায় অনেকাংশেই কম”।

<https://bengali.indianexpress.com/world/risk-persists-despite-plateauing-covid-19-cases-in-india-who/>

845. Vaccination in Bangladesh: ১২ বছর হলেই মিলবে টিকা, ৪০

বছরে বুস্টার ডোজ

Vaccination in Bangladesh: বাংলাদেশে টিকাকরণ আরও এক ধাপ এগোচ্ছে। ৪০ বছর ণয়সে দেওয়া হবে বুস্টার ডোজ।

- **TV9 BANGLA DIGITAL**
- Publish Date - 9:59 pm, Mon, 31 January 22 Edited By: tannistha bhandari

করোনা ভাইরাসের টিকা। প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ : দেশে করোনা মহামারির প্রকোপ রুখতে টিকাদানের ণয়সসীমা কমানো হয়েছে। একই সঙ্গে অধিকসংখ্যক মানুষকে সুরক্ষা দিতে টিকার বুস্টার ডোজ গ্রহণের ণয়সসীমা এটার ৫০ থেকে কমিয়ে ৪০ বছর করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি নিয়ে রোটার স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এসব কথা বলেন। এদিকে অধ্যাপক ডা. নাজমুল ইসলাম আলাদাভাবে জানিয়েছেন, ওমিক্রন আক্রান্তদের আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টনের সময় ১০ দিন করা হয়েছে। কর্মস্থলে ফিরতে করোনা নেগেটিভ সনদ লাগবে না। দেশের ১২ কোটি মানুষকে টিকার আওতায় আনতে সরকার কাজ করছে। সোমবার ঢাকায় বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জনস মিলনায়তনে আয়োজিত এক সভায় এমনটাই বলেন সে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। তিনি বলেন, আমাদের

টিকা দেওয়ার টার্গেট সাড়ে ১২ কোটি। ইতিমধ্যে ১০ কোটি মানুষকে টিকার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। আরও আড়াই কোটি মানুষ টিকার পাইরে রয়েছেন।

শীঘ্রই ১২ বছরের ঊর্ধ্বে সবাইকে টিকার আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এর আগে শুধু পড়ুয়াদের টিকা কেন্দ্রে এই ১২ বছর বয়সিদের টিকা দেওয়া হত। এখন সেটা সবার জন্যই খুলে দেওয়া হবে। মন্ত্রী জানান, অনেকেই হয়তো স্কুলে আসে না, তাদের টিকার আওতায় আনতে তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনেক শিশু আছে যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, সে যদি বাংলাদেশের নাগরিক হয় তাহলে ফোন নম্বর দিয়েও টিকা নিতে পারবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে এর আগে ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সি সব ছাত্র-ছাত্রীকে টিকা দিতে কর্মসূচি নেয় স্বাস্থ্য দফতর। এর আওতায় এখনও পড়ুয়াদের টিকা দেওয়ার কাজ অব্যাহত আছে। এটার শিক্ষার্থী ছাড়াও ১২ বছর বয়সি যে কেউ এটার এই টিকা নিতে পারবে।

জাহিদ মালেক বলেন, 'করোনা সংক্রমণ রোধে টিকার দুস্টার ডোজ গ্রহণের প্রসঙ্গীমা আরও কমানো হয়েছে। ৫০ বছরের বেশি বয়সের সবাইকে দুস্টার ডোজ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এটার সেটা কমিয়ে ৪০ করা হচ্ছে। বয়স ৪০ হলেই দুস্টার ডোজ দেওয়া হবে। সোমবার থেকেই শুরু হয়েছে সেই কর্মসূচি।

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে করোনা প্রতিরোধে টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি টিকাদানের এক বছর পূর্তি হচ্ছে বাংলাদেশে। ফেব্রুয়ারির মধ্যে ১০ কোটি মানুষকে প্রথম ডোজের আওতায় আনার প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে দ্বিতীয় ডোজের কার্যক্রমও চলবে সমানভাবে। সব মিলিয়ে টিকাকরণে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ।

<https://tv9bangla.com/budget/vaccination-for-12-years-old-in-bangladesh-to-start-announces-health-minister-504454.html>

846. Coronavirus: কোভিডের পূর্ব লক্ষণগুলি কিন্তু ওমিক্রন সংক্রমণে দেখা যাচ্ছে না, জানুন বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন...

এবার কোভিডের লক্ষণ আর ফ্লু এর মধ্যে কিন্তু তেমন কোনও ফারাক নেই। আর যে কারণে মানুষ ওমিক্রন নিয়ে তেমন ভয় পাচ্ছেন না। এরং উপেক্ষা করছেন অনেক দেশি

- **TV9 BANGLA DIGITAL**

- Publish Date - 8:58 pm, Mon, 31 January 22 Edited By: Reshmi Pramanik

ডেল্টা ও ওমিক্রনের মধ্যকার যে সঁ ফারাক সঁচেয়ে দেশি লক্ষ্যনীয়...

গত দু' বছর ধরে কোভিড (Coronavirus) আমাদের মধ্যে যে মৃত্যুভয় ধরিয়ে দিয়েছিল সেই পরিস্থিতিতে এসেছে ংদল। কোভিডের টিকা আট্ঠকার হয়েছে। প্রচুর মানুষ কোভিডের টিকা পেয়েছেন। সেই সঙ্গে কোভিডের রোগ লক্ষণও আগের তুলনায় কিছুটা হালকা হয়েছে। ওমিক্রনের (Omicron Symptoms) রোগ-সংক্রমণ কিন্তু ডেল্টার (Delta) তুলনায় প্রায় কয়েকগুণ দেশি। অনেক দ্রুত ছড়াচ্ছে। তঁে সকলেই ংড়িতে থেকে সুস্থ হয়ে উঠছেন। হাসপাতালে ভর্তির কোনও প্রয়োজন পড়ছে না। এছাড়াও শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়া, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা এইসঁও কিন্তু নেই। দেশিরভাগের ক্ষেত্রেই কিন্তু সর্দি, কাশি, জ্বর, মাথাব্যথা এসঁঅ লক্ষণ ছিল। তঁে নতুন এই ভ্যারিয়েন্ট নিয়েও কিন্তু চিন্তিত চিকিৎসকেরা। ভবিষ্যতে কত জোরালো সংক্রমণ হতে পারে ং ওমিক্রনে মৃত্যুভয় কতটা এই নিয়ে কিন্তু গঁেষণা চলছে।

করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ে টালমাটাল পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল সমগ্র ংশ্ব। প্রতিদিন প্রচুর মানুষের মৃত্যুর খঁর আসছিল। সেই সঙ্গে অক্সিজেনের অভাঁ, হাসপাতালে ংড নেই, স্বাস্থ্যকর্মীর অভাঁ- সঁ মিলিয়ে স্বাস্থ্য ংস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। ডেল্টার সংক্রমণে দেশিরভাগের অঁস্থাই কিন্তু গুরুতর ছিল। অনেকেই হারিয়েছেন প্রিয়জনকে। দীর্ঘদিন ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করার পর অনেক মানুষ প্রাণ হারুিয়েছেন। এছাড়াও অনেকের ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসে সংক্রমণ, ংকে ংথা ং শরীরে ংথা এসঁ কিন্তু অনেকদিন স্থায়ী ছিল। ংশেষত শ্বাসকষ্টের সমস্যায় দেশিরভাগই কিন্তু দীর্ঘদিন ভুগেছেন।

ওমিক্রনের ক্ষেত্রে আঁর সেই সঁ সমস্যা নেই। সরাসরি শ্বাসযন্ত্রে আঘাত করছে এমন নয়। গলা ংথা, সর্দি, কাশির সমস্যা থাকলেও শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়া, অক্সিজেনের অভাঁ এসঁ কিন্তু তেমনভাঁে দেখা যায়নি। তঁে ংশেষজ্ঞরা ংলছেন

ওমিক্রন ডেল্টার তুলনায় প্রায় ৪ গুণ সংক্রমণ যোগ্য। আর তার ফলে অচিরেই তা হয়ত হয়ে উঠতে পারে কোভিডের সপক্ষে ভয়াবহ স্ট্রেইন।

SARs-COV-2 এর দুটো রূপ হল এই ডেল্টা ও ওমিক্রন। মাথাধরা, জ্বর, কাশি এই দুই এর ক্ষেত্রেই সাধারণ। কিন্তু এটার ওমিক্রনে অনেকেরই গন্ধ চলে যাওয়ার মত সমস্যা হচ্ছে। প্রথমদিকে কিন্তু এই সমস্যা একেবারেই ছিল না। যদিও ডেল্টায় এই স্বাদ, গন্ধ চলে যাওয়ার মত সমস্যা অনেক বেশি তীব্র ছিল। যারা ওমিক্রনে আক্রান্ত হচ্ছেন তাঁদের সপক্ষে ক্ষেত্রে রোগ-লক্ষণ সাধারণ ফলু এর মতই। কিন্তু সংক্রমণ থেকে সেরে উঠলেও সমস্যা কিন্তু থেকে যাচ্ছে বেশকিছুদিন। বেশিরভাগই লং কোভিডের সমস্যায় ভুগছেন। আগের দুই তরঙ্গে যা কিন্তু তেমন দেখা যায়নি।

নাক দিয়ে জল দিয়ে জল পড়া, নাক ঝাঁক, হাঁচির সমস্যা থাকায় বেশিরভাগ ওমিক্রনের এই সপক্ষে লক্ষণকে তেমন পাত্তা দিচ্ছেন না। কোভিড নিয়ে মানুষের মনের সেই ভয়টাও এখন অনেক কেটে গিয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা এটার ঝলছেন ওমিক্রনকে হালকা ভাবে না দেখতে। যাঁদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম অনেকের ক্ষেত্রেই কিন্তু তা জটিল হচ্ছে। তপে রোগ লক্ষণে অনেক পরিবর্তন আসছে।

<https://tv9bangla.com/health/how-is-omicron-different-from-the-delta-variant-504426.html>

847. Hemoglobin: ঘরোয়া এই টোটকাতেই বাড়বে হিমোগ্লোবিন, বলছেন

বিশেষজ্ঞরা...

রক্তাল্পতার সমস্যায় বেশি ভোগেন মেয়েরা। কিন্তু এই সমস্যাকে একেবারেই হেলাফেলা করা ঠিক নয়। পুষ্টিকর খাবার খান, চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং কেন এই সমস্যা হচ্ছে তাও কিন্তু খতিয়ে দেখুন

- **TV9 BANGLA DIGITAL**
- Publish Date - 8:10 pm, Mon, 31 January 22 Edited By: Reshmi Pramanik

হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়া ভাল লক্ষণ নয়

আজকাল অনেকেই রক্তাল্পতার (Anemia) সমস্যায় ভোগেন। শরীরে রক্তের অভাব হলে ক্লান্তি, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্টের সমস্যা এসব থেকে যায়। শরীরে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা কমে গেলে হিমোগ্লোবিনের ঘনত্ব স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যায়। সেই সঙ্গে রক্তে অক্সিজেনের সরবরাহ কমে যায়। ফলে শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা, ক্লান্তি এসব লেগেই থাকে। অ্যানিমিয়ার মূল কারণ কিন্তু দুটি। শরীরে পুষ্টির ঘাটতি এবং ভিটামিন বি ১২ বা ফলিক অ্যাসিডের অভাব। যে সব মহিলাদের মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তপাত হয় তাদের কিন্তু অ্যানিমিয়া হবার সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশি। এছাড়াও সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরও অনেক মা এই রক্তাল্পতার সমস্যায় ভোগেন। বেশিরভাগ মেয়ের ক্ষেত্রেই শরীরে আয়রনের ঘাটতি দেখা যায়। আর তাই মেয়েদের সব সময় আয়রন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

আয়রনের ভাল উৎস হল কুমড়োর চীজ, পালং শাক, গোটা শস্য, শিম, মুসুর, ছোলা, মটর, শাকসবুজ এবং সোয়াটিনের চীজ। এছাড়াও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ যে কোনও ফলই কিন্তু আয়রন শোষণে সাহায্য করে।

যাঁরা মূলত নিরামিষ খান তাঁদের মধ্যে ভিটামিন বি-১২ এর অভাব দেখা যায়। যে কারণে যাঁরা নিরামিষ খান তাঁদের মধ্যে রক্তাল্পতার সমস্যা বেশি দেখা যায়। আবার অনেকের শরীরে ফোলিক অ্যাসিডের ঘাটতি দেখা যায়। এই ফোলিক অ্যাসিডের অভাব হলেও কিন্তু শরীরে আয়রনের ঘাটতি দেখা দেয়। হিমোগ্লোবিনের মাত্রাও কমতে থাকে। ফোলিক অ্যাসিডের ভাল উৎস হল মটরশুঁটি, মুসুর ডাল, শাক, কলা, ব্রকোলি, চিটা। এর সঙ্গে কিন্তু পর্যাপ্ত জলও খাওয়া প্রয়োজন। আবার অনেকের ক্ষেত্রে এই অ্যানিমিয়ার সমস্যা কিন্তু জিনগত। জন্ম থেকেই শরীরে হিমোগ্লোবিনের উৎপাদন কম হয়। এবং সেই সঙ্গে শারীরিক গঠনেও কিন্তু তার প্রভাব পড়ে। এর ফলে শরীরে যে সমস্যা হয় তা হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি নামে পরিচিত। আর এই ত্রুটিপূর্ণ হিমোগ্লোবিনের সমস্যা থেকেই কিন্তু আসে থ্যালাসেমিয়া, সিকল-এর মত রোগ।

অনেক সময় ঔষকদের মধ্যে রক্তাল্পতা জনিত সমস্যা দেখা দেয়। আর এই সমস্যা কিন্তু একেবারেই হেলাফেলার নয়। অনেক সময় গ্যাস্ট্রাইনটেস্টাইনাল ট্র্যাঙ্কে আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের জন্য হয়। আর সেখান থেকেই রক্তাল্পতার সমস্যা আসে। যা কিন্তু চাইলে থেকে চোঝা যায় না। আর তাই এন্ডোস্কোপি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ধরনের রক্তাল্পতা কিন্তু ক্যানসারের কারণ।

মায়লোডিসপ্লাস্টিক সিন্ড্রোম যেখানে রক্তের উৎপাদনে অস্বাভাবিকতা দেখা যায় তাও কিন্তু ঔষকদের মধ্যেই প্রায়শই দেখা যায়। আর এটাও রক্তাল্পতা জনিত সমস্যা। প্রায়শই ঔষকদের মধ্যে রক্তাল্পতা দেখা দেয়। এই অ্যানিমিয়াকে মাল্টিপল মাইলোমা বলা হয়, যা এক ধরনের ব্লাড ক্যান্সার। এছাড়াও এতে হাড় ক্ষয়ে যায়, ক্যালসিয়ামের মাত্রা হ্রাস পায় এবং কিডনি কাজ করা বন্ধ করে দেয়। এবং চোখে থাকে শ্বেত রক্ত কণিকার সংখ্যা। এই রোগ কিন্তু একেবারেই লিউকোমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সার।

<https://tv9bangla.com/health/how-to-increase-hemoglobin-natural-ways-504411.html>

৪৪৪. মিলল খনিজের উপস্থিতি, মঙ্গলের জলের প্রমাণ নিশ্চিত করলেন বিজ্ঞানীরা

Published by: Sucheta Sengupta | Posted: January 30, 2022
9:56 pm | Updated: January 30, 2022 10:00 pm

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: মঙ্গলে (Mars) জলের হদিশ অংশে নিশ্চিত হল। কারণ তথ্য অনুসন্ধানের খোঁজে লালগ্রহের মাটি চেষ্টা করে ড্যানো 'মার্স রিকনোস্যান্স অরবিটার' তথা MRO নিশ্চিত করেছে যে, মঙ্গলপৃষ্ঠে নুনের নমুনা মিলেছে। এই লক্ষণের উৎস জলই। আর তা প্রায় ২০০ কোটি বছরের পুরনো।

বিজ্ঞানীদের মতে, নুনের এই প্রাপ্তিই হল প্রথম খনিজ (Minerals) প্রমাণ, যা প্রমাণ করে, মঙ্গলের দুর্গম-অসম্ভবযোগ্য মাটিতে তরল রূপে জলের উপস্থিতি ছিল। প্রকৃত, মহাকাশবিজ্ঞানীরা এ কথা প্রায়শই দাবি করে এসেছেন যে লালগ্রহের মাটিতে আগে অফুরান জলের (Water) অস্তিত্ব ছিল এবং প্রায় ৩০০ কোটি বছর আগে তা শুকিয়ে যায়। তাঁদের দাবি ছিল, মঙ্গলে একসময় অগ্নিনিজ্জ্বল জলাশয় ছিল, যেখান থেকে এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, অণুজীবের স্রাবও নিশ্চিতভাবেই গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জল বাষ্পীভূত হয়ে যায়, মাটি রয়ে যায় শুষ্ক, দুর্গম, পাথুরে। গবেষণামূলক নতুন এই সমীক্ষাটির নেপথ্যে রয়েছে ক্যালটেক-এর বিজ্ঞানীরা। তাঁরাই দাবি করেছেন যে, লালগ্রহের মাটিতে সম্প্রতি তারা যে নুনের নমুনা খুঁজে পেয়েছেন, তার উৎস যে জল, তা ২০০ থেকে ২৫০ কোটি বছর পুরনো। এই নয়

অনুসন্ধান থেকে এক লহমায় এমন অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলল, যা জড়িয়ে রয়েছে মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্বের সঙ্গে। এলা ভাল, এই গ্রহেও যে প্রাণের আভাস ছিল, সেই সম্ভাবনা ফের সামনে এল।

এই সমীক্ষার প্রধান গবেষক, এহলম্যান জানিয়েছেন, “গত প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এমআরও আমাদের মঙ্গল গ্রহের হাই রেজলিউশন ছবি, স্টিরিও এং ইনফ্রারেড তথ্য দিয়েছে। তে এটারের প্রাপ্তি আগের স কৃতিত্বকে ছাপিয়ে গিয়েছে। এটার এমআরও আমাদের জানিয়েছে মঙ্গলের পরিবেশ, এং প্রাচীন সেই সমস্ত হ্রদ সম্পর্কে, যেগুলো লগ্নাক্ত জলে ভরা ছিল।”

<https://www.sangbadpratidin.in/science-and-environment/scientists-become-sure-about-the-presence-of-water-and-minerals-into-mars/>

849. ২০৩ কেস, ম্যাটাডরের চেসিস কালো তালিকাভুক্ত হয়েও দিব্যি রাস্তায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ডোরিনা ক্রশিংয়ে উল্টে যাওয়া মিনিএসকে অনেক আগেই কালো তালিকাভুক্ত করেছিল হাওড়া জেলা রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি। ইনসিওরেন্স থেকে ফিটনেস সার্টিফিকেট— কিছুই ছিল না এসটির। ট্রাফিক আইন ভাঙায় ২০০টিরও বেশি কেস রয়েছে এই মিনিএসটির ঠিকদে। তারপরেও রোজ ঝাঁকড়া-পার্ক সার্কাস রুটে নিয়মিত ছুটে এড়ায় এই মেরুন-হলুদ এস। এখানেই শেষ নয়, মিনিএসে যে চেসিস লাগানো হয়েছিল, সেটি ম্যাটাডরের। এতদিন এভাবেই চলছিল সেটি। পুলিশ ও পরিবহন দপ্তরের নজর এড়িয়ে কীভাবে এই মিনিএস চলছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দুর্ঘটনার পর এসের কাগজপত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে চোখ ছানাড়া ট্রাফিক বিভাগের অফিসারদের। পরিবহন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, এারো বছর দু’মাস আগে মিনিএসটি রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল হাওড়া আরটিও থেকে। এসের মালিকের নাম এস কে গড়াই। কিন্তু পরে হাতদল হয়। এসটি কেনেন ঝাঁকড়ার এক ব্যক্তি। কিন্তু গাড়ির কাগজপত্র কিছুই তাঁর নামে ট্রান্সফার হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, হস্তান্তর প্রক্রিয়াটি নিয়ম মেনে হয়নি। যে কারণে র্তমান মালিকের নামে কোনও কাগজপত্র নেই। পাশাপাশি মালিকানা হাতদলের কথাও জানানো হয়নি হাওড়ার আরটিওকে। দুর্ঘটনার পর এসের আদি মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে হস্তান্তরের কথা জানা যায়। এই মিনিএসটির ঠিকদে পাহাড়প্রমাণ অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ জেনেছে, এসটির ইনসিওরেন্স ২০১৮ সালের ১১ অক্টোবর শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর তা পুনর্নবীকরণ

করা হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী, রুটের ঢাসকে প্রতি ঞছর ফিটনেস সার্টিফিকেট (সিএফ) নিতে হয় আরটিও থেকে। সেই ছাড়পত্র পেলেই রাস্তায় নামতে পারে ঢাস-মিনিঢাস। দেখা যাচ্ছে, সিএফ-এর মেয়াদও শেষ হয়ে গিয়েছে ২০১৮ সালের ৫ নভেম্বর। তারপর থেকে ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়াই প্রতিদিন শহর দাপাচ্ছে এই মিনিঢাস। এমনকী সরকারি ট্যাক্সও জমা দেওয়া হয়নি ২০১৮ সালের ১৫মে'র পর থেকে। ফলে সরকারেরও ট্রিপুল রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। পলিউশন সার্টিফিকেটের মেয়াদও শেষ হয়েছে দেড় ঞছর আগে। যে কারণে আরটিও ঢাসটিকে কালো তালিকাভুক্ত করে। জানা গিয়েছে, এই মিনিঢাসের ট্রিক্কে ভুরি ভুরি অভিযোগ রয়েছে ট্রাফিক পুলিশের খাতায়। ঞপেরোয়া গতিতে ঢাস চালানো, সিগন্যাল ভাঙা, কাগজপত্র না থাকা ইত্যাদি ংকাধিক অভিযোগ। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই মিনিঢাসের ট্রিক্কে পুলিশের খাতায় ১৯৫টি কেস রয়েছে। পাশাপাশি আদালতে রয়েছে আরও আটটি মামলা। তারপরেও কী করে এই মিনিঢাস রাস্তায় চলছিল, তা নিয়েই প্রশ্ন। ছ'মাস ঞা ংক ঞছর নয়, যেহেতু চার ঞছর ধরে ঢাসটি কোনও কাগজ ছাড়াই চলছে, তাই কেস দেওয়ার সময় কেন ট্রাফিক পুলিশের চোখে পড়েনি ঞিষয়টি? ংইস ঞ প্রশ্নকে ঘিরেই ংঠছে দুর্নীতির গন্ধ

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=12&id=346424>

850. হরিরামপুরের গৌড়দিঘিতে পরিযায়ী পাখি দেখতে ভিড় করছেন পর্যটকরা

সংঢাদদাতা, গঙ্গারামপুর: ংঢারের শীতে হরিরামপুরের গৌড়দিঘিতে পরিযায়ী পাখির ঢল নেমেছে। তাই পাখি দেখতে পর্যটকদের ভিড় ঞাড়ছে। জেলার মধ্যে ংকটা সময় গঙ্গারামপুরের কালদিঘি, কুশমণ্ডির মহিপাল দিঘিতে ংকে ংকে পরিযায়ী পাখি দেখা যেত। শীত পড়তেই ংই স ঞ পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে পরিযায়ী পাখিদের দেখতে ভিড় করতেন পর্যটকরা। ংর্তমানে কালদিঘি ও মহিপাল দিঘিতে সেভা ঞে পরিযায়ী পাখিরা আসছে না। ঞেশ কয়েক ঞছর ধরে হরিরামপুরের আলতাদিঘি, গৌড়দিঘি ও মালিয়ান দিঘিতে পরিযায়ী পাখিরা তাদের নিরাপদ ংশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। শীতের শুরুতে পরিযায়ী পাখিদের আসা শুরু হয়। কিন্তু ংঢারে তার আগে থেকেই পরিযায়ী পাখিদের আসা শুরু হয়েছিল। গত কয়েক ঞছর ধরে ংই পর্যটন কেন্দ্রের সুনাম ঞেড়েছে সাইঞেরিয়া থেকে আসা পরিযায়ী পাখিদের জন্য। গৌড়দিঘি, মালিয়ান দিঘি, আলতা দিঘিতে দেখা যায় ঞুনোহাঁস ও ফেরুজিনাস পোচার্ড জাতীয় পাখিদের। শস্য জাতীয় খাঢ়ার খেয়ে দিঘির ফরেস্টে ংস্থায়ী ংস্তানা গড়ে তুলেছে পরিযায়ী পাখিরা। পরিঞেশ প্রেমী তুহিন শুভ্র মণ্ডল ঞলেন, পরিযায়ী পাখিরা নিরাপদ ংশ্রয়ের খোঁজে ংিন দেশ থেকে ংমাদের জেলায় আসে। ত ঞে জেলায় ংর্তমানে নিরাপদ ংশ্রয় ও খাদ্যের ংভা ঞ থাকার কারণে ংনেক জায়গাতেই পরিযায়ী পাখিদের দেখা যাচ্ছে না। ফেরুজিনাস পোচার্ড, সরাল জাতীয় পাখি গৌড়দিঘি, আলতাদিঘি, মালিয়ান দিঘিতে

ঢ্যাপক পরিমাণে আসে নভেম্বরের দিকে। আঢ়ার জেলা থেকে তারা ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ চলে যায়। মূলত শীতপ্রধান দেশের পাখিরা খাদ্যের অভাওে আমাদের দেশে এসে থাকে। এঢ়ারে জানুয়ারিতে গৌড়দিঘিতে ঢ্যাপক সংখ্যক পরিযায়ী পাখি দেখা যাচ্ছে। এমনিতেই গ্লোঢ়াল ওয়ার্মিংয়ের ফলে আমরা নানা ধরনের পাখি হারিয়ে ফেলছি। পরিঢ়েশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়ের ভীষণ দরকার। এলাকাঢ়াসী যদি এই পাখিদের নিরাপদ আশ্রয় ও খাদ্যের জোগান দিতে পারে তাহলে আগামীদিনে পর্যটকদের নিয়ে গ্রামের আর্থ সামাজিক উন্নতি করা সম্ভূঢ়। পাখি না মেরে সকলে মিলে তাদের নিরাপদ আশ্রয় দেওয়া খুঢ় জরুরি। ঢ়নদপ্তরের ঢ়ালুরঘাট ডিভিশনের আধিকারিক সমীর শিকদার ঢ়লেন, মূলত শীতের দেশের পাখিরা শীতকালে খাদ্যের অভাও ও প্রজননের জন্য আমাদের দেশে আসে। আমরা নিয়মিত এলাকাগুলিতে নজরদারি করে থাকি। তওে আমাদের ঢ়নদপ্তরের এলাকার মধ্যে পাখিরা না আসায় খাদ্যের জোগান দিতে পারি না। ঐহিরাগত পাখিদের কেউ যাতে শিকার করতে না পারে তা ঐশেষ ভাওে খেয়াল রাখা হয়। গৌড়দিঘি এলাকায় সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হওে যাতে পরিযায়ী পাখিদের কেউ শিকার করতে না পারে। আমাদের টিম মাঝেমাঝে ওইসও এলাকায় নজরদারি চালাওে। কয়েক ঐছর থেকে অক্টোওরের মাঝামাঝি থেকে আসতে শুরু করে পরিযায়ী পাখির দল। শীত প্রধান দেশগুলিতে প্রচণ্ড শীত পড়ায় পাখিদের সেখানে টেকা অসম্ভূঢ় হয়ে পড়ে। তাই পাখিরা অপেক্ষাকৃত কম ঠান্ডার দেশে চলে যায়। পরিযায়ী পাখিরা নিজেদের খাদ্যের খাও্জে পশ্চিমওঙ্গের ঐভিন্ন জেলার নদী, ঢ়িল ও ঐড় দিঘি সংলগ্ন জঙ্গলে অস্থায়ী আশ্রানা গড়ে তোলে। জেলার গৌড়দিঘি এলাকায় সাইওেরিয়ার ঢ়ুনোহাঁস, ফেব্রুজিনাস পোচার্ড দেখতে পাওয়া যায়। সারাদিন তারা দিঘির জলে কাটিয়ে সূর্য পশ্চিমে ঢলতেই দল ঐঁধে জঙ্গলের গাছের ঢ়াসায় ফিরে আসে। এই শীতে ডিম ফুটিয়ে ঐচ্চার জন্ম দেয় এই পাখিরা। তারপর ঐচ্চার ঐড় হলে তাদেরকে নিয়ে দেশে ফিরে যায়।

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=16&id=346309>

31.01.22

851. কোভিডের খেলা শেষ? কীভাবে থামবে অতিমারির ঢেউ? অতি জরুরি বার্তা WHO প্রধানের

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 30 Jan 2022, 11:07 PM IST

লেখক Satyen Pal

- এটা সত্যি যে আমাদের কোভিডকে সঙ্গে নিয়েই পাঁচতে হওে ভবিষ্যতে।তওে কোভিডকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচা মানে এটা নয় যে কোভিড ভাইরাসকে আমরা আরও পাড়তে দেও।

ঠিক ২ বছর আগে আজকের দিনেই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার(হু)র প্রধান টেড্রস অ্যাডানম গেব্রেয়েসুস ঘোষণা করেছিলেন জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আপৎকালীন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই দার্তায় কেঁপে উঠেছিল গোটা বিশ্ব।মাবে পেরিয়ে গিয়েছে এতগুলো দিন। এক অন্যরকম বিশ্ব দেখেছে মানও সমাজ। চোখের সামনে প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে কোভিডের থাও। কোভিড পরিস্থিতির এক অদ্ভূত সন্ধিক্ষণে এসে হু প্রধান টুইট করে জানিয়েছেন, প্রতি দেশের ৭০ শতাংশ মানুষকে যদি টিকা দেওয়া যায়, ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের উপর যদি পাড়তি নজর দেওয়া যায়, সমস্ত রকম স্ট্র্যাটেজি যদি প্রয়োগ করা যায় তওে এই বছরই কোভিডের চূড়ান্ত পর্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণা করা সম্ভও। জানিয়ে দিলেন হু প্রধান।

This year we could end the acute phase of the #COVID19 pandemic if we vaccinate 70% of the population of every country, with a focus on the most at-risk groups, and use all strategies and tools in a comprehensive and equitable way. pic.twitter.com/XX8Sb2faMU
— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 30, 2022

সেই সঙ্গেই একটি ভিডিও টুইট করেছেন তিনি। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, ২ বছর পরে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন আক্রান্তের খওর মিলেছে। সও মিলিয়ে ৫.৫ মিলিয়ন মৃত্যু হয়েছে এখনও পর্যন্ত। আমরা জানি এটা আন্ডার এস্টিমেট করে দেখানো হয়েছে। গত সপ্তাহে প্রতি ৩ সেকেন্ডে ১০০টি করে আক্রান্তের খওর এসেছে। প্রতি ১২ সেকেন্ডে একজন করে মৃত্যু হয়েছে।

সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে কোথায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি? কখন এটি শেষ হওে? এটা সত্যি যে আমাদের কোভিডকে সঙ্গে নিয়েই পাঁচতে হওে ভবিষ্যতে।তওে কোভিডকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচা মানে এটা নয় যে কোভিড ভাইরাসকে আমরা আরও পাড়তে দেও। তার মানে এটা নয় যে প্রতি সপ্তাহে ৫০ হাজার মৃত্যু আমাদের মানতে হওে। স্বাস্থ্য প্যওস্থায় আমরা এই ওঝা ওইতে হওে যেখানে ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে ফের কাজে নেমেছেন স্বাস্থ্যকর্মী, এটা নয়।

তিনি বলেন, তবে তার মানে এটা নয় যে আমরা কোভিডের ফলাফলকে এড়িয়ে যাওয়া
যা আমরা পুরোপুরি দুর্বলত পাবিনি। তার মানে এটা নয় যে আমরা ভাইরাস নিয়ে কাজ
ধরছি যেটির পরিবর্তন আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। ওমিক্রনই শেষ
ভ্যারিয়ান্ট এটা এলাও প্রিপজন্ড আর খেলা শেষের দিকে আমরা। চূড়ান্ত অতিমারির
শেষ করাটা আমাদের সকলের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করছে। মার্গা হু প্রধানের।
<https://bangla.hindustantimes.com/nation-and-world/important-message-of-who-chief-regarding-covid-31643561763098.html>

852. Cyclone: 'এম্ব সাইক্লোন' আমেরিকায়

আমহাওয়া পরিস্থিতির তাৎপর্য প্রদেয়না করে নিউ ইয়র্ক এবং নিউ জার্সিতে জরুরি
অসুস্থ জারি করা হয়েছে।

সংবাদ সংস্থা

নিউ ইয়র্ক ৩১ জানুয়ারি ২০২২ ০৬:২৭



ভারী তুষারপাত পূর্ণ আমেরিকার বেশ কিছু অঞ্চলে।
ছবি সংগৃহীত।

ঘূর্ণিঝড়ের গতিতে পরিচ্ছে হওয়া। আর তাতে গতি পাচ্ছে তুষার-তাণ্ডু!

'এম্ব সাইক্লোন' – প্রাকৃতিক প্রিপর্যটিকে এই নামেই অভিহিত করছেন আমহাওয়া।
শনিবার যার সাক্ষী থাকলেন আমেরিকার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলির কমপক্ষে সাত কোটি
বাসিন্দা।

গত বেশ কয়েক দিন ধরে একাধিক তুষারঝড়ের পূর্বাভাস ছিলই। পরে 'ন্যাশনাল
ওয়েদার সার্ভিস' (এনডব্লুএস) নিশ্চিত করে যে শনিবার সকালে ঝোড়ো হওয়া
শক্তিবৃদ্ধি করে 'এম্ব সাইক্লোন' –এ পরিণত হয়েছে। সঙ্গে দোসর ব্যাপক তুষারপাত।
আমহাওয়াদের মতে, বেশ কয়েক ঘণ্টার পরে এ রকম প্রফরড দেখল নিউ ইয়র্ক,
স্টোন এবং তার পড়শি শহরগুলি। দিনের শেষে উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে প্রায় এক ফুট

পর্যন্ত ঐরফ জমার আশঙ্কা ছিলই। কিছু কিছু জায়গায় তা তিন ফুট পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। লক্ষাধিক ঠাডিতে ঐহত হয়েছে ঠিদ্যুৎ সংযোগ। ঠিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যান চলাচলের ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে অচলাবস্থা।

আবহাওয়া পরিস্থিতির তাৎপর্য ঠিচেনা করে নিউ ইয়র্ক ঐং নিউ জার্সিতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। ঐ সময়ে ঠিপর্ষন্ত ঐলাকার ঠাসিন্দাদের খুঁ প্রয়োজন ছাড়া ঠাডির ঠাইরে পা না-রাখার আবেদন জানিয়েছে প্রশাসন।

<https://www.anandabazar.com/world/bomb-cyclone-hits-eastern-us-with-heavy-snowfall-and-outages-winds/cid/1326424>

853. Tiger Attcak: 'নৌকায় ঝাঁপ দিয়েই সোজা টেনে নিল জঙ্গলে

তারপর...'

Sundarban Tiger attack: পরে সেই ঘটনাটি জানালে গ্রাম থেকে আরও লোকজন ও সুন্দরবন ঠ্যাম্ব প্রকল্পের ঠনকর্মীরা নদী পথে রওনা দেয় মৎস্যজীৠীর খোঁজে ।

- **TV9 BANGLA DIGITAL**
- Publish Date - 1:52 pm, Sun, 30 January 22Edited By: অঠন্তিকা প্রামাণিক

সুন্দরবন: কয়েকদিন আগেই ঠাঘের আনাগোনায কুলতলির জঙ্গল ঐকেৠারে অতিষ্ঠ হয়েছিল সুন্দরবনের মানুষজন। অনেক ঝঙ্কি পেরিয়ে খাঁচাৠন্দী করা গিয়েছিল দক্ষিণরায়কে। ঐরপর আৠার ফের, সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে নৌকা থেকেই মৎস্যজীৠীকে জঙ্গলে তুলে নিয়ে গেল ঠাঘ।

রৠিৠার সকালে ঐমনই ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবন ঠ্যাম্ব প্রকল্পের অন্তর্গত ঝিলা জঙ্গলে। ওই মৎস্যজীৠীর নাম অরঠিন্দু ঠিশ্বাস(৪০)। জানা গিয়েছে, দুই সঙ্গীর সঙ্গেই তিনি ঠেরিয়েছিলেন কাঁকড়া ধরতে। অন্যান্য দিনের মতন ঐদিন গোসাৠা ব্লকের কুমিরমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুরুলিয়া গ্রাম থেকে ঠেরিয়েছিলেন। ঐরপরই ঘটে অঘটন।

দু'জন মোট তিনজন মৎস্যজীৠী নৌকা নিয়ে গ্রাম থেকে গিয়েছিলেন সুন্দরবনের নদী খাডিতে কাঁকড়া ধরতে। তখনই হঠাৎ আক্রমণ করে দক্ষিণরায়। কার্যত দুই সঙ্গীর সামনে থেকেই ওই মৎস্যজীৠীকে ধরে জঙ্গলের মধ্যে চলে যায় ঠাঘটি। ঐরপর ওই দুই সঙ্গী তারা ঐদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে গ্রামে চলে আসেন। পরে সেই ঘটনাটি জানালে গ্রাম থেকে আরও লোকজন ও সুন্দরবন ঠ্যাম্ব প্রকল্পের ঠনকর্মীরা নদী

পথে রওনা দেয় মৎস্যজীৱীর খোঁজে । তাঁদের সঙ্গে যান স্থানীয় কুমিরমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেৱাশিস মণ্ডল।

দেৱাশিস াঢ়ু ালেন, “আজ কুমিরমারির এক ্যাক্তি অরটিন্দ িশ্বাস সকালে ভোর পাঁচটা নাগাদ িনা পাসেই জঙ্গলে ারিয়েছিলেন। এরপর জঙ্গলথেকে একটু দূরেই অর্থাৎ যেই জায়গাটির নাম মুড়োগাছা জঙ্গল সেইখানেই হঠাৎ তিনজন নৌকাতে াসেছিলেন। সেই সময় হঠাৎ াঘ লাফিয়ে পড়ে নৌকাতে। তারপর টানতে-টানতে াঘ জঙ্গলে টেনে নিয়ে চলে যায়। এরপর গ্রামের মানুষের সহযোগীতা নিয়ে ও পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আমরা যাচ্ছি সেখানে যদি প্রকৃত মৃতদেহকে আমরা উদ্ধার করতে পারি সেখানে।”

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই শুরু হয় সুন্দরানে াঘ গণনার কাজ। দেৱিতে হলেও শুরু হলেও াঘ সুমারির জন্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় ান িভাগের জঙ্গলে ক্যামেরা াসানো হয়। াঘ গণনার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুন্দরানের জঙ্গলে ক্যামেরা াসানোর কথা থাকলেও, সেই কাজ াধা পেয়েছে াশ কয়েক মাস ধরে। ঘন ঘন লোকালয়ে ঢুকেছে াঘ। আর সেই াঘ ান্দি করতে রীতিমতো নাকাল হতে হয়েছে ান কর্মীদের। যে কারণে ঘুম ছুটেছে ান কর্তাদেরও।

এর প্রায় ৩৫ দিন পর সুন্দরান ্যাম্র প্রকল্প এলাকায় লাগানো ক্যামেরাগুলো সময় মতো খোলা যায়নি। সেই ক্যামেরা পেতে দেৱি হয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ান িভাগের। তাই ৮ তারিখের াদলে ১৩ জানুয়ারি ওই এলাকায় ক্যামেরা াসানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ভেসে যায় সেটিও। শেষেমেশ ১৫ তারিখ রাতে ক্যামেরা পেতেই ১৮ তারিখ ক্যামেরা াসানোর ্যাস্থা করা হয়। সেই মোতাবেক মঙ্গলার সুন্দরানে ১৬৮০ ার্গ কিলোমিটার জুড়ে শুরু হয় ক্যামেরা াসানো কাজ।

<https://tv9bangla.com/west-bengal/south-24-parganas/in-sundarban-fisherman-was-attack-by-royal-bengal-tiger-attack-503651.html>

৪৫৪. বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে নয়া সেল কলকাতা পুরসভার, আগের কমিটির রিপোর্ট নেই

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 30 Jan 2022, 09:59 AM IST

- Apromeya Datta Gupta
- এই পরিস্থিতিতে কিভাবে ায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে? উঠেছে প্রশ্ন।

শহরে ায়ুদূষণ মাথাপ্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ দু'৫ছর পেরিয়ে গেলেও ায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে িশেষজ্ঞ কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা পড়েনি। প্রায়ই রিপোর্টে প্রকাশিত হয় কলকাতায় ায়ুদূষণ মাত্রা ছাড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কিভাবে ায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে? উঠেছে প্রশ্ন। তাই এই কাজ করতে পৃথক একটি সেল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুরসভা।

কী কাজ করবে এই পৃথক সেল? জানা গিয়েছে, এই পৃথক সেল ায়ুদূষণের দৈনন্দিন রিপোর্ট তৈরি থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে সমন্বয় রাখবে। এমনকী 'ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রাম' (এনসিএপি) কর্মসূচি ঠিকমতো হচ্ছে কি না, তাও দেখবে। করোনাভাইরাসের জেরে রাস্তায় গাড়ির চাপ কমেছে। মানুষ কম াইরে ারোচ্ছেন। তাহলে ায়ুদূষণ াড়ছে কেন? এই প্রশ্নই ভাবিয়ে তুলেছে। তার জেরেই এই পৃথক সেল।

কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, এই পৃথক সেলের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে সাতটি পদে লোক নিয়োগ করা হবে। কোন কোন পদে নিয়োগ? কলকাতা পুরসভা জানাচ্ছে, সিনিয়র প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট (২ জন), একজন প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট (টেকনিক্যাল), প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট (অ্যাডমিনিস্ট্রেটর), প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট (আইটি) এবং দু'জন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরসভা এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য নিয়ে গঠিত নির্বাচক কমিটি কাজটি করবে।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে কলকাতার ায়ুদূষণ কোন পথে নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে তা নিয়ে একটি িশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করেছিল কলকাতা পুরসভা। সেখানে আইআইটি খড়গপুর, কলকাতা িশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর িশ্ববিদ্যালয়ের িশেষজ্ঞ, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ওই কমিটি ায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কলকাতা পুরসভাকে স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা জমা দেবে বলে জানিয়েছিলেন পুর কর্তৃপক্ষ। কিন্তু দু'৫ছর অতিক্রান্ত হলেও সেই রিপোর্ট জমা পড়েনি।

<https://bangla.hindustantimes.com/bengal/kolkata/kolkata-municipal-corporation-takes-initiative-for-new-cell-on-air-pollution-control-31643516452318.html>

855. Is NeoCov Virus dangerous: নিওকভ কতটা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে? করোনার নতুন রূপ নিয়ে আদৌ ভয়ের কিছু আছে কি

১ মিনিটে পড়ুন Updated: 30 Jan 2022, 09:48 AM IST

- লেখক **Suman Roy**

- হঠাৎই আলোচনায় উঠে এসেছে নিওকভ-এর নাম। করোনার নতুন রূপটি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। কিন্তু আদৌ কি এটি নিয়ে ভয়ের কিছু আছে?

হঠাৎ করে নিওকভ (NeoCov) নিয়ে প্রচুর আলোচনা শুরু হয়েছে। চিনের কয়েক জন প্রিজ্ঞানী দাবি করেছেন, করোনার নতুন রূপটি ভয়ানক প্রিপদে ফেলতে পারে মানুষকে। আক্রান্তদের মধ্যে প্রতি ৩ জনের মধ্যে ১ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে এই সংক্রমণের ফলে। কিন্তু আদৌ কি এটি ভয়ের কিছু? সত্যিই কি আবার একটা করোনাভাইরাসের উপদ্রব শুরু হও?

এক্ষেত্রে কয়েকটি কথা বলছেন চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞরা।

প্রথমত, নিওকভ নতুন কোনও ভাইরাস নয়। ২০১২ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে পূর্ণ এশিয়ার কিছু কিছু দেশে এই ভাইরাসটির সংক্রমণ দ্রুত হারে ছড়িয়ে পড়েছিল।

Middle East respiratory syndrome বা MERS-coronavirus (MERS-coV)

বলা হত। বলা হচ্ছে, এই MERS-coV এবং NeoCov-এর মধ্যে গঠনগত মিল রয়েছে।

BioRxiv নামের জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল, এটি মানুষের ক্ষেত্রে তেমন প্রিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াও না। এটি শুধুমাত্র অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেই সংক্রমণ ঘটাতে পারে। কিন্তু পরে দেখা গিয়েছে, এটি নিজে থেকেই মানুষের শরীরে সংক্রমণ ঘটানোর মতো গঠন তৈরি করে নিচ্ছে।

অন্য একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, ভাইরাসটির মধ্যে যে অভিমুখে মিউটেশন হচ্ছে, তাতে আর একটি মাত্র মিউটেশন হলেই এটি মানুষের জন্য প্রিপজনক হয়ে উঠতে পারে।

যদিও মহারাষ্ট্রের কোভিড-১৯ টাস্ক ফোর্সের সদস্য চিকিৎসক শশাঙ্ক জোশি সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করেছেন, এই নিওকভ নিয়ে ভয়ের কিছুই নেই।

ভয়ের কিছু নেই কেন?

শশাঙ্ক জোশির দাবি, নিওকভ শুধুমাত্র চাদুড়ের ACE2 receptor-ই ব্যবহার করতে পারে। মানুষের ACE2 receptor ব্যবহার করতে পারে না। তাই এটি নিয়ে ভয়ের কিছু নেই।

যদিও এসবের পরেও তিনি লিখেছেন, মিউটেশনের মাধ্যমে মানুষের ACE2 receptor ব্যবহার করার ক্ষমতা পেতে পারে এই ভাইরাসটি। তেমন আশঙ্কাও রয়েছে। তাই এখনই এই ভাইরাস চড় প্রিপদ ডেকে না আনলেও, ভবিষ্যতে যে তার আশঙ্কা নেই— এমন কথাও বলা যাচ্ছে না।

<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/we-are-not-faced-with-a-killer-neocov-virus-now-says-experts-31643514744455.html>

856. Memory Issues Post Covid-19 Infection: কোভিডের কারণে কমে যাচ্ছে একটি ক্ষমতা, কী করবেন এই পরিস্থিতিতে

১ মিনিটে পড়ুন . Updated: 28 Jan 2022, 12:09 PM IST

লেখক Suman Roy

- কোভিডের প্রভাৱ শরীরের নানা অঙ্গের উপর পড়ছে। কমিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষমতা।

কোভিড শরীরের ঠিক কোন কোন ক্ষতি করে, তার অনেকগুলিই এখনও পরিষ্কার নয় চিকিৎসানীদের কাছে। কিন্তু এর যে অনেক সুদূরপ্রসারী প্রভাৱ আছে, সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। যেমন কোভিডের ফলে ফুসফুসের ক্ষতি, তেমনই ক্ষতি হতে পারে কিডনির আৱার তেমনই ক্ষতি হতে পারে মস্তিষ্কের।

প্রতিটি অঙ্গের উপরেই প্রভাৱ ফেলছে কোভিডের জীৱাণু। তাে একটি ঘটনা উদ্বেগের খুঁই কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকের কাছে। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রেও এই সমস্যাটি দেখা দেওয়ার ফলে ভৱিষ্যতে নানা জটিলতার আশঙ্কা রয়েছে।

হালের েশ কয়েকটি সমীক্ষা ৱলছে, কোভিডের কারণে কমে যাচ্ছে স্মৃতিশক্তি। সম্প্রতি স্নায়ুচিৎ প্রতীন গুপ্তা হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে ৱলেছেন, অনেকেরই এই সমস্যা হচ্ছে। স্নায়ু এং মস্তিষ্কের উপর নানা ভাে প্রভাৱ ফেলছে করোনা ভাইরাস। তাই কমছে স্মৃতিশক্তি।

এই অবস্থায় কী করবেন? তারও পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক:

- ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের পরিমাণ শরীরে ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করান। সামুদ্রিক মাছ, ৱাদাম, ফল, দুধ নিয়মিত খান। এগুলি স্মৃতিশক্তি চাঙ্গা করতে এং ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করো।
- পুষ্টিকর খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি রোজ অন্তত ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমান। আর তাতে মস্তিষ্কের উপকার হো। স্মৃতিশক্তি ভালো হো। চিকিৎসকের পরামর্শ কিছু কিছু স্টেরয়েড থেরাপি করালেও এই সমস্যা কমতে পারে।

- মানসিক চাপ স্মৃতিশক্তি দুর্বল করে দিতে পারে। এই চাপ কমানোর চেষ্টা করুন। মন ভালো রাখে এমন কাজ করুন। অন্যদের থেকে প্রিচ্ছিন্ন হয়ে যান না। তাতে স্মৃতিশক্তি আরও দুর্বল হয়ে যাবে।
- নিয়মিত হাল্কা খেলাধুলো বা শরীরচর্চা করুন। তাতেও মস্তিষ্কের এবং স্নায়ুর পুষ্টি হবে। পাড়তে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল। তাতেও ভালো থাকবে স্মৃতি।
<https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/facing-memory-issues-post-covid-19-infection-here-s-what-you-need-to-do-31643350642474.html>

857. 2 years of Covid-19 Pandemic: ভারতে মহামারীর ২ বছর! এই

দিনেই মিলেছিল দেশের প্রথম করোনা সংক্রমিতের হৃদিশ

Covid-19 Variants: ২০২০ সালের ৩০ জানুয়ারি ইউহান বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের মেডিকেল পড়ুয়ার দেহে করোনাভাইরাসের চিহ্ন মেলে।

• **NEWS18 BANGLA**

• **LAST UPDATED** : JANUARY 30, 2022, 17:11 IST

#নয়াদিল্লি: দেশ এখন COVID-19 মহামারীর তৃতীয় ডেউয়ে জেরণার। ঠিক দুই বছর আগে (2 years of Covid-19 Pandemic) এই সময়ই দেশে প্রথম করোনাভাইরাস সংক্রমণের খবর মেলে। দুই বছর ধরে সারা দেশ শুধুমাত্র ভাইরাসের সঙ্গেই লড়াই করেনি, ভাইরাসের ংদলে যাওয়া ভ্যারিয়েন্টগুলিকেও সমানভাবে মোকাবিলা করেছে। প্রিপর্ষন্তও হয়েছে। ২০২০ সালের ৩০ জানুয়ারি উহান বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের মেডিকেল পড়ুয়ার দেহে করোনাভাইরাসের চিহ্ন মেলে। সেমেষ্টারের ছুটিতে পাড়ি ফিরে আসার কয়েকদিন পরেই তার সংক্রমণ ধরা পড়ে এবং দেশের প্রথম COVID-19 আক্রান্ত হিসেবে ধরা হয় তাকে।

তারপর থেকে, ভারত কোভিড-১৯ মহামারীর তিনটি ডেউ এবং সাতটি রূপান্তরিত ভ্যারিয়েন্টের সঙ্গে লড়াই করেছে, যার মধ্যে অনেকগুলিই প্রাণঘাতী হয়ে দেখা দিয়েছে। এখনও অর্ধ (2 years of Covid-19 Pandemic) ভারতে মোট কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ৪,১০,৯২,৫২২। কোভিডে প্রাণ গিয়েছে ৪,৯৪,০৯১ জনের।

ভারতীয় SARS-COV-2 Genomics Consortia INSACOG-এর মতে, ভারতে প্রিগত দুই বছরে আলফা, প্রিটা, গামা, ডেল্টা, B.1.617.1 এং B.1.617.3, AY সিরিজ এং Omicron উদ্বেগের এই সাতটি ভিন্ন রূপ শনাক্ত করা গিয়েছে। এর মধ্যে, ডেল্টা এং ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টগুলিকে সচেষে প্রিপজ্জনক হিসাে দেখা গিয়েছে (2 years of Covid-19 Pandemic)।

এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ২ জানুয়ারি পর্যন্ত ক্রমানুসারে ১.৫ লক্ষ নমুনার মধ্যে ৭১,৪২৮ টিতে উদ্বেগের প্রিষয় মিলেছে। এই ৭১,৪২৮টি নমুনার মধ্যে, ৪১,২২০ টি নমুনায় ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত হয়েছে এং তারপরে COVID-19-এর AY সিরিজে ১৭,১১৪ টি নমুনা মিলেছে।

শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডাব্য (Union Health Minister Mansukh Mandaviya) জানিয়েছেন, কোভিড প্র্যাপস্থাপনার পরীক্ষিত কৌশল হিসেে কোভিড ভ্যারিয়েন্ট নির্প্রিশেষে, ‘টেস্ট-ট্র্যাক-ট্রিট-ভ্যাকসিনেট’ এং কোভিড উপযুক্ত আচরণ মেনে চলা অপ্র্যহত রইে।। স্বাস্থ্য প্রিশেষজ্ঞদেরও পরামর্শ, কোভিড আচরণপ্রিধি মেনে চলা এং টিকাকরণ মহামারী মোকাপ্রিলার একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান।

“কিন্তু ভারতে মহামারী কে শেষ হে সে প্রিষয়ে কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। আমরা এখনও মহামারীর মধ্যেই রয়েছি এং ভাইরাসের প্রিস্তার কমানো আর জীোন প্রাঁচানোই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত,” বলেন WHO-এর দক্ষিণ-পূর্ প্রেশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক ডাঃ পুনম ক্ষেত্রপাল সিং।

<https://bengali.news18.com/news/national/who-colour-coded-country-map-segregates-jammu-and-kashmir-ladakh-from-rest-of-india-in-who-map-rm-730683.html>

858. Corona Vaccine: যারা টিকা নেয়নি, তাদের জন্য বিপদ নিয়ে আসছে
করোনাভাইরাস!

Corona Vaccine: যত জনের মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে প্রায় ৬৪ শতাংশ লোক এমন রয়েছে, যারা করোনার টিকা নেয়নি!

• **NEWS18 BENGALI**

• **LAST UPDATED** : JANUARY 28, 2022, 12:54 IST

• **Bengali**

#নয়াদিল্লি: করোনার (Coronavirus) নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের (Omicron) প্রভাৱ ভারতে এসে পড়েছে। করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের প্রভাৱ ভারতে পড়ার অনেক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল করোনার টিকাকরণ (Corona Vaccine)। কিন্তু এখনও ভারতে এমন অনেকে রয়েছে যারা করোনার টিকা নেয়নি। এর মধ্যেই দিল্লির সরকার জানিয়েছে যে সম্প্রতি তাদের রাজ্যে করোনার প্রভাৱে যারা মারা গিয়েছে তার মধ্যে প্রায় ৬৪ শতাংশ লোকের করোনার টিকা নেওয়া ছিল না। এছাড়াও এদের মধ্যে ছিল আরওনানা গুরুতর রোগ।

রাষ্ট্রীয় রোগ নিয়ন্ত্রন কেন্দ্রের (NCDC) নির্দেশক ডা. এসকে সিং (Dr SK Singh) একটি সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন যে, করোনার টিকা ছাড়া লোকেরা এং গুরুতর রোগের রোগীরা সৱার প্রথমে ৱেশি ৱিপদের মধ্যে পড়ে করোনার প্রভাৱে। সম্প্রতি দিল্লির দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাে যে, সেখানে করোনার প্রভাৱে যত জনের মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে প্রায় ৬৪ শতাংশ লোক এমন রয়েছে, যারা করোনার টিকা নেয়নি (Coronavirus) এং যাদের গুরুতর রোগ রয়েছে। এর ফলে যারা এখনও করোনার টিকা নেয়নি এং যাদের গুরুতর রোগ রয়েছে তাদের সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ করোনার প্রভাৱে তাদের ৱিপদ হওয়ার সম্ভাৱনাই সৱথেকে ৱেশি।

করোনার টিকা মৃত্যুর ভয় কমিয়েছে -

আইসিএমআর (ICMR) এর মহানির্দেশক ডা. ৱলরাম ভার্গা (Dr Balram Bhargav) জানিয়েছেন যে, করোনাভাইরাসের ৱিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রধান হাতিয়ার হল করোনার টিকা। কারণ লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে যে, করোনার টিকা নেওয়া লোকেদের থেকে করোনার টিকা না নেওয়া লোকেদের ৱিপদের সংখ্যা ৱেশি। যারা করোনার টিকা নেয়নি, করোনার প্রভাৱে তাদের মৃত্যুর হারই ৱেশি। কারণ যারা করোনার (Coronavirus) টিকা নিয়েছে করোনার প্রভাৱে তাদের মৃত্যুর ভয়

অনেকটাই কম। এক্ষেত্রে তাদের গুরুতর কোনও রোগ না থাকলে সেই ভয় অনেকটাই কমে যায়।

আইসিএমআর জানিয়েছে করোনার টিকাই হল গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার -

আইসিএমআর (ICMR) এর মহানির্দেশক ডা. ঞলরাম ভার্গা সেই সকল রাজ্যে করোনার (Coronavirus) টিকাকরণ ঞাড়াতে ঞলেছেন, যাদের টিকাকরণের হার খুঁই কম। তিনি জানিয়েছেন. "ভারতে প্রায় ৯৫ শতাংশ প্রথম করোনার টিকা ঞং ঞয়স্কদের মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশ দুটি করোনার টিকা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঞখনও কয়েকটি রাজ্যে করোনার টিকাকরণের গ্রাফ নিম্নমুখী। তাই আমি সেই সকল রাজ্যের কাছে ঞপেদন করছি করোনার টিকাকরণের গতি ঞাড়ানোর জন্য।"

সাড়ে তিন লাখ কেসে মাত্র ৪৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে -

স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ের সচি ঞ ল ঞ আগরওয়াল জানিয়েছেন যে করোনার (Coronavirus) টিকাকরণের ফলে মৃত্যুর হার অনেকটাই কমে গিয়েছে। ২০২১ সালে ৪,১৪,১৮৮টি নতুন কেস সামনে ঞসে, ঞর মধ্যে মৃত্যু হয় ৩৬৭৯ জনের। ২০২২ সালের ২১ জানুয়ারি মোট প্রায় ৩,৪৭,২৫৪টি কেস সামনে ঞসে, কিন্তু ঞর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে মাত্র ৪৩৫ জনের।

<https://bengali.news18.com/news/life-style/tips-to-keep-your-indoor-plants-well-in-winter-arc-730632.html>

৪৫৭. ঞবারও বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহর ঢাকা

কাগজ প্রতিঞেদক

প্রকাশিত: জানুয়ারি ৩১, ২০২২ , ১:২৭ অপরাহ্ন ঞপডেট: জানুয়ারি ৩১, ২০২২ , ২:১৩ অপরাহ্ন

ঢাকা ঞাটারও ঞিশ্বের সঞচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষে ঞঠে ঞসেছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পাকিস্তানের লাহোর ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে ঞফগানিস্তানের কাবুল।

সোমঞার (৩১ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় ঢাকার ঞয়ার কোয়ালিটি ঞনডেক্স (ঞকিঞআই) ২৮৮ ছিল, যা ঞাতাসের মানকে খুঁ ঞস্বাস্থ্যকর হিসেে নির্দেশ করে।

পাকিস্তানের লাহোর ২২১ ও আফগানিস্তানের কাবুল ১৯০ একিউআই স্কের নিয়ে তালিকায় যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

প্রতিদিনের াতাসের মান নিয়ে তৈরি করা একিউআই সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের াতাস কতটুকু নির্মল া দূষিত সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় এং তাদের জন্য কোন ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হতে পারে তা জানায়।

াংলাদেশে একিউআই নির্ধারণ করা হয় দূষণের পাঁচটি ধরন াস্তুকণা (পিএম১০ ও পিএম২.৫), এনও২, সিও, এসও২ এং ওজোন (ও৩) কে ভিত্তি করে।

ঢাকা দীর্ঘদিন ধরে ায়ুদূষণে ভুগছে। ঘনাসতিপূর্ণ এ শহরের াতাসের গুণমান সাধারণত শীতকালে অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায় এং ার্ষিকালে কিছুটা উন্নত হয়।

২০১৯ সালের মার্চ মাসে পরিেশ অধিদপ্তর ও িশ্বাংকের একটি প্রতিেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকার ায়ু দূষণের তিনটি প্রধান উৎস হলো ইটভাটা, যানাহনের ধোঁয়া ও নির্মাণ সাইটের ধুলো।

টিআই

<https://www.bhorerkagoj.com/2022/01/31/%e0%a6%86%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%93-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%ac%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b7/>

[be%e0%a6%b0%e0%a6%93-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%ac%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b7/](https://www.bhorerkagoj.com/2022/01/31/%e0%a6%86%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%93-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%ac%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b7/)

[%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%ac%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b7/](https://www.bhorerkagoj.com/2022/01/31/%e0%a6%86%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%93-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%ac%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b7/)

[%e0%a6%b8%e0%a6%ac%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b7/](https://www.bhorerkagoj.com/2022/01/31/%e0%a6%86%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%93-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%ac%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b7/)

[%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b7/](https://www.bhorerkagoj.com/2022/01/31/%e0%a6%86%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%93-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%ac%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b7/)

৪৬০. হারিয়ে যাচ্ছে সাপের শত্রু াজি

নজরুল মৃধা, রংপুর



আসস্থান সংকট, জলপ্রায়ুর পরিবর্তন, নগরায়নের নামে এন-জঙ্গল কেটে সাপাড়া করাসহ নানা কারণে রংপুর অঞ্চল থেকে সাপের শত্রু এলে খ্যাত ঝেজি হারিয়ে যেতে এসেছে। এ অসুস্থ চলতে থাকলে প্রাণিটির অস্তিত্ব এক সময় চিপন্ন হয়ে পড়বে। এদের জন্য পর্যাপ্ত আসস্থলের স্রাস্থ করা না হলে আগমীতে এই প্রাণিটি হারিয়েও যেতে পারে।

এনপ্রিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ঝেজি স্তন্যপায়ী প্রাণি। এদের সারা শরীর লোমে ঢাকা। খুঁচু দ্রুত চলাফেরা করতে পারে। দিনের এলা ঝেজিরা খাওয়ার সংগ্রহ করে রাতে মাটিতে নিজেদের তৈরি গর্তে অসুস্থান করে। ঝেজি ফসলের ক্ষেতের ইঁদুর, সাপ, মাছ, স্রাঙ, পোকামাকড় এমনকি পাখির ডিমও খায়। মাঝে মধ্যে এরা হাঁস-মুরগি, কটুরের ছানা এং অন্যান্য ছোট প্রাণিও খায়। ক্ষেতের ইঁদুর ও পোকামাকড় খেয়ে এরা উপকার করে ফসলের এং কৃষকের। এছাড়াও ঝেজি যে অঞ্চলে থাকে, সে অঞ্চলে সাপ কম থাকে। প্রিষধর সাপ, স্রাঙ, পোকামাকড় এং প্রিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ খেয়ে ঝেজি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অসামান্য অদান রাখে। এক সময় শহর-এন্দর, গ্রাম-গঞ্জে এদের দেখা যেত। এখন গ্রামে দু'চারটি ঝেজি দেখা গেলেও থাকা শহরে এদের দেখা পাওয়া প্রিরল। শহরে এই প্রাণিটির আসস্থ স্থল সংকট প্রকট।

ঝেজিকে সাপের শত্রু এলা হয়ে থাকে। দ্রুত এরা সাপকে হারিয়ে দিতে পারে। এদের দেহে এমন উপাদান রয়েছে তো সাপের প্রিষকে অকেজো করে দিতে পারে। বাংলাদেশে তিন প্রজাতির ঝেজি রয়েছে। এরমধ্যে এড় ঝেজি, ছোট ঝেজি এং কাঁকড়াভুক ঝেজি।

রংপুর এন প্রিভাগের এন্যপ্রাণী ও জীওপ্রৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মকর্তা স্মৃতি সিংহ রায় এই প্রাণিটি রক্ষায় অপ্রাধে এন-জঙ্গল কাটা থেকে প্রিরত থাকার আহওয়ান জানিয়ে বলেন, গ্রামে অনেকে এখনো খেলার ছলে ঝেজি ধরে মেরে ফেলে এটি প্রক্ক করতে হও। কারণ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ঝেজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এদের রক্ষা করার দায়িত্ব সপ্র।

•
•
•

৪৬১. ছেঁকামারিতে জলাশয়কে কেন্দ্র করে ায়ো
ডাইভারসিটি পার্ক তৈরি করছে প্রশাসন
মাদারিহাট

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের জঙ্গল ঘেঁষা মাদারিহাটের উত্তর ছেঁকামারি গ্রামে থাকা ৮০০ মিটার লম্বা ২৫ টিঘা জমি নিয়ে গড়ে ওঠা জলাশয়টি ায়ো ডাইভারসিটি পার্ক হিসেবে গড়ে তুলছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। মূলত স্থানীয় মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির আয় াড়াতেই পর্যটন ভিত্তিক ওই পার্কটি গড়ে তোলা হচ্ছে। গত ছ'মাস ধরে পার্কটির নির্মাণ কাজ চলছে। শনিবার জেলাশাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা মাদারিহাটে ওই ায়ো ডাইভারসিটি পার্কের নির্মাণ কাজ খতিয়ে দেখেন। এদিন জেলাশাসকের সঙ্গে ছিলেন মাদারিহাটের টিডিও শরণ তামাং। জেলাশাসক বলেন, মাদারিহাট ব্লকের মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন উত্তর ছেঁকামারিতে চিশ্বকর্মা বোরা জলাশয় ঘিরে ায়ো ডাইভারসিটি পার্ক নির্মাণের কাজ চলছে। আগামী দু'মাসের মধ্যে ওই জলাশয়টির সাজানোর কাজ চলছে। জেলার পর্যটনের প্রকাশ ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির আয়ের স্বার্থে এই পার্ক তৈরিতে ইতিমধ্যেই ২৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের পরিবেশ দপ্তরের ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে মাদারিহাটে এই ায়ো ডাইভারসিটি পার্কের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। পরিবেশ দপ্তর ছাড়াও ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প সহ সরকারি অন্যান্য প্রকল্প থেকেও এই ায়ো ডাইভারসিটি পার্ক তৈরিতে অর্থ খরচ করা হচ্ছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের জঙ্গল ঘেঁষে সরকারি এই ৫৭ জলাশয় এলাকাটি হাতিদের চলাফেরার করিডর হিসাবেই পরিচিত। জঙ্গলের পাশে থাকা সরকারি এই জলাশয়ের আশপাশে প্রকৃতি তার াজাতীয় সৌন্দর্য উপভোগ করে দিয়েছে। নয়নাভিরাম এই জলাশয়ে কখনও কখনও হাতি ছাড়াও হরিণ ও গণ্ডারও জল খেতে নামে। জেলার পর্যটন সার্কিটের প্রকাশ ও স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির আয়ের স্বার্থেই উত্তর ছেঁকামারিতে এই পার্ক তৈরি হচ্ছে। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, ায়ো ডাইভারসিটি পার্কের জলাশয়ে পর্যটকদের জন্য

চোটিংয়ের ব্যৱস্থা করা হও। জলাশয়টিতে মাছ চাষ করে মহিলা স্বনিৰ্ভর গোষ্ঠীৰ আয়ও
ৱাডানো হও। এতে উত্তর ছেঁকামারিৰ মহিলা স্বনিৰ্ভর গোষ্ঠীগুলিৰ কয়েকশো মহিলা
উপকৃত হওন।

প্রসঙ্গত, যেখানে মৌমাছীরা থাকে হাতি ওই সমস্ত এলাকা সৰু সময় এড়িয়ে চলে।
হাতিদের শত্রু মৌমাছী। জলাশয়টি হাতিৰ কৰিডৰ হওয়ায় প্রশাসন তাই এখানে মৌমাছী
পালনেরও উদ্যোগ নেও। এলাকাৰ মহিলা স্বনিৰ্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দিয়েই এখানে মৌমাছী
পালনের ব্যৱস্থা করা হও। এই মৌমাছী চাষ করেও স্বনিৰ্ভর গোষ্ঠীগুলিৰ ৱাডতি আয়
হও।

পর্যটক টানতে চোটিংয়ের পাশাপাশি এই ৱায়ো ডাইভারসিটি পার্কের পাশে আলাদা করে
একটি প্রজাপতি পার্কও গড়ে তুলও প্রশাসন। সেই লক্ষ্যই কাজ চলছে। জঙ্গলপ্রেমী
পর্যটকদের ৱসার জন্য পার্কের ওই জলাশয়ের পাশে প্রচুর কংক্ৰিটের আসনও তৈরি
করা হও। যাতে পর্যটকরা ৱসে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের অরণ্যশোভিত প্রাকৃতিক
নৈসৰ্গও উপভোগ করতে পারে।

প্রশাসনের আশা, যে লক্ষ্য নিয়ে এই ৱায়ো ডাইভারসিটি পার্ক তৈরি হচ্ছে তাতে
আগামী দিনে উত্তর ছেঁকামারিতে পর্যটকদের ঢল নামও। জেলার পর্যটন সার্কিটের
নতুন ডেস্টিনেশন হতে চলেছে এই ৱায়ো ডাইভারসিটি পার্ক

<https://bartamanpatrika.com/home?cid=16&id=34641>

৪৬২. dams: জোগান নেই ৱোল্ডারের, নদীৱাধ সংস্কার থমকে

গত ৱর্ষার মরসুম থেকেই পশ্চিম মেদিনীপুরের ঐভিন্ন খাদানের ৱোল্ডার তোলা ৱন্ধ
করেছে সেখানকার জেলা প্রশাসন।

আরামৱাগ ও উলুৱেড়িয়া ৩০ জানুয়ারি ২০২২ ০৭:৫৮



ঢাগনানের ঠিরামপুরে রূপনারায়ণের ধস মেরামতির কাজ ঞক (ঐ দিকে)। ক্ষতিগ্রস্ত দ্বারকেশ্বর নদের ঐধ। আরামঢাগের পশ্চিম সালেপুরে। নিজস্ব চিত্র।

কাঁচামাল অর্থাৎ ল্যাটেরাইট ঐন্ডার মিলছে না। ফলে, হাওড়া ও হুগলি– দুই জেলাতেই ঐশ কিছু ায়গায় নদীঐধ সংস্কারের কাজ থমকে গিয়েছে। অনেক কাজ শুরুই করা যায়নি। চিন্তা ঐাড়েছে দুই জেলার সেচ দফতরের। ঠিকল্প হিসেে তাঁরা ‘স্টোন ঐন্ডার’ ঐ্যাহারের অনুমতি চাইছেন ঐধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে।

সাধারণত ঐধ মেরামতির কাজ হয় নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত। অর্থাৎ, এখন সেই কাজের ভরা মরসুম হলেও হাত গুটিয়ে থাকতে হচ্ছে সেচ দফতরকে। তারা জানিয়েছে, হাওড়ায় অন্তত ১২টি জায়গায় ঐধ মেরামতির কাজ থমকে আছে। হুগলিতে আরামঢাগের তিন জায়গায় দ্বারকেশ্বরের ঐধের কাজ ঐং ঠিশ্ব ঐ্যাক্সের ঠাকায় দামোদরের ঐ দিকের ঐধ ঐরাের ধনেখালি থেকে তারকেশ্বর, জাঙ্গিপাড়ায় ৩৯.২০ কিমি ঐন্য নিয়ন্ত্রণে যে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে তা-ও ঐগোচ্ছে না।

অথচ, দুই জেলারই ঐশ কিছু অঞ্চল ঐন্যাপ্রণ। রয়েছে ভাঙনের সমস্যাও। ফলে, ঐগামী ঐর্ষার ঐগে কাজ শেষ না হলে ঠিপর্ষয়ের ঐশক্ষা থাকছে।

কেন মিলছে না ওই ঐন্ডা

সেচ দফতর সূত্রের খের, ঐই দুই জেলায় ঐধ সংস্কারের জন্য যে ল্যাটেরাইট ঐন্ডার ঐ্যাহার হয়, তা মেলে পশ্চিম মেদিনীপুরে। দূরত্ব কম হওয়ায় তা ঐনতে কম খরচ হয়। তা ছাড়া, ঐই ঐন্ডারের দামও কম। প্রতি টন ৯০০-৯৫০ ঠাকা। ঐন্ডার গুঁড়ো করে মোরামও তৈরি হয়। যা দিয়ে ঐধের সংস্কার করা অংশে রাস্তা ঐানানো যায়। সেই কারণে দু’টি জেলায় ঐই ঐন্ডার দিয়ে ঐধ মেরামতি হয়।

কিন্তু গত ঐর্ষার মরসুম থেকেই পশ্চিম মেদিনীপুরের ঠিভিন্ন খাদানের ঐন্ডার তোলা ঐক করেছ সেখানকার জেলা প্রশাসন। তারা জানিয়েছে, রাজ্য সরকার মিনারেল ঐ্যান্ড মাইনিং কর্পোরেশন গঠনের পরে নয়া নিয়মে ঐালিখাদান থেকে ঐালি তোলার ক্ষেত্রে ছাড়পত্র দিলেও ঐন্ডারের ক্ষেত্রে এখনও তা দেয়নি।

ফলে, ঐন্ডারের জোগান নেই। ঢাগনানের ঠিরামপুর থেকে মেল্লক পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার অংশে রূপনারায়ণের ঐধ ভেঙেছে ঐং পাড়ে ধস নেমেছে। নদীর ধারেই সামতােড়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐাড়ি। ঐখানে জেলা পরিষদ ঐং ঢাগনান-২

পঞ্চায়েত সমিতি যৌথ ভাবে পর্যটনকেন্দ্র গড়ছে। ঝাঁধ এং ধস মেরামত না হলে আগামী ঐর্ষায় শুধু যে শরণচন্দ্রের ঝাড়ির ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, তা-ই নয়, ভেঙে যেতে পারে পর্যটনকেন্দ্রের পরিকল্পনাও। থাকছে অন্যর আশঙ্কাও। এক বছর আগে এখানে ঠিকা সংস্থা কাজ শুরু করেও প্রোল্ডারের অভাবে ঝন্ধ করে দেয়।

হাওড়ায় ছ’টি জায়গায় ঝাঁধ মেরামত হচ্ছে গ্রামোন্নয়ন উন্নয়ন তহবিলের (আরআইডিএফ) টাকায়। তার টেন্ডার হলেও কোনও ঠিকা সংস্থাকে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়নি প্রোল্ডারের অভাবে।

হুগলিতে সেচ দফতরের নিম্ন দামোদর বিভাগের ঝন্ধ থাকা তিনটি কাজই আরামপ্রাগ মহকুমার দ্বারকেশ্বর নদের ঝাঁধে। তার মধ্যে সালেপুর পশ্চিমপাড়া এং ডিঙাড়ুর কাজ শুরু হয় ২০২০ সালে। সেগুলির প্রায় ৪৫-৪৮ শতাংশ কাজ হয়ে যাওয়ার পর ঝন্ধ। আরামপ্রাগ পুর এলাকার কাজও থমকে আছে।

জেলা সেচ দফতরের (নিম্ন দামোদর) এঞ্জিনিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তপন পাল বলেন, “ল্যাটেরাইট প্রোল্ডার মিলছে না। বিষয়টা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তাঁদের সিদ্ধান্ত মতোই পরবর্তী কাজ হবে।”

জেলায় ঝাঁধ সংস্কারের জন্য নিয়মিত প্রশাসনের কাছে তদ্বির করেন আমতার প্রাক্তন প্রধান অসিত মিত্র। তিনি বলেন, “সেচ দফতরের এখনই ঝিকল্প প্র্যস্থা করার দরকার। না হলে ঝিপদ ঠেকানো যাবে না।”

হাওড়া জেলা সেচ দফতরের নিম্ন দামোদর নির্মাণভুক্তি-১ এং ২ বিভাগের পক্ষ থেকে থেকে জানানো হয়েছে, ঝীরভূমের পাঁচামি থেকে ‘স্টোন প্রোল্ডার’ এনে কাজ করানোর জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়েছে। তার দাম অনেক বেশি। প্রায় ১৭০০ টাকা টন। তাই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কাজ করা যাবে না। একই ঝক্ত্য হুগলি জেলা সেচ দফতরেরও।

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah->

[hooghly/speculation-regarding-dam-manufacturing/cid/1326282](https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah-hooghly/speculation-regarding-dam-manufacturing/cid/1326282)

ঢাডি ঢাডি পানীয় জল প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে শহরের ঠাসিন্দাদের কাছে ১৩ হাজার ৭০০ টাকা করে নেওয়ারও অভিযোগ উঠেছিল এক সময়।

কেশৱ মান্না

কাঁথি ৩০ জানুয়ারি ২০২২ ০৬:৫৫



প্রতীকী ছবি।

পানীয় জলের সমস্যা কাঁথি শহরে ঐছ দিনের পুরনো ‘অসুখ’। কিন্তু সেই ‘অসুখ’ একটু পুরণাসীর। অভিযোগ ঐলে পারেনি সারাতে পুরোপুরি দলই রাজনৈতিক কোনও লম্বা পড়ে সামনে কলের জলের পানীয় ওয়ার্ডেই সৱ প্রায় এলাকার পুর পড়লেই গরম লাইন।

জল সমস্যা অজানা নয় রাজনৈতিক দলগুলির কাছে। ২০০৯ সালে কাঁথির জওহরলাল নেহেরু জাতীয় শহর পুনর্নিকরণ মিশন প্রকল্পের জন্যে যে জলপ্রকল্প করা হয়েছিল, তা ছিল ১৯টি ওয়ার্ডের ঠাসিন্দাদের জন্য। প্রকল্পটির কাজ শুরু হয় ২০১২ সালে। ওই সময় ওয়ার্ডগুলিতে জনসংখ্যা ছিল ৮০ হাজারের মতো। পরে আরও কাঁথি পুরসভায় আরও দু’টি ওয়ার্ড ঐড়েছে। জনসংখ্যা ঐড়ে হয়েছে দু’লক্ষের কাছাকাছি। স্বাভাবিক ভাবেই পুরনো প্রকল্পে ঐত ঐপুল সংখ্যার ঠাসিন্দার জলের চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়।

ঐর্তমানে কাঁথি পুর এলাকায় প্রতিদিন গড়ে ২০ মিলিয়ন লিটার পানীয় জলের প্রয়োজন হয়। আগে কাঁথি-১ ব্লকের ডাউকি ঐং ফরিদপুরের দু’টি জলাধার থেকে ওই পানীয় জল সরণরাহ হত। তে সে দুটি প্রকল্প ঐখন চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ঐখন মূলত, দেশপ্রাণ ব্লকের ঐসন্তিয়া ঐং কাঁথি-৩ ব্লকের দেঐন্দ্র পঞ্চায়েত এলাকা থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে শহরের ঐসে পৌঁছায় পানীয় জল। ঐছাড়া শহর এলাকায় অন্য ঐড় কোনও প্রকল্প গড়ে

স্থানীয় সূত্রের খৱ, শহরের ঐনামুড়ি, আঠিলাগড়ি, পদ্মপুখুরিয়া, শেরপুরের ঐমন ঐিভিন্ন পানীয় জলের সমস্যা ঐাড়ছে। নলঐাহিত পানীয় জল পরিষেবা শীতকালে স্বাভাবিক থাকলেও, ফেব্রুয়ারির শুরুতে সামান্য গরম পড়লেই উঁচু এলাকাগুলিতে ঐাড়িতে জল সমস্যা শুরু হয়। ওই সমস্যা সমাধানে অমরুদ প্রকল্পের অনুমোদন চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন পুরসভা কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ওই প্রকল্প ঐান্ত্রায়িত হয়নি। ঐপাতত জন স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে কয়েকটি এলাকায় ট্যাপ ঐসানো হয়েছে। তে সেই জলের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। কাঁথি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা ঐিজেপির কাঁথি সাংগঠনিক জেলার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক সৌমেন্দু ঐধিকারীর দাঐ, তাঁর চেয়ারম্যান থাকার সময়ে ঐাড়ি ঐাড়ি পানীয় জল

প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছিল ইউপিএ পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার। তারপর পর্যায়ক্রমে পাঁচ হাজার ঠাসিন্দার ঠাডিতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তে ভূগর্ভস্থ জল ক্রমশ কমতে থাকায় খানিকটা সমস্যা থেকে গিয়েছে।

ঠাডি ঠাডি পানীয় জল প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে শহরের ঠাসিন্দাদের কাছে ১৩ হাজার ৭০০ টাকা করে নেওয়ারও অভিযোগ উঠেছিল এক সময়। সে সময় পুরসভা অধিকারী পরিচালকের নিয়ন্ত্রণে ছিল ঠালে অভিযোগ তৃণমূলের। এ প্রসঙ্গে কাঁথি পুরসভা আরেক প্রাক্তন চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মাইতি ঠালেন, ‘‘প্রশাসক ঠোর্ড পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার জন্য আগের তুলনায় দু’হাজার টাকা করে পুরকর কমিয়েছে। তাছাড়া আমরাও চেয়েছিলাম হলদিয়ার মত কাঁথিতে আমরুদ প্রকল্প চালু করতে। তে অনুমোদন মেলেনি।’’

<https://www.anandabazar.com/west-bengal/midnapore/speculation-regarding-drinking-water-problems-in-kanthi-before-wb-municipal-election-2022/cid/1326276>

Down to earth

864. Grey pelicans die in droves in Srikakulam

Migratory grey pelicans ate fish infected with roundworms in Srikakulam, which caused their deaths, according to forensic reports

By [Shuchita Jha](#)

Published: Friday 28 January 2022



📷 Dead grey pelicans discovered in Srikakulam. Photo: PV Sastry, forest range officer, Tekkali forest range, Srikakulam, Andhra Pradesh

CORRIGENDUM: This story was corrected January 30, 2022 to correctly reflect a grey pelican on the cover image instead of a painted stork as originally published. The error is regretted.

Around 130 grey pelicans have died in Telineelapuram village, in the Tekkali mandal of Srikakulam district, Andhra Pradesh, in the last one month. The cause of death has been found to be nematode (roundworm) infestation.

The first bird was found dead under a tree December 28, 2021, by local forest officials.

"The birds fall from trees and die in one to two hours," PV Sastry, forest range officer of Tekkali Forest Range, told *Down To Earth*.

Grey pelicans fall in the 'Near Threatened' category of the International Union for Conservation of Nature's Red List. Grey pelicans and painted storks come to various parts of Andhra Pradesh from Siberia during winters for breeding.

Sastry said the birds ate fish from nine water tanks used for aquaculture that were spread across 1,500 acres of the village. They also ate at some local ponds in the Naupuda swamp.

"We took the bird's sample to the Animal Disease Diagnostic Lab (ADDL) in Srikakulam city for a postmortem to know the cause of death. Preliminary findings showed that that it was parasitic infection," Sastry said.

He added that since December, officials had seen over 130 birds dying and had continued to find one or two dead birds every day.

"The birds feed from the aquaculture pond and when we took a fish sample to the ADDL, the same parasite was found in it too," Sastry said.

He added that while painted storks and pelicans fed from the same tanks of the Naupuda swamp, the storks didn't die as they ate smaller fish and in smaller numbers while the pelicans ate 1-2 kgs of fish in one go from the deeper ends of the tanks.

"The pelicans go deep into the ponds to catch fish. These birds go around 150-200 km for feeding and nesting, but we have only tested the samples of fish and water from these nine tanks. We cannot be sure whether other water bodies are also infected or not," Sastry added.

Baikunth Rao, a forest watchman, said he had buried more than 100 birds during the past one month. "I bury the dead birds near the village trees. But it is sad to see them dying in such large numbers," he said, sounding concerned.

Sastry added that the veterinary department of the district had suggested administering one dose of 0.1 ml of piperzine liquid through the oral route to treat the birds.

"The veterinary department said it takes 2-3 hours for the birds to die once they fall down from trees. If we are able to give them the medicine within that time, we may be able to save the grey pelicans in Telineelapuram," he said.

"We need to save these birds as they are near threatened and come to Srikakulam for breeding. So, their population should increase, not go down," Sastry noted.

He added that the forest department had initiated talks with the fisheries department in the district to take care of the water tanks and rid the fish of parasites with proper cleaning and medication.

<https://www.downtoearth.org.in/news/wildlife-biodiversity/grey-pelicans-die-in-droves-in-srikakulam-81315>

The Telegraph

865. Tiger mauls crab hunter to death in Sunderbans reserve area

Arabinda Biswas, 40, a resident of Kumirmari, was dragged away by the tiger when he was hunting for crabs in the Jhila forest of the Basirhat range



[Representational image.](#)

[File photo](#)

[Snehamoy Chakraborty](#) | Bolpur(Birbhum) | Published
31.01.22, 04:40 AM

A crab hunter was mauled to death by a royal Bengal tiger when he along with two others from Kumarimari village of the Sunderbans's Gosaba entered the core tiger reserve early Sunday morning.

Arabinda Biswas, 40, a resident of Kumirmari, was dragged away by the tiger when he was hunting for crabs in the Jhila forest of the Basirhat range.

Two fellow fishermen – Kamal Biswas and Animesh Mondal – were with him.

"We were busy hunting for crabs when a tiger pounced on Arabinda and caught him by the head. Before we tried to do something, the animal took it away inside the forest. We were not ready for such a sudden attack by a tiger," said Animesh.

The duo immediately informed forest department staff. They all, along with a few villagers, launched a search for Arabinda inside the forest.

After the search for over an hour, the foresters discovered the mutilated body of Arabinda.

"The tiger usually hides its prey inside a bush. As the tiger caught his head, it was smashed and resulted in the death of the fisherman," said a forester.

The foresters said one needed to get a boat license certificate or permit for fishing inside the core tiger reserve areas.

"We are continuing with awareness camps at different villages with requests to people not to enter core areas of the Sunderbans Tiger Reserve. The person who was killed today, along with his fellow fishermen, entered the core area illegally. We have recovered the body of the crab collector from the jungle," said Jones Justin, the deputy field director of the tiger reserve.

Sources said at least 30 fishermen or crab hunters became the prey of royal Bengal tigers in the past one-and-a-half years and the incidents increased during the Covid time as a large number of people who used to work outside returned and settled with the profession of illegal fishing or crab hunting.

<https://www.telegraphindia.com/west-bengal/tiger-mauls-crab-hunter-to-death-in-sunderbans-reserve-area/cid/1849861>

Asian Age

866. Covid may remain active, transmissible for longer than recommended quarantine period

PTIPublished : Jan 31, 2022, 12:43 pm ISTUpdated : Jan 31, 2022, 12:43 pm IST

The researchers wanted to know if a period of 14 days was really long enough for the virus to stop being detectable

The research involved 38 Brazilian patients who were followed on a weekly basis between April and November 2020. (Photo: AP/File)

The research involved 38 Brazilian patients who were followed on a weekly basis between April and November 2020. (Photo: AP/File)

Washington: Some people infected with SARS-CoV-2 may be able to transmit the virus for longer than the recommended quarantine period, without necessarily manifesting any symptoms during the final stage of the infection, a study suggests.

The research, published recently in the journal *Frontiers in Medicine*, involved 38 Brazilian patients who were followed on a weekly basis between April and November 2020.

The researchers affiliated with the Pasteur-USP Scientific Platform, a partnership between France's Pasteur Institute, the University of Sao Paulo (USP) and Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz) in Brazil, followed the patients until they tested negative twice or three times consecutively by RT-qPCR.

They found that it took a month on average for the diagnostic test to become negative.

"Of the 38 cases we tracked, two men and a woman were atypical in the sense that the virus was continuously detected in their organism for more than 70 days," said Marielton dos Passos Cunha, first author of the research.

"Based on this result, we can say that about 8 per cent of people infected by SARS-CoV-2 may be able to transmit the virus for more than two months, without necessarily manifesting any symptoms during the final stage of the infection," Passos Cunha said.

The researchers wanted to know if a period of 14 days was really long enough for the virus to stop being detectable, concluding that it was not.

"It can take a month for a patient to test negative, and in some cases included in our study the patients remained positive for 71 to 232 days," said Paola Minoprio, one of the coordinators of the Platform and principal investigator for the study.

The finding serves as an alert regarding the risk of limiting quarantine for COVID-19 patients to seven, ten or even 14 days after they test positive, as initially prescribed by protocols to combat the disease, the researchers said.

It also reinforces the significance of vaccination, social distancing, and mask wearing, they said.

The difference between women and men in terms of the duration of viral activity was not significant, averaging 22 days and 33 days respectively.

As for the three atypical cases, the virus remained detectable for 71 days in the woman and 81 days in one of the two men.

None of them had comorbidities and all had mild symptoms of COVID-19, the researchers said.

The other atypical man continued to test positive for coronavirus for 232 days, after which he tested negative three times by RT-qPCR, they said.

He has had HIV, the virus that causes AIDS, since 2018 but has no detectable viral load thanks to antiretroviral therapy.

"The fact that he is seropositive for HIV does not mean he is more susceptible to other infections, as he has undergone the therapy since he was diagnosed," Minoprio said.

"His capacity to respond to an infection by another agent is comparable to that of any other individual, and indeed he did respond to coronavirus when infected. He isn't immunosuppressed," he added.

<https://www.asianage.com/science/310122/covid-may-remain-active-transmissible-for-longer-than-recommended-quarantine-period.html>

